শ্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

(ব্রহ্মখণ্ড প্রকৃতিখণ্ড গণেশখণ্ড শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড)

আচার্য্য

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

কর্তৃক অনুবাদিত ও সম্পাদিত

শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

কর্তৃক পরিশোধিত

নবভারত পাবলিশার্স

মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

শ্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

(ব্রহ্মখণ্ড প্রকৃতিখণ্ড গণেশখণ্ড শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড).

আচার্য্য

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও সম্পাদিত

শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

কর্ত্তৃক পরিশোধিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম নবভারত সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১

প্রকাশক : শ্রীরণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
মুদ্রাকর : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫২, রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা-৯

ভূমিকা

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—অতি সুমধুর, প্রাঞ্জল এবং পাঠকগণের কৌতূহলপ্রদ। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহাতে সুবিস্তৃত কৃষ্ণলীলা, দুর্গা, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা ও রাধিকা প্রভৃতির উপাখ্যান, কার্ত্তিক-গণেশের জন্ম-বিবরণ ও চরিতাবলী এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় যুদ্ধ প্রভৃতির নানাবিধ প্রস্তাব বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কলিকাল বর্ণনা, স্বপ্নাধ্যায়, দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ, জাতি নির্ণয় ও পুরাণের জটিল মতের সুমীমাংসা এবং অনেক দেবদেবীর স্তব-কবচ এই পুরাণের অন্তর্গত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। পাঠ না করিলে প্রকৃত পৌরাণিক হওয়া যায় না। এখানি উক্ত মহাপুরাণের ঠিক মূলানুযায়ী বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ঠিক মূলানুযায়ী বঙ্গানুবাদ আর নাই। মূল বুঝিতে যাঁহারা সক্ষম নহেন, তাহাদিগের জন্যই এই অনুবাদের আবির্ভাব; এখন তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেই আমার আশা ও পরিশ্রম সফল হইবে।

এই পুরাণের অনুবাদক :—পণ্ডিত শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী, শ্রীজগন্নাথ বিদ্যার্ণব, শ্রীহেমচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ন্যায়বাগীশ, শ্রীমহেশচন্দ্র চূড়ামণি, শ্রীরঘুনন্দন ন্যায়বাগীশ, শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ এবং আমি। আদ্যোপান্ত পরিদর্শন আমিই করিয়াছি।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

নবসংস্করণের ভূমিকা

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—অন্যতম মহাপুরাণ। প্রামাণিক বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ যে মহাপুরাণ—তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। (বিষ্ণু পুরাণ ৩য় অংশ ৬ অধ্যায় ২৩ শ্লোক)

এই পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের পরম ব্রহ্মস্বরূপতা এবং তাঁহার আংশিকলীলা বর্ণিত হইয়াছে—সুতরাং ইহা 'বৈষ্ণব পুরাণ' বা সাত্ত্বিক পুরাণ।

এই পুরাণ চারটি খণ্ডে বিভক্ত। (১) ব্রহ্মখণ্ড (২) প্রকৃতিখণ্ড (৩) গণেশখণ্ড (৪) শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম খণ্ড।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের দাক্ষিণাত্যদেশে ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণ এরূপ নামান্তর পাওয়া যায়।

এখন এই দুই নামের অর্থ নির্বাচন এইভাবে করা যায় যে,—যে পুরাণে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত অর্থাৎ রূপান্তর বর্ণিত হইয়াছে।

বেদান্তমতে বিবর্ত্তবাদ স্বীকৃত, সাংখ্যমতে পরিণামবাদ এবং ন্যায়মতে কার্য্যকারণবাদ সমর্থিত হইয়াছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতির বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় প্রকৃতির রূপান্তরই পরিণামবাদের ফল।

কিন্তু বেদান্তমতে দৃশ্যমান জগতের বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় অথচ আমাদের ইহা জ্ঞান-গোচর হইয়া থাকে—ইহাই বিবর্ত্ত।

যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রমজ্ঞান, রজ্জুতে সর্প-ভ্রমজ্ঞান হয়, রজত বা সর্প না থাকিলেও তাহার জ্ঞান হইতেছে, ইহাই বিবর্ত্ত। যদি বলা যায় শুক্তি ও রজ্জু এক একটি বাহ্যবস্তু—তাহাকে আশ্রয় করিয়া রজত ও সর্পজ্ঞান হইতেছে, ইহার উত্তর এই যে—সকল বাহ্যবস্তুই অলীক অর্থাৎ সৎ নহে বা একান্ত অসৎও নহে। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। অথচ যতক্ষণ আমাদের অবিদ্যা বা অজ্ঞান আছে, ততক্ষণ আমরা সেই ব্রহ্ম-আধারে অবিদ্যা-কল্পিত বিশ্বজগৎ নানাভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। যেমন স্বপ্নকালে কোনবস্তু না থাকিলেও বহুবিধ দৃশ্যবস্তুর আবির্ভাব হয় এবং তাহা তৎকালে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ এই সংসার অবিদ্যাকল্পিত এবং সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের আধারে তাহা সত্যরূপে বোধগম্য হয়। বস্তুতঃ বাহ্যজগৎ সত্য নহে ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে এ বিশ্বজগৎ-এর সত্তা উপলব্ধি হইবে না। তাহা হইলে সত্য কি? সত্য একমাত্র ব্রহ্ম। তাঁহারই বিবর্ত্ত, প্রকৃতি তাঁহারই একটি রূপান্তর। তিনিই গণেশ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম, ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার লীলার মধ্য দিয়া স্বরূপজ্ঞান করিলে মানব অবিদ্যামুক্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে এই পুরাণ রচিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণ এই নাম প্রচলিত হওয়ার কারণ এই যে কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থ দাস। 'ব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দাস্য লাভের উদ্দেশ্যে এই পুরাণ রচিত হইয়াছে। ভক্তিবাদের চরম গতি হইল, শ্রীকৃষ্ণভগবানের দাসত্বলাভ, তাহাই বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণ এই নামকরণ করা হইয়াছে।

অথবা শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম হইলেন কৈবর্ত্ত (ধীবর বা নৌ-কর্ণধার প্রায়) সংসার সমুদ্রে তিনি খেলা করিতেছেন, তিনি ভবসমুদ্র পারের কর্ণধার।

যাহা হউক, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদকে রূপায়িত করিবার জন্য এই পুরাণ লিখিত হইয়াছে।

যদিও এই পুরাণে দার্শনিক বিচার স্থান পায় নাই, তাহা হইলেও দার্শনিক তত্ত্বকে পৌরাণিক পরিচ্ছদে সজ্জিত করা হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে—"একমেবাদ্বিতীয়ং" 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই মূল সূত্রকে ও 'আনন্দং ব্রহ্ম' এই তিন ব্রহ্ম লক্ষণকে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সর্বসমেত ২৭৪ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম ব্রহ্মখণ্ডে ৩০ অধ্যায়, প্রকৃতিখণ্ডে ৬৬, গণেশখণ্ডে ৪৬ এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৩২ অধ্যায়।

এই পুরাণের বক্তা সূতপুত্র সৌতি বেদব্যাসশিষ্য এবং প্রধান শ্রোতা শৌনক-মুনি। নৈমিষারণ্য ইহার প্রকাশক্ষেত্র।

শ্রীকৃষ্ণের পরমব্রহ্মস্বরূপতা প্রতিপাদনই এই পুরাণের বিষয়বস্তু।

ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই সৃষ্টির মূলকারণ। তাঁহারই ইচ্ছায় প্রকৃতির আবির্ভাব। তিনিই প্রধানা প্রকৃতি শ্রীদুর্গার গর্ভে গণেশ ও কার্ত্তিকরূপে আবির্ভূত হ'ন। এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই সংক্ষিপ্ত উপনিষদ্ বাণী বীজস্বরূপ—গৃহীত হইয়া ব্রহ্মখণ্ড ও প্রকৃতিখণ্ডে ফল-ফুল পল্লবে সুসজ্জিত বৃহৎ মহীরুহে প্রকাশিত হইয়াছে।

'আনন্দং ব্রহ্ম'—ইহারই বিস্তৃতরূপ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। 'রসো বৈ সঃ' ব্রহ্ম যে রস অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ তাহারই প্রকাশ—রাসলীলায়। সৃষ্টির মূলে চাই প্রকৃতির সহায়তা।

প্রকৃতি এই পুরাণমতে পঞ্চবিধ—(১) গণেশজননী দুর্গা, (২) লক্ষ্মী, (৩) সরস্বতী, (৪) সাবিত্রী ও (৫) রাধা।

প্রশব্দে প্রকৃষ্টা কৃতিশব্দের অর্থ সৃষ্টি। যে দেবী সৃষ্টিবিষয়ে পরমসমর্থা তিনিই প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী (সত্ত্ব রজঃ তমো গুণের সমষ্টি)।

প্রকৃতির প্রথম রূপান্তর দুর্গা, তিনিই গণেশজননী, শিবস্বরূপা, তিনি অনন্তা ও অনন্তগুণময়ী।

(২) লক্ষ্মী—এই পুরাণে লক্ষ্মী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা পদ্মারূপে বর্ণিতা। ইনি পতিব্রতা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্যা, তিনিই বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী।

(৩) সরস্বতী—তিনি শান্তস্বরূপা, বীণাপুস্তকধারিণী ; সুশীলা সত্ত্বস্বরূপা হরিপ্রিয়া।

(৪) সাবিত্রী—ইনি শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থী প্রকৃতি, ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব বেদের এবং বেদাঙ্গ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষের মূর্তি, দ্বিজাতিগণের জাতিস্বরূপা, তপস্বিনী ব্রহ্মতেজোময়ী, শাস্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

(৫) রাধা—প্রেম ও প্রাণের অধিষ্ঠাতৃদেবী। তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা। ইনি বৃষভানুসুতা।

শ্রীকৃষ্ণের এই পাঁচটি মূল প্রকৃতি।

(ক) অতঃপর এই প্রকৃতির অংশরূপা—প্রধানা—গঙ্গা, ইনি নির্মলা, অহঙ্কারশূন্যা, সতী সাধ্বী ও নারায়ণের প্রিয়া।

(খ) প্রকৃতির অংশরূপা তুলসী, পরম পবিত্রা, (গ) মনসাদেবী অনন্ত নাগরাজের ভগিনী, নাগমাতা, নাগবাহিনী।

(ঘ) প্রকৃতিদেবীর ষষ্ঠাংশরূপা ষষ্ঠীদেবী।

(ঙ) প্রকৃতির আর একটি প্রধান অংশরূপে আবির্ভূতা মঙ্গলচণ্ডী।

(চ) আর একটি প্রধানাংশরূপা—দেবী কালী। ইনি কমলদললোচনা, এই দেবী কালিকা কৃষ্ণভক্তা, তেজে বিক্রমে ও গুণাবলীতে কৃষ্ণতুল্যা। এই মহাশক্তি পূজিতা হইলে চতুর্বর্গ ফল দান করিয়া থাকেন।

(ছ) প্রকৃতির আর একটি প্রধান অংশ দেবী বসুন্ধরা (পৃথিবী) সকলের আধার ও সর্বশস্য উৎপাদন কারিণী। ইনি রত্নগর্ভা—ইনি সর্বজনপূজিতা।

অতঃপর প্রকৃতির কলাস্বরূপা বিভিন্ন দেবের শক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণ মতে পরমাত্মা কৃষ্ণ গণেশ হইয়া এবং বিষ্ণুর কলা হইতে উৎপন্ন স্কন্দ (কার্তিকেয়) এই নামে, ভগবতী দুর্গার দুই পুত্র হ'ন।

শক্তি শব্দের অর্থ, ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তি ও দেবদেবীগণের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ—কৃষ্ +ণ=কৃষি অর্থাৎ ভক্তি, 'ণ' শব্দের অর্থ দাস্য, যিনি ভক্তি ও দাস্য প্রদান করেন—তিনিই কৃষ্ণ। অথবা কৃষি শব্দের অর্থ সর্ব, 'ণ' শব্দের অর্থ বীজ=যিনি সর্ববীজস্বরূপ। ইনি পরমাত্মা।

রাধাকে মহাপ্রকৃতি বলা হইয়াছে। কোটি চন্দ্রের প্রভাহরণকারিণী রাধা, রাসমণ্ডলের অধীশ্বরী।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে 'রাধা' এই নামটির উল্লেখ নাই। রাসমণ্ডলের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রাধান্য গোপীর কথা বলা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ইহাই প্রমাণ্য যে,—সমগ্র ভারতে 'রাধাকৃষ্ণ' এই নাম প্রচারিত হইয়াছে—রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি সমন্বিত অগণিত মন্দির স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে তাঁহার বাল্য ও কৈশোরে লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সহিত এবিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বহু সাদৃশ্য আছে এজন্য ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

এই পুরাণখানির প্রকাশে নবভারত পাবলিশার্স কোং যে উদ্যম দেখাইয়াছেন,—তজ্জন্য আমি আশীর্বাদ করি—শ্রীমান্ রণজিৎ সাহাকে এবং আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য্য এম. এ. কে.—তাহাদের যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ইতি

বৈশাখী পূর্ণিমা
১৩৯১

শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

সূচীপত্র।

ব্রহ্মখণ্ড।

বিষয় — পৃষ্ঠা।

বিষয় — পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

প্রকৃতিখণ্ড।

প্রকৃতিখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

গণেশখণ্ড।

গণেশখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ব্রহ্মখণ্ড।

অধ্যায়।

গণেশ, ব্রহ্মা, শিব, সুরপতি ও অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ মনু ও মুনীন্দ্রগণ, আর লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গিরিজাদি দেবগণ নিরন্তর যাঁহার উপাসনা করেন, সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার। যাঁহার শরীর যাবদীয় স্থূল পদার্থ হইতে স্থূলরূপে বিরাজ করিতেছে; অধিক কি, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যিনি প্রতি লোমকূপে ধারণ করিতেছেন এবং যিনি সৃষ্টিসময়ে মায়ার সহিত মিলিত হইয়া নিজ শক্তিতে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, সেই অনাদি হরিকে ভজনা করি। সমস্ত দেবতা, মানব ও মনুগণ এবং যোগাসনোপবিষ্ট সমুদয় যোগিগণ ধ্যানপরায়ণ হইয়া নিরন্তর যাঁহাকে চিন্তা করিয়া থাকেন; সাধু সকল জন্ম জন্মান্তর তপস্যা করিয়া স্বপ্নযোগেও যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে অসমর্থ; যিনি ভক্তবৃন্দের অনুগ্রহের নিমিত্তই অনির্ব্বচনীয় শ্যামসুন্দররূপ ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই ত্রিগুণাতীত নিরীহ ইচ্ছাময় নিত্য পরমেশ্বর হরিকে ধ্যান করি। যে হইতে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি সকলেই আবির্ভূত হইয়াছেন, আমি সেই গুণাতীত অবিনশ্বর পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। মহর্ষি ব্যাসদেব বেদসমূহকে বৎসরূপে এবং ভারতীকে কামধেনুরূপে কল্পনা করিয়া; সেই কামধেনু হইতে সুধাসম অতি মধুর এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছেন; অতএব রে মূঢ়মানব সকল! যদি তোমাদিগের ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে নিরন্তর সেই দুগ্ধ পান করিতে থাক। অনন্তর ভগবান্ বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া, পরে নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্কারপূর্ব্বক জয় অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণাদি গ্রন্থ উচ্চারণ করিবে। ১—৫। পূর্ব্বকালে কোন সময় ভারতবর্ষের অন্তর্গত নৈমিষারণ্য তীর্থে শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সমাপনান্তে কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে ঋষিবর সৌতি-মহাশয় যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সবিনয়ে নমস্কার করিলেন। ঋষিগণও তাঁহাকে দেখিবামাত্র আসন দান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর শান্তস্বভাব পুরাণজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ শৌনক, সানন্দে ভক্তিপূর্ব্বক শান্তমূর্ত্তি পৌরাণিক সৌতি মহাশয়কে যথাবিধি পূজা করিলেন এবং সেই সস্মিত পুরাণতত্ত্বজ্ঞের, আসনে সুস্থিরভাবে উপবেশন-পূর্ব্বক পথশ্রম বিদূরিত হইলে, তাঁহাকে তিনি কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহা শ্রবণের সুখকর ও কৃষ্ণকথাযুক্ত, যাহা সাক্ষাৎ মঙ্গলস্বরূপ ও মঙ্গলের আলয়, যাহা হইতে সমুদয় মঙ্গল লাভ করা যায়, যাহা সমস্ত মঙ্গলের নিদান ও সমুদয় অমঙ্গলের বিনাশপূর্ব্বক সম্পৎ দান করিয়া থাকে, যাহা হরিভক্তি, সুখ, মোক্ষ,—অধিক কি, তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত দান করে, যাহার পাঠে পুত্র-পৌত্র-কলত্রাদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে,—শৌনক, মুনিগণসমক্ষে বিনীতভাবে সৌতি মহাশয়কে এইরূপ পুরাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মুনিগণবেষ্টিত সৌতিমহাশয়ের আকাশমণ্ডলে তারকারাজি-বিরাজিত শশধরের ন্যায় শোভা হইয়াছিল।

৬—১৩। শৌনক কহিলেন, হে মুনে! আপনি কোন্ স্থানে গমন করিবেন কোথা হইতেই বা আসিতেছেন? আপনার কুশল ত? আজ আমাদিগের কি শুভ দিন! যেহেতু আপনার ন্যায় সাধু-সন্দর্শন লাভ করিলাম। বোধ হয় আমরা মুমুক্ষু হইলেও, তত্ত্বজ্ঞান-বর্জ্জিত ভবসাগরে নিমগ্ন এবং কলি-প্রভাবে ভীত বলিয়া আপনি এস্থলে আগমন করিয়াছেন। আপনি সাধু ও মহাভাগ। আপনি সমুদয় পুরাণের তত্ত্বাব-ধারণপূর্ব্বক পৌরাণিক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আপনার দয়ার সীমা নাই। হে মহাভাগ! এক্ষণে কৃপা করিয়া, যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি লাভ করা যায়, এরূপ জ্ঞানোদ্দীপক কোন অদ্ভুত পুরাণ কীর্ত্তন করুন। হে সৌতে! কৃষ্ণভক্তি মুক্তি অপেক্ষা গরীয়সী এবং সমুদয় কর্ম্মের মূলচ্ছেদিকা। কৃষ্ণভক্তি-বলেই সংসার-নিবদ্ধ মানবগণের মায়াপাশ ছিন্ন হইয়া থাকে। যে সকল জীব নিরন্তর সংসাররূপ দাবানলে দগ্ধ হইতেছে, তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণভক্তি—সুধাবর্ষণ-স্বরূপ; আর কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত প্রাণিগণের চিত্তে কোন ক্রমেই সুখ বা আনন্দের সম্ভব নাই। বৎস! যে পুরাণে প্রথমে সকলের বীজস্বরূপ পরব্রহ্মের নিরূপণ ও তাঁহার সৃষ্টি-কার্য্যাদি বর্ণিত আছে; এবং যে পুরাণে পরমাত্মা-স্বরূপ সেই ব্রহ্ম সাকার বা নিরাকার, তাঁহার ধ্যান বা ভাবনা কিরূপ, বৈষ্ণব ও সাধুযোগিগণ কিপ্রকারে তাঁহার উপাসনা করেন, এবং বেদে কাহাদিগেরই বা মত উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে;—এই সমুদয় বিষয় ও প্রকৃতির আকার, গুণের লক্ষণ এবং মহদাদির নির্ণয় প্রভৃতি বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ১৪—২৩। যে পুরাণে গোলোকের, শিবলোকের, বৈকুণ্ঠের ও অন্যান্য স্বর্গাদিরও বর্ণনা আছে। হে সৌতে! যাহাতে অংশকলার নিরূপণ, প্রকৃতি ও প্রাকৃতের ভেদ এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আত্মার নির্ণয় কথিত হইয়াছে; যে পুরাণে নিগূঢ়জন্মা দেবগণের, তাঁহাদের পত্নী সমুদয়ের, সমুদ্রের, শৈলের ও নদী সকলের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। কাহারা প্রকৃতির অংশ, কাহারা বা কলা ও কাহারা বা কলা-কলা,—এই সকল বিষয় এবং তাঁহাদিগের চরিত, ধ্যান, পূজা, ও স্তোত্রাদি, আর রাধিকার অতি অপূর্ব্ব অমৃততুল্য আখ্যান এবং দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও সাবিত্রীর বিষয় যাহাতে সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে; যে পুরাণে জীবগণের কর্ম্মবিপাক, নরকের বর্ণন, কর্ম্মের খণ্ডন ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় কথিত হইয়াছে; যে সমুদয় কর্ম্ম-হেতু জীবগণ যে যে শুভাশুভ স্থান লাভ করেন, ও যে যে যোনি প্রাপ্ত হন, এবং যে যে রোগে আক্রান্ত হন, আর যে কর্ম্ম-বলে সেই সমুদয় হইতে মুক্ত হইতে পারেন, এই সকল যে পুরাণে নিরূপণ করা হইয়াছে; মনসা, তুলসী, কালী, গঙ্গা, পৃথিবী, ও অন্যান্য দেবীগণের চরিত্র যাহাতে বর্ণিত আছে—হে সৌতে! যাহাতে শালগ্রাম শিলা, দান ও ধর্ম্মাধর্ম্মের অপূর্ব্ব নিরূপণ আছে; যে পুরাণে গণেশের চরিত্র, জন্ম, কর্ম্ম, গূঢ় কবচ, স্তোত্র ও মন্ত্রের বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে; এবং পরমাদ্ভুত যে সকল উপাখ্যান আমরা কখন শ্রবণ করি নাই, সেই সমস্ত যাহাতে আছে, স্মরণ করিয়া আমাদিগের নিকট সেই সমস্ত বিষয়ই প্রকাশ করুন। আর পরিপূর্ণতম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মক্রম যাহাতে বর্ণিত আছে, সেই পুরাণের কথা আমাকে বলুন। হে মুনে! তিনি কোন্ পুণ্যবানের গৃহে জন্ম লাভ করেন? এবং কোন্ পুণ্যবতী সতী তাঁহাকে প্রসব করিয়া জগৎ-মধ্যে ধন্যা ও মান্যা হইয়াছেন? এবং তিনি তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইয়া কিকারণ কোন্ স্থানে গমন করেন? সেই স্থানে যাইয়া কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? আর কিহেতু বা প্রত্যাগত হন? তিনি কাহার প্রার্থনায় ভূভার হরণ ও লোকমর্য্যাদা স্থাপন করিয়া পুনরায় কিহেতু গোলোকে প্রত্যাগত হন? হে বৎস! এই সকল ও অন্যান্য চিত্তশুদ্ধিকারক, মুনি-গণেরও দুর্জ্ঞেয়, শ্রুতি-দুর্লভ আখ্যান সকল যে পুরাণে প্রকাশিত আছে, আর নিজ বুদ্ধি অনুসারে যে সমস্ত উপাখ্যান জিজ্ঞাসিত হইয়াছে বা যাহা অজিজ্ঞাসিত আছে, সেই সকল উপাখ্যানযুক্ত ও শ্রবণমাত্রে বৈরাগ্য-জনক কোন অদ্ভুত পুরাণ আমার নিকটে প্রকাশ করুন। কারণ যিনি সদ্গুরু, তিনি শিষ্যের জিজ্ঞাসিত বা অজিজ্ঞাসিত বিষয় উপদেশ করেন; যিনি যোগ্য ও অযোগ্যের উপর সমভাবাপন্ন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ২৪—৪২। সৌতি কহিলেন,—হে শৌনক! আপনার পাদপদ্ম দর্শনেই আমার সমুদয় কুশল। আমি সিদ্ধাশ্রম হইতে আসিতেছি; নারায়ণাশ্রমে গমন করিব। পুণ্যপ্রদ ভারতস্থ নৈমিষারণ্য দর্শন জন্য আগত হইয়া, বিপ্রসমূহ দর্শনে প্রণামার্থ এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। যে ব্যক্তি অজ্ঞান নিবন্ধন দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুকে দর্শন করিয়া প্রণাম না করেন, তিনি চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিতে কাল-সূত্র হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। জগদীশ্বর হরি ব্রাহ্মণরূপ ধারণ-পূর্ব্বক ভারতক্ষেত্রে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন; এজন্য

পুণ্যবান্ ব্যক্তিই পুণ্যবলে ব্রাহ্মণরূপী হরিকে প্রণাম করিয়া থাকেন। ভগবন্! আপনি যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঞ্ছনীয় সেই সমুদয় বিষয় বিদিত আছি। পুরাণের মধ্যে সারভূত ব্রহ্মবৈবর্ত্তনামক যে উৎকৃষ্ট পুরাণ, তাহাতেই তৎসমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ ও বেদের ভ্রম-নিবারক এবং হরিভক্তিকারী। ইহা সমুদয় তত্ত্বজ্ঞানের বৃদ্ধিকারক। এই পুরাণ কামীদিগের কামপ্রদ ও মোক্ষাভিলাষিগণের মোক্ষদাতা, এবং বৈষ্ণবগণের ভক্তিদায়ক। ফলতঃ ইহা কল্পবৃক্ষস্বরূপ। যোগিগণ, সাধুগণ ও বৈষ্ণবগণ যে পরাৎপরকে ধ্যান করিয়া থাকেন, এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আদিব্রহ্মখণ্ডে সেই সর্ব্ববীজ পরব্রহ্মেরই নিরূপণ হইয়াছে। হে শৌনক! বৈষ্ণব, যোগী ও সাধুতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ইঁহারা নিজ জ্ঞানের পরিপাকনিবন্ধন ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট উপাধি মাত্র প্রাপ্ত হয়েন। জীবগণ সৎসঙ্গে 'সৎ' ও যোগিগণসঙ্গে 'যোগী'—এই উপাধি লাভ করিয়া ক্রমে ভক্তসঙ্গনিবন্ধন সৎ ও যোগী হইতে শ্রেষ্ঠ "বৈষ্ণব" এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ৪৩—৫২। এই ব্রহ্মখণ্ডে সমুদয় দেব-দেবী ও সমস্ত দেবগণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতিখণ্ডে সমস্ত দেবীর শুভ চরিত্র বর্ণিত আছে। ব্রহ্মখণ্ডে জীবগণের কর্ম্মবিপাক, শালগ্রামের নিরূপণ, আর দেবীগণের কবচ, স্তোত্র, মন্ত্র ও পূজা অভিহিত আছে। আর তাহাতে প্রকৃতির লক্ষণ, কলাংশাদির নিরূপণ এবং দেবীসকলের কীর্ত্তি ও প্রভাব বর্ণিত আছে। পুণ্যাত্মা ও পাপী সকল যে যে শুভাশুভ স্থানে গমন করেন, তাহার নির্ণয়; নরক ও রোগ-সমূহের বর্ণন এবং তাহা হইতে মোক্ষের উপায় কথিত আছে। পরে গণেশখণ্ডে গণেশের জন্ম ও বেদদুর্লভ তাঁহার চরিত্র এবং গণেশ ও ভৃগু মহাশয়ের কথোপকথন-প্রসঙ্গে সমস্ত তত্ত্বের নিরূপণ, আর গণেশের নিগূঢ় কবচ, স্তোত্র, ও মন্ত্র-তন্ত্রাদির বর্ণন আছে। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড। তাহাতে এই পুণ্যক্ষেত্র-ভারতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কার্য্যকলাপ বর্ণিত আছে। ঐ জন্মখণ্ডে কৃষ্ণের ভূভারহরণ, মঙ্গলময় ক্রীড়া-কৌতুক ও সাধুদিগের মর্য্যাদাস্থাপন নিরূপিত হইয়াছে। ৫৩—৬০। হে বিপ্রবর! এই আমি চারি খণ্ডে বিভক্ত, সর্ব্বধর্ম্মের নিরূপক, উৎকৃষ্ট পুরাণের বিষয় আপনাকে কহিলাম। এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সকলের প্রার্থনীয়, আশাপূর্ণকারক এবং অভীষ্টফলদাতা। হে শৌনক! ইহা কেবল বেদ-সম্মিত বলিয়া পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ইহাতে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম বিবৃত অর্থাৎ নিরূপিত হইয়াছেন বলিয়া পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ ইহার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নাম রাখিয়াছেন। এই পুরাণ-সূত্র পূর্ব্বে নিরাময় গোলোক ধামে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মাকে দান করেন। পরে ব্রহ্মা, পুষ্করনামক মহাতীর্থে ইহা ধর্ম্মকে অর্পণ করেন। অনন্তর ধর্ম্মদেব প্রীতিপূর্ব্বক পুত্র নারায়ণকে সমর্পণ করিলে, ভগবান্ নারায়ণ-ঋষি পরে তাহা নারদকে প্রদান করেন। নারদ গঙ্গাতীরে ব্যাসদেবের হস্তে সমর্পণ করিলে ব্যাসদেব সেই সুমনোহর বিপুল পুরাণ-সূত্র, সংক্ষিপ্তরূপে গ্রথিত করিয়া, পুণ্যপ্রদ সিদ্ধক্ষেত্রে আমাকে দান করেন। হে ব্রহ্মন্! আমি এই আপনার নিকট ইহার ইতিবৃত্ত নিবেদন করিলাম। এক্ষণে সমুদয় শ্রবণ করুন। ব্যাসদেব-কর্তৃক অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ এই পুরাণের সমস্ত শ্রবণ করিলে, মানব যে ফল লাভ করেন, ইহার এক অধ্যায় মাত্র শ্রবণ করিলেও, সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন, ইহাতে সংশয় নাই। ৬১—৬৯।

ব্রহ্মখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! আজ আপনার মুখে কি অনির্ব্বচনীয় প্রার্থিত বিষয় শ্রবণ করিলাম। আপনি সেই উৎকৃষ্ট সমুদয় ব্রহ্মখণ্ড আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। ১। সৌতি কহিলেন,—সেই অমিততেজা গুরু ব্যাসদেবকে বন্দনা করি; এবং হরি, দেবগণ ও ব্রাহ্মণ সকলকে প্রণামপূর্ব্বক সনাতনধর্ম্ম বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি ব্যাস-মুখে যে উত্তম ব্রহ্মখণ্ড শ্রবণ করিয়াছি, তাহা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নিবারক ও জ্ঞানপথের প্রদীপস্বরূপ। হে দ্বিজবর! পূর্ব্বে প্রলয়কালে কোটিসূর্য্যতুল্য প্রভাশালী অসংখ্য বিশ্বের কারণ ও অবিনশ্বর জ্যোতিঃপুঞ্জই কেবল বিদ্যমান ছিল। স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বরের সেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মধ্যে মনোহর লোকত্রয় বিলীন ছিল। ২—৫। হে দ্বিজবর! সেই লোকত্রয়ের উপরিভাগে ঈশ্বরের ন্যায় অবিনশ্বর, ত্রিকোটিযোজন বিস্তীর্ণ মণ্ডলাকৃতি গোলোকধাম অবস্থিত। সেই সুমহৎ রত্নভূমিময় গোলোক দেখিতে তেজঃস্বরূপ। যোগিগণ স্বপ্নেও তদ্দর্শনে অসমর্থ। তাহা কেবল বৈষ্ণবগণের দৃশ্য ও গম্য। আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, শোক ও ভয়বর্জ্জিত ঐ গোলোকধাম,

পরমেশ্বরের যোগবলেই অন্তরীক্ষে অবস্থিত। ঐ গোলোকধামে অসংখ্য উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত মন্দির-সকল বিরাজ করিতেছে। প্রলয়কালে উহাতে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং সৃষ্টিসময়ে গোপ-গোপিকা-গণ অবস্থান করেন। উক্ত গোলোকের দক্ষিণে পঞ্চাশৎকোটিযোজন অধোদেশে তাহার সমান মনোহর বৈকুণ্ঠ ও বামভাগে সেইরূপ শিবলোক অবস্থিত। বৈকুণ্ঠ কোটিযোজন বিস্তৃত ও মণ্ডলাকৃতি। উহা প্রলয়ে শূন্য ও সৃষ্টিসময়ে লক্ষ্মী-নারায়ণযুক্ত। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের অবস্থানকালে, জরা-মৃত্যু-আদিশূন্য চতুর্ভুজ নারায়ণের পার্ষদগণ বিরাজ করেন। উহার বামদিকে কোটিযোজন বিস্তৃত শিবলোক। উহা প্রলয়ে শূন্য ও সৃষ্টিকালে সপার্ষদশিবযুক্ত। আর সেই গোলোকের অভ্যন্তরে পরম আনন্দজনক ও পরম আনন্দস্বরূপ মনোহর জ্যোতি বিকাশ পাইতেছে। যোগিগণ যোগাবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞানচক্ষুঃদ্বারা তাঁহারই ধ্যান করিয়া থাকেন। সেই আনন্দকর নিরাকার পরাৎপর জ্যোতির অন্তরালে অতি রমণীয়রূপ বিরাজ করিতেছেন। তিনি নূতন জলধর-সদৃশশ্যামকলেবর তাঁহার লোচনদ্বয় রক্তপঙ্কজতুল্য। তাঁহার মুখকমল শারদীয় পূর্ণশশধরের ন্যায় শোভা-বিশিষ্ট। ৬—১৬। অধিক কি, সেই মনোহর রূপ কোটি কন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধার। তিনি দ্বিভুজ, মুরলীহস্ত, পীতবসনধারী ও ঈষৎহাস্যযুক্ত। সেই ভক্তবৎসল উৎকৃষ্ট রত্ন-ভূষণে ভূষিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত। তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নিত ও কৌস্তভমণিতে বিরাজিত। তিনি উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত কিরীট ও মুকুট ধারণ করিতেছেন। সেই বনমালাবিভূষিত সনাতন ভগবান্ পরব্রহ্ম রত্নসিংহাসনে আসীন। তিনি স্বেচ্ছাময়। তিনি সকলের কারণ। তিনি সকলের আধার এবং পরাৎপর। সেই গোপবেশধারীকে দেখিলে কিশোরবয়স্ক বলিয়া বোধ হয়। সেই ভক্তানুগ্রহ-তৎপর পরিপূর্ণতম পরমেশ্বরের কোটি পূর্ণশশধরের ন্যায় শোভা। তিনি নিরীহ ও নির্ব্বিকার। তাঁহা হইতে সমুদয় মঙ্গল লাভ করা যায়। তিনি স্বয়ং মঙ্গল্য মঙ্গলার্হ এবং মঙ্গলস্বরূপ। সেই রাসেশ্বরের মূর্ত্তি শান্ত ও রাসমণ্ডলের মধ্যস্থিত। তিনি পরমানন্দের কারণ এবং সিদ্ধিপ্রদানকারী। সেই সিদ্ধীশ্বর সত্য অক্ষয় অব্যয় এবং সমুদয় সিদ্ধিস্বরূপ। সেই নির্গুণ, নিত্যবিগ্রহ, আদিপুরুষ পরমেশ্বর, অব্যক্ত, প্রকৃতি হইতে অতীত এবং পুরুহূত ও পুরুষ্টুত। শান্তিগুণাবলম্বী বৈষ্ণবগণ, সেই সত্য, স্বতন্ত্র, অদ্বিতীয়, পরমাত্মস্বরূপ, পরায়ণ শান্তমূর্ত্তি হরিকেই আরাধনা করেন। এবম্প্রকাররূপধারী অদ্বিতীয় সেই ভগবান্, সৃষ্টির পূর্ব্বে দিক্সমূহ ও গগনমণ্ডলের সহিত সমুদয় বিশ্ব শূন্যময় দর্শন করিলেন ॥ ১৭—২৭।

ব্রহ্মখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে দ্বিজবর! অনন্তর সেই অসহায়বান্, স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বরের, সমুদয় বিশ্ব ও গোলোককে প্রাণিশূন্য নির্জ্জন নির্ব্বাত, বৃক্ষ, শৈল, সমুদ্রাদিবিহীন শস্য-তৃণ বিবর্জ্জিত, কেবল অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন, ভয়ঙ্কর শূন্যময়, অবলোকন করিয়া মানসিক আলোচনাপূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার দক্ষিণপার্শ্ব হইতে সৃষ্টির কারণরূপ মূর্ত্তিমান্ গুণত্রয় সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হইল। পরে সেই গুণত্রয় হইতে মহান্ ও মহান্ হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। তাহার পর পুনরায় দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে শ্যামকলেবর, যুবা, পীতবসন ও বনমালাধারী চতুর্ভুজ প্রভু স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হন। তাঁহার মুখকমলে ঈষৎ হাস্য ও হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম বিরাজ করিতেছে। তিনি রত্নভূষণ ও কৌস্তভমণিদ্বারা বিভূষিত এবং শৃঙ্গময় চাপবিশিষ্ট। তাঁহার মনোহর মুখকান্তি শরচ্চন্দ্রসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এবং বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে সুশোভিত। সেই শ্রীনিবাসের সুন্দর রূপলাবণ্য কামদেবের তুল্য। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৯। নারায়ণ কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি বরদাতা, বরযোগ্য ও বরের কারণ। আপনিই সমস্ত কারণ ও কর্ম্মের স্বরূপ এবং সমুদায় কারণ ও কর্ম্মের কারণ। আপনি তপস্বিগণের মধ্যে তাপস ও তপস্যাস্বরূপ এবং আপনিই তপস্যার ফল দান করিয়া থাকেন। আমি নবঘনশ্যাম স্বাত্মারাম মনোহর আপনাকে বন্দনা করি। আপনি নিষ্কাম হইয়াও কামস্বরূপ। আপনিই কামনাশক ও কামের কারণ। সমুদায় পদার্থই আপনি এবং আপনিই সকলের ঈশ্বর। আপনা হইতে উত্তম আর কেহই নাই, আপনিই সকলের কারণরূপে অবস্থিত। আপনি বেদ ও বেদোক্ত ফলস্বরূপ এবং

বেদের কারণই আপনি ও সকলে আপনার নিকটেই বেদোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন। আপনি বেদজ্ঞ ও সমুদায় বেদবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ এবং বেদের বিধা কারী। নারায়ণ ভক্তিসহকারে এইপ্রকার কহিয়া সেই পরমাত্মার আজ্ঞায় তাঁহার সম্মুখে রমণীয় রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা এই নারায়ণকৃত স্তোত্র পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার আর কোনরূপ পাপ থাকে না; এবং পুত্রার্থী পুত্র, ভার্য্যার্থী ভার্য্যা, এবং রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য ও ধনভ্রষ্ট জীব ধন লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়া বিপদ্গ্রস্ত হন, তিনি এই স্তোত্র পাঠ করিলে অবশ্যই মুক্ত হইবেন। রোগী ব্যক্তি এক বৎসর কাল সংযত হইয়া ইহা শ্রবণ করিলে সমুদয় রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন। ১০—১৭। সৌতি কহিলেন,—পরে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্ব হইতে শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুক্লবর্ণ পঞ্চবদন দিগম্বর মহেশ্বর আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার কান্তি তপ্তকাঞ্চনতুল্য উজ্জ্বল, মস্তকে জটাভার। সুপ্রসন্ন বদনকমলে ঈষৎ হাস্য, প্রত্যেক বদনে তিন তিন নয়ন, ললাটদেশে চন্দ্র বিরাজমান। সেই যোগিগণের গুরুর গুরু সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর সিদ্ধপুরুষ করকমলনিকরে ত্রিশূল, পট্টিশ ও জপমালা ধারণ করিতেছেন। তিনি মৃত্যুস্বরূপ, এবং মহাজ্ঞানী। সেই জ্ঞানানন্দময় পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় শিব, মহাজ্ঞানদাতা। তাঁহার মনোহর রূপ পূর্ণচন্দ্রকেও নিন্দা করিয়া থাকে। তিনি সুখদৃশ্য, বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমহেতু পুলকাঙ্কিতগাত্র ও সাশ্রুনেত্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্গদস্বরে সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮—২৩। মহাদেব বলিলেন,—যিনি জয়দাতার প্রধান এবং জয়ের কারণ ও সাক্ষাৎ জয়স্বরূপ, আর যাঁহাকে কেহই জয় করিতে সক্ষম নহে, সেই পরমেশ্বর আপনাকে বন্দনা করি। আপনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বকারণ ও বিশ্বাধার, এবং আপনিই বিশ্বস্বরূপ ও বিশ্বের কারণকারণ। আপনি বিশ্বের রক্ষার কারণ ও সংহারক। আপনিই ফলদাতা, ফলবীজ, ফলাধার ও স্বয়ং ফলস্বরূপ। নানারূপে বিশ্বমধ্যে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনি সমুদায় তেজস্বীদিগের শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ং তেজঃস্বরূপ ও তেজঃপ্রদ। মহাদেব এইরূপ স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও নারায়ণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় রমণীয় রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে এই শম্ভুকৃত স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহার সমুদয় সিদ্ধি ও পদে পদে বিজয় হইয়া থাকে। এবং তাঁহার নিরন্তর বন্ধু, ধন ও ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয় আর শত্রুসৈন্য, দুঃখ ও পাপ সকল বিনষ্ট হয়। ২৪—২৯। সৌতি কহিলেন,—তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের নাভিকমল হইতে এক মহাতপস্বী, কমণ্ডলু-হস্ত বৃদ্ধ, আবির্ভূত হইলেন। সেই যোগীও শিল্পিগণের ঈশ্বর; চতুর্ম্মুখ; সকলের জনক এবং গুরু। তাঁহার পরিধান শুক্ল বসন, দন্ত এবং কেশকলাপ শুক্লবর্ণ। সেই সর্ব্বসম্পৎপ্রদানকারী ঈশ্বর, তপস্যার ফলদাতা এবং সমুদয় কর্ম্মের স্রষ্টা, বিধাতা, কর্ত্তা ও হর্ত্তা। এই কৃপানিধি ব্রহ্মা চারিবেদের বিধানকর্ত্তা ও জ্ঞাতা। ইঁহার মূর্ত্তি শান্ত, স্বভাব সুন্দর। ইনি, বেদমাতা সাবিত্রী ও সরস্বতীর কান্ত। ব্রহ্মা পুলকাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, ভক্তিবিনত-মস্তকে সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, যিনি গুণাতীত, অব্যক্ত, অব্যয় এবং গোবিন্দ ও কৃষ্ণনামে বিখ্যাত, আমি সেই গোপবেশধারী আপনাকে বন্দনা করি। আপনি নূতনজলধরসদৃশ শ্যামকলেবর ও কোটিকন্দর্পের ন্যায় সুন্দর। আপনার মূর্ত্তি শান্ত ও মনোহর। আপনি গোপিকাগণের কান্ত অথচ কিশোরবয়স্ক। আপনি রাসেশ্বর ও রাসবাসী। আপনি রাসক্রীড়ায় সমুৎসুক হইয়া বৃন্দাবনের বনে রাসমণ্ডলমধ্যে বিহার করিয়াথাকেন। ব্রহ্মা ভগবান্‌কে এইপ্রকার স্তব ও প্রণাম করিয়া, তাঁহার আজ্ঞায় নারায়ণ এবং মহেশ্বরকে সম্ভাষণপূর্ব্বক, উৎকৃষ্ট রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই ব্রহ্মার কৃত স্তোত্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যিনি পাঠ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট ও দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হয়, এবং গোবিন্দে পুত্র-পৌত্র-বিবর্দ্ধিনী ভক্তি জন্মিয়া থাকে। আর অকীর্ত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত ও সৎকীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। ৩০—৪০। সৌতি কহিলেন,—অনন্তর পরমাত্মার বক্ষঃস্থল হইতে, সস্মিত শুক্লবর্ণ জটাধারী, কোন পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। সেই দয়াবান্ হিংসা-কোপশূন্য সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিষয়ের সাক্ষী, সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং সকলের ও সকল বিষয়ের কারণ। তিনি ধর্ম্মজ্ঞানযুক্ত, ধর্ম্মিষ্ঠ ও ধর্ম্মপ্রদ এবং স্বয়ং ধর্ম্মস্বরূপ। সেই পরমাত্মীয় কলাসমুদ্ভব পুরুষই ধর্ম্মশীলদিগের ধর্ম্ম। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, সেই সর্ব্বকামপ্রদ সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন

এবং সেই সর্ব্বকামপ্রদ সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম কহিলেন, যে পরমাত্মা ঈশ্বর পরম-আনন্দময় এবং অদ্বিতীয় অক্ষর ও অচ্যুত, আর যিনি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, বাসুদেব ও গোবিন্দ নামে অভিহিত হন, এবং যে বিভু, গোপগোপীগণের ঈশ্বর, গোপবেশধারী এবং গোগণের রক্ষাকর্ত্তা; যিনি গোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক গোবৎসের পুচ্ছ ধারণ করিয়া থাকেন; আর যে প্রধান পুরুষোত্তম, গো, গোপ, ও গোপিকাগণের মধ্যে অবস্থান করেন; যাঁহার বাসস্থান রাসমণ্ডপ সেই মনোহর নবঘনশ্যাম আপনাকে বন্দনা করি। ৪১—৪৭। ধর্ম্ম এইরূপ কহিয়া, গাত্রোত্থানানন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে সম্ভাষণপূর্ব্বক, উৎকৃষ্ট রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ধর্ম্ম-মুখ-বিনির্গত শ্রীকৃষ্ণের এই চতুর্ব্বিংশতি নাম যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে সুখী ও জয়ী হইতে পারেন। তাঁহার মৃত্যুকালে হরিনাম স্বায়ত্ত হয় এবং তিনি দেহান্তে গোলোকে গমনপূর্ব্বক হরির দাসত্ব লাভ করেন। ধর্ম্ম, নিত্যই তাঁহাকে আশ্রয় করেন; কখনই তাঁহার অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না এবং চতুর্ব্বর্গ ফল করতলস্থ থাকে। সমস্ত পাপ তাঁহাকে দর্শনমাত্রে ভয়ে পলায়ন করে এবং গরুড় দর্শনে সর্পগণের ন্যায় ভীত হইয়া সমুদয় দুঃখ দূরীভূত হয়। ৪৮—৫২। সৌতি কহিলেন,—অনন্তর ধর্ম্মের বামপার্শ হইতে মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা আবির্ভূতা হইলেন। পরে পরমাত্মার মুখ হইতে বীণাপুস্তকধারিণী শুক্লবর্ণা এক দেবী অবির্ভূতা হন। তাঁহার সৌন্দর্য্য কোটিপূর্ণচন্দ্রের সদৃশ, এবং লোচনদ্বয় শরৎপঙ্কজের তুল্য। তিনি রত্নভূষণে ভূষিতা। তাঁহার পরিধান বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ, তিনি সুন্দরীদিগের মধ্যে অতিশয় সুন্দরী ও ঈষৎ হাস্য-বিশিষ্টা। তাঁহার দন্তপঙ্ক্তি অতি সুন্দর এবং অঙ্গ সকল গ্রীষ্মে সুখশীতল ও শীতসময়ে সুখোষ্ণ। তিনি শ্রুতি ও অন্যান্য শাস্ত্র এবং বিদ্বজ্জনের শ্রেষ্ঠা জননী। সেই শান্তরূপা শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপা বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতাই কবিদিগের ইষ্টদেবতা এবং সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধা। সেই সরস্বতী দেবী প্রথমেই গোবিন্দের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া, বীণাবাদনপূর্ব্বক সুখে তাঁহার নাম, গুণ ও কীর্ত্তি গান করিতেলাগিলেন। শ্রীহরি প্রতিযুগে, প্রতিজন্মে যে সমুদয় কার্য্য করিয়াছেন, দেবী সরস্বতী তাহার উল্লেখপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সরস্বতী কহিলেন,—হে বিভো! আপনি রাসক্রীড়ায় ঔৎসুক্যবশতঃ রাসমণ্ডলের মধ্যগত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া থাকেন। আপনি রাসেশ্বর রাসকর ও রাসেশ্বরীর ঈশ্বর। আপনি রাসক্রীড়াতেই চিত্তবিনোদন করেন। আপনিই রাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আপনাকে বন্দনা করি। আপনি বারংবার রাসবিহারী হইয়া আয়াসহেতু পরিশ্রান্ত হন, এবং আপনি রাসোৎসুকা গোপিকাগণের শান্তমূর্ত্তি মনোহর কান্ত। ৫৩—৬২। সেই সতী সরস্বতী ভগবান্‌কে এইরূপে স্তব ও প্রণামপূর্ব্বক প্রহৃষ্টবদনে সকামচিত্তে উত্তম রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা হইলেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া এই বাণীকৃত স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি বুদ্ধিমান্, ধনবান্, বিদ্বান্ ও পুত্রবান্ হইয়া সর্ব্বদা সুখে কাল যাপন করেন। ৬৩—৬৪। সৌতি কহিলেন,—অনন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে রত্নালঙ্কারভূষিতা গৌরবর্ণা অপরা এক দেবী—আবির্ভূতা হইলেন। তিনি সস্মিতা এবং নবযৌবনা। তাঁহার পরিধান পীতবস্ত্র। তাঁহা হইতেই সমুদয় সম্পত্তি লাভ করাযায়। তিনিই সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি স্বর্গে স্বর্গ-লক্ষ্মী ও রাজসন্নিধানে রাজলক্ষ্মী নামে অভিহিতা হন। সাধ্বী মহালক্ষ্মী ভক্তিনম্রমস্তকে পরমাত্মা পরমেশ্বরের সম্মুখীনা হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। মহালক্ষ্মী বলিলেন, যিনি সত্যস্বরূপ, সত্যের ঈশ্বর, সত্যের কারণ এবং সত্যের আধার—সেই সত্যজ্ঞ সনাতন আপনাকে নমস্কার। সেই মহালক্ষ্মী তপ্ত-কাঞ্চনসদৃশ দেহকান্তিতে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া, শ্রীহরিকে এই প্রকার স্তব ও প্রণামপূর্ব্বক সুখাসনে উপবেশন করিলেন। পরে পরমাত্মার বুদ্ধি হইতে সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তিনিই পরমেশ্বরী মূল প্রকৃতি। তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনতুল্য এবং প্রভা কোটিসূর্য্যের সমান। সেই শরৎ-পঙ্কজ-লোচনার সুপ্রসন্ন বদন-কমলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাইতেছে। তিনি রক্তবস্ত্র পরিধান-কারিণী ও রত্নাভরণে বিভূষিতা। নিদ্রা, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, পিপাসা, দয়া, শ্রদ্ধা ও ক্ষমাদি সমুদয় শক্তির তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও ঈশ্বরী। ঐ ভয়ঙ্করী শতভুজা দেবী দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা ও দুর্গতিনাশিনী। ৬৫—৭৩। তিনি পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা এবং সমস্ত জগতের জননী। সেই সতী আপনার করনিকরে ত্রিশূল, শক্তি, শৃঙ্গনির্ম্মিত চাপ, খড়্গ, অসংখ্য শর, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অক্ষমালা, কমণ্ডলু, বজ্র, অঙ্কুশ, পাশ, ভুষণ্ডী, দণ্ড, তোমর, নারায়ণাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, পাশু-

পতাস্ত্র, পার্জ্জন্যাস্ত্র, বারুণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, এবং গান্ধর্ব্বাস্ত্র প্রভৃতি ধারণ করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের অগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক সানন্দে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি কহিলেন—হে বিভো! আমি সর্ব্বশক্তিরূপা সর্ব্বরূপিণী পরমেশ্বরী প্রকৃতি। আমা দ্বারা সকলে শক্তিমান্ সত্য, কিন্তু তথাপি আমি স্বতন্ত্রা নহি; কারণ আপনি আমার সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব আপনিই জগতের পতি, গতি, পাতা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা ও পুনর্ব্বার বিধানকর্ত্তা। এজন্য পরমানন্দময় আপনাকে আনন্দপূর্ব্বক বন্দনা করি। আপনার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন হয়। আপনি ভ্রূভঙ্গিমাত্রে কোটি কোটি বিষ্ণুকে সৃজন করিতে পারেন, কোন্ ব্যক্তি সেই আপনার অতুল প্রভাব-বর্ণনায় সক্ষম হইবে? ৭৪—৮০। আপনি অবলীলাক্রমে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চরাচর সমস্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং আমার ন্যায় কত কত দেবীকে সৃজন করিতে পারেন। আপনি পরিপূর্ণতম সুতরাং পূজনীয়; এজন্য আপনাকে বন্দনা করি। হে বিভো! অসংখ্য বিশ্বের আশ্রয় মহান্ বিরাট্ যে আপনার কলাংশমাত্র, সেই পরমাত্মা ঈশ্বর আপনাকে আনন্দের সহিত পুনর্ব্বার বন্দনা করি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সমস্ত বেদ, আমি ও বাণী যাঁহাকে স্তব করিতে অসমর্থ, সেই প্রকৃতি হইতে অতীত আপনাকে নমস্কার। সমুদয় বেদ ও শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে স্তব করিতে অশক্ত, ফলতঃ নির্লক্ষ্যের স্তব করিতে কেহই সক্ষম নন; এজন্য আমি সেই নিরীহ আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। সেই দুর্গা এইরূপ কহিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক, উৎকৃষ্ট রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলে, সুরেশ্বরগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই দুর্গাকৃত স্তোত্র পূজাকালে পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বত্র জয়ী ও সুখী হন। দুর্গা, তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া কখনই গমন করেন না। সেই ব্যক্তি সংসারমধ্যে মহাযশস্বী হইয়া দেহান্তে গোলোকপুরীতে গমন করেন। ৮১—৮৭।

ব্রহ্মখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের রসনাগ্র হইতে বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি, শ্বেতবস্ত্রপরিধানকারিণী, সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিতাঙ্গী, জপমালাধারিণী, মনোহারিণী এক দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তিনি ত্রিজগতে সাবিত্রী নামে বিখ্যাতা। সেই সাধ্বী সাবিত্রীদেবী কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সনাতন ব্রহ্মের সম্মুখীনা হইয়া, বিনয়-বচনে তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে বিভো! যিনি নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন কেবলমাত্র জ্যোতির্ম্ময় হইয়াও ভক্তজনের অনুগ্রহের জন্য শ্যামরূপ ধারণ করিতেছেন,—সেই সনাতন, পারাৎপর সর্ব্ববীজ, পরব্রহ্ম আপনাকে নমস্কার করি বেদজননী সাবিত্রীদেবী এইরূপ স্তব করিয়া পুনরায় শ্রীহরিকে নমস্কার করত ঈষৎ হাস্যবদনে মনোহর রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাহার পর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে তপ্তকাঞ্চনসদৃশ সুন্দরকায় এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তিনি নিজ পঞ্চবাণদ্বারা সকল কামিজনের মন মথিত করিয়াথাকেন; এজন্য মনীষিগণ তাঁহাকে মন্মথ নাম দিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন। সেই কামদেবের বামপার্শ্ব হইতে সকলের মোহকারিণী অনুপমরূপলাবণ্যবতী এক কামিনী উৎপন্না হইলেন। সেই সহাস্যবদনা কামিনীকে দেখিবামাত্র সকলের হৃদয়ে রতির উদ্রেক হইয়াথাকে; এজন্য মনীষিগণ তাঁহার নাম রতি রাখিলেন। ধনুর্দ্ধারী সেই পঞ্চবাণ মন্মথ রতির সহিত পরব্রহ্ম হরিকে যথোচিত স্তব করিয়া তাঁহার সম্মুখে রমণীয় রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন ১—১০। সেই কামদেব মারণ, স্তম্ভন, জৃম্ভণ, শোষণ ও উন্মাদন, এই পঞ্চ বাণ ধারণ করত পরীক্ষার নিমিত্ত সকলের উপর নিক্ষেপ করিলে, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সকলেই এককালে কামাধীন হইয়া উঠিলেন। অধিক কি, মহাযোগী ব্রহ্মারও সতৃষ্ণনয়নে রতিদেবীকে অবলোকনমাত্রে, রেতঃপাত হইল। তখন ব্রহ্মা অতিশয় লজ্জিত হইয়া, নিজ পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া, অবস্থিতি করিতেলাগিলেন। কিন্তু সেই রেতঃ সহসা আবরণবস্ত্র দগ্ধ করিয়া জাজ্জ্বল্যমান শিখাসমূহে পরিবেষ্টিত অতি প্রকাণ্ড দেবপ্রধান জলন্ত অগ্নিরূপে পরিণত হইয়া উঠিল। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সেই অগ্নিকে ভয়ঙ্কররূপে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে মুখবিন্দু উদ্গার করত নিশ্বাস-বায়ুর সহিত জলের সৃষ্টি করিলেন। হে মহর্ষে! হরির মুখবিন্দু সম্ভব সেই জল সমুৎপন্ন হইয়াই সমস্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিল। তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অংশ সেই প্রচণ্ড বহ্নিকে শান্ত করিল এই কারণেই অদ্যাপি জলস্পর্শে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াথাকে। পুরে সেই জল হইতে তাহার অধিদেবতা এক পুরুষ উৎপন্ন

হইলেন। যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হইলেন, তিনি বরুণ নামে বিখ্যাত হইয়া জলজন্তুদিগের অধিপতি হইলেন। তাহার পর সেই অগ্নিদেবের বাম ভাগ হইতে স্বাহা নামে এক কন্যা আবির্ভূতা হইলেন, মনীষিগণ যাঁহাকে অগ্নিদেবের পত্নী বলিয়া থাকেন। জলপতি বরুণের বাম পার্শ্ব হইতে বারুণী নামে বিখ্যাতা এক কন্যা বরুণদেবের প্রিয়তমা সাধ্বী পত্নীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। ১১—২০। সেই পরমেশ্বরের নিশ্বাসবায়ু হইতে পবনদেব উৎপন্ন হইয়া সকল জীবগণের প্রাণরূপে অবস্থিতি করিতেলাগিলেন। সকল জীবের নিশ্বাস, তাঁহার অংশসমুদ্ভব মাত্র। অনন্তর বায়ুর বামপার্শ্ব হইতে এক কন্যা উৎপন্না হইয়া বায়ুদেবের পত্নী ও বায়বী নামে বিখ্যাতা হইলেন। হে ব্রহ্মন্! আশ্চর্য্যের বিষয়, অব্যর্থ কামবাণের প্রভাবে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ও রেতঃপাত হওয়ায় দেবগণের সাক্ষাতে প্রকাশভয়ে সেই রেতঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে রেচন করিলেন। তাহার পর সহস্রবৎসর পরে সেই রেতঃ ডিম্বরূপ ধারণ করিল এবং ঐ ডিম্ব হইতে মহৎ বিরাট্‌মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল: ঐ বিরাট্ মূর্ত্তিই সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ। যে বিরাট্ মূর্ত্তির এক একটী লোমকূপে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড,—বিশ্বসংসারে তিনিই স্থূল হইতে স্থূল, তাহার ন্যায় মহান্ আর কেহই নাই। সর্ব্বাধার, সনাতন, মহাবিষ্ণু নামে বিখ্যাত এই বিরাট্ মূর্ত্তি পুরুষই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যোড়-শাংশের একাংশ মাত্র। আশ্চর্য্যের বিষয়, সামান্য জলাশয়ে পদ্মপত্রের ন্যায় জাতমাত্রে মহাসমুদ্রে ভাস-মান সেই মহাবিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধুকৈটভ নামে ভয়ানক দুই দৈত্যের উৎপত্তি হইল। সেই দুই দৈত্য উৎপন্ন হইবামাত্র, জল হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। ভগবান্ নারায়ণ তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে উরুদেশে শায়িত করিয়া বিনষ্ট করিলেন। তাহা-দিগেরই সমুদয় মেদ হইতে সমস্ত মেদিনীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং সেই মেদিনীতেই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গ-মাত্মক বিশ্ব ও বসুন্ধরা-দেবী নিরন্তর অবস্থিতা আছেন। ২১—২৯।

ব্রহ্মখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহর্ষি শৌনক কহিলেন,—হে সৌতে! আপনার সুধাসম বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রমশই প্রবল পিপাসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব আপনি কৃপা করিয়া বলুন, গোলোকধামে যে সকল গো, গোপ ও গোপিকা-গণের উল্লেখ করিলেন, ইহাঁরা কি নিত্য না কল্পিত? আপান বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া আমার এই সন্দেহ দূর করুন। ১। ইহা শ্রবণ করিয়া ঋষিবর সৌতি মহাশয় কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার জিজ্ঞাসানুরূপ কহিতেছি শ্রবণ করুন,—আমি পূর্ব্বে যে আপনা-দিগের নিকটে সকলের আদি সৃষ্টি-বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, ইহাঁরা সেই আদি সৃজনসময়ে কল্পিত হইয়াও প্রলয়ে প্রলয়ে অবস্থিত থাকেন। অধিক কি, ভগবান্ নারায়ণ ও মহেশ্বর এবং মূল প্রকৃতি মহেশ্বরীও আদি সৃষ্টিসময়ে কল্পিত হইয়া প্রলয়ে প্রলয়ে অবস্থান করিতেছেন। ইহাঁরা কেহই নিত্য নহেন, সকলেই কল্পিত। হে ব্রহ্মন্! আপনাদিগের নিকটে প্রথমে আমি ব্রহ্মকল্প বিষয় বর্ণন করিয়াছি। এক্ষণে বারাহ ও পাদ্মকল্পের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। কল্প তিন প্রকার ব্রহ্ম, বারাহ ও পাদ্ম নামে বিখ্যাত। হে মুনে! এইরূপ যুগও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি প্রকারে বিভক্ত। এইরূপ তিনশত ষাইট যুগে দেবতাদিগের এক যুগ কথিত হইয়াছে। দেবতাদিগের একাত্তর যুগে এক একটী মনুর অবসান হইয়াথাকে। এইরূপ চতুর্দ্দশ মনুর ক্রমশঃ অবসান হইলে, প্রজাপতি ব্রহ্মার এক দিন হইবে; এবং এই প্রকার তিনশতষাইট দিনে তাহার এক বৎসর। এইরূপ একশত আট বৎসর তাঁহার আয়ুঃ নির্ণীত আছে। কালজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রজাপতি ব্রহ্মার আয়ুঃকালই এককল্প বলিয়া, নির্ণয় করিয়াছেন, এবং সেই কল্পকালই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের একনিমেষকাল মাত্র। ইহার মধ্যে সম্বর্ত্ত প্রভৃতি আরও বহুতর কল্প আছে। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মহাশয়, এইরূপ ক্ষুদ্র সপ্তকল্পান্তপর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন। প্রজাপতির এক এক দিনমানেই সেই সেই কল্প নির্দ্ধারিত আছে। সুতরাং তাঁহার সাতদিন পর্য্যন্তই মহামুনির পরমায়ু নিরূপিত হইয়াছে। ২—১১। পূর্ব্বে আপনাদিগের নিকটে যে ব্রাহ্ম, বারাহ ও পাদ্ম এই তিন কল্পের উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে সেই সেই কল্পে যে প্রকারে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মকল্পে

বিধাতা পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আদেশে প্রথমে দৈত্যদ্বয় মধুকৈটভের মেদদ্বারা মেদিনীকে সৃজন করিয়া পরে অপরাপর সমুদয় সৃজন করিয়াছেন। দ্বিতীয় বারাহ-কল্পে, বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বারা বিলুপ্তপ্রায় পৃথিবীকে রসাতল হইতে উত্তোলন করিয়া, এবং তৃতীয় পাদ্মকল্পে, প্রজাপতি, বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থান করিয়া নিত্যলোকত্রয় ব্যতীত ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদয় ত্রিভুবন সৃজন করিয়াছেন। হে তপোনিধে! এই ত আমি আপনার সৃষ্টিনির্ণয়-প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ সৃষ্টির নিরূপণ ও কালসংখ্যা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কোন্ বিষয় আপনার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন;—সমুদয় বর্ণন করিতেছি। তপস্বিপ্রবর শৌনক, এই কথা শুনিয়া কহিলেন, ভগবন্! অতঃপর গোলোক-স্থিত ভগবান্ গোলোকনাথ এই সকলের সৃষ্টি করিয়া পুনরায় কি কার্য্য করিয়াছিলেন, যথাবৎ বর্ণন করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন। ১২—১৭। সৌতি কহিলেন,—তাহার পর সেই ভগবান্ গোলোকেশ্বর, পূর্ব্বসৃষ্ট দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, অতি কমনীয় রাসমণ্ডলে গমন করিলেন। সেই রাসমণ্ডল অতি রমণীয় কল্পবৃক্ষের মধ্যবর্ত্তী;—মণ্ডলাকৃতি, সুস্নিগ্ধ, সমতল ও সুবিস্তীর্ণ; সেই রাসমণ্ডল—চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম প্রভৃতি নানাসুগন্ধদ্রব্যে সুসংস্কৃত তথায় কোন স্থানে দধি, কোন স্থানে লাজ (খই), কোন স্থানে শুক্লধান্য এবং কোন স্থান নূতন নূতন দূর্ব্বায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই রাসমণ্ডল, পট্ট-সূত্রের গ্রন্থিবিশিষ্ট, উপরিভাগে দোদুল্যমান নূতন নূতন চন্দনপল্লবে পরিশোভিত এবং চতুর্দ্দিকে রম্ভাতরুসমূহ-দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই রাসমণ্ডল, উৎকৃষ্ট রত্নসমূহ-নির্ম্মিত ত্রিকোটী মণ্ডপ (গৃহ) দ্বারা অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে। সেই মণ্ডপসমূহে নিরন্তর নানা রত্ননির্ম্মিত দীপ সকল, নিজ নিজ কিরণজালদ্বারাই অন্ধকার দূর করিয়াছে। সুগন্ধি পুষ্প ও ধূপাদির গন্ধ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া সকলের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পরি-তৃপ্ত করিতেছে। নানাবিধ ভোগ্য সামগ্রীপরিপূর্ণ মনোহর শয্যাসমূহ নিরন্তর অবস্থিত থাকিয়া অলৌ-কিক শোভা সম্পাদন করিতেছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! জগদীশ্বর গোলোকনাথ দেবগণের সহিত সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। দেবগণও সেই রাসমণ্ডলদর্শনমাত্রে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূতা হইয়া সত্বর গমনে পুষ্প আনয়নপূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ১৮—২৫। গোলোকধামের রাসমণ্ডলে সেই কন্যা আবির্ভূতা হইয়াই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ধাবিত হইয়াছিলেন সেই জন্যই পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে রাধা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই রাধা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; এবং প্রাণ হইতে নির্গতা হইয়াছেন বলিয়া নিজ প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা হইলেন। দেবী রাধা আবির্ভাবমাত্রেই ষোড়শবর্ষবয়স্কা, নব-যৌবনসংযুক্তা, অত্যুজ্জ্বলবস্ত্রধারিণী, ঈষৎহাস্যবদনা এবং মনোহারিণী সেই দেবী অতিশয় কোমলাঙ্গী এবং জগতের যাবতীয় সুন্দরী হইতেও সৌন্দর্য্যবতী। তাঁহার অঙ্গযষ্টি স্বীয় নিতম্বভারে বোধ হয় কিঞ্চিৎ অবনত হইয়াছে। তাঁহার নিতম্বদেশ ও পয়োধরদ্বয় অতিশয় স্থূল। তাঁহার ওষ্ঠাধর বন্ধুজীব পুষ্পের রক্তিমাকেও পরাজয় করিয়াছে। তিনি মুক্তাশ্রেণীর পরাজয়কারী দন্তপঙ্ক্তি-দ্বারা অতিশয় শোভিতা। সেই চারু-সিমন্তিনীর বদনকমল শরৎকালীন পূর্ণিমা-শশধরের শোভা ও নয়নদ্বয় শরৎপঙ্কজের শোভাকে অপহরণ করিয়াছে। গরুড়ের ন্যায় সুন্দর নাসিকা। রাধিকার, গণ্ডদ্বয়, সুবর্ণনির্ম্মিত গেণ্ডুকের (গেঁড়ীর) শ্রীকেও পরাজয় করিয়াছে। রত্নরাজি-বিরাজিত কর্ণ-যুগল-ধারিণী শ্রীরাধা,—কপোলতলে চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম ও সিন্দূরবিন্দুসংযুক্ত হওয়ায় অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়াছেন। সতী শ্রীরাধা, মালতী-মালা-বিভূষিত, সুসংস্কৃত কেশপাশযুক্ত, সুন্দর কবরী-ভার এবং স্থলপদ্মের সৌন্দর্য্যাপহারী পাদ-যুগল ধারণ করিতেছেন। ২৬—৩৫। সেই কৃষ্ণ-মনোমোহিনী গমন করিলে হংস এবং খঞ্জনপক্ষীও লজ্জিত হইয়া থাকে। তিনি নিরন্তর উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত মনোহর বনমালা, হীরক-নির্ম্মিত কণ্ঠহার, রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর ও কঙ্কণ, অত্যাশ্চর্য্য রত্ন-বিনির্ম্মিত সুন্দর পাশক (পাশা) এবং নানাপ্রকার অমূল্যরত্ন-নির্ম্মিত নানা-ভরণে ভূষিতাঙ্গী হইয়া বিরাজ করিতে থাকিলেন। হে তপোধন! সেই শ্রীরাধা এইরূপে আবির্ভূতা হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক, তাঁহার বদনকমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে সহাস্য-বদনে রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সময়ে শ্রীরাধার লোমকূপসকল হইতে রূপ ও বেশরচনায় তৎসদৃশ গোপাঙ্গনাগণ আবির্ভূতা হইল। সংখ্যাবিৎ বুধগণ গোলোকস্থ এই গোপিকাগণের সংখ্যা লক্ষকোটি বলিয়া পরিমাণ করিয়াছেন। হে মুনে! তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে রূপ ও বেশ রচনায়

শ্রীকৃষ্ণ-সদৃশ গোপগণ আবির্ভূত হইল। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ, শাস্ত্রে অনির্ব্বচনীয় সুন্দর গোপগণকে ত্রিশ-কোটিপরিমিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেই সময়ে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে স্থির যৌবন নানাবর্ণ গো-সমূহ এবং অসংখ্য বলীবর্দ্দ (বৃষ), শুভলক্ষণসম্পন্ন নানাপ্রকার সবৎসা সুরভি গো-সকল এবং অতি সুন্দর শ্যামকায় অসংখ্য কামধেনুসকল আবির্ভূত হইল। ৩৬—৪৫। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল বলীবর্দ্দের মধ্যে কোটি সিংহের তুল্য বলশালী মনোহর একটী বলীবর্দ্দ বাহন করিবার জন্য ভগবান্ শিবকে প্রদান করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের নখরন্ধ্র হইতে সহসা মনোহর সবংশ-হংসীগণের সহিত হংসসমূহ আবির্ভূত হইলে, ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাদিগের মধ্যে মহাবলপরাক্রান্ত একটী রাজহংসকে বাহনের জন্য মহাযোগী ব্রহ্মাকে অর্পণ করিলেন। পরে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামকর্ণের ছিদ্র হইতে মনোহর শুক্লবর্ণ তুরঙ্গসমূহ নির্গত হইল। গোপাঙ্গনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে অতিশয় শুক্লবর্ণ একটী অশ্বকে বাহনের নিমিত্ত সুরগণের সমক্ষে প্রীতিপূর্ব্বক ধর্ম্মকে দান করিলেন। পুনরায় মহা-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণকর্ণের রন্ধ্র হইতে দেবগণের সমক্ষে মহাবলপরাক্রান্ত সিংহসমূহের উদ্ভব হইল। ভগবান্ কৃষ্ণ সেই সকল সিংহের মধ্যে একটীকে পরম সমাদরপূর্ব্বক প্রকৃতি ভগবতী দেবীকে অর্পণ করিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত বর ও উৎকৃষ্ট অমূল্য মাল্য পুনরায় তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর যোগী-শ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যোগবলে, বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত মনের তুল্য গমনশীল মনোহর পঞ্চ রথের সৃষ্টি করিলেন। ঐ রথপঞ্চকের পরিমাণ ঊর্দ্ধে লক্ষযোজন ও প্রস্থে শত-যোজন। ঐ রথ সকল প্রত্যেকে লক্ষচক্র ও লক্ষ-ক্রীড়াগৃহদ্বারা পরিশোভিত এবং বায়ুভরে গমন করিতে সক্ষম। ঐ সকল রথ নানাবিধ ভোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ, অসংখ্যশয্যায় সুশোভিত, অশ্বসমূহে বিরাজিত এবং প্রতি গৃহে লক্ষপরিমিত রত্নময়ী প্রদীপমালায় অতিশয় উজ্জ্বল, ও নানাপ্রকারে চিত্র-বিচিত্রিত রত্নময়-কলস-সমূহদ্বারা সুশোভিত এবং কোন স্থানে রত্ননির্ম্মিত দর্পণসমূহ, কোন স্থানে রত্নালঙ্কার ও কোন স্থানে অতি শুভ্র চামর সকল অবস্থিত থাকায় অতিশয় শোভা পাইতেছে।৪৬—৫৬। শৌরও শ্রবণ করুন, সেই সকল বিমান, বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি বস্ত্রসমূহ, (নিশান) বিচিত্র পুষ্পমালা-সমূহ, এবং অত্যুত্তম মণি, মুক্তা, মাণিক্য ও হীরাহার-দ্বারা বিরাজিত এবং রক্তবর্ণ রত্নবিনির্ম্মিত অসংখ্য অতিসুন্দর কৃত্রিম পদ্মসমূহে সুশোভিত। হে দ্বিজ-বর! শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল বিমানের মধ্যে একখানি নারায়ণকে ও অন্য একখানি নিজপ্রিয়তমা রাধিকাকে অর্পণ করিয়া অপর তিনখানি আপনার জন্য রক্ষা করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের গুহ্যদেশ হইতে পিঙ্গলবর্ণ এক মহাপুরুষ পিঙ্গলবর্ণ সহচরগণের সহিত আবির্ভূত হইল। যেহেতু গুহ্যদেশ হইতে উৎপন্ন হইল, সেই কারণে তাহারা জগতে গুহ্যক নামে প্রসিদ্ধ, এবং সেই সকল গুহ্যকমধ্যে যে এক মহা-পুরুষ উৎপন্ন হইল, তিনিই কুবের নামে বিখ্যাত, সর্ব্ব ধনরত্নের অধিকারী ও গুহ্যকদিগের ঈশ্বর হই-লেন। সেই সময় কুবেরের বামভাগ হইতে সকল সুন্দরীর শ্রেষ্ঠ এক কন্যার উদ্ভব হইল, তিনিই কুবেরের পত্নী। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের গুহ্যদেশ হইতে ভয়ঙ্কর ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল প্রভৃতি দেবযোনি সকল উৎপন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী, বনমালা-বিভূষিত, পীতবস্ত্র-পরিধান, সকলেই শ্যামবর্ণ ও চতুর্ভুজ এবং কিরীটকুণ্ডল, ও অন্যপ্রকার রত্নভূষণে ভূষিত, পার্ষদ-গণের আবির্ভাব হইল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল চতুর্ভুজ পার্ষদগণকে নারায়ণ উদ্দেশে অর্পণ করিয়া, গুহ্যকেশ্বর কুবের উদ্দেশে গুহ্যকগণকে এবং শঙ্কর উদ্দেশে ভূত-প্রেতদিগকে অর্পণ করিলেন। ৫৭—৬৬। পরমেশ্বরের কি অদ্ভুত মহিমা! তাহার পর ভগবান্ গোলোকনাথ স্বীয় চরণকমল হইতে কৃষ্ণ-পরায়ণ কতকগুলি বৈষ্ণবের সৃষ্টি করিলেন। ইহারা সকলেই দ্বিভুজ, শ্যামবর্ণ করে জপমালাধারী, সতত সানন্দচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের চিন্তায় নিমগ্ন। ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণেরই সেবাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই পূজাজন্য নিরন্তর হস্তে অর্ঘ্য ধারণ করিতেছেন; কৃষ্ণপ্রেম নিব-ন্ধন গাত্র সকল রোমাঞ্চিত হইয়াছে, নেত্র হইতে অন-বরত আনন্দবারি বহিতেছে এবং সকলেরই বাক্য অস্ফুট বলিয়া বোধ হইতেছে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণনেত্র হইতে ভয়ঙ্কর ভৈরব সকলের আবির্ভাব হইল। ইহারা ত্রিশূল পট্টিশ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র, সকলেরই মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত; সক-লেই বস্ত্রশূন্য; বৃহৎশরীর; জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বী এবং সকলেই পরাক্রমে শিবসদৃশ ও মহা-শক্তিসম্পন্ন। সেই অষ্ট ভৈরব, রুরু, সংহার, কাল, অসিত, ক্রোধ, ভীষণ, মহাভৈরব, খট্টাঙ্গ,—এই অষ্টনামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বাম-

নেত্র হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষ নির্গত হইল। সেই পুরুষ ত্রিশূল, পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রধারী, মহাকায় এবং উলঙ্গ; তাহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম; মুখমণ্ডলে নেত্রত্রয় ও মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত; সেই মহাভাগই দিক্‌পালগণের অধীশ্বর, ঈশান নামে বিখ্যাত। পরে ভগবান্ কৃষ্ণের নাসিকা এবং উদর হইতে শত-সহস্র ডাকিনী যোগিনী ও ক্ষেত্রপাল আবির্ভূত হইল। সহসা সেই মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশ হইতে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ, দিব্যমূর্ত্তিধারী ত্রিকোটিসংখ্যক দেবগণ উৎপন্ন হইলেন। ৬৭—৭৬।

ব্রহ্মখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহাত্মা সৌতি কহিলেন,—তাহার পর গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ, সমাদরপূর্ব্বক মহালক্ষ্মী ও বাগ্‌দেবী সরস্বতীকে রত্নমালার সহিত নারায়ণ-করে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের সহিত প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সাবিত্রীদেবী, ধর্ম্মকে মূর্ত্তিদেবী, কামদেবকে অলৌকিকরূপলাবণ্যবতী রতিদেবী ও গুহ্যকেশ্বর কুবেরকে মনোরমা অর্পণ করিলেন। অনন্তর অন্যান্য যে যে দেবতা হইতে যে যে দেবীর উদ্ভব হইয়াছে, সেই সেই দেবীকে সেই সেই দেবতার করে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণ সকল যোগিগণের গুরু, সকলের ঈশ্বর শঙ্করকে আহ্বান করিয়া, তুমি সিংহবাহিনী ভগবতীকে গ্রহণ কর,—এইরূপ প্রিয় বাক্য বলিলেন। মহেশ্বর,—শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করত সভয়-বিনীত বচনে প্রাণের ঈশ্বর অবিনাশী প্রভু ভগবান্‌কে কহিলেন। ১—৫। শঙ্কর কহিলেন,—হে বিভো! এক্ষণে আমি সাধারণের ন্যায় প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। কারণ, এই প্রকৃতিই ভববিষয়ক ভক্তি এবং আপনার দাস্যকার্য্যের বিরোধিনী, যোগ-দ্বারের কবাটের স্বরূপ। ইনিই তত্ত্বজ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া রাখেন। বিষয়ানুরাগিণী প্রকৃতি হইতেই জীবগণের মোক্ষবাসনা দূর হইয়া যায় এবং উত্তরোত্তর বিষয়ানুরাগই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই প্রকৃতিই তপস্যার আচ্ছাদক। মহামোহের নিবাসস্থান, করণ্ডিকা (পেটরা) স্বরূপ এবং ভয়ঙ্কর সংসার-রূপ কারাগৃহের শৃঙ্খলস্বরূপ। ইনিই বারংবার সুবুদ্ধিকে নাশ করত দুর্ব্বুদ্ধিকে জন্মাইয়া দেন এবং পরিণাম-বিরস তুচ্ছ বিষয় বাসনারই উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। অতএব হে নাথ! আমাকে অভিলষিত বর দান করুন, আমি গৃহিণী ইচ্ছা করি না। ভক্তবৎসল জগদীশ্বর, ভক্তজন যে যাহাই ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহাকে তাহাই অর্পণ করেন। হে জগদীশ! ভক্তিপূর্ব্বক আপনার দাস্যকার্য্যেই আমার অভিলাষ বৃদ্ধি পাইতেছে, এক্ষণে এই প্রার্থনা,—আপনার পবিত্র নাম জপ, ও পাদসেবাতে যেন আমার তৃপ্তি না হয়। আমি যেন, স্বপ্ন জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই বারংবার পঞ্চমুখে আপনার মঙ্গলময় নাম ও গুণ, গান করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে পারি। আমার চিত্ত যেন কোটি-কোটিকল্পপর্য্যন্ত আপনার শ্যামরূপধ্যানে নিমগ্ন থাকে, কখনই যেন বিষয়ভোগে বাসনা করে না; কেবলমাত্র যোগ, তপস্যা, আপনার সেবা, পূজা, স্তবপাঠ ও নামসংকীর্ত্তনাদি কার্য্যেই অভিলাষী হয়, তাহা না হইলেই আমার চিত্ত অতিশয় ক্লেশ পাইবে। সুতরাং এক্ষণে কোনক্রমেই প্রকৃতিগ্রহণে সমর্থ নহি। অতএব হে বরদাতা ভগবান্! আপনার স্মরণ এবং আপনার পবিত্র নাম ও গুণের কীর্ত্তন ও শ্রবণ এবং আপনার মঙ্গলময় নাম জপ, আপনার কমনীয় রূপের ধ্যান, পাদসেবা, আপনার স্তবপাঠ, আপনাতে আত্মসমর্পণ, এবং নিত্য নিত্য নৈবেদ্য-ভোজন, এই নয় প্রকার ভক্তিলক্ষণ বর আমাকে দান করুন; ফলতঃ এই সকলই আমার প্রার্থনীয়। ৬—১৬। হে বিভো! মুক্তিবিৎ মনীষিগণ, সার্ষ্টি (যাহা দ্বারা জগদীশ্বরের ন্যায় ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য ভোগী হওয়া যায়,) সালোক্য (গোলোকে বাস), সারূপ্য (পরমেশ্বরের ন্যায় রূপ ধারণ), সামীপ্য (সদা ঈশ্বর-নিকটে অবস্থান), সাম্য (ঈশ্বর-সমতা), এবং লীনতা (পরমেশ্বরে বিলয়প্রাপ্তি)—এই ছয় প্রকার যে মুক্তি কহিয়াছেন এবং অণিমা (অতি সূক্ষ্মরূপ-ধারণশক্তি), লঘিমা (যে শক্তিতে আকাশেও উঠা যায়), প্রাপ্তি (যাহাদ্বারা কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না), প্রাকাম্য (যথেচ্ছাচার), মহিমা (সর্ব্বোৎকৃষ্টতা), ঈশিত্ব (ঈশ্বরত্ব), বশিত্ব (যাহাদ্বারা ইন্দ্রিয়াদি বশ করা যায়), সর্ব্বকামাবসায়িতা (যে শক্তিদ্বারা সকল অভিলাষই ত্যাগ করা যায়),—এই আট প্রকার ঐশ্বর্য্য, আর সর্ব্বজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, পরকায়প্রবেশন শক্তি, বাক্যসিদ্ধি, কল্পবৃক্ষত্ব, (ইহাদ্বারা সকলের প্রার্থনা পূরণ করা যায়) এবং সৃজন ও সংহারের ক্ষমতা, অমরত্ব এবং সর্ব্বাগ্রতা—এই অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি;—এবং যোগ, তপস্যা, সর্ব্ব-

প্রকার দান ও ব্রত সকল, যশ, কীর্ত্তি, সত্যবাদিতা এবং অনশনাদি সকল প্রকার ধর্ম্ম-কার্য্য, সকল তীর্থে পরিভ্রমণ ও স্নান, দেব-দেবীর পূজা, দেবতাদর্শন, সপ্তবার সপ্তদ্বীপের প্রদক্ষিণ, সপ্তসমুদ্রে স্নান, সকল প্রকার স্বর্গদর্শন, ব্রহ্মত্ব, রুদ্রত্ব বিষ্ণুত্ব প্রভৃতি পরম পদ সকল, অথবা এই সকল হইতেও প্রার্থনীয় যে সকল পদার্থ আছে, হে সর্ব্বেশ্বর! তাহাদিগের মধ্যে ও পূর্ব্বোক্ত সকলের মধ্যেও কেহই আপনার ভক্তির যে অংশাংশ, তাহার ষোড়শাংশেরও যোগ্য নহে। অর্থাৎ আপনার প্রতি ভক্তি থাকিলে যে প্রকার সুখ লাভ করা যায়, এ প্রকার আর কিছুতেই নহে; এজন্য তাহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেবের এইপ্রকার ভক্তিপূর্ণ সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত, সকলযোগিগণের গুরু মহেশ্বরকে এই প্রকার সুখজনক সত্য বাক্য কহিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭—২৪। ভগবান্ কহিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেশ্বর মহাদেব! তুমি শতকোটিকল্পকালপর্য্যন্ত দিবারাত্র বারংবার আমার সেবা কর। হে সুরনাথ! তুমিই তপস্বী, সিদ্ধ, যোগী, জ্ঞানী, বৈষ্ণব এবং দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ। হে ভব! তুমি আমার বরে অমরত্ব প্রাপ্ত হও; এবং মৃত্যুঞ্জয় হইয়া তুমিই সকল হইতে মহান্ হও; তুমি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি, সমুদয় বেদ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ কর। হে বৎস শিব! তুমি অবলীলাক্রমে অসংখ্য ব্রহ্মার পতন দর্শন করিবে, আজ হইতে তুমি জ্ঞান, তেজঃ, বয়ঃক্রম, পরাক্রম, যশ ও প্রতাপে আমারই তুল্য হইলে, তুমি আমার প্রাণ হইতে অধিক প্রিয়, তোমার সদৃশ ভক্ত আর নাই। তোমা অপেক্ষা আর আমার প্রিয় বন্ধু কেহই নাই, তুমি আমার আত্মার স্বরূপ, যে সকল জ্ঞানহীন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তোমাকে নিন্দা করিবে; তাহারা যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন এই ঘোর কালসূত্রে পতিত হইয়া অনন্ত ক্লেশ ভোগ করিবে; হে শিব! তুমি শতকোটি কল্পের পর শিবাকে গ্রহণ করিবে। হে মহেশ্বর! তোমার মুখ হইতে যে সকল বাক্য নির্গত হইল, সে সকলই আমি পালন করিয়াছি; এক্ষণে তোমারও আমার অব্যর্থ বাক্য পালন করা উচিত। আরও দেখ, তোমাতে আমাতে যখন অভেদ, তখন সুতরাং তোমার বাক্য ও আমার বাক্যে প্রভেদ নাই, অতএব অবশ্যই তাহা পালন করিতে হইবে। হে শম্ভো! তুমি প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়া দেবপরিমাণে সহস্রবৎসর সুখ-স্বচ্ছন্দে নিশ্চয়ই সুমহৎ শৃঙ্গারসুখ অনুভব করিবে, যেহেতুক কেবল তুমি নিরবচ্ছিন্ন তপস্বী নহ, তুমি ঈশ্বর ও আমার সমান মহান্। ২৬—৩৫। হে শিব! যিনি ইচ্ছাময়, অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে অভিলাষ সম্পাদনে সমর্থ, তাহাকে অবশ্যই আমার ন্যায় সময়ে গৃহী তপস্বী বা যোগী হইয়া, কালক্ষেপ করিতে হইবে সন্দেহ নাই; আর তুমি যে দারগ্রহণে দুঃখের কথা কহিলে, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। কুস্ত্রী অর্থাৎ কুলটা হইলেই স্বামীকে দুঃখ দিয়া থাকে, পতিব্রতা হইলে কখনই তাহা করে না, যে সকল স্ত্রী মহদ্বংশে উৎপন্ন হইয়া কুলধর্ম্মের বশীভূতা হয়; তাহাদিগকেই কুলজা ও কুলপালিকা নামে নির্দ্দেশ করে। সেই কুলপালিকা রমণী, পতিকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়াথাকে এবং পতিই তাহাদিগের একমাত্র বন্ধু, পতিই গতি (আশ্রয়), পতিই ভরণকর্ত্তা এবং পতিই দেবতা; পতি পতিতই হউক, আর অপতিতই হউক, ধনাঢ্যই হউক বা দরিদ্রই হউক, তাহারা সে বিষয়ে দৃক্‌পাত করে না কেবল পতির সেবাতেই নিরত থাকে; যাহারা অসৎকুলে উৎপন্ন হইয়া পিতা-মাতার নিকটে কেবল অসৎকার্য্যেরই শিক্ষা করিয়াথাকে, নিশ্চয় সেই সকল কামিনীই জারের ভোগ্যা হইয়া নিরন্তর পতিনিন্দায় নিরত থাকে; আর যে সতী স্ত্রী পতিকে আমাদিগের উভয় হইতেও অধিক জ্ঞান করে সে কোটিকল্পপর্য্যন্ত স্বামীর সহিত গোলোকধামে আনন্দ ভোগ করে; হে শিব! এবং পরে তিনিই মঙ্গলময়ী শৈবী বা বৈষ্ণবী প্রকৃতিতে বিলীনা হন। অতএব হে মহেশ! আমার আজ্ঞায় সংসারসুখের জন্য এই প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। আরও বলিতেছি, যে ব্যক্তি পবিত্রভাবে ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক সংযমী হইয়া তীর্থস্থানে তীর্থমৃত্তিকাদ্বারা প্রকৃতির যোনিচিহ্নবিশিষ্ট তোমার লিঙ্গ গঠন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চোপচারে সহস্রবার পূজা করিবে, সে কোটিকল্প আমার এই গোলোকধামে আমার সহিত আনন্দ উপভোগে সক্ষম হইবে এবং যে ব্যক্তি তীর্থস্থানে এইরূপ যথাবিধি ভূরিদক্ষিণ লক্ষ শিবলিঙ্গের পূজা করিবে, কোনকালেই তাহার আর গোলোক হইতে পতন হইবে না, সে চিরদিন আমাদিগের সমান হইয়া থাকিবে। আরও বলিতেছি যিনি তীর্থস্থানে মৃত্তিকা, ভস্ম, গোময় বা বালুকাদ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া একবার মাত্রও পূজা করিবেন, তিনিও অযুত-কল্পকালপর্য্যন্ত স্বর্গবাসী হইবেন এবং তিনিই পরে সম্রাট্ হইয়া প্রজাপালন করিবেন ও বিদ্যা, পুত্র, ধন-

লাভে পরমসুখী হইবেন। ৩৬—৪৬। এবং তিনি শিবলিঙ্গপূজার প্রভাবে সাধুস্বভাব ও জ্ঞানবান্ হইয়া, পরে মুক্তিপর্য্যন্ত লাভ করিবেন। অধিক কি যেস্থলে শিবলিঙ্গের পূজা হয় সে স্থান অতীর্থ হইলেও তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং সে স্থানে অতিশয় পাপীজনও মৃত হইলে অনায়াসে শিবলোকে গমন করিবে। হে মহাদেব! যে ব্যক্তি মহাদেব, মহাদেব এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিবেন, আমি ঐ মধুর নাম শ্রবণবাসনায় অতি ব্যগ্রভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। যে ব্যক্তি প্রাণান্তসময়েন "শিব" এই শব্দ একবারমাত্র উচ্চারণ করিবেন, তিনি কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ হইতেও মুক্ত হইয়া, অনায়াসে মুক্তি-লাভে সমর্থ হইবেন। শিব-শব্দে কল্যাণ ও কল্যাণ-শব্দে মুক্তি বোধ হয়, সুতরাং শিব হইতে অনায়াসে মুক্তি লাভ করা যায়, এজন্য তাঁহার নাম শিব এইরূপ হইয়াছে। হে শিব! মনুষ্যগণ ধন বা বন্ধুজনের বিচ্ছেদজনিত শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া যদি একবার 'শিব' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে, তাহা হইলে অনায়াসে সকলপ্রকার মঙ্গললাভে সমর্থ হইবে। 'শি' শব্দে পাপনাশক ও "ব" শব্দে মুক্তিদায়ক; বোধ হয়, একারণ মনুষ্যগণের পাপনাশক ও মুক্তিদ মহাদেবকেই পণ্ডিতেরা শিব-শব্দে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে ব্যক্তির প্রতি কথায় "শব" এই মঙ্গলময় নাম উচ্চারিত হয়, নিশ্চয় তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ত্রিশূলধারী মহাদেবকে এইরূপ কহিয়া, কল্পতরু মন্ত্র, ও মৃত্যুবিজয় তত্ত্বজ্ঞান, দান করত সিংহবাহিনীকে কহিলেন। ৪৭—৫৪। ভগবান্ কহিলেন,—হে বৎসে! এক্ষণে তুমি আমার নিকট এই গোলোকধামে সুখে বাস কর, পরে সময় হইলে সর্ব্বমঙ্গলাধার মঙ্গলপ্রদ শিবকে প্রাপ্ত হইবে। হে বরাননে! ইহার পর তুমি দেব-গণের তেজঃপুঞ্জ হইতে আবির্ভূত হইয়া, দৈত্যকুল সংহার করত জগতে সকলের পূজ্যা হইবে। হে সতি! অনন্তর তুমি, কল্পবিশেষের সত্যযুগে শান্ত-স্বভাব দক্ষকন্যারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নিশ্চয় শম্ভুর গৃহিণী হইবে। তাহার পর, দক্ষযজ্ঞে স্বামীর নিন্দা-শ্রবণহেতু নিজ শরীর ত্যাগ করত, হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া পার্ব্বতী নামে বিখ্যাতা হইবে। তাহার পর, দেবপরিমাণে সহস্রবর্ষ, শম্ভুর সহিত বিহার করিয়া, পরিণামে উভয়ে মিলিত হইয়া যাইবে, অর্থাৎ হরগৌরীরূপে উভয়ে অবস্থান করিবে। হে পূজিতে সুরেশ্বরি! কালে সমুদয় বিশ্বসংসারমধ্যে প্রতিবর্ষে শারদীয় মহাপূজায় পূজিতা হইবে, এবং প্রতিগ্রামে, প্রতিনগরে, গ্রাম্যদেবতারূপে অপরাপর সুন্দর নামদ্বারা পূজিতা হইবে। আমার আজ্ঞায়, শিবকৃত নানাবিধ তন্ত্র-দ্বারা, তোমার পূজাবিধি ও স্তব-কবচের বিধান হইবে; তোমার পরিচারকগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের ফলভাগী হইয়া সিদ্ধি লাভ করিবেন। হে মাতঃ! পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে যাঁহারা তোমাকে ভজনা করিবেন, তাঁহাদিগের যশ, কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা রহিবে না। ৫৫—৬৪। শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রকৃতি ভগবতীকে এইরূপ কহিয়া, কামবীজের সহিত অত্যুৎকৃষ্ট মন্ত্রশ্রেষ্ঠ একাদশাক্ষর মন্ত্র, তাঁহাকে দান করিয়া, ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ ভক্তের উপযোগী এক ধ্যান যথাবিধি প্রস্তুত করিলেন, এবং পুনরায় ভগবতীকে শ্রীমায়া ও কামবীজযুক্ত দশাক্ষর মন্ত্র দান করিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ, সৃষ্টি-কারিণী শক্তি এবং অভীষ্টপ্রদ সকলপ্রকার সিদ্ধি অত্যুৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানও তাঁহাকে দান করিলেন। হে দ্বিজ! জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ, পুনরায় সেই শঙ্কর-যোগীকে, স্তব ও কবচের সহিত ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র-দান করিয়া, ধর্ম্ম, কামদেব, বহ্নি, কুবের ও বায়ুকে সেই মন্ত্র ও তৎসন্ধিজ্ঞান দান করত পুনরায় কুবেরাদি দেবতাকে অপরাপর মন্ত্র ও তত্তৎ সিদ্ধি দান করিয়া, সৃষ্টির জন্য বিধিকে কহিলেন, ইহাই বিধাতার নিয়ম। ভগবান্ কহিলেন, হে মহাভাগ বিধাতঃ! আমার অনুমতিক্রমে, দিব্য সহস্রবৎসর আমার তপস্যা করিয়া, অপরাপর নানাপ্রকার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হও। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মাকে এইপ্রকার কহিয়া, মনোহর এক মালা দান করিলেন এবং স্বয়ং গোপ ও গোপা-ঙ্গনাদিগের সহিত বৃন্দাবনে গমন করিলেন। ৬৫—৭২।

ব্রহ্মখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, হে তপোধন! অনন্তর ব্রহ্মা তপস্যার দ্বারা, যথাভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিয়া, প্রথমেই মধুকৈটভের মেদদ্বারা পৃথিবীকে সৃজন করিলেন। পরে অতি সুন্দর প্রধান প্রধান অষ্টসংখ্যক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য পর্ব্বতের সৃষ্টি করিলেন, তাহাদিগের নামকীর্ত্তন দুষ্কর, তবে প্রধান সকলের নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন। সুমেরু, কৈলাস, মলয়, হিমালয়, উদয়, অস্ত, সুবেল, ও গন্ধমাদন, ইহারাই সকল

পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ। পরে সাত সমুদ্র, কত কত নদ ও নদী এবং অসংখ্য বৃক্ষ, গ্রাম ও নগর সৃজন করিলেন; তাহার মধ্যে সপ্তসমুদ্রের নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথম লবণ সমুদ্র, দ্বিতীয় ইক্ষুসমুদ্র, তৃতীয় সুরাসমুদ্র, চতুর্থ সর্পিঃসমুদ্র, পঞ্চম দধিসমুদ্র, ষষ্ঠ দুগ্ধসমুদ্র, ও সপ্তম জলসমুদ্র, এই সকলের মধ্যে প্রথম সমুদ্রের পরিমাণ লক্ষ যোজন পর পর দ্বিগুণ করিয়া পরিমাণ নির্দ্ধারিত আছে। অনন্তর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, কমলাকৃতি সেই ভূমিমণ্ডলে, সপ্ত-দ্বীপ, সপ্ত-উপদ্বীপ ও সপ্ত-সীমা-বিভাজক শৈলের সৃজন করিলেন। হে বিপ্র! এক্ষণে সেই দ্বীপপুঞ্জের নাম শ্রবণ করুন; পূর্ব্বকালে বিধাতাই যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, ১ জম্বুদ্বীপ, ২ শাকদ্বীপ, ৩ কুশদ্বীপ, ৪ প্লক্ষদ্বীপ, ৫ ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ৬ ন্যগ্রোধদ্বীপ, ৭ পৌষ্করদ্বীপ এই সাত নামেই তাহারা বিখ্যাত। অতঃপর ব্রহ্মা অষ্টলোকপালদিগের বিহারনিমিত্ত, সুমেরু পর্ব্বতের অষ্ট শৃঙ্গে মনোহর অষ্ট পুরীর সৃজন করিলেন। জগৎপতি ব্রহ্মা, সেই সুমেরুর মূলদেশে অনন্তদেবের জন্য এক নগরী নির্ম্মাণ করিয়া, পরিশেষে উর্দ্ধভাগে সপ্ত স্বর্গের সৃষ্টি করিলেন, তাহাদিগের নাম শ্রবণ করুন। হে শৌনক! ১ম ভূর্লোক, ২য় ভুবর্লোক, ৩য় স্বর্লোক, ৪র্থ মহর্লোক, ৫ম জনলোক, ৬ষ্ঠ তপোলোক, ও ৭ম সত্যলোক—ইহারা সকলেই অতি মনোহররূপে সৃষ্ট হইলে, পরে মেরুশৃঙ্গের অতি উপরিভাগে জরাদিবর্জ্জিত ব্রহ্মলোক সৃজন করিলেন। তাহারও উর্দ্ধে সর্ব্বপ্রকারে মনোহর ধ্রুবলোকের সৃষ্টি করিলেন। ১—১১। হে মুনে! জগদীশ্বর তাহার অধোভাগে ক্রমে ক্রমে নিম্নবর্ত্তী স্বর্গ হইতেও ভোগ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ সপ্ত পাতাল সৃজন করিলেন। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল, ও রসাতল নামে তাহারা প্রসিদ্ধ। হে মুনিবর! এই যে সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত স্বর্গ, এবং সপ্ত পাতালের উল্লেখ করিলাম, ইহারাও ইহাদিগের লোকসমূহতেই এক ব্রহ্মাণ্ড হয় এবং এই ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মার অধিকারভুক্ত। হে শৌনক! এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য এবং সকলই কৃত্রিম; মহাবিষ্ণুর প্রতিলোমকূপেই এই প্রকার এক একটী ব্রহ্মাণ্ড আছে। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মায়ায়, প্রতি ব্রহ্মাণ্ডতেই, এই প্রকার দিক্পাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি সকল প্রকারই পদার্থ আছে। দেবগণের আর কথা কি? স্বয়ং জগৎপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদিও ব্রহ্মাণ্ডগণনায় অসমর্থ। পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই ইহা গণনা করিতে সমর্থ, কিন্তু যদিও তিনি সমর্থ বটেন, তথাপি দিগাকাশাদির ন্যায় তাহার গণনায় অভিলাষী নন। বিপ্রবর! যাবতীয় বিশ্ব ও তাহাতে অবস্থিত সমুদয় পদার্থ ই কৃত্রিম; ও অনিত্য এবং স্বপ্নদর্শনের ন্যায় নশ্বর। কেবলমাত্র পরমাত্মা যে প্রকার আকাশ ও দিক্ হইতে পৃথক্ ও নিত্য, সেই প্রকার বৈকুণ্ঠ, শিবলোক ও গোলোক, এই লোকত্রয়মাত্র নিত্য ও বিশ্বাতিরিক্ত। ১২—২০।

ব্রহ্মখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

মহাত্মা সৌতি কহিলেন,—প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপে সমুদয় বিশ্বসংসার নির্ম্মাণ করিয়া, পরিশেষে কামুক পুরুষ যেরূপ কামুকীর প্রতি আসক্ত হয়, তদ্রূপ প্রিয়তমা সাবিত্রীদেবীতে আসক্ত হইয়া গর্ভাধান করিলেন। সুপ্রসবা সাবিত্রীদেবী দিব্য শতবর্ষকাল পর্য্যন্ত সুদুঃসহ গর্ভভার বহন করত পরিশেষে মনোহর বেদচতুষ্টয় প্রসব করিলেন এবং তর্ক-ব্যাকরণাদি বিবিধ শাস্ত্রসমূহ, দিব্যমূর্ত্তি ছত্রিশরাগিণী, নানা প্রকার তালযুক্ত মনোহর ছয় রাগ এবং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলহপ্রিয় কলি যুগকেও প্রসব করিলেন। হে তপোধন! অনন্তর বর্ষ, মাস, ঋতু, তিথি, দণ্ড, ক্ষণ, দিন, রাত্রি, বার, সন্ধ্যা ও উষাকাল প্রভৃতি প্রসব করিয়া পুনরায় পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, বিজয়া, জয়া, ছয় কৃত্তিকা এবং যোগ-করণ প্রভৃতিকেও উৎপাদন করিলেন। কার্ত্তিকেয়-প্রিয়া সাধ্বী দেবসেনাই, মহাষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধা এবং মাতৃকাগণের প্রধানা ও বালকবালিকাদিগের ইষ্টদেবতাস্বরূপা, অর্থাৎ রক্ষাকারিণী। অনন্তর পতিপ্রাণা সাবিত্রীদেবী, ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বারাহ নামে কল্পত্রয়, নিত্য, নৈমিত্তিক, দ্বিপরার্দ্ধ, প্রাকৃত, চারিপ্রকার প্রলয়কাল এবং মৃত্যুনামে কন্যা, ও সকলপ্রকার ব্যাধিগণকে প্রসব করিয়া, পরমসুখে স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। ১—৯। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই অধর্ম্মের বামভাগ হইতে অলক্ষ্মীনামে এক কামিনী উৎপন্না হইলেন, তিনিই অধর্ম্মের পত্নী। ঋষিবর! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সেই সময়েই প্রজাপতির নাভিদেশ হইতে, শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা এবং মহাবল-পরাক্রান্ত অষ্টবসুর জন্ম হইল। অনন্তর বিধাতার মানস হইতে, পঞ্চবর্ষীয় অতিসুন্দর কুমারচতুষ্টয়ের

আবির্ভাব হইল, তাহাদিগের সকলের শরীরে ব্রহ্মতেজ যেন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ঐ কুমারচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমটার নাম সনক, দ্বিতীয়ের নাম সনন্দ, তৃতীয়ের নাম সনাতন এবং চতুর্থের নাম সনৎকুমার, —ইঁহারা সকলেই জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ। পুনরায় ব্রহ্মার মুখকমল হইতে স্বায়ম্ভুব মনু নামে বিখ্যাত দিব্যরূপধারী অতি সুন্দর সস্ত্রীক এক যুবক কুমার আবির্ভূত হইলেন; তাঁহার দেহকান্তি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, তাঁহাকে দেখিবামাত্র বোধ হয় অলৌকিক ভাগ্যবান্; তিনিই ক্ষত্রিয়দিগের মূলকারণ; সেই রমণী সাতিশয় রূপলাবণ্যবতী, এবং দর্শনমাত্রে কমলার অংশ বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার নাম শতরূপা। তাহার পর ঐ স্বায়ম্ভুব মনু, বিধাতার আজ্ঞাপ্রতীক্ষায়, সস্ত্রীক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভগবান্ প্রজাপতিও পুলকান্বিত কলেবর বৈষ্ণবচূড়ামণি সেই সকল পুত্রগণকে, সৃষ্টির নিমিত্ত অনুমতি করিলে, কৃষ্ণপরায়ণ সেই মহাত্মা সকল, 'ক্ষমা করুন' বলিয়া তপস্যার্থে প্রস্থান করিলেন। হে মুনিবর! তাঁহারা সকলে অস্বীকার করিয় প্রস্থান করিলে, জগৎপতি ব্রহ্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার ললাটদেশ হইতে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান একাদশ রুদ্রের আবির্ভাব হইল; তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি কালাগ্নিরুদ্র নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই সকলের সংহারকারক। সমস্ত বিশ্ব-সংসারমধ্যে একমাত্র তিনিই প্রধান তমোগুণের আশ্রয়, এবং স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মাই রজোগুণের আধার, কেবলমাত্র শিব ও বিষ্ণু ইঁহারাই একমাত্র নির্মল সত্ত্বগুণ বিরাজ করিতেছেন। তিনি গোলোকের নাথ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি নির্গুণ ও প্রকৃতি হইতে পৃথক্; যাহারা জ্ঞানহীন মূর্খ, তাহারাই কেবল সত্ত্বগুণাধার পরমযোগী শঙ্করকে তমোগুণের আশ্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ১০—২১। হে মুনিবর! এক্ষণে অবশিষ্ট রুদ্রগণের নাম, যাহা বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন, ১ মহান্, ২ মহাত্মা, ৩ মতিমান্, ৪ ভীষণ, ৫ ভয়ঙ্কর, ৬ ঋতুধ্বজ, ৭ ঊর্দ্ধকেশ, ৮ পিঙ্গলাক্ষ, ৯ রুচি ও ১০ শুচি। ইঁহারা এইসকল নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর প্রজাপতির দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য, বাম কর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণ নেত্র হইতে অঙ্গিরা ও বাম নেত্র হইতে ক্রতু জন্ম লাভ করিলেন এবং নাসিকা হইতে অরুণী, মুখ হইতে অঙ্গিরা, বাম পার্শ্ব হইতে ভৃগু ও দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দক্ষের উৎপত্তি হইল। ভগবান্ প্রজাপতির ছায়া হইতে কর্দ্দম মুনি উদ্ভূত হইলেন এবং নাভিদেশ হইতে পঞ্চশিখ, বক্ষঃস্থল হইতে বোঢ়ু ও কণ্ঠদেশ হইতে বৈষ্ণবাগ্রণী নারদ মুনি জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে বিধাতার স্কন্ধদেশ হইতে মরীচি, গলদেশ হইতে অপান্তরতম, রসনাগ্র হইতে বশিষ্ঠ ও অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতা জন্মাইলেন। পরে ব্রহ্মার বামকুক্ষি হইতে হংসী ও দক্ষিণ কুক্ষি হইতে স্বয়ং যতির উৎপত্তি হইলে, সৃষ্টির নিমিত্ত বিধাতা সেই পুত্রগণকে অনুমতি করিলেন; পরে পরম যোগী নারদ মহাশয় পিতার বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে কহিলেন। ২২—২৮। নারদ কহিলেন, হে জগৎপতি পিতামহ! অগ্রে আমাদিগের জ্যেষ্ঠ সনকাদিকে আনয়ন করিয়া দারযুক্ত করা আপনার কর্ত্তব্য, পরে ইচ্ছানুসারে আমাদিগকে অনুমতি করুন। হে ব্রহ্মন্, আপনি পিতা হইয়া, তাঁহাদিগকে তপস্যায় নিযুক্ত করত কি কারণে আমাদিগকে অপার দুঃখজনক সংসারী হইতে অনুমতি করিতেছেন; অতএব ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে যে, আপনার ন্যায় মহাত্মার ওবিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, পিতার নিকটে সকলেই সমান স্নেহের পাত্র কি না? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এইমাত্র কোন পুত্রকে অমৃত অপেক্ষা সুখকর তপস্যারূপ পরম সুমধুর বস্তু দান করিয়া, অপরকে বিষ হইতে ভয়ঙ্কর বিষয়োপভোগে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন! হে পিতঃ! আপনি ত সকলই জানেন, যে জন একবার অতিভয়ঙ্কর গভীর সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছে, কোটিকল্পকাল গত হইলেও সে কি আর নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে? যিনি নিস্তারকর্ত্তা, সকলেরই আদিকারণ এবং যাবতীয় পুরুষ অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ ও যে কৃপাময়ের কৃপাবলে জগতে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না; যিনি ভক্তিমার্গের একমাত্র সহায় ও যে ভক্তবৎসল, ভক্তগণকে কিঙ্কর বলিয়া নিরন্তর রক্ষা করিয়াথাকেন, যিনি ভক্তগণের পরম প্রিয়, ও একমাত্র গতি এবং আরাধ্য-দেবতা; ভক্তজন অনায়াসেই যাঁহার সাধনায় সক্ষম হয় ও যিনি নিরন্তর সত্ত্বপথাবলম্বী, সেই নির্মলস্বভাব ভক্তানুগ্রহকারী পরমেশ্বর হরিকে ত্যাগ করিয়া, কোন্ মূঢ়মতি পুরুষ বিনাশের কারণ বিষম বিষয়রসে মনকে অভিনিবিষ্ট করে?। ২৯—৩৫। হে পিতঃ! কোন্ মূঢ়ব্যক্তি সুধা হইতেও সুখজনক কৃষ্ণসেবা ত্যাগ করত বিষম বিষয়রূপ বিষ পান করিতে ইচ্ছা করে? হে তাতঃ! যেরূপ কীটপতঙ্গের নয়নে দীপশিখা মনোহর বলিয়া বোধ হয় এবং বড়িশগ্রথিত মাংসখণ্ড যেরূপ মৎস্যগণের সুখকর বলিয়া প্রতীতি হয়, সেই প্রকার বিষয়াসক্ত

লোকের বিষয়োপভোগ স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর, তুচ্ছ এবং অসত্য ও মৃত্যুর কারণ হইলেও ইহাই সুখকর, এইরূপ-ভ্রান্তি হইয়াথাকে। অগ্নিশিখার ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর, পরম বৈষ্ণব নারদ মহাশয় ইহা বলিয়া বিরত হইলেন এবং পিতাকে নমস্কার করত তাঁহারই সম্মুখে অবস্থান করিলেন। হে দ্বিজ! এইরূপ শ্রবণ করত প্রজাপতি ব্রহ্মা, অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া নিজ তনয় নারদকে অভিসম্পাত করিলেন, তখন ক্রোধভরে তাঁহার মুখকমল দ্বিগুণ রক্তবর্ণ হইল ও অঙ্গসকল অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল এবং ওষ্ঠাধর নিরন্তর স্পন্দিত হওয়ায় রূপান্তর ধারণ করিল। ৩৬—৪০। তখন তিনি বলিলেন, নারদ! আমার শাপপ্রভাবে তোমার তত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হইবে এবং ক্রীড়ামৃগের ন্যায় যোষিল্লুব্ধ লম্পটরূপে অবস্থান করিবে। তুমি স্থিরযৌবনযুক্তা রূপলাবণ্যবতী পঞ্চাশৎ কামিনীর প্রাণপ্রিয় ভর্ত্তা হইয়া, তাহাদিগের মন হরণ করত নিয়ত ক্রীড়া-কৌতুকে উন্মত্ত থাকিবে। আরও বলিতেছি তুমি শৃঙ্গারশাস্ত্রের পারদর্শী ও নিরন্তর মহাশৃঙ্গারের অভিলাষী হইবে এবং নানাপ্রকার শৃঙ্গার-নিপুণ ব্যক্তিদিগের গুরু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইবে। তুমি গন্ধর্ব্বগণের আদিপুরুষ, অর্থাৎ বংশপ্রবর্ত্তক হইবে, এবং তোমার কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর ও যৌবন চিরস্থায়ী হইবে, তুমি বীণাবাদন ও গানবিষয়ে অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। হে নারদ! তুমি প্রাজ্ঞ, মিষ্ট-ভাষী, শান্তস্বভাব, সুশীল ও সুবুদ্ধি বলিয়া বিখ্যাত হইবে এবং তোমার উপবর্হণ এই নাম হইবে, এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর সেই সকল বিলাসিনীগণের সহিত নির্জ্জন কাননপ্রদেশে দিব্য লক্ষযুগ বিহার করিয়া, পরিশেষে পুনরায় আমার শাপবলে দাসীপুত্ররূপে জন্ম লাভ করিবে। হে বৎস! তাহার পর তুমি বৈষ্ণবদিগের সংসর্গ এবং তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজনহেতু দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে পুনরায় আমার পুত্র হইবে। তখন পুনর্ব্বার আমি তোমাকে পুরাতন দিব্য তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিব, কিন্তু এক্ষণে তুমি বিনষ্ট হও এবং সত্য সত্যই ঘোর সংসার-সাগরে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করত কিয়দ্দিন অতিবাহিত কর। হে বিপ্রবর! জগৎপতি ব্রহ্মা, নিজ পুত্রকে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে পরে বৈষ্ণবাগ্রণী নারদমুনি কৃতাঞ্জলিপুটে রোদন করত কহিতে লাগিলেন। ৪১—৪৯। নারদ কহিলেন, হে তাত! ক্রোধ সম্বরণ করুন, আপনি জগতের গুরু ও সংহারকর্ত্তা এবং আপনিই তাপসগণের ঈশ্বর, অতএব পুত্রের প্রতি অকারণে এরূপ কোপ প্রকাশ কি আপনার শোভা পায়? হে পিতঃ! আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন, পণ্ডিতগণ, পুত্র উৎপথগামী অর্থাৎ বিরুদ্ধাচারী হইলেই, অভিসম্পাত প্রদান বা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি পণ্ডিত হইয়া কিপ্রকারে নিরীহ তপস্বী পুত্রকে অভিসম্পাত করিতে সাহসী হইলেন। হে ব্রহ্মন্! ভাগ্যদোষে যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কৃপা করিয়া আমাকে এই বর দান করুন যে, যে যে যোনিতেই আমি জন্ম-গ্রহণ করি না কেন, হরিভক্তি যেন কখনই আমাকে ত্যাগ না করে, আমি সকল অবস্থাতেই যেন হরিনাম করিয়া চরিতার্থ হইতে পারি; কারণ যে ব্যক্তি বিশ্ব-বিধাতার পুত্র হইয়াও হরিপদে ভক্তিশূন্য হয়, সেই অধম, ভারতভূমিতে শূকর অপেক্ষাও অপকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে পিতঃ! আরও দেখুন, যদি কেহ জাতিস্মর ও হরিপরায়ণ হইয়া শূকরযোনিতেও জন্ম লাভ করেন, তথাপি তিনি অবশ্যই নিজ সুকৃতি-প্রভাবে অনায়াসে গোলোকধামগমনে সমর্থ হইয়া থাকেন। হে তাত! একমুখে আমি আর কতই হরিভক্তিমাহাত্ম্য বর্ণন করিব, যে সকল বৈষ্ণবগণ নিরন্তর সকলেরই প্রার্থনীয় হরিচরণারবিন্দের ভক্তিরূপ মধু পান করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তাঁহাদিগেরই পবিত্র-স্পর্শ লাভ করিয়া বসুন্ধরাও পবিত্রা হইয়াছেন। হে পিতামহ! অধিক কি বলিব, নিরন্তর তীর্থ সকলও পাপিজনার্পিত ও নিজকৃত পাপ সকলের ক্ষালনজন্যই বৈষ্ণবগণের স্পর্শকে অভিলাষ করেন। অধিক আর কি কহিব, পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে, মনুষ্যগণ, হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবামাত্র, ঊর্দ্ধতন কোটিপুরুষের সহিত মুক্ত হইয়া থাকেন। এবং হরিমন্ত্র-গ্রহণ মাত্রে, নরগণ কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতেও মুক্তি লাভ করিয়া পবিত্র হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের আর পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলাফল কিছুই ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, পুত্র, কলত্র, শিষ্য সেবক ও বান্ধব প্রভৃতিকে সৎপথ প্রদর্শন করাইতে বাসনা করেন, সদ্গতি স্বয়ং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি অনায়াসে সদ্গতিলাভে সমর্থ হন এবং যে গুরু বিশ্বস্ত শিষ্যকে অসৎপথে প্রবৃত্ত করেন, চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার আর কুম্ভীপাক নরক হইতে কোনক্রমে নিষ্কৃতির উপায় নাই। ৫০—৬০। হে পিতঃ! যে গুরু, বা যে পিতা, বা যে স্বামী, হরিচরণারবিন্দে ভক্তি শিক্ষাদিতে অসমর্থ, সেই গুরুকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা এবং সেই পিতাকে

পিতা বলিয়া সম্বোধন করা, ও সেইরূপ স্বামীকে স্বামিত্ব-নিবন্ধন সম্মান করা বিড়ম্বনামাত্র। মহাত্মা নারদ এইরূপ নীতিগর্ভ বাক্য বলিয়া, ক্রোধভরে আরও কিঞ্চিৎ বলিতে লাগিলেন, হে চতুরানন! তুমি যখন নিরপরাধে আমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলে, তখন আমারও তোমাকে অভিসম্পাত প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; কারণ হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পণ্ডিতগণ অবশ্যই প্রতিহিংসা করিয়া থাকেন। হে পিতঃ! আপনি পূজ্য হইলেও আমার শাপ-প্রভাবে সমুদয় বিশ্বসংসারমধ্যে স্তবকবচ ও পূজা-বিধির সহিত নিশ্চয়ই আপনার মন্ত্র বিলুপ্ত হইবে, অবশ্যই আপনাকে বিশ্বমধ্যে সামান্যলোকের সদৃশ অপূজ্য হইয়া কালযাপন করিতে হইবে, পরে কল্পত্রয় অতীত হইলে পুনরায় যথাবিধি পূজিত হইতে পারিবেন। হে ব্রহ্মন্, এক্ষণে কেবলমাত্র আপনার অবশ্যপ্রাপ্য যজ্ঞভাগ ও ব্রতাদি-কার্য্যে একবারমাত্র আপনার পূজা, ইহাই রহিল, আর সমুদয়ই বিনষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই; কিন্তু দেবতা প্রভৃতি আপনার বন্দনা করিবেন। নারদ মহাশয়, পিতৃসমক্ষে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, প্রজাপতি বিধাতাও অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে দেব-সভায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে শৌনক! অনন্তর নারদ মহাশয় পিতার সেইপ্রকার অভিসম্পাত-প্রভাবে, প্রথমে উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব, ও পরে দাসীপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া, পরিশেষে পুনরায় প্রজাপতিপুত্র নারদরূপ ধারণ করিয়া, মহর্ষি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং যে প্রকারে পিতার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিব না। ৬১—৬৮।

ব্রহ্মখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

হে বিপ্রবর! অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা, নারদব্যতীত অপরাপর সেই সকল পুত্রগণকে সৃষ্টির নিমিত্ত অনুমতি করিলে, তাঁহারা সকলেই স্বীকৃত হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই মরীচিমুনির মানস হইতে প্রসিদ্ধ প্রজাপতি কশ্যপ মুনি জন্ম লাভ করিলেন, পরে নিশাকর চন্দ্র, ক্ষীরোদসমুদ্রমধ্যে অত্রি মহাশয়ের নেত্রমল হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং প্রচেতার মানস হইতে গৌতমের ও পুলস্ত্যের মানস হইতে মৈত্রাবরুণের উৎপত্তি হইল। হে তপোধন! অনন্তর মনুর ঔরসে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শতরূপার গর্ভে আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে পতিপরায়ণ কন্যাত্রয় জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে অতি কমনীয়-কলেবর দুই পুত্র মনুর ঔরসে ঐ শতরূপার গর্ভে জন্ম লাভ করেন, কালে মহাত্মা উত্তানপাদের ধ্রুব নামে এক পরম ধার্ম্মিক বৈষ্ণবচূড়ামণি পুত্র হয়। কিছুদিন গত হইলে মনু মহাশয়, নিজ-কন্যা আকূতিকে রুচিনামক মুনিবরকে অর্পণ করেন এবং দক্ষহস্তে প্রসূতিকে অর্পণ করিয়া, কর্দ্দমমুনির হস্তে দেবহূতিকে প্রদান করিলেন; যাঁহার গর্ভে ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ কপিলমুনি জন্মগ্রহণ করেন, ঋষিবর! শ্রবণসুখকর জগদীশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশল ক্রমে ক্রমে আরও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অনন্তর প্রজাপতি দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভ হইতে ক্রমশঃ ষষ্টি কন্যার জন্ম হয়, সেই তনয়াগণের মধ্যে ধর্ম্মকে আটটী, রুদ্রদেবকে একাদশটী ও ভগবান্ শিবের হস্তে প্রকৃতি সতীদেবীকে সমর্পণ করিলেন এবং মহাত্মা কশ্যপ, ত্রয়োদশটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, অবশিষ্ট সপ্তবিংশতি কন্যাকেই চন্দ্রহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১—৮। হে বিপ্র! এক্ষণে ধর্ম্মপত্নীদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা এবং মতি ও স্মৃতি এই আট নামে তাঁহারা প্রসিদ্ধা। শান্তির গর্ভ হইতে সন্তোষ নামে এক পুত্র হয় এবং যিনি পুষ্টি-গর্ভসমুদ্ভূত, তিনি মহান্ নামে প্রসিদ্ধ হন, পরে ধৃতির গর্ভে ধৈর্য্যের জন্ম হয় এবং তুষ্টির গর্ভ হইতে হর্ষ ও দর্প নামে প্রসিদ্ধ দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্ষমাপুত্র সহিষ্ণু, শ্রদ্ধাপুত্র ধার্ম্মিক, মতিপুত্র জ্ঞান ও স্মৃতিপুত্র, জাতিস্মর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এবং ধর্ম্মের পূর্ব্বপত্নী মূর্ত্তির গর্ভে, মহর্ষি নরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। হে শৌনক! এই ধর্ম্মপুত্রগণ, সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ৯—১২। মহর্ষে! এক্ষণে রুদ্রপত্নীগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ১ম কলা, ২য় কলাবতী ৩য় কাষ্ঠা, ৪র্থ কালিকা, ৫ম কলহপ্রিয়া, ৬ষ্ঠ কন্দলী, ৭ম ভীষণা, ৮ম রাস্না, ৯ম প্রমোচা, ১০ম ভূষণা ১১শ শুকী,—ইঁহারা এই নামেই প্রসিদ্ধা, ইঁহারা সকলেই বহু সন্তান প্রসব করেন, তাঁহারা সকলেই শিবের অনুচর। শিবপত্নী সেই প্রকৃতি সতীদেবী, নিজ পিতা দক্ষরাজ হইতে স্বামীর ভয়ঙ্কর নিন্দাবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া, যজ্ঞভূমিতে আত্মকলেবর ত্যাগ করিয়া, পুনরায় হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন

ও পূর্ব্বের ন্যায় শঙ্করকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হন। হে ধার্ম্মিক ঋষিবর! এক্ষণে কশ্যপপত্নীগণের নাম শ্রবণ করুন, তাঁহার যে পত্নী দেবগণের মাতা, তাঁহার নাম অদিতি। যিনি দৈত্যগণকে প্রসব করেন, তিনি দিতি নামে প্রসিদ্ধা, যে পত্নী হইতে সর্পকুল উৎপন্ন হইয়াছে তিনি কদ্রু, যিনি পক্ষিকুলের জননী, তিনি বিনতা নামে জগদ্বিখ্যাতা, যাঁহার গর্ভ হইতে গো-মহিষাদির উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারই নামে সুরভি এবং সরমা-নাম্নী কশ্যপপত্নী, সারমেয় প্রভৃতি চতুষ্পদসমূহের গর্ভধারিণী ও তাঁহার অপর এক পত্নীর নাম দনু, ইনিই দানবকুল উৎপন্ন করেন, এবং এই প্রকার মহাত্মা কশ্যপের অন্যান্য পত্নীর গর্ভে অনেক জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়, এক্ষণে তাহার নিরূপণ করা সুকঠিন। হে মুনে! ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য এবং উপেন্দ্র প্রভৃতি যে সকল মহাবলপরাক্রান্ত দেবতাগণ, ইহারা সকলেই অদিতিগর্ভসমুদ্ভূত। হে ব্রহ্মন্! ইন্দ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে জয়ন্ত জন্ম লাভ করেন এবং বিশ্বকর্ম্মার সবর্ণা-নাম্নী কন্যাতে আদিত্যের শনৈশ্চর ও যমনামে দুই পুত্র ও কালিন্দী নামে এক কন্যার উৎপত্তি হয়, পৃথিবীদেবীও ভগবান্ উপেন্দ্র হইতে মঙ্গল নামে একটী পুত্র লাভ করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া শৌনক কহিলেন, ভগবন্ সৌতে! বসুন্ধরা-গর্ভে ভগবান্ উপেন্দ্র হইতে বলবান্ মঙ্গল কি প্রকারে জন্ম লাভ করিলেন, বিশেষ করিয়া বর্ণন করুন। ১৩—২২। মহাত্মা সৌতি কহিলেন, —হে তপোনিধান শৌনক! কোন সময়ে ভগবান্ উপেন্দ্র নব নব চন্দনপল্লবে সুশোভিত অতিমনোহর নির্জ্জন মলয়গিরিপ্রদেশে একাকী অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর চন্দনানুলিপ্ত ও রত্নভূষণে ভূষিত থাকায় অতি-অনির্ব্বচনীয় একপ্রকার শোভা হইয়াছিল এবং সেই সুশীল সান্তমূর্ত্তি উপেন্দ্রের ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাস্যের চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ায়, তাঁহাকে রমণীকুলের একমাত্র প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হইতেছিল। সেই ভগবানের তাদৃশ সুরম্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে দেবী বসুন্ধরা কামবাণে নিতান্ত অধীরা হইয়া পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর ন্যায় বেশ ধারণ করত সহসা সহাস্যবদনে সেই ভগবানের শয্যার উপর উপস্থিতা হইলেন। পরে সুগন্ধি চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুম-প্রভৃতিদ্বারা সুবাসিত অতিমনোহর এক মালতীমালা, উপেন্দ্রের গলদেশে অর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ উপেন্দ্র, বসুন্ধরার সেই প্রকার মন্মথপীড়িত মনোভাব অবগত হইতে পারিয়া তাঁহার সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুক করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর উপেন্দ্রের সহিত মিলিত সেই সতী বসুন্ধরা, নিজোদরে তন্নিহিত অমোঘ তেজ ধারণ করত মূর্চ্ছিতা হইলেন, তখন তাঁহাকে নিদ্রিতা বা ততোধিক মৃতা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তখন পুরুষোত্তম উপেন্দ্রদেব, সেই আলুলায়িতবসনা, সুশ্রোণী, বিপুলস্তনী, বৃহন্নিতম্বা, ধরণীকে সহাস্যবদনা অথচ সুখসম্ভোগমূর্চ্ছিতা দেখিয়া ক্ষণকাল নিজ বক্ষে ধারণ করত তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে সেই নির্জ্জনপ্রদেশে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে মুনে! এমত সময়ে উর্ব্বশীনাম্নী বিদ্যাধরী, পথ ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই ধরণীর তদবস্থা দেখিয়া নানাপ্রকার উপায়দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করত, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; ধরণীও তাঁহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। ২২—৩১। অনন্তর সম্ভোগ-দুর্ব্বলা ধরিত্রী, সর্ব্বংসহা হইলেও তাঁহার শরীর ক্রমশই অবসন্ন হইয়া আসিল এবং সর্ব্বতোভাবে আপনাকে উপেন্দ্রতেজ-ধারণে অসক্তা দেখিয়া, প্রবালের আকরে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। বিপ্রবর! সেই তেজ কখনই ব্যর্থ হইবার নহে, এই জন্য সেই প্রবালের আকরমধ্যে সূর্য্যসম তেজস্বী এক কুমারের জন্ম হইল এবং প্রবালসংসর্গে তাঁহারও দেহকান্তি অবিকল প্রবালের সদৃশ হইল। মঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ অতি মহান্ সেই নারায়ণাত্মজের প্রিয় পত্নী মেধাবীর গর্ভে, ঘণ্টেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন, তিনিও অতি মহান্ ব্রণদাতা ও বিষ্ণুতুল্য তেজস্বী। বিপ্রবর! অনন্তর দিতিদেবীর গর্ভ হইতে মহাবল-পরাক্রান্ত হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে পুত্রদ্বয় এবং সিংহিকা নামে এক কন্যার উদ্ভব হয়, সেই সিংহিকা হইতেই সৈংহিকেয় রাহুগ্রহ জন্মলাভ করেন এবং ঐ দিতিদেবীর কন্যা সিংহিকার অপর নাম নির্ঋতি, এই জন্য রাহু, নৈর্ঋত নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত হিরণ্যাক্ষ, যৌবনকালেই শূকররূপধারী বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হন, সে সময়ে তাহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। হিরণ্যকশিপুর পুত্র পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন এবং বিরোচনের পুত্র বলি নামে প্রসিদ্ধ, তিনি ঔদার্য্যগুণে সমুদয় জগৎমধ্যে বিখ্যাত আছেন। এই বলি রাজের বাণ নামে যোগিগণের অগ্রগণ্য এক পুত্র হয়, ইনি ভক্তিবলে ভগবান্ শঙ্করকে বাধ্য করিয়াছিলেন। হে শৌনক! এক্ষণে কদ্রুর বংশাবলী বর্ণন করিতেছি

শ্রবণ করুন। অনন্ত, বাসুকি, ধনঞ্জয়, কর্কোটক তক্ষক, পদ্ম, ঐরাবত, মহাপদ্ম, শঙ্কু, শঙ্খ, সম্বরণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্জ্জয়, দুর্মুখ, বল, গোক্ষ গোকামুক এবং বিরূপ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাগসকল ইহাঁরই গর্ভ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল সর্প দৃষ্টিগোচর হয়, তাঁহারা সকলেই ইহাঁদিগের বংশধর। ৩২—৪১। এই কদ্রুর গর্ভে যাবতীয় তপস্বিনীর শ্রেষ্ঠা, মহাতেজস্বিনী মনসা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, দৃষ্টিমাত্রে তাঁহাকে লক্ষ্মীর অংশ বলিয়া বোধ হয়। নারায়ণের অংশ সমুদ্ভূত জরৎকারু মুনি, এই মনসাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুতুল্য তেজস্বী আস্তিক মহামুনি ইহারই গর্ভে উৎপন্ন হন। হে তপোনিধান শৌনক! অপারশক্তি এই সকল বিষধরশ্রেষ্ঠ নাগগণের নামোচ্চারণমাত্রে মনুষ্যগণের আর সর্পভয় থাকে না, এই ত কদ্রুর বংশাবলী কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে বিনতা-বংশের বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ গরুড় ও অরুণ নামে বিনতার দুই পুত্র হয়, ইহারা উভয়েই পরাক্রমে বিষ্ণুর সমকক্ষ, ক্রমে যাবতীয় পক্ষিজাতিই এই উভয় হইতে উৎপন্ন হয়। হে মুনিবর! গো-মহিষাদি সমুদায়ই সুরভির গর্ভজাত এবং সারমেয় প্রভৃতি সমুদয় চতুষ্পদ জন্তুই, সরমার গর্ভ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। মহাবল দানবসকল দনুর গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এই প্রকার অপরাপর যাবতীয় জাতিই মহামুনি কশ্যপ মহাশয়ের অন্যান্য পত্নীগণের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই আমি কশ্যপবংশ সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি চন্দ্র-বংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। হে শৌনক! সম্প্রতি চন্দ্রপত্নীগণের নাম ও সকল পুরাণের সারভূত অদ্ভুত চরিত সকল বর্ণন করিতেছি, সাবধানে শ্রবণ করুন। ৪১—৪৮। চন্দ্রের সপ্তবিংশতিসংখ্যক পত্নীগণ,—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদী, উত্তরভাদ্রপদী এবং রেবতী—এই সপ্তবিংশতি নামে বিখ্যাতা এবং ইহাঁরা সকলেই পতি-পরায়ণা ও সকলের পূজ্যা ছিলেন। এই সকল রমণীগণের মধ্যে কেবল রোহিণীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়-তমা ও রসিকা বলিয়া প্রসিদ্ধা এবং সেই রসিকা রোহিণী নিরন্তর রসিকতা দর্শন করাইয়া নিজ পতি চন্দ্রকে এরূপ বশীভূত করিয়াছিলেন যে, চন্দ্র আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পত্নীর নিকট গমন পর্য্যন্ত করিতেন না। তাহার পর, রোহিণীর অন্যান্য ভগিনীগণ, আর দৌর্ভাগ্য দুঃখ সহ্য না করিতে পারায়, পরস্পর পরামর্শানুসারে সকলে একত্রিতা হইয়া, পিতা দক্ষরাজকে প্রাণনাশকর সমুদয় সাপত্ন্য যন্ত্রণা বিদিত করিয়াছিলেন। অনন্তর দক্ষ প্রজাপতি, তনয়াগণের সেইপ্রকার হৃদয়বিদারক দুঃখের কথা শ্রবণমাত্রে, যৎপরনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া, জামাতা শশধরকে মন্ত্র-পূর্ব্বক অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, শশধরও শ্বশুরের শাপপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইলেন এবং দিন দিন ক্ষীণ-কলেবর হইয়া, অবশেষে যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিলেন, পরিশেষে নিজ শরীর অর্দ্ধাবশিষ্ট-মাত্র হইলে, ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর কৃপাময় শঙ্কর, চন্দ্রদেবকে অতিশয় ক্লিষ্ট ও শরণাগত দেখিয়া অভয় দানপূর্ব্বক আপনার মাহাত্ম্য বিস্তার করিলেন এবং তাঁহাকে যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্ত করিয়া নিজ মস্তকে স্থান দান করিলেন, সেই অবধি শশধর ও করুণাময়ের করুণ-প্রভাবে পূর্ব্বরূপ ধারণ করত নির্ভয় চিত্তে, শিবশেখরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহর্ষে! শঙ্কর, চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করিয়া অবধি চন্দ্রশেখর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন; এই জন্যই শিবসদৃশ শরণাগতপালক দেবগণমধ্যে অপর কাহাকেই অবলোকন করা যায় না। হে শৌনক! এদিকে দক্ষকন্যাগণ নিজ পতিকে রোগ হইতে মুক্ত ও শিবশেখরে অবস্থিত শ্রবণ করিয়া, অতিশয় রোদন করত পুনর্ব্বার তেজস্বিপ্রবর পিতা দক্ষরাজের শরণা-গত হইলেন এবং পতি-বিয়োগ-দুঃখিতা পতিপরায়ণা সেই কামিনীগণ পিতৃসন্নিধানে আগমনমাত্রেই বারংবার বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত অনাথবন্ধু বিধিপুত্র দক্ষরাজকে কহিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৯—৬১। দক্ষকন্যাগণ কহিতে লাগি-লেন,—হে পিতঃ! স্বামিসৌভাগ্যলাভের জন্যই আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদিগের এমতই অদৃষ্ট যে সৌভাগ্যলাভ দূরে থাক, সর্ব্বগুণান্বিত স্বামীর দর্শনসুখেও বঞ্চিতা হইলাম। হে পিতঃ! অধিক আর দুঃখের কথা কি কহিব। আমাদিগের চক্ষু অবিকল থাকিলেও সকল অন্ধকারময় দেখিতেছি, এক্ষণে জানিলাম, কুলকামিনী গণের একমাত্র পতিই লোচনস্বরূপ। এই সংসার-মধ্যে রমণীকুলের পতিই একমাত্র গতি, পতিই জীবন-স্বরূপ ও পতি হইতে অন্য আর সম্পদ্ কিছুই নাই এবং পতি হইতেই কামিনীগণের ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষ

এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে ও সংসারসমুদ্রের সেতুস্বরূপ। অধিক কি কহিব, স্ত্রীগণের পক্ষে পতিই নারায়ণস্বরূপ, পতিসেবাই তাহাদিগের ব্রত, ও সনাতন ধর্ম্ম: পতিসেবা-পরাঙ্মুখ কুলকামিনী-গণের অন্য কার্য্য হইতে শুভ ফল হয় না। হে পিতঃ! আপনি ত সকলই বিদিত আছেন সর্ব্বপ্রকার তীর্থে স্নান, যথাবিধি যজ্ঞকার্য্যের দক্ষিণাদান ও সর্ব্ব-প্রকার পুণ্যজনক দান, ব্রত, নিয়ম, সকল দেবতার অর্চ্চনা, সর্ব্বপ্রকার অনশন এবং অশেষবিধ তপস্যাদি রূপ যে সমস্ত পুণ্যকার্য্য সংসার হইতে নিষ্কৃতির কারণ বলিয়া অভিহিত আছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহই স্বামীর পদসেবার ষোড়শাংশেরও যোগ্য নহে, ফলতঃ স্ত্রীলোকের স্বামিসেবাব্যতীত কিছুতেই নিস্তার নাই। হে তাত! সকল বন্ধু বান্ধব হইতে রমণীগণের পুত্রই প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং সেই পুত্রই স্বামীর অংশমাত্র হইতে উৎপন্ন; সুতরাং শত পুত্র অপেক্ষা স্বামীই যে অতিশয় প্রিয় তাহাতে সন্দেহ নাই। যে রমণী অসদ্বংশ হইতে উৎপন্না এবং যাহার চিত্ত নিরন্তর পরপুরুষকে অভিলাষ করিয়া থাকে, সেই দুষ্টচেতা কামিনীই পতিনিন্দা করিয়া থাকে। আর যে রমণী যথার্থ সাধ্বী, তিনি পতি, পতিত হউন বা রোগী হউন দুষ্টই হউন, আর নির্দ্ধন হউন এবং গুণহীনই হউন, বা যুবাই হউন, অথবা বৃদ্ধই হউন কোনক্রমে তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ত্যাগ করেন না, নিরন্তর তাঁহারই সেবা করিয়া থাকেন। ৬২—৭০। যে অসতী রমণী সগুণ বা নির্গুণই হউন, বিদ্বেষবশতঃ পতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন, চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিতে তিনি কালসূত্র হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি-লাভে সমর্থা হন না এবং অনন্তকাল তাঁহাকে নরক-মধ্যে থাকিয়া ভয়ঙ্কর শকুনতুল্য কীটগণের অসহ্য দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। ক্ষুধার সময় মৃত-ব্যক্তির বসা মাংসেই ক্ষুধার শান্তি এবং পিপাসার সময় মূত্রপানেই পিপাসা দূর হইবে। হে পিতঃ! ইহাতেও পতিদ্বেষিণী অসতী কামিনীর যন্ত্রণার শেষ হয় না। সেই হতভাগ্য অসতীকে এই প্রকার নরক-ভোগের পরও পুনরায় সহস্রকোটি জন্ম গৃধ্র হইয়া, অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; পরে সেই কুলটা শতবার শূকর ও শতবার শ্বাপদরূপে জন্ম লাভ করিয়া পরিশেষে যদিও নিজে পূর্ব্বসঞ্চিত শুভকর্ম্ম-বলে মানব-জন্ম লাভ করে, তথাপি সে নিশ্চয় বিধবা, ধনহীনা ও চিররোগিণী হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। পিতঃ। আপনি বিধাতার পুত্র এবং তাঁহার ন্যায় আপনিও সমুদয় জগৎ সৃজন করিতে সক্ষম, অতএব আপনার নিকট আমাদিগের সামান্য প্রার্থনা কখনই ব্যর্থ হইবে না। আমরা নিজদোষেই কুল-কামিনীদিগের পরমারাধ্য জগতের সার পতিধনে বঞ্চিতা হইয়াছি, এক্ষণে নিজগুণে আমাদিগের সেই পরম গুণবান্ পতিকে দান করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করুন। প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের এইপ্রকার করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ শঙ্কর-সন্নিধানে উপস্থিত হই-লেন, মহাদেবও তাঁহাকে দেখিবামাত্র অভ্যুত্থানপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। অনন্তর দক্ষরাজ কৃপানিধান শিবকে প্রণত দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিতে লাগিলেন। ৭১—৭৭। দক্ষ কহিলেন,—শম্ভো! আমার প্রাণবল্লভ জামাতাকে প্রদান কর, শশধর আমার কন্যাগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পতি, তাহারা পতিকে না দেখিতে পাইয়া নিতান্ত কাতর হই-য়াছে, অতএব আর বিলম্ব করিও না। হে জামাতঃ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি আমার জামাতা বিধুকে প্রদান না কর, তাহা হইলে তোমাকে ভয়ঙ্কর অভি-সম্পাত করিব, কার সাধ্য রক্ষা করে। হে দ্বিজবর! শরণাগতবৎসল কৃপাময় শঙ্কর স্বীয় শ্বশুর দক্ষ মহা-শয়ের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুধা হইতে অধিক সুমধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন। ৭৮—৮০। মহাদেব কহিলেন,—দক্ষরাজ! যদিও আপনি আমাকে ভস্মসাৎ বা অভিসম্পাত করেন, তথাপি জীবিত থাকিতে কখনই শরণাগত চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হে মুনিবর! দক্ষরাজ, মহাদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধভরে শাপপ্রদানে উদ্যত হইলেন, মহাদেবও উপায়ান্তর না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিপদের একমাত্র কাণ্ডারী শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন। এমত সময়ে দয়াময় কৃষ্ণ, শঙ্কর-কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়াই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক উভয়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারাও বিপ্র-রূপধারী ভগবান্‌কে দেখিয়া ক্রমে উভয়ে প্রণাম করিলেন। তখন তেজোময় পরমব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ উভয়কে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া শাপভীত শঙ্করকে কহিতে আরম্ভ করিলেন। ৮১—৮৪। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে শর্ব্ব! যাবদীয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আত্মা অপেক্ষা প্রিয় আর কেহই নাই, অতএব হে সুরনাথ! আত্মাকে রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; এই জন্য বলিতেছি, দক্ষরাজকে প্রার্থিত শশধর সমর্পণ করত আত্মাকে রক্ষা কর। হে শঙ্কর! তুমি তপস্বী-দিগের শ্রেষ্ঠ, শান্তস্বভাব ও বৈষ্ণবদিগের অগ্রগণ্য

এবং সর্ব্বজীবে সমদর্শী; তোমার ন্যায় মহাত্মার হিংসা বা ক্রোধের বশীভূত হওয়া কখনই সম্ভব নহে। আর এই ব্রহ্মাত্মজ দক্ষ, নিতান্ত কোপনস্বভাব ও দুর্দ্ধর্ষ এবং অতিশয় তেজস্বী; অতএব দক্ষরাজের বিরুদ্ধাচরণ করা, তোমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। হে শঙ্কর! তুমি ত সকলই জান, শিষ্টব্যক্তিই দুর্দ্ধর্ষকে ভয় করিয়াথাকে; কিন্তু দুর্দ্ধর্ষব্যক্তি কাহাকেই ভয় করে না। হে শৌনক! ভগবান্ শঙ্কর পরম-ব্রহ্ম নারায়ণের এবংবিধ নীতিগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৮৫—৮৮। শঙ্কর বলিলেন, হে করুণাময়! আপনিও আমাকে নিয়তই কৃপা করিয়া থাকেন, তবে কিজন্য এরূপ অন্যায় অনুমতি করিতেছেন? আপনি আজ্ঞা করিলে, আমার চিরসঞ্চিত তপস্যা, সমুদয় তেজ এবং সমস্ত সিদ্ধি ও সম্পদ্ অথবা প্রাণপর্য্যন্তও দান করিতে কাতর নহি, কিন্তু শরণাগতকে কখনই দান করিতে পারিব না। আপনি ত সকলই জানেন, যে ব্যক্তি ভয়প্রযুক্ত আশ্রিত শরণাগতকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে ধর্ম্মও অভিসম্পাতপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। হে জগৎপ্রভো! এই নিমিত্তই বলিতেছি, আমি সমুদয় ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে কোনক্রমেই পারিব না। যে জন ধর্ম্মবিহীন হয়, তাহার আর কোনপ্রকার গতি থাকে না; এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নিয়ত রক্ষা করেন, স্বয়ং ধর্ম্মও তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। হে প্রভো! আপনিই ত বেদকর্ত্তা? আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপা করিয়া বলুন দেখি, এক্ষণে কিরূপ কার্য্য করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয়? হে সনাতন! আপনিই এই বিশ্বসংসারের সৃজন ও পালনকর্ত্তা এবং অবশেষে আপনার ইচ্ছাতেই সমুদয় আপনাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অতএব হে অনন্তশক্তিমন্! আপনার চরণারবিন্দে যে ব্যক্তির ভক্তি অচলভাবে অবস্থান করে, তাহার আর অন্য কোন্ ব্যক্তি হইতে ভয়ের সম্ভাবনা আছে? ফলতঃ যদ্যপি আপনার প্রতি আমার ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সামান্য দক্ষের কথা কি, বোধ হয় আপনাকেও ভয় করি না। তখন সর্ব্বভাববিৎ ভগবান্ হরি শঙ্করের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করত পরম প্রীত হইয়া, শম্ভুশেখরস্থিত চন্দ্র হইতে অর্দ্ধচন্দ্র আকর্ষণপূর্ব্বক দক্ষরাজকে দান করিলেন। দ্বিজবর! সেই অবধি ব্যাধিশূন্য অর্দ্ধচন্দ্র শিবশেখরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং বিষ্ণুদত্ত অপরার্দ্ধকে প্রজাপতি দক্ষ গ্রহণ করত প্রস্থানে উদ্যত হইলেন। পরে দক্ষরাজ বিষ্ণুদত্ত অর্দ্ধচন্দ্রকে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত দেখিয়া, কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দয়াময় হরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, এই চন্দ্র আজ হইতে একপক্ষ পূর্ণ ও আর এক পক্ষ ক্ষীণ হইবেন। এই প্রকার বর দান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দক্ষরাজও চন্দ্রকে গ্রহণ করত কন্যাদিগকে অর্পণ করিলেন। ৮৯—৯৭। পরে চন্দ্র সেই সকল প্রণয়িনীদিগকে প্রাপ্ত হইয়া, পরম-আহ্লাদে দিবানিশি তাঁহাদিগের সহিত বিহারসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন এবং সেই অবধিই দক্ষভয়ে ভীত হইয়া, সমভাবে তাঁহাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মুনিবর! পুষ্করতীর্থে মুনিগণ-সমক্ষে গুরুমুখ হইতে যাহা কিছু সৃষ্টিক্রম শ্রবণ করিয়াছিলাম, সে সমুদয়ই আপনার নিকট সবিশেষ বর্ণন করিলাম। ৯৮—৯৯।

ব্রহ্মখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

সৌতি পুনর্ব্বার কহিলেন,—দ্বিজবর! ইহার পর অপরাপর সৃষ্টিপ্রকরণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। মহর্ষি ভৃগুর জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য চ্যবন ও শুক্র নামে দুই পুত্র হয় এবং ক্রতুপত্নী ক্রিয়াদেবী, মুনিশ্রেষ্ঠ বালখিল্যদিগকে প্রসব করেন। হে শৌনক! অনন্তর মহামুনি অঙ্গিরার ঔরসে মুনিপ্রধান বৃহস্পতি, উতথ্য ও সম্বর নামে পুত্রত্রয়ের জন্ম হয় এবং বশিষ্ঠপুত্র শক্ত্রির ঔরসে মহামুনি পরাশর জন্মগ্রহণ করেন। জগদ্বিখ্যাত শ্রীমান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হরি এই মহাত্মা পরাশরেরই বংশধর। এই মহর্ষি ব্যাসদেবের শুক-নামে জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য কুলপাবন এক সন্তান হয়, ইনি শিবাংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনন্তর পুলস্ত্য মহাশয়ের বিশ্রবা নামে অতিপ্রসিদ্ধ এক পুত্র হয় ধনেশ্বর কুবের যাহার বংশধর। এই কথা শ্রবণমাত্রে মহর্ষি শৌনক, বিস্ময়ান্বিত হইয়া সৌতিকে কহিলেন, সৌতে! কি অদ্ভুত ব্যাপার পুরাণবিৎ মহাত্মাদিগের বাক্য অতিশয় দুর্ব্বোধ; আমি ত ধনেশ্বরের জন্মবিবরণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনি এইমাত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে ধনেশ্বরের জন্মবিবরণ কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় আমাকে কিকারণে ভিন্নপ্রকার বলিতেছেন? ইহা শ্রবণ করিয়া সৌতি কহিলেন, পূর্ব্বকালে এই দিক্পালগণ সকলেই পরমেশ্বর হইতে জন্ম লাভ

করেন সত্য, কিন্তু সেই ধনেশ্বর কুবের ব্রহ্মশাপে পুনর্ব্বার বিশ্রবার বংশধর হন, ইহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। একদা অঙ্গিরাত্মজ উতথ্য মহাশয় নিজ গুরু প্রচেতাকে, দক্ষিণা দান করিবার নিমিত্ত ধনেশ্বর কুবেরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, যত্নসহকারে কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। বিপ্রবর! অনন্তর ধনেশ্বর অধিক অর্থে মমতা-নিবন্ধন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণভাবে প্রার্থিত দান করিতে উদ্যত হইলে, কোপনস্বভাব উতথ্য মহাশয় তাঁহার বিরসবদন দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভস্মসাৎ করিলেন, এইজন্যই তাঁহার পুনর্ব্বার জন্ম হয়। এইকারণেই ধনাধিপ কুবের, বৈশ্রবণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ঐ মহামুনি বিশ্রবার রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও মহাত্মা ধার্ম্মিক-প্রবর বিভীষণ নামে অপর তিন পুত্র হয়। পরে পুলহ মুনির বাৎস্য নামে ও মহর্ষি রুচির শাণ্ডিল্য নামে এক পুত্র হয় এবং মুনিশ্রেষ্ঠ সাবর্ণি মহাশয় গৌতমের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। বিখ্যাত কাশ্যপ মুনি কশ্যপ হইতে ও ভরদ্বাজ মহাশয় বৃহস্পতি হইতে উৎপন্ন, এই পঞ্চ মুনিই পঞ্চগোত্রের প্রবর্ত্তক এবং মহাতেজস্বী। তপোধন! প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখমণ্ডলে অন্যান্য ব্রাহ্মণজাতিরও উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহারা গোত্রশূন্য হইয়া দেশবিশেষে অবস্থান করিতেছেন। এই পঞ্চগোত্র ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদিগের সংশ্রব নাই। ৭—১৪। চন্দ্র, সূর্য্য ও মনু হইতে যাঁহারা উৎপন্ন হন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন। এতদ্ভিন্ন অপরাপর ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মার বাহু হইতে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয়ত্রয়ই প্রধান। প্রজাপতির উরু হইতে বৈশ্যের ও চরণ হইতে শূদ্র জাতির উৎপত্তি হয়। পরে সেই চারি জাতিরই সাঙ্কর্য্যবশতঃ অর্থাৎ দুইপ্রকার জাতির স্ত্রী-পুরুষ হইতে যাহাদিগের জন্ম হয় তাহারা বর্ণসঙ্কর বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে বিপ্রেন্দ্র! গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক কূবর, তাম্বলি, স্বর্ণকার, বণিক্ প্রভৃতি যে জাতি সকল, তাহারাই সৎশূদ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। আর শূদ্রার গর্ভে বৈশ্য হইতে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা করণ নামে বিখ্যাত এবং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মার মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুম্ভকার, কংসকার, সূত্রধার, চিত্রকার, ও স্বর্ণকার নামে নয় পুত্র শূদ্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, ইঁহারা সকলেই বর্ণসঙ্কর ও শিল্পকারী। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ছয় জন শিল্পশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং শেষোক্ত তিন জন ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়া অযাজ্য হইলেন, অর্থাৎ ইঁহাদিগের যাজ্য করিলে তিনিও পতিত হইবেন। মহাতপা শৌনক এইসকল শ্রবণ করত বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুরাণবিদ্দিগের অগ্রগণ্য সৌতে! সেই শিল্পিপ্রবর বিশ্বকর্ম্মা দেবতা হইয়াও কিকারণে অধম শূদ্রাজাতিতে আসক্ত হইলেন? কিজন্যই তাঁহার পুত্রত্রয় পতিত হন? এবং কি হেতুই বা তাঁহাদিগের ব্রহ্মশাপ হইয়াছিল? তৎসমুদয় সবিশেষ বর্ণন করুন। ১৫—২৩। সৌতি কহিলেন, মুনিবর! একদা ঘৃতাচী নামে স্বর্গবিদ্যাধরী কামার্ত্তা হইয়া, মনোহর বেশ বিন্যাসপূর্ব্বক পুষ্করতীর্থাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে বিশ্বকর্ম্মা সানন্দচিত্তে সূর্য্যলোক হইতে আগমন করত সহসা সেই বিলাসিনী বিদ্যাধরীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র কামবাণে নিতান্ত অধীর হইয়া, তাহার নিকটে সহবাস প্রার্থনা-নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। হে মুনিগণাগ্রগণ্য! সেই মুনিমনোমোহিনী স্থিরযৌবনা কামিনীর রূপ-লাবণ্যের বিষয় আমি আর অধিক কি বর্ণন করিব? সেই সুরবিলাসিনীর শিরীষকুসুম হইতে সুকোমল অতি মনোহর অঙ্গলতিকা রত্নভূষণে বিভূষিত থাকায় সৌন্দর্য্যমাধুরীর আর পরিসীমা নাই, সেই ষোড়শ-বর্ষীয়া যেন বৃহন্নিতম্বভারে আক্রান্ত হইয়াই মন্দ মন্দ পদ সঞ্চালন করিতেছেন, এবং আপনার ন্যায় সকল-কেই কামবাণে পীড়িত করিবার জন্যই যেন ঘন ঘন কটাক্ষবিক্ষেপে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। পবনদেব যেন তাহার সেই সুকঠিন জঘন-প্রদেশ এবং বিশাল, বর্ত্তুল ও কঠিন স্তনযুগলের দর্শন-লালসাতেই হিল্লোল-ভরে অংশুকজাল উড়াইতেছিলেন। এবং তাঁহার সেই শরদিন্দুবিনিন্দিত বদনকমলে মৃদু মৃদু হাস্য-চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ায়, সুপক্ক-বিম্বফল-সদৃশ ওষ্ঠাধর দ্বিগুণ-তর মনোহর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ললাটলেখায় কস্তূরিকানুলিপ্ত সিন্দূর বিন্দুর প্রকাশ থাকায় উজ্জ্বলতার আর পরিসীমা ছিল না। এবং তাঁহার সেই মণিকুণ্ডল-বিরাজিত গণ্ডস্থল দর্শন করিলে কেহই ধৈর্য্যধারণে সমর্থ হন না। ঈদৃশ অলৌকিক সৌন্দর্য্যবতী প্রশান্তমূর্ত্তি ঘৃতাচীকে সম্মুখ-বর্ত্তিনী দেখিয়া কামশাস্ত্র-বিশারদ বিশ্বকর্ম্মা কাম-সন্দীপন-সমর্থ, শ্রবণ-সুখকর বাক্যাবলী বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২৪—৩১। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, অয়ি সুন্দরি! তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়তমা, এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করত প্রাণাপহরণ করিয়া কোথায় যাইতেছ? হে শুভে! ক্ষণেক

সম্মুখে অবস্থান কর নয়ন ভরিয়া দর্শন করি। প্রিয়ে! আমি তোমাকেই অন্বেষণ করত সমুদয় ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিয়াছি, পরিশেষে তোমার অদর্শনজন্য হুতাশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ছিলাম। সম্প্রতি তুমি কামলোকে গমন করিতেছ, এইপ্রকার বাক্য রম্ভার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আগমন করত এই মাত্র এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অয়ি প্রিয়ে চারুহাসিনি! দেখ, এই সরস্বতীতীরে কেমন পুষ্পোদ্যান বিরাজ করিতেছে। আহা! ঐস্থানে কেমন সুগন্ধ ও সুশীতল সমীরণ, মন্দ মন্দ বিচরণ করত পুষ্প-গন্ধে দিক্‌সকলকে আমোদিত করিতেছে। হে শোভনে! ইহা দর্শনে কোন্ যুবক বা যুবতীর মন না চঞ্চল হইয়া থাকে? বিলাসিনি! এইজন্যই বলিতেছি, বৃথা আর বিলম্বে ফল কি, শীঘ্র আমার সহিত মিলিত হইয়া বিহার সুখে কালযাপন কর। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে যোগ্য সমাগম অতি মনোহর হয়, দেখ তুমি যে প্রকার রূপলাবণ্যবতী ও যুবতী, আমিও সেইরূপ রূপবান্ ও যুবা, অতএব আমাদিগের মিলন অবশ্যই সুখকর হইবে। হে মনোরমে! তুমি সৌন্দর্য্যগুণে সকল রমণীকেই জয় করিয়াছ। তোমার অঙ্গ সকল অতিশয় সুকোমল ও যথার্থই তুমি কামার্ত্তা হইয়াছ এবং তোমার জীবন-যৌবন সকলই চিরস্থায়ী। কান্তে! বিবেচনা কর দেখি, আমি তোমার যোগ্য হইতে পারি কি না? ভূতভাবন মৃত্যুঞ্জয়ের বরপ্রভাবে আমিও তোমার ন্যায় মৃত্যুকন্যাকে জয় করিয়াছি এবং ভবন-নির্ম্মাণদ্বারা ধনেশ্বরের প্রীতি সম্পাদন করত তাঁহা হইতে বহুতর ধন-রত্ন লাভ করিয়াছি। আর আমি বরুণদেব হইতে রত্নমালা লাভ করিয়াছি ও বায়ুদেব প্রীত হইয়া আমাকে অমূল্য স্ত্রীরত্নভূষণ দান করিয়াছেন এবং বহ্নিদেব বেতনস্বরূপ অদ্বিতীয় বস্ত্র-যুগ্ম অর্পণ করিয়াছেন; ঐ বস্ত্রের কান্তি বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বল। ভদ্রে! কামদেবের নিকট কামিনীগণের মনোরঞ্জন-কর কামশাস্ত্র লাভ করিয়াছি এবং চন্দ্র আমাকে কৃপা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ রতিবিষয়ক শিল্প-বিদ্যার শিক্ষা দান করিয়াছেন, যাহা সাধারণের অতি দুর্লভ। হে হৃদয়বল্লভে! আমি তোমাকেই সেই রত্নমালা ও বস্ত্রযুগ্ম এবং সমুদয় রত্নভূষণ দান করিবার জন্য চিরদিন অভিলাষ করিয়া আসিতেছি, আজ ভাগ্যবলে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। সরলে! প্রিয়তমার প্রিয়-বস্তু-সকল পাছে কেহ অপহরণ করে, এই ভয়ে সেই অমূল্য রত্ন-সকল অতিযত্নে নিজ গৃহে রক্ষা করত তোমারই অন্বেষণার্থ এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে অভিলাষ করিতেছি, আমাদিগের সুখসম্ভোগ অতীত হইলেই সমুদয় তোমাকে অর্পণ করিব। ঋষিবর! সেই সুরসুন্দরী, কামার্ত্ত বিশ্বকর্ম্মার এই প্রকার রসিকতাপূর্ণ বাক্য-বিন্যাস শ্রবণ করিয়া, ঈষৎ হাস্য করত মনোহর নীতিগর্ভ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন। ৩২—৪৩। ঘৃতাচী বলিলেন, হে স্মরাতুর! আপনি আমাকে যেসকল বাক্যে প্রলোভন দেখাইলেন, সে সমস্তই ন্যায়সঙ্গত এবং এক্ষণে আমিও তাহা সরলান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি; কিন্তু আমাদিগের যে নিয়ম আছে বলিতেছি শ্রবণ করুন্। হে দেব! আমাদিগের এই নিয়ম যে, যে দিবস যাঁহার নিমিত্ত গমন করিব, সেই দিবস তাঁহারই পত্নী। আমরা কুলটা হইলেও কখনই আমাদিগের এ নিয়ম ভঙ্গ হইবার নয়, তাহা হইলেই আমাদিগকে কুলটাদোষে দূষিতা হইতে হয়। সেই জন্য বলিতেছি, আজ কোনক্রমে আপনার অভিলাষপূরণে সমর্থা নহি, কারণ কামদেব-উদ্দেশে আজ এই প্রকার বেশ রচনা করত তাঁহারই আলয়ে গমন করিতেছি, সুতরাং এক্ষণে আমি তাঁহারই পত্নী আজ আমি কামপত্নী বলিয়া, আপনাকেও এক্ষণে গুরুপত্নীরূপে স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কারণ এইমাত্র আপনি কহিলেন, কামদেবের নিকট কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; সুতরাং কিপ্রকারে আপনার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে? কারণ গুরুপত্নীহরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই। দেব! আপনারও অবিদিত নাই, দেখুন বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতার তুল্য গুরু আর ত্রিজগতে কেহই নাই, তাঁহারা পিতা হইতে লক্ষগুণে ও মাতা হইতে শতগুণে অধিক। হে বিচক্ষণ! বেদে উক্ত আছে, যেপ্রকার পিতা অপেক্ষা মাতা, সেইরূপ গুরু অপেক্ষাও গুরুপত্নী শতগুণে অধিক পূজ্যা। এবং মাতৃহরণ অপেক্ষা, গুরুপত্নী-হরণ, শতগুণে দোষাবহ, ইহা বিখ্যাত। সুভগ! মনুষ্যগণ যাহাকে মাতৃ-সম্বোধন করেন, শাস্ত্রানুসারে তিনিও মাতৃতুল্যা হন, ধর্ম্ম তাহার সাক্ষী; সুতরাং মাতৃ-সম্বোধন করিয়া পরিশেষে হরণ করিলে, যতদিন চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্ত থাকিবে, তাবৎকাল তাহাকে কালসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে; এবং সেই কল্পিত মাতা অপেক্ষা প্রকৃত মাতাকে অপহরণ করিলে চতুর্গুণ ও তাহা হইতে গুরুপত্নী-

লক্ষগুণ অধিক পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অধিক কি যিনি জ্ঞানপূর্ব্বক গুরুপত্নীকে অপহরণ করেন আকল্পপর্য্যন্ত তাঁহার আর কুম্ভীপাক নরক হইতে নিস্তারের উপায় নাই, কোন শাস্ত্রেই সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ নাই। হে মহোদয়! সেই ভয়ঙ্কর কুম্ভীপাক নরক কুলাল-চক্রের ন্যায় গোলাকার ও খড়্গসদৃশ সুতীক্ষ্ণধার-বিশিষ্ট তাহা কেবল বিষ্ঠা, মূত্র ও বসাতেই পরিপূর্ণ এবং একবার তাহাতে পতিত হইলে নিষ্কৃতি লাভ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ৪৪—৫৫। নিরন্তর সে স্থানে ভয়ানক শূলসদৃশ কৃমিসমূহ বিচরণ করিতেছে ও সে স্থানে যে জল আছে তাহাও অগ্নির ন্যায় অতিশয় উষ্ণ, স্পর্শমাত্রে শরীর দগ্ধ হইতে থাকে। তত্রত্য জীবগণের সেই জলেই পিপাসা দূর করিতে হয় এবং ঐ সকল বিণ্মূত্রই তাহাদিগের ভোজ্য বস্তু, গুরুতর পাপীদিগের ইহাই বিহারস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। দেব! এই জন্য বলিতেছি, গুরুপত্নীহরণতুল্য ভয়াবহ আর কিছুই নাই। আপনি শুনিয়া থাকিবেন, গুরুপত্নী-সমাগমে পুরুষগণও যে প্রকার পাপী হয় কামুকী গুরুপত্নীরও তাদৃশ পাপ জন্মিয়া থাকে। হে মহোদয়! অধীর হইবেন না, অদ্য আমি কামকামিনী, সুতরাং এক্ষণে তাঁহারই সন্নিধানে গমন করিব, সময়ান্তরে আপনার নিমিত্ত বেশবিন্যাস করত আগমন করিব। ঘৃতাচীর এবংবিধ বাক্যশ্রবণে বিশ্বকর্ম্মা অতিশয় রোষান্বিত হইয়া, পাপীয়সি! "নিজ কর্ম্মদোষে পৃথিবীতলে শূদ্রজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ কর" এইরূপ তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। অনন্তর ঘৃতাচী, বিশ্বকর্ম্মার তাদৃশ অভিসম্পাত শ্রবণ করত অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকেও দারুণ শাপ প্রদান করিলেন তখন তিনি বলিলেন,—তুমি যে আমাকে অকারণে অভিসম্পাত করিলে তেমনি তোমাকে আমার শাপপ্রভাবে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ধরণীতে জন্মলাভ করিতে হইবে। ঘৃতাচী এই কথা বলিয়া কাম-মন্দিরে গমন করিলেন এবং কামদেবের সহিত সুখ সম্ভোগ করিয়া অবশেষে তাঁহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। হে শৌনক সেই ঘৃতাচী কামদেবের বাক্যানুসারে ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রয়াগক্ষেত্রে মদননামক গোপবরের পত্নীতে জন্ম লাভ করেন। ধর্ম্মিষ্ঠা ঘৃতাচী, মানুষী হইয়াও জাতিস্মরা ছিলেন, এবং তপস্বিনী হইয়া কালক্ষেপ করিতেন। তাঁহার চিত্ত নিরন্তর তপস্যাতেই নিরত ছিল, কখনই তিনি পাণিগ্রহণ ইচ্ছা করেন নাই। এবং অতিরমণীয় গঙ্গাতীরে দেবপরিমাণে শতবর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করায় সেই তপস্বিনীর শরীরকান্তি, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় প্রভাময়ী হইয়াছিল। মুনিবর! পরমেশ্বরের অদ্ভুতলীলা কেহই বুঝিতে সমর্থ নয়, দেখুন সেই মানুষদেহধারিণী সুর-বিলাসিনী, তপস্বিনী হইয়াও সেই সময় সেই সুরশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে নয় পুত্র প্রসব করিয়া পুনরায় স্বর্গ-ধামে গমন করত ঘৃতাচীরূপ ধারণ করেন। এই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! তিনি তপস্বিনী হইয়া কিপ্রকারে বিশ্বকর্ম্মার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং কতদিন গত হইলে কোন্ স্থানে নয় পুত্র প্রসব করেন? ৫৬—৬৫। মহর্ষি সৌতি কহিলেন,—ঋষিবর! এদিকে বিশ্বকর্ম্মাও ঘৃতাচীর সেই নিদারুণ অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং সেই স্থানে বিশ্বনির্ম্মাতা ব্রহ্মাকে নানাবিধ স্তব ও বারংবার প্রণামপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করত তাঁহার নিকট সমুদয় ঘটনা কহিয়া-ছিলেন, পরে তাঁহার আজ্ঞানুসারে পৃথিবীতলে আসিয়া ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। বিশ্বকর্ম্মা ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণ হইয়াও রাজপ্রাসাদাদি অদ্ভুতরূপে নির্ম্মাণ করায় অদ্বিতীয় শিল্পী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন এবং সাধারণ জনগণকেই সর্ব্বপ্রকারে আপনার মনোহর নানাপ্রকার শিল্পবিদ্যার শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। কার্য্যগতিকে একদা প্রয়াগতীর্থে, রাজভবনে নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য করিয়া পরিশেষে স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করত এক কামিনীকে দেখিতে পান। দ্বিজবর! জাতিস্মর বিশ্বকর্ম্মা সেই অনুপম লাবণ্যবতী তপস্বিনী যুবতী নূতন রূপ ধারণ করিলেও দেখিবামাত্র জাতিস্মরা ঘৃতাচী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। এবং শান্তপ্রকৃতি বিশ্বকর্ম্মা তপস্বিনী ঘৃতাচীকে দেখিবামাত্র পূর্ব্বজন্মের সমুদয় বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় সহসা কামবাণে জ্ঞান-শূন্য হইয়া, সুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রম্ভোরু ঘৃতাচি! এক্ষণে গঙ্গাতীরে, এই প্রকার তপস্বিনীবেশে অবস্থান করিতেছ? মনো-রমে! আমাকে কি স্মরণ করিয়া থাক? আমি সেই তোমারই দর্শনাকাঙ্ক্ষী বিশ্বকর্ম্মা। সুন্দরি! আমার অভিলাষ পূর্ণ কর, আমি তোমাকে এখনই শাপমুক্ত করিয়া দিব, তোমারই নিমিত্ত জন্মান্তরেও আমাকে কামদেব অতিশয় পীড়িত করিতেছেন, অতএব প্রসন্না হও। মানব-দেহ-ধারিণী ঘৃতাচী, ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তভাবে নীতিগর্ভ সুমধুর অতি উৎকৃষ্ট বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। ৬৬—৭৫। গোপকন্যা কহিলেন,—হে

সৌম্য! সেই দিন আমি কামপত্নী ও এক্ষণেও তপস্বিনী হইয়াছি, সুতরাং কি প্রকারে আপনার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইতে পারে? বিশেষতঃ 'এ স্থান ভারতবর্ষ ও গঙ্গাতীর। হে বিশ্বকর্ম্মন্! আপনিও বিদিত আছেন, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ কেবলমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র, অর্থাৎ এস্থানে শুভাশুভ কার্য্য করিলে, সকলকেই স্থানান্তরে ফল ভোগ করিতে হয়। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিই, মোক্ষলাভের জন্য, নিজ তপস্যাবলে, এই ধর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম লাভ করেন, কিন্তু পরিশেষে বিষ্ণুমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। নারায়ণশক্তি ভগবতী মায়া যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, বিশ্বপাতা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই মঙ্গলময়ী কৃষ্ণভক্তি ও তদ্বিষয়ক অভিলষিত মন্ত্র সকল প্রদান করিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি নিজ পুণ্যবলে ভারবর্ষে জন্ম লাভ করিয়াও, বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হয় এবং যাহার চিত্ত নিরন্তর বিষয়েতেই আসক্ত থাকে, সেই যথার্থ মূঢ়। হে দেব! ভাগ্যবলে আমি জাতিস্মরা বলিয়াই, আমার স্মৃতিপথে সমুদয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত জাগরূক রহিয়াছে, আমি সেই ঘৃতাচী নামে সুরবেশ্যা, কিন্তু আপনার শাপে এক্ষণে গোপকন্যা হইয়াছি। হে কামার্ত্ত! আমি এক্ষণে মোক্ষলাভের নিমিত্ত, এই পুণ্যজনক ভাগীরথীতীরে তপস্যা করিতেছি এবং এস্থলও ক্রীড়ার উপযুক্ত নয়, অতএব আপনি চিত্তকে সুস্থির করুন। দেখুন, অন্যস্থলে পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, এই গঙ্গাতীরেই অনায়াসে তাহা বিনাশ করিতে পারা যায়, কিন্তু এস্থানে পাপকার্য্য করিলে, সদ্য তাহা স্থানান্তর-কৃতপাপ হইতে লক্ষগুণে অধিক ভয়ানক হইয়া থাকে। কিন্তু পাপী ব্যক্তি এই গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পাপ করিয়াও যদি সেই কুকার্য্য হইতে বিরত হইয়া, নারায়ণক্ষেত্র প্রয়াগতীর্থে তপঃসাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই গুরু পাপও বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব আপনার ন্যায় জ্ঞানীর অকিঞ্চন কামনিবন্ধন, এস্থলে পাপের অনুশীলন করা কোনক্রমে কর্ত্তব্য নয়। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা, সেই মধুরভাষিণীর এবংবিধ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রফুল্লান্তঃকরণে তাঁহাকে গ্রহণ করত, অদৃশ্যভাবে চন্দনালয় মলয়াচলে লইয়াগেলেন। ৭৬—৮৫। পরে সেই সুরম্য মলয়পর্ব্বতের কোন নিম্নপ্রদেশে চন্দন-সমীরণে সুরভীকৃত অতিমনোহর পুষ্পশয্যা রচনা করত, সেই নির্জ্জনস্থানে তাঁহার সহিত সুখসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পূর্ণদ্বাদশবর্ষ কাল পর্য্যন্ত, উভয়েই এরূপ অচৈতন্যভাবে কালক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, কখনই বা দিন আর কখনই বা রাত্রি হয় তাহা জানিতে পারেন নাই। মহর্ষে! অনন্তর সেই সুর-কামিনী দুর্ব্বহ পূর্ণ গর্ভভার বহন করত সেই মলয়পর্ব্বতেই মনোহর নয় কুমার প্রসব করেন। ৮৬—৮৮। হে শৌনক! বিশ্বকর্ম্মার, মালাকার, কর্ম্মকার, কংসকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, সূত্রধার, স্বর্ণকার ও চিত্রকার এই নয় সন্তানই শিল্পকার্য্যে অতিশয় শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্ব সুকৃতিবলে সকলেই জ্ঞানযুক্ত শক্তিসম্পন্ন ও অসাধারণ বিচক্ষণ ছিলেন। অনন্তর ঘৃতাচী ও বিশ্বকর্ম্মা, উভয়ে সন্তানগণকে বর দানপূর্ব্বক মহীমণ্ডলে সংস্থাপিত করিয়া মনুষ্যদেহ ত্যাগ করত নিজ স্থান স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন। দ্বিজবর! পরে বিশ্বকর্ম্মার পুত্রগণের মধ্যে স্বর্ণকার, ব্রাহ্মণের স্বর্ণাপহরণজন্য ব্রহ্মশাপপ্রভাবে সেই দিন হইতে পতিত হইয়াছে। সূত্রধারও ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যজ্ঞীয় কাষ্ঠাহরণে ঔদাস্যবশতঃ বিলম্ব করায় তাঁহাদিগের অভিসম্পাতে পতিত হন। এবং চিত্রকরও আজ্ঞানুরূপ চিত্রের ব্যতিক্রম করায় প্রকুপিত ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পতিত হইয়াছেন। পতিত স্বর্ণকারের সংসর্গবশতঃ এবং স্বর্ণচৌর্য্যাদি-দোষেও দূষিত হওয়ায় কোন বণিক্ বিশেষও ব্রাহ্মণের শাপহেতু পতিত হন। ৮৯—৯৫। ঋষিবর! এইপ্রকার অন্যান্য জাতিও উৎপন্ন হইয়া যেকারণে যাহারা পতিত হইয়াছে কহিতেছি শ্রবণ করুন। বারবিলাসিনী শূদ্রার গর্ভে চিত্রকারের ঔরসে একপ্রকার জাতির উৎপত্তি হয়, কিন্তু সেই জাতি স্বতই জারদোষে পতিত হইয়া আছে, সেই জাতি অট্টালিকাকার নামে প্রসিদ্ধ। অট্টালিকাকারের ঔরসে কুম্ভকার-পত্নীতে যে জাতি উৎপন্ন হয়, তাহার নামে কোটক ও সেই জাতি গৃহনির্ম্মাণ-বিষয়ে অতি নিপুণ। পরে কুম্ভকারের ঔরসে কোটকপত্নীতে অতিকুটিলস্বভাব তৈলকর নামে জাতি উৎপন্ন হয়। এবং তীবর নামে জাতি, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে রাজপুতনামক জাতির পত্নী হইতে উৎপন্ন; এই ক্রমোক্ত তিন জাতিই পিতৃদোষে পতিত। এই তীবরের ঔরসে তৈলকার-পত্নীর গর্ভে লেট নামে প্রসিদ্ধ একপ্রকার জাতির উদ্ভব হয়; এই জাতির দস্যুবৃত্তিই জীবিকা, এজন্য দস্যু নামেও প্রসিদ্ধ। অনন্তর তীবরকন্যার গর্ভে লেটজাতি হইতে মল্ল, মল্ল, মাতর, ভড়, কোড় ও কলন্দ নামে ছয় জাতীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর ব্রাহ্মণীর

গর্ভে শূদ্রের ঔরসে সকল জাতির অধম অতি অস্পৃশ্য চণ্ডাল নামে এক প্রকার জাতির উৎপত্তি হয়, ইহারা ও পূর্ব্বোক্ত সকলজাতিই জারজত্ব-নিবন্ধন পতিত। পরে চণ্ডালিনী, তীবরের ঔরসে চর্ম্মকার নামে জাতির জন্ম বিধান করেন। এবং চর্ম্মকার-রমণীর গর্ভে, চণ্ডাল হইতে মাংসচ্ছেদ নামে জাতির জন্ম হয়। আর কোঁচ নামে বিখ্যাত জাতি, মাংসচ্ছেদ-রমণী হইতে তীবরের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করে এবং কোঁচস্ত্রীর গর্ভে কৈবর্ত্ত হইতে কর্ত্তার (কাওরা) নামের প্রসিদ্ধ জাতির উৎপত্তি হয়। হে শৌনক! পরে চণ্ডালকন্যা, লেট জাতির ঔরসে দুইপ্রকার জাতির উৎপাদন করেন, সেই দুই জাতি হড্ডি ও ডম নামে প্রসিদ্ধ। এই উভয় জাতির স্বভাব অতি কদর্য্য, তাহার পর চণ্ডালবীর্য্য হইতে, উক্ত হড্ডি-কন্যার গর্ভে ক্রমে ক্রমে পঞ্চবিধ জাতি উৎপন্ন হয়, ইহারা সকলেই অতিশয় দুষ্টাশয় ও অরণ্যচারী। ৯৮—১০৬। হে শৌনক! ইহার পর আরও সঙ্কর জাতির কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। গঙ্গা-তীরে লেটজাতির ঔরসে তীবর কন্যার গর্ভে যে বালক উৎপন্ন হয়, তিনিই গঙ্গাপুত্র নামে বিখ্যাত। অনন্তর গঙ্গাপুত্র-জাতীয় রমণীর গর্ভে, বেশধারীর ঔরস হইতে যুঙ্গী নামে অপর জাতির উৎপত্তি হয়, এবং বৈশ্য, তীবরকন্যায় উপগত হইয়া শুণ্ডীনামক (শুঁড়ি) জাতিকে উৎপাদন করেন, এইরূপ ক্ষত্রের ঔরসে করণ কন্যার গর্ভে রাজপুত্র জাতি জন্ম লাভ করেন, এবং শুণ্ডীভার্য্যাতে বৈশ্যের ঔরসে শৌণ্ড্রক জাতি, উৎপন্ন হয়, পরে করণ হইতে রাজপুত্রভার্য্যায় আগুরী নামে প্রসিদ্ধ জাতির উদ্ভব হয়। তৎপরে বৈশ্যার গর্ভে, ক্ষত্রবীর্য্য হইতে যে জাতি জন্মলাভ করে, তাহার নাম কৈবর্ত্ত, এই কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে কতকগুলি কলিতে তীবরসংসর্গে পতিত হইয়া ধীবর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তীবরীর (তীওর) গর্ভে ধীবর হইতে যে সন্তান জন্ম লাভ করে, সে রজক বলিয়া বিখ্যাত, পরে রজকীর গর্ভ হইতে তীবরের ঔরসে কোয়ালি জাতির উৎপত্তি হয়। আর নাপিতের ঔরসে গোপকন্যার গর্ভে যে জাতি উৎপন্ন হয়, তাহারা সর্ব্বস্বী। পরে সর্ব্বস্বীর ভার্য্যায় ক্ষত্রিয়বীর্য্য হইতে অতি বলবান্ পশুহিংসক ব্যাধ-জাতির জন্ম হয়। ১০৭—১১৩। অনন্তর, তীবর হইতে শুণ্ডিকার গর্ভে সাত জন জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই কলিযুগে হড্ডিসঙ্গে সহবাস-বশতঃ, দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকে। তপোধন! ব্রাহ্মণীর গর্ভে ঋষিবীর্য্য হইতে এক সন্তান হয়, কিন্তু সেই সন্তান ঋতুর প্রথম দিবসে বলিয়া কুৎসিত উদরে জন্ম লাভ করায় কুন্দর নামে প্রসিদ্ধ হয়। সেই সন্তান ঋতুদোষেই পতিত এবং সেই জাতির ব্রাহ্মণীর গর্ভে ঋষির ঔরষে জন্ম বলিয়া ব্রাহ্মণসদৃশ অশৌচ ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে কোটিক জাতির সংসর্গে অতি নীচ বলিয়া পৃথিবীতলে সকলের ঘৃণাভাজন হইয়াছে। এই প্রকার ঋতুর প্রথম দিনে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত ও ধনুর্ব্বিদ্যায় নিপুণ, এক পুত্র জন্মে, দস্যুবৃত্তি-দর্শনে জন্মদাতা ক্ষত্রিয়-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও নিবারণ-বাক্য অতিক্রম করায় সেইপুত্র, বাগতীত বলিয়া বিখ্যাত হইল। পরে শূদ্রা-গর্ভে ঐরূপ ঋতুর পূর্ব্বদিনেই, ক্ষত্রিয়-বীর্য্য হইতে কতকগুলি অবিনীত ও মহাবলপরাক্রান্ত ম্লেচ্ছজাতীয় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলে অতিশয় ক্রূরস্বভাব নির্ভীক ও রণদুর্জ্জয়। তাহাদিগের শৌচাচার ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই এবং অতিশয় নির্লজ্জ। পরে ম্লেচ্ছ হইতে কুবিন্দ কামিনীর গর্ভে জোলা জাতির উৎপত্তি হয় এবং ঐ জোলার ঔরসে উক্ত কুবিন্দ কন্যার উদর হইতে যে জাতি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম শরাক বলিয়া বিখ্যাত। দ্বিজবর! এইপ্রকার বর্ণসঙ্কর-দোষ-জন্য এই ভূমণ্ডলে বিখ্যাত বহুবিধ জাতিই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের সকলের নাম বা সংখ্যা বলিতে কেহই সমর্থ নয়। মুনিবর! অনন্তর ব্রাহ্মণীর গর্ভে, স্বর্ব্বৈদ্য, অশ্বিনীকুমারের ঔরসে বৈদ্যজাতির জন্ম হয় এবং সেই বৈদ্য হইতেও শূদ্রার গর্ভে বহু সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা সকলে গ্রাম্য গুণাভিজ্ঞ ও মন্ত্রৌষধি-পরায়ণ। পরে তাহাদিগের সহবাসে শূদ্রা-সকল যে সমস্ত সন্তান প্রসব করিয়াছে, তাহারাই ব্যালগ্রাহী (সাপুড়ে) নামে বিখ্যাত। ১১৪—১২৪। মহর্ষি শৌনক, সৌতির এইরূপ বাক্যশ্রবণে অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন,—মুনে! কোন্ বিপাক-হেতু কিপ্রকারে সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীকুমার অসদৃশ ব্রাহ্মণীতে উপগত হইয়া সন্তানোৎপাদন করিলেন, সবিশেষ বর্ণন করিয়া কৌতুহল দূর করুন। তখন ঋষিসত্তম সৌতি কহিলেন;—মুনিবর! দৈবের অসম্ভব ঘটনা। একদা সেই শান্তপ্রকৃতি বলবান্ সূর্য্যকুমার এক পরমসুন্দরী ব্রাহ্মণীকে তীর্থযাত্রায় গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি সাতিশয় কামাসক্ত হইলেন, এবং বারংবার বহুযত্নে ব্রাহ্মণীকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও বলপূর্ব্বক নিকটস্থ এক পুষ্পোদ্যানে আনয়ন করত, তাঁহাতে উপগত হইয়া গর্ভাধান করি-

লেন। অনন্তর ব্রাহ্মণপত্নী লজ্জাভয়ে ভীত হইয়া সেই গর্ভ ত্যাগ করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ দৈবপ্রভাবে সেই রমণীয় পুষ্পোদ্যানে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ এক মনোহর পুত্র জন্মিল। তখন সেই ব্রাহ্মণ-রমণী পুত্রস্নেহবশতঃ কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া লজ্জিতান্তঃকরণে স্বামিনিকটে উপস্থিত হইয়া পথিমধ্যে যে দৈবঘটনা হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ কহিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ, অতি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই পুত্রের সহিত নিজ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরে ব্রাহ্মণপত্নী সাতিশয় লজ্জিতা ও দুঃখিতা হইয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক স্বদেহ পরিত্যাগ করত গোদাবরী নামে স্রোতস্বতী হইলেন। এদিকে সেই অশ্বিনীকুমার স্বীয় পুত্রকে মাতৃহীন দেখিয়া স্বয়ং বহুযত্নে রক্ষাকরত সমুদয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও নানাবিধ শিল্প এবং মন্ত্রবিষয় শিক্ষা দান করিলেন। হে শৌনক! পরে সেই অশ্বিনীকুমার-বংশোদ্ভব কোন ব্যক্তি, ক্রমশঃ বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত নিরন্তর জ্যোতিঃশাস্ত্র গণনাদ্বারা বেতন গ্রহণ করায়, এই ভূমণ্ডলে গণক নামে প্রসিদ্ধ হন। তদ্বংশীয় অন্য ব্রাহ্মণ লোভপ্রযুক্ত শূদ্রদিগের অগ্রে দান গ্রহণ করেন ও প্রেতশ্রাদ্ধাদির সামগ্রী স্বীকার করায় অগ্রদানী নাম লাভ করিয়াছেন। তপোধন! ইহার পর এক অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করুন। ব্রহ্মযজ্ঞে যজ্ঞকুণ্ড হইতে কোন এক অদ্ভুত পুরুষ উত্থিত হন, তিনি ধর্ম্মবক্তা ও সূত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং সেই মহাত্মাই আমাদিগের আদিপুরুষ। ১২৫—১৩৪। অনন্তর স্বয়ং বিশ্বশিল্পী ব্রহ্মা কৃপা করিয়া তাঁহাকে পুরাণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করান; সেই অবধি সেই যজ্ঞকুণ্ড-সমুদ্ভব সূতবংশীয়েরা পুরাণ-পাঠক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর সূতের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে আর এক-জাতি পুরুষ উৎপন্ন হয়; সেই পুরুষ অত্যন্ত বাবদূক ও সকলের স্তুতিপাঠক, ভট্ট (ভাট) নামে খ্যাতি লাভ করেন। ঋষিসত্তম! আপনার নিকট পৃথিবীস্থ জাতিদিগের মধ্যে কতকগুলি জাতির উল্লেখ করিলাম; এতদ্ভিন্ন এইরূপ বর্ণসঙ্করদোষে ক্রমশঃ বহুতর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। মহর্ষে! ইহার পর বিশ্বনির্ম্মাতা ব্রহ্মা, সকল প্রকার জাতিরই বেদশাস্ত্রানুসারে যাহার সহিত যাহার যে প্রকার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, আমি অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। ১৩৫—১৩৮। যিনি জন্ম দান করিয়াছেন, তাঁহাকে পিতা তাত ও জনক বলা যায়। এবং যিনি গর্ভে স্থান দিয়া প্রসব করিয়াছেন তিনি অম্বা, মাতা ও জননী নামে অভিহিতা হন। যিনি জনকের জনক, তিনি পিতামহ এবং পিতামহ যাহা হইতে উৎপন্ন হন, তাঁহাকে প্রপিতামহ বলা যায়; প্রপিতামহের জ্ঞাতিগণ স্বগোত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাতৃ-জনকের নাম মাতামহ ও তিনি যাঁহা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছেন, তিনি প্রমাতামহ এবং তাঁহারও পিতার নাম বৃদ্ধপ্রমাতামহ। এইরূপ পিতার যিনি মাতা, তিনি পিতামহী ও তাঁহার যিনি শ্বশ্রূ (শাশুড়ী) তিনি প্রপিতামহী; এবং ঐ প্রপিতা-মহীর শ্বশ্রূর নাম বৃদ্ধপ্রপিতামহী। যিনি জননীর জননী, তিনি মাতামহী, তিনিও মাতৃতুল্য পূজনীয়া; এই প্রকার প্রমাতামহের পত্নী প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের ভার্য্যা বৃদ্ধপ্রমাতামহী হন এবং পিতৃভ্রাতা পিতৃব্য ও মাতার ভ্রাতা মাতুল নামে বিখ্যাত। এইরূপ পিতার ভগিনী পিতৃস্বসা ও মাতৃ-ভগিনীর সহিত মাসুরী (মাসী) সম্বন্ধ হয় পুত্রকে আত্মজ, সূনু, তনয় ও দায়াদ আদি বলা যায়। কন্যার নাম আত্মজা, জন্যা দুহিতা ও কন্যা। পুত্রপত্নী বধূ নামে প্রসিদ্ধা, কন্যার পতি জামাতা নামে অভিহিত হন। স্বামীকে পতি, কান্ত, প্রিয় ও ভর্ত্তা আদি বলা যায়। স্বামীর ভ্রাতা, দেবর ও ভগিনী, ননন্দা (ননদ) হন, এবং স্বামীর পিতার নাম শ্বশুর ও মাতার নাম শ্বশ্রূ। পত্নীকে প্রিয়া, কান্তা, ভার্য্যা ও জায়া আদি বলা যায়। উক্ত পত্নীর ভ্রাতা, শ্যালক ও ভগিনী শ্যালিকা হন। এইরূপ পত্নীর মাতাও শ্বশ্রূ এবং পিতা শ্বশুর হন। সহোদর ভ্রাতাকে সোদর ও সগর্ভ বলা যায়; এবং ঐরূপ ভগিনীও সোদরা ও সগর্ভা হন। ভগিনীপুত্রকে ভাগিনেয় ও ভ্রাতৃপুত্রকে ভ্রাতৃজ বলা যায়; এবং ভগিনীর স্বামী শ্যাল ও ভগিনীপতি নামে প্রসিদ্ধ। মহাত্মন্ শৌনক! শ্যালীপতি ভ্রাতৃ-তুল্য, এবং শ্বশুর জন্মদাতার সদৃশ পূজ্য, কারণ জনক যে প্রকার নিজ দেহের উৎপাদক, সেইরূপ শ্বশুরও অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী ভার্য্যার জন্মদাতা, এজন্য উভয়ে সমান-সম্মানভাজন। দেখুন শাস্ত্রেও কথিত আছে, যিনি অন্নদান করেন, যিনি সমুদয় ভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন ও যিনি পত্নীর পিতা এবং যাহা হইতে বিদ্যা বা জন্ম লাভ করা যায়; এই পঞ্চ জন মনুষ্যগণের পিতা বলিয়া অভিহিত হন। অন্নদান-কর্ত্তার ভার্য্যা ভগিনী, পিতৃব্যপত্নী, জননী ও তাঁহার সপত্নী, কন্যা, পুত্রের ভার্য্যা এবং পিতা ও মাতার জননী, শ্বশ্রূ, পিতা এবং মাতার ভগিনী, পিতৃব্যপত্নী ও মাতুলানী এই চতুর্দ্দশ জন মাতৃপদবাচ্য অর্থাৎ ইহাঁদিগের প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিতে হইবে। ১৩৯—১৫৫। পুত্রের যে পুত্র তিনি পৌত্রশব্দে অভিহিত এবং তাহার পুত্রকে

প্রপৌত্র বলে। পরে সেই প্রপৌত্রের অধস্তন সমুদয় পুরুষ, কুলজ নামে বিখ্যাত। আর কন্যাপুত্রকে দৌহিত্র বলে, এবং দৌহিত্রেয় ও ভাগিনেয় পুত্রাদি সকলে বান্ধব পদবাচ্য হন। ভ্রাতৃপুত্রের পুত্রাদির সহিত জ্ঞাতিসম্বন্ধমাত্র। গুরুপুত্র ভ্রাতৃতুল্য, আর তিনি প্রতিপাল্য ও পরম বান্ধব। মুনিবর! এই প্রকার গুরুকন্যাও ভগিনীস্বরূপা ও প্রতিপাল্যা, এবং তিনিও প্রতিপাল্য ও বান্ধব বলিয়া বিখ্যাত। পুত্র ও কন্যার শ্বশুর, ভ্রাতার সমান এবং বন্ধু ও বৈবাহিক পদবাচ্য। কন্যার গুরুও ভ্রাতৃতুল্য এবং পরম বান্ধব। আর গুরু, শ্বশুর ও ভ্রাতার গুরু আপনার গুরুসদৃশ পুজনীয়। এবং যাহার সহিত যাহার বন্ধুতা হয়, তিনি মিত্র বলিয়া কথিত হন, এই মিত্রতাই জগতে সুখের কারণ এবং যাঁহা হইতে কেবল দুঃখই লাভ হয়, তিনিই যথার্থ শত্রুপদবাচ্য। দৈবযোগে কখন বান্ধব হইতে দুঃখ ও নিঃসম্বন্ধ পুরুষ হইতেও সুখ লাভ হইয়া থাকে। এই হেতু ভূমণ্ডলে শাস্ত্রকারেরা বিদ্যা, যোনি ও প্রীতিজন্য সম্বন্ধ তিন প্রকার বলিয়াছেন; ইহার মধ্যে প্রীতিপ্রদ, কেবল মিত্রতাসম্বন্ধ। কিন্তু তাহাই অতি সুদুর্লভ। এই মিত্রের মাতা ও ভার্য্যা, মনুষ্যগণের নিঃসন্দেহ মাতৃতুল্যা এবং মিত্রের ভ্রাতা ও স্বীয় ভ্রাতায় কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ও মিত্রপিতাকে আপনার পিতা হইতে কোন বিশেষ দেখা যায় না। মুনিসত্তম! কমলযোনি ব্রহ্মা, পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধত্রয় হইতে অতিরিক্ত একটী নামসম্বন্ধ বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। দুষ্টারমণীগণের সম্ভোগকর্ত্তার নাম জার, উপপতি ও বন্ধু এবং উপপত্নীর সম্বন্ধই নামসম্বন্ধ। উক্ত উপপতি স্বামিতুল্য এবং ঐ উপপত্নী গৃহিণীর সমান। এই চতুর্থ সম্বন্ধটী দেশভেদে প্রচলিত আছে, কিন্তু অপরাপর দেশে অতিশয় গর্হিত বলিয়া পরিগণিত। বেদে এই সম্বন্ধের উল্লেখ নাই বলিয়া সকলে ইহাকে ঘৃণা করে এবং বিশ্বামিত্রের নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বিশেষরূপে অকীর্ত্তিকর এই সম্বন্ধ। দেশবিশেষে মহদ্ব্যক্তিরাও ত্যাগ না করিতে পারায় অনায়াসে প্রচলিত হইতেছে, তবে তেজীয়ান্ ব্যক্তির ইহাতে কোন দোষ দেখা যায় না, এবং ইহা সকলযুগেই বিদ্যমান থাকে। ১৫৬—১৭০।

ব্রহ্মখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর মহাতপা শৌনক, পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ মহর্ষি সৌতিকে সাদর সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—সৌতে! সেই ব্রাহ্মণ নিজ ভার্য্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশেষে কি কার্য্য করিলেন? এবং সেই অশ্বিনীকুমারের আত্মজই বা কোন্ নামে প্রসিদ্ধ ও কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমাকে পরম আনন্দিত করুন। শৌনকের এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, মহর্ষি সৌতি কহিলেন, মুনিবর! সেই ভরদ্বাজ বংশাবতংশ সুতপা নামক ব্রাহ্মণ-মুনি, রোষের বশীভূত হইয়া নিজভার্য্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমাচলপর্ব্বতে গমন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে লক্ষবৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করেন। অনন্তর সেই তেজস্বী সুতপা, মহাতপস্যায় পূর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হইয়া একদা সহসা গগনমার্গে ক্ষণকাল, পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মলজ্যোতি দর্শন করিতে পাইলেন। তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ, প্রকৃতি হইতে পৃথক্ পরমাত্মাকে দেখিয়া, সানন্দচিত্তে তাঁহার নিকট মোক্ষ প্রার্থনা না করিয়া, কেবলমাত্র তাঁহার দাস্য ও ভক্তিবিষয়ক বর যাজ্ঞা করিলেন। অনন্তর এইরূপ দৈববাণী শুনিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! অগ্রে দার পরিগ্রহ করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত কর, পরে দেহান্তে তোমাকে আমার দাস্য ও ভক্তি প্রদান করিব।" তৎপরে মহর্ষি সুতপা, দারগ্রহণে অভিলাষ করিলে, স্বয়ং বিধাতা তাঁহাকে পিতৃগণের মানসী কন্যা অর্পণ করিলেন; পরে সেই ঋষিবরের ঔরসে মানসীকন্যার গর্ভে, মুনিদিগের শ্রেষ্ঠ কল্যাণমিত্র নামে এক সন্তান হয়। যে কল্যাণমিত্রের নাম স্মরণমাত্র, জীবগণের বজ্রভয় নিবারণ হইয়া থাকে, এবং বিনষ্ট দ্রব্য, বন্ধু ও মিত্রের লাভ হয়। অনন্তর কোন কারণবশতঃ সেই মহামুনি সুতপা, কল্যাণমিত্রের জননীকে পরিত্যাগ করত, সহসা সেই সময় পূর্ব্বাপরাধ স্মরণ হওয়ায়, সেই সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীকুমারকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, "সুরাধম! আজ হইতে তোমরা উভয় ভ্রাতাই আমার শাপপ্রভাবে, যজ্ঞভাগের অনধিকারী ও সকলের অপূজ্য হইবে, এবং ব্যাধিগ্রস্ত ও জড়াঙ্গ হইয়া জগতে অকীর্ত্তিমান্ বলিয়া বিখ্যাত হও।" মহাতেজা সুতপা এইরূপ কহিয়া, পুত্র কল্যাণমিত্রের সহিত গৃহে গমন করিলে, ভগবান্ সূর্য্যদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়-সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট

উপস্থিত হইলেন। শৌনক! ত্রিজগৎপতি সূর্য্যদেব উপস্থিত হইয়া, সেই ব্যাধিগ্রস্ত পুত্রদ্বয়ের সহিত, মুনিশ্রেষ্ঠ সুতপাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—১১। সূর্য্যদেব কহিলেন,—হে মুনিবর ভরদ্বাজ! আমার পুত্রদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন। হে ভগবন্! দেখুন স্বয়ং নারায়ণই কৃপাপরবশ হইয়া, যুগে যুগে জীবগণের নিস্তারনিমিত্ত বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া থাকেন; সুতরাং আপনি সেই সত্ত্বগুণাশ্রয় ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ, আপনার এরূপ ক্রোধ কখনই শোভা পায় না। বিপ্রবর! আমি আর একমুখে ব্রাহ্মণের কত প্রশংসা করিব! দেখুন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সকলে নিরন্তর ব্রাহ্মণদত্ত ফল পুষ্প ও জলাদি গ্রহণ করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর, দেবতাগণ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক আবাহিত হইয়াই বারংবার এই বিশ্বসংসারে পূজিত হইতেছেন, এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা কেহই নাই; কারণ স্বয়ং হরিই বিপ্ররূপ ধারণ করিয়াছেন। মহাত্মন্! অধিক কি বলিব, ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইলেই স্বয়ং নারায়ণ তুষ্টি লাভ করেন, এবং নারায়ণ তুষ্ট হইলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হন, অর্থাৎ যাহার প্রতি ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হন, তাহার আর কোন দেবতা হইতে ভয়ের আশঙ্কা নাই। দেখুন, যেমন গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, যেমন বিষ্ণু হইতে উৎকৃষ্ট দেবতা নাই, শঙ্কর অপেক্ষা বৈষ্ণব যেমন আর কেহই নাই, ধরণীর তুল্য সহিষ্ণুতাগুণ যেমন কাহারও নাই; সেই প্রকার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যেরূপ সত্য হইতে উত্তম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, যেরূপ পার্ব্বতীর সমান সাধ্বী আর নাই, যেরূপ দৈব হইতে কেহই বলবান্ নহে, পুত্রসম প্রিয় যেরূপ কিছুই নয়; তাদৃশ বিপ্রসেবা অপেক্ষা সার পদার্থ কিছুই নাই। যাদৃশ ব্যাধির সদৃশ শত্রু নাই, গুরু হইতে পূজ্য নাই ও মাতার সমান আর বন্ধু নাই এবং যেপ্রকার পিতা হইতে মিত্র কেহই নয়; তাদৃশ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হিতৈষী আর কেহই নাই। যে প্রকার সকল ব্রত হইতে একাদশীব্রত উৎকৃষ্ট, যেমন অনশনতুল্য তপস্যা নাই, এবং রত্নই যেমন সকল ধনের সার ও বিদ্যা যেরূপ রত্নের মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাদৃশ ব্রাহ্মণই সর্ব্বাশ্রমের শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা গুরু আর কেহই নাই, ইহাই বেদের সার কথা বলিয়া স্বয়ং কমলযোনি ব্রহ্মা স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আর আপনাকে অধিক কি বলিব, কেবল এই-মাত্র প্রার্থনা, কৃপা করিয়া আমার পুত্রদ্বয়ের প্রতি প্রসন্ন হউন। ১২—২০। মহর্ষি ভরদ্বাজ, সূর্য্যদেবের এবংবিধ বিনয় বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তপোবলে তৎক্ষণাৎ তাহার পুত্রদ্বয়ের রোগ দূর করিলেন এবং বলিলেন,—কিছুকাল পরে আপনার পুত্রদ্বয় যজ্ঞাংশ লাভ করিবেন, এই কথা বলিয়া মুনিবর সুতপা পুনর্ব্বার ভাস্করদেবকে প্রণাম করিয়া হরিসেবাভিলাষে সন্তুষ্টচিত্তে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, এবং সূর্য্যদেবও অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রদ্বয়ের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বিপ্রবর! অনন্তর সেই সূর্য্যপুত্রদ্বয় ব্রাহ্মণের আজ্ঞায়, সকলের পূজ্য ও যজ্ঞাংশভাগী হইয়াছিলেন। যে মানব, সূর্য্যকৃত এই স্তব পাঠ করিবেন, তিনি বিপ্রপাদ-প্রসাদে সর্ব্বত্র জয়লাভে সমর্থ হইবেন, এবং যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" এইরূপ পাঠ করিবেন, তাঁহার সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে যাদৃশ ফল লাভ হয় ও সকল প্রকার যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে যেরূপ ফলভাগী হওয়া যায়, সেইরূপ সমুদয় পুণ্য লাভ হইবে সন্দেহ নাই। কারণ, পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে সাগরগর্ভে তৎসমুদয়ই বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন সাগরে অন্যান্য যে সকল তীর্থের অবস্থান আছে এক বিপ্রপাদে পৃথিবীস্থ এবং সাগরস্থ সেই সমুদয় তীর্থই বিরাজ করিতেছেন; সুতরাং ব্রাহ্মণপ্রসাদে সিদ্ধ না হয়, ত্রিজগতে এমন কি আছে? হে শৌনক! আর মেদিনী যাবৎকাল বিপ্রগণের পাদোদকে ক্লিন্না থাকেন, পিতৃলোকেরা তাবৎকালপর্য্যন্ত পদ্মাকৃতি সুবর্ণপাত্রে স্বচ্ছন্দে জলপান করিতে পান; এবং যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পবিত্র বিপ্রপাদোদক পান করেন তিনিও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ও সর্ব্ব তীর্থে স্নানের ফল লাভ করেন। হে বিপ্রবর! যদি কেহ মহারোগী হইয়াও ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে এক-মাস-কাল ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় সকল রোগ হইতে মুক্ত হন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। মহর্ষে! ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য অধিক কি বলিব, ব্রাহ্মণ কৃতবিদ্যই হউন বা মূর্খ হইয়াই থাকুন, যদি তিনি ত্রিকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সকল করেন এবং তাঁহার যদি ভগবান্ বিষ্ণুতে ভক্তি থাকে তাহা হইলে তিনিও বিষ্ণুর সমান, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এমন কি, যদি কোন ব্রাহ্মণ, অকারণ বা সকারণ রোষের বশীভূত হইয়া হিংসা বা অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হন, তথাপি তাঁহার প্রতি হিংসা বা শাপ প্রদান করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য

নহে। অধিক কি বলিব, ব্রাহ্মণ হরিভক্ত হইলে গোসমূহ হইতে শতগুণে পূজ্য হন। ২১—৩১। দ্বিজবর! যে ব্যক্তি প্রতিদিন ব্রাহ্মণের পাদোদক ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন, তিনি রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ করেন। এবং যে ব্রাহ্মণ একাদশীর উপবাস করেন ও সংযতচিত্তে প্রতিদিন নারায়ণের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার পাদোদক প্রাপ্ত হইয়া সকল স্থানই তীর্থসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র হয়, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মন্! যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণকে ভোজ্য সামগ্রী, নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন, তিনি এই পৃথিবীতলে পবিত্র হইয়া জীবন্মুক্ত হন। কমলাসন ব্রহ্মা সৎকুলজাত দ্বিজগণের পক্ষে এই কথা বলিয়াছেন যে, যাহা বিষ্ণুর অনিবেদিত অর্থাৎ বিষ্ণুকে যাহা নিবেদন করা হয় নাই, তাহা পানীয় দ্রব্য হইলে মূত্রতুল্য এবং অন্য প্রকার কঠিন খাদ্য হইলে বিষ্ঠার সমান অভক্ষ্য। আর দেখুন, কমলযোনি ব্রহ্মা ও তাঁহার বশিষ্ঠাদি পুত্রগণ সকলেই হরিপরায়ণ এবং ব্রাহ্মণসমুদয় তাঁহাদিগেরই বংশজাত। সুতরাং কিপ্রকারে হরিসেবাবিমুখ হইতে পারেন। যে সকল ব্রাহ্মণ, পিতা মাতার বা মাতামহাদির অথবা গুরুর সংসর্গদোষে হরিসেবায় বিমুখ হন, তাঁহারা জীবন্মৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে গুরু হরিভক্তিবিষয়ক উপদেশদানে অক্ষম, তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা যায় না, যে পিতা হরিসেবায় প্রবৃত্তি দান না করেন, তাঁহাকে পিতা বলিতে ঘৃণা হয়, যে পুত্র হইতে হরিসেবায় সাহায্য না হয়, সে যথার্থই কুপুত্র। যে সখা হরিসেবায় উৎসাহিত করেন না, তাঁহাকে সখা-সম্বোধন বিড়ম্বনামাত্র এবং যে রাজা হরিসেবার নিমিত্ত শাসন না করেন তাঁহাকে রাজা বলা মূর্খতামাত্র ও যে বন্ধু হইতে হরিসেবা-বিষয়ক মন্ত্রণা না পাওয়া যায় তিনিও বন্ধুপদবাচ্য নন। হে বিপ্র! যে ব্রাহ্মণের হরিভক্তি নাই তাহা অপেক্ষা হরিপরায়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু হরিভক্ত চণ্ডালও মুক্তি লাভ করিবে, এবং হরিবিমুখ ব্রাহ্মণ নরকগামী হইবে সুতরাং এরূপ ব্রাহ্মণ হইতে তাদৃশ চণ্ডাল শতগুণে উত্তম। দ্বিজবর! যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যোপাসনাবিহীন এবং নিয়তই অপবিত্র ও কৃষ্ণসেবাশূন্য তাঁহাতে বিষহীন সর্পের ন্যায় ব্রাহ্মণের আভাষমাত্র আছে, এজন্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণাভাষ বলা যায়। ৩২—৪০। একবার যে মহাত্মার কর্ণে গুরুর মুখ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করিয়াছে, সেই মহাপবিত্র বৈষ্ণবকে স্বয়ং কমলাসন বিধাতা জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অধিক কি সেই মহাভাগ্যধর বৈষ্ণব, মাতামহকুলের ঊর্দ্ধতন শতপুরুষ ও আত্মকুলের কোটিপুরুষের সহিত হরিপাদপদ্মে লীন হইয়া থাকেন। মুনিবর! এই ভূমণ্ডলমধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি যেরূপ প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ বৈষ্ণব নামেও অপর এক প্রকার জাতি অতিবিখ্যাত। সেই বৈষ্ণবগণ যেরূপ বারংবার গোবিন্দ-চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পরমাত্মা গোবিন্দও তাঁহাদিগের নিকটে থাকিয়া বারংবার তাঁহাদিগকে ধ্যান করেন। এমন কি, ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শনকে নিয়োগ করিয়াও নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং তাঁহাদের নিকটে অবস্থান করেন। ৪১—৪৬।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ শৌনক, মহাত্মা সৌতিপ্রমুখাৎ এবংবিধ বাক্য সকল শ্রুতিগোচর করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে পুনরায় কহিলেন,—বৎস সৌতে! আপনার অনুগ্রহে আমি প্রস্তাবনা না করিয়াও ঋষিবংশ প্রসঙ্গে কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে নানাবিধ কথা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বনির্ম্মাতা কমলযোনি ব্রহ্মার আদেশে কোন্ কোন্ মহর্ষি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন? ও কোন্ মহর্ষিই বা ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন? এবং মহাত্মা নারদ পিতার সহিত বিরোধানন্তর কি কার্য্য করিয়াছিলেন? আর সেই পিতা-পুত্রের বিরোধনিবন্ধন কাহার কি প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছিল, কৃপা করিয়া তৎসমুদয় বর্ণন করত আমার ঔৎসুক্য দূর করুন। অনন্তর সৌতি মহাশয় মহর্ষি শৌনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন, হে সৌনক! হংসী যতি, অরুণী বোঢ়ু, পঞ্চশিখ ও অপান্তরতমা এবং সনকাদি পঞ্চ ঋষি ব্যতীত আর সকল ব্রহ্মপুত্রগণই পিতৃ-আজ্ঞা পালন করত সংসারসুখে আসক্ত হইয়া নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মাও পুত্র নারদের শাপপ্রভাবে ত্রিসংসারমধ্যে অপূজ্য হইলেন, এইনিমিত্তই পণ্ডিতগণ অদ্যাপি ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসনা করেন না। এবং নারদ মহাশয়ও পিতৃশাপে গন্ধর্ব্ব-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে সকল গন্ধর্ব্বগণের শ্রেষ্ঠ জনৈক গন্ধর্ব্বরাজ, সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও নিজ কর্ম্ম-বিপাকে সংসারমধ্যে যাবতীয়

সুখকর পদার্থের সার কেবল পুত্ররত্নে বঞ্চিত থাকায় নিরন্তর দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর গুরু উপদেশানুক্রমে দীনচিত্তে পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া পরম সমাধি গ্রহণপূর্ব্বক কৃপালু শম্ভুর উদ্দেশে তপস্যা করিলেন। ঋষিসত্তম! সেই তপস্যাকালে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কৃপা করিয়া তাঁহাকে শিবসম্বন্ধীয় স্তব, কবচ ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দান করিলেন। ১—১০। হে মুনে! পরে পুত্র-দুঃখ-সন্তাপিত গন্ধর্ব্বরাজ সেই পুষ্করতীর্থে অনশন ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দিব্য শত বর্ষকালপর্য্যন্ত বশিষ্ঠদত্ত পরম মন্ত্র জপ করেন। অনন্তর দিব্য শতবর্ষকাল অতীত হইলে, একদা ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করত নিজ সম্মুখে দণ্ডায়মান ভগবান্ ভবানীপতিকে দেখিতে পাইলেন তেজঃপুঞ্জকলেবর ভগবান্ সনাতন ঈষৎ হাস্য করিতেছেন বলিয়া তাঁহার মুখকমল অতিশয় সুপ্রসন্ন বোধ হইতেছে, সেই ভক্তানুগ্রহকারক তপঃফলপ্রদ মহাদেবই তপস্যার মূর্ত্তি ও নিদানস্বরূপ। তিনি ভক্ত ব্যক্তি শরণাগত হইলে সমুদয় প্রার্থনীয়-সম্পদ্ই দান করিয়া থাকেন। সেই বৃষভারূঢ় দিগম্বর চন্দ্রশেখরের শরীর, বিশুদ্ধ স্ফটিকরত্নের ন্যায় নির্ম্মল ও উজ্জ্বল এবং তিনি ত্রিনেত্র ও নিরন্তর ত্রিশূলপট্টিশ ধারণ করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে তপ্তকাঞ্চনের সৌন্দর্য্যাপহারী পিঙ্গলবর্ণ জটাজাল নিয়তই বিরাজমান রহিয়াছে, তাঁহার কণ্ঠদেশে নৈসর্গিক নীলিমা প্রকাশ পাওয়ায় মাধুরীর আর পরিসীমা নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও তাঁহার শরীর ভয়ঙ্কর সর্পসমূহে পরিবেষ্টিত। তিনি মহাকালস্বরূপ সকলের সংহারকর্ত্তা, কিন্তু স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়; তাঁহাকে দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন এককালে গ্রীষ্মকালীন কোটি মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের উদয় হইয়াছে, এবং তিনিই সকলের ঈশ্বর। সেই শান্তমূর্ত্তি মুক্তিদাতা হইতেই সকলে তত্ত্বজ্ঞান ও হরিভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। গন্ধর্ব্বরাজ তাঁহাকে দেখিবামাত্র দণ্ডের ন্যায় প্রণাম করিলেন অনন্তর বশিষ্ঠোপদিষ্ট স্তোত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, পরে কৃপাময় শিব তাঁহাকে "বর গ্রহণ কর" এই কথা বলিলে তিনিও তাঁহার নিকট পরম বৈষ্ণব হরিপরায়ণ পুত্র ও হরিভক্তি প্রার্থনা করিলেন। তখন সেই দীনবন্ধু দীননাথ সনাতন চন্দ্রশেখর গন্ধর্ব্বরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎসহাস্যবদনে তাঁহাকে কহিলেন। ১১—২০। হে গন্ধর্ব্বরাজ! এক বরেই তোমার কৃতার্থ হওয়া উচিত, দ্বিতীয় বর প্রার্থনা চর্ব্বিত চর্ব্বণমাত্র। বিবেচনা করিয়া দেখ এজগতে কাহারও অভিমঙ্গল বিষয়ে তৃপ্তির সীমা হয় না, মনীষিগণ আপাত-রম্য বিষয়-বাসনায় এইরূপ দোষ দর্শন করিয়াই তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিভক্তিকেই সার করিয়াছেন, আমি তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। হে বৎস! যে ব্যক্তির ভক্তবৎসল হরিতে সর্ব্বমঙ্গলময়ী অচলা ভক্তি থাকে, সে অবলীলাক্রমে সমুদয় বিশ্ব পবিত্র করিতে সক্ষম হয়। এবং হরিপরায়ণ ব্যক্তি অনায়াসে আত্মকুলের কোটিপুরুষ ও মাতামহকুলের শতপুরুষের সহিত সেই আনন্দময় গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিক কি বলিব, সেই ভগবদ্ভক্ত; কোটিজন্মার্জ্জিত কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক এই তিনপ্রকার পাপপুঞ্জকে বিনাশ করিয়া পুণ্যভোগের অবসানে অনায়াসে ব্রহ্মবাঞ্ছিত হরিদাস্য লাভ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্যগণের যাবৎকাল হরিপাদপদ্মে চিত্ত স্থির না হয়, তাবৎকালই স্ত্রী-পুত্রের প্রতি মমতা ও ঐশ্বর্য্যভোগে অভিনিবেশ এবং সুখ-দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে, ফলতঃ হরিভক্তি জন্মিলে আর এরূপ মায়া-মোহ কিছুই থাকে না। যে ভাগবত পুরুষ নিজ সুকৃতিবলে সেই পরমব্রহ্ম সনাতন কৃষ্ণকে হৃদয়াসনে উপবেশন করাইতে পারেন, তিনি অনায়াসে কৃষ্ণভক্তিরূপ সুতীক্ষ্ণ অসিদ্বারা সংসারবন্ধন-হেতু শুভাশুভ কর্ম্মরূপ বৃক্ষের মূলোৎপাটনে সমর্থ হন। আর যে সমস্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তির পুণ্যপ্রভাবে পুত্রগণ পরম বৈষ্ণব হন, তাহারাও অবলীলাক্রমে আপনার কোটিকুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। বৎস! এইজন্য বলিতেছি তোমার প্রার্থিত উভয় বরের একটীমাত্র প্রার্থনা করিয়া চরিতার্থতা লাভ কর। দেখ অন্যান্য সাধক পুরুষেরা বরপ্রার্থী হইয়া একটীমাত্র বরলাভেই আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন কেহই দ্বিতীয় বরের প্রত্যাশা রাখেন না; কারণ পুরুষের মঙ্গললাভে কখনই আশার শেষ হয় না সুতরাং অধিক প্রত্যাশা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু বৎস গন্ধর্ব্বরাজ! বৈষ্ণবদিগেরও অতিদুর্লভ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি-দাস্যরূপ ধন আমরা চিরকাল অতি যত্নে সঞ্চয় করিয়াছি তাহা কাহাকেই দান করিতে ইচ্ছা করি না। এজন্য বলিতেছি, বৎস! তোমার ভক্তিতে আমি পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি, এক্ষণে হরিভক্তি ভিন্ন, যে বর অভিলাষ কর, দান করিতেছি গ্রহণ কর। যদি ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব বা দুর্লভ ব্রহ্মত্বেও বাসনা থাকে, তবে তাহাও লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। অথবা অণিমাদি

সমুদয় সিদ্ধি, কি মহাযোগ, কি তত্ত্বজ্ঞান বা মৃত্যুঞ্জয়াদি মন্ত্র, তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, হরিভক্তিব্যতীত অনায়াসে তাহা আমি দান করিতে প্রস্তুত আছি। শঙ্করের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই গন্ধর্ব্বরাজের দুঃখভরে কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল এবং অতি দীনভাবে সর্ব্বসম্পৎপ্রদ দীননাথ শঙ্করকে কহিতে লাগিলেন। ২১—৩২। দেবাদিদেব ভগবান্ পরমব্রহ্মের নিমেষপতনের সহিত যে ব্রহ্মত্বের পতন হইয়া থাকে, স্বপ্নতুল্য নশ্বর ব্রহ্মত্বকে, কৃষ্ণভক্তেরা কখনই বাঞ্ছা করেন না। হে ভগবন্ শিব! ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিযোগাদি এবং জ্ঞান ও মৃত্যুঞ্জয়াদি যাহাই বলুন, হরিভক্তের পক্ষে এ সমুদয়ই যৎসামান্য বস্তু বলিয়া বোধ হয়। দয়াময়! অধিক কি বলিব, যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য এবং শ্রীহরির সাযুজ্য ও নির্ব্বাণমুক্তিকেও প্রার্থনা করেন না। সেই ভক্তগণ কেবল স্বপ্ন-জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই, বারংবার শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি ও তাঁহার দুর্লভ দাস্যকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব হে ভজনের কল্পতরো! নিজগুণে অধমকে সেই হরিভক্তি ও বৈষ্ণব পুত্র প্রদান করুন। যে জন সুপ্রসন্ন আপনাকে পাইয়া অন্য বর অভিলাষ করেন, তাঁহার সদৃশ মূর্খ আর ত্রিজগতে নাই। হে শম্ভো! যদি আমাকে নরাধম বলিয়া এই বর দান না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি নিজ মস্তক ছেদন করিয়া হুতাশনে আহুতি দান করিব; গন্ধর্ব্বরাজের এইরূপ করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভক্তবৎসল মহাদেব কৃপাপরবশ হইয়া, সেই দীনচিত্ত ভক্ত গন্ধর্ব্বকে কহিলেন। ৩৩—৩৯। শঙ্কর বলিলেন,—গন্ধর্ব্বরাজ! আর শোক করিও না, ভক্তিবলে তুমি আমাকে বাধ্য করিয়াছ; এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর দান করিতেছি গ্রহণ কর। আজ হইতে তুমি পরম দুর্লভ হরিভক্তির অধিকারী হইলে এবং অচিরকালমধ্যে আমার প্রসাদে অতিদীর্ঘজীবী স্থিরযৌবন পরমবৈষ্ণব এক পুত্র-সন্তান লাভ করিবে। তোমার সেই পুত্র জিতেন্দ্রিয়, গুরুভক্ত, অতিরূপবান্ ও মহাজ্ঞানী হইবেন সন্দেহ নাই। মুনিবর! ভগবান্ শঙ্কর গন্ধর্ব্বরাজকে এইরূপ বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলে, গন্ধর্ব্বরাজও অনিন্দিতান্তঃকরণে নিজগৃহে আগমন করিলেন। অনন্তর সিদ্ধকর্ম্মা মানব ও গন্ধর্ব্বগণ বরবৃত্তান্তশ্রবণে যৎপরনাস্তি আনন্দিত হইলেন। হে মুনিসত্তম! দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার শাপপ্রভাবে সেই গন্ধর্ব্বরাজের ভার্য্যাতে জন্মলাভ করেন। তৎপরে বৃদ্ধা গন্ধর্ব্বপত্নী গন্ধমাদনপর্ব্বতে সেই পরম ভাগবত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুত্র প্রসব করিলে, ভগবান্ কুলগুরু বশিষ্ঠদেব যোগবলে সেই বালককে পরিণামে জনসমাজে অতিপূজনীয় হইবে জানিয়া এবং উপবর্হণ-শব্দের অর্থ অতিপূজ্য স্থির করিয়া শুভক্ষণে যথাবিধি উপবর্হণ নামে নামকরণ-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ৪০—৪৫ ॥

ব্রহ্মখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মহর্ষি সৌতি কহিলেন,—হে তপোনিধান! অনন্তর সেই বৃদ্ধ গন্ধর্ব্বরাজ, ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় চির-সঞ্চিতাভিলাষ বৃক্ষের ফলস্বরূপ মনোহর পুত্রমুখ-দর্শনে অপার আনন্দসলিলে ভাসমান হইয়া নানাবিধ ধনরত্ন সকল দীন, দরিদ্র ও ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন গত হইলে উপবর্হণ বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়াই কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের নিকট দুর্লভ হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দুষ্কর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। একদা গণ্ডকীতীরে গন্ধর্ব্বপত্নীগণ স্নানার্থ আগমন করিয়া, সহসা সেই মনোহর মুনি যুবক উপবর্হণের লাবণ্যমাধুরীদর্শনে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। তৎপরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে সেই পঞ্চাশৎ গন্ধর্ব্বরমণীগণ উক্ত উপবর্হণকে পতিরূপে লাভ করিবার মানসে দুষ্কর তপঃসাধনান্তে যোগাবলম্বনদ্বারা দেহত্যাগ করিয়া চিত্ররথনামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে জন্ম লাভ করেন। অনন্তর যথাসময়ে চিত্ররথের কামুকী-কন্যাগণ সেই সুন্দর যুবা উপবর্হণকে মনে মনে বরণ করিয়া, পরিশেষে পিতার আজ্ঞায় সানন্দচিত্তে তাঁহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। দৈবের অদ্ভুত মায়া কেহই বুঝিতে পারে না; অগ্রে যে উপবর্হণ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত কিছুই জানিতেন না, তিনিই এক্ষণে সেই অলৌকিক সৌন্দর্য্যবতী রমণীগণকে লাভ করিয়া তাহা এককালে বিস্মৃতের ন্যায় হইলেন। মুনিবর। পরে সেই স্থিরযৌবন যুবা উপবর্হণ চিত্ররথের কন্যাগণকে গ্রহণ করিয়া কামাসক্তচিত্তে তাহাদিগের সহিত নির্জ্জনপ্রদেশে দিব্য ত্রিলক্ষবর্ষকালপর্য্যন্ত ক্রীড়াসুখে উন্মত্ত হইলেন। পরে গন্ধর্ব্বনন্দন উপবর্হণ কিছুকাল সেই কামিনীগণের সহিত রাজ্যসুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে একদা সহসা হরিগুণ গান করিতে করিতে

ব্রহ্মার নিকটে পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইলেন। সে সময় কমলযোনি ব্রহ্মা দেবগণের সহিত রম্ভানাম্নী অপ্সরার নৃত্য দেখিতেছিলেন, এমত সময় মহাত্মা গন্ধর্ব্বকুমার তথায় উপস্থিত হইয়া দৈবাৎ বায়ুসংযোগে রম্ভার রম্ভাসদৃশ উরুদেশ ও কঠিন স্তনমণ্ডল দর্শনে সহসা অধীর হইলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহার রেতঃস্খলন হইল; তিনি মধুর হরিসঙ্কীর্ত্তনে বঞ্চিত হইয়া, সভাতলে সাধারণ কামুকের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সভাস্থ দেবগণ তাঁহার তাদৃশভাব সন্দর্শন করিয়া এককালে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর পিতামহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। ১—৯। ব্রহ্মা কহিলেন,—অরে নীচাশয় গন্ধর্ব্বকুমার! তুই নিজ দুষ্কর্ম্মের ফলস্বরূপ এই গন্ধর্ব্বতনু ত্যাগ করিয়া শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর্, পরে বৈষ্ণবসংসর্গ লাভ করিয়া পুনরায় আমার পুত্র হইতে পারিবি। হে পুত্র! তুমি ইহাতে দুঃখিত হইও না। কারণ, দেখ বিপত্তি ভোগ না করিলে পুরুষের মহিমা বৃদ্ধি পায় না, সকলেরই ক্রমে সুখদুঃখ হইয়া থাকে। তপোধন! বিশ্বনির্ম্মাতা বিধাতা, এই কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, এবং গন্ধর্ব্বতনয় উপবর্হণও সেই সময় সকলকে অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করাইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। হে শৌনক! আমি এক্ষণে তাঁহার দেহত্যাগের অদ্ভুত ঘটনা বলিতেছি শ্রবণ করুন। সেই গন্ধর্ব্বনন্দন, প্রথমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য নামে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া, পরে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, মেধা, প্রাণহারিণী, সর্ব্বজ্ঞানপ্রদা, মনঃসংযমনী, বিশুদ্ধা, নিরুদ্ধা, বায়ুসঞ্চারিণী, তেজঃপুষ্করিণী, জ্ঞানজৃম্ভণকারিণী এবং সর্ব্বপ্রাণহরা ও পুনর্জীবনকারিণী, এই ষোড়শ নাড়ীকেও ভেদ করিয়া যোগবলে মনের সহিত জীবাত্মাকে হংসরূপে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়নপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকালমাত্র পরমাত্মার সহিত যুক্ত করিলেন। হে শৌনক! পরে জাতিস্মর যোগিবর গন্ধর্ব্বনন্দন, দেবগণের ধ্যেয় ধন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। ক্ষণকাল পরে সাধারণের দুষ্প্রাপ্য ত্রিতন্ত্রী বীণা বামস্কন্ধে স্থাপিত করিয়া দক্ষিণ করে বিশুদ্ধ স্ফটিকমালা ধারণ করিলেন। ১০—১৯। অনন্তর দর্ভাসনে পূর্ব্বদিকে মস্তক ও পশ্চিমদিকে চরণদ্বয় রাখিয়া কোন পরিশ্রান্ত মহাপুরুষের ন্যায় শয়ান হইলেন এবং সেইরূপ শয়ন করিয়া সেই নিস্তারবীজ পরাৎপর বেদসার পরব্রহ্ম 'কৃষ্ণ' এই অক্ষরদ্বয় পরমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে সহসা চক্ষু নিমীলন করিলেন। পরে গন্ধর্ব্বরাজ স্বীয় তনয়ের এইরূপ ঘটনা দর্শনে তৎক্ষণাৎ পুত্রশোকে এককালে অধীর হইয়া পড়িলেন, পরে বহুকাল বিলাপ করিয়া ভার্য্যার সহিত মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে বিলীন হইলেন। অনন্তর তাঁহার পত্নীগণ ও বান্ধবগণ সকলে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সকলেই বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ, এজন্য অপার শোকসাগরে ভাসমান হইয়া বহু বিলাপের পর ক্রমশঃ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তাহার পর তাঁহার পঞ্চাশৎ পত্নীগণের মধ্যে অতি প্রিয়তমা সাধ্বী প্রধানা মহিষী মালাবতী সেই মৃত পতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভয়ঙ্কর রোদন করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় শোকবিহ্বলা হইয়া নিজ কান্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ২০—২৫। হে বিদগ্ধ রসিকেশ্বর! হে রমণশ্রেষ্ঠ! হে নাথ! হে বন্ধো! এই হতভাগিনীকে শোকসাগরে ফেলিয়া কোথায় গেলেন? একবার দর্শন দিন। হে জীবনকান্ত! যে স্থান চন্দনকাননের সৌরভে চারিদিকে আমোদিত হইয়াছে এবং যে স্থল নির্ম্মলপ্রবাহিণীর জলকণায় নিরন্তর সুশীতল, সেই পুষ্পভদ্রা নদীর তীরবর্ত্তী রমণীয় পুষ্পোদ্যানমধ্যে, আর যে স্থানে সুগন্ধ চন্দনানিল নিরন্তর জীবন-মনকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, সেই মলয়াচলের নিকটবর্ত্তী মনোহর চন্দনকাননস্থ চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্পশয্যায় এবং যে স্থানে সতত পুংস্কোকিলগণ মধুর কুহু রবে আমাদিগের কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করিত ও যে স্থান মন্দ মন্দ বায়ুসঞ্চালিত মালতীর জলকণায় নিরন্তর সুস্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হইত, সেই স্রোতস্বতীর পুলিনাবস্থিত সুরম্য গন্ধমাদন শৈলের একদেশে, আর যে স্থান পূর্ব্বে কমলার সহিত কমলাপতির পদব্রজে বিচরণ করায় অতিশয় পবিত্র ও তাঁহাদিগের পাদচিহ্নিত হইয়াছে, সেই শ্রীশৈলে শ্রীনিবাসনিষেবিত অতি কমনীয় শ্রীচরণের অভ্যন্তরেও বসন্ত-সমাগম হইলে নির্জ্জন বলিয়া এই হতভাগিনী প্রণয়িনীর সহিত যে সমুদয় ক্রীড়া করিয়াছেন, সে সমস্তই আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া এককালে আমাকে অতিশয় ক্লেশ দান করিতেছে। পূর্ব্বে তুমি যে সুধাসদৃশ মধুর বাক্য বর্ষণে আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ হওয়ায় আমার জীবন যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। জীবিতনাথ! দেখুন এক

২

দুর্লভ সাধুসঙ্গ বৈকুণ্ঠবাস অপেক্ষা সুখকর, কিন্তু আবার সেই সাধুবিচ্ছেদজনিত দুঃখ, মরণ হইতেও ক্লেশজনক বলিয়া বোধ হয়; সেই সাধুবিচ্ছেদ-দুঃখ অপেক্ষা প্রাণিগণের বন্ধুবিচ্ছেদ-দুঃখ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে, আর সেই বন্ধুবিয়োগদুঃখ হইতে সন্তানবিয়োগদুঃখ যে কিরূপ ভয়ানক, তাহা বলিতে পারি না; বোধ হয়, মরণজন্য দুঃখ তাহার নিকটে নিরতিশয় তুচ্ছ; কিন্তু এ সকল দুঃখ অপেক্ষাও কুলকামিনীদিগের এক পতি-বিচ্ছেদযন্ত্রণাই ভয়ঙ্কর অসহ্য। ২৬—৩৫। হে নাথ! অধিক কি, শয়ন ভোজন জাগরণ প্রভৃতি সমুদয় অবস্থাতেই পতিপ্রাণা কুলকামিনীগণের পতিবিয়োগজনিত দুঃখ যেন প্রতিদিন নূতন রূপ ধারণ করিয়া মর্ম্মকে আহত করিতে থাকে; উক্ত সতী ললনা সকল একমাত্র স্বামীর সহবাস লাভেই সমুদয় সন্তাপ বিস্মৃত হইতে পারেন, কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ বন্ধু আর দেখি না, যাহাকে দর্শন করিয়া অপার পতি-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারাযায়। প্রাণবল্লভ! স্বয়ং কমলযোনি ব্রহ্মা বলিয়াছেন, সাধ্বী কুলললনাদিগের পতি অপেক্ষা বিশিষ্ট বান্ধব আর কেহই নাই; অতএব হে প্রাণকান্ত! কি করিলে আমি আর কার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, অকূল শোকসিন্ধু হইতে নিস্তার পাইব? এই বলিয়া মালতী দ্বিগুণতর রোদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে দিক্‌পালগণ! হে ধর্ম্ম! হে প্রজাপতে! হে গিরিশ! হে কমলাকান্ত! কৃপা করিয়া আমাকে আমার পতি দান করুন। অনন্তর চিত্ররথ-কন্যা মালাবতী এই প্রকার রোদন করিতে করিতে সেই দুর্গম গহন কাননে একাকিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। একাকিনী সেই মালাবতী নিবিড় অরণ্যমধ্যে কান্তকে স্ববক্ষে ধারণ করিয়া অচৈতন্যাবস্থাতেই সমস্ত দিবারজনী অতিবাহিত করিলেন; দেবগণ কেবল তাঁহাকে অলক্ষিতাভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভাত হইলে চেতনা লাভ করিয়া পুনরায় অতিশয় বিলাপপূর্ব্বক সর্ব্বদুঃখবিনাশন হরিকে সম্বোধন পুরঃসর কহিতে লাগিলেন,—হে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ! আমি এক্ষণে অনাথা হইয়াছি, আমার পক্ষে সমুদয় বিশ্বসংসার শূন্য হইয়াছে; কিন্তু আপনি ত সকলের রক্ষাকর্ত্তা, তবে এই হতভাগিনীকে কি জন্য রক্ষা করিতেছেন না? হে প্রভো! আমি আপনার মায়ায় মুগ্ধ হইয়াই, 'এই আমার ভর্ত্তা' ও 'আমি ইহার পত্নী' বলিয়া রোদন করিতেছি; কিন্তু যথার্থ বিবেচনা করিলে আপনিই এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ভর্ত্তা ও সকলের আদিকারণ। হে দয়াময়! নিজকর্ম্মবলেই এই গন্ধর্ব্ব-নন্দন আমার কান্ত হইয়াছেন, এবং আমিও পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মবশতঃ ইহার পত্নী হইয়াছি। কিন্তু নাথ! জানিনা, যিনি আমাকে পূর্ব্বে ক্ষণকাল না দেখিতে পাইলে ব্যাকুল হইতেন, তিনি কি কারণে আজ এই অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন। প্রভো! সত্যই, কে কাহার পতি? কে কাহার পুত্র? বা কে কাহার প্রিয়া? কেবল বিধাতাই নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ মিলিত ও বিয়োজিত করিয়া থাকেন; নিশ্চয় জানি, জগতে মূর্খ লোকেরাই সংযোগ হইলে পরম আনন্দ ও বিয়োগ হইলে প্রাণসঙ্কট দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু পরমাত্মা কখনই সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় সুহৃৎ-সংযোগে হৃষ্ট এবং বন্ধুবিয়োগে দুঃখিত হয় না। হে মধুসূদন! এই ভূমণ্ডলে সমুদয় বিশ্বসংসার বিনশ্বর, এবং সত্য সত্যই বন্ধুবান্ধব ও বিষয়ভোগ প্রভৃতি কেহই চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু নাথ! তথাপি, যিনি সার বুঝিয়া স্বয়ং পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই কেবল সুখ লাভ করিতে পারেন। অন্যে বলপূর্ব্বক সেই সকল ত্যাগ করাইলে তাহাতে কেবল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসারের এইরূপ দোষ দর্শন করিয়াই মহাপুরুষগণ, অতিশয় বাঞ্ছনীয় হইলেও সমুদয় ঐশ্বর্য্যভোগ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দিবানিশি একাগ্রচিত্তে সর্ব্বদুঃখ-বিনাশন নিত্যানন্দময় নিরাপদ শ্রীকৃষ্ণেরই পাদপদ্ম-ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। হে প্রভো! সমুদয় ভূমণ্ডল-মধ্যে সাধুপুরুষেরাই জ্ঞানী হইয়া থাকেন, বলুন দেখি, স্ত্রীলোক কোথায় জ্ঞান লাভ করিয়াছে? এই জন্যই আপনার নিকটে সজলনয়নে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, এই মায়া-বিমুগ্ধা রমণীকে বাঞ্ছিত-দানে সুখী করুন। হে দীনবন্ধো! আমি অমরত্ব, ইন্দ্রত্ব বা মোক্ষপদকেও অভিলাষ করি না, কেবল ইহাই আমার প্রার্থনা, এই চতুর্ব্বর্গফলদাতা কান্তাভি-লাষিণীকে কান্তদানে চরিতার্থ করুন। ৪৩—৫১। হে জগদীশ্বর! আমি হতভাগিনী হইয়াও একাংশে ভাগ্যধরী, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ দেখুন দেখি, জগতে যাবতীয় কামিনী আছে, তাহার মধ্যে কাহাকে বিধাতা এরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত স্বামী দান করিয়াছেন? বিধাতা আমার স্বামীকে অমরত্বব্যতীত, সমুদয় গুণ অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও সকলপ্রকার সাধুশীলতা দান করিয়াছেন। আমার সেই স্বামী কি—রূপে, কি—গুণে, কি—বলে, কি—বিক্রমে এবং কি—জ্ঞানে

বা কি—শান্তিগুণে কি—সন্তুষ্টি প্রভৃতি যাহাতেই বলুন তিনি সর্ব্বপ্রকারেই সেই সর্ব্বগুণধাম ভগবান্ নারায়ণের সমান ছিলেন বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি-দোষ হয় না। হে জগদীশ! তাঁহার হরির সমান হরিভক্তি ও সাগরসদৃশ গাম্ভীর্য্যগুণ ছিল, তিনি সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী এবং বিশুদ্ধতায় বহ্নির অনুরূপ ছিলেন, তিনি চন্দ্রের সদৃশ সুদৃশ্য ছিলেন এবং মনোহর সৌন্দর্য্যে কন্দর্পকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি বৃহস্পতির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ ও শুক্রাচার্য্যের তুল্য অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি ছিল। অধিক কি, তিনি সাক্ষাৎ বাগ্দেবতা সরস্বতীর ন্যায় সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিভা ভৃগুদেবকেও লজ্জা দিয়াছিল, তাঁহার কুবের-তুল্য ধনসম্পত্তি, এবং তিনি মহান্ বদান্যতা-গুণে মনুকেও উপহাস করিতেন। তিনি ধর্ম্মের তুল্য ধর্ম্মশীল, সত্যানুষ্ঠানে সত্যব্রত হইতে অধিক ছিলেন, তাঁহার তপোনুষ্ঠান সন্দর্শন করিলে সনৎকুমারকেও লঘু বলিয়া বোধ হইত, আর তাঁহার সাধু-আচারদর্শনে ব্রহ্মাও লজ্জিত হইতেন। তিনি সুরপতি ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী, এবং তাহার ক্ষমাগুণে সর্ব্বংসহা পৃথিবীও আত্মগ্লানি করিতেন। অতএব হে দয়াময় দীনবন্ধো! এইরূপ গুণাকর প্রাণকান্তকে প্রাণ ত্যাগ করিতে দেখিয়াও যে, কি কারণে আমার দগ্ধপ্রাণ নিশ্চিন্তভাবে রহিয়াছে বলিতে পারি না। হে শৌনক! সেই পতিপরায়ণা মালাবতী এইরূপ বলিতে বলিতে সহসা ক্রোধে অধীর হইয়া দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, অরে নিষ্ঠুর দেবগণ! তোমরা যে আপনাকে যজ্ঞাংশ-ভাগী বলিয়া এই ভূমণ্ডলে বৃথা ঘৃত ভোজন করিয়া আপনাদিগের গৌরব প্রকাশ করিয়া থাক, আজ আমি তাহার প্রায়শ্চিত্তের স্বরূপ অবলীলাক্রমে তোমাদিগকে সেই যজ্ঞাংশের অনধিকারী করিব। হে সর্ব্বব্যাপক নারায়ণ! আপনিই না ত্রিজগতের রক্ষাকর্ত্তা, কিন্তু আমিও ত আপনার জগৎ ছাড়া নহি এই জন্য বলিতেছি যে, শীঘ্র আমার প্রাণকান্তের জীবন দান করিয়া আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা এই মুহূর্ত্তে তোমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিব! ৫২—৬১। প্রজাপতে ব্রহ্মন্! দেখুন আপনি পূর্ব্ব হইতেই পুত্রশাপে ভূমণ্ডলে অপূজ্য হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার ব্রহ্মাণ্ডে যে অধিকারিত্ব আছে তাহাও বিনষ্ট করিব সন্দেহ নাই। হে জ্ঞানিবর শম্ভো! আমি এখনই অভিসম্পাতদ্বারা আপনার তত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্ত করিব। হে ধর্ম্ম! আপনাকেও অনায়াসে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারি কি না দেখুন। আমার শাপে এইক্ষণেই যমরাজাকে অধিকারশূন্য হইতে হইবে সন্দেহ নাই; এবং সত্যই কালকে ও মৃত্যু-কন্যাকে অভিসম্পাত করিব। অধিক আর কি বলিব, এক্ষণে সমস্ত দেবতাকেই শাপগ্রস্ত করিব তাহার অনুমাত্র সংশয় নাই। কেবলমাত্র জরা ও ব্যাধিকে আমার অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করিলাম, কারণ জরা বা ব্যাধিতে আমার স্বামীর প্রাণ নাশ হয় নাই সুতরাং তাঁহারা আমার নিকটে কোন অংশে অপরাধী নন। অনন্তর সেই মহাসাধ্বী মালাবতী, দেবগণকে অভিসম্পাত প্রদান করিবার নিমিত্ত নিজবক্ষে শবরূপী পতিকে বহন করিয়া কৌশিকী-নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। পরে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণ সেই সাধ্বী মালাবতীকে শাপপ্রদানে উদ্যতা দেখিয়া ভয়-ব্যাকুলিতচিত্তে বিপত্তারণ মধুসূদন ভগবান্ বিষ্ণুর শরণলাভ-প্রত্যাশায় ক্ষীরসাগরের তীরদেশে উপস্থিত হইলেন। দেবতাগণ সাগরকূলে উপস্থিত হইয়া সকলেই প্রথমে স্নান করিলেন, পরে আগত বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ-মানসে একে একে সেই বিপদ্ভঞ্জন মধুসূদনের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই ব্রহ্মা, ভয়ে কম্পিতকলেবর সেই পরমাত্মা জগদীশ্বর বিষ্ণুকে কহিলেন। ৬২—৬৮। হে দীনবন্ধো! হে মাধব! গন্ধর্ব্বকুমার উপবর্হণের দয়িতা চিত্ররথের তনয়া, সাধ্বী মালাবতী প্রতিবিয়োগদুঃখে জ্ঞানশূন্য হইয়া আমাকে ও সমস্ত দেবগণকে অভিসম্পাত করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছে; আপনি বিপত্তারণ, অতএব উপস্থিত বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে দয়াসাগর! দেখুন সাধু-পণ্ডিতগণ ও যোগিগণ সকলে স্বপ্ন-জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই বিপদ্ সম্পদ্ যাহাই হউক সমুদয় কার্য্যে দীনতারণ ভগবান্ মাধবকে স্মরণ করিয়া থাকেন। হে হৃষীকেশ! আপনি ত যে কোন দীন অথবা আর্ত্ত ব্যক্তি শরণাগত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, অতএব হে দীনতারণ! আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, আমাদিগকে সেই সাধ্বীর অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করুন। প্রভো! মধুসূদন! দুঃখের কথা কি বলিব, এক পুত্রশাপপ্রভাবেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অপূজ্য হইয়াছি, এক্ষণে আবার সাধ্বী মালাবতী আমার অধিকারপর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে প্রভো দয়াময়! আপনি দয়া করিয়া আমাকে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে সর্ব্বাধিকার দান করিয়াছেন, আমার সেই অনন্যসুলভা সম্পৎ এখনই মালাবতী হইতে

বিনষ্ট হইবে, এক্ষণে আপনার দয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ৬৯—৭৩। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া নীরব হইলে, কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ মহাদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে কৃপাময়! আপনি কৃপা করিয়া আমাকে যে, পুষ্করতীর্থে শত মন্বন্তরকালপর্য্যন্ত তপস্যার ফলস্বরূপ সকলের দুর্লভ, এবং অতি গোপনীয় মহা-জ্ঞানস্বরূপ রত্ন দান করিয়াছিলেন ; তাহার মহিমা কতই বলিব! সমুদয় ঐশ্বর্য্য, সমস্ত ধন, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা অথবা যাবতীয় বিক্রম সেই মহাজ্ঞানের ষোড়শাংশেরও যোগ্য নহে। দয়াময়! সকলের অজ্ঞাত, অন্যের অতি দুর্লভ, আপনার দত্ত আমার সেই তত্ত্বজ্ঞানরত্ন সতীর শাপপ্রভাবে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়! এক্ষণে আপনি রক্ষা না করিলে আর কে করিবে? অহো! পতিব্রতা-রমণীর তেজ কি অদ্ভুত ভয়ঙ্কর, আমিও ত্রিসংসারমধ্যে অত্যদ্ভুত তাদৃশ তেজ দর্শন করি নাই। যেন সেই তেজ স্মরণ করিয়া দগ্ধ হইতেছি। অতএব হে করুণাময় হরে! আমাকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন! মহাদেব এইরূপ বলিয়া নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলে, সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্মদেব বিষণ্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! আপনি সকল রত্নের শ্রেষ্ঠ সনাতনধর্ম্মরূপ যে রত্ন আমাকে দান করিয়াছেন, তাহাও আজ বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। হে পরমেশ্বর! আমি তপস্যার ফলে সপ্তমন্বন্তর-কালপর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি, তাহা আজ রমণীর শাপে বিলুপ্ত হইবে। পরে দেবগণ বলিতে লাগিলেন, হে মাধব! আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে যে যজ্ঞাংশের ও যজ্ঞীয় ঘৃতভোজনের অধিকারী করিয়াছেন, সেই অধিকার আজ যোষিৎ-শাপে বিনষ্ট হইল! দেবগণ এই বলিয়া সংযত ও ভীত হইয়া দণ্ডায়মান হইলে, অকস্মাৎ দৈববাণী হইল "হে দেবগণ! তোমরা সকলে সেই মালাবতীর নিকটে গমন কর, পরে জনার্দ্দন বিপ্রবেশে তোমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত ও শান্তিস্থাপনের জন্য গমন করিতেছেন"। ৭৪—৮২। দেবগণ এই প্রকার দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, সানন্দচিত্তে কৌশিকী-নদীতীরে মালাবতীর নিকটে গমন করিলেন। দেবগণ তথায় গমন করিয়া কমলার সদৃশ লাবণ্যবতী মালাবতীকে দর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহার পরিধান-বস্ত্র বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ। তিনি শরচ্চন্দ্রসদৃশ দেহপ্রভায় দশদিক্ প্রকাশিত করিতেছেন; পতি-সেবারূপ মহদ্ধর্ম্মে সঞ্চিত তেজঃপুঞ্জে, তাহার শরীর যেন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি যোগাসনোপবিষ্টা হইয়া মৃত পতির কলেবর হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে স্বামীর সুরম্য ত্রিতন্ত্রী বীণা বিরাজ করিতেছে, এবং স্বামীর প্রতি ভক্তি ও স্নেহবশতঃ যোগমুদ্রান্বিত তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা শুদ্ধ স্ফটিকের মালা ধারণ করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ চম্পকসদৃশ ও ওষ্ঠাধর বিম্বফলের ন্যায় মনোহর। তাঁহার কণ্ঠদেশে রত্নের মালা দোদুল্যমান। তাঁহাকে দেখিলে স্থিরযৌবনা ও ষোড়শবর্ষীয়া বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার নিতম্বভাগ অতি বৃহৎ এবং পয়োধর ও জঘনস্থল অতিশয় মাংসল। তিনি বারংবার সাদর দৃষ্টিতে নিজ শবরূপী পতিকে অবলোকন করিতেছেন। পরে সেই ধার্ম্মিক ধর্ম্মভীরু দেবগণ তাঁহার এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ৮৩—৯১।

ব্রহ্মখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সৌতি কহিতেছেন,—অনন্তর সেই মঙ্গলপ্রদ ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষণকাল সেইস্থানে থাকিয়া মালাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। মুনিবর! সেই পতিব্রতা মালাবতী দেবগণকে দেখিবামাত্র সকলকে যথাবিধি প্রণাম করিলেন, এবং নিজ মৃত পতিকে তাঁহাদিগের অগ্রে সংস্থাপিত করিয়া পুনরায় রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়, অতিসুন্দর জনৈক ব্রাহ্মণ-কুমার দেবগণের সভামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ ব্রাহ্মণ দণ্ড ও ছত্রধারী, তাঁহার ললাটে উজ্জ্বল তিলক ও হস্তে একখানি পুস্তক। তিনি অতিশয় প্রশান্তমূর্ত্তি, ও সহাস্যবদন। তাঁহার অঙ্গসকল চন্দনচর্চ্চিত, এবং ব্রহ্মতেজে অতিশয় দেদীপ্যমান। ঐ ব্রাহ্মণ-বালক বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত দেবগণকে যথাবিধি সম্ভাষণপূর্ব্বক, তারকা-নিকর মধ্যে শশধরের ন্যায় সেই দেবসভামধ্যে উপবেশন করিলেন, এবং উপবিষ্ট হইয়া সমুদয় দেবগণকে ও মালাবতীকে কহিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার বাক্যদ্বারা তাঁহাকে বিচক্ষণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ১—৬। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—কি জন্য এস্থানে ব্রহ্মাদিদেবগণের সমাগম হইয়াছে? কি কারণেই বা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং বিধাতা উপস্থিত? ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকারী ভগবান্ শম্ভুই বা কি জন্য? কি আশ্চর্য্য! ত্রিজগতের সাক্ষী ধর্ম্মই বা এস্থানে উপস্থিত কেন? কিজন্যই বা চন্দ্র, সূর্য্য,

হুতাশন এস্থানে সমাগম করিয়াছেন? এ কি! স্বয়ং কাল, মৃত্যুকন্যা ও যমাদি দেবগণই বা কিকারণ এই অরণ্যমধ্যে? মালাবতি! তোমার ক্রোড়েই বা এ অতি শুষ্ক শবটী কে? তোমাকে ত জীবিতা দেখিতেছি, কি জন্য তবে তোমার নিকটে মৃতপুরুষ রহিয়াছে? ব্রাহ্মণ-কুমার সভামধ্যে দেবগণকে ও মালাবতীকে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, সাধ্বী মালাবতী সেই বিচক্ষণ ব্রাহ্মণকে প্রণামপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ৭—১১। মালাবতী বলিলেন,—যে ব্রাহ্মণপ্রদত্ত জলপুষ্পে সমস্ত দেবতা ও ভগবান্ হরি তুষ্টি লাভ করেন, আমি সেই বিপ্ররূপী জনার্দ্দনকে আনন্দের সহিত প্রণাম করি। আরও বলিলেন, হে বিভো! আমি অতিশয় শোকার্ত্তা, আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে শ্রবণ করুন। দয়াবান্ ব্যক্তির কখন যোগ্য বা অযোগ্য বলিয়া দয়ার ইতর-বিশেষ হয় না। হে বিপ্রবর! আমি উপবর্হণ গন্ধর্ব্বের পত্নী ও চিত্ররথের কন্যা এবং সকলে আমাকে মালাবতী বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। আমি এই স্বামীর সহিত নানা রমণীয় প্রদেশে, দিব্য লক্ষযুগ স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়াছি। হে বিপ্রবর! আপনি পণ্ডিত, সাধ্বী রমণীদিগের পতির প্রতি কি প্রকার স্নেহ, তাহা আপনি শাস্ত্রানুসারে সমুদয়ই জানেন। আমার এই পতি, ব্রহ্মার শাপহেতু অকস্মাৎ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, আমিও স্বামীর জীবন লাভের নিমিত্ত দেবগণের নিকটে বহুতর বিলাপ করিয়াছি। কিন্তু জানিলাম এই ভূমণ্ডলে সকলেই স্বার্থতৎপর, নিজকার্য্য-সাধনের জন্যই নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত, কেহই পরের দুঃখাদুঃখ জানিতে চান না। হে ব্রহ্মন্! মানবগণের সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক, সন্তাপ ঐশ্বর্য্য, পরম আনন্দ, জন্ম এবং মৃত্যু প্রভৃতি যাহাই বলুন, দেবতারাই সকলের জনক ও সকল কর্ম্মের ফলদাতা, এবং দেবতারই অনায়াসে কর্ম্মরূপ বৃক্ষের উন্মূলন করিতে পারিবেন। দেবতা হইতে উৎকৃষ্ট বন্ধু নাই, দেবতাই সকল অপেক্ষা বলবান্, দেবতা হইতে বলবান্ বা দাতা আর কেহই নাই। এই কারণেই আমি সকল দেবতার নিকটে একমাত্র বাঞ্ছনীয় পতি-ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলাম; বিশেষ জানি, দেবতারূপ বৃক্ষ হইতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-ফল লাভ হয়। আমি এক্ষণে বলিতেছি, যদি দেবগণ আমার প্রার্থনীয় পতি দান করেন উত্তম, নতুবা নিশ্চয় তাঁহাদিগকে স্ত্রীবধের ভাগী করিব, এবং সকলকেই আমি ভয়ঙ্কর দুর্নিবারক অভিসম্পাত প্রদান করিব, দেখি অনিবার্য্য সতীশাপ দেবগণ কোন্ তপস্যায় নিবারণ করেন! হে শৌনক! শোকার্ত্তা সাধ্বী মালাবতী দেবগণসমক্ষে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, সেই ব্রাহ্মণবর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ১২—২৫। হে মালাবতি! দেবগণ কর্ম্মের ফলদাতা সত্য, কিন্তু কৃষক যেরূপ বীজবপনমাত্রে ফলদানে অক্ষম, ইহাঁরাও সেইপ্রকার সময়ে ফলদান করিয়া থাকেন, সদ্য কাহারও ফলদানে সাধ্য নাই। হে সতি! গৃহী ব্যক্তি যে প্রকার কৃষকদ্বারা ক্ষেত্রে ধান্য বপন করিলে, সময়ে তাহার অঙ্কুর ও সময়েই ফল হইয়া থাকে, এবং সময় হইলেই যেমন তাহা সুপক্ব হয় ও যথাসময়ে গৃহী যেরূপ প্রাপ্ত হন, সমুদয় কর্ম্মফলকেও এইপ্রকার জানিও। গৃহস্থ ব্যক্তি, বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়াই এই সংসারক্ষেত্রে কর্ম্মবীজ রোপণ করেন, পরে যথাসময়ে তাহার অঙ্কুর ও যথাসময়ে বৃক্ষ হইতে ফল প্রাপ্ত হন। পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বহুকাল যে তপঃসঞ্চয় করেন, দেবতারা তাহার ফল দান করেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই সত্য। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মুখরূপ উৎকৃষ্ট উর্ব্বরাক্ষেত্রে, যিনি যাহা ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করেন, পরে নিশ্চয় তিনি তাহা পাইয়া থাকেন। আরও দেখ, বল, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, পুত্র, স্ত্রী, সৎপতি প্রভৃতি যাহাই বল, তপস্যাব্যতীত কিছুই হয় না! যে জন জন্ম-জন্মান্তর ভক্তিপূর্ব্বক মূলপ্রকৃতি দেবীকে সেবা করেন, সেই ভক্ত অবলীলাক্রমে প্রকৃতির বরে, সর্ব্বগুণান্বিতা বিনীতা ও সুন্দরী ভার্য্যা, অচলা লক্ষ্মী, পুত্র, পৌত্র, ভূমি, বল এবং প্রজা, এ সকলই লাভ করিতে পারেন। ২৬—৩৪। হে ভদ্রে! যিনি সাক্ষাৎ মঙ্গলস্বরূপ ও মঙ্গলদাতা এবং মঙ্গলের একমাত্র কারণ, সেই আনন্দময় মহাত্মা মৃত্যুঞ্জয় শিবকে যিনি ভক্তিপূর্ব্বক জন্ম-জন্ম আরাধনা করেন, তিনি তাঁহার বরপ্রভাবে পুরুষ হইলে, সৎকান্তা ও স্ত্রী হইলে সৎপতি এবং বিদ্যা, জ্ঞান, সুকবিত্ব পুত্র, পৌত্র, অতুল ঐশ্বর্য্য, বল, বিক্রম সকলই লাভ করিতে সমর্থ হন। যে জন ব্রহ্মার আরাধনা করেন, তিনিও তাঁহার বরে সন্তান, সন্ততি, লক্ষ্মী, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ প্রভৃতি অনায়াসে প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি দীননাথ দিবাকরকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন, তাহারও বিদ্যা, আরোগ্য, আনন্দ ও ধন-পুত্রাদি সমুদয় লাভ হইয়া থাকে। ৩৫—৩৯। হে শোভনে! সকল দেবের অগ্রে যাঁহার পূজা হইয়া থাকে ও যিনি সকলের ঈশ্বর, সেই দেবদেব সনাতন গণপতিকে ভক্তি করিয়া জন্ম-জন্ম ভজনা করিলে, তাঁহার বরপ্রভাবে

ভক্তের স্বপ্নজাগরণাদি সমুদয় অবস্থাতেই সমুদয় বিঘ্ন বিনষ্ট হয় এবং তিনিও পরম আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, পুত্র, পৌত্র অন্যান্য পরিবারবর্গ এবং জ্ঞান, বিদ্যা ও সুকবিত্ব লাভ করেন। যিনি সুরেশ্বর লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণুকে ভজনা করেন, তিনি বরপ্রার্থী হইলে সমুদয় বর ও নিষ্কাম হইলে মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। সেই শান্তিময় জগৎপালক বিষ্ণুর সেবায় সত্য সত্যই মনুষ্যগণ সকল তপস্যা, সমুদয় ধর্ম্ম, যশ ও অতুলকীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সেই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সেবা করিয়া বরপ্রার্থনা করেন, তিনি বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া বিধাতাকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হন। সেই সর্ব্বপ্রকৃতি, সর্ব্বেশ্বরী, বৈষ্ণবী মায়া যার প্রতি প্রসন্না হন, তাহাকে বিষ্ণুমন্ত্র দান করিয়া চরিতার্থ করেন এবং যে ধর্ম্মিষ্ঠব্যক্তি ধর্ম্মের সেবা করেন, তিনি নিশ্চয় সকল ধর্ম্মলাভে সমর্থ হন ও ইহলোকে সমস্ত সুখ উপভোগ করিয়া, দেহান্তে পরম বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক যে দেবতার উপাসনা করেন, তিনি অগ্রে তাঁহাকে লাভ করেন ও পরিণামে তাঁহারই সহিত বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন। আর যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদিরও উপাস্য ও সকলের বীজস্বরূপ পরাৎপর, যাঁহাকে যোগিগণ পরম ব্রহ্ম অক্ষর বলিয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সনাতন এবং যে স্বেচ্ছাময় ভগবান্ কেবল জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া কখন সাকার ও কখন নিরাকাররূপে প্রতীত হন, যিনি সকলের আধার ও সকলের ঈশ্বর, যিনি নিত্যানন্দময়, যিনি সর্ব্বময় হইয়াও সকল হইতে নির্লিপ্ত, যাঁহার আকার ধারণ কেবল ভক্তের অনুগ্রহের নিমিত্ত এবং যিনি সকলের সাক্ষীস্বরূপ, সেই প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণকে যে ব্যক্তি ভজনা করেন, তিনি জীবন্মুক্ত এবং সেই সুবুদ্ধি ব্যক্তি সত্যই আর কোন বরের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। ৪০—৫১। হে সতি! সেই কৃষ্ণভক্তের নিকটে সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়, ব্রহ্মত্ব, অমরত্ব ও নির্ব্বাণ মোক্ষ পর্য্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। সেই কৃষ্ণভক্তব্যক্তি সমুদয় ঐশ্বর্য্যকে লোষ্ট্রতুল্য নশ্বর বিবেচনা করেন এবং তিনি ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব বা চিরজীবিত্বকে জলের বুদ্বুদের ন্যায় জ্ঞানে অতি তুচ্ছ বলিয়া গণনা করেন; তাঁহার কেবল স্বপ্নজাগরণাদি সকল অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা বাঞ্ছনীয় হইয়া থাকে। সেই কৃষ্ণভক্ত শ্রীকৃষ্ণের দাস্য ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। ভক্তগণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে অচলা ভক্তি ও দাস্য লাভ করিয়াই চরিতার্থ হন। হে শোভনে! অধিক কি, যিনি পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দাস্য লাভ করেন, তিনি যথার্থই সুস্থির হন এবং সেই কৃষ্ণভক্ত অবলীলাক্রমে আপনার কোটিকুল এবং শ্বশুর ও মাতামহের শত কুল, দাস, দাসী, জননী, ভার্য্যা ও পুত্র প্রভৃতির ও অধস্তন শতকুল উদ্ধার করিয়া নিশ্চয় গোলোকধামে গমন করেন। জীবগণ যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবা না করে, সেই কাল পর্য্যন্তই তাহাদিগের গর্ভবাস ও যমযন্ত্রণা হইয়া থাকে এবং সেই পর্য্যন্তই তাহারা গৃহী হইয়া সংসার-যন্ত্রণা-ভোগের প্রার্থনা করে। পতিব্রতে! অধিক কি কহিব, যাঁহার কর্ণে গুরুমুখ-বিনির্গত বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে, যমরাজ ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার ললাট-লিখন অপসারিত করেন এবং ব্রহ্মা,—"অহো! হরিভক্ত ব্রহ্মলোক লঙ্ঘনপূর্ব্বক এই পথেই গমন করিবে।" এই ভাবিয়া, অগ্রেই তাঁহার নিমিত্ত মধুপর্কাদি প্রস্তুত করিয়া রাখেন; কল্পকোটিকাল গত হইলেও তাঁহার আর সংসারক্ষেত্রে পতনের সম্ভব নাই। ৫২—৬১। সেই হরিভক্তের কোটিজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জ থাকিলেও, তাহারা সভয়ে গরুড় দর্শনে সর্পগণের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। হরিভক্তের যাবতীয় পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, তীক্ষ্ণধার কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হয়। হে সতি! শ্রীকৃষ্ণের চক্রভয়ে জরা-মৃত্যু পর্য্যন্ত হরিভক্তকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে; নতুবা সুদর্শন চক্র তাহাদিগকে শত খণ্ড করিয়া ফেলে। সেই হরিভক্ত মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে গোলোকে গমন করেন এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন। যতদিন শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে থাকিবেন সেই অসীম কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণভক্তও সেই স্থানে অবস্থান করেন। তাঁহারা ব্রহ্মার নশ্বর আয়ুকে নিমেষের ন্যায় দেখিতে থাকেন। ৬২—৬৬।

ব্রহ্মখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর ব্রাহ্মণকুমার মালাবতীকে কহিলেন,—সাধ্বি! তোমার স্বামীর কোন্ রোগে মৃত্যু হইয়াছে বল; আমি এক জন চিকিৎসক, সকল রোগেরই চিকিৎসা করিয়া থাকি। আমি রোগহেতু মৃততুল্য অথবা মৃত হইলেও সাত দিনের মধ্যে মহাজ্ঞানদ্বারা অনায়াসে তাহার জীবন দান করিতে পারি। আমি মনে করিলে, এখনই ব্যাধগণ যেরূপ পশুকে বন্ধন করিয়া আনয়ন করে, সেই প্রকার জরা, মৃত্যু, যম, কাল ও ব্যাধিগণ সকলকে বন্ধনপূর্ব্বক তোমার

নিকটে উপস্থিত করিতে পারি। সুন্দরি! দেহী ব্যক্তির যে প্রকারে শরীরে কোন রোগ না হইতে পারে এবং যে যে রোগের যে যে কারণ, তাহা আমি সমুদয় বিদিত আছি। অমঙ্গলজনক দৃশ্য ব্যাধির কারণ যেরূপে উপস্থিত না হইতে পারে, শাস্ত্রানুসারে তাহারও উপায় আমি জানি। যে ব্যক্তি কোনরূপ খেদনিবন্ধন যোগদ্বারা দেহ ত্যাগ করেন, তাহারও উপায় আমি যোগধর্ম্মানুসারে বিদিত আছি। অনন্তর সাধ্বী মালাবতী, ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রফুল্লান্তঃকরণে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন। ১—৭। কি আশ্চর্য্য! এই বালকের মুখে কি অদ্ভুত বাক্যই শ্রবণ করিলাম! এই ব্রাহ্মণ দেখিতে শিশু, কিন্তু জ্ঞানে যোগবিদ্‌গণেরও বিস্ময়জনক! হে ব্রহ্মন্! যখন আপনি আমার পতির জীবন-দানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন তিনি জীবিতই হইয়াছেন ; কারণ সাধুবাক্য কখনই অন্যথা হয় না। হে বেদবিদ্বর! পরে আমার পতির জীবন দান করিবেন, এক্ষণে সন্দেহবশতঃ যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দান করুন, কারণ এই দেবগণের মধ্যে অগ্রে স্বামীকে জীবিত করিলে, নিকটে তিনি উপস্থিত থাকিতে আমি আর আপনাকে প্রশ্ন করিতে সক্ষম হইব না। দেখুন, এই সভায় ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং বেদবিদগ্রগণ্য আপনিও উপস্থিত আছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে আমার নিয়ন্তা কেহই নাই। আপনিও সমস্তই জানেন। নারীকে ভর্ত্তা রক্ষা করিলে কেহই তার খণ্ডন করিতে পারেন না এবং তিনি শাস্তি দান করিলে, কাহারও রক্ষার ক্ষমতা নাই। যোষিদ্‌গণের স্বামীই কর্ত্তা, এইরূপ স্ত্রী-পুরুষভাব চিরপ্রসিদ্ধ। এ শক্তি, কি বেদ, কি ব্রহ্মা, কি রুদ্র কাহারও নাই। স্ত্রীলোকের স্বামীই কর্ত্তা, স্বামীই পোষক ও রক্ষিতা, স্ত্রীগণের স্বামিসদৃশ গুরু আর নাই ; তাহাদিগের অভীষ্টদেবতা ও পূজ্য স্বামী ব্যতীত কেহই নহে। যে রমণী সৎকুলে জন্ম লাভ করেন, তিনিই স্বামীর বশবর্ত্তিনী হন এবং যিনি অসৎকুলোৎপন্না, নিশ্চয় তিনিই কেবল স্বাধীনা ও স্বভাবদোষে কুলটা হন। যে নরাধমা অসৎকুলপ্রসূতা দুষ্টা রমণী পরপুরুষের সেবা করেন, তিনিই কেবল পতির নিন্দা করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! আমি উপবর্হণ গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা, চিত্ররথের কন্যা এবং গন্ধর্ব্বরাজের বধূ, আমি স্বামী ব্যতীত আর কিছুই জানি না, সেই জন্যই আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। হে বেদবিদ্বর! আপনি ত সকলই করিতে পারেন, এজন্য প্রার্থনা করিতেছি, একবার আমার নিকটে কাল, যম ও মৃত্যুকন্যাকে আনয়ন করুন। অনন্তর বেদবিদ্বর সেই ব্রাহ্মণ মালাবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই সভামধ্যে তাঁহাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক আনয়ন করিলেন। ৮—২০। পরে সাধ্বী মালাবতী প্রথমে মৃত্যুকন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণা, ঘোররূপা ও রক্তাম্বরধারিণী ; তাঁহার ছয় হাত ও শান্ত-মূর্ত্তি, তিনি মহাসতী দয়াবতী ও ঈষৎ হাস্যযুক্তা; তাঁহার সমভিব্যাহারে চতুঃষষ্টি পুত্রগণ এবং তিনি স্বামী মহাকালের বামপার্শ্ববর্ত্তিনী। অনন্তর সতী মালাবতী, দেখিতে অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি, ও গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী, নারায়ণাংশ সেই মহাকালকে দর্শন করিলেন। তাঁহার ছয় মুখ, ষোড়শ বাহু এবং চতুর্ব্বিংশতি লোচন ও ছয় পা, তিনি কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তাম্বর-পরিধান, সেই দেবদেবই সকলের সংহার-কর্ত্তা ও অতি বিকৃতরূপ, তিনিই সকলের অধীশ্বর, সকলের নিয়ন্তা, ও ভগবান্ সনাতন। ঈষৎ হাস্য-চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ায়, তাঁহার মুখকমল প্রসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার করে অক্ষমালা, তিনি নিরন্তর সেই পরমব্রহ্ম পরমাত্মা জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকেই জপ করিতেছেন। পরে সতী মালাবতী, সম্মুখে মাতার স্তনপানকারী, অথচ দেখিতে অতি বৃদ্ধ, সুদুর্জ্জয় ব্যাধিসমূহকে দর্শন করিলেন। তাহার পর, স্থূলপাদ কৃষ্ণবর্ণ ধর্ম্মিষ্ঠ যমরাজকে দেখিতে পাইলেন, তিনি সেই পরমব্রহ্ম সনাতন ভগবান্‌কে জপ করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ও ধর্ম্মা-ধর্ম্মের বিচারকারী, তাঁহার নিকটেই পাপিষ্ঠেরা শাস্তি লাভ করিয়া থাকে। মহাসাধ্বী মালাবতী, সম্মুখে এইরূপ যমরাজকে ও অন্যান্য সকলকে দর্শন করিয়া, প্রহৃষ্টবদনে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রথমেই যমরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২১—৩০। মালাবতী কহিলেন,— হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিত, অতএব হে প্রভো! কিজন্য অসময়ে আমার কান্তকে হরণ করিলেন? মালাবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া যমরাজ কহিলেন, হে সাধ্বি! এই ভূমণ্ডলে কেহই কাল প্রাপ্ত না হইয়া মৃত হয় না এবং আমিও কোন-ক্রমে ঈশ্বরের আজ্ঞা ভিন্ন কাহাকেও গ্রহণ করিতে পারি না। আমি যম, মৃত্যুকন্যা ও দুর্জ্জয় ব্যাধিগণ আমরা সকলেই ঈশ্বরের আজ্ঞায় প্রাপ্তকাল জীব-গণকেই গ্রহণ করিয়া থাকি ; আরও দেখ, এই বিচারজ্ঞা মৃত্যুকন্যা পরমায়ুর নিঃশেষবশতঃ যাঁহাকে

ভক্তের স্বপ্নজাগরণাদি সমুদয় অবস্থাতেই সমুদয় বিঘ্ন বিনষ্ট হয়, এবং তিনিও পরম আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, পুত্র, পৌত্র অন্যান্য পরিবারবর্গ এবং জ্ঞান, বিদ্যা ও সুকবিত্ব লাভ করেন। যিনি সুরেশ্বর লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণুকে ভজনা করেন, তিনি বরপ্রার্থী হইলে সমুদয় বর ও নিষ্কাম হইলে মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। সেই শান্তিময় জগৎপালক বিষ্ণুর সেবায় সত্য সত্যই মনুষ্যগণ সকল তপস্যা, সমুদয় ধর্ম্ম, যশ ও অতুলকীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সেই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সেবা করিয়া বরপ্রার্থনা করেন, তিনি বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া বিধাতাকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হন। সেই সর্ব্বপ্রকৃতি, সর্ব্বেশ্বরী, বৈষ্ণবী মায়া যার প্রতি প্রসন্না হন, তাহাকে বিষ্ণুমন্ত্র দান করিয়া চরিতার্থ করেন এবং যে ধর্ম্মিষ্ঠব্যক্তি ধর্ম্মের সেবা করেন, তিনি নিশ্চয় সকল ধর্ম্মলাভে সমর্থ হন ও ইহলোকে সমস্ত সুখ উপভোগ করিয়া, দেহান্তে পরম বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক যে দেবতার উপাসনা করেন, তিনি অগ্রে তাঁহাকে লাভ করেন ও পরিণামে তাঁহারই সহিত বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন। আর যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদিরও উপাস্য ও সকলের বীজস্বরূপ পরাৎপর, যাঁহাকে যোগিগণ পরম ব্রহ্ম অক্ষর বলিয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সনাতন এবং যে স্বেচ্ছাময় ভগবান্ কেবল জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া কখন সাকার ও কখন নিরাকাররূপে প্রতীত হন, যিনি সকলের আধার ও সকলের ঈশ্বর, যিনি নিত্যানন্দময়, যিনি সর্ব্বময় হইয়াও সকল হইতে নির্লিপ্ত, যাঁহার আকার ধারণ কেবল ভক্তের অনুগ্রহের নিমিত্ত এবং যিনি সকলের সাক্ষীস্বরূপ, সেই প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণকে যে ব্যক্তি ভজনা করেন, তিনি জীবন্মুক্ত এবং সেই সুবুদ্ধি ব্যক্তি সত্যই আর কোন বরের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। ৪০—৫১। হে সতি! সেই কৃষ্ণভক্তের নিকটে সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়, ব্রহ্মত্ব, অমরত্ব ও নির্ব্বাণ মোক্ষ পর্য্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। সেই কৃষ্ণভক্তব্যক্তি সমুদয় ঐশ্বর্য্যকে লোষ্ট্রতুল্য নশ্বর বিবেচনা করেন এবং তিনি ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব বা চিরজীবিত্বকে জলের বুদ্বুদের ন্যায় জ্ঞানে অতি তুচ্ছ বলিয়া গণনা করেন; তাঁহার কেবল স্বপ্নজাগরণাদি সকল অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা বাঞ্ছনীয় হইয়া থাকে। সেই কৃষ্ণভক্ত শ্রীকৃষ্ণের দাস্য ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। ভক্তগণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে অচলা ভক্তি ও দাস্য লাভ করিয়াই চরিতার্থ হন। হে শোভনে! অধিক কি, যিনি পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দাস্য লাভ করেন, তিনি যথার্থই সুস্থির হন এবং সেই কৃষ্ণভক্ত অবলীলাক্রমে আপনার কোটিকুল এবং শ্বশুর ও মাতামহের শত কুল, দাস, দাসী, জননী, ভার্য্যা ও পুত্র প্রভৃতির ও অধস্তন শতকুল উদ্ধার করিয়া নিশ্চয় গোলোকধামে গমন করেন। জীবগণ যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবা না করে, সেই কাল পর্য্যন্তই তাহাদিগের গর্ভবাস ও যমযন্ত্রণা হইয়া থাকে এবং সেই পর্য্যন্তই তাহারা গৃহী হইয়া সংসার-যন্ত্রণা-ভোগের প্রার্থনা করে। পতিব্রতে! অধিক কি কহিব, যাঁহার কর্ণে গুরুমুখ-বিনির্গত বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে, যমরাজ ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার ললাট-লিখন অপসারিত করেন এবং ব্রহ্মা,—"অহো! হরিভক্ত ব্রহ্মলোক লঙ্ঘনপূর্ব্বক এই পথেই গমন করিবে।" এই ভাবিয়া, অগ্রেই তাঁহার নিমিত্ত মধুপর্কাদি প্রস্তুত করিয়া রাখেন; কল্পকোটিকাল গত হইলেও তাঁহার আর সংসারক্ষেত্রে পতনের সম্ভব নাই। ৫২—৬১। সেই হরিভক্তের কোটিজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জ থাকিলেও, তাহারা সভয়ে গরুড় দর্শনে সর্পগণের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। হরিভক্তের যাবতীয় পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, তীক্ষ্ণধার কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হয়। হে সতি! শ্রীকৃষ্ণের চক্রভয়ে জরা-মৃত্যু পর্য্যন্ত হরিভক্তকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে; নতুবা সুদর্শন চক্র তাহাদিগকে শত খণ্ড করিয়া ফেলে। সেই হরিভক্ত মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে গোলোকে গমন করেন এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন। যতদিন শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে থাকিবেন সেই অসীম কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণভক্তও সেই স্থানে অবস্থান করেন। তাঁহারা ব্রহ্মার নশ্বর আয়ুকে নিমেষের ন্যায় দেখিতে থাকেন। ৬২—৬৬।

ব্রহ্মখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর ব্রাহ্মণকুমার মালাবতীকে কহিলেন,—সাধ্বি! তোমার স্বামীর কোন্ রোগে মৃত্যু হইয়াছে বল; আমি এক জন চিকিৎসক, সকল রোগেরই চিকিৎসা করিয়া থাকি। আমি রোগহেতু মৃততুল্য অথবা মৃত হইলেও সাত দিনের মধ্যে মহাজ্ঞানদ্বারা অনায়াসে তাহার জীবন দান করিতে পারি। আমি মনে করিলে, এখনই ব্যাধগণ যেরূপ পশুকে বন্ধন করিয়া আনয়ন করে, সেই প্রকার জরা, মৃত্যু, যম, কাল ও ব্যাধিগণ সকলকে বন্ধনপূর্ব্বক তোমার

নিকটে উপস্থিত করিতে পারি। সুন্দরি! দেহী ব্যক্তির যে প্রকারে শরীরে কোন রোগ না হইতে পারে এবং যে যে রোগের যে যে কারণ, তাহা আমি সমুদয় বিদিত আছি। অমঙ্গলজনক দৃশ্য ব্যাধির কারণ যেরূপে উপস্থিত না হইতে পারে, শাস্ত্রানুসারে তাহারও উপায় আমি জানি। যে ব্যক্তি কোনরূপ খেদনিবন্ধন যোগদ্বারা দেহ ত্যাগ করেন, তাহারও উপায় আমি যোগধর্ম্মানুসারে বিদিত আছি। অনন্তর সাধ্বী মালাবতী, ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রফুল্লান্তঃকরণে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন। ১—৭। কি আশ্চর্য্য! এই বালকের মুখে কি অদ্ভুত বাক্যই শ্রবণ করিলাম! এই ব্রাহ্মণ দেখিতে শিশু, কিন্তু জ্ঞানে যোগবিদ্গণেরও বিস্ময়জনক! হে ব্রহ্মন্! যখন আপনি আমার পতির জীবন-দানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন তিনি জীবিতই হইয়াছেন; কারণ সাধুবাক্য কখনই অন্যথা হয় না। হে বেদবিদ্বর! পরে আমার পতির জীবন দান করিবেন, এক্ষণে সন্দেহবশতঃ যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দান করুন, কারণ এই দেবগণের মধ্যে অগ্রে স্বামীকে জীবিত করিলে, নিকটে তিনি উপস্থিত থাকিতে আমি আর আপনাকে প্রশ্ন করিতে সক্ষম হইব না। দেখুন, এই সভায় ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং বেদবিদগ্রগণ্য আপনিও উপস্থিত আছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে আমার নিয়ন্তা কেহই নাই। আপনিও সমস্তই জানেন। নারীকে ভর্ত্তা রক্ষা করিলে কেহই তার খণ্ডন করিতে পারেন না এবং তিনি শাস্তি দান করিলে, কাহারও রক্ষার ক্ষমতা নাই। যোষিদ্গণের স্বামীই কর্ত্তা, এইরূপ স্ত্রী-পুরুষভাব চিরপ্রসিদ্ধ। এ শক্তি, কি বেদ, কি ব্রহ্মা, কি রুদ্র কাহারও নাই। স্ত্রীলোকের স্বামীই কর্ত্তা, স্বামীই পোষক ও রক্ষিতা, স্ত্রীগণের স্বামিসদৃশ গুরু আর নাই; তাহাদিগের অভীষ্টদেবতা ও পূজ্য স্বামী ব্যতীত কেহই নহে। যে রমণী সৎকুলে জন্ম লাভ করেন, তিনিই স্বামীর বশবর্ত্তিনী হন এবং যিনি অসৎকুলোৎপন্না, নিশ্চয় তিনিই কেবল স্বাধীনা ও স্বভাবদোষে কুলটা হন। যে নরাধমা অসৎকুলপ্রসূতা দুষ্টা রমণী পরপুরুষের সেবা করেন, তিনিই কেবল পতির নিন্দা করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! আমি উপবর্হণ গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা, চিত্ররথের কন্যা এবং গন্ধর্ব্বরাজের বধূ, আমি স্বামী ব্যতীত আর কিছুই জানি না, সেই জন্যই আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। হে বেদবিদ্বর! আপনি ত সকলই করিতে পারেন, এজন্য প্রার্থনা করিতেছি, একবার আমায় নিকটে কাল, যম ও মৃত্যুকন্যাকে আনয়ন করুন। অনন্তর বেদবিদ্বর সেই ব্রাহ্মণ মালাবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই সভামধ্যে তাঁহাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক আনয়ন করিলেন। ৮—২০। পরে সাধ্বী মালাবতী প্রথমে মৃত্যুকন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণা, ঘোররূপা ও রক্তাম্বরধারিণী; তাঁহার ছয় হাত ও শান্ত-মূর্ত্তি, তিনি মহাসতী দয়াবতী ও ঈষৎ হাস্যযুক্তা; তাঁহার সমভিব্যাহারে চতুঃষষ্টি পুত্রগণ এবং তিনি স্বামী মহাকালের বামপার্শ্ববর্ত্তিনী। অনন্তর সতী মালাবতী, দেখিতে অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি, ও গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী, নারায়ণাংশ সেই মহাকালকে দর্শন করিলেন। তাঁহার ছয় মুখ, ষোড়শ বাহু এবং চতুর্ব্বিংশতি লোচন ও ছয় পা, তিনি কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তাম্বর-পরিধান, সেই দেবদেবই সকলের সংহার-কর্ত্তা ও অতি বিকৃতরূপ, তিনিই সকলের অধীশ্বর, সকলের নিয়ন্তা, ও ভগবান্ সনাতন। ঈষৎ হাস্য-চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ায়, তাঁহার মুখকমল প্রসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার করে অক্ষমালা, তিনি নিরন্তর সেই পরমব্রহ্ম পরমাত্মা জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকেই জপ করিতেছেন। পরে সতী মালাবতী, সম্মুখে মাতার স্তনপানকারী, অথচ দেখিতে অতি বৃদ্ধ, সুদুর্জ্জয় ব্যাধিসমূহকে দর্শন করিলেন। তাহার পর, স্থূলপাদ কৃষ্ণবর্ণ ধর্ম্মিষ্ঠ যমরাজকে দেখিতে পাইলেন, তিনি সেই পরমব্রহ্ম সনাতন ভগবান্‌কে জপ করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ও ধর্ম্মা-ধর্ম্মের বিচারকারী, তাঁহার নিকটেই পাপিষ্ঠেরা শাস্তি লাভ করিয়া থাকে। মহাসাধ্বী মালাবতী, সম্মুখে এইরূপ যমরাজকে ও অন্যান্য সকলকে দর্শন করিয়া, প্রহৃষ্টবদনে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রথমেই যমরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২১—৩০। মালাবতী কহিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিত, অতএব হে প্রভো! কিজন্য অসময়ে আমার কান্তকে হরণ করিলেন? মালাবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া যমরাজ কহিলেন, হে সাধ্বি! এই ভূমণ্ডলে কেহই কাল প্রাপ্ত না হইয়া মৃত হয় না এবং আমিও কোন-ক্রমে ঈশ্বরের আজ্ঞা ভিন্ন কাহাকেও গ্রহণ করিতে পারি না। আমি যম, মৃত্যুকন্যা ও দুর্জ্জয় ব্যাধিগণ আমরা সকলেই ঈশ্বরের আজ্ঞায় প্রাপ্তকাল জীব-গণকেই গ্রহণ করিয়া থাকি; আরও দেখ, এই বিচারজ্ঞা মৃত্যুকন্যা পরমায়ুর নিঃশেষবশতঃ যাঁহাকে

গ্রহণ করেন, আমি তাঁহাকেই অধিকার করিয়া থাকি; এক্ষণে তুমি মৃত্যুকন্যাকে জিজ্ঞাসা কর, কিকারণে তিনি এ. কার্য্য করেন। যমরাজের বাক্যশ্রবণে মালাবতী কহিলেন, মৃত্যুকন্যে! তুমিও রমণী, অবশ্যই স্বামিবেদন জান, তবে কিজন্য আমি জীবিতা থাকিতে আমার স্বামীকে হরণ করিলে? মৃত্যুকন্যা বলিলেন,—হে সতি! বিধাতা আমাকে এই কার্য্যের জন্যই সৃজন করিয়াছেন, আমি বহু তপস্যাতেও ইহা পরিত্যাগে সমর্থা নহি। হে সুন্দরি! যদি ভূমণ্ডলে কোন পরম তেজস্বিনী মহাসাধ্বী, আমাকে ভস্ম করিতে পারেন, তবেই আমার সকল আপদ্ দূর হয়, পরে স্বামী-পুত্রের যাহা হয় হইবে। হে সাধ্বি! তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার বা আমার পুত্রগণের কোন দোষ নাই, আমরা সকলে কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকি। ভদ্রে! তুমি সকলের সমক্ষে ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা কালকেই জিজ্ঞাসা কর, পরে যেরূপ উচিত বিবেচনা হয় করিবে। অনন্তর মালাবতী কহিলেন, হে ভগবন্ কাল! আপনি সকল কার্য্যের সাক্ষী ও কর্ম্মরূপী সনাতন এবং আপনি নারায়ণের অংশ; সুতরাং আপনি সকলের উৎকৃষ্ট, আপনাকে নমস্কার। হে কৃপানিধে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব সকলের দুঃখই বুঝিতে পারেন, তবে কি কারণে আমার জীবন থাকিতে আমার কান্তকে হরণ করিলেন? ইহা শ্রবণে কাল বলিলেন, সাধ্বি! আমি বা কে, যমই বা কে আর মৃত্যুকন্যা ও ব্যাধিগণই বা কে? সকলেই আমরা পরমেশ্বরের আজ্ঞায় বিচরণ করিয়া থাকি। ৩১—৪৪। যিনি মূলপ্রকৃতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সমুদয় দেবতা, মুনীন্দ্র, চতুর্দ্দশ মনু এবং সমস্ত মনুষ্য ও সকল জন্তুগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যে পরমাত্মার চরণারবিন্দ বিচক্ষণ যোগিগণ ধ্যান করিয়া থাকেন ও যাঁহার পবিত্র নাম নিরন্তর জপ করেন, বায়ুদেব যাঁহার ভয়ে নিরন্তর গমন করেন ও সূর্য্যদেব যাঁহার ভয়ে উত্তাপদাতা এবং যাঁহার আজ্ঞায় ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিষ্ণু রক্ষাকর্ত্তা হইয়াছেন; শঙ্কর যাঁহার শাসনানুসারে সকল জগৎসংসার সংহার করিয়া থাকেন, যাঁহার আজ্ঞায় ধর্ম্ম, সকল কর্ম্মের সাক্ষী এবং রাশিচক্র ও সমুদয় গ্রহগণ যাঁহার শাসনে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, যাঁহার আজ্ঞাতেই ইন্দ্রাদি দেবতা দিক্পাল হইয়াছেন, বৃক্ষসকল যাঁহার আজ্ঞায় ফল-পুষ্প প্রসব করে, হে সাধ্বি মালাবতি! যাঁহারই আজ্ঞায় জলাধারা বসুন্ধরা সকলের আধার হইয়া কাল যাপন করিতেছেন এবং স্বয়ং সেই পৃথিবী ক্ষমাবতী হইয়াও যে পুরুষের ভয়ে, সময়ে কম্পিত হইয়া থাকেন এবং সকলে নিরন্তর যাঁহার মায়ায় মোহিতা আছেন ও যিনি সকলের প্রসবকর্ত্রী সেই প্রকৃতিও যাঁহার ভয়ে ভীতা হন, যে বেদে সমুদয় বস্তুর ভাব বিদিত হওয়া যায়, সেই বেদই যে মহাপুরুষের অন্ত পান না এবং সমস্ত পুরাণশাস্ত্র যাঁহার স্তুতিপাঠে বিরত, অধিক কি, ব্রহ্মা বিষ্ণুও যাঁহার নামকীর্ত্তনে সুখী হন, এমন কি, সেই সুমহান্ বিরাট্ পুরুষ যে ভগবানের তেজের ষোড়শাংশমাত্র এবং যিনি সকলেরই ঈশ্বর, কালের কাল, মৃত্যুর মৃত্যু ও পরাৎপর, সেই শ্রীকৃষ্ণকেই তুমি সর্ব্ববিঘ্ননাশের নিমিত্ত চিন্তা কর, সেই কৃপানিধিই তোমার সকল অভীষ্ট ও স্বামী দান করিবেন; এই আমরা সকলেই যাঁহার প্রেরিত, সেই কৃষ্ণই কেবল সকল সম্পদের দানকর্ত্তা। হে শৌনক! কাল পুরুষ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মণবালক কহিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৫—৫৭।

ব্রহ্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে শুভে গন্ধর্ব্বকুমারি! এই ত কাল, যম, মৃত্যুকন্যা ও ব্যাধিগণ সকলকে জিজ্ঞাস্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, এক্ষণে আরও কোন সন্দেহ থাকে ত জিজ্ঞাসা কর। সতী মালাবতী ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই ব্রাহ্মণরূপী জগদীশ্বরকেই মনোগত প্রশ্ন করিলেন। মালাবতী বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিয়াছেন, ব্যাধিগণ প্রাণীদিগের প্রাণহরণরূপ অহিতাচরণ করিয়া থাকেন এবং সেই ব্যাধিগণের নানাপ্রকার কারণ সকল বেদে নিরূপিত আছে, অতএব হে মহাত্মন্! উক্ত অশুভাবহ দুর্নিবার ব্যাধি সকল যাহাতে দেহীর দেহে বিচরণ করিতে না পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার উপায় সমুদয় আমায় বলুন। হে সাধো! আপনি দয়াবান্ ও সকলের শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি যাহা জানি বা যাহা না জানি এবং যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, বা যাহা অজিজ্ঞাসিত আছে, সেই সমুদয়ই উৎকৃষ্ট বিষয় আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। তখন সেই বিপ্ররূপী জনার্দ্দন মালাবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, বৈদ্যকীসংহিতা ও সংহিতার্থ সমুদয় বলিতে লাগিলেন। ১—৬। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—যিনি বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতির আদিকারণ ও সকল কারণের কারণ, সেই সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পরমেশ্বর

শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি; যিনি বেদচতুষ্টয়ের সৃজনকারী, যিনি মঙ্গলময় ও সকল মঙ্গলের আদিকারণ, সেই সনাতন পরমেশ্বরকে নমস্কার। প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বনামক চারি বেদ দর্শন করিয়া, পরে তাহার অর্থ সকল পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ নামে অপর একখানি বেদের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা, উক্ত পঞ্চম বেদ, ভাস্করদেবকে দান করিলে, ভাস্করদেবও সেই আয়ুর্ব্বেদ হইতে স্বতন্ত্র একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন; পরিশেষে ভাস্কর শিষ্যগণকে নিজ-কৃত সংহিতার সহিত উক্ত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলে তাঁহারাও সকলে উভয় শাস্ত্র দর্শন করিয়া এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন। হে সাধ্বি! এক্ষণে আমার নিকটে সেই সকল পণ্ডিতগণের ও তাঁহাদিগের কৃত রোগনাশের মূলীভূত তন্ত্র সকলের নাম শ্রবণ কর। ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশিরাজ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নকুল, সহদেব, যমরাজ, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, করথ, অগস্ত্য এই ষোড়শ জন ভাস্করের শিষ্য এবং সকলেই বেদবেদাঙ্গবেত্তা ও রোগশান্তিকারক। ৭—১৪। হে সতি! প্রথমে ভগবান্ ধন্বন্তরি, অতি সুন্দর চিকিৎসা-তত্ত্ববিজ্ঞান নামে এক সংহিতা করেন; পরে দিবোদাস চিকিৎসাদর্শন নামে ও কাশিরাজ চিকিৎসা-কৌমুদী নামে অতিউত্তম শাস্ত্র রচনা করেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসকের ভ্রমনাশক চিকিৎসসারতন্ত্র নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন, পরে নকুল মহাশয়, বৈদ্যক সর্ব্বস্ব নামে ও সহদেব ব্যাধি-সিন্ধুবিমর্দ্দন নামে এবং যমরাজ জ্ঞানার্ণব নামে মহাতন্ত্র প্রস্তুত করেন। পরে ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ চ্যবন, জীবদান নামে ও পরমযোগীজনক বৈদ্যক-সন্দেহভঞ্জন নামে সংহিতা প্রণয়ন করেন। বুধ চন্দ্রসার নামে, জাবাল তন্ত্রসারক নামে এবং মুনিবর জাজলি বেদাঙ্গসার নামে তন্ত্র রচনা করেন। অনন্তর পৈল নিদান নামে, করথ সর্ব্বধর নামে ও অগস্ত্য মহাশয় দ্বৈধনির্ণয় নামে সংহিতা রচনা করেন। এই ষোড়শ তন্ত্রই চিকিৎসা-শাস্ত্রের বীজস্বরূপ এবং ব্যাধিনাশের কারণ ও বলাধান-কারী। উক্ত পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদরূপ পয়োনিধিকে জ্ঞানমন্থ দ্বারা মন্থনপূর্ব্বক তাহা হইতে নবনীতস্বরূপ এই ষোড়শ শাস্ত্র উত্তোলন করিয়াছেন। ১৫—২৩। হে সুন্দরি; আমি ক্রমশঃ এই সকল শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ ও ভাস্কর-সংহিতা দর্শন করিয়া রোগের বিষয় সমস্ত বিদিত আছি। সাধ্বি! বেদ্যের বৈদ্যত্ব-প্রকাশক দুইটী মাত্র লক্ষণ আছে,—ব্যাধির নিরূপণ ও বেদনার নিগ্রহ-কারিতা; ফলতঃ বৈদ্য আয়ু-দানে সমর্থ নন। যিনি আয়ুর্ব্বেদের বিজ্ঞাতা, চিকিৎসাবিষয়ে যথার্থবেত্তা এবং ধর্ম্মিষ্ঠ ও দয়ালু, তাঁহাকেই বৈদ্য বলা যায়। শোভনে! সকল রোগের মধ্যে এক জ্বরই ভয়ঙ্কর ও দুর্ব্বার; জ্বর হইতেই সকল রোগের উৎপত্তি হয়, সেই জ্বর অতিশয় শিবভক্ত, যোগী এবং নিষ্ঠুর ও বিকৃতাকার; জ্বর দেখিতে ভীমদর্শন; তাহার তিন পাদ, তিন মস্তক, ছয় হস্ত, নব লোচন; এই ভস্মপ্রহরণ জ্বর, অতি রৌদ্র ও কালান্তক যমসদৃশ। সেই জ্বরের জনক মন্দাগ্নি ও মন্দাগ্নির পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু এই তিন জনক এবং এই তিনই বিকৃত হইয়া প্রাণিগণকে দুঃখ দান করে। জ্বর প্রথমতঃ তিন প্রকার,—বায়ুজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ, আর এক ত্রিদোষজ এবং পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, শোথ, প্লীহা, শূল, জ্বরাতিসার, গ্রহণী, কাশ, ব্রণ, হলীমক, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুল্ম, বিষমেহ, কুব্জ, গোদ, গলগণ্ডক, ভ্রমরী, সন্নিপাত, নিদারুণ বিসূচী, ইহা-দিগের ভেদ-প্রভেদ দ্বারাই ব্যাধিগণ চতুঃষষ্টি প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২৪—৩৩। এই ব্যাধিগণ সকলেই মৃত্যু-কন্যার পুত্র ও জরা তাঁহার কন্যা; উক্ত জরা, ভ্রাতা ব্যাধিগণের সহিত নিরন্তর ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকে। হে মালাবতি! কিন্তু ইহারা উপায়বেত্তা ও সংযত ব্যক্তির নিকটে গমন করে না; বরং গরুড়-দর্শনে সর্পগণের সদৃশ সেই উপায়বেত্তাকে দেখিবামাত্র পলায়ন করে। চক্ষুতে জলসেক, ব্যায়াম, পাদতলে তৈলমর্দ্দন, কর্ণরন্ধ্রে তৈলপ্রদান এবং মস্তকে তৈল-দান করিলে, জরা ও ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি বসন্তকালে ভ্রমণ, অল্পপরিমাণে বহ্নিসেবন ও সময়ে বালা স্ত্রীর সংসর্গ করেন, তাঁহাকে জরা ত্যাগ করে। যে ব্যক্তি খাতাদির শীতল জলে স্নান এবং চন্দন বিলেপন ও গ্রীষ্মকালে উষ্ণোদকে স্নান করেন, বৃষ্টি-জল সেবা করেন না, প্রত্যহ যথাসময়ে সমান আহার করিয়া থাকেন, যিনি শরৎকালে রৌদ্রসেবা ও ভ্রমণ ত্যাগ করেন এবং খাতাদির জলে স্নান ও সমান আহার করেন, যে শরীরী হেমন্তে খাতজলে স্নান ও যথাকালে অগ্নির সেবা করেন এবং নবোষ্ণান্ন-সেবী ও উষ্ণোদকস্নায়ী হন, তাঁহার জরা হয় না। ৩৪—৪২। যে ব্যক্তি সদ্যোমাংস ও নূতন অন্ন ভক্ষণ, যুবতীর সেবা, দুগ্ধপান ও ঘৃতভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকটে জরা গমন করে না। যিনি ক্ষুধা হইলে উত্তম অন্ন ও প্রত্যহ তাম্বুল ভোজন করেন, তৃষ্ণার সময় যাঁহার জল পানে আলস্য হয় না, যিনি প্রত্যহ দধি, পূর্ব্বদিনের

দুগ্ধের ঘৃত, নবনীত এবং গুড় ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে জরা স্পর্শ করে না। আর যিনি শুষ্ক মাংস ও পঞ্চদিনাতীত দধি ভক্ষণ ও বৃদ্ধা স্ত্রী এবং কন্যা-রাশিস্থ সূর্য্যের কিরণ সেবা করেন, জরা তাঁহার নিকটে হৃষ্টান্তঃকরণে ভ্রাতৃগণের সহিত গমন করে। যিনি রাত্রে দধি ভোজন ও কুলটা এবং রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করেন, তাহারে সানন্দে সহোদরগণের সহিত জরা আক্রমণ করে। রজস্বলা কুলটা, অবীরা, জারদূতিকা, শূদ্রযাজকপত্নী ও ঋতুহীনা স্ত্রীর অন্ন ভোজন করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাতক হয় এবং সেই পাপের সহিত জরা তাঁহার দেহ অধিকার করে। হে সাধ্বি! পাপের সহিত ব্যাধিগণের নিরন্তর মিত্রতা আছে এবং পাপই সকল ব্যাধি ও জরার কারণ ও বিঘ্নের উৎপাদক। অধিক কি, জীবগণের পাপ হইতে ব্যাধি, জরা, দৈন্য ও ভয়ঙ্কর শোক এবং দুঃখ হইয়া থাকে। এইজন্য ভারতবাসী সাধুগণ নিরন্তর ভীত হইয়া, সেই অমঙ্গলজনক দোষাকর ও মহাশত্রু পাপ হইতে বিরত থাকেন। ৪৩—৫২। যিনি নিরন্তর স্বধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত দীক্ষিত ও হরিসেবক, যাঁহার গুরু, দেবতা, অতিথির প্রতি ভক্তি আছে, যিনি তপঃসাধনে সমর্থ এবং ব্রতোপবাসযুক্ত ও নিয়ত তীর্থসেবী, তাঁহাকে দেখিবামাত্র বৈনতেয়-দর্শনে পন্নগগণের ন্যায় সমুদয় রোগ পলায়ন করে। এইপ্রকার সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে জরা বা দুর্জ্জয় ব্যাধিসমূহ, কেহই অধিকার করিতে পারে না; কিন্তু এসকল নিয়ম শুভ সময়ে জানিও, অসময় উপস্থিত হইলে কিছুতেই নিবারণ হইবে না। হে সাধ্বি! পূর্ব্বোক্ত সকল রোগের মধ্যে জ্বরই সকল রোগের কারণ, সেই জ্বর পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। সাধ্বি! এই জ্বরাদি রোগ যেরূপে দেহিগণের দেহে প্রবেশ করে, তাহার বিবিধ কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। অতিশয় ক্ষুধার সময় আহার না করিলে প্রাণিগণের মণিপুরকচক্রে পিত্ত উৎপন্ন হয় এবং তাল কিম্বা বিল্বফল ভোজন করিয়াই জলপান, ভয়ঙ্কর প্রাণনাশক পিত্তরূপে পরিণত হয়। আর যে ব্যক্তি দুর্দ্দৈববশতঃ শরৎকালে উষ্ণোদক ও বিশেষতঃ ভাদ্রমাসে তিক্তরস সেবা করেন, তাহার পিত্তবৃদ্ধি হইয়া থাকে। হে শোভনে। শর্করামিশ্রিত শীতল জলযুক্ত ধন্যাক-চুর্ণ, চণক এবং দধি ও তক্রব্যতীত সকলপ্রকার গব্য, পক্ব বিল্ব ও তালফল, ইক্ষু হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তু, আর্দ্রক, মুদ্গযূষ ও সশর্কর তিলপিষ্টক, এই সকল বস্তু সদ্য পিত্তক্ষয়কর ও বল পুষ্টি-প্রদ, এইত তোমার নিকটে পিত্তের নাশোপায় ও তাহার কারণ সমুদয় বলিলাম, এক্ষণে অন্য বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ৫৩—৬৩। ভোজনের পর স্নান, তৃষ্ণাব্যতীত জল-পান, তিলতৈল, স্নিগ্ধ তৈল, স্নিগ্ধ আম-লকীরস, পর্য্যুষিতান্ন, তক্র, পক্ব রম্ভাফল, দধি, বৃষ্টি ও শর্করার জল, অতিশয় স্নিগ্ধ জল পান, নারিকেলের জল পান, পর্য্যুষিত জলে রুক্ষ স্নান, পক্বতরুমুঞ্জার ফল (তোর-মুজ) সুপক্ব কর্কটীফল (কাঁকুড়) বর্ষাকালে খাতজলে স্নান এবং মূলক, এই সকল ব্যবহার করিলে শ্লেষ্মা হয় ও ব্রহ্মরন্ধ্রে তাহার উৎপত্তি এবং এই শ্লেষ্মা হইতে মহৎবলও নষ্ট হইয়া থাকে। বহ্নিস্বেদ, ভৃষ্টদ্রব্যচূর্ণ, পক্ব তৈলবিশেষ, ভ্রমণ, শুষ্ক ভক্ষণ, শুষ্ক অথচ পক্ব হরীতকী, অপক্ব পিণ্ডারক, অপক্ব রম্ভাফল, বেশবার, সিন্ধুবার, অনাহার, জলপান না করা, সঘৃত রোচনা-চূর্ণ ও সঘৃত শুষ্ক শর্করা, মরীচ, পিপ্পলী, শুষ্ক আর্দ্রক এবং জীরক ও মধু, এই সমুদয় ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ শ্লেষ্মা বিনষ্ট হয় এবং বল ও পুষ্টি হইয়া থাকে। হে গন্ধর্ব্বকুমারি! এক্ষণে বায়ুর কারণ শ্রবণ কর। ৬৪—৭১। ভোজনের পরেই গমন বা ধাবন, ছেদন, অগ্নির উত্তাপ, বারংবার ভ্রমণ ও বারংবার স্ত্রীসহবাস, বৃদ্ধা স্ত্রীর সংসর্গ, মনস্তাপ, অতি রুক্ষ সেবা, অনাহার, যুদ্ধ, কলহ, কটুবাক্য এবং ভয় ও শোক এই সমুদয় কারণে আজ্ঞাখ্য-চক্রে বায়ুর জন্ম হয়। এক্ষণে তন্নিবারক ঔষধ শ্রবণ কর। সবীজ পক্ব রম্ভাফল, শর্করার জল, নারিকেলোদক, অপর্য্যুষিত তক্র, সুপি-ষ্টক, শর্করাযুক্ত অথবা শুদ্ধ মাহিষ দধি, সদ্যোজাত পর্য্যষিতান্ন, সৌবীর, শীতল জল, পক্ব তৈল বিশেষ, বিশুদ্ধ তিলতৈল, নারিকেল, তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষের মস্ত (মেথি) আমলকীরস, শীতল অথচ উষ্ণোদকে স্নান, সুস্নিগ্ধ চন্দন-বিলেপন, স্নিগ্ধ পদ্মপত্রের শয্যা এবং সুস্নিগ্ধ ব্যজন, এই সমুদয় সদ্যোবায়ুনাশক। হে বৎসে! এই বায়ু আবার ক্লেশ সন্তাপ ও কামজন্য বলিয়া তিন প্রকার। ৭২—৭৯। হে সাধ্বি! এই আমি তোমার নিকটে ব্যাধিসমূহ ও তাহার বিনাশকারণ সাধুবিরচিত শাস্ত্রসকল কীর্ত্তন করিলাম এবং এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতগণ যে সমস্ত রসায়নাদি সুদুর্লভ উপায়-বিষয়ক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা একবৎসর বলিয়াও শেষ করিতে পারি না; এক্ষণে বল দেখি, তোমার স্বামী উক্ত রোগসমূহের মধ্যে কোন্ রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হে শোভনে! তাহা হইলে, যে উপায়ে তিনি জীবিত হন, সেইরূপ উপায় করি। সৌতি বলিলেন,—সেই গন্ধর্ব্ব চিত্ররথের কন্যা মালাবতী,

ব্রাহ্মণের এইরূপ সাধুবাক্য শ্রবণে অতিশয় আনন্দিতা হইয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিপ্রবর! শ্রবণ করুন, আমার স্বামী দেবসভায় লজ্জিত হইয়া ব্রহ্মার শাপহেতু যোগাবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে আমি আপনার মুখে সমুদয় মনোহর শুভাখ্যান শ্রবণ করিলাম, ইহা যথার্থই বটে যে, ভূমণ্ডলে কেহই বিপদে না পড়িয়া মঙ্গললাভে সমর্থ হয় না। হে বিচক্ষণ! এক্ষণে আমার প্রাণকান্তকে দান করুন আমি স্বামীর সহিত আপনাদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক সানন্দচিত্তে গৃহে গমন করি। অনন্তর বিপ্ররূপী জনার্দ্দন মালাবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সত্বর দেবগণের নিকটে গমন করিলেন। ৮০—৮৮।

ব্রহ্মখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর দেবগণ সেই ব্রাহ্মণকে সন্নিকটে দেখিবামাত্র সকলেই প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক সমাদর করিলেন এবং তাঁহাদিগের পরস্পর কথোপকথন হইতে লাগিল; সেই দেবগণ বিষ্ণুমায়ায় মোহিত ও পৌর্ব্বাপর্য্য সমুদয় বিস্মৃত হইয়া ব্রাহ্মণকে শ্রীহরি বলিয়া কেহই বুঝিতে পারিলেন না। পরে সেই ব্রাহ্মণ মধুরবাক্যে দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রাণীদিগের সুখকর উৎকৃষ্ট বিষয় বলিতে লাগিলেন:—হে দেবগণ! এই কন্যা উপবর্হণের ভার্য্যা ও চিত্ররথের তনয়া, ইনি অতিশয় শোকার্ত্তা হইয়া স্বামীর জীবন প্রার্থনা করিতেছেন; অতএব হে দেবগণ! এক্ষণে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? আপনার সময়ানুসারী বাক্য আমাকে বলুন। সেই তেজস্বিনী সাধ্বী সমুদয় দেবতাকেই শাপ প্রদানে উদ্যতা হইয়াছেন, আমি আপনাদিগের মঙ্গলের জন্য আসিয়া বহুক্ষণ বুঝাইয়া ক্ষান্ত রাখিয়াছি। আর আপনারাও যে শ্বেতদ্বীপে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরির স্তব করিলেন, কিন্তু কি জন্য সেই পরমেশ্বর বিষ্ণু এখনও এখানে আসিলেন না? এবং কেশব পশ্চাৎ গমন করিবেন বলিয়া যে আকাশবাণী হইয়াছিল, কি জন্য সেই অচঞ্চল দৈববাণীও মিথ্যা হইল? ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা পরম মঙ্গলকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৯। আমার পুত্র নারদ, শাপগ্রস্ত হইয়া উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব হইয়াছিল, পুনরায় আমারই শাপহেতু যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করিয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম, ইনি পৃথিবীতে লক্ষযুগকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া পুনরায় শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে আমার পুত্র হইবেন। হে দ্বিজোত্তম! নিরূপিত কালের এক্ষণেও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, তাহাতে ইহাঁর আরও সহস্র বৎসর আয়ু হইতে পারে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে স্বয়ং আমি ইহার জীবন দান করিব এবং যেরূপে ইহার শরীরে পুনর্ব্বার অভিসম্পাত স্পর্শ না করিতে পারে, তহারও উপায় করিব। দ্বিজবর! আপনি যে বলিলেন, হরি এস্থানে আসেন নাই, এইটি সম্পূর্ণ ভ্রম; কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মা; সুতরাং তাঁহার আবার শরীর কি? তিনি স্বেচ্ছাময় পরম ব্রহ্ম, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ দেহ ধারণ করেন, তিনি সকল দেখিতেছেন ও সকল জানিতেছেন এবং সেই সনাতন সকল স্থানেই বিরাজমান। "বি, ও ষ" শব্দে ব্যাপ্তি এবং "নু শব্দে সমস্ত বোধ হয়, এইজন্য পণ্ডিতগণ সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাত্মাকে বিষ্ণু বলিয়া থাকেন। যে পুরুষ, অপবিত্র অথবা পবিত্রই হউন, সকল অবস্থাতেই সেই বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করেন, তাঁহার বাহ্য ও অভ্যন্তর সমুদয় পবিত্র হয়। দ্বিজবর! যে ব্যক্তি বৈদিক কর্ম্মের আরম্ভে মধ্যে ও শেষে বিষ্ণুকে স্মরণ করেন, তাঁহার সেই কর্ম্ম অঙ্গহীন হইলেও সম্পূর্ণ হয়। তাঁহারই আজ্ঞায় আমি জগতের স্রষ্টা, হর, সংহারকর্ত্তা ও ধর্ম্ম কর্ম্মের সাক্ষী হইয়াছেন; কাল যাঁহার আজ্ঞায় ভীত হইয়া লোকদিগকে সংহার, যম পাপিগণকে শাসন ও মৃত্যু সকলকেই আক্রমণ করিতেছেন; অধিক কি, যে আদ্যা প্রকৃতি সকলের প্রসবকর্ত্রী ও সকলের ঈশ্বরী, তিনিও তাঁহার নিকটে সভয়ে আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। ১০—২১। ব্রহ্মা নিবৃত্ত হইলে, মহেশ্বর বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার পুত্রগণের মধ্যে আপনি কাহার বংশোদ্ভব? আপনি সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া সার পদার্থ কি বুঝিয়াছেন? দ্বিজবর! আপনি কোন্ মহামুনির শিষ্য? আপনার নাম কি? আপনাকে দেখিতে বালক, কিন্তু সূর্য্য অপেক্ষা তেজস্বী বলিয়া বোধ হয়; আপনি কি জন্য দেবগণকে বিড়ম্বিত করিতেছেন? আপনি আমাদিগের ঈশ্বর পরমাত্মা বিষ্ণুকে জানেন না? তিনি যে সকলের হৃদয়েই বিরাজমান। যে পরমাত্মা দেহীদিগের দেহ পরিত্যাগ করিলে দেহ পতিত হয় এবং নরদেবের অনুগত ব্যক্তির ন্যায় যাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবাত্মা, মন, জ্ঞান, চেতনা, প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, বুদ্ধি, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, নিদ্রা, দয়া, তন্দ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, সন্তোষ, ইচ্ছা, ক্ষমা ও লজ্জাদি সমুদয় পদার্থই গমন করিয়া

থাকে ও যে ঈশ্বর গমনোন্মুখ হইলেই শক্তি তাঁহার অগ্রে প্রস্থান করে, ফলতঃ ইহারা সকলে শক্তি হইলেও তাঁহারই আজ্ঞাকারী মাত্র। সেই চৈতন্য-স্বরূপ পরমেশ্বর দেহে অবস্থান করিলেই সকল কার্য্যে সক্ষম হয়, তিনি গমন করিলেই অস্পৃশ্য শবরূপে পরিণত হয়, সুতরাং তাঁহাকে কোন্ দেহী অস্বীকার করিতে পারেন? জগতের বিধানকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মা সৃষ্টিতে অক্ষম হইয়া, তাঁহারই পদারবিন্দ নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন। বিধাতা লক্ষযুগ সেই শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা করিয়া জ্ঞানী এবং সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ২২—৩১। আমি অনন্তকাল শ্রীহরির তপস্যা করিয়াও মনের সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। কিরূপেই বা পারিব? দেখ, কেহই মঙ্গলে পরিতৃপ্ত হন না। এক্ষণে আমি সকল কর্ম্মে নিস্পৃহ হইয়া, যাঁহার নামের গুণ কীর্ত্তন ও গান করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকি, যাঁহারই নাম-গুণকীর্ত্তনে মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না; ফলতঃ যে ব্যক্তি নিরন্তর তাঁহার মধুর নাম জপ করেন, মৃত্যু তাঁহাকে দেখিবামাত্র পলায়ন করে। আমি বহুকাল তপস্যাদ্বারা যাঁহার গুণনামের কীর্ত্তন-হেতু সকল ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকর্ত্তা হইয়াছি ও মৃত্যু-ঞ্জয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি; সেই মহেশ্বর-আমি সময়ে তাঁহাতে বিলীন ও সময়ে তাঁহা হইতে আবির্ভুত হইয়া থাকি এবং সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদেই কাল কি মৃত্যু কেহই আমার সংহারে সক্ষম নন। ব্রহ্মন্! যিনি গোলোকে তিনিই বৈকুণ্ঠে ও তিনিই সেই শ্বেতদ্বীপে বিরাজ করিতেছেন, বহ্নি ও তাঁহার স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অংশ আর অংশীর কিছুই প্রভেদ নাই। দেবপরিমিত একসপ্ততি যুগ ইন্দ্রের আয়ু; অষ্টা-বিংশতি ইন্দ্র গত হইলে ব্রহ্মার একদিন হয়। এই-রূপ সংখ্যাবিশিষ্ট শতবর্ষ ব্রহ্মার আয়ু; এইরূপ এক ব্রহ্মার পতন হইলেই সেই পরমাত্মা বিষ্ণুর একবার লোচন-পাত, অর্থাৎ নিমেষকালমাত্র গত হয়। আমি ও দেবর্ষিগণ সকলে সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের কলামাত্র, তাঁহার মহিমার কেহই ইয়ত্তা করিতে পারেন না, আমিও কিছুই জানি না। হে শৌনক! শঙ্কর এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, সকল কর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্মদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩২—৪১। সর্ব্ব-ত্রই যাঁহার হস্তপদ বিরাজমান, যাঁহার চক্ষু এককালে প্রত্যক্ষ সকল পদার্থদর্শনে সমর্থ, যিনি সর্ব্বান্তরাত্মা ও সাধুদিগের হৃদয়বিহারী, দুরাত্মাগণ যাহাকে কখনই দেখিতে পায় না, সেই সর্ব্বময় বিষ্ণু 'এক্ষণেও এস্থানে আসিলেন না,' ইহা যে তুমি কোন্ বুদ্ধিতে বলিলে, বলিতে পারি না! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! মুনিদিগেরও মতিভ্রম! যাহাই হউক, সাধুব্যক্তি কখনই মহতের নিন্দা শ্রবণ করেন না। কারণ, নিন্দাকারীরা শ্রোতৃ-বর্গের সহিত কুম্ভীপাকনরকে গমন করে। জ্ঞানিগণ দৈববশতঃ মহতের নিন্দা শ্রবণ করিয়া, বিষ্ণুর স্মরণ-পূর্ব্বক সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দুর্লভ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। যে নরাধম সভামধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক বা অনিচ্ছাবশতই হউক, বিষ্ণুনিন্দা করে বা তাহা শ্রবণ করে অথবা তাহা শ্রবণে হাস্য করে, সেই পাপিষ্ঠ—ব্রহ্মার যতদিন আয়ু, ততদিন কুম্ভীপাকনরকে যন্ত্রণা ভোগ করে এবং সেই স্থান সুরাপাত্রের ন্যায় অপবিত্র হয়। অধিক কি, সে স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে, অবশ্যই প্রাণিগণকে নরকগামী হইতে হয়, পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই বিষ্ণুনিন্দা তিনপ্রকার বলিয়াছেন। যে জ্ঞানহীন নরাধম, অপ্রত্যক্ষতা, অবিদ্যমানতা অথবা অন্য দেব-তার সমতারূপ নিন্দা করে, ব্রহ্মার পরমায়ুঃকাল পর্য্যন্ত তাহার নরকভোগের আর নিষ্কৃতি নাই এবং যে নরাধম গুরু বা পিতার নিন্দা করে, চন্দ্রসূর্য্যের বিদ্য-মানকাল পর্য্যন্ত তাহাকে কালসূত্রে পতিত হইতে হয়, এই ত্রিজগতে বিষ্ণু ও গুরু, সকলেরই জনক, জ্ঞান-প্রদ, পোষণকারী, রক্ষক এবং ভয় হইতে রক্ষাকর্ত্তা ও বরদাতা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ৪২—৫১। অনন্তর বিপ্রবর, এই ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুনরায় মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! অহে ধর্ম্মশীল দেবগণ! আমি কি বিষ্ণুনিন্দা করিয়াছি? এ স্থানে হরি আসিলেন না সুতরাং আকাশবাণী ব্যর্থ হইল,' এইমাত্র বলিয়াছি। আপনারা ঈশ্বর, আপনারা এক্ষণে যথার্থ বলুন, সাধুব্যক্তি কখনই পক্ষপাতের কথা কহেন না; কারণ সভাস্থলে পক্ষ-পাতী হইলে, তাহার শতপুরুষ নিরয়গামী হয়। আপনারা ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং আপনারা এইমাত্র কহিতেছেন, বিষ্ণু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন; তবে বলুন দেখি, বরগ্রহণজন্য আপনারা কেন শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন? এবং পর-মাত্মার অংশ ও অংশীতে নিশ্চয় প্রভেদ নাই, এ কথাও অসঙ্গত; কারণ, তাহা হইলে সাধুগণ কি জন্য কলা ত্যাগ করিয়া, পূর্ণতমের সেবা করিয়া থাকেন? পুরুষদিগের আশাই বলবতী; কারণ, কোটিজন্ম দুরারাধ্য ও অসৎ পুরুষদিগের অসাধ্য

হইলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে বাঞ্ছা করেন। বাহুদ্বারা চন্দ্রকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী বামনের ন্যায় কি ক্ষুদ্র কি মহান্ সকলেই পরম পদ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই বিশ্ব-সংসারে যেমন শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ধর্ম্ম প্রভৃতি আপনারা ও দিক্‌পাল দিনীশ্বর আদি দেবগণ বর্ত্তমান, এইরূপ প্রতি বিশ্বেই কতপ্রকার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও সুরলোক প্রভৃতি চরাচর সকল নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং কোন ব্যক্তিই বিশ্বে ও সুরগণের সংখ্যা করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই সকলের ঈশ্বর। সকল ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে বাঞ্ছনীয় নিত্য বৈকুণ্ঠধাম বিরাজ করিতেছে এবং সেই বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধে পঞ্চাশৎ কোটি-যোজন-বিস্তৃত গোলোকধাম অবস্থিত। সেই বৈকুণ্ঠে সুনন্দ, নন্দ, কুমুদাদি পারিষদ্‌গণে পরিবৃত, সনাতন চতুর্ভুজ লক্ষ্মীকান্ত বিরাজ করিতেছেন এবং গোলোক-ধামে দ্বিভুজ গোপপার্ষদে পরিবৃত, গোপাঙ্গনাদিযুক্ত রাধাকান্ত সনাতন দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই অবস্থিতি করিতেছেন। ৫২—৬৪। সকল জীবের আত্মস্বরূপ স্বেচ্ছাময় সেই পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম লীলাপ্রসঙ্গে তত্রস্থ বৃন্দাবনের রাসমণ্ডপে সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন। সাধুযোগিগণ নিরন্তর তাঁহার নিরাময় কোটিসূর্য্যসদৃশ ভাস্বর মণ্ডলাকার জ্যোতিকেই চিন্তা করিয়া থাকেন এবং সাধু-বৈষ্ণব-সকল কোটিকন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য-বিশিষ্ট, অতিমনোহর, কিশোরবয়স্ক শান্তমূর্ত্তি ও স্বাভাবিক ঈষৎহাস্যযুক্ত, পীতবসনধারী, দ্বিভুজ ও নবীন-নীরদ-শ্যামরূপে সেই ঈশ্বর সত্যবিগ্রহের চিন্তা ও সেবা করিয়া থাকেন। হে দেবগণ! আপনারাও বৈষ্ণব, আপনারা আমাকে তুমি কাহার বংশোদ্ভব ও কোন্ মুনির শিষ্য, এইরূপ বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন; কিন্তু আমি যাঁহার বংশধর বা যাঁহার শিষ্য, তাহা এই বাক্যশ্রবণেই বুঝিতে পারিবেন। দেবগণ! বৃথা বাগ্‌যুদ্ধের প্রয়োজন নাই; কোন্ ব্যক্তি বিচারে মূর্খ তাহা প্রকাশই হইয়াছে, এক্ষণে গন্ধর্ব্বকুমারকে শীঘ্র জীবিত করিতে চেষ্টা করুন। হে শৌনক! বালক বিপ্ররূপী জনার্দ্দন সভামধ্যে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন এবং হাস্য করিলেন। ৬৫—৭৩।

ব্রহ্মখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মা মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া ব্রাহ্মণের সহিত মালাবতীর নিকট গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মা, শবগাত্রে কমণ্ডলু-জল প্রক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার মনঃসঞ্চার ও দেহের সুন্দর কান্তি হইল। অনন্তর জ্ঞানানন্দ স্বয়ং শিব, তাহাকে জ্ঞান দান এবং স্বয়ং ধর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মণ জীবদান করিলেন। তৎপরে বহ্নিদেবের দর্শনমাত্রে সেই গন্ধর্ব্বের জঠরানল ও কামদেবের সন্দর্শনে সর্ব্বপ্রকার কামের আবির্ভাব হইল এবং জগতের প্রাণস্বরূপ বায়ুদেবের অধিষ্ঠান-হেতু তাহার নিশ্বাস ও প্রাণের সঞ্চার হইল। পরে সূর্য্যের অধিষ্ঠানমাত্রে দৃষ্টিশক্তি, বাণীদর্শনে বাক্য ও ও শ্রীদর্শনে শোভা প্রকাশিত হইল, কিন্তু তথাপি পরমাত্মার অনধিষ্ঠান হেতু বিশিষ্ট বোধ বা উত্থানশক্তি হইল না, জড়ের ন্যায় শয়ান রহিলেন। অনন্তর সাধ্বী মালাবতী ব্রহ্মার বাক্যানুসারে শীঘ্র নদীজলে স্নান ও ধৌতবস্ত্রযুগ্ম পরিধানপূর্ব্বক পরমেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৮। মালাবতী বলিলেন, যে পরমেশ্বর বিনা এই ভূমণ্ডলে প্রাণিগণ শববৎ প্রতীয়মান হয়, আমি সেই সর্ব্বকারণ পরমাত্মাকে বন্দনা করি। যিনি সকলের সকল কর্ম্মেই নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষিরূপে অবস্থিত ও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া কাহারও দৃশ্য নহেন, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবা-দিরও প্রসবকর্ত্রী ত্রিগুণাত্মিকা, পরাৎপরা, সর্ব্বাধারা, প্রকৃতিরও সৃজনকারী, স্বয়ং ব্রহ্মা যাঁহার সেবায় নিরত হইয়া জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বিষ্ণু পালনকারী ও স্বয়ং শঙ্কর সংহারক হইয়াছেন; সমুদয় দেবতা মুনি, মনু ও সিদ্ধগণ এবং সাধুযোগিগণ প্রকৃতি হইতে অতীত যে পরমেশ্বরকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি স্বেচ্ছাময় কিন্তু কখন সাকার ও কখন নিরা-কার হন এবং যিনি সকলের উৎকৃষ্ট ও বরেণ্য যাঁহা হইতে সকল বর লাভ করা যায়, ও যিনি বর-কারণ তপস্যার ফল ও বীজের স্বরূপ এবং যাঁহা হই-তেই তপস্যার ফল লাভ হয়, যিনিই তপস্যাস্বরূপ ও সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে বিরাজমান, সকল পদার্থই যাঁহাতে অবস্থিত ও উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি কর্ম্ম ও তাহার ফলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যে পরমেশ্বর কর্ম্মসমূহের ফলদাতা ও বীজস্বরূপ, যিনিই কেবল সকলের ক্ষয়-কারণ-রূপে অবস্থিত এবং শরীরব্যতীত সেবাকার্য্য সম্পন্ন হয় না বলিয়াই ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ যিনি স্বয়ং তেজঃস্বরূপ শরীর ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার

তেজ কোটিসূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল ও মণ্ডলাকার এবং সেই তেজোমধ্যে যাঁহার নবঘনশ্যাম অতিমনোহর রূপ বিরাজ করিতেছে, যাঁহার লোচনদ্বয় শরৎপঙ্কজের ন্যায় সুন্দর, মুখমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণ-শশধরের অনুরূপ ও সহজ ঈষৎ হাস্যযুক্ত, যাঁহার অতিমনোহর লাবণ্য কোটিকন্দর্পের ন্যায় এবং সমুদয় অঙ্গ চন্দন ও রত্নভূষণে ভূষিত, যিনি দ্বিভুজ মুরলীহস্ত, ও পীতবস্ত্র পরিধান এবং কিশোরবয়স্ক, শান্ত ও রাধাকান্ত; যাঁহার অন্তক কেহই নাই, যিনি কখন নির্জ্জনবনে গোপাঙ্গনায় পরিবৃত ও কখন রাসমণ্ডলস্থ হইয়া রাধাকর্ত্তৃক পরিষেবিত হন এবং কখন শতশৃঙ্গনামক-পর্ব্বত-পরিশোভিত রমণীয় বৃন্দাবনবনে গোপবালকের সহিত মিলিত হইয়া, গোপ-বেশধারণ করিয়া থাকেন, যিনি কোন স্থানে বা শিশুরূপ ধারণপূর্ব্বক কামধেনু সকলকে রক্ষা করেন এবং কখন গোলোকধামে বিরজানদীর তীরবর্ত্তী পারিজাতবনে গোপীগণের সম্মোহনের নিমিত্ত মধুর মুরলী-বাদন করিয়া থাকেন, যিনি কখন নিরাময় বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ পার্ষদগণে বেষ্টিত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত চতুর্ভুজরূপে বিরাজ করেন এবং যিনি জগতের পালনজন্য শ্বেতদ্বীপে স্বকীয় অংশরূপে বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক পদ্মাকর্ত্তৃক সেবিত হন, এই ব্রহ্মাণ্ডে যিনি স্বীয় অংশ-কলায় ব্রহ্মারূপে বিরাজ করেন এবং স্বকীয় অংশদ্বারা মঙ্গলরূপী মঙ্গলপ্রদ শিবরূপ ধারণ করিয়াছেন, যে বিরাটরূপের প্রতি লোমকূপে বিশ্বসমূহ বিরাজমান রহিয়াছে, যিনি আপনার ষোড়শভাগের একভাগদ্বারা সকলের আধার পরাৎপর সেই মহৎ বিরাট্‌রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি জগতের পালননিমিত্ত লীলাপ্রসঙ্গে আপনার অংশ ও কলাদ্বারা নানা অবতাররূপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন; সকলেরই কারণ সনাতন ব্রহ্ম যে পরমেশ্বরই, কোথাও সাধুযোগীদিগের হৃদয়ে অবস্থান ও কোথাও প্রাণিগণের প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর এবং নিরীহ নির্লক্ষ্য ও জগতের সার, সেই নির্গুণ পরমেশ্বর পরমাত্মাকে আমি অবলা হইয়া কিপ্রকারে স্তব করিতে সমর্থা হইব? যাঁহাকে স্তব করিতে অনন্তদেব সহস্রবদনেও সমর্থ নহেন, এবং ব্রহ্মা, মহেশ্বর, গণেশ, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতিও যাঁহার স্তবে অক্ষম, অধিক কি স্বয়ং মায়াও যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া স্তবে অসমর্থা, স্বয়ং লক্ষ্মী সরস্বতীও যাঁহাকে স্তব করিতে অক্ষম, আর বেদবিদ্ বিদ্বান্ কি স্বয়ং বেদসমূহই যাঁহার স্তবে পরাঙ্মুখ, আমি সামান্য স্ত্রীলোক তাহাতে শোকার্ত্তা হইয়া, সেই পরাৎপর নিরীহ পরমেশ্বরকে কি প্রকারে স্তব করিব? গন্ধর্ব্বপত্নী মালাবতী এইরূপ বাক্য সকল উচ্চারণ করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯—৩৫। পরে মালাবতী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ভয়ব্যাকুল-চিত্তে কৃপানিধি হরিকে বারংবার প্রণাম করায়, নিরাকৃতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ শক্তির সহিত তাঁহার স্বামীর অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান করিবামাত্র গন্ধর্ব্বকুমার তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নান ও বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিয়া, পূর্ব্বমত বীণা ধারণ করিলেন; তখন সম্মুখবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ও দেবগণকে প্রণাম করিলে, দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল এবং দেবগণ সেই গন্ধর্ব্ব দম্পতীকে মিলিত দেখিয়া, তাহাদিগের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া পরম আশীর্ব্বাদ করিলে, গন্ধর্ব্বকুমার ক্ষণকাল তাঁহাদিগের সম্মুখে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। পরে উপবর্হণ-নামক সেই গন্ধর্ব্ব, দেবতাগণের বরপ্রভাবে পিতা-মাতাকে জীবিত প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদিগের ও পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় গন্ধর্ব্বনগরে গমন করিলে, সতী মালাবতী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া, তাঁহাদিগকে কোটি কোটি রত্ন ও নানাপ্রকার ধন সকল দান করিলেন এবং বেদপাঠ ও মঙ্গলকার্য্য সকল সমাধা করাইয়া মঙ্গলকর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ বিবিধ মহোৎসব করাইতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে দেবগণ ও বিপ্ররূপী স্বয়ং জনার্দ্দন স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৩৬—৪৩। হে শৌনক! এই আমি তোমার নিকট হরির সমুদয় স্তবরাজ প্রকাশ করিলাম। যে ব্যক্তি পূজার সময় পুণ্যজনক এই স্তব পাঠ করেন, সেই বৈষ্ণব হরিভক্তি ও হরিদাস্যলাভে সমর্থ হন, যে আস্তিক বরপ্রার্থী হইয়া পরম ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ফললাভে সমর্থ হন এবং বিদ্যার্থী বিদ্যা, ধনার্থী ধন, ভার্য্যার্থী ভার্য্যা, পুত্রার্থী পুত্র, ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম ও যশঃপ্রার্থী যশ লাভ করিয়া থাকে। এই স্তব পাঠ করিলে, রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য ও প্রজাভ্রষ্ট প্রজালাভে সমর্থ হন এবং রোগী রোগ হইতে ও বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে পরিত্রাণ পান, নষ্টধন হইলে, ধনলাভে সমর্থ হন এবং যে জন ভয়ানক অরণ্যমধ্যে দস্যু বা হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত বা দাবাগ্নি-পতিত অথবা সমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন হইয়া এই স্তব পাঠ করেন, তিনিও স্তবপ্রভাবে মুক্ত হইয়া থাকেন। ৪৪—৪৯।

ব্রহ্মখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর মালাবতী হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিয়া, নিজ স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য বিবিধ বেশ বিন্যাসপূর্ব্বক সময়োচিত স্বামীর পূজা ও শুশ্রূষায় রত হইলেন; রসিকা মালাবতী পরমাহ্লাদে বহুকাল স্বামীর সহিত বিহার করিলেন। আর পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে বশিষ্ঠদেব যে শ্রীহরির স্তোত্র-পূজাদি উভয়কে দান করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হওয়ায় সুব্রতা মালাবতী স্বয়ং নির্জ্জন-প্রদেশে স্বামীকে সেই মহাপুরুষের স্তব-কবচ-মন্ত্র-পূজাদি সমুদয় স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং কৃপালু বশিষ্ঠদেব, নির্জ্জনে বিস্মৃত শূলপাণির স্তব-কবচাদি গন্ধর্ব্বরাজের স্মৃতিপথারূঢ় করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ, পরমানন্দে বন্ধুবান্ধবের সহিত কুবেরভবনসদৃশ নিজভবনে বহুকাল রাজ্যসুখ অনুভব করিলেন; তখন নানাস্থানগত অন্যান্য স্ত্রী সকল আগমন করিয়া পরমানন্দে স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। ১—৭। শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব সেই গন্ধর্ব্বদম্পতীকে বিষ্ণুর কি প্রকার স্তব-কবচ ও পূজা-বিধি উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করুন এবং গন্ধর্ব্বরাজকে উক্ত বশিষ্ঠদেব পূর্ব্বকালে যে শূলপাণির দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ও কবচাদি দান করিয়াছিলেন, সেই দুঃখবিনাশন শঙ্করের মন্ত্র, এবং স্তব-কবচাদি আমার নিকটে বর্ণন করুন, ইহা শ্রবণজন্য আমার কৌতূহল হইতেছে। ৮—১০। সৌতি কহিলেন, মালাবতী যে স্তোত্রদ্বারা পরমেশ্বরকে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাই বশিষ্ঠদত্ত, এক্ষণে মন্ত্র ও কবচ শ্রবণ করুন। "ওঁ নমো ভগবতে রাসমণ্ডলেশায় স্বাহা" কল্পতরুসম ষোড়শাক্ষর এই মন্ত্রই বশিষ্ঠদত্ত। পূর্ব্বে ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে শ্রীহরির এই মন্ত্র কুমারকে অর্পণ করেন, এবং পূর্ব্বকালে গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করকে এই মন্ত্র ও বেদোক্ত সর্ব্বদুর্লভ শাশ্বত বিষ্ণুর ধ্যান দান করেন। নৈবেদ্যাদি সমুদয় উত্তম দেয় বস্তুই মূলমন্ত্রদ্বারা দানকরা বিধেয়। বিপ্রবর! আমি পিতৃদেবের মুখে ভগবানের অতিশয় গোপনীয় কবচ শ্রবণ করিয়াছি। ইহা পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে শূলপাণি পিতাকে দান করেন এবং গোলোকধামে রাসমণ্ডলস্থ ভগবান্ গোপীকান্ত, এই পরমাদ্ভুত কবচ শূলপাণি, ব্রহ্মা ও ধর্ম্মকে প্রদান করেন। প্রথমে ব্রহ্মা কবচাভিলাষী হইয়া বলিয়াছিলেন, হে প্রভো! হে মহাভাগ রাধাকান্ত! ব্রহ্মাণ্ডপাবন নামে যে কবচ প্রকাশ করিয়াছেন, হে ভক্তবৎসল! কৃপাপূর্ব্বক আমাকে, মহেশ্বরকে ও ধর্ম্মকে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। আমরা আপনার ভক্ত, আমি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা আপনার প্রসাদে পুত্রগণকে প্রদান করিব। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে শঙ্কর! হে ধর্ম্ম! আমি এই উৎকৃষ্ট কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা অতি গোপনীয় ও সুদুর্লভ হইলেও আমি তোমাদিগকে দান করিব, কিন্তু তোমরা আমার এই প্রাণতুল্য কবচ যেকোন ব্যক্তিকে দান করিও না, আমার দেহে যে তেজ আছে, এই কবচেও তাহা বিদ্যমান। ১১—২০। হে ব্রহ্মন্! এই কবচ ধারণ করত ত্রিজগতের সৃষ্টি করিয়া ধাতা নামে বিখ্যাত হও; হে শঙ্কর! তুমি ইহার প্রভাবে জগন্মণ্ডলে সকলের সংহারক ও আমার সাদৃশ্য লাভ কর; হে ধর্ম্ম! তুমি ইহা ধারণপূর্ব্বক সকল কর্ম্মের সাক্ষী হও এবং আমার বরে তোমরা তপস্যার ফলদাতা হইবে। এই ব্রহ্মাণ্ড-পাবন কবচের স্বয়ং হরি—ঋষি, গায়ত্রী—ছন্দ, জগদীশ্বর আমিই—দেবতা এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গফলে ইহার বিনিয়োগ হয়। হে বিধাতঃ! এই কবচ ত্রিলক্ষবার পাঠ করিলে সিদ্ধি লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি,কবচ সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন; তিনি তেজ, সিদ্ধি, যোগ, জ্ঞান ও বিক্রমে আমারই সদৃশ হইতে পারিবেন। ২১—২৫। প্রণব, আমার শিরোদেশ, নমো রাসেশ্বরায়, ইহা কপাল ও নমো রাধেশ্বরায় এই মন্ত্র আমার নয়নদ্বয়কে রক্ষা করুন। কৃষ্ণ কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন, 'হে হরে' ইহা নাসিকা, 'স্বাহা' জিহ্বা এবং কৃষ্ণায় এই মন্ত্র আমার সকল দিক্ রক্ষা করুন। শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা, এই ষড়ক্ষর মন্ত্র আমার কণ্ঠকে রক্ষা করুন, হ্রীং কৃষ্ণায় নমঃ ইহা মুখ, ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ইহা ভুজদ্বয় রক্ষা করুন। নমো গোপাঙ্গনেশায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমার স্কন্ধ, ওঁ নমো গোপীশ্বরায় এই মন্ত্র আমার দন্ত পঙ্ক্তি এবং ওষ্ঠাধর রক্ষা করুন। ওঁ নমো ভগবতে রাসমণ্ডলেশায় স্বাহা, এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র স্বয়ং আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। ঐঁ কৃষ্ণায় স্বাহা, ইহা সর্ব্বদা কর্ণদ্বয় এবং ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বপ্রকারে আমার কঙ্কালদেশ রক্ষা করুন। ওঁ হরয়ে নমঃ ইহা সর্ব্বদা পৃষ্ঠ ও পদদ্বয় এবং গোবর্দ্ধনধারিণে স্বাহা, ইহা আমার সর্ব্বশরীর রক্ষা করুন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বদিকে, মাধব অগ্নিকোণে, গোপীশ দক্ষিণে ও নন্দনন্দন নৈঋতকোণে আমাকে রক্ষা করুন এবং পশ্চিমে গোবিন্দ, বায়ুকোণে রাধিকেশ্বর, উত্তরে রাসেশ ও ঈশানকোণে স্বয়ং অচ্যুত আমাকে রক্ষা করুন।

সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বয়ং নারায়ণ আমাকে সকলদিকে সর্ব্বতোভবে রক্ষা করুন। হে ব্রহ্মন্! এই আমি পরমাদ্ভুত কবচ তোদিগের নিকট কহিলাম, আমার জীবনতুল্য এই কবচ তোমাদিগকে দান করিলাম, ইহা ধারণে তাহার নিকট সহস্র অশ্বমেধ ও শতবাজপেয় যজ্ঞও ইহার একাংশের যোগ্য নহে। সুখী ব্যক্তি, স্নানান্তর বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার, ও চন্দনাদিদ্বারা গুরুপূজাপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এই কবচ ধারণ করিবেন। হে দ্বিজ! মনুষ্যগণ এই কবচপ্রসাদে জীবন্মুক্ত হইতে পারিবেন এবং সিদ্ধকবচ হইলে, সাক্ষাৎ বিষ্ণুপদ লাভ করিবেন। ২৬—৩৮।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডপাবন কবচ সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব গন্ধর্ব্বরাজকে মহাদেবের যে মন্ত্র ও স্তব কবচ দান করিয়া ছলেন, তাহা শ্রবণ করুন। "ওঁ নমো ভগবতে শিবায় স্বাহা," এই মন্ত্র পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব কৃপা করিয়া পুষ্করতীর্থে দান করেন এবং ইহাই পূর্ব্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা রাবণকে ও স্বয়ং শম্ভু, বাণরাজ ও দুর্ব্বাসা মুনিকে দান করিয়াছিলেন। মূলমন্ত্রদ্বারাই নৈবেদ্যাদি সমুদয় ও উক্ত বস্তু দান করিবে এবং 'ধ্যায়েন্নিত্যং ইত্যাদি ধ্যানই বেদোক্ত ও সর্ব্বসম্মত। পূর্ব্বকালে কবচাভিলাষে মহাদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বাণরাজ কহিয়াছিলেন, হে প্রভো মহেশ্বর! হে মহাভাগ! সংসারপাবন নামে আপনার যে কবচ, তাহা কৃপা করিয়া প্রকাশ করুন। ৩৯—৪৩। মহাদেব বলিলেন হে বৎস। পরমাদ্ভুত কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি এই সুদুর্লভ গোপনীয় কবচ তোমাকে দান করিতেছি; পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যের বিজয়জন্য দুর্ব্বাসাকে ইহা দান করিয়াছিলাম। যে সুধী ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই কবচ ধারণ করিবেন, হে মহাভাগ! তিনি অনায়াসে ত্রৈলোক্য-জয়ে সমর্থ হইবেন। সংসারপাবননামক এই কবচের ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দ—গায়ত্রী এবং মহেশ্বর অর্থাৎ আমিই—দেবতা। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-বিষয়ে বিনিযোজিত। এই কবচ পঞ্চলক্ষবার জপ করিলে সিদ্ধিপ্রদ হয় এবং যিনি কবচে সিদ্ধি লাভ করিবেন, তিনি ভূমণ্ডলে কি তেজ, কি সিদ্ধিযোগ, কি তপস্যা, কি বিক্রম সর্ব্বপ্রকারে আমার তুল্য হইবেন। শম্ভু আমার মস্তক রক্ষা করুন, মহেশ্বর মুখ, নীলকণ্ঠ দন্তপঙ্ক্তি ও স্বয়ং হর অধরোষ্ঠ রক্ষা করুন। চন্দ্রচূড় কণ্ঠ রক্ষা করুন, বৃষভবাহন স্কন্ধদ্বয়, নীলকণ্ঠ বক্ষঃস্থল, ও দিগম্বর পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। সকল দিকে সর্ব্বদা বিশ্বেশ আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন এবং স্বপ্ন জাগরণাদি সকল অবস্থাতে সর্ব্বপ্রকারে স্থাণু আমাকে রক্ষা করুন। হে বৎস বাণ! এই তোমার নিকট আমি পরমাদ্ভুত কবচ প্রকাশ করিলাম, ইহা যে কোন ব্যক্তিকে দাতব্য নহে, অতি যত্নপূর্ব্বক গোপন রাখা কর্ত্তব্য। মনুষ্য সমুদয় তীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ করেন, নিশ্চয় এই কবচ ধারণ করিলে সেই ফল লাভ হয়। যে মন্দমতি এই কবচ না জানিয়া আমাকে ভজনা করেন, শতলক্ষবার জপ করিলেও তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না। ৪৪—৫৪।

ইতি শঙ্কর কবচ সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! পূর্ব্বকালে বশিষ্ঠদত্ত কল্পতরুসদৃশ এই মন্ত্ররাজ কবচ আমি কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে স্তোত্র শ্রবণ করুন। বাণরাজ বলিলেন, যিনি সুরগণের শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বর, যিনি নীললোহিত, যোগিগণের ঈশ্বর ও যোগের কারণ এবং যিনি যোগীদিগের গুরু তাঁহারও গুরু, তাঁহাকে বন্দনা করি। যে সনাতন, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ও জ্ঞানের কারণ; যাঁহা হইতে তপস্যার ফল লাভ করা যায়, ও যিনি সকল সম্পদ্ দান করেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, তপস্যার স্বরূপ ও বীজ এবং যিনি তপোধনগণের ধনস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণ যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন ও যিনি বরেণ্য ও বরপ্রদ, যিনি ভক্তি ও মুক্তির কারণ, যাঁহার প্রসাদে নরকার্ণব উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যিনি করুণার সাগরস্বরূপ, যাঁহার মুখকমল নিরন্তর প্রসন্ন ও যাঁহাকে অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট করা যায়, যাঁহার দেহকান্তি হিম, চন্দন, কুন্দ, চন্দ্র, কুমুদ ও শুক্লপক্ষের ন্যায় সুন্দর ও যে ঈশ্বর ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ এবং ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহজন্যই শরীরধারী যে মহৎপ্রভু ঈশ্বর, বিষয়ভেদে জল, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি নানারূপে সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং যিনি অবলীলাক্রমে আত্মপদ-দানেও সমর্থ; যে ঈশ্বর ভক্তজনের জীবনস্বরূপ ও অনুগ্রহকারক, অধিক কি সমুদয় বেদ যাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ নহেন, আমি কিপ্রকারে তাঁহাকে স্তব করিব? বাক্য ও মনের অতীত যে পরমেশ্বর অপরিচ্ছিন্ন, বৃষভ যাঁহার বাহন এবং যিনি দিগম্বর ও ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানকারী; যিনি চন্দ্রশেখর এবং ত্রিশূল ও পট্টিশ ধারণ করিতেছেন, তাঁহাকে কিরূপে আমি স্তব করিব? বাণরাজ ও মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা প্রতিদিন সুসংযতচিত্তে এই স্তোত্ররাজ পাঠ করিয়া ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করিতেন। মুনিবর! পূর্ব্বে বশিষ্ঠ এই স্তোত্র গন্ধর্ব্বকে দান করিয়াছিলেন।

৫৫—৬৬। এই আমি শূলপাণির পরমাশ্চর্য্য মহাস্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম, যে নর, মহাপুণ্যজনক এই স্তব ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনি অবশ্যই সমুদয় তীর্থস্নানের ফলভাগী হইবেন এবং যে অপুত্র ব্যক্তি একবর্ষকাল ইহা শ্রবণ করিবেন, তিনি পুত্র লাভ করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি গলৎকুষ্ঠ অথবা মহাশূলরোগে আক্রান্ত হইয়া একবৎসর কাল হবিষ্য ভোজনপূর্ব্বক সংযতচিত্তে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শঙ্করকে প্রণাম করিয়া এই স্তব শ্রবণ করিবেন, তিনি অবশ্যই ব্যাসদেবের বাক্যে সেই মহারোগ হইতে মুক্ত হইবেন এবং যে জন কারাগৃহে বদ্ধ, যাঁহার আর সুখলাভের সম্ভব নাই, তিনিও নিশ্চয় একমাস এই স্তব শ্রবণ করিলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা যদি একমাস ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করেন, তবে রাজ্যলাভ, ও নষ্টধন ব্যক্তি সংযত হইয়া একমাস শ্রবণ করিলে ধন লাভ করিবেন। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত আস্তিক জন যদি একবর্ষকাল ইহা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয় শঙ্করের প্রসাদে রোগমুক্ত হইবেন। হে বিপ্রবর শৌনক! যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তবরাজ শ্রবণ করেন, ত্রিভুবনে তাঁহার কিছুই অসাধ্য থাকে না। বিশেষতঃ এই ভারতক্ষেত্রে কখনই তাঁহার বন্ধুবিচ্ছেদ হয় না এবং অবিনশ্বর পরম ঐশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হন ইহাতে সংশয় নাই। যদ্যপি ভার্য্যাহীন ব্যক্তি সংযতচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক মাসমাত্র ইহা শ্রবণ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট সাধ্বী ও সুবিনীতা ভার্য্যা লাভ করিতে পারেন এবং যে, ব্যক্তি দুর্ম্মেধা ও মহামূর্খ হইয়াও এক মাস ইহা শ্রবণ করে. সে গুরুর উপদেশমাত্রে বুদ্ধি ও বিদ্যালাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি কর্ম্মদোষে দুঃখী ও দরিদ্র হইয়া, ভক্তিসহকারে ইহা একমাস শ্রবণ করেন, নিশ্চয় তাঁহার শঙ্করপ্রসাদে সমস্ত ধন লাভ হয়, এবং তিনি ইহকালে সুখভোগ ও সুদুর্লভ কীর্ত্তি স্থাপন আর নানাপ্রকার ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে শিবলোকে গমন করেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র নিত্য শ্রবণ করেন, তিনি শিবলোকে মহাদেবের পার্ষদশ্রেষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে সেবা করিতে পারেন। ৬৭—৮০।

ব্রহ্মখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

মহর্ষি সৌতি কহিলেন,—অনন্তর উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব, মালাবতী ও অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত পরানন্দে অবশিষ্ট কাল নির্জ্জনবনে বিহারসুখে যাপন করিলেন এবং বৃদ্ধ গন্ধর্ব্বরাজ পুত্রদারাদির সহিত সুখে নানাবিধ পুণ্যজনক কার্য্যসকল সমাধা করিলেন। কুবেরভবন-সদৃশ নিজ ভবনে রাজ্যসুখ অনুভবপূর্ব্বক স্থিরযৌবনা নিজ পত্নী সুশীলার সহিত অবশিষ্টকাল সুখে অতিবাহিত করিয়া, পরিশেষে গন্ধর্ব্বরাজ যথাসময়ে সুরম্য গঙ্গাতীরে পত্নীর সহিত প্রাণত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। শৈব গন্ধর্ব্বরাজ, শিবের প্রসন্নতা ও পুত্রের বিষ্ণুসেবা প্রভাবে, বৈকুণ্ঠে শ্যামবর্ণ ও চতুর্ভুজ বিষ্ণুর দাস হইলেন। বিপ্রবর! পরে উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব, পিতা মাতার সৎকারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন দান করিলেন। হে শৌনক! অনন্তর বিচক্ষণ গন্ধর্ব্বনন্দন স্বয়ং ব্রহ্মশাপহেতু যথাকালে প্রাণত্যাগ করিয়া পরে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পরে সেই সতী মালাবতী, ভূমণ্ডলস্থ ভারতীয় পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার যজ্ঞকুণ্ডে বাঞ্ছিত কামনাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন এবং মনুবংশোদ্ভব সৃঞ্জয়রাজের পত্নীগর্ভে পবিত্রস্বভাবা সাধ্বী মালাবতী জাতিস্মরা হইয়া জন্মলাভ করেন। সুন্দরীপ্রধানা সেই মালাবতী প্রাণত্যাগসময়ে, 'উপবর্হণ গন্ধর্ব্বই যেন আমার পতি হন,' ইহাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণে শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব কি প্রকারে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্মলাভ করেন? তাহা প্রকাশ করুন। ১—১১। সৌতি কহিলেন, কান্যকুব্জদেশে দ্রুমিল নামে তাঁহার পতিব্রতা বন্ধ্যা পত্নী ছিলেন। সেই কলাবতী স্বামিদোষে বন্ধ্যা হইয়া কোন সময়ে স্বামীর আজ্ঞায় ভয়ঙ্কর বনমধ্যে কাশ্যপ মুনির নিকটে উপস্থিত হইলেন। কলাবতী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন ও ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত মুনিবরকে গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিতে দেখিয়া সমীপগমনে অশক্তিবশতঃ ধ্যানাবসান প্রতীক্ষায় বেশ বিন্যাসপূর্ব্বক সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে কৃষ্ণপরায়ণ মুনিবর, ধ্যানাবসান হইলে দূর হইতে স্থিরযৌবনা সেই সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন; তাহার দেহকান্তি সুন্দর চম্পকসদৃশ, ও লোচনদ্বয় শরৎপঙ্কজের তুল্য এবং সমুদয় অঙ্গ রত্নভূষণে বিভূষিত, ও মুখকমল দেখিলে শরৎকালীন

পূর্ণশশধর বলিয়া বোধ হইল। সেই সুন্দরীর শ্রোণি ও স্তনযুগল অতিশয় মাংসল এবং নিতম্বদেশ অতি-বৃহৎ ও ভারাক্রান্ত। সস্মিতা ও আরক্তনয়না সেই কামিনী পীতবস্ত্রদ্বারা দ্বিগুণ শোভা ধারণ করিয়াছেন; কামপীড়িতা সেই বিলাসিনী মুনিরূপে মোহিতা হইয়া মৈথুনাসক্তচিত্তে বারংবার স্তন ও শ্রোণিমণ্ডল দর্শন করাইতেছেন এবং তাঁহার সুন্দর কপোলদেশ সিন্দূর-বিন্দুযুক্ত হওয়ায় অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে, ও পদদ্বয়ে অলক্তচিহ্ন থাকায় মাধুরীর সীমা নাই, অধিক কি তাঁহার রূপদর্শন করিলে উর্ব্বশী বলিয়া বোধ হয়। ১২—২০। মুনিবর সেই রমণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই নির্জ্জনে একাকিনী তুমি কে? কাহারই বা পত্নী? কি জন্যই বা এস্থানে আসিয়াছ? সত্য বল, তোমাকে পুংশ্চলী বোধ হইতেছে। কলাবতী, মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণে কম্পিতা হইয়া মনে মনে হরিকে স্মরণপূর্ব্বক সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজবর! আমি গোপ কন্যা ও দ্রুমিলের পত্নী, পুত্রপ্রার্থিনী হইয়া পতির আজ্ঞায় আপনার নিকটে আসিয়াছি, এক্ষণে আমাকে গর্ভ দান করুন। দেখুন, স্বয়ং উপস্থিত রমণীকে উপেক্ষা করা উচিত নহে; সর্ব্বভোজী অগ্নির ন্যায় তেজস্বী আপনাদিগের কোন কার্য্যই দোষাবহ নহে। মুনিবর বৃষলীর এইরূপ বাক্যশ্রবণে ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল, তখন তিনি নীতিযুক্ত যথার্থ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। যে ব্যক্তি নিজ ভোগ্য লক্ষ্মীকে পরহস্তে দানের ইচ্ছা করে, বেদ-বাক্যানুসারে নিশ্চয় সেই মূঢ়মতিকে লক্ষ্মী স্বয়ং ত্যাগ করেন; সুতরাং তুমি পুনরায় দ্রুমিলের ভোগ্যা হইতে পার না, আর তিনি যদ্যপি বিরক্ত হইয়া স্বয়ং তোমাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করিবেন না। আর দেখ, যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতানিবন্ধন শূদ্র-পত্নীর সংসর্গ করেন, তিনি দ্বিজাতিমধ্যে সত্যই সকল কর্ম্মের অনধিকারী ও চণ্ডাল হন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, পিতৃশ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, শালগ্রামশিলাস্পর্শ ও দেবতা-পূজাদি কোন কার্য্যেই তাহার অধিকার নাই এবং সেই পাতকী, মাতামহের ও আপনার পূর্ব্বাপর দশ পুরুষকে নিরয়গামী করিয়া শেষে আপনিও কুম্ভীপাকনরকে গমন করে। সেই নরাধমের তর্পণজল মূত্রতুল্য ও পিণ্ড বিষ্ঠাসম অপবিত্র হয় এবং তাহার স্পর্শে শালগ্রামশিলা ত্রিরাত্র উপবাসী থাকেন। আর তাহার দত্ত জল ও নৈবেদ্য তাহার ইষ্টদেব গ্রহণ করেন না এবং সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণগণ তাহার অন্নকে বিষ্ঠাসদৃশ জ্ঞান করেন। ২১—৩২। হে পুংশ্চলি! নিশ্চয় সেই ব্যক্তি একবিংশতি পুরুষের সহিত ইন্দ্রের পরমায়ুকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করে। অঙ্গিরা বলিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণাধম শূদ্রের পাত্রোচ্ছিষ্ট ভোজন করে, এবং শূদ্রার অধর-ভোজী ব্রাহ্মণও শূদ্রের সমান এবং যদি কোন শূদ্র, অজ্ঞানান্ধ হইয়া ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে সেই অধম চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কালসূত্রে পতিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। আর সেই ব্রাহ্মণীও অষ্টাদশ ইন্দ্র-পাতপর্য্যন্ত কালসূত্রে আক্রান্ত হইয়া কৃমিকীটকর্ত্তৃক ভক্ষিতা হয় এবং পরিশেষে চণ্ডালিনী হয়। ব্রাহ্মণও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া জ্ঞাতিগণের নিকটে অতি ঘৃণিত হইয়া থাকে। হে শৌনক! মুনিবর এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, সেই বৃষলী শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠ-তালুকা হইয়া সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমত সময় মেনকা সেই পথে গমন করায় সহসা তাহার ঊরু ও স্তনমণ্ডল দর্শনে মুনিবরের রেতঃস্খলন হইল। তৎক্ষণাৎ সেই বৃষলী সানন্দে তাহা পান করিয়া মুনিকে প্রণামপূর্ব্বক স্বামীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং গমন করিয়া কান্ত দ্রুমিলকে প্রণামপূর্ব্বক সমুদয় গর্ভবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। গোপরাজ কলাবতীর বাক্য শ্রবণে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরিণামসুখকর মধুর বাক্য কহিতে লাগিলেন। দ্রুমিল বলিলেন, তখন নিশ্চয় তোমার পরম বৈষ্ণব সন্তান হইবে; সুতরাং তোমার ন্যায় ভাগ্যবতী আর নাই কারণ, যাহার গর্ভে ও যাহার ঔরসে বৈষ্ণব সন্তান জন্ম লাভ করে, তাহাদিগের উভয়েরই শত পুরুষ বৈকুণ্ঠবাসী হন; বৈষ্ণবের পিতা-মাতা, উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত বিষ্ণুরথে আরোহণ করিয়া জন্ম মৃত্যু-জরাশূন্য বৈকুণ্ঠনগরে গমন করেন। হে শুভাননে! এক্ষণে তুমি কোন ব্রাহ্মণের গৃহে গমন কর, পরে বৈকুণ্ঠে হরির সম্মুখে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।৩৩—৪৬। গোপরাজ পত্নীকে এইরূপ কহিয়া স্নান, তর্পণ ও ইষ্টদেবতা পূজাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে চারি লক্ষ অশ্ব, লক্ষ হস্তী ও শতসংখ্যক মত্ত গজ দান করিলেন এবং পঞ্চলক্ষ উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, সহস্র রথ, ত্রিলক্ষ শকট, দ্বাদশ লক্ষ গাভী, ত্রিলক্ষ মহিষ ও রাজহংস, লক্ষ পারাবত, শত শুক পক্ষী, লক্ষ দাস-দাসী, সহস্র গ্রাম, শত শত নগর অসীম। ধান্য ও তণ্ডুল, শতকোটি সুবর্ণ, সহস্র

রত্ন ও কোটি রত্নাদির কলস, অসংখ্য ভূষণ, এবং রত্নভূষণে ভূষিতা স্ত্রী, দ্বিজগণকে অতি আনন্দের সহিত অর্পণ করিলেন। অনন্তর গোপরাজ, হৃষ্টান্তঃকরণে রাজ্যপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকরে অর্পণ করিয়া, অন্তর ও বাহ্যে হরিস্মরণপূর্ব্বক দ্রুতপদে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন; সে স্থানে মাসমাত্র তপস্যা করিয়া পরিশেষে মহর্ষিগণসমক্ষে রমণীয় গঙ্গাতীরে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে গোপরাজ, বিষ্ণুদূতপরিবেষ্টিত হইয়া রত্ননির্ম্মিত বিমানদ্বারা বৈকুণ্ঠগামী হইলেন। হে শৌনক! গোপরাজ, বৈকুণ্ঠে হরিদাস্য লাভ করিয়া হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ হন। এক্ষণে কলাবতীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। গোপরাজ গমন করিলে, কলাবতী উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রাণত্যাগের উদ্‌যোগ করিলে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে রক্ষা করেন; ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনপূর্ব্বক সানন্দে তৎক্ষণাৎ রত্নপূর্ণ নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। ৪৭—৬০। অনন্তর সাধ্বী কলাবতী, সেই ব্রাহ্মণগৃহে ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত তপ্তকাঞ্চনসদৃশ, উৎকৃষ্ট এক তনয় প্রসব করিলেন। তত্রস্থ কামিনীগণ সকলে সেই বালককে ব্রহ্মতেজে গ্রীষ্মকালীন সূর্য্য হইতেও তেজস্বী দেখিতে লাগিলেন। সেই বালকের সৌন্দর্য্য, কন্দর্প হইতে অধিক; মুখকমল শারদীয় পূর্ণশশধর অপেক্ষা রমণীয়, এবং লোচনদ্বয়, শরৎপঙ্কজের তুল্য; তাহার হস্ত-পদাদি অতিসুন্দর, কপোলতল অতি মনোহর এবং পাদপদ্ম পদ্মচক্রাদিচিহ্নে চিহ্নিত ও অসীম উজ্জ্বল। তাঁহার করযুগ্মের তুলনা নাই, রমণীগণ, সেই বালককে স্তনার্থী ও রোদন করিতে দেখিয়া, সানন্দে নিজ নিজ বাসভবনে গমন করিলেন। অনন্তর, ঐ ব্রাহ্মণ ভার্য্যাপুত্রের সহিত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণও সপুত্রা কলাবতীকে কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। ৬১—৬৭।

ব্রহ্মখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন—জ্ঞানযুক্ত জাতিস্মর সেই বালক ক্রমে পঞ্চবর্ষবয়স্ক হইলে পূর্ব্ব-জন্মাভ্যস্ত সমুদয় মন্ত্র তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। ঐ বালক, নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের যশ নাম ও গুণাদি গান করিতে লাগিলেন, এবং কখন নৃত্য করিতে করিতে রোদন করিতেন, সে সময় তাঁহার গাত্র পুলকাঙ্কিত হইতে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই বালক যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের কথা বা তৎসম্বন্ধীয় পুরাণাদি পাঠ হইত, সেই স্থানেই অবস্থান করিতেন। ঐ বালক ধূলি ধূসরাঙ্গ হইয়া ধূলিদ্বারা হরি-প্রতিমা ও মনোমত নৈবেদ্য রচনাপূর্ব্বক ধূলিদ্বারাই পূজা করিতেন। মুনিবর! যদি তাঁহার মাতা প্রাতর্ভোজনার্থ তাঁহাকে আহ্বান করিতেন, অমনি প্রত্যুত্তর করিতেন, হরিপূজা করিয়া যাইতেছি। ১—৫। শৌনক বলিলেন,—এই বালক ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ কোন্ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন, তাহা প্রকাশ করুন। সৌতি কহিলেন,—ঐ বালক অনাবৃষ্টিশেষে জন্মলাভ করিবামাত্র। নার অর্থাৎ জলদান করিয়াছিলেন, এজন্য নারদ নামে প্রসিদ্ধ হন এবং জাতিস্মর মহাজ্ঞানী বালক, অন্যান্য বালকগণকে নার অর্থাৎ জ্ঞান দান করাতেও নারদ নামে প্রসিদ্ধ হন। মুনে! আর ঐ বালক নারদমুনীন্দ্রের ঔরসে জন্ম লাভ করাতেও নারদ নামে বিখ্যাত হন। ৬—৭। শৌনক কহিলেন যথোচিত ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ বালকের নাম শুনিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উক্ত মুনিবরের কি জন্য নারদ নাম হইল? সৌতি কহিলেন, ধর্ম্মের পুত্র নর নামে মুনি, অপুত্রক কশ্যপকে ঐ পুত্র দান করেন এজন্য তাঁহার নাম নরদ হয়। শৌনক কহিলেন, সৌতে! এক্ষণে শূদ্রযোনিগত বালকের ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ নাম শুনিলাম, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নারদের কিজন্য নারদ নাম হইয়াছিল? ১০—১২। সৌতি বলিলেন, কল্পান্তরে ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে বহুসংখ্যক নরের উৎপত্তি হয়, এজন্য ব্রহ্মার কণ্ঠকে নরদ কহে। পরে ঐ কণ্ঠ হইতে উক্ত বালক জন্ম গ্রহণ করায় তাঁহার নাম নারদ হয়। এক্ষণে সাবধানে উক্ত বালকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, আনুষঙ্গিক জিজ্ঞাসায় তাদৃশ প্রয়োজন নাই। সেই গোপিকাবালক দিন দিন বিপ্রগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণও নিজ তনয়ার ন্যায় সপুত্রা গোপিকাকে পালন করিতেন। একদা সেই ব্রাহ্মণের গৃহে চারিজন মহাতেজস্বী পঞ্চমবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন ভাস্করের প্রতাপহারী সেই বালকচতুষ্টয়কেউক্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মধুপর্কাদি দানপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। পরে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুমার-চতুষ্টয় বিপ্রদত্ত ফল-মূলাদি ভোজন করিলে গোপিকা-নন্দন তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া গোপিকা-কুমারকে কৃষ্ণমন্ত্র দান করিলে তিনি পালক ব্রাহ্মণ ও মাতার আজ্ঞায় তাঁহাদের দাস হইলেন। একদা শিশুমাতা গোপিকা রাত্রিকালে পথিমধ্যে গমন

করিতে করিতে সর্পদষ্টা হইয়া তৎক্ষণাৎ হরিকে স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন এবং সেই সতী তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুপার্ষদ্-পরিবৃতা হইয়া উৎকৃষ্ট রত্ন-নির্ম্মিত বিষ্ণুযানে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ১৩—২২। অনন্তর রাত্রি প্রভাতা হইলে, তাঁহার বালক-পুত্র দ্বিজগণের সহিত বিপ্রগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন, কৃপালু ব্রাহ্মণগণও তাঁহাকে তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদান করিলেন। পরে ব্রহ্মপুত্র সকলে বালককে ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে মহাজ্ঞানী শিশু মনোহর গঙ্গাতীরে অবস্থান করিলেন। সেই বালক সেই স্থানে ভয়ঙ্কর অরণ্যমধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষের মূলদেশে স্নানানন্তর যোগাসন করিয়া বহুকাল দেবদুর্লভ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা রোগ, শোক-বিনাশন বিপ্রদত্ত বিষ্ণুমন্ত্র, জপ করিতে লাগিলেন। শৌনক কহিলেন, সেই বালক, ধীমান্ সনৎকুমার হইতে শ্রীহরির কিপ্রকার মন্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করুন। সৌতি কহিলেন, দ্বিজবর! পূর্ব্বে গোলোকধামে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া বেদ-দুর্লভ যে দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র ব্রহ্মাকে দান করেন তাহাই ব্রহ্মা ধীমান্ কুমারের ভক্তি দর্শনে তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, পরে সনৎকুমার সেই মন্ত্র বালককে উপদেশ করেন। ওঁ "শ্রীনমো ভগবতে রাসমণ্ডলেশ্বরায় শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা," নারদ এই কল্পপাদপস্বরূপ মহামন্ত্রই লাভ করেন, আর সেই মহাপুরুষের স্তোত্র ও কবচ পূর্ব্বেই কহিয়াছি, এক্ষণে সামবেদোক্ত তাঁহার ঔপযোগিক ধ্যান শ্রবণ করুন। ২৩—৩১। শ্রীকৃষ্ণের কোটি-সূর্য্যসমপ্রভ মণ্ডলাকার তেজঃপুঞ্জ; যোগিগণ, সিদ্ধগণ, ও সুরগণ ধ্যানযোগে চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহার অভ্যন্তরবর্ত্তী অনির্ব্বচনীয় অতি মনোহর রূপ চিন্তা করেন। তিনি নূতন মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, তাঁহার নয়নদ্বয় শারদীয় পদ্মের ন্যায় সুন্দর এবং মুখকমল শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের সদৃশ মনোহর ও ওষ্ঠাধর দর্শন করিলে পক্ব বিম্বফল বলিয়া বোধ হয় তাঁহার দন্তপঙক্তি মুক্তাশ্রেণীকেও লজ্জা দেয়, এবং মুখমণ্ডলে ইষৎ হাস্য ও হস্তে মুরলী বিন্যস্ত আছে। লক্ষচন্দ্রের প্রভাপহারী সেই মনোহররূপ কোটি-কন্দর্পের ন্যায় কমনীয়, তাঁহার পরিধানে পীতবস্ত্র, তিনি দ্বিভুজ, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমাযুক্ত ও রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর বলয় ও নূপুরদ্বারা বিভূষিত, তাঁহার গণ্ডস্থল রত্নকুণ্ডল-যুগ্মে বিরাজিত এবং তিনি মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ধারণ করিতেছেন, ও রত্নমালাবিভূষিত। মালতীবন-মালায় তাঁহার জানুদেশপর্য্যন্ত শোভিত হইয়াছে এবং সেই ভক্তানুগ্রহকারকের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনদ্বারা অনুলিপ্ত। গোপিকাগণ তাঁহাকে বারংবার বঙ্কিমনয়নে দেখিতেছেন, এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভমণিদ্বারা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে। সর্ব্বভূষণে ভূষিতা স্থিরযৌবনযুক্তা গোপিকাগণ, সেই রাধাবক্ষঃস্থলস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। সেই পরাৎপর শান্ত-মূর্ত্তি কিশোর রাধিকাকান্তকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি দেবগণ সতত পূজা, বন্দনা ও স্তব করিতেছেন। সেই নির্গুণ পরমাত্মা ঈশ্বর-প্রকৃতি হইতে অতীত এবং সাক্ষিস্বরূপ ও নির্লিপ্ত, আমরা সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। মুনিবর! এই আমি আপনার নিকট মন্ত্রোপযোগিক ধ্যান, স্তোত্র, কবচ ও কল্পপাদপস্বরূপ মন্ত্রও কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বালকের বিষয় শ্রবণ করুন। হে শৌনক! নারদ সেই স্থানে আহার-শূন্য হইয়া ধ্যানস্থ হইয়াই দিব্যবর্ষসহস্র অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু সিদ্ধমন্ত্রপ্রভাবে তাঁহার শক্তি ও পরিপুষ্টি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এইরূপে কালযাপন-পূর্ব্বক তিনি একদা ধ্যানযোগে দিব্য এক বালক ও দিব্য লোক দর্শন করিলেন। সেই দিব্য বালক, রত্নসিংহাসনে আসীন ও রত্নভূষণে ভূষিত। তিনি কিশোরবয়স্ক, শ্যামবর্ণ গোপবেশধারী ও ঈষৎ হাস্য-যুক্ত তাঁহার পরিধান পীতবস্ত্র এবং সর্ব্বাঙ্গ চন্দন-চর্চ্চিত তিনি দ্বিভুজ, মুরলীহস্ত, ও গোপ-গোপাঙ্গনা-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, সেই পরাৎপর দেব,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবাদি দেবগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতেছেন। শান্ত গোপিকানন্দন, শান্তমূর্ত্তি তাঁহাকে বহুকাল দর্শন করিয়া পরে পুনরায় দর্শন করিতে অক্ষম হইয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইলেন এবং সেই অশ্বত্থমূলে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রোরুদ্যমান বালকের প্রতি অল্পাক্ষর হিতকর জ্ঞানপ্রদ,—আকাশবাণী হইল,—নারদ! তুমি যে রূপ দর্শন করিয়াছ, তাহা আর এক্ষণে দেখিতে পাইবে না, কারণ তাহা কুযোগীদিগের অলক্ষ্য। তুমি দেহান্ত হইলে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় জন্ম, মৃত্যু ও জরাশূন্য গোবিন্দকে দর্শন করিতে পারিবে। ৪৪—৫২। বালক এইকথা শ্রবণ-মাত্রে হর্ষযুক্ত হইয়া রোদন ত্যাগ করিলেন, পরে যথাসময়ে তীর্থস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া দেহান্ত করিলেন। তখন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মহামুনি নারদ শাপ হইতে মুক্ত হইলেন। তিনি তনু ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মশরীরে বিলীন হইলেন। নারদ নিত্য হইয়াও পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে

আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছেন। হে শৌনক! নিত্য দেহীদিগের আবির্ভাব বা তিরোভাব, সেচ্ছাধীনমাত্র, ফলতঃ ভক্তজনের জন্ম, মৃত্যু, জরা বা ব্যাধি কিছুই নাই।

ব্রহ্মখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন,—ঋষিবর! এক্ষণে মুনিগণের কতকগুলি নাম-ব্যুৎপত্তি শ্রবণ করুন। কতিপয় কল্পান্তর অতীত হইলে পুনর্ব্বার বিধাতার সৃষ্টিসময়ে মরীচি প্রভৃতি মুনিগণের সহিত নারদ মুনি কণ্ঠদেশ হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং তিনি বিধাতার নরদ (কণ্ঠদেশ) হইতে জন্ম লাভ করেন এই হেতু নারদ নামে বিখ্যাত হন। যে মুনিশ্রেষ্ঠ বিধাতার চিত্ত হইতে জন্মান, পিতামহ তাঁহার প্রচেতা নাম রাখেন। যে পুত্র ব্রহ্মার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে সহসা উৎপন্ন হন, সকল কর্ম্মে দক্ষ বলিয়া তিনি দক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। বেদে কর্দ্দম শব্দে ছায়া বোধ হয়, সুতরাং ছায়া হইতে যিনি হন, তিনি কর্দ্দম নামে প্রসিদ্ধ। এবং মরীচি শব্দ তেজো-বোধক, এজন্য তাহা হইতে যে অতি-তেজস্বী ঋষি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি মরীচি নামে বিখ্যাত। যে ব্রহ্মপুত্র জন্মান্তরে ক্রতুসজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞসমূহ করেন, তিনিই এক্ষণে ক্রতু নামে অভিহিত। ইর শব্দে তেজস্বী, এজন্য প্রধান-অঙ্গ মুখ হইতে যিনি উৎপন্ন হন, তিনি অঙ্গিরা নামে প্রসিদ্ধ। হে শৌনক! ভৃগুশব্দে অতি তেজস্বী বোধ হয়, এজন্য ব্রহ্মার যে পুত্র অতি তেজস্বী, তাঁহারই নাম ভৃগু। যে বালক অরুণবর্ণ হইয়া জন্ম লাভ করেন ও উগ্রতর তপস্তেজে যিনি প্রজলিত, তাঁহার নাম অরুণী হয়। যে যোগী বালকের যোগবলে হংসগণ বশীভূত, সেই পরম যোগীন্দ্রই হংসীনামে কীর্ত্তিত। যে বালক বিধাতার বশীভূত, শিষ্ট ও পরম প্রিয়, তিনি বশিষ্ঠ নামে বিখ্যাত। নিরন্তর তপস্যায় যত্ন ও সকল কর্ম্মেই সংযত বলিয়া এক জনের নাম হয় যতি। বেদে পুলশব্দে তপস্যা ও প্রস্ফুট বোধ হয়, এজন্য যিনি তপঃসমূহস্বরূপ তিনিই পুলস্ত্য এবং ত্রি শব্দে ত্রিগুণা প্রকৃতি ও অ শব্দ বিষ্ণুবাচী, এ কারণ যে বালকের সেই উভয়ে সমান ভক্তি, তিনি অত্রি নামে কথিত। যে বালকের মস্তকে অগ্নির শিখাতুল্য তপস্তেজোদ্ভব পঞ্চ জটা বিদ্যমান তাঁহার নাম পঞ্চশিখ যে শিশু অন্য জন্মে অপান্তরতমপ্রদেশে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম অপান্তরতমা হয়। বিধাতার যে পুত্র স্বয়ং তপস্যায় নিরত এবং অন্য ব্যক্তিকেও বহন করাইতেন অর্থাৎ তপোনিরত করিতেন ও যিনি তপোনুষ্ঠানের উঢ় অর্থাৎ সমর্থ, তিনিই বোঢ়ু নামে কীর্ত্তিত। মুনিবর! তপস্তেজে প্রদীপ্ত যে সন্তানের চিত্তে নিরন্তর তপস্যায় রুচি, তিনি রুচি নামে কীর্ত্তিত। বিধাতার কোপকালে যে একাদশ সন্তান উৎপন্ন হন, তাঁহারা অতি কোপন-স্বভাব ও রোদন করায় রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ। শৌনক কহিলেন, রুদ্রগণের মধ্যে মহেশ্বরও একজন, ইহা আমার ভ্রম আছে; কিন্তু আপনি পুরাণতত্ত্বজ্ঞ, অতএব সেই ভ্রম দূর করুন। ১১—২১। সৌতি কহিলেন, রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু সত্ত্বগুণের ও সৃজনকারী ব্রহ্মা রজোগুণের এবং ভয়ঙ্কর দুর্নিবার রুদ্রগণ তমোগুণের আধার। সেই রুদ্রগণের মধ্যে কালাগ্নি-রুদ্র নামে সংহারকর্ত্তা এক রুদ্র, শঙ্করের অংশ; কিন্তু সাধুগণের শিবপ্রদ শিব, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণস্বরূপ। অপর সকলে কৃষ্ণের কলা অর্থাৎ অত্যল্প অংশ এবং বিষ্ণু ও শঙ্কর উভয়েই পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের অংশ, ইহাঁরা উভয়ে সমান ও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। দ্বিজবর! ইহা আমি রুদ্রগণের উৎপত্তিসময়ে কহিয়াছি, তবে কি জন্য বিস্মৃত হইলেন? আশ্চর্য্যের বিষয়! সকলেই মায়ায় মোহিত, যেহেতু মুনিগণেরও মতিভ্রম হয়। মুনিবর! সনক, সনন্দ, সনাতন ও ভগবান্ সনৎকুমার এই চারিজন ব্রহ্মার পূর্ব্বপুত্র, ইহাঁদিগকে সৃষ্টি করিতে আজ্ঞা করিলে ইহাঁরা অস্বীকার করায় তিনি প্রকোপিত হন, এই রুদ্রগণ তাঁহার কোপসময়ে উৎপন্ন। সনক ও সনন্দ শব্দ আনন্দবাচক, এজন্য যে দুই ভক্তিপূর্ণ বালক নিত্যই আনন্দিত, তাঁহারা ঐ উভয় নামে প্রসিদ্ধ এবং সনাতন শব্দে নিত্য পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয়, সুতরাং যে বালক শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও তাঁহার সমান, তিনিই সনাতন নাম প্রাপ্ত হন, আর সনৎ শব্দে নিত্য ও কুমার শব্দে শিশু বোধ হয়, একারণ ব্রহ্মা চতুর্থ তনয়ের যৌগিক নাম সনৎকুমার রাখিলেন। মুনি-বর! ব্রহ্মার পুত্রগণের নাম-ব্যুৎপত্তি কহিলাম, এক্ষণে নারদের বৃত্তান্ত যথাক্রমে শ্রবণ করুন। ২২-৩১।

ব্রহ্মখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! বিধাতা সৃষ্টির নিমিত্ত সমুদয় বালককে নিয়োগ করিয়া পরে বেদ বেদাঙ্গপারগ নারদকে সৃষ্টিবাসনায় সভ্য, বেদসার ও

পরিণামে সুখকর হিতবাক্য কহিলেন। ১—২। বৎস নারদ! আমার নিকটে আগমন কর, তুমি আমার কুলশ্রেষ্ঠ ও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়; তোমার জ্ঞানরূপ দীপশিখায় সমুদয় অজ্ঞানতিমির বিনষ্ট হয়। দেখ, সমুদয় পূজ্য হইতে পিতাই পরম গুরু, আর বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতা এই দুই জনই সমান এবং পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব বৎস! আমি তোমার পিতা এবং বিদ্যাদাতা ও পালনকর্ত্তা আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি আমার প্রীতি-নিমিত্ত দারপরিগ্রহ কর। যিনি গুরু-আজ্ঞা পালন করেন, তিনিই শিষ্য ও তিনিই পুত্র। আর যে মূঢ় তাহা না করে, তাহার কখনই মঙ্গল হয় না। আর যিনি গুরুর আজ্ঞাকারী, তাঁহার পদে পদে মঙ্গল হয় ও তিনিই যথার্থ পণ্ডিত, জ্ঞানী এবং পুণ্যবান্। দেখ, সমস্ত আশ্রমীর মধ্যে গৃহস্থই প্রধান ও পুণ্যবান্ কারণ তপঃফল ভিন্ন গৃহ; স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্রগণে পরিপূর্ণ হয় না। যে প্রকার ধেনু সকল জলপানার্থ নিপানে উপস্থিত হয়, সেইরূপ পর্ব্বকালে পিতৃগণ ও তিথিকালে দেবতাগণ, গৃহস্থনিকটে আগমন করেন এবং গৃহী, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিয়া ইহকালে উত্তম সুখ ও পরকালে স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। যে পুণ্যবান্ গৃহস্থ, স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করেন তিনি জীবন্মুক্ত যশস্বী ধনবান্ ও সুখী হন। আর যে ব্যক্তি যশস্বী ও কীর্ত্তিমান্ তিনি মৃত হইলেও জীবিত, যশঃকীর্ত্তি বিহীন ব্যক্তি জীবিত হইয়াও মৃততুল্য। মুনিবর নারদ, ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণে ভীত ও শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুক হইয়া কহিতে লাগিলেন। ৩—১৩। পিতঃ! একদা আমাদিগের উভয়ের বাগ্বিরোধে দৈববশতঃ মহৎ ও যশঃক্ষয়কর হানি হইয়াছে, স্মরণ করিয়া দেখুন। আমি আপনার শাপে গন্ধর্ব্ব ও শূদ্র যোনি প্রাপ্ত হইয়া স্বকর্ম্ম ভোগ করিয়াছি এবং আপনিও আমার শাপে অপূজ্য হইয়াছেন। হে বিধাতঃ! কালক্রমে আমি শাপমুক্ত হইয়াছি আপনিও হইবেন, অতএব বারম্বার বিরোধে কেবল দোষব্যতীত গুণ দেখা যায় না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে দৃঢ় ভক্তি দান করেন, তিনিই পিতা,গুরু, বন্ধু, পুত্র ও ঈশ্বর-পদবাচ্য। দেখুন, বালকগণ অজ্ঞানবশতঃ অসৎপথে গমন করিলে পিতাই তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া নিবৃত্ত করেন। যে পিতা কৃষ্ণপদে ভক্তি ত্যাগ করাইয়া অন্যবিষয়ে নিয়োগ করেন, তিনি অসৎকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন। আর দেখুন, দারগ্রহণ কেবল দুঃখের নিমিত্ত, সুখের নহে; কারণ স্ত্রী হইতে তপস্যা, স্বর্গ, ভক্তি ও মুক্তি সমুদয় নষ্ট হয়। হে ব্রহ্মন্! মূঢ়গৃহিগণের স্ত্রী তিন প্রকার;—সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটা। এই ত্রিবিধা স্ত্রীই স্বার্থতৎপরা। দেখুন সাধ্বী পরকালভয়ে ও ইহকালে আপনার যশের জন্য এবং কামানুরোধে স্বামিসেবা করেন; আর ভোগ-প্রার্থিনী ভোগ্যা কেবল কামস্নেহহেতু পতিসেবা করিয়া থাকেন, নিজ ভোগের হানি হইলে ক্ষণকালও সে কার্য্য করেন না এবং যাবৎকাল স্বামী হইতে বস্ত্র অলঙ্কার ও উত্তম আহার প্রাপ্ত হন, তাবৎ স্বামীর বশবর্ত্তিনী থাকেন। আর কুলটা স্ত্রী কুলনাশিনী ও কুলের অঙ্গারস্বরূপা, তিনি কাপট্য করিয়াই পতিসেবা করেন ভক্তিপূর্ব্বক নহে। সেই কুলটা নিরন্তর মদনাতুরা হইয়া তাহার হইতে অধিক নূতন নূতন উপপতি প্রার্থনা করিয়া থাকে। অধিক কি কুলটা স্ত্রী উপপতি নিমিত্ত নিজ পতিকেও নষ্ট করিতে পারে। যে মূঢ় কুলটাকে বিশ্বাস করে, তাহার জীবন নিষ্ফল। আমি যে এই উত্তম মধ্যম ও অধম তিন প্রকার স্ত্রীর বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, ইহাদিগের মন পণ্ডিতগণও বুঝিতে পারেন না। কেবল যাঁহারা স্বাত্মারাম তাঁহারাই বুঝিতে সক্ষম। কামিনীদিগের হৃদয় ক্ষুরধার-সদৃশ, কিন্তু মুখমণ্ডল শরৎপঙ্কজের ন্যায় সুন্দর, ইহারা স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তই মধুর সুধাতুল্য বাক্য প্রয়োগ করে এবং ক্রোধের উদয় হইলে সেই বাক্য বিষতুল্য হয়, উহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, কারণ স্ত্রীলোকের অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয় ও কর্ম্ম সকল নিগূঢ়। রমণীগণের সর্ব্বদা অবিনয় ও প্রবল সাহস এবং কার্য্যে কেবল দোষ ও ছল দৃষ্ট হয়। হে জগদ্গুরো! পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণের কাম অষ্টগুণ, আহার দ্বিগুণ ও নিষ্ঠুরতা নিত্যই চতুর্গুণ। আর পুরুষ হইতে কোপ ও ব্যবসায় ছয়গুণ অধিক, অতএব হে পিতামহ! যে রমণীতে এই দোষসমূহ বিদ্যমান, তাহাতে আমার আস্থা কি? বিশেষতঃ বিষ্ঠা মূত্র ও ক্লেদের আকর যে রমণী,তাহাতে আর পুরুষের ক্রীড়া বা সুখের সম্ভাবনা কোথায়? অধিক কি স্ত্রী-সম্ভোগে তেজ বিনষ্ট এবং দিবসে আলাপ করিলে যশপর্য্যন্ত ক্ষয় হয়। আরও দেখুন, নারীর সহিত অধিক প্রণয় হইলে ধনক্ষয়, তাহাতে অত্যাসক্তি জন্মিলে শরীর নাশ, তাহার সহবাসে পৌরুষ নষ্ট ও পরস্পর কলহ হইলে মান বিনাশ এবং তাহাকে বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হয়। অতএব হে ব্রহ্মন্! সেই রমণী হইতে সুখ প্রত্যাশা কোথায়? পুরুষ যেকাল পর্য্যন্ত ধনী, তেজস্বী ও যোগ্য থাকেন

তাবৎকাল রমণীগণ তাঁহার বশীভূত হয় এবং সেই প্রিয় পুরুষই যদি রোগী, নির্দ্ধন বা বৃদ্ধ হন, তাহা হইলে নারীগণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না, কেবল লোকাচারভয়ে যৎকিঞ্চিৎ আহার দান করে। ব্রহ্মন্! এই আমি নিজ জ্ঞানানুসারে স্ত্রীচরিত্র কীর্ত্তন করিলাম। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি স্বাত্মারাম ও ঈশ্বর আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অতএব হে বিভো! অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এইক্ষণে এই দায় হইতে মুক্ত করুন। ১৪—৩৯। অনন্তর নারদ, ভক্তিহেতু অবনতমস্তক হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন, পিতঃ! আপনি কল্পতরু এজন্য আপনার নিকট আমি কেবলমাত্র কৃষ্ণ-ভক্তি প্রার্থনা করি, এইরূপ কহিয়া মঙ্গলময় তপোনুষ্ঠানজন্য আজ্ঞা যাচ্ঞা করিলেন। মুনিবর নারদ, এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গমনোদ্যত হইলে, জগতের বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা, মহা-সাংসারিকের ন্যায় মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত নারদকে করধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন ও পুনঃপুনঃ চুম্বন করিলেন এবং সেই যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু স্বাত্মা-রামেশ্বর ব্রহ্মা, তাঁহাকে বহুকাল বক্ষে ধারণ করিয়া জানুদেশে উপবেশন করাইলেন। হে শৌনক! ব্রহ্মা পুত্র-বিচ্ছেদ সহ্য করিতে নিতান্ত অশক্ত হইলেন, ফলতঃ জীবগণের বিচ্ছেদযন্ত্রণা অতিদুঃসহ। দেখুন প্রজাপতিও বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া তনয়-বিচ্ছেদে অতিশয় কাতর হইলেন এবং শোকার্ত্ত হইয়া পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ৪০—৪৬।

ব্রহ্মখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস! আমার সংসারকর্ম্মে প্রয়োজন কি? তুমি তপস্যার্থ গমন কর, আমিও পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থরূপে জানিবার জন্য গোলোকে গমন করি। ১। দেখ—সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, যতী, হংসী, অরুণী, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ এই সমস্ত পুত্রই আমার বৈরাগ্যবশতঃ তপস্বী হইয়াছেন, কেবলমাত্র সমুদয় পুত্রগণের মধ্যে মরীচি, অঙ্গিরা, ভৃগু, রুচি, অত্রি, কর্দ্দম, প্রচেতা, ক্রতু, মনু ও বশবর্ত্তী বশিষ্ঠই আমার আজ্ঞাকারী। এতদ্ভিন্ন সকল সন্তানই বিবেকী ও অবাধ্য সুতরাং আমার সংসারকার্য্যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ২—৫। বৎস! এক্ষণে যাহা বেদ-সম্মত, চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ এবং পরম্পরাগত ও শুভজনক, এইরূপ বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। ৬। সমুদয় পণ্ডিতগণই সমাজ-প্রশংসিত ও বেদবিহিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষকেই প্রার্থনা করেন, এবং যাহা বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম্ম ও তদবিহিতই অধর্ম্ম; এজন্য ব্রাহ্মণগণ প্রথমে বেদবিহিত উপনয়নকালে যজ্ঞসূত্র ধারণ, পরে বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে গুরুদক্ষিণা দান-পূর্ব্বক সৎকুলোৎপন্না ও সুবিনীতা কামিনীর পাণি-গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৭—৯। সেই কুলজা সাধ্বীও পতিসেবায় তৎপর হন, কখনই সদ্বংশজাতা কামিনী অবিনীতা হন না। কারণ পদ্মরাগমণির আকরে কাচের উৎপত্তি কি সম্ভব? অতএব হে নারদ! যে রমণী অসদ্বংশে উৎপন্না তিনিই পিতা মাতার দোষে দুর্ব্বিনীতা, দূষ্যা ও সকল কর্ম্মে স্বতন্ত্রা হইয়া থাকেন। ফলতঃ লক্ষ্মীর অংশসম্ভবা কোন কামিনী দুষ্টা হন না, যাঁহারা অসদ্বংশসম্ভূতা হইয়া কুলটা হন, তাঁহারা স্বর্গবেশ্যার অংশ; সাধ্বী স্ত্রী, স্বামী নির্গুণ হইলেও তাঁহার সেবা ও প্রশংসা করিয়া থাকেন। ১০—১৩। কুলটা কামিনীই স্বামী সদ্গুণযুক্ত হইলেও তাঁহার সেবা করেন না, বরং নিন্দা করিয়া থাকেন; এজন্য সাধুব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক সদ্বংশজা কন্যাকে পরিগ্রহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তপস্যার্থ গমন করেন। বৎস! সত্য বটে দুর্ম্মুখা রমণীর সহবাস অপেক্ষা অগ্নিতে কিম্বা সর্পের মুখে অথবা কণ্টকাকীর্ণ স্থানে বাস করা উৎকৃষ্ট, তথাপি স্ত্রীমাত্রেরই নিন্দা করা উচিত নহে। পুত্র নারদ! তুমি আমার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, এক্ষণে দারগ্রহণরূপ গুরুদক্ষিণা দান কর। বৎস! শুভ-দিনে সৎকুলোৎপন্না তোমার পূর্ব্বপত্নী মালাবতীকে বিবাহ কর। সেই সতী তোমার নিমিত্ত, মনু-বংশোদ্ভব সৃঞ্জয়ের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে তপস্যা করিতেছেন, তুমি সেই রত্নমালানাম্নী লক্ষ্মীর অংশ-সম্ভবা কন্যাকে গ্রহণ কর, দেখ, ভারতে কাহারও তপস্যা ব্যর্থ হয় না। লোকমাত্রেরই অগ্রে গৃহী, পরে বানপ্রস্থ ও তাহার পর মুক্তির জন্য তপস্বী হওয়া উচিত, এই ক্রম বেদবিহিত। দেখ বৈষ্ণবের হরি-পূজাই তপস্যা এবং তাহা বেদোক্ত, তুমি পরম বৈষ্ণব সুতরাং গৃহে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম পূজা কর। দেখ যাঁহার অন্তরে ও বাহিরে হরি বিদ্যমান তাঁহার আর অন্য তপস্যায় ফল কি? যাঁহার অন্তরে বা বাহিরে হরি নাই, তাঁহারই বা তপস্যায় ফল কি?। ১৪—২৩। ফলতঃ তপস্যাদ্বারা হরিই

আরাধ্য, আর কেহই নহে। যে কোন স্থলে কৃষ্ণ সেবাই তপস্যা, অতএব হে বৎস! আমার বাক্যে গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক হরিসেবা কর। হে মুনি-প্রধান। গৃহী হও; কারণ গৃহীর সর্ব্বদা সুখ, দেখ কামিনীর সহিত সুখসম্ভোগ স্বর্গভোগ অপেক্ষা সুদুর্লভ। অধিক কি মুমুক্ষুরাও কামিনীর দর্শন বা স্পর্শ প্রার্থনা করেন, সমুদয় স্পর্শসুখ হইতে রমণীয় স্পর্শ সুখকর। হে মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্র। তদপেক্ষা সুখ-জনক দর্শন বা স্পর্শন সত্যই আর নাই, সুতরাং কান্তা হইতে প্রেয়সী আর নাই, এজন্য তাহার নাম প্রিয়া হইয়াছে। আরও দেখ পুত্রের নিমিত্ত স্ত্রীর প্রয়োজন সুতরাং শত স্ত্রী অপেক্ষা পুত্র প্রিয়, ফলতঃ পুত্র হইতে বন্ধু বা প্রিয় কেহই নাই। ২৪—২৮। দেখ সকল ব্যক্তিই সকলের নিকট জয় ইচ্ছা করিলেও পুত্রের নিকট পরাজয় ইচ্ছা করেন, আর যদিচ অর্থ হইতে আত্মা প্রিয় কিন্তু পুত্র তাহা অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু. এই জন্য প্রিয়তম পুত্রকে আপনার অপেক্ষা উত্তম ধন অর্পণ করা উচিত। হে শৌনক! ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নারদ পিতাকে কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! যে পিতা বেদ ও দর্শনশাস্ত্রের মর্ম্ম বিদিত হইয়া স্বয়ং পুত্রকে অসন্মার্গে প্রবৃত্ত করেন, তিনি কিরূপে দয়াবান্ হইতে পারেন? হে ব্রহ্মন্! দেখুন এই সমুদয় সংসার জলবুদ্বুদের ন্যায় নশ্বর এবং জলরেখা যেরূপ ক্ষণভঙ্গুর, জগত্রয়ও সেই প্রকার। এজন্য যে ব্যক্তির চিত্ত হরিসেবা ত্যাগ করিয়া বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহার দুর্লভ মানব জন্মই নিস্ফল। এই সংসার-সমুদ্রে কে কাহার প্রিয়া, বা কে কাহার পুত্র, আর কেই বা কাহার বন্ধু, কেবল স্বকর্ম্মরূপ তরঙ্গে এই প্রকার সংযোগ ও বিয়োগ হইয়া থাকে। যে পিতা, পুত্রকে সুকার্য্যে রত করেন, তিনিই তাহার মিত্র ও গুরু, আর কুবুদ্ধি দান করিলে পরম শত্রু হন, তাঁহাকে পিতা বলা যায় না। হে তাত! আপনাকে বেদমূলক ব্যবস্থা কহিলাম, কিন্তু তথাপি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে ভগবন্! আমি অগ্রে নর-নারায়ণের আশ্রমে গমন-পূর্ব্বক নারায়ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পরে দার-পরিগ্রহ করিব। মুনিবর নারদ, পিতার নিকটে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল। পরে মুনিসত্তম নারদ, ক্ষণকাল পিতার নিকট অবস্থান করিয়া পুনরায় তাঁহাকে মঙ্গলপ্রদ বেদসম্মত বচনে কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! আমার মনোবাঞ্ছিত কৃষ্ণমন্ত্র ও যাহাতে কৃষ্ণের গুণ-বর্ণন আছে তৎসম্বন্ধী জ্ঞান প্রদান করুন। পরে আপনার প্রীতির নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিব, কারণ অভিলাষ পূর্ণ হইলে পুরুষ আনন্দপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, নারদের বাক্য শ্রবণে প্রহৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন বৎস! বিচক্ষণ ব্যক্তির পতি বা পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত নহে, এবং আশ্রমত্যাগীর মন্ত্রও সুখ-জনক হয় না; আরও দেখ নিয়তি ভিন্ন কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক পৌরুষদ্বারা মন্ত্র, গুরু, কামিনী, বিদ্যা, সুখ, ভয়, বা দুঃখ লাভে সমর্থ হন না। হে বৎস! মহেশ্বর তোমার পূর্ব্বজন্মের গুরু, অতএব তুমি সেই শান্ত মঙ্গলদায়ক ও জ্ঞানিগণের গুরু শিবসন্নিধানে গমন কর। সেই পুরাতন গুরু মহেশ্বর হইতেই কৃষ্ণ-মন্ত্র ও জ্ঞান লাভ করিয়া নারায়ণকথা শ্রবণপূর্ব্বক শীঘ্র আমার গৃহে উপস্থিত হইবে। হে শৌনক! ব্রহ্মা ইহা বলিয়া বিরত হইলে মুনিবর নারদ পিতাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া শিবলোকে প্রস্থান করিলেন। ২৯—৪৭।

ব্রহ্মখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, বিপ্রবর নারদ আনন্দের সহিত ক্ষণকালমধ্যে মনোহর শম্ভুসদনে উপস্থিত হইলেন, উহা ধ্রুবলোক হইতে লক্ষযোজন উর্দ্ধে অবস্থিত এবং স্বয়ং শূলপাণি রত্নদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিবিধ ভবনযুক্ত বিচিত্র ঐ আশ্রম, শম্ভুর যোগবলে শূন্যমার্গে অবস্থিত এবং প্রধান মুনীন্দ্রগণ ঐ স্থানে যোগ সাধন করায় উহা দিবানিশি প্রজ্বলিত হই-তেছে। মুনিবর! ঐ আশ্রমে চন্দ্র বা সূর্য্যের আলোক নাই; উহা কেবল প্রাচীরাকার, অতিপ্রবৃদ্ধ, অসংখ্য এবং শিখাদ্বারা উজ্জ্বল হুতাশনে নিরন্তর বেষ্টিত হইয়া আছে। ঐ শিবপুরী লক্ষযোজন বিস্তৃত, ও তিনকোটি উৎকৃষ্ট রত্নের গৃহযুক্ত এবং উত্তম হীরক-নির্ম্মিত চিত্র বিচিত্র বিবিধ মনোহর পদার্থে বিরাজিত। দ্বিজবর! ঐ সমস্ত গৃহ, মণি, মাণিক্য ও মুক্তাময় দর্পণে পরিপূর্ণ, বিশ্বকর্ম্মা স্বপ্নেও সেইরূপ ভবন দর্শন করেন নাই। হে শৌনক! প্রধান শিব-সেবক জনেরা কল্পকালপর্য্যন্ত নিরন্তর ঐ স্থানে অবস্থিতি করেন। ঐ শিবলোকে শতকোটিলক্ষ সিদ্ধ পুরুষ, ত্রিকোটি-লক্ষ শিবপার্ষদ, ত্রিলক্ষ ভয়ঙ্কর ভৈরব, ও চতুর্লক্ষ-

শত ক্ষেত্র বিদ্যমান এবং ঐ স্থান, মন্দারপ্রভৃতি সুপুষ্পিত সুরবৃক্ষে বেষ্টিত ও বলাকাশতদ্বারা নভস্থলের ন্যায় সুন্দর কামধেনুগণে বিরাজিত। নারদ, উহা দর্শন করিবামাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্থির করিলেন যিনি বুধগণ ও যোগিগণেরও গুরু তাঁহার নিকট বিচিত্র কিছুই নহে। ফলতঃ এইস্থান ত্রিলোক হইতে উৎকৃষ্ট এবং এস্থানে ভয়, মৃত্যু, রোগ, শোক ও জরাদি কিছুই নাই। ১—৮। অনন্তর নারদ দূর হইতে সভামণ্ডলমধ্যস্থ শিবপ্রদ শিবকে দর্শন করিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত ও মনোহর এবং নয়নত্রয় পদ্মসদৃশ ও পঞ্চ-আনন চন্দ্রতুল্য, তিনি মস্তকে গঙ্গা ও ললাটে নির্ম্মল চন্দ্রখণ্ড ধারণ করিতেছেন। সেই শুভ্রবর্ণ দিগম্বর পরমেশ্বর প্রতপ্ত সুবর্ণসদৃশ জটাভার ধারণ করিতেছেন। তিনি অনন্ত ও অক্ষয়। তিনি নিরন্তর মন্দাকিনীর পদ্মবীজমালাদ্বারা সানন্দে কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন। সেই সিদ্ধিবিধানের কারণ সিদ্ধেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় কাল ও যমের অন্তকারক, তাঁহার কণ্ঠদেশ সুনীল ও সর্ব্বাঙ্গ ভুজগেন্দ্রগণে মণ্ডিত এবং তাঁহাকে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ও সিদ্ধেন্দ্র সকলে বন্দনা করিতেছেন। তাঁহার বদনকমল প্রসন্ন ও হাস্যযুক্ত। সেই বিশ্বের মঙ্গলদাতা বরপ্রদ আশুতোষ ভক্তজনের প্রিয় ও একমাত্র বন্ধু, সকলের শ্রেষ্ঠ ও মনোহর এবং ভবরোষবর্জ্জিত। মুনিবর শূলপাণির সমীপে উপস্থিত হইয়া রোমাঞ্চিতকলেবরে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন এবং পরে সুকণ্ঠ নারদ ত্রিতন্ত্রী-বীণা বাদনপূর্ব্বক মধুরস্বরে কৃষ্ণগুণ গান ও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পরমেশ্বর, মুনীন্দ্রপ্রধান বেদজ্ঞপ্রধান সস্মিত বিধিপুত্রকে দর্শন করিয়া অতি শীঘ্র যোগীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র ও মহর্ষিগণের সহিত আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ৯—১৪। হে শৌনক! মহাদেব মুনিবর নারদকে সসম্ভাষে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক আসনাদি দান করিলেন এবং সেই তপোধনের তপস্যার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া, পরে আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। হে দ্বিজ! পরে শম্ভু পার্ষদগণের সহিত উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করিলে, নারদ উপবেশন না করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইয়া প্রভুকে স্তব করিতে লাগিলেন। নারদ গন্ধর্ব্বরাজকৃত বেদোক্ত মঙ্গলপ্রদ স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকে স্তব ও বারংবার প্রণাম করিয়া মহাদেবের আজ্ঞায় তাঁহার বামভাগে উপবেশন করিলেন। অনন্তর নারদ জগতের বাঞ্ছাকল্পতরু শিবকে নিজ মনোভিলাষ নিবেদন করিলেন। পরে কৃপানিধি শিব, মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হইবে বলিয়া স্বীকার করিলেন। ১৫—১৮।

ব্রহ্মখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, দেবর্ষি নারদ মহাদেবের নিকট শ্রীহরির স্তোত্র, কবচ, মন্ত্র, পূজাবিধি, ধ্যান ও জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। মহেশ্বর নারদকে হরির স্তোত্র, কবচ, মন্ত্র, ধ্যান ও পূজাবিধি এবং তাঁহার জন্মান্তরীণ জ্ঞানও দান করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ সেই সমস্ত লাভে পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইয়া প্রণত-বৎসল গুরু মহাদেবকে কহিলেন, হে বেদবিদাংবর! যাহাদ্বারা নিত্য স্বধর্ম্মের পালন হইয়া থাকে। কৃপা করিয়া ব্রাহ্মণগণের দিবসের সেই কর্ত্তব্য কার্য্য বলুন। মহাদেব বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম সহস্রদল নির্ম্মল ও গ্লানিশূন্য ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ পদ্মমধ্যে গুরুকে এইরূপে চিন্তা করিবেন, যেন সেই উপদেশদাতা সর্ব্বদা প্রীত, ঈষৎ হাস্যযুক্ত ও ভক্তবৎসল। তাঁহার বদনকমল নিরন্তর প্রসন্ন ও মূর্ত্তি শান্ত এবং তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। গুরু শিষ্যগণের এইরূপ চিন্তনীয়। ১—৭। গুরুকে এইরূপে ধ্যান করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নির্ম্মল শুক্লবর্ণ বিস্তীর্ণ সহস্রদল হৃৎপদ্মমধ্যে ইষ্টদেবকে চিন্তা করিবে। যে দেবতার যেরূপ ধ্যান, তাঁহাকে সেইপ্রকার চিন্তা করা কর্ত্তব্য। পরে তাঁহার আজ্ঞা লইয়া সময়োচিত কর্ত্তব্য করিবে। প্রথমে গুরুকে ধ্যান, প্রণাম ও যথাবিধি পূজা করিয়া পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া ইষ্টদেবের ধ্যান করিবে। যেহেতু গুরুই—ইষ্টদেব এবং তাঁহার মন্ত্র, পূজাবিধি ও জপ প্রদর্শন করাইয়া থাকেন, কিন্তু ইষ্টদেব গুরুকে দর্শন করান না, এজন্য ইষ্টদেব হইতে গুরুই শ্রেষ্ঠ। অধিক কি, গুরু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরস্বরূপ। গুরুই আদ্যাপ্রকৃতি এবং চন্দ্র, অনল, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, মাতা, পিতা ও সুহৃৎ, সমুদায়ই গুরু এবং গুরুই সেই পরমব্রহ্ম, অতএব গুরু অপেক্ষা পূজ্য আর নাই। দেখ অভীষ্টদেব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে সমুদয় দেবতাও রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। যাঁহার প্রতি গুরু প্রসন্ন, তাঁহার পদে পদে জয়। আর যাঁহার প্রতি গুরু রুষ্ট, তাঁহার সর্ব্বদা সর্ব্বনাশ হয়। যে মূঢ় ব্যক্তি গুরুপূজা না করিয়া ভ্রমবশতঃ ইষ্টদেবের পূজা করে, তাঁহার

শত ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়, সন্দেহ নাই। ৮—১৬। স্বয়ং ভগবান্ হরি সামবেদে এইরূপ কহিয়াছেন, এজন্য অভীষ্টদেব হইতে গুরু পূজ্যতম ও উৎকৃষ্ট। মুনিবর! সাধক ব্যক্তি গুরুর ধ্যান ও স্তব করিয়া পরে বেদোক্ত স্থলে বিণ্মূত্র ত্যাগ করিবে। জলে জলসমীপে, সরন্ধ্র প্রদেশে, প্রাণিগণের সমক্ষে, দেবালয় সমীপে, বৃক্ষমূলে, পথে, হলাকৃষ্টস্থানে, শস্যক্ষেত্রে, গোষ্ঠে, নদীর গর্ভে, নদীতীরস্থ গর্ত্তে, পুষ্পোদ্যানে, পঙ্কিলপ্রদেশে, গ্রামের অভ্যন্তরে, মনুষ্যের গৃহসমীপে, শঙ্কুযুক্ত স্থানে, সেতুতে, শরবণে, শ্মশানে, অগ্নির নিকটে, ক্রীড়াস্থানে, ভয়ঙ্কর অরণ্যে, মঞ্চের অধোদেশে, বৃক্ষচ্ছায়াযুক্তস্থলে দূর্ব্বা বা কুশের উপর, বল্মীক স্থানে, বৃক্ষারোপণ ভূমিতে ও কার্য্যনিমিত্ত পরিষ্কৃত স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিবে না, এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যতাপ-বিবর্জ্জিত স্থানে গর্ত্ত করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। ১৭—২৪। দিবাতে উদঙ্মুখ, রাত্রিতে পশ্চিমাভিমুখ ও সন্ধ্যার সময় দক্ষিণাস্য হইয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিবে। ঐ সময় মৌনী হইবে এবং যেরূপে নাসিকার গন্ধ না যায়, এরূপে অবস্থান করিবে। বিচক্ষণব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিয়া তাহা মৃত্তিকাদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রথমে মৃত্তিকাশৌচ ও পরে জলশৌচ করিবেন। হে নারদ! এক্ষণে তাহার নিয়ম শ্রবণ কর। লিঙ্গে একবার, বাম হস্তে চারিবার ও উভয় হস্তে দুইবার মৃত্তিকালেপন করিলে মূত্রশৌচ হয়, ইহার দ্বিগুণ মৈথুনশৌচ, ও মৈথুনান্তর মূত্রশৌচ ইহার চারিগুণ। ২৫—২৯। লিঙ্গে একবার, গুহে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, উভয় হস্তে সাতবার ও পাদদ্বয়ে ছয়বার মত্তিকা-লেপনে পুরীষশৌচ হয়, গৃহী ব্রাহ্মণদিগেরই এই ব্যবস্থা। বিধবাদিগের ইহার দ্বিগুণ শৌচ বিহিত এবং সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মচারীদিগের শৌচ গৃহীদিগের চতুর্গুণ কীর্ত্তিত আছে। অনুপনীত ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও সাধারণ স্ত্রীলোকের যে পরিমাণ মৃত্তিকা লেপনে গন্ধ দূর হয়, সেইরূপই তাহাদিগের শৌচের নিয়ম। এতদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শৌচ গৃহী ব্রাহ্মণের তুল্য, কেবল মুনি ও বৈষ্ণবাদির দ্বিগুণ। শুদ্ধিপ্রার্থী ব্যক্তির ইহার ন্যূনাধিক কর্ত্তব্য নহে, কারণ বিধি লঙ্ঘন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হে নারদ! এক্ষণে আমার নিকট মৃত্তিকাশৌচে মৃত্তিকার নিয়ম সাবধানে শ্রবণ কর; বিপ্রগণ মৃত্তিকাশৌচ করিলেই শুচি ও তাহার ব্যতিক্রমে অশুচি হইয়া থাকেন। ৩০—৩৬। মৃত্তিকাশৌচে বল্মীক, মূষিকোৎখাত জলমধ্যস্থ ও শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা এবং গৃহমৃত্তিকা, আর যে স্থলে প্রাণী মৃত হয়, সেই মৃত্তিকা ও হলোৎখাত এবং কুশমূল, দূর্ব্বামূল, অশ্বত্থমূল আর শয়নস্থান হইতে উত্থিত মৃত্তিকা এবং চতুষ্পথের, গোষ্ঠের, গোষ্পদের শস্যস্থানের ক্ষেত্রের ও উদ্যানের মৃত্তিকা ত্যাগ করিবে। বিপ্রগণ স্নাত বা অস্নাতই হউন, শৌচদ্বারা শুদ্ধি লাভ করেন। ৩৭—৪৩। শৌচবিহীন হইলে সকলকার্য্যে অনধিকারী হন, এজন্য সুখী ব্রাহ্মণ এইরূপ শৌচ করিয়া পরে মুখ প্রক্ষালন করিবেন। অগ্রে ষোড়শ গণ্ডূষ জলে মুখশুদ্ধি বিধান করিয়া, পরে দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্ত মার্জ্জনপূর্ব্বক পুনরায় ষোড়শ গণ্ডূষদ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। হে নারদ! অধুনা দন্তমার্জ্জনকাষ্ঠের নিয়ম শ্রবণ কর। সামবেদের আহ্নিকক্রমে হরি তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। অপামার্গ সিন্ধুবার, আম্র, করবী, খদির, শিরীষ, জাতি, পুন্নাগ, শাল, অশোক, অর্জ্জুন, ক্ষীরিবৃক্ষ, কদম্ব, জম্বু, বকুল, বজ্রোডুম্বর ও পলাশ এই সমস্ত বৃক্ষ দন্তমার্জ্জনে প্রশস্ত, আর বদরী নিম্ব, মন্দার, শাল্মলী এবং লতাদি ভিন্ন কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ ও পিপ্পলী পিয়াল, তিন্তিড়ী, তাড়, খর্জ্জুর, নারিকেল এবং তাল বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ নিষিদ্ধ। ৪৪—৪৮। দন্তশৌচহীন হইলে, সর্ব্বশৌচবর্জ্জিত হইতে হয় এবং শৌচবিহীন অশুচি ব্যক্তি সকল কার্য্যের অনধিকারী। ব্রাহ্মণ এইরূপ শৌচদ্বারা শুচি হইয়া ধৌত বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিবেন এবং পরে পাদপ্রক্ষালন করিয়া, আচমনপূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন। যে কুলজ ব্রাহ্মণ, এইরূপ ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যাবন্দনা করেন, তিনি সমুদয় তীর্থস্নানের ফল প্রাপ্ত হন। আর ত্রিসন্ধ্যাবিহীন হইলে, অশুচি ও সকল কার্য্যে অযোগ্য হন এবং সমুদয় আহ্নিককার্য্য করিলেও তাহার ফল পান না। যিনি প্রাতঃসন্ধ্যা ও স্বায়ংসন্ধ্যার উপাসনা না করেন, তিনি শূদ্রের ন্যায় সমুদয় ব্রাহ্মণ-কার্য্যের বহির্ভূত হন। যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃসন্ধ্যা ত্যাগ করিয়া অপর উভয় সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি প্রত্যহ ব্রহ্মহত্যা ও আত্মঘাতীর পাতকী হন। একাদশী ও সন্ধ্যাবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ, বৃষলীপতির ন্যায় কল্পকাল পর্য্যন্ত কালসূত্রে পতিত হন। প্রাতঃসন্ধ্যা-করণান্তে গুরু ইষ্টদেব, রবি, ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, আদ্যাশক্তি মায়া, লক্ষ্মী এবং সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া, আজ্য, দর্পণ, মধু ও কাঞ্চন স্পর্শপূর্ব্বক সাধকগণ যথাসময়ে স্নানাদি করিবেন। ৪৯—৫৭। বিচক্ষণ ধর্ম্মশীল ব্যক্তি পরকীয় পুষ্করিণী

অথবা বাপীতে স্নানসময়ে অগ্রে পঞ্চ পিণ্ড উত্তোলনপূর্ব্বক স্নান করিবেন; হে মুনিবর! নদী, নদ, কন্দর বা তীর্থে স্নান করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক পুনরায় স্নান করিবেন। মহাত্মা বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-কামনায় ও অন্য গৃহী সকল পাপনাশ-কামনায় সঙ্কল্প করিবেন। ব্রহ্মণ সঙ্কল্পানন্তর দেহশুদ্ধিকারক বেদোক্ত এই মন্ত্রদ্বারা গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিবেন;—"হে মৃত্তিকে! আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, তাহা নষ্ট কর। তুমি অশ্ব, রথ ও বিষ্ণুপাদকর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং নিরন্তর অভ্যন্তরে বসু ধারণ করিতেছ, পূর্ব্বে তুমি বরাহরূপী কৃষ্ণকর্ত্তৃক শত বাহুদ্বারা উদ্ধৃতা হইয়াছ, এক্ষণে গাত্রে আরোহণ করিয়া আমাকে পাপমুক্ত কর, হে মহাভাগে! আমাকে পুণ্য ও স্নান করিতে অনুজ্ঞা দান কর।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নাভিমাত্র জলে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক চতুর্হস্ত-প্রমাণ মণ্ডল রচনা করিবে, পরে হে তপোধন! তাহাতে হস্ত দান করিয়া তীর্থগণকে আবাহন করিবে। ৫৮—৬৫। যে সকল তীর্থের আবাহন করিতে হইবে, তাহা কহিতেছি, হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি! হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধু! হে কাবেরি! আপনারা এই জলে সন্নিহিত হউন, এইরূপ আবাহনের পর নলিনা, নন্দিনী, সীতা, মহাপথগা মালিনী, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা, পদ্মাবতী, ভোগবতী, স্বর্ণরেখা কৌশিকী, দক্ষা, পৃথ্বী, সুভগা, বিশ্বকায়া, শিবা, অসিতা, বিদ্যাধরী, সুপ্রসন্না, লোকপ্রসাদনী, ক্ষেমা, বৈষ্ণবী, শান্তিপ্রদায়িনী, শান্তা, সতী গোমতী, সাবিত্রী, তুলসী, দুর্গা, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী কৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধা, লোপামুদ্রা, দিতি, রতি, অহল্যা, অদিতি সংজ্ঞা, স্বধা, স্বাহা, অরুন্ধতী, শতরূপা ও দেবহূতি প্রভৃতিকে স্মরণ করিবে। সুধী ব্যক্তি এইরূপ উভয় স্নানে মহাপবিত্র হইয়া, বাহুমূলে, ললাটে, কণ্ঠদেশে, ও বক্ষঃস্থলে তিলক রচনা করিবে। ললাটে তিলক ধারণ না করিলে স্নান, দান, তপস্যা, হোম, দৈব এবং পিতৃকার্য্য সমস্তই নিষ্ফল হয়। ব্রাহ্মণ তিলক ধারণ করিয়া সন্ধ্যা ও তর্পণাদি সমাপনান্তে যত্নপূর্ব্বক পাদপ্রক্ষালন ও বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিয়া গৃহমধ্যে গমন করিবেন, এই কথা স্বয়ং হরি বলিয়াছেন, পাদপ্রক্ষালন বিনা গৃহে গমন করিলে তাহার স্নান, জপ ও হোমাদি সমুদয় নষ্ট হয়। গৃহী যদ্যপি স্নিগ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহে গমন করেন তাহা হইলে লক্ষ্মী কুপিতা হইয়া, তাঁহাকে দারুণ অভিসম্পাত দানপূর্ব্বক গৃহ হইতে প্রস্থান করেন, আর ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধজঙ্ঘ হইয়া পাদপ্রক্ষালন করিলে, যাবৎ গঙ্গাদর্শন না করেন, তাবৎ চাণ্ডাল হইয়া থাকেন, হে নারদ! পবিত্র সাধকগণ, আসনে উপবেশনপূর্ব্বক আচমন করিয়া, ভক্তিসহকারে সংযতচিত্তে বেদোক্ত পূজা করিবেন। মহর্ষে নারদ! শালগ্রাম, মণি, যন্ত্র, প্রতিমা, জল, স্থল, গোপৃষ্ঠ, গুরু অথবা ব্রাহ্মণ, এই সমস্তই হরিপূজার প্রশস্ত আধার, কিন্তু সমুদয়ের মধ্যে শালগ্রাম-শিলাই অতি প্রশস্ত। ৬৬—৮১। শালগ্রামে সমুদয় দেবগণ অধিষ্ঠিত আছেন, যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার জলে অভিষিক্ত হন, তিনি সমুদয় তীর্থস্নানের ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করেন, আর যিনি ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যহ শালগ্রামশিলার জল পান করেন, তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া দেহান্তে গোলোক গমন করেন। হে নারদ! যে স্থানে শালগ্রাম-শিলাচক্র অবস্থিত, সে স্থানে নিশ্চয় সমস্ত তীর্থ ও সচক্রে স্বয়ং ভগবান্ বাস করেন! যদি কোন দেহী সেই স্থানে জ্ঞান বা অজ্ঞানপূর্ব্বক মৃত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রত্নযান দ্বারা কৃষ্ণভবনে গমন করে। সাধু ব্যক্তি শালগ্রাম ব্যতীত অন্যত্র হরিপূজা করেন না, কারণ সেই স্থানে পূজা করিয়া পরিপূর্ণ ফললাভে সমর্থ হন। পূজাধার বর্ণন করিলাম, এক্ষণে শাস্ত্র-সম্মত বহুবিধ হরির পূজার নিয়ম বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। কোন কোন বৈষ্ণব প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে সুন্দর অথচ পবিত্র ষোড়শ উপকরণ দান করেন, আর কেহ বা দ্বাদশ উপচার অথবা কেহ পঞ্চ উপচারেও হরিপূজা করিয়া থাকেন, ফলতঃ যাহার যে রূপেই ক্ষমতা হউক সকলই ন্যায্য, কারণ, ভক্তিই পূজার মূল॥ ৬৬—৯০। আসন, বস্ত্র, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ, উত্তম নৈবেদ্য, গন্ধ, মাল্য, উৎকৃষ্ট কোমল শয্যা এবং সাধার জল, সাধার অন্ন ও আধারযুক্ত তাম্বুল, এই ষোড়শ উপচার বিহিত আছে। এই সকলের মধ্যে গন্ধ, অন্ন, তাম্বুল ও শয্যাব্যতীত দ্বাদশ উপচার এবং কেবলমাত্র পাদ্য, অর্ঘ্য, জল, নৈবেদ্য ও পুষ্প ইহাই পঞ্চোপচার বলিয়া কথিত। সাধকগণ এই দ্রব্য সকল মূলমন্ত্রদ্বারা অর্পণ করিবেন। গুরূপদেশ সমস্ত কার্য্যে প্রশস্ত। সাধক প্রথমে ভূতশুদ্ধি, পরে প্রাণায়াম ও তৎপরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গন্যাস করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবেন। পরে বর্ণন্যাস নির্ব্বাহান্তে অর্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তাহার উপর কূর্ম্মদেবের পূজা করিবেন। অনন্তর শঙ্খ জলপূর্ণ করিয়া, সেই স্থানে স্থাপনান্তে যথাবিধি জলের পূজা করিয়া সেই

জলে তীর্থসকলের আবাহন করিবেন। তাহার পর পূজার উপকরণ সকল প্রক্ষালন করিয়া পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক যোগাসন করণান্তে সাধক অনন্যচিত্ত হইয়া শুদ্ধমনে গুরুদত্ত ধ্যান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া সমস্ত দ্রব্য মূলমন্ত্রদ্বারা দান করিবেন। পরে শাস্ত্রোক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেবতা পূজাপূর্ব্বক মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া পূজিত-দেবোদ্দেশে জপ সমাপন করিবে। অনন্তর বিবিধ উপহার দানপূর্ব্বক স্তব-কবচ পাঠ ও পরে পরিহার করিয়া অবনতমস্তকে দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণাম করিবে। হে মুনে! বিচক্ষণ সাধক এইরূপে দেবপূজান্তে শ্রৌত স্মার্ত্ত অগ্নিযুক্ত যজ্ঞ অর্থাৎ হোমাদি করিয়া পরে মাতৃদেবতা উদ্দেশে পূজোপকরণ দান করিবেন। অতঃপর যথাশক্তি নিত্যশ্রাদ্ধ ও বিভবানুরূপ দান করিয়া, অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই বেদবিহিত ক্রম। হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট বিপ্রগণের দৈনিক কার্য্যের বেদোক্ত উৎকৃষ্ট নিয়ম সকল কহিলাম, এক্ষণে পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ৯১—১০৪।

ব্রহ্মখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে প্রভো! গৃহী, ব্রাহ্মণ, যতি, বৈষ্ণব, বিধবা ও ব্রহ্মচারীদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং ভোগ্যাভোগ্য সমুদয় কীর্ত্তন করুন। আপনি সকলের ঈশ্বর ও সকলের কারণ; আপনি সমুদয় জানিতেছেন। ১—২। মহাদেব বলিলেন, কোন ব্রাহ্মণ তপস্বী, কেহ বা চিরকাল নিরাহারী মুনি. কেহ বা সমীরণাহারী এবং কেহ বা ফলাহারী হইয়া কালযাপন করেন। আর কেহ গৃহিণীযুক্ত; যথাকালে অন্নাহার করেন; ফলতঃ সকলের রুচি একরূপ নহে, যাহার যে প্রকার ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ করেন। গৃহী ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা হবিষ্যান্নই প্রশস্ত, কিন্তু তাহা নারায়ণের অনিবেদিত হইলে, অভক্ষ্য হয়। বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন—বিষ্ঠা ও জল মূত্রস্বরূপ জানিবে। আর একাদশীতে অন্নাহার করিলে, তাহা বিষ্ঠা-মূত্রস্বরূপ ও সর্ব্বপাপজনক হয়। অধিক কি হরিবাসরে ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্নাহার করিলে তাহার ত্রৈলোক্যজনিত সমস্ত পাপ ভোজন করা হয় সন্দেহ নাই। এজন্য হে নারদ! গৃহী ব্রাহ্মণ একাদশী উপস্থিত হইলে, কোন মতে অন্ন ভোজন করিবে না। গৃহী ব্রাহ্মণ শৈব, শাক্ত অথবা বৈষ্ণব যাহা কেন হউন না একাদশীতে অন্নাহার করিলে, কালসূত্রে গমন করেন এবং সেই স্থানে শালবৃক্ষপ্রমাণ কৃমিগণকর্ত্তৃক-ভক্ষিত ও বিণ্মূত্রভোজী হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করেন। এতদ্ভিন্ন জন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী ও শিবরাত্রি দিবসে যিনি ভোজন করেন, তিনি ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণতর পাতকী হন; কিন্তু উপবাসে অসমর্থ হইলে, ফলমূল ভোজন ও জল পান করিবেন। কারণ উপবাস জন্য শরীর নষ্ট হইলে, আত্মহত্যার পাপ হয় অথবা একবার বিষ্ণুর নিবেদিত হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই বরং উপবাসের ফল লাভ করিবেন। গৃহী ব্রাহ্মণ ভারতে একাদশীর দিন অনাহারী হইলে, ব্রহ্মার বয়ঃপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে বাস করেন। ৩—১৪। হে নারদ! শৈব শাক্ত প্রভৃতি গৃহীগণের ইহাই নিয়ম, কিন্তু বৈষ্ণব যতি ও ব্রহ্মচারীদিগের ইহা বিশেষরূপে জানিবে। যে বৈষ্ণব প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য ভোজন করেন, তিনি নিত্য শত উপবাসের ফলভাগী হন। তিনি জীবন্মুক্ত। অধিক কি, সমুদয় দেবগণ তাঁহার স্পর্শ প্রত্যাশা করেন, তাঁহার সহিত আলাপ ও তাঁহাকে দর্শন করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। দুইবার পক্ব অন্ন ও চিপিটক দেশবিশেষে শুদ্ধ বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে ভোজনে বা দেবোদ্দেশে নিবেদনে প্রশস্ত নহে। হে ব্রহ্মন্! যতি, বিধবা ও ব্রহ্মচারীদিগের তাম্বূলের ন্যায় উক্ত উভয় বস্তু অভক্ষ্য। হে বিপ্রেন্দ্র! বিধবা, যতি, ব্রহ্মচারী ও তপস্বীদিগের পক্ষে তাম্বূল নিশ্চয় গোমাংসতুল্য। হে নারদ! এক্ষণে সামবেদের আহ্নিক ক্রমে হরি কথিত সমুদয় ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য বস্তু শ্রবণ কর। ১৫—২১। তাম্রপাত্রে দুগ্ধ পান, উচ্ছিষ্ট ঘৃত ভোজন, এবং লবণের সহিত দুগ্ধ পান করিলে গোমাংস ভক্ষণ হইয়া থাকে। আর কাংস্য পাত্রস্থ নারিকেলোদক, তাম্র পাত্রস্থ মধু ও যাবতীয় ইক্ষুসম্ভব বস্তু মদ্যতুল্য হয় সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ বামহস্তে উত্তোলনপূর্ব্বক জলপান করিলে, সুরাপায়ী ও সর্ব্বধর্ম্ম বহির্ভূত হন। মুনে! হরির অনিবেদিত অন্নাদি, ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন, এবং পীতাবশিষ্ট জল গোমাংসসদৃশ। কার্ত্তিক মাসে বার্ত্তাকু, মাঘ মাসে মূলক ও হরি-শয়নে কলম্বী-গোমাংসতুল্য। সকল দেশে সমস্ত ব্রাহ্মণেরই, শ্বেত তাল, মসুর ও মৎস্য পরিত্যাজ্য। ব্রাহ্মণ ইচ্ছাক্রমে মৎস্য ভোজন করিলে, ত্রিরাত্রি উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন। প্রতিপদতিথিতে কুষ্মাণ্ড ভোজন করিলে

অর্থনাশ হয়, দ্বিতীয়াতে বৃহতীভোজনে ও হরিস্মরণে অনধিকার হয়। তৃতীয়াতে পটোল অভক্ষ্য ও শত্রুবৃদ্ধিকর, চতুর্থীতে মূলকভোজন ধননাশক। পঞ্চমীতে বিল্বভক্ষণ কলঙ্ক-কারক, এবং ষষ্ঠীতে নিম্ব ভোজন করিলে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্তি হয়। সপ্তমীতে তালভক্ষণ মনুষ্যের রোগের কারণ, আর শরীর নাশের হেতু। অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণ করিলে বুদ্ধিনাশ হয়, এবং নবমীতে অলাবু ও দশমীতে কলম্বী, গোমাংসস্বরূপ একাদশীতে শিম্বী ও দ্বাদশীতে পূতিকাভোজন নিষিদ্ধ, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকুভোজন পুত্রনাশক। হে মুনে! গৃহীদিগের চতুর্দ্দশীতে মাষভক্ষণ ও অমাবস্যা পূর্ণিমাতে মাংসভোজন মহাপাপ-কর। ২২—৩৫। গৃহিগণ অন্যদিবসে প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করিতে পারেন। হে নারদ! প্রাতঃস্নানে, শ্রাদ্ধদিনে, ব্রতবাসরে, অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে, সংক্রান্তি-দিবসে, এবং চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে সর্ষপ তৈল ও পক্ক তৈল প্রশস্ত। রবিবারে, শ্রাদ্ধদিনে বা ব্রতাহে স্ত্রী-সম্ভোগ, তিল-তৈলমর্দ্দন, মাষ ও রক্তশাকভক্ষণ এবং কাংস্যপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। হরিশয়নে কূর্ম্মমাংস প্রোক্ষিত হইলেও নিষিদ্ধ, দিবাতে স্ত্রী-সম্ভোগ সর্ব্ববর্ণের পক্ষেই গর্হিত। রাত্রিতে দধিভোজন, উভয় সন্ধ্যা ও দিনে শয়ন, এবং রজস্বলা স্ত্রী গমন নরকের কারণ হে বিপ্রর্ষে! রজস্বলা, অবীরা, পুংশ্চলী ও শূদ্রযাজক ইহাদের অন্ন, শূদ্র-শ্রাদ্ধান্ন, অভক্ষ্যান্ন এবং বৃষলীপতির বার্দ্ধুষিকের, গণকের অগ্রদানী ব্রাহ্মণের ও চিকিৎসাকারকের অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। হস্তা, চিত্রা ও শ্রবণা নক্ষত্রে তৈল অগ্রাহ্য এবং মূলা, মৃগশিরা ও ভাদ্রপদনক্ষত্রে বিহিত মাংসও গোমাংসতুল্য। ব্রাহ্মণগণ অমাবস্যা ও কৃত্তিকানক্ষত্রে ক্ষৌর ত্যাগ করিবেন। মৈথুন ও ক্ষৌরকার্য্যের পর যিনি দেবতা বা পিতৃগণের তর্পণ করেন, তিনি নরকগামী হন এবং তাঁহার প্রদত্ত জল রুধিরতুল্য হয়। হে নারদ! যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য এবং যাহা ভোজ্য বা অভোজ্য, সে সমুদয় তোমাকে কহিলাম। এক্ষণে পুনরায় কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? । ৩৬—৪৬।

ব্রহ্মখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, জগন্নাথ! হে জগদ্‌গুরো! আপনার প্রসাদে সমুদয় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আপনি ব্রহ্মস্বরূপ কীর্ত্তন করুন। হে প্রভো! পরমেশ্বর ব্রহ্ম সাকার না নিরাকার? এবং সবিশেষ বা নির্ব্বিশেষ? তিনি দৃশ্য বা অদৃশ্য? দেহিগণে লিপ্ত বা অলিপ্ত? তাঁহার প্রশস্ত লক্ষণই বা কি? বেদেই বা তাঁহার কি প্রকার নিরূপণ হইয়াছে? আর প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত না ব্রহ্মস্বরূপিণী? বেদে তাঁহার সারভূত কি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে? উভয়ের মধ্যে সৃষ্টিবিষয়ে কাহার প্রাধান্য? হে সর্ব্বজ্ঞ! বিচারপূর্ব্বক এই সকল বিষয় আমাকে উপদেশ দিউন। ভগবান্ পঞ্চবক্ত্র নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্রহ্মনিরূপণ-বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৬। বৎস! তুমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা অতিশয় গূঢ় ও উৎকৃষ্ট জ্ঞানসাধ্য; হে নারদ! ইহা বেদ ও পুরাণে অতি দুর্লভ। আমি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনন্ত, ধর্ম্ম এবং মহান্ বিরাট্—আমরাই বেদে ব্রহ্মের প্রকৃততত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারি নাই। হে বেদবিদাংবর! আমরা বেদে যাহা বিশেষণযুক্ত এবং দৃশ্য ও প্রত্যক্ষ, তাহারই নিরূপণ করিয়াছি। পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠে আমি, ধর্ম্ম ও ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলে, হরি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ কর। উহা সমুদয় তত্ত্বের সারভূত, অজ্ঞানান্ধের লোচন এবং দ্বৈধভ্রমরূপ অন্ধকারের ধ্বংসকারী উৎকৃষ্ট প্রদীপস্বরূপ। সনাতন পরমব্রহ্ম, পরমাত্মার স্বরূপ এবং দেহমাত্রে অবস্থিত ও দেহিগণের সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষী। দেহীদিগের পঞ্চপ্রাণ স্বয়ং বিষ্ণু, মন প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমি সমুদয় জ্ঞানস্বরূপ ও ঈশ্বরী প্রকৃতি শক্তিরূপা। কিন্তু আমরা সকলেই পরমাত্মার অধীন, তিনি অবস্থিতি থাকিলেই আমরা অবস্থান করি, এবং তিনি গমন করিলেই নৃপতির অনুগত ব্যক্তির ন্যায় তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি। জীব, তাঁহার প্রতিবিম্বস্বরূপ; তিনিই কর্ম্মের ফলভোগী, যেরূপ জলপূর্ণ ঘটে চন্দ্র সূর্য্যের প্রতিবিম্ব থাকে, আর ঘট ভগ্ন হইলে সেই বিম্ব চন্দ্র-সূর্য্যেই বিলীন হয়, তদ্রূপ সৃষ্টি ভগ্ন হইলে জীব সেই ব্রহ্মেই লীন হন। ৭—১৬। হে বৎস! এই জগৎসংসার বিনষ্ট হইলে এক ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন, আমরা ও চরাচর সমুদয় বিশ্ব তাঁহাতেই লীন হই। সেই ব্রহ্ম মণ্ডলাকার জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং গ্রীষ্মকালীন কোটি কোটি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সেই জ্যোতির প্রভা। সেই জ্যোতি আকাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, সর্ব্বব্যাপক এবং অব্যয়। যোগিগণই তাঁহাকে চন্দ্রের ন্যায় সুখে দর্শন করিয়া থাকেন। যোগিগণ, সেই তেজঃপুঞ্জকে সর্ব্বমঙ্গলময় সনাতন

পরব্রহ্ম বলিয়া দিবানিশি ধ্যান করেন। সেই পরমাত্মা ঈশ্বর, নিরীহ, নিরাকার, স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র, এবং সমস্ত কারণের কারণ। তিনি পরমানন্দের স্বরূপ ও পরমানন্দের কারণ, সেই পরমপুরুষ নির্গুণ এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক্, সর্ব্ববীজ-স্বরূপিণী প্রকৃতিও তাঁহাতে লীনা হন। মুনে! যে প্রকার, অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, সূর্য্যে প্রভা, দুগ্ধে ধবলতা, জলে শৈত্য, গগনে শব্দ ও পৃথিবীতে গন্ধ—স্বভাবসিদ্ধ, সেইরূপ নির্গুণা প্রকৃতিও নির্গুণ ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণমাত্র। হে বৎস! সেই পরব্রহ্মই সৃষ্টিসময়ে অংশদ্বারা সগুণ প্রকৃত বিষয়ী পুরুষরূপে পরিণত হন। সেই সময় উক্ত প্রকৃতিও ত্রিগুণাত্মিকা হইয়া ছায়া-রূপে তাঁহাতে আসক্তা হইয়া থাকেন। ১৭—২৬। মুনিবর! কুলাল যে প্রকার মৃত্তিকাদ্বারা ঘটনির্ম্মাণে সক্ষম, তদ্রূপ পরব্রহ্মও প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্টিকরণে সমর্থ, আর স্বর্ণকার যেরূপ স্বর্ণের সাহায্যে কুণ্ডলরচনায় সমর্থ, সেইরূপ ব্রহ্মও তাঁহার সহিত সৃষ্টিকার্য্যে ক্ষমবান্! কিন্তু মৃত্তিকা যেরূপ নিত্য, কুম্ভকারের সৃষ্ট বস্তু সেরূপ নহে। নিত্য স্বর্ণকেও স্বর্ণকার যেমন সৃষ্টি করে না, সেইপ্রকার পরব্রহ্ম ও প্রকৃতি উভয়েই নিত্য; সুতরাং সৃষ্টিবিষয়ে উভয়ের সমান প্রাধান্য—কেহ কেহ এইরূপ কহিয়া থাকেন। আর কুলাল ও স্বর্ণকার যেরূপ মৃত্তিকা ও স্বর্ণের আহরণকর্ত্তা, কিন্তু মৃত্তিকা ও স্বর্ণ যে তাহাদের আহরণে সমর্থ নহে; এজন্য হে নারদ! ব্রহ্মই প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, এইরূপও কেহ কেহ কহেন। কেহ বলেন, সেই ব্রহ্মই স্বয়ং প্রকৃতি ও পুরুষ। আর প্রকৃতি ব্রহ্মাতিরিক্তা, ইহাও কেহ কেহ কহিয়া থাকেন হে ব্রহ্মন্! ফলতঃ সেই ব্রহ্মই পরম ধাম ও সকল কারণের কারণ, বেদে এইরূপই সেই ব্রহ্মের লক্ষণ শ্রুত আছি এবং ব্রহ্ম সকলের আত্মা, নির্লিপ্ত ও সাক্ষিস্বরূপ এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সকলের আদি, ইহাও বেদসম্মত; আর সর্ব্ব-বীজস্বরূপিণী প্রকৃতি সেই ব্রহ্মের শক্তি, যেহেতু সেই শক্তিই ব্রহ্মে অবস্থিত, ইহাই প্রকৃতির লক্ষণ।২৭—৩৬। যোগিগণ সেই তেজঃস্বরূপ ব্রহ্মকেই নিরন্তর ধ্যান করেন, কিন্তু সূক্ষ্ম-বুদ্ধি ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার করেন না। কারণ তাঁহারা কহেন, তেজের আধারস্বরূপ কোন পুরুষ ভিন্ন কাহার সেই আশ্চর্য্য তেজ ধ্যান করিবে? দেখ কারণ-ব্যতীত কখনই কার্য্য হয়না; সুতরাং তেজে আধার না থাকিলে, কিরূপে কেবল তেজ সম্ভবিতে পারে? এজন্য তাঁহারা তাহার মধ্যগত মনোহর রূপের চিন্তা করেন। স্বেচ্ছাময় সাকার পরমাত্মরূপী পুরুষের কোটি সূর্য্যসম-প্রভ মণ্ডলাকার সেই তেজোমধ্যে নিত্য স্থূল অথচ প্রচ্ছন্ন লক্ষকোটি-যোজন-বিস্তৃত ও চতুরস্র গোলোক নামে এক স্থান আছে। সেই গোলোকধাম অতি সুদৃশ্য, চন্দ্রমণ্ডলের সদৃশ গোলাকার, উৎকৃষ্ট রত্ন-বিনির্ম্মিত এবং স্বেচ্ছাক্রমে নিরাধারে অবস্থিত। তাহা বৈকুণ্ঠ হইতে পঞ্চাশৎ-কোটি যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত; গো, গোপ, গোপীগণ ও কল্পবৃক্ষে সমন্বিত, কামধেনু-সমূহে ব্যাপ্ত, রাসমণ্ডল-সুশোভিত এবং বৃন্দাবন-বনে সমাচ্ছন্ন। বিরজা-নদী উহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আর উহা শতশৃঙ্গনামক পর্ব্বতের শতশৃঙ্গে বিরাজিত এবং লক্ষকোটী মনোহর আশ্রমে সুশোভিত ও সেই সকল আশ্রমে মনোহর শত শত ভবন বিরাজমান আছে। ৩৭—৪৫। উক্ত গোলোকধাম পরিখাযুক্ত, প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও পারিজাতবনে সুশোভিত এবং তত্রস্থ আশ্রম সকল কৌস্তভেন্দ্রমণি-নির্ম্মিত-কলসসমূহদ্বারা অতিশয় উজ্জ্বল, উৎকৃষ্ট হীরক-নির্ম্মিত সোপান পরম্পরায় সুশোভিত এবং উৎকৃষ্ট মণির সারভাগে নির্ম্মিত, দর্পণসদৃশ নির্ম্মল কপাটযুক্ত, নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র বস্তু সমূহে পরিপূর্ণ, ষোড়শ তোরণে সুশোভিত এবং রত্নদীপে আলোকিতা, ঐ গোলোক পুরীর মধ্যে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত চিত্র বিচিত্র রমণীয় সিংহাসনে সেই পরাৎপর পরমেশ্বর বিরাজমান আছেন। তাঁহার মূর্ত্তি নূতন জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও কিশোরবয়স্ক শিশুর তুল্য। তাঁহার লোচনদ্বয় শরৎকালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যকে পরাভব করিয়াছে। তাঁহার আনন শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের শোভাচ্ছাদক। ফলতঃ তিনি সৌন্দর্য্যগুণে কোটীকন্দর্পের লাবণ্যকেও তিরস্কার করিতেছেন। সেই সস্মিত সুপ্রশস্ত মুরলী-হস্ত মঙ্গলময়ের মূর্ত্তি কোটীচন্দ্রের প্রভাপ-হারী পুষ্ট এবং শ্রীযুক্ত। বহ্নি-সদৃশ পীতবর্ণ বসনযুগলে তাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ও বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণি বিরাজ করিতেছে। সেই ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা-যুক্ত ভগবান্, আজানুলম্বিত মালতীমালা, বনমালা ও মণিমাণিক্যে বিভূষিত। ৪৬—৫৪। তাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, মস্তকে উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত মুকুট, চরণদ্বয়ে রত্নময় নূপুর এবং হস্তে রত্নবলয় ও রত্নকেয়ূর বিরাজমান। তাঁহার গণ্ডস্থল রত্নকুণ্ডল যুগলে সুশোভিত, মুখমণ্ডল মুক্তাশ্রেণী-বিনিন্দিত দন্তনিচয়ে অতি মনোহর। তাঁহার অধর ও ওষ্ঠ পরিপক্ক বিম্বফল তুল্য, নাসিকা উন্নত। স্থিরযৌবনা গোপীকাগণ নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত সস্মিতবদনে

সাদরে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে। সুরেন্দ্র মুনীন্দ্র, মুনি ও মানবেন্দ্রগণ আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অনন্ত ও ধর্ম্মপ্রভৃতি দেবগণ সানন্দে নিরন্তর তাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন। সেই ভক্তানুগ্রহকারক সুরসিক রাসেশ্বরই, ভক্তজনের প্রিয় ও ঈশ্বর। হে মুনে! আমাদিগের ধ্যেয় সেই রাধাবক্ষঃস্থল-বিহারী পরমাত্মা ঈশ্বরকে বৈষ্ণবগণ এইরূপে নিরন্তর চিন্তা করেন। মুনিবর! পরমব্রহ্ম ভগবান্ সনাতন, অবিনশ্বর, স্বেচ্ছাময়, নির্গুণ, নিরীহ ও প্রকৃতি হইতে অতীত। তিনি সকলের আধার ও কারণ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অধিক কি তিনিই সর্ব্ব ও সকলের ঈশ্বর, সকলের পূজ্য। তিনি সমুদয় সিদ্ধি প্রদান করেন। সকলের আদি সেই স্বয়ং ভগবানই দ্বিভুজ ও গোপবেশ ধারণ করিয়া গোলোকধামে গোপবেশধারী পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত আছেন। ৫৫—৬৪। সেই শ্রীমান্ রাধিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণতম। ইনিই সকলের অন্তরাত্মা ও সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বত্রই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কৃষি শব্দে "সর্ব্ব" ও ণ শব্দে "আত্মা" বোধ হয়, এজন্য সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্মের নাম কৃষ্ণ হইয়াছে। অথবা কৃষি কিনা "সর্ব্ব" আর ণ অর্থাৎ "আদি" একারণ সেই সর্ব্বাদিপুরুষ কৃষ্ণনামে অভিহিত হন। সেই ভগবান্ কৃষ্ণই অংশদ্বারা বৈকুণ্ঠধামে চতুর্ভুজ ও চতুর্ভুজ পার্ষদগণে বেষ্টিত হইয়া কমলার সহিত বিহার করিতেছেন। সেই জগৎপ্রভুই কলাদ্বারা বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক সমুদয় রক্ষা করিতেছেন। তিনি চতুর্ভুজ এবং ক্ষীরোদ-নন্দিনীর পতি ও শ্বেতদ্বীপবিহারী। হে নারদ! আমি তোমার নিকট এই পরমব্রহ্ম-নিরূপণ বর্ণন করিলাম। আমরা নিরন্তর অভিলষিত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই ধ্যান, সেবা ও চিন্তা করিয়া থাকি। হে শৌনক! শঙ্কর এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, নারদ তাঁহাকে গন্ধর্ব্বরাজকৃত স্তোত্রদ্বারা স্তব করিলেন। পরে অনাদিনিধন ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয় মুনিবর নারদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, সকলের প্রার্থনীয় উৎকৃষ্ট জ্ঞান নারদকে দান করিলেন। অনন্তর মুনিবর, হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তদাজ্ঞায় পুণ্যভূমি নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। ৬৫—৭৩।

ব্রহ্মখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর দেবর্ষি নারদ, নারায়ণ ঋষির বদরী বন সংযুক্ত আশ্চর্য্য আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রম, বিবিধ ফলপূর্ণ বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত। পুংস্কোকিলগণের কুহুরবে উহার চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত হইতেছে। ঐ আশ্রম যদিচ করীন্দ্র, কেশরীন্দ্র এবং শার্দ্দূলসমূহে বেষ্টিত; কিন্তু ঋষিবরের প্রভাবে হিংসা-ভয়-পরিশূন্য, মহা-অরণ্য বিশিষ্ট অগম্য অথচ স্বর্গ হইতে অধিক মনোহর। চন্দন ও পারিজাতবনে পরিপূর্ণ সেই বদরীকাননে সিদ্ধেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণের তিনকোটি আশ্রম বিরাজমান; পরে নারদ আশ্রমস্থ সভামধ্যে মনোহর ঋষিবরকে সন্দর্শন করিলেন, তাঁহার সূর্য্যের ন্যায় প্রভা এবং চতুর্দ্দিকে ত্রিষষ্টিকোটি সিদ্ধেন্দ্রগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন এবং তিনি পাঞ্চাশৎকোটি ঋষীন্দ্রগণে পরিবৃত, ও সস্মিতবদন। বিদ্যাধরীগণের নৃত্যদর্শনে সমুৎসুক গন্ধর্ব্বগণ, মনোহর কৃষ্ণগুণসঙ্গীতে তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিতেছে, সেই যোগীদিগের গুরু রমণীয় রত্নসিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তিনি নিরন্তর পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন। হে শৌনক! নারদ তাঁহাকে দর্শনমাত্রে প্রণাম করিলেন। তিনিও নারদকে দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরম আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সস্নেহে কুশল জিজ্ঞাসানন্তর অতিথিসৎকারপূর্ব্বক রম্য রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। মহর্ষি নারদ পথশ্রমশূন্য হইয়া সেই ভগবান্ সনাতন ঋষিশ্রেষ্ঠকে কহিতে লাগিলেন। ১—১১। হে প্রভো! আমি পিতৃসন্নিধানে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন ও যোগিশ্রেষ্ঠ শঙ্কর সন্নিকটে জ্ঞানলাভ করিয়াও চঞ্চলচিত্তকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছি না। আমি মনঃপ্রেরিত হইয়াই আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছি। হে প্রভো! এক্ষণে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা করি। যাহাতে কৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন আছে ও যাহার লাভে জন্ম, মৃত্যু, জরা বিনষ্ট হয়, হে বিভো! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সুরপতি ও অন্যান্য সুরগণ এবং বিচক্ষণ মুনি ও মনুগণ কাহার চিন্তা করিয়া থাকেন? আর কাহা হইতে সৃষ্টি ও কাহাতেই বা সমুদয় লীন হইয়া থাকে? এবং সর্ব্বকারণ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুই বা কে? আর সেই জগৎপতি পরমেশ্বরের রূপ ও কর্ম্মই বা কি প্রকার? আপনি বিচারপূর্ব্বক এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ ঋষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক ভুবনপাবনী পবিত্র কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। ১২—১৮।

ব্রহ্মখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! গণপতি, বিষ্ণু, মহাদেব এবং ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ, মনুগণ, মুনীন্দ্রগণ, সরস্বতী, দুর্গা, ত্রিপথগা গঙ্গা ও কমলা প্রভৃতি সকলেই ভগবান্ হরির চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া থাকেন। যিনি, কলত্রাদিরূপ-সর্পগণে পরিবেষ্টিত অতি ভয়ঙ্কর গভীর সংসারসাগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক হরির দাসত্ব প্রার্থনা করেন, তিনি ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করেন। সমুদয় বেদ ও বেদাঙ্গে যাঁহার কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত আছে, এবং যে ব্যক্তি নিরন্তর জন্ম ও অন্তকাদি-ভয়ে এবং শোকবশে বিদীর্ণ হইতেছেন, তিনি বেদ বেদাঙ্গের বিধানকর্ত্তা বিধাতারও বিধাতা, সেই ভগবানের চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া থাকেন। যিনি বরাহরূপে দশনের অগ্রভাগদ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং যে বিরাটমূর্ত্তির লোমকূপসমূহে অনন্ত বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্ পরমেশ্বরের চরণারবিন্দ, সকলেই চিন্তা করেন। জগতের বিধানকারী ব্রহ্মা যাঁহার নিমেষমাত্রে পতিত হন, হে মুনিবর বৎস নারদ! ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়? অতএব তুমিও নিরন্তর সাদরে সেই হরির চরণারবিন্দ চিন্তা করিতে থাক। তোমরা, আমরা এবং সুরপতি, মনুগণ ও মুনীন্দ্র সকল সেই ভগবানের কলাকলাংশমাত্র। আর ব্রহ্মা মহেশ্বরাদি দেবগণ ও মহান্ বিরাট্ তাঁহার কলাবিশেষ। অধিক কি যে অনন্তদেব সচরাচর সমুদয় বিশ্ব মস্তকে ধারণ করিতেছেন, তিনিই গজারূঢ় মশকের ন্যায় কূর্ম্মোপরি অবস্থিত, কিন্তু সেই কূর্ম্মই শ্রীকৃষ্ণের কলাকলাংশমাত্র। হে ব্রহ্মপুত্র! পরমেশ্বর গোলোকনাথের নির্ম্মল যশোরাশি, সমস্ত বেদ ও পুরাণ স্পষ্টরূপে বর্ণন করিতে পারেন নাই এবং ব্রহ্মাদি দেবতাও কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ, হে নারদ! তুমি সেই সর্ব্বেশ্বরকে ভজনা কর। যে বিশ্বাধার হরির সমুদয় বিশ্বে বিধাতা বিষ্ণু ও রুদ্র বিরাজমান আছেন, কিন্তু সমুদয় বেদ ও দেবগণ তাঁহার সংখ্যানিরূপণে অশক্ত; অতএব হে নারদ! তুমি সেই পরমেশ্বরের ভজনা কর। সেই বিধাতার বিধাতা, জগৎপ্রসবিনী সনাতনী প্রকৃতির সাহায্যে সমুদয় সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং প্রকৃতির উপাসক ব্রহ্মাদি সকলে, ভক্তিদায়িনী লক্ষ্মীকেই প্রকৃতি বলিয়া ভজনা করেন। ১—১০। সনাতন পরমেশ্বর যাঁহার সাহায্যে সমুদয় সৃষ্টি করিয়া থাকেন সেই ব্রহ্মস্বরূপা প্রকৃতি পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন এবং এই বিশ্বসংসারে সমুদয় স্ত্রীগণ তাঁহারই অংশ, মায়ারূপে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই মায়ায় সকলেই বিমোহিত। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্টা সনাতনী নারায়ণী মায়া পরমাত্মপুরুষের শক্তিস্বরূপ, অধিক কি, আত্মেশ্বরও তাঁহা দ্বারা শক্তিমান্; সেই প্রকৃতি ভিন্ন তিনি কোনক্রমে সৃষ্টিসাধনে সমর্থ নহেন। হে বৎস! এক্ষণে তুমি গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বিবাহ কর, কারণ পিতৃনিয়োগ পালন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, দেখ যে ব্যক্তি গুরু-আজ্ঞার বশবর্ত্তী হন, তিনি সর্ব্বত্রই নিরন্তর পূজ্য ও বিজয়ী হইয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি নিজ পত্নীকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন, দ্বিজগণ পূজিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় প্রকৃতি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্টা হন। সেই প্রকৃতিই সমুদয় বিশ্বমধ্যে মায়াবলে যোষিৎরূপে অবতীর্ণ; সুতরাং যোষিৎগণের অপমান করিলে তাঁহারই অপমান করা হয়; এবং পতিপুত্রবতী সতী দিব্য রমণীকে পূজা করিলে সেই সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী প্রকৃতিই পূজিতা হইয়া থাকেন। সেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী সনাতন বিষ্ণুমায়া প্রকৃতি, অদ্বিতীয়া হইলেও সৃষ্টি-সময়ে পঞ্চবিধ হইয়াছেন। যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সকল কান্তা অপেক্ষা প্রেয়সী ও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি রাধিকা নামে কীর্ত্তিতা। সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী যিনি নারায়ণের প্রিয়া, তিনি লক্ষ্মী ও যিনি রাগরাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সকলের পূজ্যা তিনি সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধা। আর যিনি বেদমাতা ও বিধাতার পূজ্যারূপা প্রিয়তমা, তিনি সাবিত্রী এবং যাঁহার পুত্র গণেশ ও যিনি শঙ্করের প্রিয়া, তিনি দুর্গা নামে অভিহিতা। এক মূল প্রকৃতিই এই পঞ্চরূপে বিরাজ করিতেছেন। ১১—২০।

ব্রহ্মখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্রহ্মখণ্ড সম্পূর্ণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

প্রকৃতিখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, সৃষ্টিকার্য্যে দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী, এই পঞ্চ প্রকার প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠা সেই প্রকৃতি আবির্ভূতা হইলেন কেন? তাঁহার লক্ষণ কি? এবং কেনই বা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইলেন? তাঁহাদের সমস্তের চরিত, পূজাবিধান, গুণ ও ইচ্ছা-বিষয়ীভূত কার্য্য এবং কিজন্য তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন? তাহাই আমাকে সুবিশদরূপে বলুন। ১—৩। নারায়ণ বলিলেন, বৎস নারদ! প্রকৃতির লক্ষণ কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে? তথাপি শিবমুখে যাহা কিছু শ্রুত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি;—প্র—শব্দে "প্রকৃষ্টার্থ" বুঝায় এবং কৃতি শব্দের অর্থ "সৃষ্টি" অতএব সৃষ্টিকার্য্যে যিনি প্রকৃষ্টা তিনিই প্রকৃতি দেবী এইটী কথিত হইয়াছে। শ্রুতিতে প্র শব্দে প্রকৃষ্ট সত্ত্বগুণ, কৃ শব্দে রজোগুণ, তি শব্দে তমোগুণ—এইরূপ কথিত আছে;—তাহা হইলে যিনি ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বশক্তি-সম্পন্না এবং সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রধানা তাঁহাকেই প্রকৃতি বলে। 'প্র' শব্দের অর্থ প্রথম এবং 'কৃতি' শব্দের অর্থ সৃষ্টি—অতএব যিনি সৃষ্টির আদিভূতা, তিনিই প্রকৃতি। প্রধান পুরুষ পরমাত্মা যোগের দ্বারা স্বয়ং দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন, তাহার অঙ্গের দক্ষিণ ভাগ পুরুষ ও বাম ভাগ প্রকৃতিস্বরূপ হইল। সেই প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপা, মায়াময়ী নিত্যা এবং সনাতনী, অনলের দাহিকা শক্তির ন্যায় যে স্থানে আত্মা, প্রকৃতিও সেই স্থানেই বিরাজ করেন। হে নারদ! এই জন্যই যোগিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি স্ত্রী-পুরুষের ভেদরূপ স্বীকার করেন না। হে ব্রহ্মন্! যোগিজন সমস্ত জগৎ নিরন্তর ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া থাকেন। নিত্যেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃজনে ইচ্ছাবশতঃ সেই ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি সহসা আবির্ভূতা হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে, অথবা ভক্তের অনুরোধে সৃষ্টিকার্য্যে পঞ্চভাগে বিভক্তা হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিগণ ও মনুগণ—ইঁহারা সেই ভক্তানুগ্রহরূপিণী গণেশজননী শিবরূপিণী শিবপত্নী নারায়ণী পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মরূপা সনাতনী সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গাকে নিরন্তর পূজা করেন। ৪—১৫। সেই ব্রহ্মরূপিণী দেবী সকল জীবকে ধর্ম্ম, সত্য, পুণ্য, কীর্ত্তি, যশ, মঙ্গল এই সমস্ত প্রদান করেন। তিনি সুখ, মুক্তি ও হর্ষ প্রদান করিয়া থাকেন এবং শোক, পীড়া, দুঃখ সমস্তই নাশ করেন। তিনি শরণাগত, দুঃখী ও পীড়িতদিগের পরিত্রাণতৎপরা, তেজঃস্বরূপা এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তিনি সকল শক্তিস্বরূপা, ঈশ্বরের বিস্তৃত-শক্তিরূপা, সিদ্ধির ঈশ্বরী, সিদ্ধিরূপা ও সিদ্ধিদাতাদিগের ঈশ্বরীস্বরূপা। তিনি বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, ছায়া, তন্দ্রা, দয়া, স্মৃতি, জাতি, ক্ষান্তি, শান্তি, কান্তি, ভ্রান্তি, চেতনা, তুষ্টি, পুষ্টি, লক্ষ্মী, বৃত্তি ও মাতৃস্বরূপা। তিনিই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তিস্বরূপা। বেদে কথিত যে সমস্ত গুণ শ্রুত হইয়াছি, তাহা অতি অল্প; বস্তুতঃ সেই অনন্তরূপিণীর অনন্ত গুণ আছে। এক্ষণে অপরের কথা শ্রবণ কর। ১৬—২১। যিনি শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা তিনিই পরমাত্মা বিষ্ণুর লক্ষ্মী। তিনি সমস্ত সম্পত্তিস্বরূপা ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা;

তিনি মনোহারিণী, দান্তা, অত্যন্ত শান্তা, সুশীলা ও সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গলদায়িনী। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারাদি দোষ তাঁহার নাই। তিনি নিরন্তর পতি-ভক্তে অনুরক্তা, পতিব্রতা সকলের আদিভূতা, ভগবানের প্রাণতুল্যা প্রেমপাত্রী ও প্রিয়-ভাষিণী। তিনি সমস্ত শস্যস্বরূপা, অতএব সকল জীবের জীবনরূপিণী এবং মহালক্ষ্মী। তিনি বৈকুণ্ঠ ধামে সর্ব্বদা পতি-সেবাপরায়ণা, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, রাজ-ভবনে রাজলক্ষ্মী, এবং মর্ত্ত্যবাসী গৃহীদিগের গৃহে গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপা। তিনি সমস্ত প্রাণী ও দ্রব্যে মনোহর শোভাস্বরূপা, পুণ্যবান্‌দিগের প্রীতিরূপা ও রাজাদিগের প্রভাস্বরূপা। তিনি বণিক্‌দিগের বাণিজ্যরূপিণী, পাপী-দিগের কলহ-উৎপাদিনী। তিনি দয়াময়ী, ভক্তের মাতৃরূপিণী ও ভক্তানুগ্রহে সদয়হৃদয়া। তিনি চঞ্চল ব্যক্তিতে চঞ্চলা ও ভক্তের সম্পত্তি-রক্ষার নিমিত্তও চঞ্চলা। হে মুনে! যে দেবী ব্যতীত সমস্ত জগৎ জীবন্মৃতবৎ; সেই সর্ব্বপূজ্যা সকলের বন্দনীয়া সর্ব্ব-সম্মতা বেদোক্তা দ্বিতীয়া শক্তির বিষয় বলিলাম; এক্ষণে অন্য প্রকৃতির বিষয় শ্রবণ কর। ২২—৩০। যিনি পরমাত্মার বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান এই সমস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও সর্ব্ব-বিদ্যা-স্বরূপা, তিনিই দেবী সরস্বতী। সদ্ব্যক্তিদিগের কবিতা-রূপিণী এবং সুবুদ্ধি মেধা প্রতিভা ও স্মৃতিদায়িনী। তিনি নানা প্রকার সিদ্ধান্ত ভেদে অর্থের কল্পনা প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি ব্যাখ্যারূপিণী, বোধস্বরূপা, সকলসন্দেহভঞ্জন-কারিণী বিচারকর্ত্রী বিবিধগ্রন্থপ্রণয়নকারিণী ও শক্তিস্বরূপিণী। তিনি সকল সঙ্গীতের সন্ধান ও তাল প্রভৃতির কারণরূপিণী। তিনি এই অখিল জগতে জীবদিগের বিষয়, জ্ঞান ও বাক্যস্বরূপা, তাঁহার করে ব্যাখ্যা-মুদ্রা; তিনি বীণা ও পুস্তকধারিণী এবং অতিশান্তস্বভাবা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা। সেই সুশীলাই হরির প্রিয়তমা পত্নী। তিনি হিম চন্দন কুন্দপুষ্প চন্দ্র কুমুদ ও শ্বেতপদ্ম-সন্নিভ অঙ্গজ্যোতিঃ-সম্পন্না; রত্নমালিকাদ্বারা নিরন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে জপ করেন। তিনি তপঃস্বরূপা, তপস্যার ফলদান-কারিণী ও স্বয়ং তপস্বিনী। তিনি সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপা অখিলপ্রদানকর্ত্রী এবং সকল সিদ্ধিপ্রদায়িনী। শোভাসম্পন্না জগদম্বিকা—তৃতীয়া প্রকৃতি সরস্বতী দেবীর বিষয় আগমানুসারে বলিলাম, অপর প্রকৃতির বিষয় যৎকিঞ্চিৎ অবগত হও। ৩১—৩৭। চতুর্থী প্রকৃতি সাবিত্রী; তিনি চারি বেদ, বেদাঙ্গ ও ছন্দঃ-সমূহের মাতৃস্বরূপা। সেই বিচক্ষণা দেবী সন্ধ্যা বন্দনা ক্রিয়ামন্ত্রের এবং তন্ত্রাদিরও মাতৃরূপা। তিনি ব্রাহ্মণাদির ব্রাহ্মণত্ব-জাতি-রূপিণী জপরূপা এবং তাপসী। তিনি ব্রহ্মতেজোময়ী ও সেই তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হে নারদ! যাঁহার পদরজঃ-স্পর্শে সমস্ত জগৎ পবিত্র হয়, সেই চতুর্থী দেবী সাবিত্রীর কথা বর্ণন করিলাম; এক্ষণে পঞ্চমী প্রকৃতির বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৮—৪০। যিনি প্রেম ও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পঞ্চবিধ-প্রাণ-স্বরূপা; যিনি বিষ্ণুর প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী এবং সকলের আদিভূতা; যিনি সমস্ত সৌভাগ্যশালিনী, মানিনী ও গৌরবে পরিপূর্ণা; যিনি গুণ ও তেজোগর্ব্বে বিষ্ণুর বামাঙ্গস্বরূপা; যিনি পরাৎপরা, সর্ব্বব্রত-নিরতা, পর-মাদ্যা এবং সনাতনী; যিনি পরম-আনন্দরূপিণী, ধন্যা, মান্যা ও পূজনীয়া; যিনি পরমাত্মা কৃষ্ণের রাসক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রাসমণ্ডলের নিমিত্ত উৎপন্না এবং রাসমণ্ডলদ্বারা ভূষিতা; যিনি রাসের ঈশ্বরী সুরসিকা ও রাসবাসে নিয়ত অবস্থান করেন; যিনি গোলোকবাসিনী ও গোপীবেশ ধারণ করিয়াছেন; যিনি পরম-আহ্লাদরূপিণী, সন্তোষ ও হর্ষরূপিণী; যিনি নির্গুণা, নিরাকারা অতএব সর্ব্বত্রই নির্লিপ্তা অথচ আত্মস্বরূপা; যিনি চেষ্টাশূন্যা, নিরহঙ্কারা এবং ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ শরীর ধারণ করিতেছেন, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ বেদানু-সারে ধ্যানে জানিতে পারেন; কিন্তু তিনি তত্ত্বজ্ঞ সুরেন্দ্র এবং মুনিশ্রেষ্ঠগণেরও দৃষ্টির বিষয় নহেন। তিনি বহ্নির ন্যায় শুদ্ধবস্ত্রপরিধানা ও নানাবিধ রত্না-লঙ্কারে বিভূষিতা। তিনি কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রভা-শালিনী, মনোহরশোভাযুক্তা, ভক্তানুগ্রহে বিগ্রহ-ধারিণী; ভক্তকে কৃষ্ণদাস্য-দানে একমাত্র তিনিই সমর্থা এবং তিনিই নিখিল সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ৪১—৫০। যিনি বরাহকল্পে বৃকভানু-সুতা হইয়াছিলেন, যাঁহার পাদপদ্মস্পর্শ করিয়া বসুধা নিরন্তর পবিত্রা; যিনি ব্রহ্মাদির দর্শনগোচর নহেন—অথচ সমস্ত জগতের দৃষ্টিবিষয়; হে মুনে! সেই স্ত্রীরত্নের সারভূতা নবীন-জলদ-জালে চঞ্চলা সৌদা-মিনীর ন্যায় কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর অবস্থান করিতে-ছেন। যাঁহার পাদপদ্মের নখর দর্শন করিবার জন্য এবং নিজের শুদ্ধতার জন্য ব্রহ্মা ষষ্টিসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও প্রত্যক্ষ করা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই, বৃন্দাবনে লোক সমস্ত নিরন্তর তাঁহাকে দর্শন করিতেছে,—এই পঞ্চমী প্রকৃতী দেবী রাধার বিষয় তোমাকে বলিলাম। অখিলজগতে দেবী-

গণ এবং সমস্ত যোষিদ্গণের মধ্যে কেহ সেই প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্না, কেহ তাঁহার কলা হইতে উৎপন্না, কেহ বা কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্না। মূল সেই পাঁচ প্রকার দেবী পূর্ণ প্রকৃতি। যিনি যিনি তাঁহার প্রধান অংশরূপা তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতির প্রধানাংশস্বরূপা ভুবন-পাবনী গঙ্গা, তিনি বিষ্ণুর দেহ হইতে উদ্ভূতা দ্রবরূপিণী ও নিত্যা। তিনি পাপীদিগের পাপ দহন করিতে প্রজ্বলিত-ইন্ধন-রূপিণী। গঙ্গাকে দর্শন, স্পর্শন, তজ্জলে স্নান বা উহা পান করিলে, গঙ্গা নির্ব্বাণপদ প্রদান করেন। তিনি গোলোকধামে গমন করিবার শ্রেষ্ঠসোপানরূপিণী; তিনি তীর্থের মধ্যে অতিপবিত্রা ও সকল নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তিনি শম্ভুর মস্তকস্থিত জটা-মেরুর মুক্তা-শ্রেণীস্বরূপা; তিনি এই ভারতে তপস্বিগণের তপস্যা সম্পাদন করিয়া থাকেন। ৫১—৬০। তিনি শঙ্খ পদ্ম ও ক্ষীরের ন্যায় শুভ্রা ও শুদ্ধতত্ত্ব-স্বরূপিণী। তিনি নির্ম্মলা, অহঙ্কারশূন্যা, সাধ্বী এবং নারায়ণের প্রিয়-তমা। তুলসীও সেই প্রকৃতির প্রধানঅংশস্বরূপা এবং বিষ্ণুর পত্নী। সতী তুলসী বিষ্ণুর ভূষণরূপা হইয়া বিষ্ণুপদে নিরন্তর বাস করেন। হে মুনে! তুলসী, তপঃ সঙ্কল্প ও পূজাদি সদ্যই সম্পাদন করিয়া থাকেন; তিনি পুষ্পের মধ্যে সারভূতা স্বয়ং পবিত্রা ও সদা পুণ্য-দায়িনী। তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে, তিনি সদ্যই নির্ব্বাণপদ প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি কলিকালে কলুষরূপ শুষ্ক ইন্ধন ভস্ম করিতে একমাত্র অগ্নিস্বরূপা। যাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বসুধা নিরন্তর পবিত্র, তীর্থসমূহ আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত যাঁহার দর্শন ও স্পর্শ বাঞ্ছা করিয়া থাকে, যে দেবী ব্যতীত এই জগতে সকল কর্ম্মই নিষ্ফল, যিনি মুমুক্ষু-দিগের মুক্তিপ্রদায়িনী, কামীদিগের সকল অভীষ্ট-দায়িনী, যিনি এই ভারতে কল্প-বৃক্ষ-স্বরূপা এবং জগৎ-স্বরূপিণী, সেই তুলসীই ভারতস্থিত প্রজাদিগকে ত্রাণ করিতে একমাত্র প্রধানদেবতারূপা। কশ্যপা-ত্মজা মনসাও প্রকৃতির প্রধানাংশস্বরূপা; তিনি শঙ্করের প্রিয়তমা শিষ্যা ও মহাজ্ঞানশালিনী। তিনি নাগে-শ্বর অনন্তের ভগিনী ও নাগগণের পূজিতা। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী, নাগ তাঁহার বাহন। তিনি স্বয়ং নাগেশ্বরী ও নাগমাতা। তিনি নাগরূপ-ভূষণে বিভূ-ষিতা এবং নাগেন্দ্রগণ-সংযুতা; তিনি সিদ্ধযোগ-শালিনী ও নাগেন্দ্রগণের বন্দনীয়া। নাগগণের মধ্যেই নিরন্তর তাঁহার বাস। ৬১—৭০। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপা নির-ন্তর বিষ্ণুভক্তি-নিরতা ও বিষ্ণুপূজা-পরায়ণা। তিনি তপঃস্বরূপা এবং তপস্যার বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন ও স্বয়ং তপস্বিনী। তিনি দেবতাদিগের পরিমিত ত্রিলক্ষ বৎসর হরির তপস্যা করিয়া এই ভারতে তপ-স্বিনীগণের ও তপস্বিগণের মধ্যে পূজিতা হইয়াছেন। তিনি সর্প-মন্ত্রের অধিশ্বরী দেবী ও ব্রহ্মতেজে নির-ন্তর প্রদীপ্তা। তিনি পরমব্রহ্মস্বরূপা ও পরম ব্রহ্মের চিন্তায় নিয়ত আসক্তা। তিনি হরিহর-সেবিকা পতিপরায়ণা জরৎকারু মুনির পত্নী এবং তপস্বি-শ্রেষ্ঠ আস্তিক মুনির জননী। হে নারদ! দেবসেনাও প্রকৃতির প্রধানঅংশরূপা। তিনিই মাতৃকা-দিগের মধ্যে পূজ্যতমা ষষ্ঠী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তিনি সমস্ত জগতের শিশুদিগকে প্রতি-পালন করিয়া থাকেন; তিনি তপস্বিনী বিষ্ণুভক্তি-তৎপরা ও কার্ত্তিকের পত্নী। তিনি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ-স্বরূপা এজন্য তাঁহার নাম ষষ্ঠী বলিয়া উক্ত হইয়াছে; তিনি পুত্র-পৌত্রাদি প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব জগতে দাত্রী বলিয়া বিখ্যাত। তিনি সুন্দরী যুবতী ও নিরন্তর স্বামীর নিকটে রমণীয়া এবং শিশুদিগের সমীপে পরমবৃদ্ধরূপা ও যোগিনীস্বরূপা। দ্বাদশ মাসে শিশুর জন্ম হইতে ষষ্ঠদিনে সূতিকাগৃহে এবং এক-বিংশ দিবসে পুত্রের কল্যাণের নিমিত্ত যে ষষ্ঠীপূজা করা হয়, তাহাই নিত্য; ষষ্টির নিয়ম প্রতিপালনও ইহা হইতে হয়; এতদ্ভিন্ন অপর ষষ্ঠীপূজা কাম্য। ৭১—৮০। তিনি শিশুদিগের স্বপ্ন-গোচর হন, দয়া-রূপা ও মাতৃ-রূপা হইয়া জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সকল স্থলেই তাহাদিগকে রক্ষা করেন। মঙ্গল-চণ্ডিকা প্রকৃতির প্রধান অংশস্বরূপা এবং তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন; তিনি সর্ব্বদা মঙ্গল প্রদান করেন। তিনি সৃষ্টিকার্য্যে মঙ্গলরূপা ও সংহারকার্য্যে কোপরূপিণী; সেই জন্য পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে মঙ্গল-চণ্ডিকা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবারে সমস্ত জগতে তাঁহার পূজা হয়; স্ত্রীগণ পঞ্চোপচারে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। তিনি পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য যশ ইত্যাদি প্রদান করেন এবং সন্তাপ, শোক, পাপ, পীড়া, দুঃখ ও দরিদ্রতা সমস্তই নাশ করেন। তিনি সন্তুষ্টা হইয়া স্ত্রীগণকে সকল বাঞ্ছিত বিষয় প্রদান করেন; মহেশ্বরী রুষ্টা হইলে, ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত জগৎ সংহার করিতে পারেন। কমললোচনা কালীও প্রকৃতির প্রধানাংশ-স্বরূপা। তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভযুদ্ধে দুর্গা দেবীর ললাট হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। তিনি দুর্গার অর্দ্ধাংশস্বরূপা গুণে ও তেজে তাঁহারই

সমান; তাঁহার দেহ কোটিসূর্য্য-প্রভার ন্যায় অত্যন্ত উজ্জ্বল। তিনি সর্ব্ব শক্তির প্রধানভূতা অত্যন্ত বলবতী; তিনি সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদান করেন এবং শ্রেষ্ঠা সিদ্ধযোগিনী। তিনি কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা ও তেজ গুণ বিক্রমে কৃষ্ণের তুল্যা। এই সনাতনী নিরন্তর কৃষ্ণের ভাবনা বশতঃ কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছেন। ৮১—৯০। তিনি নিশ্বাসমাত্রেই সকল ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিতে পারেন; জগৎ রক্ষার নিমিত্ত দৈত্যবর্গের সহিত রণ তাঁহার ক্রীড়ামাত্র; তিনি পূজিতা হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিতে সক্ষমা; ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিগন, মনুগণ ও নরগণ তাঁহাকে নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন। বসুন্ধরাও প্রকৃতির প্রধানাংশ-স্বরূপা! তিনি জগতের আধাররূপা ও সর্ব্ব শস্যের প্রসূতি। তিনি রত্নসমূহের আকরস্বরূপা, অতএব রত্নগর্ভা এবং সকল রত্নাকরের আশ্রয়; প্রজাবর্গ ও প্রজার অধিপতিগণ তাঁহাকে নিরন্তর পূজা ও বন্দনাদি করিয়া থাকে। তিনি সকলের উপজীবিকা-স্বরূপা এবং সমস্ত সম্পদের বিধানকারিণী; ইহাঁ ব্যতীত সমস্ত জগৎ চরাচর নিরাধার। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যিনি প্রকৃতির কলাস্বরূপা এবং যাঁহার পত্নী তাঁহাদের সকলের বিষয় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। স্বাহা দেবী বহ্নির পত্নী,—তিনি ত্রিভুবনে পূজিতা, ইহাঁর নাম উচ্চারণ না করিয়া প্রদত্ত হবিঃ দেবতাগণ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন না। দক্ষিণা যজ্ঞের পত্নী,—তিনি সকল স্থানে পূজনীয়া; যাঁহাকে ভিন্ন জগতে সকল কর্ম্ম নিষ্ফল। স্বধা দেবী পিতৃগণের পত্নী,—তাঁহাকে মুনিগণ মনুষ্যগণ ও মনুসমূহ নিরন্তর পূজা করেন এবং ইহাঁ ব্যতীত পিতৃবর্গ-উদ্দেশে দান নিষ্ফল হয়। স্বস্তি দেবী বায়ুর পত্নী,—তিনি নিখিল ভুবনে পূজিতা; যে দেবী ব্যতীত প্রদান ও গ্রহণাদি সমস্তই বিফল হয়। ৯১—১০০। পুষ্টি গণেশের স্ত্রী, তিনি এই জগতীতলে সর্ব্বদা পূজনীয়া; ইহাঁ ভিন্ন স্ত্রী-পুরুষগণ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সমস্ত লোক সকল বিষয়ে যে দেবী ভিন্ন অসন্তুষ্ট হয়, সকলের পূজনীয়া ও বন্দনীয়া সেই তুষ্টি দেবী অনন্তদেবের পত্নী। সুর ও নরগণের পূজনীয়া সম্পত্তি ঈশানের পত্নী, এই জগতে ইহাঁ ভিন্ন সকল লোক দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করে। ধৃতি কপিলের পত্নী,—তাঁহাকে সকল স্থানে সকলেই পূজা করে এবং ইহাঁর অবলম্বন ব্যতীত সকল লোক অধৈর্য্য হয়। সর্ব্বপূজিতা সুশীলা সাধ্বী ক্ষমা দেবী যমের দয়িতা,—ইহাঁকে আশ্রয় না করিলে, জগতের লোক সকল উন্মত্ত ও রোষপরবশ হয়। সতীশ্রেষ্ঠা ক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রতি, কামের পত্নী,—ইহাঁর অনুগ্রহ ভিন্ন ত্রিভুবনস্থ লোক সকল ক্রীড়া-কৌতুক শূন্য হয়। জগতের প্রিয় এবং জগৎপূজিতা সতীশ্রেষ্ঠা উক্তি দেবী সত্যের পত্নী, ইহাঁর ব্যবহার ভিন্ন লোক সকল বন্ধুতাহীন হয়। জগৎপ্রিয়া সর্ব্বপূজিতা সাধ্বী দয়া, মোহের পত্নী; তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন জগতের প্রাণিবর্গ সকল বিষয়ে নিষ্ঠুরপ্রকৃতি হয়। প্রতিষ্ঠা পুণ্যের পত্নী, তিনি স্বয়ং পুণ্যস্বরূপা ও জগৎপূজিতা। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত সমস্ত জগৎ জীবন্মৃত হয়। জগতে ধন্যা মাননীয়া এবং সকল স্থানে পূজিতা কীর্ত্তি সুকর্ম্মের ভার্য্যা; তিনি ভিন্ন সমস্ত জগৎ যশোহীন ও মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। ১০১—১১০। সর্ব্বত্র বিরাজিতা এবং পূজনীয়া ক্রিয়া, উদ্যোগের দুহিতা! হে নারদ! তাঁহার আচরণ না করিলে নিখিল ভুবন উৎসন্নপ্রায় হইয়া থাকে। ধূর্ত্ত-কুল-পূজনীয়া মিথ্যা অধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী; তাঁহার প্রভাব না থাকিলে বিধির সৃষ্ট জগৎ উৎসন্নপ্রায় হয়। তিনি সত্যযুগে অদৃশ্য অবস্থায় ও ত্রেতাতে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন; তাঁহার দ্বাপরে অর্দ্ধাবয়ব পরিস্ফুট হয়; তথাপি ছদ্মবেশে অবস্থান করেন, এবং কলিতে সর্ব্বব্যাপিনী হইয়া অত্যন্ত প্রগল্ভভাবে কাপট্যরূপ ভ্রাতার সহিত প্রতিগৃহে বিচরণ করিতেছেন। শান্তি ও লজ্জা সুশীলের বনিতা, তাঁহারা জগতে পূজিতা; হে নারদ! তাঁহারা না থাকিলে সমস্ত জগৎ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে। জ্ঞানের তিনটী সহধর্ম্মিণী—বুদ্ধি, মেধা, ও স্মৃতি; ইহাঁদের আশ্রয় ব্যতিরেকে সকল জগৎ মূঢ়প্রায় হইয়া মৃতবৎ হয়। মূর্ত্তি-দেবী ধর্ম্মের পত্নী, তিনি মনোহর-কান্তিরূপিণী; ইহাঁকে অবলম্বন না করিলে সমস্ত জগৎ নিরবলম্বন হন। তিনি সকল স্থানে শোভা-রূপিণী লক্ষ্মী-স্বরূপা এবং মূর্ত্তিমতী এই সকল শ্রীরূপা ও মূর্ত্তিরূপা হইয়া জগতে ধন্যা মান্যা ও পূজনীয়া। সিদ্ধযোগীদিগের শ্রেষ্ঠা নিদ্রা কালাগ্নি রুদ্রদেবের সহধর্ম্মিণী, যাঁহার মায়াবশে রাত্রিকালে সকল লোক আকুল হইয়া পড়ে। সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন,—এই তিনটী কালের পত্নী; বিধাতা ইহাঁদের ব্যবহার ভিন্ন সংখ্যা করিতে সক্ষম হন না। ১১১—১২০। লোভের দুই পত্নী; ক্ষুধা ও পিপাসা;—ইহাঁদের প্রভাবে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া নিরন্তর ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হয়। তেজের প্রভা ও দাহিকা নামে দুই ভার্য্যা, ইহাঁদের অবলম্বন ভিন্ন বিধাতা জগৎ সৃজন করিতে সক্ষম হন না। কালের কন্যা মৃত্যু ও জরা, প্রজ্বরের প্রিয়তমা পত্নী;—

ইহাঁদের প্রভাবে বিধিনির্ম্মিত জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয়। নিদ্রার কন্যা প্রীতি ও তন্দ্রা সুখের সহধর্ম্মিণী; হে বিধিতনয়! ইহাঁরা বিধির নিয়োগবশতঃ সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। পূজনীয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি এই দুইটি বৈরাগ্যের পত্নী; হে মুনে! ইহাঁদের কৃপায় জগৎ নিরন্তর জীবন্মুক্তবৎ হইতে পারে। দেবমাতা অদিতি, গোপ্রসবিনী সুরভি, দৈত্যজননী দিতি, কদ্রু, বিনতা ও দনু ইহাঁরা প্রকৃতির কলারূপা ও সৃষ্টিকার্য্যে নিতান্ত উপযুক্তা। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রকৃতির কলা অনেক আছে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন কলার বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। রোহিণী চন্দ্রপত্নী, সংজ্ঞা সূর্য্যের সহধর্ম্মিণী, শতরূপা মনুর পত্নী, শচী ইন্দ্রের ভার্য্যা, তারা বৃহস্পতির বনিতা, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী, অহল্যা গৌতমভার্য্যা, অনসূয়া অত্রিপত্নী, দেবহূতি কর্দ্দমপত্নী, প্রসূতি দক্ষের স্ত্রী, যিনি অম্বিকাকে প্রসব করিয়াছেন, তিনি পিতৃগণের মানসকন্যা মেনকা নামে প্রসিদ্ধা। ১২১—১৩০। লোপামুদ্রা, আহুতী, কুবেরপত্নী, বরুণানী, যমের স্ত্রী, বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী, কুন্তী, দময়ন্তী, যশোদা, সতী দেবকী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, শৈব্যা, সত্যবানের পত্নী সাবিত্রী, বৃকভানুপত্নী রাধা-মাতা সাধ্বী কলাবতী, মন্দোদরী, কৌশল্যা, সুভদ্রা, কৈটভী, রেবতী, সত্যভামা, কালিন্দী, লক্ষ্মণা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা, রুক্মিণী, সীতা, ইহাঁরা স্বয়ং লক্ষ্মী। ব্যাস-মাতা মহাসতী যোজনগন্ধা, বাণতনয়া ঊষা, তাঁহার সখী চিত্রলেখা, প্রভাবতী, মায়াবতী, ভানুমতী, গুরু-মাতা রেণুকা, বলরামের মাতা রোহিণী, শ্রীকৃষ্ণভগিনী দুর্গা, এইরূপ ভারতে প্রকৃতির কলা অনেক আছেন; এবং যত গ্রাম্যদেবতা, তাঁহারা সমস্তই প্রকৃতির কলা-স্বরূপা। ১৩১—১৩৮। এই জগতে স্ত্রীগণ প্রকৃতির কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্না, অতএব স্ত্রীগণের অপমানে প্রকৃতিই অপমানিতা হন। যে কেহ পতিপুত্রযুক্তা সতী ব্রাহ্মণ-স্ত্রীকে বস্ত্রালঙ্কারদ্বারা পূজা করে, তাহাতে প্রকৃতিই স্বয়ং পূজিতা হইয়া থাকেন। যদি কেহ অষ্টবর্ষ-বয়স্কা ব্রাহ্মণকুমারীকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পূজা করে, তাহা হইলে সে পূজা প্রকৃতিই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উত্তম, মধ্যম, অধম—সকল প্রকার যোষিদ্গণই প্রকৃতি হইতে উৎপন্না; তাহার মধ্যে যাহারা প্রকৃতির সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, তাঁহারাই উত্তমা সুশীলা ও পাতি-ব্রত্যে নিয়ত আসক্তা। যাঁহারা প্রকৃতির রজোভাগ-সমুদ্ভূতা তাঁহারাই মধ্যমা এবং ভোগ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছেন; ইহাঁরা সর্ব্বদা সুখসম্ভোগশালিনী এবং স্বকার্য্যসাধনে তৎপরা। অধমা, প্রকৃতির তমোভাগ হইতে উৎপন্না, তাহারা অজ্ঞাত-কুল-সম্ভবা দুর্ম্মুখা কুলটা ধূর্ত্তা সর্ব্বদা স্বাধীনভাবা ও সর্ব্বদা কলহপ্রিয়া। পৃথিবীতে কুলটাগণ এবং স্বর্গে অপ্সরাসমূহ—ইহারা প্রকৃতির তমোভাগের অংশ হইতে উৎপন্ন এবং বেশ্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতির বিষয় যাহা কথিত হইয়াছিল, সে সমস্তই বর্ণন করিলাম; তাঁহারা সকলেই এই পৃথিবীতে—বিশেষতঃ এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে পূজনীয়া। দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে প্রথমতঃ সুরথ রাজা পূজা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র পূজা করিয়াছিলেন। তাহার পর জগন্মাতা ত্রিভু-বনেই পূজিতা হন। তিনি প্রথমতঃ দৈত্য-দানব-দিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পর যজ্ঞে স্বামীর নিন্দা-বাক্য শ্রবণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করত হিমালয়-পত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া পশুপতিকে পতিরূপে লাভ করেন। হে নারদ! তৎপরে দুর্গাদেবীর গর্ভে স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ গণেশ এবং বিষ্ণুকলা হইতে উদ্ভূত স্কন্দ এই দুইটী তনয় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩৯—১৫০। প্রথমতঃ মঙ্গল নামে রাজা লক্ষ্মীকে পূজা করেন, তাহার পর ত্রিভুবনে দেবতা মুনি ও মানবগণ সকলেই তাঁহাকে পূজা করিয়াছে। ভক্তি সাবিত্রীকে প্রথমে পূজা করিয়াছে, তৎপরে ত্রিভুবনে মুনি দেবতা ও মানবগণ তাঁহার পূজা করিয়াছে। ব্রহ্মা প্রথমে সরস্বতী দেবীকে পূজা করিয়াছেন; তৎপরে ত্রিভুবনে দেবতা প্রভৃতি সকলেই পূজা করে। প্রথমতঃ কার্ত্তিকী পৌর্ণ-মাসীতে রাসমণ্ডলে পরমাত্মা কৃষ্ণ—রাধাকে পূজা করিয়াছেন; তৎপরে গোপগণ, গোপিকাগণ, বালক-বালিকাগণ, গোসমূহ, সুরগণ, বিষ্ণুমায়া, ব্রহ্মাদি দেবগণ মুনি ও মনুগণ সকলেই পুষ্প-ধূপাদিদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা ও বন্দনা করিয়াছেন। পৃথিবীতে পুণ্যক্ষেত্র ভারতে দেবীকে শঙ্করের উপদেশ-ক্রমে সুযজ্ঞ প্রথমতঃ পূজা করিয়াছেন, তাহার পর পরমাত্মার আজ্ঞানুসারে ত্রিভুবনে পুষ্প-ধূপাদিদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক মুনিগণ ও সুরগণ পূজা করিতেছেন। হে মুনে! ভারতে যাঁহারা যাঁহারা প্রকৃতির কলা হইতে উৎপন্না হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই পূজিতা হইয়া-ছেন, এবং গ্রাম্য দেবতাগণও গ্রামে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। এইরূপ প্রকৃতির শুভপ্রদ চরিত্র আগমানু-

সারে ও লক্ষণানুসারে বর্ণন করিলাম; পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর ?। ১৫১—১৬০।

প্রকৃতিখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে বিভো! দেবীদিগের চরিত্র সংক্ষিপ্তরূপে শ্রুত হইলাম, অবোধের জ্ঞানের নিমিত্ত বিস্তাররূপে বলুন। হে শ্রেষ্ঠবেদজ্ঞ! সৃষ্টিকার্য্যে সেই আদ্যা সৃষ্টি প্রকৃতি কেন আবির্ভূতা হইলেন? কেনই বা পঞ্চভাগে বিভক্ত হইলেন? সেই ত্রিগুণসম্পন্না প্রকৃতির মধ্যে যিনি যিনি কলারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহাদের চরিত্র বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ তাঁহাদের জন্মবৃত্তান্ত বলুন, তাহার পর ধ্যান, পূজাবিধি, স্তোত্র, কবচ, মঙ্গলদায়ক মহিমা ও শৌর্য্য, বর্ননা করুন। ১—৪। নারায়ণ বলিলেন, পরমাত্মা, আকাশ, কাল, দিক্, যেরূপ নিত্য, গোলোকও সেইরূপ নিত্য; তাহার একদেশ বৈকুণ্ঠধামও সেইরূপ। পরমব্রহ্মে সর্ব্বদা লীনা সনাতনী নিদ্রারূপিণী প্রকৃতিও নিত্যা। অগ্নিতে দাহিকা শক্তি চন্দ্র ও পদ্মে শোভা এবং সূর্য্যে প্রভা যেরূপ নিয়ত যুক্তা; সেইরূপ প্রকৃতিও আত্মার সহিত নিয়ত সংযুক্তা এক মুহূর্ত্তও ভিন্না নহেন। যেরূপ স্বর্ণকার স্বর্ণ ভিন্ন কুণ্ডল গঠন করিতে সক্ষম হয় না, কুম্ভকার যেরূপ মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট গঠন করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ পরমব্রহ্ম ঈশ্বর প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না। তিনি সকলশক্তিরূপিণী, তাঁহার দ্বারা সকল লোক শক্তিমান্। "শক্" শব্দে ঐশ্বর্য্য বুঝায় এবং "তি" শব্দ পরাক্রম-বাচক। যিনি পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যরূপিণী হইয়া তাহা প্রদান করেন, তিনিই শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ভগ শব্দে সমৃদ্ধি সম্পত্তি ও যশ এই কয়েক অর্থ বোধ হয়, অতএব এই অর্থ-ত্রয়বিশিষ্টা হইয়া শক্তি ভগবতী নাম ধারণ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা ভগরূপিণী; সেই ভগরূপিণী-শক্তিযুক্ত হওয়ায় পরমাত্মা ভগবান্ বলিয়া সর্ব্বদা কথিত হইয়াছেন। সেই ভগবান্ কৃষ্ণ ইচ্ছাময়, ইচ্ছা বশতঃ তিনি কখন সাকার কখনও নিরাকার হইয়া থাকেন। ৫—১২। যোগিগণ সর্ব্বদা তেজোরূপ নিরাকারকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, অদৃষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বনিদান, কর্ত্তা, সর্ব্বরূপ-বিশিষ্ট, রূপ-শূন্য সকলের পোষণকর্ত্তা এইরূপ বলিয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্ত সূক্ষ্মদর্শী বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, তেজস্বী ব্যক্তি ভিন্ন কাহার তেজ সম্ভব যোগ্য? অতএব তিনি তেজো-মণ্ডল-মধ্যস্থিত ব্রহ্মা, তেজঃশালী, স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বরূপসম্পন্ন ও সকল কারণের কারণ। তিনি অতি সুন্দর রমণীয়, অত্যন্ত মনোহর, কিশোরবয়স্ক, শান্ত, সকলের পক্ষে মনোহর এবং পরাৎপর; তাঁহার নবীননীরদের ন্যায় কান্তি। সেই শ্যামসুন্দর রাসলীলাতে অদ্বিতীয়; তাঁহার লোচনদ্বয় শরৎকালে মধ্যাহ্ন সময়ে বিকশিত পদ্মের শোভা হইতেও অধিকতর শোভাসম্পন্ন; তাঁহার দন্তপংক্তি সারভূত-মুক্তা-বিনিন্দিত মনোহর; তিনি ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া ও মালতীমালায় বিভূষিত; তাঁহার নাসিকা অতি মনোহর; তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহে নিরন্তর সদয়চিত্ত, জলন্ত-অগ্নি-বিশুদ্ধ এক পীতবস্ত্র তাঁহার পরিধান, তাঁহার দুইটী হস্তে মুরলী, ভূষণ রত্নময়, তিনি সকলের আধারস্বরূপ, ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং বিভু; তিনি ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, সর্ব্বময়, স্বতন্ত্র, সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গলজনক; তিনি পরিপূর্ণ, স্বয়ং সিদ্ধ, সিদ্ধিপ্রদ ও সিদ্ধির কারণ। ১৩—২২। বৈষ্ণবগণ এই প্রকার জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোক-ভয়-নিবারক সনাতন রূপকে নিরন্তর ধ্যান করেন। ব্রহ্মার সম্পূর্ণ বয়ঃক্রম যাঁহার এক নিমেষ, সেই পরমাত্মা পরমব্রহ্মই কৃষ্ণ; বৈষ্ণবগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। "কৃষি" শব্দের অর্থ ভক্তি-বাচকতা "ণ" শব্দের অর্থ তাঁহার দাসত্ব, সুতরাং যিনি ভক্তি ও দাস্য প্রদান করেন, তিনিই "কৃষ্ণ" এইটী উক্ত হইয়াছে। 'কৃষ' শব্দে সর্ব্ব বুঝায় এবং 'ণ' শব্দে বীজ বুঝায়, অতএব যিনি সর্ব্ববীজ তিনিই পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ, তাঁহারা এই কথা বলেন: হে নারদ! যে কালে অসংখ্য ব্রহ্মার বিনাশ হয়, সেই কাল অতীত হইলেও যাহার গুণগ্রাম বিনষ্ট হয় না এবং যাঁহার সমান গুণবান্ নাই; সেই কৃষ্ণ সৃষ্টির আদিতে সৃজন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তদংশসম্ভূত কাল তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ দেখিয়া প্রভুকে প্রেরণ করিয়াছিল। তখন স্বেচ্ছাময়, ভগবান্ ইচ্ছা বশতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইলেন, তাঁহার বামভাগ স্ত্রীরূপ হইল, দক্ষিণাংশ পুরুষরূপ হইল। ২৩—২৯। মহাকামী কামাধার সনাতন, সেই স্বকীয়-অংশ-ভূতা স্ত্রীরূপা প্রকৃতিকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—প্রকৃতি অত্যন্ত কমনীয়া ও মনোহর-চম্পক-সদৃশ কান্তিমতী; তাঁহার শ্রেষ্ঠ

নিতম্ব-যুগল চন্দ্রবিম্ব-বিনিন্দিত, তাঁহার শ্রোণিদ্বয় মনোহর-কদলীবৃক্ষ নিন্দিত, তিনি অতি সুন্দরী; অতি শোভাসম্পন্না; শ্রীফল-সদৃশ স্তনদ্বয়ের শোভাতে অত্যন্ত মনোহারিণী; তাঁহার মধ্যদেশ ক্ষীণ, শরীরমনোহর পুষ্টিযুক্ত ও সুললিত। তিনি ও শান্তস্বভাবা; তাঁহার বদন নিরন্তর হাস্যযুক্ত, লোচন ঈষদ্বক্র, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র তাঁহার পরিধান। তিনি রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা এবং চক্ষুরূপ চকোর-দ্বারা কোটিচন্দ্র-বিনিন্দিত কৃষ্ণ-মুখ-চন্দ্ররশ্মি নিরন্তর পান করিতেছেন। তাঁহার ললাটদেশে কস্তূরী-বিন্দু, তাহার অধোভাগে চন্দনবিন্দু এবং তন্নিম্নে সিন্দূরবিন্দু শোভিত। তিনি মালতী-মাল্য-শোভিত বঙ্কিম কবরীভার এবং রত্নেন্দ্র-সার-ভূত হার ধারণ করিয়াছেন এবং তিনি কান্তসঙ্গমার্থিনী হইয়া কোটি চন্দ্রের শোভার ন্যায় অত্যন্ত শোভা-সম্পন্না হইয়াছেন; তিনি গমনে রাজহংস, গজ ও খঞ্জনকেও লজ্জা প্রদান করেন। রসিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ দৃষ্টিমাত্রই তাঁহার-সহিত রাস-মণ্ডলে নির্জ্জনে রাসোল্লাসোন্মত্ত হইয়া রাসক্রীড়া করিলেন। সেই নিত্যানন্দস্বরূপ জগৎপিতা ভগবান্, ব্রহ্মার আয়ুঃপরিমিতকালপর্য্যন্ত তাঁহার সহিত নানাপ্রকার রতি-সুখ উপভোগ করিলেন। তদন্তর, অত্যন্ত পরি-শ্রান্ত হইয়া শুভক্ষণে তদ্গর্ভে শুক্র নিক্ষেপ করিলেন। হে সুব্রত! সুরতাবসানে হরিতেজঃপরিশ্রান্তা সেই স্ত্রীরূপা প্রকৃতির গাত্র হইতে শ্রমজল নিঃসরণ হইতে লাগিল। মহাসুরত-ক্রীড়া-জনিত-ক্লেশ-পরিভূতা সেই স্ত্রীর নিশ্বাসবায়ু সবেগে নিঃসৃত হইতে লাগিল; তাঁহার শরীর হইতে যে সমস্ত শ্রমজল অনবরত গোলাকারে পতিত হইল, তাহা হইতেই গোলাকার বিশ্ব সকল সৃষ্ট হইল এবং সেই সমস্ত নিশ্বাসবায়ুই সকলের আধারস্বরূপ হইয়া, এই জগতে সমস্ত জীব-গণের নিশ্বাস-বায়ুরূপে পরিণত হইল। সেই মূর্ত্তি-মান্ বায়ুর বামাঙ্গ হইতে এক স্ত্রীরত্ন জন্মগ্রহণ করে,—সেই স্ত্রী তাহার প্রাণোপমা পত্নী হইল। সেই বায়ুর প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহারই জীব-গণের পঞ্চপ্রাণস্বরূপ হইল। বরুণ—প্রকৃতি-শরীর-সম্ভূত স্বেদজলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন। তাঁহার বামাঙ্গ হইতে এক রমণীরত্ন উৎপন্ন হইল, তাঁহার নাম বারুণী; তিনি বরুণের পত্নীরূপে পরিণতা হইলেন। অনন্তর সেই কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণনিহিত ব্রহ্ম-তেজে নিয়ত সন্তপ্তা হইয়া, একশত মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। সেই কৃষ্ণপ্রাণের অধী-শ্বরী দেবী কৃষ্ণের প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়তমা, নিরন্তর কৃষ্ণসহচারিণী এবং নিয়ত কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থল-সমাশ্রিতা সুন্দরী শক্তি, শতমন্বন্তরের অধিক কাল অতীত হইলে, বিশ্বাধারের প্রধান আলয়স্বরূপ স্বর্ণ-সদৃশ উজ্জ্বল একটী ডিম্ব প্রসব করিলেন। ৩০—৪৯। দেবী এই প্রসূত-ডিম্ব দর্শন করত কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণা হইয়া গোলাকার জলরাশিমধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে ডিম্ব পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, হাহাকার করত কার্য্যোপযুক্ত শাপ দিলেন। রে কোপশীলে। নিষ্ঠুরে! যেহেতু তুমি অপত্য পরি-ত্যাগ করিয়াছ, অতএব অদ্য প্রভৃতি নিশ্চয় তুমি অপত্যসুখে বঞ্চিত হইবে এবং সুরস্ত্রীসকলের মধ্যে যিনি যিনি তোমার অংশরূপা তাহারাও অপত্যসুখে বঞ্চিত হইয়া, নিত্য যৌবনাবস্থায় থাকিবেন। এই কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হইতে সহসা, মনোহারিণী শুক্লবর্ণা দেবীরূপা এক কন্যা আবির্ভূতা হইলেন; তাঁহার পরিধান পীতবস্ত্র, হস্তে বীণা এবং পুস্তক, তিনি রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা ও সকল শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৫০—৫৫। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে কৃষ্ণপত্নী দুই ভাগে বিভক্তা হইলেন, তাঁহার বামার্দ্ধাঙ্গ কমলা ও দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গ রাধিকা-স্বরূপ হইল। ইহার মধ্যে কৃষ্ণও দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন, তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধভাগ দ্বিভুজ ও বামার্দ্ধ চতুর্ভুজ হইল। কৃষ্ণ সরস্বতীকে বলিলেন,—তুমি এই নারায়ণের পত্নী হও, রাধা বিষয়ে মান করিলে, তোমার মঙ্গল দেখিতেছি না। এইরূপে সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ লক্ষ্মীকেও নারায়ণহস্তে সমর্পণ করিলেন;—জগৎপতি নারায়ণ লক্ষ্মী ও সরস্বতীসহ বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী, রাধার অংশসম্ভূতা বলিয়া তাঁহারাও অনপত্যতাদোষ প্রাপ্ত হইলেন। নারায়ণের দেহ হইতে চতুর্ভুজশালী পারিষদবর্গ উৎপন্ন হইল। তেজ, বয়স, রূপ ও গুণে তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হইলেন এবং লক্ষ্মীর অঙ্গ হইতেও কোটি কোটি দাসী উদ্ভূতা হইল; তাঁহারা সকল বিষয়ে লক্ষ্মীর তুল্যা। ৫৬—৬১। হে মুনে! অনন্তর গোলোকনাথ কৃষ্ণের লোমকূপ হইতে অসংখ্য গোপ উৎপন্ন হইল, তাহারা তেজ ও বয়সে পরস্পরে পরস্পরের সমান। তাহারা রূপ, গুণ, বেশ ও বিক্রমে কৃষ্ণের প্রাণসম পারিষদ হইল। রাধার লোমকূপ হইতেও অসংখ্য গোপকন্যা সম্ভূতা হইল। তাহারা রাধাতুল্য রূপ ও গুণসম্পন্না এবং প্রিয়ভাষিণী। তাহারা রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা এবং স্থিরযৌবনা;

কিন্তু কৃষ্ণ-শাপ-বশতঃ রাধার অনপত্যতাদোষ তাহাদিগকেও আশ্রয় করিল। হে বিপ্র! ইহার মধ্যে সহসা কৃষ্ণদেহ হইতে সেই বিষ্ণুমায়া সনাতনী দুর্গা আবির্ভূতা হইলেন। তিনি নারায়ণী, ঈশানী এবং সর্ব্বশক্তিস্বরূপা; তিনিই পরমাত্মা কৃষ্ণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি দেবীগণের বীজস্বরূপা ঈশ্বরী ও মূলপ্রকৃতি; তিনি পরিপূর্ণা তেজঃস্বরূপা ও ত্রিগুণাত্মিকা। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণের ন্যায় শোভাসম্পন্না এবং কোটি-সূর্য্যসদৃশ-প্রভাশালিনী। তাঁহার বদনকমল ঈষৎ হাস্যযুক্ত ও প্রসন্ন; তিনি সহস্রভুজা। তিনি নানাশাস্ত্রপারদর্শিনী এবং নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। তিনি ত্রিলোচনা; বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা। তাঁহার অংশের অংশকলা হইতে সমস্ত যোষিদ্বর্গ সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহার মায়াতে সর্ব্ববিশ্বস্থিত লোক সকল মুগ্ধ। তিনি বৈষ্ণবদিগকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন এবং স্বয়ং বৈষ্ণবী। ৬২—৭২। তিনি মুমুক্ষুদিগকে মোক্ষ প্রদান করেন, সুখীদিগকে সুখ প্রদান করেন। তিনি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী এবং গৃহে গৃহলক্ষ্মী; তিনি তপস্বীদিগের তপস্যারূপিণী এবং রাজাদিগের লক্ষ্মী রূপা; তিনি অগ্নিতে দাহিকারূপা, সূর্য্যে প্রভারূপা চন্দ্রে ও পদ্মে মনোহরশোভারূপিণী। তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সকল শক্তিস্বরূপা; আত্মা ইহাঁর দ্বারা শক্তিমান্; এবং জগৎ ইহাঁর কৃপায় শক্তিবিশিষ্ট; ইহাঁ ব্যতীত সমস্ত জগৎ জীবন্মৃতভাবে অবস্থান করে; ইনি সংসাররূপ মহীরুহের সনাতন বীজস্বরূপা। হে নারদ! ইনি স্থিতিরূপা, বুদ্ধিরূপা এবং ফলরূপিণী। যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, দয়া, শ্রদ্ধা, তন্দ্রা, ক্ষমা, ধৃতি, শান্তি, লজ্জা, তুষ্টি, পুষ্টি, ভ্রান্তি ও কান্তি প্রভৃতি রূপে বিরাজমান; সেই দুর্গা সর্ব্বপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাধিকেশ্বর কৃষ্ণ, তাঁহাকে উপবেশন করিতে রত্নসিংহাসন প্রদান করিলেন। ৭৩—৭৯। হে মুনে! ইহার মধ্যে কৃষ্ণের নাভিপদ্ম হইতে সস্ত্রীক চতুর্ম্মুখ পদ্মযোনি নিঃসৃত হইলেন। তিনি কমণ্ডলুধারী, শোভাশালী, তপস্বী এবং জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ; তিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হইয়া চতুর্ম্মুখে কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই চতুর্ম্মুখ পদ্মনাভের সহিত আবির্ভূতা সুন্দরী শত চন্দ্রসম-শোভাশালিনী, বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিতা। সেই সুন্দরী স্ত্রী, রত্নসিংহাসনস্থিত সর্ব্বকারণ কৃষ্ণকে স্তব করত হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার পুরোভাগে স্বামীর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ের মধ্যে কৃষ্ণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী রূপ ধারণ করিলেন,—তাঁহার বামাঙ্গ মহাদেব ও দক্ষিণাঙ্গ গোপিকাপতিরূপে পরিণত হইল। মহাদেবের দেহভাগ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় প্রদীপ্ত, শতকোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশীল; তাঁহার হস্তে ত্রিশূল ও পট্টিশ; তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধারণ করিয়া আছেন; তাঁহার নাম হর। মস্তকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণতুল্য ঈষৎ রক্তবর্ণ জটাভার, তাঁহার কলেবর ভস্মবিভূষিত এবং বদন নিরন্তর হাস্যযুক্ত ও তিনি চন্দ্রশেখর; তিনি দিগম্বর, নীলকণ্ঠ এবং সর্পময় ভূষণে ভূষিত; তিনি দক্ষিণ হস্তে সুন্দররূপে সংস্কৃত রত্নমালা ধারণ করিয়া আছেন। তিনি পঞ্চবক্ত্রে ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় সত্যস্বরূপ সনাতন পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর জপ করিতেছেন। যিনি কারণের কারণ, সকল মঙ্গলের মঙ্গল এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ভয়, শোক ইত্যাদি হরণ করিতে সমর্থ; সেই মৃত্যুর মৃত্যু শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া, শঙ্কর মৃত্যুঞ্জয় নাম লাভ করিলেন এবং হরির অগ্রভাগে রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ৮০—৯০।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর ডিম্ব ব্রহ্মার সেই আয়ুঃকাল পর্য্যন্ত জলে অবস্থান করিয়া কালক্রমে সহসা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। সেই ডিম্বমধ্যে শতকোটি-সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন একটী শিশু ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া স্তনপানাভিলাষ সিদ্ধ না হওয়ায় অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। শিশু পিতা-মাতার পরিত্যক্ত হইয়া জল-মধ্যে নিরাশ্রয়রূপে অবস্থান করিতেছেন; যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নাথ, তিনিই অদ্য অনাথের ন্যায় ঊর্দ্ধ দেশ অবলোকন করিতেছেন!! তিনি স্থূল পদার্থ হইতে স্থূলতম, তাঁহার নাম মহাবিরাট্। পুরমাণু যেরূপ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, সেইরূপ বিরাট্ পুরুষও স্থূল হইতেও স্থূলতর। তিনি পরমাত্মা কৃষ্ণের তেজের ষোড়শভাগস্বরূপ; তিনি অসংখ্য বিশ্বের আধার এবং প্রাকৃত মহাবিষ্ণু। তাঁহার প্রত্যেক রোমকূপে নিখিল বিশ্ব বিরাজ করিতেছে; কৃষ্ণ, অদ্য পর্য্যন্তও তাহার সংখ্যা করিয়া বলিতে সক্ষম নহেন। যদিও রজঃকণার সংখ্যা আছে, তথাপি বিশ্বের সংখ্যা নাই; সেইরূপ ব্রহ্ম

বিষ্ণু শিব ইহাঁদেরও সংখ্যা নাই। প্রতি বিশ্বেই এইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব আছেন। পাতাল হইতে ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠধাম; সেটী ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক্, বৈকুণ্ঠও নারায়ণের ন্যায় নিরন্তর সত্যস্বরূপ; বৈকুণ্ঠের পঞ্চাশৎকোটী যোজন ঊর্দ্ধে গোলোক, গোলোকও কৃষ্ণের ন্যায় নিত্য ও সত্যস্বরূপ। ১—১০। এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা সপ্তসাগর-সমন্বিতা এবং উন পঞ্চাশৎ উপদ্বীপ অসংখ্য পর্ব্বত ও অসংখ্য বনে পরিব্যাপ্তা। পৃথিবীর ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক এবং সপ্ত স্বর্গলোক; নিম্নে সপ্ত পাতাল; এই সমস্ত লইয়া ব্রহ্মাণ্ড। ধরার ঊর্দ্ধদেশে ভূর্লোক, তাহার ঊর্দ্ধে ভুবর্লোক, তাহার ঊর্দ্ধে স্বর্লোক, তাহার ঊর্দ্ধে মহর্লোক, তাহার ঊর্দ্ধে জনলোক, তাহার ঊর্দ্ধে তপোলোক, তাহার ঊর্দ্ধে সত্যলোক, তাহার ঊর্দ্ধে তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত ব্রহ্মলোক। হে নারদ! এই সমস্তই কৃত্রিম; ধরার বিনাশ হইলে এই সমস্তই বিনষ্ট হইবে। এই বিশ্বসমূহ জল বুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য; কিন্তু গোলোক এবং বৈকুণ্ঠই নিত্য ও অকৃত্রিম। বৎস! নারদ! বিরাটের প্রত্যেক লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে; অন্যের কথা কি, কৃষ্ণপর্য্যন্তও তাহার সংখ্যা করিতে সমর্থ নহেন। সেই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কোটিসংখ্যক দেবতা, এবং দিগীশ্বর দিক্‌পালগণ, নক্ষত্র এবং গ্রহাদি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ, অধোদেশে নাগসমূহ এবং চরাচর বর্গ অবস্থান করিতেছে। ১১—১৯। অনন্তর কালক্রমে সেই বিরাট, পুনঃপুনঃ ঊর্দ্ধদেশ অবেক্ষণ করিয়া ডিম্বাভ্যন্তরে দেখিলেন, দ্বিতীয় আর কেহই নাই, সমস্ত শূন্যময়, তিনি ক্ষুধায় আকুলিত হইয়া চিন্তা করত পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন; তৎপরে তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হওয়াতে সেই সময় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে সেই স্থানেই ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতন নবীননীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, দ্বিভুজ, পীতবাস-পরিধারী, প্রহৃষ্ট, ভক্তানুগ্রহকারক, কৃষ্ণরূপ দর্শন করিলেন। বালক, পিতা স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখিয়া অত্যন্ত হাস্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সময়োচিত এই বর প্রদান করিলেন,—"বৎস! তুমি আমার সমান জ্ঞানসম্পন্ন ও ক্ষুধা-পিপাসা-শূন্য হও এবং লয় অবধি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ হইয়া নিষ্কাম ও নির্ভীকরূপে সকলের বরদাতা হও। জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক ও পীড়াদি কিছুতেই তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ সেই বিরাটরূপী বালকের দক্ষিণকর্ণে প্রথমতঃ বেদ ও আগমশ্রেষ্ঠ যড়ক্ষর মহামন্ত্র তিনবার জপ করিলেন, এবং তাহার পর আদিতে প্রণব ও অন্তভাগে চতুর্থী যোগ করত 'কৃষ্ণ' এই অক্ষরদ্বয়, তৎপরে স্বাহা এই ইষ্ট এবং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক মন্ত্র প্রদান করিলেন। প্রভু তৎপরে তাঁহার আহারীয় যে বস্তু নিরূপণ করিলেন এবং যাহা বলিলেন, হে ব্রহ্মপুত্র! তোমাকে সে সমস্ত বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ২০—২৮। প্রত্যেক বিশ্বে লোকসমূহ নিবেদনের উপযুক্ত যে কোন বস্তু বিষ্ণুকে প্রদান করে, তাহার ষোড়শাংশ পঞ্চদশাংশ এই উভয় প্রকার ভাগ ভোগাসক্ত বিষ্ণু গ্রহণ করেন, কিন্তু নির্গুণ পরিপূর্ণতম পরমাত্মা কৃষ্ণের কোন বস্তুতেই প্রয়োজন নাই। ২৯। ৩০। কোন ব্যক্তি যে নিবেদ্য বস্তু যে কোন দেবতাকে প্রদান করে, সেই দেবতা সে সমস্ত বস্তুই ভক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টিবশতঃ পুনর্ব্বার সেই সব বস্তু পূর্ব্ববৎ হয়। বিভু কৃষ্ণ সেই বিরাট্ পুরুষকে মন্ত্র এবং বর প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, আর কোন্ বর তোমার অভিলষিত? তাহা বল,—আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। সেই অজাতদন্ত বালক মহাবিরাট্, কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে সময়োচিত ব্যাক্য বলিলেন,—ভগবন্! 'ক্ষণকাল হউক, অথবা বহুকাল হউক, যত দিন আমার পরমায়ু আছে, তত দিন আপনার পাদপদ্মে নিরন্তর নিশ্চলা ভক্তি থাক্' এই বর আমার প্রার্থনীয়। এই জগতে যে আপনার ভক্ত, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা জীবন্মুক্ত, এবং যে ব্যক্তি আপনার ভক্তিরসে বঞ্চিত, সেই নরাধম মূর্খ এবং জীবন্মৃতবৎ। তাহার জপ, তপস্যা, যজ্ঞ, পূজা, ব্রত, উপবাস, পুণ্য এবং তীর্থপর্য্যটন এই সমস্তই নিষ্ফল। কৃষ্ণ-ভক্তি-বিহীন মূর্খের জীবনও বৃথা; যেহেতু সেই মূঢ় যে আত্মার বলে জীবন ধারণ করে, সেই পরমাত্মাকেই অবমাননা করে, আত্মা যে অবধি শরীরে অবস্থান করেন তত কাল পর্য্যন্তই সে ব্যক্তি শক্তি-সম্পন্ন থাকে, কিন্তু আত্মা অন্তর্হিত হইলে শক্তি সকলও তাঁহার পশ্চাদ্গামী হয়, সুতরাং শক্তি আত্মা হইতে স্বতন্ত্রা নহে। অতএব হে মহাভাগ! আপনিই সেই সকলের আত্মাস্বরূপ পরমাত্মা, প্রকৃতি হইতে পৃথক্; আপনি স্বেচ্ছাময়, সকলের আদিভূত ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সনাতন। হে নারদ! এই কথা

বলিয়া বালক বিরত হইলে, কৃষ্ণ, শ্রুতি-সুখকর মধুর প্রত্যুত্তর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৩১—৪০। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি আমার ন্যায় চিরকাল সুস্থির ভাবে অবস্থান কর, অসংখ্য ব্রহ্মার বিনাশ হইলেও তোমার বিনাশ হইবে না। পুত্র! তুমি অংশরূপে বিরাট্‌রূপ ধারণ করত প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ কর, তোমার নাভিপদ্ম হইতে বিশ্ব-সৃজন-কর্ত্তা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবেন, সেই ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে সৃষ্টির সঙ্কারের নিমিত্ত শিবাংশ-সম্ভূত একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হইবেন। সেই রুদ্রগণের মধ্যে একজন কালাগ্নি-রুদ্রনামক বিশ্বের সংহারকারী হইবেন এবং ভোগাসক্ত বিষ্ণু ক্ষুদ্রাংশরূপে বিশ্বে বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া রক্ষাকর্ত্তা হইবেন। তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম, তুমি আমার বরে আমার প্রতি নিরন্তর ভক্তিসম্পন্ন হইয়া ধ্যানযোগে আমাকে নিত্য কমনীয়-রূপ-সম্পন্ন নিশ্চয় দেখিতে পাইবে এবং আমার বক্ষঃ-স্থলস্থিতা তোমার জননীকেও কমনীয়া দেখিতে পাইবে। তবে বৎস! আমি স্বস্থানে গমন করি, তুমি সুখে অবস্থান কর। এইকথা বলিয়া কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন এবং স্বর্গধামে গমন করিয়া সৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মাকে ও সংহারকর্ত্তা শঙ্করকে বলিলেন। ৪১—৪৭। বৎস! ব্রহ্মন্! তুমি মহাবিরাটের লোমকূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্ব সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হও। বৎস! মহাদেব! তুমি অংশরূপে ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে সংহারের জন্য উদ্ভূত হও এবং স্বয়ং চিরকাল তপস্যা কর। হে বিধিপুত্র! জগন্নাথ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, মঙ্গলদায়ক শিব ও ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করত গমন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার জলরাশিতে সেই মহাবিরাটের লোমকূপে প্রবেশ করিলেন। এবং মহাবিরাট্ ও তাঁহার অংশ ক্রমে ক্ষুদ্র হইলেন। শ্যামবর্ণ, যুবা, পীতবস্ত্র-পরিধান, সস্মিত-প্রসন্নবদন, বিশ্বরূপী, জনার্দ্দন, জল-শয্যায় সুপ্ত রহিলেন। তাঁহার নাভিকমলে ব্রহ্মা স্বয়ং উদ্ভূত হইলেন। স্বয়ংসম্ভূত কমলজ ব্রহ্মা সেই পদ্মের মৃণালে লক্ষ যুগ পরিভ্রমণ করিয়াও সেই নাভি-পদ্মের মৃণালদণ্ডের শেষপর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না; পিতামহ তখন নাভিজ পদ্মসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। তাহার পর পুনরায় স্বস্থানে আগমন করত কৃষ্ণ-পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল-মধ্যে ধ্যানপ্রযুক্ত দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতে পাইলেন। যিনি ব্রহ্মাণ্ড ও গোলোকব্যাপী জলশয্যায় সুপ্ত, যাঁহার প্রতিলোমকূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ড, সেই মহাত্মা গোপগোপী-যুক্ত ঈশ্বর গোলোক-পতি শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত বর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৮—৫৭। তৎপরে সনক প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করিল; তাহার পরে শিবাংশসম্ভূত একাদশ রুদ্র ব্রহ্মার ললাট হইতে উদ্ভূত হইলেন। সেই ক্ষুদ্রাকার বিরাটের বামপার্শ্ব হইতে শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী চতুর্ভুজ ভগবান্ বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়া পালনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা সেই ক্ষুদ্ররূপী বিরাটের নাভি-পদ্ম-স্থিত বিশ্বে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল,—চরাচর ত্রিলোক, সমস্তই সৃজন করিলেন। এইরূপ প্রতি লোমকূপে প্রত্যেক বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রত্যেক বিশ্বে এইরূপ ক্ষুদ্র বিরাট্ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি বিরাজ করিতেছেন। বৎস! নারদ! সুখ ও মোক্ষপ্রদ সারভূত এইরূপ কৃষ্ণগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিলাম, আর কোন্‌বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ৫৮—৬২।

প্রকৃতিখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, আপনার প্রসাদে অপূর্ব্ব সুধাতুল্য সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। এইক্ষণ প্রকৃতিগণের পূজাপদ্ধতি সবিস্তারে বর্ণন করুন। প্রভো নারায়ণ! কে কাহার পূজা করিয়াছিলেন? কে কাহাকে স্তব করিয়াছেন? সেই সমস্ত এবং কবচ, স্তব মন্ত্র, প্রভাব ও শুচি চরিত্র বিশেষরূপে বলুন। কে কাহাকে বর দান করিয়াছেন; সেই সকল বিষয়ই বিশেষ বিশেষ রূপে বর্ণন করুন। ১—৩। নারায়ণ বলিলেন, গণেশ-জননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী, সৃষ্টি-কার্য্যে এই পঞ্চপ্রকার প্রকৃতি। ইহাঁদের পূজা প্রসিদ্ধই আছে। ইহাঁদের প্রভাব অত্যন্ত অদ্ভুত, সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের কারণভূত—ইহাঁদের চরিত্র সুধা-সদৃশ; যাঁহারা প্রকৃতির কলাসম্ভূত, তাঁহাদের চরিত্রও শুভপ্রদ। হে ব্রহ্মন্! সে সমস্তই তোমাকে বলি-তেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। কালী, বসুন্ধরা, গঙ্গা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা, তুলসী, মনসা, নিদ্রা, স্বাহা, স্বধা এবং দক্ষিণা—ইহাঁদের শ্রুতিমধুর পুণ্যপ্রদ চরিত্র এবং জীবের কর্ম্মবিপাক সমস্ত সংক্ষেপরূপে বলি-তেছি; দুর্গা এবং রাধার চরিত্র বিস্তীর্ণ এবং অত্যন্ত মহৎ, তাহা পরে বলিতেছি। সংক্ষেপ-চরিত্র প্রথমে শ্রবণ কর। প্রথমতঃ সরস্বতীর পূজা শ্রীকৃষ্ণ সংস্থাপন

করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সরস্বতীর প্রসাদে মূর্খ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত হয়। দেবী সরস্বতী কৃষ্ণের মুখ হইতে আবির্ভূতা হইয়া স্বয়ং কামরূপিণী দেবী কামবশে কামুকী হইয়া কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন; সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ সেই ভাব অবগত হইয়া জগন্মাতা সেই দেবীকে পরিণামসুখকর হিতজনক সত্য বাক্য বলিলেন। ৪—১২। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সাধ্বি! তুমি আমার অংশস্বরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণকে পতিত্বে বরণ কর, তিনি যুবা, অতি সুন্দর এবং সর্ব্বগুণযুক্ত ও আমার সদৃশ। তিনি কামিনীদিগের কামপ্রদ ও তাহাদের কাম পূর্ণ করেন; তিনি কোটী কন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য-সম্পন্ন; তিনি লীলাচাতুর্য্যে ঈশ্বরকেও ধিক্কার দিয়াছেন। কান্তে! আমাকে কান্ত করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছ বটে, কিন্তু তোমা হইতে রাধা আমার সমীপে বলবতী, সুতরাং তাহাতে তোমার কোনরূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যে যাহা হইতে বলবান্, সে তাহা হইতে হীনবল ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু যদি স্বয়ং প্রভুতাশূন্য হয়, তাহা হইলে, কিরূপে পরকে শাসন করিবে? আমি সকলের ঈশ্বর সকলকেই শাসন করিতে পারি, কিন্তু রাধাকে কিছুতেই শাসন করিতে সক্ষম নহি; যেহেতু রাধা তেজে রূপে ও গুণে সর্ব্ববিষয়েই আমার সমান। রাধা আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; কোন্ ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? প্রাণ হইতেই বা কে কোথায় কাহার প্রিয় হইয়া থাকে? হে ভদ্রে! তুমি বৈকুণ্ঠে গমন কর, তোমার শুভ হইবে; সেই ঈশ্বরকে পতিত্বে বরণ করত সুখ-সম্ভোগে চিরকাল যাপন কর। লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধ-মান-হিংসাদি বর্জ্জিতা লক্ষ্মী রূপে ও গুণে তোমার সদৃশী; তাঁহার সহিত প্রীতি করত নিরন্তর কাল যাপন করিও। পতি বিষ্ণু তোমাদের উভয়কেই তুল্য গৌরব করিবেন। দয়িতে! প্রতি বিশ্বেই মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এবং বিদ্যারম্ভে মানবগণ, মনুগণ, দেব, মুনীন্দ্র, মমুক্ষু, যোগী, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ব্ব এবং কিন্নরগণ আমার বরে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত কল্পে কল্পে ভক্তিযুক্ত হইয়া তোমাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ১৩—২৪। জিতেন্দ্রিয় সংযমিগণ, ঘটে ও পুস্তকে কাণ্বশাখোক্ত বিধিমতে ধ্যান ও স্তবের দ্বারা তোমার পূজা করিবেন এবং সুবর্ণময় গুটিকা করত তাহাকে গন্ধ ও চন্দনদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া, দক্ষিণ হস্তে তোমার কবচ ধারণ করিবেন। হে পূজনীয়ে! পণ্ডিতগণ পূজাকালে তোমার স্তব পাঠ করিবেন। এই কথা বলিয়া সর্ব্বপূজিত কৃষ্ণ দেবীকে পূজা করিলেন। তাহার পর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তাঁহার পূজা করিলেন। তৎপরে অনন্ত, ধর্ম্ম, মুনীন্দ্রগণ, সনকাদি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ, দেবগণ, মনুগণ, নৃপসমূহ এবং মানবগণ সকলেই দেবীকে পূজা করিলেন। এইরূপে নিত্য-রূপিণী সরস্বতী সর্ব্বলোকের পূজা প্রাপ্ত হইলেন। নারদ বলিলেন, হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ! তাঁহার পূজাবিধান, স্তব, ধ্যান, কবচ, ঈপ্সিত বস্তু, পূজার উপযুক্ত নিবেদনীয় দ্রব্য, পুষ্প ও চন্দনাদি কিরূপ?—এই সমস্ত শ্রুতিসুখকর বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কুতূহল জন্মিয়াছে, আপনি বিশেষরূপে বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! জগন্মাতা সরস্বতীর কাণ্বশাখোক্ত পদ্ধতিমত পূজাবিধি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এবং বিদ্যারম্ভদিবসে পূর্ব্বদিনে সংযম করিয়া সেই দিনে সংযত ভাবে শুদ্ধান্তঃকরণ হইতে হইবে এবং স্নান করত নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ঘট সংস্থাপন করিবে; তাহাতে প্রথমতঃ নিবেদনোপযুক্ত বস্তুদ্বারা গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা, এই ছয় দেবতাকে পূজা করিবে, তৎপরে অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে। ২৫—৩৫। যে ধ্যান বলিতেছি, সেই ধ্যানদ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি দেবীকে ধ্যান করত ঘটে আবাহন করিবে। তাহার পর উক্তব্রতচারী পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া দেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পূজার উপযুক্ত নৈবেদ্য যাহা যাহা বেদে নিরূপিত হইয়াছে এবং বেদে যেরূপ অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাই সম্প্রতি বলিতেছি। নবনীত, দধি, ক্ষীর, লাজ, তিললড্ডুক, ইক্ষু, ইক্ষুরস-সম্ভূত শুক্লবর্ণ পরিপক্ব গুড়, মধু, স্বস্তিক, শর্করা, আতপ তণ্ডুল ও শুক্লবর্ণ ধান্যের আতপ তণ্ডুল, আশ্বিন মাসের শুক্ল-বর্ণ ধান্যের চিপীটক, শুক্ল মোদক, ঘৃত ও সৈন্ধব-দ্বারা সংস্কৃত ব্যঞ্জনযুক্ত হবিষ্যান্ন, যব ও গোধূমচূর্ণের ঘৃতসংস্কৃত পিষ্টক, স্বস্তিকের পিষ্টক, পক্ব রম্ভা-ফলের পিষ্টক, সঘৃত পরমান্ন, সুধাসদৃশ মিষ্টান্ন, নারিকেল, নারিকেলোদক, বকুলফল, মূলক, আর্দ্রক, পক্ব রম্ভাফল, মনোহর শ্রীফল, বদরীফল, কালোদ্ভব সুস্বাদু শুক্লবর্ণ পক্ব ফল, সুগন্ধি শুক্ল পুষ্প, সুগন্ধি শুক্ল চন্দন, নূতন শুক্লবস্ত্র মনোহর শঙ্খ, শুক্লবর্ণ পুষ্পের মাল্য, শুক্ল হার এবং শুক্ল ভূষণ এই সমস্ত বস্তু বেদনিরূপিত নিবেদ্য। ৩৬—৪৩। হে মহাভাগ নারদ! বেদে প্রশংসনীয় শ্রুতি-সুখাবহ ভ্রম-

ভঞ্জনের হেতুভূত সরস্বতী দেবীর যে ধ্যান দর্শন করিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সরস্বতী শুক্লবর্ণা হাস্যযুক্তা এবং মনোহারিণী। তিনি কোটি চন্দ্রের প্রভার ন্যায় প্রভাসম্পন্না। তিনি বহ্নিসদৃশ-শুদ্ধবস্ত্রপরিধানা হাস্যশোভায় অত্যন্ত মনোহারিণী এবং সারভূত রত্ননির্ম্মিত শ্রেষ্ঠভূষণে বিভূষিতা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ তাঁহাকে নিরন্তর পূজা করিতেছেন। মুনীন্দ্রগণ মনুগণ ও মানবগণ তাঁহাকে নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আমি ভক্তি-পূর্ব্বক বন্দনা করি ;—পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান করত মূলমন্ত্রে সকল দ্রব্য প্রদান করিবে এবং স্তব পাঠ করিয়া কবচ ধারণ করত ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। মুনে! সরস্বতী যাহার ইষ্টদেবী, এইরূপ পূজা তাহার নিত্যক্রিয়া। অন্যান্য সকলেরও বিদ্যারম্ভদিনে এবং বৎসরান্তে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে তাঁহাকে পূজা করা কর্ত্তব্য। সকলের ব্যবহারোপযুক্ত বৈদিক ষড়ক্ষর মূলমন্ত্র কীর্ত্তিত হই-তেছে ; গুরু যাহাকে যে মন্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, সেই তাহার মূলমন্ত্র ; সরস্বতী এই শব্দকে চতুর্থ্যন্ত করিয়া তাহার পরে বহ্নিজায়া 'স্বাহা' এই শব্দ যোগ করিলে 'সরস্বত্যৈ স্বাহা' এই মন্ত্র হয়। লক্ষ্মী ও মায়াদি শব্দকে এইরূপ চতুর্থ্যন্ত করিয়া, স্বাহা যোগ করিলে 'লক্ষ্মৈ স্বাহা' 'মায়ায়ৈ স্বাহা' এই সকল মন্ত্র কল্পবৃক্ষ-তুল্য হয়। ৪৫—৫১। পূর্ব্বে কৃপানিধি নারায়ণ এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমে জাহ্নবীতীরে বাল্মীকিকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ভৃগু, পুষ্করতীর্থে অমাবস্যা তিথিতে শুক্রকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং মারীচ পূর্ণিমা তিথিতে বৃহস্পতিকে এইমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া বদরিকাশ্রমে ভৃগুকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। জরৎকারু মুনি ক্ষীরোদসাগরের সমীপে আস্তিক মুনিকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিভাণ্ডক মুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে পর্ব্বতশৃঙ্গে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। হে মুনে! শিব,—কণাদ ও গৌতমকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। সূর্য্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তদেব পাণিনিকে, ভরদ্বাজকে এবং পাতালে বলির সভায় শাকটায়নকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মনুষ্যদিগের চতুর্লক্ষ জপে এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তির মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সে সর্ব্ববিষয়ে বৃহস্পতিতুল্য হয়। ৫২—৫৭। এই বিশ্বে সর্ব্বপ্রধান এবং বিশ্ববিজয়ী যে কবচ গন্ধমাদন পর্ব্বতে ব্রহ্মা ভৃগুকে প্রদান করিয়াছেন, বিপ্রেন্দ্র! সেই কবচের বিষয় শ্রবণ কর। ভৃগু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ, এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজনক এবং সর্ব্বপূজিত ; অতএব প্রভো! আমার সমীপে বিশ্ববিজয়ী মন্ত্রসমূহ-সংযুক্ত সরস্বতীর কবচ বিশেষরূপে বর্ণন করুন। ৫৮—৬০। ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস ভৃগো! সর্ব্বকামপ্রদ শ্রবণ-সারভূত শ্রুতিসুখকর বেদোক্ত এবং শ্রুতিপূজিত সরস্বতী-কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। গোলোকধামে বৃন্দাবন-বনমধ্যে রাসমণ্ডলে, রাসেশ্বর প্রভু কৃষ্ণ— এই কবচ বলেন। এই কবচ অতিগোপনীয়, কল্পবৃক্ষ-সদৃশ এবং অশ্রুত ও অদ্ভুতমন্ত্রসমূহযুক্ত। হে ব্রহ্মন্! যে কবচ ধারণ ও পাঠ করত বৃহস্পতি বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, এবং যাহাকে ধারণ করত শুক্র দৈত্যমধ্যে পূজিত হইয়াছেন। বাল্মীকি মুনি এই কবচ পাঠ এবং ধারণ করত বাগ্মী ও কবীন্দ্র হইয়াছেন ; স্বায়ম্ভুব মনু ও যে কবচ ধারণ করিয়া পূজিত হইয়া-ছেন ; কণাদ, গৌতম, কণ্ব, পাণিনি, শাকটায়ন, দক্ষ ও কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিগণ যে কবচ ধারণ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ; যে কবচ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদের বিভাগ ও অখিল পুরাণাদি অবলীলা-ক্রমে প্রণয়ন করিয়াছেন ; শাতাতপ, সম্বর্ত্ত, বশিষ্ঠ, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, প্রভৃতি ঋষিগণ যে কবচ ধারণ করিয়া পাঠাদি করত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; ঋষ্য-শৃঙ্গ, ভরদ্বাজ, আস্তিক, দেবল, জৈগীষব্য ও জাবালি প্রভৃতি ঋষিশ্রেষ্ঠগণ যাহাকে ধারণ করিয়া সকল স্থানে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন ;—হে বিপ্রেন্দ্র! সেই কবচের ঋষি স্বয়ং প্রজাপতি, রাসেশ্বর প্রভু কৃষ্ণ স্বয়ং তাহার দেবতা, বৃহতী ছন্দ, সমস্ত তত্ত্বের পরিজ্ঞান বিষয়ে সমস্ত অভিলষিত বিষয়ের সাধনে ও সমস্ত কবিতাতে ইহার বিনিয়োগ। ৬১—৭১। ওঁ হ্রীঁং সরস্বত্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র আমার শিরোদেশ সর্ব্বদা রক্ষা করুন ; শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্র আমার ললাট দেশ রক্ষা করুন ; ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র নিরন্তর আমার শ্রবণেন্দ্রিয় রক্ষা করুন, ওঁ শ্রীং হ্রীং ভারত্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র আমার নেত্রদ্বয় সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার নাসিকাযুগল সকল সময়ে রক্ষা করুন; হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্র নিয়ত আমার ওষ্ঠ রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার দন্তশ্রেণী সর্ব্বদা রক্ষা করুন ; ঐং এই একাক্ষর মন্ত্র, আমার কণ্ঠদেশ সর্ব্বদা রক্ষা করুন ; ওঁ হ্রীং হ্রীং এই মন্ত্রাত্মক দেবতা আমার গ্রীবাদেশ সর্ব্বদা রক্ষা করুন, শ্রীং এই মন্ত্রস্বরূপ

দেবতা স্কন্ধদেশে রক্ষা করুন; শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং বিদ্যাস্বরূপায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার নাভি-দেশ রক্ষা করুন; ওঁ হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র সকল সময়ে আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। ওঁ সর্ব্ববর্ণা-ত্মিকায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পাদযুগল রক্ষা করুন; ওঁ বাগাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ষা করুন। ওঁ সর্ব্বকণ্ঠ-বাসিন্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পূর্ব্বদেশ রক্ষা করুন; ও হ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র অগ্নি-কোণে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং সরস্বত্যৈ বুধজনন্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র সকল মন্ত্রের রাজাস্বরূপ, এই মন্ত্র আমাকে দক্ষিণ দিকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং শ্রীং এই তিন অক্ষর মন্ত্র আমাকে নৈঋর্তকোণে সকল সময়ে রক্ষা করুন; কবিজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র আমাকে পশ্চিম দিকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ সদাম্বিকায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্র আমাকে বায়ুকোণে সর্ব্বদা রক্ষা করুন; ওঁ গদ্যপদ্যবাসিন্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র আমাকে উত্তর দিকে সর্ব্বদা পালন করুন। ওঁ সর্ব্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র আমাকে ঈশান কোণে সকল সময়ে রক্ষা করুন; ও হ্রীং সর্ব্বপূজিতায়ৈ স্বাহা এইমন্ত্র আমাকে উর্দ্ধদেশে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র আমার অধোদেশে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ গ্রন্থবীজরূপায়ৈ স্বাহা গ্রন্থের বীজ-স্বরূপা দেবী আমাকে সর্ব্বদা দয়া করুন। ৭২—৮৪। হে বিপ্র! এই বিশ্বজয় নামে লিখিল-মন্ত্রাত্মক কবচ তোমাকে বলিলাম। এই ব্রহ্মস্বরূপ কবচ পূর্ব্বে গন্ধমাদন পর্ব্বতে, ধর্ম্ম-মুখে শ্রুত হই-য়াছি। স্নেহবশতঃ তোমাকে বলিলাম; কিন্তু এই কবচ অন্যের নিকট বলা উচিত নহে। ধীমান্ ব্যক্তি প্রথমতঃ গুরুকে নিয়মানুসারে চন্দন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই কবচ ধারণ করিবে। পঞ্চ লক্ষ জপে এই কবচ সিদ্ধ হইবে; কোন ব্যক্তির কবচ সিদ্ধ হইলে, সে বৃহস্পতি তুল্য হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সেই সিদ্ধকবচ মহাপুরুষ, মহাবাগ্মী কবীন্দ্র ও ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইয়া কবচের প্রসাদে সমস্ত জয় করিতে সক্ষম হইবে। মুনে! এই তোমাকে কাণ্বশাখোক্ত কবচ, স্তোত্র, পূজাবিধান, ধ্যান এবং বন্দনা সমস্তই বলিলাম। ৮৫—৯০।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, মুনে! যে স্তবদ্বারা পূর্ব্বে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ বাগ্দেবীর স্তব বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাজ্ঞবল্ক্য গুরুশাপবশতঃ বিদ্যাশূন্য হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি দুঃখার্ত্ত হইয়া পুণ্যধাম সূর্য্যসমীপে গমন করিলেন এবং বিশেষরূপে তপস্যা করত সূর্য্যের দর্শন লাভ করিলেন, তাঁহার দর্শন পাইবামাত্র স্তব করিতে লাগিলেন এবং শোকাভিভূত হইয়া পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সূর্য্যদেব মুনির প্রতি দয়া করিয়া মুনিকে বেদ ও বেদাঙ্গাদি উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, মুনে! তুমি স্মৃতিলাভের নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক বাগ্দেবীকে স্তব কর,—দিননাথ মুনিকে এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন, মুনি স্নান করত ভক্তিপূর্ব্বক নতমস্তকে সরস্বতীর স্তব করিতে লাগি-লেন। ১—৫। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, জগন্মাতঃ! আমি গুরুশাপবশতঃ তেজোহীন, স্মরণশক্তিশূন্য এবং বিদ্যাহীন, হইয়া নিতান্ত দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি, এদাসের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন। হে বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ-দেবতে! আপনি আমাকে জ্ঞান প্রদান করুন, স্মৃতি-শক্তি প্রদান করুন, বিদ্যা দান করুন এবং আমাকে প্রতিষ্ঠা কবিত্বশক্তি ও শিষ্যপ্রবোধিনী শক্তি প্রদান করুন। গ্রন্থকর্ত্তৃত্বশক্তি-সৎশিষ্যলাভ, সংসভাতে প্রতিভা এবং উত্তম বিচার-ক্ষমতা আমাকে এই সমস্তই কৃপাবলোকনে—প্রদান করুন, সমস্তই দৈব-দুর্বিপাকে লুপ্ত হইয়াছে। অতএব মাতঃ! কৃপা করিয়া সকল শক্তি পুনর্ব্বার নূতনরূপে আমাতে সংক্রান্ত করুন। দেবতাগণ যেরূপ দ্রব্য ভস্ম হইলে তাহা হইতে পুনর্ব্বার সৃজন করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিই আমার লুপ্ত শক্তি পুনর্ব্বার আমাতে সৃষ্টি করুন। যিনি পরমব্রহ্মস্বরূপা জ্যোতির্ম্ময়ী সনাতনী এবং সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই বাণীকে আমি নমস্কার করি। যাঁহার অনুগ্রহব্যতীত এই জগৎ নিরন্তর জীবন্মৃতবৎ প্রতীত হয়, যিনি জ্ঞানের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবী, সেই সরস্বতী দেবীকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন সমস্ত জগৎ বাক্‌শক্তিরহিত ও উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠে; সেই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাণীকে আমি নমস্কার করি। যিনি শীতল চন্দন, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, কুমুদ ও শ্বেতপদ্মসদৃশ অঙ্গ-প্রভা-শালিনী, বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই অক্ষর-স্বরূপিণী দেবীকে আমি প্রণাম করি। ৬—১৩। বিসর্গ বিন্দু মাত্রা ইত্যাদিতে যাঁহার অবস্থান, সেই

অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতীকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার ব্যবহারব্যতিরেকে সংখ্যাকর্ত্তা বস্তুর সংখ্যা করিতে সক্ষম হন না, সেই কাল ও সংখ্যাস্বরূপা দেবীকে আমি করযোড়ে প্রণিপাত করিতেছি। যিনি গ্রন্থের ব্যাখ্যাস্বরূপা ও ব্যাখ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং যিনি ভ্রমসিদ্ধান্তরূপিণী তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি। যিনি স্মৃতিশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি স্বরূপিণী, যিনি কল্পনাশক্তি ও প্রতিভাশক্তিস্বরূপিণী, তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি। সনৎকুমার একসময়ে ব্রহ্মাকে জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না করিতে পারিয়া জড়সদৃশ হইলেন; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সে সময়ে তথায় গমন করত প্রজাপতিকে বলিলেন, "তুমি নিরন্তর বাণীকে স্তব কর" ব্রহ্মা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্যানুসারে বাণীকে স্তব করত তাঁহার প্রসাদে সেই প্রশ্নের উত্তররূপে সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৪—২০। এক সময়ে বসুন্ধরা অনন্তদেবকে জ্ঞানবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু অনন্ত বাক্‌শক্তি-বিহীনের ন্যায় সে বিষয়ের কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইলেন না, তৎপরে অনন্ত ব্যাকুল হইয়া কশ্যপের আজ্ঞানুসারে সেই সময়ে বাগ্দেবীকে স্তব করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে সেই বসুন্ধরার ভ্রমনিরাসক নির্ম্মল, সিদ্ধান্ত করিলেন। ব্যাস যখন মহর্ষি বাল্মীকিকে পুরাণ-সূত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মুনীশ্বর বাল্মীকি ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করত জগদম্বিকাস্বরূপা, তোমাকেই স্মরণ করিয়া তোমার বরমহিমায় সে বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইলেন। তৎপরে কৃষ্ণ-কলা-সম্ভূত ব্যাসদেব, পুরাণসূত্রের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া প্রমাদনাশক নির্ম্মল জ্ঞানরাশি প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি শতবৎসর পর্য্যন্ত পুষ্করতীর্থে তোমাকে সেবা করত নিরন্তর ধ্যান করিতে লাগিলেন; তাহার পর ব্যাস তোমা হইতে বরলাভ করত কবি-শ্রেষ্ঠ হইয়া বেদবিভাগ ও পুরাণাদি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে শিবা শিবকে তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তখন মহাদেব ক্ষণকাল আপনাকেই চিন্তা করিয়া তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। মহেন্দ্র যখন বৃহস্পতিকে শব্দশাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন বৃহস্পতি উত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর আপনাকে পুষ্কর-তীর্থে ধ্যান করত বরলাভ করিলেন। তৎপরে দিব্য-সহস্র বৎসরপর্য্যন্ত সুরেশ্বরকে শব্দশাস্ত্র ও তাহার সুবিশদ অর্থ বিশেষরূপে বলিলেন। ২১—২৯। হে সুরেশ্বরি! যে মুনীন্দ্রবর্গ শিষ্যসমূহকে নিয়ত অধ্যয়ন করান এবং যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা সকলেই আপনাকে চিন্তা করত অধ্যাপনা ও অধ্যয়নকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। দেবি! আপনাকে মুনিগণ, মানবগণ, মনুবর্গ, দৈত্যেন্দ্রকুল, সুরবর্গ ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সকলেই পূজা ও স্তব করিয়া থাকেন; সহস্র মুখ, পঞ্চমুখ ও চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি জড়ীভূত হইয়া সকলেই যাঁহাকে স্তব করিয়াছেন, আমি মানব হইয়া তাঁহাকে একমুখে কিরূপে স্তব করিব? এই কথা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ভক্তিদ্বারা অবনত মস্তকে দেবীকে প্রণাম করত বারংবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে জ্যোতিঃস্বরূপা সরস্বতী, মুনির অলক্ষিতভাবে মুনিকে বলিলেন "তুমি কবি-কুল-শ্রেষ্ঠ হও" এই কথা বলিয়া বাণী বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি সংযত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সরস্বতীস্তোত্র নিরন্তর পাঠ করে, সেই মহাত্মা বাগ্মী ও কবিকুলশ্রেষ্ঠ হইয়া বৃহস্পতি-সদৃশ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়। মহামূর্খ ও মেধাশূন্য ব্যক্তি, যদি একবৎসর পর্য্যন্ত এই স্তব নিয়ত পাঠ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় পণ্ডিত, মেধাবী ও সুকবি বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩০—৩৬।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! বৈকুণ্ঠধামে সরস্বতী গঙ্গাসহ কলহ করাতে,—তৎপ্রদত্ত শাপে কলিতে নদীরূপ ধারণ করত ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি পুণ্যদাত্রী, পুণ্যোৎপাদনকারিণী এবং পবিত্র-তীর্থ-স্বরূপা, তাঁহাকে পুণ্যবান্ ব্যক্তিরাই নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন। তিনি পুণ্যাত্মাদিগের স্থিতি-রূপিণী, তিনি তপস্বিগণের তপোরূপা এবং মূর্ত্তিমতী তপস্যা, তিনি মনুষ্যাচরিত পাপরাশি দহন করিতে অদ্বিতীয় অনলরূপিণী। যে সকল মানব জ্ঞানবশতঃ সরস্বতীতোয়ে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের চিরকাল বৈকুণ্ঠধামে হরির সভায় নিয়ত বাস হয়। এই ভারতে পাপাচারিগণ, সেই সরস্বতী-সলিলে স্নান করত সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, চিরকাল বিষ্ণুলোকে বাস করে। চতুর্দ্দশী পূর্ণিমা অক্ষয়াতিথি দক্ষিণায়ন ব্যতীপাতযোগ গ্রহণ এবং অন্যান্য পুণ্যদিবসে যদি কোন ব্যক্তি অবহেলা-তেই হউক, অথবা শ্রদ্ধাপূর্ব্বকই হউক আনুষঙ্গিক

স্নানও করে, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠধামে নিশ্চয় হরির সারূপ্য লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সরস্বতী-মন্ত্র একমাস পর্য্যন্ত নিয়ত জপ করে, সে মহামূর্খ হইলেও কবিকুল-চূড়ামণি হইবে তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। যে ব্যক্তি, সরস্বতী-তীরে মুণ্ডিত হইয়া নিত্য স্নান করে, সে ব্যক্তির পুনর্ব্বার গর্ভবাস-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। এইরূপে সুখপ্রদা এবং সারভূতা ভারতীর কিঞ্চিৎ গুণ কীর্ত্তন করিলাম। পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? হে শৌনক! নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুনিসত্তম নারদ সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—১১। নারদ বলিলেন, দেবী সরস্বতা, কলহবশতঃ গঙ্গাশাপে নিজ ষোড়শাংশে পবিত্রতাদায়িনী নদীরূপ ধারণ করিয়া, অবতীর্ণা হইলেন কিরূপে? শ্রবণের সারভূত এই বাক্য শ্রবণ করিতে আমার কুতুহল বৃদ্ধি হইতেছে; এই অমৃতময় কথা নিরন্তর শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অথবা শ্রেয়োলাভে কে পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হয়? শান্ত-স্বভাবা সত্ত্বস্বরূপা পুণ্যপ্রদায়িনী সর্ব্বদাত্রী গঙ্গা, জগৎ-পূজিতা সরস্বতীকে শাপই বা প্রদান করিলেন কেন? এবং সেই তেজস্বিনীদ্বয়ের শ্রুতিসুন্দর পুরাণ-দুর্লভ কলহের কারণ কি এই সমস্তই আমাকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বলুন। ১২—১৫। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! যাহার স্মরণমাত্রে পাপরাশি দূরীভূত হয়, সেই প্রাচীন কথা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা, হরির এই তিনটী ভার্য্যা; তাঁহারা প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া নিয়ত হরির নিকট অবস্থান করেন। একসময়ে গঙ্গা অভিলাষিণী হইয়া হাস্যবদনে পুনঃপুনঃ হরির মুখ পানে সকটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ঐ সময়ে হরিও গঙ্গার মুখ দর্শন করিয়া আনন্দের সহিত কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন; সেই ভাব দর্শন করিয়া দেবী লক্ষ্মী ক্ষমা করিলেও, সরস্বতীর তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। সত্ত্বরূপিণী হাস্যবদনা লক্ষ্মী তাঁহাকে বিশেষরূপে প্রবোধ বাক্য বলিলেন বটে, কিন্তু ক্রোধপরবশা সরস্বতী তাহাতে শান্তভাব অবলম্বন করিলেন না। ক্ষণকাল-মধ্যেই তাঁহার বদন ও নয়ন আরক্ত হইল এবং শরীর ও অধর কোপের আবেগে নিরন্তর কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া গঙ্গা ও স্বামী হরিকে বলিলেন। ১৬—২১। স্বামী সৎ ধার্ম্মিক ও শ্রেষ্ঠ হইলে, তাহার সকল স্ত্রীর প্রতিই সমতা বুদ্ধি হয়; কিন্তু খল হইলে তাহার বিপরীত হয়। প্রভো গদাধর! আপনার গঙ্গার প্রতিই অধিক প্রণয় আমি জানিতে পারিলাম; লক্ষ্মীর প্রতিও তদ্রূপ; আমাতে আপনার প্রণয়ের লেশমাত্রও নাই; গঙ্গার ও লক্ষ্মীর সহিত অত্যন্ত প্রণয় আছে বলিয়া লক্ষ্মী এইরূপ ভাব দর্শন করিয়াও ক্ষমা করিলেন। আমি নিতান্ত দুর্ভাগিনী আমার জীবনে প্রয়োজন কি? যে স্ত্রী পতির প্রেমে বঞ্চিতা, তাহার জীবন ধারণ নিষ্ফল। যে মনীষিগণ তোমাকে সর্ব্বেশ ও সত্ত্বরূপ বলে; তাহারা নিতান্ত মূর্খ, বেদমর্ম্ম ও তোমার বুদ্ধিবৃত্তি কিছুই তাহারা জানে না। নারায়ণ, সরস্বতীর বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে কুপিতা বোধ করিলেন। তৎপরে মনে মনে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া সভার বহির্ভাগে গমন করিলেন। নারায়ণ গমন করিলে গঙ্গাদেবীও ক্রোধান্ধা হইয়া নির্ভয়চিত্তে সরস্বতী দেবীর ন্যায় শ্রুতি-দুঃসহ বাক্যে ভর্ৎসনা করত বলিতে লাগিলেন, রে নির্লজ্জে! রে সকামে! তুই কি স্বামী ভাল বাসেন বলিয়া গর্ব্ব করিতেছিস্? কিম্বা তোর প্রতি স্বামীর অধিক প্রেম বলিয়া লোকসমাজে জানাইতেছিস্? রে কান্তপ্রণয়িনি! হরির নিকটেই অদ্য তোর মান আমি নিশ্চয় চূর্ণ করিব! দেখি তোমার কান্ত আমার কি করিতে পারেন। ২২—৩০। গঙ্গা এই কথা বলিলে সরস্বতী তাঁহার কেশ ধরিতে উদ্যতা হইলে, সতী লক্ষ্মী মধ্যস্থিতা হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। কিন্তু সরস্বতী অত্যন্ত কুপিতা হইয়া পদ্মাকে শাপ-প্রদান করিলেন, যেহেতু তুমি এইরূপ বিপরীত ভাব দর্শন করত কাহাকেও কিছু না বলিয়া সভামধ্যে বৃক্ষ ও নদীর ন্যায় নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থান করিতেছ, অতএব তুমি নিশ্চয় বৃক্ষরূপা ও নদীরূপা হইবে। পদ্মাদেবী শাপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও, প্রতিশাপ প্রদান এবং কোপও না করিয়া বাণীকে হস্তদ্বারা ধারণ করত সেই সভামধ্যেই দুঃখিতা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পদ্মলোচনা গঙ্গা, সরস্বতীর উগ্রভাব দর্শন করিয়া কোপস্ফুরিত-বদনে লক্ষ্মীকে বলিলেন, "কমলে! উগ্রস্বভাবা সরস্বতীর হস্ত পরিত্যাগ কর, কলহ-প্রিয়া দুষ্টভাষিণী এই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার কিছুই করিতে পারিবে না; ঐ দুর্ম্মুখীর যত শক্তি ও যত ক্ষমতা থাকে, আমার সহিত বিবাদ করুক। নিজের বল ও আমার বল লোকদিগকে জানাইতে ইচ্ছা করিতেছে—সতি! কমলে! অদ্য সকলেই উভয়ের প্রভাব ও পরাক্রম জানুক।"—এই কথা বলিয়া দেবী গঙ্গা বাণীকে এই অভিশাপ দিলেন—"তোমাকে যেরূপ শাপ দিয়াছে

সেইরূপ, সরস্বতীও স্বয়ং নদীস্বরূপা হইবে;" গঙ্গা কমলাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন। আর বলিলেন, যে স্থানে পাপিগণ নিরন্তর বাস করে, সেই অধোদেশে মর্ত্তে গমন করিয়া, নিশ্চয় পাপীদিগের পাপাংশ লাভ করিবে!—এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সরস্বতী, তাঁহাকে প্রতিশাপ প্রদান করিলেন; তুমিও ধরাতলে নদীরূপে গমন করত পাপীদিগের পাপভার লাভ করিবে। এই অবসরে ভগবান্ চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ-শালী পারিষদবর্গের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সরস্বতীর কর ধারণ করত স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিলেন এবং সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাঁহাকে পুরাতন সর্ব্ব-জ্ঞানরাশি-পূর্ণবাক্য উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহাদের কলহ ও শাপের গূঢ় বিষয় শ্রবণ করিয়া, সকলেই দুঃখিত হইলেন এবং ভগবান্ সময়োচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন—শুভে! লক্ষ্মি। তুমি পৃথিবীতে কলারূপে ধর্ম্মধ্বজের গৃহে গমন করত অযোনিসম্ভবা হইয়া তাহার কন্যারূপে অবতীর্ণা হইবে; সেই ধর্ম্মধ্বজরাজের গৃহেই দৈবদুর্বিপাকে তুমি বৃক্ষত্ব লাভ করিবে। আমার অংশ-সম্ভূত শঙ্খচূড় নামে অসুরের পত্নী হইয়া পরে নিশ্চয়ই আমার পত্নী হইবে, এবং এই ভারতে তোমার নাম ত্রৈলোক্য-পাবনী তুলসী বলিয়া খ্যাত হইবে। বরাননে লক্ষ্মি! তুমি ভারতীর শাপ-প্রভাবে অংশে নদীরূপ ধারণ করত শীঘ্র ভারতভূমে গমন করিয়া পদ্মাবতী নামে অবতীর্ণা হও। গঙ্গে! পশ্চাৎ তুমিও ভারতীর শাপবশতঃ অংশরূপে বিশ্বপাবনী হইয়া শরীরী মাত্রের পাপরাশি ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত ভারতে অবতীর্ণা হইবে। ভগীরথ কঠোর তপস্যাবলে তোমাকে ভূতলে অবতীর্ণা করিবে, সেইজন্য তোমার পবিত্র ভাগীরথী নাম ভূমণ্ডলে খ্যাত হইবে। হে প্রিয়ে সুরেশ্বরি! তুমি আমার আজ্ঞানুসারে ভূতলে গমন করত আমার অংশভূত সমুদ্রের এবং অংশের অংশ-সম্ভূত শান্তনুরাজার সহ-ধর্ম্মিণী হইয়া কিছুকাল অবস্থান কর। ৩১—৫২। অসহনশীলে ভারতি! তুমিও গঙ্গার শাপ বশতঃ অংশরূপে ভারতে গমন করিয়া সপত্নীসহ কলহের ফলভোগ কর এবং স্বয়ং ব্রহ্মার সমীপে গমন করত তাঁহার সহধর্ম্মিণী হও। গঙ্গাও শিব-সমীপে গমন করুন। পদ্মে! তুমি এই স্থানেই থাক, কারণ তুমি শান্তস্বভাবা, ক্রোধরহিতা, আমার ভক্তিনিরতা, সত্ত্বরূপিণী, মহাসাধ্বী, মহাভাগ্যশালিনী, সুশীলা ও ধর্ম্মচারিণী। সমস্ত জগতে স্ত্রীসকল তোমার অংশের অংশে উৎপন্ন হইলে, ধর্ম্মিষ্ঠা পতিব্রতা শান্ত-স্বভাবা ও সুশীলা হয়। তিন ভার্য্যা, তিন গৃহ, তিন ভৃত্য ও তিন বান্ধব সর্ব্বত্রই অশুভপ্রদ এবং বেদবিরুদ্ধ। যাহাদের গৃহে স্ত্রী, পুরুষ তুল্য এবং পুরুষ স্ত্রীর বশীভূত, তাহাদের জন্মই নিস্ফল এবং পদে পদে অমঙ্গল আশঙ্কা। যাহার স্ত্রী কটুভাষিণী, ব্যভিচারিণী ও কলহপ্রিয়া হয়, তাহার পক্ষে অরণ্যবাসই শ্রেয়স্কর, কারণ তাহার গৃহ মহা-অরণ্যতুল্য কিংবা ততোধিক। অরণ্যে বরং জল, আবাসস্থান ও ফল সমস্তই পাওয়া যায়, কিন্তু সেই দুষ্টভাষিণী-স্ত্রীযুক্ত গৃহে কোনবস্তুই পাওয়া যায় না। পুরুষদিগের দুঃখজনক দুষ্টা স্ত্রীর নিকটে বাস অপেক্ষা অগ্নিতে বাস অথবা হিংস্রজন্তুর সমীপে বাসও শ্রেয়। ৫৩—৬০। বরাননে! পুরুষদিগের ব্যাধিযন্ত্রণা এবং বিষযন্ত্রণাও বরং সহ্য হয়, কিন্তু দুষ্টা স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা মৃত্যুযন্ত্রণাকেও অতিক্রম করে। স্ত্রী-পরাজিতপুরুষের জীবনধারণ নিস্ফল, কোনকার্য্য যত্নপূর্ব্বক করিলেও, তাহার ফলভোগ হয় না; সে ব্যক্তি সকল স্থানেই নিন্দাভাজন হয় এবং পরলোকেও নরকগামী হয়। যশ এবং কীর্ত্তিশূন্য ব্যক্তি জীবন-ধারণ করিয়াও মৃততুল্য। বহু সপত্নীর একত্র অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নহে, এক ভার্য্যা থাকিলেই প্রায় সুখী হওয়া যায় না; বহু পত্নী থাকিলে যে কোনরূপেই সুখী হইতে পারিবে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? গঙ্গে! তুমি শিবসমীপে গমন কর, সরস্বতি! তুমিও ব্রহ্মসমীপে গমন কর; কিন্তু সুশীলা কমলা আমার গৃহেই অবস্থান করুন। যাহার পত্নী বশীভূতা, সুশীলা ও পতিব্রতা হয়, ইহলোকেই তাহার স্বর্গসুখ ভোগ হয় এবং পরকালে ধর্ম্ম ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। যাহার পত্নী পতিব্রতা সেই মহাত্মা সর্ব্বদা মুক্ত পবিত্র ও সুখী এবং যে ব্যক্তি দুঃশীলা পত্নীর পতি, সে সর্ব্বদা অপবিত্র ও দুঃখী হইয়া জীবন্মৃতবৎ হয়। হে নারদ! জগৎপতি এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, গঙ্গা, লক্ষ্মী, ও সরস্বতী পরস্পর আলিঙ্গন করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভবিষ্যদ্বিষয়ের আলোচনা করত ভয় এবং শোকে কম্পিত হইয়া সাশ্রুনেত্রে ঈশ্বর নারায়ণকে ক্রমে বলিতে লাগিলেন। সরস্বতী বলিলেন, নাথ! আমি নিতান্ত দুষ্টস্বভাবা, অতএব আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও; কোন্ স্ত্রী সৎস্বামীর ত্যাজ্যা হইয়া কোথায় বাঁচিয়া আছে? আমি ভারতভূমে গমন করিয়া যোগাবলম্বনে নিশ্চয় দেহ ত্যাগ করিব, যেহেতু অতি উন্নত হইলে, তাহার শীঘ্র পতন হয়। ৬১—৭১। গঙ্গা বলিলেন; হে জগৎপতে! আমাকে কোন্ অপরাধে

আপনি পরিত্যাগ করিতেছেন? আমি নিশ্চয় দেহ ত্যাগ করিব; তাহা হইলে আপনার নিরপরাধিনীর বধভাগী হইতে হইবে। এই সংসারে যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি কল্পান্তপর্য্যন্ত নরক ভোগ করে; যদিও আপনি সকলের ঈশ্বর, তথাপি ফল ভোগ করিতেই হইবে। লক্ষ্মী বলিলেন, নাথ! আপনি সত্ত্বস্বরূপ; অতএব আপনার ক্রোধের উদ্রেক হওয়া অতি আশ্চর্য্যের বিষয়; আপনি ভার্য্যাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, যেহেতু সৎস্বামীর ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। ভারতীর শাপ-প্রভাবে ভারতের কলারূপে অবতীর্ণা হইব; কিন্তু সেই স্থানে কতকাল থাকিতে হইবে? এবং কোন্ সময়ে পুনর্ব্বার আপনার পাদপদ্ম দেখিতে পাইব? পাপিগণ, স্নান এবং অবগাহন দ্বারা পাপরাশি আমাতেই অর্পণ করিবে, কিন্তু কোন্ উপায়ে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করত আপনার সমীপে আগমন করিতে পারিব? হে অচ্যুত! অংশরূপে তুলসীস্বরূপা হইয়া এবং ধর্ম্মধ্বজরাজের তনয়া হইয়া কোন্‌সময়ে আপানার পাদপদ্ম লাভ করিব? হে কৃপাময়! আমি বৃক্ষরূপে অবতীর্ণা হইয়া তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইব, কিন্তু কোন্‌সময়ে আমাকে উদ্ধার করিবেন,—তাহাই আমাকে বলুন। গঙ্গা সরস্বতী-শাপে যদি ভারতে গমন করে, তাহা হইলে শাপ ও পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কোন্ সময়ে আপনাকে প্রাপ্ত হইবে? এবং গঙ্গা-শাপে বাণী যদি ভারত-ভবনে গমন করে, তবে কোন্‌সময়ে সেই শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আপনার পাদপদ্ম লাভ করিবে? হে নাথ! আপনি বাণীকে ব্রহ্ম-সমীপে এবং গঙ্গাকে শিব-সমীপে গমন করিতে আদেশ করিতেছেন, কিন্তু অনুগ্রহপূর্ব্বক সেইটি ক্ষমা করুন; এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না —এই কথা বলিয়া কমলা প্রাণকান্তের চরণযুগল ধারণ করত বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন, এবং স্বীয় কেশদ্বারা তাঁহার চরণ বেষ্টন করত পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তানুগ্রহকাতর পদ্মনাভ পদ্মাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঈষদ্ধাস্যবশতঃ প্রসন্নবদনে বলিলেন! ৭২—৮২। হে সুরেশ্বরি! তোমার বাক্য প্রতিপালন করিতে হইবে এবং আমার বাক্যও যাহাতে বিফল না হয়, তাহাও করিতে হইবে; অতএব উভয়ের বাক্যই যাহাতে সমভাবে রক্ষা হয়, ক্রমে তাহার প্রতিবিধান করিতেছি, শ্রবণ কর। ভারতী অংশে নদীরূপ ধারণ করত ভারতে গমন করুন এবং তাহার অর্দ্ধাংশে ব্রহ্ম-সমীপে গমন করুন, স্বয়ং আমার গৃহেই অবস্থান করুন। গঙ্গা ভগীরথকর্ত্তৃক নীতা হইয়া ত্রিভুবন পবিত্র করিবার নিমিত্ত অংশরূপে ভারতে অবতীর্ণ হউন এবং স্বয়ং আমার গৃহেই অবস্থান করুন। সেই স্থানে চন্দ্রশেখরের দুর্লভ শিরোদেশ লাভ করত স্বভাবতঃ পবিত্রা হইলেও, অত্যন্ত পবিত্রতা লাভ করিতে পারিবেন। কমলে! তুমিও কলাংশের অংশে পদ্মাবতী নদীরূপা ও তুলসীবৃক্ষরূপা হইয়া ভারতভূমে গমন কর। কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে, তোমাদের শাপ মোচন হইবে, তৎপরে আমার গৃহে পুনর্ব্বার আগমন করিবে। পদ্মে! তোমার প্রাণিমাত্রের সম্পদের কারণ এবং বিপত্তিরও একমাত্র কারণ, তাহা না হইলে এ জগতে বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন কাহারা ধর্ম্মের সমাদর করে? আমার মন্ত্রোপাসক ব্যক্তিগণের স্নান এবং অবগাহনে তোমরা পাপি-প্রদত্ত পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। সুন্দরি! পৃথিবীতে যে সমস্ত অসংখ্য তীর্থ আছে, সকলেই আমার ভক্তের স্পর্শন ও দর্শনে পবিত্র হয়। সতি! আমার মন্ত্রোপাসক মনোহর পবিত্র ভক্তবৃন্দ, ভারতকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ভারতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। আমার ভক্তগণ যেখানে অবস্থান করে এবং এবং যে স্থানে পাদ প্রক্ষালন করে, সেই স্থান নিশ্চয় পবিত্র হইয়া মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীঘাতী, গো-হননকারী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মঘাতী ও গুরুদারাপহারী ব্যক্তিগণ আমার ভক্তের স্পর্শনে ও দর্শনে পবিত্র হইয়া জীবন্মুক্ত হয়। ৮৩—৯৫। একাদশীহীন সন্ধ্যাহীন নাস্তিক ও নর-হত্যাকারী,—সকলেই আমার ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্রতা লাভ করে। অসিজীবী, মসীজীবী শূদ্রযাজক ও বৃষ-বাহনারোহী সকলেই আমার ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্র হয়। বিশ্বাসঘাতক, মিত্রহত্যাকরী মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রদানকারী ও স্থাপিত-ধন-হারক ব্যক্তিগণও আমার ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্রতা লাভ করিবে। ঋণগ্রস্ত, কুসীদজীবী, জারজ, বেশ্যাপতি ও বেশ্যাপুত্র সকলেই আমার ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্রতা লাভ করে। আমার ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে শূদ্রের পাচক, দেবল, গ্রামযাজক ও গুরুমন্ত্রে অদীক্ষিতগণও পবিত্র হইয়া থাকে। অশ্বত্থ-বৃক্ষ-বিনাশক, আমার ভক্তের নিন্দাকারী ও অনিবেদিত-বস্তু-ভোজনকারী বিপ্র সকলেই আমার ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্রতা লাভ করে। যে ব্যক্তি মাতা পিতা, ভার্য্যা, ভ্রাতা, তনয়, তনয়া, গুরুকুল, ভগিনী, বংশহীন বান্ধব, শ্বশ্রু এবং শ্বশুর ইহাদিগকে প্রতিপালন না করে, সেই ব্যক্তিই মহাপাতকী;—কিন্তু আমার ভক্তের

দর্শন ও স্পর্শে তাহার সেই পাতিত্য দূরীভূত হইয়া পবিত্রতা লাভ হয়। দেবদ্রব্যাপহারী, বিপ্রদ্রব্যাপ-হারক, লাক্ষা-লৌহ-পারদ-বিক্রয়ী, কন্যা-বিক্রেতা, শূদ্র-শব-দাহক, ইহারা সকলেই মহাপাতকী;—কিন্তু আমার ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে তাহারাও পবিত্র হইবে। ৯৬—১০৫। লক্ষ্মী বলিলেন, হে ভক্তানুগ্রহকারক! যাহাদের দর্শন ও স্পর্শে হরিভক্তি-বিহীন, মহা-অহঙ্কার-সম্পন্ন, স্বীয় প্রশংসা-বাদে রত, সাধুগণের নিন্দাকারী, শঠ, ধূর্ত্ত ও নরাধমগণ সদ্য পবিত্রতা লাভ করে, সেই ভক্তবৃন্দের লক্ষণ কি? আমাকে বিশদরূপে বলুন। যাহাদের স্নান এবং অবগাহনে তীর্থ সকল পবিত্র হয় এবং যাহাদের পাদ-রজ ও পাদোদকে পৃথিবী পবিত্রা হয় ও যাহাদের দর্শন ও স্পর্শ দেবতাগণেরও বাঞ্ছনীয়, যে বৈষ্ণবগণের সমাগম, সকলের পরম লাভজনক—সেই বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিগণের লক্ষণ কি? জলময় তীর্থ সকল এবং মৃন্ময় অথবা শিলাময় দেবগণ বহুকালেও পবিত্র করিতে সক্ষম হন না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিরা ক্ষণকালমধ্যেই পবিত্র করিতে সক্ষম হন। ১০৬—১১০। সৌতি বলিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! লক্ষ্মীকান্ত মহালক্ষ্মীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য-বদনে জিজ্ঞাস্য-বিষয়ের নিগূঢ়তত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন;—লক্ষ্মি! শ্রুতি ও পুরাণে গূঢ়, পুণ্যস্বরূপ, পাপনাশক, সুখ ভক্তি ও মুক্তিদায়ক, সারভূত, গোপনীয় ও খলব্যক্তির সমীপে অবক্তব্য ভক্তবৃন্দের লক্ষণ, তুমি প্রাণতুল্যা এবং পবিত্রা বলিয়াই তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। গুরু-মুখ-নির্গত বিষ্ণুমন্ত্র যাহার কর্ণে প্রবেশ করে, বেদ ও বেদাঙ্গ,—তাহাকেই নরশ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র বলিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তির জন্মমাত্রেই তাহা হইতে পূর্ব্বতন একশত পুরুষপর্য্যন্ত পবিত্র হয় এবং সেই একশত পুরুষ স্বর্গস্থই হউক অথবা নরকস্থই হউক তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে। তাহার মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যে কোন যোনিতে জন্ম লাভ করুক না কেন, তাহারা জীবন্মুক্ত এবং পবিত্র হইয়া কালক্রমে হরিসমীপে গমন করে। ১১১—১১৬। যাহারা আমার ভক্তিযুক্ত, আমার পূজানিরত, আমার গুণশ্লাঘানিরত, আমাতে নিবিষ্ট-চিত্ত আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই সানন্দ, পুলকিত ও ও সগদ্গদচিত্ত, সাশ্রুনেত্র এবং আত্মবিস্মৃত হয়, তাহারা সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি-চতুষ্টয়কেও বাঞ্ছা করে না। ব্রহ্মত্ব কি অমরত্ব কিছুই বাঞ্ছা না করিয়া, কেবল আমার সেবাই তাহারা বাঞ্ছা করে। তাহারা ইন্দ্রত্ব-মনুত্ব, দুর্লভ দেবত্ব এবং স্বর্গ রাজ্যাদিভোগ ইহা স্বপ্নেও অভিলাষ করে না। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি সমস্ত যদি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তথাপি কিছুতেই মঙ্গল ও ভক্তিযুক্ত আমার ভক্তের বিনাশ হয় না। আমার ভক্ত মানবগণ ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভ্রমণ করে, তাহার পর পৃথিবীকে পবিত্র করত আমার পবিত্র বৈকুণ্ঠধামে আগমন করে। পদ্মে! সকল বিষয় তোমাকে বলিলাম—যাহা উচিত হয় কর; নারায়ণ এই কথা বলিলে, তাঁহার অনুমতিক্রমে লক্ষ্মী প্রভৃতি সকলে নির্দিষ্ট কার্য্য করিলেন, হরি স্বীয় আসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১৭—১২৩।

প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, সরস্বতী গঙ্গাশাপে অংশ রূপে পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমে অবতীর্ণা হইলেন, কিন্তু স্বয়ং হরিসমীপেই অবস্থান করিতে লাগি-লেন। ভারতী ভারতভূমে গমন করত ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রাহ্মী হইলেন এবং তিনিই বাগধি-ষ্ঠাত্রী বাণী বলিয়া কথিত হইলেন। সর্ব্ববিশ্ব-ব্যাপী হরি বহুকাল সমুদ্রে শয়ান ছিলেন, বাণী তাঁহার পত্নী; অতএব তাঁহার নাম সরস্বতী হইয়াছে। অতি পবিত্রা সেই সরস্বতী আমার ইষ্টদেবী; তিনি তীর্থ-রূপিণী এবং তিনি পাপরূপ ইন্ধন দগ্ধ করিতে একমাত্র জ্বলন্ত-অগ্নিস্বরূপা। হে নারদ! পরে ভাগীরথী কলারূপে অবতীর্ণা হইলে, ভগীরথ মহীতলে আনয়ন করিলেন। তৎপরে বেগ ধারণে অসমর্থা হইয়া পৃথিবী প্রার্থনা করিলে, শিব তাঁহাকে সেই সময়ে শিরোদেশে ধারণ করিলেন। পদ্মাও ভারতী-শাপে স্বীয় অংশে পদ্মাবতী নদীরূপে ভারতে অবতীর্ণা হইলেন এবং স্বয়ং হরি-সমীপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর লক্ষ্মীর অপর অংশ ভারতে ধর্ম্মধ্বজরাজের তনয়ারূপে অবতীর্ণা হইয়া তুলসীনামে বিখ্যাতা হইলেন। পদ্মা সরস্বতী-শাপে এবং হরি-বাক্যে অংশরূপে বিশ্বপাবনী বৃক্ষরূপা হইলেন। তিনি কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করিয়া তৎপরে নদীরূপ পরিত্যাগ করত হরির সমীপে গমন করিবেন। ১—১০। কাশী এবং বৃন্দাবন ভিন্ন পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ আছে, হরির আজ্ঞানুসারে তাঁহাদের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবেন। শাল-

গ্রাম ও জগন্নাথ, ইঁহারা শ্রীহরির মূর্ত্তি ; কলির দশ-সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাঁহারাও ভারতভূমি পরিত্যাগ করত বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন,এবং বৈষ্ণবগণ পুরাণ সকল, সমস্ত সাংখ্য ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি বেদোক্ত কার্য্য সকল তাহারই সহিত গমন করিবে। হরিপূজা, হরির নাম, হরিনামকীর্ত্তন, তাঁহার গুণকীর্ত্তন এবং বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্র সকলও তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবে। সত্ত্বগুণ, সত্য, ধর্ম্ম, বেদসমূহ, গ্রাম্য দেবতাগণ, ব্রত, তপস্যা, উপবাসাদি সমস্ত কার্য্যই লুপ্ত হইবে। তাহার পর মনুষ্য সকল কামাচারী হইবে এবং মিথ্যা ও কপটতায় পরিপূর্ণ হইবে। পূজাদি তুলসীবর্জ্জিত হইবে। সকল লোক একাদশী পরিত্যাগ করত ধর্ম্মশূন্য হইবে,—হরি-কথায় বিমুখ হইবে। তাহার পর সমস্ত লোক শঠ, কুটিল, দাম্ভিক, মহা-অহঙ্কারযুক্ত এবং চৌর ও হিংসা-নিরত হইবে। স্ত্রীভেদ ও পুরুষভেদ এবং রাশি-নির্ণয়,—বিবাহে এ সমস্ত কিছুই থাকিবে না এবং বস্তু সমূহের স্ব স্ব ও স্বামি ভেদ থাকিবে না। সমস্ত লোক স্ত্রীর বশীভূত হইবে এবং প্রতিগৃহেই স্ত্রীগণ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করত স্বামীকে তর্জ্জন ও ভৎ‍র্সনা বাক্যে নিরন্তর তাড়িত করিবে। ১১—২০। গৃহিণীই গৃহের ঈশ্বরী হইবেন, গৃহী ব্যক্তি ভৃত্য হইতেও অধম হইবে এবং বধূর নিকটে শ্বশ্রূ ও শ্বশুর দাসী ও ভৃত্যের সমান পরিগণিত হইবে। কর্ত্তা ব্যক্তি গৃহ মধ্যেই বলবান্ হইবে ; স্ত্রীও কন্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ-ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না। সহাধ্যায়ি গণের সহিত সম্ভাষণাদিও থাকিবে না ; পরিচয়ই লোকের বান্ধবতামাত্র, অন্য কোনরূপ উপকারাদি থাকিবে না। স্ত্রীগণের অনুমতি ভিন্ন পুরুষ সকল কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না। কলিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, প্রভৃতি উত্তমকুল-সম্ভূত ব্যক্তিগণ-স্বকীয় শাস্ত্র পরিত্যাগ করত ম্লেচ্ছদিগের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, শূদ্রের দাসত্ব করিবে এবং তাহারা পাচক, পত্রবাহক ও বৃষবাহক হইয়া নিকৃষ্টভাব অবলম্বন করিবে; মনুষ্য সকল সত্যপথ পরিত্যাগ করিবে, পৃথিবী শস্যহীনা হইবেন। তরু সকল ফলহীন হইবে। স্ত্রীগণ পুত্রহীন হইবে। গাভী সকল দুগ্ধশূন্য হইবে এবং দুগ্ধও ঘৃত-হীন হইবে। দম্পতীর পরস্পরে তাদৃশ প্রীতি থাকিবে না, গৃহস্থ সকল সুখহীন হইবে। মহীপতিগণ প্রতাপ-শূন্য হইবেন এবং প্রজা সকল করগ্রহণ-নিমিত্ত নিতান্ত পীড়িত হইবে। নদ, নদী, দীর্ঘিকা ও কন্দরাদি সকল জলশূন্য হইবে, ব্রহ্মাণাদি বর্ণচতুষ্টয় ধর্ম্মহীন ও পুণ্যহীন হইবে। লক্ষজনের মধ্যেও একজন পুণ্যবান্ থাকিবে না, পুরুষ স্ত্রী ও বালক, ইহারা কুৎসিত ও কুৎসিতাকার-সম্পন্ন হইবে। লোকমুখে সর্ব্বদা কুবার্ত্তা ও কুৎসিত শব্দাদি অবস্থান করিবে, এবং কোন কোন গ্রাম ও নগর জনশূন্য হইবে। ২১—৩০। কোন কোন গ্রামে অল্পসংখ্যক মনুষ্য অল্পপরিমিত কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিবে। গ্রাম ও নগরাদি বহুঅরণ্যময় হইবে। বনবাসী মানব জনসমাজে করভার বহন করিতে না পারিয়া নিতান্ত পীড়িত হইবে, তড়াগ ও নদীর উপ-কূলেই শস্যাদি হইবে। কিন্তু ক্ষেত্রসকল শস্যহীন হইবে, প্রকৃত ধনী সকল—বল, দর্প ও ধনাদিশূন্য হইবে। কলিযুগের প্রতাপবশতঃ এইরূপ অনিষ্ট ঘটনা হইবে। উত্তম-বংশ-জাত মানবগণ হীন ভাব ধারণ করিবে ; যাঁহারা সত্যবাদী, তাঁহারাই মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত ও শঠ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। এইরূপ পাপিগণ পুণ্য-বান্ ব্যক্তিকে উপহাস ও নিন্দা করিবে। অশিষ্ট ব্যক্তি-গণ শিষ্টকে, লম্পটবর্গ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে, বেশ্যাগণ পতিব্রতাকে, পাতকিগণ তপস্বীদিগকে, বিষ্ণুদ্বেষিগণ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে, চৌর এবং নরহত্যাকারি-গণ অহিংসক ও দয়াবান্ ব্যক্তিকে নিরন্তর নিন্দা এবং উপহাসাদি করিবে। ধূর্ত্তগণ ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়া সকলকে নিন্দা ও উপহাস করিবে এবং তাহারা ভূত প্রেতাদির সেবা করত জনসমাজের অমঙ্গল-জনক কার্য্য করিয়া বিচরণ করিবে ; কিন্তু সেই জ্ঞানহীন ধূর্ত্তসকল জগতে লোকের পূজনীয় হইবে। পুরুষ ও স্ত্রী সকল সর্ব্বত্রই নিয়ত ব্যাধিযুক্ত ও খর্ব্বাকৃতি হইবে। এইরূপ কলিযুগপ্রভাবে লোকসকল যৌবনা-বস্থায় ব্যাধিযুক্ত ও অল্পায়ুঃ হইবে। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমেই জরাযুক্ত হইয়া বিংশতি বৎসরেই মহাবৃদ্ধ হইবে। সহস্রজনের মধ্যে দুই একটী স্ত্রী অষ্ট বৎসর বয়ঃক্রমে ঋতুমতী ও গর্ভিণী হইবে এবং প্রতিবৎসর প্রসব করিয়া ষোড়শ বৎসর বয়সে জীর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। ৩১—৪০। নতুবা কলিযুগে স্ত্রীগণ সকলেই বন্ধ্যা হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেই কন্যাবিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইবে। মনুষ্যগণ প্রায়শঃ মাতা, পত্নী, পুত্রবধূ, ভগিনী, কন্যা, ইহাদের ব্যভিচার-লব্ধ ধনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ধন গ্রহণ করত হরিনামবিক্রেতৃগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং সক-লেই কীর্ত্তি-বর্দ্ধনের নিমিত্তই ধনাদি দান করিবে ; কিন্তু তৎপরেই মনে মনে আন্দোলন করত তাহার

অন্যথাচরণ করিতে যত্ন করিবে। মানবগণ, দেবতার বৃত্তি, ব্রহ্মবৃত্তি এবং গুরুকুলের বৃত্তি, স্বদত্তই হউক অথবা অপরেই দান করিয়া থাকুক, তাহার অন্যথা করিতে চেষ্টা করিবে। কেহ কন্যা গমন করিবে, কেহ বা শ্বশ্রূ গমন করিবে, কোন ব্যক্তি পুত্রবধূগমন করিবে; কেহ বা কন্যা, পুত্রবধূ আদি সকলেতেই গমন করিবে; কেহ ভগিনী গমন ও কেহ বা বিমাতা গমন করিবে। কলিযুগে ভ্রাতৃজায়া গমন প্রভৃতি অগম্যাগমন-জনিত দোষ প্রতিগৃহেই ঘটিবে। কলিযুগে কেবল মাতৃয়োনি পরিত্যাগ করত সকল স্ত্রীর সহিতই বিহার করিবে এবং পত্নীর নির্ণয় থাকিবে না, পতির নির্ণয়ও থাকিবে না, প্রজার এবং গ্রামের ও বস্তুর কে অধিকারী কাহার বা ভোগ্য, তাহা স্থির থাকিবে না। মানবগণ, সকলেই মিথ্যাবাদী শঠ ও লম্পট হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবংশীয় মানবগণের পরস্পর হিংসা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইবে, তাহারা নরহত্যাদি ঘোর পাতকজনিত কার্য্য করিয়া মহাপাপীর অগ্রগণ্য হইবে। ৪১—৫০। তাহারা লাক্ষা, লৌহ, পারদ লবণ প্রভৃতির ব্যবসায় করিবে এবং বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ শূদ্রের শবদাহ, শূদ্রান্ন-ভোজন ও শূদ্র দার গমন প্রভৃতি নানাবিধ দুষ্কর্ম্ম করিবে এবং পঞ্চপর্ব্ব প্রতিপালন না করিয়া অমাবস্যা রাত্রিতেও ভোজন করিবে। তাহারা যজ্ঞসূত্র-বিহীন ও সন্ধ্যা-শৌচাদি ক্রিয়া-শূন্য হইবে। বেশ্যা রজস্বলা, বৃদ্ধা ও কুট্টিনী স্ত্রী, বিপ্রগণের রন্ধনশালায় পাচিকা হইবে; আহারাদির নির্ণয় এবং যোনি-বিচার কিছুই থাকিবে না ও আশ্রম এবং জনসমাজের কোনরূপ বিভেদ না থাকাতে কলিযুগে সকল লোক ম্লেচ্ছ হইবে। এইরূপে কলি প্রবৃত্ত হইলে জগৎ ম্লেচ্ছময় হইবে এবং বৃক্ষ, হস্তপ্রমাণ ও মনুষ্য, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইবে। সেই সময়ে বলবান্‌দিগের অগ্রগণ্য ভগবান্ কল্কী নারায়ণের অংশে বিষ্ণুযশানামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি অত্যুচ্চ ঘোটকে আরোহণ করিয়া দীর্ঘ করবালদ্বারা ত্রিরাত্রমধ্যে পৃথিবী ম্লেচ্ছ-শূন্য করিবেন এবং সেই ম্লেচ্ছশূন্য পৃথিবী হইতে স্বয়ং অন্তর্হিত হইবেন, তৎপরে বসুধা অরাজক হইয়া দস্যুহস্তে পতিত হইবে। সেই সময়ে ছয় রাত্রি পর্য্যন্ত স্থূলপ্রমাণ মুষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে পৃথিবী জনশূন্য, বৃক্ষশূন্য ও গৃহশূন্য হইবে। হে মুনে! তাহার পর দ্বাদশ দিবাকর উদিত হইয়া তেজঃ-প্রভাবে পৃথিবীকে সেই বর্ষণ-সম্ভূত জলরাশির সহিত শুষ্ক করিবে। ৫১—৬১। এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ কলিকাল অতীত হইলে, পুনর্ব্বার সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে, সেই যুগ তপস্যা ও সত্যযুক্ত হইয়া ধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইবে। জগতে ব্রাহ্মণগণ, তপস্বী ও ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়া বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিশেষরূপে অবগত হইবেন এবং প্রতিগৃহে স্ত্রীগণ, পতিব্রতা ও ধর্ম্মিষ্ঠা হইবেন। হে মহামুনে! বিপ্রভক্ত ক্ষত্রিয়গণ রাজা হইবেন, তাঁহারা অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং ধার্ম্মিক হইয়া পুণ্যকার্য্যে সর্ব্বদা রত হইবেন। বৈশ্যগণ বাণিজ্য করিবে এবং বিপ্রভক্ত হইয়া ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য হইবেন, শূদ্রগণ, পুণ্যশীল ধর্ম্মিষ্ঠ ও বিপ্র-সেবাপরায়ণ হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবংশীয় ব্যক্তিরা বিষ্ণুপরায়ণ, যজ্ঞানুষ্ঠানরত হইবেন এবং তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুমন্ত্র ও বিষ্ণুভক্ত হইয়া বৈষ্ণবকুলতিলক বলিয়া খ্যাত হইবেন। তাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করত ধর্ম্মজ্ঞ হইবেন; এবং ঋতুমতী ভার্য্যাসমীপে গমন করিবেন; ধর্ম্মপূর্ণ সত্যযুগে অধর্ম্মের লেশমাত্র থাকিবে না। ধর্ম্ম ত্রেতাযুগে তিন-পাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, কলিতে একপাদ থাকিবে; কলি-শেষে সমস্তই লোপ হইবে। হে বিপ্র! সপ্তবার, প্রতিপদাদি ষোড়শ তিথি, দ্বাদশ মাস, ছয় ঋতু, দুই পক্ষ, অয়নদ্বয়, চারি প্রহরে দিবা, ও চারি প্রহরে রাত্রি এবং তাহার ত্রিংশৎ দিনে মাস, সেই দ্বাদশমাসে বৎসর। কাল এবং সংখ্যার বিধানক্রমে বৎসর পঞ্চবিধ, সেই বৎসর-পরিবর্ত্তনে যুগ চতুষ্টয় হয়। ৬২—৭১। মনুষ্যের সম্পূর্ণ এক বৎসরে দেবতাদিগের দিবারাত্রি,—এইরূপ নরগণের তিনশত ষাট যুগ অতীত হইলে, দেবতাদিগের এক যুগ এইটী কাল সংখ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণের মত। দেবতাদিগের একসপ্ততিযুগে এক মন্বন্তর, সেই এক মন্বন্তর কাল এক ইন্দ্রের পরামায়ু বলিয়া কথিত হইয়াছে। তদ্রূপ অষ্টাবিংশতি ইন্দ্র পতন হইলে সেই কাল ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রি; সেই ব্রহ্মপরিমিতি অষ্টোত্তর একশত বৎসর অতীত হইলে, ব্রহ্মার পতন হইয়া থাকে; সেইটী প্রকৃত প্রলয় কাল, তখন বসুন্ধরা অদৃশ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ও জগৎ জলপ্লাবিত হয়, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ ও জীবগণ, পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণে লীন হন; এবং সেই সময়ে প্রকৃতি ও কৃষ্ণে লীনা হন এই বলিয়া সেই প্রলয়ের নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। ৭২—৭৬। হে মুনে! এইরূপ প্রকৃতি লয় হইলে, এবং ব্রহ্মার পতন হইলে, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিমেষমাত্রকাল। এইরূপ সকল প্রাণী ও অখিল জগৎ নাশ হইলে, কেবল পারিষদ্‌বর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ

ও গোলোক এবং বৈকুণ্ঠ ধাম বর্ত্তমান থাকিবেন। যাহাতে বিশ্ব জলপ্লাবিত হয়, সেরূপ প্রলয় কৃষ্ণের নিমেষ-কাল; সেই নিমেষমাত্র কালের পরে পুনর্ব্বার ক্রমশঃ সৃষ্টি হইতে থাকে। এইরূপ কত সৃষ্টি কত প্রলয় এবং কতবার যাতায়াত হয়, তাহা কোন্ ব্যক্তি সংখ্যা করিতে সক্ষম হয়?। ৭৭—৮০। হে নারদ! এই ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্ট-পদার্থ, ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাদির সংখ্যা করিতে কোন্ব্যক্তি সক্ষম হইবে? ব্রহ্মাণ্ডের ও সকলের অধিপতি সেই একমাত্র সকলের পরমাত্মাস্বরূপ প্রকৃতি হইতে অতীত শ্রীকৃষ্ণ; ব্রহ্মাদি তাঁহার অংশ, মহাবিরাট্, ক্ষুদ্র বিরাট্ ও প্রকৃতি—সকলই তাঁহার অংশ; সেই কৃষ্ণই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ হইয়াছেন, তাহার মধ্যে চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠে এবং দ্বিভুজ স্বয়ং গোলোকেই অবস্থান করিতেছেন। এই জগতে ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাকৃতিক, যে যে বস্তু প্রাকৃতিক—সৃষ্ট, সে সকলই নশ্বর। নারদ! সত্য-স্বরূপ, নিত্য, সনাতন, স্বেচ্ছাময়, নির্লিপ্ত, নির্গুণ, সেই পরম ব্রহ্মই সৃষ্টির কারণ বলিয়া বিশেষরূপে ধারণা কর। তিনি নিরুপাধি, নিরাকার এবং ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশে শরীর ধারণ করিয়াছেন। অতি মনোহর নব-নীরদসদৃশ তাঁহার শরীর-শোভা, তাঁহার হস্তে মুরলী, তিনি দ্বিভুজ ও কিশোর-গোপবেশ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলের সেব্য, পরমাত্মা এবং ঈশ্বর। যাঁহার জ্ঞান-বশতঃ এবং তপস্যাবলে ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া থাকেন ও সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ মৃত্যুঞ্জয় শিব সংহার করেন এবং তাঁহারই প্রসাদে সর্ব্বেশ্বর শম্ভু, তাঁহার তুল্য-রূপ হইয়া মহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া-ছেন। যাঁহার জ্ঞানবশতঃ বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী সকলের রক্ষাকর্ত্তা সমস্ত সম্পদের অদ্বিতীয় দাতা, সর্ব্বজ্ঞ এবং শোভা-সম্পন্ন হইয়াছেন। যাঁহার জ্ঞান, তপস্যা ভক্তি ও সেবা-বলে মহামায়া প্রকৃতি সর্ব্বশক্তি সম্পন্না ও ঈশ্বরী-রূপে খ্যাতা হইয়াছেন; যাঁহার জ্ঞান এবং সেবা-প্রভাবে বেদ-মাতা সাবিত্রী বেদের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা, দ্বিজগণের পূজনীয়া ও বেদ-জ্ঞান-শালিনী হইয়াছেন; যাঁহার সেবা তপস্যা এবং জ্ঞানে সরস্বতী, সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং বিদ্বান্-গণের পূজনীয়া হইয়াছেন; যাঁহার সেবা ও তপস্যা-বলে লক্ষ্মী সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়িনী ধন ও ধান্যাদির অধীশ্বরী এবং সনাতনী মহালক্ষ্মী দেবী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছেন এবং যাঁহার সেবা ও তপস্যাতে সকলের দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেবী নিখিল প্রাণের অধীশ্বরী, সমস্ত সম্পত্তির প্রদান-কারিণী সকল বিশ্বে পূজিতা, সকলের ঈশ্বরী, নিখিল জগতের বন্দনীয়া, সর্ব্বস্তুতা ও সর্ব্বজ্ঞা হইয়া সতী মহাদেবকে পতি পাইয়াছেন। ৮১—৯৩। কৃষ্ণ-বামাংশ-সম্ভূতা রাধিকাও সেই কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণ-প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া কৃষ্ণের প্রাণ হইতেও অধিক হইয়াছেন, এবং সেবাবলে সর্ব্বাধিক রূপ, সৌভাগ্য, মান, গৌরব ও কৃষ্ণবক্ষঃস্থলরূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকেই পতি পাইয়াছেন। পূর্ব্বে রাধিকা শতশৃঙ্গপর্ব্বতে দৈবযুগসহস্র পর্য্যন্ত কৃশাঙ্গী হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। ৯৪—১০০। সেই সময়ে তাঁহাকে কৃশাঙ্গী নিশ্বাসরহিত ও ক্ষীণচন্দ্র-কলাসদৃশী দর্শন করিয়া প্রভু কৃষ্ণ স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করত রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে সারভূত সকলের দুর্লভ এই বর প্রদান করিলেন "দেবি! তুমি আমার বক্ষেই সর্ব্বদা অবস্থান কর এবং তোমার ভক্তি আমাতেই অচলা হউক, সৌভাগ্য, মান, প্রেম ও গৌরবে তুমিই আমার শ্রেষ্ঠা; অভিলষিতা; স্ত্রীগণমধ্যে জ্যেষ্ঠা। হে প্রাণবল্লভে! তুমি গৌরবযুক্তা শ্রেষ্ঠা ও আমার স্তুতি এবং পূজার একমাত্র দেবী হইবে এবং নিরন্তর আমিও তোমার বশীভূত ও আরাধ্য হইব।" এই কথা বলিয়া জগন্নাথ, তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন করত তাঁহাকে সপত্নীশূন্য প্রাণবল্লভা করিলেন। মুনে! অন্যান্য যে যে দেবীগণ তাঁহার সেবাবলে জগতে পূজিতা হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যেরূপ তপস্যা, তিনি সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, দুর্গা দেবী, দৈব সহস্রবর্ষপর্য্যন্ত হিমালয়ে তপস্যা এবং তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া সকলের পূজনীয়া হইয়াছেন। সরস্বতী গন্ধমাদনপর্ব্বতে দৈবপরি-মাণে লক্ষ বৎসর তপস্যা করত জগতে পূজনীয়া হইয়াছেন। লক্ষ্মী পুষ্করতীর্থে শতযুগপর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া এবং তাঁহার সেবাবলে নিখিলসম্পদের প্রদান-কারিণী হইয়াছেন। সাবিত্রী মলয়পর্ব্বতে দিব্য ষষ্টিসহস্র বৎসরপর্য্যন্ত তপস্যা ও তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করত দ্বিজগণের পূজ্যা হইয়াছেন। ১০১—১১০। পূর্ব্বে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শঙ্কর শতমন্বন্তর তপস্যা করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মা তাঁহার ভক্তিতে শতমন্বন্তর তাঁহার উদ্দেশে তপস্যা করিয়াছেন। বিষ্ণু, শত, মন্বন্তর তাঁহার উদ্দেশে তপস্যা করত জগতের রক্ষাকর্ত্তা হইয়াছেন। শতমন্বন্তর পর্য্যন্ত ধর্ম্ম তাঁহার তপস্যা

করিয়া জগৎপূজ্য হইয়াছেন। হে নারদ! অনন্তও ভক্তিসহকারে শতমন্বন্তর পর্য্যন্ত তাঁহার তপস্যা করিয়াছেন। এইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র ইহাঁরাও মন্বন্তর-পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছেন। বায়ু ভক্তিপূর্ব্বক দৈব শতযুগ তপস্যা করিয়া সকলের প্রাণস্বরূপ, সর্ব্বপূজ্য ও সকলের আধার-ভূত হইয়াছেন। এইরূপ কৃষ্ণের তপস্যা করিয়া সমস্ত দেবগণ, মুনিগণ, মানবগণ রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই জগতে পূজিত হইয়াছেন। আমি পুরাণ ও আগমোক্ত সমস্ত বিষয় যেরূপ গুরুমুখে শ্রুত হইয়াছিলাম, সেইরূপ তোমাকে বলিলাম, পুনর্ব্বার তোমার কোন্ বিষয় শুনিতে অভিলাষ হয় বল। ১১১—১১৬।

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, প্রভো! হরির নিমেষমাত্র কালে ব্রহ্মার পতন হয় এবং ব্রহ্মার পতন হইলে প্রাকৃতিক প্রলয় হয়—এইটী কথিত হইয়াছে; সেই প্রাকৃত প্রলয়ে বসুন্ধরা অদৃশ্যা হইয়া থাকেন; সমস্ত জগৎ জল-প্লাবিত হয় এবং সকলই হরিতে লীন হয়, ইহাও কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সময়ে বসুন্ধরা তিরোভূতা হইয়া কোন্ স্থানে অবস্থান করেন? এবং কিরূপেই বা সৃষ্টিসময়ে পুনর্ব্বার আবির্ভূতা হইয়া থাকেন এবং কিরূপে তিনি ধন্যা মান্যা ও সকলের আশ্রয়ভূতা ও মঙ্গলকারণ হন? এই সব বৃত্তান্ত ও তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত সমস্তই বলুন। নারায়ণ বলিলেন, আদি সৃষ্টিতে সকলের জন্ম, কৃষ্ণ হইতে হয়, এইটী শ্রুতিপ্রসিদ্ধ; কিন্তু প্রলয়ে তিরোভাব ও সৃষ্টিতে আবির্ভাব হইয়া থাকে মাত্র। নারদ! সমস্ত মঙ্গল-কার্য্যেরও মঙ্গলজনক, বিঘ্নবিনাশক, পাপরাশিবিনাশ-কারী পুণ্যবর্দ্ধক বসুধার অদ্ভুত জন্মবিবরণ শ্রবণ কর। কেহ বলিয়া থাকেন যে মধুকৈটভনামক অসুরের মেদ-রাশিতে এই পুণ্যশীলা বসুধার উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের মতে বিশেষ দোষ আছে—শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মধুকৈটভ নামে অসুরদ্বয় বিষ্ণুসহ যুদ্ধে এবং তাঁহার তেজে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্‌কে বলিয়াছিল যে,—যেস্থানে পৃথিবী জলমগ্না নহেন, সেই জল-শূন্য প্রদেশে আমাদিগকে বধ করুন। অতএব মধু-কৈটভের মৃত্যুর পূর্ব্বেও যে পৃথিবী বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা দেখা যাইতেছে। তৎপরে তাহাদের বধ-সময়ে পৃথিবী প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিতা হইলেন এবং সেই অসুরদ্বয়ের মৃত্যুর পরে বসুন্ধরা তাহাদের মেদরাশি দ্বারা পরিপুষ্ট-কলেবরা হইলেন মাত্র; পূর্ব্বে জলদ্বারা ধৌত হইয়া কৃশাঙ্গী হইয়াছিলেন এখন সেই জল-ধৌতা কৃশকলেবরা পৃথিবী মৈধুকৈটভের মেদদ্বারা পরিপুষ্টা হইলেন বলিয়া তাঁহার নাম মেদিনী হইল। ১—১০। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা পুষ্করতীর্থে ধর্ম্মমুখে শ্রুত হইয়াছি, সেই মতটীই যথার্থ, সর্ব্বসম্মত ও শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সেই জন্মবিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম মহাবিরাট্ বহুকাল জলমগ্ন হইয়া থাকেন, তাহার পরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত মলরাশি উৎপন্ন হয়, সেই মলরাশি বিরাট্ পুরুষের প্রতিলোমবিবরে প্রবিষ্ট হয়। হে মুনে! তাহার পর বহুকাল অতীত হইলে, সেই মলরাশি হইতে বসুধার উৎপত্তি হয়। বসুধা মহাবিরাটের লোমকূপে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থির-ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি আবির্ভূতা ও তিরোভূতা হন এবং পুনঃপুনঃ জলমগ্না হইয়া থাকেন। তিনি সৃষ্টিকালে আবির্ভূতা হইয়া জলাভ্যন্তর হইতে উন্মগ্ন হইয়া প্রকাশিত হন এবং প্রলয়কালে তিরোভূতা হইয়া জলমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া অবস্থান করেন। বসুধা প্রত্যেক বিশ্বে পর্ব্বতকাননাদিযুক্তা এবং সপ্তসাগর ও সপ্তদ্বীপ প্রভৃতি তাহাতে বর্ত্তমান আছে। প্রতি পৃথিবীতে হিমালয় মেরু প্রভৃতি পর্ব্বত ও চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণও তাহাতে অবস্থান করিতে-ছেন। পৃথিবী সর্ব্বত্রই কাঞ্চনময়-ভূমিযুক্তা পুণ্য-তীর্থ সকলও পবিত্র ভারতভূমিদ্বারা শোভাশালিনী। ঐ সকল পৃথিবীতেই নানারূপ দুর্গ বর্ত্তমান আছে। পৃথিবীর প্রত্যেকের অধোদেশে পাতাল এবং উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক; তাহাতেই ধ্রুবলোক ও সকল বিশ্ব বিরাজ করিতেছে। এইরূপে সমস্ত বিশ্ব পৃথিবীতে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহার উর্দ্ধদেশে সেই গোলোক ও বৈকুণ্ঠ;—এই লোকদ্বয় বিশ্ব হইতে পৃথক্ এবং নিত্য। ১১—২০। এতদ্ভিন্ন সমস্ত বিশ্ব কৃত্রিম এবং নশ্বর। হে ব্রহ্মন্! প্রাকৃতিক প্রলয়ে ব্রহ্মার পতন হইলে, ভগবান্ কৃষ্ণ প্রথম সৃষ্টিসময়ে মহাবিরাট্‌কে সৃষ্টি করিলেন; মহাপ্রলয়ে দিক্ আকাশ এবং জীবাত্মাগণের সহিত একমাত্র কৃষ্ণই বর্ত্তমান ছিলেন। বারাহকল্পে ক্ষিতির অধী-শ্বরী দেবী বসুধাকে সুরগণ, মনুগণ, মুনিগণ, বিপ্র ও গন্ধর্ব্বগণ, সাদরে পূজা করিয়াছেন। শ্রুতিতে কথিত আছে—বসুন্ধরা দেবী বরাহরূপী বিষ্ণুর সহ-ধর্ম্মিণী; তাঁহার পুত্র মঙ্গল এবং সেই বিষ্ণুর ঔরসজাত

মঙ্গলের তনয়ের নাম ঘণ্টেশ। নারদ বলিলেন প্রভো! বারাহকল্পে সুরগণ কিরূপে মহীকে পূজা করিয়াছেন? এবং বসুধাই বা কিরূপে বরাহের সহিত মিলিতা হইয়া সকলের আশ্রিতা হইয়াছেন? তাঁহার পূজা-বিধান, অধোদেশ হইতে উদ্ধারের প্রণালী এবং মঙ্গলের মঙ্গল-জনক জন্মবিবরণ সমস্ত বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। ২১—২৬। নারায়ণ বলিলেন, পূর্ব্বে বারাহকল্পে ব্রহ্মা, বরাহরূপী ভগবান্‌কে স্তব করাতে, তিনি হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি অসুর বধ করিয়া ধরাকে, রসাতল হইতে উদ্ধার করত অর্ণবে পদ্মপত্রের ন্যায় জলমধ্যে স্থাপন করিলেন। ব্রহ্মা সেই অপরিমেয় বসুধা-তলে মনোহর অখিল বিশ্ব সৃজন করিলেন। কোটি-সূর্য্য-সদৃশ প্রভাশালী বরাহরূপী ভগবান্ হরি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সকামা দর্শন করিয়া কাম-পীড়ায় উৎপীড়িত হইলেন; সেই সময়ে তিনি মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নির্জ্জনে সুরতোপযুক্ত শয্যা নির্ম্মাণ করত দৈব একবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত দিবানিশি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ২৭—৩০। সুন্দরী বসুন্ধরা সেই সুখ-সম্ভোগ-স্পর্শে মূর্চ্ছিতা হই-লেন। বিদগ্ধ নায়িকারা বিদগ্ধনায়কসঙ্গমে বিশেষ সুখানুভব করিয়া থাকেন। বিষ্ণু পৃথিবীর অঙ্গ সংস্পর্শ করত নিরন্তর অবস্থান করিয়া দিবারাত্রি-জ্ঞানশূন্য হইলেন; তাহার পর দৈব এক বৎসর অতীত হইলে কাম-পরায়ণ বিষ্ণু চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সকামা বসুধাকে পরিত্যাগ করত অবলীলাক্রমে পূর্ব্বের বরাহরূপ পুন-র্ব্বার ধারণ করিলেন এবং ধ্যান করত সতী বসু-ন্ধরাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলেন। বরাহরূপী হরি ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, সিন্দূর, অনুলেপন, বস্ত্র, বলি ও পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করত বসুধাকে বলিলেন, শুভে বসুধে! তুমি সকলের আধারভূতা হও এবং সকল মুনি, মনু, দেব সিদ্ধ ও মানবগণ—তোমাকে সুখে পূজা করুন। দেবতা প্রভৃতি সকলেই অম্বুবাচী-ত্যাগ-দিবসে এবং গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ, বাপী-তড়াগারম্ভ, গৃহপ্রতিষ্ঠা ও কৃষিকার্য্যে আমার বরপ্রভাবে তোমায় পূজা করিবে; আর যে মূঢ়গণ তোমার পূজায় বিরত থাকিবে, তাহারা নিশ্চয় নরকগামী হইবে। বসুধা বলিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে অনায়াসে সচরাচর বিশ্ব সমস্তই ধারণ করিব। কিন্তু ভগবন্! মুক্তা, শুক্তি, শিবলিঙ্গ, শিলা, শঙ্খ, প্রদীপ, রত্ন, মাণিক্য, হীরা, মণি, যজ্ঞসূত্র, পুষ্প, পুস্তক, তুলসীদল, জপমালা, পুষ্পমালা, কর্পূর, সুবর্ণ, গোরোচনা, চন্দন, শালগ্রাম-চরণামৃত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে এই সমস্ত বহন করিতে আমার ক্লেশ হইবে, এই জন্য ঐ সকল বহন করিতে আমি সক্ষম নহি। ৩১—৪১। ভগবান্ বলিলেন, সুন্দরি। যে মূঢ়গণ, এই সমস্ত দ্রব্য তোমাতে নিক্ষেপ করিবে, তাহারা দিব্য শতবর্ষপর্য্যন্ত কালসূত্র-নামক নরকযাতনা ভোগ করিবে। হে নারদ! ভগবান্ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, ধরার সেই গর্ভ হইতে তেজস্বী মঙ্গল গ্রহ উৎপন্ন হইলেন। দেবগণ সকলেই হরির আজ্ঞানুসারে কাণ্বশাখোক্ত ধ্যানে দেবীর পূজা করিলেন, এবং সেই কাণ্বশাখোক্ত স্তবানুসারে দেবীর স্তব করিলেন। তাঁহারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত নৈবেদ্য প্রভৃতিও নিবেদন করিলেন। এই-রূপে দেবী জগৎপূজ্যা ও স্তুতিযোগ্যা হইলেন। ৪২—৪৬। নারদ বলিলেন, ভগবন্! পৃথিবী দেবীর ধ্যান কি? এবং স্তব কি? ও তাঁহার মূলমন্ত্রই বা কি? পুরাণে গূঢ়রূপে অবস্থিত সেই সমস্ত বিষয় আমাকে বলুন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। নারায়ণ বলিলেন, পূর্ব্বে প্রথ-মতঃ পৃথিবী দেবীকে বরাহ পূজা করেন, তাহার পরে ব্রহ্মা পূজা করেন, তাহার পরে পৃথুরাজ পূজা করেন, তৎপরে সমস্ত মুনীন্দ্রবর্গ মনু ও মানবগণ তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন। হে নারদ! তাঁহার ধ্যান স্তব ও মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ স্বাহা মন্ত্রে পূর্ব্বে বিষ্ণু, পৃথিবীর পূজা করিয়াছেন, শ্বেত চম্পকবর্ণসদৃশ শুভ্রা, শতচন্দ্রসম-শোভাশালিনী, চন্দনচর্চ্চিত-কলেবরা, বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা, রত্ননিকরের আধারস্বরূপা, রত্নগর্ভা, বহুবিধ-রত্নাকরযুক্তা, বহ্নিসদৃশবিশুদ্ধবস্ত্র-পরিধানা, হাস্যবদনা এবং জগৎপূজ্যা দেবী বসুধাকে আমি ভজনা করিতেছি—এই ধ্যানের দ্বারা দেবী বসু-ধাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্র! এইক্ষণে তাঁহার কাণ্বশাখোক্ত স্তব বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪৭—৫২। হে জয়শীলে! তুমি জয়ের আধার-স্বরূপা, জয়প্রদানকারিণী,যজ্ঞবরাহের পত্নী এবং নিরন্তর জয় বহন করিয়া থাক; অতএব আমাকে জয় প্রদান কর। হে মঙ্গলপ্রদে! তুমি নিখিল মঙ্গলের আধার-ভূতা, মঙ্গলই একমাত্র তোমার প্রয়োজন, তুমি মঙ্গলের অংশরূপিণী, অতএব জগতে আমাকে তুমি মঙ্গল প্রদান কর! দেবি! তুমি সকল বস্তুর আধার-স্বরূপা, তুমি সকলের বীজস্বরূপা ও সমস্তশক্তিযুক্তা; তুমি সকলের অভীষ্ট প্রদান কর, অতএব আমাকেও সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান কর। হে জীবগণের পুণ্যস্বরূপে! তুমি পবিত্ররূপা ও সনাতনী, তুমি এ

জগতে পুণ্যের আশ্রয়ভূতা; পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ, তোমাতেই নিয়ত বা ন করিয়া থাকেন তুমিই পুণ্য-প্রদায়িনী। হে রত্নের আধাররূপিণি! তুমি রত্নগর্ভা এবং বহুবিধরত্নাকরযুক্তা তুমি স্ত্রীগণমধ্যে রত্নস্বরূপা রত্নরূপ-ধনশালিনী এবং এ জগতে রত্নরূপ সারভূত বস্তু তুমিই প্রদান করিয়া থাক। তুমি শস্যসমূহের আধার-স্বরূপা সকল শস্যরূপ-সম্পত্তিশালিনী ও সমস্ত শস্য তুমিই প্রদান কর; তুমি সর্ব্বশস্যযুক্তা এবং এ জগতে কালক্রমে নিখিলশস্যাত্মিকা। হে ভূমে! তুমি ভূমিপাল-গণের নিখিল ধনস্বরূপা এবং রাজকুল-পরায়ণা, তুমি ভূপালগণের অহঙ্কাররূপিণী; অতএব হে ভূমিপ্রদা-য়িনি! তুমি আমাকে তুমি প্রদান কর। যে ব্যক্তি দেবী পৃথিবীকে পূজা করিয়া, এই মহাপবিত্র স্তব পাঠ করে, সে কোটি কোটি জন্মপর্য্যন্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই স্তব পাঠ করিলে মনুষ্যগণ ভূমিদানের পুণ্য লাভ করিবে ভূমি হরণ করিলে, যে পাপরাশি সঞ্চিত হয়, এই স্তব পাঠ করিলেই তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই। হে মুনে! এই স্তোত্র-পাঠে অম্বুবাচীদিবসে ভূমি-খনন-জনিত পাপ হইতে এবং অন্য কূপে কূপপ্রদান জনিত পাপ হইতে ও অন্যের ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে যে পাপ সঞ্চিত হয়, তাহা হইতেও নিশ্চয় মুক্তিলাভ হয়। এই স্তবপাঠে ভূমিতে বীর্য্যত্যাগ, দীপস্থাপন ইত্যাদি পাপ হইতে—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারিবেন, তাহাতে কোনরূপ সংশয় নাই এবং সেই ব্যক্তি শত অশ্বমেধ-সম ফলও লাভ করিবেন। ৫৩—৬৪।

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠবেদবিৎ! ভূমি দান করিলে, যে পুণ্য হয়; ভূমি হরণ করিলে, যে পাপ হয়; অন্যের ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে বা তাহাতে কূপাদি খনন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলে, অম্বুবাচীতে মৃত্তিকাখনন কিম্বা ভূমিতে রেতঃপাত করিলে, অথবা ভূমির উপর দীপাদি স্বংস্থাপন করিলে, যে পাপ হয়, তাহা আমি সযত্নে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; এবং আমার প্রশ্নের অতিরিক্ত পৃথিবীজন্য অন্যান্য যেসকল পাপ সমুদ্ভূত হয় ও তাহার যেটী প্রতিকারের উপায়, তাহাও অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, এই ভারতভূমে যে ব্যক্তি দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত ভূমি, সন্ধ্যাপরায়ণ বিপ্রকে প্রদান করে, সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, নানারূপ শস্য উৎপন্ন হয়, এরূপ ভূমি ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সে নিশ্চয় ভূমির রজঃ-কণা-পরিমিত বৎসরপর্য্যন্ত বিষ্ণু-পদে অবস্থান করে। যে গ্রাম, ভূমি, ধান্য ইত্যাদি দান করে, এবং যে গ্রহণ করে, তাহারা উভয়েই সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করত বৈকুণ্ঠে নিয়ত বাস করে। যে সাধু ব্যক্তি ভূমিদানে অনু-মোদন করেন, তিনি মিত্র ও বন্ধুগণসহ বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। যে ব্যক্তি স্বদত্ত অথবা পরদত্ত ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে ব্যক্তি চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থান-কালপর্য্যন্ত কালসূত্র নামে নরকমধ্যে নিয়ত অবস্থান করে এবং তাহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সকলে ভূমিশূন্য শ্রীভ্রষ্ট পুত্রহীন ও দরিদ্র হইয়া অন্তে রৌরব নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি গোসমূহের পথ প্রতিরুদ্ধ করিয়া শস্য প্রদান করে, সে দিব্য শতবৎসর পর্য্যন্ত কুম্ভীনামক নরকে বাস করে। ১—১০। যে ব্যক্তি গোষ্ঠ তড়াগ প্রভৃতি রুদ্ধ করিয়া পথ ও শস্য প্রদান করে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থানকালপর্য্যন্ত অসিপত্র-নামক নরকে অবস্থান করে। কোন মানব যদি পরকীয় তড়াগের পঙ্কোদ্ধার করত উৎসর্গ করে, সে রজঃ-কণা পরিমিত বৎসরপর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করে। যে মূঢ় মানব, ভূস্বামীকে পিণ্ড-প্রদান না করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করে, সে নিশ্চয় নরকগামী হয়। যে ব্যক্তি ভূমিতে প্রদীপ স্থাপন করে, সে সপ্তজন্মপর্য্যন্ত অন্ধ হয়, এবং যদি ভূমিতে শঙ্খ স্থাপন করে, তাহা হইলে জন্মান্তরে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়। যে ব্যক্তি মুক্তা, মাণিক্য, হীরা, সুবর্ণ ও মণি ইত্যাদি দ্রব্য ভূমিতে স্থাপন করে, সে সপ্তজন্মপর্য্যন্ত দরিদ্র হয়। যে মানব শিবলিঙ্গ ও পূজনীয় শিলা ভূতলে স্থাপন করে, সে শতমন্বন্তর পর্য্যন্ত কৃমিভক্ষনামক নরকে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি শুক্তমন্ত্র শিলাতোয়, পুষ্প ও তুলসীদল ভূমিতে অর্পণ করে, সে যুগপরিমিত কালপর্য্যন্ত নরকে অবস্থান করে। যে মূঢ় জপমালা, পুষ্পমালা, কর্পূর এবং রোচনা ভূমিতে স্থাপন করে, সে পাপাত্মা নিশ্চয় নরকগামী হয়। হে মুনে! যে ব্যক্তি চন্দনকাষ্ঠ রুদ্রাক্ষ ও কুশমূল ভূমিতে স্থাপন করে, সে মন্বন্তরকালপর্য্যন্ত নরকে বাস করে। যে ব্যক্তি পুস্তক ও যজ্ঞসূত্র ভূমিতে স্থাপন করে, তাহার জন্মান্তরে বিপ্রযোনিতে জন্ম হয় না এবং ইহলোকে ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপী হয়। গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞসূত্র, ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকল বর্ণের পূজনীয়। ১১—২১। যজ্ঞ করিয়া যে ব্যক্তি ভূমিতে ক্ষীর সেচন না করে, সে সর্ব্ব জন্মেই সন্তপ্ত হয় এবং তপ্ত নরকের উত্তপ্ত তরঙ্গমালায় বিলোড়িত হইয়া থাকে। ভূমিকম্প ও গ্রহণসময়ে, যে মানব ভূমি খনন করে, সে মহাপাপি-মধ্যে পরিগণিত হয় এবং জন্মান্তরে নিশ্চয় বিকলাঙ্গ হয়। যাহাতে জনসমূহের ভবন, তাহাই ভূমি বলিয়া কথিত এবং যিনি ধন ও রত্ন প্রদান করেন, তাঁহাকেই বসুধা ও বসুন্ধরা বলে। হরির উরুদেশ হইতে যাঁহার উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহাকেই উর্ব্বী বলে। পৃথিবী জগতের সকল পদার্থ ধারণ করেন বলিয়া ধরা ধরিত্রী ও ধরণী নামে নির্দ্দিষ্টা হইয়াছেন। ধরা, নানাবিধ যাগ কার্য্যের আধার, এই বলিয়া তাঁহার নাম ইজ্যা; খণ্ড প্রলয়ে ক্ষীণা হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম ক্ষৌণী এবং মহাপ্রলয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হন, এজন্য তাঁহার নাম ক্ষিতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পৃথিবী, কশ্যপতনয়া এজন্য তাঁহার নাম কাশ্যপী ও নিশ্চলভাবে অবস্থান করাতে অচলা এবং তিনি বিশ্ব ধারণ করেন বলিয়া বিশ্বম্ভরা ও অসংখ্য-রূপ-সম্পন্না এজন্য অনন্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি পৃথুকন্যা ও বিস্তৃতা বলিয়া পৃথিবীনামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ২২—২৮।

প্রকৃতিখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠবেদবিৎ! অতি মনোহর পৃথিবীর উপাখ্যান বিশেষরূপে শ্রুত হইলাম, এক্ষণে গঙ্গাদেবীর উপাখ্যান বিশদরূপে বর্ণন করুন। বিষ্ণুপদস্থিতা, স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপা, সতী, সুরেশ্বরী গঙ্গা, সরস্বতীর শাপ-প্রভাবে কোন্ যুগে কোন্ ব্যক্তিকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া এবং কাহার প্রার্থনানুসারে কিজন্য ভারতে অবতীর্ণা হইয়াছেন? সেই পুণ্যপ্রদ, পাপবিনাশক, শুভ আখ্যান শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি, তাহা বর্ণন করত অভিলাষ পূর্ণ করুন। নারায়ণ বলিলেন, সূর্য্যবংশ সম্ভূত রাজরাজেশ্বর শোভাশালী সগররাজের দুই পত্নী; একটীর নাম বৈদর্ভী অপরটীর নাম শৈব্যা; তাঁহারা অত্যন্তমনোহারিণী ছিলেন। কালক্রমে সত্যস্বরূপ, সত্যবিষয়াভিলাষী, সত্যবাদী, সত্যানুশীলন-তৎপর, সত্যনিষ্ঠ, অমাত্য প্রভৃতি ষড়্বর্গযুক্ত সত্যযুগসম্ভূত এবং বিচারজ্ঞ রাজার শৈব্যা নামে পত্নী এক কুলবর্দ্ধন মনোহর পুত্র প্রসব করিলেন, তাঁহার নাম অসমঞ্জা। সগররাজের অপর পত্নী বৈদর্ভী, পুত্রকামনায় শঙ্করকে আরাধনা করিতে লাগিলেন, কালক্রমে শিববরে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল, তাহার পরে শতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে অতীত হইলে, বৈদর্ভী একটী মাংসপিণ্ড প্রসব করিলেন এবং তাহা দর্শন করত শিবকে ধ্যান করিয়া পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শম্ভু, ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সেই মাংসপিণ্ড ষষ্টিসহস্র ভাগে বিভক্ত করিলেন; তাহার প্রত্যেক ভাগ হইতে মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এক একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। ১—১০। তাহারা সকলেই কপিল মহর্ষির কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া অচিরাৎ ভস্মসাৎ হইল। রাজা তাহা শ্রবণ করত বহু রোদন করিলেন এবং শোকবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর রাজপুত্র অসমঞ্জা গঙ্গাকে ভূতলে আনয়নের জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন, লক্ষ বৎসরে তপস্যা শেষ হইলে, তিনি কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্; তিনিও গঙ্গা আনয়নজন্য লক্ষবর্ষ তপস্যা করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার পুত্র দিলীপও ভূতলে গঙ্গা আনয়ন করিবার নিমিত্ত লক্ষবৎসর তপস্যা করিয়া লোকান্তরে গমন করিলেন। দিলীপপুত্র মহাভাগ্যশালী বুদ্ধিমান্ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ গুণবান্ ও অজরামর ভগীরথ, গঙ্গানয়নজন্য লক্ষবৎসর তপস্যা করিয়া কোটি সূর্য্যসদৃশ-প্রভাশালী, প্রফুল্লবদন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার দ্বিভুজ, হস্তে মুরলী এবং কিশোর গোপবেশ, তিনি পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বর এবং ভক্তের প্রতি অনুগ্রহের জন্যই তাঁহার শরীর-ধারণ। তিনি স্বেচ্ছাময় পরম ব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপ এবং বিভু। তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও মুনিগণ সকলেই স্তব করিয়া থাকেন। তিনি নির্লিপ্ত সকলকার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ নির্গুণ এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক্, তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত অতএব প্রসন্ন, তিনি ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার বহ্নির ন্যায় শুদ্ধবস্ত্র পরিধান ও তিনি রত্নময় ভূষণে ভূষিত; নৃপতি তাঁহার অনির্ব্বচনীয় রূপরাশি দর্শন করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। ১১—২০। তৎপরে ভগীরথ বংশ-নিস্তারহেতু বাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত হইলেন। তখন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণমাত্র গঙ্গাদেবী তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত তাঁহার অগ্রভাগে

কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিলেন এবং পুলকাঞ্চিত-গাত্রে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ তাঁহার মনোহর রূপ দর্শন করিয়া কহিলেন ;—হে সুরেশ্বরি! ভারতী-শাপে ভারতে গমন করিয়া আমার আজ্ঞানুসারে সগরের পুত্রগণকে পবিত্র কর। তোমার স্পর্শে এবং জলকণবাহী বায়ু-যোগে তাহারা পবিত্র হইয়া দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করত দিব্য রথারোহণে আমার মন্দিরে গমন করিবে এবং জন্ম জন্ম কৃতকর্ম্মজনিত ভোগাদি উল্লঘন করত চির-কাল নিরাময়রূপে পারিষদ্ হইয়া আমার সমীপে অবস্থান করিবে। শ্রুতিতে শ্রুত হইয়াছি যে, মানব-গণের এই ভারতভূমে কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপরাশি, গঙ্গাস্পর্শে ও তাঁহার পবিত্র বাতস্পর্শে বিনষ্ট হয়, গঙ্গাদেবীর দর্শন ও স্পর্শনে পুণ্যচয় দশগুণ বর্দ্ধিত হয়। যে দিন কোনরূপ পবিত্র তিথ্যাদি না থাকে, সেই দিনেও গঙ্গাসলিলে অবগাহন-স্নান করিলে, মানবগণের শতকোটি জন্মার্জ্জিত পাপরাশি এক সময়ে বিনষ্ট হয়, ইহাও শ্রুতিতে অবগত হইয়াছি, যে কোন পাপ এমন কি ব্রহ্মহত্যাদিজনিত পাপচয়, যদি ইচ্ছানুসারে সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং অসংখ্য-জন্মার্জ্জিতও হয়, তথাপি সে সমস্তই গঙ্গা-সলিলে অবগাহন-স্নানে বিনষ্ট হয়। ২১—৩০। হে দেবি! তোমার সলিলে পবিত্র দিবসে স্নান করিলে, যে পুণ্য-রাশি উৎপন্ন হয়, বেদও তাহা বলিতে সক্ষম হন না, কেহ কেহ আগমানুসারে তাহার ফল সামান্যরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণও সকল বলিতে পারেন না। হে সুন্দরি! সামান্য দিবসেও স্নান করিতে যে সঙ্কল্প করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর। গঙ্গাসলিলে মৌষল স্নান অর্থাৎ অবগাহন-স্নানে, দশগুণ পুণ্য সঞ্চিত হয়, এবং সংক্রান্তিতে স্নান করিলে, তাহা হইতে ত্রিশগুণ পুণ্য হয়, অমাবস্যাতে স্নান করিলে সংক্রান্তি-স্নানের সমান ফল হয়, দক্ষিণা-য়ন সংক্রান্তিতে তাহা হইতে দ্বিগুণ ফল হয় ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে স্নান করিলে, দক্ষিণায়ন-স্নান অপেক্ষা মানবগণের দশগুণ পুণ্য সঞ্চিত হয়। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে ও পূর্ণিমাতে স্নান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়, এবং অক্ষয়াতে স্নান করিলে যে অতুল্য ফল হয়, বেদেও তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত দিবসে স্নান ও দান করিলে অসংখ্য ফল ও পুণ্য-লাভ হয়। সামান্য দিনে স্নান ও দান করিলে শতগুণ ফল লাভ হয়। হে দেবকুলেশ্বরি! মন্বন্তরা, যুগাদ্যা, মাঘী সপ্তমী, ভীষ্মাষ্টমী, অশোকাষ্টমী ও রামনবমী প্রভৃতি তিথিতে স্নান ও দান করিলেও তদ্রূপ ফললাভ হইয়া থাকে। নন্দাতে স্নান ও দান করিলে, তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ পুণ্য হয়, এবং দশহরা দশমীতে নন্দা স্নানের সমান ফল হয়, এবং বারুণীতে স্নান ও দানাদি করিলেও নন্দার সমান ফল হয়, মহাবারুণীতে স্নান করিলে তাহা হইতে চতুর্গুণ ফল হয়, এবং মহা মহা বারুণীতে তাহা হইতেও চতুর্গুণ ফল লাভ হয়। সামান্যতঃ গঙ্গাস্নানে যেরূপ পুণ্য সঞ্চিত হয়, চন্দ্রগ্রহণ-কালে স্নান করিলে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ ফললাভ হয়। সূর্য্যগ্রহণে তাহা অপেক্ষাও দশগুণ ফললাভ হয়। ৩১—৪১। অর্দ্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান করিলে সূর্য্য-গ্রহণে স্নান অপেক্ষা শতগুণ ফললাভ হয়, গঙ্গাস্নানে সকলেরই এক একটী সঙ্কল্প আছে; কিন্তু বৈষ্ণব-দিগের তাহার বিপরীত। বৈষ্ণবগণের ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহারা জীবন্মুক্ত, তাহারা সকল কার্য্যেই আমার প্রীতি ও ভক্তি কামনা করিয়া থকে। গুরুমুখ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র, যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, বেদ তাহাকে জীবন্মুক্ত এবং বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া থাকেন। মানব-গণের বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণমাত্র পিতৃপক্ষীয় পূর্ব্ব শত পুরুষ এবং মাতামহপক্ষীয় শতপুরুষ, মাতা, মাতামহী, ভগিনী, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, মাতুল, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, গুরু-পত্নী, গুরুপুত্র, জ্ঞানদাতা, গুরুসহচারী মিত্র ভৃত্য শিষ্য ও আশ্রম-নিকটবর্ত্তী প্রজা প্রভৃতি সকলেই নিজের সহিত উদ্ধার হয়, এবং বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণমাত্রে মানব জীবন্মুক্ত হয়। সেই বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণকারী মানবের স্পর্শে ভারতে তীর্থ সকল পবিত্র হয় এবং স্বয়ং ভারতও পবিত্র হয়, তাহার পদরজঃ স্পর্শে বসুন্ধরা নিয়ত পবিত্রা হন। বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ-ব্যক্তির পাদোদক-সিক্ত স্থান তীর্থতুল্য হয়। বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাতুল্য এবং জল মূত্রসদৃশ। নিবেদিত বস্তুভোজী বৈষ্ণব-গণ তাহা ভক্ষণ করেন না। ৪১—৫৩। যে মানব বিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন প্রতিদিন ভোজন করে, তাহার স্পর্শমাত্রেই সকল তীর্থ পবিত্র হয়। যে মানবগণ বিষ্ণুর পবিত্র পাদোদক নিত্য ভক্ষণ করে, তাহাদের পাপরাশি, গরুড়ের সমীপ হইতে সর্পকুলের ন্যায় দূরে পলায়ন করে। তাহাদের দর্শনমাত্রে ত্রিভুবন পবিত্র হয়, এবং বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র তাহাদিগকে নিয়ত রক্ষা করেন। যে মানবগণ; আমার গুণ-শ্রবণে পুলকিত-কলেবর, সগদ্গদ ও সাশ্রুনেত্র হয়, তাহারাই জগতে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তিগণের আমাতে পুত্র হইতেও অধিক স্নেহ হয়, এবং যাহারা গৃহাদি সকল বস্তুই

আমাতে অর্পণ করে, তাহারাই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ ব্রহ্মা অবধি স্তম্বপর্য্যন্ত নিখিল চরাচর সকলই আমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং আমি সকলের আত্মার ঈশ্বরের স্বরূপ, ইহাই জ্ঞান করিয়া থাকে। অসংখ্যকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সকলেই প্রলয়কালে আমাতে লীন হন, ইহা যাহারা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে, তাহারাই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। ভক্তানুগ্রহে তেজোময় দেহধারী স্বেচ্ছাময় নির্গুণ নিশ্চেষ্ট প্রকৃতি হইতে পৃথক্, এবং প্রাকৃতিক সমস্তই আমা হইতে আবির্ভূত, আমাতেই তিরোহিত হয়, ইহাই যাহারা বিশেষরূপে অবগত আছে, হে দেবি! তাহারাই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাত হয়। শ্রীকৃষ্ণ, গঙ্গা ও ভগীরথসমীপে এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, দেবী ত্রিপথগামিনী ভক্তিবিনম্রমস্তকে ভগবান্‌কে বলিতে লাগিলেন,—নাথ! ভারতীশাপে এবং তোমার আজ্ঞানুসারে ও রাজকুলতিলক ভগীরথের তপস্যাতে যদি ভারতেই অবতরণ করিতে হয়, তাহা হইলে পাপিগণ যে কোনরূপ পাপ হউক না কেন, আমাতেই অর্পণ করিবে। কিন্তু তাহা হইতে কিরূপে মুক্তি-লাভ করিব? প্রভো! তাহাই আমাকে উপদেশ করুন। হে সর্বেশ! আমাকে কত কাল ভারতে অবস্থান করিতে হইবে? এবং কোন্ সময়ে পুনর্ব্বার আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিতে পারিব? হে সর্ব্ববিৎ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলের অন্তরাত্ম-স্বরূপ; অতএব আমার বাঞ্ছিত বিষয় সকল আপনি জানেন, প্রভো! এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সুরেশ্বরি। গঙ্গে! তোমার বাঞ্ছিত বিষয় সকল আমি জানি, এই রুদ্ররূপ লবণসমুদ্র তোমার পতি হইবে। সেই লবণসমুদ্র আমার অংশ-স্বরূপ, তুমিও লক্ষ্মীস্বরূপা; অতএব বিদগ্ধনায়কসহ বিদগ্ধ নায়িকা-সঙ্গম অতি গুণশালী হইবে। ভারতে ভারতী প্রভৃতি যে সমস্ত নদী আছে, তাহাদের অপেক্ষা তোমার সহিত সঙ্গমে লবণসমুদ্রের অধিকতর প্রীতি হইবে। দেবেশি! ভারতীশাপে অদ্যাবধি কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারত ভূমিতে তোমাকে অবস্থান করিতে হইবে। তুমি সমুদ্রসহ সুরত-ক্রীড়ায় নিয়ত রত থাকিবে, তুমি রসিকা অতএব সেই সুরসিক নাগর সমুদ্রসহ নিয়ত মিলিতা হইবে। ভারতবাসী মানবগণ তোমাকে ভগীরথকৃত স্তবদ্বারা স্তব করিবে ও ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। ৫৪—৭০। কৌথুমশাখোক্তধ্যানের দ্বারা তোমার ধ্যান করত যে ব্যক্তি নিয়ত পূজা স্তব ও প্রণামাদি করিবে, সেই মহাত্মার অশ্বমেধসদৃশ ফললাভ হইবে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কোন ব্যক্তি যদি শতযোজন দূরে অবস্থান করিয়াও, গঙ্গা গঙ্গা এই কথা বলে, তাহা হইলে সে নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করত বিষ্ণুলোকে গমনে করে। সহস্র সহস্র পাপীদিগের স্নানে তোমার যে পাপচয় সঞ্চিত হইবে, তাহা একমাত্র আমার ভক্তের দর্শনেই বিনষ্ট হইবে। সহস্র সহস্র পাপীদিগের শবস্পর্শে তোমার যে পাপ সঞ্চিত হইবে, আমার মন্ত্রোপাসক ব্যক্তিগণের স্নানেই সে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে। গঙ্গে! যে যে স্থানে আমার নাম ও গুণ কীর্ত্তন হইবে, সেই স্থানেই তুমি পাপবিমোচনের নিমিত্ত সরস্বতী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নদীগণ-সহ নিয়ত অবস্থান করিবে; যে স্থানে আমার গুণ কীর্ত্তন হইবে, সে স্থান সদ্য তীর্থরূপে পরিণত হইবে। সেই স্থানের রেণু স্পর্শ করত পাপিগণ পবিত্র হইয়া রেণু-পরিমিত বর্ষ বৈকুণ্ঠধামে অবস্থান করিবে। যাহারা সজ্ঞান-অবস্থায় ভক্তিপূর্ব্বক আমার নাম স্মরণ করত তোমাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তাহারা বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া চিরকাল হরির পারিষদশ্রেষ্ঠ হইয়া অব-স্থান করিবে; এবং তাহারাই অসংখ্য প্রাকৃতিক লয় দর্শন করিবে। বহু পুণ্যবলে তাহার শবদেহ তোমাতে বিন্যস্ত হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহার অস্থিচয় তোমার সলিলে থাকিবে, ততকাল সে বৈকুণ্ঠধামেই বাস করিবে, তৎপরে আমি কায়ব্যূহ করত তাহাকে স্বকর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করাইয়া সারূপ্য মুক্তি প্রদান করি এবং আমার পারিষদ্ করিয়া থাকি। ৭১—৮১। যদি কেহ অজ্ঞানেও তোমার সলিল স্পর্শ করত প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাকেও সারূপ্য মুক্তি প্রদান করিয়া আমার পারিষদরূপে গ্রহণ করি। অথবা যদি কেহ অন্যত্রও তোমার নাম স্মরণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাকেও সারূপ্য মুক্তি প্রদান করি এবং সে আমাতেই অসংখ্য প্রলয়কাল পর্য্যন্ত লীন থাকে। যদি কোন ব্যক্তি গঙ্গা-ভিন্ন স্থানেও আমার নাম স্মরণপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাকে ব্রহ্মার বয়ঃকাল পর্য্যন্ত সালোক্য মুক্তি প্রদান করি। আমার মন্ত্রোপাসক ও নৈবেদ্যভোজী ব্যক্তিগণের তীর্থ-মৃত্যু, বা তীর্থ ভিন্ন স্থানে মৃত্যু,—ইহাতে কোন বিশেষ নাই, তাহারা অবলীলাক্রমে ত্রিভুবন পবিত্র করিতে পারে এবং রত্নেন্দ্রসারভূত দিব্য রথারূঢ় হইয়া গোলোকে গমন করিয়া থাকে। আমার ভক্তের যে সকল বান্ধব-গণ, তাহারা অত্যন্ত পুণ্যবান্; অতএব তাহারাও রত্ন-ময় যানে আরোহণ করিয়া দুর্লভ গোলোক ধামে গমন

করিয়া থাকে। সতি! আমার ভক্তসমীপে যে কোন স্থানে হউন না কেন, যাহারা সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহারা পবিত্র হইয়া জীবন্মুক্ত হয় গঙ্গাকে এই কথা বলিয়া শ্রীহরি ভগীরথকে বলিলেন, গঙ্গাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব কর, এবং সম্প্রতি বিধিক্রমে পূজাদিও সম্পন্ন কর। ভগীরথ ভগবানের আজ্ঞানুসারে কৌথুমশাখোক্ত ধ্যান ও স্তোত্রদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গার পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন। তাহার পর ভগীরথ ও গঙ্গা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলে পর কৃষ্ণ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ৮২—৯১। নারদ বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠবেদবিৎ! রাজা ভগীরথ কোন্ ধ্যান, স্তব ও পূজাবিধি-অনুসারে তাঁহার পূজাদি করিলেন, তাহাই বিশেষরূপে বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, মানবগণ স্নান করত নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিবে, তৎপরে ধৌতবস্ত্র পরিধান করিয়া সংযতভাবে ভক্তিপূর্ব্বক গণেশাদি ছয় দেবতাকে পূজা করিবে। গণেশ সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা এই ছয় দেবতার পূজা করিলে প্রকৃত কার্য্যে অধিকারী হইবে। মানবগণ বিঘ্ননাশের নিমিত্ত গণেশকে, পাপনাশের নিমিত্ত সূর্য্যকে, আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত অগ্নিকে এবং মুক্তির নিমিত্ত বিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শিবকে জ্ঞানের নিমিত্ত ও শিবাকে বুদ্ধিবৃদ্ধির নিমিত্ত পূজা করিয়া তাহা লাভ করে; কিন্তু তাহার অন্যথা করিলে বিপরীত ফললাভ হয়। হে নারদ! তুমি কৌথুমোক্ত সর্ব্ব-পাপ প্রণাশন সেই ধ্যান যথার্থরূপে শ্রবণ কর। ৯২—৯৭। দেবী গঙ্গা শ্বেত-চম্পক-বর্ণা, পাপনাশিনী, শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে উদ্ভূতা এবং কৃষ্ণতুল্যা। তিনি পরমা সতী, তাঁহার বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান। তিনি রত্নময় ভূষণে-ভূষিতা, শরৎকালীন শত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গের জ্যোতিঃ। তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্য-যুক্ত এবং প্রসন্ন। তিনি নিরন্তর স্থিরযৌবনা, নারায়ণের প্রিয়তমা, শান্তস্বভাবা ও সৌভাগ্যশালিনী। তিনি কবরীভারে এবং গলদেশে মালতীমালা ধারণ করিয়াছেন। তিনি চন্দনবিন্দুর সহিত সিন্দুরবিন্দু ধারণ করত অতি মনোহারিণী হইয়াছেন; নানা চিত্রময় কস্তূরীপত্র তাঁহার গণ্ডদেশে শোভা পাইতেছে। তাঁহার ওষ্ঠপুট পক্কবিম্ব-বিনিন্দিত, অতএব মনোহর। দন্তপঙ্ক্তি মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় মনোহর শোভাসম্পন্ন। তাঁহার সুচারু বক্র নয়নযুগল সকটাক্ষ এবং অতিমনোরম। স্তনদ্বয় কঠিন শ্রীফলসদৃশ, তাহাতে বিচিত্র পত্রাবলি বিরচিত; তাঁহার উরুযুগল সুগঠন এবং রম্ভা-তরু-বিনিন্দিত — পদযুগল স্থলপদ্মের প্রভার ন্যায় উৎকৃষ্ট শোভাশালী। সেই পদযুগল রত্নময় পাদযুগল কুঙ্কুম ও অলক্ত দ্বারা বিভূষিত;—বোধ হয়, যেন তাহা ইন্দ্রের মস্তকস্থিত মন্দার-কুসুমের মকরন্দ-কণাদ্বারা অরুণ বর্ণ হইয়াছে। সুরসিদ্ধ ও মুনীন্দ্রগণের প্রদত্ত অর্ঘ্যযুক্ত, তপস্বিগণের মস্তকরূপ ভ্রমণ-শ্রেণীদ্বারা সুশোভিত, দেবীর অমূল্য পদযুগল মুমুক্ষুদিগের মুক্তি প্রদান করে এবং কামীদিগের স্বর্গভোগ প্রদান করে। দেবী স্বয়ং শ্রেষ্ঠা ও বর দান করিয়া থাকেন। তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ দায়ার্দ্রচিত্তা। তিনি বিষ্ণুপদ প্রদান করেন ও স্বশং বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, অতএব তাঁহাকে আমি ভজনা করি। ৯৮—১০৮। হে ব্রহ্মন্! এই ধ্যানদ্বারা দেবী ত্রিপথগার ধ্যান করত ষোড়শোপচার প্রদান করিয়া পূজা করিতে হয়! আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য তাম্বূল, শীতল জল, বসন ভূষণ, মাল্য, গন্ধ, আচমনীয় মনোহর শয্যা এই ষোড়শ উপচার দেবীকে প্রদান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক করযোড়ে প্রণাম করিবে; এইরূপ নিয়মানুসারে ভাগীরথীর পূজা করিলে, মানবগণের অশ্বমেধ-সম ফল লাভ হয়। হে নারদ! পাপঘ্ন ও পুণ্যপ্রদ কৌথুমোক্ত গঙ্গা-স্তোত্র সম্বন্ধে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উক্তি-প্রত্যুক্তি যাহা হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মা বলিলেন, হে জগৎপ্রভো লক্ষ্মীকান্ত! পাপবিনাশক পুণ্যের কারণভূত বিষ্ণুপদী গঙ্গার স্তব শুনিতে আমার বাসনা হইয়াছে, অতএব তাহা কীর্ত্তন করুন। নারায়ণ বলিলেন, শিব-সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণের এবং রাধিকার অঙ্গ দ্রবীভূত হইয়াছিল; তাহা হইতে উদ্ভূতা গঙ্গাকে আমি করযোড়ে প্রণিপাত করিতেছি। সৃষ্টির আদিতে শিবসমীপে গোলোকে রাসমণ্ডলে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, সেই গঙ্গাকে আমি প্রণিপাত করি। গোপ-গোপীগণে পরিব্যাপ্ত মনোহর রাধিকা-মহোৎসবে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যাঁহার আবির্ভাব হয়, আমি সেই গঙ্গাকে প্রণিপাত করি। যিনি কোটিযোজন বিস্তীর্ণ এবং দৈর্ঘ্যে তাহার লক্ষগুণ, এইরূপে গোলোকধাম বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, আমি সেই গঙ্গাকে প্রণাম করি। যিনি ষষ্টিলক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার চতুর্গুণ, এইরূপে বৈকুণ্ঠ মকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন, সেই গঙ্গাকে আমি প্রণাম করি। যিনি বিংশতিলক্ষযোজনবিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার চতুর্গুণ, এইরূপে ব্রহ্মলোক বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম করি। ১০৯—১২০। যাঁহার বিস্তার ত্রিংশৎ-

লক্ষযোজন, দৈর্ঘ্য তাহার পঞ্চগুণ, যাঁহার এইরূপ বিস্তারে শিবলোক বেষ্টিত; সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার বিস্তার রজুযোজন পর্য্যন্ত ও দৈর্ঘ্য তাহার দশগুণ, যিনি এইরূপে ইন্দ্রলোকে মন্দাকিনী, সেই সুরোধুনী গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণিপাত করি। যিনি লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার সপ্তগুণ, যাঁহার এই বিস্তীর্ণতায় ধ্রুবলোক আবৃত, সেই বিশ্বপাবনী দেবী গঙ্গাকে আমি প্রণাম করি। যিনি লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার ছয় গুণ, যাঁহার এই বিস্তারে চন্দ্রলোক আবৃত, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণিপাত করি। যিনি ষষ্টিসহস্রযোজনবিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার দশ-গুণ, যাঁহার এই বিস্তীর্ণতায় সূর্য্যলোক আবৃত, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার বিস্তার লক্ষযোজন ও দৈর্ঘ্য তাহার ছয়গুণ, যাঁহার এইরূপ বিস্তারে সত্যলোক আবৃত, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম করি। যিনি দশ লক্ষ যোজন বিস্তৃত ও দৈর্ঘ্যে তাহার পঞ্চগুণ, যিনি এইরূপে তপোলোক আবরণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি নমস্কার করি। যিনি শতযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে সপ্তগুণ, এইরূপে যিনি জনলোক আবৃত করিয়া রহিয়াছেন, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার বিস্তার সহস্রযোজন ও দৈর্ঘ্য তাহার সপ্তগুণ, যাঁহার এইরূপ বিস্তীর্ণতায় কৈলাস-পর্ব্বত আবৃত, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম করি। ১২১—১৩০। যিনি পাতালে ভোগবতী নামে বিখ্যাত এবং দশযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার দশগুণ, আমি সেই গঙ্গাদেবীকে প্রণিপাত করি। যিনি পৃথিবীতলে ক্রোশৈকমাত্র বিস্তীর্ণা—কোন স্থানেই তাহা অপেক্ষা ক্ষীণা নহেন এবং অলকনন্দা নামে বিখ্যাত, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণিপাত করি। যিনি সত্যযুগে ক্ষীরবর্ণা, ত্রেতাতে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রা, দ্বাপরে চন্দনের ন্যায় আভাযুক্তা সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম করি। যিনি কলিযুগে পৃথিবীতলে জল-প্রবাহ-ময়ী, অন্যত্র অন্যরূপা, স্বর্গে ক্ষীরের ন্যায় আভাযুক্তা, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। পুরাণ ও শ্রুতিতে যাঁহার অতুল-প্রভাব শ্রুত হইয়াছি এবং যিনি পাপহারিণী ও পুণ্যদায়িনী, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণিপাত করি। হে পিতামহ! যাঁহার কণিকামাত্র জলস্পর্শেও পাপীদিগের ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কোটিজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম করি। হে ব্রহ্মন্! এক-বিংশতিশ্লোকদ্বারা বর্ণিত গঙ্গা-স্তব তোমাকে বলিলাম; এই স্তব পুণ্যের বীজস্বরূপ এবং পাপঘ্ন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর অর্চ্চনা করত এই স্তব পাঠ করে, সে নিত্য অশ্বমেধতুল্য ফল লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং অপুত্র ব্যক্তির পুত্র-লাভ হয়, ভার্য্যাশূন্য ব্যক্তি মনোরমা ভার্য্যা প্রাপ্ত হয়, রোগী রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে ও বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, কীর্ত্তিশূন্য জনের কীর্ত্তি-বিস্তার হয় এবং মূর্খ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রাতরুত্থান-সময়ে এই শুভজনক গঙ্গাস্তব পাঠ করে, তাহার দুঃস্বপ্ন শুভ ফল প্রদান করে এবং গঙ্গাস্নান-তুল্য ফললাভ হয়। ১৩১—১৪০।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গঙ্গাস্তব সম্পূর্ণ।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! ভগীরথ, স্তুতিদ্বারা গঙ্গাদেবীর স্তব করত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া যে স্থানে সগরসন্তানগণ কপিল-শাপানলে ভস্মীভূত হইয়াছে, সেই স্থানে গমন করিলেন। সেই সগর-সন্তানগণ গঙ্গার বায়ুস্পর্শেই উদ্ধার হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল। দেবী ত্রিপথগাকে ভগীরথ পৃথিবীতলে আনয়ন করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নাম ভাগীরথী হইয়াছে। পুণ্যপ্রদ এবং মোক্ষপ্রদ, এই গঙ্গো-পাখ্যান সম্পূর্ণরূপে তোমাকে বলিলাম। পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে তোমার অভিলাষ? নারদ বলিলেন, ভগবন্! যখন শিব-সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্রবীভূত হইলেন এবং তাহাতে দেবী রাধিকাও দ্রবীভূতা হইলেন, তখন কিরূপ হইয়াছিল, এবং যাঁহারা যাঁহারা তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই বা তখন কি করিলেন। ইহার সমস্ত বিষয় সবিস্তারে আমাকে বলুন। ১৪১—১৪৫। নারায়ণ বলিলেন, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রাধা-মহোৎসবে রাস-মণ্ডলে কৃষ্ণ স্বয়ং রাধিকাকে পূজা করত সুখে অব-স্থান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ দেবীকে পূজা করিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি ঋষিগণ সকলেই হৃষ্টান্তঃ-করণে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে দেবী সরস্বতী বীণাদ্বারা সুমধুর-তানে মনোহর কৃষ্ণ-গুণ গান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা গীত-শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া রত্নেন্দ্র-সারনির্ম্মিত শিরঃস্থিত মণীন্দ্রশ্রেষ্ঠ এবং নিখিল ভূমণ্ডলে দুর্লভ হার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ সকল রত্ন হইতে শ্রেষ্ঠ কৌস্তভ মণি প্রদান করিলেন, রাধিকা অমূল্যরত্ন-নির্ম্মিত হার প্রদান করিলেন এবং ভগবান্ নারায়ণ মনোহর বনমালা ও লক্ষ্মী অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মকরা-

কৃতি কুণ্ডল প্রদান করিলেন। ১৪৬—১৫১। নারায়ণী ঈশানী ভগবতী মূলপ্রকৃতি বিষ্ণুমায়াস্বরূপা দুর্গা সুদুর্লভ বিষ্ণুভক্তি প্রদান করিলেন। ধর্ম্মদেব ধর্ম্ম, যশ ও বিপুল ধর্ম্মবুদ্ধি প্রদান করিলেন। অগ্নিদেব বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ বস্ত্র প্রদান করিলেন ও বায়ু মণি নূপুর প্রদান করিলেন। এই সময়ে শম্ভু ব্রহ্মার অনুরোধে রাসোল্লাসযুক্ত মনোহর কৃষ্ণ-সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গীতশ্রবণে সুরগণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় রহিলেন, ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করত কেবলমাত্র রাসমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই রাসমণ্ডল-স্থান জলাকীর্ণ ও রাধা-কৃষ্ণবিহীন। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া গোপ-গোপীগণ, সুরগণ ও দ্বিজগণ, সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, কৃষ্ণ রাধিকাসহ দ্রবীভূত হইয়াছেন,—এবং এই কার্য্য কৃষ্ণের অভিমত। তাহার পর ব্রহ্মাদি দেবগণ, সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত বলিতে লাগিলেন, প্রভো! আপনি আমাদের অভিমত স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করান। তাঁহারা এই কথা বলিলে সে সময়ে একটী আকাশবাণী হইল; সেই মধুর সুব্যক্ত বাক্য তাঁহারা সকলেই শুনিতে পাইলেন; হে দেবগণ! আমি সকলের পরমাত্মা-স্বরূপ এবং এই ভক্তানুগ্রহরূপিণী রাধিকা শক্তিস্বরূপিণী, অতএব আমাদের শরীরধারণে প্রয়োজন কি? মনু, মানব, মুনি ও বৈষ্ণব সকলেই আমার মন্ত্রবলে পবিত্র হইয়া আমার দর্শনের নিমিত্ত মদীয় স্থানে "গোলোকে" আগমন করিতে পারিবে।১৫২—১৬১। হে সুরেশ্বরগণ! তোমরা যদি আমার মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়া থাক, তাহা হইলে শম্ভু আমার একটী বাক্য প্রতিপালন করুন। হে ব্রহ্মন্! তুমি স্বয়ং বিধাতা, অতএব জগদ্‌গুরুকে শাস্ত্রবিশেষ ও মনোহর বেদাঙ্গ প্রণয় করিতে অনুমতি কর; যেন সেই শাস্ত্র বিবিধ অভিলষিত বস্তু প্রদান করে, এবং অপূর্ব্ব মন্ত্রাদিযুক্ত ও পূজাবিধি ক্রম স্তব ধ্যান ও কবচাদি-যুক্ত হয়। আমার মন্ত্র কবচ ও ধ্যান তুমি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে এবং যাহাতে আমার ভক্তবৃন্দ তাহা হইতে বিমুখ না হয়, তাহাই করিবে! শত কি সহস্র জনের মধ্যে একজন আমার মন্ত্রোপাসক হইবে সেই ভক্তগণই আমার মন্ত্রবলে পবিত্র হইয়া আমার সমীপে আগমন করিবে। তদ্ভিন্ন যদি সকলেই গোলোক-বাসী হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডেই সমস্ত নিষ্ফল হইবে। এই সংসারে পাঁচপ্রকার লোকের বাস; তাহার মধ্যে কেহ পৃথিবীতলে বাস করে, কেহ বা স্বর্গে বাস করে, কেহ পাতালে এবং কেহ ব্রহ্মলোকে বাস করে, কেহ বা বৈষ্ণব ও কেহ বা মদীয় লোক গোলোকে বাস করে। আবার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বিধান করিবে কি না তাহাই এই দেবসভায় প্রতিজ্ঞা কর—তাহা হইলেই আমার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। ১৬২—১৭০। ভগবানের এই আকাশবাণী শ্রবণ করত জগৎপতি ব্রহ্মা হৃষ্টান্তঃকরণে শিবকে বলিলেন। জ্ঞানেশ্বর এবং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শিব ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গাবারি হস্তে করত তাহাই স্বীকার করিলেন যে, আমি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতি-পালনের নিমিত্ত বিষ্ণুমায়াদি এবং মন্ত্রাদিযুক্ত বেদের সারভূত উত্তম শাস্ত্র প্রণয়ন করিব। কোন ব্যক্তি গঙ্গাসলিল স্পর্শ করিয়া যদি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে ব্রহ্মার বয়ঃকালপর্য্যন্ত কালসূত্র নামে নরক ভোগ করে। হে ব্রহ্মন্! শঙ্কর গোলোকে সুরসভায় এই কথা বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পরমানন্দে পুনর্ব্বার উৎসব আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে ভগবান্ শম্ভু শাস্ত্র-দীপ প্রকাশ করিলেন; এইরূপ সুগোপ্য দুর্লভ সমস্ত বিষয় বলিলাম। রাধাকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূতা দ্রবরূপা গঙ্গাই গোলোক হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, তিনি ভক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী। পরমাত্মা কৃষ্ণ তাঁহাকে স্থানে স্থানে স্থাপন করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপা ও ব্রহ্মাণ্ডপূজিতা। ১৭১।১৭৯।

প্রকৃতিখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে মহাভাগ্যশালিনী, সুরেশ্বরী গঙ্গা কোথায় গমন করিবেন, তাহাই আমাকে বিশদরূপে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, গঙ্গা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে এবং সরস্বতীশাপে ভারতে অবতীর্ণা হইয়া, শাপান্তে পুনর্ব্বার সেই বৈকুণ্ঠ ধামেই গমন করিবেন। হে নারদ! ভারতীও শাপাবসানে হরির ভবনে গমন করিবেন। গঙ্গা ও পদ্মা—ইহাঁরা উভয়েই শাপান্তে হরিধাম-বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। হে ব্রহ্মন্! গঙ্গা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী, হরির এই তিন ভার্য্যা; কিন্তু তুলসীও চতুর্থী ভার্য্যা বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। নারদ বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! গঙ্গাদেবী কিরূপে

নারায়ণের প্রিয়তমা পত্নী হইলেন, তাহাই আমাকে বিশেষরূপে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, গঙ্গা রাধাকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূতা দ্রবরূপিণী। পূর্ব্বে গোলোকে তাঁহার উদ্ভব হয়; তিনি রাধাকৃষ্ণের অংশভূতা; অতএব তাঁহাদের স্বরূপা। যিনি দ্রবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও ভূতলে অনুপম-রূপশালিনী, যিনি নবযৌবনসম্পন্না ও রত্নময়ভূষণে বিভূষিতা, যাঁহার শরৎকালীন মধ্যাহ্ন-বিকসিত পদ্মের ন্যায় বদনমণ্ডল, যিনি অতি মনোহারিণী, যিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও শতচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, যাঁহার প্রভা অতি স্নিগ্ধরূপা ও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা, যাঁহার উরুযুগল স্থূল অথচ কঠিন, নিতম্বদ্বয় অতি মনোহর, যাঁহার স্তনদ্বয় ঈষৎ স্থূল, উন্নত এবং কঠিন ও সুবর্ত্তুল, যাঁহার নেত্রযুগল মনোহর কটাক্ষ-যুক্ত অতএব কিছু বঙ্কিম। যিনি মালতী মাল্যযুক্ত বক্র কবরীভার ধারণ করিয়াছেন ও চন্দনবিন্দুর সহিত সিন্দুরবিন্দু ধারণ করিয়াছেন; যাঁহার গণ্ডযুগল মনোহর কস্তূরী-পত্রযুক্ত এবং অধরোষ্ঠ বন্ধুককুসুমের ন্যায় আরক্তিম, অতএব সুন্দর;—যাঁহার দন্তপঙ্ক্তি পক্ব দাড়িম্ববীজের আভার ন্যায় সমুজ্জ্বল, যিনি বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ ও নীবীযুক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, সেই দেবী গঙ্গা সকামা হইয়া বস্ত্রদ্বারা নিজ-মুখ আচ্ছাদন ও স্বীয় নয়নযুগলে কৃষ্ণমুখ আচ্ছাদন করত তাঁহার বামপার্শ্বে সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি নির্নিমেষ নেত্রযুগলে কৃষ্ণবদন-সুধা নিরন্তর পান করিতে লাগিলেন; তিনি নিরন্তর হাস্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল, অভিনব সঙ্গমাভিলাষে তাঁহার ঐরূপে অবস্থান হইল। তিনি প্রভুর রূপপ্রভাবে রোম-ক্ষিত-শরীরে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন, এই অবকাশে রাধিকা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার সঙ্গে ত্রিংশৎকোটি গোপী, তিনি কোটিচন্দ্রসম প্রভাশালিনী। কোপে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তপদ্মের ন্যায় হইল, নয়নযুগল রক্ত-পঙ্কজসদৃশ অতি রক্তিমায় পরিপূর্ণ হইল। সেই শ্বেত-চম্পক-সদৃশ গৌরাঙ্গী গজেন্দ্রতুল্য মন্দগামিনী রাধিকা, অমূল্য রত্ননির্ম্মিত নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া এবং অমূল্য রত্নখচিত বহ্নিশুদ্ধ নীবীযুক্ত অমূল্য পীতবসনযুগল পরিধান করত স্থলপদ্ম-প্রভাহারী কোমল সুরঞ্জিত এবং কৃষ্ণপ্রদত্ত অর্ঘ্যযুক্ত পদাম্বুজ মৃদু বিন্যাসপূর্ব্বক সারভূত রত্ননির্ম্মিত বিমান হইতে অবরোহণ করিলেন। সখীগণ শ্বেতচামর ব্যজন করত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। তিনি সীমন্তের অধোভাগে—উজ্জ্বল ললাটমধ্যে কস্তূরী-বিন্দুযুক্ত এবং প্রদীপ্ত দীপপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বল ও মনোহর সিন্দুরবিন্দু ধারণ করিয়াছিলেন, রোষভরে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে পারিজাত কুসুমের মাল্যযুক্ত সুবঙ্কিম মনোহর কবরীভার ও মনোহর নাসিকাসহ ওষ্ঠও কম্পিত হইতে লাগিল। ১—২৪। তিনি যাইয়া কৃষ্ণপার্শ্বে সেই শ্রেষ্ঠ রত্নসিংহাসনেই উপবেশন করিলেন, তাঁহার সখীকুল কৃষ্ণসভা পরিপূর্ণ করিল। কৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন করত আসন হইতে উঠিয়া সাদরে এবং অত্যন্ত সসম্ভ্রমচিত্তে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিলেন। গোপগণও ত্রস্ত হইয়া নতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; এবং গঙ্গাও ভীতা হইয়া আসন হইতে উত্থান করত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন ও বিনয়পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু ভয়ে তাঁহার কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইল; তিনি অতি ত্রস্তভাবে ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাপন্না হইলেন। গঙ্গা ভীতা হইয়াছেন জানিতে পারিয়া কৃষ্ণ, দেবীর চিন্তাবশে তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করত তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন; তাহার পর জগৎপ্রভুর বলে তিনি স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৫—৩০। ক্ষণকাল পরে গঙ্গাদেবী ঊর্দ্ধে সিংহাসনে উপবিষ্টা ব্রহ্ম-তেজে উজ্জ্বলিতা রাধিকাকে দেখিলেন,—তিনি সুস্নিগ্ধা ও সুখদৃশ্যা হইয়াছেন। তিনি অসংখ্য ব্রহ্ম-সৃষ্টির আদিভূতা সনাতনী, তিনি দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার ন্যায় নবযৌবনসম্পন্না। দেবী রাধা এই নিখিল বিশ্বে রূপ ও গুণে অনুপমা, শান্তস্বভাবা, কমনীয়া, অনন্ত-রূপিণী এবং আদি-অন্তরহিতা। তিনি মঙ্গলময়ী সুভদ্রা ও সৌভাগ্যশালিনী এবং পতিসুভগা। তিনি সৌন্দর্য্যে সুন্দরীগণের মধ্যে প্রধানা সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাতা। তিনি কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী, তেজে বয়সে ও লাবণ্যে কৃষ্ণতুল্যা, তাঁহাকে মহালক্ষ্মীশ্বর মহালক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিয়াছেন। তিনি প্রভাশালিনী, অতএব তদীয় প্রভায় ভগবানের সভাস্থল যেন ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইল। তিনি অন্যের দুষ্প্রাপ্য সখীদত্ত তাম্বূল নিরন্তর ভক্ষণ করিতেছেন। তিনি নিত্যরূপিণী ধন্যা মাননীয়া ও মানিনী। তিনি কৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী ও তাঁহার প্রাণের প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীস্বরূপা। সুরেশ্বরী গঙ্গা এইরূপ রাসেশ্বরীকে দর্শন করত তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া যেন নির্নিমেষ নেত্রযুগলে তাঁহার রূপরাশি পান করিতে লাগিলেন

হে মুনে! এই সময়ে রাধা বিনীতভাবে মধুর বাক্যে জগদীশকে বলিলেন, প্রাণেশ! তোমার মুখকমল সতত নিরীক্ষণ করত কামপরবশা হইয়া আরক্তলোচনে তোমার পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে এ কল্যাণী কে? তোমার রূপ দর্শন করত রোমাঞ্চিত-কলেবরে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইতেছে এবং বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করত তোমাকেই পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতেছে। ৩১—৪১। তুমিও ইহাকে দর্শন করিয়া সকাম ও সস্মিত হইয়াছ, কিন্তু আমি গোলোকে বিদ্যমান থাকিতেই তোমার দুর্ব্বৃত্ততা হইয়াছে, তুমি বার বার এইরূপ দুর্ব্বৃত্তাচরণ কর, কিন্তু আমি স্ত্রীজাতি আমার মন অতি সরল, অতএব প্রেমে সব ক্ষমা করি। লম্পট! তুমি এই প্রিয় ভার্য্যা লইয়া গোলোক হইতে দূর হও। ব্রজেশ্বর! তাহা না হইলে কিছুতেই তোমার মঙ্গল নাই। আমি দেখিয়াছি—চন্দনকাননে বিরজার সহিত মিলিত হইয়াছিলে, তাহাও সখীগণের বাক্যে ক্ষমা করিয়াছি; তখন তুমি আমার আগমন-শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র অন্তর্হিত হইয়াছিলে এবং বিরজাও স্বদেহ পরিত্যাগ করত নদীরূপা হইয়াছিল; সেই বিরজা কোটি-যোজন বিস্তীর্ণা ও দৈর্ঘ্যে তাহার চতুর্গুণ; অদ্য পর্য্যন্তও তোমার সংকীর্ত্তিস্বরূপা হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। বিরজা নদীরূপা হইলে, আমি গৃহে গমন করিলাম, তাহার পর তুমি তাহার সমীপে গমন করত 'বিরজা বিরজা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলে; তখন সিদ্ধযোগিনী বিরজা অলঙ্কারমণ্ডিত মূর্ত্তিধারণ করত জল হইতে উত্থিত হইয়া তোমাকে দর্শন দিয়াছিল; তৎপরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার গর্ভে বীর্য্যাধান করিয়াছিলে। তাহা হইতেই সপ্ত সমুদ্রের উদ্ভব হয়। ৪২—৫০। আমি ইহাও দেখিয়াছি;—চম্পককাননে তুমি শোভানাম্নী গোপিকার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলে;—আমার আগমন-শব্দমাত্রেই তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলে. শোভাও দেহত্যাগ করত চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিল। তৎপরে তাহার শরীর স্নিগ্ধ তেজঃস্বরূপে পরিণত হইল, তখন তুমি দগ্ধচিত্তে সেই তেজ বিভাগ করত কিঞ্চিৎ রত্নে, কিছু স্বর্ণে ও কিছু শ্রেষ্ঠ মণিতে প্রদান করিলে এবং সেই তেজ কিছু স্ত্রীগণের মুখপদ্মে, কিছু উৎকৃষ্ট বস্ত্রে, কিছু রৌপ্যে, কিছু চন্দন-পঙ্কে, কিছু জলসমূহে, কিছু পল্লবে, কিছু পুষ্পে, কিছু সুপক্ক ফলে ও শস্যে এবং কিছু সংস্কৃত দেবগৃহে ও রাজপ্রাসাদে প্রদান করিয়াছ। আমি তোমাকে দেখিয়াছি,—বৃন্দাবনের বনমধ্যে প্রভানাম্নী গোপিকাসহ মিলিত হইয়াছিলে, তুমি আমার আগমন-শব্দমাত্রেই অন্তর্হিত হইলে। প্রভা দেহ ত্যাগ করত সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিল এবং তাহার শরীর তীক্ষ্ণ তেজরূপে পরিণত হইল, তখন তুমি সেই স্থানে গমন করিয়া তাহার প্রেমে রোদন করত সেই তেজ স্ববক্ষে ধারণ করিয়াছিলে। তৎপরে আমার লজ্জা ও ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্নরূপে কিছু হুতাশনে, কিছু নৃপগণকে, কিছু পুরুষসমূহে, কিছু দেবতাদিগকে, কিছু দস্যুগণকে, কিছু নাগগণকে, কিছু ব্রাহ্মণদিগকে, কিছু মুনিগণকে, কিছু তপস্বীদিগকে, কিছু সৌভাগ্যশালিনী স্ত্রীদিগকে এবং কিছু যশস্বীদিগকে প্রদান করিয়াছ। এইরূপে তেজোবিভাগ করিয়া প্রদান করত স্বয়ং রোদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে। ৫১—৬২। তুমি রাসমণ্ডলে শান্তিনাম্নী গোপিকাসহ সুখমিলনে মিলিত হইয়াছিলে; বসন্তকালে মনোহর মাল্যযুক্ত ও চন্দনচর্চ্চিত কলেবরে পুষ্পশয্যায় রত্নময়ভূষণে ভূষিত হইয়া, বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিতা সেই শান্তিসহ রত্নপ্রদীপযুক্ত রত্নমন্দিরে বিহার করিয়াছিলে। বিভো! সেই রমণীয়া শান্তি তোমার প্রদত্ত তাম্বুল সাদরে ভক্ষণ করিয়াছিল এবং তুমি তৎপ্রদত্ত তাম্বুল-বীটিকা সাদরে ভক্ষণ করিয়াছিলে; তখন তুমি আমার আগমন-শব্দ শ্রবণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলে। শান্তিও দেহত্যাগ করত তোমাতেই লীনা হইল, তৎপরে তাহার শরীর শ্রেষ্ঠ-গুণরূপে পরিণত হইল। তখন তুমি রোদন করত তাহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া সেই গুণরাশি বিভিন্নরূপে অনাসক্ত ব্যক্তিতে, সত্ত্বরূপ বিষ্ণুকে, শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী লক্ষ্মীকে, তোমার মন্ত্রোপাসক বৈষ্ণবদিগকে, তপস্বীদিগকে, ধর্ম্মে ও ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে কিছু কিছু করিয়া প্রদান করিয়াছ। আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি;—তুমি সুবেশ করত মাল্য গন্ধ চন্দনাদিদ্বারা ভূষিত হইয়া চন্দনযুক্ত পুষ্পময় শয্যাতে গন্ধচন্দনচর্চ্চিতা এবং রত্নময় ভূষণে ভূষিতা ক্ষমানাম্নী গোপিকাসহ মিলিত হইয়া সুখে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে এবং নবসঙ্গমসুখে নিদ্রিতা সেই ক্ষমাও তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল, তখন আমি তাহাকে এবং তোমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করাইয়াছিলাম, একবার মনে করিয়া দেখ;—তোমার পীতবসন, মনোহর মুরলী, বনমালা, কৌস্তুভ মণি ও রত্নকুণ্ডল সমস্তই গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সখীগণের অনুরোধে ও প্রেমবশতঃ

পুনরায় প্রদান করিয়াছিলাম। তোমাদিগকে সেই অবস্থায় দেখিয়াছিলাম বলিয়া তুমি লজ্জাতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলে, তাহা অদ্যপর্য্যন্তও প্রতীয়মান হইতেছে। ৬৩—৭৪। তৎপরে ক্ষমা লজ্জাবশতঃ দেহ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে গমন করিলে তাহার শরীর—শ্রেষ্ঠগুণরূপে পরিণত হইল; তখন তুমি রোদন করত প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সেই গুণরাশি বিভিন্নরূপে কিছু বিষ্ণুতে, কিছু বৈষ্ণবদিগকে, কিঞ্চিৎ ধার্ম্মিক ব্যক্তিতে, কিছু ধর্ম্মে, কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলদিগকে, কিছু তপস্বিগণকে, কিছু দেবতাদিগকে ও কিঞ্চিৎ পণ্ডিতদিগকে প্রদান করিয়াছ। হে প্রভো! তোমাকে সমস্তই বলিলাম, পুনর্ব্বার কি তোমার শুনিতে বাসনা হয়? তোমার আরও বহুতর গুণ আমি জানি; রক্তপঙ্কজলোচনা রাধিকা কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া লজ্জানতমুখী গঙ্গাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সিদ্ধ যোগিনী গঙ্গা রাধিকার সেই ভাব যোগে জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সভা হইতে তিরোহিতরূপে স্বীয় জলরাশিতে প্রবেশ করিলেন; তখন সিদ্ধযোগিনী রাধিকাও যোগবলে তাহা জানিতে পারিয়া সর্ব্বব্যাপিনী গঙ্গাকে গণ্ডুষে পান করিবার উদ্যম করিলেন। সেই রহস্য সিদ্ধযোগিনী গঙ্গা যোগবলে জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে প্রবেশ করত তাঁহার শরণাপন্না হইলেন; তৎপরে রাধা গোলোক, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সকল স্থানে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন না। ৭৫—৮৪। এই ভাবে সকল স্থান জলশূন্য হওয়াতে গোলোকের পঙ্কজ সকল শুষ্ক হইতে লাগিল, জলজন্তুসমূহ মৃতপ্রায় হইল; তৎপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অনন্ত, ধর্ম্ম, ইন্দ্র, দিবাকর প্রভৃতি দেবগণ, মনুগণ, মানববর্গ ও সিদ্ধতাপসগণ সকলে জলাভাবে শুষ্ককণ্ঠে গোলোকে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে ভগবানের সমীপে গমন করিয়া সেই সর্ব্বেশ্বর প্রকৃতি হইতে পৃথক্ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণ বরেণ্য বরপ্রদ ও বরের কারণ। তিনি বরেশ্বর বরার্হ এবং সকলের শ্রেষ্ঠ প্রভু; তিনি নিশ্চেষ্ট নিরাকার নির্লিপ্ত ও নিরাশ্রয়; তিনি নির্গুণ, নিরুৎসাহ নির্ব্ব্যূহ ও নিরঞ্জন। তিনি স্বেচ্ছাময় সাকার ও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহে বিগ্রহধারী। তিনি সত্যস্বরূপ, সত্যেশ, সকলের সাক্ষিস্বরূপ ও সনাতন। তিনি পরম, পরমেশ, পরমাত্মা ও ঈশ্বর—তাঁহাকে তাঁহারা সকলেই নতমস্তকে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। ৮৪—৯০। তাঁহারা সকলে সগদ্গদ সাশ্রুনেত্র ও পুলকাঙ্কিত কলেবরে সেই ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর হরিকে স্তব করত দেখিলেন;—জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম সকল কারণের কারণভূত অমূল্যরত্ননির্ম্মিত আসনে স্থিত গোপালগণের প্রদত্ত শ্বেতচামরবায়ু সেবন করিতেছেন এবং শতকোটি গোপগণে বেষ্টিত হইয়া নিরন্তর গোপিকাদিগের মনোহর নৃত্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার কলেবর চন্দনসিক্ত ও রত্নময়ভূষণে ভূষিত। অঙ্গ—নবীননীরদসদৃশ শ্যাম, কিশোর বয়স ও পীতবস্ত্র পরিধান, তিনি গোপালরূপী দ্বাদশবর্ষীয় বালকের ন্যায়; তাঁহার কলেবর কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশীল ও শ্রীসম্পন্ন; তিনি নিজ তেজঃপ্রভায় আবৃত, অতএব সুখদৃশ্য ও মনোহর। তিনি কোটিকন্দর্পের সৌন্দর্য্যলীলা ও লাবণ্যের ধামস্বরূপ; তাঁহাকে হাস্যবদনা গোপিকাগণ নিরন্তর দর্শন করিতেছে এবং তাহারা রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত ভূষণ দ্বারা বিভূষিতা হইয়া প্রভুর মুখচন্দ্র চক্ষুদ্বারা পান করিতেছে; তিনি প্রাণাধিকা প্রিয়তমা রাধিকার বক্ষে নিয়ত বাস করিতেছেন এবং তৎপ্রদত্ত সুবাসিত তাম্বুলও সাদরে ভক্ষণ করিতেছেন এবং তিনি পরিপূর্ণতম। সুরগণ প্রভুর এই প্রকার রূপ রাসমণ্ডলের সকল স্থানে দেখিলেন; তৎপরে ঐরূপ দর্শনে মুনিগণ, মানবগণ, সিদ্ধ ও তাপসগণ এবং তপস্বিগণ প্রহৃষ্টমনে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহারা পরস্পরে সমালোচনা করত অভিপ্রেত বিষয় জগন্নাথকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ চতুরাননকে বলিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন। তৎপরে প্রভু কৃষ্ণের দক্ষিণভাগে বিষ্ণু ও বামভাগে বামদেব অবস্থান করিতেছেন দেখিলেন। তাহার পর সকলেই সেই রাসমণ্ডল পরমানন্দযুক্ত পরমানন্দস্বরূপ কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন, সকলেই সমানবেশ ও তুল্য আসনে উপবিষ্ট। ৯১—১০৪। সকলেই দ্বিভুজ, হস্তে মুরলী ও বনমালায় বিভূষিত, ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত চূড়া ও কৌস্তুভমণিদ্বারা সকলেই বিরাজিত, সকলেরই কলেবর অতিকমনীয় ও শান্তভাবসম্পন্ন। সকলেই গুণে, ভূষণে, রূপে, তেজে, বয়সে, কান্তিতে, বস্ত্রে, যশে, কার্য্যে, মূর্ত্তিতে ও ভঙ্গিমায় জগৎপ্রভুর সমতুল্য; সকলেই পরিপূর্ণতম ও সকল ঐশ্বর্য্যযুক্ত। তাহাদিগের কে সেবক কে সেব্য তাহা দেখিয়া বলা যায় না। কৃষ্ণ ক্ষণকাল তেজোময় এবং ক্ষণকাল রূপধারণ করত অবস্থান করিতেছেন। আবার ক্ষণকাল নিরাকার-সাকার উভয় ভাবেই অবস্থান করিতে দেখিলেন। ক্ষণকাল এক কৃষ্ণ, এক রাধিকাসহ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তৎপর-

ক্ষণেই প্রত্যেক আসনে প্রত্যেকটী কৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন রাধিকাসহ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। কখন কৃষ্ণ, রাধারূপ ধারণ করিতেছেন, কখন বা রাধা, কৃষ্ণরূপিণী হইতেছেন; এইরূপ দর্শন করিয়া বিধাতা ভগবানের স্ত্রীরূপ, কি পুরুষরূপ, কিছুই স্থির করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে বিধাতা চিত্তকে ধ্যানস্থ করিয়া হৃৎপদ্মস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ স্বীয় ন্যূনতা জানাইলেন। তাহার পর, চতুরানন, তাঁহার আজ্ঞানুসারে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া রাধা-বক্ষঃস্থল-স্থিত একমাত্র কৃষ্ণকেই দেখিতে পাইলেন। তিনি পারিষদ্বর্গের মধ্যে গোপীসমূহে বিভূষিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহা দর্শন করত বিধাতা প্রভৃতি সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং পুনঃপুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বভাবন সুরেশ্বর, তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে কমলাপতে! হে ব্রহ্মন্! সুখে আগমন করিলে ত? মহাদেব! এইখানে আমার সমীপে আগমন কর; তোমার নিরন্তর কুশল হউক। এই মহাভাগগণ গঙ্গা আনয়নের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু গঙ্গা ভয়বশতঃ আমার চরণপদ্মে শরণাগতা। রাধা ইহাকে গণ্ডূষে পান করিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন দেখিয়া, আমার সমীপে আগমন করিয়াছেন। আমি ইহাকে চরণপদ্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছি; কিন্তু তোমরা ইহাকে অভয় প্রদান কর। কমলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্যবদনে সেই সর্ব্বারাধ্যা শ্রীকৃষ্ণ-পূজিতা রাধিকাকে স্তব করিতে লাগিলেন। চতুর্ব্বেদ-বিধাতা চতুরানন—ভক্তি-বিনম্র মস্তকে চতুর্মুখে তাঁহাকে স্তব করত বলিতে লাগিলেন, রাসমণ্ডলে যখন শঙ্কর-স্বরে আপনি ও প্রভু উভয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে এই দ্রবরূপিণী গঙ্গা আপনাদের শরীর হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন। গঙ্গা কৃষ্ণের অংশসম্ভূতা, ও আপনার অংশসম্ভূতা; অতএব আপনার কন্যার ন্যায় প্রিয়তমা; এজন্য ইনি আপনার মন্ত্রগ্রহণ করত পূজা করুন; তবেই বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও ভূমিতে তাঁহার কলারূপে অবতীর্ণ লবণ-সমুদ্রও ইহাঁর পতি হইবেন। ১০৫—১২২। হে দেবেশি! যে সর্ব্বব্যাপিনী রাধা গোলোকে অবস্থান করেন, আপনিই তৎস্বরূপা, অম্বিকা, তাঁহা হইতেই উদ্ভূতা হইয়া আপনার আত্মজা বলিয়া খ্যাতা হইয়াছেন। রাধিকা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে গঙ্গার অপরাধ ক্ষমা করিতে স্বীকার করিলেন, তখন গঙ্গা কৃষ্ণপদাঙ্গুষ্ঠ-নখাগ্র হইতে বহির্গতা হইলেন। তৎপরে শান্তস্বভাবা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তোয় হইতে উত্থিত হইয়া, সেই সভাতে তাঁহাদের মধ্যে সংবৃতরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সেই তোয়রাশি হইতে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করত কমণ্ডলুতে স্থাপন করিলেন এবং চন্দ্রশেখর মস্তকস্থিত চন্দ্রার্দ্ধে কিঞ্চিৎ ধারণ করিলেন। ১২৩—১২৬। তাহার পর কমলোদ্ভব গঙ্গাকে রাধিকা-মন্ত্র প্রদান করত স্তোত্র, কবচ, পূজাবিধি, ধ্যান এই সমস্ত এবং সামবেদোক্ত পুরশ্চরণক্রম উপদেশ করিলেন; গঙ্গা রাধিকাকে পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। হে মুনে! লক্ষ্মী সরস্বতী পতিতপাবনী গঙ্গা ও তুলসী ইহাঁরা চারিজনেই নারায়ণের পত্নী। অনন্তর কৃষ্ণ সহাস্যবদনে ব্রহ্মাকে অপণ্ডিতদিগের দুর্ব্বোধ্য কালের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে বিষ্ণো! হে মহেশ্বর! তোমরা সকলেই গঙ্গাকে গ্রহণ কর এবং যে কাল অতীত হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। তোমরা এবং অন্যান্য দেব, মুনি, মনু, সিদ্ধ ও তাপসগণ যাঁহারা আমার সমীপে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা এই কাল-চক্র-বর্জ্জিত গোলোকে আছেন, এই জন্যই জীবিত রহিয়াছেন। এখন কিন্তু প্রাকৃত প্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব জলপ্লাবিত হইয়াছে, সেই বিশ্বস্থিত ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলেই আসিয়া আমাতে লীন হইয়াছে। হে পদ্মনাভ! তুমি দেখ, বৈকুণ্ঠ ভিন্ন সমস্ত বিশ্ব জলময় হইয়াছে; অতএব গমন করত পুনর্ব্বার ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মলোকাদি-যুক্ত বিশ্ব সৃজন কর; তাহার পরে গঙ্গা যাইবেন। এইরূপ অন্যান্য বিশ্বেও ব্রহ্মাদি সৃজন করত পুনর্ব্বার সৃষ্টির অবতারণা করিব, তুমি সুরগণসহ শীঘ্র গমন কর। আমার চক্ষুর এক নিমেষে একটী ব্রহ্মার পতন, এইরূপ কত ব্রহ্মা গিয়াছে এবং কত ব্রহ্মা যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। ১২৭—১৩৭। হে মুনে! রাধিকানাথ এই কথা বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং দেবগণও তথা হইতে গমন করত যত্নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবী, গোলোকে বৈকুণ্ঠে শিবলোকে ও ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যে যে স্থানে পূর্ব্বে প্রবাহিতা ছিলেন, সেই সেই স্থানে পরমাত্মার আজ্ঞানুসারে গমন করিলেন। তিনি বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে বহির্গতা হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নাম বিষ্ণুপদী হইল। সুখদ, মোক্ষপ্রদ সারভূত উত্তম গঙ্গোপাখ্যান বিশেষরূপে তোমাকে

বলিলাম; পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? ১৩৮—১৪১।

প্রকৃতিখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, প্রভো! লক্ষ্মী সরস্বতী লোক-পাবনী গঙ্গা ও তুলসী, ইহাঁরা চারিজন নারায়ণের পত্নী; ইহাঁরা এবং গঙ্গা বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন—এই উভয় কথামাত্র শ্রুত হইয়াছি; কিন্তু কিরূপে তিনি তাঁহার পত্নী হইলেন, তাহা শুনিতে পাইলাম না। নারায়ণ বলিলেন, গঙ্গা বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলে, জগৎ-বিধাতা ব্রহ্মা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত প্রণম্য জগদীশ্বরকে বলিতে লাগিলেন, যে দেবী রাধাকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে দ্রবরূপে উৎপন্না হইয়াছেন, ইনিই সেই দ্রবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং জগতে রূপে অনুপমা। ইনি নব-যৌবন-সম্পন্না সুশীলা ও সুন্দরীগণের শ্রেষ্ঠা, ইনি শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী ও ক্রোধ-অহঙ্কারাদিশূন্যা; ইনি যাঁহার অঙ্গ হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন, তাঁহাকে ব্যতীত অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিবেন না। কিন্তু তাহাতে রাধা অত্যন্ত মানিনী ও মহা তেজস্বিনী, তিনি ইহাঁকে পান করিবার নিমিত্ত উদ্যতা হইয়াছিলেন; তখন ইনি ভীতা হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমি সকল জগৎ শুষ্কপ্রায় দেখিয়া, যেখানে কৃষ্ণ আছেন, সেই গোলোকধামে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার নিমিত্ত গমন করিলাম, তৎপরে সকলের অন্তরাত্মা-স্বরূপ কৃষ্ণ আমাদের সকল অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া পদাঙ্গুষ্ঠ-নখের অগ্রভাগ হইতে গঙ্গাকে বহিষ্কৃত করিলেন; তাহার পর হে বিভো! আমি ইহাঁকে রাধিকামন্ত্র প্রদান করত গোলোক পূর্ণ করিয়াছি, এবং রাধা-কান্তকে প্রণাম করত ইহাঁকে গ্রহণ করিয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি; হে রসভাবন! আপনি সুরেশ্বর ও অত্যন্ত সুরসিক, অতএব এই রসিকা সুরেশ্বরীকে গান্ধর্ব্ব-বিবাহক্রমে গ্রহণ করুন। আপনি পুরুষ ও দেবতাদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপ; ইনিও সতী স্ত্রীগণমধ্যে স্ত্রীরত্নস্বরূপিণী; বিদগ্ধা নায়িকা সহ বিদগ্ধ নায়কের মিলনই বিশেষ প্রীতিকর। যে ব্যক্তি উপস্থিত কন্যাকে গর্ব্ববশতঃ পরিত্যাগ করে, মহালক্ষ্মী তাহার প্রতি রুষ্টা হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করত গমন করিয়া থাকেন, তাহাতে সংশয় মাত্রও নাই। যে ব্যক্তি পণ্ডিত হয়, সে প্রকৃতিকে অবমাননা করে না; কারণ, সকল পুরুষ প্রাকৃতিক এবং কামিনীগণও প্রকৃতির কলা হইতে সমুদ্ভূত। আপনিই ভগবান্, অনাদিভূত, নির্গুণ ও প্রকৃতি হইতে পৃথক্ এবং অর্দ্ধাঙ্গে দ্বিভুজ কৃষ্ণ ও অর্দ্ধাঙ্গে চতুর্ভুজ। পূর্ব্বে কৃষ্ণের বামাংশ হইতে রাধিকার উদ্ভব হইয়াছে। বামাংশ হইতে যেরূপ কমলা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ ইনিও দক্ষিণাংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। আপনার দেহ-সম্ভূতা বলিয়া ইনি আপনাকেই বরণ করিতে ইচ্ছা করেন; প্রকৃতি-পুরুষের ন্যায় স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ অভিন্ন। ১—১৭। এই কথা বলিয়া বিধাতা তাঁহাকে সমর্পণ করত গমন করিলেন। তৎপরে শ্রীহরি তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব-বিধি মতে বিবাহ করিলেন; তাহার পর রমাপতি, রতিকরী চন্দনচর্চ্চিতা শয্যা রচনা করত তাহাতে গঙ্গা-সহ আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন! গঙ্গা দেবী, পৃথিবীতে গমন করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে আগমন করিয়াছেন এবং বিষ্ণু-পাদপদ্ম হইতে নির্গতা হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম জগতে বিষ্ণুপদী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। রসিকা গঙ্গা সুখ-সম্ভোগের নিমিত্ত রসিকেশ্বর-সহ মিলিতা হইয়া নব-সঙ্গমমাত্রেই মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাহা দর্শন করিয়া বাণী অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন; কিন্তু পদ্মা তাহাতে কোনরূপ ঈর্ষা ভাব প্রকাশ করিলেন না; বাণীই গঙ্গাকে নিয়ত ঈর্ষ্যা করেন, কিন্তু বাণীকে গঙ্গা, কিছুমাত্রও ঈর্ষা করেন না; প্রথমতঃ গঙ্গার বিবাহ হইলে, রমাপতির তিন ভার্য্যা হয়; তৎপরে তুলসী-সহ চারি ভার্য্যা হইল। ১৮—২৩।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, সাধ্বী তুলসী কিরূপে নারায়ণ-পত্নী হইলেন? পূর্ব্বজন্মে তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এবং তিনি কে? এখনই বা কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? সেই তপস্বিনী কাহার কন্যা? কোন্ তপস্যাবলেই বা প্রকৃতি হইতে পৃথক্, নির্ব্বিকল্প, নিশ্চেষ্ট, সর্ব্বসাক্ষী, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, সর্ব্বারাধ্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বাধার, সর্ব্বরূপ, সকলের পরিপালক নারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন? কিরূপেই বা দেবী হইয়া এইরূপ তুলসী-বৃক্ষরূপা হইয়াছেন? কিরূপেই বা সেই তপস্বিনী অসুরগ্রস্তা হইয়াছিলেন? হে সর্ব্বসন্দেহভঞ্জন! আমার সন্দিগ্ধ মন এই সব বিষয় শুনিতে লোলুপ

হইয়া আমাকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসার নিমিত্ত প্রেরণ করিতেছে;—অতএব আপনি সেই সন্দেহ ভঞ্জন করুন। ১—৬। নারায়ণ বলিলেন, দক্ষসাবর্ণি নামে মনু, বিষ্ণুর অংশসম্ভূত, যশস্বী, কীর্ত্তিশালী, পুণ্যবান্ ও মহাবৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মসাবর্ণি; তিনিও অত্যন্ত ধর্ম্মিষ্ঠ ও বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্ম্মসাবর্ণির পুত্র বিষ্ণুসাবর্ণি,—তিনি অত্যন্ত বৈষ্ণব ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবসাবর্ণি নামে জন্মগ্রহণ করেন,—তিনিও অতি বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। তৎপরে দেবসাবর্ণির পুত্র রাজসাবর্ণি জন্মগ্রহণ করেন,—তিনিও উহাঁদের মত মহাবিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন এবং সেই রাজসাবর্ণির পুত্র বৃষধ্বজ-পরায়ণ বৃষধ্বজ। এই বৃষধ্বজের আশ্রমে স্বয়ং শম্ভু দৈবপরিমিত যুগত্রয় অবস্থান করিয়াছেন। সেই বৃষধ্বজরাজার প্রতি শিবের—পুত্র হইতে অধিকতর স্নেহ ছিল। বৃষধ্বজ-রাজ নারায়ণ লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি কোন দেবতাকে মানিতেন না; তিনি সকল দেবতার পূজাই দূরীভূত করিলেন,—ভাদ্রমাসে মহালক্ষ্মীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ইত্যাদি পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যজ্ঞ ও বিষ্ণুপূজা স্বয়ং না করিয়া, মহা নিন্দা করিতেন। ৭—১৩। কোন দেবতাও শিবভয়ে সেই ভূপতিকে শাপ দিতেন না। এক সময়ে দিবাকর তাঁহাকে "তুমি শ্রীভ্রষ্ট হও" এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে মহাদেব শূল গ্রহণ করত ক্রোধে সূর্য্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎপরে দিনেশ, পিতার সহিত, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। শিব ত্রিশূল হস্তে করিয়া ক্রোধে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তই গমন করিলেন। তখন নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মা সূর্য্যকে অগ্রে করত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন; তথাপি শূল গ্রহণ করিয়া স্বয়ং শঙ্কর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তাহাতে ব্রহ্মা কশ্যপ ও সূর্য্য সকলেরই ভয়ে কণ্ঠ-তালু শুষ্ক হইল। তাঁহারা ভয়ে সর্ব্বেশ্বর নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন; তাঁহাকে প্রণাম করত পুনঃপুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন এবং সকলেই হরি-সমীপে ভয়ের কারণ নিবেদন করিলেন। তৎপরে নারায়ণ কৃপাবশতঃ তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন;—হে ভীত মহাত্মগণ! তোমরা স্থির হও, আমি জীবিত থাকিতে তোমাদের ভয় কি? যাহারা যেখানে থাকিয়া ভীত চিত্তে আমাকে স্মরণ করে, আমি চক্র-হস্তে সেইখানে গমন করিয়া শীঘ্র সেই বিপন্নদিগকে রক্ষা করি। হে দেবগণ। আমিই জগৎপালক ও জগৎকর্ত্তা এবং ব্রহ্মারূপে সৃজনকর্ত্তা, শিবরূপে সংহারকর্ত্তা। আমিই শিব ও আমিই এই ত্রিগুণাত্মক সূর্য্যস্বরূপ। আমি নানা রূপ ধারণ করিয়া সৃজন-পালনাদি করিয়া থাকি। তোমাদের কোন ভয় নাই সুখে গমন কর; তোমাদের শুভ হইবে। ১৪—২৩। অদ্যাবধি আমার বরে শঙ্কর হইতে তোমাদের কোন ভয় নাই। সেই ভগবান্ শঙ্কর, সদ্ব্যক্তিগণের গতিস্বরূপ এবং আশুতোষ; তিনি ভক্তাধীন, ভক্তের ঈশ্বর, মহাত্মা, ভক্তবৎসল। শিব এবং এই সুদর্শন চক্র, ইহারা উভয়েই আমার প্রাণাধিক প্রিয়; হে ব্রহ্মন্! ইহাদের অপেক্ষা তেজস্বী ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় নাই। মহাদেব, অবলীলাক্রমে কোটি সূর্য্য, কোটি ব্রহ্মা সৃজন করিতে পারেন, শূলীর অসাধ্য কি আছে? কেবল আমাতে নিরন্তর ধ্যানাসক্তচিত্ত বলিয়া তিনি বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য। তিনি পঞ্চমুখে কেবল আমার নাম ও গুণ নিরন্তর গান করেন, আমিও এইরূপ দিবানিশি তাঁহার কুশল চিন্তা করি। আমাকে যে, যেরূপে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ কৃপা করি। ভগবান্ মঙ্গলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, শিব-স্বরূপে আমার আরাধনা করিয়া শিব হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে পণ্ডিতগণ শিব বলেন। ২৪—২৯। ভগবান্ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে বৃষারূঢ়, রক্তপঙ্কজ-লোচন শঙ্কর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বৃষ হইতে শীঘ্র অবরোহণ করত ভক্তি-বিনম্র-মস্তকে সেই শান্ত পরাৎপর সিংহাসনস্থ রত্নালঙ্কার-ভূষিত লক্ষ্মীকান্তকে প্রণাম করিলেন। ৩০—৩২। হে নারদ! যিনি কিরীটী, কুণ্ডলধারী, চক্রী, বনমালা-বিভূষিত এবং নবীননীরদের ন্যায় শ্যাম; যিনি সুন্দর, চতুর্ভুজ; শ্বেতচামর বীজন করত চতুর্ভুজ পার্ষদগণ যাঁহার সেবা করিতেছেন; যাঁহার চন্দনসিক্ত কলেবর পীতবাসে বিভূষিত; যিনি লক্ষ্মী-প্রদত্ত তাম্বুল নিরন্তর ভোজন করেন; যিনি নিয়ত বিদ্যাধরীগণের নৃত্য-গীত শ্রবণে সতত আনন্দিত; ভক্তানুগ্রহে বিগ্রহধারী সেই পরমাত্মা ঈশ্বরকে মহাদেব অগ্রে প্রণাম করত ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। সূর্য্যও ভক্তিপূর্ব্বক ত্রস্তভাবে চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিলেন। তখন কশ্যপ মহা-ভক্তিপুরঃসর তাঁহাকে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। শিব, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে স্তব করিয়া সুখে আসনে উপবেশন করিলেন। তখন সুখাসনে উপবিষ্ট বিশ্রান্ত চন্দ্রশেখরকে বিষ্ণুর পারিষদবর্গ শ্বেতচামর বীজন করত সেবা করিতে লাগিল। শিব, সত্ত্বগুণ-সংসর্গে ক্রোধশূন্য হইয়া প্রসন্নভাব অবলম্বন করিলেন এবং পঞ্চমুখে পরাৎপর প্রভু নারায়ণকে স্তব করিতে

লাগিলেন। তখন নারায়ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সেই সুরসভামধ্যে শঙ্করকে অমৃততুল্য মধুর ও মনোহর বাক্য বলিলেন;—মহাদেব! তুমি সর্ব্বমঙ্গলময়, অতএব তোমাকে মঙ্গল-বিষয়ে প্রশ্ন করা উপহাস-মাত্র; তথাপি তোমাকে লৌকিক ও বৈদিক বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছি; তপস্যার ফলদাতা ও সর্ব্বসম্পৎপ্রদান কর্ত্তাকে তপঃপ্রশ্ন ও সম্পত্তিবিষয়ক প্রশ্ন করাও অযোগ্য; তুমি স্বয়ং জ্ঞানের অধিদেবতা, অতএব তোমাকে জ্ঞান-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাও বৃথা; তুমি নিরন্তর আপৎ-শূন্য, অতএব তোমা সদৃশ মৃত্যুঞ্জয়কে "কোন বিপদ্ নাই ত?" ইত্যাদি রূপে বিপদ্‌বিষয়ে প্রশ্ন করা অসম্ভব। তুমি আমার আশ্রমে আসিয়াছ, তোমাকে আগমনের কথাই বা আর কি জিজ্ঞাসা করিব? তবে এরূপ ব্যস্তভাবে আসিয়াছ কেন, ইহাই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য; অতএব তাহারই কারণ আমাকে বল। ৩৩—৪৫। মহাদেব বলিলেন, ভগবন্! রাজা বৃষধ্বজ, আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভক্ত; তাহাকে সূর্য্য শাপ দিয়াছেন, তাহাই আমার ব্যস্ত-আগমন ও কোপের কারণ। আমি পুত্রবাৎসল্যে, শাপদাতা সূর্য্যকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, সূর্য্য বিধাতার শরণাপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মা সূর্য্যসহ আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন। যাহারা বাক্য এবং ধ্যান দ্বারাও আপনার শরণাপন্ন হয়, তাহারা নিরাপদ্ ও নিঃশঙ্ক হইয়া জরা-মৃত্যুকেও জয় করে। হে প্রভো! কিন্তু যাহারা সাক্ষাতে আপনার শরণাগত হয়, তাহাদের যে কি ফল, তাহা আর কি বলিব!! হরির স্মরণ অভয় ও সর্ব্বমঙ্গল প্রদান করে। হে জগৎপ্রভো! সূর্য্য-শাপে হত-শ্রী আমার এই মূঢ় ভক্তের গতি কি হইবে? তচ্ছ্রবণে ভগবান্ বলিলেন, বৈকুণ্ঠের ঘটিকার্দ্ধ সময়ে দৈব একবিংশতি যুগ অতীত হইয়াছে; তুমি শীঘ্র নৃপভবনে গমন কর। বৃষধ্বজ দুর্নিবার্য্য সুদারুণ কালক্রমে মৃত হইয়াছে; তাহার হংসধ্বজ নামে পুত্র ছিল, সেও হতশ্রী হইয়া কালক্রমে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। তাহার পুত্র ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ; তাহারা পরম বৈষ্ণব, কিন্তু সূর্য্য-শাপে তাহারাও হতশ্রী হইল। তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া কমলার উপাসনা করিতে লাগিলে, তাহাদের তপে তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মী তাহাদের ভার্য্যাদ্বয়ের গর্ভে অংশে অবতীর্ণা হইবেন; সেই সময়ে সেই নৃপতিদ্বয় সম্পদ্‌যুক্ত ও শ্রীযুক্ত হইবে। হে শম্ভো! তুমি গমন কর, তোমার ভক্ত মৃত হইয়াছে। সূর্য্য! ব্রহ্মা! তোমরাও গমন কর। এই কথা বলিয়া ভগবান্ লক্ষ্মীসহ সভা হইতে অন্তরে গমন করিলেন। দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন, মহাদেবও শীঘ্র তপস্যার নিমিত্ত পরিপূর্ণতম ধামে গমন করিলেন। ৪৬—৫৭।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, মুনে! রাজপুত্র ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ, উগ্র তপস্যায় লক্ষ্মীকে আরাধনা করিয়া প্রত্যেকে ঈপ্সিত বর লাভ করিলেন এবং মহালক্ষ্মীর বরপ্রভাবে তাঁহারা ধনবান্, পুত্রবান্ ও পৃথিবীপতি হইলেন। তৎপরে কুশধ্বজ-পত্নী মালাবতী কামক্রমে লক্ষ্মীর অংশ-রূপিণী এক কন্যা প্রসব করিলেন। সেই কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উত্তমজ্ঞানসম্পন্না হইয়া সূতিকাগৃহে স্পষ্ট বেদধ্বনি করত গাত্রোত্থান করিলেন। সেই নবপ্রসূতা কন্যা জন্মমাত্রেই বেদধ্বনি করিয়াছেন, এজন্য মনীষিগণ তাঁহার নাম বেদবতী রাখিলেন। বালিকা জাতমাত্রেই স্নান করত তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন; তাঁহার সহিত অন্যের গমনে নিষেধ করিয়া একাকিনীই নারায়ণ-পরায়ণা হইয়া, বনে গমন করিলেন। তপস্বিনী এক মন্বন্তরকাল পুষ্করতীর্থে অবলীলাক্রমে উগ্র তপস্যা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ক্লেশমাত্রও হইল না; বরং নবযৌবন-সম্পন্না হইয়া তাঁহার শরীর পুষ্ট হইল। তখন বেদবতী সহসা দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। সে দৈববাণী এই—"হে সুন্দরি! তুমি জন্মান্তরে হরিকে পতি পাইবে, সেই ব্রহ্মাদির দুরারাধ্য পতি লাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিবে" এই কথা শ্রুত হইবামাত্র ক্রোধে পরিপূর্ণা হইয়া পুনর্ব্বার, অতি নির্জ্জন স্থানে গন্ধমাদনে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কুশধ্বজ-কন্যা বেদবতী, গন্ধমাদন পর্ব্বতে বহু কাল তপস্যা করত সেই স্থান বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার সম্মুখে দুর্নিবারণ রাবণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া অতিথিজ্ঞানে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা সৎকার করত সুস্বাদু ফল-মূল ও সুশীতল জল প্রদান করিলেন। পাপিষ্ঠ তাহা ভোজন করিয়া, তাঁহাকে সমীপে অবস্থান করত জিজ্ঞাসা করিল,—কল্যাণি! তুমি কে? কাহার কন্যা? পাপিষ্ঠ রাবণ, সেই মনোহারিণী পীনোন্নতপয়োধরা শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল-বদনা সুহাসিনী ও সুদর্শনা সেই বেদ-

বতীকে দর্শন করত কামবাণে পীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করত বিহার করিতে উদ্যত হইল। তখন সতী বেদবতী কোপময় দৃষ্টিতে তাহাকে স্তম্ভিত করিলেন। পামর, হস্ত পদ মুখ সমস্তই জড়ীভূত হওয়াতে তাঁহাকে আর কিছুই বলিতে সক্ষম হইল না; পাপিষ্ঠ সেই সময়ে পদ্মাংশ-সম্ভূতা পদ্ম-লোচনাকে মনে মনে স্তব করিতে লাগিল। দেবী তাহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করত এই অভিশাপ করিলেন,—"তুমি আমার জন্য সবান্ধবে বিনষ্ট হইবে।" এই শাপ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছ, অতএব এ দেহ পরিত্যাগ করি, দর্শন কর। এই কথা বলিয়া সতী যোগবলে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাবণ তাঁহাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করত,—"অহো! কি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম এবং আমি কি অন্যায় কাজ করিলাম" এই প্রকার নানারূপ চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতে করিতে নিজ মন্দিরে গমন করিল। ১—২০। সেই সাধ্বী কালান্তরে জনকাত্মজারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সীতা নামে বিখ্যাতা হইলেন; যাঁহার জন্য রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি জন্মান্তরীয় তপস্যা-বলে মহাতপস্বিনী হইয়া পরিপূর্ণতম হরি রামকে পতি লাভ করিলেন। লক্ষ্মীরূপিণী সীতা—তপস্যা দ্বারা আরাধ্য জগৎপতি রামকে স্বামী পাইয়া তাঁহার সহিত চিরকাল ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি জাতিস্মরা ছিলেন বলিয়া পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যার ক্রম সকল তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল; কিন্তু সুখ ভোগেই সেই সুখ-ফলদায়ক তপোদুঃখ বিস্মৃতা হইলেন। জনক-তনয়া সেই নবযৌবন-সম্পন্ন সুকুমার রামকে স্বামী পাইয়া, নানারূপ বিভব ভোগ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র অত্যন্ত গুণবান্, রসিক, শান্ত-স্বভাব, মনোহর-বেশ-সম্পন্ন এবং স্ত্রীদিগের অতি মনোজ্ঞ। অতএব দেবীর অভিলষিত পতি-লাভই হইয়াছিল। তাহার পর সত্যসন্ধ রঘুত্তম, পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত বহুকালের জন্য বনবাসে গমন করিলেন। সমুদ্রনিকটে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছেন, এরূপ সময়ে রঘুনাথ, বিপ্ররূপ-ধারী হুতাশনকে দেখিতে পাইলেন। বহ্নি, রামকে দুঃখিত দেখিয়া স্বয়ং অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন সত্যপরায়ণ বহ্নি, রামকে সত্য এবং প্রিয় বাক্য বলিতে লাগিলেন। ২১—২৯। বহ্নি বলিলেন, ভগবন্! যাহা কালক্রমে উপস্থিত হইবে, সেই বিষয়ে কিছু বলিতেছি শ্রবণ করুন; আপনার এই সীতা-হরণের কাল উপস্থিত হইয়াছে, দৈব দুর্নিবার্য্য; দৈববলের তুল্য বল নাই; অতএব আপনি আমার জননী সীতাকে আমার নিকটে অর্পণ করুন, নিজ সমীপে ছায়ারূপিণী সীতাকে রাখুন। পুনর্ব্বার অগ্নি-পরীক্ষা-সময়ে আপনাকে সীতা প্রদান করিব, এই জন্য দেব-গণ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি স্বয়ং অনল; দেব-প্রেরিত হইয়া আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি। রাম তাঁহার বাক্য-শ্রবণ করত লক্ষ্মণকে কিছু না বলিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে তাহাই স্বীকার করিলেন। হে নারদ! তখন বহ্নি যোগ-বলে সীতাতুল্য গুণশালিনী মায়া-সীতা সৃজন করিয়া রামকে প্রদান করিলেন। তৎপরে বহ্নি গোপনীয় বিষয় বলিতে নিষেধ করত সীতাকে গ্রহণ করিয়া গমন করিলেন। এই গোপনীয় বিষয় অন্যের কথা কি, লক্ষ্মণ পর্য্যন্তও বুঝিতে পারিলেন না। এই সময়ে রাম একটী স্বর্ণ-মৃগ দেখিতে পাইলেন; সীতা সেই মৃগের জন্য রামকে যত্নপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে বলিলেন। তখন রাম, লক্ষ্মণকে সেই গহন-বনে জানকীর রক্ষার নিমিত্ত নিয়োগ করিয়া, স্বয়ং সেই মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত নিশিতশর-সন্ধানে তাহার প্রাণ নাশ করিলেন। মৃত্যু-সময়ে সেই মায়া-মৃগ "লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!" এই শব্দ করত অগ্রভাগে স্বয়ং হরিকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে সহসা প্রাণ ত্যাগ করিল। সেই মায়াবী রাক্ষস, মৃগরূপ পরিত্যাগ করত দিব্যরূপ ধারণ করিয়া রত্নময় যানে বৈকুণ্ঠে গমন করিল। ৩০—৩৯। বৈকুণ্ঠের দ্বারে জয় বিজয় নামে দুইজন দ্বারপাল ছিল; তাহাদের উভয়ের মধ্যে জয়-নামক কিঙ্কর অতি বলবান্, সে-ই সর্ব্বদা দ্বারে অবস্থান করিত। দ্বারপাল-শ্রেষ্ঠ জয় সনকাদির শাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করত, পুনর্ব্বার সেই দ্বারপালগণমধ্যে গমন করিল। অনন্তর সীতা, সেই মায়াবী রাক্ষসের "লক্ষ্মণ!" এইরূপ আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে রামের অনুসরণ করিতে প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মণ, রামসমীপে গমন করিলে, দুর্ব্বিনীত রাবণ সীতাকে অপহরণ করত অবলীলাক্রমে লঙ্কাপুরে গমন করিল। রাম, লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া, অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং শীঘ্র আশ্রমাভিমুখে আগমন করিয়া আশ্রমে সীতা দেবীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন রাম, সীতার অদর্শনে পুনঃপুনঃ বিলাপ করত মূর্চ্ছিত হইলেন এবং চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত সমস্ত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে

কালক্রমে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া জটায়ুমুখে সীতার বার্ত্তা শ্রবণ করত রামচন্দ্র বানরগণ-সহায়ে সাগর বন্ধন করিলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ, তাহার পর লঙ্কায় গমন করত নিশিত বাণ দ্বারা রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া দুঃখিনী সীতাকে প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাকে শীঘ্র অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা করিতে উদ্যোগ করিলেন; তখন হুতাশন, রামকে প্রকৃত সীতা প্রদান করিলেন। তখন ছায়ারূপিণী সীতা বিনীতা হইয়া, রাম এবং বহ্নিকে বলিলেন, ভগবন্! আমি এখন কি করিব? তাহার উপায় আমাকে বলুন। বহ্নি বলিলেন, দেবি! তুমি তপস্যার নিমিত্ত পুষ্করতীর্থে গমন কর, সেই স্থানে তপস্যা করিয়া তুমি স্বর্গ-লক্ষ্মী হইতে পারিবে। ৪০—৫০। ছায়া তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্য তিনলক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়া স্বর্গ-লক্ষ্মীরূপিণী হইলেন। তিনিই কালক্রমে তপোবলে যজ্ঞকুণ্ডে উদ্ভূতা হইয়া পাণ্ডব-রমণী দ্রুপদাত্মজা দ্রৌপদীরূপে খ্যাতা হইয়াছেন। তিনি সত্যযুগে কুশধ্বজ-কন্যা বেদবতী ও ত্রেতাতে রামপত্নী জনকাত্মজা জানকীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন এবং তদীয় ছায়াই দ্বাপরে দ্রুপদাত্মজা দ্রৌপদী হইয়া তিন যুগেই বিদ্যমানা রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পণ্ডিতগণ ত্রিহায়ণী বলিয়া থাকেন। ৫১—৫৪। নারদ বলিলেন, হে সন্দেহভঞ্জন মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই দ্রুপদাত্মজা কিরূপে পঞ্চ পতি প্রাপ্ত হইলেন। এই বিষয়ে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! যখন প্রকৃত সীতা লঙ্কাতে রামকে প্রাপ্ত হইলেন, তখন নবযৌবন-সম্পন্না ছায়া চিন্তিতা হইলেন। তৎপরে অগ্নি এবং রামের আজ্ঞানুসারে শঙ্করকে আরাধনা করত সেই কামাতুরা পতিব্যগ্রা ছায়া বরপ্রার্থিনী হইয়া "হে ত্রিলোচন! আমাকে পতি প্রদান কর, আমাকে পতি প্রদান কর, আমাকে পতি প্রদান কর," এইরূপে পাঁচবার পতি-প্রার্থনা করিলেন। তখন রসিকেশ্বর শিব, তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সহাস্যান্তঃকরণে এই বর প্রদান করিলেন, "তুমি পঞ্চ পতি প্রাপ্ত হইবে" সেই বরপ্রভাবে দ্রুপদাত্মজা পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয়পত্নী হইয়াছেন।—এইরূপে সমস্ত বিষয় তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব শ্রবণ কর। ৫৫—৬০। অনন্তর রাম মনোহরা সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণকে লঙ্কা দান করত পুনর্ব্বার অযোধ্যায় গমন করিলেন; তৎপরে তিনি ভারতে একাদশসহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া, অবশেষে সবান্ধবে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। কমলার অংশরূপা বেদবতী কমলাতেই লীনা হইলেন। নারদ! এই পুণ্যদ পাপনাশক পবিত্র আখ্যান তোমাকে বলিলাম। মূর্ত্তিমান্ বেদচতুষ্টয় তাঁহার জিহ্বাগ্রে সতত স্ফুরিত হওয়ায়, তিনি বেদবতী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কুশধ্বজতনয়ার কথা এইরূপ সংক্ষেপে বলিলাম, এক্ষণে ধর্ম্মধ্বজতনয়ার কথা অবগত হও। ৬১—৬৫।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, ধর্ম্মধ্বজরাজের মাধবী নামে পত্নী ছিল; সেই মাধবী গন্ধমাদনপর্ব্বতে পুষ্পচন্দনযুক্ত রতি-করী শয্যা রচনা করত তাহাতে নৃপতিসহ নিয়ত সুরত-ক্রীড়া-রত হইয়া, কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনসিক্ত এবং পুষ্প-চন্দনবায়ু দ্বারা সদ্গন্ধযুক্ত; তিনি স্ত্রী-রত্নস্বরূপা; তাঁহার অঙ্গ অতি মনোহর এবং রত্নভূষণে ভূষিত। সেই কামুকী রসিক-শ্রেষ্ঠা রসিকাদিগের যোগ্য আসনে উপবিষ্টা মাধবী ও ধর্ম্মধ্বজ ইহাঁরা অত্যন্ত সুরতজ্ঞ ছিলেন। ইহাঁদের ক্রীড়া অবিরত চলিতে লাগিল। নিয়ত ক্রীড়াসক্ত হওয়াতে দৈবপরিমিত শত বৎসর অতীত হইল; তথাপি তাঁহারা তাহা জানিতে পারিলেন না। ১—৪। তৎপরে রাজার জ্ঞানের উদয় হওয়াতে সুরত হইতে বিরত হইলেন; কিন্তু সেই কামুকীর কিছুমাত্র তৃপ্তি হইল না। তখন সতী গর্ভবতী হইলেন এবং দৈব শত বৎসর কাল গর্ভ ধারণ করিলেন। শ্রীগর্ভা দেবী দিন দিন শোভাশালিনী হইতে লাগিলেন। তাহার পর ধর্ম্মধ্বজ-পত্নী, শুভক্ষণে শুভ দিনে শুভযোগে শুভলগ্নে শুভাংশে মনোহর স্বামিগৃহে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে শুক্রবারে লক্ষ্মীর অংশরূপিণী মনোহরা এক পদ্মিনী কন্যা প্রসব করিলেন। তাঁহার পাদপদ্মে পদ্মচিহ্ন বিরাজিত; তাঁহার অঙ্গে রাজরাজেশ্বরী লক্ষ্মীর ভঙ্গিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল; তিনি রাজলক্ষ্মীর চিহ্নযুক্তা ও রাজলক্ষ্মীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহার মুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, লোচন শরৎকালীন বিকচ কমলসদৃশ; তাঁহার ওষ্ঠ পক্কবিম্বোপম; তিনি সস্মিতা হইয়া সূতিকাগৃহ নিয়ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত ও পদতল রক্তবর্ণ এবং নাভি নিম্ন ও মনোহর, তাহার ঊর্দ্ধ ভাগে মনোহর ত্রিবলী শোভা পাইতেছে; তাঁহার নিতম্বযুগল বর্ত্তুল; তাঁহার অঙ্গ শীতকালে সুখকর উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে

সুখকর শীতল। তিনি "ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলা" এবং তাঁহার জ্যোতিঃ মণ্ডলাকারে চারিদিকে পতিত হইয়াছে। শ্বেত চম্পকবর্ণা শ্যামা সুকেশী মনোহরা সুন্দরীশ্রেষ্ঠাকে দর্শন করিয়া, নরনারীগণ তাহার তুলনা দিতে অক্ষম হইল বলিয়া, পুরাবিদ্‌গণ তাঁহাকে তুলসী নামে অভিহিত করিলেন। তুলসী ভূমিষ্ঠা হইবামাত্র ব্রহ্ম-প্রেরিতা প্রকৃতির ন্যায়, সকলের নিষেধ অবজ্ঞা করত বদরী তপোবনে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। ৫—১৫। "নারায়ণ আমার স্বামী হউন" মনে এই সঙ্কল্প করিয়া, দৈবপরিমাণে লক্ষ বৎসর সেই বদরীবনে তপস্যা করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, শীতে জলে অবস্থান এবং বর্ষাকালে শ্মশানস্থা হইয়া নিরন্তর বৃষ্টিধারা সহ্য করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই তপস্বিনী বিংশতি-সহস্র বৎসর ফল-তোয় ভক্ষণে, ত্রিংশৎ-সহস্র বৎসর গলিতপত্র ভোজনে, চত্বারিংশৎ-সহস্র বৎসর বায়ু ভক্ষণে এবং দশসহস্র বৎসর নিরাহারে তপশ্চরণ করিলেন। তৎপরে কমলোদ্ভব, তাঁহাকে নির্লক্ষ ও একপদে অবস্থিতা দেখিয়া, বর দান করিবার নিমিত্ত সেই বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তখন তপস্বিনী, হংস-বাহন চতুরাননকে সম্মুখে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে জগদ্‌বিধাতা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—তুলসি! তুমি বর প্রার্থনা কর; হরিভক্তি, মুক্তি কিংবা অজরামরতা, ইহার যেটী তোমার অভি-লষিত হয়, সেইটী প্রদান করিব। তুলসী বলিলেন, তাত! আমার বাঞ্ছিত বিষয় আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ অতএব আপনার সমক্ষে আমার বলিতে লজ্জা কি? আমি তুলসী, আমি পূর্ব্বে গোলোকে গোপিকা ছিলাম; শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্করী হইয়া, সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতাম; আমি রাধার অংশসম্ভূতা এবং প্রিয়তমা সখী ছিলাম, এক সময়ে আমি রাসমণ্ডলে গোবিন্দ-সহ ক্রীড়া-কৌতুক ভোগ করত মূর্চ্ছিত হইয়া পতিতা হইয়াছিলাম; সেই সময়ে রাসেশ্বরী রাধিকা হঠাৎ সেই স্থানে আগমন করিয়া, আমাকে সেই অবস্থায় দেখিলেন। হে পিতামহ! তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্ধা হইয়া, গোবিন্দকে বহু ভর্ৎসনা করিলেন এবং আমাকে এই শাপ দিলেন, "পাপিষ্ঠে! তুই মনুষ্য-যোনিতে গমন কর্।" এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, তখন গোবিন্দ আমাকে বলিলেন, "গোপিকে! তুমি ভারতে তপস্যা করত ব্রহ্মার বরে আমার অংশস্বরূপ চতুর্ভুজকে লাভ করিবে।" এই কথা বলিয়া গোবিন্দ অন্তর্হিত হইলেন, আমিও দেবীর ভয়ে দেহ ত্যাগ করিয়া ভারতে জন্ম গ্রহণ করিলাম। হে ভগবন্! অতএব আমি সেই কমনীয়রূপ সুন্দর এবং শান্ত নারায়ণকে লাভ করিতে ইচ্ছা করি, সেই বর আমাকে প্রদান করুন। ১৬—২৯। ব্রহ্মা বলিলেন, সুন্দরি! কৃষ্ণাঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত এবং তাঁহার অংশস্বরূপ ও অত্যন্ত তেজস্বী সুদামা নামে গোপ ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; সে সম্প্রতি রাধিকা-শাপে দৈত্যবংশে উদ্ভূত হইয়া ত্রিভুবনে শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই সুদামা পূর্ব্বে গোলোকে তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত কাম-পীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু রাধিকার প্রভাবে ভীত হইয়া তোমাকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই জাতিস্মর শঙ্খচূড় তপস্যা করত আমার বরে তোমাকেই লাভ করিবে; অতএব সুন্দরি! তুমিও জাতিস্মরা, সমস্তই জান; তাহা হইলে, তুমি তাহারই পত্নী হও। ভাবিনি! ইহার পরে নারায়ণকে পতি লাভ করিতে পারিবে। তুমি দৈবযোগে নারায়ণ-শাপ-বশতঃ অংশ-রূপে বিশ্বপাবনী বৃক্ষরূপা হইবে; তুমি জগতে সকল পুষ্পের প্রধানা ও বিষ্ণুর প্রাণাধিকা হইবে; তোমা ভিন্ন সকল দেবতার পূজাই বিফল হইবে। তুমি বৃন্দাবনে বৃন্দাবনী নামে বৃক্ষরূপে অবস্থান করিবে এবং তোমার পত্র দ্বারা গোপগোপিকাগণ মাধবকে পূজা করিবে। তুমি বৃক্ষের অধিষ্ঠাতৃ-দেবীরূপে আমার বরে নিরন্তর গোপ-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিবে। এই কথা শ্রবণ করত তুলসী সস্মিতা হইয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রহ্মাকে প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন,—হে তাত! আমার দ্বিভুজ শ্যাম-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণই অভিলষিত, সেটী সত্যই বলিয়া-ছেন; কিন্তু সেরূপ বাঞ্ছা চতুর্ভুজে নহে। ৩০—৪০। গোবিন্দসহ সুরতে আমার পরিতৃপ্তি না হওয়াতেই দৈবাৎ সুরত ভঙ্গ হইয়াছে, সেই গোবিন্দের বাক্যানু-সারেই আমি চতুর্ভুজকে প্রার্থনা করিতেছি; যদি আপনার প্রসাদে সুদুর্লভ গোবিন্দকে পুনর্ব্বার লাভ করি, তাহা হইলে, অগ্রে আমার রাধা-ভয় নিবারণ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, এই ষোড়শাক্ষর রাধিকা-মন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর; আমার বরে তুমি রাধিকার প্রাণতুল্যা হইবে এবং তোমাদের গোপনীয় ক্রীড়ায় রাধাই স্বয়ং অনুমতি করিবেন ও তুমি গোবিন্দ-সমীপে রাধিকা সদৃশী আদরণীয়া হইবে। এই কথা বলিয়া জগৎকর্ত্তা, দেবীর ষোড়শাক্ষর মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ এবং সমস্ত পূজাবিধান ও পুরশ্চরণক্রম সমস্ত তাঁহাকে

উপদেশ করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করত অন্তর্দ্ধান হইলেন। তৎপরে তুলসী ব্রহ্মার উপদেশক্রমে সেই পবিত্র বদরিকাশ্রমে পূর্ব্বজন্মের অভীষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন; দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত জপ ও পূজা করত সিদ্ধা হইলে, তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল। তাঁহার তপস্যা ও মন্ত্র সিদ্ধ হইলে, তিনি ঈপ্সিত বর প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বদুর্লভ মহাভাগ্য-ফল ভোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার তপঃক্লেশ দূরীভূত হওয়ায়, অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তা হইলেন; নরগণের ফলসিদ্ধির পর পূর্ব্বভুক্ত দুঃখও উত্তম সুখতুল্য হইয়া থাকে। তুলসী তৎপরে সুখে পান ও ভোজন করত সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত মনোহারিণী শয্যায় শয়ন করিলেন। ৪১—৫১।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নবযৌবন-সম্পন্না বরাঙ্গনা তুলসী সুখাপহৃত-চিত্তে সুরতের নিমিত্ত কৃষ্ণকে অভিলাষ করত নিয়ত সন্তুষ্টা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; সেই সময়ে কামদেব তাঁহার প্রতি পঞ্চ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিতা তুলসী পুষ্পবাণে জর্জ্জরিতা হইলেন; তাঁহার অঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি ক্ষণে শুষ্কতা, ক্ষণে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং ক্ষণে উদ্বিগ্নতা, ক্ষণে সুখাবহ তন্দ্রা, ক্ষণে দাহ, ক্ষণে মোহ, ক্ষণে চেতনা এবং ক্ষণে বিষণ্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কখন তিনি দুঃসহ যাতনায় শয্যা হইতে উত্থান করিয়া, কিয়দ্দুর গমন, কখনও ভ্রমণ, ক্ষণে উদ্বেগবশতঃ উপবেশন এবং ক্ষণে উদ্বেগবশতঃ পুনর্ব্বার শয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার অসুস্থ অবস্থা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাঁহার সম্বন্ধে পুষ্প-শয্যা কণ্টকতুল্য হইল, সুস্বাদু ফল জল প্রভৃতি বিষমাহাররূপে পরিণত হইল। তিনি বাসস্থান শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন; তাঁহার সূক্ষ্মবস্ত্র হুতাশনসদৃশ উষ্ণ হইল, ললাটস্থিত সিন্দূরবিন্দু ব্রণতুল্য কষ্টদায়ক হইল, তিনি ক্ষণকাল তন্দ্রা অবস্থাতেই সুবেশ-ধারী এক পুরুষাকৃতি দর্শন করিলেন; সেই পুরুষ অতি সুন্দর যুবা, সস্মিত ও রসিকাগ্রগণ্য; তাঁহার কলেবর চন্দন-চর্চ্চিত ও রত্নময় ভূষণে বিভূষিত। সেই পুরুষ গলে মালা পরিধান করত আগমন করিয়া তাঁহার মুখকমল দর্শন করিতেছেন ও তাঁহার সহিত রতি কথা বলিতে বলিতে মুখ ও অধর মুহুর্ম্মুহু চুম্বন করিতেছেন। সেই ঈপ্সিত পুরুষ মনোহর শয্যাতে তাঁহাকে উপভোগ করত নিয়ত আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই পুরুষ যেন গমন করিয়া আবার প্রত্যাগমন করিতেছেন এবং তিনি যেন এই কথা বলিতেছেন,—কান্ত! প্রাণেশ! কোথায় যাও, ক্ষণকাল অবস্থান কর। তৎপরেই তাঁহার চৈতন্য হইলে, তিনি পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তুলসী এইরূপ অবস্থায় তপোবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১—১৩। এদিকে মহাযোগী শঙ্খচূড় কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পুষ্করতীর্থে সেই মন্ত্রসিদ্ধ হইলে গলে সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল কবচ ধারণ করিয়া, ব্রহ্মার সমীপে মনোবাঞ্ছিত বর লাভ করত তাঁহার আজ্ঞাক্রমে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। মুনে! তখন তুলসী সেই শঙ্খচূড়কে আগমন করিতে দেখিলেন।—তিনি নবযৌবনসম্পন্ন কামদেবতুল্য প্রভাশালী শ্বেতচম্পক-বর্ণের ন্যায় রূপসম্পন্ন এবং রত্নময় ভূষণে বিভূষিত; তাঁহার বদনমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর, লোচনদ্বয় শরৎকালে বিকশিত পদ্মের ন্যায়; তিনি শ্রেষ্ঠরত্নবিনির্ম্মিত রথারূঢ় হইয়াছেন; তাঁহার গণ্ডস্থল রত্নকুণ্ডলে বিরাজিত; তিনি পারিজাত-কুসুমের মাল্য ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গ কস্তূরী ও কঙ্কুম দ্বারা বিলেপিত; তাঁহার সুগন্ধি-চন্দনযুক্ত মনোহর কলেবর। তাঁহাকে নিকটে দর্শন করিয়া তুলসী বস্ত্র দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিলেন এবং সস্মিতা হইয়া কটাক্ষ-নেত্রে শঙ্খচূড়ের মুখমণ্ডল নিরন্তর নিরীক্ষণ করত নবসঙ্গমে লজ্জিতা হইয়া নত-মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সেই কামুকী তুলসী কামবাণে পীড়িতা হইয়া, পুলকাঞ্চিত-শরীরে তাঁহার মুখ-কমল লোচনযুগলে যেন পান করিতে লাগিলেন। শঙ্খচূড়ও তপোবনে পুষ্প চন্দন বিরচিত মনোহর শয্যাতে অবস্থিতা ও বস্ত্রাবৃতা সেই কন্যাকে দেখিতে পাইলেন; সেই যুবতী অতি মনোহারিণী এবং তাঁহার মুখমণ্ডল নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন। ১৪—২৪। তাঁহার নিতম্ব স্থূল অথচ কঠিন, পয়োধর-যুগল পীন এবং ঈষদুন্নত; তিনি মুক্তাপঙ্ক্তির প্রভার ন্যায় নির্ম্মল শোভা-সম্পন্ন দন্ত-পঙ্ক্তি ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার অধরোষ্ঠ পক্ক বিম্ব সদৃশ। নাসিকা অতি মনোহর এবং শরীর-শোভা তপ্তকাঞ্চন বর্ণের ন্যায়; তাঁহার শরীর-লাবণ্য শারদীয় চন্দ্রের ন্যায়; তিনি স্বীয় তেজোমণ্ডলে পরিবৃতা মনোহারিণী এবং সুখদৃশ্যা; সীমন্তের অধোভাগে কস্তূরী বিন্দুর

সহিত চন্দনবিন্দু ও তাহার অধোভাগে সিন্দুরবিন্দু ধারণ করাতে তাঁহার অত্যন্ত মনোহর শোভা প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহার নাভি নিম্ন অতএব গম্ভীর, তাহার অধোভাগে ত্রিবলী শোভা পাইতেছে; করতল স্থলপদ্মের ন্যায় রক্ত ও সুচারুনখচন্দ্র যুক্ত; তাঁহার পাদপদ্ম স্থলপদ্ম-সদৃশ প্রভাশালী, রক্তবর্ণ, মনোহর ও অলক্তক দ্বারা শোভিত; তাহার ঊর্দ্ধ পঙ্কনখে পদ্ম, অতএব তিনি পদ্মশ্রেণী দ্বারা বিরাজিতা; তিনি শরদিন্দুবিনিন্দিত নখচন্দ্রশ্রেণীতে অত্যন্ত শোভাশালিনী হইয়াছেন এবং তিনি অমূল্য রত্ন-নির্ম্মিত পাশকাবলি ধারণ করিয়াছেন। ২৫—৩১। সেই যুবতীশ্রেষ্ঠ মণীন্দ্র-নির্ম্মিত মুখর ভূষণে বিভূষিতা এবং মালতী-মাল্যযুক্ত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার গণ্ডস্থল অমূল্য রত্ন-নির্ম্মিত মকরাকৃতি বিচিত্র কুণ্ডলযুগলে বিরাজিত। রত্নশ্রেষ্ঠবিনির্ম্মিত হার—স্তনযুগলমধ্যে বিন্যস্ত করায়, তাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে। তিনি রত্নময় কঙ্কণ কেয়ূর এবং মনোহর শঙ্খ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গুলিশ্রেণী সুচারু রত্নাঙ্গুরীয়কে পরিশোভিত হইয়াছে। শঙ্খচূড় সেই সুশীলা মনোহারিণী যুবতীকে দর্শন করিয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন করত তাঁহাকে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন;—ধন্যে! তুমি কে? কাহার কন্যা? তুমি স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠা এবং সর্ব্বকল্যাণদায়িনী হইয়া এই বনমধ্যে কি জন্য আগমন করিয়াছ? অয়ি মানিনি! তুমি স্বর্গভোগের সাররূপা, বিহারের হারস্বরূপা, এবং তুমি সংসারে রমণীগণের সারভূতা। তুমি জগতে বিলক্ষণ রূপশালিনী এবং হঠাৎ মুনিগণের মোহ জন্মাইতে পার। হে সুন্দরি! মৌনাবলম্বন করিয়াছ কেন? কৃপাবলোকনে এই কিঙ্করকে সম্ভাষণ কর। এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বামলোচনা তুলসী সকামা হইয়া নতমস্তকে কামোন্মুখ শঙ্খচূড়কে বলিতে লাগিলেন। ৩২—৪০। তুলসী বলিলেন, আমি ধর্ম্মধ্বজতনয়া, তপস্যার নিমিত্ত তপস্বিনী হইয়া, এই তপোবনে অবস্থান করিতেছি। আপনি কে? যথা ইচ্ছা গমন করুন। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তি সতী কুলকামিনীকে নির্জ্জন স্থানে একাকিনী দেখিলে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না—এইরূপ শ্রুতিতে শ্রুত হইয়াছি; যে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রে অজ্ঞ লম্পট অসৎকুল-সম্ভূত এবং শ্রুতির অর্থ কোন কালেই শ্রবণ করে না, সেই নরাধম কামীই কামিনীকে অভিলাষ করে। কারণ, স্ত্রীজাতি প্রথমতঃ মধুর; কিন্তু পরিশেষে পুরুষে অন্তকরূপিণী হয়; তাহাদের মুখে সর্ব্বদা অমৃত বর্ষণ হয়, কিন্তু অন্তর বিষপূর্ণকুম্ভের ন্যায়; তাহারা নিরন্তর মধুরবাক্য প্রয়োগ করে বটে, কিন্তু তাহাদের তাহারা হৃদয় শাণিত-ক্ষুর-ধারার ন্যায়; নিরন্তর স্বকার্য্য সাধনে তৎপরা। স্ত্রীজাতি স্বকার্য্যের নিমিত্ত স্বামি-বশবর্ত্তিনী, কিন্তু তাহার অন্যথা হইলেই অবশীভূতা হইয়া থাকে। তাহাদের বদন নয়ন প্রফুল্ল, কিন্তু অন্তর সর্ব্বদা মলিন; তাহাদের চরিত্র বেদ এবং পুরাণও নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় নাই। কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই স্ত্রীগণের মধ্যে দুষ্টমতি দুর্ব্বুদ্ধি স্ত্রীকে বিশ্বাস করে? তাহাদের কেহই শত্রু কিংবা মিত্র নহে; তাহারা নূতন নূতন পুরুষকে প্রার্থনা করে। নারী, সুবেশ পুরুষ দেখিলে, হৃদয়ে তাহাকে ইচ্ছা করে, কিন্তু বাহে আত্মসতীত্ব জানায়। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ নিরন্তর অভিলাষিণী ও কামচারিণী হয় এবং কামের আধারস্বরূপা ও মনোহারিণী হইয়া থাকে। তাহারা, বাহ্যিক কামলালসা ছলক্রমে গোপন করে; নারী প্রকাশ্যে অতি লজ্জাশীলা, কিন্তু গোপনে কান্তকে পাইলে যেন গ্রাস করিতে উদ্যতা হয়। রমণী কোপ-শীলা কলহের অঙ্কুরস্বরূপা ও মৈথুনাভাবে সর্ব্বদা মানিনী এবং বহু সম্ভোগে ভীতা ও অল্প সম্ভোগেও অত্যন্ত দুঃখিতা হয়। ৪১—৫১। স্ত্রীজাতি সুমিষ্টান্ন ও সুশীতল জল অপেক্ষাও সুন্দর সুরসিক গুণবান্ ও মনোহর যুবা পুরুষকে সর্ব্বদা মনে মনে ইচ্ছা করে; তাহারা রতিদাতা পুরুষকে স্বীয় পুত্র হইতেও অধিক স্নেহ করে এবং সম্ভোগপারদর্শী পুরুষই তাহাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম। রমণী, বৃদ্ধ ও মৈথুনাক্ষম ব্যক্তিকে শত্রুতুল্য দর্শন করে এবং কুপিতা হইয়া তাহাদের সহিত সর্ব্বদা কলহে প্রবৃত্তা হয়। গোরজঃপায়ী কৃকলাসের ন্যায় বহুবিধ ছল-চর্চ্চায় তাহাদের রক্ত শোষণ করে; স্ত্রীজাতি মূর্ত্তিমান্ দুঃসাহসস্বরূপা, সকল দোষের আকর এবং নিরন্তর কপটরূপিণী, অবশীভূতা ও অবিশ্বাসিনী; তাহাদের রূপ অত্যন্ত মোহজনক, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবপ্রভৃতি দেবগণও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাহারা নিরন্তর তপোমার্গের অর্গলস্বরূপা, মুক্তিদ্বারের কপাট সদৃশী; হরিভক্তির বিঘ্নরূপা, সর্ব্বমায়ার আধার ও সংসার-সাগরে নিরন্তর শৃঙ্খলস্বরূপা। স্ত্রীজাতি—ইন্দ্রজাল-রূপিণী ও মিথ্যা রতিস্বরূপা; তাহারা বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ধারণ করে, কিন্তু অভ্যন্তরে অতি কুৎসিত নানারূপ বিষ্ঠা ও মূত্রের আধার মলযুক্ত দুর্গন্ধি দোষে দূষিত ও অসংস্কৃত রক্তযুক্ত। ৫২—৬০। রমণীকে বিধাতা মায়া-শীলদিগের মায়ারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মুমুক্ষু-দিগের বিষরূপা, অদৃশ্যা ও অবাঞ্ছনীয়া করিয়াছেন।

হে নারদ! তুলসী এই কথা বলিয়া বিরতা হইলে শঙ্খচূড় হাস্যপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন, দেবি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সমস্ত অলীক নহে; উহার কিছু সত্য এবং কিয়দংশ অলীক, তাহার বিশেষ বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ কর। বিধাতা সর্ব্বমোহন স্ত্রীরূপ দুই প্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন;—বাস্তব ও কৃত্যা; তাহার মধ্যে বাস্তব—প্রশংসনীয় ও কৃত্যা—নিন্দিতা। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও রাধিকা প্রভৃতি, আদি সৃষ্টিস্বরূপা হইলেও, ইঁহারা ব্রহ্মার সৃষ্টা নহেন, ইঁহাদিগের অংশস্বরূপ যে স্ত্রীরূপ তাহাই বাস্তব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই বাস্তব স্ত্রীরূপই প্রশংসনীয়, যশস্বী ও নিখিল মঙ্গলের কারণ। শতরূপা, দেবহূতী, স্বধা, স্বাহা, দক্ষিণা, ছায়াবতী, রোহিণী, বরুণানী, শচী, কুবেরপত্নী, বায়ুপত্নী, দিতি, অদিতি, লোপামুদ্রা, অনসূয়া, কৈটভী, তুলসী, অহল্যা, অরুন্ধতী, মেনকা, তারা, মন্দোদরী, বেদবতী, গঙ্গা, মনসা, পুষ্টি, তুষ্টি, স্মৃতি, মেধা, কালিকা, বসুন্ধরা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তি, স্বস্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, তুষ্টি, অপরা তুষ্টি ও কান্তি, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, সন্ধ্যা, রাত্রি, দিবা, সম্পত্তি, বৃত্তি, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, শোভা, প্রভা প্রভৃতি স্ত্রীগণ—বাস্তব স্ত্রীরূপে বিখ্যাতা; ইঁহারা যুগে যুগে উত্তম স্ত্রীরূপে উৎপন্না হইয়া থাকেন। ৬১—৭২। এই জগতে স্বর্ব্বেশ্যা ও পুংশ্চলী প্রভৃতিই কৃত্যা স্ত্রীরূপ;—তাহারা অপ্রশংসনীয়া। যেরূপ সত্ত্বগুণ প্রধান, তাহাই জগতে স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও উত্তম; সেই নারীই সাধ্বী বলিয়া প্রশংসিত, তাহাকে মনীষিগণ বাস্তব স্ত্রীরূপ বলিয়া থাকেন; কৃত্যা দুই প্রকার রজোরূপ ও তমোরূপ। হে সুন্দরি! স্থানাভাব, সময়ের অভাব, প্রার্থী জনের অভাব, দেহ-ক্লেশ, রোগ, সাধুর সংসর্গ, বহুগোষ্ঠীতে বাস, রিপুভয় ও রাজভয় প্রভৃতি কারণেই রজোরূপ কৃত্যা স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা হইয়া থাকে; ইহাকে মনীষিগণ, মধ্যমরূপ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। দুর্নিবার্য্য তমোরূপকে তাঁহারা অধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। নির্জ্জনেই হউক, অথবা অনির্জ্জনেই হউক, কিংবা সুগুপ্ত স্থানেই হউক, সৎকুলোদ্ভব পণ্ডিত ব্যক্তি পরস্ত্রীকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে না; কিন্তু হে শোভাশালিনি! আমি ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারেই তোমার নিকটে আসিয়াছি, তোমাকে গন্ধর্ব্ববিহিত বিবাহক্রমে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ৭৩—৮০। আমিই দনুবংশোদ্ভব দেববিদ্রোহী শঙ্খচূড়; আমি পূর্ব্বে গোগোপী-পরিবৃত গোলোকে পারিষদ অষ্ট গোপের মধ্যে সুদাম নামে বিখ্যাত ছিলাম, বর্ত্তমান সময়ে রাধিকা-শাপে আমি দানবেন্দ্র হইয়াছি; কৃষ্ণ-মন্ত্রপ্রভাবে আমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। আমি জাতিস্মর হইয়াছি; তুমিও তুলসী জাতিস্মরা; হরির সহিত সম্ভোগ করিয়া রাধিকা-শাপে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমি গোলোকে তোমার সহিত সম্ভোগের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম; কিন্তু রাধার ভয়ে তাহা সফল হয় নাই। হে মুনে! এই কথা বলিয়া সেই মহাত্মা বিরত হইলে, তুলসী সম্মিতা হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বলিতে উপক্রম করিলেন, জগতে এরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি পণ্ডিতগণের মধ্যেও প্রশংসিত; কামিনীগণ স্বভাবতঃ এইরূপ কান্তকেই সর্ব্বদা অভিলাষ করিয়া থাকে। তুমি আমাকে সত্যই বিচারে পরাজয় করিয়াছ। যে পুরুষ স্ত্রী-পরাজিত, সেই নিন্দিত ও সর্ব্বদা অপবিত্র। স্ত্রী পরাজিত ব্যক্তিকে পিতৃগণ, দেবগণ ও বান্ধবগণ সকলেই নিন্দা করে; পিতা ও ভ্রাতা ইহারাও স্ত্রী-পরাজিত ব্যক্তিকে বাক্য এবং মনের দ্বারাও নিন্দা করিয়া থাকে। দ্বিজগণ জাতক কিংবা মৃতাশৌচে দশাহ অন্তেই শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় জাতি দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। বর্ণ-সঙ্করের মাতৃতুল্য অশৌচাদি হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রী-পরাজিত মানব সর্ব্বদা অশুচি থাকে; যখন চিতানলে দেহ ভস্মীভূত হয়, তখন শুদ্ধ হইয়া থাকে; পিতৃকুল, তৎপ্রদত্ত পিণ্ড ও তর্পণ-জল গ্রহণ করেন না এবং দেবগণও ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার পুষ্প-জলাদি গ্রহণ করেন না। স্ত্রীগণ যাহার মনোহরণ করিতে সক্ষম হয়, সেই ব্যক্তির জ্ঞান তপস্যা জপ হোম পূজা বিদ্যা ও যশ এ সকলে প্রয়োজন কি? সকলই নিষ্ফলমাত্র। তোমার বিদ্যা প্রভাব পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমি পরীক্ষা করিলাম; কারণ, কুলকামিনী কান্তের পরীক্ষা করিয়াই তাহাকে বরণ করিবে। গুণহীন, বৃদ্ধ, অজ্ঞানী, দরিদ্র, মূর্খ, যোগী, কুৎসিত, অত্যন্ত ক্রোধী, অতি দুর্ম্মুখ, পঙ্গু, অঙ্গহীন, অন্ধ, বধির, জড়, মূক, ক্লীবতুল্য ও পাপী; যে ব্যক্তি এইরূপ বরকে কন্যা দান করে, সে ব্রহ্মহত্যাপাপে কলুষিত হয়, এবং যে ব্যক্তি শান্ত, গুণী, বৈষ্ণব ও পণ্ডিত যুবা পুরুষকে কন্যা প্রদান করে সেই মহাত্মা দশ অশ্বমেধের ফল লাভ করে। ৮১—৯৭। যে ব্যক্তি কন্যা পালন করত বিপদে পতিত হইয়া অথবা ধনলোভে সেই কন্যা বিক্রয় করে, সেই পাপিষ্ঠ, নিয়ত কুম্ভীপাকনরক ভোগ করে এবং সেই নরকে কন্যার বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ

করে। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকৃত কাল পর্য্যন্ত কাক ও কৃমি প্রভৃতি তাহাকে নিয়ত দংশন করে। তাহার পর সেই পাপিষ্ঠ, ব্যাধ-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিয়ত মাংস-ভার বহন করত সেই মাংসখণ্ড বিক্রয় করে। এই কথা বলিয়া তুলসী বিরতা হইলে, ব্রহ্মা তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। হে নারদ! তখন তুলসী ও শঙ্খচূড় পদ্মযোনিকে দর্শন করিয়া প্রণিপাত করিলেন; তৎপরে ব্রহ্মা উপবেশন করিয়া তাহাদের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন;— শঙ্খচূড়! তুমি এই রমণীসহ কি কথোপকথন করিতেছ? গান্ধর্ব্ব-বিবাহক্রমে তুমি ইহার পাণিগ্রহণ কর। তুমি পুরুষদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপ, তুলসীও স্ত্রী-গণের মধ্যে রত্নস্বরূপা। বিদগ্ধ-নায়কের সহিত বিদগ্ধা নায়িকার মিলন অত্যন্ত আনন্দকর হইয়া থাকে। হে রাজন্! এই নির্ব্বিবাদ দুর্লভ সুখ কে পরিত্যাগ করে? যে এই নির্ব্বিশেষ সুখ পরিত্যাগ করে, সে যে, পশুতুল্য তাহাতে সংশয়মাত্রও নাই। ৯৮—১০৫। সতি! তুমি দেবাসুর ও দানবদিগের বিমর্দ্দনকারী; ঈদৃশ গুণবান্ কান্তকে কি পরীক্ষা করিতেছ? যেরূপ লক্ষ্মীপতিকে লক্ষ্মী, কৃষ্ণের সহিত রাধিকা, আমার সহিত সাবিত্রী, শঙ্করের সহিত ভবানী; যেরূপ বরাহের সহিত ধরা, হিমালয়ের সহিত মেনকা, অত্রির সহিত অনসূয়া, নলের সহিত দময়ন্তী; যেরূপ চন্দ্রের সহিত রোহিণী, কামের সহিত রতি, কশ্যপের সহিত অদিতি, বশিষ্ঠের সহিত অরুন্ধতী; যেরূপ গৌতমের সহিত অহল্যা, কর্দ্দমের সহিত দেবহূতি, বৃহস্পতির সহিত তারা, মনুর সহিত শত-রূপা; যরূপ যজ্ঞের সহিত দক্ষিণা, হুতাশনের সহিত স্বাহা, ইন্দ্রের সহিত শচী, গণপতির সহিত পুষ্টি, কার্ত্তিকের সহিত দেবসেনা ও ধর্ম্মের সহিত মূর্ত্তি প্রভৃতি সুখমিলনে আবদ্ধা হইয়াছেন, সেইরূপ তুমিও এই শঙ্খচূড়ের সহিত মিলিতা হইয়া ইহার প্রিয়া ও সৌভাগ্যশালিনী হও। সুন্দরি! তুমি এই সুন্দর পুরুষের সহিত চিরকাল স্থানে স্থানে নিরন্তর যথেচ্ছা বিহার কর। পরে শঙ্খচূড় লোকান্তর গমন করিলে গোলোকে গোবিন্দকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে এবং বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজকেও প্রাপ্ত হইবে; এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রহ্মা নিজ-মন্দিরে গমন করিলেন। তৎপরে শঙ্খচূড়, তুলসীকে গন্ধর্ব্ব-বিবাহ-ক্রমে গ্রহণ করিলেন। ১০৬—১১৫। তখন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল। শঙ্খচূড় রমণী সহ ক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলেন; সতী তুলসীও নব-সঙ্গম-বশে মূর্চ্ছিতা হইয়া সেই নির্জ্জন প্রদেশে সম্ভোগসাগরে নিমগ্না হইলেন। কামশাস্ত্রে চতুঃষষ্টি-কলা-পরিমিত রসিক-দিগের ঈপ্সিত যে চতুঃষষ্টি প্রকার সুখ উক্ত আছে, রসিকেশ্বর শঙ্খচূড় সেই সমস্ত সুখ—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্মিলনপূর্ব্বক স্ত্রীমনোহর সুখ-শৃঙ্গারে রত হইয়া, ভোগ করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে জনপ্রাণিশূন্য রমণীয় প্রদেশে পুষ্পচন্দন-বায়ু দ্বারা সুগন্ধি পুষ্পচন্দন-রচিত শয্যাতে, কখনও বা নদীতীরে পুষ্পচন্দন-চর্চ্চিত পুষ্পোদ্যানে শঙ্খচূড় সেই পুষ্পচন্দন-চর্চ্চিতা বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা রসিকা তুলসীকে লইয়া সুখে সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সুরতনিপুণা তুলসী ও শঙ্খচূড়ের সুরতে বিরতি রহিল না—নিয়ত চলিতে লাগিল। তুলসী সুরতপ্রসঙ্গে প্রাণপতির মনহরণ করিলেন, রসভাববিৎ শঙ্খচূড়ও সেই রসিকার চেতনা হরণ করিলেন; পরস্পর সংশ্লেষক্রমে তুলসী, পতির বাহুদ্বয়ের তিলক ও বক্ষের চন্দন গ্রহণ করিলেন, শঙ্খচূড়ও তুলসীর ললাটস্থিত সিন্দুরবিন্দু গ্রহণ করিলেন; শঙ্খচূড় প্রিয়তমার বক্ষোদেশে নখক্ষত করিলেন, তুলসীও সেই রসরাজের বামপার্শ্বে কর-ভূষণের চিহ্ন প্রদান করিলেন। ১১৬—১২৫। দৈত্যরাজ, প্রিয়ার দন্তোষ্ঠপুটে দশন-দংশন করিলেন, তুলসীও তাঁহার গণ্ডযুগলে তাহার চতুর্গুণ দংশন করিলেন। তৎপরে তাঁহাদের সুরত অবসান হইল। তখন তাঁহারা শয্যা হইতে উত্থান করিয়া মনোবাঞ্ছিত বেশবিন্যাস করিলেন। তুলসী, পতির রমণীয় সর্ব্বাঙ্গে গন্ধদ্রব্য অনুলেপন করিয়া, ললাটে কুঙ্কুমাক্ত চন্দনের দ্বারা তিলক রচনা করিলেন এবং সুবাসিত তাম্বূল, বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ বস্ত্র-যুগল, নানাদুঃখবিনাশন পারিজাতকুসুম, অমূল্য-রত্ন-নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক এবং ত্রিলোক-দুর্লভ সুন্দর মণি, পতিকে প্রদান করিয়া, পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, "নাথ! আমি আপনার দাসী"। এই বলিয়া গুণশালী স্বামীকে পরম ভক্তির সহিত প্রণাম করত সস্মিতা হইয়া তাঁহার মুখকমল নির্নিমেষ সকটাক্ষ লোচনযুগলে যেন পান করিতে লাগিলেন। ১২৬—১৩২। তখন শঙ্খচূড় প্রিয়াকে বক্ষে ধারণ করত হাস্যমুখে প্রিয়ার বস্ত্রাচ্ছাদিত মুখকমল দর্শন করিয়া কঠিন গণ্ডযুগলে ও বিম্বতুল্য ওষ্ঠপুটে পুনর্ব্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বরুণ হইতে আহৃত বস্ত্রযুগল, স্বাহা হইতে আহৃত মঞ্জীরযুগল ছায়ার কেয়ূরদ্বয়, রোহিণীর কুণ্ডল, রতির রত্নময় অঙ্গুরীয়ক ও শ্রেষ্ঠ ভূষণ, বিশ্বকর্ম্মা-প্রদত্ত মনোহর

শঙ্খ, বিচিত্র পাশকশ্রেণী, সুদুর্লভ শয্যা ও বিবিধ ভূষণ প্রভৃতি প্রদান করত, তাঁহার প্রীতিসম্পাদন করিলেন। তৎপরে প্রিয়ার কবরীভার নির্ম্মাণ করত তাহাতে মাল্য বিন্যাস করিলেন এবং তাঁহার গণ্ডদেশে সুগন্ধি চন্দন দ্বারা তিনটী চন্দ্রলেখাযুক্ত সুচিত্রিত পত্রাবলী রচনা করিলেন; তাহার চারিদিকে কুঙ্কুমবিন্দু বিন্যস্ত করিলেন; প্রিয়তমা তুলসীর ললাটদেশে প্রজ্বলিত প্রদীপ-কলিকার ন্যায় সিন্দূরবিন্দু প্রদান করিলেন ও তাঁহার স্থলপদ্মবিনিন্দিত পদযুগলে এবং নখরশ্রেণীতে চিত্র অলক্তকরাগ বিন্যাস করত সেই রঞ্জিত চরণ-যুগল স্ববক্ষে ধারণ করিলেন এবং "দেবি! আমি তোমার দাস" রাজা পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করত রত্ননির্ম্মিত যানে সেই তপোবন পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। কোন সময়ে মলয় পর্ব্বতে, দেবনিলয়ে, শৈলে শৈলে, বনে বনে; কোন সময়ে অতি রম্য স্থানে, নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে; প্রতি কন্দরে সিন্ধুতীরে ও মনোহর বনে, কোন সময়ে জল-বায়ুমনোহর পুষ্প-ভদ্রা-নদীতীরে প্রতি পুলিনে, প্রতি নদীতে ও নদে নদে; মধুমাসে মধুকরগণের মধুর ঝঙ্কারে মনোহর নির্ঝরযুক্ত সুরসন সুখসেব্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে; কোন সময়ে দেবোদ্যানে, দেববন-বিচিত্র নন্দনকাননে; কোন সময়ে চম্পকবনে কেতকীবনে ও মাধবীবনে এবং কুন্দ মালতী কুমুদ পদ্ম প্রভৃতি দ্বারা মনোহর কাননে; কোন সময়ে প্রতি কল্প-বৃক্ষ-বনে ও প্রতি পারিজাত-বনে; কোন সময়ে নির্জ্জন কাঞ্চনময় প্রদেশে, কাঞ্চন-পর্ব্বতে, কাঞ্চী বনে এবং কাঞ্চনাকর কিঞ্চনক ও কঞ্চক-নামক প্রদেশে এবং কোলিলের কুহুধ্বনিমধুর রম্য প্রদেশে পুষ্পচন্দনরচিত শয্যায়, কামুক শঙ্খচূড় পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া 'কামপরায়ণা তুলসীর সহিত ক্রীড়া করিয়াও তুলসী ও শঙ্খচূড়—উভয়েই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের পর-স্পরের কামপ্রবৃত্তি—ঘৃত-সংযুক্ত বহ্নির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তৎপরে মহাপ্রতাপশালী দানব শঙ্খচূড়, ভার্য্যাসহ স্বীয় আশ্রমে আগমন করত রম্য ক্রীড়া-ভবন নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে নিয়ত রমণী-সহ বিহারে রত থাকিয়া, রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। রাজরাজেশ্বর মহাবলশালী শঙ্খচূড়, এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত এইরূপ দেব, দানব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, রাক্ষস প্রভৃতির শাসনকর্ত্তা হইয়া, শাসনপ্রণালী বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাহাতে দেবগণ, স্বীয় অধিকারচ্যুত হইয়া ভিক্ষুকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। শঙ্খচূড় তাঁহাদের পূজা হোম বিষয় আশ্রয় অধিকার অস্ত্র ভূষণাদি সমস্তই বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। ১৩৩—১৫৬। তাহার পর দেবগণ, চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিরুদ্যম হইয়া বিষণ্ণচিত্তে ব্রহ্মার সমীপে গমন করত রোদনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বলি-লেন; ব্রহ্মা সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া দেবগণ-সহ শিবভবনে গমন করিলেন। তৎপরে সমস্ত বিষয় চন্দ্রশেখরকে বলিলে তিনি ও ব্রহ্মা উভয়েই দেবগণসহ সুদুর্লভ জরামৃত্যুশূন্য পরমধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া, হরির আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইলেন; সেই স্থানে দ্বারপালগণ রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। তাহারা পীতবসনে শোভিত ও রত্নভূষণে বিভূষিত। তাহাদের গলে বনমালা শোভা পাইতেছে; শরীর শ্যামবর্ণ ও অতি সুন্দর। তাহারা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ; তাহারা সস্মিত পদ্মসদৃশ বদন মণ্ডলে পরিশোভিত ও পদ্মের ন্যায় মনোহর নেত্রদ্বয়-যুক্ত। ব্রহ্মা তাহাদিগকে গমনের প্রয়োজন জানাইলেন। তৎপরে তাহাদের অনুমতিক্রমে পুরে প্রবেশ করিলেন। কমলোদ্ভব, এইরূপে সেই পুরের ষোড়শ দ্বার নিরীক্ষণ করিলেন; সেই দ্বার সকল অতিক্রম করিয়া দেবগণসহ হরির সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সভা চতুর্ভুজ পারিষদগণে ও দেবর্ষি-সমূহে পরিবৃত। ১৫৭—১৬৭। সেই পারিষদগণ সকলেই চতুর্ভুজ, নারায়ণের তুল্য ও কৌস্তুভ মণিতে বিভূষিত। সেই হরির সভা চতুরস্র, পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল-সদৃশ সুগোল, সারভূত মণিদ্বারা নির্ম্মিত, উৎকৃষ্ট-হীরক-শ্রেণী-খচিত, অমূল্য-রত্নরাজি-বিরাজিত; হরির ইচ্ছানুসারে সেই সভা রচিত হইয়াছে। সভামণ্ডলের কোন স্থান মাণিক্য-মালা-শ্রেণীযুক্ত, কোন স্থল মুক্তা-পংক্তিবিরাজিত, কোন স্থানে মণ্ডলাকার কোটি দর্পণ শোভা পাইতেছে; কোনও স্থানে বিবিধ মনোহর চিত্র চিত্রিত রহিয়াছে। সভার শতসংখ্যক সোপান-শ্রেণী স্যমন্তক-মণি-নির্ম্মিত; তাহাতে পদ্মরাগ-মণি-নির্ম্মিত কৃত্রিম পদ্ম-পংক্তি দ্বারা সোপানের সৌন্দর্য্য শোভা সম্ভূত হইয়াছে; সভাগৃহের স্তম্ভ সকল ইন্দ্র-নীলমণিনির্ম্মিত ও পট্ট-সূত্রের গ্রন্থিযুক্ত মনো-হর চন্দনপল্লবে পরিশোভিত; সেই স্তম্ভ সকল সভার চারিদিকে সন্নিবেশিত হইয়া সভার অত্যন্ত শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সভার কোন স্থানে জলপূর্ণ বহু রত্নকুম্ভ নিবদ্ধ রহিয়াছে; কোনও প্রদেশ পারিজাতকুসুমের মালা-শ্রেণীতে শোভা পাইতেছে; সভার অভ্যন্তর—কস্তুরী-

কুঙ্কুমযুক্ত-সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুসংস্কৃত হইয়াছে। তাহাতে সুগন্ধি সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া, সেই প্রদেশকে মনোহর গন্ধে আমোদিত করিতেছে। বিদ্যাধরীগণের মনোহর সঙ্গীতে সভা আরও মধুর শোভাসম্পন্ন হইয়াছে। ১৬৬—১৭৩। সভার আয়তন সহস্র যোজন; সমস্তই কিঙ্করগণে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মা দেবগণসহ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন;—শ্রীহরি তারকা-পরিবৃত শশধরের ন্যায় সেই সভার মধ্যস্থলে অমূল্যরত্ননির্ম্মিত-বিচিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি কিরীট কুণ্ডল ও বনমালায় বিভূষিত, শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ, তাঁহার কলেবর নবীন নীরদের ন্যায় শ্যাম ও মনোহর এবং অমূল্যরত্ননির্ম্মিত বিবিধ ভূষণে ভূষিত, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধিচন্দনসিক্ত. তাহাতে ক্রীড়াপদ্ম ধারণ করিয়াছেন। তিনি পুরস্থিত গায়কাদির নৃত্য-গীত প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন; তাঁহার আকৃতি অতি প্রশান্ত। সেই সরস্বতী-কান্তের চরণযুগল লক্ষ্মী সাদরে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ভগবান্ অতি আনন্দের সহিত ভক্ত-প্রদত্ত সুবাসিত তাম্বূল নিরন্তর ভক্ষণ করিতেছেন; গঙ্গাদেবী, পরম ভক্তি সহকারে শ্বেতচামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতেছেন, এবং ভক্তবৃন্দ ভক্তিবিনতমস্তকে নিরন্তর তাঁহার স্তব-পাঠে নিরত আছেন। এইরূপ পরিপূর্ণতম পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের কলেবর পুলকাঞ্চিত ও নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা পরমভক্তিপূর্ব্বক অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। অনন্তর জগতের বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে সমুদয় বৃত্তান্ত হরির নিকটে নিবেদন করিলেন। ১৭৪—১৮৩। পরে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভাববিৎ হরি, ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে মনোহর রহস্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ বলিলেন, হে পদ্মজ! শঙ্খচূড়ের বৃত্তান্ত আমি সমুদয় অবগত আছি; সে আমার পরম ভক্ত এবং পূর্ব্বজন্মে সে [illegible] ছিল। হে দেবগণ! তোমরা সকলে সেই পুরাতন গোলোকের ইতিহাস শ্রবণ কর; ইহা পাপনাশক ও পুণ্যপ্রদ। সেই শঙ্খচূড় পূর্ব্বে আমার পার্ষদ-শ্রেষ্ঠ সুদামা নামে গোপ ছিল, রাধিকার দারুণ শাপে দানবী-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। একদা আমি গোলোকধামে প্রাণাধিকা মানিনী রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহ হইতে রাসমণ্ডলে গমন করিয়াছিলাম। ১৮৪—১৮৮। অনন্তর রাধিকা, দাসীমুখে আমাকে বিরজার সহিত ক্রীড়া করিতে শুনিয়া ক্রোধভরে সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক আমাকে দেখিতে পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বিরজাকে নদীরূপা এবং আমাকে তিরোহিত জানিয়া সক্রোধে সখীগণের সহিত পুনর্ব্বার গৃহে গমন করিলেন। পরে দেবী রাধিকা,সেই স্থানে মৌনীভূত ও সুস্থির আমাকে সুদামার সহিত অবস্থিত দেখিয়া, যথোচিত ভর্ৎসনা করেন। সুদামা, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে, তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া আমার সমক্ষেই সুদামাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন এবং সুদামাও সেইরূপ করিলে রাধিকা তাঁহার উপর অতিশয় ক্রোধ করায়, তাঁহার লোচনদ্বয় তখন রক্ত পঙ্কজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া আমার সভা হইতে সুদামাকে বহিষ্কৃত করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা করিবা মাত্র দুর্ব্বার তেজস্বিনী লক্ষ সখী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বারংবার কটুভাষী সুদামাকে অতিশীঘ্র বহিষ্কৃত করিয়া দিল। সেই সময়ে রাধিকা সুদামার কটূক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া 'তুই দানবযোনি প্রাপ্ত হইবি' বলিয়া দারুণ অভিসম্পাত করিলেন। সুদামা এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া সরোদনে আমাকে প্রণামপূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলে, পুনরায় প্রীতা হইয়া কৃপাবশতঃ রোদন করিতে করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—"বৎস! কোথায় যাইবে যাইও না, এই স্থানেই থাক;" পুনঃ পুনঃ এইরূপ কহিয়া শোকবিহ্বলচিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ গমনে উদ্যতা হইলেন। ১৮৯—১৯৭। তখন তত্রত্য সমুদয় গোপীগণ অতি দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন পরে আমি—রাধিকা ও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলে, রাধিকা সুদামাকে কহিলেন,—"সুদামন্! তুমি ক্ষণার্দ্ধমধ্যে আমার শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় এই স্থানে আগমন করিবে। কিন্তু হে বিধাতঃ! ইহা নিশ্চয় আছে যে, গোলোকের ক্ষণার্দ্ধকালে পৃথিবীর এক মন্বন্তর হইয়া থাকে। এজন্য সেই সর্ব্বমায়া-বিশারদ মহাবলিষ্ঠ যোগীশ্বর শঙ্খচূড় পুনর্ব্বার গোলোকধামেই গমন করিবে। এক্ষণে হে সুরগণ! তোমরা আমার শূল গ্রহণ করিয়া শীঘ্র গমন কর; মহাদেব এই শূলে সেই দানবকে সংহার করিবেন। সেই দানব, নিজ কণ্ঠে আমারই সর্ব্ব মঙ্গল-মঙ্গলকবচ ধারণ করিয়া সংসার-বিজয়ী হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! সেই কবচ তাহার কণ্ঠে থাকিতে কেহই তাহাকে হিংসা করিতে পারিবেন না, এজন্য আমিও ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া তাহা প্রার্থনা করিয়া লইব; এবং তুমিও তাহাকে বর

দান করিয়াছ যে, যখন তাঁহার পত্নীর সতীত্ব বিনষ্ট হইবে; তখনই তাহাকে মৃত্যু অধিকার করিতে পারেন। এজন্য নিশ্চয় আমি তাহার পত্নীর সতীর হানি করিব এবং অবশ্যই তখন তাহার মৃত্যু হইবে। পরে তাহার পত্নী দেহ ত্যাগপূর্ব্বক আমার প্রিয়া হইবে। জগন্নাথ এইরূপ কহিয়া মহাদেবকে শূল দান করিলেন। হরি শূল দান করিয়া সহর্ষে অভ্যন্তরে গমন করিলে ব্রহ্মাদি দেবগণও ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৯৮—২০৩।

প্রকৃতিখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মহামুনে! ব্রহ্মা মহাদেবকে দানবসংহারে নিয়োগ করিয়া অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে মহাদেব, দেবগণের নিস্তার নিমিত্ত চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্ত্তী এক মনোহর বটবৃক্ষের মূলদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বেশ্বর পুষ্পদন্তকে মনোমত দূত করিয়া, অতি শীঘ্র শঙ্খচূড়ের নিকটে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর পুষ্পদন্ত, শিবাজ্ঞায় শীঘ্র শঙ্খচূড়ের নগরে গমন করিলেন। সেই নগর মহেন্দ্রভবন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং কুবেরভবন হইতে অধিক সমৃদ্ধ। ঐ নগর প্রস্থে পঞ্চ যোজন ও দৈর্ঘ্যে দশ যোজন বিস্তীর্ণ, তাহাতে অতি দুর্গম সাতটী পরিখা আছে। জ্বলন্তঅগ্নিসদৃশ কোটি কোটি রত্নে উহা প্রজ্বলিতের ন্যায় হইয়াছে। উহা চতুর্দ্দিকে বণিক্‌গণের নানা প্রকার বস্তুতে বিরাজিত শতশত বীথিকা দ্বারা পরিপূর্ণ। ঐ বীথিকাসমূহে মণিনির্ম্মিত বেদিকা সকল শোভা পাইতেছে। সিন্দুরবর্ণ মণিনির্ম্মিত, নানারূপ কারুকার্য্যে খচিত ও রমণীয় বস্তুসমূহে বিভূষিত দিব্য শতকোটি আশ্রমে উহার আর শোভার পরিসীমা নাই। গন্ধর্ব্বরাজ ঐ নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া শঙ্খচূড়ের ভবন দেখিতে পাইলেন। ঐ ভবন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মণ্ডলাকার; উহার চতুঃপার্শ্বে জ্বলন্ত-অগ্নিশিখা-বিশিষ্ট চারিটী পরিখা আছে এবং উহা অতি উচ্চ গগনস্পর্শী প্রাচীরে বেষ্টিত; উহাতে শত্রুগণ কোনরূপেই গমন করিতে পারেন না, কিন্তু অন্যান্যের পক্ষে কোনরূপ বাধা নাই। ১—১০। উহার রত্নপদ্মযুক্ত ও রত্নদর্পণে ভূষিত দ্বাদশ দ্বারে দ্বারপাল সকল অবস্থান করিতেছে। ঐ সকল দ্বারে প্রদীপ্ত অথচ উত্তমরত্ননির্ম্মিত চিত্রকার্য্য সকল বিরাজমান। চতুর্দ্দিকে দিব্যাস্ত্রধারী মহাবল পরাক্রান্ত সুন্দর সুবেশবিশিষ্ট ও নানালঙ্কারে বিভূষিত শতকোটি দানব ঐ ভবন রক্ষা করিতেছে। পুষ্পদন্ত তাহাদিগকে দেখিয়া পরে প্রধান দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তথায় এক পুরুষ শূলহস্তে সহাস্য বদনে দ্বার রক্ষা করিতেছে। ঐ ভীষণমূর্ত্তি পিঙ্গলাক্ষ পুরুষের বর্ণ তাম্রতুল্য। পুষ্পদন্ত, তাহাকে বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া, তাহার আদেশ প্রাপ্তে ক্রমে নবদ্বার অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে গমন করিলেন। তিনি সাংগ্রামিক দূত বলিয়া কেহই নিবারণ করিল না। তিনি অভ্যন্তরে গমন করিয়া রাজাকে রণবৃত্তান্ত জানাইবার জন্য দ্বারপালকে কহিলেন। দ্বারপাল শঙ্খচূড়কে বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাঁহার আদেশানুসারে দূত পুষ্পদন্ত অনুমোদন করিলে পুষ্পদন্ত গমনপূর্ব্বক সুমনোহর শঙ্খচূড়কে দর্শন করিলেন। সেই শঙ্খচূড় তৎকালে সভামণ্ডলের মধ্যভাগে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; এক ভৃত্য, তাঁহার মস্তকের উপর উৎকৃষ্ট মণিখচিত রত্নদণ্ডযুক্ত রত্নপুষ্পে শোভিত মনোহর স্বর্ণচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিল। ১১—২০। পার্ষদ সকল ব্যজন ও শ্বেতচামর দ্বারা সেই সুবেশধারী রত্নভূষণে ভূষিত সুন্দর শঙ্খচূড়ের সেবা করিতেছিল। হে মুনে! ঐ শঙ্খচূড়ের পরিধান সূক্ষ্ম বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ মাল্য ও অনুলেপনে শোভিত এবং চতুর্দ্দিকে সুবেশধারী ত্রিকোটি দানবেন্দ্র সকল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ও অন্যান্য শস্ত্রধারী শতকোটী দানব চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। পুষ্পদন্ত, দানবরাজকে এইরূপ দেখিয়া সবিস্ময়ে তাঁহাকে শঙ্করোক্ত রণবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন;— হে রাজেন্দ্র! হে প্রভো! অমি শিবদূত, আমার নাম পুষ্পদন্ত; আমাকে শঙ্কর যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২১—২৬। হে রাজন্! দেবগণ সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরির শরণাপন্ন হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে আপনি তাঁহাদিগের রাজ্য ও অধিকার প্রদান করুন। শ্রীহরি, ত্রিলোচন শিবকে নিজ ত্রিশূল প্রদান করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন; তিনি এক্ষণে চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্ত্তী বটমূলে অবস্থান করিতেছেন। আপনি এক্ষণে দেবগণকে রাজ্য দান করুন অথবা যুদ্ধে কৃতোদ্‌যোগ হউন; আর আমি শম্ভুর নিকটে কি কহিব ব্যক্ত করুন। শঙ্খচূড় শিবদূতের বাক্য শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন—যে, তুমি এক্ষণে গমন কর, আমি প্রভাতে সেই স্থানে গমন করিব। ২১—২৯। অনন্তর পুষ্পদন্ত ত্বরায় গমনপূর্ব্বক সেই বটমূলস্থ মহাদেবকে শঙ্খচূড়ের বাক্য ও

পরিচ্ছদাদির বিষয় কীর্ত্তন করিলেন। এমন সময়ে কার্ত্তিকেয়, বীরভদ্র, নন্দী, মহাকাল, সুভদ্র, বিশালাক্ষ, বাণ, পিঙ্গলাক্ষ, বিকম্পন, বিরূপ, বিকৃতি, মণিভদ্র, বাস্কল, কপিলাক্ষ, দীর্ঘদংষ্ট্র, বিকট, তাম্রলোচন, কালঙ্কট, বলীভদ্র, কালজিহ্ব, কুটীচর, বলোন্মত্ত, রণশ্লাঘী, দুর্জ্জয়, দুর্গম, ভয়ঙ্কর অষ্ট ভৈরব, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, ইন্দ্রাদি দেবগণ, দ্বাদশ আদিত্য, অগ্নি, চন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কুবের, যম, জয়ন্ত, নলকুবর, বায়ু, বরুণ, বুধ, মঙ্গল, ধর্ম্ম, শনি ও বীর্য্যশালী কামদেব, আর উগ্রদংষ্ট্রা, উগ্রচণ্ডা, কোটরী, কৈটভী এবং স্বয়ং শতভুজা ভয়ঙ্করী ভদ্রকালী দেবী, ইঁহারা সকলে শম্ভুর নিকটে সমুপস্থিত হইলেন। ৩০—৩৮। ঐ দেবী ভদ্রকালী উৎকৃষ্টরত্ননির্ম্মিত বিমানের উপর অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহার পরিধান, মাল্য ও অনুলেপনাদি সমস্তই রক্তবর্ণ; তিনি কখন নৃত্য, কখন হাস্য ও কখন সানন্দে মধুর স্বরে গান করিতেছিলেন। সেই অভয়া ভক্তগণকে অভয় ও রিপুগণকে ভয় দান করিয়া থাকেন। সেই ভয়ঙ্করীর সুলোল বিকট রসনা এবং হস্তস্থিত গভীর বার্ত্তুলাকার খর্পর যোজনায়ত। তাঁহার হস্তসমূহে গগনস্পর্শী ত্রিশূল, যোজনায়ত শক্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শরসমূহ, ভয়ঙ্কর চাপ, মুদ্গর, মুষল, বজ্র, খড়্গ, প্রদীপ্ত, ফলক, বৈষ্ণবাস্ত্র, বারুণাস্ত্র, নাগপাশ, আগ্নেয়াস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, গান্ধর্ব্বাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, পার্জ্জন্যাস্ত্র; পাশুপতাস্ত্র, জৃম্ভণাস্ত্র, পার্ব্বতাস্ত্র, মাহেশ্বরাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, দণ্ড, সম্মোহনাস্ত্র এবং অন্যান্য শত শত অব্যর্থ অস্ত্র ও শত শত দিব্যাস্ত্র সকল বিরাজ করিতেছে। সেই ভয়ঙ্করী দেবী ত্রিকোটি যোগিনীগণ ও ত্রিকোটি বিকটাকৃতি ডাকিনীগণের সহিত শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন কার্ত্তিকেয়, ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ এবং সেই সকল ডাকিনী-যোগিনীগণের সহিত পিতা চন্দ্রশেখরকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এদিকে দূত গমন করিলে, প্রতাপবান্ শঙ্খচূড় অভ্যন্তরে গমন করিয়া পত্নী তুলসীকে যুদ্ধবৃত্তান্ত জানাইলেন। রণবার্ত্তা শ্রবণে সাধ্বী তুলসীর কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইল। তখন দুঃখিত-হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, হে প্রাণনাথ! হে বন্ধো! আমার বক্ষঃস্থলে ক্ষণকাল অবস্থান করুন, আপনি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অতএব ক্ষণকাল আমার জীবন রক্ষা করুন। নাথ! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া জন্মের সাফল্য করুন, আমি চিরপিপাসিতনেত্রে ক্ষণকাল আপনাকে দর্শন করি। জীবিতনাথ! আমার প্রাণ আন্দোলিত ও মন দগ্ধ হইতেছে অদ্য রাত্রিশেষে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। প্রাজ্ঞ দানবেশ্বর তুলসীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণানন্তর পান-ভোজন সমাপন করিয়া তাঁহাকে সত্য ও হিতকর যথোচিত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন;—মহিষি! জীবগণের কর্ম্মভোগের সময় উপস্থিত হইলেই শুভাশুভ, সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক ও অমঙ্গলাদি সমস্তই ঘটিয়া থাকে। দেখ, বৃক্ষ সকল সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া সময়েই স্কন্ধবিশিষ্ট হয় এবং কালেই তাহার পুষ্প ও কালেই ফল হইয়া থাকে। পরে সেই সকল ফলবান্ বৃক্ষই যথাকালে কালপ্রাপ্ত হয়; এইরূপ সমস্ত ভূতগণ কালেই উৎপন্ন হইয়া আবার কালেই বিলীন হয়। হে সুন্দরি! অধিক কি, সমুদয় বিশ্বই কালে উৎপন্ন ও কালেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্রষ্টা কালেই সৃষ্টি, পাতা কালেই পালন ও সংহর্ত্তা কালেই সংহার করেন; এই প্রকার নিয়মেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়। অতএব যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদিরও ঈশ্বর ও প্রকৃতি হইতে অতীত; যিনিই স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা সেই অনাদিনিধন শ্রীকৃষ্ণকেই নিরন্তর ভজনা কর। সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় ইচ্ছায় প্রকৃতিকে সৃজন করিয়া বিশ্বস্থ প্রাকৃত সমুদয় চরাচর সৃজন করিয়াছেন। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যাহা কিছু পদার্থ সমস্তই কৃত্রিম ও নশ্বর;—ইহারা কালে উৎপন্ন ও কালেই বিনষ্ট হয়। অতএব তুমি সেই ত্রিগুণাতীত সত্য পরব্রহ্ম রাধাকান্তকে ভজনা কর, তিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বান্তরাত্মা ও সর্ব্ব-স্বরূপ। যিনি জলরূপে জলের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকেই ভজনা কর। যাঁহার আজ্ঞায় বায়ুদেব শীঘ্রগামী হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন এবং সূর্য্যদেব যাঁহারই আজ্ঞায় যথাসময়ে তাপপ্রদ হইয়া থাকেন, যাঁহার আদেশে যথাকালে ইন্দ্র বর্ষণ, মৃত্যু প্রাণিগণে বিচরণ, অগ্নিদেব দহন, ও চন্দ্র শীতবৎ ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সেই মৃত্যুর মৃত্যু, কালের কাল, যমের যম, স্রষ্টার স্রষ্টা, পাতার পাতা ও সংহর্ত্তার সংহর্ত্তা পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন হও। প্রিয়ে! কেহই কাহার বন্ধু নহে, কেবল তিনিই সকলের বন্ধু;— এজন্য তাঁহারই সেবা কর। ৩৯—৬৮। প্রিয়তমে! আমিই বা কে? আর তুমিই বা কে? কেবল নিজ কর্ম্মবশতঃ বিধাতা আমাদিগকে মিলিত করিয়াছেন; আবার তিনিই বিয়োজিত করিবেন। এজন্য অজ্ঞানী ব্যক্তিই শোক বা বিপত্তিতে কাতর

হয়, পণ্ডিত কখনই সেরূপ হন না; কারণ সুখ আর দুঃখ চক্রের ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। প্রিয়ে! তুমি বদরিকাশ্রমে যাহার জন্য তপস্যা করিয়াছিলে, নিশ্চয় সেই সর্ব্বেশ্বর নারায়ণকে কান্তরূপে প্রাপ্ত হইবে। হে কামিনি! আমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকটে বর লাভ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু হরি উদ্দেশেই তুমি তপস্বিনী হইয়াছিলে, এজন্য হরিকেই লাভ করিবে। তুমি অতি শীঘ্র গোলোকধামের বৃন্দাবনে গোবিন্দকে প্রাপ্ত হইবে এবং আমিও দানবদেহ ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে গমন করিব। সেই স্থানে তুমি আমাকে—আমিও তোমাকে নিরন্তর দেখিতে পাইব; রাধিকার শাপে আমি এই সুদুর্লভ ভারতে জন্ম লাভ করিয়াছি, আবার সেই স্থানেই গমন করিব। অতএব প্রিয়ে! আমার নিমিত্ত আর শোক কি? এবং তুমিও এই দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক আমার গমনসময়েই হরিকে প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে কান্তে! বৃথা কাতরা হইও না। শঙ্খচূড় প্রিয়াকে এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া, পরে রজনী উপস্থিত হইলে, রত্নপ্রদীপযুক্ত রত্ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পুষ্পচন্দনচর্চ্চিত মনোহর শয্যায় শয়নপূর্ব্বক সুন্দরী স্ত্রীরত্ন লাভে নানা প্রকার ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা সুখে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। পরে শোকসাগরনিমগ্না কৃশোদরী তুলসীকে পুনরায় অতি দুঃখভরে রোদন করিতে দেখিয়া, নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক জ্ঞানবিৎ দৈত্যরাজ, দিব্যজ্ঞান-বলে পুনরায় প্রবোধ দান করিলেন। ঐ উত্তম জ্ঞান পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীর-বনে তাঁহাকে দান করেন; পরে শঙ্খচূড় সেই উৎকৃষ্ট সর্ব্বশোক-বিনাশন জ্ঞান, তুলসীকে অর্পণ করিলে, তাঁহার সেই জ্ঞান-লাভ-হেতু মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল প্রসন্ন হইল। ৬৯—৮১। তখন তিনি সমস্ত নশ্বর বিবেচনা করিয়া, সানন্দে ক্রীড়া করিলেন। সেই দম্পতি সুখসাগরে নিমগ্ন হওয়ায় উভয়েই ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। হে মুনে! তখন সেই রোমাঞ্চিতগাত্র প্রীতিযুক্ত সুরতোৎসুক দম্পতি মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইলেন; আর তাঁহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পর এরূপ সুযুক্ত ছিল যে, উভয়কে হরগৌরীসদৃশ একাঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। সেই সময় তুলসী পতিকে প্রাণাধিক ও দৈত্যরাজ পত্নীকে প্রাণাধিকা বলিয়া বিবেচনা করিলেন; সেই সুবেশ সুন্দর সুখসুপ্ত যুবক-যুবতী কখন তন্দ্রাযুক্ত ও কখন সুখসম্ভোগ জন্য বিচেষ্টমান হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্ষণেক সচেতন হইয়া রসান্বিত মনোহর দিব্য কথোপ-কথন, ক্ষণেক হাস্য, ক্ষণেক পরস্পরপ্রদত্ত তাম্বূল ভোজন, ক্ষণেক পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক শ্বেতচামর ব্যজন, ক্ষণেক পরমানন্দে শয়ন, ক্ষণেক উপবেশন, কখনও বা রসভাব-সমন্বিত ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন। ফলতঃ উভয়েই সুরত বিষয়ে পণ্ডিত,—এজন্য কেহই তাহা হইতে বিরত হইতে বাসনা করিলেন না; দুই জনেই নিরন্তর সুরতলীলায় জয়ী হইতে লাগিলেন, কেহ ক্ষণকালের জন্য পরাজিত হইলেন না। ৮২—৯০

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! অনন্তর কৃষ্ণপরায়ণ দানবেন্দ্র মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া, ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে মনোহর কুসুমশয়ন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাত্রিবাস ত্যাগ করিলেন। পরে মঙ্গলবারিতে স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্রযুগ্ম পরিধান ও উজ্জ্বল তিলক রচনা-পূর্ব্বক অবশ্যকর্ত্তব্য আহ্নিক ও অভীষ্টদেবের বন্দনা করিলেন। দধি, ঘৃত, মধু, ও লাজ প্রভৃতি মঙ্গল বস্তু সমুদয় দর্শন করিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণকে ভক্তি-পূর্ব্বক অন্যান্য দিবসের ন্যায় উৎকৃষ্ট রত্ন, মণি, বস্ত্র, ও কাঞ্চন সকল দান করিলেন। অনন্তর যুদ্ধযাত্রার মঙ্গল নিমিত্ত গুরুদেবকে যৎকিঞ্চিৎ অমূল্য রত্ন, মুক্তা, মাণিক্য ও হীরক দান করিয়া পরিশেষে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে গজশ্রেষ্ঠ, অশ্ব ও মনোহর ধেনু অর্পণ করিলেন। পরে বহু ব্রাহ্মণকে আনন্দের সহিত সহস্র ভাণ্ডার, ত্রিলক্ষ নগর ও সাতকোটি গ্রাম সমর্পণ করিলেন। তৎপরে পুত্র সুচন্দ্রকে দানবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তাঁহার উপর ভার্য্যা, রাজ্য, সমস্ত সম্পদ্, প্রজা, অনুচরবর্গ, ভাণ্ডার ও বাহনাদির রক্ষার ভার দিয়া, স্বয়ং বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক ধনু ধারণ করিলেন। নারদ! ক্রমে ভৃত্যদ্বারা সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক ত্রিলক্ষ অশ্ব, উৎকৃষ্ট লক্ষ হস্তী, অযুত রথ, ত্রিকোটি ধনুর্দ্ধারী, ত্রিকোটি চর্ম্মধারী ও ত্রিকোটি শূলধারী পুরুষকে দৈত্যরাজ যুদ্ধার্থে স্থির করিয়া যুদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ কোন এক বীরকে সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিলেন। ১—১২। দানবাধিপ সেই মহারথ নামে প্রসিদ্ধ রথিশ্রেষ্ঠকে ত্রিলক্ষ অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক করিয়া ত্রিংশৎ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে রণবাদ্য-বাদনে নিয়োগপূর্ব্বক মনে মনে শ্রীহরিকে স্মরণ করত শিবির হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর দৈত্যপতি,

উৎকৃষ্ট রত্ন-গঠিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গুরুবর্গকে অগ্রসর করিয়া শিবসমীপে উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে শুভপ্রদ অক্ষয় বট বিরাজিত, সেই স্থানে সিদ্ধক্ষেত্র নামে সিদ্ধগণের সিদ্ধাশ্রম বিদ্যমান আছে। তাহা ভারতে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত ও কপিল মুনির তপস্যার স্থান। তাহার পশ্চিমসীমা পশ্চিম সাগর; পূর্ব্ব সীমা মলয়পর্ব্বত; দক্ষিণসীমা শ্রীশৈল; উত্তরসীমা গন্ধমাদন পর্ব্বত;— সেই স্থানে প্রস্থে পঞ্চযোজন ও দৈর্ঘ্যে পঞ্চশতযোজন-বিস্তীর্ণা জলপূর্ণা শাশ্বতী পুষ্পভদ্রা নদী প্রবাহিতা। বিশুদ্ধস্ফটিকবর্ণা সৌভাগ্যযুক্তা ঐ নদী লবণসমুদ্রের প্রিয়া ভার্য্যা, ভারতে পুণ্যদায়িনী। ঐ পুষ্পভদ্রা, হিমালয় হইতে নির্গতা এবং শরাবতীর সহিত মিলিতা হইয়া, গোমান্ পর্ব্বতকে বামভাগে রাখিয়া পশ্চিম সাগরে মিলিতা হইয়াছে। শঙ্খচূড় সেই স্থানে গমন করিয়া, বটমূলোপবিষ্ট কোটিসূর্য্য-সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন চন্দ্রশেখরকে দর্শন করিলেন। ১৩—২১। ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান্ আনন্দযুক্ত সস্মিত সেই চন্দ্রশেখর যোগাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুক্ল; তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তিনি ত্রিশূল, কুঠার এবং তপ্তকাঞ্চনতুল্য জটাজাল ধারণ করিতে-ছেন। সেই মৃত্যুঞ্জয়ের পঞ্চমুখেই তিন তিন লোচন; তিনি নাগযজ্ঞোপবীতী, মৃত্যুর মৃত্যু ও বিশ্বের মৃত্যুকর এবং সকল অপেক্ষা প্রধান। তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত ও মনোহর; সেই গৌরীকান্ত ভক্তগণের মৃত্যুনাশক, তপস্যার ফলদাতা ও সর্ব্বসম্পৎপ্রদানকারী। সেই ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ আশুতোষের বদনমণ্ডল প্রসন্ন; তিনি বিশ্বের নাথ, বিশ্বরূপ, বিশ্বের কারণ, এবং বিশ্বজ; তাঁহা হইতে সমস্ত বিশ্ব বিনষ্ট হয় এবং জীবগণ নরকার্ণব হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে, তিনি বিশ্বম্ভর, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও কারণের কারণ। দানবনাথ, সেই জ্ঞানদাতা জ্ঞানের কারণ ও জ্ঞানানন্দ স্বরূপ সনাতন শিবকে দেখিবামাত্র বিমান হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে সমুদয় সৈন্যগণের সহিত অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া, পরে তাঁহার বামভাগস্থ ভদ্রকালী ও সম্মুখস্থ কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার করিলেন। পরে ভদ্রকালী কার্ত্তিকেয় ও শঙ্কর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তখন নন্দীশ্বরাদি সমুদয় শিবানুচরগণ দৈত্যরাজকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং পরস্পর তৎকালোপযুক্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। দৈত্যরাজও তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া, শিবসমীপে উপবিষ্ট হইলে, ভগবান্ মহাদেব, প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে কহিতে আরম্ভ করিলেন। জগতের বিধানকারী ধর্ম্মের পিতা ধর্ম্মবিৎ ব্রহ্মার ধার্ম্মিক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মরীচি নামে এক পুত্র হয়। পরে ধার্ম্মিক-চূড়ামণি প্রজাপতি কশ্যপ, মরীচি হইতে উৎপন্ন হন। দক্ষ প্রজাপতি, প্রণতিসহকারে ভক্তি-পূর্ব্বক সেই কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা প্রদান করেন। সেই কন্যাগণের মধ্যে দনু নামে এক সাধ্বী কন্যাই পরমসৌভাগ্যশালিনী ছিলেন। পরে দনুর মহা প্রতাপশালী চত্বারিংশৎ পুত্র হয়, তাঁহারাই দানব নামে প্রসিদ্ধ; তাঁহাদিগের মধ্যে বিপ্রচিত্তি নামে পুত্রই মহাবলপরাক্রান্ত জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণুভক্ত ধার্ম্মিক। দম্ভ সেই বিপ্রচিত্তির আত্মজ। দম্ভ শুক্রাচার্য্যকে গুরুরূপে লাভ করিয়া পুষ্করতীর্থে লক্ষ বৎসর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরম মন্ত্র জপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বরে কৃষ্ণপরায়ণ তোমাকে তনয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে তুমি অষ্ট গোপের মধ্যে ধার্ম্মিক শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ গোপ ছিলে; এক্ষণে এই ভারত-ক্ষেত্রে রাধিকার শাপে দানবেশ্বর হইয়াছ, এবং তুমিও বৈষ্ণব; কিন্তু বৈষ্ণব ব্যক্তি আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত সমুদয়ই ভ্রমাত্মক বলিয়া জ্ঞান করেন। অধিক কি, তাঁহাদিগকে কেবল হরিসেবা ভিন্ন হরির সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও ঐক্যপর্য্যন্ত দান করিতে প্রবৃত্ত হইলে গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবের নিকটে ইন্দ্রত্ব কুবেরত্বের কথা দূরে থাক্, ব্রহ্মত্ব অমরত্ব পর্য্যন্ত সামান্য তুচ্ছ পদার্থ। রাজন্! তবে কি কারণে পরম কৃষ্ণভক্ত তোমারও দেবতাদিগের ভ্রমাত্মকবিষয়ে এতা-দৃশ আগ্রহ? এক্ষণে তাঁহাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া আমার প্রীতি সম্পাদন কর। তুমি সুখে স্বরাজ্য পালন কর, দেবগণও স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠান করুন; তোমরা সকলেই কশ্যপের বংশজ;—সুতরাং ভ্রাতার ভ্রাতৃবিরোধ কর্ত্তব্য নহে। ২২—৪৩। দেখ, ব্রহ্মহত্যাদি যত কিছু পাপ আছে, কোন পাপই জ্ঞাতি-দ্রোহের ষোড়শভাগের একভাগও নহে। রাজেন্দ্র! যদি ইহাতে সম্পদের কিঞ্চিৎ হানি বোধ কর, তবে ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, সকল অবস্থা সমভাবে অতীত হয় না; দেখ প্রাকৃতিক লয়ে ব্রহ্মারও তিরোভাব এবং পুনরায় ঈশ্বরের ইচ্ছায় আবির্ভাব হইয়া থাকে; পরে তিনি জ্ঞানবলে ক্রমে সমুদয় সৃষ্টি করেন, কিন্তু জীবগণের জ্ঞান বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি নিশ্চয়ই পূর্ব্বকৃত তপস্যার অধীন হইয়া থাকে। আরও দেখ, সত্যাশ্রয় ধর্ম্ম। সত্যযুগে সর্ব্বদা পরি-পূর্ণতম, ত্রেতায় সেই ধর্ম্মই ত্রিভাগ, দ্বাপরে দ্বিভাগ

ও কলির পূর্ব্বে একভাগ মাত্রে অবশিষ্ট থাকেন। আবার ক্রমে তাহারও হ্রাস হওয়ায় কলির শেষে অমাবস্যার চন্দ্রের ন্যায় তাহার কলামাত্র বিদ্যমান থাকে। আর সূর্য্যের গ্রীষ্মকালে যেরূপ তেজ, শিশির কালে সেরূপ থাকে না, এবং মধ্যাহ্নে যেপ্রকার সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট হীন হয়। সেই সূর্য্যদেব কালে উদিত হইয়া কালক্রমে বালতা ও প্রকাণ্ডতা লাভ করিয়া আবার কালেই অস্তমিত হন এবং তিনিই কালনিয়মে মেঘান্ধকার-দিনে অদৃশ্য ও রাহুগ্রাসে পতিত এবং পুনরায় কালক্রমে প্রসন্ন হইয়া থাকেন। চন্দ্র পূর্ণিমার দিনে যেরূপে পূর্ণাবয়ব হন, সেইরূপ নিত্য নহেন, কিন্তু প্রতিদিনই ক্ষয় প্রাপ্ত হন; আবার আমাবস্যা গত হইলে ঐরূপ দিন দিন পুষ্ট হইয়া থাকেন তিনি নিরন্তর এই প্রকার শুক্লপক্ষে সম্পদ্‌যুক্ত ও কৃষ্ণপক্ষে যক্ষ্মারোগবলে ম্লান হইতেছেন; আবার সম্পৎসময়েই কালবশতঃ রাহুগ্রাস ও মেঘান্ধকার উপস্থিত হইলে ম্লান হন। এইরূপ ইন্দ্রও কালে সম্পৎশালী ও কালভেদেই পুনর্ব্বার ভ্রষ্টশ্রী হইয়া থাকেন। আর বলিরাজ এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সুতলে বাস করিতেছেন, আবার তিনিই এককালে ইন্দ্র হইবেন। এইরূপ বসুন্ধরা পৃথিবীও কালে শস্যপূর্ণা ও সকলের আধার, পুনরায় বিপদ্-বশতঃ জলনিমগ্না ও তিরোভূতা হন। ফলতঃ সচরাচর সমুদয় বিশ্বই কালে উৎপন্ন ও কালেই বিলীন হয়; কেবল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বদা সমান অবস্থা বিদ্যমান। ৪৪—৫৮। যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে আমি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া অসংখ্য প্রাকৃতিক লয় দর্শন করিয়াছি ও বারংবার করিব, সেই নানারূপধারী তিনিই প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ, তিনিই আত্মা ও তিনিই জীব। যে ব্যক্তি নিরন্তর তাঁহার নাম ও গুণ কীর্ত্তন করেন, তিনি মৃত্যু, কাল, জন্ম, রোগ ও জরাভয় জয় করিয়া থাকেন; তিনিই ব্রহ্মাকে স্রষ্টা, বিষ্ণুকে পালক ও আমাকে সংহর্ত্তা করায় আমরা বিষয়ী হইয়াছি। কিন্তু রাজন্! আমি কালাগ্নিরুদ্রকে সেই সংহারবিষয়ে নিযুক্ত করিয়া নিরন্তর তাঁহারই নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকি। সেই নিমিত্ত আমি জ্ঞানবলে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া নির্ভয় হইয়াছি। অধিক কি গরুড়কে দেখিয়া উরগের ন্যায় মৃত্যু আমাকে দেখিয়া পলায়ন করে। হে নারদ! সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভাবন মহাদেব সভামধ্যে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, দানবরাজ পুনঃপুনঃ তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া দেবাধিদেব মহাদেবকে বিনয়পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। ৫৯—৬৫। নাথ! আপনি যাহা কহিলেন, সমুদয় সত্য, কিছুই মিথ্যা নহে, কিন্তু তথাপি আপনার নিকটে আমি কিঞ্চিৎ যাথার্থ নিবেদন করিব, শ্রবণ করিতে হইবে। আপনি এইমাত্র কহিলেন যে, জ্ঞাতি-দ্রোহে মহাপাপ; ভাল,—যদি তাহাই হইবে, তবে কিজন্য সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া বলিরাজকে পাতালে প্রেরণ করা হইল?। ৬৬—৬৮। হে ঈশ্বর! সেই গদাধরও যাহা উদ্ধার করিতে অসমর্থ, আমি সুতল হইতে সেই সমস্ত উত্তম ঐশ্বর্য্য বহুযত্নে উদ্ধার করিয়াছি। আর দেখুন দেখি, দেবগণ কি কারণে সভ্রাতৃক হিরণ্যাক্ষ, ও শুম্ভাদি অসুরগণকে সংহার করিলেন। অধিক কি পূর্ব্বে সমুদ্র-মন্থনসময়ে সুরগণ অমৃত ভোজন করিলেন, আর আমরা কেবল ক্লেশের ভাগী হইলাম। দেব! এই বিশ্ব, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভাণ্ড, তিনি যে সময়ে যাহাকে যে প্রকার ঐশ্বর্য্য দান করেন, তিনি সেই সময়ে সেইরূপ ঐশ্বর্য্যের ভোগী হন। বারংবার দেব ও দানবগণের পরস্পর বিবাদ কাল বশতই হইয়া থাকে, কিন্তু উভয়েরই জয়-পরাজয় কালক্রমে ঘটিতেছে। যাহাই হউক, আমাদিগের এই বিরোধে আপনার আগমন নিষ্ফল; কারণ আপনি মহাত্মা ঈশ্বর এবং আমার আত্মীয় ও বন্ধু। ইহাই আপনার প্রথমতঃ লজ্জার বিষয় যে আপনি এক্ষণে আমাদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করেন, অতএব সমরে পরাজয় ঘটিলে ইহাপেক্ষা অধিক লজ্জা ও অকীর্ত্তি হইবে। ৬৯—৭৬। ত্রিলোচন শঙ্খচূড়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক যথোচিত সুমধুর বাক্যে দানবেশ্বরকে কহিলেন, রাজন্! ব্রহ্মবংশোৎপন্ন তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলে আমার মহতী লজ্জাই বা কি? আর পরাজয় হইলে অকীর্ত্তিই বা কি? দেখ, সর্ব্বাগ্রে মধুকৈটভ ও পরে হিরণ্যকশিপুর সহিত পরমাত্মা হরিরও যুদ্ধ হইয়াছিল। এবং পুনর্ব্বার সেই গদাধরের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ হয়, আর আমিও পূর্ব্বে ত্রিপুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম। আরও দেখ, পূর্ব্বে যিনি সকলের ঈশ্বরী ও সকলের মাতা সেই প্রকৃতিদেবীরও শুম্ভাদির সহিত অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম হইয়াছিল। বিশেষতঃ এই সকল সংগ্রামে যাবতীয় দৈত্য নিহত হইয়াছে, তাহারা কেহই তোমার তুল্য নহে; কারণ; তুমি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণের শ্রেষ্ঠ। অতএব হে রাজন্! দেবগণ শরণাপন্ন হওয়ায় আমি হরিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি,

আমার তোমার ন্যায় মহতের সহিত যুদ্ধ করিলে লজ্জাই বা কি? আর দৈবাৎ পরাজয় হইলে অকীর্ত্তিই বা কি? বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লজ্জা ও অকীর্ত্তির কথা কহিয়াছ। সে যাহাই হউক, এক্ষণে বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই, হয় দেবগণকে রাজ্য দাও আর না হয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ইহাই আমার স্থির বাক্য জানিও। হে নারদ! ভগবান্ শঙ্কর এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে শঙ্খচূড় অতিশীঘ্র অমাত্যগণের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন। ৭৭—৮৪।

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, অনন্তর প্রতাপবান্ দানবরাজ, অবনতমস্তকে মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক শীঘ্র অমাত্যগণের সহিত যানারোহণে গমন করিলেন। তখন শিব, সত্বর হইয়া নিজ সৈন্য ও দেবগণকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলে দানবরাজ সসৈন্যে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং দেবরাজ বৃষপর্ব্বার সহিত ও ভাস্কর বিপ্রচিত্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্র দম্ভের সহিত, কাল কালেশ্বরের সহিত, হুতাশন গোকর্ণের সহিত, কুবের কালকেয়ের সহিত, বিশ্বকর্ম্মা ময়ের সহিত, মৃত্যু ভয়ঙ্করের সহিত, যম সংহারের সহিত, বরুণ কালকিঙ্করের সহিত, সমীরণ বলের সহিত, বুধ ঘৃতপৃষ্ঠের সহিত এবং শনৈশ্চর রক্তাক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে জয়ন্ত রত্নসারের সহিত, বসুগণ বর্চ্চোগণের সহিত, অশ্বিনীকুমারদ্বয় দীপ্তিমানের সহিত, নলকূবর ধূমের সহিত, ধর্ম্ম ধনুর্দ্ধরের সহিত, মঙ্গল মণ্ডূকাক্ষের সহিত, ঈশান শোভাকরের সহিত, মন্মথ পীঠরের সহিত এবং আদিত্যগণ উল্কামুখ, ধূম্র, খড়্গ, ধ্বজ, কাঞ্চীমুখ, পিণ্ড, সহনন্দী, বিশ্ব, ও পলাশনামক দৈত্যের সহিত, আর একাদশ মহারুদ্র একাদশ ভয়ঙ্কর দানবের সহিত ভয়ঙ্কর সমর করিতে লাগিলেন। ১—১০। সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়তুল্য মহাযুদ্ধে দেবী মহামারী উগ্রচণ্ডাদির সহিত ও নন্দীশ্বরাদি সকলে অন্যান্য দানবের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন ভগবান্ শম্ভু কালিকা-দেবী ও পুত্র কার্ত্তিকেয়ের সহিত বটমূলে অবস্থিত রহিলেন। হে মুনে! সেই সময় উভয়পক্ষীয় সৈন্যসমূহই নিরন্তর যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন শঙ্খচূড় রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া কোটিদানবগণের সহিত রমণীয় রত্নসিংহাসনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে শঙ্করের সমস্ত যোধগণ যুদ্ধে পরাজিত হইল; দেবগণ সকলে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন স্কন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণকে অভয় দান করিলেন এবং নিজতেজে স্বীয়গণের বল বৃদ্ধি করিয়া স্বয়ং অসংখ্য দানবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া একাকী তাহাদিগের শতঅক্ষৌহিণী সৈন্য বিনষ্ট করিলেন; কমললোচনা কালিকাদেবী হস্তস্থিত খর্পর পাতিত করিয়া তাহাদ্বারা দানবগণের রুধির পান করিতে লাগিলেন এবং অতি ক্রুদ্ধা হইয়া অবলীলাক্রমে এক হস্তদ্বারা শত খর্পর দশ লক্ষ বৃহৎ হস্তী ও শত লক্ষ অশ্ব আকর্ষণপূর্ব্বক আপনার মুখে নিক্ষেপ করিলেন। হে মুনিবর! তখন সহস্র কবন্ধ উঠিয়া সেই সমরমধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। ১১—১৯। অনন্তর স্কন্দের শরজালে মহাবলপরাক্রান্ত দানব সকল ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি, দম্ভ ও বিকঙ্কণ ইহারা সকলে যথাক্রমে কার্ত্তিকেয়ের সহিত সমরে অবতরণ করিলে, মহামারীও অপরাঙ্মুখী হইয়া সমর করিতে লাগিলেন। তখন বৃষপর্ব্বাদি দানবচতুষ্টয়, কুমারের শরাঘাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; তাহাদিগের সমক্ষেই সেই ভয়ঙ্কর সমরক্ষেত্রে কুমারের মস্তকোপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। তৎপরে দানবরাজ, প্রাকৃতিক লয়ের ন্যায় দানবক্ষয়কর কুমারের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দেখিয়া বিমানারোহণপূর্ব্বক শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘের জলবর্ষণের ন্যায় ভূপতির শরবর্ষণে ভয়ঙ্কর অন্ধকার ও অগ্নি উত্থিত হইল। তখন সমুদয় দেবগণ ও নন্দীশ্বরাদি পলায়ন করিলে, কেবল একাকী কার্ত্তিকেয়ই সমরক্ষেত্রে অবস্থিত রহিলেন। দানবরাজও নিরন্তর দুর্ব্বাহ ভয়ঙ্কর পর্ব্বত, সর্প, শিলা ও বৃক্ষবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। দানবরাজের শরবর্ষণে শিবনন্দন প্রচ্ছন্ন হইলে নিবিড় মেঘাবৃত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শঙ্খচূড় কুমারের রথ ভগ্ন এবং দুর্ব্বহ ভয়ঙ্কর চাপ ও রথাশ্ব ছেদনপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্রদ্বারা তাঁহার বাহন ময়ূরকে জর্জ্জরীভূত করিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে সূর্য্যসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এক দুর্নিবার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ২০—৩০। অনন্তর কুমার ক্ষণেক মূর্চ্ছার পর চেতনা লাভ করিয়া বিষ্ণুদত্ত দিব্য ধনু গ্রহণ করিলেন এবং উৎকৃষ্ট রত্নগঠিত যানে আরোহণ করিয়া নানা প্রকার শস্ত্রাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন শিবাত্মজ ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্যাস্ত্র-

দ্বারা দানবনিক্ষিপ্ত সর্প, পর্ব্বত, বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি সমুদয় অস্ত্র ছেদন করিলেন। প্রতাপবান্ কুমার পার্জ্জন্যাস্ত্রে বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া অবলীলাক্রমে শঙ্খচূড়ের ধনু ও রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং রত্ন-কিরীট-মুকুটোজ্জ্বল বর্ম্মধারী সারথিকে বিনষ্ট করিয়া দানবেন্দ্রের হৃদয়ে উল্কার ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে দানবরাজ মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ত্বরায় অন্য যানারোহণপূর্ব্বক অপর ধনু গ্রহণ করিলেন। হে নারদ! সেই মায়াবিদগ্রগণ্য দৈত্যনাথ মায়াবলে শরজাল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার দ্বারা সমরমধ্যে কুমারকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক শত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট অপর এক অব্যর্থ শক্তি গ্রহণ করিলেন, ঐ শক্তি বিষ্ণুতেজে ব্যাপ্ত থাকায় প্রলয়কালীন অগ্নিশিখার তুল্য শোভা পাইতে লাগিল। দৈত্যরাজ, কোপভরে মহাবেগে সেই শক্তি নিক্ষেপ করিবামাত্র কুমারের গাত্রে উজ্জ্বল বহ্নিরাশির ন্যায় পতিত হইল। তখন মহাবল কার্ত্তিকেয় শক্তিপ্রভাবে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে, কালিকাদেবী তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক শিবসন্নিধানে লইয়া গেলেন। ৩১—৪০। মহাদেব তাঁহাকে জ্ঞানবলে অবলীলাক্রমে জীবিত করিয়া অনন্ত বল দান করিলে, প্রতাপবান্ কার্ত্তিক গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর স্বয়ং কালী, সমরে গমন করিলেন এবং শিব কার্ত্তিককে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন নন্দীশ্বরাদি বীরগণ, সমুদয় দেবতা গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, শতকোটি বলাহক ও বহুবিধ বাদ্যভাণ্ড তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। দেবী সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক সিংহনাদ করিলে, দানবগণ সকলে মূর্চ্ছিত হইল। কালিকাদেবী বারংবার অমঙ্গলকর অট্টাট্ট হাস্যপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে সমরমধ্যে মাধ্বীক পান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই সময় উগ্রচণ্ডা, উগ্রদংষ্ট্রা, কোট্টরী, ডাকিনী-যোগিনী-গণ ও সুরসমূহ সকলেই মধুপানে উন্মত্ত হইলেন। ৪১—৪৬। অনন্তর দানবরাজ ভয়ঙ্করী কালীকে দর্শন করিয়া অতিশীঘ্র সমরাবতরণপূর্ব্বক ভীত দানবগণকে অভয় দান করিলেন। তখন কালী প্রলয়াগ্নি-শিখাতুল্য আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ রাজা অবলীলাক্রমে তাহা পার্জ্জন্য অস্ত্রে নিবারণ করিলেন; তদ্দর্শনে কালী, অদ্ভুত ভয়ানক উগ্র বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, দানবরাজও অবলীলাক্রমে গান্ধর্ব্ব অস্ত্রে তাহা ব্যর্থ করিলেন। পুনরায় কালী, অগ্নিশিখাসদৃশ মাহেশ্বরাস্ত্র ত্যাগ করিলেন, রাজা তাহাও ত্বরায় অবলীলাক্রমে বৈষ্ণবাস্ত্রে বিনষ্ট করিলে, দেবী মন্ত্রপূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। দানবরাজ তদ্দর্শনে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নত হইলে প্রলয়াগ্নিশিখা-সম সেই নারায়ণাস্ত্র ঊর্দ্ধগামী হইল; তখন শঙ্খচূড় ভক্তি-পূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূমিতলে নিপতিত হইলেন; দেবীও যত্নপূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ৪৭—৫২। পরে মহারাজ ব্রহ্মাস্ত্রবলে তাহা নির্ব্বাণ করিলে, কালিকাদেবী মন্ত্রপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজা দিব্যাস্ত্রজালে তাহাও নির্ব্বাণ করিলে, দেবী যত্নপূর্ব্বক যোজনায়ত এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। তখন রাজাও তীক্ষ্ণ অস্ত্রজালে তাহা শত খণ্ড করিয়া ফেলিলে, দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রপূর্ব্বক পাশুপতাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে দৈববাণী হইল,—দেবি! উহা নিক্ষেপ করিবেন না; কারণ মহাত্মা নৃপের পাশুপতাস্ত্রে মৃত্যু হইবে না; যাবৎকাল উহার কণ্ঠে হরি-কবচ বিদ্যমান থাকিবে এবং যত দিন ঐ নৃপপত্নীর সতীত্ব বিনষ্ট না হয়, তাবৎকাল দানবেশ্বরের জরা বা মৃত্যু হইবে না, ব্রহ্মা এইরূপ বর দিয়াছেন। সতী ভদ্রকালী এইরূপ দৈববাণীশ্রবণে তাহা আর নিক্ষেপ করিলেন না। কিন্তু তখন ভয়ঙ্করী কালী ক্রোধান্বিতা হইয়া অবলীলাক্রমে শত লক্ষ দানবকে গ্রহণ করিয়া পরে শঙ্খচূড়কে গ্রাস করিবার জন্য বেগে ধাবিত হইলেন দানবেশ্বরও সুতীক্ষ্ণ দিব্যাস্ত্রে তাঁহাকে নিবারণ করিলে, দেবী গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যতুল্য খড়্গ নিক্ষেপ করিলেন। পরে দানবেন্দ্র তাহাও দিব্যাস্ত্রে শত খণ্ড করিলে পুনরায় মহাদেবী তাঁহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত অতিবেগে প্রধাবিত হইলেন। তখন সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর শ্রীমান্ দানবরাজ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, ভয়ঙ্করী কালিকাও কোপান্বিতা হইয়া অতিবেগে মুষ্টি প্রহারদ্বারা তাহার রথ ভগ্ন ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া প্রলয়াগ্নিশিখোপম এক শূল নিক্ষেপ করিলেন। ৫৩—৬৩। অনন্তর শঙ্খচূড় অবলীলাক্রমে তাহা বামহস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলে, দেবী মহাক্রোধভরে অতিবেগের সহিত তাঁহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। তখন প্রতাপবান্ দৈত্য আঘাত-ব্যথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ক্ষণেক মূর্চ্ছান্তে সংজ্ঞা লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দৈত্যরাজ দেবীর সহিত বাহু-যুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক নিজবলে তাঁহার অস্ত্রসকল ছেদন ও গ্রহণ করিলেন এবং বৈষ্ণব শঙ্খ-চূড় মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করিয়া তাঁহার উপর অস্ত্রক্ষেপ করিলেন না। পরে দেবী দানবরাজকে গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রামিত করিয়া কোপবশতা মহাবেগে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে, প্রতাপশালী শঙ্খচূড় বেগে ঊর্দ্ধ হইতে পতিত

হইলেন। পতিত হইবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভদ্রকালীকে প্রণাম করিয়া সানন্দে উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত অপর মনোহর বিমানে আরোহণ করিলেন, সমর হইতে বিশ্রাম করিলেন না। তখন ভদ্রকালী ক্ষুধিতা হইয়া দানবগণের বিপুল মাংস ভোজন ও রুধির পান করিয়া শিবসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে যথাক্রমে সমুদয় পূর্ব্বাপর রণবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহাদেব দানবগণের অদ্ভুত বিনাশ শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলে, দেবী পুনরায় কহিলেন, নাথ। এক্ষণে সমরক্ষেত্রে ভূপতির সহিত লক্ষমাত্র দানব অবশিষ্ট আছে, অপর সমস্ত ভোজন করিয়াছি। আমি সমরমধ্যে দানবনাথকে পাশুপতাস্ত্রে বিনষ্ট করিতে উদ্যতা হইলে, 'রাজা তোমার বধ্য নহে, এইরূপ দৈববাণী হওয়ায় তাহা ত্যাগ করি নাই, কিন্তু দেখিলাম, রাজেন্দ্র মহাজ্ঞানী ও মহাবলপরাক্রম; সে আমার উপর অস্ত্রক্ষেপ না করিয়া কেবল আমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রই ছেদন করিয়াছে। ৬৪—৭৫।

প্রকৃতিখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! পরে তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ শিব সমরতত্ত্ব অবগত হইয়া স্বগণের সহিত স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শঙ্খচূড় শঙ্করকে অবলোকনমাত্র বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক পরম ভক্তিসহকারে ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং প্রণাম করিয়াই বেগে বিমানে আরোহণ করিয়া ত্বরায় যুদ্ধপরিচ্ছদ ও দুর্ব্বহ ধনু ধারণ করিলেন। হে ব্রহ্মন্! অনন্তর পূর্ণ এক বৎসরকাল শিবদানবের যুদ্ধ হইল, তথাপি উভয়ের কাহারই জয় বা পরাজয় হইল না। ভগবান্ শিব ও দানব উভয়েই ন্যস্তশস্ত্র এবং শঙ্খচূড় রথারোহী ও বৃষধ্বজ বৃষারূঢ়। সেই মহারণে দানবগণের শত বীর মাত্র অবশিষ্ট রহিল; আর মহাদেব, দেবপক্ষীয় যাঁহারাই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন সকলকেই জীবিত করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু, মহামায়াবলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণপূর্ব্বক রণস্থলে আগমন করিয়া দানবেশ্বরকে কহিতে লাগিলেন। ১—৭। হে রাজেন্দ্র! আমি ব্রাহ্মণ, এক্ষণে আমাকে ভিক্ষা দিন, প্রার্থনা করিলে আপনি সমুদয় সম্পদ্ দান করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, অতএব আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি একে বৃদ্ধ, তাহাতে আতুর এবং বহুকাল অনাহারী ও তৃষ্ণার্ত্ত আছি। অগ্রে সত্য করিলে পরে ভিক্ষার কথা নিবেদন করিব। তখন রাজেন্দ্র, প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে অঙ্গীকার করিলে, বিষ্ণু তাঁহাকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া, আমি কবচপ্রার্থী—এই বলিলেন; পরে দানব প্রধান শঙ্খচূড়, ঐ বাক্য শ্রবণমাত্র সেই উৎকৃষ্ট কবচ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন; হরিও দিব্য কবচ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর, ভগবান্ হরি মায়াবলে শঙ্খচূড়রূপে তুলসীর নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব অপহরণ করিলেন। এদিকে শম্ভু সেই সময় দানবের সংহরার্থ হরিদত্ত শূল গ্রহণ করিলেন, ঐ উজ্জ্বল শূল গ্রীষ্মমধ্যাহ্নকালীন শতমার্ত্তণ্ডের তুল্য প্রভাসম্পন্ন। তাহার অগ্রভাগে নারায়ণ, মধ্যভাগে ব্রহ্মা, মূলদেশে শিব ও ধারা-প্রদেশে কাল অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই শূল এই প্রকার কিরণাবলিসম্পন্ন যে, দেখিলে প্রলয়কালীন অগ্নিশিখা বলিয়া বোধ হয়, তাহা দুর্নিবার, দুর্দ্ধর্ষ, এবং অব্যর্থ রিপুঘাতক। সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর ঐ শূল তেজোরাশিতে চক্রতুল্য শিব ও কেশব ভিন্ন কেহই তাহা বহন করিতে পারেন না। সেই নিত্য, অনির্ম্মিত, ব্রহ্মস্বরূপ শূল—সজীব এবং দীর্ঘে চতুঃসহস্র হস্ত ও প্রস্থে শত হস্তপরিমিত। হে নারদ! যাহাদ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে সংহার করিতে পারা যায়, মহাদেব সেই শূল ঘূর্ণন করত শঙ্খচূড়ের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন দানবরাজ নিজবুদ্ধিবলে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগাসন করিয়া পরম ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজ ধ্যান করিতে লাগিলেন। পরে সেই শূল ভ্রমণ করিতে করিতে শঙ্খচূড়ের উপর পতিত হইয়াই তাঁহাকে রথের সহিত অনায়াসে ভস্মসাৎ করিল। তৎক্ষণাৎ দানবরাজ, দ্বিভুজ, মুরলীহস্ত, রত্নভূষণে বিভূষিত, দিব্য কিশোর গোপবেশ ধারণ করিয়া গোলোক হইতে আগত উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত কোটি গোপগণে বেষ্টিত যানে আরোহণপূর্ব্বক গোলোকপুরে গমন করিলেন। ৮—২২। হে মুনে! দিব্যরূপী শঙ্খচূড়, গোলোকে গমন করিয়া বৃন্দাবনবনে রাসমণ্ডল-মধ্যস্থিত রাধামাধবের চরণারবিন্দে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলে, সুদামাকে দেখিয়া তাঁহাদের বদনমণ্ডল ও নয়নযুগল প্রসন্ন হইল। তখন তাঁহারা উভয়ে প্রেমপরিপ্লুত হইয়া স্নেহভরে সুদামাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। এদিকে সেই শূল শঙ্খচূড়কে বিনাশ করিয়া শিবকরে প্রত্যাগত হইল। শঙ্কর সেই শূল লাভ করিয়াই শূলপাণি নামে প্রসিদ্ধ; পরে শূলপাণি স্নেহহেতু

সেই শূলদ্বারা শঙ্খচূড়ের অস্থি-সমূহ লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর শঙ্খচূড়ের সেই অস্থি-সমূহ হইতেই দেবতার্চ্চনে প্রশস্ত নানাপ্রকার শঙ্খজাতির উৎপত্তি হইল। সেই শঙ্খের জল অতি প্রশস্ত ও দেবগণের প্রীতিজনক। শিবপূজা ভিন্ন ঐ শঙ্খের জল তীর্থবারিস্বরূপ ও পবিত্র। অধিক কি যে স্থানে শঙ্খধ্বনি হইয়া থাকে, তথায় লক্ষ্মী সুস্থিরভাবে অবস্থান করেন। আর যে ব্যক্তি, শঙ্খবারিতে স্নান করেন, তিনি সমুদয় তীর্থ-স্নানের ফল লাভ করেন। শঙ্খে হরি নিয়তই অধিষ্ঠিত; অধিক কি, যে স্থানে শঙ্খ, হরিও সেই স্থানে বিদ্যমান; লক্ষ্মীও নিরন্তর সেইস্থানে বাস করেন এবং সেইস্থানে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে না। কিন্তু স্ত্রীলোক ও শূদ্রকৃত শঙ্খধ্বনি শ্রবণে লক্ষ্মী ভীতা ও রুষ্টা হইয়া সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করেন। এদিকে শিব দানবকে বিনাশ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বগণের সহিত বৃষভারোহণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করিলেন। দেবগণও পরমানন্দে স্ব স্ব বিষয় অধিকার করিলেন। তখন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর সকল গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিবমস্তকে নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মুনীন্দ্রাদি ও দেবগণ শূলপাণির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ২৩—৩৪।

প্রকৃতিখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! নারায়ণ তুলসীর গর্ভে কি প্রকারে বীর্য্যাধান করিলেন, তাহা আমার নিকটে বর্ণন করুন। নারায়ণ কহিলেন, ভগবান্ হরি দেবগণের কার্য্যসাধন নিমিত্ত শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া তুলসীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু মায়ায় শঙ্খচূড়ের কবচ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার রূপ ধারণ করিয়া তুলসীর গৃহে গমন করিলেন। পরে তুলসীর দ্বার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দুন্দুভি বাদনপূর্ব্বক "জয় মহারাজের জয়" চরদ্বারা এইরূপ রব করিয়াই তুলসীকে প্রবোধিত করিলেন। তখন সাধ্বী তুলসী তৎশ্রবণে পরম আনন্দিতা হইয়া গবাক্ষদ্বারা পরমাদরে রাজমার্গ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন এবং বন্দী, ভিক্ষুক ও আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ হরি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মনোহর দেবীভবনে গমন করিলেন। তখন তুলসী সানন্দচিত্তে সম্মুখস্থিত শান্তমূর্ত্তি কান্তকে অবলোকন করিয়া তাঁহার পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে কামুকী তুলসী, রমণীয় রত্নসিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া কর্পূরাদিসুবাসিত তাম্বূল প্রদানপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন,—আজ আমার জন্ম সফল ও কার্য্য সকল সফল হইল; যে হেতু প্রাণেশ্বরকে রণ হইতে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত দেখিলাম। তখন পুলকাঙ্কিতা সকামা তুলসী, ঈষৎহাস্যসহকারে কটাক্ষপাতপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কান্তকে রণবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কৃপাময় প্রভো! যিনি অসংখ্য বিশ্বের সংহারকারী তাঁহার সহিত যুদ্ধে কি প্রকারে জয় লাভ হইল? তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করুন। তখন শঙ্খচূড়রূপী কমলাপতি তুলসীর বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া মিথ্যা বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে কামিনি! হে কান্তে! পূর্ণ এক বৎসরকাল আমাদিগের যুদ্ধ হয়, তাহাতে সমুদয় দানবগণই বিনষ্ট হইয়াছে। স্বয়ং ব্রহ্মা সমরক্ষেত্রে আগমন করিয়া আমাদিগের উভয়ের প্রীতি সম্পাদন করেন, পরে তাঁহারই আজ্ঞায় দেবগণের পূর্ব্বাধিকার প্রদান করিয়া আমি স্বভবনে উপস্থিত হইয়াছি, মহাদেবও শিবলোকে গমন করিয়াছেন,; জগতের নাথ হরি এই বলিয়া শয়ন করিলেন। হে নারদ! পরে রমাপতি, সেই রামার সহিত রমণ করিলে সাধ্বী তুলসী সুখসম্ভোগ ও আকর্ষণ ব্যতিক্রমহেতু সন্দেহান্বিতা হইয়া কহিতে লাগিলেন;—হে মায়েশ! তুমি কে? বল, তুমি মায়াবলে আমাকে উপভোগ করিয়া আমার সতীত্ব নাশ করিয়াছ, অথবা যেই হও তোমাকে অভিসম্পাত করিব। ব্রহ্মন্! ভগবান্ হরি তুলসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে সুমনোহর স্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন দেবী তুলসী সম্মুখে সেই নবীন-নীরদশ্যাম দেবদেব সনাতনকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় শরৎপঙ্কজের সদৃশ মনোহর, এবং বদন-মণ্ডলে ঈষৎ হাস্যরেখা থাকায় প্রসন্ন; তিনি রত্নভূষণে ভূষিত ও পীতবসনে শোভিত; তাঁহার লাবণ্য কোটি-কন্দর্পের তুল্য। ১—১২। সেই কামিনী মনোহরমূর্ত্তি হরিকে দর্শন করিবামাত্র কামাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; পরে চেতনা লাভ করিয়া হরিকে কহিতে লাগিলেন, হে

নাথ! আপনার দয়া নাই, আপনি পাষাণহৃদয়, আপনি ছলপূর্ব্বক ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমার স্বামীকে নিহত করিলেন। হে প্রভো! যে হেতু আপনি পাষাণ-সদৃশ দয়াহীন, সেই কারণে দেব! এক্ষণে আপনি সংসারমধ্যে পাষাণরূপী হইবেন। যাঁহারা আপনাকে দয়াসিন্ধু বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভ্রান্ত; বলুন দেখি, কি কারণে নিরপরাধী ভক্তকে পরের জন্য বিনষ্ট করিলেন। আপনি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পরের দুঃখ জানিতেছেন না,—এই কারণে আপনি এক জন্মে আত্ম-বিস্মৃত হইবেন। সেই মহাসাধ্বী তুলসী এই বলিয়া হরির চরণে পতিত হইলেন এবং শোকার্ত্তা হইয়া অতিশয় রোদন ও বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন করুণা-সাগর কমলাপতি, তুলসীর সকরুণ বিলাপশ্রবণে নীতি-বাক্য-দ্বারা সান্ত্বনার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, হে সাধ্বি! তুমি আমার জন্য বহুকাল ভারতে তপস্যা করিয়াছিলে। কামী শঙ্খচূড়ও তোমার নিমিত্ত বহুকাল তপস্যা করিয়া তাহার ফলে তোমাকে কামিনী-রূপে লাভ করিয়া বহুদিন বিহার করিয়াছে। এক্ষণে আমারও তোমাকে তপস্যার ফল দান করা কর্ত্তব্য। ২৩—৩১। তুমি এই শরীর ত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক রমার সদৃশী হইয়া রাসে আমার সহিত বিহার কর; এবং তোমার এই শরীর ভারতে গণ্ডকী নামে প্রসিদ্ধা মনুষ্যগণের পুণ্যপ্রদা পবিত্রা নদীরূপে পরিণত হউক। তোমার কেশকলাপ, তুলসীর কেশসম্ভূত বলিয়া তুলসী নামে বিখ্যাত পবিত্র বৃক্ষরূপ ধারণ করুক। বরাননে! ঐ তুলসীই যাবতীয় পুষ্প ও পত্র হইতে দেবপূজায় প্রশস্ত হইবে। হে সুন্দরি! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, বৈকুণ্ঠ ও আমার সন্নিধানে তুলসীবৃক্ষসমুদয় পুষ্প হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে। ঐ পুণ্যপ্রদ তুলসী বৃক্ষ, গোলোকের বিরজাতীরে, রাসমণ্ডলস্থলে, বৃন্দাবন-ভূমিতে, ভাণ্ডীরবনে, রমণীয় চম্পকবনে, চন্দনকাননে, মাধবী, কেতকী, কুন্দ, মল্লিকা, ও মালতীবনে এবং অন্যান্য যাবতীয় পুণ্যস্থানে উৎপন্ন হইবে। পুণ্যপ্রদ তুলসী-তরুমূলে সমুদয় তীর্থের অধিষ্ঠান থাকিবে। ৩২—৩৯। বরাননে! সেই স্থানে সমস্ত দেবগণ পতিত তুলসীপত্রের প্রত্যাশায় অধিষ্ঠান করিবেন। যে ব্যক্তি তুলসীপত্র-জলে অভিষিক্ত হইবেন, তিনি সমুদয় তীর্থে স্নান ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করিবেন। সুধাপূর্ণ সহস্র ঘটদানে হরির যে প্রীতি না হয়, মানবগণ, এক তুলসীপত্র দান করিয়া সেই প্রীতি সম্পাদন করিবে। হে সতি! মনুষ্য, অযুত গো দান করিয়া যে ফল লাভ করেন, এক তুলসীপত্র দান করিয়া সেই ফলের অধিকারী হইবেন। যিনি মৃত্যু-সময়ে তুলসীপত্রের জল প্রাপ্ত হইবেন, তিনি সমস্ত পাঁপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন। যে মানব, নিত্য তুলসীপত্রের জল পান করিবেন, তিনি জীবন্মুক্ত ও গঙ্গাস্নানের ফলভাগী হইবেন। যে মানব প্রত্যহ তুলসীপত্র দ্বারা আমাকে পূজা করিবেন, নিশ্চয় তাঁহার লক্ষ অশ্বমেধের পুণ্য হইবে। মনুষ্যগণ হস্ত ও দেহে তুলসী ধারণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন। যে নর, তুলসী-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা ধারণ করিবেন, নিশ্চয় তাঁহার পদে পদে অশ্বমেধের ফল হইবে। যে ব্যক্তি হস্তে তুলসী ধারণ করিয়া অঙ্গীকার রক্ষা না করিবে, চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান থাকিতে তাহার কালসূত্র হইতে নিষ্কৃতি হইবে না। যে মানব তুলসী স্পর্শ করিয়া মিথ্যা শপথ করিবে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত কুম্ভী-পাক নরকে বাস করিবে। অধিক কি, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে তুলসীজলের কণামাত্র লাভ করিবেন, তিনি রত্নযানে আরোহণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠগামী হইবেন। যাঁহারা, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও সংক্রান্তিদিবসে, আর তৈলাভ্যক্ত হইয়া স্নান করিবার সময়ে, এবং মধ্যাহ্ন, রাত্রি, ও উভয় সন্ধ্যাকালে, অথবা অশৌচ ও রাত্রিবাসযুক্ত হইয়া তুলসী চয়ন করিবেন, তাঁহারা হরির শিরশ্ছেদন করিবেন। ৪০—৫৩। হে সতি! তুলসীপত্র ত্রিরাত্র পর্য্যুষিত হইলেও তাহা শ্রদ্ধ, ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা ও দেবপূজাদি অন্যান্য সমস্ত কার্য্যেই শুদ্ধ হইবে। সতি! বিষ্ণু উদ্দেশে প্রদত্ত তুলসীপত্র মৃত্তিকা বা জলে পতিত হইলেও প্রক্ষালন করিলে তাহা অন্যকার্য্যে শুদ্ধ হইবে। যিনি বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবেন, তিনি নিরাময় গোলোকধামে নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যক্রীড়া করিবেন। আর যিনি ভারতে পুণ্যপ্রদা নদীর অধি-ষ্ঠাত্রী দেবী, তিনিও মদংশসম্ভূত লবণসমুদ্রের পত্নী হইবেন। আর মহাসাধ্বী স্বয়ং তুমি, বৈকুণ্ঠ-ধামে আমার সন্নিধানে রাসক্রীড়ায় নিশ্চয় লক্ষ্মীর সমান হইবে। আমিও তোমার শাপহেতু ভারত-ক্ষেত্রে গণ্ডকীনদীর তীর-নিকটে শৈলরূপী হইয়া অধিষ্ঠান করিব। সেই স্থানে বজ্রতুল্য দন্ত বজ্রকীট সকল, সেই শিলার অভ্যন্তরে আমার চক্র রচনা করিবে। যে শিলার একদ্বারে চক্রচতুষ্টয় ও যাহা বনমালা-বিভূষিত এবং নূতনমেঘতুল্য শ্যামবর্ণ—

তাহা লক্ষ্মী নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। বনমালা-শূন্য নবীননীরদোপম যে শিলার একদ্বারে চক্র-চতুষ্টয় থাকিবে,—তাহার নাম লক্ষ্মীজনার্দ্দন। আর যাহার বনমালা-শূন্য দ্বারদ্বয়ে চারি চক্র ও গোষ্পদ-চিহ্ন থাকিবে—তাহার নাম রঘুনাথ হইবে। নবীন-জলদতুল্য ও দ্বিচক্রবিশিষ্ট গৃহীদিগের সুখদ, সেই শিলার নাম দধিবামন। ঐরূপ অতি ক্ষুদ্র ও দ্বিচক্র-বিশিষ্ট শিলা বনমালা-বিভূষিত হইলে শ্রীধর নামে বিখ্যাত হইবে; তাহা গৃহীগণের শ্রীপ্রদ। বনমালা বিবর্জ্জিত, অথচ স্থূল ও বর্ত্তুলাকার যে শিলার দুইচক্র অত্যন্ত পরিস্ফুট, তাহার নাম দামোদর। যাহা মধ্যম বর্ত্তুলাকার, বাণবিক্ষত, শরতূণ সমন্বিত, আর দুইটী চক্রবিশিষ্ট, তাহা রণরাম নামে অভিহিত। যে শিলা মধ্যমাকার সপ্তচক্রবিশিষ্ট এবং ছত্রতূণ-চিহ্নিত, তাহাই রাজরাজেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ ও মনুষ্যগণের রাজ্যসম্পৎপ্রদানকারী। যে শিলা স্থূল অথচ নবীন-জলদের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং চতুর্দ্দশচক্রযুক্ত, তাহা অনন্ত আখ্যায় বিখ্যাত, তাহার সেবায় চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইবে। ৫৪—৬৯। যে শিলার প্রভ জলদ-তুল্য ও যাহাতে দুইটী চক্র, যাহা শ্রীযুক্ত চক্রাকার গোষ্পদচিহ্নিত ও মধ্যম, তিনি মধুসূদন নাম ধারণ করিবেন। যে শিলার; সুদর্শনচিহ্নের সহিত এক চক্র ও গুপ্ত চক্র থাকিবে, তাহার নাম গদাধর আর যাহা দুইচক্রবিশিষ্ট ও হয়বক্ত্রাভ; তিনি হয়গ্রীব বলিয়া বিখ্যাত হইবেন। সতি! যে শিলার আস্যদেশ বিস্তৃত দ্বিচক্রবিশিষ্ট ও দেখিতে বিকটমূর্ত্তি, তিনি মনুষ্যের বৈরাগ্যজনক নরসিংহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন; এবং বনমালাযুক্ত বিস্তৃতাস্য দ্বিচক্র শিলা গৃহীদিগের সুখকর লক্ষ্মীনৃসিংহ নাম প্রাপ্ত হইবেন। যাহার দ্বারদেশে দুইটী চক্র পরিস্ফুট সম ও সশ্রীক, তিনি সর্ব্বকামফলপ্রদ বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইবেন। নবীননীরদপ্রভ যে শিলার সূক্ষ্ম চক্র ও দ্বারদেশে বহুল ছিদ্র থাকিবে, তাহার নাম প্রদ্যুম্ন; সেই শিলার্চ্চনে মনুষ্যগণ সুখলাভে সমর্থ হয়। যে শিলাতে পরস্পর সংলগ্ন দুই চক্র ও যাহার পৃষ্ঠদেশ পুষ্কল, তিনি গৃহিগণের সুখজনক সঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ হই-বেন। দেখিতে সুন্দর বর্ত্তুলাকৃতি পীতবর্ণ শিলা গৃহস্থের সুখপ্রদ;—মনীষিগণ তাহাকে অনিরুদ্ধ নামে কীর্ত্তন করিবেন। সুন্দরি! এই শালগ্রাম-শিলা যে স্থানে থাকিবে, হরি ও সমুদয় তীর্থের সহিত লক্ষ্মী সে স্থানে বাস করিবেন। অধিক কি, জগতে ব্রহ্মহত্যাদি যে কিছু পাপ আছে, সমুদয়ই শালগ্রাম-শিলার্চ্চনে বিনষ্ট হইবে। ঐ শালগ্রামশিলা ছত্রাকার হইলে রাজ্য, বর্ত্তুল হইলে অসীম ঐশ্বর্য্য, শকটাকার হইলে দুঃখ এবং শূলাগ্রসদৃশ হইলে, তাঁহার সেবায় নিশ্চয় মরণ হইবে। আর বিকৃতাস্য হইলে দারিদ্র্য, পিঙ্গলবর্ণ হইলে সুখের হানি এবং লগ্নচক্র হইলে ব্যাধি ও বিদীর্ণ হইলে নিশ্চয় মরণ হইবে। উক্ত শালগ্রামশিলার অধিষ্ঠানে ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা, শ্রাদ্ধ ও দেবপূজাদি সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। যিনি শালগ্রাম-শিলার জল-দ্বারা অভিষিক্ত হইবেন, তিনি সমুদয় যজ্ঞে দীক্ষার ফলভোগী হইবেন। সমুদয় দান, পৃথিবী-প্রদক্ষিণ, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান, সর্ব্বতীর্থে গমন ও অন-শনাদি-ব্রত-সম্পাদনে যে ফল হয়, শালগ্রামশিলাজলে অভিষিক্ত ব্যক্তির সেই ফল লাভ হইবে। অধিক কি নিখিল তীর্থই তাঁহার স্পর্শ বাসনা করিবেন এবং তিনিও জীবন্মুক্ত ও মহাপবিত্র হইবেন, তাহার সংশয় নাই। চারিবেদপাঠ ও তপঃসাধনে যে ফল জন্মে, এক শালগ্রামশিলার্চ্চনেই সেই ফল হইবে। ৭০—৮৬। যে মানব—নিত্য, জন্ম-মৃত্যু জরা নাশন সুরবাঞ্ছিত শালগ্রামশিলাজল পান করিবেন, নিখিল তীর্থই সেই জীবন্মুক্ত মহাপূতব্যক্তির স্পর্শ প্রার্থনা করিবেন এবং স্বয়ং অন্তে হরিপদ প্রাপ্ত হইবেন। সেই পুণ্যাত্মা, গোলোকধামে হরির দাস্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত অসংখ্য প্রাকৃতিক লয় দর্শন করিবেন। ব্রহ্ম-হত্যাদি যত কিছু পাপ আছে, গরুড়কে দর্শন করিয়া উরগগণের ন্যায় সেই সমস্ত পাপই সেই ভক্তকে দর্শন করিয়া সভয়ে পলায়ন করিবে। বসুন্ধরা দেবীও সেই হরিভক্তের পাদরজঃ-স্পর্শে পবিত্রতা লাভ করিবেন, তাঁহার জন্মমাত্রেই লক্ষ পিতৃপুরুষ নিস্তার প্রাপ্ত হইবেন। যে জন, মৃত্যুকালে শালগ্রাম-শিলার জল পান করিবেন, তিনি সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন। বস্তুতঃ তিনি কর্ম্মভোগ হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া বিষ্ণুপাদে নিঃসংশয় বিলীন হইবেন। যিনি শালগ্রাম-শিলা ধারণপূর্ব্বক মিথ্যা কহিবেন, তিনি ব্রহ্মার পরমায়ুপর্য্যন্ত কর্ম্মদংষ্ট্র নরকে বাস করিবেন এবং শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া যিনি স্বীকৃত পালন না করিবেন, তাঁহাকে অসিপত্র-নরকে লক্ষ মন্বন্তরাধিক কাল বাস করিতে হইবে। হে কান্তে! যিনি শালগ্রাম হইতে তুলসীপত্র বিচ্ছিন্ন করিবেন, জন্ম-জন্মান্তরে তাঁহাকে স্ত্রী-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। যিনি শঙ্খকে ও তুলসী হইতে বিযুক্ত

করিবেন, তিনি সপ্তজন্ম ভার্য্যাহীন ও রোগী হইবেন। যে মহাজ্ঞানী পুরুষ, শালগ্রাম, তুলসী ও শঙ্খকে এক স্থানে রক্ষা করিবেন, তিনি শ্রীহরির প্রিয় হইবেন। ফলতঃ একবার যিনি যাঁহাকে উপভোগ করিয়াছেন, অবশ্যই তাঁহাদিগের পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিলে দুঃখ হইয়া থাকে। তাহাতে তুমি, এক মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত শঙ্খচূড়ের প্রিয়া হইয়াছিলে; সুতরাং তাহার সহিত বিচ্ছেদ, তোমার কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়াছে। ৮৭—১০০। শ্রীহরি তুলসীকে সাদরে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে তুলসীও দেহত্যাগপূর্ব্বক দিব্য-রূপধারিণী হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। তুলসী কমলার ন্যায় হরির বক্ষঃস্থলে বাস করিতে লাগিলেন। নারদ! সেই সময়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও তুলসী এই চারিজনই পরমেশ্বর হরির প্রিয়া হইলেন। এদিকে তুলসী দেহত্যাগ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই দেহ গণ্ডকীনদীরূপে প্রবাহিত হইল, এবং তাহার তীরে হরির অংশে মনুষ্যগণের পুণ্যজনক এক পর্ব্বত উৎপন্ন হইল। মুনিবর! সেই পর্ব্বতে সেই অবধি কীটসকল বহুপ্রকার শিলা প্রস্তুত করিতেছে। তাহার মধ্যে যে সকল শিলা পতিত হয়, নিশ্চয় সেই সমুদয় শিলা মেঘের ন্যায় প্রভাযুক্ত হয়; আর স্থলস্থিত শিলাসকল সূর্য্যের উত্তাপ হেতু পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকে; এই আমি তোমার নিকটে সমুদয় কহিলাম, এক্ষণে পুনরায় তোমার কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় প্রকাশ কর। ১০১—১০৬।

প্রকৃতিখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! তুলসী যেরূপে নারায়ণের প্রিয়া অতি পবিত্রা ও জগৎ-পূজ্যা হইলেন, তাহা জানিলাম; কিন্তু তাঁহার পূজাবিধান বা স্তোত্র শ্রবণ করি নাই। মুনে! পূর্ব্বকালে প্রথমে কে তাঁহার পূজা ও স্তব করিয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা তিনি ভবপূজ্যা হইলেন, এই সমুদয় আমার নিকটে প্রকাশ করুন। ১—২। সূত কহিলেন, নারায়ণ, মুনিপুঙ্গব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক পুণ্যজনিকা পুরাতনী কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন,—হরি তুলসীকে পাইয়া রমার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন, এবং তুলসীকেও রমার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী ও গৌরবান্বিতা করিলেন। তখন গঙ্গা ও লক্ষ্মী তুলসীর নবসঙ্গম সহ্য করিলেও সরস্বতী কোপবশতঃ তাঁহার সৌভাগ্য-গৌরব সহ্য করিতে পারিলেন না। একদা মানিনী সরস্বতী হরিসমক্ষে তুলসীর সহিত বৃথা কলহ করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিলে তুলসী লজ্জা ও অপমানহেতু অন্তর্হিতা হইলেন। তখন সেই সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরী জ্ঞানশালিনী সিদ্ধযোগিনী তুলসীদেবী, ক্রোধহেতু সর্ব্বত্র হরিরও অদৃশ্যা হইলেন। পরে হরি তুলসীর অদর্শনে সরস্বতীকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তুলসীবনে গমন করিলেন। সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক স্নানান্তে তুলসীর দ্বারা তুলসীকে ধ্যানপূর্ব্বক পূজা করিয়া লক্ষ্মীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজও বাণীবীজাদি দশাক্ষর মন্ত্রে ভক্তিসহকারে স্তব করিলেন। ৩—১০। হে নারদ! হরিপ্রণীত উক্ত বীজাদি দশাক্ষর মন্ত্রের বীজশেষ চতুর্থ্যন্ত বৃন্দাবনী-শব্দ ও সর্ব্বশেষে স্বাহা বিন্যস্ত আছে। এই কল্পতরুস্বরূপ মন্ত্ররাজ পাঠ করত ঘৃতপ্রদীপ, ধূপ, সিন্দূর, চন্দন, পুষ্প, নৈবেদ্য ও অন্যান্য উপহারদ্বারা যে মানব যথাবিধি তুলসীর পূজা করিবেন, তিনি সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবেন। পরে তুলসী, হরিস্তোত্রে সন্তুষ্টা হইয়া বৃক্ষ হইতে আবির্ভূতা হইলেন এবং অতি কাতরা হইয়া হরিপাদপদ্মে শরণাপন্না হইলেন। হরি তাঁহাকে, "তুমি জগৎপূজ্যা হও" বলিয়া বর প্রদান করিলেন। আর বলিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমাকে মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করিব, সমুদয় দেবগণও এইজন্য তোমাকে মস্তকে ধারণ করিবেন! ভগবান্ হরি এই কথা বলিয়া তুলসী গ্রহণপূর্ব্বক স্বালয়ে গমন করিলেন। ১১—১৬। নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ! তুলসীর ধ্যান, স্তব কি প্রকার? এবং পূজাবিধিক্রমই বা কিরূপ? তাহা আমার নিকটে বিশেষরূপে বর্ণন করুন। নারায়ণ কহিলেন, নারদ! তুলসী অন্তর্হিতা হইলে, হরি বিরহাতুর হইয়া তুলসীবনে গমনপূর্ব্বক পূজা সমাপনান্তে পুনরায় এইরূপে স্তব করিলেন;—একস্থানে বহুবৃক্ষরূপে উৎপন্না হন বলিয়া পণ্ডিতগণ যাঁহাকে বৃন্দা বলিয়া থাকেন এবং যিনি আমার প্রিয়া, আমি সেই বৃন্দাকে ভজনা করি। পূর্ব্বকালে যিনি প্রথমেই বৃন্দাবনের বনে বৃক্ষরূপে উৎপন্না হইয়া বৃন্দাবনীনামে বিখ্যাতা হইয়াছেন এবং যিনি সৌভাগ্যশালিনী, আমি তাঁহাকে ভজনা করি। ১৭—২০। যিনি অসংখ্য বিশ্বে নিরন্তর পূজিতা হইয়া বিশ্বপূজিতা নাম ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই জগৎপূজ্যাকে ভজনা করি। যিনি সর্ব্বদা অসংখ্য বিশ্বকে পবিত্র করিয়া বিশ্বপাবন

আখ্যা লাভ করিয়াছেন, আমি স্মরাতুর হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি। যে তুলসীব্যতীত দেবগণ প্রচুর পুষ্পলাভেও সন্তুষ্ট নহেন, আমি সেই শুদ্ধা পুষ্পসারা দেবীকে শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে দেখিতে ইচ্ছা করি। বিশ্ব-সংসারে যাঁহাকে লাভ করিলে, অবশ্যই ভক্তি ও আনন্দের উদ্রেক হয় বলিয়া, যিনি নন্দিনী নামে বিখ্যাতা, সেই দেবী আমার প্রতি প্রীতা হউন। সমুদয় বিশ্ব-মধ্যে তুলনা নাই বলিয়া যিনি তুলসী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন, আমি সেই প্রিয়ার শরণাগত হইলাম। আর যে সতী কৃষ্ণের জীবন-স্বরূপ প্রিয়তমা বলিয়া কৃষ্ণজীবনী নাম ধারণ করিয়াছেন, তিনি আমার জীবন রক্ষা করুন। রমাপতি এইরূপ স্তব করিয়া সেইস্থানে অবস্থান করত নিজ পাদপদ্মে প্রণতা সতী তুলসীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। অনন্তর হরি মানপূজিতা মানিনী তুলসীকে অভিমানভরে রোদন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্ববক্ষে ধারণ করিলেন। পরে সরস্বতীর অনুমতি লইয়া স্বভবনে গমনপূর্ব্বক সত্বর সরস্বতীর সহিত তুলসীর প্রণয় করাইয়া দিলেন। হরি—তুলসীকে বর দান করিলেন যে, তুমি বিশ্বপূজ্যা হইয়া সকলের শিরোধার্য্যা হইবে, আর আমারও বন্দ্যা এবং মান্যা হইবে। ২১—৩০। দেবী তুলসী, বিষ্ণু-বরে পরিতুষ্টা হইলে, সরস্বতী তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্বসন্নিধানে উপবেশন করাইলেন। নারদ! পরে লক্ষ্মী ও গঙ্গা, সতী তুলসীকে সহাস্যমুখে আলিঙ্গন করিয়া সবিনয়ে গৃহে লইয়া গেলেন। যিনি তুলসীকে পূজা করিয়া বৃন্দা, বৃন্দাবনী, বিশ্বপাবনী, বিশ্বপূজিতা, পুষ্পসারা, নন্দিনী, তুলসী ও কৃষ্ণজীবনী এই অর্থযুক্ত নামাষ্টকরূপ স্তোত্র পাঠ করিবেন, তিনি অশ্বমেধের ফলভাগী হইবেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে জগতের মঙ্গলকর তুলসীর জন্ম হয়, এজন্য সেইদিনে হরি তাঁহার পূজা বিধান করিয়াছেন। যিনি সেইদিনে ভক্তিপূর্ব্বক বিশ্বপাবনী তুলসীর পূজা করিবেন, তিনি অনায়াসে সমুদয় পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারিবেন। কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণু-উদ্দেশে তুলসী-পত্র দান করিলে, অযুত গোদানের ফল হয়। অধিক কি, তুলসী স্তোত্র স্মরণমাত্রে পুত্রহীন পুত্র, প্রিয়া-হীন প্রিয়া ও বন্ধুবিহীন ব্যক্তি বন্ধু লাভ করেন এবং রোগী রোগ হইতে, বদ্ধ বন্ধন হইতে, ভীত ভয় হইতে ও পাতকী পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৩১—৩৯। নারদ! এই আমি তুলসীর স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ধ্যান ও পূজাবিধি শ্রবণ কর। কাণ্বশাখোক্ত যে ধ্যান কীর্ত্তন করিব, তুমিও তাহা বিদিত আছ; আবাহনব্যতিরেকে ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে, এক্ষণে তুলসীর পাপনাশন ধ্যান শ্রবণ কর,—"সতী তুলসী, পুষ্পসারা পূজ্যা ও মনোহরা; তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় সমস্ত পাপরূপ কাষ্ঠের দাহনকারিণী। মুনে! সমস্ত দেবীগণের মধ্যে যিনি পবিত্ররূপা এবং যাঁহার তুলনা নাই, তিনি তুলসী নামে কীর্ত্তিতা হন। যিনি সকলের প্রার্থনীয়া ও শিরোধার্য্যা এবং যিনি বিশ্বপাবনী নামে প্রসিদ্ধা, সেই মুক্তি ও হরিভক্তি-দায়িনী জীবন্মুক্তা তুলসীকে ভজনা করি।" বুধগণ এই-রূপ ধ্যান করিয়া পূজাসমাপান্তে স্তুতিপাঠ ও প্রণাম করিবেন। এই ত তুলসীর উপাখ্যান উক্ত হইল, পুনরায় কি বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়? ৪০—৪৫।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে প্রভো! আপনার প্রসাদে সুধাসম তুলসীর উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সাবিত্রীর উপাখ্যান আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্বে বেদমাতা সাবিত্রী যেরূপে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন—তাহা শ্রবণ করিয়াছি; সেই দেবীকে পূর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি ও পরেই বা কাহারা পূজা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! সেই বেদজননী, প্রথমে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক, পরে দেবগণকর্ত্তৃক ও তাহার পর জ্ঞানিগণকর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছেন। ভারতে রাজা অশ্বপতিই অগ্রে তাঁহার পূজা করেন; পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই তাঁহাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। নারদ বলিলেন, ব্রহ্মন্! সেই অশ্বপতি কে? কিরূপেই বা তিনি সেই সর্ব্ব-পূজ্যা সাবিত্রীকে পূজা করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। নারায়ণ বলিলেন, মুনিবর! মদ্রদেশে বৈরি-গণের বলহর্ত্তা ও মিত্রগণের দুঃখ-নিবারক অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। সেই অশ্বপতির, নারায়ণের লক্ষ্মীর ন্যায় মালতী নামে বিখ্যাতা মহারাজ্ঞী ধর্ম্ম-চারিণী এক মহিষী ছিলেন। হে নারদ! সেই রাজ্ঞী মহাবন্ধ্যা বলিয়া বশিষ্ঠের উপদেশানুক্রমে ভক্তিপূর্ব্বক সাবিত্রীর আরাধনা করেন। পরে মালতী সাবিত্রীর দর্শন বা কোনরূপ প্রত্যাদেশ না পাইয়া দুঃখিতান্তঃ-করণে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ১—৯। তখন রাজা তাঁহাকে দুঃখিতা দেখিয়া নীতিবাক্যে সান্ত্বনাপূর্ব্বক স্বয়ং ভক্তিসহকারে সাবিত্রী-আরাধনার নিমিত্ত পুষ্কর-

তীর্থে গমন করেন। অশ্বপতি সংযত হইয়া শত বৎসর সেইস্থানে তপস্যা করিয়াও সাবিত্রীকে দর্শন করিতে পাইলেন না; কিন্তু প্রত্যাদেশ হইল—"দশলক্ষ গায়ত্রী জপ কর" হে নারদ! নৃপেন্দ্র তখন এইরূপ অশরীরিণী আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। এমত সময়ে সহসা সেই স্থানে মুনিবর পরাশর আগমন করিলেন। ভূপতি তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলে, মুনিবর তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! গায়ত্রীজপ একবার করিলে দিনকৃত পাপ, দশবার করিলে দিন-রাত্রিকৃত পাপসমূহ বিনষ্ট হয়। শতবার গায়ত্রীজপে মাসার্জ্জিত পাপ ও সহস্রজপে বৎসরার্জ্জিত পাপপুঞ্জ ধ্বংস হইয়াথাকে। লক্ষবার গায়ত্রীজপে আজন্মকৃত পাপ, দশলক্ষ জপে ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপ, শতলক্ষ জপে সর্ব্বজন্মকৃত পাপনিচয় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। দশশত লক্ষ গায়ত্রী জপ করিলে বিপ্রগণের মুক্তিপর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দ্বিজগণ, করকে উর্দ্ধমুদ্রিত সর্পফণাকার করিয়া ঈষদবনতমস্তকে নিশ্চলভাবে প্রাঙ্মুখ হইয়া জপ করিবেন এবং ঐ করের অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অধোদেশ দিয়া বামাবর্ত্তে তর্জ্জনীর মূলপর্য্যন্ত অঙ্গুলী ভ্রমণই জপের ক্রম। রাজন্! অথবা শ্বেতপদ্মের বীজের বা স্ফটিকের মালা সংস্কৃত করিয়া তীর্থস্থানে বা দেবালয়ে তাহাদ্বারা জপ করিবে। সুসংযত হইয়া সপ্ত অশ্বত্থপত্রের উপর স্থাপনপূর্ব্বক মালাকে গোরোচনাক্ত করিয়া গায়ত্রীদ্বারা স্নান করাইবে; পরে তাহাতে শতবার যথাবিধি গায়ত্রী জপ করিলেই মালার সংস্কার করা হয়। ১০—২১। অথবা পঞ্চগব্যদ্বারা স্নান করাইলে মালা সংস্কৃতা হয়, কিংবা গঙ্গোদকে স্নাতা হইলেও সুসংস্কৃতা হইয়া থাকে। রাজর্ষে! এই নিয়মে দশলক্ষ গায়ত্রী জপ করিলে তিন জন্মের পাতক বিনষ্ট হইবে; পরে সাক্ষাৎ সাবিত্রীর দর্শন পাইবে। রাজন্! তুমি সর্ব্বদা শুচি হইয়া প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়াহ্নকাল এই কালত্রয়ে নিত্য নিত্য সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা করিও। দেখ, নিত্যসন্ধ্যাবিহীন অশুচি ব্যক্তি—সকলকার্য্যের অনধিকারী; তিনি দিবসে যে সমস্ত কার্য্য করেন, তাহার ফল প্রাপ্ত হন না; অধিক কি, যিনি প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা না করেন, তাঁহাকে শূদ্রের ন্যায় সমুদয় দ্বিজকার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করাই কর্ত্তব্য। আর যিনি যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যা করিয়া থাকেন, সেই বিপ্র সর্ব্বদা তেজ ও তপস্যায় সূর্য্যতুল্য হইয়া থাকেন। যে দ্বিজ সন্ধ্যাপূত, তেজস্বী, তিনি জীবন্মুক্ত, অধিক কি, বসুন্ধরা তাঁহার পাদপদ্মের রজঃস্পর্শে তৎক্ষণাৎ পবিত্রতা লাভ করেন। সন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণের স্পর্শমাত্রে তীর্থ সকল পবিত্র হয় এবং গরুড়ের নিকট হইতে সর্পগণের ন্যায় তাঁহারও নিকট হইতে পাপসকল পলায়ন করে। আর ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধ্যাবিহীন দ্বিজাতির পূজা—দেবগণ এবং পিণ্ড ও তর্পণজল—পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। ২২—৩০। যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্ত্র ও একাদশীবিহীন, যিনি হরির অনিবেদিত বস্তু ভোজন করেন, যে ব্রাহ্মণ দৌত্য বা রজকের কার্য্য করেন, যে ব্রাহ্মণ বৃষবাহক, শূদ্রান্নভোজী, শূদ্রের শবদাহী, অথবা শূদ্রা বা অনূঢ়া রজস্বলার পতি; যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সূপকারক, শূদ্রের প্রতিগ্রহকারী, কিম্বা শূদ্রযাজী; যে ব্রাহ্মণ অসিজীবী, মসীজীবী অথবা অবীরা বা ঋতুস্নাতার অন্ন ভোজনকারী; যে ব্রাহ্মণ ভগজীবী, বৃদ্ধিজীবী, অথবা কন্যা বা হরিনাম কিম্বা দুগ্ধের বিক্রেতা, যে দ্বিজ দিবসে দুইবার ভোজন করেন, বা যিনি মৎস্যাহারী অথবা শালগ্রামাদির পূজায় বিমুখ—তাঁহারা বিষবিহীন সর্পের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রহ্মণ্যহীন হইয়া থাকেন। ৩১—৩৭। মুনিবর এই কথা বলিয়া অশ্বপতিকে সাবিত্রীর পূজার নিয়ম ও অভীপ্সিত ধ্যানাদি কহিলেন। অনন্তর মুনিবর নৃপেন্দ্রকে সমুদয় বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়া স্বালয়ে গমন করিলেন। পরে ভূপতিও তদুক্ত নিয়মানুসারে সাবিত্রীকে পূজা করিয়া তাঁহার দর্শন ও তাঁহা হইতে বর লাভ করিলেন। নারদ কহিলেন মহাভাগ! মুনিবর পরাশর নৃপতিকে সাবিত্রীর কিরূপ ধ্যান, পূজাবিধি, স্তোত্র ও মন্ত্র দান করিয়া গমন করিয়াছিলেন? নৃপ অশ্বপতিই বা কোন্ বিধি অনুসারে পূজা করিয়া বেদমাতা হইতে কিরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন? এই সমুদয় কীর্ত্তন করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। শুদ্ধকালে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে সংযত থাকিয়া চতুর্দ্দশীদিবসে ব্রতী ভক্তিপূর্ব্বক সাবিত্রীর ব্রত আচরণ করিবেন। এই ব্রত চতুর্দ্দশ বৎসরে নিষ্পাদ্য; ইহাতে চতুর্দ্দশ ফল, চতুর্দ্দশখানি নৈবেদ্য, তদনুরূপ পুষ্পধূপাদি, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত এবং ভোজ্য সামগ্রী দান করা বিধেয়। ফলশাখাযুক্ত মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া তাহাতে আবাহনপূর্ব্বক গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, ও ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হইবে। এক্ষণে মাধ্যন্দিনশাখোক্ত সাবিত্রীর ধ্যান স্তোত্র পূজাবিধি ও সর্ব্বকামপ্রদ মন্ত্র শ্রবণ কর। —যাহার বর্ণপ্রভা তপ্তকাঞ্চনতুল্য, যিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিতা, যাঁহাকে দেখিলে গ্রীষ্মকালীন-মধ্যাহ্ন-সহস্রসূর্য্য বলিয়া বোধ হয়, যিনি ভক্তের অনুগ্রহকারিণী ও

রত্নভূষণে বিভূষিতা, যাঁহার পরিধানবস্ত্র বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত হওয়ায় সুপ্রসন্ন, যিনি জগতের বিধানকর্ত্রী, ব্রহ্মার কান্তা, যাঁহার মূর্ত্তি শান্ত, যিনি সুখ ও মুক্তি দান করেন, যিনি সর্ব্বসম্পৎ প্রদাত্রী ও সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা, যিনি বেদশাস্ত্রস্বরূপিণী ও বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—সেই বেদবীজস্বরূপা বেদমাতা সাবিত্রীকে আমি ভজনা করি। ব্রতী ব্যক্তি, সাবিত্রীকে এইরূপ ধ্যান করিয়া স্বমস্তকে পুষ্প দানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে ভক্তিপূর্ব্বক দেবীকে ঘটে আবাহন করিবেন। পরে বেদোক্ত মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া স্তুতিপাঠপূর্ব্বক দেবীকে যথাবিধি প্রণাম করিবেন। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, অনুলেপনদ্রব্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূল, শীতল জল, রমণীয় বসন-ভূষণ, গন্ধ, আচমনীয় জল ও মনোহর শয্যা—এই ষোড়শ উপচার দান করা বিধেয়। ঐ সকল উপচার দানের মন্ত্র শ্রবণ কর;—হে দেবি! বৃক্ষসারোৎপন্ন, অথবা সুবর্ণাদি-নির্ম্মিত, এই পুণ্যপ্রদ দেবাধার উপবেশনার্থ আপনাকে নিবেদন করিলাম। তীর্থোদকরূপ পূজার অঙ্গ পুণ্য ও প্রীতিজনক শুদ্ধ পাদ্য ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে নিবেদন করিলাম। দূর্ব্বা পুষ্প ও অক্ষতযুক্ত এবং শঙ্খজল-সমন্বিত, পুণ্যপ্রদ পবিত্র অর্ঘ্য আপনার উদ্দেশে নিবেদিত হইল। দেহের সৌন্দর্য্যকারক সুগন্ধি ধাত্রী-তৈলরূপ স্নানীয় আমি ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন। দেহের শোভাবৃদ্ধিকর সুখপ্রদ সুগন্ধযুক্ত চন্দনানুলেপন আমি আপনার উদ্দেশে নিবেদন করিলাম। ৩৮—৫৯। গন্ধদ্রব্য হইতে উৎপন্ন দিব্য-গন্ধ ও প্রীতিপ্রদ এই ধূপ—আপনাকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিবেদন করিলাম, আপনি প্রতিগ্রহ করুন। জগতের দর্শনীয় ও দীপ্তিকারক এবং অন্ধকার-ধ্বংসের কারণ এই দীপ, ক্ষুধানিবৃত্তিকর ও তুষ্টিপুষ্টিপ্রদ প্রীতিজনক পুণ্যপ্রদ এই সুস্বাদু নৈবেদ্য এবং উৎকৃষ্ট কর্পূরাদি-সুবাসিত তুষ্টিপুষ্টিপ্রদ এই রমণীয় তাম্বূল ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে নিবেদন করিলাম, আপনি এই সকল গ্রহণ করুন। দেবি! জগতের বীজস্বরূপ পিপাসাশান্তিকারক সুবাসিত ও সুশীতল এই মন্নিবেদিত জল আপনি প্রতিগ্রহ করুন। মাতঃ! সভাস্থানে শোভাবর্দ্ধক শরীর-শোভা-সম্পাদক মন্নিবেদিত কার্পাসজ ও কৃমিজাত বস্ত্র আপনি গ্রহণ করুন। দেবি! কাঞ্চনাদি-নির্ম্মিত, শ্রীযুক্ত, শ্রীপ্রদ, এবং সুখসম্পাদক পবিত্র এই ভূষণ, আর পুষ্প চন্দনসংযুক্ত নানাপুষ্প-বিনির্ম্মিত প্রীতিপুণ্যপ্রদ মদর্পিত এই মাল্য এবং উৎকৃষ্ট সর্ব্বমঙ্গলকর অথচ সমুদয় মঙ্গলস্বরূপ, গন্ধযুক্ত, পুণ্যপ্রদ এই গন্ধ আপনি গ্রহণ করুন। দেবি! মহাপ্রীতিকর, বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধদিগের শুদ্ধিপ্রদ রম্য আচমনীয়—আপনাকে দান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন। আর আপনার শয়নার্থ মন্নিবেদিত উৎকৃষ্ট রত্নাদিনির্ম্মিত পুষ্পচন্দনান্বিত পুণ্যদ ও সুখসম্পাদক এই সু-তল্প আপনি প্রতিগ্রহ করুন। বহুবিধ বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন নানাপ্রকাররূপযুক্ত ফলপ্রদ ও ফলস্বরূপ এই সমস্ত ফল আপনাকে দান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন। ৬০—৭১। দেবি! যাহা ললাটের শোভাকর ও ভূষণসমূহের পূর্ণতা-সম্পাদক, সেই রমণীয় উৎকৃষ্ট সিন্দূর আপনাকে নিবেদন করিলাম গ্রহণ করুন এবং পবিত্র সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত ও বিশুদ্ধ গ্রন্থিযুক্ত বেদমন্ত্রে পবিত্র এই যজ্ঞসূত্র কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন। সুধী ব্রতী, মূলমন্ত্র দ্বারা এই সমস্ত বস্তুর দানান্তে স্তোত্র পাঠ করিবেন, পরে সাবিত্রী দেবীকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিবেন। লক্ষ্মীবীজ মায়াবীজ ও কামবীজাদি বহ্নিজায়ান্ত চতুর্থ্যন্ত সাবিত্রী অর্থাৎ "শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সাবিত্র্যৈ স্বাহা" এই অষ্টাক্ষরই সাবিত্রীর মূলমন্ত্র। নারদ! এক্ষণে সমুদয় বাঞ্ছিত ফলপ্রদ, বিপ্রগণের জীবনস্বরূপ, মাধ্যন্দিনোক্ত সাবিত্রীর যে স্তোত্র, তাহাও তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি—শ্রবণ কর। ৭২—৭৬। হে নারদ! পূর্ব্বে গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ সাবিত্রীকে ব্রহ্মার করে অর্পণ করিলেও তিনি ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন না করায় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে বেদমাতাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করেন; পরে সতী সাবিত্রী পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। ৭৭।৭৮। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, হে সুন্দরি! তুমি সনাতনী এবং নারায়ণ হইতে সমুদ্ভূতা অথচ নারায়ণস্বরূপা। অতএব হে নারায়ণি! আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে সুন্দরি! তুমি সকলের উৎকৃষ্টা এবং তুমিই দ্বিজাতিদিগের তেজ, পরম আনন্দ ও জাতিস্বরূপা; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে দেবি সুন্দরি! তুমি নিত্যা, নিত্যপ্রিয়া, তুমি নিত্যানন্দস্বরূপা ও তুমিই সর্ব্বমঙ্গলরূপা, তুমি প্রসন্না হও। হে দেবি! তুমি বিপ্রগণের সর্ব্বস্ব রূপা তুমি মন্ত্রের সার ও পরাৎপর এবং জীবসকল তোমা হইতেই সুখ ও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে, অতএব সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি প্রীতিযুক্তা হও। হে সুন্দরি! তুমি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার তুল্য বিপ্রগণের পাপরূপ কাষ্ঠের দাহকর্ত্রী এবং তুমিই ব্রহ্মতেজ দান

করিয়া থাক, অতএব হে দেবি! আমার প্রতি প্রীতা হও। অধিক কি, দ্বিজগণ কায়মনোবাক্যে যে সমস্ত পাপ করেন, সেই সমুদয় পাপই তোমার স্মরণমাত্রে ভস্ম হইয়া থাকে। জগতের বিধানকারী ব্রহ্মা, সাবিত্রীকে এইরূপ স্তব করিয়া, সেই সভামধ্যে অবস্থান করিলেন। পরে সাবিত্রী ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। ভূপাল অশ্বপতিও এই স্তোত্ররাজ দ্বারা স্তব করিয়া সাবিত্রীর দর্শন ও মনোমত বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পবিত্র স্তবরাজ, ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিলে, নিশ্চয় চারিবেদপাঠের ফল লাভ হইয়া থাকে। ৭৯—৮৭।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, এই রাজা অশ্বপতি এইরূপে বিধিপূর্ব্বক পূজা ও স্তব পাঠ করিয়া সেই সহস্র সূর্য্যের সমান প্রভাশালিনী সাবিত্রীদেবীকে দর্শন করিলেন। সেই সতী সাবিত্রী প্রসন্না হইয়া দেহপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত সস্মিত-বদনে পুত্রকে মাতার ন্যায় রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি মনে মনে যে অভিলাষ করিয়াছেন এবং আপনার পত্নীর যাহা বাঞ্ছিত, আমি তাহা বিদিত আছি, নিশ্চয় সকল অভিলাষই পূর্ণ করিব। তোমার সাধ্বী কামিনী একটী কন্যা কামনা করে, এবং তুমি পুত্র প্রার্থনা করিতেছ; অতএব ক্রমে ক্রমে উভয়ের অভিলাষই পূর্ণ হইবে! সেই মহাদেবী সাবিত্রী এই কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, রাজাও স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কিয়দ্দিন গত হইলে অগ্রে তাঁহার এক কন্যা হয়, কমলাংশ-সম্ভূতা সেই কন্যার সাবিত্রী-আরাধনা-ফলে জন্ম হয় বলিয়া নরপাল অশ্বপতি তাঁহার সাবিত্রী এই নাম রাখিলেন। সেই সাবিত্রী, শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে রূপযৌবন-সম্পন্না হইলেন। তখন সাবিত্রী, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র, সত্য-পরায়ণ সত্যবান্‌কে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিলেন। পরে অশ্বপতি, রত্নভূষণ-ভূষিতা সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে অর্পণ করিলে, সত্যবান্ কৌতুকের সহিত সাবিত্রীকে গ্রহণপূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর একবৎসর কাল অতীত হইলে, সত্যবিক্রম সত্যবান্ পিতার আদেশে ফল-কাষ্ঠাহরণ নিমিত্ত সহর্ষে গৃহ হইতে গমন করিলেন। দৈবযোগে সাধ্বী সাবিত্রীও সেই দিবসে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করেন, পরে দৈব দুর্ঘটনায় সত্যবান্ বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। ১—১১।

হে মুনে! তখন যমরাজ সত্যবানের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপরিমিত জীবপুরুষকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে আরম্ভ করিলে সতী সাবিত্রীও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তখন অতিমহান্ সাধুদিগের অগ্রগণ্য সংযমনী-পতি যম, সেই সাধ্বী সুন্দরীকে পশ্চাদ্ভাগে অবলোকন করিয়া মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, সাবিত্রি! অতি আশ্চর্য্যের বিষয়! তুমি এই মনুষ্য-দেহে কোথায় যাইবে? যদি পতির সহগমনে বাসনা হয়, তবে এই দেহ ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, মনুষ্যগণ পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ ধারণপূর্ব্বক কখনই যমলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় না। হে সতি! আর দেখ, তোমার পতির ভারতের ভোগকাল পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে সত্যবান্, স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগার্থ মদ্ভবনে গমন করিতেছে। সমুদয় প্রাণীরই এইরূপ কর্ম্ম হইতেই জন্ম ও বিলয় হইয়া থাকে; এবং সুখ, দুঃখ, ভয় ও শোকাদি সমস্তই নিজ কর্ম্মানুসারে ঘটিতেছে। জীবগণ কর্ম্মবলেই ইন্দ্র ও কর্ম্মবলেই ব্রহ্মার পুত্র এবং কর্ম্মবলেই জন্মাদি-রহিত হরি-দাস হইয়া থাকে। নিজ কর্ম্মপ্রভাবেই নিশ্চয় সর্ব্ব-প্রকার সিদ্ধি, অমরত্ব এবং বিষ্ণুর সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারা যায়। মনুষ্যগণ কর্ম্মদ্বারাই অগ্রে ব্রাহ্মণত্ব ও পরে মুক্তিপর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন এবং দেবত্ব, মনুত্ব ও রাজেন্দ্রত্ব, কর্ম্ম-বলেই হইয়া থাকে। ১২—২০। প্রাণী সকল স্বকর্ম্মানুসারেই মুনীন্দ্রত্ব, তপস্বিত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব, শূদ্রত্ব, অন্ত্যজত্ব এবং ম্লেচ্ছত্বও প্রাপ্ত হয়—ইহাতে সংশয় নাই। স্থাবরত্ব, জঙ্গমত্ব, শৈলত্ব, বৃক্ষত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব, ক্ষুদ্রজন্তুত্ব, কৃমিত্ব, সর্পত্ব, গন্ধর্ব্বত্ব, রাক্ষসত্ব, কিন্নরত্ব, যক্ষত্ব, কুষ্মাণ্ডত্ব, প্রেতত্ব, বেতালত্ব, পিশাচত্ব, ডাকিনীত্ব, দৈত্যত্ব, দানবত্ব, ও অসুরত্ব এ সকলই কর্ম্মদ্বারা হইয়া থাকে; জীবগণ নিজকর্ম্মবশেই পুণ্যবান্ ও মহাপাপী হইতেছে। ২১—২৮। কর্ম্ম-যোগেই সকলে সুন্দর ও অরোগী এবং কর্ম্মবলে মহারোগী হীনাঙ্গ ও বধির হইতেছে। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই স্বর্গ বা নরকে গমন করে এবং কর্ম্মশক্তিতেই ইন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, বহ্নি-লোক, বায়ুলোক ও বরুণলোকে গমন করিয়া থাকে। মনুষ্যগণ, জন্মান্তরীণ-কর্ম্মপ্রভাবেই কুবেরলোক, শিবলোক, ধ্রুবলোক, নক্ষত্রলোক, সত্যলোক, জন-

লোক, তপোলোক, মহর্লোক, পাতাললোক, ব্রহ্মলোক প্রার্থনীয়-প্রবর পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, বৈকুণ্ঠ ও নিরাময়লোকেও গমন করিয়া থাকে। আর কর্ম্মহেতুই কেহ চিরজীবী, কেহ ক্ষীণায়ু, কেহ কোটি-কল্পায়ু, কেহ ক্ষণায়, আর কেহ বা জীবসঞ্চারমাত্রায়ু হইয়া থাকে এবং কেহ বা কর্ম্মনিবন্ধন গর্ভস্থ হইয়াই কালগ্রাসে পতিত হয়। সুন্দরি! এই আমি তোমার নিকটে সমস্ত মহাতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। বৎসে! অভিলষিত স্থানে গমন কর; কারণ তোমার ভর্ত্তা, এক্ষণে নিজ কর্ম্মানুসারেই কলেবর ত্যাগ করিয়াছেন।২৯—৩৭।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, মনস্বিনী পতিব্রতা সাবিত্রী, যমের এইরূপ বাক্যশ্রবণে পরম ভক্তিসহকারে স্তব করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যগণের কোন্ কর্ম্মই বা শুভজনক, আর কোন্ কর্ম্মই বা অশুভকর? সাধুজন কি প্রকারেই বা কর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া থাকেন? কর্ম্মের বীজ কি? আর কোন্ জন কর্ম্মের ফল দান করিয়া থাকেন? কর্ম্মই বা কি? কিরূপেই বা কর্ম্ম উৎপন্ন হয় ও তাহার হেতুই বা কে? কে বা কর্ম্মের ফলভোক্তা? আর কেই বা কর্ম্মে লিপ্ত নহেন? আর দেহীই বা কে? দেহই বা কি? এই দেহে কর্ম্ম নিষ্পাদকই বা কে? বিজ্ঞান, মন ও বুদ্ধিই বা কি? শরীরীদিগের প্রাণই বা কি? প্রাণিগণের ইন্দ্রিয় কি? তাহারই বা লক্ষণ কি? তাহার দেবতাই বা কে? আর কে ভোজনকর্ত্তা? ও কেই বা ভোজন করাইয়া থাকেন? ভোগ কিরূপ ও তাহা হইতে নিষ্কৃতিই বা কি প্রকার? জীবই বা কে? আর পরমাত্মাই বা কে? এই সমুদয় বিষয় প্রকাশ করুন। ১—৬। যম বলিলেন, বৎসে! বেদবিহিত কর্ম্মই মঙ্গলকর, আর অবৈদিক কার্য্যই অশুভজনক। সাধুগণের সঙ্কল্পশূন্য অনৈমিত্তিকী বিষ্ণু-সেবাই কর্ম্ম-নির্ম্মূলকারিকা ও হরিভক্তিদায়িনী। হরিভক্ত মানবই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও ভয়বর্জ্জিত এবং মুক্ত হইতে পারেন—ইহাই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। হে সাধ্বি! সর্ব্বসম্মত শাস্ত্রোক্ত ঐ মুক্তি দুই প্রকার; এক মুক্তি মনুষ্যগণকে নির্ব্বাণ পদ দান করেন ও অন্য মুক্তি হরিভক্তিদায়িনী; তাহার মধ্যে বৈষ্ণবগণ হরিভক্তিরূপ মুক্তিকেই প্রার্থনা করেন। আর অন্যান্য সাধু সকল, নির্ব্বাণরূপ মুক্তির অভিলাষী। প্রকৃতি হইতে অতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কর্ম্মের বীজ, কর্ম্মের ফল-দাতা ও কর্ম্মস্বরূপ। হে সতি! শ্রীকৃষ্ণই কর্ম্মের হেতু, তাঁহা হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়; জীব কর্ম্ম-ফল ভোগ করে, আর আত্মাই নির্লিপ্ত। বৎসে! সেই আত্মার প্রতিবিম্ব যে জীব, সেই দেহী বলিয়া গণ্য; দেহ পঞ্চভূতময় ও নশ্বর। পরমেশ্বর হরির সৃষ্টিসময়ে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, ইহারাই ভূতরূপ; জীবরূপ দেহী কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা; পরমাত্মাই ভোজয়িতা; ঐশ্বর্য্য-ভেদই ভোগ জ্ঞান নানা প্রকার; ঐ জ্ঞান সদসদ্ভেদ ও বিষয়বিভাগে ভেদের বীজস্বরূপ। হে সাধ্বি! বিবেচনাই বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই জ্ঞানের জননী বলিয়া প্রসিদ্ধা; দেহীদিগের বলস্বরূপ বায়ু-বিশেষই প্রাণ। ঈশ্বরাংশসমূহ মন, ইন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ এবং দেহীদিগের কর্ম্মের দুর্নিবার্য্য প্রেরক; সেই মন অনিরূপ্য, অদৃশ্য ও জ্ঞানবিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অঙ্গীদিগের অঙ্গস্বরূপ ও সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, ও রসনা—ইহারাই ইন্দ্রিয়। ৭—২১। ঐ ইন্দ্রিয়গণই শত্রু ও মিত্রস্বরূপ সুখ ও দুঃখদায়ক; এবং সূর্য্য, বায়ু, পৃথিবী ও বাণী প্রভৃতিই তাহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যিনি প্রাণ ও দেহাদির পোষণকর্ত্তা, তিনি জীব বলিয়া কীর্ত্তিত, প্রকৃতি হইতে অতীত নির্গুণ পর-ব্রহ্মই পরমাত্মা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কেবল কারণের কারণ। এই আমি তোমার নিকটে জ্ঞানী-দিগের জ্ঞানস্বরূপ জিজ্ঞাসিত সমুদয় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে হে বৎসে! যথাস্থানে গমন কর। ২২—২৬। সাবিত্রী কহিলেন, দেব! আমি কান্তকে ও জ্ঞানসাগর পণ্ডিত—আপনাকেই বা ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব? এক্ষণে কৃপা করিয়া যাহা প্রশ্ন করি-তেছি, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করুন। হে পিতঃ যম! জীবগণ কোন্ কোন্ কর্ম্মদ্বারা কোন্ কোন্ যোনি প্রাপ্ত হন? কোন্ কর্ম্মেই বা স্বর্গ ও কোন্ কর্ম্মেই বা নরক হইয়াথাকে? দেব! কোন্ কর্ম্ম করিলে মুক্তি? কোন্ কর্ম্মে হরিভক্তি? কোন্ কর্ম্মে রোগী? আর অরোগীই বা কোন্ কর্ম্মে হইয়াথাকে? দীর্ঘজীবী, অল্পায়ু, সুখী বা দুঃখী কোন্ কোন্ কর্ম্মে হইয়া থাকে? আর প্রাণী সকল কোন্ কোন্ কর্ম্মানুসারে অঙ্গহীন, বধির, কাণ, অন্ধ,

কৃপণ, প্রমত্ত, ক্ষিপ্ত, লুব্ধ, বা নরঘাতক হয়? কোন্ কোন্ কার্য্যবলেই বা সিদ্ধি ও সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায়? আর কোন্ কোন্ কর্ম্ম-প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব তপস্বিত্ব এবং স্বর্গভোগাদি করা যায়? কোন্ কর্ম্মেই বা বৈকুণ্ঠে গমন হইয়াথাকে? হে ব্রহ্মন্! কিরূপ কার্য্য করিলেই বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিরাময় গোলোকে গমন করাযায়? নরকই বা কত প্রকার? তাহাদের সংখ্যাই বা কত? নামই বা কি? দেব! কোন্ জনই বা কোন্ নরকে গমনপূর্ব্বক কতকাল তাহাতে অবস্থান করে? এবং পাপীদিগের কোন্ কোন্ কার্য্যে কোন্ কোন্ ব্যাধি উৎপন্ন হয়? পিতঃ! আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই সমস্ত বিষয়ই আমার নিকটে কৃপা করিয়া প্রকাশ করুন! ২৭—৩৫।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! ধর্ম্মরাজ যম সাবিত্রীর বাক্যশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া হাস্যপূর্ব্বক জীবগণের কর্ম্মবিপাক বলিতে আরম্ভ করিলেন, বৎসে! তুমি এক্ষণে দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা; কিন্তু তোমার জ্ঞান প্রাচীন জ্ঞানী ও যোগীদিগেরও অধিক দেখিতেছি। হে শুভে! রাজা অশ্বপতি, পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া সাবিত্রীর বরদানপ্রভাবে তাঁহারই সমান তাঁহার অংশ-সম্ভূতা সতীশ্রেষ্ঠা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে বৎসে! যেমন শ্রীপতির ক্রোড়ে শ্রী, ভবের বক্ষঃস্থলে ভবানী, শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষে রাধিকা, ব্রহ্মার বক্ষঃস্থলে সাবিত্রী, ধর্ম্মের বক্ষে মূর্ত্তি, মনুতে শতরূপা; যেরূপ দেবহূতি কর্দ্দমে, অরুন্ধতী বশিষ্ঠে, অদিতি কশ্যপে, অহল্যা গৌতমে; যেরূপ শচী মহেন্দ্রে, রোহিণী চন্দ্রে, রতি কামদেবে, স্বাহা হুতাশনে; যেমন স্বধা পিতৃগণে, সংজ্ঞা দিবাকরে, বরুণানী বরুণে, দক্ষিণা যজ্ঞে; যেরূপ ধরা বরাহে এবং দেবসেনা কার্ত্তিকে,—সেইরূপ তুমিও প্রিয় সত্যবানে সৌভাগ্যশালিনী ও সুপ্রিয়া হইয়া বিরাজ করিবে, আমি তোমাকে এই বর দান করিলাম। হে দেবি মহাভাগে! এক্ষণে আর যাহা অভিলাষ থাকে প্রার্থনা কর, সমুদয় দান করিব, সন্দেহ নাই। যমের বাক্যশ্রবণে সাবিত্রী কহিলেন, হে মহাভাগ! এই সত্যবানের ঔরসে আমার শতপুত্র হইবে এই বর আমার প্রার্থনীয়। আর যেন আমার পিতার শত পুত্র ও শ্বশুরের চক্ষু এবং রাজ্য লাভ হয়, এই বরও আমার অভীপ্সিত। হে জগৎপ্রভো! আমাকে এই বর দান করুন, আমি যেন লক্ষবর্ষ অতীত হইলে, দেহান্তে সত্যবানের সহিত হরিভবনে গমন করিতে পারি। এক্ষণে আমার বিশ্ববিস্তার বীজ জীবগণের কর্ম্মবিপাক শ্রবণ করিতে কৌতূহল হইয়াছে, অতএব তাহা প্রকাশ করুন। ১—১০।

যম বলিলেন, হে মহাসাধ্বি! তোমার সমুদয় মানসিক অভিলাষ পূর্ণ হইবে; এক্ষণে জীবগণের কর্ম্মবিপাক বলিতেছি শ্রবণ কর। মানবগণ শুভ এবং অশুভ কর্ম্মদ্বারা ভারতে জন্ম লাভ করে, কিন্তু সমুদয় পুণ্য বিনষ্ট হইলে, অন্যত্র জন্মলাভে সক্ষম নহে। হে সতি! দেবতা, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই কর্ম্মাধীন; কেহই ইচ্ছানুসারে জীবনধারণে সমর্থ নহে। বিশিষ্ট জীবগণই সকল যোনিতে কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে, বিশেষতঃ মানব সকল, সর্ব্ব-যোনিতে ভ্রমণ করে। ফলতঃ সকলেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে; তাহার মধ্যে জীবগণ শুভকর্ম্মফলে স্বর্গে ও অশুভকর্ম্মে নরকে গমন করে এবং সেই কর্ম্মভোগ নির্ম্মূল হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। সেই মুক্তি দুই প্রকার; এক নির্ব্বাণরূপা, অপরা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপা। ১১—১৯।

জীবগণ কুকর্ম্মফলেই রোগী এবং শুভকর্ম্মবলেই অরোগী হইয়া থাকে। কর্ম্মদ্বারাই দীর্ঘজীবী, ক্ষীণায়ুঃ, সুখী, দুঃখী ও অন্ধাদি অঙ্গ-হীন হইতে হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুন্দরি! সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্যেই সিদ্ধি প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। এই আমি সামান্য-রূপে সমুদয় কহিলাম;—এক্ষণে বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে যাহা সুদুর্লভ ও সুগোপ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। বৎসে! ভারতে সমুদয় জন্ম হইতে মানবজন্মই দুর্লভ; তাহার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ সকলকর্ম্মে ব্রাহ্মণই প্রশস্ত; এবং সেই ব্রাহ্মণের মধ্যে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণই গরীয়ান্। হে সতি! সেই বৈষ্ণব আবার সকাম ও নিষ্কামভেদে দুই প্রকার। সেই উভয়বিধ ভক্তের মধ্যে নিষ্কাম ভক্তই প্রধান। কারণ, সকাম ভক্ত কর্ম্মভোগী—ও নিষ্কামভক্ত, নিরুপদ্রব হইয়া থাকেন। হে সতি! নিষ্কাম ভক্তগণের আর পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না; তাঁহারা দেহান্তে নিরাময় বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা পরমাত্মা ঈশ্বর দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, সেই ভক্তগণ, দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক গোলোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত চতুর্ভুজ নারায়ণকে সেবা করেন,

তাঁহারা দিব্যরূপী হইয়া বৈকুণ্ঠবাসী হন। সকাম বৈষ্ণবগণ, বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক পুনরায় ভারতে ব্রাহ্মণ-জাতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহারাই কালক্রমে নিষ্কাম হইলে, সেই হরিভক্তিই তাঁহাদিগকে নিশ্চয় নির্ম্মল বুদ্ধি দান করিয়া থাকে। ২০—৩১। যে সকল ব্রাহ্মণ সকাম ও বিষ্ণুভক্তিবর্জ্জিত, তাহারা সর্ব্বযোনিতে ভ্রমণ করে এবং তাহাদিগের বুদ্ধি কখনই নির্ম্মল হয় না। হে সতি! যেসকল ব্রাহ্মণ তীর্থবাসী ও তপস্যা-নিরত, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পুনরায় ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা তীর্থবাসী নহেন, অথচ স্ব-ধর্ম্ম-নিরত, তাঁহারা সত্যলোকে গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভারতে জন্ম লাভ করেন। আর যে সকল স্বধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ সূর্য্যের উপাসক, তাঁহাদিগের প্রথমে সূর্য্যলোকে গমন, পরে ভারতে জন্ম হয়। স্বধর্ম্মাশ্রিত দ্বিজ—শৈব, শাক্ত বা গণেশোপাসক হইলে শিবলোকে গমন করিয়া পুনরায় ভারতে আগমন করেন। হে সতি! যে বিপ্র স্বধর্ম্মনিরত, অথচ অন্য দেবের উপাসক, তাঁহারা ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বধর্ম্মনিরত নিষ্কাম হরিভক্ত দ্বিজগণ ক্রমে ভক্তিবলে হরিধামে গমন করেন। আর স্বধর্ম্মরহিত বিপ্রগণ অন্যদেবের উপাসক ও ভ্রষ্টাচার হইলে, নরকগামী হন; ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই স্বধর্ম্মনিরত হইলে, শুভকর্ম্মের ফলভাগী ও স্বধর্ম্ম রহিত হইলে, নিশ্চয় নরকগামী হন এবং ভারতক্ষেত্রেই তাঁহারা সকলে কর্ম্মফল ভোগ করেন। ৩২—৪১। হে সাধ্বি! স্বধর্ম্মনিরত বিপ্র স্বধর্ম্মনিরত বিপ্রকে কন্যা দান করিলে চন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত সেই স্থানে বাস করেন; ঐ কন্যাকে অলঙ্কৃতা করিয়া দান করিলে দ্বিগুণ ফল হয়। সকাম হইয়া উক্ত কার্য্য করিলেই চন্দ্রলোকে গমন হয়, কিন্তু ফলসন্ধান-বর্জ্জিত নিষ্কাম বৈষ্ণবগণ, বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণকে গব্য, রজত, ভার্য্যা, বস্ত্র, শস্য, ফল ও জল দান করেন, তাঁহারাও বিষ্ণুলোকে গমন করেন। হে সতি! তাঁহারা সেই স্থানে এক মন্বন্তরপর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকেন। সতি! যাঁহারা পবিত্র ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ, গো ও তাম্রাদি দান করেন, তাঁহারা আধি-ব্যাধিশূন্য হইয়া অযুতবর্ষ বিপুল সূর্য্যলোকে বাস করেন। ৪২—৪৮। হে সতি! যিনি বিপ্রগণকে ভূমি ও বিপুল ধান্য দান করেন, সেই পুণ্যবান্, চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত মনোহর বিষ্ণুধাম শ্বেতদ্বীপে বাস করিতে সমর্থ হন। হে সতি! যাঁহারা ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্ব্বক গৃহ দান করেন তাঁহারা বহুলোকে গমনপূর্ব্বক বহুকাল সেই স্থানে বাস করিতে পারেন। আবার ঐ দান পুণ্যদিনে সম্পন্ন হইলে গৃহের রেণুপরিমিত বৎসর বিপুল বসুধামে বাস করেন। যে মনুষ্য, দেবতার উদ্দেশ্যে গৃহ দান করেন, তিনি সেই গৃহের রেণুপরিমিত বৎসর সেই দেবলোকে অবস্থান করেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, গৃহ অপেক্ষা সৌধদানে চতুর্গুণ, ও পূর্ত্তদানে শতগুণ এবং প্রকৃষ্ট জলাশয় দান করিলে, তাহা হইতেও অষ্টগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। হে সতি! যে মানব, ভারতে তড়াগ দান করেন, তিনি অযুতবর্ষ জনলোকে বাস করিতে পারেন। বাপী দান করিলে তদপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ হয়। সেতু বা শঙ্কু দান করিলে তড়াগের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। যে জলাশয়, দীর্ঘে চতুঃ-সহস্র-ধনু-পরিমিত, এবং প্রস্থে তৎসদৃশ বা কিঞ্চিন্ন্যূন তাহার নাম বাপী। কুল্যা ঐ দশবাপীর সমান; সেই বাপী অলঙ্কৃতা করিয়া পাত্রে অর্পণ করিলে দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। হে সাধ্বি! তড়াগ দান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহার পঙ্কোদ্ধার করিলেও সেই ফল হয়, এইরূপ বাপীদান ও তাহার পঙ্কোদ্ধারে তুল্য ফল। যিনি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি অযুতবর্ষ তপোলোকবাসী হন। ৪৯—৬০। সাবিত্রি! যিনি সর্ব্বভূতের উপকারার্থ পুষ্পোদ্যান প্রদান করেন, তিনি অযুত বর্ষ ধ্রুবলোকে বাস করিতে পারেন সন্দেহ নাই। হে সতি! ভারতে বিষ্ণু-উদ্দেশে যিনি বিমান দান করেন, তিনিও মন্বন্তরকালপর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকেন। ঐ বিমান বৃহৎ ও কারুকার্য্য যুক্ত হইলে দ্বিগুণ ফল ও শিবিকাদানে রথদানের অর্দ্ধ ফল লাভ হয় সংশয় নাই। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক হরি-উদ্দেশ্যে দোল-মন্দির দান করেন, তিনিও মন্বন্তরপর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকবাসী হন। হে পতিব্রতে! যে ব্যক্তি রাজপথ সৌধযুক্ত করেন, তিনি অযুতবর্ষ ইন্দ্রলোকে সুখ ভোগ করিতে পাবেন। সাধ্বি! ব্রাহ্মণ ও দেবোদ্দেশে দান—তুল্য ফল জনক। যাহা প্রদত্ত হয়, পরে তাহাই লাভ করা যায়, অপ্রদত্ত বস্তুর কখনই লাভ হয় না। পুণ্যবান্ ব্যক্তি, স্বর্গাদি সুখ ভোগ করিয়া ভারতবর্ষে ক্রমে উত্তমাদি বিপ্রকুলে জন্ম লাভ করেন। পুণ্যবান্ বিপ্র, স্বর্গাদি-ভোগান্তে পুনরায় ভারতে বিপ্রের এবং ক্ষত্রিয়াদিও পরে ক্ষত্রিয়াদির কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, শতকোটি কল্প তপস্যা করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন না। ইহা বেদে কথিত আছে।

স্বধর্ম্মনিরত বিপ্রগণ, নানাযোনি গমন করিলেও পুনরায় কর্ম্মভোগান্তে বিপ্রযোনি প্রাপ্ত হন। শতকোটি কল্পেও অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, অবশ্যই শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে; কেবল বহুজন্ম দেবতীর্থে ভ্রমণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। এই আমি তোমাকে সমুদয় কহিলাম, এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ৬১—৭২।

প্রকৃতিখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সাবিত্রী কহিলেন, দেব! পুণ্যবান্ মানবগণ অন্যান্য যে কর্ম্মফলে স্বর্গ ও অন্যান্য স্থানে গমন করেন, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। যম বলিলেন, সাধ্বি! ভারতক্ষেত্রে যিনি ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিয়া থাকেন, তিনি ইন্দ্রলোকে গমন করেন। অন্নদান হইতে উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কখন হয় নাই ও হইবে না; কারণ ইহাতে পাত্র কি কালের কিছুই নিয়ম নাই। দেবতা ব্রাহ্মণকে আসন দান করিলে, নিশ্চয় অযুত-বর্ষ বহ্নিলোকে সুখ ভোগ করিতে পারা যায়। যিনি ব্রাহ্মণকে দিব্য পয়স্বিনী ধেনু দান করেন, তিনি তাহার লোমপরিমিত বৎসর বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারেন। ঐ দান পুণ্য দিনে হইলে চতুর্গুণ, তীর্থে শতগুণ ও নারায়ণক্ষেত্রে কোটিগুণ ফলজনক হয়। যিনি ভারতে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে গো-দান করিবেন, তিনি অযুত বর্ষকাল চন্দ্রলোকবাসী হইবেন। আর যিনি ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধপ্রসূতা গো-দান করেন, তিনি তাহার লোমপরিমিত বৎসর বৈকুণ্ঠবাসী হন। যিনি ব্রাহ্মণকে সবস্ত্র শালগ্রাম দান করিয়া থাকেন, তিনি চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতিপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে অবস্থান করেন। যিনি মনোহর ছত্র ব্রাহ্মণকে অর্পণ করেন, তিনি অযুত বর্ষ বরুণলোকে আনন্দ ভোগ করিতে পান। ১—১০। হে সতি! ভারতে যিনি ব্রাহ্মণকে পাদুকাযুগ্ম প্রদান করেন, তিনি অযুত বৎসর বায়ুলোকে সুখ-স্বচ্ছন্দে অবস্থান করেন। যিনি ব্রাহ্মণকে দিব্য মনোহর শয্যা দান করেন, তাঁহার চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে সুখ ভোগ হইয়া থাকে। যিনি দেবতা বা ব্রাহ্মণকে দীপ দান করেন, তিনি একমন্বন্তরকাল ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকেন। হে সুন্দরি! তিনি পরে মানবজন্ম লাভ করিয়া চক্ষুষ্মান্ হন, এবং সেই পুণ্যে তাঁহার আর যমলোকে গমন হয় না। যে মানব ভারতে ব্রাহ্মণকে গজ দান করেন, তিনি ইন্দ্রের পরমায়ুপর্য্যন্ত তাঁহার অর্দ্ধাসনভাগী হন। ভারতে যিনি ব্রাহ্মণকে অশ্ব দান করিয়া থাকেন, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র-পর্য্যন্ত তিনি বরুণলোকে আনন্দ লাভ করেন। হে সতি! যিনি ব্রাহ্মণকে উত্তম শিবিকা দান করেন, তিনি এক মন্বন্তর কাল বিষ্ণুলোকে সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করেন। যিনি ব্যজন ও শ্বেতচামর বিপ্রকে প্রদান করেন, তিনি নিশ্চয় অযুতবর্ষ বায়ুলোকে আনন্দ লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি, ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে ধান্যাচল দান করেন, তিনি ধান্যপরিমিত বৎসর বিষ্ণুলোকে পরমসুখে কাল যাপন করেন। পরে স্বযোনি লাভ করিয়া চিরজীবী ও সুখী হন এবং ঐ ধান্যাচলের দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই বৈকুণ্ঠগামী হন ইহাতে সন্দেহ নাই। ১১—২০। ভারতে যে নর, নিরন্তর হরিনাম জপ করেন, তিনি চিরজীবী,—তাঁহার দর্শনে মৃত্যু পলায়ন করে। আর যে মানব, ভারতে পূর্ণিমারজনীর শেষে শ্রীহরির দোলোৎসব করেন, তিনি জীবন্মুক্ত হন এবং ইহকালে সুখ ভোগপূর্ব্বক অন্তে বিষ্ণুভবনে গমন করিয়া শতমন্বন্তর অবধি সেই স্থানে বাস করেন ইহার সন্দেহ নাই। আর উক্ত দোলন-কার্য্য উত্তর-ফল্গুনীনক্ষত্রে হইলে দ্বিগুণ-ফল-ভোগী ও কল্পান্ত-জীবী হইয়া থাকেন, এই কথা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। যিনি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে তিল দান করেন, তিনিও তিলপরিমিত বর্ষ বিষ্ণুমন্দিরে আনন্দে কালক্ষেপ করেন; পরে স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবী ও সুখী হন; ঐ তিল তাম্রপাত্রস্থ করিয়া দান করিলে, দ্বিগুণ ফল হয়। যিনি ভারতে ব্রাহ্মণকে সবস্ত্রা অলঙ্কৃতা পতিব্রতা সুন্দরী ভোগ্যা ভার্য্যা দান করেন, তিনি চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া দিবানিশি স্বর্গবেশ্যার সহিত আনন্দে কাল যাপন করেন। হে সতি! পরে তিনি গন্ধর্ব্বলোকে অযুতবর্ষ দিবারাত্র সকৌতুকে উর্ব্বশীকে লইয়া আনন্দ ভোগ করেন, তাহার পর সহস্র জন্ম সৌভাগ্যশালিনী সতী সুন্দরী কোমলাঙ্গী প্রিয়বাদিনী প্রিয়ালাভে সমর্থ হন। ২১—৩০। যে মানব, ব্রাহ্মণকে সফল বৃক্ষ দান করেন, তিনি ফলপরিমিত বর্ষ ইন্দ্রলোকে সুখভোগপূর্ব্বক পুনরায় স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া উত্তম পুত্র লাভ করেন। ইহা অপেক্ষা সহস্র ফলবান্ বৃক্ষ দান অতি প্রশংসিত। যিনি ব্রাহ্মণকে কেবল ফল দান করেন, তিনি বহুকাল স্বর্গবাসান্তে ভারতে জন্ম লাভ করেন। যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে নানাপ্রকার দ্রব্য ও শস্য-যুক্ত বিপুল গৃহ, ব্রাহ্মণকে অর্পণ করেন, তিনি মন্বন্তর অবধি কুবের-

লোকে বাস করিয়া স্বযোনিপ্রাপ্তির পর মহান্ ধনবান্ হইয়াথাকেন। যে ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে শস্যযুক্ত উৎকৃষ্ট ভূমি দান করেন, হে সতি! তিনিও অবশ্যই শতমন্বন্তর পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে আনন্দ ভোগ করিয়া পুনরায় স্বযোনিপ্রাপ্ত হইয়া মহান্ ধনবান্ হন; ভূমি, শতজন্ম আর তাঁহাকে ত্যাগ করেন না। তিনি শ্রীমান্, ধনবান্, পুত্রবান্ ও প্রজেশ্বর হইয়া সুখে কালক্ষেপ করেন। প্রজার সহিত উৎকৃষ্ট গ্রাম দ্বিজাতিকে সমর্পণ করিলে, লক্ষ মন্বন্তর অবধি বৈকুণ্ঠধামে সুখে বাস হয়, পুনরায় স্বযোনিপ্রাপ্তির পর লক্ষ গ্রাম লাভ হইয়া থাকে; পৃথিবী লক্ষ জন্ম পর্য্যন্ত তাঁহাকে ত্যাগ করেন না, ইহাতে সংশয় নাই। ৩১—৪১। যে ব্যক্তি ভারতভূমিতে পক্বশস্য, নানা পুষ্করিণী, বৃক্ষ ও ভোগ্যফল সমন্বিত নগর, ব্রাহ্মণকে অর্পণ করেন; তিনি দশলক্ষ ইন্দ্রপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে সুখ ভোগ করিয়া পুনরায় ভারতে স্বযোনিপ্রাপ্ত হইয়া রাজেন্দ্র হইয়াথাকেন এবং দশসহস্র নগর লাভ করেন; অধিক কি পৃথিবী দশসহস্র জন্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি মহীতলে পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া থাকেন। যে মানব, বাপী, তড়াগ, নানাবৃক্ষ ও প্রজাযুক্ত অত্যুৎকৃষ্ট শত নগর বা দেশ—ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজাতিকে দান করেন, তিনি কোটি মন্বন্তর অবধি বৈকুণ্ঠে পরম-সুখে অবস্থান করেন এবং পরে পুনরায় পৃথিবীতে স্বযোনিপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রতুল্য পরম-ঐশ্বর্য্যযুক্ত জম্বুদ্বীপাধিপতি হন। পৃথিবী তাঁহাকে কোটি জন্ম ত্যাগ করেন না; তিনি কল্পান্তজীবী ও মহান্ রাজরাজেশ্বর হইয়াথাকেন। ৪২—৪৮। যে ব্যক্তি আপনার সমগ্র অধিকার দ্বিজাতি-করে সমর্পণ করেন, তাঁহার নিশ্চয় পূর্ব্বোক্ত ফলের চতুর্গুণ ফল হয়। হে পতিব্রতে! যিনি ব্রাহ্মণকে জম্বুদ্বীপ দান করেন, তাঁহার নিশ্চয় নিজাধিকার-দান-কর্ত্তা হইতে শতগুণ ফল হইয়াথাকে। হে সাধ্বি! যিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবী-দান, সর্ব্বতীর্থের সেবা, সমুদয় তপঃসাধন, সর্ব্বপ্রকার উপবাসাচরণ ও সর্ব্বপ্রকার দান করিয়াথাকেন এবং সর্ব্বসিদ্ধিলাভে সমর্থ হন, তাঁহাকেও পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হরিভক্তকে আর সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। হে সতি! বৈষ্ণবগণ, হরির স্থান গোলোক বা বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া অসংখ্য ব্রহ্মারও পতন দর্শন করিয়া থাকেন। বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক বৈষ্ণবগণ, মানবদেহ ত্যাগ করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরাশূন্য দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ ও বিষ্ণুসেবা করিয়াথাকেন এবং গোলোকে অবস্থান করিয়াই অসংখ্য প্রাকৃত লয় দর্শন করেন। সময়ে দেবগণ ও সিদ্ধগণও নিখিল বিশ্ব দর্শন করিয়াথাকেন, কিন্তু জন্ম-মৃত্যু-জরাশূন্য বৈষ্ণবগণ তাহা কখনই দর্শন করেন না। যিনি কার্ত্তিক মাসে হরি-উদ্দেশে তুলসী-পত্র দান করেন, তাঁহার সেই পত্রপরিমিত যুগ, হরিমন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক আনন্দলাভ হইয়া থাকে; পরে তিনি ভারতভূমিতে স্বযোনিপ্রাপ্ত হইয়া হরিভক্তি লাভ করেন এবং তিনি চিরজীবী ও সুখী হন। যিনি কার্ত্তিক মাসে হরির উদ্দেশে ঘৃতপ্রদীপ দান করেন, তিনি সেই দীপ প্রজ্বলনকালের পলপরিমিত বৎসর হরিমন্দিরে সুখে অবস্থান করেন; এবং পুনরায় তিনি পূর্ব্বজাতিতে জন্মলাভপূর্ব্বক হরিভক্তি লাভ করেন এবং মহাধনাঢ্য চক্ষুষ্মান্ ও প্রতাপশালী হন; তাহার সন্দেহ নাই। ৪৯—৬০। যিনি মাঘমাসের অরুণোদয়কালে গঙ্গাস্নান করেন, তিনি ষষ্টিসহস্র যুগ হরিমন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় ভারতভূমিতে পূর্ব্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় হরিভক্তি লাভ করেন এবং তিনি জিতেন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ হইয়াথাকেন। যে মানব, মাঘমাসে অরুণোদয়কালে প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাস্নান করেন, তিনিও লক্ষ মন্বন্তর অবধি বৈকুণ্ঠে সুখে অবস্থানপূর্ব্বক নিশ্চয় পুনরায় স্বযোনিপ্রাপ্তে বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিয়া মনুষ্যদেহ-ত্যাগান্তে হরিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি হরির সারূপ্য লাভপূর্ব্বক তাঁহার দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাকে আর বৈকুণ্ঠ হইতে মহীতলে আগমন করিতে হয় না। যিনি নিত্য গঙ্গাস্নান করেন, পৃথিবীতলে তিনি সূর্য্যের ন্যায় পবিত্রতা লাভ করেন, আর গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার সময় নিশ্চয় তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তাঁহার পদরজস্পর্শে পৃথিবী তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হন, তিনি যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবেন, তত দিন সানন্দে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বযোনিপ্রাপ্তে তপস্বিশ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মনিরত, শুদ্ধ, বিদ্বান্ ও সুজিতেন্দ্রিয় হইয়াথাকেন। দিবাকর যখন জগৎ সন্তাপিত করেন, সেই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে যে ব্যক্তি ভারতে জীবগণকে সুবাসিত জল দান করিবেন, তিনি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে সুখে অবস্থান করিয়া পুনরায় স্বযোনিপ্রাপ্তে সুখী ও নিষ্কপট হইবেন। ৬১—৭০। যিনি বৈশাখমাসে ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে চন্দন দান করিবেন, তিনি ষষ্টিসহস্র যুগ বিষ্ণুমন্দিরে বাস করিবেন। পরে পুনরায় পূর্ব্ব-

যোনি প্রাপ্ত হইয়া রূপবান্ ও সুখী হইবেন। যজ্ঞসূত্রদানেও এই পুণ্য লাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। বৈশাখমাসে যিনি ব্রাহ্মণকে শক্তু দান করেন, তিনি শক্তু-রেণু-পরিমিত বৎসর বিষ্ণু-মন্দিরে সানন্দে কাল যাপন করেন। যিনি ভারতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত করেন, তিনি নিঃসন্দেহ শতজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন ইহাতে আর সংশয় নাই। যিনি এই ভারতবর্ষে শিবরাত্রি-ব্রত করেন, তিনি সপ্ত মন্বন্তরপর্য্যন্ত শিবলোকে বাস করেন। আর যিনি শিবরাত্রিতে শিবউদ্দেশে বিল্বপত্র দান করেন তিনি ঐ বিল্বপত্রপরিমিত যুগ শিবমন্দিরে সুখে অবস্থান করেন; তিনি পুনরায় স্বযোনিপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় শিবভক্তি লাভ করেন এবং বিদ্যাবান্ পুত্রবান্ প্রজাবান্ ও ভূমিমান্ হন। যিনি চৈত্র অথবা মাঘ মাসে ব্রতী হইয়া শঙ্করের অর্চ্চনা করেন, এবং সমস্ত মাস অথবা অর্দ্ধমাস বা দশদিন কিম্বা সপ্তদিন বেত্রপাণি হইয়া দিবারাত্র ভক্তিপূর্ব্বক নৃত্য করেন তাঁহার শিবার্চ্চনদিনপরিমিত যুগ শিবলোকে বাস হয়। যে মানব ভারতে শ্রীরামনবমীব্রত পালন করেন, তিনি সপ্তমন্বন্তরপর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া পুনরায় স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় রামভক্তি লাভ করেন, এবং জিতেন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ও মহান্ ধার্ম্মিক হন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য ও ধূপদীপাদি উপহারদ্বারা প্রকৃতি ভগবতীর শারদীয়া মহাপূজা করেন এবং তদুপলক্ষে নৃত্য গীত বাদ্য ও মঙ্গলজনক কৌতুককার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সপ্তমন্বন্তর অবধি শিবলোকে বাস করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল বুদ্ধি লাভ করিয়াথাকেন; এবং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধিনী অচলা লক্ষ্মী লাভ করেন ও গজ-বাজি-সমন্বিত মহাপ্রভাবযুক্ত রাজরাজেশ্বর হন, তাহার সংশয় নাই। আর যিনি ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী অবধি একপক্ষপর্য্যন্ত প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ষোড়শ উপচার দান করিয়া পুণ্যক্ষেত্র ভারতে মহালক্ষ্মীর পূজা করেন, তিনি চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতিপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে পরমসুখে বাস করেন, পরে পুনরায় স্বযোনি লাভ করিয়া রাজরাজেশ্বর হইয়া থাকেন। ৭১—৮৯। যিনি ভারতবর্ষে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিবস রাসমণ্ডল এবং শত গোপ ও শত গোপিকা নির্ম্মাণ করিয়া শিলাতে অথবা প্রতিমাতে ষোড়শোপচার দানপূর্ব্বক রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করেন, তিনি ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত গোলোকে বাস করত পুনরায় ভারতে আগমন করিয়া নিশ্চয় হরিভক্তি লাভ করেন; পরে ক্রমে সুদৃঢ় ভক্তি ও হরিমন্ত্র লাভ করিয়া দেহান্তে পুনরায় গোলোকে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জন্ম-মৃত্যু-রহিত মহান্ পার্ষদ হইয়া থাকেন; সেই ভক্তের আর পুনর্ব্বার পতন হয় না। যিনি শুক্লা অথবা কৃষ্ণা একাদশীব্রত করেন, তিনি ব্রহ্মার পরমায়ুপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া পুনরায় ভারতে আগমনপূর্ব্বক নিশ্চয় হরিভক্তি লাভ করেন; এবং পুনর্ব্বার দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহার আর পতন হয় না। যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ইন্দ্রের পূজা করেন, তিনি ষষ্টিসহস্র বর্ষ ইন্দ্রলোকে বাস করেন। যে মানব ভারতবর্ষে শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতিথিযুক্ত রবিবারাশ্রিত সূর্য্যসংক্রান্তির দিবস—হবিষ্যান্ন ভোজনপূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনা করেন, তাঁহার চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতিকালপর্য্যন্ত সূর্য্যলোকে বাস হয় এবং তিনি পুনর্ব্বার ভারতে আগমনপূর্ব্বক অরোগী ও শ্রীযুক্ত হন। যে মনুষ্য জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে সাবিত্রীর পূজা করেন, তিনি সপ্তমন্বন্তর ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক শ্রীমান্ অতুল বিক্রমশালী চিরজীবী, জ্ঞানবান্ ও সমুদয়সম্পদ্‌যুক্ত হইয়াথাকেন। ৯০—১০১। মাঘমাসে শুক্লপঞ্চমীতে যিনি সংযত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ষোড়শোপচার দ্বারা সরস্বতীর পূজা করেন, তিনি ব্রহ্মার এক দিবারাত্র বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া পুনর্ব্বার জন্ম লাভপূর্ব্বক কবি ও পণ্ডিত হইয়া থাকেন। যে মানব, ভারতে ভক্তিপূর্ব্বক আজীবন প্রত্যহ ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণাদি-ভূষিত গো-দান করেন, তিনি সেই গা-লোমপরিমিত বৎসরের দ্বিগুণ কাল বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুর সহিত ক্রীড়াকৌতুকে কাল-যাপন করিয়া পুনরায় ভারতে আগমনপূর্ব্বক রাজরাজেশ্বর, গোমান্ পুত্রবান্, বিদ্যাবান, জ্ঞানবান্ ও সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়া থাকেন। যিনি ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করান, তিনি ব্রাহ্মণের লোমপরিমিত বর্ষ বিষ্ণুমন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় ভারতে আগমন করিয়া নিশ্চয় বিষ্ণুভক্তি লাভ করেন; নারায়ণক্ষেত্রে ঐ কার্য্য করিলে কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, নারায়ণক্ষেত্রে কোটি হরিনাম জপ করেন, তিনি নিশ্চয় সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া

জীবন্মুক্ত হন, তিনি দেহান্তে বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন, তাঁহার আর পতন হয় না। যিনি এই ভারতে প্রত্যহ পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া আজীবন পূজা করেন, তিনি সেই মৃত্তিকারেণুপরিমিত বৎসর শিবলোকে পরমসুখে বাস করিয়া পুনরায় ভারতে আগমনপূর্ব্বক রাজেন্দ্র হইয়া থাকেন। ১০২—১১২। যে মানব, প্রত্যহ শালগ্রাম-শিলা পূজা ও তাঁহার চরণামৃত পান করেন, তিনি শত ব্রহ্মার পরমায়ুপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া পুনরায় জন্মলাভপূর্ব্বক সুদুর্লভ হরিভক্তিলাভের পর দেহান্তে পুনর্ব্বার বিষ্ণুলোকে গমন করেন, তাঁহার আর পতন হয় না। আর সমুদয় তপস্যা ও নিখিল ব্রত আচরণ করিলে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় জন্ম লাভ করিয়া রাজেন্দ্র হইয়া থাকেন, পরে দেহান্তে মুক্ত হন, তাঁহার আর জন্ম হয় না। যিনি পৃথিবীপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক সমুদয় তীর্থে স্নান করেন, তিনি নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন; তাঁহার পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। পুণ্যক্ষেত্র ভারতে যে মানব অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তিনি সেই অশ্বের লোমপরিমিত বৎসর ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন-ভাগী হন। মনুষ্যগণ, রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অশ্বমেধের চতুর্গুণ ফল লাভ করেন, আর নরমেধ ও গোমেধযজ্ঞে অশ্বমেধের অর্দ্ধ ফল হইয়া থাকে। পূর্ত্ত-যজ্ঞে গোমেধের অর্দ্ধফল ও সু-পুত্র লাভ হয়। লাঙ্গলযজ্ঞ করিলে গোমেধের ফল লাভ হইয়া থাকে। বিপ্র-যজ্ঞ ও বৃদ্ধি-যোগেও গোমেধের সদৃশ ফল। মানবগণ পদ্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে গোমেধের অর্দ্ধ ফল লাভ করেন। বিশোক-যজ্ঞ করিলে শোক বিনষ্ট হয় এবং পদ্মযজ্ঞে যাদৃশ স্বর্গভোগ হয়, তাহার অর্দ্ধকাল স্বর্গ ভোগ হইয়া থাকে। রাজা, বিজয়যজ্ঞানুষ্ঠানে বিজয়ী হন ও পদ্মযজ্ঞের সমান স্বর্গ ভোগ করেন। ১১৩—১২২। আর প্রাজাপত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, নৃপতিগণের প্রজা লাভ ও ভূমি বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং ইহকালে রাজগণের প্রিয় হইয়া দেহান্তে পদ্মযজ্ঞে যাদৃশ স্বর্গ-ভোগ হয়, তাহার অর্দ্ধকাল স্বর্গ ভোগ হইয়া থাকে। ঋদ্ধিযাগে মহৎ ঐশ্বর্য্য ও পদ্মযাগে যে প্রকার স্বর্গভোগ হয়, ইহাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। হে সুন্দরি! বিষ্ণুযজ্ঞ, সমুদয় যজ্ঞের প্রধান; পূর্ব্বে ব্রহ্মা মহাসমারোহে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হে সতি! এই যজ্ঞেই দক্ষ ও শঙ্করের পরস্পর কলহ হইয়াছিল। বিপ্রগণ, নন্দীকে অভি-সম্পাত করিলে, নন্দীও কোপ-ভরে তাঁহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই কারণে পূরে দক্ষ প্রজাপতি, বিষ্ণুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, চন্দ্রশেখর সেই দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করেন। এই বিষ্ণুযজ্ঞ, সহস্র রাজ-সূয় যজ্ঞের তুল্য; এজন্য ধর্ম্ম, কশ্যপ, অনন্ত, কর্দ্দম, স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁহার পুত্র প্রিয়ব্রত, শিব, সনৎকুমার, কপিল ও ধ্রুব মহাশয় এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সহস্র রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ করিয়াছেন ইহাতে সংশয় নাই। ফলতঃ বিষ্ণুযজ্ঞ অপেক্ষা ফলজনক যজ্ঞ আর বেদে উক্ত নাই। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে নিশ্চয় বহু-কল্পান্তজীবী জীবন্মুক্ত এবং জ্ঞান ও তপস্যায় বিষ্ণুর সমান হইতে পারা যায়। ১২৩—১৩১। দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু, বৈষ্ণবের মধ্যে শিব, শাস্ত্রের মধ্যে বেদ, আশ্র-মীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, তীর্থের মধ্যে গঙ্গা, পবিত্রের মধ্যে বৈষ্ণব, ব্রতের মধ্যে একাদশী, পুষ্পের মধ্যে তুলসী, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃতি, আধারের মধ্যে বসুন্ধরা, শীঘ্রগামী চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন, প্রজাপতির মধ্যে ব্রহ্মা, প্রজেশ্বরের মধ্যে প্রজাপতি, বনের মধ্যে বৃন্দাবন, বর্ষের মধ্যে ভারত, শ্রীসম্পন্নদিগের মধ্যে লক্ষ্মী, পণ্ডিতের মধ্যে সরস্বতী এবং পতিব্রতাদিগের মধ্যে দুর্গা ও সৌভাগ্যশালিনীদিগের মধ্যে রাধিকা—যে প্রকার প্রধানরূপে পরিগণিত, হে বৎসে! এই বিষ্ণুযজ্ঞও সেইরূপ যজ্ঞের মধ্যে প্রধান। আর শতঅশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ইন্দ্রত্ব লাভ ও সহস্রঅশ্বমেধযজ্ঞের ফলে দেহান্তে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা, সমুদয় ব্রত ও তপস্যার আচরণ, চারিবেদপাঠ এবং পৃথিবীপ্রদক্ষিণ এই সমস্তই শুভফলের কারণ, কিন্তু এক কৃষ্ণসেবায় মুক্তিপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়;—এজন্য সমুদয় পুরাণ, বেদ ও ইতি-হাসে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবাই সকল কার্য্যের সারভূত বলিয়া নিরূপিত আছে। হে সতি! প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণন, তাঁহার ধ্যান ও নাম-গুণের কীর্ত্তন তাঁহার স্তোত্রপাঠ, স্মরণ, বন্দন, জপ ও তাঁহার পাদো-দক এবং নৈবেদ্য ভোজনই সর্ব্বসম্মত ও সকলের প্রার্থনীয়। অতএব হে বৎসে! তুমি সেই প্রকৃতি হইতে অতীত নির্গুণ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই ভজনা করিও, এক্ষণে স্বামীকে গ্রহণ করিয়া নিজ ভবনে গমন কর। এই আমি তোমার নিকটে মনুষ্যগণের তত্ত্বপ্রদ, সর্ব্বসম্মত ও সকলের প্রার্থনীয় সমুদয় কর্ম্মবিপাক কীর্ত্তন করিলাম। ১৩২—১৪৫।

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, সাবিত্রী যমরাজের মুখে শ্রীহরির প্রশংসা শ্রবণ করিয়া সজল-নয়নে পুলকাঙ্কিত গাত্রে পুনরায় যমরাজকে কহিলেন, দেব! জানিলাম হরিনাম কীর্ত্তন অপেক্ষা ধর্ম্ম আর নাই; ইহাতে স্বকীয় কুলের উদ্ধার সাধন এবং শ্রোতা ও বক্তাগণের জন্ম, মৃত্যু, জরা—অপনীত হয়। হরিগুণ-কীর্ত্তন ও হরি-সেবাই, সমুদয় দান, ব্রত, সিদ্ধি, তপস্যা, যোগ ও বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ মুক্তিই বলুন, অমরত্বই বলুন, আর সমুদয় সিদ্ধিই বলুন, কেহই শ্রীকৃষ্ণের সেবার ষোড়শভাগের একভাগ হইতে পারে না। হে পিতঃ! আপনি বেদজ্ঞপ্রধান, এক্ষণে মূঢ়া অবলাকে উপদেশ দিন,—কোন্ বিধি অনুসারে সেই প্রকৃতি হইতে অতীত শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিব? আর আপনার প্রসাদে মানবগণের শুভ কর্ম্মের মনোহর পরিণাম আমি শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে অশুভ-কর্ম্মবিপাক আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। হে ব্রহ্মন্! সেই সতী সাবিত্রী এই বলিয়া ভক্তি-বিনতমস্তকে বেদোক্ত স্তোত্রে ধর্ম্মরাজকে স্তব করিতে লাগিলেন; পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে সূর্য্যদেব তপস্যাদ্বারা ধর্ম্মের আরাধনা করিয়া ধর্ম্মের অংশসম্ভূত যে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই ধর্ম্মরাজকে নমস্কার করি। সর্ব্বভূতে সমদর্শনহেতু যে সর্ব্বসাক্ষীর নাম শমন হইয়াছে, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি, বিশ্ব-সংসারে সমস্ত প্রাণিগণের কর্ম্মানুরূপ কালে অন্ত করিয়া থাকেন, আমি সেই কৃতান্তকে নমস্কার করি। ১—১০। যিনি, সমস্ত কর্ম্মের শাস্তা এবং যিনি পাপীদিগের শুদ্ধিনিমিত্ত দণ্ড বিধান করিবার জন্য দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই দণ্ডধরকে প্রণাম করি। যিনি নিরন্তর বিশ্বমধ্যে সকলের আয়ুঃক্ষয় করেন, আমি সেই অতিশয় দুর্নিবার্য্য কালকে প্রণাম করি। যিনি পরম বৈষ্ণব, তপস্বী, ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয় এবং সংযমী, আমি সেই জীবগণের কর্ম্মফল দাতা যমকে প্রণাম করি। যিনি স্বাত্মারাম ও সর্ব্বজ্ঞ এবং যিনি পুণ্যবান্দিগের মিত্র ও পাপিগণের ক্লেশ-প্রদ;—আমি সেই পুণ্যমিত্রকে নমস্কার করি। ব্রহ্মবংশে যাঁহার জন্ম, যিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত ও নিরন্তর পরব্রহ্মের ধ্যানপরায়ণ, আমি সেই ব্রহ্মবংশ যমকে প্রণাম করি। হে মুনে! সেই সাবিত্রী এইরূপ কহিয়া যমরাজকে প্রণাম করিলে, যম তাঁহাকে বিষ্ণু-ভজন ও কর্ম্মবিপাক কহিলেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক এই যমাষ্টক পাঠ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন, এবং তাঁহার আর যম হইতে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। হে নারদ! মহা-পাপীও যদি ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যহ ইহা পাঠ করে, নিশ্চয় যমরাজ তাহাকে বহুদেহধারণের পর পবিত্র করিয়া থাকেন। ১১—১৮।

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর সূর্য্যকুমার যম, সাবিত্রীকে বিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্র দান করিয়া অশুভ কর্ম্মের পরিণাম ফল বলিতে আরম্ভ করিলেন;—হে সতি! শুভকর্ম্মের বিপাক শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে অশুভ কর্ম্মবিপাক বলিতেছি শ্রবণ কর। জীবগণ, শুভ কর্ম্মবলে নানাবিধ স্বর্গে গমন করে এবং অশুভকর্ম্মে নানাপ্রকার নরকে গমন করিয়া থাকে। হে সাধ্বি! নরককুণ্ড নানাবিধ;—পুরাণভেদে তাহাদিগের নামভেদ কথিত হইয়াছে। হে বৎসে! ঐ সমস্ত নরককুণ্ডই বিস্তৃত, গভীর, ভয়ঙ্কর, জীবগণের ক্লেশ-দায়ক ও অতিশয় কুৎসিত। হে সতি! বেদপ্রসিদ্ধ ষড়শীতি নরককুণ্ডের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। ১—৬। বহ্নিকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড, ভয়ানক ক্ষারকুণ্ড, বিট্কুণ্ড, মূত্রকুণ্ড, দুঃসহ শ্লেষ্মকুণ্ড, গরকুণ্ড, দূষিকাকুণ্ড, বসাকুণ্ড, শুক্রকুণ্ড, অসৃক্কুণ্ড, কুৎসিত অশ্রুকুণ্ড, গাত্রমলকুণ্ড, কর্ণবিট্কুণ্ড, মজ্জাকুণ্ড, মাংসকুণ্ড, দুস্তর নখকুণ্ড, লোমকুণ্ড, কেশকুণ্ড, দুঃসহ অস্থিকুণ্ড, মহাক্লেশকর প্রতপ্ত তাম্রকুণ্ড, লৌহকুণ্ড, তীক্ষ্ণকণ্টককুণ্ড, বিষপ্রদ বিষকুণ্ড, ঘর্ম্মকুণ্ড, তপ্তসুরাকুণ্ড, প্রতপ্ত-তৈলকুণ্ড, দুর্ব্বহদন্তকুণ্ড, কৃমিকুণ্ড, পূয়কুণ্ড, দুরন্ত-সর্পকুণ্ড, মশককুণ্ড, দংশকুণ্ড, ভয়ঙ্কর লবণকুণ্ড, বজ্র-দংষ্ট্রকুণ্ড, বৃশ্চিককুণ্ড, শরকুণ্ড, শূলকুণ্ড, ভীষণ খড়্গ-কুণ্ড, গোলকুণ্ড, নক্রকুণ্ড, শোককর কাককুণ্ড, সঞ্চানকুণ্ড, বাজকুণ্ড, সুদুস্তর বজ্রকুণ্ড, তপ্তপাষাণকুণ্ড, তীক্ষ্ণপাষাণকুণ্ড, লালাকুণ্ড, মসীকুণ্ড, সুদারুণ চূর্ণকুণ্ড, চক্রকুণ্ড, বক্রকুণ্ড, কূর্ম্মকুণ্ড, জ্বালাকুণ্ড, ভস্মকুণ্ড, পূতিকুণ্ড, তপ্তশূর্ম্মি, অসীপত্র, ক্ষুরধার, সূচীমুখ, গোধামুখ, নক্রমুখ, গজদংশ, গোমুখ, কুম্ভীপাক, কাল-সূত্র, অবটোদ, অরুন্তুদ, পাংশুভোজ, পাশবেষ্ট, শূল-প্রোত, প্রকম্পন, উল্কামুখ, অন্ধকূপ, বেধন, দণ্ডতাড়ন, জালবদ্ধ, দেহচূর্ণ, দলন, শোষণ, কষ, সর্পমুখ, জ্বালা-মুখ, জিম্ভ, ধূমান্ধ এবং নাগবেষ্টন,—হে সাবিত্রি!

পাপিগণ এই সকল নরককুণ্ডে ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। এই সকল কুণ্ড আমার নিযুক্ত কিঙ্করগণ নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। ৭—২১। ঐ সমস্ত কিঙ্করগণের মধ্যে কাহার হস্তে দণ্ড, কাহার হস্তে শূল, কাহার হস্তে পাশ, কাহার হস্তে শক্তি ও কাহার হস্তে গদা বিদ্যমান আছে এবং তাহারা সকলেই দেখিতে দারুণ ভয়ঙ্কর। সকলেই মদমত্ত, তমোযুক্ত, দয়াহীন, সর্ব্ব প্রকারে দুর্নিবার্য্য, তেজস্বী ও নিঃশঙ্ক, তাহাদের লোচন তাম্রবৎ পিঙ্গলবর্ণ; সকলেই যোগবিশিষ্ট, সিদ্ধযোগ এবং নানারূপ ধারণে সমর্থ। ঐ সকল কিঙ্করকে আসন্নমৃত্যু পাপাত্মা সমুদয় প্রাণীই দর্শন করিয়া থাকে। ঐ সকল পুরুষকে স্বধর্ম্ম-নিরত শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি ও সিদ্ধযোগবিশিষ্ট পুণ্যাত্মাগণের দর্শন করিতে হয় না। স্বধর্ম্মনিরত অথবা কর্ম্ম হইতে বিরত স্বতন্ত্র, বলবান্, নিঃশঙ্ক বৈষ্ণবগণ স্বপ্নেও কখন তাহাদের আকার দর্শন করেন না। হে সাধ্বি! এই আমি তোমার নিকটে নরককুণ্ডের সংখ্যা কহিলাম; এক্ষণে যে পাপীর যাহাতে বাস করিতে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২২—২৭।

প্রকৃতিখণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

যম বলিলেন, হে সতি! হরিসেবা-পরায়ণ, বিশুদ্ধচিত্ত, যোগী, সিদ্ধ, ব্রতী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী এবং যতি সকল নরকে গমন করেন না। যে মানব স্বয়ং বলবান্ বলিয়া খলতা করিয়া বান্ধবগণকে কটুবাক্য দ্বারা দগ্ধ করে, তাহাকে বহ্নিকুণ্ড নরকে গমন করিতে হয়, এবং তথায় সেই হুতাশনমধ্যে গাত্রলোম-পরিমিত বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় জন্মত্রয় পশুযোনি প্রাপ্তে রৌদ্রে দগ্ধ হইতে হয়। যে মূঢ়, গৃহাগত তৃষিত, লুব্ধ ও সন্তপ্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন না করায়, সে তপ্তকুণ্ডে গমন করে এবং সেই বহ্নিতুল্য তপ্তস্থলে অতি দুঃখে লোমপরিমিত বর্ষ অবস্থান করিয়া পরে সপ্তজন্ম পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হয়। যে মানব, রবিবার রবিসংক্রান্তি, অমাবস্যা বা শ্রাদ্ধদিনে বস্ত্রে ক্ষার সংযোগ করে, তাহাকে সেই বস্ত্রের সূত্রপরিমিত বর্ষ ক্ষারকুণ্ডে অবস্থানপূর্ব্বক পরে সপ্তজন্ম ভারতে রজকযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি, স্বদত্তা অথবা পরদত্তা ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, সে ষষ্টিসহস্র বর্ষ বিট্কুণ্ডে বিষ্ঠাভোজী হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে ষষ্টিসহস্রবর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া কালক্ষেপ করে। যে মানব, পরকীয় তড়াগে স্বয়ং তড়াগ প্রস্তুত করিয়া দৈবদোষে তাহা উৎসর্গ করে, তাহাকে তড়াগের রেণুপরিমিত বৎসর মূত্রকুণ্ডে মূত্রভোজী হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় ভারতে সপ্তজন্ম গোধিকা হইতে হয়। ১—১১। যে ব্যক্তি একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করে, তাহাকে শ্লেষ্মকুণ্ডে গমন করিয়া পূর্ণশতবর্ষ শ্লেষ্মা ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়, পরে সে ভারতে পরিপূর্ণ শত বৎসর প্রেত হইয়া শ্লেষ্মা মূত্র গর ও পূয় ভোজনপূর্ব্বক পরে শুচি হয়। পিতা, মাতা, গুরু, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা ও অনাথ জনকে যে ভরণপোষণ না করে, তাহাকে গরকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক পূর্ণ সহস্রবর্ষ গর (বিষ) ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয়। পরে সে, শত বৎসর ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে পবিত্র হয়। যে মানব, অতিথি দর্শন করিলে চক্ষু বক্র করে, দেবতা ও পিতৃগণ সেই পাপিষ্ঠের জল গ্রহণ করেন না এবং ইহলোকেই তাহাকে ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাপের ভাগী হইয়া দূষিকাকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক পূর্ণ শত বৎসর দূষিকা ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয়। পরে সে পৃথিবীতে সপ্তজন্ম মনুষ্য হইয়া দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করে। কোন দ্রব্য পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া পরে তাহাই আবার অন্যকে অর্পণ করিলে বসাকুণ্ডে শতবর্ষ বসা ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয়, পরে তাহাকে ভারতে ত্রিজন্ম চণ্ডাল ও সপ্তজন্ম কৃকলাস হইয়া পবিত্রতা লাভ হইলে দরিদ্র অথচ অল্পায়ু মনুষ্য হইতে হয়। যদি কোন কামিনী কোন পুরুষের অথবা কোন পুরুষ কোন কামিনীর শুক্র পাত করায়, তবে তাহাকে পূর্ণশত বৎসর শুক্রকুণ্ডে গমন করিয়া শুক্রভোজনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে হয়, এবং পরে ভূতলে শতবর্ষ কৃমি হইয়া পবিত্র হইতে হয়। যে ব্যক্তি আঘাত করিয়া গুরু ও ব্রাহ্মণের রক্তপাত করায়, সে অসৃক্কুণ্ডে শতবৎসর অসৃক্ ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে, পরে ভারতে সপ্তজন্ম ব্যাধ হইয়া ক্রমে পবিত্রতালাভে শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে মানব, সগদ্গদস্বরে সাশ্রুনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের গুণসঙ্গীতকারী ভক্তকে দেখিয়া হাস্য করে, সে অশ্রুকুণ্ডে অশ্রুভোজনপূর্ব্বক শতবৎসর অবস্থান করিয়া পরে জন্মত্রয় চণ্ডাল হইয়া শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ১২—২৬। যে কলুষিতচিত্ত মনুষ্য বারংবার খলতা করে, তাহাকে দশ বৎসর গাত্রমলকুণ্ডে বাসপূর্ব্বক পরে ত্রিজন্ম গর্দ্দভযোনি ও ত্রিজন্ম শৃগালযোনি প্রাপ্তে শুদ্ধ হইতে হয়। যে মানব, অভিমানবশতঃ বধিরকে দেখিয়া হাস্য বা

নিন্দা করে, সে শতবৎসর কর্ণবিট্‌কুণ্ডেকর্ণমল ভোজন-পূর্ব্বক অবস্থান করে, পরে সপ্তজন্ম বধির ও দরিদ্র এবং পুনরায় সপ্তজন্ম অঙ্গহীন হইয়া শুদ্ধি লাভ করে। লোভপ্রযুক্ত আত্মপোষণনিমিত্ত যে ব্যক্তি অন্য প্রাণীকে বিনষ্ট করে, তাহাকে মজ্জাকুণ্ডে মজ্জা ভোজন পূর্ব্বক লক্ষ বর্ষ বাস করিতে হয়, পরে সপ্ত জন্ম নিজ কর্ম্মহেতু শশক মীন ও মৃগাদি হইয়া নিশ্চয় শুদ্ধি লাভ করিতে হয়। যে মহামূঢ় মানব, স্বীয় কন্যাকে পালন করিয়া অর্থলোভে বিক্রয় করে, সে মাংসকুণ্ডে মাংস ভোজনপূর্ব্বক কন্যার লোমপরিমিত বৎসর বাস করে এবং আমার কিঙ্করগণ তাহাকে সেই স্থানে দণ্ড প্রহার করিয়া থাকে, আর তাহার মাংসভার মস্তকে লইয়া ক্ষুধার সময় রক্তধারা পান করিতে হয়। পরে সেই পাপী ভারতে কন্যার বিষ্ঠায় ষষ্টিসহস্রবর্ষ কৃমি হইয়া পরে সপ্ত জন্ম ব্যাধ—ত্রিজন্ম বরাহ—সপ্ত জন্ম কুক্কুর—সপ্ত জন্ম মণ্ডূক—সপ্ত জন্ম জলৌকা ও সপ্ত জন্ম কাকযোনিপ্রাপ্তে পরে নিশ্চয় শুদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি, ব্রত উপবাস ও শ্রাদ্ধের সংযমদিনে ক্ষৌরকার্য্য না করে, সে সকল কর্ম্মেই অপবিত্র। হে সুন্দরি! সে সেই দিনপরিমিত বর্ষ নখাদিকুণ্ডে বাস করিয়া নখাদি ভোজনপূর্ব্বক দণ্ডাহত হইয়া থাকে। ভারতে কেশযুক্ত পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা করিলে, শিবকোপে সেই লিঙ্গের রেণুপরিমিত বর্ষ কেশকুণ্ডে বাস করিতে হয়, অনন্তর যবন হইয়া শতবৎসরান্তে পবিত্রতা লাভ করিয়া স্বকুলে জন্ম গ্রহণ করে। ২৭—৪১। যে মানব, পিতৃ-উদ্দেশে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান না করে, সে নিজ লোম-পরিমিত বৎসর ভয়ঙ্কর অস্থিকুণ্ডে বাস করিয় পরে স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া সপ্ত জন্ম খঞ্জ ও দরিদ্র হয়, অনন্তর এইরূপ দণ্ডহেতু পবিত্র হইয়া থাকে। যে মহামূঢ়, নিজ গর্ভিণী কামিনীতে উপগত হয়, তাহার শতবর্ষ প্রতপ্ত তাম্রকুণ্ডে বাস হইয়া থাকে। অবীরার বা ঋতুস্নাতা কামিনীর অন্ন ভোজন করিলে, শতাব্দ তপ্তলৌহকুণ্ডে বাস হয়; অনন্তর সপ্ত জন্ম রজক ও কর্ম্মারযোনিতে জন্ম লাভ করিয়া মহাব্রণী ও দরিদ্র হইতে হয়; পরে সেই মনুষ্য পবিত্র হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঘর্ম্মাক্ত-হস্তে দেবদ্রব্য স্পর্শ করে, তাহার শতবর্ষ ঘর্ম্মকুণ্ডে বাস হয়। যে দ্বিজ, শূদ্রের অনুজ্ঞায় শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে শতবৎসর তপ্তসুরাকুণ্ডে বাস করিয়া নিশ্চয় শূদ্রযাজী ও শূদ্রান্নভোজী ব্রাহ্মণ হইয়া সপ্ত জন্ম গত হইলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে কটুভাষিণী নারী, নিরন্তর স্বামীকে কটুবাক্যে ক্লেশ দান কর

সে তীক্ষ্ণ-কণ্টককুণ্ডে তীক্ষ্ণ কণ্টক ভোজনপূর্ব্বক যমদূতকর্ত্তৃক দণ্ডাহত হইয়া চারি যুগ অবস্থান করিয়া থাকে, পরিণামে সপ্তজন্ম বধিরপ্রায় হইয়া পরে শুদ্ধি লাভ করে। যে নির্দ্দয় পামর বিষদ্বারা জীবহিংসা করে তাহার সহস্র বৎসর বিষকুণ্ডে বিষ ভোজন করিয়া বাস করিতে হয়। অনন্তর সেই পাপী, সপ্তজন্ম নরঘাতী ও ব্রণী হইয়া পুনরায় সপ্তজন্ম কুষ্ঠরোগা-ক্রান্ত হইয়া থাকে, পরে শুদ্ধি লাভ করে। ৪২—৫৩। পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে যে বৃষবাহক, স্বয়ং হউক বা ভৃত্যদ্বারা হউক বৃষকে দণ্ডদ্বারা প্রহার করে, সে চারি যুগকাল প্রতপ্ততৈলকুণ্ডে অবস্থান করিয়া পরে গো-গণের লোমপরিমিত বৎসর বৃষ হইয়া থাকে। হে সতি! যে ব্যক্তি, দণ্ড, লৌহ বা বড়িশদ্বারা জীব হিংসা করে, তাহার অযুতবর্ষ দন্তকুণ্ডে বাস হয়, পরে স্ব-যোনি প্রাপ্ত হইয়া উদর রোগে এক জন্ম ক্লেশ ভোগান্তে শুদ্ধ হয়। যে মৎস্যভোজী ব্রাহ্মণ, বৃথা মাংস ও হরির অনিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন করে, সে কৃমিকুণ্ডে গমন করিয়া নিজ লোমপরিমিত বর্ষ কৃমি ভোজনপূর্ব্বক সেই স্থানে বাস করে; অনন্তর জন্মত্রয় ম্লেচ্ছ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজত্ব লাভ করে। যে ব্রাহ্মণ, শূদ্রযাজী, বা শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন ভোজন অথবা শূদ্রের শব দাহ করে; তাহাকে নিশ্চয় পূয়কুণ্ডে গমন করিতে হয় এবং হে সুব্রতে! যজমানগণের লোম-পরিমিত বৎসর যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সেই পূয় ভোজনপূর্ব্বক সেই স্থানে বাস করিতে হয়। অনন্তর ভারতে সপ্তজন্ম শূদ্র-যোনি প্রাপ্ত হইয়া মহা শূলরোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হইতে হয়; পরে সে পবিত্র হইয়া পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। যাহার মস্তকে কৃষ্ণের পাদচিহ্ন আছে, যে মানব সেই সর্পকে হিংসা করে, তাহার নিজ লোমপরিমিত বৎসর সর্প-কুণ্ডে সর্পগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত ও যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সর্পবিষ্ঠা ভোজনপূর্ব্বক বাস করিতে হয়; পরে সে নিশ্চয় সর্পদেহান্তে অল্পায়ু দদ্রুরোগাক্রান্ত মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া সর্পদংশনে অতিক্লেশে দেহ ত্যাগ করে। ৫৪—৬৫। যে ব্যক্তি সাধারণকে ক্ষুদ্র-জন্তু বিনাশের উপায় দেখাইয়া এবং স্বয়ং আহার দান করিয়া ক্ষুদ্র জন্তুদিগকে বিনষ্ট করে, তাহাকে সেই সকল জন্তুপরিমিত বৎসর দংশমশককুণ্ডে বাস করিতে হয়, এবং সে সেই নরকে দিবানিশি অনাহারে সেই সকল ক্ষুদ্র জন্তুকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া কেবল ক্লেশসূচক শব্দ করে ও আমার দূতগণ হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে তাড়ন করিয়া থাকে; পরে

যাবতীয় ক্ষুদ্রজন্তু হইয়া পুনরায় অঙ্গহীন মানবদেহ লাভের পর নিষ্পাপ হয়। যে মানব মধু মক্ষিকা-দিগকে বিনাশ করিয়া মধু গ্রহণ করে, সেই মূঢ়, বিনষ্ট-জীবগণ-পরিমিত বৎসর গরলকুণ্ডে বাস করিয়া গরল ভোজনপূর্ব্বক যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত ও গরলে দগ্ধ হইয়া পরে মক্ষিকা জাতিতে জন্মগ্রহণান্তে শুদ্ধি লাভ করিয়া পুনরায় মনুষ্য হয়। যে ভূপতি অর্থলোভে প্রজার দণ্ড করেন, তাঁহাকে নিশ্চয় সেই প্রজার লোম পরিমিতবর্ষ বৃশ্চিককুণ্ডে বাস করিতে হয়, পরে সে সপ্ত জন্ম বৃশ্চিকজাতি হইয়া পুনরায় ভারতে রোগ-গ্রস্ত অঙ্গহীন মনুষ্য হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ, শস্ত্রধারণপূর্ব্বক অন্যের দূত এবং সন্ধ্যা ও হরিভক্তি-শূন্য হয়; সেই মূঢ় নিজ-লোম-পরিমিতবৎসর শরাদিকুণ্ডে অবস্থান করিয়া বারংবার শরাদিবিদ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, পরে পবিত্র হইয়া পুনরায় মনুষ্য হয়। ৬৬—৭৪। যে নৃপতি প্রমত্ত হইয়া অল্পদোষে প্রজাগণকে অন্ধকারযুক্ত কারাগৃহে নিবদ্ধ করে, সে সপঙ্ক তপ্ততোয়াক্ত অন্ধকারযুক্ত এবং তীক্ষ্ণদংষ্ট্র কীটগণে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর গোলকুণ্ড নরকে প্রজাগণের লোমপরিমিত বৎসর বাস করিয়া প্রজাগণের দাস হয়, পরে পবিত্রতালাভে পৃথিবীতে মানব হয়। হে সতি! যে ব্যক্তি, সরোবর হইতে উত্থিত নক্রাদিকে বিনষ্ট করে, সে নক্রাদির কণ্টক-পরিমিত বর্ষ নক্রকুণ্ডে বাস করিয়া পরে নিশ্চয় নদ্যাদিতে নক্রাদিজাতি হইয়া জন্ম লাভ করে; অনন্তর এইরূপ দণ্ডহেতু পবিত্র হইয়া পুনরায় মানব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কামাধীন হইয়া পুণ্য ভূমি ভারতে পরস্ত্রীর বক্ষ, শ্রেণী, স্তন ও মুখ নিরীক্ষণ করে, সেই কামুক, স্বীয় লোমপরিমিত বৎসর কাককুণ্ডে কাকগণ কর্ত্তৃক ক্ষুণ্নলোচন হইয়া বাস করিয়া থাকে। পরে জন্মত্রয় অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে মানব, ভারতে দেবতা বা ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করে সেই মূঢ় নিশ্চয় স্বলোম-পরিমিত বৎসর সঞ্চানকুণ্ডে যম-দূতকর্ত্তৃক তাড়িত ও সঞ্চানগণকর্ত্তৃক ক্ষুণ্নলোচন হইয়া সঞ্চানগণের বিষ্ঠা ভোজনপূর্ব্বক বাস করিয়া জন্মত্রয় অন্ধ হইয়া থাকে এবং পরে ঐ মহাক্রূর পাতকী, ভারতে সপ্তজন্ম দরিদ্র স্বর্ণকার ও তাহার পর স্বর্ণ-বণিক্‌রূপে জন্মগ্রহণ করে। ৭৫—৮৪। হে সুন্দরি! যে ব্যক্তি ভারতে তাম্র বা লৌহ অপহরণ করে, সে স্বীয় লোম-পরিমিত বৎসর বাজকুণ্ডে বাজগণের বিষ্ঠাভোজী ও বাজগণকর্ত্তৃক ক্ষুণ্নলোচন এবং যমদূত-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বাস করে, পরে পবিত্রতালাভে মানব হয়। ভারতে যে ব্যক্তি দেবমূর্ত্তি ও দেবতার দ্রব্যাদি অপহরণ করে, নিশ্চয় সে স্বলোমপরিমিত বর্ষ সুদুষ্কর বজ্রকুণ্ডে বাস করে, এবং সেইস্থানে তাহার দেহ সেই সকল বজ্রে দগ্ধ হইতে থাকে ও অনাহারে নিরন্তর যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ক্লেশসূচক আর্ত্তনাদ করে, অনন্তর শুদ্ধ হইয়া পুনরায় মনুষ্য হয়। যে ব্যক্তি দেবতা বা ব্রাহ্মণের রৌপ্য, গব্য ও বস্ত্র অপহরণ করে, তাহাকে নিশ্চয় স্ব-লোমপরিমিত বৎসর তপ্তপাষাণকুণ্ডে বাস করিতে হয়। অনন্তর ত্রিজন্ম বক, ত্রিজন্ম শ্বেতহংস, একজন্ম শঙ্খচিল ও বহুজন্ম বহুবিধ শ্বেতপক্ষী হইয়া পরে সপ্তজন্ম রক্ত-বিকার ও শূলরোগগ্রস্ত অল্পায়ু মনুষ্য হইয়া শুদ্ধি লাভ করে। দেবতা ব্রাহ্মণের পিত্তল বা কাংস্যাদি নির্ম্মিত পাত্র হরণ করিলে স্বলোমপরিমিত বৎসর নিশ্চয় তীক্ষ্ণ পাষাণকুণ্ডে বাস করে, পরে ভারতে সপ্তজন্ম অশ্ব হয়, পরে অধিকাঙ্গ এবং পাদরোগী হইয়া শুচি হয়। যে ব্যক্তি পুংশ্চলীর অন্নভোজী অথবা পুংশ্চ-লীর অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহকারী তাঁহার নিশ্চয় স্ব-লোমপরিমিত বর্ষ লালাকুণ্ডে বাস হয় এবং সে সেইস্থানে লালাভোজী ও যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া-থাকে, পরে চক্ষুঃশূলরোগী হইয়া ক্রমে শুদ্ধ হয়। ৮৫—৯৫। হে সতি! যে বিপ্র ভারত-ভূমিতে ম্লেচ্ছসেবী বা মসীজীবি হয়, সে নিশ্চয় স্ব-লোম-পরিমিত বৎসর তপ্তমসীকুণ্ডে অবস্থানপূর্ব্বক মসী-ভোজী ও যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হয়, পরে সেই ব্যক্তি ভারতে জন্মত্রয় কৃষ্ণবর্ণ পশু হইয়া পুনর্ব্বার তালবৃক্ষ হইবার পর পবিত্র হইয়া মনুষ্য হয়। যে ব্যক্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণের ধান্যাদি শস্য, তাম্বূল আসন ও শয্যা অপহরণ করে, তাহাকে শতবর্ষ পর্য্যন্ত চূর্ণকুণ্ডনরকে যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অবস্থান করিতে হয়। অনন্তর সেই পাপী, ত্রিজন্ম মেষ ও ত্রিজন্ম কুক্কুটদেহ ধারণের পর পৃথিবীতে কাস-রোগগ্রস্ত খর্ব্বাকার বংশহীন অল্পায়ু দরিদ্র হইয়া পরিণামে শুচি হইয়া থাকে। যে মানব ব্রাহ্মণের দ্রব্য হরণপূর্ব্বক ভোগ করে, সে শতবর্ষপর্য্যন্ত দণ্ড-তাড়িত হইয়া চক্রকুণ্ডে বাস করিয়া থাকে এবং পরিণামে জন্মত্রয় নানারোগাক্রান্ত বংশহীন তৈলকার হইয়া শেষে শুদ্ধি লাভ করে। যে মনুষ্য, বান্ধব ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি কুটিলতা করে, হে সতি! সে একযুগ বক্রকুণ্ডে বাস করিয়া পরিশেষে সপ্তজন্ম বক্রাঙ্গ, হীনাঙ্গ, দরিদ্র, বংশহীন ও ভার্য্যাহীন হইয়া পরিণামে পবিত্র হয়। ৯৬—১০৫। যে ব্রাহ্মণ

হরিশয়নে কূর্ম্মমাংস ভোজন করে, সে শতবর্ষ কূর্ম্মকুণ্ডে বাস করিয়া কূর্ম্মগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় এবং পরে ত্রিজন্ম কূর্ম্ম, ত্রিজন্ম শূকর, ত্রিজন্ম বিড়াল ও ত্রিজন্ম ময়ূর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, দেবতা বা ব্রাহ্মণের ঘৃত তৈলাদি হরণ করে, সেই পাতকী শতবৎসর জালাকুণ্ড ও ভস্মকুণ্ডে অবস্থান করিয়া পরে সপ্তজন্ম তৈল-পায়িকা, মৎস্যরঙ্গ, ও মূষিক হইয়া শেষে শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি, পুণ্যবর্ষ ভারতে দেবতা বা ব্রাহ্মণের সুগন্ধি তৈল আমলকী কিংবা অন্য সুগন্ধি দ্রব্য হরণ করে, সেই পাপী স্ব-লোম-পরিমিত বর্ষ দুর্গন্ধকুণ্ডে অবস্থানপূর্ব্বক দিবানিশি দুর্গন্ধ ভোগ করিয়া থাকে এবং পরিণামে সপ্তজন্ম দুর্গন্ধিকা, জন্মত্রয় কস্তুরীমৃগ ও সপ্তজন্ম সুগন্ধি প্রাণী হইয়া পরে মানবদেহ প্রাপ্ত হয়। হে সতি! বলিষ্ঠ ব্যক্তি, বলদ্বারা অথবা খলতা নিবন্ধন বা হিংসাহেতু ভারতভূমিতে অপরের পৈতৃক ভূমি হরণ করিলে, তপ্তশূর্ম্মী-নামক নরকে বাস করিয়া দিবানিশি সন্তপ্ত হইয়া থাকে। তপ্ত-তৈলের ন্যায় সেই স্থানে জীবগণ নিরন্তর দগ্ধ হইয়াও ভস্মসাৎ হয় না, কারণ ভোগদেহের বিনাশ নাই। সেই পাপী, ঐ নরকে সপ্তমন্বন্তর কালপর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া থাকে এবং অনাহারী ও যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কেবল চীৎকার করে, পরে ভারতে ষষ্টি-সহস্র বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হয়; পরিশেষে ভূমিহীন দরিদ্র হইয়া শুদ্ধিলাভান্তে স্ব-যোনি লাভ করিয়া শুভকর্ম্মান্বিত হইয়া থাকে। ১০৬—১১৭। যে নিদারুণ ব্যক্তি দয়াহীন হইয়া খড়্গদ্বারা জীবগণকে ছেদন করে এবং নরঘাতী অর্থলোভে পুণ্যভূমি ভারতে নরহত্যা করিয়া থাকে, সেই পাপাত্মা চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত অসি-পত্র নরকে বাস করে। ব্রাহ্মণহত্যা করিলে শতমন্বন্তর পর্য্যন্ত ঐ নরকে অবস্থিত থাকে এবং সেইস্থানে ঐ পাপী খড়্গাধারে ছিন্নাঙ্গ অনাহারী ও যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিয়া থাকে। অনন্তর শতজন্ম সঞ্চান, শতজন্ম শূকর, সপ্তজন্ম কুক্কুর, সপ্ত-জন্ম শৃগাল, সপ্তজন্ম ব্যাঘ্র, ত্রিজন্ম বৃক, সপ্তজন্ম গণ্ডক ও ত্রিজন্ম মহিষ, হয়। হে সতি! যে ব্যক্তি গ্রাম বা নগর দগ্ধ করে, তাহাকে তিন যুগ ক্ষুরধার নরকে ছিন্নাঙ্গ হইয়া বাস করিতে হয়, পরিশেষে সেই পাপী বহ্নিবক্ত্র প্রেত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করে, পরে সপ্ত জন্ম অমেধ্যভোজী প্রাণী ও সপ্তজন্ম খদ্যোত হইয়া শেষে মানবদেহ ধারণ করিয়া সপ্তজন্ম মহাশূলরোগী ও সপ্তজন্ম গলৎকুষ্ঠী হইয়া পরিণামে শুদ্ধি লাভ করে। যে মানব, অপরের কর্ণে মুখ স্থাপন করিয়া অপরের নিন্দা করে, এবং যে ব্যক্তি দেব-ব্রাহ্মণের নিন্দা বা পরদোষে শ্লাঘা করে, সেই পাপী, যুগত্রয় সূচীমুখ নরকে সূচীবিদ্ধ হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক সপ্তজন্ম বৃশ্চিক, সপ্তজন্ম সর্প ও সপ্তজন্ম বজ্রকীটদেহ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার ভস্মকীট হইয়া পরিশেষে মহারোগগ্রস্ত মানবযোনিপ্রাপ্তে পরিণামে পবিত্র হয়। ১১৮—১২৮। গৃহীদিগের গৃহ ভেদ করিয়া যে ব্যক্তি কোন বস্তু চৌর্য্য বা গো ছাগ, মেষ, অপহরণ করে, তাহার গোধামুখ-নরকে বাস হয়, পরে সে সপ্তজন্ম ব্যাধিগ্রস্ত গো জাতি, ত্রিজন্ম মেষজাতি, ত্রিজন্ম ছাগজাতি হইয়া পরিশেষে নিত্যরোগী দরিদ্র, ভার্য্যা ও বন্ধুবিহীন এবং নানা-ক্লেশে সন্তাপিত মানবদেহ-লাভের পর পবিত্র হয়। সামান্যদ্রব্যাপহারী ব্যক্তি একযুগ নক্রমুখ-নরকে বাস করিয়া মহারোগী মানবদেহগ্রহণের পর শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি, গো, গজ বা তুরগগণকে হনন করে, সেই মহাপাপী, আমার দূতগণকর্ত্তৃক গজদন্তদ্বারা নিরন্তর তাড়িত হইয়া গজদংশ-নরকে তিনযুগ অবস্থান করে; অনন্তর জন্মত্রয় গজজাতি, তুরগজাতি, গোজাতি ও ম্লেচ্ছজাতি হইয়া পরিণামে শুদ্ধিলাভ করে। যে নর, তৃষিত গোকে জলপানকালে নিবারণ করে এবং গোগণের শুশ্রূষা-বিহীন হয়, সে কৃমি ও তপ্তোদকে পরিপূর্ণ গোমুখাকার গোমুখনরকে এক মন্বন্তরকাল অতিক্লেশে অবস্থান করে, পরে সপ্তজন্ম গোহীন মহারোগী দরিদ্র হইয়া পুনরায় সপ্তজন্ম অন্ত্যজযোনিতে জন্মগ্রহণের পর শুদ্ধ হইয়া থাকে। ১২৯—১৩৭। যে ব্যক্তি ভারতে আরোপিত গোহত্যা বা আরোপিত ব্রহ্মহত্যা করে এবং যে মানব, অগম্যা-গামী, সন্ধ্যাবিহীন, অদীক্ষিত, সর্ব্বতীর্থে প্রতিগ্রাহী, গ্রামযাজী, দেবল, শূদ্রের সূপকার, প্রমত্ত, বৃষলীপতি হয়, কিম্বা গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভিক্ষুহত্যা, বা ভ্রূণহত্যা করে, সেই মহাপাপী চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত কুম্ভীপাক-নরকে অবস্থান করিয়া নিরন্তর আমার দূত-গণের তাড়নায় ঘূর্ণ্যমান হইয়া থাকে এবং ক্ষণেক বহ্নিতে, ক্ষণেক কণ্টকে, ক্ষণেক তপ্ততৈলে, ক্ষণেক তপ্ততোয়ে, ক্ষণেক তপ্তপাষাণে, ক্ষণেক বা তপ্তলৌহে পতিত হয়; অবশেষে কোটিসহস্র জন্ম গৃধ্র, শত জন্ম শূকর, সপ্তজন্ম কাক, সপ্তজন্ম সর্প ও ষষ্টিসহস্রবর্ষ কৃমি হইয়া পুনরায় গলৎকুষ্ঠী, দরিদ্র, যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বংশ ও ভার্য্যাবিহীন শূদ্রজাতি হইয়া পরিণামে শুদ্ধ হয়। ১৩৮—১৪৫। সাবিত্রী কহিলেন দেব! আরোপিত ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা কি প্রকার? কোন্ স্ত্রী মানবের অগম্যা? কে সন্ধ্যাবিহীন? আর অদীক্ষিত ও তীর্থে

প্রতিগ্রাহীই বা কে? কোন্ ব্রাহ্মণ গ্রামযাজী? কোন্ বিপ্রই বা দেবলপদবাচ্য? কাহাকেই বা শূদ্রের সূপকার, প্রমত্ত ও বৃষলীপতি বলা যায়? হে বেদজ্ঞ-প্রধান! ইহাদের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করুন। যম বলিলেন, হে সুন্দরি! যে ব্যক্তি, শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজাধার মৃন্ময়ী প্রতিমাতে ও শিবে আর শিবলিঙ্গে, সূর্য্যে ও সূর্য্যমণিতে এবং গণেশ ও তাঁহার প্রতিমাতে ও এইরূপ অন্যদেব-বিষয়েও ভেদজ্ঞান করে, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। আর স্বীয় গুরু, স্বীয় ইষ্টদেব, জন্মদাতা ও জননীতে ভেদ জ্ঞান করিলে, ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে মূঢ়, বৈষ্ণব ও অন্যভক্তে, ব্রাহ্মণ ও অপর জাতিতে, বিষ্ণুনৈবেদ্যে ও অন্যনৈবেদ্যে, হরির পাদোদকে ও অন্যদেবতার পাদোদকে, সমতা জ্ঞান করে, তাহাকেও ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর যিনি সকলের ঈশ্বর, সমুদয় কারণের কারণ ও সকলের আদি, যাঁহাকে সমস্ত দেবতাগণ সেবা করেন, যিনি সকলের আত্মা এবং যিনি এক হইয়াও মায়াবলে অসংখ্য রূপ ধারণ করিতেছেন, সেই নির্গুণ পরমেশ্বরের সহিত অন্যদেবের সমতা করিলে, সমুদয় বেদবিহিত দেবতা পিতৃগণের পূজার নিষেধ করিলে, যাবতীয় পবিত্রের মধ্যে পবিত্র হৃষীকেশ ও তাঁহার মন্ত্রোপাসককে নিন্দা করিলে, আর হে সতি! যিনি বিষ্ণুভক্তি দান করেন, যিনি সকলের শক্তি-স্বরূপ ও সকলের মাতা, সকলেই যাঁহাকে বন্দনা করেন, যিনি সর্ব্বদেবী-স্বরূপা ও সকলের আদি এবং যিনিই সকলের কারণ, সেই বিষ্ণুমায়া প্রকৃতিকে নিন্দা করিলেও ব্রহ্মহত্যার পাতক হইয়া থাকে। ১৪৬—১৫৯। যে সকল ব্যক্তি, পুণ্যদায়ক জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিবরাত্রি, একাদশী, রবিবার এবং পক্ষ পর্ব্বদিনের কর্ত্তব্য পালন না করে, চণ্ডালাপেক্ষা অধিক পাপিষ্ঠ সেই মানবগণও ব্রহ্মহত্যা-পাতক লাভ করিয়া থাকে। হে বৎসে! ভারতে যে মানব, অম্বুবাচীতে মৃত্তিকা-খনন ও সাধারণ দিনে জলে মূত্রাদি ত্যাগ করে, গুরু, মাতা, পিতা, সাধ্বী ভার্য্যা এবং পুত্রকন্যাকে পোষণ না করে, তাহারও ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। যে ব্যক্তি অবিবাহিত ও পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত এবং যে মানব, হরিভক্তিবিহীন, আর যে মনুষ্য প্রত্যহ বিষ্ণু ও পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজায় বিমুখ এবং বিষ্ণুর অনিবেদিত বস্তু ভোজন করে, তাহাকেও ব্রহ্মহত্যা-পাপ সঞ্চয় করিতে হয়। আর গোকে আহার বা পান-সময়ে নিবারণ করিলে ও গোব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া গমন করিলে, গো-হত্যার পাপ হয়। যে বিপ্র বৃষবাহক হইয়া দণ্ডদ্বারা গোগণকে তাড়ন করে, সেই মূঢ় প্রতিদিন গো-হত্যা-পাপে লিপ্ত হয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি, গোগণকে উচ্ছিষ্ট দান করে, বা বৃষবাহকদ্বারা যাজন-কার্য্য নির্ব্বাহ করে অথবা বৃষবাহকের অন্ন সকলকে ভোজন করায়, তাহাকে নিশ্চয় গোহত্যার ভাগী হইতে হয়। যে মানব, বৃষলীপতিদ্বারা যাজন করায় অথবা তাহার অন্ন ভোজন করে, সে শত গোহত্যা-পাপে লিপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। অগ্নিতে পাদক্ষেপ ও পাদদ্বারা গো তাড়ন, আর স্নানান্তে পাদপ্রক্ষালন না করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেও গো-বধের ভাগী হয়। যে ব্যক্তি অপ্রক্ষালিত পাদে ভোজন বা অক্ষালিত পাদে শয়ন অথবা একসূর্য্যে দুইবার ভোজন করে, নিশ্চয় তাহার গোহত্যার পাতক হইয়া থাকে। ১৬০—১৭১। যে ব্রাহ্মণ, যোনিজীবী, অবীরান্নভোজী বা ত্রিসন্ধ্যা-বিহীন, নিশ্চয় তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। আর যে ব্যক্তি, পর্ব্বকালে পিতৃগণের, তিথিকালে দেবতাগণের ও যথাসময়ে অতিথিগণের সেবা না করে, সে নিশ্চয় গোহত্যার পাপভাগী হয়। যে রমণী, শ্রীকৃষ্ণে ও নিজ স্বামীতে ভেদবুদ্ধি করে ও কটুবাক্যে স্বামীকে ক্লেশ দেয়, সে নিশ্চয় গোহত্যার পাপ গ্রহণ করে। গোমার্গ খনন করিয়া তাহাতে অথবা তড়াগে বা তাহার উপরিভাগে শস্য বপন করিলেও নিশ্চয় গো-হত্যার পাপ হয়। যে ব্যক্তি, অর্থলোভে বা অজ্ঞানতা-নিবন্ধন গোবধপ্রায়শ্চিত্তের ব্যতিক্রম করে, নিশ্চয় তাহাকেও গোহত্যাপাপে পাপী হইতে হয়। যে গোস্বামী, রাজকীয় বা দৈব উপদ্রব হইতে গোকে রক্ষা না করে এবং তাহাদিগকে দুঃখ দান করে, সেই মূঢ়ও গো-বধের ভাগী হয়। কোন প্রাণী, দেবপ্রতিমা, অগ্নি, জল, নৈবেদ্য, পুষ্প, বা অন্ন লঙ্ঘন করিলেও গো-হত্যার পাপী হয়। যে ব্যক্তি, বারংবার নাস্তি এই বাক্য প্রয়োগ করে, অথবা যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বা প্রতারক, কিংবা দেবতা ও গুরুর দ্বেষকারী,—সেও গোহত্যাপাপ লাভ করে। হে সতি! যে ব্যক্তি, দেবতা-প্রতিমা, গুরু বা ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম না করে, যে দ্বিজ কোপবশতঃ প্রণতকে আশীর্ব্বাদ না করে এবং বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান করিতে বিমুখ হয়, তাহারও গোবধের পাপ হয় সংশয় নাই। এই আমি তোমার নিকটে আতিদেশিক অর্থাৎ আরোপিত গো-হত্যা ও ব্রহ্মহত্যার বিষয়, যাহা সূর্য্যদেবের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম, সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কোন্

বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় প্রকাশ কর। ১৭২—১৮২। সাবিত্রী কহিলেন, দেব! পাপপুণ্য-সম্বন্ধে বাস্তব ও অতিদেশে অর্থাৎ আরোপিতে কি প্রভেদ, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করুন। যম বলিলেন, হে সতি! কোন স্থলে বাস্তব শ্রেষ্ঠ আর আতিদেশিক ন্যূন, আর কোন স্থলে বা আতিদেশিক শ্রেষ্ঠ ও বাস্তব ন্যূন হইয়া থাকে। হে সাধ্বি! আর কোন স্থলে বা বেদপ্রমাণানুসারে বাস্তব ও আতিদেশিক—উভয়ই সমান, যে ব্যক্তির সেই বেদপ্রমাণে আস্থা না থাকে, তাহার গুরুহত্যার পাপ হয়। পূর্ব্ব-পরিচিত ব্রাহ্মণ, বিদ্যা বা মন্ত্রপ্রদানজন্য গুরু হইলে, তাহাতে যে পিতৃত্বের আরোপ তাহা বাস্তব হইতেও শ্রেষ্ঠ। কারণ মাতা, পিতা হইতে শতগুণে পূজ্যা এবং সেই মাতা হইতেও বিদ্যা বা মন্ত্রদাতা গুরু শত গুণে পূজ্য, ইহা বেদসম্মত। যেমন ইষ্টদেব অপেক্ষা ইষ্টদেবের পত্নী গরীয়সী, সেইরূপ গুরু হইতেও গুরু-পত্নী অধিক গৌরবান্বিতা। আর 'এই বিপ্র শিবতুল্য' ও 'এই রাজা বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী' এ স্থলে আতিদেশিক হইতে বাস্তব লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ; এবং 'চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণসময়ে সমুদয় জল গঙ্গাজলের সমান ও সমস্ত ব্রাহ্মণ ব্যাসের তুল্য' এস্থলে উভয়ের সমতা বোধ হইয়াছে। ১৮৩—১৯০। হে সাধ্বি! আরোপিত হত্যা অপেক্ষা, বাস্তবহত্যা চতুর্গুণ অধিক, ইহা সর্ব্ববেদ-সম্মত; এই কথা ব্রহ্মা বলিয়াছেন। হে সতি! এই আমি বাস্তব ও আতিদেশিক হত্যার ভেদ কহিলাম। এক্ষণে মনুষ্যগণের যে যে স্ত্রী অগম্যা তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আপনার স্ত্রীই গম্যা ও অন্যান্য যাবতীয় স্ত্রীই অগম্যা, ইহা বেদে নিরূপিত আছে। হে সুন্দরি! সামান্যাকারে এই সমুদয় কথিত হইয়াছে;—এক্ষণে বিশেষ শ্রবণ কর;—তাহার মধ্যে যে যে স্ত্রী অতিশয় অগম্যা তাহাই বলিতেছি। হে পতিব্রতে! শূদ্রগণের ব্রাহ্মণপত্নী ও ব্রাহ্মণগণের শূদ্রপত্নী, অতিশয় অগম্যা এবং লোকে ও বেদে নিন্দনীয়া। শূদ্র, ব্রাহ্মণীগমন করিলে শতব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয় এবং ঐ ব্রাহ্মণীও ঐরূপ পাপলিপ্তা হইয়া উভয়েই নিশ্চয়ই কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। আর ব্রাহ্মণ, শূদ্রপত্নীতে উপগত হইলে বৃষলীপতি বলিয়া অভিহিত হয় এবং সে ব্রাহ্মণজাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হয়। হে সতি! পাপিষ্ঠের প্রদত্ত পিণ্ড ও জল পিতৃগণের পক্ষে বিষ্ঠা ও মূত্রের সমান হইয়া থাকে। এইরূপ দেবতাগণের পূজায় তৎপ্রদত্ত সমস্ত বস্তু বিষ্ঠা ও জল মূত্রতুল্য হয়। অধিক কি, শূদ্রার উপভোগে ব্রাহ্মণের কোটি-জন্মকৃত সন্ধ্যা, দেবপূজা ও তপস্যাদ্বারা উপার্জ্জিত পুণ্যও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, সুরাপায়ী, বিষ্ঠা-ভোজী, বৃষলীপতি ও একাদশীতে ভোজনকারী হইলে নিশ্চয় কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়া থাকে। ১৯১—২০০। হে সতি! ব্রহ্মা বলিয়াছেন, গুরু-পত্নী রাজপত্নী, বিমাতা, মাতা, কন্যা, পুত্রবধূ, শ্বশ্রূ, সগর্ভা স্ত্রী, ভগিনী, সোদরভ্রাতৃপত্নী, মাতুলানী, পিতামহী, মাতামহী মাতৃভগিনী, ভ্রাতৃকন্যা, শিষ্যা, শিষ্যপত্নী, ভাগিনেয়-পত্নী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র-পত্নী মনুষ্য-গণের অতিশয় অগম্যা; যে মানবাধম ইহাদিগের মধ্যে এক কামিনী বা অনেক কামিনীতে উপগত হয়, সে মাতৃগামী হইয়া শতব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয়। যে দ্বিজ, অশুদ্ধ সন্ধ্যা করে বা সন্ধ্যা বাদ করে, অথবা ত্রিসন্ধ্যাবর্জ্জিত হয়, তাহাকে সন্ধ্যাহীন বলা যায়। যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ বিষ্ণু-বিষয়ক, শিব বিষয়ক, শক্তি-বিষয়ক, সূর্য্য-বিষয়ক বা গণপতি-বিষয়ক মন্ত্র-গ্রহণে বিমুখ হয়, সেই অদীক্ষিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। গঙ্গার প্রবাহমধ্যে হস্তচতুষ্টয় পর্য্যন্ত স্থানের স্বামী নারায়ণ; সেই নারায়ণস্বামিক উৎকৃষ্ট গঙ্গার গর্ভমধ্যে কুরুক্ষেত্রে, পুরুষোত্তমে, বারাণসীতে, বদরিকাশ্রমে, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে, পুষ্করে, ভাস্কর-ক্ষেত্রে, প্রভাসে, রাসমণ্ডলে, হরিদ্বারে, কেদারে, সোমতীর্থে, বদর-পাচনে, সরস্বতীনদী তীরে, পবিত্র বৃন্দাবনে, গোদাবরী ও কৌশিকীনদীর তীরে, ত্রিবেণীতে, বা হিমালয়ে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক দান গ্রহণ করে,—তাহাকে তীর্থ-প্রতিগ্রাহী বলা যায় এবং সেই তীর্থপ্রতিগ্রাহী কুম্ভী-পাক নরকে গমন করিয়া থাকে। ২০১—২১১। শূদ্রাতিরিক্ত বর্ণত্রয়ের যাজনকারী, গ্রামযাজী বলিয়া কীর্ত্তিত; দেবতার দ্রব্যোপজীবী ব্যক্তিই দেবল বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে সাধ্বি! শূদ্রের পাককার্য্যই যাহার জীবিকা, তাহাকেই শূদ্রের সূপকার বলে; আর সন্ধ্যা ও দেবপূজাবিহীন পতিত ব্যক্তিই প্রমত্ত বলিয়া বিখ্যাত। বৃষলীপতির লক্ষণ পূর্ব্বপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। এই সকল মহাপাতকিগণ, কুম্ভীপাক-নরকে গমন করে। এক্ষণে যাহারা অন্যান্য নরককুণ্ডে গমন করে, তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ২১২—২১৫।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

যম বলিলেন, হে সাধ্বি! হরিসেবা ভিন্ন শুভাশুভ কর্ম্মের কিছুতেই খণ্ডন হয় না; দেখ জীবগণের শুভ-কর্ম্ম স্বর্গের কারণ ও কুকর্ম্মের ফলে নরকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে পতিব্রতে। যে দ্বিজ, পুংশ্চলী বা বেশ্যার অন্ন ভোজন করে, তাহাকে কালসূত্রনরকে শতবর্ষ অবস্থান করিয়া পরে নিশ্চয় রোগগ্রস্ত শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণান্তে শুদ্ধি লাভ করিয়া পুনরায় দ্বিজ হইতে হয়। যে স্ত্রী একপতিরই সেবা করে, তাহাকে পতিব্রতা এবং দ্বিতীয় পুরুষসেবিনীকে কুলটা, তৃতীয় পুরুষ-সেবিনীকে ধর্ষিণী, চতুর্থপুরুষসেবিনীকে পুংশ্চলী, পঞ্চম বা ষষ্ঠ পুরুষসেবিনীকে বেশ্যা এবং সপ্তম বা অষ্টম পুরুষসেবিনীকে যুঙ্গী ও এতদতিরিক্ত পুরুষ-সংসর্গিণীকে মহাবেশ্যা বলে। ঐ মহাবেশ্যা সর্ব্ব জাতির অস্পৃশ্যা। যে দ্বিজ, কুলটা, ধর্ষিণী, পুংশ্চলী, যুঙ্গী, বেশ্যা বা মহাবেশ্যাতে উপগত হয়, সে অবটোদ নরকে গমন করে। কিন্তু কুলটাগামী শতবর্ষ, ধর্ষিণী-গামী তদপেক্ষা চতুর্গুণকাল, পুংশ্চলীগামী তদপেক্ষা ষড়্গুণকাল, বেশ্যাগামী তাহা হইতে অষ্টগুণকাল, যুঙ্গীগামী দশগুণকাল ও মহাবেশ্যাগামী যুঙ্গীগামী অপেক্ষা শতগুণকাল সেই নরকে বাস করে; কুলটাদি সমুদয় গমনেও মহাবেশ্যাগামীর তুল্যকাল নরকভোগ হয়,—স্বয়ং ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়াছেন। ঐ সকল পাপাত্মাগণ ঐ নরকে আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। ১—৯। অনন্তর কুলটাগামী—তিত্তিরি, ধর্ষিণীগামী—কাক, পুংশ্চলীগামী—কোকিল, বেশ্যাগামী—বক, যুঙ্গীগামী—শূকর, মহাবেশ্যাগামী—শ্মশানের শাল্মলী বৃক্ষ সপ্তজন্মে হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, জ্ঞানশূন্য হইয়া চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ-সময়ে ভোজন করে, চন্দ্রের স্থিতিকালপর্য্যন্ত অরুন্তুদ-নরকে তাহার বাস হয়, পরে সে উদরী ও গুল্মরোগগ্রস্ত এবং কাণ ও দন্তহীন মনুষ্য হইয়া দেহান্তে শুদ্ধি লাভ করে। বাগ্দত্তা কন্যাকে অন্যের হস্তে অর্পণ করিলে, শতবৎসর পাংশু-ভোজ নরকে পাংশু ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়। হে সাধ্বি! যে ব্যক্তি দত্তাপহারী হয়, তাহাকে শতবর্ষ পাশবেষ্ট নরকে আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া শরশয্যায় বাস করিতে হয় এবং যে মানব ভক্তি-পূর্ব্বক পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা না করে, সে শিব-কোপে সুদারুণ শূলপ্রোত নরকে শতবর্ষ বাস করিয়া শেষে সপ্তজন্ম শ্বাপদজন্ম গ্রহণান্তে পুনরায় সপ্তজন্ম দেবল ব্রাহ্মণ হইয়া পরিণামে শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণের দণ্ড করে, অথবা যাহার ভয়ে ব্রাহ্মণগণ কম্পিত হন, সেই পাপাত্মা ব্রাহ্মণের লোমপরিমিত বর্ষ-প্রকম্পন-নরকে বাস করে। যে রমণী, কোপ-ভরে বিকৃতমুখী হইয়া স্বামীকে দর্শন বা তাহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে, সেই নারী স্বামীর লোম-পরিমিত বৎসর উল্কামুখ নরকে অবস্থান করে, সেই সময় আমার কিঙ্করগণ, তাহার মুখে উল্কা প্রদান ও মস্তকে দণ্ডাঘাত করিতে থাকে। পরে সে সপ্তজন্ম রোগগ্রস্তা বিধবা মানবী হইয়া বৈধব্যদুঃখ-ভোগান্তে শুদ্ধি লাভ করে। ১০—২১। ব্রাহ্মণী, শূদ্রের ভোগ্যা হইলে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত তপ্তশৌচোদকপূর্ণ গাঢ় অন্ধকারযুক্ত অন্ধকূপ নরকে নিমগ্না হইয়া দিবানিশি অনাহারে শৌচোদক পান ও আমার কিঙ্করগণের তাড়না সহ্যকরিয়া থাকে। পরে সহস্রজন্ম কাকী, শত-জন্ম শূকরী, শতজন্ম কুক্কুরী, সপ্তজন্ম শৃগালী, সপ্তজন্ম পারাবতী ও সপ্তজন্ম বানরী হইয়া পরিশেষে ভারতে সর্ব্বভোগ্যা চাণ্ডালীদেহ-ধারণান্তে পুনরায় যক্ষ্মারোগ-গ্রস্তা পুংশ্চলী, রজকী ও কুষ্ঠযুক্তা তৈলকারী হইয়া পরিণামে শুদ্ধা হয়। বেশ্যা,—বেধন নরকে, যুঙ্গী,—দণ্ড-তাড়ন নরকে, মহাবেশ্যা,—জালবন্ধ নরকে, কুলটা,—দেহচূর্ণক নরকে, পুংশ্চলী,—দলন-নামক নরকে ও ধর্ষিণী,—শোষক নরকে বাস করিয়া আমার দূতগণের তাড়না ও অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। হে সতি! সেই সেই স্থানে মন্বন্তর পর্য্যন্ত বিষ্ঠা-মূত্র ভোজন করিয়া পরে লক্ষবর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া ভোগা-বসানে শুচি হয়। আর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য বৈশ্যাতে ও শূদ্র শূদ্রাতে গমন করিলে, সেই সবর্ণ-পরদার-গমনকারী ব্রাহ্মণাদি, ব্রাহ্মণ্যাদি পরদারের সহিত দ্বাদশ বৎসর কষনামক নরকে বাস করিয়া তপ্ত কষায়োদক পান করিয়া থাকে; পরে সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি এবং সেই সকল যোষিদ্-গণও শুদ্ধি লাভ করে, এই কথা ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ২২—৩২। হে পতিব্রতে! ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, ব্রাহ্মণী-গমন করিলে মাতৃগামী হইয়া শূলনরকে গমন করে; এবং তথায় সেই ব্রাহ্মণীর সহিত শূর্পাকার কৃমিগণ-কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত হয় ও প্রতপ্ত মূত্র ভোজনপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়া পরে সপ্তজন্ম বরাহ ও সপ্তজন্ম ছাগযোনি-প্রাপ্তির পর পবিত্র হয়। যে ব্যক্তি, হস্তে তুলসী গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন না করে, অথবা মিথ্যা শপথ করে, সে জ্বালামুখ নরকে

গমন করিয়া থাকে। গঙ্গাজল, শালগ্রামশিলা বা দেবতা-প্রতিমা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়া তাহার পালন না করিলে, আর মিত্র-দ্রোহী, কৃতঘ্ন, বিশ্বাস-ঘাতক বা মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদ হইলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত জ্বালামুখ নরকে আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত ও অঙ্গাররাশিতে দগ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে হয়। হে সুন্দরি! পরে তুলসীস্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকারী সপ্তজন্ম চণ্ডাল, গঙ্গাজলস্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকারী পঞ্চজন্ম শ্লেচ্ছ; শিলাস্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকারী সপ্তজন্ম বিষ্ঠার কৃমি, দেবপ্রতিমাস্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকারী সপ্তজন্ম ব্রণ-কৃমি হইয়া পরিণামে শুদ্ধ হয়। দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রহারকারী ব্যক্তি, সপ্তজন্ম সর্প হইয়া পরে হস্তহীন মানবদেহ ধারণান্তে পবিত্র হয়। ৩৩—৪২। যে ব্যক্তি দেবগৃহে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে, সে সপ্তজন্ম দেবল ও যে ব্যক্তি বিপ্রাদি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, সে সপ্তজন্ম নিশ্চয় অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হয়; পরে জন্মত্রয় ভার্য্যাহীন, বুদ্ধিহীন, মূক ও বধির হইয়া শেষে শুচি হইয়া থাকে। মিত্রদ্রোহী—সপ্তজন্ম নকুল, কৃতঘ্ন—গণ্ডক, বিশ্বাসঘাতী—ব্যাঘ্র, এবং মিথ্যাসাক্ষ্য-প্রদানকারী—সপ্তজন্ম ভারতে ভল্লূক হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং ঐ মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা আপনার উর্দ্ধতন ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে নিরয়গামী করিয়া থাকে। যে দ্বিজ, জড়তানিবন্ধন নিত্যক্রিয়া-বিহীন হয়, যে ব্যক্তি বেদবাক্যে অনাস্থা বা তৎশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া থাকে, যে জন ব্রতোপবাসবিহীন ও যে মানব অসদ্বাক্যও পরের নিন্দা করে, সেই কুটিলব্যক্তি হিমোদকপূর্ণ জিহ্ম-নামক নরকে শতবৎসর বাস করে। পরে শতজন্ম ক্রমে জলজন্তু হইয়া শেষে নানা প্রকার মৎস্যজন্মলাভের পর শুদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি, দেবতা বা ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, সে আপনার পূর্ব্বাপর দশ পুরুষকে পাতিত করিয়া স্বয়ং ধূম ও গাঢ়-অন্ধকারযুক্ত ধূমান্ধনামক নরকে চতুর্যুগপর্য্যন্ত ধূম-ভোজনপূর্ব্বক ধূমহেতু অতিক্লেশে বাস করে। পরে ভারতে শতজন্ম মূষিকজাতি হইয়া শেষে নানাবিধ পক্ষিজাতি, কৃমিজাতি হইবার পর ভার্য্যাহীন বংশহীন ব্যাধিযুক্ত শবরজাতি হয়। অনন্তর স্বর্ণকার, তৎপরে সুবর্ণবণিক্, তাহার পর যবনসেবী ব্রাহ্মণ ও পরিণামে গণক ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণের দৈবজ্ঞবৃত্তি বা বৈদ্যবৃত্তি উপজীবিকা এবং যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, লৌহ ও রসাদিবিক্রয়কারী, সে নাগবেষ্টনামক নরকে নাগগণ-কর্ত্তৃক বেষ্টিতও দংশিত হইয়া নিজলোমপরিমিত বৎসর বাস করে। অনন্তর সপ্তজন্ম গণক ও বৈদ্য হইয়া পরে পর্য্যায়ক্রমে গোপ, কর্ম্মকার এবং শঙ্খকারজাতি হইবার পর শুদ্ধ হয়। হে পতিব্রতে! সমুদয় প্রসিদ্ধ নরককুণ্ডের বিষয় প্রকাশ করিলাম, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরককুণ্ড আছে, তাহাতেও পাতকিগণ অবস্থানপূর্ব্বক স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং পরে তাহারাও নানাযোনি ভ্রমণ করে। এক্ষণে পুনরায় কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বল। ৪৩—৫৯।

প্রকৃতিখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সাবিত্রী বলিলেন, হে মহাভাগ ধর্ম্মরাজ! আপনি বেদ বেদাঙ্গের পারদর্শী এবং নানাবিধ পুরাণ ইতিহাস ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে বিশেষ অভিজ্ঞ; এজন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যে কর্ম্ম, সকলের শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রার্থনীয় ও সর্ব্বসম্মত; যাহা কর্ম্মচ্ছেদের বীজ-স্বরূপ, অতি প্রশংসনীয় ও মানবগণের সুখপ্রদ; যাহা সমুদয় মঙ্গলেরও মঙ্গল এবং যশ ও ধর্ম্মদায়ক; যাহার বলে জীবগণের যমপুরী গমন ও ভবযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না এবং যাহা দ্বারা নরককুণ্ড দর্শন, তাহাতে পতন ও জন্মাদিযন্ত্রণা বিদূরিত হয়;—হে সুব্রত! তাহাই আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। দেব! কুণ্ড সকলের আকার কি প্রকার? তাহাদিগের পরিমাণই বা কি? এবং পাপিগণ, কিরূপে সেই সকল কুণ্ডে অবস্থান করে? আর নিজ দেহ ভস্মীভূত হইলে, মানবগণ কি প্রকার দেহে লোকান্তরে গমনপূর্ব্বক শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে? সুচিরকাল ক্লেশভোগেই বা সেই দেহ কি জন্য বিনষ্ট না হয়? ঐ দেহই বা কি প্রকার?—এই সমুদয় আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। ১-৭। হে নারদ! ধর্ম্মরাজ, সাবিত্রীর বাক্য শ্রবণে হরিকে স্মরণ ও গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে বৎসে সুব্রতে! বেদচতুষ্টয়, সমুদয় ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্র ও বেদাঙ্গ-মধ্যে এক কৃষ্ণ-সেবাই সকলের প্রার্থনীয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলদায়ক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। উহা দ্বারা জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক ও সন্তাপ সকল দূর হয়; ঐ কৃষ্ণসেবা সমুদয় মঙ্গলস্বরূপ ও পরম আনন্দের নিদান। শ্রীকৃষ্ণের সেবনে সমুদয় সিদ্ধি ও নরকার্ণব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কৃষ্ণসেবা হইতেই ভক্তিরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর ও কর্ম্মরূপ বৃক্ষের ছেদন হইয়া

থাকে। হে শুভে! ঐ অবিনাশিপদপ্রদ হরি-সেবাই গোলোকমার্গের সোপান এবং সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্যাদি মুক্তির প্রদানকর্ত্তা। হে সতি! শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্করগণ, স্বপ্নেও কখন নরক-কুণ্ড, যম, যমদূত, বা যমকিঙ্করগণকে দেখিয়া থাকেন না। যে সকল কর্ম্মভোগী গৃহিগণ, হরিব্রত, হরি-তীর্থে স্নান, হরিবাসরে অনশন, নিত্য হরিকে প্রণাম ও হরিপ্রতিমার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের এবং ত্রিসন্ধ্যাপূত, শুদ্ধাচারযুক্ত, শান্ত, স্বধর্ম্মনিরত বিপ্রগণকেও ভয়ঙ্কর যমপুরীতে গমন করিতে হয় না। তাঁহারা নিরন্তর স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্য দেবোপাসকগণকে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে গমনাগমন করিতে হয়; ফলতঃ মানবগণ, শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত কিছুতেই মুক্তি লাভ করিতে পারে না। সেই কৃষ্ণোপাসকগণ স্বধর্ম্মনিরতই হউন বা স্বধর্ম্ম-বিরতই হউন, আমার দুর্দ্ধর্ষ কিঙ্করগণ, মর্ত্ত্য-লোকে গমনপূর্ব্বক গরুড় দর্শনে উরগগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়া থাকে। আমিও নিজ কিঙ্করগণকে পাশহস্তে গমন করিতে দেখিয়া বলিয়া থাকি, দূতগণ! হরিভক্তের আশ্রম ভিন্ন আর সমুদয় স্থানে গমন করিও। চিত্রগুপ্তও ভীতবৎ নখরাঞ্জলী দ্বারা কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকগণের নাম কর্ত্তন করিয়া দিয়া থাকে। অধিক কি, ব্রহ্মলোক লঙ্ঘন-পূর্ব্বক গোলোকধামে গমনোদ্যত কৃষ্ণোপাসকগণের নিমিত্ত ব্রহ্মাও মধুপর্কাদি প্রস্তুত করিয়া রাখেন। প্রজ্জলিত হুতাশনে শুষ্ক তৃণরাশির ন্যায় তাঁহাদিগের স্পর্শমাত্রে যাবতীয় দুরিতরাশি বিনষ্ট হয়। হে সতি! সেই হরিসেবকদিগের দর্শনে স্বয়ং মোহও ভীতবৎ মোহপ্রাপ্ত হয়। কাম, অন্য কামী পুরুষকে অবলম্বন করে। লোভ, ক্রোধ, মৃত্যু, রোগ, জরা, শোক, ভয়, কাল, শুভাশুভ কর্ম্ম এবং হর্ষও পলায়ন করিয়া থাকে। হে সতি! এই আমি যাঁহাদিগকে যমপুরীতে গমন করিতে হয় না, তাঁহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে শাস্ত্রসম্মত দেহের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। বিধাতার সৃষ্টিবিষয়ে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, তেজ ও জল—এই পঞ্চভূতই দেহী-দিগের দেহের প্রধান কারণ বলিয়া প্রকাশ আছে; এই জগতে পৃথিব্যাদি ঐ পঞ্চভূত দ্বারা যে দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাই কৃত্রিম ও তাহাই নশ্বর এবং তাহাই ভস্মীভূত হয়। জীবগণ, দেহের অভ্য-ন্তরস্থিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষাকৃতি যে দেহকে ধারণ করে, তাহাই ভোগদেহ। ঐ দেহ আমার আলয়ে, প্রজ্বলিত অনল, জল, অস্ত্র, শস্ত্র, সুতীক্ষ্ণ কণ্টক, তপ্তদ্রব্য, তপ্তলৌহ, তপ্তপাষাণ, প্রতপ্ত লৌহাদিপ্রতিমার আলিঙ্গন ও অতি উচ্চ স্থান হইতে পতন—এই সকল দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। হে দেবি! এই আমি যথাশাস্ত্র দেহের বিবরণ ও কারণ বলিলাম। এক্ষণে নরককুণ্ডের লক্ষণ সকল বলি-তেছি শ্রবণ কর।৮—৩৪।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

যম বলিলেন, হে সতি! সমুদয় নরককুণ্ড, পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় মণ্ডলাকার বর্ত্তুল, অতিশয় নিম্ন ও প্রস্তর-বিশেষে রচিত। পাপীদিগের ক্লেশপ্রদ নানারূপ সেই সকল কুণ্ড ঈশ্বরের ইচ্ছায় নির্ম্মিত এবং অবিনশ্বর। সেই সকলের মধ্যে বহ্নিকুণ্ডনরক, জলন্তঅঙ্গারবৎ প্রদীপ্ত এবং ঊর্দ্ধে শতহস্ত চতুর্দ্দিকে ক্রোশপরিমিত। সেই বহ্নিকুণ্ড, চীৎকারকারী পাপিগণে পরিপূর্ণ এবং পাপীদিগের আঘাতকারী আমার দূতগণকর্ত্তৃক নিরন্তর রক্ষিত হইতেছে। তপ্তোদক নরককুণ্ড,—প্রতপ্ত উদক, হিংস্র জন্তু ও ভয়ঙ্কর অন্ধকারে পরিপূর্ণ; সে স্থানে পাপিগণ, আমার দূতগণের তাড়নায় ঘূর্ণিত হইয়া নিরন্তর বিকৃত শব্দ করিতেছে। সেই কুণ্ড অর্দ্ধক্রোশপরিমিত ও আমার দূতগণকর্ত্তৃক রক্ষিত। ক্ষারকুণ্ড-নরক—অতি ভয়ঙ্কর; তাহার পরিমাণ একক্রোশ; সেই কুণ্ড তপ্তক্ষার-জলে পরিপূর্ণ ও কুম্ভীরগণে পরিবেষ্টিত। সেই স্থানে, অনাহারে, শুষ্ক-কণ্ঠোষ্ঠ-তালু পাপী সকল, আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিরন্তর 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া চীৎকার করি-তেছে। ক্রোশপরিমিত কুৎসিত বিট্‌কুণ্ড-নামক নরক,—বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত ও পাপিগণে ব্যাপ্ত; ঐ নরকে অনাহারী উপদ্রুত ও আমার দূতসমূহ কর্ত্তৃক তাড়িত পাপী সকল 'রক্ষ রক্ষ' বলিয়া শব্দ করিয়া থাকে এবং বিষ্ঠার কীটগণ তাহাদিগকে নিরন্তর দংশন করে।১—১০। মূত্রকুণ্ড নরক, তপ্তমূত্রে পরিপূর্ণ, মূত্রকীটে পরিব্যাপ্ত, এবং গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহার পরিমাণ দুই ক্রোশ; সেই নরকে ঘোর পাপী সকল, আমার দূতগণের তাড়নায় ও মূত্রকীটগণের দংশনে শুষ্ক-কণ্ঠোষ্ঠ-তালু হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিয়া থাকে। ক্রোশ-পরিমিত শ্লেষ্মকুণ্ড নরকে, শ্লেষ্মার কীট সকল পরমানন্দে শ্লেষ্মা ভোজনপূর্ব্বক, শ্লেষ্মভোজী পাপীদিগকে নিরন্তর দংশন করিতেছে

গরকুণ্ড নরকের পরিমাণ অর্দ্ধ-ক্রোশ; তথায় গর-কীটগণ গর ভোজনপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে; গর-ভোজী পাপী সকল, সেই বজ্রদংষ্ট্র সর্পাকৃতি কীটগণের দংশনে ও আমার দূতগণের সুদারুণ তাড়নে শুষ্ক-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া থাকে। ক্রোশার্দ্ধপরিমিতি কীট-সঙ্কুল নেত্রমলপূর্ণ নেত্রমলকুণ্ড নরক কীট ভক্ষিত-চীৎকারকারী পাপী সকলে পরিব্যাপ্ত। সুদুঃসহ বসাপূর্ণ বসাকুণ্ড নরকের পরিমাণ চারি ক্রোশ; মদীয় দূত-গণকর্ত্তৃক তাড়িত পাপী সকল সেই স্থানে বসা-ভোজন পূর্ব্বক অবস্থান করে। ক্রোশ-চতুষ্টয়পরিমিত শুক্র-পূর্ণ শুক্রকুণ্ড নরকে, পাপিগণ শুক্রকীটকর্ত্তৃক দংশিত হইয়া ভয়-ব্যাকুল চিত্তে নিরন্তর রোদন করিতেছে। রক্তপূর্ণ বাপীপরিমিত দুর্গন্ধ রক্তকুণ্ড নরক,—অতি গভীর এবং কীট-ভক্ষিত রক্তভোজী পাপিগণে পরিব্যাপ্ত। নেত্রজলকুণ্ড নরক মনুষ্যের নেত্রজলে পরিপূর্ণ; তদ্ভোজি-কীটভক্ষিত পাপী সকল, মদীয় দূততাড়নে সেই স্থানে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে; সেই স্থান অর্দ্ধবাপীপরিমিত। ১১—২০। গাত্রমলকুণ্ড মনুষ্যগণের গাত্রমলে পরিপূর্ণ; সেই স্থানে পাপিগণ মদীয় দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত ও কীট-ভক্ষিত হইয়া ব্যগ্রচিত্তে ক্ষুধার সময় সেই মল ভোজন করিয়া থাকে। কর্ণবিট্‌পূর্ণ কর্ণবিট্‌কুণ্ড নরকের পরিমাণ বাপীচতুষ্টয়; সেই স্থানে পাপী সকল কীট-দংশনে ভীত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া নিরন্তর ভয়া-নক শব্দে রোদন করিয়া থাকে। এইরূপ নখ, অস্থি, কেশ ও লোমপূর্ণ নরককুণ্ডেরও পরিমাণ বাপীচতু ষ্টয়; সেই সকল স্থান মদীয় দূত-তাড়িত পাপিগণে পরিব্যাপ্ত। ক্রোশদ্বয়পরিমিত, বিস্তীর্ণ, তাম্র-উল্‌ক-যুক্ত প্রতপ্তাম্রকুণ্ড নরকে প্রতপ্ত লক্ষ তাম্রপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে; পাপিগণ আমার দূতসমূহ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিরন্তর সেই প্রতিমা সকলের আলি-ঙ্গনে চীৎকার করিয়া থাকে। প্রতপ্ত লৌহধার ও প্রজ্বলিত-অঙ্গারযুক্ত লৌহকুণ্ড, প্রতপ্ত লক্ষ লৌহ-প্রতিমায় আবৃত; সেই স্থানে পাপী সকল মদীয় দূততাড়নভয়ে বিচলিত হইয়া প্রত্যেক প্রতিমার আলিঙ্গনযাতনায় নিরন্তন রক্ষ রক্ষ বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে। ঐ লৌহকুণ্ড অতিভয়ানক এবং গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। উহার পরিমাণ চারিক্রোশ। মহাপাতকিগণই ঐ স্থানে গমন করিয়া থাকে। অর্দ্ধবাপীপরিমিত ঘর্ম্মকুণ্ড ও তপ্তসুরাকুণ্ড মদীয় দূততাড়িত তদ্ভোজী পাপিগণে পরিব্যাপ্ত। ২১—২৯। দৈর্ঘে লক্ষপুরুষ ও প্রস্থে ক্রোশ-পরিমিত তীক্ষ্ণ-কণ্টককুণ্ড শাল্মলিবৃক্ষের অধোভাগে অবস্থিত এবং অতিশয় দুঃখদায়ক। ঐ কুণ্ড চারিহস্তপরিমিত তীক্ষ্ণকণ্টকসমূহে সমাকীর্ণ; মহাপাতকিগণ মদীয় দূত-তাড়নায় ঐ বৃক্ষের অগ্রে হইতে নিপতিত হইবা-মাত্র প্রত্যেকে এক একটী কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া থাকে এবং শুষ্কতালু হইয়া 'জল দাও' বলিয়া চীৎকার করিলে তৎক্ষণাৎ আমার দূতগণ দণ্ডাঘাতে তাহা-দিগের মস্তক ভগ্ন করিয়া ফেলে; তখন তাহারা তপ্ত তৈলে পতিত জীবগণের ন্যায় মহাভয়ে প্রচলিত ও ব্যগ্র হয়। ক্রোশপরিমিত বিষকুণ্ড তক্ষকাদি সর্পগণের বিষে পরিপূর্ণ। পাপিগণ সেই নরকে মদীয় দূততাড়নে সেই বিষ ভোজন করিয়া থাকে। প্রতপ্ত-তৈলপূর্ণ নরক কীটাদিবিবর্জ্জিত; ঐ স্থান দগ্ধগাত্র বিচেষ্টমান পাপিগণে পরিপূর্ণ; ঐ সকল মহাপাতকী ক্ষুধার সময় তপ্ত তৈল ভোজন করিবামাত্র আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত ও প্রচলিত হইয়া চীৎকার করিয়া থাকে। উহার পরিমাণ চারি ক্রোশ। ক্রোশপরিমিত ভয়ানক শস্ত্রকুণ্ড গাঢ়ান্ধকারে সমাচ্ছন্ন এবং শূলসদৃশ-সুতীক্ষ্ণাগ্র-লৌহনির্ম্মিত শস্ত্রসমূহে বেষ্টিত। চারি-ক্রোশ পরিমিত শস্ত্রশয্যাস্বরূপ কুন্তকুণ্ড,—কুন্তাস্ত্রবিদ্ধ বিচেষ্টমান পাতকিসমূহে বেষ্টিত; মদীয় দূত-তাড়-নায় ঐ পাপিগণের নিরন্তর কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া থাকে। শকুন এবং সর্পাকৃতি ভয়ঙ্কর কীট সকল তাহাদিগকে দংশন করে। হে সতি! অন্ধকারাচ্ছন্ন দণ্ডকুণ্ড, বিকৃত তীক্ষ্ণ দণ্ডসমূহে পরিব্যাপ্ত; কীট-ভক্ষিত ভীত মহাপাতকিগণ ঐ স্থানে আমার দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিরন্তর রোদন করিয়া থাকে; উহার পরিমাণ এক ক্রোশ। ৩০—৪০। পূয়কুণ্ড নরক পূয়পূর্ণ ও অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, তাহার পরিমাণ অর্দ্ধ ক্রোশ। পাপী সকল ঐ স্থানে মদীয় দূতগণের তাড়নায় পূয় ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। চারি-ক্রোশপরিমিত হিমতোয়পূর্ণ হিমকুণ্ড নরক, তালবৃক্ষ-প্রমাণ কোটি কোটি সর্পসমূহে আবৃত। সর্পবেষ্টিত পাপিগণ ঐ স্থানে সর্প-দংশনে ও মদীয় দূত-তাড়নে চীৎকার করিয়া থাকে। ক্রোশার্দ্ধপরিমিত মশকাদি-কুণ্ডত্রয় নিরন্তর মশকাদিদ্বারা পরিপূর্ণ;—হস্ত পদাদি-বদ্ধ মহাপাতকিগণ ঐ স্থানে পতিত হইয়া ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ ও শোণিতাক্ত-কলেবরে নিরন্তর হাহাকার করিয়া থাকে ও বিচলিত হয়। বজ্রকীট ও বৃশ্চিকে পরিপূর্ণ বজ্রবৃশ্চিককুণ্ড, অর্দ্ধবাপীপরিমিত ও ঐ কীট সকল কর্ত্তৃক দষ্ট পাপিসমূহে সমন্বিত। শরাদিকুণ্ডত্রয় শরাদিপরিপূরিত এবং অর্দ্ধবাপীপরিমিত; ঐ স্থানে

পাপী সকল শরাদিবিদ্ধ হইয়া শোণিতাক্ত-কলেবরে অবস্থান করে। গাঢ়ান্ধকার-সমাচ্ছন্ন গোলকুণ্ড নরক, তপ্ত পঙ্কোদকে পরিপূর্ণ; চারিশত হস্ত তাহার পরিমাণ। সে স্থানে পাপিগণ শতকোটি বিকৃতাকার কাক কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া বিষ্ঠা, মূত্র ও শ্লেষ্মা ভোজনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়া থাকে। সঞ্চানপক্ষিপরিপূর্ণ সঞ্চানকুণ্ড এবং বাজপক্ষি-পরিপূর্ণ, বাজকুণ্ডে পাপিগণ, নিরন্তর ঐ উভয়বিধ পক্ষীর দংশনে চীৎকার করিতেছে। ৪১—৫০। বজ্রকুণ্ড নরকের পরিমাণ চারিশত হস্ত; গাঢ় অন্ধকারময়,—ঐ স্থানে পাপিগণ নিরন্তর বজ্রদংষ্ট্র কীটগণের দংশনযন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া থাকে। বাপীদ্বয়পরিমিত তপ্তপাষাণকুণ্ড তপ্তপ্রস্তরবিনির্ম্মিত এবং প্রজ্বলিত অঙ্গারসম উজ্জ্বল; উহাতে পাপী সকল অতিশয় চঞ্চল হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণপাষাণকুণ্ড, ক্ষুরসদৃশ ধারবিশিষ্ট তীক্ষ্ণপাষাণখণ্ডে নির্ম্মিত; ঐ স্থানে পাপিগণ ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ ও রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া অবস্থান করে। লালাকুণ্ড নরক দুর্গন্ধ লালায় পরিপূর্ণ ও অতিশয় গভীর; উহার পরিমাণ একক্রোশ; উহাতে পাপী সকল মদীয় দূতগণের তাড়নায় ঐ লালা ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। মসীকুণ্ড নরক, অঞ্জনাকার তপ্ততোয়ে পরিপূর্ণ; তাহার পরিমাণ চারিশত হস্ত; তথায় পাপিগণ মদীয় দূতগণ কর্তৃক তাড়িত ও বিচলিত হইয়া অবস্থান করে। কুলালচক্রাকার চক্রকুণ্ড নিরন্তর ঘূর্ণ্যমান সুতীক্ষ্ণ ষোড়শার দণ্ডে সম্বদ্ধ; তত্রত্য পাপী সকলও ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। কন্দরাকারে নির্ম্মিত বক্রকুণ্ড, অতি বক্র ও নিম্ন; তাহার পরিমাণ চারিক্রোশ; তাহা তপ্ত উদক ও জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ; আর গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকায় অতি ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। মহাপাতকিগণ সে স্থানে জলজন্তু কর্তৃক ভক্ষিত ও বিচলিত হইয়া চীৎকার করিয়া থাকে। কূর্ম্মকুণ্ড, বিকৃতাকার সুদারুণ জলস্থ কোটি কোটি কচ্ছপগণে পরিবৃত; তত্রত্য পাপিগণ, সেই কচ্ছপসমূহ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করে। কৃমি ও চীৎকারকারী পাপিগণে পরিবৃত, ক্রোশ-পরিমিত জ্বালাকুণ্ড নরক জ্বালাসমূহবিশিষ্ট-তেজঃপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত। তপ্তভস্মান্বিত ক্রোশপরিমিত গভীর ভস্মকুণ্ড নরকে পাপিগণ, নিরন্তর বিচলিত হইয়া সেই তপ্ত ভস্ম ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। ৫১—৬১। দগ্ধকুণ্ড নরক তপ্তপাষাণ-লোষ্ট্রসমূহে পরিপূরিত; উহা অতিশয় গভীর ও অন্ধকারময়; ঐ স্থানে পাপিগণ, আমার দারুণ দূতগণ কর্তৃক তাড়িত, দগ্ধগাত্র ও শুষ্কতালু হইয়া অবস্থান করে; ঐ নরক ক্রোশপরিমিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উত্তপ্ত ঊর্ম্মিকুণ্ড নরক অতি ভয়ানক বলিয়া প্রসিদ্ধ; ঐ কুণ্ড, উত্তালতরঙ্গযুক্ত প্রতপ্তক্ষার-বারিপরিপূর্ণ এবং অতিগভীর ও অন্ধকারময়; উহার পরিমাণ চারিক্রোশ। ঐ স্থানে নানা প্রকার বিকট জলজন্তুগণ বিচরণ করিয়া থাকে; এবং পাপী সকল, সেই জন্তুসমূহের দংশনে বিচলিত হইয়া সরোদনে ক্ষারবারি পান করত অবস্থান করে; তাহারা পরস্পরকে দর্শন করিতে অসমর্থ। অসিপত্রনামক নরককুণ্ড, অতিভয়ানক গাঢ়-অন্ধকারাচ্ছন্ন, অতি গভীর এবং রক্তপায়ী কীটগণে সঙ্কুল; ঐ কুণ্ড, অসির ন্যায় ধারবিশিষ্ট পত্রসমূহে পরিপূর্ণ, তালবৃক্ষের অধোভাগে অবস্থিত; উহার পরিমাণ অর্দ্ধক্রোশ। ঐ নরক, উক্ত তালবৃক্ষের গলিত পত্রে এবং বৃক্ষাগ্র হইতে পতিত 'পরিত্রাহি' বলিয়া চীৎকারকারী পাপিগণের শোণিতে পরিপূর্ণ। ভয়ানক ক্ষুরধার নরক ক্ষুরসদৃশ অস্ত্রসমূহে সঙ্কুল, ও পাপিগণের রক্তে পরিপূর্ণ; উহার পরিমাণ চারিশত হস্ত। সূচীমুখ নরক, দ্বিশত-হস্ত-পরিমিত, ক্লেশপ্রদ এবং সূচীরাশিরূপ অস্ত্রসমূহে ও পাপীদিগের রক্তপুঞ্জে পরিপূর্ণ। ৬২—৭১। গোধামুখ নরকের আকার গোধানামক জন্তুবিশেষের মুখতুল্য; ঐ নরক, কূপসদৃশ গভীর ও অশীতিহস্তপরিমিত। চতুঃষষ্টিহস্তপরিমিত নক্রমুখ-নামক নরককুণ্ড, কূপের ন্যায় গভীর; উহার আকার নক্রের মুখতুল্য; ঐ কুণ্ড, নিরন্তর কীটগণ কর্তৃক ভক্ষিত বিনতবদন মহাপাপিগণের মহাক্লেশকর। গজদংশ-নামক নরককুণ্ড, চারিশতহস্তপরিমিত, গজেন্দ্রসমূহে পরিব্যাপ্ত, কুণ্ডাকৃতি এবং ঐ গজগণের দন্ততাড়িত কীটভক্ষিত আর্ত্তনাদকারী পাপিগণের রক্তে পরিপূর্ণ। পাপীদিগের দুঃখদায়ক গোমুখাকৃতি গোমুখ-নামক নরককুণ্ডের পরিমাণ বিংশত্যধিক শত হস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে! হেপতিব্রতে! কুম্ভীপাক নরকের আকার কুম্ভের তুল্য এবং পরিমাণ চারিক্রোশ; উহা অতিশয় ভয়ানক ও গাঢ়ান্ধকারে সমাচ্ছন্ন; ঐ নরক নিরন্তর কালচক্রে ভ্রমিত হইতেছে। উহা এরূপ গভীর ও বিস্তৃত যে, এককালে উহাতে লক্ষ পুরুষ অবস্থান করিতে পারে। ঐ নরকের কোন স্থানে তপ্ততৈলকুণ্ড, কোন স্থানে তপ্তলৌহাদিকুণ্ড ও কোন স্থানে তপ্ততাম্রাদিকুণ্ড অবস্থিত আছে। পাপিগণের মধ্যে মহাপাতকিগণই ঐ নরকে অবস্থান করে। তত্রত্য পাপী সকল পরস্পর

দর্শন করিতে অশক্ত; তাহারা আমার দূতগণের দণ্ড ও মুষলাঘাতে নিরন্তর চীৎকার করিয়া থাকে এবং কখন ঘূর্ণ্যমান কখন পতিত ও কখন মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হয়। কোন সময়ে তাহাদিগকে মদীয় দূতগণ অতি উচ্চ স্থান হইতে পাতিত করে। হে সুন্দরি! সমুদয় নরককুণ্ডে যত পাপী আছে, এক দুষ্কর ঐ কুম্ভীপাক নরকে তাহার চতুর্গুণ পাপী ভোগদেহ ধারণপূর্ব্বক সুচিরকাল অবস্থান করিয়া থাকে; ফলতঃ কুম্ভীপাক নরক সমুদয় নরককুণ্ড অপেক্ষা প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ৭২—৮৪। কালসূত্রনরক, উষ্ণোদকে পরিপূর্ণ; ঐ নরকে পাপী সকল, কালনির্ম্মিত সূত্রে নিবদ্ধ থাকে। পাপিগণ আমার দূতগণকর্ত্তৃক ক্ষণকাল উত্থাপিত ও ক্ষণকাল ঐ কুণ্ডের অভ্যন্তরে নিমজ্জিত হইয়া বহুকাল নিশ্বাস-বন্ধ-হেতু দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়াও জীবিত থাকে; কারণ ভোগদেহের ক্ষয় নাই; আবার তাহার উপর আমার দূতগণ, সেই ক্লিষ্ট পাতকিগণকে দণ্ডাঘাত ও মুষলাঘাত করিয়া থাকে। অবটোদ-নামক নরক-কুণ্ড কূপবিশেষের ন্যায়; উহাতে অতিশয় উষ্ণ জল নিরন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে, উহার পরিমাণ অশীতি হস্ত এবং ঐ নরক মদীয় দূতগণ-তাড়িত দগ্ধগাত্র পাতকিগণে সতত পরিব্যাপ্ত। পতিত হইবামাত্র যে নরকের জলস্পর্শে পাপিগণের সমুদয় রোগ অকস্মাৎ উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগের মর্ম্মভেদ করায় এবং পাপি-গণ নিরন্তর হাহাকার করে; সেই নরককেই সকলে অরুন্তুদ বলিয়া থাকে। পাংশুভোজ নরক, দগ্ধ দ্রব্য ও প্রজ্বলিত পাংশুরাশিতে সমাকীর্ণ। পাপি-গণ, সেই কুণ্ডে পাংশু ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। পাশবেষ্টন-নামক নরককুণ্ড, ক্রোশপরিমিত। পাপি-গণ, সেই স্থানে পতিত হইবামাত্র পাশ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকে। আর পাপী সকল যে নরকে পতিত হইয়াই শূলগ্রথিত হয় এবং যাহার পরিমাণ অশীতি হস্ত, সেই নরকের নাম শূলপ্রোত। হিমতোয়-পূর্ণ যে নরকে পতিত হইয়া পাপিগণ কম্পিত হয়, আর ক্রোশার্দ্ধ যাহার পরিমাণ, সেই নরকের নাম প্রকম্পন ৮৫—৯৫। উল্কামুখ নরক, অশীতিহস্তপরিমিত ও উল্কাসমূহে পরিপূর্ণ; আমার দূতগণ, ঐ নরকস্থ পাপীদিগের মুখে উল্কা প্রদান করিয়া থাকে। অন্ধ-কূপ নরক লক্ষপুরুষপরিমিত এবং চারিশত হস্ত গভীর ও নানা প্রকার ভয়ানক কীটগণে পরিপূর্ণ। ঐ নরকের আকার কূপসম বর্ত্তুল; উহা অতিশয় অন্ধ-কারে পরিব্যাপ্ত। তত্রত্য পাপিগণ সেই গাঢ়অন্ধকার-প্রভাবে কেহই কাহাকে দেখিতে পায় না, তপ্তো-দকে দগ্ধগাত্র ও কীটগণের দংশনে বিচলিত হইয়া থাকে। যে নরকে পাপী সকল নানা প্রকার শস্ত্র-সমূহে বিদ্ধ হয় ও যাহার পরিমাণ অশীতি হস্ত, সেই নরক বেধন বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। যে নরককুণ্ডে পাপিগণ আমার দূতগণকর্ত্তৃক দণ্ডদ্বারা তাড়িত হয় ও যাহার পরিমাণ চতুঃষষ্টি হস্ত, সেই কুণ্ড দণ্ড-তাড়ন নামে প্রসিদ্ধ। জালবন্ধ নরক, বিংশত্যধিক-শতহস্তপরিমিত। ঐ স্থানে পাপিগণ মীনসমূহের মহাজালে জড়িত হইয়া অবস্থান করে। দেহচূর্ণ নরক অন্ধকারময়; উহার পরিমাণ অশীতি হস্ত এবং গভীরতা কোটিপুরুষপরিমিত। ঐ কুণ্ডে পতিত হইবামাত্র পাপিগণের দেহ লৌহবেদীতে নিবদ্ধ হও-য়ায় চূর্ণ হইয়া থাকে; তখন তাহারা মূর্চ্ছিত ও জড়প্রায় হয়। ৯৬—১০৪। যে নরককুণ্ডে পাপিগণ, মদীয় দূতগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা মুষল দ্বারা দলিত হইয়া থাকে, সেই নরক দলন নামে প্রসিদ্ধ, উহার পরিমাণ চতুঃ-ষষ্টি হস্ত। যে নরকের আয়তন বিংশত্যধিক শতহস্ত ও গভীরতা শতপুরুষপরিমিত, যাহা গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, জলশূন্য ও প্রতপ্তবালুকাময়, যাহাতে পতিত হইবামাত্র পাপিগণের কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হয়, সেই নরক শোষক নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কষ-নামক নরককুণ্ড নানাপ্রকার চর্ম্মের কষায় জলে ও বিষ্ঠামূত্রে পরিপূর্ণ; পাপী সকল দুর্গন্ধযুক্ত নরকে ঐ বিষ্ঠামূত্র ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। সর্পমুখ নরক-কুণ্ড, তপ্তলৌহবালুকায় পরিপূর্ণ; ঐ কুণ্ড, অষ্ট-চত্বারিংশৎহস্তপরিমিত ও নিরন্তর পীতকীযুক্ত। হে সুন্দরি! অশীতিহস্তপরিমিত যে কুণ্ডের মুখদেশ, অভ্যন্তরস্থ অগ্নিশিখার জ্বালাসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং যাহাতে পাপিগণ, ঐ জ্বালাসমূহে দগ্ধগাত্র হইয়া নিরন্তর অতিশয় ক্লেশ ভোগ করে, সেই কুণ্ড জ্বালা-মুখ নামে প্রসিদ্ধ। জিহ্মকুণ্ডের পরিমাণ বাপীর অর্দ্ধাংশ; উহার অভ্যন্তরে তপ্ত ইষ্টকসমূহ অবস্থিত আছে। পাপিগণ উহাতে পতিত হইয়াই মূর্চ্ছিত ও জিহ্মিত অর্থাৎ বক্রীভূত হইয়া থাকে। যে নরক-কুণ্ডের পরিমাণ চারিশত হস্ত, যাহা নিরন্তর ধূমান্ধ-কারযুক্ত এবং পাপাত্মাগণ শ্বাসবদ্ধ ও ধূমান্ধ হইয়া যাহাতে অবস্থান করে, সেই নরক ধূমান্ধ নামে পরি-কীর্ত্তিত হইয়াছে। নাগবেষ্টন-নামক নরককুণ্ড, নাগগণে পরিপূর্ণ; তাহার পরিমাণ চারিশত হস্ত। ঐ কুণ্ডে পাপাত্মাগণ পতিত হইবামাত্র নাগগণে বেষ্টিত হয়। হে সাধ্বি! এই আমি তোমার নিকটে

ষড়শীতি কুণ্ড ও তাহাদিগের লক্ষণসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? । ১০৫—১১৫।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সাবিত্রী কহিলেন দেব! আমি আপনার প্রসাদে সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি ও সমস্তই লাভ করিয়াছি, আমার অবশিষ্ট প্রার্থনীয় বর আর কিছুই নাই; এক্ষণে কেবল সুদুর্লভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি আমাকে প্রদান করুন। হে বিভো! যাহা লক্ষ পুরুষের উদ্ধারের কারণ, যাহাদ্বারা নরকার্ণব হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় ও কর্ম্মবৃক্ষের ফলভোগী হইতে হয় না, যাহা সমুদয় অশুভের নিবারক ও সঞ্চিত পাপ-পুঞ্জের বিনাশকারী এবং মুক্তিরূপ সারবস্তুর কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তনরূপ ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। মুক্তি কয় প্রকার? তাহাদের লক্ষণই বা কি? হরিভক্তি ও মুক্তিতে প্রভেদ কি? নিষেকের কি লক্ষণ? হে বেদজ্ঞপ্রধান! বিধাতা স্ত্রীজাতিকে তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন করিয়াছেন, কিন্তু সেই সারভূত তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকার? তাহা প্রকাশ করুন। দেখুন, সমুদয় দান, অনশন, তীর্থস্নান, ব্রত ও তপস্যা ইহারা কেহই, অজ্ঞানীকে জ্ঞানদানের ষোড়শভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে। হে প্রভো! এজন্য যে মাতা, পিতা অপেক্ষাও শতগুণে গৌরবান্বিতা, সেই মাতা অপেক্ষাও জ্ঞানদাতা গুরু শতগুণে পূজ্য হইয়া থাকেন। ১—৭। যম কহিলেন, হে বৎসে! আমি পূর্ব্বে তোমাকে তোমার অভিলষিত সমস্ত বরই দান করিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি আমার বরে তোমার হরিভক্তি হউক। হে কল্যাণি! তুমি যে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, উহা বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতার কুলের উদ্ধারহেতুস্বরূপ! উহা, অনন্তদেব সহস্রবদনে, মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চমুখে এবং চতুর্ব্বেদপ্রণেতা জগতের বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে এবং সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুও নিজমুখে বর্ণন করিতে অসমর্থ। কার্ত্তিকেয় ছয়মুখেও নিশ্চয় এতদ্বর্ণনে অক্ষম। অধিক কি, যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু গণেশও শ্রীকৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তনে অসমর্থ। সমস্ত শাস্ত্রের প্রধান চারিবেদ ও বুধগণ যে গুণসমূহের কলামাত্রও বিদিত নহেন, সরস্বতী যত্নবতী হইয়াও যে গুণকীর্ত্তনে অসমর্থা, অধিক কি সনৎকুমার, ধর্ম্ম, সনক, সনাতন, সনন্দ, সূর্য্যদেব ও অন্যান্য ব্রহ্মার পুত্রগণ ইহারা বিচক্ষণ হইয়াও যাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ, অন্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরা যে তাহা প্রকাশ করিবে, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? অন্য ব্যক্তি বা আমাদিগের কথা কি,—সিদ্ধ মুনীন্দ্র ও যোগিগণও যে ভগবানের গুণবর্ণনে অক্ষম, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ নিরন্তর যাহার চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়াথাকেন, সেই ভগবানের গুণোৎকীর্ত্তন তাঁহার ভক্তগণেরই সাধ্য, অন্যের অসাধ্য। অপর কোন মাহাত্মা, যেরূপ তাঁহার কিঞ্চিৎ গুণোৎকীর্ত্তন বিদিত আছেন, বেদজ্ঞপ্রধান ব্রহ্মা, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক জ্ঞাত আছেন এবং জ্ঞানিগণের গুরু গণেশ তাঁহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত জানেন; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ শম্ভু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদিত আছেন। পূর্ব্বে গোলোকধামের অতি নির্জ্জন রমণীয় রাসমণ্ডলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দান করিয়া পরে কিঞ্চিৎ স্বগুণোৎকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, অনন্তর স্বয়ং শিব শিবলোকে ধর্ম্মের নিকটে তাহা প্রকাশ করেন। ৮—২১। হে সতি! পরে পুষ্করতীর্থে ধর্ম্মদেব, আমার পিতা ভাস্করের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলে, তিনি তপস্যাদ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়া আমাকে লাভ করেন। হে সুব্রতে! যখন আমি কোনপ্রকারে এই নিজাধিকার গ্রহণ না করিয়া বৈরাগ্যবশতঃ তপস্যার্থ গমনে উদ্যত হইয়াছিলাম, তখন পিতা যে প্রকারে সেই শ্রীকৃষ্ণের অতি দুজ্ঞের্য় গুণ আমার নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা অবিকল কহিতেছি শ্রবণ কর। ২২—২৫। হে বরাননে! অপরের কথা কি বলিব, আকাশ যেমন আপনার অন্ত আপনি জানে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং নিজগুণের সীমা বিদিত নহেন। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সকলের অন্তরাত্মা, সকলের কারণের কারণ, সকলের ঈশ্বর সকলের আদি, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বরূপধারী। সেই নিত্যানন্দ নিত্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ, নিরাকৃতি অথচ নিত্যদেহী; তিনি নিরঙ্কুশ, নিঃশঙ্ক, নির্গুণ ও নিরাশ্রয়। নির্লিপ্ত পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ, সকলের আধার ও সকলের সাক্ষী। প্রকৃতি তাঁহারই বিকার এবং প্রাকৃত যাবতীয় পদার্থই সেই প্রকৃতির বিকার। তিনি স্বয়ং পুরুষ, স্বয়ং প্রকৃতি এবং স্বয়ং প্রকৃতি হইতে অতীত; তিনি অরূপ হইয়াও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ রূপ ধারণ করিতেছেন। ঐ রূপ অতিশয় কমনীয় সুন্দর ও সুমনোহর; তিনি কিশোরবয়স্ক গোপবেশধারী; তাঁহার বর্ণ নূতন জলধরের ন্যায় শ্যাম। ২৬—৩০। সেই মনোহর রূপ

কোটি কন্দর্পের লাবণ্যলীলার আশ্রয়; তাঁহার লোচনদ্বয়, শরৎকালীন মধ্যাহ্নপদ্মের শোভাকেও পয়াজয় করিয়াছে। তাঁহার 'মুখকমল—শারদীয় কোটি পূর্ণ শশধরের শোভাকেও শোভাহীন করিয়াছে। তিনি অমূল্যরত্ননির্ম্মিত ভূষণসমূহে বিভূষিত। সেই ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মুখ-মণ্ডলে ঈষৎ হাস্য ও অঙ্গে অমূল্য পীতবস্ত্র থাকায়—তিনি পরম শোভিত হইয়াছেন। তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত ও সুখদৃশ্য; কেহই সেই রাধাকান্তের অন্ত পান নাই। চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান সস্মিত গোপিকাগণ নিরন্তর তাঁহাকে সন্দর্শন করিতেছেন। তিনি রাসমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী রত্নসিংহাসনে সমাসীন। সেই বিশুদ্ধ বনমালা-বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ, নিরন্তর বংশী বাদন করিতেছেন; তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ মণিতে সমধিক উজ্জ্বল এবং সমস্ত শরীর কুঙ্কুম, আবীর, কস্তূরী, ও চন্দনে চর্চ্চিত। সেই বঙ্কিমচূড়া-বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ সুচারু চম্পক পদ্ম ও মালতী-মালায় সুশোভিত। তাঁহার ভক্তগণ ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন।—যাঁহার ভয়ে জগতের বিধাতা সৃষ্টি বিধানপূর্ব্বক সমুদয় কর্ম্মী জীবগণের ফল লিখিয়া থাকেন এবং যাঁহার আজ্ঞায় সমুদয় কর্ম্ম ও তপস্যার ফল দান করেন, যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণু সকলের পালন ও কালাগ্নিরুদ্র সমস্ত বিশ্বের সংহারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, যাঁহার নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া স্বয়ং শিব মৃত্যুঞ্জয় ও জ্ঞানীদিগের গুরুরও গুরু, সিদ্ধেশ্বর, যোগীশ্বর, নিরন্তর পরমানন্দসম্পন্ন ভক্ত ও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছেন; যাঁহারই প্রসাদে পবনদেব শীঘ্রগামীদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়া নিরন্তর গমন করিতেছেন;—হে সতি! যাঁহার ভয়ে তপনদেব নিরন্তর জগতে তাপ দান করিতেছেন,—এবং যাঁহার আজ্ঞায় ইন্দ্র সময়ে বর্ষণ ও মৃত্যু প্রাণিগণে বিচরণ করিয়াথাকে, আর যাঁহার আজ্ঞায় বহ্নির দাহিকা শক্তি ও জলের শৈত্য হইয়াছে; যাঁহারই আজ্ঞায় ভীত হইয়া দিক্‌পালগণ দিক্ সকল রক্ষা করিতেছেন; যে পরমেশ্বরের ভয়ে রাশিচক্র ও গ্রহগণ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে এবং বৃক্ষ সকল ফলবন্ত ও পুষ্পবন্ত হইতেছে; যাঁহার ভয়ে ফল পক্ব ও তরু সকল ফলহীন হয়। যাঁহার আজ্ঞায় স্থলচর জলে ও জলচর স্থলে জীবনধারণে অসমর্থ; আমিও যাঁহার ভয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ন্তা হইয়াছি; যে জগদীশ্বরের আজ্ঞায় কাল নিরন্তর সঞ্চরণপূর্ব্বক সকলের সংহারে নিযুক্ত আছেন; যাঁহার ভয়ে কাল ও মৃত্যু কাহাকেই অকালে আক্রমণ করিতে পারে না, অধিক কি, জীবগণ প্রজ্বলিত অনলে পতিত, গভীর সাগরে বিমগ্ন, বৃক্ষের অগ্র হইতে বিচ্যুত এবং তীক্ষ্ণ খড়্গাধারে বা সর্পাদির মুখে পতিত, বিষম রণস্থলে শস্ত্রাস্ত্রবিদ্ধ হইলেও মৃত্যু যাঁহার ভয়ে তাহাদিগকে অকালে আক্রমণ করিতে অসমর্থ, কিন্তু যাঁহার ভয়ে বন্ধুবর্গকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া সচন্দন পুষ্পশয্যায় তন্ত্রমন্ত্রানুসারে শয়ান হইলেও কালপ্রাপ্ত জীবগণকে যাঁহার ভয়ে সেই কাল হরণ করিয়াথাকে। ৩১—৫০। যাঁহার আজ্ঞায় বায়ু তোয়রাশিকে, তোয় কূর্ম্মকে, কূর্ম্ম অনন্তকে, অনন্ত পৃথিবীকে ও পৃথিবী—সপ্ত সমুদ্র সপ্ত কুলপর্ব্বতের সহিত যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব ও নানা প্রকার রত্নসমূহ ধারণ করিতেছেন; যাঁহা হইতে সমুদয় ভূতগণ আবির্ভূত হইয়া আবার অন্তে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। দেবপরিমিত একসপ্ততি যুগ ইন্দ্রের পরমায়ু এইরূপ অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রের পতন হইলে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয়। সংখ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ, নিরূপণ করিয়াছেন, মনুষ্যের অষ্টাধিক পঞ্চশত ও পঞ্চবিংশতিসহস্র যুগ ইন্দ্রের পরমায়ু; পূর্ব্বোক্ত ঐরূপ ত্রিংশদ্দিনে ব্রহ্মার একমাস; ঐ প্রকার দুইমাসে এক ঋতু ও ছয় ঋতুতে এক বৎসর; এইরূপ শতবৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। এবং ব্রহ্মার আয়ুর শেষ হইলে সেই সর্ব্বময় হরিরও একবার নেত্রপলক পতিত হয়। তাঁহার চক্ষুর নিমীলনেই প্রাকৃতিক লয় হইয়া থাকে। ৫১—৫৭। ঐ প্রলয়সময়ে দেবাদি চরাচর সমুদয় প্রাকৃত পদার্থই, বিধাতায় লীন হইয়া থাকে, বিধাতাও শ্রীকৃষ্ণের নাভি-পঙ্কজে বিলীন হন। তখন, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও বৈকুণ্ঠবাসী চতুর্ভুজ কমলাপতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে বিলীন থাকেন। আর রুদ্র ও ভৈরব প্রভৃতি শিবের যাবতীয় অনুচরগণ, মঙ্গলাধার জ্ঞানানন্দময় সনাতন শিবে বিলীন হইয়া থাকেন। সেই জ্ঞানাধিষ্ঠাতা মহাদেব, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানে লীন হন। এই সমুদয় ব্যাপারে হরির ক্ষণকাল হয়। সেই সময়ে বিষ্ণুমায়া ভগবতী দুর্গাতে সমুদয় শক্তির বিলয় হয় এবং সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিতে লীনা হইয়া থাকেন। নারায়ণাংশ কার্ত্তিক তাঁহার বক্ষঃস্থলে এবং দেবগণের অধীশ্বর গণেশ বাহুতে লীন থাকেন। হে সুব্রতে! তৎকালে লক্ষ্মীর অংশসম্ভূত সমুদয় স্ত্রীগণ, লক্ষ্মীতে এবং সেই লক্ষ্মী, গোপিকাগণ ও সমস্ত দেববালা রাধিকাতে লীন থাকেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী

দেবী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণে, সাবিত্রী দেবী, বেদ-শাস্ত্র সকল—সরস্বতী দেবীতে, আর সরস্বতী দেবী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জিহ্বায় অবস্থান করেন। গোলোকের গোপগণ, তাঁহার লোমসমূহমধ্যে বিলীন হইয়া থাকেন। সকলের প্রাণবায়ু তাঁহার প্রাণে, হুতাশন জঠরাগ্নিতে, জল রসনাগ্রে বিলীন হয়। বৈষ্ণবগণ পরম আনন্দের সহিত ভক্তি-রস-রূপ পীযূষ পান করত তাঁহার চরণপদ্মে অবস্থান করেন। ৫৮—৬৮। তখন ক্ষুদ্র বিরাট্ মূর্ত্তি, সেই মহান্ শ্রীকৃষ্ণে লীন হন, নিখিল বিশ্ব তাঁহার লোমকূপ সকলের মধ্যে অবস্থিত; তাঁহার চক্ষুর্নিমেষে মহাপ্রলয় ও চক্ষুর উন্মীলনে পুনরায় সৃষ্টি হইয়া থাকে; পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যাবৎ সময় নিমেষকাল, উন্মীলনেও সেই সময়; সেই উন্মীলন কালই ব্রহ্মার পরমায়ু; এবং সেই শতাব্দমধ্যেই সৃষ্টি হইয়া থাকে ও পুনর্ব্বার লয় হয়। হে সুব্রতে। যেরূপ ধূলিরাশির সংখ্যা করা যায় না, তদ্রূপ ব্রহ্মার সৃষ্টি ও লয়ের সংখ্যা নাই; অতএব হে সাধ্বি। যে সর্ব্বান্তরাত্মা হরির ইচ্ছা ক্রমে চক্ষুর নিমেষে প্রলয় ও উন্মীলনে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হইতে পারে? হে বৎসে! আমি পিতার মুখে যে প্রকার হরি-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাই কীর্ত্তন করিলাম। আর মুক্তি, চারি প্রকার বলিয়া চারিবেদে কথিত হইয়াছে; কিন্তু সেই সমুদয় মুক্তি অপেক্ষা এক হরিভক্তিই প্রধান ও সর্ব্বাংশে গরীয়সী। ঐ চতুর্ব্বিধ মুক্তির মধ্যে এক মুক্তিতে হরির সালোক্য, অপর মুক্তিতে হরির সারূপ্য, অন্য মুক্তিতে সামীপ্য এবং অপর এক মুক্তিতে নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ এই চারি প্রকার মুক্তিই প্রার্থনা করেন না; তাঁহারা কেবল হরির সেবাদিই বাঞ্ছা করেন। ভক্তগণের সিদ্ধত্ব, অমরত্ব ও ব্রহ্মত্ব অবহেলায় লাভ হইতে পারে। তাঁহাদের জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভয় এবং শোকাদি সমুদয় বিনষ্ট হয়, তাঁহারা সেই সেবাবলে অনায়াসে দিব্যরূপ ধারণ ও নির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। বৎসে! এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিই সেবারহিত; কিন্তু ভক্তি—সেবা-বিবর্দ্ধিনী; ইহাই ভক্তি ও মুক্তির প্রভেদ। এক্ষণে নিষেকের লক্ষণ শ্রবণ কর। ৬৯—৭৮। বুধগণ, কৃতকর্ম্মের ভোগকেই নিষেক-শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কেবল এক শুভদ হরি-সেবাতেই তাহার খণ্ডন হয়। হে সাধ্বি! এই হরি-সেবনে আসক্তিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান এবং ইহাই লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যের মধ্যে সার পদার্থ; এই আমি তোমার নিকটে বিঘ্ননাশক ও শুভপ্রদ হরি-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। হে বৎসে! এক্ষণে তুমি সুখে গমন কর। সূর্য্যকুমার ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিয়া সাবিত্রীর পতির প্রাণদানপূর্ব্বক সাবিত্রীকে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সাবিত্রী, যমকে গমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার বিচ্ছেদ দুঃসহ জ্ঞানে চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! সাবিত্রীর রোদন দর্শনে কৃপানিধি যম, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন এবং স্বয়ংও নেত্রজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যম বলিলেন, হে শুভে! তুমি পুণ্যভূমি ভারতে লক্ষবর্ষ সুখ ভোগ করিয়া পরিণামে গোলোকধামে গমন করিবে। হে ভদ্রে! এক্ষণে স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক সাবিত্রীব্রত আচরণ কর। নারীগণ চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত এই ব্রতের অনুষ্ঠানে মোক্ষ লাভ করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শুভকর সাবিত্রীব্রত ও ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে মহালক্ষ্মীব্রত করিতে হয়। যে রমণী, ষোড়শ-বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর ঐ শুক্লাষ্টমী হইতে পক্ষান্ত-পর্য্যন্ত পরমভক্তি-সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন। যে রমণী, ধন ও সন্তান-কামনায় প্রতি মঙ্গলবারে দেবী মঙ্গল-চণ্ডিকাকে এবং প্রতি মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে মঙ্গল-দায়িকা ষষ্ঠীকে, আষাঢ় সংক্রান্তিতে সর্ব্বসিদ্ধিদা মনসা দেবীকে, কার্ত্তিক মাসের রাসের দিবসে কৃষ্ণের প্রাণাধিকা প্রিয়া রাধিকাকে, উপবাসপূর্ব্বক প্রতি মাসের শুক্লাষ্টমীতে দুর্গতিনাশিনী বরপ্রদা বিষ্ণুমায়া প্রকৃতি জগদম্বা ভগবতী দুর্গাকে পতিপুত্রবতী পতিব্রতা শুদ্ধা রমণীর উপরে বা প্রতিমাতে অথবা যন্ত্রে ভক্তি-পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি ইহলোকে সমস্ত সুখ উপভোগ করিয়া পরে শ্রীহরির স্থানে গমন করিতে পারেন। ৭৯—৯২। হে নারদ! ধর্ম্মরাজ, সাবিত্রীকে এই কথা বলিয়া স্বভবনে গমন করিলে সাবিত্রীও স্বামীর সহিত নিজালয়ে গমনপূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক কহিয়া পরে অন্যান্য বান্ধবগণকে বিদিত করিলেন। অনন্তর, ক্রমে সাবিত্রীর পিতা বরপ্রভাবে অভিলষিত পুত্র এবং তাঁহার শ্বশুর—চক্ষু ও রাজ্য আর আপনিও শত পুত্র লাভ করিলেন। সেই পতিব্রতা সাবিত্রী, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে শতবর্ষ সুখ ভোগ করিয়া অন্তে স্বামীর সহিত গোলোকে গমন করিয়াছিলেন। নারদ! সাবিত্রী

দেবী, সূর্য্যের ও মন্ত্র সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তিনি বেদের সাবিত্রী অর্থাৎ প্রসবকর্ত্রী বলিয়া সাবিত্রী নামে প্রসিদ্ধা। হে বৎস! এই আমি তোমার নিকটে সাবিত্রী দেবীর উৎকৃষ্ট উপাখ্যান ও জীবগণের কর্ম্মবিপাক কীর্ত্তন করিলাম; পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর? । ৯৩—৯৮।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ঈশ্বর! সাবিত্রী-যম-সংবাদ-প্রসঙ্গে আপনার মুখে নির্গুণ নিরাকার পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সুনির্ম্মল যশ ও মঙ্গলকর সত্য গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে লক্ষ্মীর উপাখ্যান শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছি। হে বেদজ্ঞপ্রধান! সেই লক্ষ্মী দেবী কি প্রকার? কোন্ ব্যক্তিই বা অগ্রে তাঁহার পূজা করেন? আর কেই বা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন?—প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে সৃষ্টির অগ্রে রাসমণ্ডলস্থ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাম ভাগ হইতে লক্ষ্মী দেবী উৎপন্না হন, তিনি অতিশয় সুন্দরী ও তপ্তকাঞ্চন-সবর্ণা; তাঁহার অঙ্গ সকল শীতকালে সুখজনক উষ্ণ ও গ্রীষ্মে সুখকর শীতল; তাঁহার কটিদেশ ক্ষীণ, স্তনদ্বয় কঠিন ও নিতম্ব অতি বিশাল; সেই স্থির-যৌবনাকে দর্শন করিলে দ্বাদশবর্ষীয়া বলিয়া বোধ হয়। সেই সুখদৃশ্যা মনোহর কামিনীর বর্ণের আভা শ্বেতচম্পকতুল্য; তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় কোটি পূর্ণচন্দ্রের প্রভাকেও লজ্জা দেয়। তাঁহার লোচনদ্বয়, শরৎকালীন মধ্যাহ্নের সুবিকসিত পদ্মকে তিরস্কার করে।—সেই দেবী উৎপন্না হইয়াই সহসা ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুইরূপে বিভক্তা হন। সেই উভয় মূর্ত্তিই, রূপে, বর্ণে, তেজে, বয়সে, প্রভায়, যশে, বস্ত্রে, আকারে, ভূষণে, গুণে, হাস্যে, দর্শনে, বাক্যে, গমনে, মধুর স্বরে, নীতিতে এবং অনুনয়ে—ঠিক সমান। তাঁহার বামাংশসম্ভূতা মূর্ত্তি লক্ষ্মী; দক্ষিণাংশ-জাতা রাধিকা। রাধিকা উৎপন্না হইয়াই অগ্রে সেই দ্বিভুজ পরাৎপরকে কামনা করেন, পরে মহালক্ষ্মীও সেই কমনীয় কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের অভিলাষ পূরণার্থে দুই রূপ ধারণ করিলেন। ১—১১। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশজ মূর্ত্তি দ্বিভুজ ও বামাংশজ মূর্ত্তি চতুর্ভুজ হইল; তখন দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ, চতুর্ভুজনারায়ণকে সেই মহালক্ষ্মী দান করেন। মহালক্ষ্মী দেবী, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সমুদয় বিশ্ব লক্ষ্য করেন, এবং তিনি দেবীগণের মধ্যে মহতী;—এইজন্য মহালক্ষ্মী নামে প্রসিদ্ধা হন। এই প্রকারে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকান্ত ও চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ গোপ-গোপিকাগণে পরিবৃত হইয়া গোলোকেই অবস্থান করিলেন, আর চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। কৃষ্ণ এবং নারায়ণ উভয়েই সর্ব্বাংশে তুল্য। অনন্তর, মহালক্ষ্মী যোগবলে নানা-রূপ ধারণ করিলেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠধামে পরিপূর্ণতম মহালক্ষ্মীর অধিষ্ঠান রহিল। তিনি, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ও সর্ব্ব-সৌভাগ্য-শালিনী; তিনি প্রেমে নারায়ণকে আবদ্ধ করিয়া সকল রমণীগণের প্রধানা হইলেন। সেই দেবী স্বর্গে—ইন্দ্রের সম্পত্তিরূপিণী স্বর্গলক্ষ্মীরূপে পাতালে ও মর্ত্ত্যে রাজগণের নিকট রাজলক্ষ্মীরূপে, সেই সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গলাই গৃহিগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে, কলাংশদ্বারা গৃহিণীও সম্পদ্‌রূপে, গোগণের প্রসূতি সুরভিরূপে, যজ্ঞকামিনী দক্ষিণারূপে, ক্ষীরোদসাগরের কন্যারূপে, পদ্মিনীতে শ্রীরূপে এবং চন্দ্র-সূর্য্যমণ্ডলে বিভূ-ষণে, রত্নে, ফলে, জলে, নৃপে, নৃপপত্নীতে, দিব্য স্ত্রীতে, গৃহে, সমস্ত শস্যে, বস্ত্রে, পরিষ্কৃত স্থানে, দেবপ্রতিমাতে, মঙ্গলঘটে, মাণিক্যে, মুক্তাতে, মাল্যে, মণিশ্রেষ্ঠ, হীরকে, ক্ষীরে চন্দনে, রমণীয় বৃক্ষ-শাখায় ও নূতন মেঘে শোভারূপে অবস্থান করিতেছেন। ১২—২৪। প্রথমে বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণ, দ্বিতীয়বারে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মা, তৃতীয়বারে শঙ্করকর্ত্তৃক সেই দেবী পূজিতা হন। হে মুনে! পরে ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণু, ভারতে স্বায়ম্ভুব মনু, মানবেন্দ্রগণ, ঋষীন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, সাধুগৃহিগণ, গন্ধর্ব্বাদি সকলে এবং পাতালে নাগগণ যথাক্রমে তাঁহার পূজা করেন। হে নারদ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা, ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী হইতে সমস্ত পক্ষ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করেন, সেই অবধি ত্রিলোকমধ্যে তাহাই প্রচলিত আছে। চৈত্র পৌষ ও ভাদ্রমাসে, শুদ্ধ মঙ্গলজনক দিনে, বিষ্ণু—তাঁহার পূজা নির্ম্মাণ করেন, পরে ত্রিলোকবাসী সেইরূপ পূজা করিয়া থাকে। মনু, বর্ষান্তে পৌষমাসের সংক্রান্তি দিনে প্রাঙ্গণমধ্যে আবাহনপূর্ব্বক সেই দেবীর পূজা করেন, তাহা ভুবন-ত্রয়ে প্রচলিত হইয়াছে। পরে রাজেন্দ্র, মঙ্গল, কেদার, মহাবীর বলদেব, সুবল, উত্তানপাদতনয় ধ্রুব, ইন্দ্র, বলিরাজ, কশ্যপ, দক্ষ, মনু, সূর্য্য, প্রিয়ব্রত, চন্দ্র, কুবের, বায়ু, যম, বহ্নি ও বরুণ তাঁহাকে পূজা করেন এইরূপে সেই সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী সকল ঐশ্বর্য্যের

অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বজনকর্তৃক বন্দিতা ও পূজিতা হইতেছেন। ২৫—৩৪।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ! বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী সনাতনী নারায়ণপ্রিয়া সেই মহালক্ষ্মী দেবী, পৃথিবীতে সিন্ধুকন্যারূপে কিপ্রকারে উৎপন্না হন? তাঁহার ধ্যান কবচ পূজাবিধিই বা কিরূপ এবং কোন্ ব্যক্তি অগ্রে তাঁহার স্তব করেন? এই সমস্ত আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! পূর্ব্বে দুর্ব্বাসামুনির অভিসম্পাতে দেবরাজ, দেবসমূহ ও মর্ত্ত্যবাসী সকলে শ্রীভ্রষ্ট হইলে লক্ষ্মীদেবী রুষ্টা হইয়া পরমদুঃখিতান্তঃকরণে স্বর্গাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া মহালক্ষ্মীতে লীনা হন। তখন দুঃখিত দেবগণ, শোকসন্তপ্তহৃদয়ে ব্রহ্ম-সভায় গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে অগ্রসর করত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া পরাৎপর নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন; সেই সময় অতিশয় কাতরতানিবন্ধন তাঁহাদিগের কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়াছিল। তখন ইন্দ্রের সম্পৎস্বরূপিণী লক্ষ্মী, নারায়ণের আজ্ঞায় নিজাংশদ্বারা সিন্ধুকন্যারূপে উৎপন্না হইলেন। পরে দেবগণ, দৈত্যগণের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করিয়া সেই দেবীর সন্দর্শনলাভ ও তাঁহা হইতে বরলাভ করেন। তিনি সন্তুষ্টা হইয়া প্রসন্নবদনে দেবগণপ্রভৃতিকে বর দানপূর্ব্বক ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে অপর বর দান করেন। দেবগণও তাঁহাকে পূজা ও স্তব করিয়া তাঁহার বরে অসুরগ্রস্ত রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। ১—১১। নারদ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ দুর্ব্বাসা, ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন পুরন্দরকে কিদোষে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন? দেবগণ প্রভৃতি কিপ্রকারেই বা সমুদ্র মন্থন করেন? কি প্রকার স্তবে, সেই লক্ষ্মী দেবী ইন্দ্রকে দর্শনদান করিয়াছিলেন? হে প্রভো! আর তাঁহাদের পরস্পরই বা কিপ্রকার কথোপকথন হইয়াছিল? প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! একদা ত্রৈলোক্যাধিপতি ইন্দ্র, মধুপানে প্রমত্ত ও কামার্ত্ত হইয়া নির্জ্জনপ্রদেশে রম্ভার সহিত ক্রীড়া করেন, পরে তাঁহার সহিত ক্রীড়ান্তে কামুকী রম্ভাকর্তৃক বিমোহিত হইয়া কামোন্মথিতচিত্তে মহারণ্যমধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমন সময় ইন্দ্র, ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত ঋষিপুঙ্গব দুর্ব্বাসাকে, বৈকুণ্ঠ হইতে কৈলাস-শিখরে গমন করিতে দেখিতে পাইলেন। সেই প্রভুর গ্রীষ্মকালীন সহস্র মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের ন্যায় দেহ-প্রভা; তিনি, প্রতপ্তসুবর্ণসদৃশ জটাভারে সুশোভিত এবং শুক্লবর্ণ যজ্ঞোপবীত, চীর, দণ্ড, কমণ্ডলু ও অতি উজ্জ্বল চন্দ্রাকার তিলক ধারণ করিয়াছেন; বেদবেদাঙ্গপারগ লক্ষ শিষ্য, তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতেছে;—তখন পুরন্দর তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শিষ্যবর্গকে সানন্দে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিলে, মুনিবর শিষ্যগণের সহিত তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বিষ্ণুদত্ত সুমনোহর পারিজাতপুষ্প তাঁহাকে অর্পণ করিলেন, ঐ পুষ্প,—জরা-মৃত্যু-রোগ শোক-নিবারক; অধিক কি উহাতে মোক্ষপর্য্যন্তও লাভ হইয়াথাকে। ১২—২২। রাজসম্পদে প্রমত্ত ইন্দ্র, সেই পুষ্প গ্রহণ করিয়া অনবধানতাবশতঃ হস্তীর মস্তকোপরি স্থাপন করিলেন। সেই হস্তী, তাহার স্পর্শমাত্রে রূপ, গুণ, তেজ, বয়ঃক্রম ও কান্তিতে, বিষ্ণুর তুল্য হইল। হে মুনে! তখন সেই গজেন্দ্র, নিঃশঙ্ক হইয়া ঘোরকাননমধ্যে প্রবেশ করিল; মহেন্দ্র, কোন প্রকারেই তাহাকে নিজ সামর্থ্যে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে মুনিবর দুর্ব্বাসা, ইন্দ্রকে সেই পুষ্প ত্যাগ করিতে দেখিয়া মহাক্রোধে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—অভিসম্পাত করিলেন, অরে! তুই ঐশ্বর্য্য-প্রমত্ত হইয়া অহঙ্কারে মদ্দত্ত পুষ্প হস্তীর মস্তকে অর্পণপূর্ব্বক কিজন্য আমার অবমাননা করিলি? বিষ্ণুর নিবেদিত পুষ্প, নৈবেদ্য, ফল বা জল প্রাপ্তিমাত্রে ভোজন করা কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি, তাহা ত্যাগ করে সে ব্রহ্মহত্যাকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভাগ্যবলে উপস্থিত শুভজনক বিষ্ণুনৈবেদ্য ত্যাগ করে, সে শ্রীভ্রষ্ট, বুদ্ধিভ্রষ্ট ও জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, বিষ্ণুনিবেদিত বস্তু ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকে, সে শতপুরুষকে উদ্ধার করিয়া স্বয়ং জীবন্মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি, প্রত্যহ বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোজন করে, বা তাঁহাকে প্রণাম অথবা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা কিংবা স্তব পাঠ করে, সেও বিষ্ণুর সদৃশ হইয়া থাকে। ২৩—৩১। মূঢ়! অধিক কি, তাহার গাত্রীয় বায়ুস্পর্শে তীর্থ সকলও সদ্য শুদ্ধি লাভ করে ও পদরজঃস্পর্শে বসুন্ধরাও তৎক্ষণাৎ পূতা হন। পুংশ্চলীর অন্ন, অবীরার অন্ন, শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন, হরির অনিবেদিত বস্তু, অভক্ষ্য বৃথামাংস, শিবলিঙ্গোদ্দেশে প্রদত্তান্ন, শূদ্রজাতির অন্ন, চিকিৎসক ব্রাহ্মণের অন্ন, দেবলান্ন, কন্যাবিক্রয়কারীর

অন্ন, যোনিজীবীর অন্ন, অনুক্ষান্ন, পর্য্যুষিতান্ন, ভক্ষ্যাবশিষ্ট যে কোন বস্তু, শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণের অন্ন, বৃষবাহক দ্বিজের অন্ন, অদীক্ষিত দ্বিজের অন্ন, শবদাহীর অন্ন, অগম্যাগামী দ্বিজগণের অন্ন, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতীর অন্ন এবং মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজনে যে পাপ হয়, এক বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। বিষ্ণুসেবী ব্যক্তি, স্ববংশের কোটিপুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে; আর হরিভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ আপনাকেও রক্ষা করিতে অক্ষম হয়। যদি কেহ, অজ্ঞানেও বিষ্ণুনির্ম্মাল্য গ্রহণ করে, সেও সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, এবিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই। জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে বিষ্ণুনৈবেদ্য গ্রহণ করিলে ত নিঃসন্দেহ কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যেহেতু তুমি গর্ব্ববশতঃ মদত্ত পুষ্প হস্তীর মস্তকে স্থাপিত করিয়াছ, সেই হেতু লক্ষ্মী তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। আমি নারায়ণের ভক্ত, আমি মহেশ্বর, বিধাতা, কাল, মৃত্যু ও জরাকেও ভয় করি না; অন্য আর কে আমার নিকটে গণনীয় হইতে পারে? তোমার পিতা প্রজাপতি কশ্যপ ও তোমার গুরু বৃহস্পতিই বা আমার কি করিতে পারেন? আমি হরির কৃপায় নিঃশঙ্ক। ৩২—৪৪। আরও আমি বলিতেছি, ঐ পুষ্প যাহার মস্তকে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহারই সর্ব্বাগ্রে পূজা হওয়া কর্ত্তব্য; এজন্য শিবের শিশু সন্তানের মস্তক ছিন্ন হইলে ঐ হস্তীর মস্তক তাহাতে যোজিত হইবে। মহেন্দ্র এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকার্ত্ত ও ভয়ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার চরণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৪৫—৭৮। হে প্রভো। আমি যেরূপ প্রমত্তের কার্য্য করিয়াছি, আপনিও তাহার সমুচিত শাপ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে এই প্রার্থনা,—আপনি যখন আমার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিলেন, তখন আমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞান দান করুন। প্রভো! ঐশ্বর্য্যই—বিপদের নিদান, জ্ঞানের আবরণ, মুক্তিমার্গের অর্গল, দৃঢ় হরিভক্তির বিঘ্নকারক এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক ও ভয়ের অঙ্কুরস্বরূপ। যে ব্যক্তি, সম্পত্তিরূপ তিমির দ্বারা অন্ধ, সে কখনই মুক্তিমার্গ দর্শন করিতে পারে না। হে মুনে! বরং সুরামত্তের চেতনা থাকে, কিন্তু সম্পত্তিতে মত্ত হইলে অতি মূঢ় হইয়া পড়ে; দেখুন সম্পত্তিমদে মত্ত ব্যক্তি, বান্ধবগণের সহবাসী হইলেও তাহাদিগের দ্বেষক হইয়া থাকে। সম্পত্তিমদে প্রমত্ত, বিষয়ান্ধ, বিহ্বল মহাকামী ব্যক্তি—রজোগুণের আধার; সে কখন সত্ত্বমার্গ দর্শন করিতে পায় না। ঐ বিষয়ান্ধ ব্যক্তি আবার রাজস ও তামস ভেদে দুই প্রকার; যে ব্যক্তি, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য সে তামস ও যে শাস্ত্রজ্ঞ সে রাজস। হে মুনিপুঙ্গব! শাস্ত্রেরও দুইপ্রকার পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এক পথ প্রবৃত্তিকারণ; অপর পথ নিবৃত্তিকারণ। জীবগণ, প্রথমেই দুঃখের হেতুভূত প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে, ঐ পথ প্রথমে স্বচ্ছন্দতাময় প্রসন্নতাময় ও বিরোধশূন্য বলিয়া বোধ হয়; তাহারা আপাততঃ মধুলোভে অশেষ-ক্লেশ-সময়েও আপনাকে সুখী জ্ঞান করে কিন্তু উহা যে পরিণামে নাশের কারণ ও জন্মমৃত্যুজরাদি দুঃখের আকর—তাহা বিবেচনা করিতে পারে না। জীবগণ, অনেক জন্ম পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মবিহিত নানা যোনিতে সানন্দে ভ্রমণ করিয়া পরে শতসহস্রের মধ্যে একজন বা শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে ভবসিন্ধু পারের কারণ সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকে। ৪৯—৫৭। যখন সাধুসঙ্গরূপ দীপশিখায় মুক্তিমার্গ দেখিতে পায়, তখনই সেই জীব, বন্ধন মোচনার্থ যত্নবান্ হইয়া থাকে। পরে অনেক জন্ম—যোগ, তপস্যা ও অনশনাদি করিয়া বিঘ্নশূন্য উৎকৃষ্ট সুখপ্রদ মুক্তিমার্গ লাভ করে। হে প্রভো! আমি অন্যান্য কথার প্রসঙ্গাবসরে গুরুমুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু নানা জঞ্জালজালে জড়িত বলিয়া অন্য কাহাকেই এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। ভগবন্! এক্ষণে বিধাতা আমাকে বিপত্তিকালে জ্ঞানসাগরকে সমীপে দান করিয়াছেন! আমার এই বিপদ্, নিস্তারকারিণী সম্পদ্ বলিয়া বোধ হইতেছে। হে জ্ঞানসিন্ধো! হে দীনবন্ধো! হে দয়ানিধে! আমি অতি দীন; সম্প্রতি ভবনিস্তারকারক কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট জ্ঞান আমাকে দান করুন। জ্ঞানীদিগের গুরু সনাতন দুর্ব্বাসা, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে অতি সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যপূর্ব্বক জ্ঞানমার্গ কহিতে লাগিলেন, মহেন্দ্র! অতি আনন্দের বিষয় যে, তুমি মঙ্গলজনক ইষ্টমার্গ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছ, উহা আপাততঃ দুঃখের কারণ হইলেও পরিণামে সুখাবহ। ঐ পথ অবলম্বন করিলে গর্ভযন্ত্রণা বা পীড়ার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না এবং অনায়াসে দুষ্পার অসার দুর্ব্বার সংসাররূপ পারাবার হইতে নিস্তার লাভ করা যায়। উহা, কর্ম্মরূপ বৃক্ষের অঙ্কুরচ্ছেদের কারণ ও সমুদয় অশুভ হইতে নিস্তারকারী। সমস্ত মার্গের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানমার্গ হইতেই সন্তোষসন্ততি লাভ হইয়াথাকে। দান, তপস্যা বা অনশনাদিব্রতরূপ যাবতীয় কর্ম্মে জীব-

গণের স্বর্গভোগাদি সুখ লাভ হয়। কিন্তু সে সুখ— অনিত্য বলিয়া জ্ঞানিগণ, যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বকাম্যকর্ম্মের মূলোচ্ছেদন করিয়া প্রকৃত সুখের জন্য জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন। এক্ষণে আমি যে এই মোক্ষের কারণ জ্ঞানমার্গ বলিতেছি, সঙ্কল্পাভাবই তাহার প্রাপক। জীব সকল, অসঙ্কল্পিত যে সাত্ত্বিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইয়াথাকে। সংসারিগণের ইহাই নির্ব্বাণ-মোক্ষের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু বৈষ্ণবগণ, নির্ব্বাণ মোক্ষে কৃষ্ণ-সেবা-বিরহে কাতর হইয়া তাহা ইচ্ছা করেন না। ৫৮—৭০। তাহারা উত্তম দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক গোলোকে বা বৈকুণ্ঠে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করেন। হে শক্র! স্বকুলের উদ্ধারকারী জীবন্মুক্ত বৈষ্ণবগণ, কেবল হরিসেবাদিরূপ মুক্তিই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হরির স্মরণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, পাদসেবন, বন্দন, স্তবপাঠ, ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য তদীয় নৈবেদ্য ভোজন, চরণোদক পান, ও উৎকৃষ্ট তদীয় মন্ত্রজপ—ইহাই সকলের ঈপ্সিত ও নিস্তার-কারণ। স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় আমাকে এই মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান দান করিয়াছেন, আমি তাঁহার শিষ্য এবং তাঁহারই প্রসাদে সর্ব্বত্র শঙ্কাহীন। যে ব্যক্তি, ত্রিলোক-দুর্লভ হরি-ভক্তি দান করেন, তিনিই জন্মদাতা, তিনিই গুরু, তিনিই বন্ধু এবং তিনিই সাধুগণের শ্রেষ্ঠ। আর যিনি, কৃষ্ণসেবা ভিন্ন অন্য পথ দর্শন করান, তিনি নিশ্চয় তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার বধের ভাগী হইয়া থাকেন। যাঁহারা নিরন্তর মঙ্গলকর শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করেন, তাঁহাদিগের নিত্যই মঙ্গল বৃদ্ধি হয় এবং আয়ুর ক্ষয় হয় না। গরুড় দর্শনে উরগগণের ন্যায় তাঁহাদের দর্শনে কাল, মৃত্যু, রোগ, সন্তাপ ও শোক দূরে পলায়ন করে। কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক—ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল হইলেও ব্রহ্মলোক উল্লঙ্ঘন করিয়া উত্তম গোলোকধামে গমন করিয়াথাকেন। সেই পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক মধুপর্কাদিদ্বারা পূজিত ও দেবগণ সিদ্ধগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়াথাকেন। ৭১—৮১। মহাদেব, এই শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবাকেই জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, তপঃশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানশ্রেষ্ঠ, যোগশ্রেষ্ঠ ও পরম-মঙ্গলজনক বলিয়া আমার নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই স্বপ্নবৎ মিথ্যা; কেবল সেই প্রকৃতি হইতে অতীত পরব্রহ্ম রাধাকান্তই সত্য; তুমি তাঁহাকে ভজনা কর। তিনি, সকলের সার। তিনিই নিরতিশয় সুখ, ভক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি যোগ ও সমুদয় সম্পদের প্রদান কর্ত্তা। যোগী বল, সিদ্ধ বল, যতি বল, বা তপস্বীই বল—সকলকেই কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়, কেবল নারায়ণ-সেবককে তাহা করিতে হয় না। প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় হরিসেবকের স্পর্শমাত্রে সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়াথাকে। তাহার দর্শনমাত্রে দূর হইতে যমদূত সকল, যেমন ভয়কম্পিত কলেবরে পলায়ন করে, সেইরূপ সমুদয় রোগ পাপ এবং ভয়ও পলায়ন করিয়া থাকে। জীব, যাবৎকাল গুরুমুখ হইতে কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত না হয়, তাবৎকালই বিধাতার কারাগারস্বরূপ সংসারে নিবদ্ধ থাকে। হে পুরন্দর! কৃষ্ণমন্ত্র, কৃতকর্ম্মের ভোগরূপ শৃঙ্খলের উচ্ছেদের হেতু, মায়াজাল ও মায়াপাশের ছেদনকারী, গোলোকমার্গের সোপান ও নিস্তারের মূল কারণ। উহা ভক্তির অঙ্কুরস্বরূপ এবং উহাই নিত্য উন্নতিশীল ও অবিনশ্বর। উহা যে সমুদয় তপস্যা, যোগ, সিদ্ধি, বেদপাঠ, ব্রতাদি, দান, তীর্থস্নান, যজ্ঞাদি এবং পূজা ও উপবাসের সার তাহার আর সংশয় নাই, এই কথা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৮২—৯২। হরি-পরায়ণ ব্যক্তি, নিজ ভক্তিবলে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ মাত্রে পিতৃকুলের উর্দ্ধতন ও অধস্তন লক্ষ পুরুষ, মাতামহকুলের ঐরূপ শত পুরুষ এবং পিতা, মাতা, গুরু, সহোদর, স্ত্রী, বন্ধু, শিষ্য, ভৃত্য, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, কন্যা, দৌহিত্র, সতীর্থ, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। অধিক কি মানবগণ, কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ মাত্রে জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে; তাহার স্পর্শে তীর্থসমূহ ও বসুন্ধরা পূতা হন। মানব, পুণ্য শেষ হইলে অনেক জন্ম পর্য্যন্ত দীক্ষাহীন হইয়া ভ্রমণ করত পরিশেষে অন্য দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। পরে সপ্তজন্ম স্বকর্ম্মবশতঃ উপদেবতার সেবা করিয়া শেষে সমুদয় কর্ম্মের সাক্ষী সূর্য্যদেবের মন্ত্র লাভ করে। অনন্তর জন্মত্রয় ভাস্করের সেবায় শুচি হইয়া সর্ব্ববিঘ্ননিবারক গণেশ-মন্ত্র লাভ করিয়া থাকে। ঐ মানব জন্মত্রয় গণেশের সেবায় বিঘ্নশূন্য হয় এবং বিঘ্নেশ্বর গণেশের প্রসাদে দিব্য জ্ঞান লাভ করে। তখন সেই মহামতি মানব জ্ঞানময় প্রদীপে অজ্ঞানরূপ গাঢ় অন্ধকার বিনাশ করিয়া সম্যক্ আলোচনাপূর্ব্বক মহামায়াকে ভজনা করিয়া থাকে। ৯৩—১০১। সেই বিষ্ণুমায়া প্রকৃতি দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, সিদ্ধিদা সিদ্ধিরূপা, পরমা ও সিদ্ধযোগিনী; তিনি বাণীরূপা; তিনিই পদ্মা, তিনিই ভদ্রা, তিনিই কৃষ্ণপ্রিয়াত্মিকা; সেই নানারূপা ভগবতীকে শতজন্ম সেবা করিয়া তাঁহার প্রসাদে জ্ঞানা নন্দ জ্ঞানানন্দ লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর যিনি,

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানাধিদেব, মহাজ্ঞানস্বরূপ ও সনাতন; যিনি মঙ্গলস্বরূপ মঙ্গলপ্রদ; মঙ্গলের কারণ এবং পরম আনন্দস্বরূপ; যাঁহা হইতে সমুদয় সম্পত্তি সুখ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করা যায়; অধিক কি যিনি অবলীলাক্রমে দীর্ঘায়ু অমরত্ব, ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব ও রাজেন্দ্রত্ব দান করিতে শক্ত;—সেই জ্ঞান ও হরিভক্তিপ্রদ আশুতোষকে জন্মত্রয় আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রাসাদে ও তাঁহার বরে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। তখন সেই তত্ত্ববিৎ মানব, সুপ্রদীপ্ত নির্ম্মল জ্ঞানময়দীপ-প্রভায় ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারে। ১০২—১০৯। তখন সেই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ, নিশ্চয় দয়ানিধি মহাত্মা বরপ্রদ শঙ্করের প্রসাদে ও বরে হরিভক্তি লাভ করিয়া সারাৎসার পরাৎপর নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াথাকেন এবং ভারতে যে দেহে হরিমন্ত্র লাভ করেন, সেই দেহ অবধি পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক হরিস্থান গোলোকে বা বৈকুণ্ঠে হরির দাস্য করিয়া থাকেন। ইন্দ্র! তখন তিনি মোহাদিশূন্য ও পরমানন্দযুক্ত হইয়া থাকেন; তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মাতার স্তন্য দুগ্ধ পান করিতে হয় না। কারণ, স্বধর্ম্মাশ্রিত বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক, গঙ্গাদিতীর্থ-সেবী ও সন্ন্যাসীদিগের পুনর্ব্বার জন্ম নাই। তীর্থে সমস্ত পাপকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য হরিভজনাই তীর্থসেবীদিগের স্বধর্ম্ম বলিয়া বিধাতা নিরূপণ করিয়াছেন। প্রত্যহ হরির নাম ও মন্ত্রের জপ, তাঁহার সেবাদিকার্য্যে তৎপরতা, তদুদ্দেশে ব্রতাচরণ এবং উপবাসাদিতে অভিরুচি ইহাই বিষ্ণুসেবীদিগের স্বধর্ম্ম। উত্তম অন্নে, কুৎসিত অন্নে এবং লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে যাহার সমান জ্ঞান, তিনিই সন্ন্যাসী বলিয়া কীর্ত্তিত হন। সন্ন্যাসী ব্যক্তি, দণ্ড কমণ্ডলু ও রক্তবস্ত্র ধারণপূর্ব্বক এক স্থানে অবস্থিতি না করিয়া নিত্য প্রবাস করিবেন। যিনি লোভাদি-পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধাচারযুক্ত ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন ও কাহার নিকটে কিছুমাত্র যাচ্ঞা না করেন তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা যায়। যিনি মৌনী, ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন ও সম্ভাষণ-আলাপাদি-বর্জ্জিত, যিনি সমস্তই ব্রহ্মময় জ্ঞান করেন, তিনি সন্ন্যাসী। ১১০—১২০। সন্ন্যাসী ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমানবুদ্ধি হইবেন; তাঁহার হিংসা, মায়া, ক্রোধ ও অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী ব্যাপারী বা আশ্রমী হইবেন না; যিনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর নারায়ণের ধ্যানেই নিরত থাকিবেন। যিনি মিষ্টই হউক আর অমিষ্টই হউক—অপ্রার্থনীয় উপস্থিত বস্তুই ভোজন করেন, ও ভোজনার্থ কাহারও নিকটে প্রার্থনা করেন না, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা যায়। যিনি স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন বা তাহাদের সমীপে অবস্থান করেন না, অধিক কি যিনি কাষ্ঠময়ী স্ত্রীমূর্ত্তিও স্পর্শ করেন না, তিনিই সন্ন্যাসী;—স্বয়ং ব্রহ্মা সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। ইহার অন্যথা করিলে জন্ম মৃত্যু ও যমভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই জন্মদুঃখ ও যমযন্ত্রণা জীবগণের পক্ষে অতিশয় ভয়ঙ্কর। হে ইন্দ্র! প্রাণিগণ, দেবযোনি বা শূকরযোনিই প্রাপ্ত হউন, গর্ভবাসে সকলকেই সমান দুঃখ ভোগ করিতে হয়; এইরূপ ক্ষুদ্র জন্তু বা পশ্বাদি-যোনিতেও সমান দুঃখ। প্রাণী সকল বিষ্ণুমায়ায় গর্ভবাস-সময়ে সমুদয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মরণ করিতে পারে, পরে গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় বিষ্ণুমায়ায় সকল বিস্মৃত হইয়া, কি দেবতা কি কীট সকলেই আত্মদেহরক্ষণে যত্নবান্ হয়। যোনিমধ্যে পুরুষের শুক্র পতিত হইবামাত্র শুক্রশোণিতে মিলন হয়; শোণিত অধিক হইলে মাতৃআকার ও শুক্র অধিক হইলে উৎপন্ন জীব পিতার আকার প্রাপ্ত হয়। যুগ্মদিন ও রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতিবারে শুক্রশোণিতের যোগ হইলে পুত্র আর অযুগ্মদিনে বা অন্যান্য বারে হইলে কন্যা হইয়া থাকে। ১২১—১৩০। যাহার প্রথম প্রহরে জন্ম হয়, সে অল্পায়, দ্বিতীয় প্রহরে হইলে মধ্যায়ু, তৃতীয় প্রহরে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু, আর চতুর্থ প্রহরে যাহার জন্ম, সে লক্ষণানুরূপ সম্পূর্ণ দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে; আর সকলেই পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে সুখী বা দুঃখী হয়। যাদৃশ ক্ষণে জন্ম, প্রসবও তাদৃশক্ষণে হইয়া থাকে, এজন্য বিচক্ষণগণ, প্রসবক্ষণের বিচার করেন। এক রাত্রিতে শুক্রশোণিত পরস্পর মিশ্রিত হইয়া পরে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয় ও সপ্তম দিনে বদরাকার এবং এক মাসে গণ্ডতুল্য হইয়া থাকে। অনন্তর তৃতীয় মাসে হস্তপদাদিশূন্য মাংসপিণ্ডের সমান হইয়া পঞ্চম মাসে উহা সর্ব্বাবয়বযুক্ত দেহী হয়। তৎপরে ষষ্ঠ মাসে সেই দেহে জীবসঞ্চার হইলে, সেই দেহী তখন সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারে এবং পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অল্প স্থানে স্থিতিনিবন্ধন অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ১৩১—১৩৬। জীবগণ মাতৃগর্ভমধ্যে অতি অপবিত্র স্থানে অবস্থান করত মাতৃভুক্ত অন্নজলাদির অবশিষ্ট অংশ ভোজন করে এবং কঠোরজননী-জঠর নিবাসজন্য যাতনায় হাহাকারশব্দে পরাৎপর পরমেশ্বর হরিকে চিন্তা করে। এইরূপে চারিমাস পর্য্যন্ত বিষম

যন্ত্রণা অনুভব করত প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, প্রসব-বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। এই প্রকারে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র চক্রী ভগবানের মায়াচক্রে জন্মান্তরীয়ভাব বিস্মরণ হেতু দিক্, দেশ, কালাদি দৈহিক ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ হইয়া মল-মূত্রাদিযুক্ত অঙ্গে শৈশব অতিবাহিত করে। সেই শৈশবকালে অসামর্থ্য-হেতু শোণিতভোজী মশকাদি নিবারণে অক্ষম, পরাধীন জীব—কীটাদিদ্বারা দষ্ট হইয়া দুঃখে বারংবার রোদন করে। জীব, স্বীয় পাপের ফলস্বরূপ বারংবার জন্ম গ্রহণ করিয়া স্তন্য দুগ্ধমাত্রে পরিপালিত হইয়া অসামর্থ্যহেতু পৌগণ্ড কালপর্য্যন্ত অভিলষিত বস্তুর প্রতি ইচ্ছা জানাইতে পারে না। ১৩৭—১৭১। বহুকষ্টে পৌগণ্ডকাল অতিবাহিত করিয়া যৌবনাবস্থা লাভ করে। যৌবনকালে ঈশ্বরমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া মাতৃগর্ভ বাসকালীন অনুভূত কষ্টের পরাকাষ্ঠা একবারও স্মরণ করে না। যৌবনকালে আহার এবং মৈথুনাদিতে আসক্ত ও নানাপ্রকারে মোহিত জীবগণ—পুত্র, কলত্র, ভৃত্যাদির পরিপালনের নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। এই প্রকারে যতদিনপর্য্যন্ত সোপার্জ্জিত ধনদ্বারা কুটুম্ববর্গকে পালন করে, উক্ত পরিবারবর্গেরাও তত দিন আদরে তাহার মনোমত কার্য্য করে। তদনন্তর উক্ত জীব যেকালে বার্দ্ধক্যহেতু উপার্জ্জনে অক্ষম হয়, সেই সময়ে পরিবারগণ বৃদ্ধ বৃষের ন্যায় তাহার অনাদর করে। জীব যেকালে প্রবল বার্দ্ধক্যের বলে জড়ীভূত হইয়া কর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা নিরূপিত শব্দাদি-বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না এবং কাসশ্বাসাদিদ্বারা কণ্ঠরোধহেতু অজ্ঞ জনের ন্যায় পরাধীন হয়, সেই কালে স্বকৃত পাপকর্ম্ম স্মরণ করত বলে,—আমি অনিত্য সুখে আসক্ত হইয়া পরমারাধ্য হরির আরাধনা করিলাম না এবং পবিত্র তীর্থ সকল পর্য্যটন করত হরিপরায়ণ সাধুদর্শনে কৃতার্থ হইলাম না। হায়! আমার কি দুর্দ্দৈব! পুনর্ব্বার যদ্যপি এই ভারতভূমিতে আগমন করত মনুষ্যজন্ম লাভ করি, তাহা হইলে তীর্থ পর্য্যটন করিব এবং সর্ব্বতীর্থময় কৃষ্ণের উপাসনা করিব। ১৪২—১৪৭। হে দেব! এই প্রকারে পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক আত্মনিন্দা করিতে করিতে তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। সেই সময়ে ভয়ঙ্কর যমদূত আগমন করত তাহাকে গ্রহণ করে। সেই জীব, পাশহস্ত, যমদণ্ডধারী অতিশয় ক্রোধবশতঃ রক্তচক্ষু, বিরূপ এবং অতি ভয়ানক যমদূতগণকে দর্শন করে। উপায়দ্বারা অনিবার্য্য, বলবান্, ভয়ঙ্কর এবং সর্ব্বজ্ঞ যমদূতগণ অন্যের অলক্ষ্যভাবে মাত্র মুমূর্ষু ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। মুমূর্ষু জীব, ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করগণের দর্শনমাত্রেই অতিশয় ভীত হইয়া মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করে এবং প্রাণের সহিত পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত-নির্ম্মিত দেহ ত্যাগ করে। যমদূতগণ, মৃতব্যক্তির অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র লিঙ্গদেহ গ্রহণ করত সেই লিঙ্গদেহী জীবকে ভোগদেহে নিধানপূর্ব্বক যমালয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে শীঘ্র স্থাপন করে। জীব যমালয়ে গমন করত সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, রত্ননির্ম্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট, সস্মিতবদন এবং অতিশয় স্থির প্রেতপতিকে দর্শন করে। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের বিচারক, সর্ব্বজ্ঞ, সকল জগতের ঐকাধি-পত্যশালী এবং বিধাতাকর্ত্তৃক বহুকাল হইতে পরি-পালিত যমরাজের মুখ চতুর্দ্দিকের লোক দর্শন করি-তেছে। তিনি বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র এবং বহুমূল্য নানা-প্রকার রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া পার্ষদ এবং তিন কোটি দূতের মধ্যে শোভা পাইতেছেন। শুদ্ধ-স্ফাটিকমালাযোগে শ্রীকৃষ্ণনাম জপপূর্ব্বক তাঁহার চরণ-সরোরুহ চিন্তা করিতে করিতে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চিত হইতেছেন। সেই অতি-শয় কমনীয়কান্তি সকল কালেই স্থিরযৌবন এবং সমদর্শী যমরাজ, কৃষ্ণধ্যান করত গদ্গদভাবে নয়ন-জলে পরিপূর্ণ হইতেছেন। ১৪৮—১৫৫। শরৎ-কালীন পূর্ণিমাচন্দ্রের ন্যায় রমণীয়মূর্ত্তি, সুদৃশ্য, বিজ্ঞবর যম—স্বকীয় তেজঃপুঞ্জে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া চিত্র-গুপ্তের সম্মুখে উপবেশন করিয়া আছেন। দেহিগণ, পুণ্যাত্মাগণের সমক্ষে শান্তরূপ এবং পাপাত্মাগণের সমক্ষে ভয়ঙ্কররূপ যমকে দর্শন করত অতিশয় ভীত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হয়। দিনকরকুমার চিত্রগুপ্তের দ্বারা জীবগণের উচিত বিচার করিয়া উচিতপাত্রে শুভ এবং অশুভ ফল প্রদান করেন। জীবগণ এইরূপে বারংবার জননী-জঠরে এবং যমালয়ে গমনাগমনজন্য নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করে। শ্রীকৃষ্ণের এক চরণারবিন্দমাত্র—সংসারপথে বিচরণে অতীব পরিশ্রান্ত জীব পথিকগণের সুশীতল বিশ্রাম-স্থান। বৎস! তোমার নিকটে এইসকল কীর্ত্তন করিলাম। তোমাকে আমার অদেয় বস্তু কিছুই নাই। অতএব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তৎক্ষণাৎ প্রদান করিব। ১৫৬—১৬১। দেবরাজ, দুর্ব্বাসা মুনির এইরূপ সন্তোষজনক বাক্য শ্রবণে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—মহামুনে! ত্রিলোকবন্দিত পরমানন্দজনক মহেন্দ্রপদে বঞ্চিত ব্যক্তির তুচ্ছ অর্থে কি প্রয়োজন? হে কল্পবৃক্ষ-সদৃশ দয়ানিধে! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা

হয়, তাহা হইলে আমাকে পরমপদ মোক্ষ প্রদান করুন। ১৬২—১৬৩। মুনীন্দ্র দুর্ব্বাসা দেবেন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত, ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক বেদোক্ত সত্যভূত সারবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, যুষ্মদ্বিধ বিষয়াকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তির প্রাকৃতিক প্রলয়ান্তেও পরম পদস্বরূপ মুক্তিপদ লাভ করা দুষ্কর। যে প্রকার জীবগণ নিদ্রা এবং জাগরণরূপ অবস্থাদ্বয়কে পর্য্যায়-ক্রমে অনুভব করে, সেইরূপ জীবগণের সৃষ্টিকালে উৎপত্তি এবং প্রলয়কালে বিনাশ হইয়া থাকে। যানাদিস্থিত চক্রের প্রান্তভাগ যে প্রকার একবার নত ও একবার উন্নত হইয়া ভ্রমণ করে এবং কাল যে প্রকার দিবা রাত্ররূপে নিরন্তর ভ্রমণ করে, সেই প্রকার জীবগণও ঈশ্বরেচ্ছায় সর্ব্বদা ভ্রমণকরিতেছে। জ্যোতি-র্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ, সময়নিরূপণ উপক্রমে ষষ্টিসংখ্যক বিপলে একপল, ষষ্টিপলে একদণ্ড, দুইদণ্ডে এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎমুহূর্ত্তে দিবা-রাত্রি, পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ, শুক্ল এবং কৃষ্ণরূপপক্ষদ্বয়ে একমাস, দুইমাসে এক ঋতু হয়—এই প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিন ঋতু-পরিমিতকালে এক অয়ন এবং সেই অয়নদ্বয়ে একবৎসর হয়। মনুষ্য-পরিমাণে বিংশতিসহস্রা-ধিকত্রিচত্বারিংশল্লক্ষ বৎসরে এক একটি যুগ হয়, সেই যুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি-ভাগে বিভক্ত। মনুষ্যগণের পঞ্চশতষষ্ট্যধিক পঞ্চ-বিংশতি সহস্রযুগ পর্য্যন্ত এক ইন্দ্রের আধিপত্য। দশলক্ষ ইন্দ্রের আধিপত্যকালপর্য্যন্ত এক মনন্তর অষ্টসহস্র মন্বন্তরকালে ব্রহ্মার পতন হয়। বৎস! সেই প্রলয়কে প্রাকৃতিক প্রলয় বলাযায়। পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে একবার চক্ষুর্নিমেষক্ষেপ হয় এবং নেত্র উন্মীলন হইলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি হয়। শ্রুতিবাক্যে শ্রবণ করিয়াছি, সেই প্রকারে কত ব্রহ্মার সৃষ্টি এবং লয় হইতেছে, তাহার সীমা হয় না। ১৬৪—১৭৫। দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া-ছেন, যে প্রকার পার্থিব রেণু সকল পৃথিবী হইতে মুক্ত হয় না, তদ্রূপ জীবগণও মোক্ষপদ লাভ করিতে পারে না। সৃষ্টির সূত্রস্বরূপ যাহাদের আয়ুষ্কাল কীর্ত্তন করিলাম, ইহারাও মুক্তিভাগী নহে; অতএব তুমি মুক্তি ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর। দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণ করত বিস্মিতান্তঃকরণে স্বকীয় ইন্দ্রপদ প্রার্থনা করিলেন। দুর্ব্বাসা তাহাই স্বীকার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রও দুর্ব্বাসা মুনি হইতে দিব্য জ্ঞান লাভ করিলেন। বিপদ্-হেতু মনুষ্যের বিবেক না জন্মিলে সম্পত্তি লাভ হয় না। ১৭৬—১৭৯।

প্রকৃতিখণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরন্দর হরিগুণ-শ্রবণে জ্ঞান লাভ করত গৃহে গমন করিয়া কি কার্য্য করি-লেন,—সেই বিষয় বিশদরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নারদের প্রশ্নে ভগবান্ বলিলেন, দেবর্ষে! দেবেন্দ্র, কৃষ্ণগুণ-শ্রবণে স্রক্-চন্দনাদি বিবিধ ভোগ্য-বিষয়ে নিস্পৃহ হইলেন; এবং প্রতিদিন তাঁহার বিপুল বৈরাগ্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। দেবেন্দ্র, মুনিগৃহ হইতে গমন করত দৈত্য-দানবসঙ্কুল ভয়ঙ্কর অমরাবতীর কোন স্থানে বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট বান্ধব-গণকে এবং কোন স্থানকে আত্মীয় বন্ধুহীন পিতামাতা-রহিত দুর্জ্জয়-শত্রুগণকর্ত্তৃক অধিকৃত দর্শন করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতির উদ্দেশে গমন করিলেন। দেখি-লেন, বৃহস্পতি স্বর্গ-নদী মন্দাকিনী তীরে গঙ্গাজলের উপরি সূর্য্যাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বমুখে অনন্তমুখ পরমব্রহ্ম হরির ধ্যানে সাত্ত্বিক ভাব উদয়হেতু কখনও প্রেমজলে পরিপূর্ণনয়নে রোমাঞ্চিতাঙ্গ হইতেছেন, কখন বা তদ্দর্শনাহ্লাদে পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন। মান্য-শ্রেষ্ঠ, গুরুতর, ইষ্টসেবিগণের মধ্যে ধার্ম্মিক, বন্ধুবর্গের প্রিয়তম, জ্ঞানিগণের জ্যেষ্ঠ, সহোদরসমূহের মধ্যে প্রধান, অসুরগণের অনিষ্টকারক ধ্যানপরায়ণ গুরুকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দর্শন করত সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। একপ্রহর পরে গুরু উত্থান করিলে, প্রণাম করিলেন। ১—৯। সুরেন্দ্র, গুরুদেবের চরণ-পঙ্কজে প্রণাম করত উচ্চৈঃস্বরে বারংবার রোদন করিয়া দুর্ব্বাসা মুনির শাপান্তে দুর্লভ জ্ঞানোপদেশ এবং অসুরগণকর্ত্তৃক অমরাবতী আক্রান্ত হওয়ায় স্বকীয় সুরসাম্রাজ্য নাশ প্রভৃতি দুঃখ-কারণ বলিতে আরম্ভ করিলেন। সুবুদ্ধিপ্রধান বৃহস্পতি, শিষ্য-দেবেন্দ্রের করুণ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস! দেবেন্দ্র! আমি সকল কথাই শুনিলাম, তুমি আর রোদন করিও না, আমার বাক্য শ্রবণ কর। নীতিশাস্ত্রবিৎ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ, বিপৎকাল উপস্থিত হইলে, কখনও কাতর হন না। সম্পদ্ কিংবা বিপদ্—উভয়ই স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে এই উভয়ই হয়, অতএব দেহিগণই স্বকীয় কর্ম্মফলে সম্পদ্ এবং বিপদ্-ভোগের কর্ত্তৃত্ব

লাভ করে। যানাদিস্থিত চক্রের প্রান্তদেশ যেরূপ একবার উন্নত এবং একবার অবনত হয়, সে প্রকার জীবগণও জন্মে জন্মে নিরন্তর সম্পদ্ এবং বিপদ্ অনুভব করে, সে বিষয়ে অনুতাপ করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম। জীব যে স্থানেই অবস্থান করুক, তাহাকে নিজকৃত শুভ কিংবা অশুভ কর্ম্মের ফল সেই স্থানেই থাকিয়া অনুভব করিতে হইবে; যেহেতু পুরুষগণ নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগী হয়, জীব নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ না করিলে শতকোটি কল্পেও সেই ফল ক্ষয় হয় না। কোন না কোন সময়ে তাহাকে নিজকৃত শুভ কিংবা অশুভের ফল ভোগ করিতে হইবেই। পরাৎপর পরমাত্মা পদ্মনাভ কৃষ্ণ পদ্মযোনিকে সম্বোধন করিয়া নিজ মুখে এই বার্ত্তা সামবেদের কৌথুম শাখায় বর্ণন করিয়াছেন। জন্মান্তর-কৃত কর্ম্মসকলের ভোগদ্বারা শেষ হইলে তদনন্তর কৃতকর্ম্ম-ফলে জীবগণ জন্ম গ্রহণ করে, ইহা অন্যথা হইবার নহে। জীব, স্বকৃত কর্ম্মফলে ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত হয় এবং স্বকৃত পুণ্যকর্ম্মফলে বিপ্রগণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ লাভ করে। কর্ম্মফলেই জীব অসীম সম্পত্তিসমূহের স্বামী হয় এবং সেই কর্ম্মফলেই স্বীয় উদরপূরণের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। ১০—২০। দেবেন্দ্র! ছায়া যে প্রকার মনুষ্যের সঙ্গ ত্যাগ করে না, সেইরূপ কোটিজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলও ভোগদ্বারা ক্ষয় না হইলে, জীবকে তদ্রূপ পরিত্যাগ করে না। সকলপ্রকার কর্ম্মই কাল, দেশ এবং পাত্রভেদে ফলের ন্যূনতা এবং আধিক্য উৎপাদন করে। সমান দিনে দান সমান ফল জন্মায়। শুভ নক্ষত্রাদিযুক্ত পুণ্য দিনে দান করিলে সমান দিনের দান অপেক্ষা কোটি গুণ হইতে অধিক ফল হয়। সমানদেশে দান করিলে, সমান ফল হয়। তীর্থাদি পুণ্যস্থানে দান করিলে সমান দেশের দান অপেক্ষা কোটি গুণ হইতে অধিক ফল উৎপন্ন হয়। এইরূপ সমান পাত্রে দান করিলে দাতা বস্তুদানের সমান ফল লাভ করে। নির্ধন বহুকুটুম্ব বেদজ্ঞাদি দানার্হ পাত্রে সম্প্রদান করিলে, শতসহস্রগুণ ফললাভ হয়। যেরূপ কৃষকগণের নিপুণতায় এবং উর্ব্বরাদি ক্ষেত্রগুণে অধিক শস্য উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে অনভিজ্ঞ কৃষকের দোষে এবং উষর ভূমিতে শস্য অল্প হয়, সেইরূপ পাত্রভেদে সম্প্রদানে ফলভেদ জন্মে। শুভ তিথ্যাদিযোগশূন্য সামান্য দিনে ব্রাহ্মণকে দান করিলে সমান ফল হয়, অমাবস্যা কিংবা সূর্য্যসংক্রমণ-দিনে ব্রাহ্মণাদিকে দান করিলে, শতগুণ অপেক্ষা অধিক ফল হয়। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতসময়ে এবং পৌর্ণমাসীতে দান করিলে অসংখ্য ফললাভ হয়। চন্দ্রগ্রহণ-কালে দান করিলে, কোটি গুণ ফল হয় এবং সূর্য্যোপরাগ-সময়ে দান, চন্দ্রগ্রহণ-কালীন দান অপেক্ষা দশগুণ ফল জন্মায়। অক্ষয় তৃতীয়ায় দান করিলে অক্ষয় অসংখ্য ফললাভ হয়।—এইরূপ অন্যান্য পুণ্যদিনে দান করিলে, ঐ দান ফলাধিক্য উৎপাদন করে। ইন্দ্র! দানের ন্যায় স্নান-জপাদি পুণ্যকর্ম্মও পুণ্যদিনে অনুষ্ঠিত হইলে, সকলের পক্ষেই অধিক ফল উৎপন্ন করে। ২১—৩০। সামান্য দেশে দান করিলে সমান ফল হয় এবং প্রয়াগ দেব-গৃহ ও তীর্থাদিতে দান করিলে, শতসহস্রগুণ ফল হয়। গঙ্গাতীরে দানে কোটিগুণ, নারায়ণক্ষেত্রে দানে অব্যয়, কুরুক্ষেত্র বদরিকাশ্রম এবং কাশী প্রভৃতি স্থানে দান করিলে কোটিগুণ ফল হয়। এইরূপ বিষ্ণু-মন্দিরে দানে পূর্ব্ববৎ কোটিগুণ ফল জন্মে। কেদার-তীর্থে এবং হরিদ্বারে দান করিলে লক্ষগুণ ফল হয়। পুষ্কর এবং ভাস্করতীর্থে দান করিলে, দশলক্ষগুণ ফল হয়। এই প্রকার তীর্থভেদে দানে ফলাধিক্য হয় বুঝিবে। সামান্য ব্রাহ্মণে দান সমান ফল উৎপাদন করে। সন্ধ্যোপাসক পণ্ডিত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণে দান করিলে লক্ষগুণ ফল জন্মে। বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক পণ্ডিত ব্রাহ্মণে দানে কোটিগুণ ফল জন্মে। এই প্রকার পাত্রভেদে দান ফলাধিক্য উৎপাদন করে বুঝিবে। যাঁহার আজ্ঞায় কুম্ভকার যেরূপ দণ্ড, সূত্র, শরাব, জল, চক্র, মৃত্তিকা, প্রভৃতিদ্বারা কুম্ভ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ সৃষ্টিবিষয়ে বিধাতাও কর্ম্মরূপসূত্রদ্বারা যাঁহার অন্তরে ফল বিধান করিতেছেন; সেই নারায়ণের উপাসনা কর। তিনিই বিধাতা, স্রষ্টা, জগত্রয়পাল-কের পালক, স্রষ্টার জনয়িতা, সংহর্ত্তার বিনাশক এবং তিনিই কালস্বরূপ। মহাদেব বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মহাবিপদ্গ্রস্ত হইয়া মধুসূদনকে স্মরণ করে তাহার সেই বিপদ্ক্ষেত্রেই সম্পৎসমূহের উৎপত্তি হয়। নারদ! সুরগুরু বৃহস্পতি এইরূপ বাক্য বলিয়া দেবেন্দ্রকে আলিঙ্গন করত শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া হিতোপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। ৩১—৪১।

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! মহেন্দ্র হরিকে স্মরণ করত সুরগুরু বৃহস্পতিকে অগ্রসর করিয়া দেবগণের সহিত ব্রহ্মসভায় যাত্রা করিলেন। হে নারদ! শীঘ্র ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া দেবগণ

এবং দেবগুরু বৃহস্পতি, পদ্মাসনোপবিষ্ট পদ্মযোনিকে প্রণাম করিলেন। সুরাচার্য্য, ব্রহ্মার নিকটে সকল বৃত্তান্ত বলায়, পিতামহ কিঞ্চিৎ হাস্য করত ইন্দ্রকে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার বংশ-সম্ভূত—আমার প্রপৌত্র, বৃহস্পতির বিচক্ষণ শিষ্য এবং স্বয়ং দেবগণের অধিপতি। দক্ষপ্রজাপতি তোমার মাতামহ এবং তুমি স্বয়ং বিক্রমশালী এবং বিষ্ণুভক্ত; তোমার কুলত্রয়ই শুদ্ধ; তোমার অহঙ্কারের কোন কারণ নাই। যাহারা নিকৃষ্ট কুলে জন্মে, তাহারা অহঙ্কারান্বিত হয়। যাহার মাতা সাধ্বী পতিব্রতা, পিতা শুদ্ধ এবং জিতেন্দ্রিয়, মাতামহ এবং মাতুল সেই প্রকার গুণবান্—সে কি নিমিত্ত অহঙ্কারে মত্ত হইবে? জীব পিতৃদোষে, মাতামহের দোষে, গুরুর দোষে এবং শিক্ষাদোষে পরমারাধ্য হরির বিদ্বেষী হয়। সকলজীবের অন্তঃকরণে বর্ত্তমান এবং সর্ব্বব্যাপী হরি যাহার দেহ হইতে ব্যবহিত হন, তাহার দেহ সেই ক্ষণেই শবসদৃশ অপবিত্র হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা আমি মনরূপে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান করি এবং শঙ্কর জ্ঞানরূপে, বিষ্ণু প্রাণরূপে, সতী ভগবতী প্রকৃতি—বুদ্ধিরূপে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান করেন। নিদ্রাদি শক্তিসমূহ সেই প্রকৃতির এক এক কলা, ভোগদেহস্থিত জীব পরমাত্মা হরির প্রতিবিম্বস্বরূপ।১—১০। যে প্রকার নরদেব নগরপথে গমন করিলে অনুচরগণ তাঁহার অনুগমন করে, সেইরূপ আত্মস্বরূপ পরমাত্মা হরি, দেহ হইতে বহির্গত হইলে দেহস্থ অন্য সকলেও বেগে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। আমি, শিব, অনন্ত, বিষ্ণু মহান্ বিরাট এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলে যাঁহার ভক্ত, তুমি তাঁহার নির্ম্মাল্য-পুষ্পে অনাদর করিয়াছ। মহেশ্বর যে পুষ্পদ্বারা সেই পরাৎপর পরমাত্মা হরির চরণকমল পূজা করিয়াছিলেন, হরিনিবেদিত সেই পুষ্প মহামুনি দুর্ব্বাসা, তোমাকে দান করিয়াছিলেন। হে দেবরাজ! তুমি দৈববশতঃ সেই পুষ্পের অনাদর করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলপতিত পুষ্প যাহার উত্তমাঙ্গে পতিত হয়, সকলদেবের অগ্রে তাহারই পূজা হওয়া উচিত। দৈববশতঃ তুমি দুর্লভ সেই হরিচরণে নিবেদিত পুষ্প পাইয়াও বঞ্চিত হইয়াছ; অতএব দেখা যাইতেছে—দৈব সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; দুর্ভাগ্য অজ্ঞ জনকে কোন্ ব্যক্তি রক্ষা করিতে পারে? ত্রিলোকবন্দিত কমলানাথ শ্রীকৃষ্ণকে যে ব্যক্তি অবমাননা করে, তাহাকে তাঁহার প্রেয়সী মহালক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া গমন করেন। পূর্ব্বে তুমি যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করত যে সম্পদ্ লাভ করিয়াছিলে, সেই লক্ষ্মী কৃষ্ণনির্ম্মাল্যপুষ্পবর্জ্জনকোপে তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে গুরু এবং আমার সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া স্তবস্তুতিতে শ্রীনাথকে সন্তুষ্ট করত তাঁহার অনুগ্রহে পূর্ব্বশ্রীকে লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা—লক্ষ্মীনারায়ণবিরাজিত বৈকুণ্ঠধামে দেবগণ ও দেবেন্দ্র সমভিব্যাহারে শীঘ্র গমন করিলেন। ১১—১৯। সেইস্থানে গমন করিয়া স্বীয় তেজোরাশিদ্বারা দেদীপ্যমান, গ্রীষ্মঋতুর মধ্যাহ্নকালীন শতকোটি সূর্য্যের সমানকান্তি শান্তমূর্ত্তি, আদি, মধ্য এবং অন্তরহিত, চতুর্ভুজ পার্ষদগণ এবং সরস্বতীকর্ত্তৃক সেবিত, ভক্তিদেবী বেদচতুষ্টয় এবং গঙ্গাদেবীকর্ত্তৃক আরাধিত অনন্তস্বরূপ সনাতন তেজস্বী ভগবান্ পরমব্রহ্ম লক্ষ্মীকান্তকে দর্শন করত ব্রহ্মাদি দেবগণ নতমস্তকে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তির উদয়হেতু প্রেমজলে পরিপূর্ণনেত্র হইয়া পুরুষোত্তমকে স্তব করিলেন। ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মণ্যদেবকে দেবগণের দুঃখ-বৃত্তান্ত বলিলেন এবং দেবগণ স্ব স্ব অধিকারনাশহেতু দুঃখ জানাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তভয়হারী ভগবান্ বিপদ্‌গ্রস্ত এবং ভয়চকিত দেবগণকে বসনভূষণ এবং বাহনশূন্য শোভাহীন হৃতশ্রী কাতর প্রতিভাহীন দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে ব্রহ্মন্! হে দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমাদের অণুমাত্রও ভয়ের আশঙ্কা নাই; তোমাদিগকে পরমৈশ্বর্য্যশালিনী অচলা শ্রী দান করিব। কিন্তু আমি সময়োচিত কতকগুলি বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। হিতজনক সত্য সারভূত সেই বাক্য পরিণামে সুখদায়ক হইবে, যে প্রকার পৃথিবীস্থ অপরিমিত জনসমূহ আমার বশীভূত, আমিও সেই প্রকার স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়াও মদ্গতচিত্ত ভক্তগণের একমাত্র অধীন। স্বচ্ছন্দচারী আনন্দপর আমার ভক্তবৃন্দ—যে যে ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট, ভক্তাধীন আমিও নিজ প্রেয়সী কমলার সহিত ভক্তবিরোধী সেই সেই মনুষ্যের গৃহে অধিষ্ঠান করি না। তোমার প্রতি মহাদেবের অংশ মৎপরায়ণ পরম বৈষ্ণব দুর্ব্বাসা মুনির শাপহেতু আমি নিজ জায়া লক্ষ্মীর সহিত তোমার গৃহ ত্যাগ করিয়াছি। ২০—৩১। যে স্থানে শঙ্খাদির বাদ্য, তুলসীপত্রদ্বারা শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা, এবং ভূদেব ব্রাহ্মণগণের ভোজন না হয়, সেই স্থানে লক্ষ্মীদেবী অবস্থিতি করেন না। হে দেবগণ! যেস্থানে আমার ভক্তগণের কিংবা আমার নিন্দা হয়,

লক্ষ্মীদেবী আত্মপরাভব মানিয়া পরমক্রোধে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করেন। যে মূর্খ, আমার প্রতি অভক্তিপূর্ব্বক হরিবাসর একাদশীতিথিতে এবং আমার জন্মদিনে ভোজন করে, তাহার গৃহ হইতে মহালক্ষ্মী পলায়ন করেন। যে ব্যক্তি পণ গ্রহণপূর্ব্বক আমার নাম বিক্রয় করে, পণগ্রহণ করত কন্যা বিক্রয় করে এবং যথাসময়ে উপস্থিত অতিথিকে যথাসাধ্য সম্মান না করে, আমার প্রিয়তমা তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি অর্থলোভে পাপাত্মাগণের গৃহে গমন করে এবং শূদ্রগৃহে কুৎসিত অন্ন ভোজন করে, কমলালয়া মহাক্রোধে তাহার গৃহ হইতে গমন করেন। যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ হইয়া দরিদ্রতাপ্রযুক্ত শূদ্রশব দাহন করে, কমলালয়া ক্রোধপূর্ব্বক তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রগণের সূপকারকার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং হল চালনা করে, তাহার জলপান-ভয়েই লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ হইয়া যবনের সেবা করে, কিংবা দেবমূর্ত্তির পূজাদি করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে অথবা শূদ্রগণের পৌরোহিত্য কার্য্য করে, তাহার জল স্পর্শ-ভয়েই লক্ষ্মী তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ বিশ্বাসঘাতক, মিত্রহা, নরঘাতী, কৃতঘ্ন বা অগম্যা-গমন-কারী, পরম বৈষ্ণবী আমার পত্নী তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। ৩২—৪০। যে ব্যক্তি অশুদ্ধহৃদয়, ক্রূর, হিংসাপর বা সাধুনিন্দক কিংবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে যাহার জন্ম হয়, আমার কান্তা সেই পাপীর গৃহ ত্যাগ করেন। মহাপাতকীর ঔরসে বেশ্যার গর্ভে যাহার উৎপত্তি হয়, পতিপুত্রহীনা নারীর অন্ন প্রতারণা করিয়া যে ভোজন করে, জগজ্জননী মদ্‌গৃহিণী লক্ষ্মী তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি নখাগ্রদ্বারা তৃণ ছেদন করে, তৃণদ্বারা পৃথিবী লিখন করে এবং রুক্ষ-অঙ্গ ও মলিন বস্ত্র ধারণ করে, লক্ষ্মী দেবী তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ এক সূর্য্যে দুইবার ভোজন করে এবং দিবসে শয়ন, মৈথুন প্রভৃতি কুৎসিত কার্য্য করে, হরিপ্রিয়া তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। সদাচাররহিত যে ব্রাহ্মণ, শূদ্রের দান গ্রহণ করে এবং যে মূর্খ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত না হয়, মৎপ্রিয়া চঞ্চলা হইয়া তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ আর্দ্রপাদে বা বস্ত্রহীন হইয়া শয়ন করে এবং নিরন্তর অসম্বদ্ধ প্রলাপ এবং হাস্য করে, লক্ষ্মীদেবী তাহার গৃহ হইতে গমন করেন। যে ব্যক্তি স্নানান্তে পুনর্ব্বার তৈল লেপন এবং সর্ব্বদা অঙ্গবাদ্য করে, রমা তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ ব্রত উপবাস সন্ধ্যাদি বিহিত কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অশুচি-অবস্থায় অবস্থান করে এবং হরিভক্তিবিহীন হয়, হরিপ্রিয়া তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের নিন্দা এবং দ্বেষ করত নির্দ্দয়ভাবে জীব হিংসা করে তাহার প্রতি লক্ষ্মী দেবী নির্দ্দয় হইয়া তদীয় গৃহ ত্যাগ করেন। যে যে স্থানে হরির আরাধনা এবং তদ্‌গুণকীর্ত্তন হয়, সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী লক্ষ্মী দেবী সেই সেই স্থানে সর্ব্বদা বিরাজমানা হন। ৪১—৫০। লোকপিতামহ! ব্রহ্মন্! যে স্থানে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁহার ভক্তগণের প্রশংসা হয়, কৃষ্ণপ্রিয়া কমলা দেবী, সর্ব্বদা সেই স্থানেই অধিষ্ঠান করেন। যে স্থানে শঙ্খধ্বনি, শালগ্রাম-শিলা তুলসীদল এবং জগৎপতি শ্রীহরি, সেবা বন্দন এবং ধ্যান দ্বারা পূজিত হন, সেই স্থানে লক্ষ্মী দেবী বিরাজ করেন। যে স্থানে শিবলিঙ্গের পূজা, শুভকর শিবনাম কীর্ত্তন, দুর্গার আরাধনা এবং গুণগান হয়, সেই স্থানে কমলালয়া নিবাস করেন। যে স্থানে ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা, ভোজন এবং সকল দেবগণের পূজা হয়, সেই স্থানে লক্ষ্মী দেবী অবস্থান করেন। রমাপতি আশ্রিত দেবগণকে এই কথা বলিয়া নিজপ্রিয়া কমলাকে এক অংশে ক্ষীরোদার্ণবে জন্মগ্রহণের আদেশ করিলেন। ৫১—৫৫। ভগবান্ লক্ষ্মীদেবীকে এই আদেশ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! পদ্মযোনি! ক্ষীরোদার্ণব মথন করিয়া দেবগণকে পূর্ব্বলক্ষ্মী প্রদান কর। মুনে! কমলাপতি এই বাক্য বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবগণ ও দীর্ঘকালে ক্ষীরোদার্ণবতীরে উপস্থিত হইলেন এবং দেবগণ মন্দরাচলকে মন্থন দণ্ড, কূর্ম্মদেবকে পাত্র এবং অনন্তনাগকে মন্থন রজ্জু করিয়া সমুদ্র আলোড়ন করিতে লাগিলেন। হে মুনে! দেবগণ, মন্দরাদিদ্বারা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিলে, ধন্বন্তরি, সুধা, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী প্রভৃতি অভিলষিত রত্নাদির সহিত সুদর্শন চক্র এবং ক্ষীরোদাত্মজা কমলার উদ্ভব হইল। মুনে! বিষ্ণু-প্রিয়া পতি পরায়ণা ক্ষীরোদাত্মজা ক্ষীরোদশায়ী সর্ব্বেশ্বর মনোহরাকৃতি ভগবানের কণ্ঠে বনমালা প্রদান করিলেন। লক্ষ্মী, ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবগণকর্ত্তৃক অভিবন্দিতা এবং পূজিতা হইয়া ব্রহ্মশাপ মোচনের নিমিত্ত দেবগণের গৃহে দৃষ্টিপাত করিলেন। হে নারদ। মহালক্ষ্মী অনুগ্রহপূর্ব্বক দেবগণের প্রতি বর প্রদান করিলে, তাঁহারা দুরন্ত দৈত্যগণকর্ত্তৃক অধিকৃত নিজ লক্ষ্মী পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। হে নারদ! তোমার নিকট সুখদায়ক

সারভূত উত্তম লক্ষ্মীচরিত্র বর্ণন করিলাম। অন্য যদি কিছু শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বল; ৫৬—৬৩।

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীহরির বাক্য শ্রবণ করত নারদ বলিলেন, হে পুরুষোত্তম! ঈশ্বর-জ্ঞানমূলক মঙ্গলজনক অতি উৎকৃষ্ট লক্ষ্মীদেবীর উপাখ্যানসহ অভীপ্সিত হরি-গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি লক্ষ্মীর ধ্যান এবং স্তব বলুন। পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং রাজ্যভ্রষ্ট দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র কোন্ ধ্যানে তাঁহার পূজা করিয়া কোন্ উপায়ে কোন্ স্তবে তাঁহাকে তুষ্টা করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণন করুন। শ্রীনারায়ণ দেব বলিলেন, বৎস। পূর্ব্বে শক্র তীর্থস্নান-পূর্ব্বক ধৌত বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া ক্ষীরোদার্ণবতীরে ঘট সংস্থাপন করত গণপতি, দিনপতি, বহ্নি, বিষ্ণু, শিব এবং পার্ব্বতী—এই ছয়জন দেবতাকে ভক্তি সহকারে পুষ্পচন্দনাদিদ্বারা পূজা করিয়া ব্রহ্মাকে পুরোহিত করত সেই স্থানে পরমৈশ্বর্য্য-স্বরূপিণী মহালক্ষ্মীকে আবাহনাদিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন। হে নারদ মুনে! দেবেন্দ্র,—মুনিগণ, পুরোহিত, বৃহস্পতি, ব্রাহ্মণগণ, দেবগণ এবং দেবদেব পরমজ্ঞানী মহাদেবের অগ্রে সচন্দন পারিজাতপুষ্প গ্রহণ করত ধ্যান উচ্চারণপূর্ব্বক মহাদেবী লক্ষ্মীর পূজা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে হরি, সামবেদোক্ত যে ধ্যান ব্রহ্মাকে দান করিয়াছিলেন, সেই ধ্যানেই ইন্দ্রদেব লক্ষ্মীর পূজা করিয়াছিলেন। সেই ধ্যান আমি বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর। ১—৯। সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার উপরে উপবিষ্টা, শরৎকালীন পূর্ণিমার চন্দ্র হইতে মনোরম হস্তযুগলশোভিতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, নিজতেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমানা, সুদৃশ্যা, মনোহারিণী, অগ্নিশোধিত-সুবর্ণবর্ণা, মূর্ত্তিমতী, কান্তি স্বরূপা, রত্ন-নির্ম্মিতভূষণে বিভূষিতা, পীতাম্বর-শোভিতা; ঈষদ্ধাস্যে প্রসন্নবদনা, সর্ব্বদা স্থিরযৌবনা, সর্ব্ব-সম্পৎ-প্রদা-য়িনী ও পরমেশ্বরী লক্ষ্মীকে আমি ভজনা করি। দেবেন্দ্র এই ধ্যানে ধ্যান করত নানা উপহারে ব্রহ্ম-নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রে প্রশংসনীয়, প্রফুল্ল, দুর্ল্লভ এবং উৎকৃষ্ট ষোড়শ উপচারে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০—১৪। হে মহালক্ষ্মি! বিশ্ব-কর্ম্মকর্ত্তৃক পরম যত্নে মহামূল্য রত্নসারদ্বারা নির্ম্মিত প্রফুল্ল এই আসন গ্রহণ করুন। হে কমলবাসিনি! সর্ব্বজনকর্ত্তৃক বন্দিত এবং বাঞ্ছিত পাপরূপকাষ্ঠরাশির জাজ্বল্যমান অগ্নি স্বরূপ এই পবিত্র গঙ্গা-সলিল গ্রহণ করুন। হে পদ্মবাসিনি! পুষ্প, চন্দন এবং দূর্ব্বাদি-যুক্ত নির্ম্মল শঙ্খমধ্যস্থিত শুদ্ধ গঙ্গাজল স্বীকার করুন। হে শ্রীহরিপ্রিয়ে! দেহের সৌন্দর্য্যজনক সুগন্ধি বিষ্ণু-তৈল এবং আমলকফল-সুবাসিত জল গ্রহণ করুন। হে শ্রীকৃষ্ণকান্তে! বৃক্ষের নির্য্যাসস্বরূপ গন্ধদ্রব্যদ্বারা অতি সুগন্ধি পবিত্র ধূপ গ্রহণ করুন। হে দেবি! মলয়াচল-সমুৎপন্ন শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ সকলের সারাংশভূত সুখদায়ক সুগন্ধি চন্দন গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বরি! জগতের চক্ষুঃস্বরূপ, ঘোর রাত্রিতে পথভ্রান্ত মনুষ্য-গণের প্রাণরক্ষার কারণ, শুদ্ধস্বরূপ, প্রদীপ—গ্রহণ করুন। নানাপ্রকার বস্তুপূর্ণ, মিষ্টাদি নানা রস-সমন্বিত অতি স্বাদু নৈবেদ্য—গ্রহণ করুন। ব্রহ্ম-স্বরূপ, জীবগণের প্রাণরক্ষার মূলীভূত কারণ ও পুষ্টিকর সন্তোষজনক অন্ন—গ্রহণ করুন। পদ্মনিলয়ে! তণ্ডুল—শর্করা—দুগ্ধ—ঘৃত প্রভৃতিদ্বারা সুন্দররূপে পক্ক, অতি সুস্বাদু পরমান্ন—গ্রহণ করুন! শর্করা, দুগ্ধ, ঘৃতাদিদ্বারা মনোহর স্বাদুকর স্বস্তিক ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিতেছি,—হে লক্ষ্মি! গ্রহণ করুন। হে কমলে! মিষ্টরসে পরিপূর্ণ অতি সুস্বাদু ননাপ্রকার মনোহর সুপক্ক ফল প্রদান করিতেছি,—গ্রহণ করুন। হে অচ্যুতপ্রিয়ে! দেবগবী-সুরভীস্তন-জাত মর্ত্ত্যগণের অমৃতস্বরূপ সুস্বাদু মনোহর দুগ্ধ গ্রহণ করুন। হে দেবি! মিষ্টরসযুক্ত, ইক্ষু-বৃক্ষসঞ্জাত, অগ্নিপক্ক অথবা অপক্ক গুড়-রস গ্রহণ করুন। হে দেবি! যব গোধূম প্রভৃতি শস্যের চূর্ণযুক্ত, সুন্দররূপে পক্ক, গুড়-মিশ্রিত মিষ্টান্ন—গ্রহণ করুন। হে দেবি! শস্যাদির চূর্ণজাত স্বস্তিকযুক্ত মদর্পিত পিষ্টক গ্রহণ করুন। পৃথিবী-সমুৎপন্ন সকল প্রকার মিষ্টান্না-দির কারণ, সুস্বাদু মিষ্টরসপূর্ণ ইক্ষু—গ্রহণ করুন। হে কমলে! সুশীতল বায়ুবাহক এবং সন্তপ্ত ব্যক্তির সুখদায়ক শ্বেতচামর ব্যজন গ্রহণ করুন। হে দেবি! অতি রমণীয়, কর্পূরাদিসুবাসিত, জিহ্বার জড়তানাশক তাম্বুল—গ্রণ করুন। হে দেবি! সুবাসিত, শীতল, পিপাসানাশক, জগতের জীবনস্বরূপ, মদর্পিত নির্ম্মল, জল—গ্রহণ করুন। হে দেবি! দেহের সৌন্দর্য্য-জনক সর্ব্বদা শোভাকর কার্পাস এবং কৃমিজ (পট্ট) বস্ত্র গ্রহণ করুন। নানা প্রকার রত্ন এবং সুবর্ণ-নির্ম্মিত, দেহ-শোভাবর্দ্ধক, সৌন্দর্য্যজনক ভূষণ গ্রহণ করুন। দেবি! নানা-প্রকার-কুসুম-নির্ম্মিত, দেহের অলৌকিক শোভাসম্পাদক, দেবগণ এবং নৃপগণের প্রিয় শুদ্ধ

মাল্য গ্রহণ করুন। হে দেবি! যত প্রকার মঙ্গলকর বস্তু আছে, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধিপ্রদ, শুদ্ধস্বরূপ, সুগন্ধিদ্রব্য-সমুৎপন্ন, মনোহর গন্ধ গ্রহণ করুন। হে কৃষ্ণকান্তে! পবিত্র তীর্থসমূহ হইতে সঞ্চিত, নির্ম্মল, সর্ব্বদা পবিত্রতাজনক, মনোরম আচমনীয় জল—গ্রহণ করুন। মহামূল্য রত্নসমূহে নির্ম্মিত, পুষ্প-চন্দনাদিযুক্ত, রত্ন-ভূষণে বিভূষিত সুন্দর শয্যা—গ্রহণ করুন। হে দেবি! যে যে অপূর্ব্ব দ্রব্য পৃথিবীতে অতি দুর্লভ, দেবেন্দ্র এবং নরেন্দ্রবাঞ্ছিত মৎপ্রদত্ত সেই সেই দ্রব্য গ্রহণ করুন। ১৫—৪১। দেবেন্দ্র মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এই সকল দ্রব্য প্রদান করত ভক্তি-পূর্ব্বক যথাবিধি মূল মন্ত্র দশলক্ষবার জপ করিয়াছিলেন। দশলক্ষবার জপে মন্ত্র-সিদ্ধি হইল; এবং কল্পবৃক্ষস্বরূপ ব্রহ্মদত্ত মন্ত্র অভিলষিত সকল বস্তু প্রদানে সমর্থ হইল। "ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা" বেদোক্ত দ্বাদশাক্ষর এই মন্ত্রই মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রধান। রাজরাজেশ্বর কুবের উক্ত মন্ত্রবলে ঐশ্বর্য্যসমূহের স্বামী হন এবং দক্ষ-সাবর্ণি—মনু নামে প্রসিদ্ধ হন। মঙ্গল উক্ত মন্ত্রবলে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি এবং প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, কেদার প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ঐ মন্ত্রবলে নৃপনামে বিখ্যাত হন। হে নারদ! উক্ত রাজগণ ঐ মন্ত্রবলে সিদ্ধ হইয়াছেন। মহেন্দ্রের মন্ত্র-সিদ্ধি হইলে, মহালক্ষ্মী উপস্থিত হইয়া দেবরাজকে দর্শন দিলেন। লক্ষ্মী দেবী মূল্যবান্ রত্নরাশি-নির্ম্মিত বিমানশ্রেষ্ঠে আরোহণ করত স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে আবৃত করিয়া বরপ্রদানার্থে ইন্দ্রসমীপে উপনীতা হইলেন। পুরন্দর শ্বেতবর্ণচম্পকসদৃশ উজ্জ্বলাঙ্গী রত্ন-নির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিতা, মৃদু মৃদু হাস্যহেতু প্রফুল্লবদনা, ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহতৎপরা, রত্নমালাধারিণী, কোটি চন্দ্রের ন্যায় কান্তিশালিনী, শান্তমূর্ত্তি, জগজ্জননী লক্ষ্মী দেবীকে দর্শন করত স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪২—৫০। ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে রোমাঞ্চহেতু পুলকিত অঙ্গে সজলনয়নে শুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মদত্ত বেদোক্ত সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়ী স্তবরাজ পাঠ করিলেন। মাতঃ! মঙ্গলদায়িনি মহালক্ষ্মি! আপনাকে নমস্কার করি। কমলবাসিনী নারায়ণী কৃষ্ণপ্রিয়া সারা শ্রেষ্ঠা পদ্মা দেবীকে আমি নমস্কার করি। যাঁহার নয়নযুগল প্রফুল্ল-কমলকিশলয়ের ন্যায় শোভিত হইতেছে, সেই কমল-মুখী কমলাকে নমস্কার করি। পদ্মাসনে উপবিষ্টা বিষ্ণু-প্রিয়া পদ্মাকে নমস্কার করি। হে সর্ব্ব-সম্পৎ-প্রদায়িনি! হে সর্ব্বসম্পৎ স্বরূপে! হে সুখদায়িনি! সিদ্ধিদায়িনি! আপনি মোক্ষপর্য্যন্ত দান করিতে পারেন; হে হরিভক্তিপ্রদায়িনি! হে আনন্দদায়িনি! হে পুণ্ডরী-কাক্ষবক্ষশায়িনী! হে কৃষ্ণপ্রিয়ে! আপনাকে নমস্কার করি। হে চন্দ্রশোভাস্বরূপে! হে রত্নাকর-সম্ভূত! হে শোভনে! হে পদ্মে! হে দেবি! হে মহাদেবি! হে সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রি! আপনাকে নমস্কার করি। হে শস্যাধিষ্ঠাত্রি! হে শস্যস্বরূপে! হে বুদ্ধিদায়িনি! হে বুদ্ধিস্বরূপে! আপনাকে নমস্কার করি। যিনি বৈকুণ্ঠধামে মহালক্ষ্মী, ক্ষীরোদার্ণবে লক্ষ্মী এবং ইন্দ্রগৃহে স্বর্গ-লক্ষ্মীরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, যিনি রাজগৃহে রাজলক্ষ্মী, গৃহস্থগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মী এবং গৃহদেবতা, যজ্ঞকামিনী দক্ষিণা; যিনি গোমাতা সুরভি, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। হে কমলালয়ে! আপনি দেবমাতা আদিতিস্বরূপা; আপনি দেবগণের উদ্দেশে হবির্দ্দানে,—স্বাহা; পিতৃগণের উদ্দেশে কব্য-দানে,—স্বধা; হে বিষ্ণুস্বরূপিণি! আপনিই জগদ্ধাত্রী ধরিত্রীস্বরূপা। হে নারায়ণ-পরায়ণে! আপনি শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপা। হে বরদে! হে শুভাননে! আপনাতে ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম অধিষ্ঠান করিতে পারে না। হে পরমার্থপ্রদায়িনি। অধিক কি, আপনি দুর্লভ হরিদাস্য দান করিতে পারেন; আপনার অভাবে এই অসার সংসার ভস্মরাশিসদৃশ এবং আপনি ব্যতিরেকে শবতুল্য এই বিশ্ব জীবিত হইয়াও মৃত-প্রায়। হে সকল জীবের প্রধান জননি! হে সকলের সুহৃদ্‌স্বরূপে! আপনার অভাবে সুহৃদ্‌গণ—চির-সুহৃদ্‌গণ সর্ব্বদা সাদরে সম্ভাষণ করেন না। আপনি যাহার প্রতি নির্দ্দয়া হন, সে ব্যক্তি বন্ধুবিহীন এবং আপনি যাহার প্রতি সদয় হন সে-ই সুহৃৎসমূহ-সমন্বিত। আপনিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের কারণ। বিশ্বসমুদয়ে শৈশবকালে স্তনান্ধ শিশুগণের মাতা যেরূপ হিতকারিণী হন, সেই প্রকার আপনিও সকলজীবের বাল্যাদি সকল-কালেই মাতাস্বরূপিণী। মাতৃহীন স্তনান্ধ বালক যদিও কোনপ্রকারে দৈববলে জীবিত থাকে, কিন্তু আপনি যাহার প্রতি নির্দ্দয়া হন, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন প্রকারে স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকে না। হে মাতঃ! হে সুপ্রসন্নস্বরূপে! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে সনাতনি! দুর্জ্জয়দৈত্য-বশীভূত স্বর্গরাজ্যে আমাকে পুনরায় অধিকার প্রদান করুন। হে হরিপ্রিয়ে! আপনি যে অবধি আমাদের প্রতি নির্দ্দয়া হইয়াছেন, সেই কাল হইতেই আমরা বন্ধু-বিহীন ভিক্ষোপজীবী এবং সর্ব্ব-সম্পত্তিশূন্য হই-

য়াছি। হে সুরেশ্বরি! পূর্ব্ববৎ স্বর্গরাজ্য দান করুন। শোভা, বল, কীর্ত্তি, ধন এবং যশ আমাকে প্রদান করুন। হে হরিপ্রিয়ে! কাম, মতি, ভোগ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সর্ব্বসৌভাগ্য, প্রভাব, প্রতাপ, সর্ব্বাধিকার, জয়, যুদ্ধে পরাক্রম, পরমৈশ্বর্য্য প্রভৃতি প্রার্থিত বস্তু প্রদান করুন। ৫১—৭২। দেবরাজ এই প্রকার বলিয়া সকল দেবগণের সহিত নয়নজলে পরিপূর্ণ হইয়া নত-মস্তকে বারংবার প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা, শঙ্কর, অনন্ত, ধর্ম্ম, কেশবপ্রভৃতি দেবসমূহ—ইন্দ্রাদির অপরাধ মার্জ্জনার নিমিত্ত অনুমোদন করিলেন। লক্ষ্মীদেবী, ইন্দ্রাদির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন এবং কেশবের কণ্ঠে মনো-হারিণী কুসুমমালা অর্পণ করিলেন। হে নারদ! দেবগণ লক্ষ্মীর বরে সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ক্ষীরোদতনয়া আনন্দে ক্ষীরোদশায়ীর ক্রোড়ে উপবিষ্টা হইলেন। হে নারদ! ব্রহ্মা ও মহাদেব, নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারাও সন্তোষপূর্ব্বক দেবগণকে বর দান করিলেন। যে ব্যক্তি মহাপুণ্যজনক এই স্তব ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, সেই ব্যক্তি রাজরাজেশ্বর কুবেরের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হয়। যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়া কল্পতরুর ন্যায় ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে। মনুষ্যগণ পঞ্চ লক্ষবার পাঠ করিলেই এই স্তোত্র সিদ্ধ হয়। হে নারদ! সিদ্ধ স্তোত্র এক মাস নিয়মে পাঠ করিলে নিশ্চয় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ভূপতি হয়। ৭৩—৮০।

প্রকৃতিখণ্ডে মহালক্ষ্মীর স্তব সম্পূর্ণ।

নারদ বলিলেন, হে প্রভো! আপনি বলিয়াছেন দুর্ব্বসাদত্ত হরিচরণপতিত পুষ্প, যাহার মস্তকে অব-স্থিত হইয়াছে, সর্ব্বদেবের অগ্রে তাহার পূজা হয়। সেই পুষ্প গজরাজ ঐরাবতের মস্তকে স্থাপিত হয়; কিন্তু সে বনে প্রস্থান করে; তাহা হইলে কি প্রকারে গণেশের জন্ম হইল? শনির দৃষ্টিতে গণপতির মস্তক শূন্য হইলে, শ্রীহরি স্বয়ং হস্তিমস্তক গণেশের দেহে যুক্ত করেন। অথচ আপনিই সম্প্রতি বলি-লেন, দেবরাজ গণেশাদি ছয় জন দেবের আরা-ধনা করত ক্ষীরোদার্ণবতীরে দেবগণের সহিত লক্ষ্মী-দেবীর পূজা করিলেন। কি আশ্চর্য্য! পুরাণবক্তা-গণের বাক্য মনুষ্যের পক্ষে অতীব দুর্ব্বোধ; অতএব হে দেবজ্ঞবর! এই প্রবন্ধের স্থিরসিদ্ধান্ত স্পষ্ট করিয়া আমাকে বলুন। নারদের বাক্য শ্রবণ করত শ্রীনারায়ণ দেব বলিলেন, মুনিবর দুর্ব্বাসা যে কালে দেবরাজকে শাপ প্রদান করেন, সেই কালে গণেশ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তদনন্তর দেবেন্দ্র যে কালে পূজা করেন, তখন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। হে নারদ! দেবগণ বিপ্রশাপে বহুকাল দুঃখ অনুভব করত ভ্রমণ করিয়া শ্রীহরির বরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বলক্ষ্মী লাভ করি-লেন। ৮৪—৮৭।

প্রকৃতিখণ্ডে উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে মহাত্মন্ নারায়ণ! আপনি রূপ, গুণ, যশ, তেজ, কান্তি সর্ব্বাংশেই নারায়ণের সমান। হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! আপনিই সিদ্ধ এবং যোগিগণের মধ্যে প্রধান। আপনার অনুগ্রহে মহালক্ষ্মীর উপাখ্যান শ্রুত হইলাম। হে তপস্বিবর! আপনিই মুনিগণ এবং বেদজ্ঞসমূহের প্রধান; অতএব সম্প্রতি অতিশয় গোপনীয় সকল প্রকারে শরণার্হ পুরাণে অপ্রকাশিত বেদ-বিহিত ধর্ম্মযুক্ত নিগূঢ় কোন একটি উপাখ্যান বলুন। শ্রীনারায়ণ কহিলেন, হে দ্বিজ! পুরাণসমূহে অপ্রকাশিত, সুদুর্লভ বেদে গুপ্তভাবে নানাপ্রকার উপাখ্যান আছে। তাহার সারভূত যে উপাখ্যান তুমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, আমার নিকটে বল, আমি তোমার নিকটে সেই উপাখ্যান বর্ণন করিব। নারদ বলিলেন, হে বেদবিদ্বর! সকল কর্ম্মেই হবির্দ্দানবিষয়ে স্বাহার প্রাধান্য এবং পিতৃগণের দানবিষয়ে স্বধা প্রশস্ত। অন্যান্য কর্ম্মে দক্ষিণাই প্রধান। ইহাদের চরিত্র, জন্ম, ফল এবং প্রাধান্য-কারণ আপনার মুখে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ১—৮। সৌতি বলিলেন, মুনিবর নারায়ণ, নারদবাক্য শ্রবণ করত ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক পুরাণোক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।—পূর্ব্বে দেবগণ সৃষ্টির পূর্ব্বসময়ে অগম্য মনোহর ব্রহ্মলোকে চতুরানন-সভায় আহারার্থে গমন করিলেন। দেবগণ বলিলেন, বিধাতঃ! আমাদের আহার্য্য বস্তুর স্থির করিয়া দিতে হইবে। ব্রহ্মা দেব-গণের নিকটে অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীহরির চরণ সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ হরি, ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে অংশের সহিত যজ্ঞরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা, যজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত হবি—দেবগণের আহার্য্য করিয়া দিলেন। মুনে! ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি সকলে যজ্ঞে দেবোদ্দেশে হবি প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেব-গণ যাজ্ঞিকদত্ত স্ব স্ব ভাগ লাভ করেন না। দেবগণ, আহার অলাভে বিষণ্ণ হইয়া পুনর্ব্বার পিতা-মহের সভায় উপস্থিত হইলেন এবং অনাহার

জন্য ক্লেশ জানাইলেন। ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করত পুনর্ব্বার ধ্যান দ্বারা হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং হরির আজ্ঞানুসারে প্রকৃতির পূজা আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতি দেবী, দাহিকাশক্তিরূপে অগ্নিভার্য্যা স্বাহা নামে বিখ্যাতা হইলেন। গ্রীষ্মঋতুর মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অপেক্ষা অধিক কান্তিশালিনী, সুন্দরী, অতিশয় রমণীয়া, মনোহারিণী, ভক্তানুগ্রহ-তৎপরা, প্রকৃতি দেবী ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে প্রসন্নবদনে বলিলেন, পদ্মযোনে! ব্রহ্মন্! অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন; বিধি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বলিলেন। ৯—১৯। শক্তি-দেবি! তুমি অগ্নিদেবের দাহিকাশক্তি এবং প্রিয়া স্বাহা। অগ্নিদেব সর্ব্বভুক্ হইলে তোমার সাহায্য ভিন্ন কোন বস্তু ভস্ম করিতে পারেন না। 'যে ব্যক্তি মন্ত্রের অন্তে তোমার নাম উচ্চারনপূর্ব্বক দেবগণের উদ্দেশে হবি দান করিবে, তদ্দত্ত হবি লাভ করত দেববৃন্দ পরমানন্দিত হইবেন' এই বর আমাকে প্রদান করুন। হে অম্বিকে! তুমি অগ্নির সম্পৎ এবং সৌন্দর্য্যস্বরূপা গৃহিণী; দেবগণ এবং মনুজগণ তোমার পূজা করুন। স্বাহা দেবী ব্রহ্মার বাক্যে বিষণ্ণা হইয়া স্বয়ম্ভুকে স্বাভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! আমি তপস্যা দ্বারা পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিব। এই মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক কার্য্যান্তরকে ভ্রান্তিপূর্ণ স্বপ্নের ন্যায় তুচ্ছ বিবেচনা করি। আপনি যাঁহার অনুগ্রহেত্রিজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মহাদেব যাঁহার কৃপায় অজেয় মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম লাভ করিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে অনন্তদেব বিশ্ব ধারণ করিতেছেন এবং ধর্ম্ম, জনসমূহের-পুণ্য পাপাদি কর্ম্মসমূহের সাক্ষী হইয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে গণপতি দেবসমূহের অগ্রে পূজা লাভ করিতেছেন এবং সর্ব্বপ্রসাধিনী প্রকৃতিও পূজিতা হইতেছেন, ঋষিগণ এবং দেবগণ যাঁহার পূজা করত পূজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে পদ্মযোনে! সেই পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পদ্ম আমিও একচিত্তে চিন্তা করিব। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সম্ভূতা পদ্মবদনা স্বাহাদেবী পদ্মযোনিকে এই বাক্য বলিয়া তপস্যা দ্বারা পদ্মনাভের সন্তোষমানসে তথা হইতে গমন করিলেন। স্বাহা দেবী, একপাদে পৃথিবী অবলম্বনপূর্ব্বক লক্ষ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক্ পরমাত্মা গুণাতীত শ্রীহরির সাক্ষাৎ পাইলেন না। পরে সুন্দরী স্বাহা দেবী অতিশয় কমনীয়-কান্তি কন্দর্প-মোহন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করত কামুকী হইয়া কন্দর্পবশে মূর্চ্ছিতা হইলেন। ২০—৩০। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ, বহুকাল তপঃক্লেশে কৃশাঙ্গী অনঙ্গবশীভূতা স্বাহার অভিপ্রায় জানিয়া নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করত বলিতে আরম্ভ করিলেন, প্রিয়ে! দ্বাপরযুগে নিজ অংশে নগ্নজিৎ নৃপতির কন্যা নাগ্নজিতী নামে বিখ্যাত হইয়া আমাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু হে ভাবিনি! সম্প্রতি কিছু দিনের নিমিত্ত মদনুগ্রহে পবিত্র হইয়া মন্ত্রের অঙ্গস্বরূপা অগ্নিদেবের পত্নী হও। বহ্নিদেবও ভক্তিভাবে তোমার পূজা করত গৃহলক্ষ্মী রমণীয়া রমণীরূপা তোমার সহিত রমণ করিবেন। হে নারদ! দেবাদিদেব ভগবান্ স্বাহা দেবীকে এই প্রকার বাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। বহ্নিদেব ব্রহ্মার আদেশানুসারে ভয়যুক্ত হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সামবেদোক্ত ধ্যানদ্বারা তাঁহার ধ্যান ও পূজা করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। স্তবান্তে মন্ত্রপূর্ব্বক স্বাহা দেবীর পাণি গ্রহণ করিলেন। অগ্নিদেব সেই কালে সর্ব্বদা বিহারের উপযুক্ত সুখকর রম্য নির্জ্জন স্থানে দৈবপরিমাণে শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত রমণীয়া স্বাহাদেবীর সহিত রমন করিয়াছিলেন। তদনন্তর তেজস্বী অগ্নিদেবের তেজে স্বাহা দেবী অন্তঃসত্তা হইলেন এবং দ্বাদশ বৎসরকাল সেই গর্ভ ধারণ করিলেন। তদনন্তর স্বাহা দেবী, পরম সুন্দর মনোহর দক্ষিণ গার্হপত্য এবং আহবনীয়-নামক, যথাক্রমে তিনটী পুত্র প্রসব করিলেন। মুনি ঋষি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণসমূহ বৈদিক মন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রতিদিন হবি দান করিতে লাগিলেন। ৩১—৪০। হে দ্বিজবর! যে ব্যক্তি প্রশস্ত স্বাহাশব্দ শেষে সংযোজনপূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করে, উচ্চারণমাত্রে সেই ব্যক্তির সকল অভিলাষ সুসম্পন্ন হয়। বিষহীন সর্প যে প্রকার গৌরবহীন হয়, বেদ-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং পতি-সেবাপরাঙ্মুখী স্ত্রীজাতিও যেরূপ নিন্দনীয় হয়, মূর্খ মনুষ্য এবং ফল শাখা পল্লব প্রভৃতি রহিত শুষ্ক বৃক্ষ যে প্রকার বহুমানের আস্পদ হয় না, সেই প্রকার সকল মন্ত্রই মন্ত্রপ্রতিপাদ্যস্থ স্বাহা-শূন্য হইলে, কোন ফলই প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। মন্ত্রের অন্তে স্বাহাশব্দ উচ্চারণ করিলে দ্বিজগণ সন্তুষ্ট হন, দেবগণও যাজ্ঞিকদত্ত নিজ নিজ আহুতি লাভ করেন এবং অভিলষিত কর্ম্মসমূহও সুসম্পন্ন হয়। ইহলোকে সুখদায়ক পরলোকে মোক্ষদায়ক, সারভূত উৎকৃষ্ট এই স্বাহার উপাখ্যান

বর্ণন্ করিলাম। অনন্তর যাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আমার নিকটে প্রশ্ন কর। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনীন্দ্র নারায়ণ! বহ্নিদেব যাহাদ্বারা স্বাহা দেবীর স্তব করিয়াছিলেন, হে প্রভো! স্বাহার সেই পূজাবিধি ধ্যান এবং স্তব আমার নিকটে বর্ণন করুন। ৪১—৪৬। নারদের প্রশ্নে নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মনন্দন! সামবেদোক্ত ধ্যান পূজা-বিধি এবং স্তবাদি বর্ণন করিতেছি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ফলপ্রার্থিগণ সকল যজ্ঞের আরম্ভ-কালে শালগ্রামশিলায় অথবা ঘটে, স্বাহার সম্পূর্ণ-রূপে আবাহন করত যজ্ঞ আরম্ভ করে; মন্ত্রাঙ্গভূতা মন্ত্রসিদ্ধি-স্বরূপিণী সিদ্ধা এবং মনুষ্যগণের প্রার্থিত কর্ম্মসমূহের সিদ্ধিদায়িনী স্বাহা দেবীকে উপাসনা করি। মনুষ্য এই প্রকারে ধ্যান করত মূলমন্ত্রদ্বারা পাদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক স্তব করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে। মূলমন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বহ্নিজায়ায়ৈ স্বাহা" এই মূলমন্ত্রে যে ব্যক্তি স্বাহার সমর্চ্চনা করে, নিশ্চয় তাহার সর্ব্ব অভিলাষ সম্পন্ন হয়। ৪৭—৫০। বহ্নি বলিলেন,—স্বাহা আদ্যাপ্রকৃতির অংশস্বরূপা, মন্ত্র এবং তন্ত্রের অঙ্গরূপা, মন্ত্রসমূহের ফলদায়িনী, জগদ্ধাত্রী, সতী, সিদ্ধিস্বরূপা, সিদ্ধা, সর্ব্বদা মনুষ্যগণের সিদ্ধিদায়িনী, সর্ব্ব-দহন বহ্নির দাহিকাশক্তি, বহ্নির প্রাণাধিক, সংসার-সাররূপা, ঘোরসংসারতারিণী, দেবগণের জীবনস্বরূপা এবং দেবপালনকারিণী; যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক স্বাহার এই শোড়ষ নাম পাঠ করে, তাহার ইহলোক ও পরলোকে কোন কর্ম্মই অঙ্গহীন হয় না এবং তাহার শোভান্বিত সকল কর্ম্ম সুন্দররূপে সিদ্ধ হয়। অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র, ভার্য্যাহীন ব্যক্তি মনোরমা ভার্য্যা লাভ করে। ৫১—৫৬।

প্রকৃতিখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন,—হে নারদ! পিতৃগণের তৃপ্তি-কর শ্রাদ্ধসমূহের ফলবর্দ্ধক এবং উত্তম, স্বধার উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। জগৎস্রষ্টা সৃষ্টির পূর্ব্বে মূর্ত্তিমান্ পিতৃচতুষ্টয় এবং তেজঃস্বরূপী পিতৃত্রয়কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সাত জন সিদ্ধরূপ মনোহর পিতৃগণকে সৃষ্টি করিয়া শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে প্রদত্ত বস্তু এবং তর্পণ, তাঁহাদের আহার্য্য নির্ণয় করিলেন। হে নারদ! শ্রুতিবাক্যে শ্রুত আছি, যে পর্য্যন্ত তর্পণ শেষ না হয়, সেইকালপর্য্যন্ত স্নানজন্য ফল লাভ হয় না। যে পর্য্যন্ত দেবপূজায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তত ক্ষণপর্য্যন্ত দেব-পূজার ফল লাভ হয় না এবং ব্রাহ্মণগণের ত্রিসন্ধ্যা শেষ না হইলে আহ্নিকের ফল-প্রাপ্তি হয় না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দেবপূজা এবং বেদপাঠ না করে, সে ব্যক্তি বিষহীন সর্পের ন্যায় লঘু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করত পরমারাধ্য হরির আরাধনা না করে এবং হরির অনিবেদিত কদন্ন ভক্ষণদ্বারা বাসনার তৃপ্তি সাধন করে, বিহিতকর্ম্মের অনুপযোগী তদীয় দেহ প্রসবকালীন অশৌচেই অশুচি থাকে। পিতামহ ব্রহ্মা, পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি বিধান করত স্বস্থানে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলেও পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিতে লাগিলেন; কিন্তু পিতৃগণ নিজ নিজ ভাগ লাভ করেন না। পিতৃগণ, সকলে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিষণ্ণ-ভাবে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন এবং জগৎস্রষ্টার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। ১—৮। ব্রহ্মা পিতৃগণের দুঃখ শ্রবণ করত মনোহারিণী এক কন্যাকে মন হইতে সৃষ্টি করিলেন। রূপযৌবনসম্পন্না, শত-চন্দ্র-সদৃশ-কান্তিশালিনী, বিদুষী, রূপ-গুণ-বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা সেই কন্যার বর্ণ শ্বেতচম্পকসদৃশ, তাঁহার অঙ্গ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত; বিশুদ্ধ প্রকৃতির অংশরূপা বরদা সুন্দরীর মুখে ঈষৎ হাস্য বিরাজ করিতেছে। সুদতী সেই স্বধাদেবী লক্ষ্মীর লক্ষণসমূহে উপলক্ষিতা। তাঁহার পাদপদ্ম শতদল পদ্মের উপরিভাগে সংস্থাপিত। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণের পত্নী পদ্মবদনা পদ্ম-নয়না পদ্মজাকে পিতৃগণকে সম্প্রদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণ-গণকে গোপনে উপদেশ করিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! মন্ত্রের অন্তে স্বধা শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পিতৃদান প্রদান কর। তাঁহারাও ব্রহ্মার উপদেশক্রমে তদনুসারে পিতৃদান প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবগণের উদ্দেশে দানবিষয়ে স্বাহা মন্ত্র প্রশস্ত, পিতৃগণের উদ্দেশে দানে স্বধা মন্ত্রই প্রশস্ত; দক্ষিণা সকল কার্য্যেই প্রশস্ত। দক্ষিণাশূন্য সকল কর্ম্মই নিষ্ফল। পিতৃ, দেব, ব্রাহ্মণ, মুনি, মনুষ্যগণ প্রভৃতি সকলেই শান্ত-মূর্ত্তি স্বধার সমর্চ্চনা করত পরমাদরে স্তব করিতে লাগিলেন। স্বধাদেবীর বরে দেবগণ এবং ব্রাহ্মণ-গণের মনোরথ পূর্ণ হইল এবং সকলেই পরমাহ্লাদিত হইলেন। সকলের সন্তোষজনক অতি উত্তম স্বধার

উপাখ্যান এইরূপে বর্ণন করিলাম। অনন্তর যাহা শ্রবণেচ্ছা হয়, আমার নিকটে প্রশ্ন কর। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বেদবিদগ্রগণ্য! মহামুনে! নারায়ণ! স্বধার পূজাবিধি এবং স্তব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, যত্নপূর্ব্বক আমার নিকটে তাহা বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মতনয়! তুমি স্বয়ং স্বধার ধ্যান এবং সর্ব্বসম্মত, বেদোক্ত স্তব প্রভৃতি সকলই জান; যদি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে প্রশ্ন করিয়া থাক, তাহা হইলে বলিতেছি শ্রবণ কর। ৯—২০। শরৎকালীন কৃষ্ণপক্ষে মঘা-নক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশীতিথিতে শ্রাদ্ধদিনে যত্নপূর্ব্বক স্বধার পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে। যে অহঙ্কার-পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ স্বধার অর্চ্চনা না করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবে, সে নিশ্চয়ই শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের ফলভাগী হইবে না। ব্রহ্মার মানসী কন্যা, নিরন্তর স্থির-যৌবনা, পিতৃগণ এবং দেবগণের পূজনীয়া, শ্রাদ্ধাদির ফলদায়িনী, স্বধাদেবীর উপাসনা করি। এই মন্ত্রে স্বধার ধ্যান করিয়া শালগ্রামরূপী বিষ্ণুতে অথবা সুন্দর সঙ্কল্পিত ঘটে মূল মন্ত্রে পাদ্যাদি প্রদান করিবে,—এইরূপ বেদবাক্যে শ্রুত হইয়াছি। স্বধাদেবীর মূলমন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর, "ওঁ হ্রীঁ শ্রী ক্লীঁ স্বধাদেব্যৈ স্বাহা" এই মহামন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া স্তব করিবে এবং স্তবান্তে যথাবিধি প্রণামাদি করিবে। বিজ্ঞবর মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মনন্দন! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী স্বধার যে স্তব রচনা করিয়াছেন, সেই স্তব বলিতেছি শ্রবণ কর। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, মনুষ্য স্বধা এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করিলে, তীর্থস্নান-জন্য ফল লাভ করিবে এবং সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে। যদি কেহ তিনবার স্বধা স্বধা স্বধা উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে শ্রাদ্ধ এবং পূজাদির সম্যক্ ফল লাভ করিবে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্বধার স্তব শ্রবণ করে, সে নিশ্চয় শতশ্রাদ্ধজন্য পুণ্য সঞ্চয় করে। স্বধা স্বধা স্বধা এই নামত্রয় ত্রিসন্ধ্যা যে ব্যক্তি পাঠ করে, সে ব্যক্তি পতিপ্রাণা বিনীতা পত্নী এবং বহু-গুণান্বিত পুত্র লাভ করে। ২১—৩০। হে পিতৃগণের প্রাণময়ি! হে দ্বিজগণের জীবরূপিণি! হে শ্রাদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবি! হে শ্রাদ্ধসমূহের ফলদায়িনি! পিতৃগণের প্রীতির নিমিত্ত আমার চিত্ত হইতে বহির্গমন করুন। দ্বিজগণের সন্তোষ এবং নির্ব্বোধ গৃহী ব্যক্তির বিশ্বাস উৎপাদন করুন। হে সুব্রতে! হে নিত্যস্বরূপিণি! হে গুণময়ি! তোমার বিনাশ নাই; সৃষ্টির পূর্ব্বে আবির্ভাব এবং মহাপ্রলয়ে তিরোভাব হয় এইমাত্র। হে দেবি! তুমি "ওঁ, স্বস্তি, নমঃ, স্বাহা, স্বধা, দক্ষিণা" এই ছয় নামে চতুর্ব্বেদে বিখ্যাত হইয়া সকল কর্ম্মে শুভ সাধন কর। পূর্ব্বে তুমি গোলোকধামে রাধিকার সখী স্বধানাম্নী গোপী ছিলে এবং স্বীয় আত্মার স্বরূপ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া স্বধানামে বিখ্যাতা হইয়াছ। রমণীয় বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবনে প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরী রাধিকা তোমাকে শাপ প্রদান করিয়া-ছিলেন, তাহাতেই তুমি সর্ব্বলোকাতীত গোলোকধাম হইতে এই ভূমণ্ডলে আগমন করিয়াছ। হে পবিত্রী-কৃতপিতৃবংশে! পরমাত্মা মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনপুণ্যে আমার মন হইতে উৎপন্না হইয়াছ; এবং রাধিকারমণের সুরতরসে সন্তোষ না পাওয়ায় চতুর্ব্বর্ণের প্রিয়া হইলে। পূর্ব্বে স্বাহা শ্রীরাধিকার সখী গোপিকা ছিলেন এবং স্বপ্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে রমণের নিমিত্ত বলায় স্বাহা নামে খ্যাতা হইয়াছেন। তিনি ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে মালতীমণ্ডিত শ্রীরাসমণ্ডলে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করত রতিরসে মত্ত হইয়াছিলেন। রাসেশ্বরী স্বাহাকে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা দর্শন করিয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। স্বাহা তাঁহার শাপে গোলোক হইতে ভূমণ্ডলে আগমন করত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনপুণ্যে বহ্নিদেবের ভার্য্যা হইয়াছেন। ৩১—৪০। তিনি পরম পবিত্ররূপিণী, দেবগণ এবং মনুষ্যগণের বন্দনীয়া। তাঁহার নাম উচ্চারণমাত্রে মানবগণ মহাপাতকরাশি হইতে মুক্তি লাভ করে। সুশীলানাম্নী শ্রীমতীর পূর্ব্বকালীন সখী শ্রীরাধিকার অগ্রে শ্রীরাধামোহনের দক্ষিণ ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন; সুশীলা, কৃষ্ণপ্রাণেশ্বরী শ্রীরাধিকার শাপে গোলোক হইতে ভূলোকে আগমন করত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনপুণ্যে দক্ষিণারূপে বিখ্যাতা হইলেন। প্রিয়তমা রতিবিষয়ে দক্ষা সকল কর্ম্মে প্রশস্তা সুশীলা,—প্রাণনাথ রাধিকা-নাথের দক্ষিণ অঙ্গে উপবেশনহেতু দক্ষিণানামে বিখ্যাতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপী শ্রীমতী শাপের পূর্ব্বে ভর্ত্তার ইচ্ছাহেতু কর্ম্মিগণের কর্ম্মপূরণার্থে স্বধা স্বাহা এবং দক্ষিণারূপে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা এই প্রকার বলিয়া নিজ সভায় অবস্থিত হইলেন। তখন সেই স্থানে স্বধাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। তদনন্তর পিতামহ পিতৃগণকে কমলবদনা সেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তাঁহারাও স্বধাকে লাভ করত আনন্দিতচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। যে ব্যক্তি

শুদ্ধ হইয়া একচিত্তে স্বধার এই স্তব শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বতীর্থস্নান এবং সর্ব্ববেদপাঠের ফল লাভ হয়। ৪১—৪৮।

প্রকৃতিখণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

মহর্ষি নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! স্বাহা এবং স্বধার উপাখ্যান বর্ণন করিলাম; সম্প্রতি গোলোকে শ্রীহরির প্রিয়তমা সুশীলা গোপীর উপাখ্যান বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। ধন্যা, মান্যা, মনোহারিণী, অতিশয় সুন্দরী, রামা, সুন্দরদন্তপংক্তি-শোভিতা, সাধ্বী, বিদ্যাগুণরূপবতী, নানা প্রকার রতি-কলাভিজ্ঞা, কোমলাঙ্গী, কমনীয়া, কমলনয়না, সুন্দরনিতম্ববিরাজিতা, সুস্তনী, শ্যামা, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা, প্রসন্নমুখী, রত্নভূষণে বিভূষিতা, শ্বেতবর্ণ চম্পকের ন্যায় শুভ্রবর্ণা, মৃগলোচনা, কামশাস্ত্রে সুনিপুণা, কামিনী, হংসগামিনী, কৃষ্ণভাবে অনুরক্তা, কৃষ্ণভাবাভিজ্ঞা, রাসেশ্বরের রাসলীলা-রসাভিজ্ঞা, রসিকা, শ্রীরাধার প্রধান সহচরী পরুবিম্বোষ্ঠী, সুশীলা গোপী পূর্ব্বে শ্রীরাধিকার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন। তখন ভবভয়বারণ ভগবান্ রাধার ভয়ে নতমুখ হইলেন; এবং ভগবান্ গোপীগণের মধ্যে উত্তমা, সর্ব্বোত্তমা, মানিনী, ক্রোধরক্তবদনা, রক্তকমলের ন্যায় রক্তবর্ণনয়না কোপকম্পিতাঙ্গী শ্রীরাধিকাকে ক্রোধে নিষ্ঠুর বাক্য বলিবার জন্য বেগে আগমন করিতে দর্শন করিয়া, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং বিরোধভয়ে অন্তর্হিত হইলেন। সুশীলা গোপী শান্তমূর্ত্তি সত্ত্বনিলয় সুন্দরাকৃতি ভগবানকে ভয়ে পলায়ন করিতে দর্শন করিয়া ভয়ে কম্পমানা হইয়া অন্তর্ধান করিলেন। ১—১১। লক্ষকোটি গোপী শ্রীমতীর ক্রোধে সঙ্কট বিবেচনায় ভক্তিভয়-সহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিনম্রমস্তকে "হে দেবি! রক্ষা করুন রক্ষা করুন" এই প্রকার বাক্য বারংবার বলিতে বলিতে তাঁহার চরণপঙ্কজে শরণ গ্রহণ করিলেন। হে নারদ! শ্রীদামাদি তিনলক্ষকোটি গোপও ভয়ে তাঁহার চরণপঙ্কজ আশ্রয় করিলেন। পরমেশ্বরী রাধা জগৎকান্ত নিজকান্তের পলায়ন জানিয়া সহচরী সুশীলাকে শাপ দিলেন।—অদ্য হইতে সুশীলা গোপী যদি গোলোকে আগমন করে, তাহা হইলে আগমনমাত্রেই ভস্মসাৎ হইবে। এই প্রকার সুশীলাকে শাপ প্রদান করিয়া রাসেশ্বরী রাসমণ্ডলেই রাসবিহারীকে ক্রোধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ১২—১৭। তখন সুব্রতা রাধা এই প্রকারে আহ্বান করিয়াও তাঁহার দর্শন না পাওয়ায় অদর্শন-বিরহে কিঞ্চিৎ কালকেও কোটি যুগ বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে কৃষ্ণ! হে প্রাণনাথ! এস; হে প্রাণ হইতে শতগুণ প্রিয়তম! হে প্রাণের অধিষ্ঠাতৃদেব! তোমার বিরহে প্রাণ যায়। পতির সমৃদ্ধি হেতু স্ত্রীজাতির প্রতিদিন গর্ব্ব বর্দ্ধিত হয়; সাধ্বী স্ত্রীগণ, বিভবের মূলস্বরূপ সেই স্বামীরই সর্ব্বদা সেবা করে, কুলকামিনীগণের পতিই পরমবন্ধু এবং দেবতাস্বরূপ; অধিক কি পতিব্রতাগণের পতি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই নাই। পরম সম্পত্তি-স্বরূপ পতিই গতিদাতা মূর্ত্তিমান্ দেবতা। ধর্ম্ম, সুখ, সর্ব্বদা প্রীতি, নিরন্তর শান্তি, সম্মান এবং মানদাতা পতিই নারীগণের মান্য ও প্রণয়কোপের শান্তিকারক। সংসারে যে কিছু সারবস্তু আছে, তাহার মধ্যে বন্ধুগণের সৌহার্দ্দবর্দ্ধক পতিই সার; রমণীগণের—বন্ধুবর্গের মধ্যে ভর্ত্তা অপেক্ষা অন্য বন্ধু আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইনি—কামিনীগণের ভরণহেতু—ভর্ত্তা, পালনহেতু—পতি, শরীরের ঈশ্বর বলিয়া স্বামী, অভিলাষসাধক বলিয়া কান্ত, সুখ বর্দ্ধন করেন এই নিমিত্ত বন্ধু; প্রীতি-প্রদান হেতু পরমপ্রিয়, ঐশ্বর্য্য দান হেতু ঈশ, প্রাণের ঈশ্বর এই নিমিত্ত প্রাণনাথ, রতিদান হেতু রমণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হন; পতি হইতে প্রিয় আর কেহই নাই। এই প্রিয়ের শুক্র হইতে পুত্রের উৎপত্তি হেতু পুত্রও প্রিয় হয়। পতি, কুলকামিনীগণের সর্ব্বদাই শতপুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তম হন। অসৎকুলপ্রসূতা নারী কান্তকে না জানিয়া অসৎপথ অবলম্বন করে। সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সকল প্রকার তপস্যা, সকল প্রকার ব্রত, সকল প্রকার মহাদান বিশ্বমণ্ডলে পুণ্য দিনে উপবাসাদি, গুরু বিপ্র এবং দেব-সেবা প্রভৃতি যত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য পুণ্য কর্ম্ম আছে, সেই সকল কর্ম্মই স্বামি-সেবার ষোড়শ কলার এক কলারও সমান নহে। ১৮—৩০। মনুষ্যগণের যে প্রকার সকল গুরু অপেক্ষা বিদ্যাদাতা গুরু পূজ্য, সেই প্রকার কুলস্ত্রীগণেরও গুরু, বিপ্র এবং ইষ্টদেব প্রভৃতি সকল অপেক্ষা পতিই গুরুতর। আমি যাঁহার অনুগ্রহে গোপী হইয়া তিনলক্ষকোটি গোপের, অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডস্থিত অসংখ্য জীবগণের এবং গোলোক পর্য্যন্তেরও অধীশ্বর হইয়াছি, তাঁহাকেই চিনিতে পারিলাম না। অহো! স্ত্রীস্বভাব কি দুর্জ্ঞেয়!!

শ্রীরাধিকাদেবী কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া, এইরূপে খেদ করিতে করিতে ভক্তি-পূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই ধ্যানে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া, সেই স্থানে রাধাকৃষ্ণ বিলাস করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৪। হে মুনে! অনন্তর সুশীলাদেবী গোলোক হইতে পতিতা হইয়া, বহুকাল তপস্যান্তে লক্ষ্মীর দেহে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর দেবগণ কৃচ্ছ্রসাধ্য যজ্ঞ করিয়াও তাহার ফল না পাওয়ায়, বিষণ্ণভাবে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন; বিধি দেবাদির অভিপ্রায় জানিয়া জগৎপতি হরিকে চিন্তা-পূর্ব্বক ধ্যান করিলেন; তাঁহার অনুগ্রহ হইল। ভগবান্ নারায়ণ মহালক্ষ্মীর দেহ হইতে মনুষ্যগণের লক্ষ্মীস্বরূপিণী দক্ষিণাকে নিষ্ক্রম করাইয়া, ব্রহ্মাকে দান করিলেন। ব্রহ্মা সৎকর্ম্মসমূহের সম্পূর্ণতার জন্য দক্ষিণাকে যজ্ঞের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। যজ্ঞও বিধিবৎ দক্ষিণার পূজা করিয়া, আনন্দপূর্ব্বক লক্ষ্মী-স্বরূপিণী দক্ষিণার স্তব করিয়াছিলেন। দক্ষিণার বর্ণ শুদ্ধ স্বর্ণের সমান, কোটিকলানিধির ন্যায় অঙ্গকান্তি। সুন্দরী অতিশয় কমনীয়া, সেই মনোহারিণীর বদন প্রফুল্ল কমলসদৃশ। কমলাদেবীর অঙ্গসম্ভূতা পদ্ম-যোনির পূজনীয়া কমলবিশালনয়না সেই দেবীর অঙ্গ অতিশয় কোমল, তিনি বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। সেই সতীর সুপক্ক বিম্বফলসদৃশ-ওষ্ঠ-শোভিত মুখে সুন্দর দন্তপংক্তি শোভা পাইতেছে। তিনি মালতীমালা-মণ্ডিত কবরীপাশ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। প্রসন্নবদনে ঈষৎ হাস্য করিতেছেন; রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া সুন্দরবেশে সুন্দর জলে স্নান করত নিয়তচিত্ত মুনিগণের মন মোহিত করিতেছেন। কস্তুরী-বিন্দুর সহিত সুগন্ধ চন্দন তাঁহার অঙ্গে বিলেপিত। তাঁহার অলকাগুচ্ছের অধঃপ্রদেশ সিন্দুর-বিন্দুদ্বারা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে। বৃহৎ শ্রোণি এবং পয়োধরের ভারে প্রশস্ত নিতম্বদেশ নত হইয়াছে; কামদেবের আধারস্বরূপিণী কামবাণে ব্যথিতা দক্ষিণাকে দর্শন করত যজ্ঞ মূর্চ্ছিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রবোধিত করিলে, তিনি দক্ষিণার পাণি গ্রহণ করিলেন। ৩৫—৪৬। যজ্ঞ, নির্জ্জন কাননে সেই রমণীয়া রামার সহিত দৈব পরিমাণে শত বৎসর পরমানন্দে রমণ করিলেন। তদনন্তর দক্ষিণা যজ্ঞের বীর্য্যে দ্বাদশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিলেন; তদনন্তর কর্ম্মসমূহের ফলরূপ পুত্র প্রসব করিলেন। দক্ষিণা সৎকর্ম্মসমূহের ফলদায়িনী এবং কর্ম্ম পরিপূর্ণ হইলে, তাঁহার পুত্র ফলদায়ক হন। বেদজ্ঞগণ বলেন, কর্ম্মী সকল, যজ্ঞ, দক্ষিণা এবং তৎপুত্র—ফল দ্বারা, প্রারোপিত কর্ম্মসমূহের ফল লাভ করে। হে নারদ! যজ্ঞ, এবং দক্ষিণা ফলরূপী পুত্র লাভ করত কর্ম্ম সকলের ফল প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই কালে দেবগণ পরিপূর্ণমনোরথ হইয়া আনন্দিতচিত্তে স্বস্থানে গমন করিলেন। হে নারদ! ধর্ম্মের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়াছি। ৪৭—৫২। মুনে! বেদে কথিত আছে, কর্ত্তা কর্ম্ম করিয়া তৎক্ষণেই দক্ষিণা দান করিবে এবং শীঘ্র দক্ষিণা দান করিলে, সেই কালেই কর্ম্মফল লাভ করিবে। কর্ম্মী ব্যক্তি, যদি কর্ম্ম পূর্ণ হইলে, দৈববশতই হউক অথবা ভ্রমেই হউক, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান না করে, তবে মুহূর্ত্তকাল অতীত হইলে, নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা হইতে দ্বিগুণ দান করিতে হয়। এক রাত্রি অতীত হইলে, চতুর্গুণ, ত্রিরাত্র অতীত হইলে, দশগুণ, সপ্তাহ অতীত হইলে, বিংশতিগুণ অধিক দক্ষিণা দান করিতে হয়। এক-মাস অতীত হইলে লক্ষগুণ এবং সংবৎসর অতীত হইলে তিনকোটিগুণ অধিক দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়; নতুবা যজমানের অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্ম সমূহ নিষ্ফল হয়। সেই ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব-অপহরণকারী, অশুচি হইয়া থাকে এবং কোন কর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে না। সেই ব্যক্তি উক্ত পাপে পাতকী দরিদ্র এবং ব্যাধিযুক্ত হয়। লক্ষ্মীদেবী তাহাকে দারুণ শাপ দিয়া তাহার গৃহ হইতে পলায়ন করেন। পিতৃগণ তদ্দত্ত শ্রাদ্ধতর্পণাদি গ্রহণ করেন না। দেবগণ, তাহার পূজা এবং অগ্নিদেব, তাহার আহুতি গ্রহণ করেন না। দাতা সেই ব্যক্তিকে দান করে না। ভিক্ষুক তাহার নিকট প্রার্থনা করে না। ব্রহ্মস্বহারী এবং দক্ষিণাবঞ্চক এই উভয় ব্যক্তিই ছিন্নরজ্জু ঘটের ন্যায় অধোগামী হয়; যাজক দক্ষিণাপ্রার্থনা করিলেও যজমান, যদি দান না করে, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মস্বহরণ জন্য পাপের ফলভোগী হইয়া, নিশ্চয় কুম্ভী-পাক নরকে গমন করে। সেই স্থানে যমদূতগণের বিষম প্রহারে ব্যথিত হইয়া লক্ষ বৎসর নিবাস করে; তদনন্তর ব্যাধিযুক্ত দরিদ্র হইয়া চণ্ডাল জাতিতে জন্ম-লাভ করে। সে পূর্ব্বের সপ্তজন্মের সপ্ত সপ্ত পুরুষকে অধঃপাতিত করে। এই তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করিলাম। অনন্তর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়? নারদ কহিলেন, যে সকল কর্ম্মের দক্ষিণা প্রদত্ত না হয়, সেই কর্ম্ম সকলের ফল কাহার ভোগ্য হয় এবং যজ্ঞ কোন্ বিধিতে দক্ষিণার পূজা করিয়াছিলেন,—এই বিষয় বিশদরূপে আমার নিকটে বর্ণন-

করুন। ৫৩—৬৪। নারায়ণ বলিলেন,—ব্রহ্মতনয়! দক্ষিণাশূন্য কর্ম্মের ফল অপ্রসিদ্ধ, দক্ষিণাযুক্ত কর্ম্মের ফলই কর্ম্মিগণ অনুভব করে। বামনদেব, দক্ষিণাশূন্য কর্ম্ম সকলের সামগ্রীসমূহ বলিরাজের ভোজ্যদ্রব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। অশ্রোত্রিয়-অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধের দ্রব্যসমূহ অনাদরপূর্ব্বক দান, শূদ্রাণী-সঙ্গমকারী ব্রাহ্মণের পূজা দ্রব্য এবং গুরুত্যাগীর কর্ম্ম প্রভৃতিরও ফল দৈত্যরাজ বলি ভোগ করেন। কাণ্ব-শাখোক্ত দক্ষিণার ধ্যান স্তব এবং পূজাবিধি প্রভৃতি বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যজ্ঞ, কর্ম্মকাণ্ডে প্রশস্তা দক্ষিণাকে লাভ করত তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্যে সম্মোহিত হইয়া, স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন;—হে প্রিয়ে! তুমি পূর্ব্বে গোপীগণের মধ্যে প্রধানা সর্ব্ব প্রধানা শ্রীরাধার সখী এবং গোলোকমধ্যে রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা ছিলে। কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাসেশ্বরী শ্রীমতীর রাসমহোৎসবে পুণ্ডরী-কাক্ষের দক্ষিণ অঙ্গ হইতে তোমার উৎপত্তি হওয়ায়, দক্ষিণা নাম লাভ করিয়াছ। পূর্ব্বে সুন্দর স্বভাবহেতু তোমার নাম সুশীলা ছিল; শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ অঙ্গে উপবেশনহেতু সাপত্ন্যরোষে রুষ্টা শ্রীরাধার শাপে দক্ষিণা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছ। হে প্রিয়তমে! গোলোক হইতে শুভাদৃষ্টক্রমে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। অদ্য আমার প্রতি প্রসন্না হও। আমাকে স্বামিরূপে স্বীকার কর। দেবি! কর্ম্মী ব্যক্তিগণের প্রারীপ্সিত কর্ম্মসমূহের তুমিই ফলদায়িনী। তোমা-ভিন্ন সকল কর্ম্মই বিফল। যেমন পৃথিবীমণ্ডলে বৃক্ষ সকল, ফল-শাখা-বিহীন হইলে শোভাশূন্য হয়; সেই প্রকার কর্ম্মি-সমূহেরও কর্ম্ম সকল তোমা ভিন্ন শোভা পায় না। অধিক কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণও তোমাভিন্ন কর্ম্মসমূহের ফলদানে সমর্থ হন না। ব্রহ্মা কর্ম্মরূপী, মহাদেব ফলরূপী এবং আমি যজ্ঞেশ্বরস্বরূপ যজ্ঞ; তুমি ইহাদের সার-স্বরূপিণী। পরমব্রহ্ম নির্গুণ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তোমা ব্যতিরেকে ফলদানে সমর্থ নহেন। হে প্রিয়ে বরাননে! জন্মে জন্মে তুমিই আমার শক্তি; তোমার সহিত আমি অনুষ্ঠিত হইয়া, সকল কর্ম্মই সুসম্পন্ন করিতে পারি। যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃদেব এই প্রকার বাক্য বলিয়া দক্ষিণার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। কমলার কলাস্বরূপিণী দক্ষিণাদেবী তাঁহার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন। উক্ত দক্ষিণাস্তব যে ব্যক্তি যজ্ঞকালে পাঠ করে, নিশ্চয় তাহার সর্ব্ব-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রাজসূয়, বাজপেয়, গোমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ, লাঙ্গলযজ্ঞ, যশস্কর বিষ্ণুযজ্ঞ, ধনদান-প্রতিপাদ্য যজ্ঞ, ভূমিদানপ্রতিপাদ্য যজ্ঞ, ফল্গুযজ্ঞ, পুত্রেষ্টি, গজমেধ, লৌহযজ্ঞ, স্বর্ণযজ্ঞ, পাটলিব্যাধিখণ্ডন-যজ্ঞ, শিবযজ্ঞ, রুদ্রযজ্ঞ, শক্রযজ্ঞ, বন্ধুযজ্ঞ, ইষ্টিযাগ, বরুণযাগ, কন্দুকযাগ, বৈরিমর্দ্দন যাগ, শুচি যাগ, ধর্ম্ম-যাগ, রেচনযাগ, পাপমোচন যাগ, বন্ধন যাগ, কর্ম্মযাগ, মণিযাগ, সুভদ্রযাগ প্রভৃতি সকল প্রকার যজ্ঞের প্রারম্ভ সময়ে যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার সেই আরব্ধ কর্ম্ম, অঙ্গের সহিত নিশ্চয় নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। ৬৫—৮৮।

প্রকৃতিখণ্ডে দক্ষিণাস্তোত্র সমাপ্ত।

হে নারদ! সুবুদ্ধি ব্যক্তি পূজাবিধি ধ্যান এবং উক্ত স্তোত্রদ্বারা শালগ্রামশিলায় কিংবা ঘটে দক্ষিণার পূজা করিবে। লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণ-অঙ্গ-সমুৎপন্না এবং তাঁহার অংশস্বরূপা সকল কর্ম্মে প্রশস্তা সকল কর্ম্মের ফলদায়িনী বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপিণী শুভদায়িনী সুশীলা দক্ষিণাদেবীর উপাসনা করি। সুবুদ্ধিব্যক্তি এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিবে। নারদ! পণ্ডিতগণ "ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ দক্ষিণায়ৈ স্বাহা" বেদোক্ত এই মন্ত্রে পাদ্যাদি প্রদান করত সর্ব্বপূজিত দেবীকে বিধিপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। এই প্রকার দক্ষিণার উপাখ্যান সকল বর্ণন করিলাম; যে ব্যক্তি যে কোন কর্ম্মেই হউক সুখকর সন্তোষজনক সকল কর্ম্মের ফলদায়ক এই দক্ষিণো-পাখ্যান সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করে, ভূলোকে সেই ব্যক্তির সেই কর্ম্ম অঙ্গহীন হয় না। অপুত্রক ব্যক্তি শ্রবণ করিলে নিশ্চয় গুণবান্ পুত্র লাভ করে। ভার্য্যা-হীন ব্যক্তি, শ্রবণ করিলে সুশীলা পরমা-সুন্দরী বরারোহা পুত্রবতী বিনয়যুক্তা প্রিয়বাদিনী পতিব্রতা সুরতা শুদ্ধা এবং উত্তমকুলপ্রসূত পত্নী লাভ করে এবং মূর্খব্যক্তি—বিদ্যা, দরিদ্রব্যক্তি, ধন, ভূমিহীন মনুষ্য—সর্ব্বভূমির আধিপত্য এবং প্রজাহীন ব্যক্তি, প্রজা লাভ করে। সঙ্কট, বন্ধুবিচ্ছেদ, বিপদ্ এবং বন্ধনগ্রস্ত ব্যক্তি একমাসকাল পর্য্যন্ত দক্ষিণার উপা-খ্যান শ্রবণ করিলে ঘোর বিপদ্ হইতে নিশ্চয় মুক্তি লাভ করে। ৮৯—৯৯।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন। হে বেদবিদ্বর! অনেক দেবীগণের উত্তম উপাখ্যান শ্রুত হইলাম। সম্প্রতি এতদ্ভিন্ন অন্য দেবীর চরিত্র বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে দেবর্ষে! সকল দেবীগণের চরিত্র বেদে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে তোমার প্রশ্নানুসারে পুর্ব্বোক্ত কয় জনের চরিত্র কহিয়াছি, অনন্তর যাঁহার চরিত্রশ্রবণে ইচ্ছা হয়, তাহা আমার নিকটে প্রশ্ন কর। নারদ বলিলেন, ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী এবং মনসা প্রভৃতি প্রকৃতির কলা দেবীগণের নামের অর্থ এবং চরিত্র বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। নারায়ণ বলিলেন, বালকগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বালকদায়িনী বিষ্ণুমায়া প্রকৃতির ষষ্ঠকলা, এই জন্য ষষ্ঠী নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। কার্ত্তিকের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পত্নী সুব্রতা এবং পতিব্রতা ষষ্ঠীদেবী—ষোড়শমাতৃকার মধ্যে দেবসেনা নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন, ষষ্ঠীদেবী মাতার ন্যায় সর্ব্বদা বালকগণের পরমায়ুর্বর্দ্ধনে যত্নবতী। যোগে সিদ্ধিস্বরূপা সেই দেবী নিরন্তর শিশুসকলের সমীপে অবস্থান করেন। হে ব্রহ্মতনয়! তাঁহার পুজাবিধির প্রসঙ্গে এক ইতিহাস বর্ণন করিতেছি। সুখদায়ক পুত্রপ্রদ এই ইতিহাস ধর্ম্মমুখে শ্রুত হইয়াছি। ১—৮। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতনামক রাজা ছিলেন। সর্ব্বদা তপস্যাপরায়ণ যোগীন্দ্র প্রিয়ব্রত ভুপতি, প্রথমতঃ দারপরিগ্রহ করেন নাই। মুনে! পরে তিনি ব্রহ্মার আজ্ঞায় পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু বিবাহের বহুদিন অতীত হইলেও পুত্রসম্পদ্ লাভ করিলেন না। কশ্যপ মুনি, প্রিয়ব্রত রাজাকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞশেষে রজস্বলা রাজমহিষীকে চরু প্রদান করিয়াছিলেন। চরু ভোজনমাত্রেই গর্ভ উৎপন্ন হইল, রাজমহিষী দৈবপরিমাণে দ্বাদশ বৎসর সেই গর্ভ ধারণ করিলেন। হে ব্রহ্মন্! তদনন্তর রাজমহিষী কনককান্তি সর্ব্বসল্লক্ষণ-সম্পন্ন মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্রের নয়ন হইতে তারা বহির্গত হইয়াছে, তজ্জন্য বন্ধুবান্ধব পত্নী প্রভৃতি স্ত্রী সকলেই সেই বালককে দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সুব্রতা রাজমহিষী পুত্রের সেই অবস্থা দর্শন করিয়া শোকে মুর্চ্ছাপন্না হইলেন। মুনে! রাজা পুত্রকে গ্রহণ করিয়া শ্মশানে গমন করিলেন এবং পুত্রকে বক্ষে নিক্ষেপ করিয়া গহন বনে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা মৃত পুত্রকে কোন প্রকারে ত্যাগ না করিয়া মরণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং দারুণ পুত্র-শোকে দিব্য জ্ঞান বিস্মৃত হইলেন। ইতিমধ্যে সেই গহন কাননে শুভ্রস্ফটিকবর্ণ বহুমুল্যরত্নরাজিবিরাজিত, তেজঃপুঞ্জে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান শুক্লবস্ত্রে শোভিত নানা প্রকার চিত্রে বিচিত্রিত এবং পুষ্পমালাদ্বারা অলঙ্কৃত এক রথ দর্শন করিলেন। রাজা সেই রথমধ্যে কমনীয়া মনোহারাণী শ্বেতচম্পকের ন্যায় শুভ্রবর্ণা, নিরন্তর স্থিরযৌবনা, মন্দ মন্দ হাস্যহেতু প্রসন্নবদনারবিন্দা, রত্নভুষণে বিভূষিতা, দয়াময়ী ভক্তানুগ্রহ-পরায়ণা, দেবীকে দর্শনপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পরমাদরে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বালককে ভূমিতে রাখিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। হে নারদ! রাজা সেই গ্রীষ্মকালীন মার্ত্তণ্ডসদৃশ প্রচণ্ডকান্তি তেজোরাশিসমুজ্জ্বল স্কন্দপ্রিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বরারোহে! আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে উপস্থিতা হইয়াছেন? হে সুব্রতে! সুশোভনে আপনি কাহার কামিনী এবং স্ত্রীগণের মধ্যে ধন্যা মান্যা—আপনি কাহার ঔরসজাতা কন্যা? ৯—২২। জগতের মঙ্গলদায়িনী দেবগণের রক্ষাবিধায়িনী সেই দেবসেনা (উক্ত দেবী বিপুল দৈত্যগণের বাহুবলে পীড়িত দেবগণের সেনা হইয়া তাঁহাদিগের বিজয়-সাধন করায় দেবসেনা নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন) নরদেবের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন; —হে পৃথিবীপতে! আমি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্না ঈশ্বররূপিণী দেবসেনা। বিধাতা আমাকে মন হইতে সৃষ্টি করিয়া কার্ত্তিককে সম্প্রদান করিয়াছেন। আমি ষোড়শমাতৃকামধ্যে স্কন্দপত্নী সুব্রতা দেবসেনা নামে এক মাতৃকা। জগতে ষষ্ঠী বলিয়া আমার একটী নামান্তর আছে। আমি পুত্রহীন মনুষ্যকে পুত্র প্রদান করি, প্রিয়বিহীন ব্যক্তিকে প্রিয় দান করি, দরিদ্রকে ধন এবং কর্ম্মহীন ব্যক্তিকে শুভ কর্ম্ম দান করি। কর্ম্মবশে জীবগণ—সুখ দুঃখ ভয় শোক হর্ষ মঙ্গল সম্পদ্ বিপদ্ প্রভৃতি অনুভব করে। কর্ম্মবশে কন্দর্পবৎ কান্তিশালিনী কামিনীগণের কান্তও ভার্য্যাহীন হয়। কর্ম্মদোষে গুণবান্ পুত্রগণের পিতাও বংশহীন হয়। কর্ম্মবশে অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরও নিঃস্ব হয়। স্বীয় কর্ম্মবশে অতিশয় রূপবান্‌ও কুরূপ হয়। কর্ম্মবশে মৃতপুত্র এবং কর্ম্মবশে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করে। কর্ম্মবশে গুণবান্ পুত্রলাভ করে এবং কর্ম্ম দোষে অঙ্গহীন পুত্রও লাভ করে। হে নৃপবর! অতএব সকল বেদে কর্ম্মের প্রাধান্যই বর্ণিত হইয়াছে—শ্রুত হই-

য়াছি। ভগবান্ হরিও কর্ম্মস্বরূপী এবং কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করেন। ২৩—৩২। হে নারদ! দেবী দেবসেনা এই প্রকার বাক্য বলিয়া বালককে গ্রহণ করত মহাজ্ঞানবলে অবলীলাক্রমে শীঘ্রই জীবিত করিলেন। রাজা আকাশপথে নির্নিমেষ-নয়নে দেখিলেন, কনককান্তি সেই কুমার মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছে। দেবী বালক গ্রহণ করত গগনপথে গমনের উদ্যম করিলেন। তখন ভয়ে রাজার ওষ্ঠ ও কণ্ঠ শুষ্ক হইল; তিনি পুনর্ব্বার স্তব করিতে লাগিলেন। নারদ! দেবী দেবসেনা রাজার স্তবে সন্তুষ্টা হইলেন এবং বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড তাঁহার নিকটে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন;—হে স্বায়ম্ভুবমনুপুত্র! রাজন্! ত্রিলোকে তোমার আধিপত্য; অতএব স্বয়ং আমার পূজা করত স্বীয় সাম্রাজ্যে ইহা প্রচার করিবে। তদনন্তর এই সুব্রতনামক কুমার তোমার কুলকমল-স্বরূপ মনোহর গুণবান ও পণ্ডিত হইবে। এই পুত্র জাতিস্মর, যোগিগণের প্রধান, নারায়ণ-পরায়ণ, ব্রতা-বলম্বী এবং শত যজ্ঞ করিয়া ক্ষত্রিয়গণের বন্দনীয় হইবেন। মঙ্গলাধার মহাবলশালী সুব্রত, একাই লক্ষ মত্ত মাতঙ্গের বল ধারণ করিবেন। মঙ্গলময় ধনুর্দ্ধারী, গুণবান্, পবিত্র, পণ্ডিতগণের প্রিয়পাত্র, যোগী, জ্ঞানী, সিদ্ধস্বরূপ, তপস্বী এবং যশস্বী এই পুত্র, দান করিয়া সকল সম্পত্তি শেষ করিবেন। এই বাক্য বলিয়া দেবী রাজাকে সেই পুত্র প্রদান করিলেন। রাজাও তাঁহার পূজাপ্রচারের অঙ্গীকার করিলেন। দেবী দেবসেনা তাঁহাকে শুভ বর প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। রাজা আনন্দিতচিত্তে নিজপুরে আগমন করত পুত্রের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে ধন দান করিলেন। রাজাও প্রতিমাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতিথিতে মহামহোৎসবে সকল নগরে ষষ্ঠীদেবীর পূজায় যত্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভূমিষ্ঠ বালকগণের কল্যাণ-কামনায় ষষ্ঠ এবং এক-বিংশতি দিনে যত্নপূর্ব্বক ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিতে আদেশ করিলেন। বালকগণের শুভকর কার্য্যে —শুভ অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উপলক্ষে সর্ব্বত্র ষষ্ঠী-পূজার আদেশ করিলেন এবং স্বয়ংও করিতে লাগিলেন। হে সুব্রত নারদ! যে কৌতুমোক্ত প্রবন্ধ ধর্ম্মমুখে শ্রুত হইয়াছি· তদনুসারে ধ্যান পূজাবিধি এবং স্তব বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৩—৪৮। হে মুনে! বিজ্ঞ ব্যক্তি শালগ্রামশিলায় ঘটে অথবা বটবৃক্ষের মূলে কিংবা ভিত্তিতে পুত্তলিকা চিত্রিত করিয়া ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিবে। প্রকৃতির ষষ্ঠাংশরূপিণী, পবিত্রা, সুপ্রতিষ্ঠা, সুব্রতা, সুপুত্রদায়িনী, শুভদায়িনী, দয়াময়ী, জগজ্জননী, শ্বেতচম্পকবর্ণা, রত্নভূষণে বিভূ-ষিতা এবং পরমপবিত্রা দেবসেনার উপাসনা করি। বিজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রকারে ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদান করিবে, এবং পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া মূল মন্ত্রউচ্চারণ পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, দীপ, নানাপ্রকার নৈবেদ্য এবং সুস্বাদু ফল-দ্বারা ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিবে। মনুষ্য, "ওঁ হ্রীং ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহা" এই অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র মূলমন্ত্র যথা-শক্তি জপ করিবে। তদনন্তর ধন, পুত্র এবং সর্ব্ব-সিদ্ধিদায়ী সামবেদোক্ত স্তোত্রে শুদ্ধচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিবে। হে মুনে! ব্রহ্মা বলিয়াছেন, এই মন্ত্র প্রধান অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র—যে ব্যক্তি লক্ষবার জপ করে, নিশ্চয় সে সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রের পিতা হয়। হে নারদ! হে মুনিবর! সকল ব্যক্তিরই শুভকর, সকলের বাঞ্ছাপূরক বেদেও গুপ্ত স্তব শ্রবণ কর। প্রিয়-ব্রত রাজাও এই স্তোত্রে স্তব করিয়াছিলেন।৪৯—৫৭। হে মহাদেবি! দেবদেবি। ষষ্ঠীদেবি! তুমি সকল কার্য্যের সিদ্ধিবিধায়িনী শান্তিস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বশুভদায়িনী, তোমার বরে অপুত্রক ব্যক্তিও গুণবান্ পুত্র লাভ করে এবং তোমার অনুগ্রহে ধন, সুখ ও মোক্ষ লাভ হয়। হে ষষ্ঠীদেবি! অতএব তোমাকে প্রণাম করি। ষষ্ঠীদেবি! তুমি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ-স্বরূপিণী হে সিদ্ধে! তুমি নিজ মায়াবলে সকলের কার্য্য সাধন কর, হে যোগিনি! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বকর্ম্মসাধিকে! তুমি জগতের সারস্বরূপিণী হইয়া সার বস্তু প্রদান কর। অতএব হে ষষ্ঠীদেবি! তোমাকে নমস্কার করি। হে কল্যাণদায়িনি! তুমি কল্যাণকর কর্ম্মসমূহের ফল-দায়িনী। হে ষষ্ঠীদেবি! তুমি বালকগণের বিঘ্ন বিনাশ কর, তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে কার্ত্তিককান্তে! তুমি কর্ম্মিগণের সকল কর্ম্মেই পূজনীয়া। হে ষষ্ঠীদেবি! তোমার উপাসকগণ তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করত পবিত্রতা লাভ করে, তোমাকে নমস্কার। হে শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপিণি! তুমি দেবগণকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। হে ষষ্ঠী-দেবি! মনুষ্যগণ তোমার বন্দনা করে। আমিও ভক্তিপূর্ব্বক তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে দেবদেবি ষষ্ঠীদেবি! হিংসা ক্রোধ প্রভৃতি কুৎসিৎ ধর্ম্ম তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তোমার চরণে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইতেছি। আমাকে ধন, প্রিয়া, পুত্র, ধর্ম্ম, যশ, দান কর। হে ষষ্ঠী-দেবি! তোমাকে

নমস্কার করিতেছি। হে পূজ্যে! আমাকে রাজ্য প্রজা এবং বিদ্যা প্রদান কর। হে ষষ্ঠীদেবি! আমাকে কল্যাণ এবং জয় দান করুন, আপনাকে নমস্কার করি। প্রিয়ব্রতরাজ এই প্রকারে ষষ্ঠীদেবীর স্তব করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে যশস্বী এবং ভূপতিকুল-তিলক পুত্র লাভ করিলেন। হে ব্রহ্মপুত্র! অপুত্রক ব্যক্তি, যদ্যপি এই স্তব সংবৎসর কাল শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী গুণবান্ পুত্র লাভ করে; জন্মবন্ধ্যা নারী যদি নিয়মপূর্ব্বক এক বৎসরকাল এই স্তব শ্রবণ করে, তাহাহইলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করত অপূর্ব্ব পুত্র প্রসব করে। কাকবন্ধ্যা নারী যদি এক বৎসরকাল এই স্তব শ্রবণ করে এবং মৃতপুত্রা নারী যদি উক্ত নিয়মে এই স্তব শ্রবণ করে,তাহা হইলে সে ষষ্ঠীদেবীর অনুগ্রহে বীরবর, গুণবান্, বিদ্বান্, যশস্বী এবং সুদীর্ঘজীবী পুত্র প্রসব করে। বালক ব্যাধিগ্রস্ত হইলে পিতা-মাতা যদ্যপি একমাস এই স্তব শ্রবণ করে, তাহা হইলে ষষ্ঠীদেবীর অনুগ্রহে পুত্র ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করে। ৫৮—৭৩।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্মতনয়! শাস্ত্রানুসারে ষষ্ঠীর উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। মঙ্গলচণ্ডী দেবীর উপাখ্যান শ্রবণ কর। মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পূজাদি যে বিষয়ে ধর্ম্মমুখে শ্রুত হইয়াছি, বেদবিহিত, সকল বিদ্বান্‌গণের অভিলষিত, সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি। দক্ষা-অর্থে চণ্ডী এবং কল্যাণ অর্থে মঙ্গল; মঙ্গলকর বস্তুর মধ্যে দক্ষা বলিয়া তিনি মঙ্গলচণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পূজ্যাগণের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় চণ্ডী এবং মহীপুত্র মঙ্গলের আরাধ্যা এই হেতুই বা মঙ্গলচণ্ডী নামে প্রসিদ্ধা হন। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর পতি মনুষ্যরাজ মঙ্গলের অভীষ্ট-দায়িনী এবং আরাধ্যা এই হেতু মঙ্গলচণ্ডী বলিয়া প্রসিদ্ধা হন। কৃপারূপিণী দুর্গা দেবীর মূর্ত্তিভেদ মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী মঙ্গলচণ্ডী, রমণীগণের প্রত্যক্ষ হইয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। পূর্ব্বে পরমেশ্বর বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত মহাদেব ত্রিপুর-বধের নিমিত্ত তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মকুমার! পূর্ব্বে অসুর-সমরে আকাশ হইতে বাহন নিপাতিত হইলে দুঃখিতচিত্ত মহাদেব বিষ্ণুর আদেশে দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। দুর্গা দেবী সেইকালে মঙ্গলচণ্ডীরূপে প্রকটিত হন এবং মহাদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন। হে প্রভো! আপনার ভয় নাই; মহাদেবও তৎক্ষণে বৃষভবাহন প্রাপ্ত হইলেন। মঙ্গলচণ্ডী তখন আবার বলিলেন, হে বৃষভবাহন! আমি আপনার আদেশানুসারে শক্তিস্বরূপিণী হইব এবং পরমাত্মা বিষ্ণুও আপনার সাহায্য করিবেন। আমাদের আনুকূল্যে দেবগণের অধিকারনাশক শত্রুকে হনন করুন। দেবী এই বাক্য বলিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন এবং শক্তিরূপে শম্ভুর সাহায্য করিতে লাগিলেন। হে মুনে! মহাদেবও বিষ্ণুদত্ত অস্ত্রদ্বারা সেই অসুরকে বধ করিলেন। সেই অসুর নিহত হইলে সকল দেবগণ এবং মহর্ষিগণ ভক্তিপূর্ব্বক নম্রমস্তকে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন এবং সদ্যই মহাদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইল। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেবকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মহাদেবও ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর উপদেশে স্নানদ্বারা শুদ্ধ হইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, নানাপ্রকার পূজোপহার, পুষ্প, চন্দন, ভক্তিপূর্ব্বক দত্ত নানাপ্রকার নৈবেদ্য, ছাগ, মেষ, মহিষগণ প্রভৃতি পশু বলি, বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য, পায়স, পিষ্টক, মধু, সুধা, নানাপ্রকার সুপক্ব ফল, সংকীর্ত্তন, বাদ্য, আনন্দপূর্ব্বক কৃষ্ণনামকীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন এবং মধ্যন্দিনোক্ত মন্ত্রদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান করিয়াছিলেন। ১১—১৯। হে নারদ! মহাদেব মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দ্রব্যসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সর্ব্বপূজ্যে দেবি মঙ্গলচণ্ডি ঐঁ ক্রূঁ ফট্ স্বাহা" এই একবিংশাক্ষর মন্ত্র কল্পবৃক্ষের ন্যায় উপাসকদিগকে অভিলষিত ফল দান করে, মনুষ্যগণ দশ লক্ষবার জপ করিলেই সিদ্ধ-মন্ত্র হয়। যে ব্যক্তির মন্ত্র-সিদ্ধি হয়, সে সর্ব্ববাঞ্ছাসাধক বিষ্ণুরূপ হয়। হে নারদ! সর্ব্ববেদ-সম্মত তদীয় ধ্যান শ্রবণ কর। ২০—২২। যে দেবী সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, স্থিরযৌবনা, এবং সকল গুণের নিলয়স্বরূপা; যাঁহার অঙ্গ অতিশয় কোমল, মনোহর, শ্বেতবর্ণচম্পকসদৃশ; যাঁহার অঙ্গকান্তি কোটি কোটি পূর্ণচন্দ্রকে মলিন করে; যিনি বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র এবং বহুমূল্য রত্নভূষণে বিভূষিতা হইয়াছেন; যিনি মল্লিকামালামণ্ডিত কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার শরদিন্দুসদৃশ বদনে বিম্বফলসদৃশ ওষ্ঠ এবং শুদ্ধ দন্তরাজি বিরাজমান; যাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডলে নীলোৎপলসদৃশ নয়নযুগল শোভা পাইতেছে এবং যে জগদ্ধাত্রী জগজ্জনকে সকল সম্পদ্ প্রদান করিতে-

ছেন—ভয়ানক সংসাররূপ সাগরতরণের ভেলা স্বরূপিণী সেই পরমেশ্বরীর উপাসনা করি। ২৩—২৭। হে মুনে! মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান বর্ণন করিলাম, সম্প্রতি স্তব শ্রবণ কর। মহাদেব শঙ্কটে পতিত হইয়া এই স্তবে মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা করিয়াছিলেন। হে জগজ্জননি! বিপদ্‌বারিণি! হর্ষ-মঙ্গলদায়িনি! দেবি! মঙ্গলচণ্ডিকে! কাতরকে রক্ষা কর, সঙ্কটগ্রস্তকে রক্ষা কর; তুমি হর্ষ এবং মঙ্গল দান কর এই নিমিত্ত তুমি হর্ষ-মঙ্গল-চণ্ডী বলিয়া বিখ্যাতা; শুভ এবং মঙ্গল-বিষয়ে নিপুণা বলিয়া শুভ-মঙ্গল-চণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছ। হে মঙ্গলে! মঙ্গলার্হে! সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গলে! সাধুগণের মঙ্গলদায়িনি! হে দেবি! তুমি সকলের মঙ্গল দান কর। হে মঙ্গলপদের অভীষ্টদেবি! মঙ্গলবারেই তোমার পূজা বিধেয় এবং মনুবংশাবতংস মঙ্গলরাজা নিরন্তর তোমার অর্চ্চনা করেন। হে মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেবি! পৃথিবীতে যত প্রকার মঙ্গলকর বস্তু আছে, তুমি সেই সকলের স্বরূপা। সংসার-মঙ্গলসাধিকে! তুমি মঙ্গলশ্রেষ্ঠ মোক্ষ দান করিতে পার। হে মঙ্গলজনয়িত্রি! হে সারস্বরূপিণি! তুমি কর্ম্মের অগোচর এবং প্রতি মঙ্গলবারে পূজিতা হইয়া মঙ্গল প্রদান কর। ২৮—৩৪। মহাদেব এই স্তবে মঙ্গলচণ্ডীর সন্তোষসাধনের নিমিত্ত প্রতিমঙ্গলবারে পূজা করিতেন। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া মঙ্গল-চণ্ডীদেবীর স্তব শ্রবণ করে, তাহার নিরন্তর মঙ্গল হয় এবং অমঙ্গলসম্ভাবনা থাকে না। মহাদেব প্রথমতঃ মঙ্গলচণ্ডী দেবীর আরাধনা করেন, তদনন্তর দেবী মঙ্গলগ্রহকর্ত্তৃক পূজিতা হন, তৃতীয়বার মঙ্গলরাজা কর্ত্তৃক পূজিতা হন এবং চতুর্থবার মঙ্গলবারে রমণীগণ মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পূজা করেন। বিশ্বেশ্বর মহাদেব-কর্ত্তৃক পূজিতা মঙ্গলচণ্ডীদেবী পঞ্চমবারে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-মনুষ্যগণকর্ত্তৃক পূজিতা হন। হে মুনে! তদনন্তর মঙ্গলচণ্ডীদেবী ত্রিলোকে দেব, মুনি, মনু এবং মানব প্রভৃতির পূজিতা হইয়াছেন। যে ব্যক্তি, একাগ্রচিত্তে মঙ্গলচণ্ডী দেবীর মঙ্গল স্তব শ্রবণ কর তাহার পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে প্রতিদিন মঙ্গল বৃদ্ধি হয়। ৩৫—৪১।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

হে নারদ! ষষ্ঠী এবং মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। সম্প্রতি ধর্ম্মমুখে শ্রুত মনসার উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি—শ্রবণ কর। মনসা দেবী কশ্যপ ঋষির মন হইতে উৎপন্না এবং মনুষ্যগণের মনে ক্রীড়া করেন; এই জন্যই সেই ভগবতী মনসা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। কিংবা তিনি মনে পরমেশ্বর পরমাত্মা হরির আরাধনা করিয়া মনসা নাম লাভ করিয়াছেন। যোগবলে মনে হরিধ্যান করিয়া মনসা নামে খ্যাতা হইয়াছেন। আত্মারামা বৈষ্ণবী মনসা দেবী তিনযুগ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তপস্যাদ্বারা যোগবলে সিদ্ধা হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর, গোপীনাথ জরৎকারু মুনির দেহ ক্ষীণ দর্শন করত মনসার নাম জরৎকারী সংস্থাপন করিয়াছিলেন; কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ংও করিয়াছিলেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এবং ব্রহ্মলোকাদি সকল লোকে মনোহারিণী সুন্দরী এবং গৌরী এই নিমিত্ত মনসা জগৎগৌরী নামে বিখ্যাতা হইয়া পূজা লাভ করিতেছেন। মনসা দেবী শিবশিষ্যা, অতএব শৈবী নামে খ্যাতা হইয়াছেন। ১—৮। হে নারদ! তিনি অতিশয় বিষ্ণু-পরায়ণা, অতএব বৈষ্ণবী নামে কীর্ত্তিতা হন। জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞে সহোদর নাগগণের জীবন রক্ষা করায় নাগেশ্বরী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। বিষ হরণ করিতে সমর্থা বলিয়া বিষহরী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। মহাদেবের নিকটে সিদ্ধিযোগ লাভ করায় সিদ্ধযোগিনী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট জ্ঞান অতিশয় গোপ্য এবং তিনি মৃত মনুষ্য সঞ্জীবিত করিতে পারেন, এই নিমিত্ত মনস্বিগণ তাঁহাকে মহাজ্ঞানযুক্তা বলেন। পরম তপস্বী আস্তিক মুনির জননী, এই নিমিত্ত জগতে আস্তিকমাতা বলিয়া প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ জগৎ-পূজ্য মহাত্মা যোগিবর জরৎকারুর পত্নী এই নিমিত্ত জরৎ-কারুপ্রিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধা। জরৎকারী, জগদ্গৌরী, মনসা, সিদ্ধযোগিনী, বৈষ্ণবী, নাগভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জরৎকারুপ্রিয়া, আস্তিক-মাতা, বিষহরী এবং মহাজ্ঞানযুক্তা—বিশ্বপূজ্যা মনসা দেবীর পূজা-কালে এই দ্বাদশ নাম যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার এবং তদ্বংশীয়ের সর্প হইতে ভয় হয় না। সর্পভয়-যুক্ত শয্যাতে, সর্পসেবিত মন্দিরে, সর্পদংশনে, বা সর্পকর্ত্তৃক শরীর বেষ্টিত হইলে যদ্যপি এই স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে সে উক্ত সঙ্কটসমূহ হইতে মুক্তি লাভ করে। এই স্তব যে নিত্য আবৃত্তি করে, তাহার দর্শনমাত্রেই সর্পসমূহ পলায়ন করে। এই স্তোত্র দশলক্ষবার জপ করিলে সিদ্ধ হয়; সিদ্ধ-স্তোত্র ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিতে পারে। মনুষ্য স্তোত্রের

মহাসিদ্ধিবলে নাগসমূহে ভূষিত হইয়া নাগবাহনে আরোহণ, নাগাসনে উপবেশন এবং নাগশয্যায় শয়ন করিতে সমর্থ হয়। ৯—২০।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনিবর! মনসাদেবীর পূজাবিধি, সামবেদোক্ত ধ্যান প্রভৃতি পূজার উপযোগী বিষয় শ্রবণ কর। যাহার বর্ণ শ্বেতচম্পকসদৃশ শুভ্র, অঙ্গে নানাপ্রকার বহুমূল্য সুবর্ণভূষণ শোভা পাইতেছে, পরিধানে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র; যিনি নাগরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন; যিনি মহাজ্ঞানযুক্তা এবং জ্ঞানিগণের প্রধানা, পতিব্রতা, সিদ্ধগণের অধিষ্ঠাতৃদেবী, সিদ্ধিরূপিণী এবং সিদ্ধিদায়িনী; তাঁহার উপাসনা করি। উক্তমন্ত্রে ধ্যান করত মূলমন্ত্রে নানাপ্রকার নৈবেদ্য ধূপ দীপ পুষ্প এবং অনুলেপনাদিদ্বারা পূজা করিবে। হে মুনে! ভক্তগণের অভীষ্টসাধক বেদোক্ত সুসিদ্ধ দ্বাদশাক্ষর মূলমন্ত্র কল্পতরু নামে প্রসিদ্ধ। 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রোঁ (ক্লীঁ) ঐং মনসাদেব্যৈ স্বাহা' এই মন্ত্র মনুষ্যগণ পাঁচ লক্ষবার জপ করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। যাহার মন্ত্র-সিদ্ধি হয়, ধন্বন্তরিসদৃশ সেই ব্যক্তির পক্ষে হলাহল বিষ সুধাসদৃশ সুখকর হয়। হে মুনে! আষাঢ়ীয় সংক্রান্তির দিন যে ব্যক্তি স্নুহীবৃক্ষে দেবীর আবাহন করত ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে এবং মনসা-পঞ্চমী দিনে যে ব্যক্তি নানা উপহারে দেবীর অর্চ্চনা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় ধন পুত্র প্রভৃতি লাভ করে। ১—৯। হে মহাভাগ! পূজাবিধি বর্ণন করিলাম, সম্প্রতি তাঁহার আখ্যান ধর্ম্মমুখে যে প্রকার শ্রুত হইয়াছি, তাহা বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে পৃথিবীমধ্যে অতিশয় সর্পভয় উপস্থিত হয়, যাহাকে একবার সর্পে দংশন করে, সে তৎক্ষণাৎ কালকবলে পতিত হয়। কশ্যপমুনি ভীত হইয়া প্রজাহিতের নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশ বেদোক্ত বীজঅনুসারে মন্ত্র সৃষ্টি করিলেন। মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা ধ্যানকালে কশ্যপ মুনির মন হইতে উৎপন্না হওয়ায় মনসা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। কুমারী মনসা দেবী উৎপন্না হইয়া মহদেবের সমীপে গমন করিলেন এবং কৈলাসপর্ব্বতে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করত স্তব করিলেন। মুনিতনয়া মনসা দেবী দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসর কাল পর্য্যন্ত দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিলেন। সেই স্তবে আশুতোষ মহাদেব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইলেন। হে মুনে! তাঁহাকে দিব্য জ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করাইলেন এবং কল্পতরুস্বরূপ অষ্টাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র দান করিলেন। এবং 'শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র ত্রৈলোক্যমঙ্গলনামক কবচ এবং পূজাক্রমে শ্রবণ করাইলেন। ১০—১৭। পতিব্রতা সতী মনসা দেবী, সর্ব্বপূজ্য স্তব, ভুবনপাবন ধ্যান, বেদোক্ত সর্ব্ব সম্মত পুরশ্চর্য্যাক্রম ও মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞান—মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট হইতে লাভ করত তাঁহার আজ্ঞায় তপস্যার নিমিত্ত পুষ্করতীর্থে গমন করিলেন; সেই স্থানে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তিন যুগ ধ্যান করত সিদ্ধ হইলেন এবং আরাধ্য জগৎ-প্রভুকে সম্মুখে অবলোকন করিলেন। কৃপানিধি হরি, কৃশাঙ্গী বালাকে অবলোকন করত কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং পূজা করিলেন এবং অন্য সকলের দ্বারা পূজা করাইলেন। পরমেশ্বর হরি "তুমি ত্রিজগতে পূজ্যা হও" এই বর প্রদান করিয়া শীঘ্র অন্তর্হিত হইলেন। পরমাত্মা কৃষ্ণ, প্রথমে মনসা দেবীর পূজা করেন। তদনন্তর মহাদেব এবং কশ্যপ তাঁহার পূজা করেন। দেব, মনু, মুনি, নাগ এবং মানব প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী লোকসমূহ তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে কশ্যপঋষি, জরৎকারু মুনিকে সেই কন্যা সম্প্রদান করেন; মুনি অপ্রার্থনায় উপস্থিত কন্যারত্ন গ্রহণ করেন। ব্রহ্মার আদেশ মুনিবর বিবাহ করিয়া তাপসাশ্রমে, পুষ্করতীর্থে, বটবৃক্ষমূলে, দেবীর উরুদেশে মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক নিদ্রিত হইয়াছিলেন। মুনি, নিদ্রায় ঈশ্বর পরমেশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত হইলেন। দিনকর, ক্রমশঃ অস্তাচলসমীপস্থ হইলে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল; পতিপরায়ণা মনসা দেবী ধর্ম্মনাশভয়ে চিন্তাপূর্ব্বক মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—আমার পতি দ্বিজগণের নিত্যকৃত্য শেষসন্ধ্যা যদি উপাসনা না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যাদি পাপভাগী হইবেন। যে পূর্ব্বা এবং পশ্চিমা সন্ধ্যা উপাসনা না করে, সে সর্ব্বদা অশুচি এবং ব্রহ্মহত্যাদিপাপে পাতকী হয়। ১৮—৩০। মনসাদেবী, এই প্রকারে বেদবিহিত পথ চিন্তা করত পতিকে জাগরিত করিলেন। তেজস্বী মুনিবর জাগরিত হইয়া, তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, হে সুব্রতে! পতিব্রতা হইয়াও কি নিমিত্ত অনভিপ্রায়মতে নিদ্রিত আমাকে জাগরিত করিলে? যে স্ত্রী পতির অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহার সকল ব্রতই

ব্যর্থ। পতির অপ্রিয়কারিণী কামিনীর তপস্যা, উপবাস, ব্রত এবং দানাদি সকল প্রকার পুণ্য কর্ম্মই নিষ্ফল। যে স্ত্রী পতিপূজা করে, তাহা কর্ত্তৃক জগৎপতি কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হন। পতিব্রতাগণের ব্রতস্বরূপ পতিই স্বয়ং হরি। সকল প্রকার দান, সকল প্রকার যজ্ঞ, সকল প্রকার তীর্থের সেবা, সকল প্রকার তপস্যা, সকল প্রকার উপবাস, সকল ধর্ম্ম, সত্য এবং সর্ব্বদেবের পূজাজন্য অগণ্য পুণ্যরাশি পতিসেবার ষোড়শ অংশের এক অংশে তুলিত হয় না। যে নারী, পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে আগমনপূর্ব্বক পতির সেবা করে, সেই পতিব্রতা পতির সহিত শতব্রহ্মার অধিকারকাল পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে নিবাস করে। পতিব্রতে! যে স্ত্রী পতির প্রতি অপ্রিয় আচরণ এবং অপ্রিয় বচন প্রয়োগ করে, অসৎকুলজাতা সেই নারীর কর্ম্মফল শ্রবণ কর। ৩১—৩৮। যত দিন পর্য্যন্ত চন্দ্র এবং সূর্য্য স্ব স্ব কার্য্যে আধিপত্য অনুষ্ঠান করেন, ততদিন সেই নারী, কুম্ভীপাক-নরকের যন্ত্রণা অনুভব করে। তদনন্তর, সে পতিপুত্র-বিহীনা হইয়া চণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। এই বাক্য বলিতে বলিতে মুনিবরের ক্রোধপূর্ব্বক শাপবাক্য বলিবার নিমিত্ত অধর স্পন্দিত হইতে লাগিল, মনসা দেবী ভয়ে কম্পিতা হইয়া বলিলেন, হে সুব্রত! মহাত্মন্! সন্ধ্যালোপভয়ে আমি আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি; এই অপরাধিনীর প্রতি শাপান্ত করুন। যে ব্যক্তি আহার বিহার এবং নিদ্রার প্রতিবন্ধক হয়, তাহাকে অনন্তকাল কালসূত্র-নামক নরকের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; বিশেষতঃ পতিব্রতা নারীর পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ। মনসা দেবী, এই প্রকার বলিয়া ভক্তিসহকারে স্বামীর চরণপদ্মে পতিতা হইলেন এবং অতিশয় ভীতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! মুনি, সূর্য্যদেবের প্রতি অভিশাপ প্রদানের নিমিত্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলে, দিনকর সন্ধ্যার সহিত মুনিসমীপে উপস্থিত হইলেন। ৩২—৪৪। সূর্য্যদেব সন্ধ্যার সহিত ভীত হইয়া বিনয়পূর্ব্বক মুনিবরকে যথোচিত বাক্যে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে মুনিবর! ধর্ম্মভীরু আপনার পত্নী বৈদিকধর্ম্মলোপভয়ে আমি অস্তমিত হইয়াছি—আশঙ্কায় আপনাকে প্রবোধিত করিয়াছেন, কিন্তু সে কালে অস্তগত হই নাই। হে ব্রহ্মন্! ক্ষান্ত হউন; আমার প্রতি ক্রোধ করা আপনার অনুচিত; শান্তস্বভাব মুনিগণের চিত্ত নবনীত হইতেও সুকোমল; ব্রাহ্মণসত্তম! ব্রাহ্মণেরা ক্রোধ করিলে, ক্ষণ কালের মধ্যে ত্রিজগৎ ভস্মীভূত হয় এবং ব্রাহ্মণগণই পুনর্ব্বার সেই জগৎ নিমিষের মধ্যে সৃষ্টি করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তেজস্বী দ্বিতীয় নাই। ব্রহ্মার বংশসম্ভূত ব্রহ্মণ্যতেজে জাজ্বল্যমান ব্রাহ্মণ, নিত্য ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় এবং সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর ভাবনা করেন। জরৎকারু মুনি, সূর্য্যের বিনয় বচন শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলেন। সূর্য্যও ব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। দ্বিজবর, প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত মনসাকে পরিত্যাগ করিলেন; মনসাও বিষণ্ণমানসে শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। জরৎকারু পরিত্যাগ করিবেন এই ভয়ে মনসা দেবী গুরু মহাদেব, ইষ্টদেব, ব্রহ্মা এবং জনক কশ্যপকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া স্মরণ করিলেন। মনসা দেবী, চিন্তা করিবামাত্রেই ভগবান্ গোপীনাথ, মহাদেব, ব্রহ্মা এবং কশ্যপ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মহামুনি জরৎকারু নির্গুণ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ অভীষ্টদেবের আগমন দর্শন করত পরমভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিলেন। পৃথক্ পৃথক্‌রূপে মহাদেব ব্রহ্মা এবং কশ্যপকে প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অমরবর্গ! আপনারা কি নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন ? ৷ ৪৫—৫৫। ব্রহ্মা মুনির বাক্য শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কারপূর্ব্বক সময়োচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে ধার্ম্মিকবর! তোমার যদি পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নীর পরিত্যাগই নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে নিজধর্ম্মরক্ষার্থে ইহাতে পুত্রোৎপাদন কর। হে মুনে! যে কাল পর্য্যন্ত পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনদ্বারা পিতৃঋণশোধ না হয়, তদবধি যতি, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু অথবা বনচারী পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইবে না। যে ব্যক্তি, অভিমত পত্নীতে পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ শোধ না করে, চালনীতে জল যে প্রকারে কিঞ্চিৎক্ষণও অবস্থান করে না, তদ্রূপ তাহার নিকট হইতে পুণ্যসমূহও পলায়ন করে। জরৎকারু মুনিবর, ব্রহ্মার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করত মন্ত্রবলে যোগে মনসার নাভি স্পর্শ করিলেন; দেবগণও জরৎকারু মুনিকে শুভসূচক আশীর্ব্বাদে সন্তুষ্ট করিয়া প্রস্থান করিলেন। মনসা দেবী সন্তুষ্টা হইলেন এবং মুনিও সন্তোষ লাভ করিলেন। ৫৬—৬১। হে নারদ! জরৎকারু মুনির করস্পর্শে মনসা দেবীর শীঘ্রই গর্ভ হইল। মুনিবর তাঁহাকে বলিলেন, মনসে! তোমার এই গর্ভে বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইবে; সেই পুত্র—তেজস্বী, তপস্বী, যশস্বী এবং সর্ব্ব-সদ্‌গুণ-সম্পন্ন হইবে। আমার পুত্র, জ্ঞানী, যোগী এবং বেদবিদ্‌গণের মধ্যেও প্রধান বলিয়া পরি-

গণিত হইবেন। বিষ্ণুপরায়ণ ধার্ম্মিক সেই পুত্র আমার বংশের অবতংস হইয়া কুল উদ্ধার করিবে এবং পুত্রের জন্মমাত্রে পিতৃগণ আনন্দে নৃত্য করিবেন। পতিব্রতা, সংস্বভাবা, মিষ্টভাষিণী, ধার্ম্মিক পুত্রের প্রসূতি, সংকুলজাতা এবং কুল-ধর্ম্ম-রক্ষাকারিণী প্রিয়াই প্রশস্ত পত্নীশব্দের অভিধেয়। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু, যাহা হইতে হরিভক্তি লাভ হয়; সেই ইষ্ট, যে সুখ দান করে; তিনিই প্রকৃত পিতৃপদের বাচ্য, যিনি হরিপ্রাপ্তির পথ দর্শন করাইয়া অসার এই সংসারবন্ধন ছেদন করেন; তিনিই গর্ভধারিণী, যিনি দারুণ গর্ভবাসজন্য দুঃখ নাশ করেন এবং তিনিই ইষ্টদেব, যিনি বিষ্ণুমন্ত্র দানপূর্ব্বক বিষ্ণুভক্তি উপদেশ করেন। ব্রহ্মা অবধি স্তম্বপর্য্যন্ত চরাচরাত্মক জগৎ-সমূহ যাঁহা হইতে আবির্ভূত এবং যাঁহাতে লীন হই-তেছে, সেই পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাই পরম জ্ঞান, তাহা অপেক্ষা অন্য জ্ঞান আর কি আছে? সেই জ্ঞানের উপদেষ্টাই গুরুপদের বাচ্য। বেদ এবং যোগ-নির্দ্দিষ্ট যে কিছু বিষয় আছে, তন্মধ্যে সকলের সার হরিসেবা। ৬২—৭০। তত্ত্বজ্ঞানসমূহের সার প্রতিপাদ্যই হরি। তদ্ভিন্ন সকলই বিড়ম্বন। তোমাকে আমি নির্ম্মল জ্ঞান অর্পণ করিলাম। তিনিই স্বামী যিনি স্ত্রীকে নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করেন। জ্ঞানদ্বারা জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি সেই বন্ধন-কর কার্য্যে নিযুক্ত করে, তদপেক্ষা অন্য শত্রু নাই; যিনি বিষ্ণুভক্তিজনক জ্ঞান উপদেশ করেন, তিনিই গুরু। সেই ব্যক্তি বিষম বৈরী এবং শিষ্য-ঘাতী, যাহা হইতে ভববন্ধনমোচনের উপদেশ না পাওয়া যায়; যেহেতু, সেই অসদ্গুরুর অসাধু উপদেশে বারংবার জননীর জঠরনিবাস জন্য এবং যমদূতগণের বিষম প্রহারজাত দুঃখ জীবগণ অনুভব করে। তাদৃশ অসদুপদেষ্টা গুরু এবং পিতা কি প্রকারে বন্ধু হইবে? যে ব্যক্তি, পরম আনন্দজনক অনশ্বর কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় উপদেশ না করে, সে কি প্রকারে মনুষ্যগণের বন্ধু হইবে? হে পতিব্রতে! পতির উপদেশে পরম ব্রহ্ম নির্গুণ অচ্যুতস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সেবা কর। তাঁহার সেবাদ্বারা পুরাকৃত কর্ম্মসমূহ বিনষ্ট হইবে। হে দেবি! আমি ছলে তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, বাস্তবিক তুমি দোষশূন্যা আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষমাশীলা পতিব্রতাগণ সত্ত্ববলে ক্রোধকে মনেও স্থান প্রদান করেন না। হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণের চরণধ্যান বিচ্ছেদে আমি কাতর হইয়া ধ্যানদ্বারা পরমারাধ্য হরির আরাধনার্থ তীর্থে প্রস্থান করিতেছি। তুমি ইচ্ছানু-রূপ স্থানে প্রস্থান কর। বিশেষতঃ স্ত্রী-জাতির মোক্ষাদি অপেক্ষা অর্থকে আবশ্যক বিবেচনা করে; অতএব প্রবৃত্তিমার্গের অনুসরণ কর। ভোগাভিলাষ-শূন্য ব্যক্তিদিগেরই শ্রীকৃষ্ণচরণ-সরোরুহে মন নিমগ্ন হয়। ৭১—৭৮। জরৎকারুর বাক্য শ্রবণ করত মনসা শোক-সংলগ্নচিত্তা হইয়া সজল-নয়নে বিনয়-পূর্ব্বক প্রাণনাথকে বলিতে লাগিলেন, হে প্রাণবন্ধো! নিদ্রাভঙ্গ-অপরাধে আপনাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলাম; কিন্তু আমি যে স্থানে আপনাকে স্মরণ করিব তৎক্ষণাৎ আমাকে দর্শন দিতে হইবে। প্রাণিগণের পক্ষে বন্ধু-বিচ্ছেদ ক্লেশকর হয়, পুত্র-বিয়োগ তাহা অপেক্ষা অধিক ক্লেশকর হয়; কিন্তু প্রাণেশ্বর পতির বিরহ অতিপ্রিয়-প্রাণবিয়োগ অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হয়। স্ত্রীগণের শতপুত্রের প্রতি যে প্রকার প্রীতি হয়, শতপুত্রের প্রত্যেক প্রত্যেকরূপে অবস্থিত প্রীতি-সমূহ হইতে স্বামীতে অধিক প্রীতি হয়। পতি, সকল অপেক্ষা অধিক প্রিয়তম হওয়ায় পণ্ডিতগণ পতিকে প্রিয়শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহার এক পুত্র তাহার যে প্রকার সেই পুত্রে, বৈষ্ণবগণের যেরূপ হরির প্রতি, একচক্ষু ব্যক্তিদের যে প্রকার সেই চক্ষুর প্রতি, তৃষিত ব্যক্তির যেরূপ জলের প্রতি, বুভুক্ষিত ব্যক্তির যে প্রকার অন্নে, কামুকগণের যেরূপ নারীতে, চৌরগণের যে প্রকার পরধনে, কুলটাগণের যেরূপ উপপতির প্রতি, বিদ্বান্ ব্যক্তির যেরূপ বিদ্যায় এবং বণিক্‌গণের যে প্রকার বাণিজ্য কর্ম্মের প্রতি সর্ব্বদাই মন আসক্ত থাকে, তদ্রূপ পতিব্রতাগণেরও মন নিরন্তর পতির অনুসরণ করে। এই কথা বলিয়া মনসা দেবী, মুনিবরের চরণে পতিতা হইলেন। কৃপানিধি মুনি, কৃপাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কাল প্রিয়তমাকে ক্রোড়ে করি-লেন। জরৎকারু, নয়নজলে প্রিয়তমাকে সিক্ত করি-লেন। মনসাদেবীও প্রিয়বিরহে কাতরা হইয়া নিজ নয়ননীরে প্রাণনাথকে স্নান করাইলেন। তদনন্তর, মুনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মচিন্তাদ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানবলে শোক সম্বরণ করিলেন। মহামুনি জরৎকারু, নিজ পত্নীকে নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তপস্যার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। মনসাও ইষ্টদেব মহাদেবের ধাম কৈলাসশিখরে গমন করিলেন। পার্ব্বতীদেবী প্রবোধবচনে মনসার শোক নিবারণ করিতে লাগিলেন। মঙ্গলনিলয় মহাদেবও মঙ্গলকর জ্ঞানোপদেশদ্বারা তাঁহার শোক দূর করিলেন। ৭৯—৯০। পতিব্রতা মনসাদেবী, প্রশস্ত দিনে শুভক্ষণে নারায়ণের অংশস্বরূপ জ্ঞানী এবং যোগিগণের গুরু

পুত্রকে প্রসব করিলেন। সেই পুত্র মাতৃগর্ভে নিবাস-কালে পঞ্চাননের পঞ্চমুখোচ্চারিত মহাজ্ঞান শ্রবণ করিয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত তিনি যোগীন্দ্র যোগী এবং জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। মহাদেব, তাঁহার মঙ্গল বাচনপূর্ব্বক জাতকাদি কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন করাইলেন এবং মঙ্গলের নিমিত্ত সেই শিশুকে বেদাধ্যয়ন করাইলেন। মহাদেব, ব্রাহ্মণগণকে তিনলক্ষকোটি রত্ন প্রদান করিলেন এবং পার্ব্বতীও এক লক্ষ গো এবং বহুতর রত্ন দান করিলেন। মহাদেব অঙ্গের সহিত চতুর্ব্বেদ এবং প্রধান মৃত্যুঞ্জয়জ্ঞান বালককে যত্নে অধ্যয়ন করাইলেন। নিজপতি, অভীষ্টদেব, হরি এবং গুরুতে মনসাদেবীর ভক্তি থাকায় তিনি অস্তি নামে প্রসিদ্ধা হন, সুতরাং তাঁহার পুত্র আস্তিক নামে অভিহিত হইলেন। আস্তিক, মহাদেবের আজ্ঞায় হরির আরাধনা-নিমিত্ত পুষ্করতীর্থে গমন করিলেন। মহামন্ত্র এবং পরমাত্মা হরির তপস্যাক্রম প্রাপ্ত হইয়া মহাযোগী মহাতপস্বী আস্তিক দৈবপরিমাণে তিনলক্ষ বৎসর তপস্যা করত মহাদেবকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। মনসা দেবী মহাদেবকে নমস্কার করত বালককে সঙ্গে লইয়া জনক কশ্যপ-মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। হে নারদ! কশ্যপ ঋষি সপুত্রা দুহিতাকে লাভ করত পরমানন্দে শত লক্ষ রত্ন ব্রাহ্মণকে দান করিলেন এবং বালকের ইচ্ছানুসারে অপরিমিত ব্রাহ্মণগণকে উপাদেয় বস্তু ভোজন করাইলেন। দিতি এবং অদিতি প্রভৃতি কশ্যপ-পত্নীগণও অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। মনসা দেবী পুত্রের সহিত পিতৃভবনে বহুকাল বাস করিলেন। সম্প্রতি মনসা-পুত্র আস্তিকের উপাখ্যান বর্ণন করি শ্রবণ কর। ৯১—১০২। হে মুনে! অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ দৈবদোষে ব্রাহ্মণ-শাপগ্রস্ত হইলেন। হঠাৎ মহাতেজা শৃঙ্গী মুনি কৌশিকী নদীর জল স্পর্শপূর্ব্বক "সপ্তাহকাল মধ্যে তক্ষক তোমাকে দংশন করিবে" এই দারুণ অভিশাপ প্রদান করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ, মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন এবং সেই স্থানে সপ্তাহ নিবাস করত ধর্ম্মসংহিতা শ্রবণ করিলেন। সপ্তাহমধ্যে ধন্বন্তরি তক্ষককে পরীক্ষিৎ-দংশনের নিমিত্ত বেগে ধাবমান হইতে দেখিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের আলাপ হওয়ায় উভয়েই আনন্দিত হইলেন। তক্ষক ধন্বন্তরির সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত স্বয়ং মহামূল্য মণি প্রদান করিল। ধন্বন্তরি মণিলাভে আনন্দিত হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তক্ষকও মঞ্চোপরি উপবিষ্ট পরীক্ষিৎকে দংশন করিল। মহারাজা পরীক্ষিৎ, তক্ষক-দংশনে জগদ্গুরু কুলগুরু হরিকে স্মরণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র জনমেজয়, পিতৃশোকে আকুল হইয়া পিতার সংস্কারাদি ঔর্দ্ধদেহিকী ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। হে নারদ! জনমেজয় পিতৃমারণের প্রতীকার-সাধনেচ্ছায় সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ; যজ্ঞবলে সর্প সকল জাজ্বল্যমান যাজ্ঞিক-অনলে প্রাণ-ত্যাগ করিতে লাগিল। মহারাজ পরীক্ষিতের দংশন-কারী তক্ষক প্রাণ-ভয়ে দেবেন্দ্রের শরণাগত হইল। বিপ্রগণ ইন্দ্রের সহিত তক্ষকের বধার্থ উদ্যোগ করিলেন। ১০৩—১১২। অনন্তর দেবগণ এবং মুনিগণ মনসার সমীপে উপস্থিত হইলেন; ইন্দ্রদেব ভয়ে কাতর হইয়া ব্যাকুলভাবে মনসার স্তব করিলেন। তদনন্তর মুনিকুমার আস্তিক, জননীর আজ্ঞায় জনমেজয়ের যজ্ঞস্থানে আগমন করত রাজার নিকটে ইন্দ্র এবং তক্ষকগণের প্রাণ রক্ষার প্রার্থনা করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়, ব্রাহ্মণগণের আদেশানুসারে মুনির প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন এবং যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক আনন্দে ব্রাহ্মণ-গণকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ, মুনি এবং দেবগণ, মনসার সমীপে গমন করত তাঁহার পূজা করিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্‌রূপে স্তব করিলেন। নিরন্তর পবিত্র ইন্দ্রদেব, নানা উপহারে মনসাদেবীর পূজা করত ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিলেন। ষোড়শ উপচারে ইন্দ্রদেব মনসা দেবীর পূজা করত ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর আজ্ঞায় প্রিয়তর স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিলেন। তাঁহারা এই প্রকারে মনসা দেবীর পূজা করত নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই মনসার উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। অনন্তর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিবে? । ১১৩—১১৮। নারদ বলিলেন, দেবেন্দ্র যে স্তবে মনসা দেবীর স্তব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন, সেই বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, ইন্দ্রদেব, শুদ্ধরূপে স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্রদ্বয় পরিধান করত ভক্তিসহকারে আচমনপূর্ব্বক রত্নসিংহাসনে দেবীকে উপবেশন করাইলেন। ইন্দ্রদেব, বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বহু কলসপূর্ণ নির্ম্মল গঙ্গাজল দ্বারা মনসা দেবীকে স্নান করাইলেন। বহ্নিশুদ্ধ মনোহর বস্ত্রদ্বয় পরিধান করাইয়া সর্ব্বাঙ্গ চন্দন দ্বারা লেপন করিলেন এবং পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব এবং পার্ব্বতীকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া তদনন্তর মনসাদেবীর পূজা করিলেন।

"ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সকল বস্তু তাঁহার উদ্দেশে অর্পণ করিলেন। ইন্দ্র দুর্লভ ষোড়শ উপচার ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করত ব্রহ্মার আদেশে আনন্দপূর্ব্বক পূজা করিলেন। নানাপ্রকার বাদ্যের শব্দে দশদিক্ ব্যাপ্ত হইল এবং মনসা দেবীর উপরি স্বর্গ হইতে কুসুমবৃষ্টি পতিত হইল। দেব, বিপ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের আদেশে ইন্দ্র সজলনয়নে পুলকিত শরীরে স্তব করিতে লাগিলেন। ১১৯—১২৭। হে পতিব্রতাপ্রধানে! সর্ব্বশ্রেষ্ঠে! মনসাদেবি! আমি আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু পরাপর-রূপিণী পরমেশ্বরীস্বরূপা তোমার স্তব করিতে আমার কোন ক্ষমতা নাই। বেদে স্তোত্র শব্দের অর্থ স্বরূপকথন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে সুব্রতে! আপনার অসীম গুণ বর্ণন করা আমার অসাধ্য। হে শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপিণি! আপনার শরীরে হিংসা এবং ক্রোধ—লেশ মাত্রও নাই। যেহেতু মুনিবর জরৎকারু, নিরপরাধা আপনাকে ত্যাগ করিলেও পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রচার করিবার নিমিত্ত আপনি তাঁহাকে শাপ দান করেন নাই। হে দেবি! হে পতিব্রতে! আপনাকে দেবজননী মাতা অদিতির ন্যায় পূজা করিয়াছি। আপনিও মাতার ন্যায় আমার প্রতি ক্ষমাপ্রকটনপূর্ব্বক ভগিনীব ন্যায় সদয়া হইয়াছেন। হে দেবদেবি! আপনি আমার প্রাণ, পুত্র এবং কলত্রাদি সকল রক্ষা করিয়াছেন। আমিও আপনার পূজা করত প্রীতি লাভ করিলাম। হে জগজ্জননি! আপনি জগজ্জনকর্ত্তৃক প্রতিদিন পূজ্যা হইলেও আমি সর্ব্বতোভাবে বিশেষরূপে আপনার পূজা বর্দ্ধিত করিব। হে দেবি! যে ব্যক্তি আষাঢ়ীয় সংক্রান্তি এবং মনসাপঞ্চমী হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত আপনার আরাধনা করিবে, সে যশ, কীর্ত্তি, বিদ্যা এবং গুণবান্ হইয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য লাভ করিবে। অজ্ঞানবশতঃ যে সকল ব্যক্তি আপনার পূজা করিবে না, অথচ নিন্দা করিবে, তাহাদের সর্ব্বদা সর্পভয় হইবে এবং লক্ষ্মীদেবী, তাহাদিগের গৃহ হইতে গমন করিবেন। আপনি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, বৈকুণ্ঠে কমলা দেবীর কলাস্বরূপিণী; নারায়ণদেবের অংশ জরৎকারুমুনি আপনার পতি। পিতা কশ্যপঋষি স্বীয় তপস্যার তেজে আমাদের রক্ষার্থে মন হইতে আপনার সৃষ্টি করায় আপনি মনসা নামে খ্যাতা হইয়াছেন। আত্মবলে সিদ্ধযোগিনী আপনি, মনে ক্রীড়া করেন বলিয়া ত্রিজগতে মনসা নামে বিখ্যাতা। আপনাকে দেবগণ নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে ভক্তিপূর্ব্বক মনে মনে পূজা করেন, সেই নিমিত্ত পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ দেব-পূজ্যা আপনাকে মনসা নামে কীর্ত্তন করেন। আপনি নিরন্তর সত্ত্বপুরুষের সেবা করত সত্ত্বস্বরূপিণী হইয়াছেন। যে ব্যক্তি যে বস্তু নিরন্তর ভাবনা করে, সে ব্যক্তি তৎসদৃশ হইয়া সেই বস্তু লাভ করে। ১২৮—১৪১। ইন্দ্রদেব এইপ্রকারে ভগিনী মনসা দেবীর স্তব করত নানাপ্রকার ভূষণে তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া তাঁহার সহিত নিজ ভবনে গমন করিলেন। মনসাদেবী ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক নিরন্তর মান্যা এবং বন্দনীয়া হইয়া পিতার গৃহে পুত্রের সহিত বহুকাল বাস করিলেন। হে মুনে! গোলোক হইতে সুরভি আগমন করত পূজিতা মনসা দেবীকে নিজ দুগ্ধে স্নান করাইয়া আদরপূর্ব্বক পূজা করিলেন। গো-মাতা সুরভি, মনসার নিকটে অতি দুর্লভ জ্ঞান বর্ণন করিলেন; মনসাদেবী ও সুরভি ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি মনসা দেবীর পূজান্তে পুণ্যজনক এই স্তব পাঠ করে, তাহার সর্প এবং সর্পবংশীয় হইতে ভয় হয় না; মনসা দেবীর সিদ্ধস্তবপাঠকের পক্ষে বিষও সুধা-সদৃশ হয়। মনুষ্যগণ পঞ্চলক্ষবার পাঠে স্তোত্রসিদ্ধি লাভ করে। তাহা হইলে ব্যক্তিগণ নির্ভয়ে সর্পের উপরি শয়ন এবং সর্পাসনে উপবেশন করিতে পারে। ১৪২—১৪৮।

প্রকৃতিখণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিবর! গোলোক হইতে আগতা সুরভি দেবী কে? তাঁহার জন্ম এবং চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, গোগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আদ্যা জননী এবং প্রধানা সুরভি গোলোকে উৎপন্না হইয়াছিলেন। যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টির পূর্ব্বে বৃন্দাবনের রম্য বনে সুরভির উৎপত্তি হইয়াছিল। একদিন রাধানাথ, গোপীগণ-পরিবৃতা রাধিকার সহিত বৃন্দাবনের পুণ্য বনে গমন করিলেন। পরে রমণীয় বৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত বিহার করিতে করিতে দুগ্ধ-পানের ইচ্ছা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ লীলা দ্বারা বাম পার্শ্ব হইতে দুগ্ধবতী মনোহারিণী সবৎসা সুরভি ধেনুকে সৃষ্টি করিলেন। কৃষ্ণসখা সুদামা, সবৎসা দুগ্ধবতী ধেনুকে দর্শন করত রত্নভাণ্ডে জন্মমৃত্যুহর সুধা অপেক্ষা সুস্বাদু দুগ্ধ দোহন করিলেন। গোপীনাথ ঈষদুষ্ণ সুস্বাদু দুগ্ধ পান করিলেন। কৃষ্ণপীতাবশিষ্ট

ভাণ্ডপতিত দুগ্ধ দ্বারা সরোবর উৎপন্ন হইল। দীর্ঘে এবং প্রস্থে শতযোজনপরিমিত সেই সরোবর, গোলোকধামে দুগ্ধসরোবর নামে প্রসিদ্ধ আছে। সেই সরোবর রাধিকা এবং তাঁহার সখীগণের জলক্রীড়ার স্থান হইল। জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে সেই সরোবরের চতুঃসীমা রত্ন খচিত হইল। তৎক্ষণাৎ সুরভির লোমকূপ হইতে লক্ষকোটি কামধেনু এক এক বৎসের সহিত উৎপন্ন হইল। সুরভি হইতে উৎপন্ন ধেনুসমূহের অসংখ্য পরিমাণে পুত্র এবং পৌত্র উৎপন্ন হইল। জগৎ, সুরভি হইতে ধেনুপূর্ণ হইল। আমি তোমার নিকটে গোসৃষ্টি বর্ণন করিলাম। হে মুনে! ভগবান্ স্বয়ং সুরভির পূজা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই সুরভিপূজা ত্রিলোক-বাসিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দীপান্বিতা অমাবস্যার পরদিনে শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে সংসারে সুরভিপূজা হইয়াছিল; ধর্ম্ম-মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়াছি। ধ্যান, পূজাবিধি স্তব মূলমন্ত্র প্রভৃতি যে সকল বিষয় বেদে বর্ণিত আছে, তাহা বর্ণন করিতেছি, হে মহামতে! তাহা শ্রবণ কর। "ওঁ সুরভ্যৈ নমঃ" এই ষড়ক্ষর সুরভিমন্ত্র লক্ষবার জপদ্বারা সিদ্ধ হইলে ভক্তগণের পক্ষে কল্পবৃক্ষ হন। যজুর্ব্বেদোক্ত ধ্যান এবং তাঁহার সর্ব্বসম্মত পূজাক্রম প্রসিদ্ধ। যে সমৃদ্ধিদায়িনীর প্রসাদে বৃদ্ধি লাভ হয়, যে সর্ব্বকাম-সাধিকা মুক্তি পর্য্যন্ত দানে সক্ষমা, যিনি লক্ষ্মীরূপিণী রাধার সহচরী, পরমেশ্বরী, গো-গণের অধিষ্ঠাতৃদেবী আদ্যা এবং জননী; যিনি পবিত্ররূপা জগৎপূজ্যা; যিনি ভক্তগণের কামনা পূর্ণ করেন এবং যাহা দ্বারা এই বিশ্বমণ্ডল পবিত্র হইয়াছে, সেই সুরভি দেবীকে উপাসনা করি। ব্রাহ্মণ, ঘট, গোগণের মস্তক, বন্ধস্তম্ভ (গোঁজ), শালগ্রামশিলা, জল কিংবা অগ্নিতে সুরভির পূজা করিবে। দীপান্বিতার পরদিনে পূর্ব্বাহ্ণে ভক্তিপূর্ব্বক যে ব্যক্তি সুরভির পূজা করিবে সে জগতের পূজ্য হইবে। বরাহকল্পে একদিন বিষ্ণুমায়াবলে ত্রিলোকস্থিত দুগ্ধ হৃত হইল। দেবগণ তাহাতে অতিশয় চিন্তিত হইলেন। দেবগণ চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করত চতুরাননের স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মার আদেশে সুরভির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।—হে মহাদেবি! সুরভি দেবি! আপনি দেবীস্বরূপিণী; আপনাকে নমস্কার। হে জগদম্বিকে! আপনি ধেনুসমূহের কারণ-স্বরূপিণী। হে রাধিকা-প্রিয়সখি! আপনি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী; আপনাকে নমস্কার করি। হে কৃষ্ণপ্রিয়ে! আপনি গোগণের জননী; আপনাকে প্রণাম করি। আপনি কল্পবৃক্ষস্বরূপিণী হইয়া যাচকের মনোরথ পূর্ণ করেন। হে সম্পদ্দায়িনি! আপনি ধন ও অভ্যুদয় প্রদান করেন; অতএব আপনাকে নমস্কার। হে গো-প্রদায়িনী! আপনি প্রসন্ন হইয়া সকল শুভ দান করেন। হে যশোদায়িনি! আপনি কীর্ত্তি এবং ধর্ম্ম দান করেন, আপনাকে প্রণাম। জগজ্জননী সুরভি দেবী, স্তব শ্রবণে সন্তুষ্টা হইয়া সেই ব্রহ্মলোকেই আবির্ভূতা হইলেন এবং দেবেন্দ্রকে অতি দুর্লভ প্রার্থিত বর প্রদান করত গোলোকে গমন করিলেন। দেবগণও নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে নারদ! ত্রিজগৎ দুগ্ধ দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইলে সেই ঘৃতে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ তৃপ্তি লাভ করেন। যে ব্যক্তি মহাপুণ্যজনক এই স্তব ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, সে—গো-ধন, পুণ্য এবং কীর্ত্তি সকল লাভ করে, সর্ব্ব-তীর্থ-স্নানজন্য পুণ্য লাভ করে, সকল যজ্ঞে দীক্ষিত হয় এবং স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করত কৃষ্ণমন্দির প্রাপ্ত হয়। হে নারদ! সে ব্যক্তি বৈকুণ্ঠধামে বাস করত কৃষ্ণসেবা করে; তাহার পুনর্জ্জন্ম লাভ হয় না। ১—৩৩।

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে নারায়ণ-পরায়ণ! নারায়ণের অংশরূপিন্! মহাত্মন্! ভগবন্! মুনে! নারায়ণ! নারায়ণগুণ গান করুন। অতি মনোহর, অন্যান্য পুরাণাদিতে দুর্লভ, সুগোপ্য পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক প্রশংসনীয়, সুরভির উপাখ্যান আপনার নিকটে শ্রুত হইলাম। সর্ব্বোত্তম শ্রীরাধিকার উপাখ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, বর্ণন করুন। মহর্ষি নারায়ণ বলিলেন, পূর্ব্বে কৈলাস পর্ব্বতে, ভগবান্ সনাতন সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধিপ্রদ সর্ব্বস্বরূপী সর্ব্বপ্রধান সস্মিত প্রফুল্লবদন সদানন্দ, মুনিগণ কর্ত্তৃক বন্দিত মহাদেব কার্ত্তিকেয়ের নিকটে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে রাধিকাদির সহিত রাসলীলা বর্ণন করিয়াছিলেন। সেই কালে দুর্গা দেবী মহাদেবের প্রস্তাববর্ণন শেষে আনন্দে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক প্রাণেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলে, মহাদেব দেবদেবী দুর্গাকে পুরাণাদিদুর্লভ অপূর্ব্ব রাধিকার উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছিলেন।১—৮। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! নানাপ্রকার

উত্তম উত্তম আগম এবং যোগিগণের যোগযুক্ত-পঞ্চরাত্রাদি নীতি-শাস্ত্র আমার নিকটে বর্ণন করিয়াছেন। সিদ্ধগণের সিদ্ধিসাধক নানা প্রকার তন্ত্রশাস্ত্র এবং ভক্তগণের কৃষ্ণ-ভক্তিবর্দ্ধক সুন্দর ভক্তি-শাস্ত্রও আপনাকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; এবং আপনার মুখকমল হইতে দেবীগণের চরিত্র শ্রবণ করিয়াছি। সম্প্রতি দেবদেবী শ্রীরাধিকার উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বেদবাক্যে আপনার মুখে সংক্ষেপরূপে শ্রীরাধিকার প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি। আপনি স্বয়ং আগমবর্ণন-কালে শ্রীরাধিকার বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণন করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঈশ্বর-বাক্য কখনও অন্যথা হয় না। হে ভক্তবৎসল! আমি আপনার ভক্ত, অতএব আমার নিকট শ্রীরাধার উৎপত্তি, নাম, নিরুক্তি, ধ্যান, মাহাত্ম্য, পূজাবিধি, চরিত্র, স্তোত্র, কবচ, আরাধনা-ক্রম এবং পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি সম্প্রতি বর্ণন করুন।৯—১৫। আগমবর্ণনকালে শ্রীরাধিকাসম্বন্ধে কোন কথা কীর্ত্তন করেন নাই। মহাদেব পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করত নতমুখ হইলেন। পঞ্চাননের ওষ্ঠ এবং তালুক শুষ্ক হইল। তিনি স্বকীয় সত্য-ভঙ্গ-ভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এবং অভীষ্টদেব কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিলেন। ধ্যানে তাঁহার আজ্ঞা লাভ করত নিজ দেহের অর্দ্ধভাগস্বরূপিণী পার্ব্বতীর নিকট শ্রীরাধার উপাখ্যান বর্ণন করিতে লাগিলেন। হে মহেশ্বরি! আমি আগমবর্ণনকালে শ্রীরাধার প্রসঙ্গ কীর্ত্তনে উদ্যত হইয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিলাম। হে দেবি! সম্প্রতি আমার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী তোমার নিকট শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার গুণবর্ণনের আদেশ প্রদান করিলেন। হে সতি! দুর্গে! আমার ইষ্টদেবের প্রিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রদ সুখদায়ক অতিগোপনীয় চরিত্র আমি পূর্ব্বাপরক্রমে জানি। আমি যে প্রকার জানি, তাহা ব্রহ্মা, অনন্ত, সনৎকুমার, সনাতন, ধর্ম্ম, দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র এবং সিদ্ধপুঙ্গবগণও বিদিত নহেন। হে সুরেশ্বরি! তুমি আমার অপেক্ষাও পূজ্যা; বিশেষতঃ প্রাণত্যাগে উদ্যতা হইয়াছ অতএব গোপনীয় কথাও বর্ণন করিতেছি। হে দুর্গে! পরম বিস্ময়জনক দুর্লভ পুণ্যপ্রদ গোপ্য এবং দুর্লভ শ্রীরাধার চরিত্র বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে গোলোকে বৃন্দাবনের রম্য বন, শতশৃঙ্গপর্ব্বতের শৃঙ্গজাত মালতী মল্লিকা-সুবাসিত হইলে রমণীয় রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করত ইচ্ছাময় জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ রমণের ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার রমণ করিতে ইচ্ছা হইবামাত্রই দেবদেবী শ্রীরাধা উৎপন্না হইলেন। যেহেতু ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রেই সকল কার্য্য হয়। হে দুর্গে! এইকালে ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ দুই রূপে প্রকটিত হইলেন। দক্ষিণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং বামাঙ্গে রাধার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরম রমণীয়া রাধিকা দেবী রাসমণ্ডলে রাসবিহারীর সহিত রমণ করিতে উৎসুকা হইলেন। নানাপ্রকার বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা রাধিকা রত্নসিংহাসনে আসীনা ছিলেন। তিনি পূর্ণ কোটি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করত তপ্তকাঞ্চনসদৃশ উজ্জ্বল নিজ কান্তিপুঞ্জে জাজ্বল্যমানা। তাঁহার শরচ্চন্দ্রসদৃশ বদনে মন্দ মন্দ হাস্যএবং শুদ্ধদন্তপংক্তি শোভা পাইতেছিল। মালতীমালামণ্ডিত কেশপাশ মস্তকে শোভিত ছিল। তিনি গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যসদৃশ কান্তিপূর্ণ রত্নমালা ধারণ করত গঙ্গাপ্রবাহ-শুভ্র সেই মালাদ্বারা শোভা পাইতেছিলেন। পরস্পর মিলিত বর্ত্তুল, উন্নত, সুমেরু-শিখরসদৃশ কঠিন সুদৃশ্য কস্তূরীপত্রচিত্রিত মঙ্গলকর স্তনযুগল ধারণ করিতেছিলেন। রসিকপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ সেই নবযৌবনসম্পন্না গুরুতর-নিতম্বশ্রোণি-ভারাক্রান্তা কামাতুরা প্রিয়াকে দর্শন করত রমণোৎসুক হইলেন। হে পার্ব্বতি! হরিপ্রিয়া নিজ পতিকে কামাতুর দর্শন করত ধাবমানা হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে রাধা নামে কীর্ত্তন করেন। "শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে আরাধনা করেন, উভয়েই সমান" সাধুগণ এই কথা বলেন এবং কৃষ্ণভক্তগণ রাসমণ্ডলে রাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনের নিমিত্ত ধাবমানা হইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেতে শ্রীরাধা অভিসার করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করত তদ্ভাবাপন্ন হইয়া বাক্য প্রয়োগ করে এবং রাধাভাবাপন্ন হইয়া জগৎপতিকে নিজ পতিরূপে আচরণ করে। দুর্গে! ভক্তগণ 'রা' শব্দ উচ্চারণমাত্রে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় এবং অন্ত্যবর্ণ 'ধা' শব্দ উচ্চারণমাত্রেই হরির পদে ধাবমান হয়। অনঙ্গমোহনের বামাঙ্গ হইতে রাসেশ্বরী শ্রীরাধা উৎপন্না হন। অন্যান্য দেবগণের স্ত্রীগণ তাঁহারই অংশে উৎপন্না হইয়াছেন। ৩০—৪১। শ্রীরাধার লোমকূপ হইতে গোপিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে গোপগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন। ত্রিলোকপ্রসিদ্ধা মহালক্ষ্মী দেবী শ্রীরাধার বামভাগ হইতে উৎপন্না হন এবং তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণের প্রিয়তমা; বৈকুণ্ঠে তাঁহার বাস। মহালক্ষ্মীর অংশস্বরূপিণী রাজলক্ষ্মী, রাজগণের সম্পদ্বৃদ্ধি করেন। রাজলক্ষ্মীর অংশস্বরূপিণী মর্ত্ত্যলক্ষ্মী, প্রতি মনুষ্যের গৃহে বাস করেন।

স্বয়ং শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর অবস্থান করেন এবং তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হে পার্ব্বতি! ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচর জগৎ সকলই মিথ্যা; এক সত্যস্বরূপ গুণাতীত ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীরাধাকান্তের চরণ সেবা কর, কেবল তাহাই সার। কেবল পরমাত্মা পরম প্রধান পরমেশ্বর সর্ব্বাদি সর্ব্বপূজ্য চেষ্টাশূন্য মায়াতীত ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণই ভক্তগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত নিত্যরূপ ধারণ করেন। তদ্ভিন্ন অন্য দেবগণের রূপ প্রাকৃত। ৪১—৫০। সেই অপ্রাকৃতপুরুষশ্রীকৃষ্ণ-কান্তা বহুসৌভাগ্যশালিনী শ্রীরাধিকা তাঁহার প্রাণ হইতে অধিকা প্রেয়সী। মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী শ্রীরাধা মহাবিষ্ণুর জননী; সদাশয় সাধুগণ নিরন্তর শ্রীরাধার ব্রহ্মাদিদুর্লভ সেবকগণের সুলভ শ্রীচরণ সেবা করেন। গোপগণ কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকাকে স্বপ্নেও দর্শন করিতে পারেন না। সর্ব্বদা কৃষ্ণক্রোড়-স্থায়িনী শ্রীরাধাকে পতিপরায়ণ কান্তার ছায়ারূপে বিলোকন করিয়াছিলেন। সেই রায়াণ দ্বাদশ গোপের প্রধান। হে প্রিয়ে! রায়াণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং তৎসদৃশ পরাক্রমশালী। শ্রীরাধিকা সুদাম-গোপের শাপে গোলোক হইতে ভূর্লোকে অবতীর্ণা হন, এবং বৃষভানুরাজার কন্যারূপে কলাবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ৫১—৫৫।

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুদাম কি নিমিত্ত শ্রীরাধিকাকে শাপ দিলেন? এবং শিষ্য হইয়া শ্রীদামের নিজ শাসক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ার প্রতি শাপদানের কারণ কি? মহাদেব বলিলেন, হে দেবি! সর্ব্বপুরাণে সুগোপ্য মঙ্গল ভক্তি এবং মুক্তিপ্রদ পরমাদ্ভুত রহস্য শ্রবণ কর। একদিন রাধানাথ গোলোকে বৃন্দাবনস্থিত শতশৃঙ্গপর্ব্বতের একদেশে সৌভাগ্যে রাধিকাসদৃশী বিরজা নাম্নী গোপীর সহিত নানাভূষণে বিভূষিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন; রত্ননির্ম্মিত সেই রাসমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে রত্নপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। তাঁহারা উভয়ে বহুমূল্য- রত্ননির্ম্মিত-চম্পক-পুষ্প-শোভি কস্তূরী কুঙ্কুমাদি-দ্বারা বিলেপিত সুগন্ধি চন্দনচর্চ্চিত সুগন্ধ মালতী পুষ্প-মালাপঙক্তি পরিবেষ্টিত সুখশয্যায় অবস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের অবিশ্রাম রমণ হইতে লাগিল। রতি-পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ এবং বিরজা পরস্পর সুখসম্ভোগ অনুভব করিলেন। জন্মমৃত্যুশূন্য গোলোকবাসিগণের মন্বন্তর-পরিমিতকাল তাঁহাদের সুখসম্ভোগে অতীত হইল। চারি জন দূতী সেই বিষয় বিদিত হইয়া শ্রীরাধাকে জানাইলেন। শ্রীরাধাও দূতীমুখে সেই বিষয় শ্রবণ করত অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া কণ্ঠস্থিত হার দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ১—৯। সখীগণকর্ত্তৃক প্রবোধিতা হইলেও কোপে আরক্ত মুখলোচনা হইয়া দেহ হইতে রত্নালঙ্কার সকল দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বয়, অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ক্রীড়াপদ্মও দূরীকৃত করিলেন এবং বিচিত্র পত্রাবলি-রচনা ও সিন্দূরাদি বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা মুছিয়া ফেলিলেন। অঞ্জলিপূর্ণ জলে মুখরাগ এবং অলক্তাদি প্রক্ষালিত করিলেন। আলু-লায়িতকেশে কবরী সকলকে মুক্ত করিয়া ক্রোধে কম্পমানা হইলেন। বসনভূষণাদি-বিহীনা হইয়া শুক্ল বসন পরিধানপূর্ব্বক যানারোহণেচ্ছায় ধাবমানা হইলেন। প্রিয়সখীগণ শ্রীরাধিকাকে সেই অবস্থা হইতে নিবারিত করিলেন। রাধা ক্রোধে ওষ্ঠ ও অধর কম্পন করত সখীসমূহকে আহ্বান করি-লেন। ক্রোধে কম্পমানা শ্রীরাধাকে সখীগণ চতুর্দ্দিকে পরিবৃত করিলেন। শ্রীরাধার ক্রোধ-দর্শনে কাতরা ভক্তিনম্র সখীগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া উৎকৃষ্ট বহুমূল্য-রত্ন-নির্ম্মিত মণিময় দর্পণযুক্ত, সহস্র-চক্রবিশিষ্ট, নানা প্রতিমূর্ত্তিশোভিত, নানা প্রকার শুভ্র-বর্ণ বিচিত্রবসন-বেষ্টিত, বহুমূল্য মণি এবং পুষ্পমালা-শোভিত, সুন্দর রত্নকলসযুক্ত এবং মনোহর কোটি কোটি গৃহযুক্ত রথে এককোটি তিনলক্ষ প্রিয়বয়স্যা গোপীগণের সহিত আরোহণ করিলেন। হে প্রিয়ে! শ্রীরাধা, মন অপেক্ষা দ্রুতগামী সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহচর সুদাম শ্রীরাধার আগমনকোলাহল শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণকে সাবধান করিয়া গোপগণের সহিত পলায়ন করিলেন। প্রেমময়ী শ্রীরাধার প্রেমভঙ্গভয়ে ভীত হইয়া পতিব্রতা বিরজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্হিত হই লেন। বিরজাও সময় জানিয়া শ্রীরাধার ভয়ে ক্রোধে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। হে পর্ব্বতনন্দিনি! বিরজার সখীগণ ভয়ে বিহ্বলা এবং কাতরা হইয়া তৎক্ষণাৎ বিরজার শরণ গ্রহণ করিলেন। বিরজা গোলোকধামে নদীরূপে প্রবাহিতা হইলেন। শতকোটিযোজন দীর্ঘ এবং কোটি যোজন বিস্তৃত সেই নদী পরিখার ন্যায় গোলোক বেষ্টন করিল। ১০—২৩। হে সুন্দরি! সেইকালে বিরজার সখীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীরূপে ঈশ্বরীর অনুগামিনী হইলেন। পৃথিবীস্থ অন্যান্য নদীও তাঁহার অংশোৎপন্না এবং সপ্তসাগরও বিরজা হইতে জাত।

শ্রীরাধা সেই রাসমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং বিরজার দর্শন না পাওয়ায় স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও অষ্ট সখার সহিত শ্রীরাধার সমীপে উপস্থিত হইলেন। দ্বারপালিকা গোপিকাগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ বারংবার নিবারিত হইলেন। রাসেশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করত বহুতর তিরস্কার করিলেন। কৃষ্ণসখা সুদাম সখার নিন্দা শ্রবণে বিরক্ত হইয়া শ্রীরাধিকাকে ভর্ৎসনা করিলেন। শ্রীরাধিকা সুদামবাক্যে অধিক ক্রুদ্ধা হইয়া "ক্রূরমতে! শীঘ্রই ক্রূরতর অসুরযোনিকে লাভ কর" এই শাপ প্রদান করিলেন। সুদামও "গোলোক হইতে ভূর্লোকে গমন করত গোপের গৃহে গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করত অসহ্য কৃষ্ণবিরহ দুঃখ শতবৎসর অনুভব করিবে; ভগবান্ ভূভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন" এই অভিশাপ প্রদান করত শ্রীরাধা কৃষ্ণের চরণে প্রণত হইয়া সজলনয়নে গমনে উদ্যত হইলেন। শ্রীরাধা পুত্রবিচ্ছেদশোকে অভিভূতা হইয়া "বৎস! কোথায় যাইতেছ" এই বাক্য বলিতে বলিতে নয়নজলে সিক্ত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়ী রাধিকাকে "শীঘ্রই নিজ পুত্রকে প্রাপ্ত হইবে রোদন করিও না ইত্যাদি বাক্যে প্রবোধিত করিলেন। ২৪—৩৪। হে পার্ব্বতি! সুদাম মাতৃশাপে অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া শঙ্খচূড় নামে প্রসিদ্ধ হইবেন এবং কালপূর্ণ হইলে আমার শূলদ্বারা বিদারিত হইয়া গোলোকে গমন করিবেন। রাধাবরাহকল্পে গোকুলনগরে বৈশ্যবর বৃষভানুর কন্যারূপে অবতীর্ণ হইবেন। বৃষভানু-কান্তা কলাবতী বায়ু-গর্ভ ধারণ করিবেন। কালে রাজপত্নী, বায়ু প্রসব করিলে সেই বায়ু হইতে অযোনিসম্ভবা শ্রীরাধা উৎপন্না হন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, বৃষভানু, রায়াণ-বৈশ্যের সহিত নবযৌবনা নিজ-কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ করে। শ্রীরাধা, বৃষভানু-সুতায় নিজ ছায়া সংস্থাপন করত অন্তর্হিতা হয়। ছায়ার সহিত রায়াণের বিবাহ হয়; চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে, ভগবান্ কংশ ভয়চ্ছলে বালকরূপে গোকুলে গমন করেন। রায়াণ, কৃষ্ণজননী-যশোদার সহোদর এবং গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ-স্বরূপ; রায়াণ তাঁহার সম্বন্ধে মাতুল। জগৎস্রষ্টা, পুণ্যতম শ্রীবৃন্দাবনের বনে, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিহার-ঘটনা করেন। গোপগণ স্বপ্নেও শ্রীরাধার রূপ দর্শন করিতে পান না। শ্রীরাধা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে বাস করিতেন এবং রায়াণ-গৃহে ছায়ারূপে অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মা শ্রীরাধার চরণদর্শন-আকাঙ্ক্ষায় ষষ্টি সহস্রবৎসর পুষ্করতীর্থে কঠোর তপস্যা করেন, পরে ভগবান্ ভূভারহরণের নিমিত্ত ভারতে নন্দ-গোপকুলে জন্ম গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মা তপঃফলে রাধার চরণ-পদ্ম দর্শন পান। ৩৫—৪৫। গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণও পুণ্য বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহিত ক্ষণকাল বিলাস করিয়াছিলেন। অনন্তর অসুদামশাপে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরস্পর বিচ্ছেদ হয়। সেই কালে ভগবান্ ভূভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন। বৃষভানু, নন্দ এবং গোলোক হইতে সমাগত অন্যান্য গোপ-গোপী সকলেই পুনর্ব্বার গোলোক-ধামে গমন করেন। হে পার্ব্বতি! ছায়াস্বরূপ গোপ এবং গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সহবাস-সুখ অনুভব করেন। ষট্‌ত্রিংশৎলক্ষ কোটি গোপী এবং উক্ত সংখ্যক গোপগণও মুক্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত গোলোকধামে গমন করেন। পূর্ব্বে নন্দরাজ —দ্রোণ-প্রজাপতি নামে এবং যশোদা—দ্রোণপত্নী ধরা নামে আখ্যাতা ছিলেন, তপস্যা বলে পরমাত্মাকে পুত্ররূপে লাভ করেন। দেবপিতা কশ্যপ এবং দেবমাতা অদিতি—জন্মে জন্মে বসুদেব এবং দেবকী প্রভৃতি রূপ ধারণ করেন। পিতৃগণের মন হইতে উৎপন্না কন্যা, কলাবতী নামে আখ্যাতা হইয়া গোলোক হইতে আগত শ্রীদামস্বরূপ বৃষভানুর পত্নী হন। হে দুর্গে! সম্পদবর্দ্ধক পাপনাশক এবং পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বংশবর্দ্ধক অতি উত্তম, শ্রীরাধার উপাখ্যান এইরূপে তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ—দুইরূপে বিভক্ত হন। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ এবং গোলোকে দ্বিভুজরূপে বিরাজ করেন। চতুর্ভুজ ভগবানের মহালক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা এবং তুলসী দেবী প্রিয়তমা। দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের দেহার্দ্ধস্বরূপিণী রূপ গুণ এবং যৌবনদ্বারা তেজস্বিনী সর্ব্বোত্তমা শ্রীরাধাই প্রেয়সী। পণ্ডিতগণ অগ্রে শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ করত পশ্চাৎ কৃষ্ণ নাম উচ্চাচ্চণ করিবে। অন্যথা অগ্রে কৃষ্ণ পশ্চাৎ রাধা-উচ্চারণে ব্রহ্মহত্যারপাপভাগী হইবে। ৪৬—৫৭। হরি, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাসোৎসব-উপলক্ষে গোলোকে রাসমণ্ডলে রাসেশ্বরীর পূজা করত শুদ্ধরত্ন-নির্ম্মিত গুটিকায় গোপগণের সহিত রাধাকবচ—কণ্ঠএবং বাহু-দেশে ধারণ করেন। মধুসূদন, স্বয়ং শ্রীরাধিকার ধ্যান এবং স্তব করত তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল ভোজন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধার পূজা করেন এবং রাধিকাও নিজপতি জগৎপতির অর্চ্চনা করেন; পরস্পরের অভীষ্ট দেব শ্রীরাধা ও কৃষ্ণকে যে ভিন্ন জ্ঞান করে, সে অন্তে অনন্ত নরক ভোগ করিবে। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীরাধিকার পূজা করিলে, দ্বিতীয়বার ব্রহ্মার আদেশে, ধর্ম্ম, অনন্ত, বাসুকি, চন্দ্র, সূর্য্য, সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র এবং ব্রাহ্মণ সকলে তাঁহার পূজা করিলেন; অনন্তর তৃতীয় বারে ভারতবর্ষে সপ্তদ্বীপেশ্বর রাজা সুযজ্ঞ, পাত্র-মিত্রগণের সহিত পরমানন্দে শ্রীরাধিকার পূজা করেন। রাজা সুযজ্ঞ, দৈবদোষে ব্রাহ্মণশাপে ব্যাধিগ্রস্ত ও পরম দুঃখিত এবং কষ্টাশ্রিত হইয়া ব্রহ্মদত্ত স্তবদ্বারা পরমেশ্বরী শ্রীরাধিকার স্তব করত পরহস্তগত রাজ্য-লক্ষ্মী লাভ করিলেন এবং অভেদ্য রাধা-কবচ কণ্ঠ ও বাহুদেশে ধারণ করত পুষ্করতীর্থে নিয়মানুসারে শত বৎসরকাল তাঁহার ধ্যান এবং পূজা আচরণ করেন। সেই পৃথিবীপাল রত্নযানে আরোহণ করিয়া অন্তে অনন্ত গোলোকধামে গমন করিলেন। এইরূপে তোমার প্রশ্নসকলের উত্তর দিলাম। অনন্তর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বল? । ৫৮—৬৯।

প্রকৃতিখণ্ডে উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! আপনি যে সুযজ্ঞ রাজার কথা উল্লেখ করিলেন, ইনি কে? কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন? কি নিমিত্তই বা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া শ্রীরাধার অর্চ্চনা করেন? পরমেশ্বরী রাধা সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা এবং তাঁহারও পূজনীয়া; মলমূত্র-যোগে অপবিত্র মানব-দেহধারী সুযজ্ঞ রাজা কি প্রকারে তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন? জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাও যাঁহার চরণপদ্মের ধূলি প্রাপ্তিকামনায় পুষ্কর-তীর্থে ষষ্টিসহস্রবৎসর কাল তপস্যা করেন; রাজা কি প্রকারে সেই মহালক্ষ্মী পরমেশ্বরী শ্রীরাধার দর্শন পাইলেন? বিশেষতঃ ভবাদৃশ যোগীন্দ্রগণেরও অদৃশ্য শ্রীরাধিকা, কি নিমিত্ত মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইলেন? জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাই বা কি নিমিত্ত নরপতিকে রাধিকা-কবচ প্রদান করিলেন? এই সকল বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করুন। মহাদেব বলিলেন, হে দেবি! শতরূপার স্বামী ব্রহ্মতনয় তপস্বী স্বায়ম্ভুব মনু, মনুগণের প্রধান; হে পর্ব্বতনন্দিনি! স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ এবং তাঁহার পুত্র ত্রিলোকবিখ্যাত ধ্রুব। নারায়ণ-পরায়ণ ধ্রুব-পুত্র উৎকল। উৎকল পুষ্করতীর্থে সহস্র রাজসূয়-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। রাজা যজ্ঞান্তে মহানন্দে যজ্ঞীয় রত্নপাত্র সকল এবং উজ্জ্বল মহামূল্য রত্নরাশি ব্রাহ্মণ-গণকে প্রদান করিলেন। হে সর্ব্বমঙ্গলে! ব্রহ্মা উৎ-কলের যজ্ঞ দর্শন করত সুযজ্ঞ-রাজাদ্বারা সেই যজ্ঞ আরম্ভ করাইলেন এবং দেবগণও তথায় উপস্থিত হই-লেন। ১—১০। মনুবংশীয় সুযজ্ঞরাজা অন্ন, রত্ন এবং সর্ব্বসম্পদ্ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন এবং পরমানন্দে রত্নবদ্ধ শৃঙ্গ দশলক্ষ ধেনু, প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। দশলক্ষ গো পরমানন্দে ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন দক্ষিণার সহিত অর্পণ করিলেন। প্রতিদিন সুপক্ব মাংসদ্বারা ছয়কোটি ব্রাহ্মণের ভোজন সম্পন্ন করাই-তেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের ভোজন হইলে, চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য ও পেয়রূপ তৃপ্তিকর ভোজ্যে এক লক্ষ সূপকারকে ভোজন করাইতেন। সূপযুক্ত, পূপ, মাংসশূন্য পবিত্র অন্ন ভোজন করত ব্রাহ্মণগণ মনু-বংশজাত সুযজ্ঞ রাজার কোন প্রশংসা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার পিতৃপিতামহাদির যথেচ্ছাক্রমে প্রশংসা করিলেন। যজ্ঞশেষদিনে সুযজ্ঞ ছত্রিশকোটি ব্রাহ্মণকে সুতৃপ্তরূপে ভোজন করাইলেন এবং ভোজনান্তে রাশি রাশি স্বর্ণ দক্ষিণা দান করিলেন। হে পার্ব্বতি। ব্রাহ্মণগণ গুরুতর রত্নরাশি-বহনে অক্ষম হইয়া কিয়দংশ শূদ্রকে দান করিলেন এবং কিয়দংশ পথে নিক্ষেপ করিলেন। রাজাও ব্রাহ্মণগণের ভোজনান্তে শূদ্র-দিগকে ভোজন করাইয়া তুষ্ট করিলেন। ১১—২৯। বহু মনুষ্য ভোজন করিলেও সহস্র সহস্র অন্নরাশি উদ্বৃত্ত হইল। রাজা যজ্ঞান্তে মহামূল্য রত্নশ্রেষ্ঠ-নির্ম্মিত কোটি ছত্রে আবৃত হইয়া মনোহর সংস্কৃত, চন্দনরসে সংমৃষ্ট, চন্দ্রাতপযুক্ত, চন্দন পল্লবশাখা-সংযুক্ত, পূর্ণকুম্ভবিশিষ্ট-রম্ভাবৃক্ষশোভিত চন্দন—অগুরু—কস্তূরী ফল—সিন্দূরযুক্ত,—অষ্টবসু ইন্দ্র চন্দ্র রুদ্র-আদিত্য মুনি মনু মানব ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরিশোভিত সভাস্থ রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে রাজসভায় রুক্ষ-মলিন-বসন, শুষ্ক-কণ্ঠ, শুষ্কৌষ্ঠ, শুষ্কতালু এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন। তিনি রত্নসিংহাসনোপবিষ্ট মাল্য-চন্দনাদি-চর্চ্চিত রাজাকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক আশী-র্ব্বাদ করিলেন। রাজাও সেই ব্রাহ্মণকে আসন হইতে গাত্রোত্থান না করিয়াই প্রণাম করিলেন। সভাসদ্-গণও উত্থানাদিদ্বারা ব্রাহ্মণের সম্মাননা না করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। ব্রাহ্মণও বেদ এবং দেবগণকে নমস্কার করত উগ্রভাবে রাজাকে অভিশাপ দান করিলেন। "রে পামর! নির্ব্বোধ! এই রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দূরদেশে গমন করত হতশ্রী এবং কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হও" এই প্রকারে রাজার প্রতি অভিশাপ দিয়া ক্রোধে কম্পমান হইয়া সভাসদ্গণকে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন। সভাস্থ যে সকল ব্যক্তি হাস্য করিয়া-

ছিল, তাহারা উত্থানপূর্ব্বক বিনয় প্রকাশ করিলে, মুনি ক্রোধশূন্য হইলেন। ২০—৩০। রাজা, মুনির সমীপে সমাগত হইয়া ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন এবং দুঃখিত-চিত্তে সভা হইতে নির্গত হইলেন। গূঢ়রূপী ব্রহ্মণ্যতেজে জাজ্বল্যমান মুনিও গমন করিলেন। অন্যান্য মুনিগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক "হে ব্রহ্মন্! গমন করিও না" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। পুলহ, পুলস্ত্য, প্রচেতা, ভৃগু, অঙ্গিরা, মরীচি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ক্রতু, শুক্র, বৃহস্পতি, দুর্ব্বাসা, লোমশ, গৌতম, কণাদ, কণ্ব, কাত্যায়ন, কঠ, পানিনি, জাজলি, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, আপিশলি, তৈতিলি, মার্কণ্ডেয়, মহাতপা সনক, সনন্দ, বোঢ়ু, সনাতন, পৈল, সনৎকুমার, ভগবান্ নর-নারায়ণ, পরাশর, জরু, জরৎকারু, সম্বর্ত্ত, করথ, ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভরদ্বাজ, বাল্মীকি, অত্রি, উতথ্য, সম্বর্ত্ত আস্তীক, আসুরি, শিলালি, লাঙ্গলি, শাকল্য, শাকটায়ন, গর্গ, বাৎস্য, জামদগ্ন্য, পঞ্চশিখ, দেবল, জৈগীষব্য, বামদেব, বালিখিল্য, শক্তি, দক্ষ, কর্দ্দম, প্রস্কন্ন, কপিল, বিশ্বামিত্র, কৌৎস, ঋচীক এবং অঘমর্ষণ প্রভৃতি মুনিগণ; পিতৃগণ; দিক্‌পালগণ এবং হবিঃপ্রিয় দেবগণ, ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ গমন করত তাঁহাকে জ্ঞান দিবার জন্য সেই স্থানে উপবেশন করাইলেন। প্রত্যেকে নীতিশাস্ত্রদ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করিবার যত্ন করিলেন। ৩১—৪৩।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী পশুপতির নিকট প্রশ্ন করিলেন;—নাথ! নীতিশাস্ত্রবিৎ ব্রহ্মতনয় ব্রাহ্মণগণ সেই ব্রাহ্মণের নিকট কোন্ নীতি উপদেশ করেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। শিব বলিলেন;—চন্দ্রবদনে! মুনিগণ বিনয়সহকারে ব্রাহ্মণের স্তব করত ক্রমশঃ একে একে নীতিসঙ্গত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ সনৎকুমার বলিলেন, হে দ্বিজ! তুমি রাজাকে অভিশাপ প্রদান করত রাজসভা হইতে নির্গত হইবামাত্র তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে রাজলক্ষ্মী, কীর্ত্তি, যশ, সুস্বভাব, মহৈশ্বর্য্য অধিক কি, নিত্য তর্পণীয় পিতৃগণ, ও দেবগণও রাজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার গৃহ হইতে গমন করিয়াছেন। অতএব তুমি রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হও, যেহেতু ব্রাহ্মণগণ—আশুতোষ। হে মুনে! নবনীত-সদৃশ সুকোমল ব্রাহ্মণগণের চিত্ত—নির্ম্মল, তপোবলে মার্জ্জিত এবং অতিশয় শুদ্ধ। হে দ্বিজবর! রাজার অপরাধ ক্ষমাপূর্ব্বক রাজভবনে গমন করত নৃপাঙ্গণ পবিত্র কর। বৃহস্পতি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তির গৃহ হইতে অতিথি ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, অতিথি-অবহেলাজন্য পাপে তাহার গৃহ হইতে পিতৃগণ, দেবগণ এবং সর্ব্বব্যাপী বহ্নিদেব নির্গমন করেন, অতএব হে দ্বিজ! ক্ষান্ত হও—পাদার্পণে রাজভবন শুদ্ধ কর, যে ব্যক্তি গৃহাগত অতিথি-সৎকার না করে, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, কৃতঘ্নতা এবং গুরুপত্নীহরণ প্রভৃতি পাপের অন্যূন পাপ—সেই ব্যক্তিতে অবস্থান করে। ১—৯। পুলস্ত্য বলিলেন—যে ব্যক্তি অতিথির প্রতি অনাদরপূর্ব্বক কুটিলদর্শনে তাহাকে নিরীক্ষণ করে, আগত অতিথি, সেই ব্যক্তিকে স্বীয় পাপ অর্পণ করত পুরাকৃত তদীয় পুণ্য গ্রহণপূর্ব্বক গমন করে। হে বৎস! নিজগুণে রাজার অপরাধ ক্ষমা কর। রাজা তোমাকে আগত দেখিয়াও নিজ কর্ম্মদোষে উত্থানাদি-দ্বারা সম্মান করে নাই; না করুক—পুনর্ব্বার রাজগৃহে গমন কর। পুলহ বলিলেন,—যে ব্যক্তি রাজ্য এবং বিদ্যাদির দর্পে ব্রাহ্মণের অবমান করে, সে ব্রাহ্মণ হইলে ত্রিসন্ধ্যাকর্ত্তৃক এবং ক্ষত্রিয় হইলে লক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় এবং ব্রতশ্রেষ্ঠ একাদশী ও দেবদুর্লভ হরিনৈবেদ্য লাভ করিতে পারে না। হে দ্বিজবর! রাজার দোষ ক্ষমা করত তাঁহার গৃহ পদার্পণদ্বারা পবিত্র কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যে বর্ণ গুরু ব্রাহ্মণকে অবমান করে, সে ব্যক্তি দীক্ষাবিহীন হয় এবং নিশ্চয়ই ধন পুত্র এবং পত্নীদ্বারা বঞ্চিত হইয়া থাকে। হে বৎস! রাজার দোষ ক্ষমা করত তাঁহার ভবন পবিত্র করিবার নিমিত্ত গমন কর। অঙ্গিরা বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানবান্ হইয়াও জগৎপূজ্য ব্রাহ্মণকে অবমান করে, তাহাকে সপ্তজন্ম বৃষস্বরূপ হইয়া দুর্ব্বহ ভার নিরন্তর বহন করিতে হয়। মরীচি বলিলেন,—যে ব্যক্তি, পবিত্র ভারত ভূমিতে আগমন করত, দেব, ব্রাহ্মণ, কিংবা গুরুর নিন্দা করে, সে ব্যক্তি মানবজন্মের সার্থকতা-সম্পাদক বিষ্ণুভক্তিদ্বারা পরিত্যক্ত হয়। কশ্যপ বলিলেন,—যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে দর্শন করত উপহাস এবং অবহেলা করে সেই পাপী বিষ্ণু-ভক্তিহীন এবং লোকপূজ্য-বিষ্ণুপূজা-বিহীন হয়। প্রচেতা বলিলেন, যে ব্যক্তি অতিথি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়াও উত্থানাদি

না করে, তাহার ভারতভূমিতে পরমপুজনীয় পিতৃমাতৃ-ভক্তি বিদূরিত হয় এবং সেই স্বকীয় অহঙ্কারিতা-দোষে সপ্তজন্ম সত্তমাতঙ্গযোনি লাভ হয়। হে দ্বিজবর! অতএব শীঘ্র গমন করত রাজাকে আশীর্ব্বাদ কর। দুর্ব্বাসা বলিলেন,—গুরু, ব্রাহ্মণ কিংবা দেবমূর্ত্তি—দর্শন করত যে ব্যক্তি মস্তক নত না করে, সেই ব্যক্তি সেই মহাপাতকে পৃথিবীমধ্যে শূকরযোনি প্রাপ্ত হয় এবং মিথ্যাসাক্ষ্য ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ঘোরপাপে নিমগ্ন হয়; অতএব আমাদের সর্ব্বদোষ মার্জ্জনাপূর্ব্বক রাজগৃহে অতিথ্য স্বীকার কর। রাজা বলিলেন,—হে মুনিবরগণ! আপনারা ছলে ধর্ম্ম বর্ণন করিলেন। আমি অতি অজ্ঞান; অতএব স্ত্রীহন্তা, গোহন্তা, কৃতঘ্ন, গুরুপত্নীগামী এবং ব্রহ্মহত্যাকারক ব্যক্তিকে কি পাপ ভোগ করিতে হয়,সেইবিষয় আমার নিকটে বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজন্! ইচ্ছাপূর্ব্বক যদ্যপি কেহ গোহত্যা করে, তাহা হইলে সেই গো-ঘাতক, শত বৎসর তীর্থে নিবাস করত যাবক ভোজন এবং করপাত্রে জল পান করিবে। তদনন্তর দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণগণকে শত ধেনু দান এবং শত ব্রহ্মাণকে ভোজন করাইয়া পাপ হইতে মুক্ত হইবে। উক্ত প্রায়-শ্চিত্তদ্বারা মুক্তি লাভ করে না, অবশিষ্ট পাপে চণ্ডাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করত দুঃখ অনুভব করে। মানব দৈববশতঃ যদ্যপি গোহত্যা-পাপগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ইচ্ছাকৃত বধে যে পাপ হয়, তাহার অর্দ্ধেক পাপ ঐ ব্যক্তির হইয়া থাকে। এ সমস্ত পাপও প্রায়শ্চিত্তাদি-দ্বারা খণ্ডন হয় না। শুক্র বলিলেন, স্ত্রীহন্তাকে গোহত্যা অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপ ভোগ করিতে হয়। তাহাকে ষষ্টিসহস্র বৎসর যমদণ্ড অনুভব করিতে হয়। তদনন্তর সপ্তজন্ম শূকরযোনি এবং সপ্তজন্ম সর্পযোনি-জন্মগ্রহণান্তে শুচি হইতে হয়। বৃহস্পতি বলিলেন, স্ত্রীহত্যা অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপ ব্রাহ্মণহন্তার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্মঘাতী লক্ষ বৎসর ভয়ঙ্কর কুম্ভী-পাক নরকে নিবাস করে। তদনন্তর বিষ্ঠাতে শত বৎসর কাল কৃমিরূপে বাস করত সপ্তজন্ম সর্প-যোনিতে জন্মগ্রহণান্তে শুদ্ধ হয়। ১০—৩২। গৌতম বলিলেন হে রাজন্! কৃতঘ্ন ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষা চতুর্গুণ পাপ ভোগ করে। কৃতঘ্নগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বেদাদিতে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে বেদবিৎগণ! কৃতঘ্নগণের লক্ষণ বলুন এবং কৃতঘ্ন কত প্রকার? কোন্ কৃতঘ্নতা দোষে কি কি পাপ হইয়া থাকে? ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন;—কৃতঘ্নতা পাপ, সামবেদে ষোড়শ প্রকার বর্ণিত আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি পাপভেদে ফলভেদ অনুভব করে। সত্য, পুণ্য, স্বধর্ম্ম, তপস্যা, মর্য্যাদা, প্রতিজ্ঞা, দান, পোষ্যগণের পালন, গুরুকৃত্য, দেবকৃত্য, কাম্যকৃত্য, দ্বিজসেবা, নিত্যকৃত্য, বিশ্বাস, পর-দান ধর্ম্ম এবং প্রদান এই ষোড়শটী কৃতপদের বাচ্য। এই সকলকে যে হনন করে, সেই পাপিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই কৃতঘ্ন। কৃতঘ্নগণ ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। নৃপমণে! পাপানুসারে কৃতঘ্নগণ, যে যে নরকে নিবাস করে, সেই সেই নরক সকল যমপুরে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে সংস্থিত হইয়াছে। ৩৩—৩৯। রাজা সুযজ্ঞ বলিলেন, হে মুনিগণ! কৃতঘ্নগণ কোন্ পাপে কোন্ নরকে নিবাস করে, তাহা ভিন্ন ভিন্নরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আমার নিকট বর্ণন করুন। কাত্যায়ন বলিলেন, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত বিষয়ে সত্য পালন না করে, তাহাকে কৃতঘ্ন বলে। সে কালসূত্র নামক নরকে চতুর্যুগ অবস্থান করে। তদনন্তর সপ্তজন্ম নিকৃষ্ট কাকযোনি, সপ্তজন্ম পেচক-যোনিতে জন্মগ্রহণ করত সপ্তজন্ম মহাব্যাধিগ্রস্ত শূদ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণান্তে তাহার শুদ্ধিলাভ হয়। সনন্দ বলিলেন, যে ব্যক্তি, পুণ্য কর্ম্ম করত প্রশংসা লাভের নিমিত্ত জনসমাজে স্বয়ং তাহা কীর্ত্তন করে, এতাদৃশ কৃতঘ্ন শূর্ম্মীনামক নরকে তিন যুগ বাস করত পাঁচজন্ম ভেক এবং তিনযুগ কর্কটযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তদনন্তর নরযোনিতে মূর্খ, দরিদ্র এবং ব্যাধিযুক্ত শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণান্তে শুচি হয়। সনাতন বলিলেন, যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা করে না, স্বধর্ম্ম পালন করে না, তর্পণাদিদ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করে না, বিষ্ণু-নিবেদিত বস্তু ভোজন করে না, বিষ্ণুপূজা-হীন, বিষ্ণুমন্ত্রবিহীন, একাদশী, শিবরাত্রি, কৃষ্ণজন্ম-দিনে এবং রামনবমীদিনে ভোজন করে; আর পিতৃকৃত্য এবং দেবকৃত্যে শ্রদ্ধাহীন হয়, এই সকল কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেকালপর্য্যন্ত চন্দ্র এবং সূর্য্যের উদয়াস্ত থাকে; ততকাল কুম্ভীপাক নরকে নিবাস করে। তদনন্তর সপ্তজন্ম চণ্ডাল, সপ্তজন্ম গৃধ্র, সপ্তজন্ম শূকর হইয়া পরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করত কুৎসিত শূদ্রের পাচককর্ম্মে নিযুক্ত হয়। তদনন্তর সপ্তজন্ম ব্রাহ্মণ হইয়াও শূদ্রগণের বৃষবাহক এবং সপ্তজন্ম শূদ্রগণের শবদাহ আচরণ করে। ৪০—৫০। তদনন্তর, ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রাণীস্বামিরূপে সপ্তজন্ম অতিবাহিত করত এই জন্মে আপাততঃ সুখকর ভোগ অনুভব করিয়া অন্তে অনন্ত রৌরবনরকে নিবাস করে। এইরূপে নরক ও পাপযোনিতে বারংবার ভ্রমণ করত

পাঁচজন্ম গর্দ্দভ এবং মার্জ্জারযোনিতে ও পঞ্চজন্ম মণ্ডুকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হয়। সুযজ্ঞ জিজ্ঞাসা করিলেন, শূদ্রগণের পাচকতা, শূদ্রগণের শব-দাহন, শূদ্রগণের অন্নভোজন, বৃষবাহন এবং শূদ্র-স্ত্রীগমনে ব্রাহ্মণগণের কি দোষ হয়? এই সকল বিষয় সমালোচনপূর্ব্বক বিশেষরূপে আমার নিকটে বর্ণন করুন। পরাশর বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানপূর্ব্বক শূদ্রগণের পাচক হয়, সেই ব্রাহ্মণাধম, একসপ্ততি-যুগকাল অসীপত্রনামক নরকে নিবাস করে। তদনন্তর সপ্তজন্ম গর্দ্দভ এবং মূষিকযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে; তদনন্তর সপ্তজন্ম তৈলপায়ীরূপে জন্মগ্রহণান্তে শুদ্ধ হয়। জরৎকারু বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ স্বয়ং অথবা ভৃত্যদ্বারা বৃষ-বাহন করে, হে নৃপপতে! সেই ব্যক্তি কৃতঘ্ন বলিয়া ভারতে বিখ্যাত হয়। বৃষবাহক প্রতিদিন দণ্ডদ্বারা বৃষতাড়নহেতু ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ লাভ করে এবং বৃষপৃষ্ঠে ভারদানে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ পাপ লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রখর সূর্য্যতাপে ক্ষুধিত এবং তৃষিত বৃষদ্বারা হলচালনা করে, সে নিশ্চয়ই শত ব্রহ্মহত্যার পাপভাজন হয়। ৫১—৬০। হে রাজন্! বৃষবাহক ব্যক্তির অন্ন, বিষ্ঠা-সদৃশ এবং জল, মূত্র-সদৃশ। সেই পাপী, পিতৃ-দেবার্চ্চনা প্রভৃতি কর্ম্মে অনধিকারী। সে লালাকুণ্ডনামক নরকে অন্নবিনিময়ে বিষ্ঠা এবং জলবিনিময়ে মূত্র পান করত চন্দ্র-সূর্য্যের অধিকারকাল পর্য্যন্ত নিবাস করে। যমকিঙ্করগণ শূলদ্বারা ত্রিসন্ধ্যা সেই কৃতঘ্নকে তাড়ন করে এবং তাহার মুখে প্রজ্বলিত অঙ্গার প্রদানপূর্ব্বক সূচিদ্বারা বিদ্ধ করে। তদনন্তর সেই পাপী ষষ্টিসহস্র বৎসর বিষ্ঠামধ্যে নিবাস করত পাঁচজন্ম কাক এবং বকরূপে জন্ম গ্রহণ করে। পরে পাঁচজন্ম গৃধ্র এবং সপ্তজন্ম শৃগালরূপে জন্ম গ্রহণ করে; তদনন্তর দরিদ্র শূদ্র ও মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে। ভরদ্বাজ বলিলেন, নৃপ! যে ব্যক্তি শূদ্রগণের শবদাহন করে, সে ব্রাহ্মণও কৃতঘ্ন। শবপরিমাণে ব্রহ্মহত্যার পাপ লাভ করে। দাহিত শূদ্র যত যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছে এবং যত প্রকার নরক ভোগ করিয়াছে, তত যোনি-ভ্রমণ এবং তত নরকভোগে সেই কৃতঘ্ন শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রশব দাহন করত যে পাপ লাভ করে, শূদ্রগণের শ্রাদ্ধীয় অন্নভোজনেও সেই পাপ। বিভাণ্ডক বলিলেন, যে ব্যক্তি শূদ্রগণের শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সে পিতৃ-দেবার্চ্চনের অনধিকারী হইয়া সুরাপান ও ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাতকী হয়। ৬১—৬৯। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণের—সঙ্গমে যে দোষ তাহা বর্ণন করিতেছি,—সাবধানে শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র-স্ত্রীগমন করে, সকল প্রকার কৃতঘ্ন হইতে গুরুতর পাপী সেই কৃতঘ্ন,—শত শত ইন্দ্রের আধি-পত্য কাল কৃমিদংষ্ট্র নরকে নিবাস করে এবং যম-কিঙ্করগণের তাড়নায় এবং কৃমিদংশনে বিহ্বল হইয়া যমদূতগণকর্ত্তৃক জাজ্বল্যমান লৌহপ্রতিমার দ্বারা আশ্লেষিত হয়। তদনন্তর বেশ্যার যোনিতে কীটরূপে সহস্র বৎসর বাস করত শূদ্রযোনিতে জন্মে। পরে শুদ্ধ হয়। সুযজ্ঞ বলিলেন, অন্য কৃতঘ্নগণের পরিণাম বর্ণন করুন। হে মুনে! ব্রহ্মশাপও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হইল; বিপদ্ ভিন্ন সম্পদ্ লাভ হয় না। আমি ধন্য, আমার কার্য্য সকল সম্পূর্ণ হইল, আমার জন্ম সার্থক;—যেহেতু মুক্ত পুরুষ, দেব এবং মুনি—আপনারা আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। ৭০—৭৫।

প্রকৃতিখণ্ডে একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! বেদবিৎ মুনিগণ সুযজ্ঞ-রাজার নিকটে অন্য কৃতঘ্ন সকলের চরিত্র কিরূপে বর্ণন করিলেন? মহাদেব বলিলেন, প্রিয়ে! নৃপবর সুযজ্ঞ প্রশ্ন করিলে, মুনিগণের মধ্য হইতে নারায়ণ বলিতে লাগিলেন। হে রাজন্! যে ব্যক্তি স্বদত্ত কিংবা পরদত্ত ব্রহ্মবৃত্তি হরণ করে, সে কৃতঘ্ন পদ-বাচ্য; তাহার ফল শ্রবণ কর। বৃত্তিহরণজন্য সর্ব্বদা দুঃখিত ব্রাহ্মণের নয়ন হইতে পতিত জলদ্বারা যতগুলি রেণু সিক্ত হয়, ততসহস্র বৎসর-পরিমাণে সেই পাপী শূলপ্রোত নরকে নিবাস করে। যম-কিঙ্করগণ, বিষম প্রহারে তাহাকে তপ্ত অঙ্গার ভোজন, তপ্ত মূত্র পান এবং তপ্ত অঙ্গারে শয়ন করায়। তদন্তর দৈবপরিমাণে ষষ্টিসহস্র বৎসর বিষ্ঠামধ্যে মহাপাপ-ফলে কৃমিরূপে বাস করে। পরে ভূমিহীন, মানহীন, দরিদ্র, কৃপণ, রোগী, নিন্দিত, শূদ্র হইবার পর শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি আত্মীয় কিংবা পরকীয় কীর্ত্তির-ব্যাঘাত করে, সেই কৃতঘ্নের ফল শ্রবণ কর। সেই ব্যক্তি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের আধিপত্যকাল অন্ধকূপ-নামক নরকে নিবাস করে। হে নৃপ! তাহাকে নকুল-সদৃশ কীটগণ নিরন্তর দংশন করে। ১—৯। সে নিত্য অত্যুষ্ণ ক্ষারজল পান করে; তদনন্তর সপ্তজন্ম সর্প এবং পঞ্চজন্ম কাকযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হয়। দেবল বলিলেন, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ গুরু কিংবা দেবতার

ধন হরণ করে, সেই মহাপাপী, ভারতে কৃতঘ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। এবং সেই পাপী চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের আধিপত্যকাল অবটোদনামক নরকে নিবাস করে। তদনন্তর শূদ্ররূপে সুরাপায়ী হইয়া শুদ্ধি লাভ করে। জৈগীষব্য বলিলেন, যে ব্যক্তি মাতা এবং পিতাকে ভক্তিপূর্ব্বক পালন না করে, এবং যে কুলটা, স্বামীকে কটু বাক্যদ্বারা ব্যথিত করে, সেই নর এবং নারী পৃথিবীস্থ পাপিগণের প্রধান কৃতঘ্ন বলিয়া বিখ্যাত; তাহারা বহ্নিকুণ্ডনামক নরকে গমন করিয়া যত দিন পর্য্যন্ত চন্দ্র এবং সূর্য্য গগনে উদিত হন, ততকাল বাস করে। তদনন্তর সপ্তজন্ম জলৌকারূপে জন্মগ্রহণান্তে শুদ্ধ হয়। বাল্মীকি বলিলেন, হে রাজন্! বৃক্ষত্ব যে প্রকার সকলবৃক্ষেই নিশ্চয়ভাবে থাকে, হে মহীপাল! তদ্রূপ সকলপাপেই কৃতঘ্নতা অবস্থান করে। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ কিম্বা ভয়হেতু মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে এবং সভামধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের পৃষ্ঠ পোষকতা করে সেও কৃতঘ্ন। যে ব্যক্তি যে কোনরূপে হউক পুণ্য বিনাশ করে, তাঁহারা পুণ্যনাশক বলিয়া কৃতঘ্ন। ১০—১৮। হে রাজন্! যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান অথবা সভামধ্যে পক্ষপাতিতা আচরণ করে, সেই পাপী সহস্র ইন্দ্রের আধিপত্য কাল সর্পকুণ্ডনামক নরকে নিবাস করে, নিরন্তর সর্পসমূহ তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টনপূর্ব্বক দংশন করে। যমদূতগণ, তাড়নাদ্বারা সর্পের বিষ্ঠা ও মূত্র তাঁহাকে ভোজন করায়। তদনন্তর ভারতে সপ্তজন্ম কৃকলাস এবং পিত্রাদি সপ্তম পুরুষের সহিত সপ্তজন্ম মণ্ডূকরূপ ধারণ করে। পরে গহনকাননে মহান্ শাল্মলিবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হয়। তদনন্তর মনুষ্যযোনিতে মূক হইয়া জন্মে; অনন্তর শূদ্ররূপে জন্মান্তে শুদ্ধ হয়। আস্তিক বলিলেন, নরগণ গুরুপত্নী-হরণে মাতৃ-গমন-পাপে সংলিপ্ত হয় এবং মাতৃগমন-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, হে রাজন্! মাতৃ-গমন করিলে যাদৃশ পাপ উৎপন্ন হয়। শূদ্রগণের ব্রাহ্মণীগমনেও সেই পাপ হয়। কন্যা, পুত্র-বধূ, শ্বশ্রূ, গর্ভবতী, ভ্রাতৃবধূ এবং ভগিনীর সহিত সঙ্গমে যে প্রকার পাপ উৎপন্ন হয়, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণীগমনেও তাদৃশ পাপভাগী হইয়া থাকে। এই সকল অগম্যা-গমনে ব্রহ্মা যে দোষ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিতেছি—এই সকল অগম্যাদিগের সহিত যে সঙ্গম করে, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ এবং চণ্ডালও তাহাকে স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হয়, সে দিবা কর-করস্পর্শেও অনধিকারী হয়। শালগ্রাম-চরণামৃত, তুলসীদল জল, সর্ব্বতীর্থজল এবং বিপ্রপদোদক স্পর্শ করিতে তাহার অধিকার হয় না, সেই পাতকী নর-বিষ্ঠাসদৃশ হয়। প্রণামযোগ্য দেবতা গুরু এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতে তাহার অধিকার হয় না। তাহার স্পৃষ্ট অন্ন বিষ্ঠাসদৃশ এবং জল মূত্রসমান। তাহার কোন বস্তুই দেবগণ, পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করেন না। তাহার শরীরের বায়ুস্পর্শে তীর্থসমূহও শবদাহনের অঙ্গারসদৃশ অপবিত্র হয়। ১৯—৩১। ব্রাহ্মণ কিংবা দেবকর্ত্তৃক সেই মহাপাতকী যদ্যপি দৈবক্রমে স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদিকে সপ্তরাত্র উপবাস করিতে হয়। অধিক কি, বিশ্বম্ভরাও তাহার ভার বহনে অক্ষমা হন। কন্যা-বিক্রয়ীর পাপে যে প্রকার দেশ অবসন্ন হয়, সেই প্রকার তাহার স্পর্শেও দেশ নষ্ট হয়। তাহার স্পর্শ, তাহার সহিত বাক্যালাপ এবং একত্রে শয়ন অথবা ভোজনকারী মনুষ্যও তাহার সদৃশ পাপে লিপ্ত হয়। সেই পাতকী শত ব্রহ্মার আধিপত্য কাল কুম্ভীপাক নরকে নিবাস করে এবং কুম্ভীপাক নরকে চক্রের ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করে। তথায় যমদূতগণের বিষম প্রহারে এবং অগ্নিশিখার তাপে যৎপরনাস্তি ক্লেশ অনুভব করে। এই প্রকারে সেই মহাপাপী কুম্ভীপাক নরকে প্রতিদিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। অন্য নারকীদিগের আহার্য্য বস্তু নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু এ নারকীর আহার্য্য বস্তু কিছুই প্রাপ্তি হয় না। তদনন্তর বিষম প্রাকৃতিক মহাপ্রলয় অতীত হইলে, পুনর্ব্বার সৃষ্টিপ্রারম্ভকালে তাহার নিবাস নির্দ্দিষ্ট হয়। ষষ্টিসহস্র বৎসর বেশ্যাযোনিতে কৃমি-রূপে বাসান্তে ষষ্টিসহস্র বৎসরকাল বিষ্ঠামধ্যে কৃমিরূপে নিবাস করত তদনন্তর ভার্য্যাহীন নপুংসক চণ্ডালরূপে জন্ম গ্রহণ করে। সপ্তজন্ম গলৎ-কুষ্ঠ-ব্যাধি-গ্রস্ত, চণ্ডালের অস্পৃশ্য শূদ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সপ্তজন্ম উক্ত মহাব্যাধিগ্রস্ত নপুংসক শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তদনন্তর সপ্তজন্ম তীর্থস্থানে ক্ষুধিত কাকরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সপ্তজন্ম ভার্য্যা-হীন নপুংসক সর্প হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তদনন্তর কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত অন্ধ নপুংসক ব্রাহ্মণরূপে জন্ম গ্রহণ করে। সেই মহাপাপী এইরূপে সাতজন্ম ভ্রমণান্তে শুদ্ধ হয়। ৩২—৪১। মুনিগণ বলিলেন, হে রাজন্। এইরূপে শাস্ত্রানুসারে পাপিগণের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। অতিথিকে বিমুখ করিলে যে পাপ হয়, তাহাও পূর্ব্বোক্ত পাপের সদৃশ। ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করত গৃহে লইয়া যাও, ব্রাহ্মণকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করত শীঘ্র বনে গমন করিয়া তপস্যা কর; এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদে ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত

হইয়া পুনর্ব্বার নিজ রাজ্যে আগমন করিবে। হে পার্ব্বতি! মুনিগণ এই বাক্য বলিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং দেবগণ, বন্ধুবর্গ ও রাজগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৪২—৪৬।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! মুনিসমূহ নিজ নিজ স্থানে গমন করিলে, নৃপবর কর্ম্মফল শ্রবণান্তে ব্রহ্মশাপে ব্যাকুল হইয়া কি করিলেন? অতিথিবর, মুনিগণের আদেশে রাজগৃহে গমন করিলেন কি না? সেই বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করুন। মহাদেব বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ গমন করিলে, রাজা নিন্দিত কর্ম্মে লজ্জিত হইয়া ধার্ম্মিকবর পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনির আদেশে ব্রাহ্মণের চরণসমীপে ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ব্রাহ্মণও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। নৃপবর ক্রোধত্যাগহেতু কৃপালু ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ হাস্য করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সজলনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! আপনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনার এবং আপনার পিতার নাম কি? বাসদ্বারা কোন্ নগরকে শোভিত করিয়াছেন? কি নিমিত্তই বা এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? সর্ব্বাত্মা ভগবান্ কি আপনার এই প্রচ্ছন্ন বিপ্ররূপে এস্থানে আগত হইয়াছেন? অথবা তেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমান হুতাশনদেব মূর্ত্তিমান্ হইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? হে দ্বিজ! এই ভূমণ্ডলমধ্যে আপনার ইষ্টদেব কে? গুরু কে? অথবা পূর্ণজ্ঞান কি আপনার বেশে সম্প্রতি এখানে আগত হইয়াছেন? হে মুনিবর! আপনার অলৌকিক মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছি। আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য ধন—সকলই গ্রহণ করুন। আমি পুত্রের সহিত আপনার দাস এবং মহিষী আপনার দাসী; সপ্ত-সাগর-শোভিতা, সপ্ত মহাদ্বীপ, অষ্টাদশ উপদ্বীপ এবং শৈল, বন প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃতা এই ভারতভূমি শাসনে—একান্তানুগত আমাকে নিয়োগ করত স্বয়ং মহামূল্য-রত্নরাশিনির্ম্মিত রাজসিংহাসনে উপবেশন করুন। মুনিবর রাজার বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্ব্বক মহৎ অতি দুর্লভ পরমতত্ত্ব উপদেশ করিতে লাগিলেন। —জগৎস্রষ্টার পুত্র মরীচি; মরীচির পুত্র স্বয়ং কশ্যপ। কশ্যপ প্রজাপতির পুত্র সকল, ইচ্ছানুরূপ দেবত্ব লাভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাজ্ঞানী ত্বষ্টা দৈব-পরিমাণে সহস্র বৎসরকাল পুষ্করতীর্থে দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। ত্বষ্টা ব্রাহ্মণগণের হিতাকাঙ্ক্ষায় তেজস্বিবর ব্রাহ্মণ পুত্রলাভেচ্ছায় দেবদেব পরমেশ্বর হরির তপস্যা করত তাঁহার অনুগ্রহে অভীপ্সিত বর লাভ করিলেন। তদনন্তর ত্বষ্টার পুত্র মহাতেজা তপোধন, বিশ্বরূপ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং সুরগুরু ক্রোধপূর্ব্বক ইন্দ্রের পৌরহিত্য ত্যাগ করিলে, তিনিই ইন্দ্রের পুরোহিত হইলেন। ইন্দ্র-দেব—বিশ্বরূপ, নিজ মাতামহ দৈত্যগণকে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে মাতার আদেশে ব্রাহ্মণের মস্তক ছেদন করিলেন। হে রাজন্! বিশ্বরূপতনয় বিরূপ আমার পিতা। তাঁহার ঔরসে কশ্যপকুলে আমার জন্ম। আমার নাম সুতপা। আমি বিষয় হইতে বিরত হইয়াছি। মহাদেবই আমার বিদ্যাদাতা জ্ঞানদাতা এবং মন্ত্রদাতা গুরু। প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমার ইষ্টদেব। আমি নিরন্তর পরমানন্দ-স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিন্তা করি। তুচ্ছ সম্পদে আমার অণুমাত্র আসক্তি নাই। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য এবং সারূপ্য প্রদান করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার শুভকর চরণ চিন্তা ভিন্ন সেসকল গ্রহণ করি নাই এবং ব্রহ্মত্ব কিংবা দেবত্বও জলবিম্ববৎ অনিত্য বিবেচনা করি। হে নরপতে! মিথ্যা ভ্রমপূর্ণ অচিরস্থায়ী ভক্তিগন্ধ-শূন্য ইন্দ্রত্ব মনুত্ব কিংবা সূর্য্যত্ব প্রভৃতি পদকে জলরেখার ন্যায় নশ্বর বিবেচনা করি। রাজ্যপদে আমার প্রয়োজন কি? আমি একমাত্র বিষ্ণুভক্তিলাভে লোলুপ হইয়া তোমার যজ্ঞে মহাত্মা মুনিগণের আগমন শ্রবণ করত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমার শাপ তোমার পক্ষে অনুগ্রহ হইল। ১—২৪। তুমি মহাঘোর ভবার্ণবে পতিত হইয়াছিলে, আমার শাপ তোমার ভববন্ধন ছেদন করিল। জলাত্মক তীর্থ, মৃৎশিলাময় দেবগণ, বহুকালে পবিত্র করেন। কিন্তু কৃষ্ণভক্তগণের দর্শন মাত্রেই মহাপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে রাজন্! পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করত বনে গমন কর। হে ভূমিপাল! পতিব্রতা নিজ পত্নীকে পুত্রের নিকটে রাখিয়া অবিলম্বে গমন কর। ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মা-মহাদেব-প্রভৃতি দেবগণের তপস্যাদ্বারা দুরারাধ্য পরমাত্মা ত্রিলোকনাথ রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর। তিনি প্রকৃত

নির্মায়িক হইলেও তাঁহার মায়াতে ব্রহ্মা—স্রষ্টা, হরি—পালক, হর,—সংহর্ত্তা। যাঁহার মায়ায় দিক্‌পাল দেবগণ দশদিকে ভ্রমণ করিতেছেন, যাঁহার আজ্ঞায় পবন সর্ব্বদা সর্ব্বলোকে সঞ্চরণ এবং দিনকর প্রতিদিন উদয় হইতেছেন, যাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্রদেব রাত্রিকালে আনন্দকর নিজ করনিকরে শস্যসমূহকে সুস্নিগ্ধ করেন, মৃত্যুও যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া কালে মনুষ্যের প্রতি আধিপত্য প্রকাশ করে, ইন্দ্রদেবও যথাকালে জল বর্ষণ এবং হুতাশন সময়ানুসারে দহন করেন, যম বিশ্বশাসক হইয়াও যাঁহার ভয়ে প্রজা সকলকে স্বাধিকারে আনয়ন করেন, কালও যাঁহার আজ্ঞায় কালানুসারে সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন, সমুদ্র পৃথিবী পর্ব্বত স্বর্গ পাতাল প্রভৃতি যাঁহার বশবর্ত্তী; হে নৃপবর! সপ্ত স্বর্গলোক, সপ্তদ্বীপা গিরিবারিধিশালিনী পৃথিবী, সপ্তপাতালবিশিষ্ট ত্রিলোক যাঁহার পক্ষে ডিম্বসদৃশ জলমগ্ন হইয়া আছে, যাঁহার অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ ভিন্ন ভিন্নরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সুর, নর, নাগ, গন্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন, পাতাল হইতে ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত ডিম্বাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, সেই এই সকল ব্রহ্মাণ্ডই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য হইতে উৎপন্ন। বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু, যে কালে ক্ষুদ্রাকারে জলমধ্যে শয়ন করেন, সেই কালে যে প্রকার পদ্মের কর্ণিকারমধ্যে বীজসকল অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ তাঁহারও নাভিপদ্মে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ অখণ্ডভাবে অবস্থান করে। এইরূপে মহাযোগী বিষ্ণু, প্রাকৃতবৎ কালভীত হইয়া বিস্তৃত জলশয্যায় শয়ন করত প্রকৃতির অতীত কালনাথ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন। মহাবিষ্ণুর লোমকূপে, বিরাট্‌ বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন। বিষ্ণুর প্রত্যেক লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ বাস করে। হে পৃথিবীপতে! মহাবিষ্ণুর অঙ্গস্থিত লোম এবং ব্রহ্মাণ্ডকোটীর সংখ্যা করিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও অক্ষম; অন্যের অতি অসাধ্য। মহাবিষ্ণু প্রাকৃতিক পুরুষ ডিম্ব হইতে উৎপন্ন; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় মহাবিষ্ণুপ্রসূতি ডিম্ব-প্রকৃতির গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়। জগৎ—ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ; মহাবিষ্ণু কালভয়ে শঙ্কিত হইয়া কালেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর চিন্তা করেন। এইরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ; মহাবিরাট্‌ এবং ক্ষুদ্র বিরাট্‌ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে প্রাকৃতরূপে অবস্থান করিতেছেন। ২৫—৪৪। সকল বস্তুর কারণ-স্বরূপিণী মূল প্রকৃতি প্রসিদ্ধা পরমেশ্বরীও যথাকালে কালেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করেন এবং সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছেন। এই প্রকারে প্রকৃতি এবং ব্রহ্মাদি প্রাকৃত পরমেশ্বর পুরুষগণ, পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে যথাকালে আবির্ভাব এবং তিরোভাব লাভ করেন। অভীষ্টদেব মহাদেবের মুখ হইতে আকর্ণিত এই সকল বিষয় তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। হে রাজন্‌! অনন্তর কোন্‌ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হয়?। ৪৫—৪৭।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

সুযজ্ঞ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিবর! জগদাধার মহাবিষ্ণুর আধার কে? কালভীত—তাঁহার পরমায়ুকাল কত? ক্ষুদ্রবিরাট্‌, বিরাট্‌, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, প্রকৃতি, মনু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতজনের পরমায়ুকাল বেদে কি প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে? হে বেদবিদ্বর! সেই সকল বিষয় বিশেষরূপে আমার নিকটে বর্ণন করুন। বিশ্বমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে কোন্‌ লোক অবস্থিত? হে মহাত্মন্‌! তাহাও আমার সংশয়চ্ছেদনার্থে বর্ণন করুন। মুনি বলিলেন, হে রাজন্‌! সকল বিশ্বমণ্ডল অপেক্ষা সর্ব্বব্যাপী আকাশের ন্যায় গোলোকধামই বিস্তৃত; এবং জগৎকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ডিম্বরূপে বিরাজমান। আদিসৃষ্টিসময়ে প্রকৃতির সহিত সৃষ্টিক্রীড়ায় কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল হইতে পতিত ঘর্ম্মবিন্দুদ্বারা অদ্যাপিও গোলোকধাম জলমগ্নবৎ দৃষ্ট হইতেছে। সেই গোলোকধামই প্রকৃতির গর্ভজাত ডিম্ব হইতে উৎপন্ন, জগদাধার মহাবিষ্ণুর আধার। হে রাজন্‌! মহাবিরাট্‌ বিস্তৃত জলাশয়ে শয়ন করিয়া থাকেন। জগন্নাথ শ্রীরাধানাথের অংশস্বরূপ, দূর্ব্বাদলশ্যামল সস্মিতবদন, চতুর্ভুজ, বনমালাধারী, শ্রীমান্‌, আত্মাকাশসম, পীতবসন-পরিধান, শ্রীনারায়ণ ঊর্দ্ধলোকস্থিত, চন্দ্রবৎ বর্ত্তুল, ঈশ্বরেচ্ছা-সমুদ্ভূত, অমূল্যরত্ননির্ম্মিত, নির্লক্ষ্য, নিরাশ্রয়, আকাশবৎ বিস্তৃত, বৈকুণ্ঠধামে নিত্য অবস্থিত। সর্ব্বেশ্বর নারায়ণ দেব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা এবং তুলসীর স্বামী এবং সুনন্দ, নন্দ, কুমুদ প্রভৃতি পার্ষদগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত। সিদ্ধগণের মধ্যে প্রধান সর্ব্বেশ্বর ভক্তানুগ্রাহক শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিভুজ এবং চতুর্ভুজ এই দুইরূপে প্রকটিত হন। ১—১৪। বৈকুণ্ঠনাথ চতুর্ভুজরূপে বৈকুণ্ঠে এবং দ্বিভুজরূপে নিত্য গোলোকধামে অবস্থান

করিতেছেন। সর্ব্বলোকোত্তম বৈকুণ্ঠ হইতে পঞ্চাশৎ-কোটিযোজন উর্দ্ধে স্থিত, বহুমূল্যরত্নরাজিবিনির্ম্মিত মন্দিরসমূহে বিভূষিত, চিত্রবিচিত্র উৎকৃষ্ট রত্নসমূহ-দ্বারা নির্ম্মিত স্তম্ভ সোপান ও মহামূল্য মণিদর্পণ-রচিত কবাটসকলদ্বারা উজ্জ্বল, নানাপ্রকার চিত্রে সুশোভিত, কোটিযোজন বিস্তীর্ণ, শতকোটিযোজন দীর্ঘ, বিরজানাম্নী নদী এবং শতশৃঙ্গনামক পর্ব্বত-শোভিত গোলোকধাম দীর্ঘ এবং প্রস্থে অর্দ্ধমানে বৃন্দাবনদ্বারা অতিশয় রমণীয় হইয়াছিল! সেই বৃন্দাবনের অর্দ্ধপরিমাণ রাসমণ্ডল এবং রম্য গোলোক-ধামের চতুর্দ্দিক্ নদীপর্ব্বতবনাদি দ্বারা বেষ্টিত। যে প্রকার পদ্মের মধ্যে কর্ণিকার আশ্চর্য্য শোভাশালী হয়, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণও রাসমণ্ডলে গোপগোপীগণ-কর্ত্তৃক সুশোভিত। রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকা,—দ্বিভুজ, মুরলীধর, গোপবালকবেশী শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা সেবা করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গ বহ্নিশুদ্ধ পীতবসন ও রত্নভূষণে বিভূষিত, চন্দনদ্বারা সিক্ত এবং রত্ন-মালা-শোভিত। ১৭—২৩। শ্রীকৃষ্ণ, রত্নছত্র-বিরাজিত রত্নসিংহাসনে উপবেশন করত প্রিয়তম গোপাল-বালকগণকর্ত্তৃক শ্বেতচামরে উপবীজ্যমান হইতেছেন। সুবেশা সেবাপরায়ণা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কটাক্ষনিক্ষেপ করত মাল্যচন্দ-নাদিদ্বারা সেবা করিতেছেন। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে সংক্ষেপরূপে শাস্ত্রানুসারে লোকসৃষ্টির কথা বর্ণন করিলাম। সম্প্রতি দেবাদির পরমায়ু যাহা মহাদেবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। চতুরঙ্গুল, গভীর ছয়পলপরিমিত একটি পাত্র নির্ম্মাণ করত একমাষাপরিমিত চতুরঙ্গুল স্বর্ণ-শলাকায় উক্ত পাত্রটিতে ছিদ্র করিয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে; ঐ পাত্রটি যতকালে জলমগ্ন হয়, ঐ কাল একদণ্ড। দুইদণ্ডে এক মুহূর্ত্ত, চারি মুহূর্ত্তে একপ্রহর, অষ্টপ্রহরে এক দিবারাত্র এবং উক্ত পঞ্চদশ দিবারাত্রে একপক্ষ হয়। দুইপক্ষে একমাস, দ্বাদশমাসে এক বৎসর, মনুষ্যগণের একমাসে পিতৃগণের অহোরাত্র হয়। মনুষ্যগণের কৃষ্ণপক্ষ—পিতৃগণের দিন এবং শুক্লপক্ষ—রাত্রি বলিয়া কীর্ত্তি হইয়াছে। মনুষ্যগণের একবৎসর দেবগণের অহোরাত্র। উত্তরায়ণ দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। হে রাজন্! মনুষ্যগণের যুগ এবং কর্ম্ম অনুসারে বয়ঃক্রম বিভিন্ন হয়। সম্প্রতি প্রকৃতি এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাদির পরমায়ু শ্রবণ কর। সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি এই চারিযুগ প্রসিদ্ধ। ২৪—৩৩। হে রাজন্! সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। দৈব-পরিমিত দ্বাদশসহস্র বৎসরে মনুষ্যগণের সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি এই যুগচতুষ্টয় এবং ইহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ দৈব পরিমাণে চারিসহস্র বৎসরে সত্য, তিন সহস্র বৎসরে ত্রেতা, দুই সহস্র বৎসরে দ্বাপর, একসহস্র বৎসরে কলি, এবং অপর দুই সহস্র বৎসরে, সন্ধ্যা এবং তদংশ। মনুষ্যপরিমাণে উক্ত চতুর্যুগ ত্রিচত্বারিংশৎলক্ষ বিংশতিসহস্র বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহার মধ্যে মনুষ্যপরিমাণে সপ্তদশলক্ষ অষ্টাবিংশসহস্র বৎসরে সত্য, দ্বাদশলক্ষ ষণ্ণবতিসহস্র বৎসরে ত্রেতা, অষ্টলক্ষ চতুঃষষ্টিসহস্র বৎসরে দ্বাপর এবং চতুর্লক্ষ দ্বাত্রিংশৎসহস্র বৎসরে কলি-যুগ; এইরূপ কালবিৎ পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করেন, যে প্রকার সপ্ত বার, ষোড়শ তিথি, দিবা, রাত্রিও শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষনির্ম্মিত মাস এবং বৎসর নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, সেই প্রকার চতুর্যুগও যথাক্রমে সঞ্চরণ করিতেছে। নৃপবর। যে প্রকার যুগ সকল ভ্রমণ করিতেছে, তদ্রূপ মন্বন্তরও নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। দেবপরিমিত একসপ্ততি যুগে এক এক মন্বন্তর। এইরূপ চতুর্দ্দশ মনু, নিজ নিজ মন্বন্তরে ক্রমশঃ ভ্রমণ করিতেছেন। ৩৪—৪২। মনুষ্যগণের পঞ্চ-বিংশতিসহস্র পাঁচশত ষষ্টি যুগে এক মন্বন্তর হয়। হে নরপতে! মহাদেবের মুখে যেরূপ শ্রুত হইয়াছি, ধার্ম্মিক মনুর সেই চরিত্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ধর্ম্মিষ্ঠগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুগণের মধ্যে প্রধান, বিষ্ণুপরায়ণ শিবশিষ্য, জীবন্মুক্ত মহা-জ্ঞানী তোমার প্রপিতামহ ব্রহ্মপুত্র শতরূপাপতি স্বায়ম্ভুব মনুই প্রথম। স্বায়ম্ভুব মনু, নর্ম্মদা নদী-তীরে যথাবিধি সহস্র রাজসূয়, তিন লক্ষ অশ্বমেধ, ত্রিলক্ষ নরমেধ এবং চারি লক্ষ গো মেধ প্রভৃতি অতিশয় অদ্ভুত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন তিনকোটি ব্রাহ্মণকে নানাপ্রকার ভোজ্যদ্বারা ভোজন করাইতেন। ঘৃতদ্বারা সুন্দররূপে পক্ক এবং সংস্কৃত পঞ্চলক্ষ-গোমাংস এবং চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি সুমিষ্ট ভোজ্যদ্বারা ব্রাহ্মণগণ সুতৃপ্ত হইতেন এবং মহাদেবের আদেশে বিষ্ণু-সন্তোষের নিমিত্ত প্রতিদিন অমূল্য লক্ষলক্ষ রত্ন, দশকোটি সুবর্ণ, স্বর্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট পূজনীয় লক্ষ ধেনু, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র, উৎকৃষ্ট মণি, সর্ব্বশস্য-সম্পন্না ভূমি, এক লক্ষ উত্তম হস্তী, সুবর্ণ-নির্ম্মিত তিনলক্ষ অশ্ব, উত্তম রথ, সহস্র-লক্ষ শিবিকা, কর্পূরাদিদ্বারা সুগন্ধ জলপূর্ণ তিনলক্ষ-কোটি স্বর্ণপাত্র, অন্নপূর্ণ তিনলক্ষকোটি স্বর্ণপাত্র,

বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক মহামূল্যমণিনির্ম্মিত স্বর্ণপাত্রপূর্ণ তাম্বুল এবং বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র ও মুক্তামালা ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। ৪৩—৫৫। রাজা মহাদেব হইতে মহাজ্ঞানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রলাভে তাঁহার দাস হইয়া গোলোকধামে গমন করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা, নিজপুত্রকে সংসারমুক্ত দর্শন করত সানন্দচিত্তে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন এবং অন্য মনুর সৃষ্টি করিলেন। প্রথম মনু—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র হেতু স্বায়ম্ভুব নামে প্রসিদ্ধ হন। দ্বিতীয় মনু—অগ্নিদেবের পুত্র বলিয়া স্বারোচিষ নামে বিখ্যাত হইলেন। দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ, প্রজাপালক এবং স্বায়ম্ভুবসদৃশ ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন। ধার্ম্মিক-প্রধান বিষ্ণুভক্ত তাপসশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ মহাদেব-শিষ্য প্রিয়ব্রত-তনয়দ্বয় তৃতীয় এবং চতুর্থ মনু। পঞ্চম মনু রৈবতক ধার্ম্মিকগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বিষ্ণুভক্তবর চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু। সূর্য্যতনয় কৃষ্ণভক্ত শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু। সূর্য্যতনয় শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ সাবর্ণি অষ্টম মনু। বিষ্ণুব্রতপরায়ণ দক্ষসাবর্ণি নবম মনু। ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদ ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু। ধর্ম্মসাবর্ণি একাদশ মনু। বৈষ্ণবব্রতাবলম্বী ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী রুদ্রসাবর্ণি দ্বাদশ মনু বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধর্ম্মাত্মা দেবসাবর্ণি ত্রয়োদশ মনু এবং মহাজ্ঞানী চন্দ্রসাবর্ণি চতুর্দ্দশ মনু। এক এক মনু এক এক ইন্দ্রের আধিপত্যকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। চতুর্দ্দশ ইন্দ্র বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মার এক দিন। রাত্রিও ঐরূপ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের আধিপত্যকাল। তাহাকে ব্রাহ্মী রাত্রি বলে। হে রাজন্! বেদে তাহাকে কালরাত্রি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মার দিবস ক্ষুদ্রকল্পরূপে বিখ্যাত হয়। এইরূপ মার্কণ্ডেয় মুনি সপ্তকল্প জীবিত থাকেন। ঐ কল্পে ব্রহ্মলোকের অধঃস্থিত সকল লোকই সঙ্কর্ষণদেবের মুখ হইতে শীঘ্রজাত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়। চন্দ্র সূর্য্য এবং ব্রহ্মপুত্রগণ সেইসময়ে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। রাত্রি অবগত হইলে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার সৃষ্টি করেন। সেই ব্রহ্মরাত্রিতে ক্ষুদ্রপ্রলয় সম্পন্ন হয়। ৫৬—৭০। সেই ক্ষুদ্রকল্পে দেব মনু এবং মনুষ্যাদি সকলেই দগ্ধ হয়। এইরূপ ত্রিংশৎদিন এবং রাত্রিতে ব্রহ্মার এক মাস হয়। এইরূপে ব্রহ্মার পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইলে যে প্রলয় হয়, তাহা বেদে দৈনন্দিন প্রলয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুরাতন বেদবিৎ পণ্ডিতগণ সেই রাত্রিকে মোহরাত্রি বলেন। তদনন্তর চন্দ্র, সূর্য্য, দিক্পাল, আদিত্য, বসু, রুদ্র, মুনীন্দ্র, মানব, ঋষি, মনু, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, মার্কণ্ডেয় লোমশ প্রভৃতি দীর্ঘজীবী মুনিগণ, ইন্দ্রদ্যুম্নরাজা, অকূপার, কচ্ছপ, নাড়ীজঙ্ঘ এবং বক সেই সময়ে বিনষ্ট হন। সেই সময়ে ব্রহ্মলোকের অধঃস্থিত নাগলোকাদি এবং ব্রহ্মপুত্র সকল ব্রহ্মলোকে গমন করেন। দৈনন্দিন প্রলয় অতীত হইলে, ব্রহ্মা পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। হে রাজন্! এই পরিমাণে শতবৎসর কাল ব্রহ্মা জীবিত থাকেন। ব্রহ্মার নাশ হইলে, মহাকল্প হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত প্রলয়কে মহারাত্রি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এইরূপে ব্রহ্মসমূহের নাশ হইলে ব্রহ্মাণ্ডসমূহও চতুর্দ্দিকে জলমগ্ন হয়। বেদমাতা সাবিত্রী, বেদধর্ম্ম এবং মৃত্যুও উক্ত প্রলয়ে বিনষ্ট হন। কিন্তু মূল প্রকৃতি ও মহাদেবের উক্ত প্রলয়েও বিনাশ নাই। ৭১—৮০। সেই সময়ে বিশ্ববাসি-বৈষ্ণবগণ অবিনশ্বর বিষ্ণুর দেহে লীন হন এবং কালাগ্নি রুদ্র রুদ্রগণের সহিত সংহার-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। সত্ত্বস্বরূপ মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের অঙ্গে তমোগুণ লীন হয়; এবং ব্রহ্মার বিনাশকালে প্রকৃতির এক নিমেষক্ষেপ হয়। হে রাজন্! মহাবিষ্ণু নারায়ণ এবং মহাদেবের নিমেষনিক্ষেপান্তে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পুনরায় সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি হইতে পৃথক্, নির্গুণ, শ্রীকৃষ্ণ, নিমেষ-রহিত; সগুণ ঈশ্বরেরাই নিমেষকাল-সংখ্যক বয়ঃক্রম প্রভৃতি ধর্ম্মাক্রান্ত, কিন্তু নির্গুণ নিত্য এবং আদ্যন্ত-রহিত শ্রীকৃষ্ণ উক্তধর্ম্মাক্রান্ত নহেন। উক্ত প্রকার সহস্র নিমেষকালে প্রকৃতির এক দণ্ড। ঐরূপ ষষ্টি দণ্ডে প্রকৃতির এক দিন হয়। ত্রিংশৎদিবারাত্রে এক মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বৎসর। এইরূপ একশত বৎসরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে প্রকৃতি লীনা হন। এইরূপে অনঙ্গমোহনের অঙ্গে প্রকৃতি লীনা হইলে, প্রাকৃত লয় উপস্থিত হয়। মহাবিষ্ণুর প্রসবকারিণী মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী সকলকে সংহার করত শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে লীনা হন। শক্তিমন্ত্রের উপাসকগণ,—যিনি সনাতনী বিষ্ণুমায়া-স্বরূপিণী সর্ব্বশক্তিময়ী প্রেমদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তাঁহাকে নির্গুণাত্মিকা দুর্গা বলে। ইঁহার মায়ায় মায়াতীত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও মোহিত হন। বিষ্ণু-মন্ত্র-উপাসকেরা তাঁহাকে পরমা মহালক্ষ্মী-স্বরূপিণী রাধা বলেন। নির্গুণাত্মক নারায়ণদেবের প্রাণাধিকপ্রিয়তমা, প্রেমবলে প্রাণাধিকা, প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, শ্রেষ্ঠা, প্রেমময়ী শক্তি-স্বরূপিণী মহালক্ষ্মী তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ-সমুৎপন্না। ৮১—৯২। নারায়ণ এবং শম্ভু নিজ নিজ বহু স্বগণকে সংহার করত নির্গুণাত্মক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শুদ্ধস্বরূপে লীন হন।

হে নরপতে! গোপ গোপী গো এবং সুরভি প্রকৃতিতে লীন হন। প্রকৃতিও প্রকৃতীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লীনা হন। মহাবিষ্ণুতে ক্ষুদ্র বিষ্ণুগণ লীন হন, এবং মহাবিষ্ণু প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে লীনা হন। প্রকৃতি এবং যোগনিদ্রা—শ্রীকৃষ্ণের নয়নদ্বয়ে ঈশ্বরমায়া এবং ইচ্ছায় অবিষ্ঠান করেন। যে পরিমাণ-কালে প্রকৃতির দিন প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। তাবৎকাল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে নিদ্রা যান। শ্রীকৃষ্ণের শয্যা, পর্য্যঙ্ক,—নানাপ্রকার বহুমূল্য রত্ন ও বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা আবৃত এবং গন্ধ চন্দন ও মাল্যাদির সুগন্ধি সমীরণে সুবাসিত। শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইলে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হয়। এইরূপে নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন সকলেই প্রাকৃত। আমি মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের মুখে যে প্রকার মহাপাতকনাশক শ্রীকৃষ্ণের বন্দন, চিন্তন, ধ্যান, অর্চ্চন এবং গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছি, হে রাজন্! শাস্ত্রানুসারে সেই সকল বিষয় বিশেষরূপে তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। অতঃপর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বলুন। ৯৩—১০১। সুযজ্ঞ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিবর! বিশ্বসংহর্ত্তা তমোগুণাত্মক কালাগ্নি রুদ্র, ব্রহ্মার নাশান্তে সত্ত্ব-স্বরূপ মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবে লীন হন এবং আপনার গুরু দেবাদিদেব মহাদেবও প্রাকৃতপ্রলয়ে যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণে লীন হন, তাহা হইলে, তাঁহাকে লোকে মৃত্যুঞ্জয় নামে কি নিমিত্ত আখ্যান করে? এবং যাঁহার লোম-কূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল অবস্থান করে, মূলপ্রকৃতি কি প্রকারে সেই মহাবিষ্ণুর জননী হইলেন? সুতপা বলিলেন, হে মহারাজ! ব্রহ্মাদি সর্ব্বলোকসংহারিণী মৃত্যুকন্যা ব্রহ্মার অন্তে জলবিম্বের ন্যায় স্বয়ং নষ্টা হন। কোটি ব্রহ্মার লয় হইলে, মৃত্যুকন্যা সকলেরও লয় হয়। তদনন্তর সত্ত্বরূপী মহাদেব, কালে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে লীন হন। আমার অভীষ্টদেব মহাদেব মৃত্যু-কন্যা সকলকে জয় করিয়াছেন। মৃত্যুদ্বারা তিনি জিত হন নাই—এইরূপ বেদে বর্ণিত আছে। হে নরপাল! নিত্যস্বরূপ মহাদেব নারায়ণ এবং প্রকৃতি নিত্য শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার মায়া বলেই লীন হন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদের লয় নাই। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কালে স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও সগুণ হন এবং স্বয়ং-নারায়ণ, শম্ভু এবং প্রকৃতিরূপে কালে প্রকটিত হন। বহ্নির স্ফুলিঙ্গ যেপ্রকার বহ্নিসদৃশ হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশসমূহও তাঁহার স্বরূপ। ব্রহ্মা, যে সকল রুদ্র এবং আদিত্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা কল্পে কল্পে মৃত্যুকর্ত্তৃক জিত হইয়াছেন; কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব কখনও মৃত্যুদ্বারা জিত হন না। সত্য নিত্য সনাতন শিব ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হন নাই। ১০২—১১১। হে নরনাথ! সেই মহাদেবের নিমেষকালে কত ব্রহ্মার পতন হন। অনন্তর জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ, আদিসৃষ্টি-কালে পুণ্য বৃন্দাবনের বনে প্রকৃতির গর্ভে বীর্য্যাধান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে প্রকৃতির বামাংশ হইতে রাসমণ্ডলে রাসেশ্বরী শ্রীরাধা উৎপন্না হন। শ্রীরাধা, এক ব্রহ্মার পরমায়ুকালপর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। তদনন্তর শ্রীরাধা গোলোকধামে রাসমণ্ডলে ডিম্ব প্রসব করিলেন। তিনি, প্রসূত ডিম্ব দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া দুঃখিত চিত্তে অধঃস্থিত গোলোকে সেই ডিম্ব প্রেরণ করিলেন এবং শ্রীরাধিকা সেই ডিম্বকে নিক্ষেপ করত বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহাযোগ উপদেশপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবোধিত করিলেন। সেই ডিম্ব হইতেই সর্ব্বাধার মহাবিরাট্ মহাবিষ্ণু উৎপন্ন হইলেন। সুযজ্ঞ বলিলেন, অদ্য আমার জন্ম সফল এবং অদ্য আমার মনুষ্য-জীবন—সার্থক। আমার পক্ষে ভক্তিজনক ব্রহ্মশাপও বরস্বরূপ হইল। সকল প্রকার মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ শ্রীহরি-ভক্তি অতিশয় সুদুর্লভা। বেদনির্দ্দিষ্ট পাঁচ প্রকার মুক্তি, তাহার এক অংশেরও সমান নয়। হে মুনিবর! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে যে প্রকারে আমার সুদুর্লভা ভক্তি জন্মে, সেই অনুগ্রহ আমার প্রতি প্রকাশ করুন। জলময় তীর্থ এবং মৃত্তিকা ও শিলাময় দেবতা সকল - বহুকাল উপাসনায় পবিত্র করেন। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সাধুগণের দর্শনমাত্রেই শুদ্ধি লাভ হয়। ১১২—১২১। সকল প্রকার জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণজাতিই উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ ভারতভূমিতে স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক কৃষ্ণভক্ত শুদ্ধ এবং প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য-ভোজী ব্রাহ্মণই স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি মহাজ্ঞানের সমুদ্র, পরম বৈষ্ণব, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, শিবভক্ত; আপনার দুর্লভ সন্দর্শন লাভ করিয়াও অন্য আর কাহার শরণাগত হইব? হে মহামুনে! আমি সম্প্রতিই আপনার শাপে গলৎকুষ্ঠ-গ্রস্ত হওয়াতে অপবিত্র হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণতপস্যায় অনধিকারী হইয়াছি। সুতপা বলিলেন, সনাতনী বিষ্ণুমায়াই হরি-ভক্তি প্রদায়িনী। তাঁহার যাহাদের প্রতি অনুগ্রহ হয়, তাহারাই বিষ্ণুভক্তি লাভ করে। যাহারা বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হয়, তাহারা ভক্তি লাভ করিতে পারে না। তাহারা নশ্বর ধনদ্বারা বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক বঞ্চিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী প্রাণাধিকা

সর্ব্বসম্পদ্দায়িনী শক্তিস্বরূপিণী নির্গুণা রাধিকার উপাসনা কর। তাঁহার অনুগ্রহ লাভ হইলে, গোলোকধামে গমন করিবে। অধিক কি, জগৎপূজ্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূজা করিয়াছেন। ভক্তগণ, ধ্যানসাধ্য এবং দুরারাধ্য নির্গুণ ব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করত বহুজন্মে বহুকালে গোলোকধামে গমন করেন। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার উপাসনায় ভক্ত অচিরকালেই গোলোকধাম প্রাপ্ত হন। সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী শ্রীরাধাই মহাবিষ্ণুর প্রসবকারিণী। ১২২—২৩১। রাজন্! নিয়মপূর্ব্বক এক বৎসরকাল বিপ্রপাদোদক পান কর;—রোগহীন হইয়া কন্দর্পের ন্যায় কান্তিশালী হইবে। যাহার গৃহে যত কাল বিপ্রপাদোদক দ্বারা পৃথিবী সিক্তা থাকে, তত কাল তাহার পিতৃগণ পুষ্করপাত্রে জল পান করেন। পৃথিবীস্থ যত প্রকার তীর্থ আছে, এক সাগরে সেই তীর্থসমূহ বাস করেন, সাগরস্থিত তীর্থসমূহ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পাদে অবস্থান করে। সকল প্রকার ব্যাধি এবং পাতকনাশক, সর্ব্বতীর্থজলসদৃশ শুভকর, বিপ্রপাদোদকপানে ভক্তি এবং মুক্তি লাভ হয়। দেবদেব জনার্দ্দন মানবরূপে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন; ব্রাহ্মণার্পিত সমস্ত বস্তুই দেবগণ ভোজন করেন। ব্রাহ্মণবর সুতপা রাজাকে এইরূপ উপদেশ দান করত "বৎসরান্তে তোমার সমীপে আগমন করিব" এইবাক্য বলিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। হে শিব-প্রিয়তমে! রাজা, ভক্তিপূর্ব্বক বিপ্রপাদোদক পান করিতে লাগিলেন। এবং সংবৎসরকাল ব্রাহ্মণকে নানা উপহারে ভোজন করাইতে লাগিলেন। সংবৎসরান্তে রাজা ব্যধি হইতে মুক্তি লাভ করিলে, কশ্যপকুলচূড়ামণি, সুতপা মুনি তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজাকে শ্রীরাধার কবচ, পূজাবিধি স্তব, মূলমন্ত্র এবং সমবেদোক্ত ধ্যান প্রদান করিলেন। ১৩২—১৪০। "হে রাজন্! শীঘ্রই তপস্যার্থে বনে গমন কর" মুনি এই বাক্য বলিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। হে দুর্গে! রাজাও মুনিবাক্যে তৎক্ষণাৎ বনে গমন করিলেন। রাজা বনে গমন করিলে, বান্ধবগণ শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া তিন দিন রোদন করিলেন। পতিব্রতা রাজমহিষীগণ পতিবিরহে প্রাণত্যাগ করিলেন। সুযজ্ঞ-তনয় পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। সুযজ্ঞ রাজা, পুষ্করতীর্থে গমন করত অতীব দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করিলেন;—দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসর কাল মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সেই কালে রাজা গগনমণ্ডলে সুস্থিরযৌবনা পরমেশ্বরী শ্রীরাধার দর্শন পাইলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই রাজার শরীর হইতে অবশিষ্ট কল্মষরাশি দূরীভূত হইল;—রাজা তৎক্ষণে মানুষদেহ ত্যাগপূর্ব্বক দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। শ্রীরাধিকা বহুমূল্য রত্ন-নির্ম্মিত রথে রাজাকে আরোহণ করাইয়া গোলোকে গমন করিলেন। রাজাও রথে আরোহণ করত শ্রীরাধাকে স্তবদ্বারা তুষ্ট করিলেন। রাজা দূর হইতে বিরজানদী এবং শতশৃঙ্গপর্ব্বতদ্বারা বেষ্টিত, শ্রীবৃন্দাবন এবং রাসমণ্ডল দ্বারা মণ্ডিত, শোভাশালী গোপ-গোপী-সমূহকর্ত্তৃক শোভিত, নানাপ্রকার চিত্র-বিচিত্র এবং বহুমূল্যরত্নরাজিত, মনোহর মন্দির-সমূহে সুশোভিত, কল্পবৃক্ষ এবং পারিজাত-বিশিষ্ট, সপ্তবিংশতিসংখ্যক উদ্যানযুক্ত, কামধেনুদ্বারা অলঙ্কৃত, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, চন্দ্রবিম্বসদৃশ গোলাকার, বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা পঞ্চাশৎকোটি যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত, আধার-রহিত, ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে নিত্য-স্বরূপ এবং শূন্যদেশে বর্ত্তমান গোলোকধাম দর্শন করিলেন। অধিক কি, আত্মাকাশসদৃশ গোলোকধাম—স্বতন্ত্র-পুরুষ আমাদেরও সুদুর্লভ। আমি, নারায়ণ, অনন্ত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাবিরাট্ মহাবিষ্ণু, ধর্ম্ম, ক্ষুদ্রবিরাট্ সমূহ, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, তুমি, বিষ্ণুমায়া, সাবিত্রী, তুলসী, গণেশ, সনৎকুমার, স্কন্দ, ঋষিবর নর-নারায়ণ, দক্ষিণা, যজ্ঞ, ব্রহ্মতনয় যোগিগণ, পবন, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি এবং ভারতবাসী কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক বৈষ্ণবগণমাত্র গোলোকধাম দর্শন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্য আর কেহই গোলোকধাম দর্শন করে নাই। নিষ্পাপ সেই গোলোকধামে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, নির্ম্মল বহ্নিশুদ্ধ পীতবসন পরিহিত, চন্দনদ্বারা সিক্ত-সর্ব্বাঙ্গ, গোপরূপী কিশোরবেশ, নব-জলধরশ্যামল, শ্বেতপদ্মসদৃশনয়ন, শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখচন্দ্রবিশিষ্ট, ঈষৎ হাস্যে অতি রমণীয়, দ্বিভুজ, মুরলীধর, ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহতৎপর, ইচ্ছাময়, অপ্রাকৃত, নির্গুণ, পরমব্রহ্ম-স্বরূপ, আমাদেরও ধ্যানদ্বারা দুরারাধ্য, দুর্লভ, প্রিয়তম, দ্বাদশগোপালকর্ত্তৃক শ্বেতচামরদ্বারা সেব্যমান, অতিমনোহর কন্দর্পবাণে কাতর, নিরন্তর স্থিরযৌবন, বহ্নিশুদ্ধবস্ত্রে শোভিত, নানাপ্রকার ভূষণে ভূষিত এবং রাস-মণ্ডল-মধ্যস্থিত পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীরাধা রাজার, প্রত্যক্ষগোচর করিলেন। ১৪১—১৬৩। ঋক্প্রভৃতি বেদচতুষ্টয় মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন। হে পার্ব্বতি; তিনি নানাপ্রকার যন্ত্র হইতে নিঃসৃত শব্দের সহিত সম্মিলিত

এবং রাগরাগিণীদ্বারা অতিমনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। তোমার স্বরূপিণী সত্যা নিত্যা সনাতনী প্রকৃতি, নিরন্তর কস্তুরীকুঙ্কমযুক্ত সুগন্ধচন্দন-চর্চ্চিত তুলসীদল এবং দূর্ব্বা অক্ষত পারিজাত পুষ্প ও নির্ম্মল বিরজার জলদ্বারা সম্পাদিত অর্ঘ্যপ্রভৃতিদ্বারা তাঁহার পূজা করিতেছেন। রাজা,—সুপ্রসন্ন, স্বতন্ত্র সকল কারণসমূহেরও কারণ, সর্ব্বস্বরূপী, সকলের অন্তরাত্মা, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজীবন, সর্ব্বনিবাস, পরমপূজ্য, সনাতন ব্রহ্মস্বরূপী, সর্ব্বসম্পদ্রূপী, সর্ব্বসম্পদ্দাতা, সর্ব্বমঙ্গলরূপী, সকলমঙ্গলের কারণ, সর্ব্বমঙ্গলদাতা, এবং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করত শঙ্কিতচিত্তে রথ হইতে অবতরণ করত সজলনয়নে প্রেমে পুলকিত হইয়া নতমস্তকে প্রণাম করিলেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, রাজাকে শুভাশীর্ব্বাদ করত নিজদাস্য এবং আমাদেরও দুর্লভ নিত্যা নিজভক্তি প্রদান করিলেন। শ্রীরাধিকা রথ হইতে অবতরণ করত শ্রীকৃষ্ণ-ক্রোড়দেশে অবস্থান করিলেন; প্রিয়সখীগণ শ্বেতচামরব্যজনাদিদ্বারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্ব্বক সম্ভাষণ করত সসম্ভ্রমে ভক্তিসহকারে পূজা করিলেন। ১৬৪—১৭৪। অগ্রে শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ করত তদনন্তর কৃষ্ণ কিংবা মাধব নাম উচ্চারণ করিবে। বেদ ও পুরাবিৎগণ এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ইহার বিপরীতরূপে অর্থাৎ কৃষ্ণরাধা এইরূপ উচ্চারণ করিবে, কিংবা শ্রীকৃষ্ণপ্রাণাধিকা শক্তিস্বরূপিণী প্রেমময়ী জগজ্জননী শ্রীরাধিকার যে নিন্দা করিবে, তাহারা যে কাল পর্য্যন্ত চন্দ্র এবং সূর্য্য উদয়াদি করিবেন, তত কাল কালসূত্রনরকে অবস্থান করিবে এবং সপ্ত জন্ম পুত্রবিহীন ও রোগগ্রস্ত হইবে। হে দুর্গে! তোমার নিকটে সর্ব্বোত্তম শ্রীরাধার উপাখ্যান উক্ত প্রকারে বর্ণন করিলাম। তুমি স্বয়ং ভগবতী, সনাতনী, বৈষ্ণবী, মূলপ্রকৃতি; তুমি নারায়ণী পরমেশ্বরী, সর্ব্বস্বরূপিণী; তুমি সর্ব্বজ্ঞা হইয়াও মায়াতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। পরমা জাতিস্মর-স্বরূপিণী তুমি স্ত্রীজাতির অধিদেবতা। তোমার নিকটে রাধিকার উত্তম উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। অনন্তর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ।১৭৫—১৮০।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! আপনাদের ও অভীষ্ট দেব শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র থাকিতে, বৈষ্ণব রাজা, কি নিমিত্ত রাধা-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন? এবং মুনিবর রাজাকে শ্রীরাধার কোন্ পূজাবিধি ধ্যান স্তব কবচ এবং মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করুন। মহাদেব বলিলেন, হে বিপ্রবর! আমি কাহার আরাধনা করিব এবং কাহার আরাধনা করিলে অচিরে গোলোকধাম প্রাপ্ত হইব?” রাজা এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মুনিবর মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তর করিতে লাগিলেন।—হে রাজন্! কৃষ্ণ সেবাদ্বারা বহুজন্মে কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হইবে। অতএব তাঁহার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধার আরাধনা কর। যেহেতু, পরাৎপরা কৃপাময়ী শ্রীরাধার অনুগ্রহে শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণের সমীপ্য লাভ করিবে। এইরূপ হিত-উপদেশপূর্ব্বক মুনি রাজাকে “ওঁ রাধায়ৈ স্বাহা” এই ষড়ক্ষর মন্ত্র দান করিয়াছিলেন এবং সকলের দুর্লভ প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি-মন্ত্র, অঙ্গন্যাস, স্তোত্র, কবচ, এবং করন্যাস প্রভৃতি ন্যাস সকল ভক্তিসহকারে শিক্ষা করাইয়াছিলেন। রাজাও মুনির আদেশ অনুসারে মহামন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যে ধ্যানে শ্রীরাধিকার পূজা করিয়াছিলেন, সকল মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ সামবেদোক্ত সেই ধ্যানে রাজাও পূজা করিয়াছিলেন। ১—৯। যাঁহার অঙ্গকান্তি শ্বেতবর্ণচম্পক-সদৃশ, যিনি কোটিচন্দ্রের ন্যায় কান্তিশালিনী, যাঁহার শরৎকালীন পূর্ণিমাচন্দ্রসদৃশ সুন্দর বদনে শরৎকালীন পদ্মসদৃশ নেত্রযুগল শোভা পাইতেছে, যিনি সুন্দর নিতম্ব এবং শ্রোণিদ্বারা শোভিতা হইয়াছেন, যাঁহার সুন্দর সুপক্কবিম্বফলসদৃশ অধর এবং মুক্তা-পঙ্‌ক্তি হইতে মনোহর দন্তপঙ্‌ক্তি-বিশিষ্ট মুখে ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ সূচনপূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাস্য বিরাজ করিতেছে, যাঁহার অঙ্গ বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র এবং রত্নমালা দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে, সূর্য্য অপেক্ষা তেজস্বী যাঁহার গণ্ডস্থল অতিশয় তেজ প্রকাশ করিতেছে, মহামূল রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডলদ্বারা কর্ণযুগল এবং উৎকৃষ্ট রত্নরাজি-বিনির্ম্মিত মুকুট ও কিরীটদ্বারা যিনি উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়াছেন, রত্নাঙ্গুরীয় এবং রত্ন-নির্ম্মিত পাশক-দ্বারা যিনি অতিশয় সুশোভিত হইয়াছেন, যিনি মালতী-মালাশোভিত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন, যিনি রত্ন-নির্ম্মিত কেয়ূর এবং মঞ্জীরদ্বারা সুরঞ্জিতা হইয়াছেন, মনোহর রত্ন-কেয়ূরযুগল যাঁহার হস্তদ্বয়ে

শোভা পাইতেছে; যিনি গজেন্দ্রসদৃশ মন্দগামিনী, রূপাধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রিয়তমা গোপীগণকর্ত্তৃক শ্বেতচামরাদিদ্বারা সেবিতা হন; যাঁহার কেশকলাপ কস্তূরী বিন্দুযুক্ত চন্দন এবং সিন্দূরবিন্দুদ্বারা সুশোভিত হইয়াছে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণও ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহাকে পূজা করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সৌভাগ্যশালিনী এবং পরমা প্রাণাধিকা প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, নির্গুণস্বরূপিণী; যিনি পরাৎপর মহাবিষ্ণুর জননী ও সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়িনী; যে মূলপ্রকৃতি পরমেশ্বরী শান্তা বৈষ্ণবী বিষ্ণুমায়া কৃষ্ণপ্রেমময়ী সুন্দরী হইতে কৃষ্ণভক্তিলাভ হয়, যিনি রাসমণ্ডলের মধ্যে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া থাকেন এবং রাসমণ্ডলে রাসবিহারী হরির সহিত বিলাস করেন, সেই রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে উপাসনা করি। ১০—২২। কৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট এই ধ্যানে জগজ্জননী শ্রীরাধিকাকে ধ্যান করিয়া মস্তকে পুষ্প প্রদান করত পুনর্ব্বার ধ্যানপূর্ব্বক পুষ্প প্রদান করিলেন; ষোড়শ উপচার,—আসন, বসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, পুষ্প, স্নানীয় জল, রত্নভূষণ, নানাপ্রকার নৈবেদ্য, তাম্বূল সুবাসিত জল, মধুপর্ক এবং রত্নশয্যা এই ষোড়শ উপচার বেদোক্ত মন্ত্রে রাজা ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিলেন। হে দুর্গে! বেদোক্ত সর্ব্বসম্মত সেই মন্ত্রসমূহ বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৩—২৫। হে রাধে! বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক বহুমূল্য রত্নদ্বারা নির্ম্মিত সিংহাসন পূজায় গ্রহণ করুন। হে দেবি! মহামূল্যরত্নখচিত অমূল্য সূক্ষ্ম নির্ম্মল এবং বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র গ্রহণ করুন। হে রাধিকে! শুভকর, নানাপ্রকার, তীর্থ হইতে আহৃত, উৎকৃষ্ট রত্নপাত্রস্থিত পাদ্য—পাদপ্রক্ষালনার্থে স্বীকার করুন। হে রাধে! দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খস্থিত দূর্ব্বা-চন্দন-পুষ্প-বিশিষ্ট তীর্থজলদ্বারা পবিত্র অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। হে রাধে! পার্থিব দ্রব্য দ্বারা অতিশয় সুগন্ধীকৃত, মঙ্গলজনক, পবিত্র মদর্পিত গন্ধ গ্রহণ করুন। হে দেবেশ্বরি! কস্তূরী-কুঙ্কুম-যুক্ত সুগন্ধি সুস্নিগ্ধ শ্রীখণ্ড-চূর্ণ অনুলেপন গ্রহণ করুন। ২৬—৩২। হে দেবি! পবিত্র বৃক্ষসমূহের নির্যাসময় পার্থিব-দ্রব্য-বিশিষ্ট জাজ্বল্যমান অগ্নিশিখায় পবিত্রীকৃত মদর্পিত ধূপ গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বরি! অন্ধকারভয়নিবারক, শোভাশালী, রত্ননির্ম্মিত, অমূল্যরত্নপ্রদীপ গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বরি! গন্ধচন্দনযুক্ত অতি সুগন্ধি রমণীয় পারিজাতপুষ্প ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। সুগন্ধ আমলকীফলযুক্ত সুস্নিগ্ধ অতিশয় মনোহর বহুতৈলবিশিষ্ট স্নানীয় জল স্বীকার করুন। হে রাধে! আমি অমূল্যরত্ননির্ম্মিত কেয়ূর বলয় এবং সুশোভিত শঙ্খাদি প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে দেবি! দেশ কাল অনুসারে অতিশয় সুপক্ক ফল লড্ডুক, পরমান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি, স্বীকার করুন। হে দেবি! অতিশয় রমণীয়, কর্পূরাদি-সুবাসিত, সকল প্রকার ভোগ্য বস্তু অপেক্ষা অধিক স্বাদু, উৎকৃষ্ট তাম্বূল—অঙ্গীকার করুন। হে পরমেশ্বরি! সুস্বাদু সুমনোহর রত্নপাত্রস্থিত মধু ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। হে দেবি! বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত, বহ্নিশুদ্ধবস্ত্রদ্বারা আবৃত এবং পুষ্পচন্দনাদিদ্বারা চর্চ্চিত পর্য্যঙ্ক—শয়নার্থ স্বীকার করুন। এই প্রকারে শ্রীরাধিকার পূজা করত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ব্রতাবলম্বী রাজা যত্নপূর্ব্বক অষ্টনায়িকার পূজাও করিলেন। ৩৩—৪২। হে প্রিয়ে! দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে পূর্ব্বাদিকোণক্রমে শ্রীরাধিকার প্রিয় পরিচারিকাগণকে ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। পূর্ব্বকোণে মালাবতী, অগ্নিকোণে মাধবী, দক্ষিণদিকে রত্নমালা, নৈর্ঋতকোণে সুশীলা, পশ্চিমদিকে শশিকলা, বায়ুকোণে পারিজাতা, উত্তরদিকে পদ্মাবতী এবং ঈশানে সুন্দরীর পূজা করিবে। শ্রীরাধাব্রতাবলম্বী ব্যক্তি ব্রতবিষয়ে যূথিকা মালতী এবং পদ্মমালা প্রদান করত ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। হে দেবি! আপনি জগজ্জননী সনাতনী বিষ্ণুমায়াস্বরূপিণী; হে শ্রীকৃষ্ণপ্রাণাধিকে! আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী। হে কৃষ্ণসৌভাগ্যস্বরূপিণি। আপনি কৃষ্ণপ্রেমময়ী শক্তি; হে কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনি! হে মঙ্গলদায়িনি রাধে! আপনাকে নমস্কার করি। অদ্য আমার জন্ম সফল এবং জীবন সার্থক; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের পূজ্যা শ্রীরাধিকা অদ্য আমাকর্ত্তৃক পূজিতা হইলেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃস্থলে সর্ব্বসৌভাগ্যযুক্তা রাধা, রাসমণ্ডলে রাসেশ্বরী, বৃন্দাবনের রম্যবনে শ্রীরাধা, গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণকান্তা, তুলসীবনে অতুলা তুলসী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত চম্পককাননে ক্রীড়ায় চম্পাবতী, চন্দ্রবনে চন্দ্রাবলী, উৎকৃষ্ট শতশৃঙ্গে সতী, বিরজাতটকাননে বিরজাদর্পহন্ত্রী, পদ্মবনে পদ্মা, কৃষ্ণসরোবরে কৃষ্ণা, কুঞ্জকুটীরে ভদ্রা, কাম্যবনে রম্যা, বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, নারায়ণবক্ষঃস্থলে বাণী, ক্ষীরোদে সিন্ধুকন্যা, মর্ত্ত্যে হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী, স্বর্গসমূহে দেবদুঃখবিনাশিনী স্বর্গলক্ষ্মী, শিববক্ষঃস্থলে বিষ্ণুমায়া সনাতনী দুর্গা এবং কলারূপে শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃস্থলে বেদমাতা সাবিত্রী-

রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন ; সেই আপনি কলাতে নর ও নারায়ণজননী ধর্ম্মপত্নী। ৪৩—৫৬। আপনার কলা হইতে তুলসী এবং ভুবনপাবনী গঙ্গা উৎপন্না হইয়াছেন; এবং আপনার লোম-কূপ হইতে গোপীগণ ও রোহিণী, রতি প্রভৃতি কলার অংশ হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন। শতরূপা শচী, দিতি এবং দেবমাতা অদিতি প্রভৃতি হরি-প্রিয়াগণ আপনার কলাকলার অংশস্বরূপিণী। হে শুভকরি দেবি! মুনিপত্নীগণ আপনার কলার অংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। হে কৃষ্ণপূজ্যে! আমাকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করুন। এই প্রকার পরিহার স্তব করত স্তবান্তে কবচ পাঠ করিবে; ভক্তি এবং দাস্য-প্রদ শুভকর এই স্তবে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে স্তব করিয়া-ছিলেন। ভারতমধ্যে যে ব্যক্তি এইরূপে প্রতিদিন পূজা করে, সে বিষ্ণুতুল্য হয়, জীবন্মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই গোলোকধামে গমন করে। হে পার্ব্বতি! প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় যে ব্যক্তি এইরূপে শ্রীরাধার পূজা করে, তাহার রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি, মনুষ্যলোকে অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়া অন্তে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করত বিষ্ণুমন্দিরে গমন করে। হে সতি! পূর্ব্বে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের রম্য বনে এইরূপে স্তব এবং পূজা দ্বারা শ্রীরাধাকে তুষ্টা করেন। তদনন্তর দ্বিতীয়ে ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্তক্রমে শ্রীরাধার পূজা করত তাঁহার বরে বেদমাতা সাবিত্রীকে লাভ করেন। নারায়ণ তাঁহার পূজা করত মহালক্ষ্মী সরস্বতী, ভুবনপাবনী গঙ্গা এবং সর্ব্বোত্তমা তুলসীদেবীকে লাভ করিয়াছিলেন। ৫৭—৬৬। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, যাঁহার বরে ক্ষীরোদ-তনয়াকে এবং আমি, দক্ষতনয়া প্রাণত্যাগ করিলে পুষ্করতীর্থে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যাঁহার আরাধনা করত দুর্গারূপিণী তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহার আরাধনা করত কশ্যপকে অদিতি, চন্দ্রকে রোহিণী, কন্দর্পকে রতি এবং ধর্ম্মকে পতিব্রতা মূর্ত্তি পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবগণ এবং মুনিগণ যে পতিব্রতার আরাধনা করত যাঁহার প্রদত্ত বরে ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষাত্মক চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধার পূজাবিধি বর্ণন করিলাম, সম্প্রতি তাঁহার স্তব শ্রবণ কর। এক দিন তুলসীবনে তুলসী-গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া-সক্ত হইলে শ্রীরাধিকা মানিনী হইয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ; লীলাক্রমে নিজমূর্ত্তি ও কলা শ্রীরাধা সংহার করিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবপ্রভৃতি দেবগণ নষ্টৈশ্বর্য্য শ্রীশূন্য, ভার্য্যাহীন এবং রোগাদিদ্বারা পীড়িত হইলেন। তখন সকলে সমালোচন করত শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া শ্রীরাধার পূজা করত স্তব করিতে লাগিলেন। হে বরাননে! আমি তোমার প্রিয়া; আমাতে তোমার অলৌকিক প্রেম এই সকল পূর্ব্বোক্ত কথা অদ্য তোমার কর্ম্মে স্পষ্টরূপে অলীকতা সূচনা করিতেছে। "হে প্রাণাধিক শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার প্রাণ জীবন এবং আত্মা।" এই বাক্য পূর্ব্বে নিরন্তর বলিতে, সম্প্রতি সে বাক্যের উচিত কর্ম্ম কি করিতেছ? হে জগ-দম্বিকে! ইহা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, সে সকল বাক্য তোমার মিথ্যা। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির হৃদয় ক্ষুরধারের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ। ৬৭—৭৭। আমাদের বাক্য সত্য, অতএব সত্যস্বরূপ বলিতেছি,—তুমি আমার পঞ্চপ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং প্রাণাধিকা; একমাত্র তোমার অনুগত হইয়াও তোমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইলাম না। তোমা ব্যতিরেকে প্রাণ যায়। স্ব স্ব অধিষ্ঠাতৃদেবী ভিন্ন কে কোথায় অবস্থান করে? মূল-প্রকৃতি পরমেশ্বরী তুমি—মহাবিষ্ণু-জনয়িত্রী; তুমি স্বয়ং নির্গুণা হইয়াও কলারূপে সগুণা হইয়াছ। জ্যোতির্ম্ময়ী নিরাকাররূপিণী হইয়াও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থে বিগ্রহ ধারণ কর এবং ভক্তগণের উপাসনানুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশমানা হও। বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, পুণ্য ভারতক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যজননী ভারতী, সতী পার্ব্বতী, পুণ্যরূপিণী লক্ষ্মী এবং ভুবন-পাবনী গঙ্গা, ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী কলারূপে বসুন্ধরা এবং গোলোকে সকল গোপালের ঈশ্বরী শ্রীরাধিকারূপে অধিষ্ঠান কর। তোমা ভিন্ন জীবন শূন্যবৎ হইয়াছে, আমি সকল কর্ম্মে অসমর্থ হইয়াছি। শক্তিস্বরূপিণী তোমার বলে শিব শক্তিযুক্ত এবং তোমাব্যতিরেকে তিনি শবাকার। বেদমাতাস্বরূপিণি! তোমার বলে ব্রহ্মা বেদজনক। জগৎপতি নারায়ণ দেব, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী তোমার বলে জগৎপালক। যজ্ঞদেব, দক্ষিণাস্বরূপিণী তোমার বলে ফলদাতা। ধরাধর অনন্তদেব সৃষ্টিস্বরূপিণী তোমাকে মস্তকে ধারণ করিতে-ছেন। গঙ্গাধর শিব গঙ্গাস্বরূপিণী তোমাকে শিরে ধারণ করিয়াছেন। সমস্ত জগৎ তোমা দ্বারা চলৎ-শক্তিসম্পন্ন; তোমা ভিন্ন শবপ্রায় হইয়া থাকে। বাণীস্বরূপিণী তোমার বলে সকলেই বাবদূক এবং তোমা-ভিন্ন মূক হইয়া থাকে। ৭৮—৮৮। কুম্ভকার

যে প্রকার মৃত্তিকাদ্বারা ঘটনির্ম্মাণে সমর্থ হয়, তদ্রূপ আমিও প্রকৃতি এবং তোমার বলে সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই? তোমা ভিন্ন আমি জড়বৎ হই সকল বিষয়ে শক্তি থাকে না। সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী তুমি আমার নিকটে উপস্থিতা হও। তুমি বহ্নিতে দাহিকা শক্তি; তোমা ব্যতিরেকে বহ্নির দাহিকা শক্তি থাকে না; এবং তুমি চন্দ্রে শোভারূপে অধিষ্ঠান কর, তোমা ভিন্ন চন্দ্রের কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সৌন্দর্য্য থাকে না। তুমি সূর্য্যমণ্ডলে প্রভারূপে বাস কর, তোমা ভিন্ন সূর্য্য হীনপ্রভ হন। হে প্রিয়ে! তুমি রতিস্বরূপিণী; কাম তোমার সাহায্যেই কামিনীগণের বন্ধু। এই প্রকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্তব করিলে শ্রীরাধা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। দেবগণও শ্রী এবং শক্তি-সম্পন্ন হইলেন। হে পর্ব্বতনন্দিনি! সেই কালে সকল জগৎ পত্নীযুক্ত হইল এবং শ্রীরাধার অনুগ্রহে গোলোকধামও গোপীময় হইল। সুযজ্ঞ রাজা এইরূপে হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী দেবীর স্তব করত গোলোকে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকৃত এই রাধাস্তব, যে ব্যক্তি পাঠ করে, সে নিশ্চয় কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণদাস্য প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীবিচ্ছেদে যে ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়া নিয়মপূর্ব্বক এক মাস এই স্তব শ্রবণ করে, সে শত শত বিঘ্ন দূর করত শীঘ্র গুণবতী পত্নী লাভ করে। যে ব্যক্তি ভার্য্যা এবং সৌভাগ্যহীন হইয়া এক বৎসর এই স্তব শ্রবণ করে, শীঘ্রই তাহার সুশীলা পতিব্রতা সুন্দরী স্ত্রী লাভ হয়। ৮৯—৯৮। হে পার্ব্বতি! দক্ষকন্যা প্রাণত্যাগ করিলে, পূর্ব্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আদেশে উক্ত স্তব দ্বারা তোমাকে লাভ করিয়াছি। এই স্তব ব্রহ্মাও পাঠ করত সাবিত্রীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে দুর্ব্বাসার শাপে দেবগণ শ্রীহীন হইয়া এই স্তব দ্বারা সুদুর্লভ সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। পুত্রপ্রার্থী ব্যক্তি এক বৎসর এই স্তব শ্রবণ করত পুত্র প্রাপ্ত হয় এবং মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি এই স্তবমাহাত্ম্যে মহাব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা দিবসে রাসেশ্বরী শ্রীরাধার পূজা করত উক্ত স্তব পাঠে অচলা লক্ষ্মী এবং রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। স্ত্রীজাতি এই স্তব শ্রবণ করিলে স্বামি-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়; ভক্তিপূর্ব্বক যে ব্যক্তি, শ্রবণ করে, সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রীরাধিকার পূজা করত ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করে, সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া গোলোকে গমন করে। ৯৯—১০৪।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! শ্রীরাধার অদ্ভুত পূজাবিধি এবং স্তব শ্রবণ করিলাম। সম্প্রতি কবচ বলুন; আপনার অনুগ্রহে শ্রবণ করিব। মহাদেব বলিলেন, হে দুর্গে! পূর্ব্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, গোলোকধামে আমার নিকটে যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, পরমাদ্ভুত সেই কবচ শ্রবণ কর। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা, অতি গোপ্য পরমতত্ত্ব এবং সর্ব্বমন্ত্রস্বরূপ যে কবচ ধারণ এবং পাঠ দ্বারা দেবমাতা সাবিত্রীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি যে কবচের ধারণ হেতু জগদ্ধাত্রী তোমার স্বামী হইয়াছি, প্রসিদ্ধ নারায়ণদেব, যাহা ধারণ করিয়া মহালক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পরমানন্দ কৃষ্ণও যাহা ধারণ করত নির্গুণ এবং অপ্রাকৃত হইয়া, জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ে সমর্থ হইয়াছেন, বিষ্ণু যে কবচ ধারণ করত সমুদ্র-কন্যাকে লাভ করত জগৎ পালন করিতেছেন, যাহার ধারণে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে সর্ষপসদৃশ বিবেচনায় মস্তকে ধারণ করিতেছেন, মহাবিরাট্, যাহার ধারণে লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ধারণ করিয়া সর্ব্বাধাররূপে প্রসিদ্ধ হইতেছেন, যাহা ধারণ এবং পাঠ করিয়া ধর্ম্ম, সর্ব্বত্র সাক্ষিরূপে বিচরণ করিতেছেন, কুবের যাহা ধারণ করিয়া ভারতে ধনাধ্যক্ষ বলিয়া বিখ্যাত, যাহা ধারণ এবং পাঠ করিয়া ইন্দ্র দেবেন্দ্র এবং মনু, যাবতীয় মানবগণের ঈশ্বর হইয়াছেন, চন্দ্র যাহার ধারণে সুশোভিত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছেন, সূর্য্যদেব যাহা পাঠ এবং ধারণ হেতু ত্রিলোকের অধিপতি হইয়াছেন, অগ্নিদেব যাহা ধারণ এবং পাঠ করত ত্রিজগৎকে নিজ মহিমায় পবিত্র করিতেছেন, সদাগতি বায়ুও যাহা ধারণ এবং পাঠ করিয়া সর্ব্বদা বহন করত ত্রিজগৎ শুদ্ধ করিতেছেন, মৃত্যুও যাহার ধারণ হেতু স্বতন্ত্র হইয়া সর্ব্বলোকে আধিপত্য প্রকটন করিতেছেন, মহাতপা জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, যাহা ধারণ করত একবিংশতিবার পৃথিবীকে পৃথিবীপতি-বংশ-বিহীন করিয়াছিলেন, কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য মুনি যাহার ধারণ এবং পাঠবলে অগাধ জলনিধিকে অবলীলাক্রমে পান করিয়াছেন, যাহার ধারণে সনৎকুমার জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য এবং ঋষি নর-নারায়ণ জীবন্মুক্ত সিদ্ধ, ব্রহ্মতনয় বশিষ্ঠ ঋষি যাহা ধারণে সিদ্ধ এবং কপিল মুনি সিদ্ধগণের মধ্যে প্রধান, দক্ষও যাহার বলে প্রজাপতি, যাহার বলে ভৃগু আমার বিদ্বেষী এবং কূর্ম্ম ধরাধর অনন্তকে ধারণ করিতেছেন, বায়ু যাহার বলে সকলের আধার, যাহার বলে বরুণ, পবন ঈশান প্রভৃতি দিক্‌পাল এবং যম জগৎশাসক; হে

পার্ব্বতি! যাহার বলে কাল ও কালাগ্নিরুদ্র জগৎকে সংহার করেন, যাহার ধারণে গৌতম সিদ্ধ এবং কশ্যপ প্রজাপতি, বসুদেব-কন্যার এক অংশ স্বরূপিণী কলা লাভ করেন। পূর্ব্বে (মুনিশ্রেষ্ঠ) দুর্ব্বাসা মুনি পত্নী-বিয়োগ হইলে পত্নী এবং রাম লঙ্কেশ্বরকর্ত্তৃক অপহৃতা পূর্ণ লক্ষ্মী সীতাদেবীকে যাহার পাঠে প্রাপ্ত হইয়াছেন, পূর্ব্বে পুণ্যশ্লোক নলরাজা পুণ্যবতী দময়ন্তীকে যাহার বলে প্রাপ্ত হইয়াছেন, মহাবীর শঙ্খচূড় যাহা হইতে দৈত্যগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে দুর্গে! যাহার বলে আমাকে বৃষ এবং হরিকে গরুড় বহন করিতেছে, সিদ্ধপ্রধান মুনিগণও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা ধারণ করত মহালক্ষ্মী সর্ব্বসম্পৎপ্রদানে সমর্থা হইয়াছেন; সরস্বতী সাধুগণের মান্যা ও রতিক্রীড়াপরায়ণা হইয়াছেন, সাবিত্রী বেদমাতা যাহার ধারণে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, মর্ত্যলক্ষ্মী ক্ষীরোদতনয়া যাহার বলে বিষ্ণুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহার ধারণে মনসা দেবী সিদ্ধা হইয়া জগৎমণ্ডলে পূজা প্রাপ্ত হন, বেদমাতা অদিতি, বামনরূপী বিষ্ণুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন, যাহা ধারণে লোপামুদ্রা এবং অরুন্ধতী, পতিব্রতার মধ্যে প্রশংসা এবং দেবহূতি সিদ্ধপ্রধান কপিলকে পুত্র লাভ করেন, শতরূপা যাহার বলে পৃথিবীশ্বর প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদকে পুত্ররূপে এবং তোমার জননী তোমাকে কন্যারূপে লাভ করেন, এক্ষণে সেই কবচের বিষয় বলিতেছি। এইরূপ সকল সিদ্ধগণ সেই কবচের প্রসাদে সিদ্ধ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। শোভাশালী জগন্মণ্ডলের মঙ্গলদায়ক উক্ত কবচের প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, স্বয়ং রাসেশ্বরী দেবী এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। উক্ত কবচ—শিষ্য কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণের নিকটেই প্রকাশ করিবে। শঠ এবং পরশিষ্যের নিকটে গোপ্যতম; এই বিষয় তাহাদের নিকটে প্রকাশ করিলে, মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। ১—৩০। রাজ্য—অধিক কি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু উক্ত কবচ দান করিবে না। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণও ভক্তিপূর্ব্বক ইহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। আমি ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি—গোলোক ধামে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ "ওঁ রাধায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র উপাসনা করিয়াছেন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রাধিকায়ৈ স্বাহা" কল্পবৃক্ষসদৃশ উক্ত মন্ত্র আমার মস্তককে রক্ষা করুন। ওঁ রাঁ হ্রীঁ শ্রীরাধিকায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার কপালদেশ নেত্র ও শ্রোত্রযুগলকে রক্ষা করুন। "রাঁ রাধায়ৈ স্বাহা" মন্ত্রপ্রধান এই মন্ত্র আমার মস্তক এবং কেশবৃন্দকে রক্ষা করুন। "ক্লীঁ হ্রীঁ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ নমঃ" সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক উক্ত মন্ত্র মুখ নাসিকা কপোল এবং কণ্ঠদেশকে রক্ষা করুন। "ওঁ রাঁ রাসেশ্বর্য্যৈ নমঃ" উক্ত মন্ত্র স্কন্ধ এবং "ওঁ রাসবিলাসিন্যৈ নমঃ" উক্ত মন্ত্র পৃষ্ঠদেশকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "বৃন্দাবনবিলাসিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার বক্ষদেশকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ তুলসীবনবাসিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র নিতম্বদেশকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ কৃষ্ণপ্রাণাধিকায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র পাদদ্বয় এবং অন্যান্য অঙ্গ সকলকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। পূর্ব্বদিকে রাধা, বহ্নিকোণে কৃষ্ণপ্রিয়া, দক্ষিণদিকে রাসেশ্বরী, নৈঋতকোণে গোপীশ্বরী, পশ্চিমদিকে নির্গুণা, বায়ুকোণে কৃষ্ণপূজিতা, উত্তরদিকে মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী এবং ঈশানকোণে সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। জল স্থল আকাশ—সকল স্থানে স্বপ্ন জাগরণ প্রভৃতি সকল অবস্থায় মহাবিষ্ণুর জননী আমাকে রক্ষা করুন। হে দুর্গে! তোমার নিকটে জগন্মঙ্গলকর কবচ বর্ণন করিলাম। অতি সুগোপনীয় উক্তকবচ সাধারণের নিকটে প্রকাশনীয় নহে। তোমার স্নেহপরতন্ত্রতায় আমি ইহা বর্ণন করিলাম; সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিও না। ৩১—৪৪। যথাবিধি বস্ত্র অলঙ্কার এবং চন্দনাদি দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা করত কণ্ঠে কিংবা দক্ষিণ বাহুতে এই কবচ ধারণ করিলে, বিষ্ণুসদৃশ মান্য হয়। শতলক্ষবার জপ দ্বারা কবচ সিদ্ধ হয়। যাহার কবচ-সিদ্ধি হয়, সে অগ্নি দ্বারাও দগ্ধ হয় না। এই কবচ ধারণ হেতু পূর্ব্বে দুর্য্যোধন রাজা জলস্তম্ভ এবং অগ্নিস্তম্ভে নিশ্চয়রূপে বিশারদ হইয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে সনৎকুমারকে এই কবচ প্রদান করি। সনৎকুমারও সূর্য্যগ্রহণকালে সুমেরু পর্ব্বতে সান্দীপনি মুনিকে ইহা প্রদান করেন। সান্দীপনি মুনি বলরামকে প্রদান করেন। তিনিও প্রিয়শিষ্য দুর্য্যোধনকে দান করিয়াছিলেন। কবচের প্রসাদে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়। শ্রীরাধামন্ত্রোপাসক যে ব্যক্তি, প্রতিদিন এই কবচ পাঠ করে, সে বিষ্ণুসদৃশ পূজ্য হইয়া রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। সকল প্রকার তীর্থে স্নান, সকল প্রকার দান, সকল প্রকার উপবাস, সমস্ত পৃথিবীর প্রদক্ষিণ, সকল প্রকার যজ্ঞে দীক্ষা, প্রতিদিন প্রতিজ্ঞাপরিপালন, প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণসেবা ও তাঁহার নৈবেদ্য-ভোজন এবং চতুর্ব্বেদপাঠদ্বারা যে ফল লাভ করে, রাধাকবচ পাঠে তাদৃশ ফল নিশ্চয় প্রাপ্ত হয়। রাজদ্বার, শ্মশান, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-সঙ্কীর্ণ বন, দাবাগ্নি, সঙ্কট, দস্যু চৌরাদি জনিত ভয়, কারাগার-বিপদ্ এবং ঘোর দৃঢ় বন্ধন, প্রভৃতি ও ব্যাধিগ্রহ

হইয়া, কবচ ধারণ করিলেই ঐ সকল ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করে। হে মহেশ্বরী! এইরূপে তোমার প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করিলাম, তুমিই সর্ব্বস্বরূপিণী মায়া, মায়াপূর্ব্বক আমার নিকটে প্রশ্ন করিতেছ। ৪৬—৫৬। নারায়ণ বলিলেন, মহাদেব এইরূপ রাধার উপাখ্যান বর্ণন করত বারংবার শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণপূর্ব্বক লোমাঞ্চিতাঙ্গ এবং সজলনয়ন হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণ অপেক্ষা মান্য দেব, গঙ্গাসদৃশ পুণ্যা নদী, পুষ্করসদৃশ তীর্থ, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চতর আশ্রম, পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম, মহাবিষ্ণু অপেক্ষা মহান্ এবং আকাশ হইতে যে প্রকার বিস্তৃত বস্তু নাই, সেই প্রকার যোগীন্দ্র বৈষ্ণব-প্রধান মহাদেব হইতে অন্য কেহ জ্ঞানী নাই। হে নারদ! তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ এবং মোহকে জয় করিয়াছেন। মহাদেব স্বপ্ন এবং জাগরণ প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণধ্যানে রত। যিনি কৃষ্ণ তিনি শম্ভু, ইঁহারা অভিন্ন। হে বৎস! মহাদেব যে প্রকার বৈষ্ণবের মধ্যে প্রধান এবং মাধব যে প্রকার দেবগণের মধ্যে প্রধান, সেইরূপ এই কবচও কবচসমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শিব এই শব্দটী মঙ্গলসাধক। মানবগণকে যিনি সকল মঙ্গল প্রদান করেন, তিনি শিব নামে খ্যাত হন। যিনি নিরন্তর বিশ্ববাসী নরগণের কল্যাণ এবং মুক্তিসাধন করেন, তিনিই শঙ্কর বলিয়া বিখ্যাত হন। তিনি ব্রহ্মাদি দেব, বেদবিদ্ মুনিগণ এবং প্রসিদ্ধ মহদ্গণের দেব এই নিমিত্ত মহাদেব নামে বিখ্যাত হন। তিনি বিশ্বপূজ্যা মহতী মূলপ্রকৃতির ঈশ্বর এবং পূজ্য—এই নিমিত্ত মহাদেব নামে বিখ্যাত হন। বিশ্ব-বাসী মহাত্মাগণের ইনি স্বয়ং ঈশ্বর, এই নিমিত্ত মনস্বিগণ ইহাঁকে মহেশ্বর বলিয়া আখ্যান করেন। হে ব্রহ্মকুমার! তুমি ধন্য! শ্রীকৃষ্ণভক্তিদাতা মহেশ্বর তোমার গুরু! তুমি আমার নিকটে পুনর্ব্বার কি জিজ্ঞাসা করিতেছ?। ৫৭—৬৮।

প্রকৃতিখণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে ব্রহ্মন্! অতিশয় বিস্ময়কর সকল দেবীর উপাখ্যান আপনার মুখে শ্রুত হইলাম। সম্প্রতি অতি উত্তম শ্রীদুর্গার উপাখ্যান বর্ণন করুন। দুর্গা নারায়ণী, ঈশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, নিত্যা, সত্যা, ভগবতী, সর্ব্বাণী, সর্ব্বমঙ্গলা, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্ব্বতী এবং সনাতনী, কৌথুম-বেদোক্ত সর্ব্বশুভকর এই ষোড়শ নামের সকলের ঈপ্সিত অর্থ—যাহা বেদে সর্ব্বসম্মত ভাবে নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে, হে বেদবিদ্বর! সেই বিষয় বিশেষরূপে আমার সমীপে বর্ণন করুন। দুর্গা দেবী প্রথমে কাহার দ্বারা পূজিতা হন? দ্বিতীয়ে কে তাঁহার পূজা করে? এবং তৃতীয়ে চতুর্থে কাহার দ্বারা পূজিতা হইয়া সর্ব্বত্র পূজা লাভ করেন? নারায়ণ বলিলেন;—দুর্গার ষোড়শ নামের বিষ্ণুকর্ত্তৃক বেদে বর্ণিত অর্থ তুমি বিদিত হইয়াও জিজ্ঞাসা করিতেছ। অতএব আমি শাস্ত্রানুসারে বর্ণন করিতেছি। দৈত্য, মহাবিঘ্ন, কর্ম্মবশে ভববন্ধ, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, বারংবার জন্ম, মহাভয় এবং অতি রোগ, দুর্গ শব্দের অর্থ এবং আ-শব্দ হননার্থক; অতএব ইহাদিগকে যিনি হনন করেন, তিনিই দুর্গা-শব্দের অভিধেয়। যশ, তেজ, রূপ গুণ দ্বারা অয়নের সদৃশী এবং নারায়ণের শক্তি, এই নিমিত্ত নারায়ণী নামে বিখ্যাতা হন। ঈশান শব্দ সর্ব্বসিদ্ধিবাচক; এবং আ-শব্দ দাতৃবাচক অতএব যিনি সর্ব্বস্ব ধন প্রদান করেন, তিনিই ঈশানা; পরমাত্মা বিষ্ণু পূর্ব্বে সৃষ্টিকালে মায়ার সৃষ্টি করিয়া তাহা দ্বারা বিশ্ব মোহিত করেন, এই নিমিত্ত দুর্গা বিষ্ণুমায়া বলিয়া বর্ণিতা হন। ১—১১। শিব-শব্দের অর্থ কল্যাণ আ-শব্দ দাতৃ ও প্রিয় অর্থে অভিহিত, অতএব শিবদা এবং শিবপ্রিয়া দুর্গা শিবা নামে অভিহিতা হন। যে পতিব্রতা এবং সুশীলা যুগে যুগে সম্যক্ জ্ঞানের অধি-ষ্ঠাত্রীরূপে বর্ত্তমানা হন, পণ্ডিতেরা তাঁহাতেই সতী নামে কীর্ত্তন করেন। পরমাত্মা ভগবান্ যে প্রকার নিত্য, সেই প্রকার ভগবতীও নিত্যা। পরমেশ্বর, প্রাকৃত প্রলয়কালে নিজ মায়াবলে, তিরোহিত হইলে ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত কৃত্রিম সকল জগৎ মিথ্যা-স্বরূপ হয়, ভগবানের ন্যায় মূল প্রকৃতি দুর্গামাত্র সত্য-রূপে বর্ত্তমানা হন। সিদ্ধ্যাদি ঐশ্বর্য্য সকল যুগে যুগে যাঁহাতে অধিষ্ঠান করে—ভগশব্দের অর্থ সিদ্ধি—এই জন্য তিনি ভগবতী নামে কথিতা হন। বিশ্ববাসী চরা-চর প্রাণিসমূহকে জন্ম মৃত্যু এবং জরা হইতে মুক্তি প্রদান করেন, এই নিমিত্ত সর্ব্বাণী নামে শব্দিতা হন। মঙ্গল শব্দে মোক্ষ অর্থ বোধ হেতু এবং আশব্দে দাতৃ অর্থ বোধ হওয়ায়, যিনি সর্ব্বমঙ্গল দান করেন, তিনিই সর্ব্বমঙ্গলা নামে নির্দ্দিষ্টা হন। হর্ষ সম্পদ্ এবং কল্যাণ অর্থে মঙ্গল শব্দ অভিহিত হয়। ঐ সকলকে যিনি প্রদান করেন, তিনিই সর্ব্বমঙ্গলা নামে কথিত হন। অম্বা-শব্দ মাতৃ, বন্দন এবং পুজন অর্থবোধক, অতএব

যিনি জগতের মাতা পূজ্যা এবং বন্দনীয়া তিনিই গজদম্বা নামে কীর্ত্তিতা হন। ১২—২০। যিনি বিষ্ণুভক্তা, বিষ্ণুরূপা এবং বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপিণী, বিষ্ণুকর্ত্তৃক সৃষ্টিকালে সৃষ্টা হন, তিনিই বৈষ্ণবী নামে আহূতা হন। পীত অনাসক্ত এবং নির্ম্মল পরব্রহ্ম গৌর-শব্দের অর্থ; সেই পরমাত্মার শক্তিই গৌরীশব্দে কথিতা হন। শম্ভু সকলের গুরু; তাঁহার পতিব্রতা প্রিয়তমা শক্তি এবং জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের মায়া এ নিমিত্ত গৌরীনামে অখ্যাতা হন। তিথি ভেদে, কল্প ভেদে এবং পর্ব্বভেদে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উক্ত সকলে যিনি বিখ্যাতা হন, তিনিই পার্ব্বতী নামে কথিতা। পর্ব্বশব্দে মহোৎসবের অবশেষ বোধ করায়, তাহার যিনি অধিষ্ঠাতৃদেবী তিনিও পার্ব্বতী নামে কীর্ত্তিতা হন। তিনি পর্ব্বতনন্দিনী, পর্ব্বতে আবির্ভূতা হন এবং পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এ নিমিত্ত পার্ব্বতী নামে আহূতা হন। সনা শব্দে সর্ব্বকাল এবং তনী শব্দে বিদ্যমান অর্থ বোধ হয়, অতএব যিনি সর্ব্বকালে বিদ্যমানা তিনি সনাতনী নামে প্রসিদ্ধা হন। হে মহামুনে! ষোড়শ নামের অর্থ শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করিলাম; সম্প্রতি তাঁহার উপাখ্যান শ্রবণ কর। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সৃষ্টির পূর্ব্বে গোলোকে বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে তাঁহার পূজা করেন। দ্বিতীয় বারে ব্রহ্মা মধুকৈটভ-ভয়ে ভীত হইয়া, তাঁহার পূজা করেন। তৃতীয় বারে ত্রিপুরদহনাকাঙ্ক্ষায় ত্রিপুরারি, দুর্গার আরাধনা করেন। ২১—৩০। চতুর্থে মহামুনি দুর্ব্বাসার শাপে অধিকারভ্রষ্ট মহেন্দ্র, ভক্তিপূর্ব্বক ভগবতীর আরাধনা করেন। তদনন্তর মুনীন্দ্র, দেবেন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র এবং মুনিবরগণকর্ত্তৃক সকল বিশ্বের সকল স্থানে পূজিতা হইলেন। মুনে! দুর্গা পূর্ব্বে দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হন; দেবগণও তাঁহাকে অস্ত্র এবং ভূষণ অর্পণ করেন; দুর্গা দেবী দুর্গপ্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণকে পরাজয় করত দেবগণকে স্ব স্ব আধিপত্য এবং অভিলষিত বর প্রদান করেন। দুর্গা, কল্পান্তরে মহাত্মা মেধস-শিষ্য সুরথকর্ত্তৃক নদীতীরে মৃন্ময়ী প্রতিমাতে পূজিতা হন, উক্ত রাজা, মেষ, মহিষ, কৃষ্ণসার, গণ্ডক, ছাগ, কুষ্মাণ্ড এবং পক্ষী প্রভৃতি বলি প্রদান করেন; তিনি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বেদোক্ত ষোড়শ উপচার অর্পণ করত ধ্যান করিয়া যথাবিধি পূজান্তে কবচ ধারণ করিয়াছিলেন। রাজা প রহার করত অভিলষিত বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন; বৈশ্যও নদীতীরে পূজা করত মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বৈশ্য এবং রাজা স্তব করত যথাস্থানে প্রস্থান করেন। বৈশ্য পুষ্করতীর্থে দুষ্কর তপস্যা করত প্রাণত্যাগান্তে দুর্গার বরে গোলোকে গমন করিলেন। মহাবল রাজাও নিষ্কণ্টক নিজরাজ্যে গমন করিলেন। ৩১—৪০ রাজা ষষ্টিসহস্র বৎসর বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করত পুত্রের প্রতি রাজ্যভার বিন্যাসপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত যথাকালে তপস্যা করিলেন এবং তদনন্তর সাবর্ণিমনুরূপে বিখ্যাত হইলেন। হে বৎস! এই প্রকারে শাস্ত্রানুসারে সংক্ষেপে তোমার নিকট দুর্গার উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। অনন্তর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? । ৪১—৪৩।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ধার্ম্মিকবর সুরথ রাজা কাহার বংশ হইতে সমুৎপন্ন হন? এবং কি প্রকারে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মেধস হইতে জ্ঞান লাভ করেন? মুনিবর মেধসই বা কাহার বংশ হইতে জন্মেন? কোন্ স্থানে মুনির সহিত নৃপতির মিলন হইয়া কথোপকথন হয়? হে মুনিবর! কোন্ স্থানেই বা রাজার সহিত বৈশ্যের সাক্ষাৎ হয়? এই সকল বিষয় বিস্তার রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে বেদবিদ্বর! অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্মার পুত্র অত্রি; তাঁহার পুত্র নিশাকর চন্দ্র, রাজসূয় যজ্ঞ করত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রধান হইয়াছিলেন। চন্দ্রের ঔরসে গুরুপত্নী তারার গর্ভে বুধ-নামক বালক হয়; বুধের পুত্র চৈত্র, চৈত্রতনয় সুরথ। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুনে! গুরুপত্নী তারার গর্ভে চন্দ্রের ঔরসে কি প্রকারে পুত্র হইল? অহো কি বেদ-বিরুদ্ধ কর্ম্ম! আমার সংশয়চ্ছেদন করুন। নারায়ণ বলিলেন, সম্পন্মত্ত মহাকামী চন্দ্র, জাহ্নবীতীরে সুরগুরুর পত্নী, ধর্ম্মিষ্ঠা, পতিব্রতা, কৃতস্নানা, সুন্দরী, রমণীয়া, পীনোন্নতপয়োধরা, সুন্দরশ্রোণি এবং নিতম্ব দ্বারা সুশোভিতা, ক্ষীণমধ্যা, মনোহারিণী, সুন্দরদন্তশালিনী, কোমলাঙ্গী, নবযৌবনযুক্তা, সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃতা, রত্নভূষণে বিভূষিতা, কস্তুরীবিন্দুসমুজ্জ্বল ললাটের অধঃপ্রদেশে চন্দন-বিন্দুর সহিত সিন্দুর-বিন্দুধারিণী বায়ুগলিতবসনা, সকামা, বক্রলোচনা, শরদিন্দুসদৃশসুন্দরবদনা, পক্কবিম্বফলসদৃশ-অধরা বশিষ্টা অত্যুত্তমা মন্দ মন্দ হাস্যকারিণী তারাকে আত্মদর্শনে লজ্জাবনতমুখী হইয়া আনন্দে গজেন্দ্রগমনে গৃহের দিকে গমন করিতে দর্শন করত কন্দর্প-

বশীভূত হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ করিলেন এবং হে মুনে! রোমাঞ্চিতগাত্র হইয়া, কন্দর্পবেগে বলিতে লাগিলেন। ১—১৩। হে রমণীপ্রধানে! তুমি রসিকাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কিঞ্চিৎকাল অবস্থান কর। হে সুবিদগ্ধপ্রধানে! তুমি নিরন্তর আমার চিত্তকে হরণ করিতেছ। বৃহস্পতি সহস্রবৎসরকামনা সাগরে প্রকৃতি-উদ্দেশে তপস্যা করত তপস্যার ফলস্বরূপিণী বৃহৎশ্রোণিবিশিষ্টা তোমাকে লাভ করিয়াছেন। হে সর্ব্বোত্তমে! তুমি রসবতী রমণীগণের মধ্যে প্রধানা। অহো! বিধাতার কি অকৌশল! নিরন্তর কামবাণে পীড়িতা তোমার তপস্বীর সহিত সঙ্গম সঙ্ঘটন করিয়াছেন। বিজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞের সহিত সঙ্গমে কোন্ সুখ সমুৎপন্ন হয়? কিন্তু বিদগ্ধার তাদৃশ বিদগ্ধ বরের সহিত সঙ্গমে সুখসাগর উচ্ছলিত হয়। হে ঈশ্বরি! হে কামিনি! তুমি বৃথা কি নিমিত্ত কর্ম্মদোষেই হউক কিংবা আত্মদোষেই হউক কাম দ্বারা দগ্ধা হইতেছ? অথবা স্ত্রীগণের চিত্ত কে বুঝিতে পারে? তুমি নবযুবতী, বৃদ্ধস্বামী দ্বারা তোমার দুর্লভ নবযৌবন দিন দিন বৃথা অতীত হইতেছে। সেই বৃহস্পতি নিরন্তর তপস্যাপর হইয়া স্বপ্ন কিংবা জাগরণে নিরন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করেন। তুমি সকল কামকলায় অভিজ্ঞা কামুকী নিরন্তর অভিলাষানুরূপ যুবকের সহিত আপনার অতিশয় শৃঙ্গার কামনা অভিলাষ কর। হে কান্তে! তোমার মনের কামনা এক প্রকার এবং তোমার ভর্ত্তার অভিলাষ অন্য প্রকার; ভিন্নভিন্নরুচি নায়ক নায়িকাদ্বয়ের সঙ্গমে কি প্রকারে প্রীতি হইবে? উপস্থিত অতিমনোরম বসন্তকালে মাধবীবনে গন্ধচন্দনাদি দ্বারা চর্চ্চিত, বসন্তকালীন পুষ্পসমৃদ্ধি দ্বারা রচিত শয্যায় আমার সহিত সুখ অনুভব কর! সুগন্ধ পুষ্পসমূহে আকীর্ণ জনশূন্য সেই চন্দনবনে—হে ভাগ্যবতি যুবতীপ্রধানে! তুমি আমার সহিত রমণ কর। সুশীতল চম্পকবায়ু দ্বারা রমণীয় চম্পকবনে চম্পকশয্যায় আমার সহিত ক্রীড়া কর। হে রামে! রমণীয় মলয়াচলের দ্রোণীতে মন্দ মন্দ চন্দনবৃক্ষসম্পর্কীয় বায়ু দ্বারা রম্য অতীব নির্জ্জন বনে আমার সহিত রমণ কর। হে সুন্দরি! দেবগণের প্রার্থনীয় নর্ম্মদাতীরস্থ স্বর্ণরেখাতটবনে আমার সহিত রমণ কর। ১৪—২৭। কন্দর্প অপেক্ষা অতি সুন্দর মন্দবুদ্ধি চন্দ্র এই প্রকার বলিয়া কামবশ হইয়া মন্দাকিনীতীরে গুরুপত্নীর পদতলে পতিত হইল। চন্দ্রকর্ত্তৃক পথরোধ হওয়ায়, তারকার কণ্ঠ ওষ্ঠ এবং তালু শুষ্ক হইল; তিনি ক্রোধে নয়ন-পদ্মকে রক্তবর্ণ করিয়া নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন, রে পরস্ত্রীলম্পট! শঠ! তোকে ধিক্! তুই নিন্দনীয় এবং তোকে তৃণসদৃশ হীন বিবেচনা করি। অত্রির অভাগ্যক্রমে তোর মত কুলাঙ্গার পুত্র জন্মিয়াছে! তোর জীবন ব্যর্থ। অরে! মূর্খ! তুই রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া আপনাকে বলবান্ বিবেচনা করিতেছিস্। অদ্য তোর বিপ্রপত্নীর প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়ায়, সেই পুণ্য তোর ব্যর্থ হইল। যাহার চিত্ত পরস্ত্রীর প্রতি সংযুক্ত হয়, সে সকল কর্ম্মেই অশুচি এবং কর্ম্মের ফল লাভ করে না ও ত্রিভুবনে নিন্দার ভাজন হয়। তোর দ্বারা যদি আমার অমূল্য সতীত্বধন বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইবে। বেদে বর্ণিত আছে, অত্যুন্নত ব্যক্তিও নিপতিত হয়। দুষ্টগণের দর্পহন্তা শ্রীকৃষ্ণ তোর দর্প হনন করিবেন। বৎস! আমি তোমার মাতৃসদৃশী, আমার প্রতি অত্যাচার পরিত্যাগ কর। তোমার মঙ্গল হইবে। পতিব্রতা তারকা এই প্রকার বাক্য বলিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। এবং ধর্ম্ম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, ব্রহ্মা, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, আকাশ, পৃথিবী, দিনরাত্রি, সন্ধ্যা এবং দেবগণকে সাক্ষিরূপে নিশ্চয় করিলেন। চন্দ্র তারকার বাক্য স্মরণ করত ভীত হইলেন না; কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করত রথে সংস্থাপন করিলেন এবং মনের ন্যায় বেগবান্ মনোহর রথকে মনোযোগে চালন করত মনোহারিণী তারকার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ২৮—৩৮। চন্দ্র তাঁহার সহিত কখন স্কন্দনোপরি, কখন নন্দনবনে, কখন পুষ্পভদ্রকবনে, কখন পুষ্করতীর্থে, কখন নদীতীরে, কখন পুষ্পিত পুষ্পকাননে, কখন পুষ্প এবং চন্দনবায়ু দ্বারা সুগন্ধ শয্যায়, কখন সুস্নিগ্ধ চন্দন-চর্চ্চিত নির্জ্জন মলয়দ্রোণিতে, কখন পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কখন নদীতে নদীতে শৃঙ্গার করিয়া, শতবৎসর আনন্দে মুহূর্ত্তকালের ন্যায় গণনা করিলেন। অনন্তর চন্দ্র ভীত হইয়া, দৈত্যগণের গুরু মহাতেজা শুক্রের শরণাপন্ন হইলেন। দৈত্যগুরু শুক্র, বিপক্ষ সুরগুরু বৃহস্পতির প্রতি উপহাস করত চন্দ্রকে অভয় বর প্রদান করিলেন। দিতিপুত্রগণ আনন্দে সভামধ্যে হাস্য করত কলঙ্কী এবং ভীত চন্দ্রকে অভয় প্রদান করিল। পতিব্রতা তারার পাতিব্রত্যনাশ হেতু উৎপন্ন পাপসমূহ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমণ্ডলে মলময় শশরূপী কলঙ্ক হইল। বেদবিদ্বর শুক্র অতিশয় ভীত চন্দ্রকে হিত সত্য বেদবিহিত পরিণাম-সুখজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন;—কি আশ্চর্য্য! তুমি ব্রহ্মার পৌত্র এবং ভগবান্ অত্রির পুত্র। বৎস! নীচের ন্যায় এতাদৃশ

নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া অযশস্কর হইয়াছ। রাজসূয় যজ্ঞের ফলস্বরূপ নির্ম্মল কীর্ত্তিমণ্ডলবিশিষ্ট সুধা-রাশিতে সুরাবিন্দু সদৃশ কলঙ্ক উপার্জ্জন করিলে! দেবগুরু ধর্ম্মিষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর বৃহস্পতির সাধ্বী পত্নী তোমার মাতৃ-সদৃশী; ইহাঁকে পরিত্যাগ কর; শম্ভু এবং দেবগণের ঈশ্বর, আমার গুরুপুত্র, ব্রাহ্মণোত্তম অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি, নিরন্তর ব্রহ্মণ্যতেজে জাজ্বল্যমান। সদ্বংশপ্রসূত সাধুগণ গুণবান্ শত্রুরও গুণ কীর্ত্তন এবং দোষী গুরুরও দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহাদির স্বভাবই এই প্রকার। সুরগুরু বৃহস্পতির সদৃশ অন্য কেহই আমার বিশ্বমণ্ডলে শত্রু নাই। হে চন্দ্র! তথাপি ধর্ম্মতঃ স্বরূপাখ্যানে তাঁহার গুণ বর্ণন করিলাম। যে স্থানে ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা বাস করেন, সেই স্থানেই সনাতন ধর্ম্মের অধিষ্ঠান। যে স্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই কৃষ্ণ, যে স্থানে কৃষ্ণ সেই স্থানেই জয়। গো একটী, ব্যাঘ্রী পাঁচটী এবং সিংহী সাতটী শাবক প্রসব করে। কিন্তু হিংস্র সকলে শীঘ্রই নষ্ট হয়। ধার্ম্মিক গোশাবক ধর্ম্মকর্ত্তৃক রক্ষিত হয়। দেবগুরু এবং বিপ্রাদি যদিও সামর্থ্য-হেতু সকলকে রক্ষা করিতে সক্ষম হন; তথাপি ধর্ম্মনাশক মহাপাপীকে স্বেচ্ছাক্রমে রক্ষা করেন না। দেব এবং ব্রাহ্মণগণ কুলটা বিপ্রপত্নীতে গমন করিলে, ষোড়শ অংশ ব্রহ্মহত্যাপাপের এক অংশের ভাজন হয়; কিন্তু স্বয়ং উপস্থিতা কুলটা ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে, উক্ত একঅংশ পাপের চতুর্থ অংশের এক-অংশী হয়। উপস্থিতা রমণেচ্ছু কুলটার ত্যাগে ধর্ম্ম, কিন্তু পাপ মাত্র নাই, কমলযোনি এই প্রকার বলিয়াছেন। বেদ বলিতেছেন, পতিব্রতা বিপ্রপত্নীগণের বলাৎকারে,—পাতিব্রত্যহরণে শত ব্রাহ্মণবধের পাপ উৎপন্ন হয়।৩০—৫৮। হে মহাভাগ! সম্প্রতি ধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণীকে ত্যাগ কর। পাপ অনুষ্ঠানানন্তর অনুতাপপূর্ব্বক উক্ত পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে, মহাফল জন্মে। আমার শরণাগত এবং ভীত দেবরূপী তোমার পাপকে ধর্ম্মবিহিত উপায় দ্বারা দূরীভূত করিব যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক হইয়াও শস্ত্রহীন, ভীত, দীন এবং শরণাগত জীবকে রক্ষা না করে, সে একযুগপরিমিত কাল কুম্ভীপাকে নিবাস করে; যে ব্যক্তি উক্ত জীবগণকে রক্ষা করে, সে শতরাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং ধর্ম্মবলে ইহলোকে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়। দৈত্যগুরু এইরূপ বাক্য বলিয়া স্বর্গীয় মন্দাকিনীতটে উপনীত হইয়া স্বয়ং স্নান করত চন্দ্রকে স্নান করাইয়া বিষ্ণুপূজা করিলেন। পবিত্র বিষ্ণুপাদোদক শুভকর বিষ্ণুনৈবেদ্য এবং পুণ্যজনক গঙ্গাজল চন্দ্রকে ভোজন এবং পান করাইলেন। ৫৯—৬৩। শুক্রাচার্য্য পাপকর্ম্মে লজ্জিত ও ভীত চন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, যদি আজি আমার তপঃফল সত্য, হরিপূজা-ফল সত্য, ব্রতফল সত্য, তীর্থস্নানফল সত্য, দানফল সত্য ও উপবাসফল সত্য হয়; তবে তুমি পাপ হইতে মুক্ত হও। ত্রিসন্ধ্যাবর্জ্জিত, হরিসেবাবিহীন, সেই ব্রাহ্মণকে, এই সুদারুণ অতি ভয়ানক চন্দ্রের পাপ আশ্রয় লউক। যে ব্যক্তি নিজ পত্নীকে বঞ্চনা করিয়া পরস্ত্রীতে গমন করে, সেই পাপিষ্ঠ—চন্দ্রপাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে গমন করুক। যে দুশ্চরিত্রা দুর্ম্মুখা নারী, পতির প্রতি বাক্-তাড়না করে, সে চন্দ্রপাপে-পাপিনী এক যুগ লালামুখ নরকে নিশ্চিত অবস্থান করুক। যে ব্রাহ্মণ হরির অনিবেদিত বৃথান্ন ভোজন করে, সে চন্দ্রপাপে চারি যুগ কালসূত্র নরকে গমন করুক। যে নরাধম, অম্বুবাচীদিবসে মৃত্তিকা খনন করে, সে চন্দ্রপাপে শতযুগ—কালসূত্র নরকে গমন করুক। যে নারী স্বপতিকে বঞ্চনা করিয়া পরপুরুষে গমন করে সে, চন্দ্রপাপে চারিযুগ বহ্নিকুণ্ড নরকে গমন করুক।৬৪—৭১। যে ব্যক্তি রজোগুণাধিক্যবশতঃ পরকীর্ত্তি বিলোপ করিয়া নিজকীর্ত্তি খ্যাপন করে, সে চন্দ্রপাপে একযুগ কুম্ভীপাকে গমন করুক। যে পাপিষ্ঠ, নিজ পিতা, মাতা, ভার্য্যা ও গুরুকে পালন না করে, সে নিশ্চয়ই চন্দ্রপাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হউক। যে, বেশ্যান্ন, পতিপুত্র-বিহীনার অন্ন ও ঋতুস্নাতার অন্ন ভোজন করে, চন্দ্রপাপ সেই পাপীকে নিশ্চিত আশ্রয় করুক। সেই পাতকী, সেই পাপে, চারিযুগ কুম্ভীপাকে গমন করুক ও তাহা হইতে, উত্তীর্ণ হইয়া চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হউক। যে মহাপাপী, দিবসে মৈথুন করে, অথবা কামী হইয়া স্বেচ্ছায় গর্ভিণী বা রজস্বলা নারীতে গমন করে, এই মহাঘোর চন্দ্রপাপ সেই পাপীতে গমন করুক। সেই পাপে, সে চারিযুগ কালসূত্র নরকে গমন করুক। যে ব্যক্তি কামপীড়িত হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্ত্রীর মুখ, নিতম্ব ও স্তন দেখে, সে চন্দ্রপাপে চারিযুগ লালাভক্ষ নরকে গমন করুক; তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অন্ধ, ও ক্লীব চণ্ডাল হউক। যে ব্যক্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও রবিবারাদিবসে, মাষ, মসূর বা লকুচ ভোজন করে, অথবা মৈথুন করে, চন্দ্র-পাপ তাহাকে আশ্রয় করুক; ও সেই পাপে চারিযুগ কালসূত্র-নরকে গমন করুক। সেই পাপী তাহা

হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হউক ও সপ্তজন্ম মহারোগী, দরিদ্র ও কুষ্ঠী হউক। ৭৩—৮২। যে মহাপাপী একাদশী কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি-দিনে ভোজন করে, চন্দ্রপাপ তাহাতে গমন করুক। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সে কুম্ভীপাকে গমন করুক। সেইপাপে চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হউক। যে ব্রাহ্মণ তাম্রপাত্রস্থ দুগ্ধ, মধু ও উচ্ছিষ্টপাত্রে ঘৃত, কাংস্যপাত্রে নারিকেল জল, লবণযুক্ত দুগ্ধ, পীতাবশিষ্ট জল, ভোজনাবশিষ্ট অন্ন; এই সকল ও দিনের মধ্যে বা রাত্রির মধ্যে একাধিকবার অন্ন ভোজন করে; এই ভয়ানক দুর্নিবার চন্দ্রপাপ তাহাতে গমন করুক; সে সেই পাপে চারিযুগ অন্ধকূপনরকে গমন করুক। যে বিপ্র নিজ-কন্যা-বিক্রয়ী, দেবল, বৃষবাহক, শূদ্রের শবদাহী বা তাহাদিগের পাচক, অশ্বত্থবৃক্ষচ্ছেদী, বিষ্ণুনিন্দক বা বৈষ্ণবনিন্দক; সেই পাপীকে এই দারুণ চন্দ্রপাপ দৃঢ়তররূপে আশ্রয় করুক। সেই পাতকী সেই পাপে তপ্তশূর্ম্মী নরকে গমন করিয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নিয়ত দগ্ধ হউক। ঐ পাপী তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হউক। সে সপ্তজন্ম চণ্ডাল, পঞ্চজন্ম বৃক্ষ; শতজন্ম গর্দ্দভ, শতজন্ম শূকর, সপ্তজন্ম তীর্থকাক, পঞ্চজন্ম বিষ্ঠার কৃমি, শতজন্ম কিঞ্চুলুক হইয়া পরে শুদ্ধ হউক। ৮৩—৯৩। যে মহাপাপী, বৃথামাংস, বা নিজ ভোজনার্থ পক্ব অনুৎসৃষ্ট অন্ন ভোজন করে, চন্দ্রপাপ তাহাতে গমন করুক ও ঐ পাপে সে চারিযুগ অসিপত্র নরকে বাস করুক; পরে সপ্তজন্ম, সর্প হইয়া শুদ্ধ হউক। যে ব্রাহ্মণ, কুসীদজীবী, যোনিজীবী, চিকিৎসক, হরিনামবিক্রেতা, বেদবিক্রয়ী, নিজধর্ম্ম-প্রকাশক, আত্মপ্রশংসাকারী, মসীজীবী, দূত, বা বেশ্যাপোষ্য হয়, চন্দ্রপাপ তাহাতে গমন করুক! চন্দ্র নিষ্পাপ হউক। সে ঐ পাপে দারুণ শূলপ্রোত নরকে গমন করুক। তথায় চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকালপর্য্যন্ত শূলবিদ্ধ হউক; পরে দরিদ্র, রোগী, অদীক্ষিত নরপশু হউক। যে ব্রাহ্মণ,—লাক্ষা, মাংস, পারদ, তিল, লবণ, অশ্ব বা লৌহ বিক্রয় করে; যে নরঘাতী, চৌর ও নটের কার্য্যকারী, তাহাতে চন্দ্রপাপ গমন করুক; সে সেই পাপে দুঃসহ, ক্ষুরধার নরকে গমন করুক; তথায় সহস্র ইন্দ্রের স্থিতিকালপর্য্যন্ত ছিন্নদেহ হউক, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সপ্তজন্ম শৃগাল, সপ্তজন্ম ভল্লুক, সপ্তজন্ম কুক্কুর, শতজন্ম মৎস্য, সপ্তজন্ম গণ্ডূক, সপ্তজন্ম গণ্ডূক হউক। পরে সেই নরাধম, কর্ম্মকার, রজক, তৈলকার, বর্দ্ধকী, নাবিক, শবজীবী, ব্যাধ, স্বর্ণকার, কুম্ভকার ও লৌহকার হইয়া পরে ক্ষত্রিয়, তৎপরে ব্রাহ্মণ হইবে; হে দ্বিজ! এইরূপে শুক্র চন্দ্রকে শুদ্ধ করিয়া তারাকে কহিলেন; হে মহাসাধ্বি! তুমি চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্বপতির নিকটে গমন কর; তুমি পবিত্রহৃদয়া, প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীতও শুদ্ধ হইলে; অকামা নারী বলিষ্ঠ উপপতিকর্ত্তৃক আক্রান্তা হইলে, দূষিতা হয় না। শুক্রাচার্য্য, সহাস্যবদন চন্দ্র ও হাস্যমুখী তারাকে এই প্রকার কহিয়া কল্যাণ আশীর্ব্বাদ করিলেন। ৯৩—১০৮।

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—·—

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—চন্দ্রকর্ত্তৃক তারা অপহৃত হইলে পর বৃহস্পতি কি করিয়াছিলেন; কিরূপেই বা সেই সাধ্বীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা আমাকে বিশেষরূপে বলুন। নারায়ণ কহিলেন;—বৃহস্পতি তারার স্নানে বিলম্ব দেখিয়া তাহার অন্বেষণার্থ নিজে মন্দাকিনীতীরে শিষ্য পাঠাইলেন। হে নারদ! ঐ শিষ্য মন্দাকিনীতীরে গমন করত লোকমুখে তারাহরণ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রোদন করিতে করিতে গুরুসমীপে কহিল; বৃহস্পতি, স্বীয়পত্নী চন্দ্রকর্ত্তৃক হৃতা হইয়াছে, এই বার্ত্তা শ্রবণ করত মুহূর্ত্তকাল মূর্চ্ছিত হইলেন; পরে চেতনা পাইলেন। তখন সশিষ্য বৃহস্পতি দুঃখিতহৃদয়ে উচ্চৈস্বরে রোদন এবং লজ্জা ও শোকবশতঃ বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ শোকার্ত্ত বৃহস্পতি, সজলনয়নে, শোকসন্তপ্ত অশ্রুপূর্ণ-নয়ন শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বেদানুসারী ইতিহাসবাক্য কহিলেন;—বৎসগণ! আমি কোন্ ব্যক্তিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত; ও তাহার কারণই বা কি; কিছুই জানিতেছি না। যে ব্যক্তি অধার্ম্মিক, সেই নিশ্চিত দুঃখ পায়। যাহার গৃহে প্রিয়বাদিনী সাধ্বী ভার্য্যা নাই, তাহার বনে গমন করা কর্ত্তব্য; তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই তুল্য। যাহার চিত্তানুকূলা ভার্য্যা শত্রুকর্ত্তৃক অপহৃতা হয়, তাহার বনে গমন করা কর্ত্তব্য; তৎপক্ষে অরণ্য ও গৃহ দুই তুল্য। যাহার গৃহ হইতে সুশীলা সুন্দরী ভার্য্যা গমন করে; তাহার বনে গমন করা উচিত; তৎপক্ষে বন ও গৃহ উভয়ই সমান। ১—১০। যাঁহার গৃহে জননী ও চারুহাসিনী সহধর্ম্মিণী নাই, তাহার অরণ্যে গমন করা কর্ত্তব্য; বন ও গৃহ উভয়ই তৎপক্ষে তুল্য।

যাহার গৃহ, ধন ও বন্ধুগণে পূর্ণ হইয়াও প্রিয়াবিহীন, তাহার অরণ্যে গমন করা কর্ত্তব্য; বন ও গৃহ তৎপক্ষে তুল্য। ভার্য্যাশূন্য গৃহ বনতুল্য; ভার্য্যাযুক্ত গৃহই গৃহ; কেননা গৃহিণীকেই গৃহ কহে; গৃহকে গৃহ কহে না। স্ত্রীবিহীন ব্যক্তি দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অপবিত্র; সে ঐ কর্ম্ম করিলে তাহার ফলভাগী হয় না। যেমন দাহিকা-শক্তিবিহীন অগ্নি প্রভাহীন সূর্য্য, শোভাহীন চন্দ্র, বলহীন জন্তু কর্ম্মের অযোগ্য; শরীর ব্যতীত আত্মা, আধার ব্যতীত আধেয়, প্রকৃতি ব্যতীত ঈশ্বর ও প্রধান সামগ্রী ফলদায়িনী দক্ষিণা ব্যতীত যজ্ঞ যেমন কর্ম্মের ফলদানে অশক্ত ও যেরূপ স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতীত স্বকার্য্যসাধনে অসমর্থ,—হে দ্বিজগণ! কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা ব্যতীত স্বকার্য্য সাধনে অসমর্থ; সেইরূপ গৃহস্থ ভার্য্যা ব্যতীত সর্ব্বদা সকল কার্য্যে অনধিকারী। সকল কার্য্যেরই মূল ভার্য্যা; সেইরূপ গৃহেরও মূল ভার্য্যা। গৃহস্থদিগের গৃহে সর্ব্বদা সকল সুখ, নিয়ত আনন্দ ও মঙ্গলের মূল ভার্য্যা। সংসার ও গৌরবের ভার্য্যাই মূল। রথীদিগের রথের মত গৃহীদিগের ভার্য্যাই মূল। সকল রত্নের প্রধান স্ত্রীরত্ন, অধম কুল হইতেও গৃহস্থ গ্রহণ করিবে; ইহা পদ্মযোনি কহিয়াছেন। যেমন পদ্ম ভিন্ন জলের শোভা ও জল ভিন্ন পদ্মের শ্রী হয় না; সেই মত গৃহিগণের গৃহিণী ব্যতীত কিছু মাত্র গৃহে সুখ নাই। এইরূপে সেই বৃহস্পতি বিলাপ করিয়া বারংবার গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিলেন ও শোকার্ত্ত হইয়া পুনঃপুনঃ বহির্গত হইতে লাগিলেন। আর তিনি ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা ও চেতনা পাইতে লাগিলেন ও প্রিয়াগুণ স্মরণ করত পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাজ্ঞানী বৃহস্পতি, সাধু শিষ্য ও অন্যান্য জ্ঞানী মুনিগণকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া ইন্দ্রভবনে গমন করিলেন। বৃহস্পতি অতিথিসৎকার-কুশল ইন্দ্রকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাকে হৃদ্গত শল্যের মত নিজ অপ্রিয় বৃত্তান্ত কহিলেন। ইন্দ্র, বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে কম্পিতাধর ও লোহিতলোচন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন;—দৌত্যকার্য্যে অতি-নিপুণ ও দক্ষ সহস্র দূত, তাঁহার অন্বেষণের জন্য গমন করুক। যেখানে ঐ পাপিষ্ঠ চন্দ্র, আমার মাতা তারার সহিত আছে, সেইখানে সজ্জিত হইয়া সকল দেবগণের সহিত গমন করিতেছি। হে মহাভাগ! চিন্তা ত্যাগ করুন, সকলই মঙ্গল হইবে। এই দুষ্কর অশুভ, শুভেরই কারণ! বিপদ্ না হইল কাহার সম্পদ্ হয়? হে নারদ, ইন্দ্র এইরূপ কহিয়া অন্বেষণকার্য্যে কুশল সহস্র দূত শীঘ্র পাঠাইলেন। সেই সকল দূতেরা জগতের অনতিক্রমণীয় ও নির্জ্জন স্থান সমুদয় শত বৎসর ভ্রমণ করিয়া শুক্রাচার্য্যগৃহে গমন করিল। শুক্রভবনে তাঁহার শরণাপন্ন সুস্থ ভীত চন্দ্রকে তারাসহ অবস্থিত দেখিয়া, সেই বৃত্তান্ত ইন্দ্রকে কহিল। শোকসন্তপ্ত ইন্দ্র, ইহা শ্রবণ করিয়া, দুঃখিত হৃদয়ে অধোবদন বৃহস্পতিকে কহিলেন;—হে নাথ! আমি পরিণাম-সুখকর বাক্য কহিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ! ভয় ত্যাগ করুন, সকলই মঙ্গল হইবে। আপনি শুক্রকে জয় করেন নাই; আমা কর্ত্তৃকও দৈত্যগণ পরাজিত হয় নাই; এই বিবেচনা করিয়া চন্দ্র শুক্রকে আশ্রয় লইয়াছে। এক্ষণে আপনি আমাদিগের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করুন, ব্রহ্মার সহিত আমরা কৈলাসে দেব-দেব মহাদেবের নিকটে গমন করিব। সন্তপ্ত মহেন্দ্র এইরূপ করিয়া, বৃহস্পতির সহিত কল্যাণপ্রদ মনোহর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় ব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া বৃহস্পতির সহিত প্রণাম করিলেন ও দেব-দেবকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। কমলযোনি, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন ও বিনীত ইন্দ্রকে হিতজনক নীতিগর্ভ সত্যবাক্য কহিলেন;—যে সর্ব্বপ্রকারে পরকে দুঃখ দেয় তাহাকে সেই সর্ব্বশাস্তা সনাতন কৃষ্ণ দুঃখ দেন! আমি সকলের স্রষ্টা; সনাতন বিষ্ণু ঐ সৃষ্টির রক্ষক; রুদ্র ঐ সকলের সংহারকর্ত্তা ও শিব সর্ব্বতোভাবে উহার বিধান করেন; ধর্ম্ম সর্ব্বদা সর্ব্বসাক্ষী ও সকলের কারণ; বিষয়াসক্ত সকল দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করিতেছেন। অঙ্গিরার বেদবেদান্তপারদর্শী বৃহস্পতি, উতথ্য ও জিতেন্দ্রিয় সম্বর্ত্ত; এই তিন পুত্র। ২৩—৩৫। বৃহস্পতি কনিষ্ঠ সহোদর শিষ্য সম্বর্ত্তকে কিছুই পৈতৃক ধন দেন নাই; সে কারণে তিনি তপস্বী হইয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেছেন। গর্ভিণী সাধ্বী অকামুকী ভ্রাতৃজায়া, উতথ্যের ভার্য্যাকে ঐ বৃহস্পতি স্বেচ্ছায় হরণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ভ্রাতৃজায়া হরণ করে, সে চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে গমন ও সহস্রব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ লাভ করে এবং মাতৃগমনের তুল্য পাপী হয়; ইহাতে সংশয় নাই। হে ইন্দ্র! ঐপাপী তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, বিষ্ঠাকৃমি হইয়া জন্মায়। তথায় ঐ পাপিষ্ঠ সহস্রকোটি বৎসর অবস্থান করিয়া, সহস্রকোটি বৎসর পুংশ্চলীযোনিতে কৃমি হইবে। ভ্রাতৃজায়া-হরণপাপে ঐ পাপী সহস্রকোটিজন্ম গৃধ্র, শতজন্ম কুক্কুর ও শতজন্ম শূকর হইবে। যে বলিষ্ঠ ব্যক্তি দুর্ব্বল

জ্ঞাতিকে তাহার পৈতৃক ধন না দেয় ; সে চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। কর্ম্মের ভোগ না হইলে, শতকোটি কল্পেও ক্ষয় হয় না ; অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। বৃহস্পতি জগদ্গুরু শিবেরও গুরুপুত্র, এ কারণে এই বৃত্তান্ত বলিশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরকে জ্ঞাত করান ; সকল দেবগণ সবাহনে সজ্জিত হইয়া নর্ম্মদাতটে অবস্থান করুন ও মুনিগণও মধ্যস্থ হইয়া থাকুন। ৪৬—৫৫। শিবের এই পূজনীয় গুরুপুত্র শীঘ্র কৈলাসে গমন করুন, আমি পবিত্র নর্ম্মদাতটে যাইতেছি। ইন্দ্র কহিলেন ;—এই বৃহস্পতি—কিরূপে বেদপ্রণেতা, সিদ্ধ ও যোগিগণের গুরু, মৃত্যুঞ্জয় শিবের গুরুপুত্র হইলেন ? অঙ্গিরা আপনার পুত্র, তাঁহার পুত্র বৃহস্পতি ; মহাদেব, আপনা অপেক্ষাও জ্ঞানী, কিরূপে ঐ বৃহস্পতির পিতার শিষ্য হইলেন ? ব্রহ্মা কহিলেন ; —হে ইন্দ্র ! এই কথা পুরাণে অতিগোপনে কথিত আছে ; এই পুর্ব্বতন বৃত্তান্ত কহিতেছি শ্রবণ কর ;— পূর্ব্বে অঙ্গিরার ভার্য্যা কর্ম্মদোষে মৃতবৎসা হইলে, আমার কথানুসারে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি পুংসবন-নামক কৃষ্ণ-ব্রত করিলেন। ঐ ব্রত সনৎকুমার তাঁহাকে করাইয়াছিলেন ; তৎকালে দয়াময়, ভক্তের প্রতি কৃপাবশতঃ দেহধারী, স্বেচ্ছাময়, উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ, পরমাত্মা গোলোক হইতে আসিয়া কৃপাময় সনৎকুমারকর্ত্তৃক স্তুত হইলেন ও অনশন-ক্লেশক্ষীণা ব্রতধারিণী সবাষ্পনয়না বিনীতা প্রণামনিরতা অঙ্গিরাপত্নীকে কহিলেন ;—তোমার ব্রতের ফলস্বরূপ, মদীয় তেজোবিশিষ্ট এই ফল ভোজন কর ; ইহাতে আমার অংশে আমার বরপুত্ররূপে তোমার পুত্র জন্মিবে। ৫৬—৬৪। হে সাধ্বি ! আমার বরে সকল দেবগণের প্রভু গুরুশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণেরও অগ্রগণ্য বৃহস্পতি নামে তোমার পুত্র হইবে। যে আমার বরে জন্ম লাভ করে, সে আমারই বরপুত্র হইয়া থাকে ; তোমার গর্ভে আমার যে পুত্র হইবে, সে চিরজীবী হইবে। বরজ, বীর্য্যজ, ক্ষেত্রজ, পাল্য, বিদ্যাজ, মন্ত্রজ, দত্তক, এই সপ্ত প্রকার পুত্র হইয়া থাকে। সেই রাধিকানাথ এইরূপ কহিয়া গোলোকে গমন করিলেন। সে কারণে বৃহস্পতি—কৃষ্ণের পুত্র ; জ্ঞানী ও দেবগণের গুরু হইয়াছেন। পূর্ব্বে মহাদেব, দিব্যমানের ত্রিলক্ষ বৎসর তপস্যা করেন ; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয়াত্মক মহদ্জ্ঞান, স্বীয় অখিল জ্ঞান, উৎকৃষ্ট আত্মতেজ, বিষ্ণুমায়াত্মিকা আত্মশক্তি, নিজাংশভূত বাহন বৃষ, ত্রিশূল, কবচ ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন ;—তখন দয়াময় পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ, তৎকর্ত্তৃক বহুতর স্তুত হইয়াছিলেন। সেই বিষ্ণুমায়া, শিবলোকে শিবপ্রিয়া শিবানামে কথিতা হন ; ইহা নারায়ণের শক্তি, একারণে তাঁহাকে নারায়ণী কহে। সেই সনাতনী শক্তি, সকল দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়া অসুরকুলনিধন ও দেবগণকে স্ব স্ব পদ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই আদি প্রকৃতি, সাধ্বী সিদ্ধযোগিনী বিষ্ণুমায়া, কল্পান্তে দক্ষতনয়া সতীরূপিণী হইয়া পিতা দক্ষের যজ্ঞে স্বামিনিন্দা শ্রবণ করায় তনুত্যাগ করিয়া, পর্ব্বততনয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়া, বহুকাল কঠোর তপস্যা আচরণপূর্ব্বক ঐ শঙ্করী পতি শঙ্করকে পাইয়াছিলেন। ৬৪—৭৫। পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেবের গুরু, আর এই বৃহস্পতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বরপুত্র ; এই কারণে বৃহস্পতি দেবগণের গুরু ও শিবের গুরুপুত্র ; এই আমি অতি গুহ্য পুরাতন বৃত্তান্ত করিলাম। এই প্রধান সম্বন্ধ, যেরূপ আমি শুনিয়াছি ; ঐ উভয়ের অন্য এক পরম্পর সম্বন্ধ কহিতেছি শ্রবণ কর ; প্রতাপশালী দুর্ব্বাসা ও গরুড় উভয়ই শঙ্করের অংশজাত। এই দুই জনই অঙ্গিরার শিষ্য, সেই হেতুও বৃহস্পতি শিবের গুরুপুত্র। প্রাণাধিকা সতী, দক্ষশাপে প্রাণত্যাগ করিলে ভগবান্ মহাদেব নিজ জ্ঞান মোহবশতঃ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তখন অঙ্গিরা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মহাদেবকে তদীয় জ্ঞান স্মরণ করাইয়াছিলেন ; এই কারণেও আমার পুত্র অঙ্গিরা মহাদেবের গুরু। বৃহস্পতি, শীঘ্র কৈলাসে গমন করুন। হে পুত্র ! তুমি এক্ষণে সকল দেবগণের সহিত সজ্জিত হইয়া নর্ম্মদাতটে গমন কর। হে নারদ ! জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। বৃহস্পতি কৈলাসে ও ইন্দ্র নর্ম্মদাতটে গমন করিলেন। ৭৬—৮৩।

প্রকৃতিখণ্ডে উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শিন্ মহাত্মন্ নারায়ণ ! আজি আমি আপনার মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত অমৃততুল্য বাক্যসকল পান করিলাম। এক্ষণে বৃহস্পতি কৈলাসে গমন করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহাদেবকে কি বলিয়াছিলেন ; তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। সেই জগৎকর্ত্তা শিবই বা কি প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন ? হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! এই সকল কথা আপনি বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। নারায়ণ কহিলেন ; —লজ্জায় মলিনমুখ শোভাহীন বৃহস্পতি, শীঘ্র

কৈলাসে গমন করিয়া, মহাদেবকে প্রণাম করত অগ্রে অবস্থান করিলেন। মহাদেব, গুরুপুত্রকে অবলোকন-মাত্রে কুশাসন হইতে উত্থিত হইলেন ও তাঁহাকে শীঘ্র আলিঙ্গন ও মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন মহাদেব, ভীত ও লজ্জিত বৃহস্পতিকে আসনে বসাইয়া কুশল বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন ও সুমধুর বাক্যে কহিলেন,—কেন আজি তুমি এ প্রকার দুঃখিত; মলিন বাষ্পাকুল-নয়ন, ভীত ও লজ্জিত; তাহার কারণ বল। হে মুনে! তোমার তপস্যায় কি কোনরূপ ব্যাঘাত হইয়াছে? সন্ধ্যা, কিংবা শ্রীকৃষ্ণসেবায় কি, দৈবদোষে ব্যাঘাত হইয়াছে? কি গুরুদেবে কিংবা অভীষ্টদেব হরিতে ভক্তিহীন হইয়াছ? কিংবা সমাগত শরণাপন্ন ব্যক্তির রক্ষা করিতে পার নাই? অথবা তোমার অতিথি বিমুখ হইয়াছে? তোমার অবশ্য-পোষ্য সকল কি বুভুক্ষায় পীড়িত? তোমার সেই স্ত্রী কি স্বাধীনা হইয়াছে? কিংবা তোমার পুত্র কটূবাদী বা তোমার শিষ্য সুশাসিত হয় নাই? ভৃত্য সকল কি উত্তর প্রদান করে না? কিংবা তোমার লক্ষ্মী বিমুখী বা তোমার গুরুদেব কুপিত হইয়াছেন?। ১—১১। তোমার গুরুদেব,—বশিষ্ঠ গৌরবান্বিত, মহান্, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত এবং সাধুগণের অগ্রণী; তাঁহার ত কোপ সম্ভবে না। অভীষ্ট দেব হরি কি কুপিত হইয়াছেন? বিপ্রগণ বা বৈষ্ণবগণ তোমার প্রতি কি ক্রুদ্ধ হইয়া-ছেন? তোমার কি শত্রু প্রবল হইয়াছে? কিংবা তোমার বন্ধুবিচ্ছেদ বা বলবানের সহিত বিরোধ হই-য়াছে? কিংবা তোমার পদ, বন্ধু, ধন পরকর্তৃক অপহৃত হইয়াছে? হে বৃহস্পতে! কোন ক্রূর বা পাপী ব্যক্তি কি তোমার নিন্দা করিয়াছে? অথবা কোন প্রিয়তম বন্ধুকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ? তুমি কি বৈরাগ্য বা ক্রোধবশতঃ কোন বন্ধুকে পরিত্যাগ করি-য়াছ? তীর্থে স্নান বা পুণ্যদিনে কি দান কর নাই? খলের মুখ হইতে কি গুরুনিন্দা বা বন্ধুনিন্দা শ্রবণ করিয়াছ? সাধুগণের গুরুনিন্দা শ্রবণ মরণ হইতেও অতিরিক্ত কষ্টকর। নীচকুলোদ্ভব অসাধু নারকী খলগণের, পুনঃপুনঃ সাধুদিগের নিন্দা করাই দুঃস্বভাব। আর পর-প্রশংসাকারী পুণ্যবান্ সাধুগণ, ভারতে নিয়ত-কল্যাণ-ভাজন হইয়া সর্ব্বদা সুস্থচিত্তে বাস করেন। পুত্র, যশ, জল, সম্পত্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ প্রজা, ভূমি, ধন, বাক্য, উন্নতি, পবিত্র স্বভাব ও আচার-ব্যবহার, এই সকল বিষয় দ্বারা মনুষ্যের হৃদয় জ্ঞাত হওয়া যায়। ১২—২১। যাহাদিগের যেরূপ অন্তর, তাহাদিগের সেইরূপ কল্যাণ হয়, ও যাহাদিগের যেরূপ পূর্ব্ব পুণ্য সঞ্চয় থাকে, তাহাদিগের সেই মত অন্তর হয়। মহাদেব, সেই স্থলে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন; তখন বাগীশ্বর বৃহস্পতি স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন;—হে ঈশ্বর! যাহা হইয়াছে, তাহা অকথ্য, কি আর কহিব,—লোক পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মেরই অধীন। জীব, জন্মে জন্মে নিজ নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ করে, এই ভারতে ফলভোগব্যতীত কর্ম্মের ক্ষয় নাই। হে প্রভো! এ ভারতে মনুষ্যের সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক, স্বকৃত কর্ম্মবশতই হয়, ইহা কেহ কেহ কহেন; আর কেহ কেহ কহেন, দৈববশতঃ; অন্য কেহ কহেন, স্বভাবেতে করিয়া ঐ সকল হয়। হে বেদবেদাঙ্গপারগ! বেদে এই তিন প্রকার মতই উক্ত আছে। জীব, স্বয়ং কর্ম্মের জনক, সেই কর্ম্ম দৈবসাপেক্ষ; স্বভাবও মনুষ্যের আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুরূপ হয়। সকল জীবেরই প্রতিজন্মে নিজ প্রাক্তন-কর্ম্মবশতঃ সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক আপনার সহিত জন্মে। জীব, সগুণ; সর্ব্বদা নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে; আত্মা, গুণশূন্য প্রকৃতি হইতে পৃথক্ সাক্ষী থাকিয়া কর্ম্মফল ভোগ করান। সেই সকল-ফল-দাতা আত্মাই সকলের সেব্য, তিনিই দৈব, স্বভাব ও কর্ম্ম সৃজন করেন। ২২—৩১। কর্ম্মবশতই নরের লজ্জা, প্রশংসা ও প্রফুল্লতা হয়; এক্ষণে আমার এই ব্যাপার অতি লজ্জাকর; তথাপি আপনার নিকটে কহিতেছি। হে নারদ! বৃহস্পতি ইহা কহিয়া সকল বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিলেন। লজ্জানাথ মহাদেব উহা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। হে নারদ! তখন কুপিত শূলীর কর হইতে হঠাৎ জপমালা নিপতিত হইল; তিনি স্বয়ং কম্পিতকলেবর ও আরক্তলোচন হইলেন। যিনি সংহারকারী রুদ্রের ঈশ্বর, পালক বিষ্ণুর সখা, স্রষ্টা ব্রহ্মার স্তুতিপাত্র ও মান্য, গুণাতীত, প্রধান পুরুষ, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, সেই শিব ক্রোধে শুষ্ক-কণ্ঠতালু হইয়া কহিতে লাগিলেন, ইহ-লোকে বিষ্ণুভক্ত সাধুগণের মঙ্গল হউক ও বিষ্ণুভক্তি-বিহীন অসাধুদিগের পদে পদে অমঙ্গল হউক। যে দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি বৈষ্ণবদিগকেও দুঃখ দেয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহার সংহারক; পদে পদে তাহার বিঘ্ন হয়। অবৈষ্ণব-দিগের হৃদয় পবিত্র নহে—সর্ব্বদা কলুষিত। কারণ, বিষ্ণু-মন্ত্রের স্মরণই মনের নির্ম্মলতার কারণ। মনুষ্যের বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসনায় হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, ও নিজ দুষ্কৃতেরও ক্ষয় হয়। ৩২—৪০। অহো! শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের কি নির্ম্মল স্বভাব যে অমার্গ-গামী ভার্য্যাপহারী শত্রু চন্দ্রকে বৃহস্পতি শাপ দেন

নাই। আর বৃহস্পতির গুরু, কোপশূন্য, ধার্ম্মিক, মুনি-বশিষ্ঠদেব স্বীয় শত-পুত্র-হন্তা শক্রুকেও শাপ দেন নাই! আমার ভ্রাতা সুরগুরু বৃহস্পতির নিশ্বাসেও নিমেষমধ্যে শত চন্দ্র ভস্মীভূত হইতে পারে, তথাপি কেবল ধর্ম্মভঙ্গভয়ে তাহাকে শাপ দেন নাই। শাপদাতা কুপিত তপস্বী জনের তপস্যা নষ্ট হয়। কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মার তনয় ধার্ম্মিক বিষ্ণু-পরায়ণ তপোনিষ্ঠ অত্রির এমত পরনারীলোভী বঞ্চক অধার্ম্মিক পুত্র হইয়াছে! ব্রহ্মার পুত্রগণ ধার্ম্মিক বিষ্ণুপরায়ণ ব্রহ্মণ্যতেজসম্পন্ন। তন্মধ্যে কেহ দেব, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ দৈত্য; পৌত্রগণও এইরূপ। যাহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী, তাহারা ব্রাহ্মণ, রজোগুণাবলম্বী দেবগণ, আর দৈত্যগণ—তমোগুণাবলম্বী, বলিষ্ঠ, উগ্রস্বভাব ও সর্ব্বদা উদ্ধত। ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মানুরক্ত ও নারায়ণোপাসক, দেবগণ শিব ও শক্তির উপাসক, আর অসুরগণ পূজাবিবর্জ্জিত। ৪১—৪৮। ব্রাহ্মণগণ, মুমুক্ষু ও বিষ্ণুসেবক হইয়া বিষ্ণুর দাস্য লাভ করিতে ইচ্ছা করে, দেবগণ ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করে ও তামসিক অসুরগণও ঐরূপ। নিষ্কাম ব্রাহ্মণগণের গুণাতীত প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের গুণার্চ্চনাই স্বধর্ম্ম। যে ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে পরমপদ লাভ করে, আর যাঁহারা অন্যের উপাসক, তাঁহারা অন্যের সহিত প্রাকৃতিক লয় প্রাপ্ত হয়। দ্বিজগণ—সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ও সাধু হইবে; বিষ্ণুভক্তিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। সাধু বৈষ্ণবগণ, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী হউন, তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর চক্র,—সুদর্শন নিয়ত রক্ষা করে। যেমন অগ্নিতে শুষ্কতৃণ ভস্মীভূত হয়, সেই মত অগ্নির তুল্য তেজস্বী বিষ্ণুভক্তগণেরও পাপ সকল ভস্ম হয়। যাহার কর্ণে গুরুমুখ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে; পণ্ডিতগণ সেই বৈষ্ণবকে অতি পবিত্র বলিয়া থাকেন। বিষ্ণুভক্তগণ, পিতৃপক্ষীয় শত পুরুষ, মাতামহকুলের শতপুরুষ, নিজ সহোদরগণ ও জননীকে উদ্ধার করে। গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিয়া পিণ্ডদাতাগণ কেবল পিণ্ডভোজীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ শত শত পুরুষকে উদ্ধার করেন। মনুষ্য, বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণমাত্রেই জীবন্মুক্ত হয়; গরুড়সমীপে সর্পের মত সেই বৈষ্ণবসমীপে যম অতিশয় ভীত হন। হে বাক্‌পতে! এই ভারতে গঙ্গাদিতীর্থ সকলের মত কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকগণ স্পর্শমাত্রেই লোক সকলকে পবিত্র করেন। তীর্থে, পাপিগণস্পর্শে যে কিছু পাপ উৎপন্ন হয়, তীর্থের ঐ সকল পাপ বৈষ্ণবগণের স্পর্শমাত্রেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকগণের পাদপদ্মের রজঃস্পর্শমাত্রেই পৃথিবী, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্রা ও অনিন্দিতা হন। বায়ু, পবন, অগ্নি, সূর্য্য—ইহাঁরা সকলকে পবিত্র করেন। ইহাঁরাও বৈষ্ণবস্পর্শমাত্রেই অবলীলাক্রমে পবিত্র হন; আমি, রুদ্র, অনন্ত, ও ধর্ম্ম আমরা সকলে কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ; আমরাও সানন্দে বৈষ্ণবসমাগম বাঞ্ছা করি। ভারতে সকলের কর্ম্মানুরূপ ফল হইয়া থাকে। সিদ্ধ ধান্যে যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ বৈষ্ণবগণের ঐ কর্ম্মানুরূপ ফল হয় না। ৫৭—৬৪। কৃপাময়, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, সেই ভক্তগণের পূর্ব্ব দুষ্কৃতের নাশ করেন ও কৃপাবশতঃ তাহাদিগকে স্ব স্ব পদ প্রদান করেন। সেই দুর্ব্বল চন্দ্র ভীত হইয়া, তেজস্বিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু-পরায়ণ ভৃগুতনয় শুক্রের শরণাগত হইয়াছে। হে বৃহস্পতে! তুমি সুদর্শন হইতেও বলিষ্ঠ শুক্রাচার্য্যকে জয় করিতে সমর্থ নহ; তথাপি মন্ত্রণা দ্বারা তোমার পত্নী তারাকে উদ্ধার করিব। এখন সত্যাশ্রয় ঈশ্বর পরব্রহ্ম পরমাত্মা কৃষ্ণকে ভজনা কর, ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, অনায়াসে পত্নী লাভ করিবে। ভ্রাতঃ! কোটি জন্মের পাপনাশক, সর্ব্বমঙ্গলজনক, শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণের কল্পতরু মন্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি। তুমি সেই পরমাত্মা ঈশ্বর গোবিন্দের শরণাপন্ন হও; নর যে পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে গুরুমুখ হইতে কৃষ্ণমন্ত্র না পায়, সে পর্য্যন্ত সংসারবাসনা, ভোগবাসনা, স্ত্রীসম্ভোগবাসনা অক্ষুন্ন থাকে; আর মনুষ্য ঐ দুর্লভ কৃষ্ণমন্ত্র পাইয়া বাসনাশূন্য হয়। ৫৯—৭১। বৈষ্ণবগণ, হরির দাসত্ব ও তাঁহার প্রতি ভক্তি ভিন্ন, ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব এমন কি মুক্তিপদও বাঞ্ছা করেন না। ভক্ত ব্যক্তি, কখন ভক্তি ত্যাগ করে না; ভক্তি ভিন্ন অন্য জ্ঞান বা মৃত্যুঞ্জয়ত্ব কি সর্ব্বসিদ্ধত্ব তাঁহাদিগের ঈপ্সিত নহে। ভক্তগণের বাক্‌সিদ্ধত্ব, কি ব্রহ্মত্ব অভিলষিত নহে। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ত্যাগ করিয়া বিষয় বাসনা করে, সে বিষ্ণুমায়ায় বঞ্চিত হওয়ায়, অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ পান করে। আমি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ধর্ম্ম, অনন্ত, কশ্যপ, কপিল, কার্ত্তিক, নরনারায়ণ, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, পরাশর, ভৃগু, শুক্র, দুর্ব্বাসা, বশিষ্ঠ, ক্রতু, অঙ্গিরা, বলি, বালিখিল্য মুনিগণ, বরুণ, অগ্নি, রাহু, সূর্য্য, গরুড়, দক্ষ, গণেশ—এই আমরা সকলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রধান ভক্ত; যাহারা যাঁহার অংশজাত হয়, তাহারা তাঁহার ভক্ত হয়। মহাদেব এইরূপ কহিয়া বৃহস্পতিকে কল্পতরু-মন্ত্র প্রদান করিলেন। হে নারদ! বৃহস্পতি, তখন মন্দাকিনীতটে জগদ্‌গুরু মহাদেব হইতে, লক্ষ্মী, মায়া,

কামবীজ ও চতুর্থীর একবচনান্ত কৃষ্ণপদ, শ্রী' হ্রী' ক্লী' কৃষ্ণায়, এই মন্ত্র, কৃষ্ণের পূজা-বিধান, স্তব, কবচ, পুরশ্চরণ-বিধি এবং ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বাসনা-শূন্য হইলেন ও মহাদেবকে কহিলেন—হে জগদীশ্বর! আপনি আজ্ঞা করুন, আমি শ্রীকৃষ্ণউদ্দেশে তপস্যা করিতে গমন করি; তারা, সেই স্থানেই থাকুক, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। হে নাথ! আমি সকল বিষয় বিষতুল্য ও নশ্বর দেখিতেছি; সত্য, গুণাতীত, সনাতন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হই।৭২—৮৩। মহাদেব বলিলেন;—হে মুনে! পরাপহৃতা পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া তপশ্চরণ—প্রশংসার কার্য্য নহে। আর মানী ব্যক্তির ঐরূপ আচরণ, মরণ হইতেও ক্লেশকর। মহাভাগ! এক্ষণে অগ্রে তুমি সেই নর্ম্মদাতটে গমন কর; যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ অবস্থান করিতেছেন, সেই নর্ম্মদাতটে আমি শীঘ্র গমন করিতেছি। সুরগুরু বৃহস্পতি শিবের ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং নর্ম্মদাতীরে গমন করিলেন; ভগবান্ শঙ্করও তথায় আগমন করিলেন। তখন তথায় দেবগণ, মনু ও মুনিগণ স্বস্বগণের সহিত প্রফুল্ল-বদন শঙ্করকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। মহাদেব স্বয়ং বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন ও উঁহারা দুইজনে মহাদেবকে প্রেম আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। এই অবকাশে তথায় বৃহস্পতি আগমন করিলেন ও মহাদেব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সূর্য্য, ধর্ম্ম, অনন্ত, নর, আমি, মুনীন্দ্রগণ স্বগুরু, পিতা—আমাদিগকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করত সেই সভায় উপবেশন করিলেন। সেই সভায় ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং মনে মনে যুক্তি চিন্তা করিয়া শিব ও ব্রহ্মাকে কহিলেন, তোমরা দুইজন ও মুনিগণ শীঘ্র সমুদ্রতীরে গমন কর; শুক্র-সমীপে একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি পাঠান উচিত হইতেছে। ৮৪—৯৩। বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, বিপত্তি ঘটিবে, তাহাতে সংশয় নাই! তবে আমার আশীর্ব্বাদে বৃহস্পতি তারাকে নিশ্চয়ই পাইবে। শুক্রাচার্য্য দেবগণকর্ত্তৃক স্তুত হইলে সন্তুষ্ট হইলেন। দেবগণ শুক্রকে জয় করিতে পারিবেন না। কারণ সুদর্শন তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। বলবান্ শত্রু স্তবের বশীভূত হয়; এই প্রকার বেদে কথিত আছে। এই সকল কহিয়া জগন্নাথ কৃষ্ণ সেখানে প্রণত ব্রহ্মাদি দেবগণকর্ত্তৃক স্তুত ও পূজিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে নারদ! জগন্নাথ শ্বেতদ্বীপে গমন করিলে, সুরগণ চিন্তিত ও বিষণ্ণমনা হইলেন। পরে তথায় ব্রহ্মা মহাদেবকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলে, মুনিগণ ও দেবগণকে সম্বোধন করিয়া নীতিগর্ভ বাক্য কহিলেন;—হে বৎসগণ। আমি শম্ভু ও সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্ম এই আমাদিগের দেব ও অসুরে সমান স্নেহ। চন্দ্র, অসুরগণের গুরু শুক্রের শরণাপন্ন হইয়াছে; ঐ শুক্র দেবগণকর্ত্তৃক জিত হন নাই; কিন্তু দৈত্যগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। দেবগণ! আমি তাহার জন্য শুক্রভবনে গমন করিতেছি, তোমরা সকলে বিষ্ণুর আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র-পুলিনে গমন কর। হে নারদ! জগতের স্রষ্টা এইরূপ কহিয়া, শুক্রসমীপে গমন করিলেন। দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। ৯৪—১০৩।

প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ!

একষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! তাহার পর দেব ও অসুরগণের কিরূপ ঘটনা হইয়াছিল? আমার পরম কৌতুক হইতেছে; শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। নারায়ণ কহিলেন—তখন ব্রহ্মা বহু দৈত্যগণে সমাকীর্ণ, রত্নগৃহ-সুশোভিত পঞ্চাশৎকোটি বেদোচ্চারিশিষ্যগণে পরিব্যাপ্ত সপ্তপরিখা-বেষ্টিত-দুর্গসম্পন্ন শতকোটি সংখ্যক রক্ষক অসুরগণের রক্ষিত-পদ্মরাগনির্ম্মিত প্রাচীর-শোভিত মহাত্মা শুক্রের ভবনে গমন করিলেন! জগদ্বিধাতা তথায় গিয়া দেখিলেন, সভামধ্যে রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট দৈত্য ও মুনিগণকর্ত্তৃক স্তুত, ব্রহ্মতেজে সর্ব্বদা দীপ্যমান, শত, সূর্য্যসম তেজস্বী ভৃগুতনয় পরব্রহ্ম পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন। নারদ! তখন আনন্দিতচিত্ত ব্রহ্মা নিজ পৌত্রকে কৃতার্থ ও প্রভাশালী দেখিয়া, আপনাকে, নিজ পুত্রকে ও পৌত্রকে কৃতার্থ বিবেচনা করিয়াছিলেন; শুক্রাচার্য্য জগৎস্রষ্টা পিতামহ ঈশ্বরকে সহসা অবলোকন করত ভীত হইয়া উত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন ও আসনাদি ষোড়শ উপচার দিয়া পূজা করিলেন। তখন ভক্তি সহকারে সম্ভ্রমপূর্ব্বক সেই বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রপ্রদাতা সর্ব্বসম্পদ্দাতা জীবের স্বস্ব কর্ম্মফলপ্রদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে যথাবিধি স্তব করিলেন, জগৎপতিও শুক্রের স্তবে পরম সন্তুষ্ট হইলেন। ১—১১। ব্রহ্মা শীঘ্র রথ হইতে অবতরণ করিয়া সেই সভায় শুক্রকর্ত্তৃক নিজ মস্তক দ্বারা আনীত বিশ্ব-কর্ম্মনির্ম্মিত রমণীয় ভাস্বর শ্রেষ্ঠ রত্নসিংহাসনে

উপবেশন করিলেন। নারদ! শুক্রাচার্য্যও কৃতাঞ্জলি হইয়া, ব্রহ্মা, সনৎকুমার, সনক, ক্রতু, বশিষ্ঠ, মরীচি, সনন্দ, সনাতন, ইহাঁদিগকে প্রণাম করিয়া পঞ্চশিখ, কপিল, বোঢ়ু, অঙ্গিরা ধর্ম্ম, নর, ও আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, ও প্রত্যেককে সমাদরে যথাযোগ্য পূজা করিলেন। ধার্ম্মিক শুক্র সকলকে রত্নসিংহাসনে বসাইলেন। অসুরগণও হাস্য মুখে সকলকে প্রণাম ও যথাবিধি ব্রহ্মা ও ঋষিগণকে স্তব করিল। অশ্রুপূর্ণ-লোচন রোমাঞ্চিত তনু, সেই শুক্র কৃতাঞ্জলিপুটে সকলকে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, আজি আমার জন্ম সফল, জীবন সার্থক হইল; যেহেতু নিজগৃহে স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম; পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, যে হেতু আজি আমি ব্রহ্মার তনয় ঐ সনাতন পুরুষগণকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। হে প্রভুগণ। আপনারা ব্রহ্মানন্দভোগী; আপনাদিগের প্রতি কুশল প্রশ্ন করা বিড়ম্বনামাত্র! আমি শিশু, আমাকে কৃতার্থ করিতে আপনারা আসিয়াছেন? আমাকে পবিত্র করাই আপনাদিগের আগমনের কারণ, কি আপনাদিগের আগমনের অন্য কারণ আছে, তাহা বলুন এবং আমি কি করিব, তাহা আমাকে আদেশ করুন। ১২—২২। ব্রহ্মা কহিলেন, তুমি আমার পৌত্র চির অদর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি; কারণ পুত্র ও পৌত্রগণের বিচ্ছেদ মরণ হইতেও অধিক ক্লেশকর। হে মুনিবর! তোমার নিজের ও পুত্রদ্বয়ের এবং পত্নীর কুশল ত? তোমার স্বধর্ম্ম ও কাম্য তপস্যার কুশল ত? তোমার অভিলষিত শ্রীকৃষ্ণ-পূজা প্রতিদিন সম্পন্ন হইতেছে ত? তোমার নিত্য স্বগুরু-সেবা ধারাবাহিক হইতেছে ত? গুরু ও ইষ্টদেবের পূজা সকল মঙ্গলজনক, পাপ-রোগ-শোক নাশক পুণ্য ও আনন্দজনক। মনুষ্যের গুরুদেব তুষ্ট থাকিলে, অভীষ্টদেব তুষ্ট থাকেন; ইষ্টদেব তুষ্ট থাকিলে সকল দেবতা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। এই জগতে, পাপিষ্ঠগণের প্রতি, গুরুদেব ব্রাহ্মণ ও দেবতা কুপিত হন। তাহাদের মঙ্গল হয় না ও পদে পদে বিঘ্ন হয়। হে বৎস! প্রকৃতি-নিয়ন্তা গুণাতীত সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভক্তিগুণে নিয়ত সন্তুষ্ট আছেন। জগদ্বিধাতা আমি তোমার গুরু, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। আমি তুষ্ট থাকায়, ইষ্টদেব হরি তোমার প্রতি তুষ্ট ও তিনি তুষ্ট থাকায়, সকল দেবতা তোমার প্রতি তুষ্ট আছেন। এক্ষণে আমি বিশ্বসংহারক শিব ও দেবগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কারণে আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। ২৩—৩১। চন্দ্র, শিবের গুরুপুত্র—বৃহস্পতির সাধ্বী ভার্য্যা তারাকে অপহরণ করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে। এখন শিব, ধর্ম্ম, সূর্য্য, ইন্দ্র, অনন্ত, মদীয় পুত্রগণ, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, রুদ্রগণ, দিক্‌পালগণ, দিক্‌পতিগণ, ত্রিকোটি দেবতা, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ, ব্যাধগণ ও গন্ধর্ব্বগণ—ইহারা সমুদ্রতীরে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া অবস্থিত। এই তারা-নিমিত্তক যুদ্ধে আমি, অত্রি প্রভৃতি পুত্রগণের সহিত মধ্যস্থ হইয়াছি; তুমি তারাকে প্রত্যর্পণ কর, কিংবা যুদ্ধ কর, কিংবা কামুক চন্দ্রকে পরিত্যাগ কর। শুক্র কহিলেন, রণমত্ত সকল দেবগণ সজ্জিত হইয়া আগমন করুক। সেই শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগুরু মহাদেব ভিন্ন সকলের সহিত যুদ্ধ করিব। অসুরগণ কহিল, হে পিতামহ! উভয় পক্ষের গুরু, এক্কারণে মান্য—পূজ্য মহাদেব আপনি ও ধর্ম্ম আপনারা সকল বিষয়ের সাক্ষিরূপে আছেন। হে জগদ্গুরো! আমরা অন্য সকলকে তৃণতুল্যও বিবেচনা করি না; আপনি গমন করিয়া বলুন, তাহারা আগমন করুক; আমরা যুদ্ধ করিব। যদি মহেশ্বর স্বয়ং গুরুপুত্রের প্রতি কৃপাবশতঃ যুদ্ধে আগমন করেন; হে প্রভো! প্রথমে তাঁহার প্রতি অস্ত্র ত্যাগ করিব না; তবে তাঁহার প্রেরিত অস্ত্র ব্যর্থ করিব। ৩২—৪০। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বৎসগণ! মহাপ্রবল বহ্নির মত ঐ রুদ্র বিশ্বসংহারক ও বলীদিগের অগ্রগণ্য; কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবে? তাহাতে আবার জগন্মাতা ভদ্রকালী খড়্গ ও খর্পরধারিণী হইয়া রহিয়াছেন। সেই দুর্দ্দান্তা কালীর সহিতই বা কে যুদ্ধ করিবে? ঐ দেবী সহস্র হস্ত ও মুণ্ডমালায় ভূষিতা এবং উহাঁর বদন যোজনবিস্তৃত;—নিজেও দশযোজনবিস্তৃতা। দেবীর দন্তসকল সপ্ত তালের মত দীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর, জিহ্বা ক্রোশপরিমিতা অতি লোলা,—ভয়ঙ্করী। অতি ভয়ঙ্কর আরক্তমূর্ত্তি শিব-কিঙ্করগণ ও ভয়ানক ভৈরবগণ এবং যুদ্ধকুশল নন্দী ও মহাবলপরাক্রান্ত শিবের পার্শ্বচরগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত রহিয়াছে। সহস্রমস্তক অনন্তের ফণৈকদেশে স্থিত বিশ্বসংসার—যাঁহার পক্ষে সর্ষপতুল্য জ্ঞান হয়, এতাদৃশ রুদ্রের তুল্য যোদ্ধা কে আছে? প্রলয়-বহ্নির মত সংহারকর্ত্তা ঐ রুদ্র যে শম্ভুর কিঙ্কর, সেই ব্রহ্মতেজে শোভমান, ত্রিপুরঘাতী শূলী শম্ভুর সমান যোদ্ধা কে? বৎসগণ! যাহার দুর্নিবার্য্য পাশুপতাস্ত্রে বিশ্বসংসার ভস্মীভূত হয় ও যাঁহার শূলদ্বারা প্রতাপশালী

শঙ্খচূড়রূপ উৎপন্ন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর সুদাম, বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নিকটে সামান্য অসুরগণের কথা ত সামান্য। এখন ত্রিকোটি সূর্য্যের মত তেজস্বী অত্যাশ্চর্য্য-দেহ সকল দৈত্যগণের প্রভু রাধিকা-কবচ-কণ্ঠ মধু, কৈটভ ও হিরণ্যকশিপুর বিনাশক, সেই ভগবান্ বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপ হইতে আগমন করিতেছেন। ৪১—৫১। সেই সভায় জগদ্বিধাতা এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। দানবরাজ প্রহ্লাদ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে জগৎসর্জ্জক! হে সকলের পূর্ব্বতন ঈশ্বর! সকলের পূজ্য! হে নাথ! আপনাকে নমস্কার করি; আপনার সম্মুখে আমি আর কি কহিব? যিনি হিরণ্যকশিপু, মধু ও কৈটভের বিনাশক, তিনি সেই পূর্ণব্রহ্ম। সকলের অন্তরাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশসম্ভূত অনিবার্য্য সুদর্শন চক্র আমাদিগকে ও অস্মদীয় লোকসমুদয়কে নিয়ত রক্ষা করিতেছে। হে বিধাতঃ! সেই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শম্ভু বলবান্ নহেন, পাশুপাতাস্ত্র বলবান্ নহে, কালী তাঁহার তুল্যা নহেন, অনন্তদেবও তত্তুল্য বলী নহেন এবং রুদ্রাদি দেবগণও তাঁহার তুল্য বলী নহেন। হে জগৎপতে! যিনি সর্ব্বাধার, স্থূল হইতেও স্থূলতর, যে ঈশ্বরের লোমে লোমে নিখিল বিশ্বসংসার অবস্থিতি করিতেছে; সেই মহাবিরাট্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশ; অনন্ত, তদপেক্ষা স্থূল নহেন,—কালীও বৃহতী নহেন। সম্প্রতি সমস্ত দেবতা আসিয়া যুদ্ধ করুন, আমি অস্ত্র শর ও পাশুপতাস্ত্র হইতেও ভীত হই না। ৫১। হে প্রজানাথ! আমি সেই মঙ্গলরূপী ভগবান্ শিবকে নমস্কার করি ও অনন্তমূর্ত্তি কৃষ্ণ ও সাধু বৈষ্ণবগণকে নমস্কার করি। হে ব্রহ্মন্! আমি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই অজেয় ও নীরোগী হইয়াছি; আমার নিজের কিছুই বল নাই,—সেই প্রভুর বলই আমার বল। আমার পিতা, বিষ্ণুনিন্দারূপ নিজপাপে নষ্ট হইয়াছেন; আর শঙ্খচূড়, দৈবযোগে, মধুকৈটভ নিজ অহঙ্কারে বিনষ্ট হইয়াছে। ৫২—৬২। ত্রিপুরাসুর আমাদিগের ভৃত্য, তাহাকে আমরা বীরমধ্যে গণনা করি না; তথাপি ঐ ত্রিপুরকে রথস্থ মহেশ্বর অনেক দূর হটাইয়া দিয়াছিল। সেই সভায় দানবপতি প্রহ্লাদ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বৎস! দেব-দানব এই উভয়ের যুদ্ধ কেবল বিনাশের কারণ; উত্তম আচরণ সকল মঙ্গলের নিদান; অতএব আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ; আমাকে এক্ষণে তারা ভিক্ষা দাও; ভিক্ষুক বিমুখ হইলে, গৃহস্থ সকল পাপের ভাগী হয়। সনৎকুমার কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তুমি দেব ও দানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ;—নিজ কীর্ত্তি রক্ষা কর। যাহার নিকটে জগৎপাতা ব্রহ্মা ভিক্ষুক, তাঁহার কীর্ত্তির কথা আর কি কহিব? সনাতন কহিলেন,—বিষ্ণুভক্ত পবিত্র পুণ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন দ্বারা রক্ষিত; তিনি ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবগণকর্ত্তৃক জিত হন না। সনন্দ কহিলেন,—প্রকৃতি হইতে পৃথক্ সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার ইষ্টদেব ও বিষ্ণুপরায়ণ শুক্র যাঁহার আচার্য্য, কে সেই মহাত্মাকে জয় করিতে পারে। ৬৩—৬৯। সনক কহিলেন, পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে কেহ জয় করিতে পারে না। পাপী নিজ পাপেই পরাজিত হয়, অসাধুগণরূপ বায়ুযোগেও সাধুরূপ পুণ্যদীপ নির্ব্বাণ হয় না। ঋষিগণ কহিলেন;—হে মহাভাগ! আপনি বিধাতাকে প্রাণাধিক চন্দ্র ও তারা প্রদান করুন; চিরকালের জন্য স্বকীর্ত্তি রক্ষা করুন; এই আমরা পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতেছি। প্রহ্লাদ কহিলেন;—আমার প্রভু উপস্থিত থাকিতে ভৃত্য—আমি কোন কার্য্যই করিতে পারি না; এক্ষণে সাধুশ্রেষ্ঠ মদীশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা গুরুদেব শুক্রকেই জিজ্ঞাসা করুন। সৎশিষ্যের আধিপত্যে গুরুই প্রভু; এ কারণ আমি মুনিবর গুরুদেব শুক্রে সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমর্পণ করিয়াছি; আমরা গুরুদেব শুক্রের ভৃত্য, পাল্য, পরিচারকমাত্র; যাহারা গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে, সেই শিষ্যেরাই কল্যাণভাজন হইয়া থাকে। হে নারদ। ব্রহ্মা প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, শুক্রসমীপে প্রার্থনা করিলেন। শুক্রও সেই তারা ও মলিন চন্দ্রকে ব্রহ্মার করে অর্পণ করিলেন। তখন প্রণত শুক্র, তারা ও চন্দ্রকে দিয়া ব্রহ্মার চরণে প্রণাম করিলেন ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। নারদ! তখন ব্রহ্মার স্বচরণে প্রণতা লজ্জায় অবনতমুখী চন্দ্রসহবাসে গর্ভিণী সেই সাধ্বী তারাকে দেখিলেন। কৃপাময় ব্রহ্মা প্রণত চন্দ্রকে মায়াবশে ক্রোড়ে লইয়া, মলিনা কাতরা তারাকে কহিলেন;—মাতঃ তারে! তুমি ভয় ত্যাগ কর, আমি থাকিতে তোমার ভয় কি? আমার বরে তুমি নিজ পতির প্রেয়সী হইবে। অনভিলাষিণী দুর্ব্বলা নারী বলবান্ পুরুষকর্ত্তৃক গৃহীতা হইলে, পতিতা হয় না; সে স্ত্রী তদীয় সংসর্গে দূষিতা হয় না ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে। ৭০—৮০। যে স্ত্রী কামুকী হইয়া নিজ সুখবাসনায় স্বেচ্ছাক্রমে উপপতিভজনা করে, সে প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধি লাভ করিতে না পারায়, স্বামি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়। সে স্ত্রী চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করে।

ঐ পাপিষ্ঠার অন্ন বিষ্ঠাতুল্য,—জল মূত্রতুল্য, উহার স্পর্শও সর্ব্বপাপপ্রদ; এ কারণে উহা সাধুগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। হে শুভে! কাহার গর্ভ ধারণ করিতেছ—বল; বৎসে! তুমি বৃহস্পতিভবনে গমন কর; মহাভাগে! লজ্জা ত্যাগ কর। সকলই অদৃষ্টবশে হইয়া থাকে। তখন সতী তারা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে প্রজাপতে! আমি দৈবযোগে চন্দ্রের গর্ভ ধারণ করিতেছি; আমি অবলা, আমার সকলেই সাক্ষী আছেন;—তখন নির্দ্দয় দুর্ম্মতি চন্দ্র আমাকে বলে গ্রহণ করিয়াছে। দেবী তারা এই বলিয়া সুবর্ণ-প্রভ ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান সুন্দর কুমার প্রসব করিলেন। চন্দ্র সেই সুপুত্রকে লইয়া ঈশ্বর ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। ব্রহ্মাও সিন্ধুতটে যাইয়া, গুরু বৃহস্পতিকে সাধ্বী তারা—ও দেবগণকে অভয় দান করিলেন। বিধাতা, শম্ভু ও ধর্ম্মকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; দেবগণ স্ব স্ব ভবনে ও বৃহস্পতি-ভাবানুরক্তা বনিতাকে পুনরায় পাইয়া, আহ্লাদিত মনে স্বগৃহে গমন করিলেন। হে নারদ! ঐ তেজস্বী, মহান্, সদ্‌গ্রহ বুধ স্বয়ং সেই তারাগর্ভজাত, চন্দ্রপুত্র। ঐ বুধ, কুবেরের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে উৎপন্না চিত্রানাম্নী নারীকে নন্দনবনে নির্জ্জনে পাইয়াছিলেন। তখন চন্দ্রতনয়, কমলনয়না সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া দ্বাদশবর্ষবয়স্কা অতি যুবতী সেই নারীকে গন্ধর্ব্ববিবাহে গ্রহণ করিলেন। বুধ সেই চিত্রায় অতি নির্জ্জনে বীর্য্যপাত করিলেন। ৮১—৯৩। সেই চিত্রার গর্ভে সপ্তদ্বীপাধিপতি পৃথিবীশাসক বলবান্ ধার্ম্মিক চৈত্র নামে রাজা উৎপন্ন হন। ঐ চৈত্র, শত ঘৃত-নদী শত দধি-নদী, শত দুগ্ধনদী, ষোড়শ মধু নদী, দশ তৈল-নদী, লক্ষ শর্করারাশি, লক্ষ মিষ্টান্ন ও স্বস্তিকরাশি এবং পিষ্টক ও অন্ন সহিত পাঁচ কোটি-গোমাংস নিয়ত প্রস্তুত রাখিতেন। হে নারদ! ঐ সকল দ্রব্যের নদী ও রাশি, ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতেন। রাজা লক্ষ গাভী ও রত্ন, লক্ষ মণি, কোটি সুবর্ণ, লক্ষ সূক্ষ্মবস্ত্র, অতি সুন্দর রত্নালঙ্কার ও রত্নপাত্র আজীবন ব্রাহ্মণগণকে নিত্য দান করিতেন। সেই চৈত্রের তনয় রাজা অধিরথ; অধিরথ-তনয় মহাজ্ঞানী সম্রাট্ সুরথ। ইনি মুনিবর মেধসসমীপে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া, পবিত্রস্থান ভারতে বিষ্ণুমায়ার উপাসনা করিয়াছিলেন। হে নারদ! জ্ঞানী সমাধিনামক বৈশ্যের সহিত সেই মহান্ সুরথ, শরৎকালে নদীতটে দেবীর মহাপূজা করিয়াছিলেন। বিরাধ নামে এক বৈশ্যপতি কলিঙ্গের রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ দ্রুমিণ। প্রধান যোগী বুদ্ধিমান্ বিষ্ণুভক্ত দ্রুমিণ—পুষ্করতীর্থে দুষ্কর তপস্যা করিয়া, জ্ঞানী ও বৈষ্ণবচূড়ামণি সমাধি-নামক পুত্র লাভ করেন। অতি দুর্দ্দান্ত-নিজস্ত্রীপুত্রকর্ত্তৃক ধনলোভে পরিত্যক্ত হইয়া সমাধি ঐ সুরথরাজার সঙ্গী হন। ঐ সমাধি প্রত্যহ কোটি সুবর্ণ দান করিয়া, জল পান করিতেন। নারদ! সমাধি সনাতনী বিষ্ণুমায়ার আরাধনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন ও রাজা সুরথ ঐরূপে নিষ্কণ্টক রাজ্য ও অষ্টাদশ মনুর অন্তর্গত মনুত্ব লাভ করেন। ত্রিজগতের ঈশ্বর ব্রহ্মা এই মধুর কথা কহিয়াছেন। ৯৪—১০৭।

প্রকৃতিখণ্ডে একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে মুনিবর! রাজা সুরথ যেরূপ উৎকৃষ্ট আধিপত্য ও সমাধি বৈশ্য মুক্তি পাইলেন, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। শ্রীনারায়ণ কহিলেন;—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশজাত, ধ্রুবের পৌত্র, উৎকলের পুত্র, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নন্দিনামে রাজা, শত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, মহামতি সুরথের কোলানগরী আক্রমণ করেন। হে নারদ! এক বৎসর পরিপূর্ণকাল নিয়ত পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে সেই বিষ্ণুপরায়ণ, বহুকাল-জীবী রাজা নন্দি, সুরথকে জয় করিলেন। তখন ভীত সুরথ নন্দিকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া, একাকী রজনীযোগে অশ্বে আরোহণ করিয়া, ঘোর বনে গমন করিলেন। হে নারদ! তথায় পুষ্পভদ্রানদী-তীরে সমাধি বৈশ্যকে দেখিলেন ও পরস্পর বন্ধুত্ব করিয়া প্রীত হইলেন। রাজা সুরথ, এই ভারতে সাধুগণের পবিত্র স্থান কষ্টপ্রাপ্য পুষ্করতীর্থে, মেধস মুনির আশ্রমে বৈশ্যের সহিত গমন করিলেন। তথায় রাজা শিষ্যগণকে অতি দুর্লভ ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিতেছিলেন, এমন সময়ে অতি-তেজস্বী সেই মুনিকে দেখিলেন। রাজা ও বৈশ্য উভয়ে মস্তক নত করিয়া মুনিবরকে প্রণাম করিলেন। মুনি তাঁহাদিগকে যথোচিত আদর করিয়া, শুভ আশীর্ব্বাদ প্রদান এবং তাঁহাদিগের দুইজনের জাতি ও নাম পৃথক্ পৃথক্ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজাও সেই মুনিবরকে যথাক্রমে সকল উত্তর দিলেন। ১—১০। সুরথ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি চৈত্রবংশজাত সুরথ নামক রাজা; এক্ষণে বলবান্ রাজা নন্দিকর্ত্তৃক নিজ রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়াছি। হে মহাভাগ! কোন্

উপায় করিব; কিরূপে আমার রাজ্য হইবে; আপনি তাহা বলুন, আপনার নিকটে শরণাগত হইয়াছি। এই ধার্ম্মিক সমাধি-নামক বৈশ্যও নিজ স্ত্রীপুত্রকর্ত্তৃক ধন-লোভে নিজ গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছেন। স্ত্রী, পুত্র ও বান্ধবগণকর্ত্তৃক নিষিধ্যমান হইলেও, ইনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণকে কোটি রত্ন দান করিতেন; এই হেতু ক্রোধে উঁহারা ইঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। পুনরায় শোকবশতঃ তাহারা অন্বেষণ করিলেও, এই জ্ঞানী শুদ্ধস্বভাব বৈশ্য সংসারে বিরক্ত হইয়া গৃহে গমন করেন নাই। ইহাঁর পুত্রগণ ও পিতৃশোকে সর্ব্বকর্ম্মে বিরক্ত হইয়া, ধনসকল ব্রাহ্মণগণে দান করিয়া গৃহ-পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছেন। এই বৈশ্যের অতি দুর্লভ বিষ্ণুদাস্যই বাঞ্ছনীয়; এই নিষ্কাম বৈশ্য, কিরূপে তাহা পাইবে, আপনি কীর্ত্তন করুন। ১১—১৭। মেধস কহিলেন;—অবিনাশিনী সত্ত্বরজস্তমোময়ী দেবী বিষ্ণুমায়া গুণাতীত শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বিশ্বসংসার মায়ায় আচ্ছন্ন করিতেছেন। সেই কৃপাময়ী যে ধার্ম্মিকগণের প্রতি কৃপা করেন, সেই লোক সকলই অতি দুর্লভা বিষ্ণুভক্তি প্রাপ্ত হয়। রাজন্। ঐ মায়া যে সকল কপটী ব্যক্তির প্রতি দয়া না করেন, তাহাদিগকে মোহজালে আচ্ছন্ন করিয়া মায়ায় আবদ্ধ করেন। বর্ব্বরগণ, ভ্রমবশতঃ পরমেশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করিয়া নশ্বর ক্ষণস্থায়ী সংসারকে নিত্য বলিয়া বোধ করে। সেই ব্যক্তিরা লোভবশতঃ মনে মনে কোন মিথ্যা বিষয় উদ্ভাবন করিয়া, অন্য দেবের উপাসনা করে ও তন্মন্ত্র জপ করে। হরির অংশভূত দেবগণকে সপ্তজন্ম সেবা করিলে, দেবী প্রকৃতির অনুগ্রহে ঐ দেবীকে তখন সেবা করিতে পারে। সপ্তজন্ম সেই কৃপাময়ী বিষ্ণুমায়াকে উপাসনা করিলে, তাহারা নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দময় শিবের প্রতি ভক্তি লাভ করিতে পারে। ঐ জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা দেব শঙ্করকে সেবা করিলে, অচিরকালমধ্যে শঙ্কর হইতে বিষ্ণুভক্তি পায়। মানবগণ সর্ব্বদা বিষয়রত সগুণ বিষ্ণুকে সেবা করে ও উহাতে তাহাদিগের সত্ত্বগুণ হয়। ঐ গুণের আবির্ভাবে নির্ম্মল জ্ঞান দর্শন করে। সাত্ত্বিক বিষ্ণু-ভক্ত নরগণ সগুণ বিষ্ণুর সেবা করিয়া গুণাতীত প্রকৃতি হইতে পৃথক্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি লাভ করে। সাধুগণ, শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণকর মন্ত্র গ্রহণ করেন ও সেই গুণাতীত দেবের সেবা করিয়া, নিজেরাও গুণাতীত হইয়া, তন্মন্ত্র জপ করেন। ১৮—২৮। সেই বৈষ্ণবগণ অসংখ্য ব্রহ্মার পতন দেখিতে পায় ও নিত্য নিরাময় গোলোকধামে বিষ্ণুর দাসত্ব করে। যে নরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্তের নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করে, সে নিজে সহস্র পিতৃপুরুষ উদ্ধার করে ও মাতামহকুলের সহস্র পুরুষ, নিজ মাতা ও ভৃত্যদিগকেও উদ্ধার করিয়া গোলোকে গমন করে। এই অতি ভয়ানক ভবসমুদ্রে দুর্গা দেবী নাবিকরূপিণী হইয়া, জীবের কৃষ্ণভক্তিরূপ নৌকা দ্বারা সেই কৃষ্ণ-ভক্ত জীবসকলকে পার করেন। বৈষ্ণবী দুর্গা বৈষ্ণব দিগের কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের-তীক্ষ্ণঅস্ত্ররূপিণী হইয়াছেন। রাজন্! শক্তিরূপা দুর্গা বিবেচনা ও আবরণী, এই দুই প্রকারে প্রকাশমানা আছেন। তিনি পরমভক্তগণকে বিবেচনা-শক্তি ও অভক্তদিগকে আবরণী মোহকারিণী শক্তি দেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—সত্যস্বরূপ; তদ্ভিন্ন সকলই বিনশ্বর; সাধু-বৈষ্ণবদিগের এইরূপ বুদ্ধিই বিবেচনাশক্তি ও অবৈষ্ণব কর্ম্ম-ফল-ভোগী অসাধুদিগের—আমার এই সম্পত্তি—স্থায়িনী, এই প্রকার বুদ্ধিই আবরণীশক্তি। রাজন্! আমি প্রচেতার পুত্র ও ব্রহ্মার পৌত্র; আমি শঙ্কর হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেছি।২৯—৩৭। রাজন্! এখন নদীতীরে গমন কর; সেই সনাতনী দুর্গার ভজনা কর। ঐ দেবী, সম্পদভিলাষী তোমাকে আবরণী বুদ্ধি প্রদান করিবেন। আর এই নিষ্কাম বিষ্ণুভক্ত বৈশ্যকে সেই কৃপাময়ী বৈষ্ণবী শক্তি, পরিশুদ্ধা বিবেচনাবুদ্ধি প্রদান করিবেন। কৃপাময় মুনিবর মেধস, সুরথ ও বৈশ্যকে এইরূপ কহিয়া দুর্গার পুজা, ধ্যান, স্তব, কবচ ও মন্ত্র প্রদান করিলেন। বৈশ্য সেই কৃপাময়ীকে আরাধনা করিয়া মুক্তি লাভ করিল। আর রাজা সুরথ, অভীষ্ট রাজ্য, মনুত্ব ও পরমৈশ্বর্য্য পাইলেন। এই সুখ ও মোক্ষপ্রদ, উত্তম, সারভূত দুর্গার উপাখ্যান কহিলাম; অন্য আর কি তুমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল। ৩৮—৪১।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে বেদবিদ্শ্রেষ্ঠ মহাভাগ নারায়ণ! কি প্রকারে রাজা সুরথ সেই পরমা প্রকৃতি দুর্গাকে উপাসনা করিলেন; ঐ সমাধি-নামক বৈশ্যইবা কি প্রকারে প্রকৃতি দেবীর উপদেশে নিষ্কাম-গুণাতীত ঈশ্বরকে ভজনা করিলেন; মুনিবর মেধস, রাজাকে কিরূপ পুজা-বিধান, ধ্যান, মন্ত্র ও স্তব, কবচ দিয়াছিলেন; প্রকৃতি দেবীই বা সেই বৈশ্যকে কিরূপ

উৎকৃষ্ট জ্ঞান দিয়াছিলেন; কিরূপেই বা, প্রকৃতি, তাঁহাদিগের সহসা প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিলেন; বৈশ্য, জ্ঞান লাভ করিয়া কি দুর্লভপদ পাইলেন, রাজারই বা কিরূপ গতি হইয়াছিল;—তাহা আমি শ্রবণ করিব—আপনি বলুন। নারায়ণ কহিলেন,—রাজা ও বৈশ্য উভয়ে মেধস মুনি হইতে দেবীর মন্ত্র, স্তব, কবচ, ধ্যান, এবং পুরশ্চরণ লাভ করিলেন ও পুষ্করতীর্থে সংবৎসর ত্রিকালে স্নান করিয়া, ঐ পরম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজা ও বৈশ্য সিদ্ধ হইলেন। আদি প্রকৃতি ঈশ্বরী তথায় উভয়ের প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন। তিনি রাজাকে রাজ্য, মনুত্ব ও বাঞ্ছিতসুখ বর দিলেন; বৈশ্যকে অতি দুর্লভ নিগূঢ় জ্ঞান প্রদান করিলেন;—এই জ্ঞান পূর্ব্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে দিয়াছিলেন। কৃপাময়ী দুর্গা বৈশ্যকে শ্বাসরহিত, চেষ্টাহীন, আহারবর্জ্জিত এবং অতি ক্লেশযুক্ত দর্শন করিয়া, ক্রোড়ে করত রোদন করিতে লাগিলেন। 'বৎস! সচেতন হও;' ইহা বারংবার কহিয়া সেই চৈতন্যরূপিণী দুর্গা, স্বয়ং তাহাকে চৈতন্য প্রদান করিলেন। বৈশ্য চেতনা পাইয়া প্রকৃতির সম্মুখে রোদন করিতে লাগিল। তখন অতি কৃপাময়ী দেবী তাহার প্রতি কৃপাবশতঃ প্রসন্না হইয়া কহিলেন। ১—১১। বৎস! ব্রহ্মত্ব, বা দেবত্ব, কি তাহা হইতেও অতি দুর্লভ পদ, কি ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব বা সর্ব্বসিদ্ধত্ব,—যাহা তোমার মনে আছে, সেই বর গ্রহণ কর; আমি তোমাকে তুচ্ছ বালপ্রতারণ বিনশ্বর বর দিব না। বৈশ্য কহিল, মাতঃ! ব্রহ্মত্ব বা অমরত্ব আমার বাঞ্ছিত নহে; তাহা হইতেও অতি-দুর্লভ কি, তাহা আমি জানি না। এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; যাহা তোমার বাঞ্ছিত হয়, তাহা দাও; আমাকে অবিনশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর দান কর। প্রকৃতি কহিলেন, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই; আমার অভীষ্ট বর দিতেছি, যাহাতে তুমি অতি দুর্লভ গোলোক-ধামে গমন করিবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান, দেবর্ষিদিগের অতি দুর্লভ; হে মহাভাগ! সেই জ্ঞান গ্রহণ কর। বৎস! বিষ্ণুপদে গমন কর। বিষ্ণুর স্মরণ, বন্দন, ধ্যান, অর্চ্চনা, গুণকীর্ত্তন, শ্রবণ, ভাবনা, সেবা ও কৃষ্ণে সমস্ত অর্পণ এই নয় প্রকার, বৈষ্ণবদিগের বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ; ইহাতে জন্ম, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য, রোগ ও যমযাতনার নিবারণ হয়। সূর্য্যদেব, ঐ নয় প্রকার বিষ্ণুভক্তিবিহীন, অসাধু, পাপিসমূহের; আয়ু নিরন্তর হরণ করেন। তাহাতে সমাসক্তচিত্ত, ভক্ত বৈষ্ণবগণ চিরজীবী হয় এবং জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত হইয়া নিষ্পাপ ও জীবন্মুক্ত হয়। ১২—২২। শিব, অনন্ত, ধর্ম্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাবিরাট্, সনৎকুমার, কপিল, সনক, সনন্দন, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, দক্ষ, নারদ, সনাতন, ভৃগু, মরীচি, দুর্ব্বাসা, কশ্যপ, পুলহ, অঙ্গিরা, মেধস, লোমশ, শুক্র, বশিষ্ঠ, ক্রতু, বৃহস্পতি, কর্দ্দম, শক্তি, অত্রি, পরাশর, মার্কণ্ডেয়, বলি, প্রহ্লাদ, গণেশ, যম, সূর্য্য, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, অগ্নি, অকূপার, উলূক, নাড়ীজঙ্ঘ, বায়ুজ, নর, নারায়ণ, কূর্ম্ম, ইন্দ্রদ্যুম্ন, বিভীষণ—এই ধার্ম্মিক মহাত্মাগণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নবপ্রকার ভক্তিযুক্ত ও কৃষ্ণ ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ। হে বৈশ্যরাজ! যাঁহারা সেই কৃষ্ণের ভক্ত, তাঁহারা তদংশ-জাত। এই সকল জীবন্মুক্তগণ সর্ব্বদা পৃথিবীস্থ তীর্থ সকলের পাপ হরণ করেন। ঊর্দ্ধভাগে সপ্ত স্বর্গ, মধ্যে এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, ও অধোভাগে সপ্ত পাতাল, ইহা ব্রহ্মাণ্ডরূপে কথিত। বৎস! এইরূপ বিশ্বসংসারের সংখ্যা নাই; প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবগণ ও দেবর্ষিগণ, মনু ও সর্ব্বাশ্রমবাসী মানবগণ সর্ব্বস্থানে ভগবন্মায়ায় বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। যে মহাবিষ্ণুর লোমকূপে ঐ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, সেই ভগবান্ মহাবিরাট্—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ অংশের এক অংশ বলিয়া কথিত। ২৩—৩৩। তুমি সেই প্রকৃতি হইতে পৃথক্ গুণাতীত, অবিনাশী, নিত্যসত্যস্বরূপ, অভীষ্ট, ঈশ্বর, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিরীহ, নিরাকার, নিরঞ্জন, নিষ্কাম, নির্ব্বিরোধ, নিত্যানন্দ, সনাতন, স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বরূপ, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থ শরীরী, পরমতেজঃস্বরূপ, সর্ব্বসম্পত্তিদাতা, শিবাদি যোগিগণেরও ধ্যানে দুষ্প্রাপ্য, দুরারাধ্য, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বপূজ্য, সর্ব্বকামদাতা, সর্ব্বাধার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বানন্দকর, পর, সর্ব্বধর্ম্মপ্রদ, সর্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞ, প্রাণরূপী, সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপ, সর্ব্বকারণকারণ, সুখদ, মোক্ষদ, সার ও পাররূপ, ভক্তিদ, সাধুগণের দাস্য ধর্ম্ম ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর; ঈশ্বর ভিন্ন সকলই নশ্বর ও কৃত্রিম জানিবে। হে বৎস! পরাৎপর, পরিপূর্ণতম, কল্যাণময়, শুদ্ধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সুখে আরাধনা কর। শ্রীকৃষ্ণের দাস্যপ্রদ, 'কৃষ্ণ' এই দুই অক্ষর মন্ত্র গ্রহণ কর ও দুষ্কর পুষ্করতীর্থে এই মন্ত্র দশলক্ষবার জপ কর; দশলক্ষবার জপেই তোমার মন্ত্র-সিদ্ধি হইবে। সেই ভগবতী এইরূপ কহিয়া, তথায় অন্তর্হিতা হইলেন। হে নারদ! ঐ বৈশ্য ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পুষ্করতীর্থে গমন করিল ও তথায় দুষ্কর তপস্যা

করিয়া, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পাইল ও ভগবতীপ্রসাদে সে শ্রীকৃষ্ণের দাস হইল।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, হে মহাভাগ! রাজা সুরথ, যে বিধানে সেই পরাপ্রকৃতি দেবীকে আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই বেদবিহিত বিধান শ্রবণ কর। মহারাজ স্নানান্তে আচমনপূর্ব্বক করাঙ্গ ও অঙ্গমন্ত্রের তিন প্রকার ন্যাস করিয়া, ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ও স্বীয় অঙ্গের শোধন করত দেবীকে ধ্যান করিয়া মৃন্ময়ী প্রতিমাতে আবাহন করিলেন। হে নারদ! পুনরায় ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া ভক্তিযোগে পূজা করিলেন। পরম ধার্ম্মিক সুরথ, দেবীর দক্ষিণভাগে লক্ষ্মী স্থাপন করত, ভক্তিভাবে পূজা করিয়া, দেবীর পুরোবর্ত্তী ঘটে, গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা এই ছয় দেবতাকে যথাবিধি আবাহন করিয়া, ভক্তিযোগে পূজা করিলেন। বিবেচক রাজা এই ছয় দেবতাকে পূজাপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া ভক্তিযোগে এই ধ্যানে, সেই মহাদেবীকে ধ্যান করিলেন। হে নারদ! এই পরম কল্পতরু ধ্যান সামবেদে উক্ত আছে। ইহার দ্বারা মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী মহাদেবীকে নিত্য ধ্যান করিবে। ১—৮। যিনি ব্রহ্মা শিব প্রভৃতির পূজ্যা বন্দনীয়া, সনাতনী, নারায়ণী, বিষ্ণুমায়া বৈষ্ণবী ও বিষ্ণুভক্তিদাত্রী; যিনি সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সর্ব্বাধারা, পরাৎপরা, সর্ব্ববিদ্যা এবং সকল মন্ত্র ও সকল শক্তিস্বরূপা; যিনি সগুণা গুণাতীতা, সত্যস্বরূপা, শ্রেষ্ঠা, স্বেচ্ছাময়ী, সতী, মহাবিষ্ণুর জননী ও শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গসম্ভবা; যিনি কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কৃষ্ণস্তুতা, কৃষ্ণপূজ্যা, কৃষ্ণবন্দ্যা ও কৃপাময়ী; যাঁহার বর্ণ অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায়, যাঁহার প্রভা কোটী সূর্য্যের ন্যায়; যিনি ঈষৎ হাস্যযোগে প্রসন্নবদনা, ভক্তের প্রতি কৃপাবশে আর্দ্রচিত্তা; যিনি 'সহস্রদ্বিপদ্বিনাশিনী, শতভুজা, দেবী দুর্গা; যিনি শিবের প্রাণতুল্যা, সাধ্বী, ত্রিগুণময়ী, ত্রিনয়না, শিবপ্রিয়া; যাঁহার মস্তকের ভূষণ অর্দ্ধচন্দ্র; যিনি মালতীপুষ্পের মালায় শোভিত ও মহাদেবের হৃদয়ের আনন্দপ্রদ কুঞ্চিত কেশপাশ ধারণ করিতেছেন; যাঁহার গণ্ডস্থলে রত্নের কুণ্ডলযুগ্ম শোভা পাইতেছে; যাঁহার নাসিকার দক্ষিণভাগে ও কর্ণের উপর গজমুক্তা বিরাজ করিতেছে; যাঁহার দন্তপংক্তি, মুক্তাজাল পরাভব করিয়া শোভা পাইতেছে; পক্কবিম্বের ন্যায় যাঁহার অধরোষ্ঠ; যিনি সুপ্রসন্না—মঙ্গলদায়িনী; যাঁহার গণ্ডস্থলে সুন্দর পত্ররচনা বিরাজ করিতেছে; রত্নকঙ্কণ ও পাশ যাঁহার ভূষা; যাঁহার অঙ্গুলিসমূহে অঙ্গুরীয়কসমূহ শোভা পাইতেছে; যাঁহার চরণনখে অলক্তকরেখা শোভা পাইতেছে; অগ্নির সমান পবিত্র বসন যাঁহার পরিধান; যিনি গন্ধচন্দনলিপ্তা; যাঁহার স্তনযুগলে কস্তূরিকাচিত্র শোভা পাইতেছে; যিনি রূপ ও গুণ সকলের আধার; গজেন্দ্রের মত মন্থরগামিনী;—অতি কমনীয়া, শান্তা ও যোগসিদ্ধির পারগামিনী; যিনি বিধাতার ও বিধানকর্ত্রী, সর্ব্ববিধাত্রী, শঙ্করী, শারদচন্দ্রবদনা, অতি সুন্দরী; যাঁহার ললাটের মধ্যে ও অধোদেশে কস্তূরিকাবিন্দু, চন্দনবিন্দু ও সিন্দূরবিন্দু শোভা পাইতেছে; যাঁহার নয়ন মধ্যাহ্নকালীন সরোজের শোভাকে পরাভব করিতেছে; যাঁহার দেহশোভা কোটিকামসৌন্দর্য্যকে তিরস্কার করিতেছে; যিনি স্রষ্টার সৃষ্টিবিষয়ে শিল্পস্বরূপা, পালনকার্য্যে দয়ারূপিণী, সংহারকর্ত্তার সংহারসময়ে পরমা-সংহাররূপিণী; যিনি শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী,—পূর্ব্বে ত্রিপুরযুদ্ধকালে মহাদেবকর্তৃক সম্ভূতা, মধুকৈটভের যুদ্ধকালে বিষ্ণুর শক্তিরূপিণী, নিখিলাসুরবিনাশিনী, রক্তবীজনাশিনী; যিনি হিরণ্যকশিপুর বিনাশকালে নৃসিংহের শক্তিস্বরূপা; হিরণ্যাক্ষবধকালে মহাবরাহের বারাহীশক্তিরূপিণী; সেই রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা, রত্নমুকুটভূষিতা, স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপিণী, সর্ব্বশক্তি, দেবী দুর্গাকে আমি নিত্য ভজনা করি। ৯—৩১। বিচক্ষণ ব্যক্তি এইরূপ দুর্গার ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদান করত, পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। দেবীর প্রতিমা ধারণপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে; পরে যত্নসহকারে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বারা জীবন্যাস করিবে। হে মা, সনাতনি! সুরেশ্বরি! ভগবতি! দুর্গে! আপনি শিবলোক হইতে এই স্থানে আগমন করুন ও আমার এইশারদীয়া পূজা গ্রহণ করুন। হে মা জগৎপূজ্যে! মহেশ্বরি! এখানে আগমন করুন ও অবস্থিতি করুন। হে অম্বিকে! এই পূজায় সন্নিরুদ্ধা হুন: হে অচ্যুতে! এই তোমার প্রাণসকল আগমন করুক ও প্রাণের সহিত তোমার শক্তি সমুদায় শীঘ্র আগমন করুক। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া, হে সদাশিবে! তোমার প্রাণ সমুদয় এই প্রতিমার বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠিত হউক। হে চণ্ডিকে! তোমার ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত-

দেবগণ এই প্রতিমায় আগমন করুন ও তোমার শক্তি-সকল এই প্রতিমায় আগমন করুক ও স্বয়ং ঈশ্বর এখানে আসুন। হে নারদ! এইরূপে মহাদেবীকে আরাধনা করিয়া যে, মন্ত্রের দ্বারা পরীহার করিবে, তাহা শ্রবণ কর। হে মা ভগবতি! শিবপ্রিয়ে শিবলোক হইতে আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? হে ভদ্রে ভদ্রকালি! অনুগ্রহ করুন, আপনাকে নমস্কার করি। হে মহেশ্বরি! দুর্গে! আমি ধন্য ও কৃতকার্য্য হইলাম ও আমার জীবন সার্থক হইল; যে হেতু আপনি আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন। ৩২—৪১। আজি আমার জন্ম সফল, জীবন সার্থক হইল; যে হেতু পুণ্যক্ষেত্রে ভারতভূমে দুর্গাদেবীকে পূজা করিতেছি। যে জ্ঞানী ব্যক্তি, পূজনীয়া দুর্গাকে পূজা করে, সে অন্তে সেই শ্রেষ্ঠলোকে গমন করে ও ইহলোকে পরমৈশ্বর্য্যবান্ হয়। সুবুদ্ধি ব্যক্তি বৈষ্ণবীর পূজা করিয়া, বিষ্ণুলোকে গমন করেন ও মাহেশ্বরীর পূজা করিয়া শিবলোকে গমন করেন। ভগবতী দুর্গার, সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী, এই তিন প্রকার উত্তমা মধ্যমা অধমা পূজা কথিতা আছে। এই ত্রিবিধ পূজার মধ্যে বৈষ্ণবদিগের সাত্ত্বিকী পূজা ও শাক্তদিগের রাজসী, আর অদীক্ষিত পশুতুল্য অসাধুগণের পূজা তামসী বলিয়া কথিতা। জীবহিংসা-রহিতা শ্রেষ্ঠপূজা বৈষ্ণবী; বিষ্ণুপাসকগণ বৈষ্ণবীর বরদানে গোলোক-ধামে গমন করে। আর বলিদান-সমন্বিতা মাহেশ্বরীর পূজা রাজসী, শাক্ত প্রভৃতি রাজস ব্যক্তিগণ সেই রাজসী পূজায় কৈলাসধামে গমন করে। কিরাতগণ তামসী পূজায় নরকে গমন করে। হে মা! তুমিই এই জগতের ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম এই চতুর্বর্গের ফলদায়িনী ও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। তুমি জন্ম, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য ও ব্যাধিবিনাশিনী; পরাৎপরা, সুখদা, মোক্ষদা, ভদ্রা, সর্ব্বদা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-দায়িনী। হে মহাভাগে! নারায়ণি! বিপদ্‌বিনাশিনি! তুমি—'দুর্গা' এই নাম স্মরণমাত্রেই মানবগণের দুর্গতি বিনাশ কর। সাধক ব্যক্তি এ প্রকারে দেবীর নিকটে অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, বাম ভাগে ত্রিপদীর উপর শঙ্খ স্থাপন করিবে। মানব, সেই শঙ্খে জল, দুর্ব্বা, পুষ্প, চন্দন প্রদান করিয়া, দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধারণ-পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৪১—৫৪। শঙ্খ! তুমি পূর্ব্বকল্পে শঙ্খচূড়ের অস্থি হইতে উৎপন্ন, অতএব পবিত্র ও মঙ্গলময়, পবিত্র শঙ্খসমূহের মধ্যে মঙ্গল-জনক। পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ বিধানে অর্ঘ্যপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক দেবীকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি, সজলকুশদ্বারা ত্রিকোণবৃত্তমণ্ডল রচনা-পূর্ব্বক তথায় কূর্ম্ম, শেষ, ও ধরিত্রীকে পূজা করিয়া, ত্রিপদী স্থাপন করিবে; ঐ ত্রিপদীতে শঙ্খস্থাপন করিবে; শঙ্খে ত্রিভাগ জল দান করিয়া সেই জলে পূজা করিবে। হে গঙ্গে! যমুনে! গোদাবরি! সরস্বতি! নর্ম্মদে! সিন্ধু! কাবেরি! আপনারা এই জলে সন্নিধান করুন; হে স্বর্ণরেখে! কনখলে! পারিভদ্রে! গণ্ডকি! শ্বেতগঙ্গে! চন্দ্ররেখে! পম্পে! চম্পে! গোমতি! পদ্মাবতি! পর্ণতাশে! বিপাসে! শুভে! বিরজে! শতদ্রুদে! মন্দাকিনি! আপনারা এই জলে সন্নিধান করুন। সেই জলে তুলসী ও চন্দনের দ্বারা বহ্নি, সূর্য্য, বিষ্ণু, গণেশ, বরুণ, শিব, ইহাঁদিগকে পূজা করিবে। নৈবেদ্যাদি সকল পূজোপচার সেই জলের দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। পরে যথাক্রমে ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে; আসন, বস্ত্র, পাদ্য, স্নানীয়, অনুলেপন, মধুপর্ক, গন্ধ, অর্ঘ্য, পুষ্প, অভিলষিত নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, তাম্বূল, রত্নালঙ্কার; ধূপ, দীপ, শয্যা, এই ষোড়শ প্রকার পূজার দ্রব্য। ৫৫—৬৪। হে শঙ্করপ্রিয়ে! অমূল্য রত্ননির্ম্মিত, নানাচিত্রালঙ্কৃত, শ্রেষ্ঠ, এই উৎকৃষ্ট-সিংহাসন গ্রহণ করুন। হে শিবে! অনন্তসূত্রোৎপন্ন, ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ম্মিত, প্রদীপ্তবহ্নিতে পরিশুদ্ধ এই বস্ত্র গ্রহণ করুন। হে দুর্গে! এই অমূল্য রত্নপাত্রস্থিত, পাদ্য—নির্ম্মল জাহ্নবীর জল, পাদপ্রক্ষালনার্থ গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বরি! সুগন্ধি আমলকীদ্বারা সুস্নিগ্ধ, দ্রব পদার্থ, অতি দুর্লভ এই সুপক্ক বিষ্ণুতৈল গ্রহণ করুন। হে জগন্মাতঃ! কস্তুরি ও কুঙ্কুমাক্ত, সুবাসিত, অনুলেপন সুগন্ধি, চন্দন গ্রহণ করুন। হে মহাদবি! এই রত্নপাত্রস্থিত, মধুমিশ্রিত পবিত্র মঙ্গলজনক, মধুপর্ক প্রীতিসহকারে গ্রহণ করুন। হে দেবি। বৃক্ষবিশেষের মূলচূর্ণ, গন্ধদ্রব্যযুক্ত, মঙ্গলই, অতিপবিত্র, এই গন্ধ আমার নিকটে গ্রহণ করুন। হে চণ্ডি। এই পবিত্রশঙ্খপাত্রস্থিত, দুর্ব্বা, পুষ্প ও আতপতণ্ডুলযুক্ত স্বর্গগঙ্গাজলের অর্ঘ্য আমার নিকটে আপনি গ্রহণ করুন। হে জগদম্বিকে! সুগন্ধি পুষ্পযুক্ত ও পারিজাতপুষ্পমিশ্রিত, এই পুষ্পের মালা গ্রহণ করুন। হে শিবে! এই দিব্য সিদ্ধান্ন, আমান্ন, পিষ্টক ও পায়স প্রভৃতি মিষ্টান্ন, লড্ডুক, ফল ও নৈবেদ্য গ্রহণ করুন। ৬৫—৭৪। হে পর্ব্বত-কন্যে! এই কর্পূরাদিযুক্ত আমাকর্ত্তৃক ভক্তিসহকারে নিবেদিত, সুবাসিত, শীতল জল গ্রহণ করুন। হে দেবি! এই গুবাক-পত্রচূর্ণ-মিশ্রিত কর্পূরাদি-

দ্বারা সুগন্ধীকৃত, সর্ব্বভোগের শ্রেষ্ঠ, রমণীয় তাম্বূল গ্রহণ করুন। দেবি! এই বুক্করনচূর্ণ-মিশ্রিত গন্ধদ্রব্য-যুক্ত অগ্নিশিখায় পবিত্র এই ধূপ গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বরি! এই দিব্য রত্নবিশেষ, ঘোরান্ধকারনিবারক, পবিত্র দীপ গ্রহণ করুন। হে দেবি! শ্রেষ্ঠ রত্ন-নির্ম্মিত, সূক্ষ্ম-বস্ত্রাবৃত, এই উত্তম দিব্য শয্যা গ্রহণ করুন। হে নারদ! এইরূপে দেবী দুর্গাকে ষোড়শ উপচারদানে পূজা করিয়া, পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে ও যত্নপূর্ব্বক দেবীর অষ্টনায়িকার পূজা করিবে। অষ্টদলপদ্মে. পূর্ব্ব-দিক্ হইতে যথাক্রমে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ড-নায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা এবং চণ্ডবতী, এই সকলকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, তাহার মধ্যদেশে, প্রথমে মহাভৈরব, পরে সংহার-ভৈরব, অসিতাঙ্গ-ভৈরব, রুরু-ভৈরব, কাল-ভৈরব, ক্রোধ-ভৈরব, ও শেষে, তাম্রচূড়, ও চন্দ্রচূড় এই ভৈরববৃন্দকে পূজা করিয়া মধ্যে নবশক্তি পূজা করিবে; সেই অষ্টদলপদ্মে মধ্যদেশে, ভক্তি-পূর্ব্বক বৈষ্ণবী, ব্রহ্মাণী, রৌদ্রী, ঐন্দ্রী, মাহেশ্বরী, নারসিংহী বারাহী, কার্ত্তিকী এবং সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা প্রধানা দেবী সর্ব্বমঙ্গলা,—এই নবশক্তিকে পূজা করিয়া, সেই ঘটে শঙ্কর, কার্ত্তিকেয, সূর্য্য, সোম, হুতাশন, বায়ু, বরুণ,—এই দেবগণকে দেবীর চেটী ও বটুকে পূজা করিবে। ৭৫—৮৮। পণ্ডিত ব্যক্তি, যথাবিধি চতুঃষষ্টি যোগিনীকে পূজা করিয়া, বলিদান করত যথাশক্তি দেবীর স্তব করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐ দেবীর কবচ গলদেশে বদ্ধ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করত পরে পরীহার করিয়া নমস্কার করিবে। হে মুনিবর! এক্ষণে বলিদান-বিধান শ্রবণ কর;—সুলক্ষণ নর, মহিষ, ছাগল ও মেষাদি বলিদান করিবে। হে নারদ! দেবী-দুর্গা; নরবলিদানে সহস্র বৎসর, মহিষ-দানে শতবর্ষ ও ছাগলদানে দশবর্ষ, মেষ, কুষ্মাণ্ড, পক্ষী ও হরিণ বলিপ্রদানে এক বৎসর, কৃষ্ণসার বলিদানে দশবৎসর, গণ্ডকদানে সহস্রবর্ষ, পিষ্টক-নির্ম্মিত কৃত্রিম পশু বলি দানে ষণ্মাস, ও অক্ষত সুকামাদি ফল দিলে, একমাসকাল দাতার প্রতি প্রসন্না থাকেন। ব্যাধিশূন্য, শৃঙ্গযুক্ত, সুলক্ষণ, বিশুদ্ধ, অবিকৃতাঙ্গ, উত্তমবর্ণ, পুষ্টশরীর, যুবক পশুকেই বলি দিবে। বালক পশু বলি দিলে চণ্ডিকা,—দাতার পুত্র ও বৃদ্ধপশু বলি দিলে গুরুজন, কৃশ বলি দিলে বন্ধুজন, অধিকাঙ্গ পশু বলি দিলে ধন, হীনাঙ্গ পশুদানে প্রজা, শৃঙ্গহীন পশু দিলে কামিনী, নেত্রহীন পশু দিলে ভ্রাতা বিনাশ করেন। খণ্টিকপশু বলি দিলে, দাতার মৃত্যু, চিত্রমস্তক বলিদানে বিঘ্ন হয়, তাম্রপৃষ্ঠ পশু বলিদানে মিত্র বিনষ্ট ও পুষ্টিহীন পশু বলি দিলে শ্রীভ্রষ্ট হয়। হে মুনিবর! অথর্ব্ববেদে নরবলি যেরূপ কথিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর; ইহার ব্যতিক্রমে কলহানি হয়। ৮৯—৯৯। পিতৃ-মাতৃহীন, যুবা, নীরোগ, বিবাহিত, দীক্ষিত, পরস্ত্রী-পরাঙ্মুখ, অজারজাত, বিশুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ, আত্মীয়দিগকে ধন দিয়া অতিরিক্ত মূল্যে ক্রীত সংশূদ্রকে, ধার্ম্মিক ব্যক্তি স্নান করাইয়া বস্ত্র, চন্দন, মাল্য, ধূপ, সিন্দূর, দধি, গোরোচনা প্রভৃতি দ্রব্যে দ্বারা পূজা করিয়া ও স্বচার দ্বারা সংবৎসর তাহাকে ভ্রমণ করাইয়া, বর্ষান্তে উৎসর্গ করিয়া, দেবী দুর্গাকে নিবেদন করিবে। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিকালে ঐ নরকে বলি দিবে। এই বলিদানপ্রসঙ্গে আমি সকলি কহিলাম। পণ্ডিত ব্যক্তি, এইরূপে বলিদান, স্তব, কবচ ধারণ করিয়া দণ্ডবৎ, ভূমিতে প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। ১০০—১০৫।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন;—হে মহাভাগ! আমি অমৃতরস হইতেও উৎকৃষ্ট সকল বিষয় শ্রবণ করিলাম। হে প্রভো! এক্ষণে আপনি দেবীর স্তব, কবচ, পূজা ও উহার ফল ও পূজাদির সময় বলুন। নারায়ণ কহি-লেন;—আর্দ্রা-নক্ষত্রে দেবীকে বোধন করিবে ও মূলা-নক্ষত্রে গৃহপ্রবেশ করাইবে, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে পূজা করিয়া শ্রবণা নক্ষত্রে বিসর্জ্জন করিবে। মানব, আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে দেবীর বোধন করিয়া দেবীর শতবার্ষিকী পূজার ফল প্রাপ্ত হয়। মূলা নক্ষত্রে প্রবেশ করাইলে নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে পূজা করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। মানব, শ্রবণা-নক্ষত্রে দেবীর বিসর্জ্জন করিলে, পুত্র পৌত্রক্রমে লক্ষ্মী লাভ করে; ইহাতে সন্দেহ নাই। মানব, ঐ নক্ষত্রহীন তিথিতেও দেবীর পূজা করিলে, পৃথিবীপ্রদক্ষিণের তুল্য পুণ্য লাভ করে। নর, নবমীতে বোধন করিয়া এক পক্ষ পূজা করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া, দশমীদিনে বিসর্জ্জন করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি, সপ্তমীতে পূজা করিয়া বলি দিবে; অষ্টমীতে বলিদান-রহিত পূজাই প্রশস্ত। অষ্টমীতে বলিদান করিলে, মানবগণের বিপত্তি হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি, নবমী

তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি বলি দিবে। হে দ্বিজবর! বলিদান করিলে, মানবদিগের প্রতি দুর্গার প্রীতি জন্মায়; কিন্তু বলিতে হিংসা জন্য পাপ লাভ হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। উৎসর্গকর্ত্তা, দাতা, ছেত্তা, পোষ্টা, রক্ষক ও অগ্রপশ্চান্নিবন্ধা এই সাতজন বধ জন্য পাপের ভাগী হয়। যে, যাহাকে হনন করে, পুনরায় তাহাকে সে হনন করে, ইহা বেদে উক্ত আছে; সেই কারণে বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবী পূজা করিয়া থাকে। রাজা সুরথ, এইরূপে পূর্ণ সংবৎসর ভক্তি-পূর্ব্বক পূজা করিয়া গলদেশে কবচ ধারণপূর্ব্বক পরমেশ্বরীকে স্তব করিলেন। ১—১৩। সেই দেবী, স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া, তাঁহার প্রত্যক্ষা হইলেন। তখন সুরথ গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের সমান প্রভাশালিনী দেবীকে সম্মুখভাগে দেখিলেন। তেজঃস্বরূপা, পরমা, সগুণা, গুণাতীতা, উৎকৃষ্টা, কমনীয়া, সেই দেবীকে তেজো-মণ্ডলমধ্যে দর্শন করিয়া, ভক্তিযোগে নতশিরা রাজেন্দ্র, ভক্তগণের প্রতি দয়াবিস্তারে সমুৎসুকা, কৃপারূপা, স্বেচ্ছাময়ী দেবীকে স্তব করিলেন। সেই জগন্মাতা, রাজার ভক্তিযুক্ত স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া হাস্যপূর্ব্বক কৃপাবশতঃ রাজেন্দ্রকে সত্যবাক্য কহিলেন; হে রাজন্! তুমি আমাকে সাক্ষাৎ পাইয়া ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিরূপ বর প্রার্থনা করিতেছ,—এক্ষণে বাঞ্ছিত ঐশ্বর্য্যলাভরূপ বর তোমাকে দিতেছি। হে মহারাজ! তুমি সকল শত্রু জয় করিয়া, নিষ্কণ্টকে রাজ্য লাভ কর, পরে তুমি সাবর্ণিনামক অষ্টম মনু হইবে। রাজন্! পরিণামে তোমাকে জ্ঞান ও পরম পদার্থ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি ও তাঁহার দাসত্ব দিব। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি, আমাকে সাক্ষাৎ পাইয়া ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি-রূপ বর প্রার্থনা করে, সে মায়ায় প্রতারিত হইয়া বিষবোধে অমৃত ত্যাগ করে। ব্রহ্মা আদি করিয়া স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই নশ্বর; কেবল গুণাতীত, সত্য, পরব্রহ্ম, অবিনশ্বর শ্রীকৃষ্ণই নিত্য; আমি—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিরও আদি, পরাৎপরা, সগুণা, গুণাতীতা, শ্রেষ্ঠা, সর্ব্বদা ইচ্ছাময়ী; আমি নিত্যা হইলেও অনিত্যা, সর্ব্বরূপা, সকল কারণেরও কারণ, ও সকলের বীজরূপা. মূল প্রকৃতি, ঈশ্বরী। ১৪—২৪। রমণীয়, পবিত্র বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে ও গোলোকধামে আমিই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের রাধা; আমিই দুর্গা ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিষ্ণুমায়া, আমিই বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ও দেবী সরস্বতী। আমি বেদমাতা সাবিত্রী, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী; আমিই গঙ্গা, তুলসী ও সর্ব্বাধারা পৃথিবী। এই নানাবিধা আমি, মায়াবশতঃ অংশে সমস্ত নারীরূপে বিরাজ করিতেছি। হে রাজন্! সেই আমি—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভ্রূভঙ্গবিলাসে সৃষ্টা হইয়াছি! যাঁহার লোমকূপে নিয়ত নিখিল বিশ্ব অবস্থান করিতেছে; সেই মহাবিরাট্, যে পুরুষকর্ত্তৃক ভ্রূভঙ্গবিলাসে সৃষ্ট হইয়াছেন, সকল লোক সেই মায়ারচিত অনিত্য বিশ্বে নিত্যজ্ঞান করিয়া থাকে। সপ্তসাগরপরিবৃতা, সপ্তদ্বীপা; পৃথিবী; তাহার নিম্নে সপ্ত পাতাল; তৎপরে সপ্তলোক; এইরূপ নির্ম্মাণই বিশ্ব, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া কথিত; প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ আছেন। শ্রীকৃষ্ণ, সকলের ঈশ্বর;—ইহাই পরম জ্ঞান; বেদ, ব্রত, তপস্যা, তীর্থ, দেবতা, পুণ্য, এই সকলেরই সার শ্রীকৃষ্ণ;—এইরূপ কথিত হইয়াছে; যে মূঢ়, কৃষ্ণভক্তি-বিহীন, সে জীবন্মৃত। ২৫—৩৪। তীর্থসকলও কৃষ্ণ-ভক্তগণের স্পৃষ্টবায়ুসংস্পর্শে পবিত্র হয় ও কৃষ্ণমন্ত্রো-পাসক ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হয়, ইহা কথিত আছে। মানব, কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ-মাত্রেই তপস্যা, জপ, তীর্থ ও পূজা ব্যতিরেকেও নারায়ণতুল্য হয়। সে পুরুষ মাতামহকুলের শত পুরুষ ও পিতৃকুলের সহস্র পুরুষ উদ্ধার করিয়া, গোলোকধামে গমন করে। হে রাজন্! তোমাকে এই সারভূত জ্ঞান কহিলাম, মন্বন্তরান্তে তোমারে ভোগাবসানে হরিভক্তি প্রদান করিব। অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ভোগ না হইলে, শতকোটিকল্পেও ক্ষয় হয় না। কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হয়। আমি যাহার প্রতি কৃপা করি, তাহাকে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে নির্ম্মলা নিশ্চলা দৃঢ়া ভক্তি প্রদান করি। আর যে যে ব্যক্তিকে প্রতারণা করি, তাহা-দিগকে স্বপ্নতুল্যা মিথ্যা ভ্রমরূপিণী সম্পদ্ প্রদান করি। হে বৎস! এই তোমার নিকটে জ্ঞানবিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে যথাসুখে গমন কর। ইহা কহিয়া মহাদেবী তথায় অন্তর্হিতা হইলেন। রাজাও রাজ্য লাভ করিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, গৃহে গমন করিলেন। হে নারদ! এই উত্তম দুর্গার উপাখ্যান তোমার নিকটে কহিলাম। ৩৫—৪৩।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন;—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সকলই শুনিলাম নিশ্চিত, কিছুই অবশিষ্ট নাই; এক্ষণে আমাকে দুর্গার স্তোত্র ও কবচ বলুন। নারায়ণ কহিলেন;—পূর্ব্বে গোলোকধামে রাসমণ্ডলে বৈশাখ মাসে আনন্দিত

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সেই দুর্গা প্রথম স্তুতা হন; দ্বিতীয়বার মধুকৈটভযুদ্ধে বিষ্ণুকর্ত্তৃক সংস্তুতা হন, তৃতীয়বার সেই সময়েই প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্তুতা হন। হে নারদ! পূর্ব্বে মহাঘোরতর ত্রিপুর-যুদ্ধকালে ঐ দেবী চতুর্থবার মহাদেবকর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক সংস্তুতা হন ও পঞ্চমবারে বৃত্রাসুরবধকালে ঘোর প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র ও সকল দেবতাগণকর্ত্তৃক সংস্তুতা হন। পরে প্রতিকল্পে মুনীন্দ্রগণ, মনু ও সুরথাদি মানবগণকর্ত্তৃক সেই পরাৎপরা সংস্তুতা ও পূজিতা হন। হে ব্রহ্মন! সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন ভবসাগর পারের কারণ সুখ ও মোক্ষপ্রদ স্তোত্র শ্রবণ কর। ১—৭। শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন;—তুমিই সর্ব্বজননী, মূলপ্রকৃতি, ঈশ্বরী; তুমি সৃষ্টি-বিষয়ে আদ্যা, স্বেচ্ছাক্রমে সত্ত্ব-রজস্তমোময়ী; বাস্তবিক তুমি স্বয়ং গুণাতীতা হইলেও, কার্য্যার্থে সগুণা হও; তুমি পরমব্রহ্মস্বরূপা, সত্যা, নিত্যা, ও সনাতনী; তুমি তেজঃস্বরূপা, পরমা; ভক্তজনের প্রতি দয়াপ্রকাশে শরীরিণী, সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বেশা, সর্ব্বাধারা, ও পরাৎপরা; তুমি সর্ব্ববীজস্বরূপা, সর্ব্বপূজ্যা, আশ্রয়-রহিতা, সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বতোভদ্রা; তুমি সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা, সর্ব্ববুদ্ধিস্বরূপা, সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী, সর্ব্বজ্ঞানপ্রদাত্রী, সর্ব্বভাবিনী; তুমি দেবোদ্দেশে দানকালে স্বাহা; পিতৃ-উদ্দেশে দানকালে স্বধারূপিণী ও সকল দানকালে তুমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী দক্ষিণা; তুমি আমার আত্মার নিদ্রা; তুমি তৃষ্ণা; তুমি দয়া, ক্ষুধা, ক্ষান্তি; তুমি ঈশ্বরী, শান্তি, কান্তি ও নিত্যাসৃষ্টি; তুমি শ্রদ্ধা, পুষ্টি, তন্দ্রা, লজ্জা, শোভা, দয়া, সাধুগণের সম্পৎস্বরূপা ও অসাধুগণের বিপত্তিরূপা; তুমি পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের প্রীতিস্বরূপা, পাপিগণের কলহস্বরূপা ও সর্ব্বপ্রাণি-গণের সর্ব্বদা মায়াময়ী শক্তি; তুমি কৃপাময়ী দেবগণকে স্ব স্ব অধিকার দান কর ও বিধাতারও সৃষ্টিকারিণী এবং সকল দেবগণের হিতার্থ অসুরসমূহঘাতিনী; তুমি যোগনিদ্রা, যোগস্বরূপা, যোগধাত্রী ও যোগিনী; তুমি সিদ্ধগণের সিদ্ধি-রূপা, সিদ্ধিদা ও সিদ্ধযোগিনী; তুমি মাহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুমায়া, বৈষ্ণবী, ভদ্রদা, ভদ্রকালী, সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী, তুমি প্রতিগ্রামে গ্রামদেবী ও প্রতিগৃহে গৃহদেবী; তুমি সাধুগণের কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠারূপিণী এবং অসাধু-দিগের নিয়ত নিন্দারূপিণী; তুমি মহাযুদ্ধে মহা-মারী, দুষ্টবিনাশকারিণী, শিষ্টগণের রক্ষারূপিণী ও জননীর ন্যায় হিতকারিণী; তুমি ব্রহ্মা প্রভৃতিরও বন্দ্যা, পূজ্যা, স্তুত্যা, ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মণ্যরূপা, তপস্বী-দিগের তপস্যা। ৮—২২। তুমি বিদ্বানদিগের বিদ্যা, বুদ্ধিমান্ সাধুদিগের বুদ্ধি, প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মেধা ও স্মৃতিরূপিণী প্রতিভা; তুমি রাজাদিগের প্রতাপরূপা, বৈশ্যদিগের বাণিজ্যরূপিণী, সৃষ্টিবিষয়ে সৃষ্টিরূপিণী ও পালনে রক্ষারূপিণী; হে বিশ্বপূজিতে! তুমি বিশ্বের বিনাশসময়ে মহামারীস্বরূপা; তুমি কাল-রাত্রি, মহারাত্রী, মোহরাত্রি ও মোহিনীশক্তি; তুমি আমার অনতিক্রমণীয়া মায়া,—যে মায়ায় এই জগৎ মুগ্ধ রহিয়াছে, বিদ্বান্ ব্যক্তিও ঐ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মোক্ষের উপায় দেখিতেছেন। পরমাত্মকর্ত্তৃক কৃত এই বিপদ্বিনাশক দুর্গার স্তব যে ব্যক্তি পূজার সময়ে পাঠ করে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। বন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা অথবা মৃতবৎসা, দুর্ভগা নারী এক বৎসর এই স্তব শুনিলে, নিশ্চয়ই উত্তম পুত্র লাভ করে। যে ব্যক্তি কারাগারে বা অতি দৃঢ়-বন্ধনে বদ্ধ, সেও এই স্তব একমাস শুনিলে নিশ্চয়ই বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যক্ষ্ম-রোগগ্রস্ত, গলৎকুষ্ঠী, মহাশূলী, বা মহাজ্বরী ব্যক্তি এই স্তব এক বৎসর পাঠ করিলে, তৎক্ষণাৎ রোগ হইতে মুক্ত হয়। পুত্রবিচ্ছেদ, প্রজাবিচ্ছেদ ও পত্নীবিচ্ছেদরূপ দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তি এই স্তব একমাস শুনিলে, পুনরায় ঐ সকল ইষ্ট লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। রাজদ্বারে, শ্মশানে, মহারণ্যে ও হিংস্রজন্তুসমীপে এই স্তব শুনিলে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পায়। গৃহদাহ উপস্থিত হইলে, দাবাগ্নিতে এবং দস্যু ও শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, এই স্তব শ্রবণমাত্র তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে মহাদরিদ্র ও মূর্খ মানব এই স্তব পাঠ করে, সে বিদ্বান্ ও ধনী হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে দুর্গাস্তোত্র সম্পূর্ণ।

নারদ কহিলেন;—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বজ্ঞান-বিশারদ! ভগবান্! আপনি ব্রহ্মাণ্ডমোহন-নামক, প্রকৃতির কবচ বলুন। ২৩—৩৫। নারায়ণ কহিলেন; —হে বৎস! সেই দুর্লভ কবচ কহিতেছি শ্রবণ কর। সে কবচ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাবশতঃ ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন। ব্রহ্মাও গঙ্গাতীরে সমুদয় কবচ ধর্ম্মকে কহিয়াছিলেন; ধর্ম্মও কৃপাবশতঃ পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে আমাকে দিয়াছিলেন। মহাদেব এই কবচ ধারণ করিয়া, পূর্ব্বে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন ও ভদ্রকালী ইহা ধারণ করিয়া, রক্তবীজ সংহার করিয়া-ছেন। ইন্দ্র এই কবচ ধারণ করিয়া, লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন। মহাকাল ইহা ধারণ করিয়া চিরজীবী

ও ধার্ম্মিক হইয়াছেন। নন্দী এই কবচ সানন্দে ধারণ করিয়া মহাজ্ঞানী হইয়াছেন ও বাণরাজা ইহা ধারণ করিয়া মহাযোদ্ধা ও শত্রুগণের ভয়ঙ্কর হইয়াছিলেন। জ্ঞানিবর দুর্ব্বাসা ইহা ধারণ করিয়া শিবতুল্য হইয়াছেন। ওঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুক। এই যড়ক্ষর মন্ত্র ভক্তগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ। হে নারদ! এই মন্ত্রগ্রহণবিষয়ে বেদেও কিছুমাত্র বিতর্ক নাই। এই মন্ত্র গ্রহণমাত্রেই মানব বিষ্ণুতুল্য হয়। আর নমোহন্ত ওঁ দুর্গায়ৈ, এই মন্ত্র আমার মুখ রক্ষা করুন। ও দুর্গে রক্ষ, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ, এই মন্ত্র নিরন্তর আমার স্কন্ধদেশ রক্ষা করুন। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পৃষ্ঠের সকল স্থান রক্ষা করুন। হ্রীঁ, এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল ও শ্রীঁ এই মন্ত্র সর্ব্বদা হস্তকে রক্ষা করুন। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র আমার সকল অঙ্গ; স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় রক্ষা করুন। পূর্ব্ব দিকে প্রকৃতি আমাকে রক্ষা করুন। অগ্নিকোণে চণ্ডী আমাকে রক্ষা করুন। দক্ষিণ দিকে ভদ্রকালী, নৈঋতকোণে মাহেশ্বরী, পশ্চিম দিকে বারাহী, বায়ুকোণে সর্ব্বমঙ্গলা আমাকে রক্ষা করুন। ৩৬—৪৭। উত্তর দিকে বৈষ্ণবী ও ঈশানকোণে শিবপ্রিয়া আমাকে রক্ষা করুন; জগদম্বিকা, জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে আমাকে রক্ষা করুন। হে বৎস! এই অতি দুর্লভ কবচ তোমাকে কহিলাম; যে কোন ব্যক্তিকে ইহা দিবে না ও কাহাকে ও কহিবে না। যে ব্যক্তি বস্ত্র অলঙ্কার চন্দনাদি দ্বারা গুরুদেবকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কবচ ধারণ করিবে, সে বিষ্ণুতুল্য হইবে; তাহাতে সংশয় নাই। নারদ! সকল তীর্থে স্নান ও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে, লোক যে ফল লাভ করে, সেই ফল এই কবচ ধারণে হইবে। এই কবচ পঞ্চলক্ষবার জপ করিলে, নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়; সিদ্ধকবচ পুরুষ সঙ্কটে অস্ত্রবিদ্ধও হয় না। জল, অগ্নি ও বিষ, ইহাতে তাহার নিশ্চতই মৃত্যু হয় না। সেই পুরুষ জীবন্মুক্ত ও সর্ব্ব-সিদ্ধেশ্বর হয়। যদি পুরুষ এই কবচে সিদ্ধ হয়; সে নিশ্চয়ই বিষ্ণুতুল্য হয়। হে নারদ! অমৃতখণ্ড হইতেও উৎকৃষ্ট এই প্রকৃতিখণ্ড কহিলাম। দুর্গা মূল প্রকৃতি; ইঁহার পুত্র গণেশ; দুর্গা কৃষ্ণের ব্রত করিয়া, গণেশকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণরূপে নিজ অংশে গণেশরূপে উৎপন্ন হন। মানব এই শ্রুতিমধুর অমৃততুল্য প্রকৃতিখণ্ড শ্রবণ করিয়া, দধ্যন্নভোজন করাইয়া বক্তাকে স্বুবর্ণ দিবে ও রমণীয়া, সবৎসা ধেনু ভক্তিপূর্ব্বক দিবে। দেবীর অনুগ্রহে তাহার পুত্রপৌত্রাদির বৃদ্ধি হয়। তাঁহার গৃহে লক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকেন এবং অন্তকালে তাঁহার গোলোক ধাম প্রাপ্তি হয়। ৪৮—৫৭।

প্রকৃতিখণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রকৃতিখণ্ড সম্পূর্ণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

গণেশখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া, পুরাণ কীর্ত্তন করিবে। নারদ কহিলেন,—হে প্রভো! উত্তম সুধাসিন্ধুসম সর্ব্বোৎকৃষ্ট সকলের অভিলষিত মূঢ়গণের জ্ঞান-বর্দ্ধন প্রকৃতিখণ্ড শুনিলাম। এক্ষণে গণেশখণ্ড শ্রবণে বাসনা হইতেছে; কারণ গণেশের জন্মবৃত্তান্ত মানবগণের অশেষকল্যাণনিদান। দেবাগ্রগণ্য গণেশ পার্ব্বতীর জঠর ব্যতীত কি প্রকারে উৎপন্ন হইলেন? দেবীই বা কিরূপে তাদৃশ পুত্র-রত্ন-লাভ করিলেন? তিনি কোন্ দেবের অংশ? তিনি কেনই বা জন্মক্লেশ স্বীকার করিলেন? তিনি কি অযোনি-সম্ভূত; না যোনি-সম্ভূত? জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বিদ্যমান থাকিতে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পূজা হইবার কারণ কি? পুরাণে তাঁহার নিগূঢ় জন্মবৃত্তান্তমাত্র বর্ণিত আছে; তিনি লম্বোদর একদন্ত গজানন হইলেন কেন? হে মহাভাগ! এই সমস্ত শুনিতে আমি উৎসুক হইয়াছি; আপনি অতি মনোহর তৎসমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিস্তৃতরূপে বিবৃত করুন। ১—৮। নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন, পাপ-সন্তাপ-হর, সর্ব্ব-মঙ্গলদায়ক, সারভূত, সকলের শ্রবণ-সুখকর, সুখপ্রদ, মোক্ষের বীজ-স্বরূপ, কর্ম্মবন্ধচ্ছেদী, পরমাদ্ভুত গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি—তুমি শ্রবণ কর। ৯। ১০। নারায়ণ বলিলেন;—হে নারদ! আমি সমুদয় বিঘ্নের ক্ষয়কারী পাপ এবং সন্তাপের অপহারক, পরম আশ্চর্য্য একটি রহস্য উপাখ্যানের কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা (শ্রোতৃবর্গকে) সকল প্রকার মঙ্গল প্রদান করে, উহা (সকল উপাখ্যানের) সারভূত, সকল প্রকার শ্রোতারই কর্ণসুখকর, শুভপ্রদ, মোক্ষের বীজস্বরূপ এবং কর্ম্মবন্ধচ্ছেদকারী। দৈত্যগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত দেবতাদিগের তেজোরাশি হইতে উৎপন্না দেবী সমুদয় দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া, দক্ষপ্রজাপতির কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি সতী নামে প্রসিদ্ধা হন। পূর্ব্বকালে সেই সতী দেবী, পতির নিন্দায় যোগবলে শরীর ত্যাগ করিয়া, শৈলরাজ হিমালয়ের প্রিয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতরাজ হিমালয় অতিশয় আনন্দসহকারে শঙ্করকে নিজ কন্যা পার্ব্বতী দান করিলেন এবং দেবশ্রেষ্ঠ শঙ্কর সেই পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনে গমন করিলেন। শঙ্কর নদীর তীরস্থিত কোন পুষ্পোদ্যানে পুষ্প ও চন্দনে চর্চ্চিত রতির উদ্দীপক একটী শয্যা প্রস্তুত করিয়া, সেই পার্ব্বতীর সহিত রমণ করিয়াছিলেন। হে নারদ! তাঁহাদিগের উভয়ের দৈবমানে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বিপরীতাদিক্রমে নানাবিধ শৃঙ্গার হইয়াছিল। পার্ব্বতীর অঙ্গস্পর্শমাত্রেই মহাদেব কন্দর্পকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়াছিলেন এবং সেই পার্ব্বতীও শিবস্পর্শে এইরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের দিন-রাত্রের প্রভেদ বোধ হয় নাই। হংস ও কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিসমূহে সমাকীর্ণ, পুংস্কোকিলের কলধ্বনিতে নিনাদিত, নানাবিধ প্রফুল্ল-কুসুমে সুশোভিত, ভ্রমরগুঞ্জনে সুরঞ্জিত, সুগন্ধিকুসুমসংসৃষ্ট বায়ুদ্বারা সুরভীকৃত, অত্যন্ত শুভপ্রদ এবং সর্ব্বপ্রকার জন্তু-

রহিত অর্থাৎ অতিশয় নির্জ্জন সেই রমণীয় স্থানে, সেই দম্পতীর তাদৃশ সুরতোৎসব অবলোকন করিয়া, দেবতাদিগের যৎপরোনাস্তি চিন্তা হইয়াছিল এবং তাঁহারা ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া, নারায়ণের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। ১১—১৯। ব্রহ্মা নারায়ণকে নমস্কার করিয়া আপনার অভীপ্সিত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন এবং দেবতাসকল চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ২২। ২৩। ব্রহ্মা বলিলেন;—মহাযোগী শঙ্কর দৈবমানে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সুরতোৎসবে রত হইয়া অন্য বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন; তিনি এখন পর্য্যন্ত বিরত হন নাই। হে জগদীশ্বর! সেই দম্পতীর সুরোৎসব নিবৃত্ত হইলে, কিরূপ সন্তান উৎপন্ন হইবে; তাহা আমাদিগের নিকটে ব্যক্ত করুন। ২১। ২২। নারায়ণ বলিলেন,—হে বিধাতঃ! কোন চিন্তা নাই, সকলই শুভ হইবে। হে বিধে! যাহারা আমার শরণাপন্ন, তাহাদের কি দুঃখ হয়? যে উপায়ে তাঁহার (শিবের) বীর্য্য নিশ্চয় ভূমিতে পতিত হয়, দেবগণের সহিত যত্নপূর্ব্বক সেই উপায় অবলম্বন কর; যদি শম্ভুর বীর্য্য কোনমতে পার্ব্বতীর উদরে পতিত হয়, তাহা হইলে সুর এবং অসুরগণের বিমর্দ্দক একটি সন্তান উৎপন্ন হইবে। তাহার পর ইন্দ্রপ্রভৃতি সমুদয় দেবগণ, নারায়ণের আজ্ঞাক্রমে নর্ম্মদানদীতীরে গমন করিলেন, এবং ব্রহ্মা আপনার গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সমুদয় দেবগণ, ভয়ে কাতর হইয়া, অতিশয় বিষণ্ণবদনে সেই স্থানে, পর্ব্বত-গুহার বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র কুবেরকে, কুবের বরুণকে, বরুণ বায়ুকে, বায়ু যমকে, যম বরুণকে, অগ্নি যমকে, সূর্য্য অগ্নিকে, চন্দ্র সূর্য্যকে ঈশান চন্দ্রকে—এইরূপে দেবগণ (মহাদেবের) রতিভঙ্গের নিমিত্ত পরস্পরকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মুখে পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন; তুমি গিয়া মহাদেবের রতিভঙ্গ কর। অতঃপর ইন্দ্র দ্বারদেশে গিয়া, মুখ ফিরাইয়া, মহাদেবকে, সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন;—হে যোগীশ্বর! মহাদেব কি করিতেছেন? আপনি জগতের ঈশ্বর, জগতের বীজ অর্থাৎ মূল কারণ এবং ভক্তের ভয়ভঞ্জন; আপনাকে নমস্কার করি। এই কথা বলিয়া ইন্দ্র সরিয়া গেলেন এবং সূর্য্য সেই স্থানে আগমন করিলেন। সূর্য্য, দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া, ভয়ে ভয়ে আড়চোখে চাহিতে চাহিতে বলিতে লাগিলেন;—হে জগৎপালক! মহাদেব! আপনি কি করিতেছেন? হে সুরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ পার্ব্বতী-পতে! আপনাকে নমস্কার করি। এই কথা বলিয়াই সূর্য্যদেব ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিলেন এবং সেই স্থানে চন্দ্র আসিয়া সেইভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন;—হে ত্রিলোকের ঈশ্বর ত্রিলোচন! আপনি কি করিতেছেন? আপনি সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব অনুশীলনেই আনন্দ অনুভব করেন, আপনি যাহা অভিলাষ করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়; আপনার নাম কীর্ত্তনে কর্ণ পবিত্র হয়; আমি আপনাকে নমস্কার করি। নিশাপতি চন্দ্র ভয়ে ভয়ে কয়টি কথা কহিয়াই বিরত হইলেন। তাহার পর বায়ু দ্বারদেশে আসিয়া (বক্রভাবে) দর্শন করত বলিতে লাগিলেন, হে জগন্নাথ! জগৎ-বন্দ্য! আপনি কি করিতেছেন? আপনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চতুর্ব্বর্গের মূল এবং সনাতন; আপনাকে নমস্কার করি। ২৩—৩৮। যোগজ্ঞানে সুপণ্ডিত মহেশ্বর এইরূপ স্তব শুনিয়া রতিক্রীড়া পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইয়াও পার্ব্বতীর ভয়ে উহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। (তখন) দেবগণকে ভয়পীড়িত এবং পুনর্ব্বার স্তব করিতে উদ্যত দেখিয়া সুখসম্ভোগে বিরত হইলেন এবং কণ্ঠলগ্না পার্ব্বতীকেও পরিত্যাগ করিলেন। তখন লজ্জায় ত্রস্তভাবে উত্থানকারী মহাদেবের বীর্য্য ভূমিতে পতিত হইল; এবং তাহা হইতে স্কন্দ কার্ত্তিকেয় উৎপন্ন হইলেন। পরে স্কন্দজন্মপ্রস্তাবে এই অতি মনোহর কথার সবিস্তর বর্ণন করিব। সম্প্রতি তোমার অভিলষিত কথা শ্রবণ কর। ২৯—৪৩।

গণেশখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, মহাদেব রতি ত্যাগ করিয়া, সম্মুখে দেবতাদিগকে দেখিতে পাইয়াই পার্ব্বতীর ভয়ে দয়াপরবশ হইয়া, তাঁহাদিগকে "পলাও, পলাও" বলিয়া পলাইতে আদেশ করিলেন। দেবগণ, পার্ব্বতীর শাপভয়ে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিলেন এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকারী মহাদেবও পার্ব্বতীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। (তখন) সেই দেবী দুর্গা, শয্যা হইতে উত্থান করিয়া, সম্মুখে দেবগণকে দেখিতে না পাইয়া, আপনার দেহ হইতে সমুত্থিত কোপানলকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন। সেই দেবী পার্ব্বতী অতিশয় রোষ-পরবশ হইলেন এবং "আজ হইতে সমুদয় দেবগণের বীর্য্য নিষ্ফল অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ হইবে," এই বলিয়া

দেবতাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন। তাহার পর দেবদেব মহেশ্বর সেই দেবী পার্ব্বতীকে ক্রোধে আরক্ত-নয়না, রোরুদ্যমানা, দুঃখিতা এবং অবনতমুখে ধরণী-তলখনন কারিণী দর্শন করিয়া, তাঁহাকে হস্তে ধরিয়া উঠাইয়া, আপনার বক্ষঃস্থলে বসাইলেন এবং অতীব ভীত হইয়া মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন। ১—৭। হে গিরিরাজকন্যে! কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধা হইয়াছ? তুমি ধন্যা, মনোহররূপবতী, আমার সৌভাগ্যস্বরূপা এবং প্রাণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা; হে জগদম্বে! তোমার কি অভীষ্ট আমি সম্পাদন করিব, তাহা আমাকে বল। এই অখিলব্রহ্মাণ্ডসমূহে আমাদের দুজনের কি অসাধ্য আছে? হে সুন্দরি! আমি নিরপরাধ, আমার উপর প্রসন্ন হও। যদি দৈবাৎ অজ্ঞাতভাবে আমার কোন দোষ হইয়া থাকে, তাহা তোমার ক্ষমা করা উচিত। কারণ তোমার সংযোগেই আমি শিব অর্থাৎ জগতের মঙ্গলদাতা (হই)। যদিও আমি ঈশ্বর; কিন্তু তোমার সংযোগ ব্যতীত সর্ব্বদা শবতুল্য এবং অশিব হইয়া থাকি। তুমি প্রকৃতি, বুদ্ধি, ক্ষমা এবং দয়া; হে সুরেশ্বরি! তুমি তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি ও ক্ষান্তি; তুমি! ক্ষুধা, ছায়া, নিদ্রা, তন্দ্রা এবং শ্রদ্ধা; তুমি সকলের আধার এবং বীজ অর্থাৎ মূল কারণস্বরূপা। হে শিবে! ঈষৎ হাস্য করত সরস বাক্যে ইহা আমাকে বল! আমি তোমার কোপরূপ বিষের জ্বালায় দগ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছি; অতএব আমাকে জীবিত কর। কোপযুক্তা পার্ব্বতী মহেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া, হৃদয়ের দুঃখ হৃদয়ে রাখিয়া, মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ৮—১৫। পার্ব্বতী বলিলেন,—আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বরূপী, আত্মারাম, পূর্ণকাম (যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়) এবং সকলের দেহেই অবস্থিত; (আপনাকে) আমি কি বলিব? রমণীগণ অজ্ঞ স্বামীকেই আপনার মনোগত অভিলষিত অর্থ কহিয়া থাকে; কিন্তু আপনি যখন সকলের অন্তর্যামী এবং হৃদয়বাসী, তখন আপনাকে আমি কি বলিব? সমুদয় নারীই আপনার লজ্জাকর কারণকে অতি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া থাকে। নারীগণের নিজমুখে অকথ্য হইলেও, আমি আপনার নিকটে বলিব। হে সুরেশ্বর! স্ত্রীগণের সমুদয় সুখ ও বিভবের মধ্যে নির্জ্জনস্থানে সৎপুরুষের সহিত সম্ভোগ একটি পরম সুখ। সেই সম্ভোগ শেষ হইবার পূর্ব্বে ভঙ্গ হইলে যে দুঃখ হয়, স্ত্রীলোকের তাহার মত দুঃখ আর নাই। স্ত্রীদিগের পতিবিচ্ছেদে যে দুঃখ হয়, তাহা অতি অসহ্য। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যেমন দিন দিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ পতিবিচ্ছেদে স্ত্রীলোকেরা ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণকান্তি হইতে থাকে। চিন্তাই মনুষ্যদিগের জ্বর অর্থাৎ ক্ষয়ের কারণ। এইরূপ বস্ত্রের রৌদ্র, পতিব্রতার পতিবিচ্ছেদ এবং অশ্বের মৈথুন জ্বর অর্থাৎ শুষ্কতার হেতু। প্রথমে রতিভঙ্গইত দুঃখ, তাহার উপর গর্ভ না হইয়া অন্যত্র বীর্য্যপতন একটি দ্বিতীয় দুঃখ। এই সকল দুঃখের উপর তৃতীয় দুঃখ এই যে, সন্তান না হওয়া। স্ত্রীলোকের মধ্যে কমনীয় তুমি আমার পতি; কিন্তু তোমা হইতে পুত্র লাভ হইল না! পুত্রহীনা রমণীর জীবন নিষ্ফল। তপস্যা এবং দান হইতে যে পুণ্য উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল পরজন্মেই (পরলোকে) সুখ প্রদান করে, কিন্তু সৎ অর্থাৎ বিশুদ্ধবংশজাত পুত্র, ইহ ও পর, এই উভয় জন্মেই (লোকে) সুখের কারণ হয়। সুপুত্র স্বামীর অংশ, (সুতরাং) স্বামীর ন্যায়ই সুখপ্রদ হয়। কুপুত্র কুলাঙ্গার অর্থাৎ কুলের দহনকারী—উহা কেবল মন-স্তাপের জন্যই (জন্ম গ্রহণ করে)। স্বামী নিজ ভার্য্যার গর্ভে আপনার অংশরূপে জন্মগ্রহণ করে। পতিব্রতা রমণী, মাতার ন্যায় সর্ব্বদা হিতসাধন করে। অসাধ্বী পত্নী, শত্রুর ন্যায় সর্ব্বদা দুঃখদায়িনী (হয়)। কটুভাষিণী এবং ব্যাভিচারিণী, এই উভয়বিধ ভার্য্যাই অসাধ্বী বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে। হে যোগীশ্বরের ঈশ্বর! আমি (পুত্রলাভবিষয়ে) কি উপায় অবলম্বন করিব, তাহা উপদেশ করুন। আপনি উপায়ের সমুদ্র এবং সকল প্রকার তপস্যার ফলদাতা। এই কথা বলিয়া দেবী পার্ব্বতী মুখ অবনত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দেবশ্রেষ্ঠ শঙ্কর একটু হাস্য করিয়া, তাঁহাকে (পার্ব্বতীকে) বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। (তিনি) সৎপুত্রলাভের উপায়সূচক সুখকর, সন্তাপহারী, পরিমিত, মনোহর এবং রুচিকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬—৩১।

গণেশখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন;—হে পার্ব্বতি! আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর; তোমার মঙ্গল হইবে। এই ত্রিজগতে উপায় হইতেই কার্য্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে! সকল প্রকার কার্য্যসিদ্ধির মূলস্বরূপ কল্যাণকর এবং মনের প্রীতিজনক উপায়, আমি তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি। হে বরাননে! শ্রীহরির আরাধনা করিয়া ব্রতের অনুষ্ঠান কর। ঐ ব্রতের নাম পুণ্যক; এক

বৎসর মাত্র উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ঐ ব্রত অতিকঠোর হইলেও, অভীপ্সিত ফলদানে কল্পতরু-তুল্য। উহা সুখদ, পুণ্যজনক, সার অর্থাৎ সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ, পুত্রপ্রদ এবং সমুদয় সম্পদের প্রদাতা। ১—৪। নদীদিগের মধ্যে গঙ্গা যেমন, দেবতাদিগের মধ্যে হরি যেমন, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আমি যেমন, হে প্রিয়ে! সমুদয় দেবীর মধ্যে তুমি যেমন, বর্ণসমূহের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, তীর্থসমূহের মধ্যে যেমন পুষ্কর, পুষ্পসমূহের মধ্যে যেমন পারিজাত, পত্রসমূহের মধ্যে যেমন তুলসী যেমন পুণ্যপ্রদ, তিথির মধ্যে একাদশী, বারের মধ্যে রবিবার যেমন পুণ্যপ্রদ, যেমন দ্বাদশমাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ছয় ঋতুর মধ্যে বসন্ত, যেমন বৎসরসমূহের মধ্যে সংবৎসর, যুগচতুষ্টয়ের মধ্যে সত্যযুগ, পূজ্যগণের মধ্যে বিদ্যাদাতা, গুরুর মধ্যে জননী, আপ্তজনের মধ্যে সাধ্বী পত্নী, বিশ্বস্তদিগের মধ্যে মন, ধনের মধ্যে রত্ন, প্রিয়ের মধ্যে পতি, বন্ধুগণের মধ্যে পুত্র, বৃক্ষদিগের মধ্যে কল্পবৃক্ষ, ফলের মধ্যে আম্র, বর্ষসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ বনের মধ্যে বৃন্দাবন, রমণীগণের মধ্যে শতরূপা, পুরীর মধ্যে কাশী, তেজস্বীদিগের মধ্যে সূর্য্য, আহ্লাদকদিগের মধ্যে চন্দ্র, সুন্দরদিগের মধ্যে কন্দর্প, শাস্ত্রের মধ্যে যেমন বেদ, সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল, বানরের মধ্যে যেমন হনুমান্, ক্ষেত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণের মুখ, কীর্ত্তি-হেতুদিগের মধ্যে যেমন মনোহর কাব্যনির্ম্মাণ-বিদ্যা, ব্যাপকের মধ্যে আকাশ, অঙ্গের মধ্যে লোচন, বিভবের মধ্যে হরিকথা, সুখের মধ্যে হরিচিন্তা, স্পর্শের মধ্যে পুত্রস্পর্শ, হিংস্রের মধ্যে খল, পাপের মধ্যে মিথ্যা, পাপিনীদিগের মধ্যে বেশ্যা, পুণ্যের মধ্যে সত্য, তপস্থার মধ্যে হরিসেবা, গব্যের মধ্যে ঘৃত, তপস্বীর মধ্যে ব্রহ্মা, ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যে অমৃত, শস্যের মধ্যে ধান্য, পবিত্রকারী বস্তুর মধ্যে জল, শুদ্ধ বস্তুর মধ্যে অগ্নি, তৈজসের মধ্যে সুবর্ণ, মিষ্টের মধ্যে প্রিয়ভাষণ, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, যোগীদিগের মধ্যে কার্ত্তিকেয়, দেবর্ষিদিগের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ, বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে বৃহস্পতি, সুকবিদিগের মধ্যে শুক্রাচার্য্য, কাব্যের মধ্যে পুরাণ, স্রোতস্বান্দিগের মধ্যে সমুদ্র, ক্ষমাশালীদিগের মধ্যে পৃথিবী, ইষ্ট অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুসমূহের মধ্যে মুক্তি, সম্পদের মধ্যে হরিভক্তি, পবিত্রদিগের মধ্যে বৈষ্ণব, বর্ণের মধ্যে প্রণব, মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্র, বীজ অর্থাৎ আদি কারণের মধ্যে প্রকৃতি, বিদ্বান্দিগের মধ্যে সরস্বতী, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, যক্ষদিগের মধ্যে কুবের, সর্পদিগের মধ্যে বাসুকি, পর্ব্বতা গর মধ্যে হিমালয়, গোরুদিগের মধ্যে সুরভি, বেদের ::] সামবেদ, তৃণের মধ্যে কুশ, সুখপ্রদদিগের মধ্য লক্ষ্ম: শীঘ্রগামীদিগের মধ্যে মন, অক্ষরের মধ্যে অকার, ।<তৈষীদিগের মধ্যে মাতা, যন্ত্রের মধ্যে শাল-গ্রাম, পশুর অস্থির মধ্যে বিষ্ণু-পঞ্জর, চতুষ্পদের মধ্যে সিংহ, প্রাণীদিগের মধ্যে মনুষ্য ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে অন্তঃকরণ, রোগের মধ্যে মন্দাগ্নি, বল অর্থাৎ ক্রিয়াসম্পাদনের উপায়ের মধ্যে শক্তি, শক্তিমান্দিগের মধ্যে বলশালী, স্থূলদিগের মধ্যে বিরাট্পুরুষ, সূক্ষ্মদিগের মধ্যে পরমাণু, দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, দৈত্যদিগের মধ্যে বলি, সাধুদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ, দাতাদিগের মধ্যে দধীচি, অস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র, চক্রের মধ্যে সুদর্শন, নৃপদিগের মধ্যে রাম, ধনুর্দ্ধারীর মধ্যে যেমন লক্ষ্মণ; শ্রীকৃষ্ণ যেমন সকলের আধার, সকলের সেব্য, সকল সৃষ্ট বস্তুর মূল কারণ সকল অভীষ্টের প্রদাতা এবং সকল বস্তুর সারস্বরূপ, ব্রতসমূহের মধ্যে পুণ্যকব্রতও সেইরূপ।৫—৩০। অয়ি মহাভাগে! পার্ব্বতি! এই ত্রিলোক-দুর্লভ ব্রতের অনুষ্ঠান কর, এই ব্রত হইতেই তোমার সকলের সারভূত পুত্র উৎপন্ন হইবে। যাঁহার সেবা দ্বারা মনুষ্য কোটি কোটি পিতৃ-পুরুষের সহিত মুক্তি লাভ করে, সকলের বাঞ্ছিতফলদাতা সেই শ্রীকৃষ্ণ, এই ব্রতের আরাধ্য। এই ভারতবর্ষে যে ব্যক্তি হরি-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া হরি-সেবা করে, সেই ব্যক্তিই আপনার জন্ম সফল করে এবং কোটি পুরুষকে উদ্ধার করিয়া নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠে গমন করে; আর সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ হইয়া পরম সুখ লাভ করে। হরিভক্ত মনুষ্য আপনার সহোদর, ভৃত্য, বন্ধু, সহচর এবং স্ত্রী ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আপনি হরিপদে লীন হয়। অতএব হে পর্ব্বত-পুত্রি! তুমি অতি দুর্লভ হরি-মন্ত্র গ্রহণ কর এবং সেই ব্রতে পিতৃগণের মুক্তির কারণ ঐ হরি-মন্ত্রের জপ কর। হে মুনিবর! দেবাদিদেব শঙ্কর গিরিজার সহিত শীঘ্র জাহ্নবীর তীরে গমন করিয়া, তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক মনোহর হরির মন্ত্র, স্তব ও কবচ দান করিলেন এবং পূজানুষ্ঠানের নিয়মগুলিও বলিয়া দিলেন। ৩১—৩৮।

গণেশখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন;—পার্ব্বতী, ব্রতের কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং ব্রতের যাবতীয় নিয়ম জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বতী বলিলেন;—হে নাথ! আপনি সর্ব্বজ্ঞপ্রধান, করুণার

সাগর, দীনজনের আশ্রয় এবং পরাৎপর অর্থাৎ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে ব্রতের নিয়মগুলি বলিয়া দিউন। হে প্রভো! কোন্ কোন্ দ্রব্য এবং কি কি ফল ব্রতের উপযুক্ত? ব্রতের কাল নিয়ম, আহার, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও ফল এই সকল বিষয়ই আমাকে ব্যক্ত করিয়া বলুন। হে দেব! আমি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি,—আমাকে একটি উত্তম পুরোহিত, পুষ্পচয়নকারী ব্রাহ্মণ এবং দ্রব্য-আহরণকারী ভৃত্য সকল নিযুক্ত করিয়া দিউন এবং আরও অন্যান্য বিষয় যাহা আমার জ্ঞাত নহে, তৎসমুদায়েরও আয়োজন করিয়া দিউন। কারণ স্বামীই স্ত্রীদিগের সর্ব্বতোভাবে প্রভু। স্ত্রীদিগের তিন অবস্থা,—কৌমার, মধ্য এবং শেষ অর্থাৎ শৈশব যৌবন এবং বার্দ্ধক্য; তাহার মধ্যে পিতা কৌমার কালে সর্ব্ব প্রকারে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, স্বামী মধ্য সময়ে এবং পুত্র শেষ সময়ে। পিতা প্রাণতুল্য দুহিতাকে সৎস্বামীর হস্তে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। স্বামী আপনার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পরম সুখ লাভ করেন। যে স্ত্রী যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত বন্ধুত্রয়কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়, সে-ই সম্পূর্ণ ভাগ্যবতী। যাহার উহাদের মধ্যে, কোন এক বন্ধুর অভাব হয়, তাহাকে মাঝামাঝি ভাগ্যবতী বলা যায়; আর যাহার একেবারে সকল বন্ধুর অভাব হয়, এইভূমণ্ডলে সে-ই অধমা অর্থাৎ দুর্ভাগ্যবতী। যে স্ত্রী, এই বন্ধুদিগের স্বাধীনে কাল হরণ করিতে সক্ষমা হয়, ত্রিজগতে তাহারই প্রশংসা হয় এবং যে স্ত্রী, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তাহাকে লোকে নিন্দা করে, এই সকল কথাই বেদে আছে। হে ভগবন্! আপনি সকলের সাক্ষী এবং সকল তত্ত্ব জানেন; আমাকে আত্ম-নির্ব্বৃতির কারণ পুত্ররূপ বর দান করুন। হে মহাত্মন্। নিজের বোধানুরূপ অনুমান অনুসারে এ বিষয় আপনার নিকটে নিবেদিত হইল, আপনি সকলের আন্তরিক অভিপ্রায় এবং বোধ পরিজ্ঞাত আছেন, আপনাকে আর কি বুঝাইয়া বলিব। পার্ব্বতী প্রীতিপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া স্বামীর চরণে পতিত হইলেন; তখন কৃপাসিন্ধু মহাদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—১২। হে দেবি। আমি সেই ব্রতের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, নিয়ম, ফল এবং তাহার উপযোগী দ্রব্য ও ফলের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ব্রতের জন্য ফল এবং পুষ্প চয়ন করিবার নিমিত্ত এক শত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ; দ্রব্য আহরণের জন্য এক শত ভৃত্য ও একশতলক্ষ দাসী এবং বেদবেদাঙ্গপারগ, সমুদয় ব্রতের অনুষ্ঠানে নিপুণ, হরিভক্তদিগের অগ্রগণ্য, সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাংশে আমার তুল্য সনৎকুমারকে পুরোহিতরূপে নিযুক্ত কর। অয়ি প্রিয়তমে। দেবি। শুদ্ধকালে মাঘ মাসের শুক্ল ত্রয়োদশীতে নিয়মপূর্ব্বক ব্রতারম্ভ অতি শুভদায়ী। পূর্ব্ব দিবস মস্তকের সংস্কার করিয়া সর্ব্বাঙ্গ নির্ম্মল করিবে, উপবাস করিবে, এবং যত্নপূর্ব্বক বস্ত্র প্রক্ষালন করিয়া রাখিবে। সুব্রতী অর্থাৎ ব্রতানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি পর দিবস অরুণোদয়-বেলায় শয্যা হইতে উত্থান করিয়া মুখ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক নির্ম্মল জলে স্নান করিবে। অনন্তর হরি স্মরণপূর্ব্বক আচমন করিয়া শরীরশোধক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পবিত্র হইবে। তাহার পর ভক্তিসহকারে হরিকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া, সত্বর গৃহে আগমন করিবে। পরে ধৌত বস্ত্রযুগ্ম পরিধানপূর্ব্বক শুদ্ধ আসনে উপবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার আচমন ও তিলক করিয়া আপনার আহ্নিককার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। প্রথমে যত্নপূর্ব্বক পুরোহিতের বরণ, পরে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক ঘটস্থাপন ও সঙ্কল্প করিয়া, এই বেদবিহিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রতের দ্রব্য সকল এক কালে নির্দ্ধারিত আছে। হে দেবেশি। পরমাত্মা বিষ্ণুকে প্রত্যহ ষোড়শ উপচার দান করিবে। আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় মধুপর্ক, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দন, যজ্ঞসূত্র ও কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল—হে সুন্দরী! এই সকল দ্রব্য পূজার অঙ্গ। ১৩—২৬। হে দেবি। উহাদিগের মধ্যে কোন বস্তুর অভাব হইলে অঙ্গহীন হয়; অঙ্গহীন কর্ম্ম, অঙ্গহীন মনুষ্যের মত। কার্য্য অঙ্গহীন হইলে তাহাতে ফলেরও হানি হয়। হে দুর্গে! নিজের রূপের জন্য অষ্টোত্তর শত পারিজাত পুষ্প প্রতিদিন বিষ্ণুকে প্রদান করিবে। ব্রতী, স্বীয় বর্ণের সৌন্দর্য্যলাভার্থ ভগবান্ হরিকে ভক্তিপূর্ব্বক একলক্ষ মনোহর এবং অক্ষত শ্বেত চম্পক পুষ্প দান করিবে। মুখের সৌন্দর্য্যলাভার্থ সহস্রদল পদ্মের একলক্ষ অক্ষত পুষ্প ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে প্রদান করিবে। নেত্রদ্বয়ের দীপ্তিবৃদ্ধ্যর্থ ভগবান্ নারায়ণকে অমূল্যরত্নরচিত সহস্র দর্পণ দান করিবে। হে দেবেশি! চক্ষুর রূপের নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ নীলোৎপল দান করিবে। কেশের সৌন্দর্য্যের জন্য, হিমালয়পর্ব্বতোদ্ভূত একলক্ষ মনোহর শ্বেত চামর কেশবকে প্রদান করিবে। নাসিকার সৌন্দর্য্যলাভার্থ ভগবান্ গোপীশ্বরকে অমূল্যরত্নরচিত সহস্র পুটক প্রদান করিবে। ওষ্ঠ এবং অধরে অধিক

সৌন্দর্য্যলাভার্থ রাধানাথকে লক্ষ বন্ধূকপুষ্প দান করিবে। হে শৈলজে! দন্তের সৌন্দর্য্যলাভার্থ গোলোকেশ্বরকে ভক্তিপূর্ব্বক একলক্ষ মুক্তাফল দান করিবে। হে শৈলেন্দ্রকন্যে! গণ্ডস্থলের সৌন্দর্য্য-লাভার্থ ব্রতানুষ্ঠানসময়ে পরমেশ্বরকে একলক্ষ রত্ন-গণ্ডুক দান করিবে। ২৭—৩৭। হে প্রাণেশি! ওষ্ঠাধরের সৌন্দর্য্যলাভার্থ ব্রতকালে ব্রজেশ্বরকে এক লক্ষ রত্নপাশক দান করিবে। কর্ণের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বেশ্বরকে রত্নসারনির্ম্মিত একলক্ষ কর্ণ-ভূষণ দান করিবে। স্বরের সৌন্দর্য্যলাভার্থ বিশ্বেশ্বরকে রত্ননির্ম্মিত একলক্ষ মাধ্বীক কলস দান করিবে। হে দেবেশি! বাক্যের সৌন্দর্য্যলাভার্থ শ্রীকৃষ্ণকে রত্ন-নির্ম্মিত এক সহস্র সুধাপূর্ণ কুম্ভ প্রদান করিবে। দৃষ্টির সৌন্দর্য্যলাভার্থ গোপবেশধারী কিশোরবেশ কৃষ্ণকে একলক্ষ রত্ন-প্রদীপ দান করিবে। গলদেশের সৌন্দর্য্যলাভার্থ গোরক্ষকে ধুস্তুর কুসুমাকার সহস্র রত্নপাত্র দান করিবে। বাহুর সৌন্দর্য্যের জন্য সদ্রত্ন-সার-রচিত সহস্র পদ্মনাল চণ্ড-কপালকে দান করিবে। হে নারায়ণি! সেই হরির প্রীতিকর ব্রতানুষ্ঠান-সময়ে, করের সৌন্দর্য্যলাভার্থ লক্ষ রক্তপদ্ম গোপাঙ্গনাদিগের অধিপতিকে দান করিবে। অঙ্গুলীসমূহের সৌন্দর্য্য-হেতু, রত্নসারনির্ম্মিত একলক্ষ অঙ্গুরীয়ক দেবেশ্বরকে দান করিবে। নখের সৌন্দর্য্য হেতু একলক্ষ শ্বেতবর্ণ মনোহর সর্ব্বোৎকৃষ্ট মণি মুনীন্দ্রনাথকে দান করিবে। বক্ষঃস্থলের সৌন্দর্য্যলাভার্থ উৎকৃষ্ট রত্নসারময় অতি মনোহর একলক্ষ হার মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিবে। ৩৮—৪৮। স্তনের সৌন্দর্য্যলাভার্থ সুপক্ক মনোহর বিল্বফল—সিদ্ধেন্দ্রনাথকে সমর্পণ করিবে। দেহের রূপবৃদ্ধির নিমিত্ত উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত মনোহর একলক্ষ বর্ত্তুলাকার পাত্র পদ্মালয়ার ঈশ শ্রীকৃষ্ণকে দান করিবে। নাভির সৌন্দর্য্যলাভার্থ উৎকৃষ্ট রত্নসার-রচিত সহস্রনাভী পদ্মনাভকে সমর্পণ করিবে। নিতম্বদেশের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধ্যর্থ উৎকৃষ্ট রত্নসাররচিত সহস্র নখচন্দ্র চক্রপাণিকে সমর্পণ করিবে। শ্রোণির সৌন্দর্য্যলাভার্থ সুবর্ণনির্ম্মিত একলক্ষ মনোহর কদলী-স্তম্ভ শ্রীনিবাসকে অর্পণ করিবে। চরণদ্বয়ের সৌন্দর্য্য-লাভার্থ একলক্ষ অক্ষত এবং অম্লান শতদল স্থলপদ্ম পদ্মনেত্রকে প্রদান করিবে। গমনের উৎকর্ষলাভার্থ সুবর্ণনির্ম্মিত এক সহস্র খঞ্জন লক্ষ্মীশ্বরকে সমর্পণ করিবে। গতিলাভের নিমিত্ত সুবর্ণনির্ম্মিত সহস্র রাজহংস ও গজেন্দ্র—হরিকে সমর্পণ করিবে। মস্ত-কের সৌন্দর্য্যলাভার্থ উৎকৃষ্ট রত্নদ্বারা খচিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত একলক্ষ ছত্র নারায়ণকে দান করিবে। হে ঈশ্বরি! হাস্যের সৌন্দর্য্যলাভার্থ একলক্ষ অক্ষত মালতী কুসুম বৃন্দাবনেশ্বরকে সমর্পণ করিবে। ৩৯—৫৮। স্বভাবের সৌন্দর্য্যলাভার্থ এবং ব্রতের পূরণার্থ সেই শোভন ব্রতের অনুষ্ঠানের সময়ে অমূল্য লক্ষ রত্ন ভগবান্ নারায়ণকে সমর্পণ করিবে। মনোহর সৌন্দর্য্যের জন্য স্ফটিকসঙ্কাশ একলক্ষ শ্রেষ্ঠ মণি মুনীন্দ্রনাথকে সমর্পণ করিবে। প্রিয়জনের অনুরাগবৃদ্ধির নিমিত্ত, প্রবালসারের মত দীপ্তিমান্ সহস্র শ্রেষ্ঠ মণি, ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিবে। কোটিজন্ম পর্য্যন্ত স্বামিসৌভাগ্যলাভার্থ, যত্নপূর্ব্বক এক লক্ষ শ্রেষ্ঠ মাণিক্য শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিবে। পুত্রলাভার্থ শ্রীহরিকে কুষ্মাণ্ড, নারিকেল, জম্বীর এবং শ্রীফল, এই কয়টি ফল প্রদান করিবে। অসংখ্য জন্ম পর্য্যন্ত স্বামীর ধন-বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে যত্নপূর্ব্বক একলক্ষ উৎকৃষ্ট রত্নসার অর্পণ করিবে। ব্রতানুষ্ঠানকারী, সম্পত্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত ব্রতানুষ্ঠান সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে নানাবিধ বাদ্য, কাংস্য ও করতালাদি বাদ্য শ্রবণ করাইবে। স্বামীর ভোগের বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীহরিকে ভক্তিপূর্ব্বক ঘৃত এবং শর্করাযুক্ত মনোহর পায়স ও পিষ্টক দান করিবে। হরি-ভক্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীহরিকে ভক্তিপূর্ব্বক একলক্ষ মনোহর অক্ষত সুগন্ধি-পুষ্পমালা অর্পণ করিবে। হে দুর্গে! শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-প্রাপ্তির নিমিত্ত নানাবিধ স্বাদু ও মধুর নৈবেদ্য প্রদান করিবে। হে সুব্রতে! ব্রতানুষ্ঠানসময়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক তুলসীসংযুক্ত নানাবিধ পুষ্প প্রদান করিবে। ব্রতানুষ্ঠানকালে ব্রতী, জন্ম জন্ম আপনার শস্যবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যহ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ৫৯—৭০। হে দেবি! ভক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত পূজাসময়ে একশত পূর্ণ-পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে এবং শতবার প্রণাম করিবে। হে সুব্রতে! ব্রতানুষ্ঠানসময়ে ছয়মাস হবিষ্যান্ন, পাঁচমাস ফলাদি, একপক্ষ কেবল ঘৃত এবং একপক্ষ কেবল জল ভক্ষণ করিবে। ব্রতানুষ্ঠানসময়ে ব্রতী দিবারাত্র শতরত্নপ্রদীপ ও বহ্নি প্রজ্বলিত রাখিবে এবং রাত্রে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া জাগরণ করিবে। ক্রীড়ার উৎকর্ষলাভার্থ ব্রতানুষ্ঠানসময়ে স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, শ্রবণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়া-নিষ্পত্তি, এই আট প্রকার মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে ব্রত সম্পূর্ণ হইলে প্রতিষ্ঠা করিবে। বস্ত্র, ভোজ্য, উপবীত এবং উপহারযুক্ত মনোহর তিন শত

ষাটখানি ডালা উৎসর্গ করিবে। এক সহস্র তিন শত ষাট জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং এক হাজার তিনশ ষাট বার তিল হোম করিবে। ব্রতসমাপ্তির নিমিত্ত বিধানানুসারে এক হাজার তিন শত ষাট সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিবে। হে দেবি! সমাপ্তিদিবসে আরও অন্য দক্ষিণার কথা বলিব। হরিতে দৃঢ়তর ভক্তিলাভই এই ব্রতের ফল। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, হরিসদৃশ ত্রিভুবনে বিখ্যাত পুত্র লাভ হয়; সৌন্দর্য্য, স্বামি-সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য এবং বিপুল ধনেরও অধিগম হয়; জন্মে জন্মে সমুদয় বাঞ্ছিতসিদ্ধির বীজ পাওয়া যায়। হে দেবি! তোমাকে ব্রতসম্বন্ধে সকল কথাই বলিলাম, হে মহেশ্বরি! এক্ষণে ব্রতের অনুষ্ঠান কর। হে সাধ্বি! তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে, এই কথা বলিয়া মহাদেব বিরত হইলেন। ৭১—৮১।

গণেশখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, দুর্গা ব্রতানুষ্ঠানের বিধান শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে পুনর্ব্বার আপনার স্বামীর নিকটে মঙ্গলপ্রদ বিচিত্র ব্রতকথা জিজ্ঞাসা করিলেন; —হে নাথ! কি আশ্চর্য্য ব্রতানুষ্ঠান এবং তাহার ফল শ্রবণ করিলাম;—হে কান্ত! এক্ষণে ব্রতের কথা বলুন এবং প্রথমে এ ব্রতের কে অনুষ্ঠান করে, তাহাও ব্যক্ত করুন। মহাদেব বলিলেন;—মনুর পত্নী শতরূপা পুত্রাভাবহেতু দুঃখে দুঃখিতা হইয়া, ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া, ব্রাহ্মাকে বলিলেন;—হে ব্রহ্মন্! আপনি জগদ্ধাতা এবং সমুদয় সৃষ্টি-কারণের কারণ; অতএব আমাকে বলিয়া দিউন, কি উপায়ে বন্ধ্যার পুত্র উৎপন্ন হয়। হে ব্রহ্মন্! আমার জন্ম, ঐশ্বর্য্য এবং ধন সকলই নিস্ফল। পুত্র ব্যতীত ঐশ্বর্য্যশালীদিগের গৃহে কিছুই শোভিত হয় না। তপস্যা এবং দান হইতে যে পুণ্য উৎপন্ন হয়, তাহা জন্মান্তরে সুখপ্রদ হয়। পুত্র, পুত্রবান্‌দিগকে সুখ, মোক্ষ এবং প্রীতি প্রদান করে, পুত্রবান্ পুত্রের মুখ দেখিয়া নিশ্চয়ই শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং 'পুৎ' নামক নরক হইতে পরিত্রাণের উপায় প্রাপ্ত হয়। হে বিধাতঃ! যদি এই তাপাক্রান্ত আমাকে পুত্রলাভের উপায় বলেন, তা হইলেই মঙ্গল; নতুবা আমি স্বামীর সহিত অরণ্যে গমন করিব। আমাদের রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, এবং প্রজাপূর্ণ পৃথিবী আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করুন। হে তাত! আমরা পুত্রহীন,—পুত্র বিনা আমাদের এ সকল কি হইবে? বিদ্বান্ ব্যক্তি, পুত্রহীন ব্যক্তির অমঙ্গলকর মুখ দর্শন করিতে উৎসাহী হন না; অপুত্রক ব্যক্তি আপনার মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করে। আমি বিষ ভোজন করিব বা অগ্নিতে প্রবেশ করিব। আপনি আপনার স্ত্রীপুত্রহীন অমঙ্গলাস্পদ পুত্রকে লইয়া থাকুন। শতরূপা এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মার সম্মুখে রোদন করিতে লাগিলেন। কৃপানিধি ব্রহ্মা, তাঁহাকে তদবস্থা দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—১২। হে বৎসে! আমি সমুদয় ঐশ্বর্য্যের বীজ, সমুদয় অভিলষিতপ্রদ, শুভ ও সুখাবহ পুত্রলাভের উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ব্রতের নাম সুপুণ্যক; ইহা শুদ্ধ কালে মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে অনুষ্ঠেয়; ইহাতে সর্ব্বদ শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য। এই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ব্রত এক বৎসর ব্যাপিয়া অনুষ্ঠেয়। হে সুব্রতে! ইহাতে বেদকথিত দ্রব্য সকল দেয়। হে শুভে! এইকাণশাখোক্ত সর্ব্ববাঞ্ছিত সিদ্ধিপ্রদ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী পুত্র লাভ কর। শতরূপা ব্রহ্মার এইবাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ নামে দুইটি মনোহর পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। দেবহূতি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, সিদ্ধদিগের ঈশ্বর পুণ্যপ্রদ পবিত্র, মঙ্গলাস্পদ, নারায়ণের অংশ কপিল নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। শুভলক্ষণা অরুন্ধতী, এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, শক্তি নামে পুত্রলাভ করেন। শক্তির পত্নী এই ব্রতের অনুষ্ঠানবলে পরাশর নামে পুত্র লাভ করেন। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অদিতি বামন নামে পুত্র লাভ করেন। ইন্দ্রপত্নী শচী এই ব্রত করিয়া জয়ন্ত নামে পুত্র লাভ করিয়াছেন। উত্তানপাদ রাজার পত্নী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ধ্রুব নামে পুত্র প্রাপ্ত হন এবং কুবেরের পত্নী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নলকূবর নামে পুত্র প্রাপ্ত হন। সূর্য্যের পত্নী, এই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া মনু নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। অত্রি ঋষির পত্নী এই ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা চন্দ্রকে আপনার পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অঙ্গিরা ঋষির পত্নী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ইহার প্রভাবে সুরগুরু বৃহস্পতিকে আপনার পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। ভৃগুর ভার্য্যা এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নারায়ণের অংশ, সকল তেজস্বীর শ্রেষ্ঠ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে আপনার পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে দেবি! এই

সমুদয় ব্রতের শ্রেষ্ঠ ব্রতের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অয়ি শুভে! হিমালয়পুত্রি! কল্যাণি! তুমিও এই ব্রতের অনুষ্ঠান কর। এই সুখাবহ ব্রত রাজেন্দ্রপত্নী ও দেবীদিগেরই সাধ্য। হে মহাসাধ্বি! এই ব্রত সাধ্বীদিগের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। এই ব্রতের প্রভাবে গোপাঙ্গনাদিগের স্বামী সর্ব্বদেবেশ্বর নারায়ণ স্বয়ং তোমার পুত্র হইবেন। হে নারদ! শঙ্কর এইকথা বলিয়া বিরত হইলেন, এবং দেবী পার্ব্বতী শঙ্করের আজ্ঞায় প্রহৃষ্টান্তঃকরণে, এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। সুখদ, মোক্ষদ এবং সংসারের সারভূত গণেশের জন্মের কারণ সবিস্তরে কথিত হইল। এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর?। ১৩—২৯।

গণেশখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন;—হে সাধু তপোধন! নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে পুনর্ব্বার কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন;—নারায়ণের বাক্য শ্রবণে নারদ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে ব্রতারম্ভের বিধান জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। নারদ বলিলেন;—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পার্ব্বতী স্বামীর আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারে এই শুভাবহ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন। হে ব্রহ্মন্! সেই সুব্রতা পার্ব্বতী ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে পর গোপীশ শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারেই বা তাঁহার উদরে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। ১—৪। নারায়ণ বলিলেন;—মহাদেব ব্রতের অপূর্ব্ব কথা ও বিধান বলিয়া স্বয়ং তপস্যার ফলদাতা হইয়াও তপস্যাচরণ করিতে গমন করিলেন। সেই হরিমূর্ত্তিভেদধারী, পরমানন্দপূর্ণ, জ্ঞানানন্দ, সনাতন মহাদেব, হরির আরাধনে ব্যগ্র, হরির সেবন ও হরিধ্যানপরায়ণ হইয়া, অন্তরে ও বাহিরে হরি স্মরণ করত দিবারাত্রির ভেদ জানিতে পারেন নাই। এদিকে দেবী পার্ব্বতী, প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্বামীর আজ্ঞায় কিঙ্কর ও ব্রাহ্মণগণকে ব্রতের নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন; সেই শুভ ব্রতের উপযোগী সমুদয় দ্রব্য আহরণ করিয়া শুভক্ষণে ব্রত আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার পুত্র ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান মূর্ত্তিমান্ তেজোরাশি ভগবান্ সনৎকুমার স্বয়ং আগমন করিলেন। ব্রহ্মা অতিশয় আনন্দিত হইয়া ভার্য্যার সহিত ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিলেন। ভগবান্ মহেশ্বর, অতি ত্রস্তভাবে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। হে নারদ! সকল জগতের পালন, শাসন ও ভরণকর্ত্তা, বনমালাধারী রত্নভূষণভূষিত, চতুর্ভুজ শ্যামবর্ণ ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, লক্ষ্মী এবং পারিষদগণের সহিত বিপুল দ্রব্যভার লইয়া রত্নযানে আরোহণপূর্ব্বক সেই স্থানে আগমন করিলেন। ৫—১৩। সনক, সনন্দ, কপিল, সনাতন, আসুরি, ক্রতু, হংসী, বোঢ়, পঞ্চশিখ অরুণি, যতি, সুমতি, অনুচরবর্গের সহিত বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, প্রচেতা, দুর্ব্বাসা চ্যবন, মরীচি, কশ্যপ, কণ্ব, জরুৎকারু, গৌতম, বৃহস্পতি, উতথ্য, সংবর্ত্ত, সৌভরি, জাবাল, জমদগ্নি, জৈগীষব্য, দেবল, লোকামুখ, চক্ররথ, পারিভদ্র, পরাশর, বিশ্বামিত্র, বামদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, মার্কণ্ডেয়, মৃকণ্ডু, পুষ্কর, লোমশ, কৌৎস, বৎস, দক্ষ, কালাগ্নি, অঘমর্ষণ, কাত্যায়ন, কণাদ, সালিন্দি, শাকটায়ন, শঙ্কু, আপিশলি, শাকল্য, শঙ্খ এতত্তিন্ন আরও অন্যান্য সশিষ্য মুনিগণ এবং ধর্ম্মপুত্র আমরা দুজন,—নর ও নারায়ণ, দিক্‌পালসকল, দেবগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ এবং নিজ নিজ গণের সহিত পর্ব্বত সকল সেই পার্ব্বতীর ব্রতে আগমন করিয়াছিলেন। ১৪—২২। অনন্ত রত্নের প্রভব শৈলরাজ হিমালয়, কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া অপত্য, ভার্য্যা, স্বগণ এবং অনুচরবর্গের সহিত রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া, ভারে ভারে নানাবিধ দ্রব্য, ব্রতের উপযোগী মণিমাণিক্য, রত্ন-জগতের দুর্লভ নানা প্রকার বস্ত্র, একলক্ষ শ্রেষ্ঠ হস্তী, তিন লক্ষ শ্রেষ্ঠ অশ্ব, দশ লক্ষ উত্তম গোরু, শত লক্ষ সুবর্ণ এই পরিমিত রুচক, হীরক, স্পর্শমণি, চতুর্লক্ষ মুক্তা, সহস্র কৌস্তুভ এবং সুস্বাদু মিষ্ট দ্রব্যের লক্ষ ভার সমভিব্যাহারে লইয়া দুহিতার ব্রতে আগমন করিলেন। ২৩—২৭। সেই পার্ব্বতীর ব্রতে ব্রাহ্মণ, মনু, সিদ্ধ, অনেক বিদ্যাধর, যতি, ভিক্ষুক এবং বন্দিগণ আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময় মহাদেবের গৃহে বিদ্যাধরী, নর্ত্তকী, নর্ত্তক, অপ্সরা সকল এবং নানাবিধ বাদ্যকর আগমন করিয়াছিল। কৈলাসপুরীর পদ্মরাগমণি দ্বারা নির্ম্মিত রাজমার্গ সকল চন্দনবাসিত জলের দ্বারা অভিষিক্ত; আম্রপল্লবমালা ও কদলীস্তম্ভে সুশোভিত এবং দূর্ব্বা, ধান্য, পর্ণ, লাজ ও ফলপুষ্পে বিভূষিত দেখিয়া, সমাগত ব্যক্তিরা অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে কৈলাসস্থিত সমুদয় ব্যক্তি ভগবান্ শঙ্করকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, পরমানন্দে উচ্চসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। ঐ ব্রতে ইন্দ্র দানাধ্যক্ষ, কুবের কোষাধ্যক্ষ,

সূর্য্যদেব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আদেষ্টা এবং বরুণ পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন। সেই পার্ব্বতীর ব্রতে সহস্র সহস্র দধির নদী, সহস্র সহস্র দুগ্ধের নদী, সহস্র সহস্র ঘৃতের নদী, শত শত গুড়ের নদী, সহস্র সহস্র মাধ্বীকের নদী, শত শত তৈলের নদী ও লক্ষ লক্ষ তক্রের নদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। হে নারদ! সেই ব্রতে শত লক্ষ অমৃতকুণ্ড এবং মিষ্টান্ন ও শর্করার লক্ষ লক্ষ রাশি স্থাপিত হইয়াছিল। ২৮—৩৬। হে নারদ! ঘৃতাক্ত যব ও গোধূমচূর্ণের স্বস্তিক ও অপূপের চতুর্লক্ষ রাশি এবং গুড়সংস্কৃত লাজের কোটি কোটি রাশি স্থাপিত হইয়াছিল। শালি-ধান্য এবং চিপিটকের দশ কোটি রাশি হইয়াছিল। হে মুনে! তণ্ডুলের যে কত রাশি হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই পার্ব্বতীর ব্রতে কৈলাসপুরীতে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল এবং মণির পর্ব্বত সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। লক্ষ্মী নিজে পায়স,পিষ্টক,মনোহর শালিধান্যের অন্ন এবং ঘৃতসংস্কৃত ব্যঞ্জন সকল পাক করিতে লাগিলেন। দেবর্ষিগণের সহিত নারায়ণ স্বয়ং ভোজন করিতে বসিলেন এবং একলক্ষ ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিল। সেই সুদক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণেরা ভোজনকারীদিগকে কর্পূরাদিসুবাসিত তাম্বূল এবং বিশ্রামার্থ রত্নসিংহাসন সকল দান করিতে লাগিল। ভোজনান্তে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু স্মিতমুখে পার্ষদগণকর্ত্তৃক শ্বেত চামর দ্বারা সেব্যমান এবং ঋষি, সিদ্ধ ও দেবগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক একটু একটু হাস্য করিতে করিতে সানন্দান্তঃকরণে বিদ্যাধরীদিগের নৃত্য দেখিতেছেন এবং গন্ধর্ব্বদিগের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন; এমন সময়ে মহাদেব সেই দেবর্ষিগণপূর্ণ সভাতে ব্রহ্মকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিসহকারে সেই ব্রহ্মেশ বিষ্ণুকে কর্ত্তব্য এবং অভীপ্সিত ব্রতের যুক্তিযুক্ততার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৭—৪৬। হে নাথ! শ্রীনিবাস! আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। হে প্রভো! আপনি তপস্যার স্বরূপ এবং তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম্মের ফলদাতা। আপনি ব্রত, জপ, যজ্ঞ এবং পূজার সর্ব্বাগ্রে পূজিত হন। হে হরে! আপনি সকলের বীজ এবং বাঞ্ছাকল্পতরু। হে ব্রহ্মন্! দুঃখিতহৃদয়া শোকসন্তপ্তা পার্ব্বতী, পুত্রার্থিনী হইয়া সুপুণ্যক নামে ব্রত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। দেবগণ রতিভঙ্গ করিলে বীর্য্য নিষ্ফল হইল বলিয়া, তিনি অত্যন্ত শোক-পীড়িতা হইয়াছিলেন, তাহাতে আমি নানাবিধ বচনামৃত প্রয়োগ করিয়া এই সাধ্বীকে প্রবোধিত করি। এই সুব্রতা পার্ব্বতী ব্রতে সৎপুত্র এবং স্বামিসৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই দুই ব্যতীত ইনি কখনই সন্তুষ্টা হইবেন না; এমন কি আপনার প্রাণ অবধি পরিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইয়াছেন। পূর্ব্বে এই ভাবিনী আমার নিন্দা শ্রবণ করিয়া, পিতৃযজ্ঞে নিজের দেহ পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার শৈলগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছেন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনাকে আর কি বলিব? হে তত্ত্বজ্ঞ! এ বিষয়ে আপনার কি আজ্ঞা হয়? পরিণামশুভপ্রদ আজ্ঞা ব্যক্ত করুন। চঞ্চল স্ত্রীস্বভাবকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না; রমণীরূপরাশি মোহের কারণ; জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ অস্মাদৃশ সিদ্ধযোগী এবং তপস্বিগণের পক্ষেও উহা দুস্ত্যজ; উহা সকল মায়ার করণ্ডক এবং সমুদয় বন্ধনের কারণ; স্ত্রীর রূপ কামদেবের জগজ্জয়কারক দুর্ভেদ্য ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ; উহা বিধাতার পূর্ব্বজাত এবং বিধাতৃকর্ত্তৃক অনির্ম্মিত। ৪৭—৫৩। স্ত্রীর রূপ মোক্ষদ্বারের কবাটস্বরূপ, হরিভক্তির নিরোধক এবং সংসাররূপ বন্ধনস্তম্ভের অচ্ছেদ্য রজ্জুস্বরূপ; উহা বৈরাগ্য-নাশের বীজ, নিয়ত রাগের বিবর্দ্ধক, সাহসের পত্তন এবং সর্ব্বদা দোষের আলয়; উহা অপ্রত্যয়ের ক্ষেত্র, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ কপট, অহঙ্কারের আশ্রম এবং মুখে দুগ্ধ-দ্বারা আচ্ছন্ন বিষকুম্ভতুল্য; উহা সকলের অসাধ্য, সর্ব্বদা দুরারাধ্য, স্বকার্য্যের সাধ্য, আরাধ্য এবং কলহাঙ্কুরের কারণ। হে নাথ! আমি সকল কথা আপনাকে নিবেদন করিলাম; এক্ষণে পরিণাম-সুখাবহ সমুদয় কর্ত্তব্য, কার্য্য এবং পরামর্শ উপদেশ করুন। ৫৭—৬১। নারায়ণ বলিলেন;—ভগবান্ মহাদেব এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সভামধ্যে কমলাপতির স্তব করিয়া বিরত হইলেন। অনন্তর জগদীশ্বর শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া একটু হাস্য করত হিত এবং মিত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন,—তোমার পত্নী সতী, সন্তানহেতু যে সুপুণ্যক ব্রত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, উহা সকল ব্রতের সার এবং স্বামি-সৌভাগ্যের বীজ। ৬২—৬৪। হে পার্ব্বতীশ্বর! ঐ ব্রত সকলের আরাধ্য, দুরারাধ্য, সকল কামফলপ্রদ, সুখপ্রদ, মোক্ষের সার এবং মোক্ষপ্রদ। আত্মা—সাক্ষিস্বরূপ, জ্যোতীরূপ, সনাতন, নিরাশ্রয়, নির্লিপ্ত, নিরুপাধি, নিরাময়, ভক্তের প্রাণ, ভক্তের ঈশ্বর, ভক্তের অনুগ্রহকারী, দুরারাধ্য, অপর ভক্তদিগের সাধ্য, ভক্তের অধীন সর্ব্বসিদ্ধ এবং নিষ্কল-

অর্থাৎ জরারহিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর সেই পুরুষেরই অংশ। মহাবিরাট্ তাহারই অংশ। তিনি নির্লিপ্ত এবং প্রকৃতি হইতে পর। তিনি অব্যগ্র, গ্রহরহিত উগ্র এবং ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন। তিনি গ্রহদিগের গ্রহ-স্বরূপ, গ্রহগণেরও গ্রহনিবারক, ত্রিকোটিজন্মসাধ্য; তোমার কৃপাব্যতীত তাঁহার সাধনা হয় না। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্ত জন্ম-ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা-দিগের সেবা করিয়া মনুষ্য হরিভক্তি লাভ করে। তখন সে কেবল তোমার আশীর্ব্বা দই সূর্য্য-মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। তাহার পর এই ভারতবর্ষে সূর্য্যমন্ত্রের আরাধনা করিয়া মনুষ্য অতিশয় আনন্দসহকারে শিবমন্ত্র প্রাপ্ত হয়। তাহার পর সপ্ত জন্ম সাতিশয় ভক্তিসহকারে তোমাকে সেবা করিয়া তোমার পাদপদ্মের অনুগ্রহে মায়ামন্ত্র প্রাপ্ত হয়। তাহার পর শত জন্ম শ্রেষ্ঠ নারায়ণী মায়াকে আরাধনা করিয়া মনুষ্য সর্ব্বসেব্য নারায়ণী কলা প্রাপ্ত হয়। সুদুর্লভ পুণ্যক্ষেত্র ভারত-বর্ষে সেই কলার সেবা করিয়া, ভক্তসংসর্গকারিণী কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হয়। প্রথমে অপক্ক ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে বারংবার ভ্রমণ করে, পরে ভক্তগণের সেবা করিয়া পরিপক্ক ভক্তি প্রাপ্ত হয়। হে শিব! তাহার পর ভক্তগণের প্রসাদে এবং দেবগণের আশীর্ব্বাদে নির্ব্বাণফলপ্রদ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হয়। ৬৫—৭৭। কৃষ্ণব্রত, কৃষ্ণমন্ত্র, সকল কাম-ফল প্রদান করে। চিরকাল কৃষ্ণের সেবা করিয়া ভক্ত কৃষ্ণের তুল্য হয়। মহাপ্রলয়কালে সকলের পাত হইবে, ইহা সকলেই নিশ্চিত জানেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সাধুগণ অবিনাশী, মহাপ্রলয়েও তাহাদের নাশ হয় না। হে শিব! কৃষ্ণের কিঙ্করেরা অক্ষয় গোলোকে কেবল আনন্দ অনুভব করে। তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে উপহাস করে। হে মহেশ্বর! তুমি সকলের সংহার কর, কিন্তু আমার ভক্তদিগের সংহার করিতে পার না। মায়া সকলকে মোহিত করে, কিন্তু আমার অনুগ্রহে ভক্তদিগকে মোহিত করিতে পারে না। মায়া নারায়ণী মাতা, সকলকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন; মায়াসেবা ব্যতীত কেহই কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হয় না। সেই মায়ামাতা নারায়ণী মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী। তিনি কৃষ্ণের প্রিয়া কৃষ্ণভক্ত; এবং কৃষ্ণসদৃশ অবিনাশিনী। সেই মায়া, তেজঃ-স্বরূপা এবং আপনার ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করেন। তিনি অসুরনিগ্রহকালে দেবতাদিগের তেজে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। দৈত্যসমূহ বিনাশ করিয়া তিনি দক্ষের অনেক জন্মান্তরীণ তপস্যার বলে ভারত-বর্ষে দক্ষপত্নীর উদরে জন্ম লাভ করেন। সেই সতী সনাতনী কৃষ্ণশক্তি মায়াদেবী পিতৃযজ্ঞে তোমার নিন্দা-শ্রবণে দেহ ত্যাগ করিয়া, সেই গোলোকে গমন করিয়াছিলেন। হে হর! তুমি সেই সতীর গুণ-রূপাশ্রয় সুন্দর শরীর গ্রহণ করিয়া, ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছিলে। শ্রীশৈলে নদীতীরে আমি তোমাকে প্রবোধিত করি এবং সতী অচির কালের মধ্যে হিমালয় পত্নীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৮—৮৮। সাধ্বী সুব্রতা শিবা, পুণ্যক নামে শোভন ব্রতের অনুষ্ঠান করুন। হে শঙ্কর! এই পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠানে সহস্র রাজসূয়ের পুণ্য হয়। হে ত্রিলোচন! যে ব্রতে রাজসূয়-সহস্র-তুল্য ধনব্যয়, সে ব্রত সকল সাধ্বীর সাধ্য নহে। পুণ্যক ব্রতের প্রভাবে স্বয়ং গোলোকনাথ পার্ব্বতীর গর্ভে তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই কৃপানিধি স্বয়ং দেবগণের ঈশ অর্থাৎ ঈশ্বর; এই নিমিত্ত তিনি জগত্রয়ে গণেশ এই নামে বিখ্যাত হইবেন। তাঁহার স্মরণমাত্রে নিশ্চয় জগতের সমুদয় বিঘ্নের নাশ হয়। এই জন্য সেই বিভু বিঘ্নহন্তা নামে বিখ্যাত হইবেন। যেহেতু পুণ্যক ব্রতে নানাবিধ দ্রব্য প্রদত্ত হইবে এবং এবং উহা ভোজন করিয়া লোকের উদর লম্বমান হইবে; এই হেতু তাঁহার একটি নাম লম্বোদর শনির দৃষ্টিতে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইয়া গজের মুখ-দ্বারা যোজিত হইবে, সেই জন্য সেই শিশু গজানন নামে অভিহিত হইবেন। দৈববল কে নিবারণ করে? পরশুরামের পরশু দ্বারা যেহেতু তাঁহার এক-দন্ত খণ্ডিত হইবে; এইজন্য সেই শিশু দৈববশে একদন্ত নামে অভিহিত হইবেন। সেই জগতের বিভু সমুদয় দেবগণের এবং আমাদের পূজ্য; আমার বরে তাঁহার পূজা সকলের অগ্রে হইবে। মনুষ্য পূজার সময় সকল দেবতার অগ্রে সেই গণেশকে পূজা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পূজার ফল প্রাপ্ত হইবে; অন্যথা তাহার পূজা বৃথা হইবে। ৮৯—৯৮। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, অগ্নি, এবং দুর্গার পূজা করিয়া, অপর দেবতার পূজা করিবে। গণেশপূজায় জগতের সমুদয় বিঘ্নের নাশ হয়; সূর্য্যপূজায় আরোগ্য লাভ হয়; বিষ্ণুপূজায় পবিত্রতা, মোক্ষ, পাপনাশ, যশ এবং ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হয়। শিবপূজা তত্ত্বজ্ঞান এবং সমুদয় তত্ত্বের বীজ। মঙ্গল-কর দুর্গাপূজন—সুবুদ্ধি, সুন্দরী স্ত্রী, উত্তম ভূমি, সৎপ্রজা ও বন্ধু লাভের কারণ এবং উহা হইতে

ভক্তির উৎপত্তি হয়। হে শঙ্কর! অগ্নিসেবায় মনুষ্য দাতা ভোক্তা হয় এবং অন্তিম সময়ে সংস্কৃতাগ্নি ও জ্ঞান-মৃত্যু লাভ করে। ইহাঁদিগের পূজা ব্যতীত ত্রিজগতে বৈপরীত্য ঘটে, হে মহাদেব! প্রতিকল্পে নিশ্চয়ই এইরূপ ক্রম জানিবে। ইহাঁরা সর্ব্বদা বিদ্যমান নিত্য এবং সৃষ্টি-কার্য্যে তৎপর। কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ইহাঁদিগের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। শ্রীহরি সভাস্থলে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন। ইহা শুনিয়া সমুদয় দেবগণ এবং পার্ব্বতীর সহিত শঙ্কর প্রহৃষ্ট হইলেন। ৮৯—১০৬।

গণেশখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন;—হরির আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মহাদেব প্রহৃষ্টমানসে প্রীতিপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে হরি-কথার শুভ ফলের বিষয় বলিলেন। অনন্তর মহাদেবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভগবতী, প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সেই মঙ্গলকর ব্রতে মঙ্গলবাদ্য বাজাইতে বলিলেন। তদনন্তর সুদতী পার্ব্বতী, উত্তমরূপে স্নান করিয়া, শুদ্ধ হইয়া, ধৌত যুগ্মবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শুক্ল ধান্যের উপরিস্থিত, আম্রপল্লব-সংযুক্ত, ফল ও অক্ষতশোভিত, চন্দন, অগুরু, কস্তূরী এবং কুঙ্কুমদ্বারা বিভূষিত রত্নময় ঘট স্থাপন করিলেন। তাহার পর সেই রত্নোদর-সুতা সতী, নানাবিধ রত্নে বিভূষিত হইয়া রত্নময় আসনে উপবেশনপূর্ব্বক রত্নসিংহাসনস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ-দিগকে পূজা করিলেন; পরে রত্নভূষণে ভূষিত পুরোহিত সম্যক্ পূজা করিয়া, রত্নভূষিত দিক্পাল-দিগকে ভক্তিপূর্ব্বক অগ্রে সংস্থাপিত করিলেন এবং সমাগত অপরাপর দেবগণের যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া, হে মুনে! বহ্নিদ্বারা বিশুদ্ধ উজ্জ্বল বস্ত্র, শ্রেষ্ঠ রত্ননির্ম্মিত ভূষণ ও বহুবিধ পূজার্হ দ্রব্য দ্বারা পূজিত, চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্বারা বিরাজিত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সাতিশয় ভক্তিসহকারে সেই পুণ্যক ব্রতে পূজা করিলেন। তদনন্তর দেবী পার্ব্বতী স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক ব্রত আরম্ভ করিলেন। ১—৯। মঙ্গলঘটে অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যথাক্রমে ষোড়শ উপচার দান করিলেন। যে সকল বস্তু ব্রতে বিধেয় এবং দেয়, সেই নানা-প্রকার ফলপ্রদ বস্তু সকল এক এক করিয়া দান করিতে লাগিলেন। সুব্রতা সতী সেই সুব্রতে ত্রিভুবন-দুর্লভ ব্রতোক্ত উপহারসকল ভক্তিপূর্ব্বক দান করিলেন। সতী পার্ব্বতী, বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সমুদয় দ্রব্য দান করিয়া তিল-মিশ্রিত ঘৃতদ্বারা তিনলক্ষ হোম করাইলেন এবং পূজিত দেব, অতিথি ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন। সুব্রতা সতী, সেই করণীয় সুব্রতে একবৎসর যাবৎ প্রতিদিন সমুদয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাবধান হইয়া করিতে লাগিলেন। সমাপ্তিদিবসে পুরোহিত ব্রাহ্মণ পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে সুব্রতে! এই মঙ্গলজনক ব্রতে নিজ পতিকে আমায় দক্ষিণা-স্বরূপ দান কর। মহামায়া পার্ব্বতী দেবসভায় পুরোহিতের এই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মায়ামোহিত চিত্তে বিলাপ করত মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। হে নারদ! সেই সকল মুনিশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু তাঁহাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া, একটু হাস্যসহকারে মহাদেবকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। হে মুনে! বদতাম্বর মহাদেব শিবাকে প্রবোধিত করাইবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন;—হে ভদ্রে! উঠ, তোমার মঙ্গল হইবে; সে বিষয়ে সংশয় নাই; সম্প্রতি চৈতন্য লাভ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। ১০—১৯। মহাদেব শুষ্ক-কণ্ঠৌষ্ঠতালুকা সেই শিবাকে এই কথা বলিয়া, নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া, সচৈতন্য করিলেন। তাহার পর হিত, সত্য, মিত, পরিণাম-সুখাবহ যশস্কর এবং ফলপ্রদ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবি! যাহা বেদে নিরূপিত, সকলের সম্মত এবং ইষ্ট—এই ধর্ম্মসভায় আমি সেই ধর্ম্মার্থ বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। হে ধর্ম্মিষ্ঠে দেবি! দক্ষিণা সকলের কর্ম্মের সারভূত এবং ধর্ম্মকর্ম্মে নিত্য যশ ও ফলপ্রদ। হে প্রিয়ে দৈব, পৈতৃক, নিত্য বা নৈমিত্তিক যেরূপ কর্ম্মই হউক দক্ষিণাহীন হইলে উহা নিষ্ফল হয় এবং সেই কর্ম্মে কর্ম্মকর্ত্তা নিশ্চয়ই কালসূত্র প্রাপ্ত হয়। যদি কর্ম্মসমাপ্তিকালে ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া দক্ষিণা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তা ইহলোকেই শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত ও দৈন্যগ্রস্ত হয়। কর্ম্মসমাপ্তির পর এক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, দক্ষিণা দ্বিগুণ হয়, একদিন অতীত হইলে চতুর্গুণ, একপক্ষ অতীত হইলে শতগুণ, এক মাস অতীত হইলে পঞ্চশতগুণ, ছয়মাস অতীত হইলে, তাহার চতুর্গুণ এবং সংবৎসর অতীত হইলে, সে কর্ম্ম একেবারে নিষ্ফল হয়। কর্ম্ম নিষ্ফল হইলে সেই পাপে কর্ম্মকর্ত্তা সহস্রবর্ষ নরক ভোগ করে, তাহার

পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য ; এ সমুদয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ১৯—২৮। বিষ্ণু বলিলেন, অয়ি ধর্ম্মিষ্ঠে! ধর্ম্মজ্ঞে! পার্ব্বতি! ধর্ম্মকর্ম্মে স্বধর্ম্ম রক্ষা কর। নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিলে সকলেরই রক্ষা করা হয়। ব্রহ্মা বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন কারণবশতঃ ধর্ম্ম প্রতিপালন না করে—হে ধর্ম্মজ্ঞে! ধর্ম্ম নষ্ট হওয়াতে তাহার অধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম বলিলেন, হে সাধ্বি! পাত্রকে দক্ষিণা দিয়া আমাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর। হে সাধ্বি! আমার স্থিতিতে সমুদয় শুভ হইবে। দেবগণ বলিলেন, হে মহাসাধ্বি সতি! ধর্ম্ম রক্ষা কর, ব্রত পূর্ণ কর। তোমার ব্রত পূর্ণ হইলে আমরা তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। মুনিগণ বলিলেন, হে সাধ্বি! পূর্ণ হোম করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাও; আমরা সকলে থাকিতে কি কোনরূপ অমঙ্গল হইতে পারে? সনৎকুমার বলিলেন, হে শিবে! এই ব্রতে দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে শিব দান কর। যদি তাহা না কর, তবে আমাকে ব্রতের ফল এবং সুচিরসঞ্চিত আপনার তপস্যার ফল প্রদান কর। হে সাধ্বি! এই যাগকর্ম্মের দক্ষিণা দান না করিলে, আমি যজমানের সম্পূর্ণ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইব। ২৯—৩৫। পার্ব্বতী বলিলেন, দেবগণ! যে কর্ম্মে স্বামী দক্ষিণা—সে কর্ম্মে পুত্রে বা ধর্ম্মে কি প্রয়োজন? যদি আমি ভূমি ত্যাগ করি, অথবা দৈবক্রমে বৃক্ষ ত্যাগ করি; তাহা হইলে শস্য বা ফল কিরূপে হইবে? কারণ বিনষ্ট হইলে কি প্রকারে কার্য্য হইতে পারে? যদি আপনার ইচ্ছাক্রমে প্রাণ পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে দেহেতে কি প্রয়োজন? যাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, এরূপ চক্ষে কি প্রয়োজন? হে সুরেশ্বরগণ! স্বামী সাধ্বীদিগের একশত পুত্রের সমান। যদি ব্রতে সেই স্বামীকেই দান করিতে হয়, তবে সে ব্রতেই বা কি প্রয়োজন এবং তাহার ফলরূপ পুত্রেই বা কি প্রয়োজন? স্বামীর বংশ ও পুত্র এ উভয়ের মূল কেবল স্বামী। যাহাতে মূলধন নষ্ট হয়, এরূপ বাণিজ্য নিষ্ফল। বিষ্ণু বলিলেন;—স্বামী পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্তু ধর্ম্ম স্বামী হইতেও শ্রেষ্ঠ। হে ধর্ম্মিষ্ঠে! ধর্ম্ম নষ্ট হইলে স্বামী বা পুত্রে কি প্রয়োজন? ব্রহ্মা বলিলেন;—হে সুব্রতে! স্বামী হইতে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম্ম হইতে সত্য শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি সঙ্কল্পিত সত্য ধর্ম্মকে ভ্রষ্ট করিও না। পার্ব্বতী বলিলেন;—বেদেতে 'স্ব' শব্দ ধনবাচক বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, সেই ধন যাহার আছে, তিনিই স্বামী। হে বেদজ্ঞ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। স্বামীই ধনের দাতা; ধন কখন স্বামীর দাতা হয় না। আপনারা বেদজ্ঞ; আপনাদের কি আশ্চর্য্য ব্যবস্থা এবং কি আশ্চর্য্য অজ্ঞানতা! ধর্ম্ম বলিলেন;—হে সাধ্বি! পত্নী ব্যতীত অন্য ধন, আপনার স্বামীকে দান করিতে অক্ষম। দম্পতী উভয়ে মিলিত হইয়া এক অঙ্গ; অতএব উভয়ই উভয়ের দানে সমান প্রভু। পার্ব্বতী বলিলেন;—পিতা জামাতাকে আপনার কন্যা দান করেন এবং জামাতা সেই কন্যা গ্রহণ করেন; হে শ্রুতিপরায়ণগণ! বেদে এই কথাই শুনা যায়; ইহার বিপরীত কথা কখন শুনা যায় না। ৩৬—৪৬। দেবগণ বলিলেন,—হে দুর্গে! আপনি বুদ্ধিস্বরূপা; আমরা আপনা হইতে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বেদজ্ঞে! বেদবাদে আপনাকে পরাজয় করিতে কে সমর্থ? পুণ্যক ব্রতে স্বামীই দক্ষিণারূপে নিরূপিত হইয়াছেন। বেদে যাহা শুনা যায় তাহাই ধর্ম্ম এবং তাহার বিপরীত অধর্ম্ম। পার্ব্বতী বলিলেন;—কেবল বেদকে আশ্রয় করিয়া কে নির্ণয় করে? বেদ হইতে লৌকিক বলবান্; লোকাচার কে পরিত্যাগ করিতে পারে? বেদে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে পুরুষই নিশ্চয়ই গরীয়ান্। হে দেবগণ! আপনারা সকলেই জানেন, আমি বুদ্ধিতে স্ত্রীলোক আমি আপনাদিগকে কি বলিব? বৃহস্পতি বলিলেন;—হে সাধ্বি! পুরুষ ব্যতীত সৃষ্টি হয় না, প্রকৃতি ব্যতীতও সৃষ্টি হয় না। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি পুরুষ, এই দুয়েরই স্রষ্টা; অতএব প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই সমান। ৪৭—৫১। পার্ব্বতী বলিলেন;—যে কৃষ্ণ সকলের স্রষ্টা, তিনি অংশদ্বারা সগুণ পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন। পুরুষ প্রকৃতি হইতে গরীয়ান্; কিন্তু প্রকৃতি পুরুষ হইতে গরীয়সী নহে। এইরূপ বাদানুবাদ চলিতেছে, এমন সময়ে সেই সভাস্থিত দেবগণ ও মুনিগণ আকাশপথে, শ্রেষ্ঠ রত্নসার দ্বারা নির্ম্মিত শ্যামবর্ণ বনমালাধারী রত্নভূষণ-ভূষিত চতুর্ভুজ—পার্ষদগণসমুদায়ে পরিবৃত একখানি রথ দেখিতে পাইলেন। তখন নারায়ণ আনন্দসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সভাতলে আগমন করিলেন। তখন তত্রস্থ দেবেন্দ্রগণ, সেই বৈকুণ্ঠবাসী শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধর চতুর্ভুজ পরমেশ্বর দেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর স্বামী; শান্ত, মনোহর; সুখদৃশ্য হইলেও অভক্তদিগের কোটি জন্মে অদৃশ্য, কোটিকন্দর্পতুল্য রূপবান্, শ্যামবর্ণ, কোটি-চন্দ্রসম-প্রভ, অমূল্যরত্নরচিত

সুচারু ভূষণে ভূষিত, ব্রহ্মাদি দেবগণের সেব্য, সর্ব্বদা সেবকজনকর্তৃক সংস্তুত এবং তাঁহার নিজের শরীর-কান্তিদ্বারা আচ্ছন্ন দেবর্ষিগণকর্তৃক পরিবৃত। সভাস্থ সকলে শ্রেষ্ঠ রত্নসিংহাসনে তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি সমুদয় শ্রেষ্ঠ দেবগণ পুলকিতাঙ্গ, আনন্দাশ্রু-পূর্ণ-নেত্র এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। তখন তিনি সস্মিতবদনে, মধুর বাক্যে, সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেই সুবোধসম্পন্ন নারায়ণ সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন;—হে দেবগণ! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা তুল্যবুদ্ধিশালী জনকর্তৃক উপদিষ্ট হইতে পারে না। এই বিশ্বমণ্ডলে নিখিল জীব শক্তিদ্বারা শক্তিমান্। নিশ্চয় বলিতেছি;—ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। আমা ব্যতীতও সেই মায়া-শক্তি আপনিই প্রকাশিত। তবে সেই মায়ারূপিণী দেবী, সৃষ্টিকালে আমার ইচ্ছাতেই আমা হইতে আবির্ভূতা হন, এবং পরিশেষে সৃষ্টির সংহারের সময়ে আমাতেই লীনা হন। প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী, সকলের একমাত্র জননী। তিনি আমার মায়া এবং আমার তুল্য; এই নিমিত্ত তাঁহাকে নারায়ণী বলে। মহাদেব আমাকে চিন্তা করত অনেককাল তপস্যা করেন; এই নিমিত্ত আমি তাঁহাকে তপস্যার ফল-স্বরূপ মায়া দান করি। ইনি যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা কেবল লোকশিক্ষার্থ; ইহাঁতে ইহার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই। কারণ তিনি স্বয়ং জগত্রয়ে তপস্যার ফলদাত্রী। এই মায়া দ্বারা সকলেই মোহিত, ইহাঁর প্রকৃত ব্রত কি আছে? ইনি কল্পে কল্পে বারংবার আবির্ভূতা হইয়া কেবল ব্রতের বাহ্যতঃ অনুষ্ঠান করেন মাত্র। সুরেশ্বর;—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সাক্ষাৎ আমার অংশ। অন্যান্য দেবগণ ও জীবগণ, কেহ আমার অংশ, অংশের অংশ ও তাহারও অংশ-স্বরূপ। কুলাল যেরূপ মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট করিতে অক্ষম; স্বর্ণকার যেরূপ স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডল করিতে অক্ষম; সেইরূপ শক্তি ব্যতীত আমিও সৃষ্টি করিতে অক্ষম। সৃষ্টিকার্য্যে শক্তিই প্রধান, ইহা সমুদয় দর্শনশাস্ত্রের মত। আমি আত্মা, নির্লিপ্ত, অদৃশ্য এবং দেহীদিগের সাক্ষী। দেহমাত্রেই প্রাকৃতিক, নশ্বর এবং পাঞ্চভৌতিক। আমি নিত্য, দেহের অধিষ্ঠাতা এবং ভক্তের উপর অনুগ্রহ করিয়া শরীর ধারণ করি। এই ত্রিজগতে প্রকৃতি সকলের আধার এবং আমি সকলের আত্মা। আমি আত্মা, ব্রহ্মা মন, মহেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, বিষ্ণু স্বয়ং পঞ্চপ্রাণ এবং ঈশ্বরী প্রকৃতি বুদ্ধিস্বরূপা। মেধা, নিদ্রা প্রভৃতি এ সকলই প্রকৃতির অংশ। সেই প্রকৃতিই পর্ব্বতরাজের কন্যা-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বেদে নিরূপিত হইয়াছে। আমি গোলোকনাথ, বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর এবং সনাতন। আমি সেইস্থানে দ্বিভুজা-মূর্ত্তিতে গোপী এবং গোপগণে পরিবৃত হইয়া থাকি। আর এই বৈকুণ্ঠে আমি পার্ষদগণ-পরিবৃত, দেবশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী-পতি চতুর্ভুজরূপে বিরাজমান। বৈকুণ্ঠের পঞ্চাশৎ-কোটি যোজন উর্দ্ধে গোলোকে আমি গোপীনাথরূপে অবস্থিত। দ্বিভুজমূর্ত্তিই ব্রতের আরাধ্য; তদ্রূপেই আমি তাহার ফল দান করি। যে যেরূপ চিন্তা করে, তাহাকে সেইরূপই ফল প্রদান করি। হে শিবে! শিবকে দক্ষিণা দান করিয়া ব্রত পূর্ণ কর। পুনর্ব্বার সমুচিত মূল্য দান করিয়া গ্রহণ কর। গরু সকল যেমন বিষ্ণুর দেহ, শিবও সেইরূপ বিষ্ণুর দেহ, অতএব ব্রাহ্মণকে গোমূল্য দান করিয়া, আপনার স্বামীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ কর। যেরূপ স্বামী, সর্ব্বদাই যজ্ঞে পত্নী দান করিতে সমর্থ, সেইরূপ স্ত্রীও স্বামীকে দান করিতে সক্ষম, ইহা শ্রুতির মত। এই কথা বলিয়া সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি সভামধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা সকলে হৃষ্ট হইলেন এবং পার্ব্বতীও হৃষ্টান্তঃ-করণে দক্ষিণা দান করিতে উদ্যতা হইলেন। তখন শিবা পূর্ণ হোম করিয়া শিবকে দক্ষিণা দিলেন এবং সেই দেবতাসভায় সনৎকুমার স্বস্তি বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। দুর্গার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালুকা শুষ্ক হইল! তিনি সংত্রস্তভাবে, দুঃখিতহৃদয়ে কৃতাঞ্জলি-পুটে ব্রাহ্মণকে বলিলেন। ৬২—৮৪। গরুর মূল্য এবং আমার পতির মূল্য একই; ইহা বেদে নিরূপিত হইয়াছে। হে দ্বিজ! আমি লক্ষ গো দান করিতেছি; আমার পতি আমাকে প্রত্যর্পণ কর, তাহা হইলে আমি ব্রাহ্মণদিগকে নানা প্রকার দান করিব। আত্ম-হীন দেহ কোন্ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়? সনৎকুমার বলিলেন, হে দেবি! আমি ব্রাহ্মণ, লক্ষ গরু লইয়া কি করিব? কোন্ ব্যক্তি কতকগুলি গরু লইয়া অমূল্য রত্ন প্রত্যর্পণ করে? এই ত্রিজগতে সকল ব্যক্তিই আপনার আপনার উপর কর্ত্তা। কর্ত্তা যে কর্ম্ম ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়; পরের ইচ্ছায় কি হইয়া থাকে? আমি বালক ও বালকদিগের হাস্যের কারণ দিগম্বরকে সম্মুখে লইয়া ত্রিজগতে ভ্রমণ করিব। সেই তেজস্বী ব্রহ্মার পুত্র এই কথা বলিয়া, শঙ্করকে গ্রহণ করিয়া সেই দেবসভায় আপনার নিকটে বসাইয়া রাখিলেন।

মহাদেবকে সনৎকুমারকর্তৃক গৃহীত দেখিয়া পার্ব্বতীর কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইল। তখন সেই সাধ্বী, না অভীষ্টদেবের দর্শন হইল, না ব্রতের ফল লাভ হইল, এইরূপ দুর্গতির বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলেন। এই অবসরে পার্ব্বতীর সহিত দেবগণ তৎক্ষণাৎ আকাশে সমুজ্জ্বল একটি তেজোরাশি দর্শন করিলেন। উর্দ্ধগামী, কোটি-সূর্য্যসমপ্রভ, সেই তেজ দশদিক্ প্রজ্বলিত এবং দেবগণযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতকে উত্তপ্ত করিয়াছিল। সেই তেজোরাশি মণ্ডলাকৃতি অতি বিস্তীর্ণ এবং যাবৎ বস্তুকে প্রচ্ছন্ন করিয়াছিল। ভগবানের সেই তেজ দেখিয়া দেবতা সকলে একে একে স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, যাঁহার লোমবিবরে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড, সেই মহাবিরাট্ যাঁহার যোড়শাংশ তাঁহার নিকটে আমরা কে? ব্রহ্মা বলিলেন, যে উপযুক্ত দৃশ্যকে বেদই প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে সক্ষম; আমি তাঁহার স্তব করিতে বা বর্ণন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? আর সেই শ্রেষ্ঠ বস্তুর স্তবই বা কিরূপে করিব? মহাদেব বলিলেন;—আমি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; যাহা জ্ঞান হইতে পর, সকলের অনির্ব্বচনীয় এবং স্বেচ্ছাময়, সেই বিভুকে কিরূপে স্তব করিব? ধর্ম্ম বলিলেন—যাহা স্বাভাবিক অদৃশ্য এবং অবতার অবস্থায় কেবল সকল জন্তুর দৃশ্য, সেই তেজোরূপ ভক্তানুগ্রহে দেহধারীর আমি কি প্রকারে স্তব করিব? দেবগণ বলিলেন, আমরা কে? তোমার অংশের অংশমাত্র, আমরা তোমার কিরূপে স্তব করিব? কারণ বেদও তোমার স্তব করিতে শক্ত নহে এবং স্বয়ং সরস্বতীও তোমার স্তব করিতে সমর্থ নহেন। মুনিগণ বলিলেন;—আমরা বেদ অধ্যয়ন করিয়াই বিদ্বান্ হইয়াছি; অতএব বেদের কারণ এবং বাক্য ও মনের অগোচর তোমাকে আমরা কিরূপে স্তব করিতে সমর্থ হইব? আমাদের বাক্যই বা কিরূপে তোমার স্তবে পর্য্যাপ্ত হইবে। ৯৬—১০১। সরস্বতী বলিলেন,—বেদবাদী পণ্ডিতগণ আমাকে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তুমি বাক্য ও মন হইতেও পর; অতএব তোমাকে আমি কিরূপে স্তব করিতে সমর্থ হইব? সাবিত্রী বলিলেন;—হে নাথ! আমি বেদ প্রসব করিয়াছি বটে, কিন্তু আপনি পূর্ব্বে নিজ অংশদ্বারা আমাকে সৃজন করিয়াছেন। আপনি সমুদয় কারণের কারণ; আমি স্ত্রীলোক, আপনার কিরূপে স্তব করিব? লক্ষ্মী বলিলেন;—আমি তোমার অংশসম্ভূত বিষ্ণুর প্রিয়া; জগতের পোষণকারিণী; আমি আপনার অংশদ্বারা সৃষ্টা, আপনি জগতের মূল কারণ; আমি আপনার কি স্তব করিব? হিমালয় বলিলেন;—হে নাথ! আমি কর্ম্মবশে সম্পূর্ণ স্থাবর হইয়াছি, অতিশয় ক্ষুদ্র, আমাকে আপনার স্তব করিতে উদ্যত দেখিয়া পণ্ডিত লোক উপহাস করিতেছেন। আমি আপনার স্তব করিতে অক্ষম,—কিরূপে আপনার স্তব করিব? হে মুনে! এইরূপ একে একে সকল দেবগণ ও মুনিগণ স্তব করিয়া বিরত হইলেন। তাহার পর ব্রতের নিমিত্ত ধৌত বস্ত্র এবং জটাভারধারিণী, জলন্তদীপ-শিখারূপা ও মূর্ত্তিমতী তেজঃস্বরূপা তপস্যার ফলদাত্রী জগন্মাতা সতী, মহাদেবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া, সেই সর্ব্ব-কারণ ব্রতারাধ্য পরমাত্মাকে স্তব করিতে উদ্যতা হইলেন। ১০২—১০৮। পার্ব্বতী বলিলেন;—হে কৃষ্ণ! আপনি আমাকে জানেন, আমি আপনাকে জানিতে অসমর্থা। অথবা বেদজ্ঞ, বেদ বা বেদকারক, কে আপনাকে জানিতে পারে? যাহারা সাক্ষাৎ তোমার অংশস্বরূপ, তাহারাও তোমাকে জানিতে পারে না। যাহারা তোমার কণা অর্থাৎ অংশের অংশ তাহারা তোমাকে কিরূপে জানিবে? তোমার তত্ত্ব তুমিই জান, অন্যে তাহা কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে? কারণ তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং স্থূল হইতেও মহৎ স্থূল এবং তুমি বিশ্ব, বিশ্বরূপ, বিশ্বের বীজ এবং সনাতন; তুমি কার্য্য,তুমি কারণ এবং তুমি কারণেরও কারণ,তুমি ভগবান্ তেজঃস্বরূপ নিরাকার এবং নিরাশ্রয়; তুমি নির্লিপ্ত, নির্গুণ, সাক্ষী, আত্মারাম এবং পরাৎপর; তুমি প্রকৃতির ঈশ্বর, বিরাটবীজ এবং তুমি ঐ বিরাটরূপ; সৃষ্টির নিমিত্ত তুমি আপনার কলা দ্বারা সগুণ এবং প্রাকৃতিকও হইয়া থাক; প্রকৃতি তুমি, পুরুষ তুমি; এই সংসারে তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই; তুমি জীব, সাক্ষী, ভোগী এবং আপনার প্রতিবিম্বও তুমি; কর্ম্ম তুমি, কর্ম্মের বীজ তুমি, কর্ম্মের ফলদাতাও তুমি; যোগিগণ, তোমার অমূর্ত্ত তেজেরই ধ্যান করিয়া থাকেন; আর কেহ কেহ বা চতুর্ভুজ শান্ত মনোহর লক্ষ্মীকান্তরূপও চিন্তা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা তোমাকে সাকার কমনীয় মনোহর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর পীতাম্বররূপে চিন্তা করেন। দ্বিভুজ, কমনীয়, কিশোর, শ্যামসুন্দর, শান্ত, গোপাঙ্গনাকান্ত, রত্নভূষণে ভূষিত অথচ তেজস্বিরূপ আপনাকে ভক্তগণ আনন্দ-সহকারে সর্ব্বদা সেবা করেন। তেজস্বী না হইলে যোগিগণ আপনাকে চিন্তা করিবেন কেন? আমি পূর্ব্বকালে অসুরদিগের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাকর্তৃক স্তুত

হইয়া তোমার সেই তেজোধারী দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়াছিলাম। আমি নিত্যা, তোমার তেজঃস্বরূপা হইয়াও মনোহর স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছিলাম। আমি তোমার মায়াস্বরূপা, মায়া দ্বারা সেই সকল অসুরগণকে মোহিত করিয়া তাহাদিগের বধ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করি। ১০৯—১২০। তাহার পর তারকাক্ষপীড়িত দেবগণ-কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া দক্ষজায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি এবং সে জন্মেও মহাদেবের পত্নী হই। পরে দক্ষের যজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়া স্বীয়-কর্ম্মবশে হিলালয়ের পত্নীর উদরে জন্ম লাভ করি। এ জন্মেও অনেক তপস্যা করিয়া শিবকে প্রাপ্ত হই। মহাযোগী বিভু শিব, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আমার পাণিগ্রহণ করেন; কিন্তু দেবতাদিগের মায়ায় আমি মহাদেবের শৃঙ্গারজনিত বীর্য্য লাভ করিতে অক্ষমা হই। এই নিমিত্ত হে দেবেশ! আমি পুত্রাভাবজন্য দুঃখে দুঃখিতা হইয়া আপনার স্তব করিতেছি। সম্প্রতি এই ব্রতে আপনার সদৃশ পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করি। হে দেবেশ! সাঙ্গ বেদে এই ব্রতে নিজ স্বামী দক্ষিণা-রূপে বিহিত হইয়াছে। হে কৃপাসিন্ধো! এই সকল শুনিয়া আমাকে কৃপা করুন। হে নারদ! পার্ব্বতী এই কথা বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। যে ব্যক্তি এই ভারতে সুসংযত হইয়া পার্ব্বতীকৃত এই স্তব শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী সৎপুত্র লাভ করে। এক বৎসর কাল হবিষ্যাশী হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে, পুণ্যক ব্রতের ফল লাভ হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। হে ব্রহ্মন্! এই বিষ্ণুস্তোত্র সকলসম্পত্তিবর্দ্ধনকারী, সুখদ, মোক্ষদ, সাররূপ, স্বামি-সৌভাগ্য-বর্দ্ধন, সর্ব্ব-প্রকার সৌন্দর্য্যের বীজ, যশোরাশির বর্দ্ধক। ইহা হরিভক্তিপ্রদ, তত্ত্বজ্ঞান এবং বুদ্ধির বর্দ্ধন-কারী। ২২১—১৩১।

গণেশখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, পার্ব্বতীর স্তব শুনিয়া ভগবান্ করুণানিধি শ্রীকৃষ্ণ সকলের অদৃশ্য সুদুর্লভ নিজ রূপ পার্ব্বতীকে দেখাইয়াছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি একাগ্র-চিত্তা দেবী পার্ব্বতী ধ্যাননিমগ্না হইয়া সেই তেজো-রাশির মধ্যে সংসারের বিমোহনরূপ—শ্রেষ্ঠ রত্নসার-নির্ম্মিত হীরকখচিত মাণিক্যমালাযুক্ত রত্নময় রথের উপর দর্শন করিয়াছিলেন। সে মূর্ত্তি বহ্নিসংশুদ্ধ-পীতাম্বরধর, বংশীধারী, গলদেশে বনমালাবিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ এবং রত্নভূষণে ভূষিত। তাঁহার কিশোর বয়স, বিচিত্র বেশ, শরীর চন্দনাঙ্কিত, মুখে মনোহর মন্দমন্দ হাস্য; আর সেই মুখ শরৎকালীন চন্দ্রের বিনিন্দক। তাঁহার মস্তকে মালতীমালাসংযুক্ত ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া; উহা গোপাঙ্গনায় পরিবৃত এবং রাধার বক্ষঃস্থলের উজ্জ্বলকারী: কোটিকন্দর্পের লাবণ্যের লীলাধাম, মনোহর, অতিশয় হৃষ্ট, সকলের ইষ্ট এবং ভক্ত-জনের অনুগ্রহকারী। রূপবতী পার্ব্বতী সেই রূপ দেখিয়া মনে মনে তদনুরূপ পুত্র কামনা করিয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বর প্রাপ্ত হইলেন। সেই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু সমুদয় মনোভিলষিত বর দান করিয়া এবং দেবতাদিগকে আপনার আপনার অভীষ্ট দান করিয়া, সেই তেজোময় রূপ অন্তর্হিত করিলেন। অনন্তর দেবগণ, সনৎকুমারকে বুঝাইয়া সানন্দচিত্তে প্রহৃষ্টা পার্ব্বতী দেবীকে নিরুপম দিগম্বরকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ১—১০। তখন সেই বিশ্ববন্দিতা দুর্গা ভিক্ষু, বন্দী ও ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ রত্ন ও সুবর্ণ দান করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ, দেবগণ এবং পর্ব্বতগণকে ভোজন করাইলেন; সর্ব্বোত্তম উপহার দ্বারা শঙ্করের পূজা করিলেন; দুন্দুভি বাজাইতে বলিলেন, মঙ্গলকার্য্য করাইলেন এবং মনোহর হরিনাম সঙ্গীত করাইলেন। দুর্গা ব্রত সমাপ্ত করিয়া, সস্মিত বদনে বহু দান করিয়া সকলকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং স্বামীর সহিত ভোজন করিলেন। সকলকে একে একে কর্পূরাদিসুবাসিত মনোহর তাম্বূল দান করিয়া স্বামীর সহিত স্বয়ং তাম্বূল ভোজন করিলেন। তদনন্তর সেই পরমেশ্বরী দুর্গা, পুষ্পচন্দনসংযুক্ত, কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিত, সদ্রত্ননির্ম্মিত, দুগ্ধফেননিভ রমণীয় শয্যায় স্বামীর সহিত শয়ন করিলেন। সেই সুরসিকা অম্বিকা—সুগন্ধিকুসুমাক্ত বায়ুদ্বারা সুরভীকৃত, ভ্রমর-ধ্বনিসংযুক্ত, পুংস্কোকিলশব্দে নিনাদিত, কৈলাস পর্ব্বতের একদেশে সুরম্য চন্দন-কাননে স্বামীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন। এইরূপ বহুবিধ বিহারের পর রেতঃপতনসময়ে বিষ্ণু নিজমায়ায় ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই কেলিগৃহে আগমন করিলেন। হে মুনে! সে মূর্ত্তি যেন দারিদ্র্যবশতঃ অতিশয় কুৎসিত; তৈল ব্যতীত তাহার কেশসকল রুক্ষ, সে কুৎসিতবস্ত্রযুক্ত, ভিক্ষুকাকার, দাঁতগুলি অত্যন্ত শুক্ল, তৃষ্ণায় কাতর, শরীর অত্যন্ত কৃশ, ললাটে একটি উজ্জ্বল তিলক; সে দীনভাবাপন্ন এবং কাকুস্বরযুক্ত। সেই অতি দুর্ব্বল অতিবৃদ্ধ, অঙ্গের

প্রার্থক হইয়া রতিগৃহের দ্বারদেশে দণ্ডাবলম্বন করিয়া মহাদেবকে আহ্বান করিতে লাগিল। ১১—২২। ব্রাহ্মণ বলিল, হে মহাদেব! আপনি কি করিতেছেন? আমি শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। সপ্ত রাত্রি আমি উপবাস ব্রত করিয়া আছি, এক্ষণে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া পারণ প্রার্থনা করিতেছি। হে করুণানিধে! পিতঃ! মহাদেব! আপনি কি করিতেছেন? এই জরাগ্রস্ত, তৃষ্ণাপীড়িত বৃদ্ধের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। হে অনন্তরত্নোদ্ভবনন্দিনি! মাতদুর্গে! একবার উঠুন, আমাকে অন্ন এবং সুবাসিত জল দান করুন। আমি শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন। মাতদুর্গে! আপনি জগতের মাতা; আমি কিছু জগৎ ছাড়া নহি। তবে কেন নিজের মা থাকিতে আমি তৃষ্ণায় অবসন্ন হইতেছি। এইরূপ কাকুস্বর শ্রবণ করিয়া শিব যেমন গাত্রোত্থান করিবেন, অমনি তাঁহার বীর্য্য পার্ব্বতীর যোনিতে পতিত না হইয়া শয্যায় পতিত হইল। পার্ব্বতী ত্রস্তভাবে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন; তখন শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত রতিগৃহের দ্বারদেশে আগমন করিলেন। ২৩—২৮। তাঁহারা বাহিরে আসিয়া লুলিত-গাত্র, দণ্ডধারী, আনত, বার্দ্ধক্যে পরিপীড়িত, তপস্বী, অশান্ত, শুষ্ক-কণ্ঠৌষ্ঠতালুবিশিষ্ট এবং পরম ভক্তিসহকারে তাঁহাদের দুজনের স্তব করিতে নিরত, দীনভাবাপন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। নীলকণ্ঠ মহাদেব তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইয়া, একটু হাস্য করিয়া, পরমপ্রীতিসহকারে তাহাকে সুধাসদৃশ মিষ্ট বাক্যে বলিলেন, হে বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ! বিপ্রর্ষে! তোমার গৃহ কোথায়? তোমার নাম কি? সম্প্রতি শীঘ্র আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। ২৯—৩২। পার্ব্বতী বলিলেন, হে বিপ্র! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আপনি আমার ভাগ্যক্রমেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আজ আমার জন্ম সফল; যে হেতু ব্রাহ্মণ অতিথি। যে ব্যক্তি অতিথির পূজা করে, সেই ব্যক্তি ত্রিজগতের পূজা করে; কারণ হে দ্বিজ! সেই অতিথিতেই দেব, ব্রাহ্মণ এবং গুরুগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতিথির চরণে নিশ্চয় তীর্থ সকল অবস্থান করে। গৃহী ব্যক্তি অতিথির চরণধৌতজলে মিশ্রিত সমুদয় তীর্থ লাভ করে। যে ব্যক্তি আপনার শক্তি অনুসারে অতিথির যথোচিত পূজা করে, সে নিখিলতীর্থস্নানের এবং সমুদয় যজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি, এই ভারতবর্ষে ভক্তিপূর্ব্বক অতিথি পূজা করে, তৎকর্ত্তৃক এই ভূমিতলে সমুদয় মহাদান কৃত হয়। বেদে যে সকল নানাবিধ কর্ম্মের বিধান হইয়াছে, সে সমুদয় কর্ম্ম অতিথিসেবার ষোড়শ কলার এক কলাও প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নয়। অতিথি অপূজিত হইয়া যাহার গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহার গৃহ হইতে পিতৃগণ এবং সুরগণ অপূজিত হইয়া গমন করেন। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে সকল গুরুতর পাপ আছে, ঈপ্সিত অতিথির পূজা না করিলে মনুষ্য সেই সকল পাপ লাভ করে। ৩৩—৪০। ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে বেদজ্ঞে! আপনি বেদ জানেন, বেদোক্ত পূজা করুন। হে মাতঃ! আমি ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় পীড়িত। বেদে এই বাক্য কথিত হইয়াছে যে, ব্যাধিযুক্ত, নিরাহার এবং অভুক্তব্রতী, এই সকল মনুষ্য আপনার ইচ্ছানুরূপ আহার করিতে অভিলাষ করে। পার্ব্বতী বলিলেন, হে বিপ্র! ত্রৈলোক্যে দুর্লভ এমন কোন্ বস্তু ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আপনি আমার সাক্ষাতে উহা ভোজন করিয়া আমার জন্ম সফল করুন। ৪১—৪৩॥ ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে সুব্রতে! আপনি ব্রতকালে সর্ব্বপ্রকার উপহার প্রস্তুত করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়া বহুবিধ অভীপ্সিত মিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে আগমন করিয়াছি। হে সুব্রতে! আমি তোমার পুত্র; অগ্রে আমায় ত্রৈলোক্যের দুর্লভ মিষ্ট বস্তু দান করিয়া পূজা কর। হে সাধ্বি! বেদবাদিগণ পঞ্চবিধ পিতা, নানাপ্রকার মাতা এবং পঞ্চপ্রকার পুত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিদ্যাদাতা, অন্নদাতা, বিপদ্ হইতে ত্রাণকর্ত্তা, জন্মদাতা এবং কন্যাদাতা অর্থাৎ শ্বশুর, বেদে মনুষ্যদিগের এই পাঁচ প্রকার পিতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে গুরুপত্নী, গর্ভধাত্রী, স্তন্যদাত্রী, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, বিমাতা, পুত্রের ভার্য্যা এবং অন্নদানকর্ত্রী, ইঁহারা মাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়াছেন। ভৃত্য, শিষ্য, পোষ্য, ঔরস এবং শরণাগত এই পাঁচ প্রকার পুত্র। হে সতি! ইহাদের মধ্যে ভৃত্য প্রভৃতি চারটি ধর্ম্মপুত্র মাত্র; কেবল ঔরসই ধনাধিকারী। হে মাতঃ! আমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত, বৃদ্ধ এবং শরণাগত। আপনি বন্ধ্যা, এই নিমিত্ত আমি আপনার একটি অনাথ পুত্র। পিষ্টক, পরমান্ন, সুপক্ক ফল, কাল এবং দেশোদ্ভব নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য, পক্কান্ন, স্বস্তিক, ক্ষীর, ইক্ষু, ইক্ষুর বিকার হইতে উৎপন্ন দ্রব্য, ঘৃত, দধি, শালি-অন্ন, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, ভাজা তিলের গুড়মিশ্রিত লড্ডুক, সুধা, যাবক, হে ঈশ্বরি! আমি এই সকল বস্তু তোমার আছে জানি। কর্পূরাদিবাসিত রম্য শ্রেষ্ঠ তাম্বূল, সুবাসিত, সুনির্ম্মল

স্বাদুজল, এই সকল অনেক প্রকার উত্তম উত্তম দ্রব্য আছে। হে অনন্ত-রত্নোদ্ভবতনয়ে! আমাকে ঐ সকল দ্রব্য এত পরিমাণে দান কর, যাহাতে আমার উদর লম্বমান হয়। আপনার স্বামী ত্রিজগতের কর্ত্তা এবং সকল সম্পদের দাতা; আপনি মহালক্ষ্মীস্বরূপা এবং সমুদয় ঐশ্বর্য্যের দানকর্ত্রী। রত্নসিংহাসন, অমূল্য রত্নভূষণ, সুদুর্লভ এবং বহ্নিশুদ্ধ সুচারু বস্ত্র এ সকল আমাকে দান করুন। হে সতি! আপনি আমাকে সুদুর্লভ হরি-মন্ত্র এবং সুদৃঢ় হরিভক্তিও দান করিবেন। আপনি সদা সর্ব্বদায়িনী হরিপ্রিয়া এবং হরির শক্তিস্বরূপা। ৪৪—৫৮। হে মাতঃ! মৃত্যুঞ্জয়নামক জ্ঞান, সুখ-প্রদা দাতৃশক্তি এবং সর্ব্ববিষয়িণী সিদ্ধি; এ সকল আমাকে দান করুন, নিজের পুত্রে অদেয় কি আছে? হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠে দেবি! আমার মনকে সুনির্ম্মল এবং সর্ব্বদা ধর্ম্ম ও তপস্যায় নিরত করিবেন; কিন্তু জন্ম-হেতু কামে আসক্ত করিবেন না। স্বীয় কাম হইতে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্ম্ম হইতেই ভোগ হয়। ভোগ দুই প্রকার—শুভ এবং অশুভ। তাহাই সুখ ও দুঃখের হেতু। হে জগদম্বিকে! অকস্মাৎ দুঃখ উপস্থিত হয় না, সুখও অকস্মাৎ উপস্থিত হয় না। সুখ-দুঃখ, এ উভয়ের মূল স্বকর্ম্ম;—এই জন্য পণ্ডিতগণ স্বকর্ম্ম হইতে বিরত হন। পণ্ডিতগণ অতিশয় আনন্দসহকারে কর্ম্মকে নির্ম্মূলিত করেন, এবং তপস্যা দ্বারা হরি-চিন্তন মানসে হরি-ভক্তের সহিত সর্ব্বদা মিলিত হন। ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত-দ্রব্যসংযোগে যে সুখ হয়, তাহা যে পর্য্যন্ত ঐ দ্রব্যের ধ্বংস না হয়, সেই পর্য্যন্তই থাকে; কিন্তু হরি-কথা কীর্ত্তন জন্য যে সুখ হয়, তাহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। হে সতি! যাহারা সর্ব্বদা হরি স্মরণ করে, তাহাদের আয়ুঃক্ষয় হয় না। তাহাদের উপর কাল বা মৃত্যুঞ্জয় কেহই আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না। যাহারা হরিভক্ত, তাহারা চিরজীবী হইয়া চিরকাল বর্ত্তমান থাকে এবং সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি বিজ্ঞাত হইয়া স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র গমন করিতে সক্ষম হয়। হরিভক্ত-গণ, জাতিস্মর হয় এবং কোটি জন্মের কথা জানিতে পারে ও কোটি জন্মের কথা বলিতে পারে; তাহারা আনন্দসহকারে আপনার ইচ্ছানুক্রমে জন্ম গ্রহণ করে। ৫৯—৬৭। তাহারা স্বয়ং পূত এবং আপনার সঙ্গার দ্বারা তীর্থ সকলকে পবিত্র করে। বৈষ্ণবদিগের পদস্পর্শে বসুন্ধরা তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হয়। তাঁহারা গোদোহনমাত্রকাল যেখানে অবস্থান করেন, তাহাই তীর্থ হয়। যাহার কর্ণে গুরুর মুখ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে, পুরাবিদ্‌গণ তাহাকে তীর্থপূত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সে ব্যক্তি আপনার ভক্তি-বলে অবলীলাক্রমে আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী শত এবং পরবর্ত্তী শত পুরুষ সোদরগণ ও মাতাকে উদ্ধার করে। মাতামহকুলে দশ পূর্ব্ব পুরুষ, দশ পরপুরুষকে এবং মাতার মাতাকে কঠোর যম-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করে। যে কোন মনুষ্য ভক্তদর্শন-সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের সর্ব্বতীর্থে গমন এবং সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার ফল হয়। যেরূপ অগ্নি সকল প্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াও অপবিত্র হন না, যেরূপ বায়ু সকল দ্রব্য স্পর্শ করিয়াও অপবিত্র হয় না, সেইরূপ যে সকল ভক্তের মন সর্ব্বদা হরিচিন্তায় নিরত, তাঁহারা কোন পাতকে লিপ্ত হন না। জীব ত্রিকোটি জন্মের পর মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। কোটি মনুষ্যজন্মের পর মনুষ্য, ভক্তসঙ্গ লাভ করে। হে সতি! জীব-গণের ভক্তের সঙ্গে ভক্তির অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অভক্ত দর্শনমাত্রেই সেই অঙ্কুর শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ণব-দিগের সহিত আলাপমাত্রেই সেই অঙ্কুর আবার প্রফুল্ল হয় এবং সেই অঙ্কুর অবিনাশী হইয়া প্রতি-জন্মে বর্দ্ধিত হয়। হে সতি! সেই বৃক্ষ ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইলে তাহাতে হরির দাস্যরূপ ফল হয়। শেষে সেই ভক্তি পরিণত হইলে হরির পার্ষদভাব-প্রাপ্তি হয়। ৬৮—৭৮। মহাপ্রলয়ে সমুদয় সৃষ্টবস্তুর সংহারে, ব্রহ্মলোকের এমন কি ব্রহ্মারও নাশ হইলে তাহার নাশ হয় না; ইহা নিশ্চিত। হে নারায়ণা-ম্বিকে! আমাকে নারায়ণে ভক্তি দান কর। হে বিষ্ণুমায়ে! তোমার কৃপা ব্যতীত কখনই বিষ্ণুভক্তি হয় না। তোমার ব্রত কেবল লোকশিক্ষার্থ; এইরূপ তোমার তপস্যা ও তোমার পূজাও লোকদিগকে শিক্ষা দানার্থমাত্র। তুমি সকল কর্ম্মের ফলদায়িনী, নিত্য-রূপা এবং সনাতনী। কল্পে কল্পে শ্রীকৃষ্ণ, গণেশরূপে তোমার আত্মজ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন; এবং ঐ রূপে শীঘ্রই তোমার ক্রোড়ে আসিতেছেন; এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন। ঈশ্বর অন্ত-র্হিত হইয়াই বালকরূপ ধারণপূর্ব্বক গৃহের অভ্যন্তর-স্থিত পার্ব্বতীর শয্যায় গমন করিলেন। তিনি তল্প-তলস্থিত শিববীর্য্যে মিশ্রিত হইয়া সদ্যঃ প্রসূত বালকের মত গৃহের উপর দিকে দেখিতে লাগিলেন। সেই বালকের বর্ণ বিশুদ্ধচম্পকসদৃশ; প্রভা কোটি-চন্দ্রের মত সুখ-দৃশ্য এবং চক্ষুর জ্যোতির্বর্দ্ধনকারী। বালকের শরীর অতি সুন্দর; এমন কি কামদেবেরও

মোহনকারী। তাঁহার মুখ নিরুপম এবং শরৎকালীন চন্দ্রেরও বিনিন্দক। ৭৯—৮৬। তাঁহার লোচনদ্বয় অতিশয় সুন্দর, সুচারু পদ্মও তাঁহার নিকটে লজ্জিত হয়; ওষ্ঠাধর পক্কবিম্ব অপেক্ষাও অধিক শোভমান। তাঁহার কপাল ও কপোল অতিশয় মনোহর; নাসার অগ্রভাগ গরুড়ের চঞ্চু অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। তাঁহার সকল অবয়বই অতিসুন্দর—ত্রৈলোক্যে উপমারহিত। বালক সেই শয্যায় শয়ন করিয়া হস্তপাদ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ৮৭—৭৯।

গণেশখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! হরি অন্তর্হিত হইলে দুর্গা এবং শঙ্কর ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করত পুরের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী বলিলেন হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি অতি বৃদ্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া কোথায় গমন করিলেন ? হে তাত! হে বিভো! একবার দর্শন দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। হে শিব! আপনি শীঘ্র উঠুন, ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করুন। আমরা একটু অন্যমনস্ক হইলেই আমাদের সম্মুখেই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। অতিথি ঈশ্বরস্বরূপ। সেই ক্ষুধার্ত্ত অতিথি যদি গৃহীর গৃহ হইতে পূজা গ্রহণ না করিয়া গমন করেন, তবে সে গৃহস্থের জীবনই বৃথা। পিতৃলোক, তাহার পিণ্ড দান এবং তর্পণ গ্রহণ করেন না; অগ্নি, তাহার আহুতি গ্রহণ করেন না এবং দেবলোক তাহার পুষ্প ও জল গ্রহণ করেন না। অশুচি ব্যক্তির হব্য, পুষ্প, জল এবং দ্রব্য সকল মদের তুল্য। তাহার দত্ত পিণ্ড অমেধ্য এবং তাহার স্পর্শ পুণ্যনাশক। ইত্যবসরে সেই স্থানে আকাশবাণী হইল। বৈক্লব্যযুক্তা শোকাতুরা দুর্গা সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন, সেই আকাশবাণী এইরূপ হইল,—"হে জগন্মাতঃ! শান্তা হউন। যে নিত্য তেজোময় পুরুষকে যোগিগণ সর্ব্বদা আনন্দসহকারে ধ্যান করেন, আপনার গৃহে সেই পরিপূর্ণতম পরাৎপর সনাতন গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে পুণ্যক ব্রতের ফলের স্বরূপ নিজ পুত্ররূপে দর্শন করুন। যাঁহাকে বৈষ্ণবগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, সর্ব্বদা ধ্যান করেন এবং প্রতিকল্পে যাঁহার পূজা সকলের অগ্রে হইয়া থাকে, যাঁহার স্মরণমাত্রে সমুদয় বিঘ্ন বিনষ্ট হয়, সেই পুণ্যরাশি-স্বরূপকে গৃহে গিয়া আপনার পুত্ররূপে দর্শন করুন। আপনি প্রতিকল্পে যে সনাতন জ্যোতিঃস্বরূপের ধ্যান করেন, সেই ভক্তজনের অনুগ্রহের নিমিত্ত শরীরধারী মুক্তিদাতা পুরুষকে আপনার পুত্ররূপে দর্শন করুন। আপনার বাঞ্ছাপূর্ত্তির বীজ, তপঃকল্পতরুর ফলস্বরূপ, কোটি-কন্দর্পের দর্পহারী সুন্দর নিজ পুত্র দর্শন করুন। ১—১৩। তিনি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ নহেন, সাক্ষাৎ জনার্দ্দন ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। হে দুর্গে! কেন বিলাপ করিতেছেন ? সেই বৃদ্ধই বা কোথায় ? আর অতিথিই বা কোথায় ?" হে নারদ! আকাশ-সরস্বতী এই কথাগুলি বলিয়াই নিস্তব্ধা হইলেন। সতী আকাশবাণী শ্রবণমাত্র ত্রস্তভাবে আপনার আলয়ে গমন করিয়া আনন্দসহকারে পর্য্যঙ্কে শয়ান বালককে দর্শন করিলেন। সেই বালকের দৃষ্টি গৃহের ঊর্দ্ধভাগে, প্রভা শতচন্দ্রসদৃশ; সে নিজ শরীর প্রভাজালদ্বারা মহীতলকে উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। দেখিলেন, সে বালক শয্যাতলে শুইয়া শুইয়াই ঘুরিতেছে আনন্দে পাপনার ইচ্ছানুসারে মিট মিট করিয়া চাহিতেছে এবং স্তনপানার্থী হইয়া যেন উমা উমা শব্দ করিয়া কাঁদিতেছে। সর্ব্বমঙ্গলা পার্ব্বতী, সেই অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া, ত্রস্তভাবে শঙ্করের নিকটে গমন করিয়া সেই প্রাণেশ্বরকে মঙ্গলসংবাদ প্রদান করিলেন। ১৪—১৮। পার্ব্বতী বলিলেন, প্রাণেশ্বর! একবার গৃহে আসুন, তপস্যার ফলদাতা বলিয়া কল্পে কল্পে যাঁহার চিন্তা করেন, গৃহে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করুন। পুৎ নামক নরকের ত্রাণকারণ, সংসারতারণ পুণ্যবীজ মহোৎসবরূপ পুত্রের মুখ শীঘ্র দর্শন করুন। সর্ব্বতীর্থে স্নান এবং নিখিল যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া, এই উভয়ই পুত্রদর্শনের ষোড়শ কলার তুল্য নয়। সকল প্রকার দানদ্বারা যে পুণ্য উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলে যে পুণ্য হয়, এই উভয়—পুত্রদর্শনজন্য পুণ্যের ষোড়শকলার তুল্য নয়। সকল প্রকার তপস্যাদ্বারা যে পুণ্য হয়, অনশন ব্রত গ্রহণ করিলে যে পুণ্য—এ উভয়ও সৎপুত্র-উৎপত্তিজনিত পুণ্যের ষোড়শকলার তুল্য নয়। পার্ব্বতীর বাক্য শুনিয়া মহাদেব প্রহৃষ্টমানসে শীঘ্র নিজ কান্তার সহিত আপন ভবনে আগমন করিলেন; তথায় তল্পতলে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ নিজপুত্রকে দর্শন করিলেন। যে রূপ সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করে, পুত্রের রূপও সেইরূপ মনোহর। দুর্গা তল্পতল হইতে সেই পুত্রকে গ্রহণপূর্ব্বক আপনার বক্ষের উপর রাখিয়া, আনন্দসাগরে নিমগ্না হইয়া, তাঁহাকে চুম্বন করিতে

করিতে এই কথা বলিলেন, বৎস! সহসা শ্রেষ্ঠ ধন লাভ করিয়া দরিদ্রজনের অন্তঃকরণ যেমন আনন্দে পূর্ণ হয়, সেইরূপ অমূল্য রত্নস্বরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার মনও আনন্দপূর্ণ হইয়াছে। ১৯—২৭। প্রোষিতভর্ত্তা, বহুদিনের পর আগমন করিলে স্ত্রীর মন যেমন হর্ষে পরিপূর্ণ হয়, পুত্র লাভ করিয়া আমার মনও সেইরূপ হইয়াছে। বহুদিন বিদেশগত পুত্রকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অসুখিনী একপুত্রা যেরূপ সন্তুষ্টা হয়, সম্প্রতি আমিও সেইরূপ সন্তুষ্টা হইয়াছি মনুষ্য, অনেক দিনের হারান রত্ন পুনর্ব্বার লাভ করিয়া যেমন সুখী হয়, অনাবৃষ্টিকালে সুবৃষ্টি পাইয়া যেরূপ সুখী হয়, পুত্র লাভ করিয়া আমি সেইরূপ সুখী হইয়াছি। অনেক দিন অবধি নিরাশ্রয়ে স্থিত অন্ধের সুনির্ম্মল চক্ষুলাভ হইলে মন যেরূপ পূর্ণ হয়, আমার মনও আজ সেইরূপ পূর্ণ হইয়াছে। দুস্তর ঘোরসঙ্কটে পূর্ণসাগর পতিত ব্যক্তির মন, নাবিকের সহিত নৌকা লাভ করিয়া যেরূপ পূর্ণ হয়, আমার মনও সেইরূপ পূর্ণ হইয়াছে। সুশীতল এবং সুবাসিত জল লাভ করিয়া তৃষ্ণায় সুচির-শুষ্ককণ্ঠ ব্যক্তির মন যেরূপ পূর্ণ হয়, আমার মনও সেইরূপ হইয়াছে। দাবাগ্নিমধ্যে পতিত এবং নিরাশ্রয়ে স্থিত ব্যক্তির মন, অগ্নিশূন্য আশ্রয় লাভ করিয়া যেরূপ পূর্ণ হয়, আমার মনও সেইরূপ হইয়াছে। সম্মুখে শোভন অন্ন দেখিয়া চিরবুভুক্ষিত ব্রতোপবাসকারীর মন যেরূপ পূর্ণ হয়, আমার মনও সেইরূপ হইয়াছে। পার্ব্বতী এইরূপ নানা কথা বলিয়া আপনার বালককে কোলে লইয়া পরম পরি-তুষ্টমানসে স্তন দান করিলেন। ভগবান্ শঙ্করও প্রহৃষ্টমনে বালককে ক্রোড়ে করিলেন এবং তাহার গণ্ডস্থল চুম্বন করিয়া বেদোক্ত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। ২৭—৩৭।

গণেশখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, সেই দম্পতী বাহিরে আগমন করিয়া পুত্রের মঙ্গলের নিমিত্ত আনন্দিতচিত্তে নানাবিধ রত্ন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। শঙ্কর বন্দী এবং ভিক্ষুকগণকে নানাবিধ দ্রব্য দান করিলেন এবং নানাবিধ বাদ্য বাজাইলেন। হিমালয় ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ রত্ন, সহস্র শ্রেষ্ঠ হস্তী, তিন লক্ষ অশ্ব, দশলক্ষ গাভী, পঞ্চলক্ষ সুবর্ণ, শ্রেষ্ঠ মুক্তা মাণিক্য এবং মণি অন্যান্য দ্রব্য, বস্ত্র, ভূষণ এবং ক্ষীরোদসম্ভূত সর্ব্ব-প্রকার রত্ন দান করিলেন। বিষ্ণু কৌতুকযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে কৌস্তুভ মণি দান করিলেন। ব্রহ্মা সানন্দচিত্তে ব্রাহ্মণগণের বাঞ্ছিত, সৃষ্টির মধ্যে দুর্লভ, বিশিষ্ট বস্তুসকল ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। ধর্ম্ম, সূর্য্য, শক্র, দেবগণ, মুনিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পর্ব্বতগণ এবং দেবীগণ ক্রমে ক্রমে দান করিলেন। হে ব্রহ্মন্! ক্ষীরোদকন্যা লক্ষ্মী সানন্দচিত্তে সহস্র সহস্র পরশ, শত শত রুচক, শত শত কৌস্তুভ, শত শত হীরক, সহস্র সহস্র মাণিক্য, শত শত রত্ন, সহস্র সহস্র হরিদ্বর্ণ মণি, লক্ষ লক্ষ গোরত্ন, সহস্র গজরত্ন, অযুত শ্বেতবর্ণ অশ্বরত্ন, শতলক্ষ সুবর্ণ এবং বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র সকল ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। ১—১১। দেবী সরস্বতী ত্রিলোকে দুর্লভ অতিশয় নির্ম্মল, সারভূত, সূর্য্যকিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল, পরিষ্কৃত, মাণিক্য এবং হীরকে বিরাজিত এবং মধ্যস্থলে কৌস্তুভদ্বারা শোভিত রমণীয় হার দান করিলেন। সাবিত্রী আনন্দসহকারে শ্রেষ্ঠ রত্নসারদ্বারা নির্ম্মিত ত্রৈলোক্যের সারভূত হার এবং সর্ব্বপ্রকার আভরণ দান করিলেন। কুবের, সানন্দ-চিত্তে লক্ষ সুবর্ণলোষ্ট্র নানাবিধ ধন এবং শত অমূল্য রত্ন দান করিলেন। হে মুনে! তাঁহারা সকলে শিবের পুত্রোৎসবে ব্রাহ্মণদিগকে নানাপ্রকার দান করিয়া পরম আনন্দযুক্ত হইয়া বালককে দেখিয়া-ছিলেন। ব্রাহ্মণ এবং বন্দিগণ ভার বহন করিতে অশক্ত হইয়া, অতিশয় কাতরভাবে পথে থাকিয়া থাকিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ ভিক্ষুকগণ বিশ্রান্তির সময় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দাতার কথা বলিতে লাগিলেন এবং যুবগণ শুনিতে লাগিল। হে নারদ! তখন, বিষ্ণু প্রমুদিত হইয়া দুন্দুভি বাজাইতে বলিলেন; সঙ্গীত ও নর্ত্তন করাইলেন, বেদ ও পুরাণের পাঠ করাইলেন, মুনীন্দ্রগণকে আনাইয়া আনন্দসহ-কারে তাঁহাদিগের পূজা করাইলেন, তাহাদিগের দ্বারা মঙ্গল কার্য্য করাইলেন, তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং দেব ও দেবীগণের সহিত সেই বালককে শুভ আশীর্ব্বাদ দান করিলেন। ১২—২০। বিষ্ণু বলিলেন, হে বালক! তোমার শিবতুল্য জ্ঞান ও পরমায়ু হউক, আমার তুল্য পরাক্রম হউক এবং তুমি সকল সিদ্ধির ঈশ্বর হও। ব্রহ্মা বলিলেন, তোমার যশদ্বারা জগৎ পূর্ণ হইবে; তুমি অচিরে সর্ব্বপূজ্য হও, সকলের অগ্রে তোমার দুর্লভ পূজা হইবে। ধর্ম্ম বলিলেন, আমার তুল্য ধর্ম্মিষ্ঠ,

সর্ব্বজ্ঞ, দয়াযুক্ত, হরিভক্ত এবং হরিতুল্য হও। মহাদেব বলিলেন, হে প্রাণবল্লভ! তুমি আমার তুল্য দাতা, হরিভক্ত, বুদ্ধিমান্, বিদ্যাবান্, পুণ্যবান্, শান্ত এবং দান্ত হও। লক্ষ্মী বলিলেন, তোমার গৃহে এবং দেহে নিত্য আমার স্থিতি হউক এবং আমার মত মনোহরা, শান্তস্বভাবা এবং পতিব্রতা কান্তালাভ হউক। সরস্বতী বলিলেন, হে পুত্র! আমার ন্যায় সুকবিত্ব, ধারণাশক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং অতিশয় বিবেচনাশক্তি হউক। সাবিত্রী বলিলেন, হে বৎস! আমি বেদজননী, তুমি অচিরকালের মধ্যে বেদজ্ঞাতা, আমার মন্ত্রজপে নিরত এবং বেদবাদীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হও। হিমালয় বলিলেন, নিত্য তোমার শ্রীকৃষ্ণে মতি এবং তোমার শাশ্বতী কৃষ্ণভক্তি হউক এবং তুমি কৃষ্ণতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী ও কৃষ্ণপরায়ণ হও। মেনকা বলিলেন, তুমি সমুদ্রতুল্য গম্ভীর, কামতুল্য রূপবান্, শ্রীপতিতুল্য শ্রীযুক্ত এবং ধর্ম্মে সাক্ষাৎধর্ম্মের মত হও। পৃথিবী বলিলেন, তুমি আমার তুল্য ক্ষমাশীল, সকলের আশ্রয় এবং সমুদয় রত্নশালী হও। হে বৎস! তুমি বিঘ্নশূন্য, বিঘ্নবিনাশক এবং সকল শুভের আশ্রয় হও। ২১—৩০। পার্ব্বতী বলিলেন, তুমি তোমার পিতার মত মহাযোগী, সিদ্ধ, সিদ্ধিপ্রদ, শুভ, মৃত্যুঞ্জয়, ঐশ্বর্য্যশালী এবং সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হও। নারায়ণ বলিলেন, এইরূপে ঋষিগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ; ইঁহারা সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ব্রাহ্মণ এবং বন্দিগণ মঙ্গল প্রয়োগ করিলেন। হে বৎস! সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন গণেশের জন্ম সম্বন্ধে সকল কথাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি সুসংযত হইয়া এই মঙ্গলকর অধ্যায় শ্রবণ করে, সে সকল মঙ্গলসংযুক্ত এবং সকল মঙ্গলের আলয় হয়; অপুত্র ব্যক্তি পুত্র লাভ করে; নির্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করে; কৃপণ অর্থাৎ দুর্ব্বল ব্যক্তি সম্পদ্বর্দ্ধক স্থায়ী সত্ত্ব লাভ করে; ভার্য্যার্থী ভার্য্যা লাভ করে; প্রজার্থী প্রজা লাভ করে; রোগী আরোগ্য লাভ করে এবং দুর্ভগা সৌভাগ্য লাভ করে। এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে ভ্রষ্ট পুত্র, নষ্ট ধন এবং প্রোষিত ভর্ত্তার লাভ হয়; এবং শোকাবিষ্ট সদানন্দ লাভ করে; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। গণেশের সম্পূর্ণ আখ্যান শ্রবণ করিয়া মনুষ্য যে পুণ্য লাভ করে —হে মুনে! এই অধ্যায়মাত্র শ্রবণ করিয়া সেই ফল লাভ করে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই মঙ্গলকর অধ্যায়, যাহার গৃহে রক্ষিত হয়, সে মনুষ্য সর্ব্বদা মঙ্গলযুক্ত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি যাত্রাকালে বা পুণ্যাহে সমাহিতচিত্তে এই অধ্যায় শ্রবণ করে, গণেশের প্রসাদে সে সকল অভীষ্ট লাভ করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৩১—৪০।

গণেশখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, ভগবান্ হরি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই সভাস্থলে দেব ও মুনিগণের সহিত শ্রেষ্ঠ রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ-ভাগে শঙ্কর, বামভাগে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং সম্মুখে জগতের সাক্ষী ধর্ম্মিষ্ঠ ধর্ম্ম উপবেসন করিলেন। হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মের সমীপে আমরা দুই জন (নর ও নারায়ণ) এবং সূর্য্য, ইন্দ্র, চন্দ্র দেবগণ এবং মুনিগণ সকলে সুখকর আসনে উপবেশন করিলেন। নর্ত্তকগণ নাচিতে লাগিল; গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ গান করিতে লাগিল, এবং বেদগণ শ্রুতির সারভূত হরিকে শ্রুতিসুখ বচনদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শঙ্করের পুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত মহাযোগী সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর সেই স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহার বদন অতিশয় নম্র, চক্ষু, ইষন্মুদ্রিত, মন কৃষ্ণেতে যোজিত এবং তিনি অন্তর ও বাহিরে কৃষ্ণস্মরণে নিরত। তিনি তপঃফলভোগী, তেজস্বী, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাতুল্য অতীব সুন্দর, শ্যামবর্ণ এবং পীতবস্ত্রধারী। শনৈশ্চর— বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, ধর্ম্ম, রবি, দেবগণ ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া বালক দেখিতে গমন করিলেন। তিনি প্রধান দ্বারে গিয়া শিবতুল্যপরাক্রম শূলধারী দ্বারবান্ বিশালাক্ষকে বলিলেন, হে শঙ্করকিঙ্কর! আমি শিবের আজ্ঞায় এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও মুনিগণের অনুরোধে বালককে দেখিতে যাইতেছি। ১—১০। হে বুধ! সেই স্থানে গমন করিয়া, ঈশ্বরী পার্ব্বতীর পূজা করিব এবং তাঁহার সমীপে বালকটীকে দেখিয়া গৃহে গমন করিব; আমার চিত্ত বিষয়ে অরক্ত অর্থাৎ আমি কোন বস্তু যাজ্ঞা করিবার নিমিত্ত এখানে আসি নাই। বিশালাক্ষ বলিল, আমি দেবতাদিগের আজ্ঞাকারী নহি এবং মহাদেবেরও কিঙ্কর নহি। আমি নিজ মাতার আজ্ঞাব্যতীত দ্বার ছাড়িতে অসমর্থ। এই কথা বলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভগবতীর আজ্ঞাক্রমে ... গ্রহেশ্বরকে দ্বারে

প্রবেশ করিতে বলিল। শনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া সানন্দচিত্তে রত্ন-সিংহাসনস্থিত পার্ব্বতীদেবীকে নমস্কার করিলেন। তখন পার্ব্বতীদেবীকে পাঁচ জন সখী অনবরত শ্বেত চামরদ্বারা সেবা করিতেছিল এবং তিনি সখীদত্ত সুবাসিত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। তিনি রত্নভূষণে ভূষিতা হইয়া বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন এবং পুত্রকে বক্ষঃস্থলে করিয়া নর্ত্তকীদিগের নৃত্য দেখিতেছিলেন। শুভলক্ষণা দুর্গা সেই সূর্য্যপুত্রকে দেখিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাবণপূর্ব্বক মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দান করিলেন। ১০—১৭। পার্ব্বতী বলিলেন, হে গ্রহেশ্বর! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমার মুখ নত কেন? হে সাধো! কেনই বা তুমি আমাকে ও বালককে তাকাইয়া দেখিতেছ না। শনি বলিলেন, হে সাধ্বি। সকলে নিজ কর্ম্মবশে তপস্যার ফল ভোগ করে। কোটিকল্পেও শুভ বা অশুভ কর্ম্মের ফল লুপ্ত হয় না। কর্ম্মবশেই মনুষ্য—ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং সূর্য্যের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। কর্ম্মবশেই মনুষ্যগৃহে জন্ম হয়, আর কর্ম্মবশেই লোকে পশু আদির যোনিতে উৎপন্ন হয়। কর্ম্মবশেই লোক নরকে এবং কর্ম্মবশেই স্বর্গে গমন করে। কেহ কর্ম্মবশে রাজ-রাজেন্দ্র হইতেছে, কেহ বা কর্ম্মবশে তাহার ভৃত্য হইতেছে। কর্ম্মবশেই লোক সুন্দর এবং নিয়ত ব্যাধিযুক্ত হয়। কর্ম্ম-হেতুই লোক বিষয়াসক্ত হয় এবং কর্ম্ম-হেতুই লোক নির্লিপ্ত অর্থাৎ বিরাগী হয়। কর্ম্মপ্রভাবেই কেহ কেহ অতুলধনের অধিপতি হইতেছে, কেহ কেহ বা মহাদরিদ্র হইতেছে। শুভ কর্ম্মদ্বারা লোক সৎ কুটুম্ব প্রাপ্ত হয়; আর কর্ম্ম-দ্বারাই অসৎ কুটুম্ব লাভ করে। আত্মকর্ম্মানুসারেই সুভার্য্যা ও সুপুত্র-সুখলাভ হয়, আর কর্ম্মদ্বারাই লোকে পুত্রহীন হয়; কুৎসিত স্ত্রী লাভ করে, অথবা একেবারে স্ত্রীশূন্য হয়। হে শঙ্করবল্লভে! এবিষয়ের একটী গোপনীয় ইতিহাস আছে, উহা লজ্জাকর এবং জননীর নিকট অকথ্য হইলেও আমি কীর্ত্তন করি-তেছি, তাহা শ্রবণ করুন। ১৮—২৫। আমি বাল্য হইতেই কৃষ্ণভক্ত আমার মন সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে একাগ্র। আমি অনবরত তপস্যায় নিরত এবং বিষয়ে অনাসক্ত। পিতা চিত্ররথের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেন। আমার পত্নী পতিব্রতা, অতি তেজস্বিনী এবং সর্ব্বদা তপস্যায় নিরতা ছিল। কোন সময়ে সেই মুনিমানস-মোহিনী চঞ্চল-নয়না, ঋতুস্নাম করিয়া আপনার বেশভূষা বিধান করিয়া, রত্ন-অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক স্মিতমুখে আমাকে হরিপদে ধ্যাননিরত দেখিয়া, আপনার মনোভাব প্রকাশ করে। তাহার দিকে অনিরীক্ষণ-কারী, বাহ্যজ্ঞানশূন্য এবং ধ্যানৈকতানচিত্ত আমাকে দেখিয়া ঋতু নিষ্ফল হইল বিবেচনা করিয়া, সে স্ত্রী শাপ দান করিল। হে মূঢ়! যেহেতু আমাকে দেখিলে না এবং আমার ঋতু রক্ষা করিলে না; এই নিমিত্ত আমি বলিতেছি; তুমি যে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিবে, তাহা বিনষ্ট হইবে। হে সতি! পরে আমি ধ্যান হইতে বিরত হইয়া তাহাকে তুষ্ট করিলাম। কিন্তু সে শাপ মোচন করিতে সক্ষম হইল না; কিন্তু মনে মনে অনুতাপ করিল। এই জন্য হে মাতঃ! আমি নিজের চক্ষুদ্বারা কোন বস্তু দেখি না এবং সেই দিন অবধি আমি প্রাণিহিংসাভয়ে মুখ নত করিয়া থাকি। হে মুনে! শনৈশ্চরের বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতী হাস্য করিলেন, সকল নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণ উচ্চ হাস্য করিল। ২৬—৩৪।

গণেশখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, দুর্গা, সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈশ্বর হরিকে স্মরণ করিলেন; এবং বলিলেন, এই সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার বশীভূত। সেই পার্ব্বতী, দৈবের বশীভূত হইয়া কৌতুকবশতঃ শনৈশ্চরকে বলিলেন, আমাকে এবং আমার পুত্রকে দেখ, দেব-নিয়োগকে কে বারণ করে! পার্ব্বতীর বাক্য শুনিয়া শনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, পার্ব্বতীর পুত্রকে দেখিব কি না দেখিব। যদি আমি বালককে দেখি, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই বিঘ্ন হইবে। এই কথা বিবেচনা করিয়া শনি, ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া বালককে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন, বালকের মাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন না। বালককে দেখিবার পূর্ব্বেই তাহার মন বিষণ্ণ হইল, কণ্ঠ, ওষ্ঠ এবং তালু শুষ্ক হইল; তিনি বামনেত্রের এক কোণদ্বারা শিশুর মুখ দর্শন করিলেন। শনির দৃষ্টিমাত্রেই বালকের মস্তক ছিন্ন হইল। শনি তৎক্ষণাৎ চক্ষু ফিরাইয়া আনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই মস্তক-শূন্য সুলোহিত সর্ব্বাঙ্গ পার্ব্বতীর ক্রোড়ে প্রবেশ করিল এবং সেই মস্তক

অভীপ্সিত গোলোকে গিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিল। ১—৭। ইহা অবলোকন করিয়া দেবী পার্ব্বতী বালককে বক্ষের উপর স্থাপনপূর্ব্বক বারংবার বিলাপ করিয়া পৃথিবীতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। দেবগণ, শৈলগণ, গন্ধর্ব্বগণ, মহাদেব এবং কৈলাসবাসী সকলে বিস্মিত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তাঁহাদের সকলকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া হরি গরুড়ের উপর আরোহণপূর্ব্বক উত্তরদিকে স্থিত পুষ্পভদ্রা নদীতে গমন করিলেন। পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে বনমধ্যে শয়ান হস্তিনীর সহিত গজেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। সেই হস্তী আপনার শাবকগুলিকে চারিদিকে করিয়া, মস্তক উত্তর দিকে রাখিয়া পরমানন্দচিত্তে সুরতশ্রমে অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। বিষ্ণু সুদর্শনদ্বারা তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া সানন্দচিত্তে সেই রুধিরাক্ত মনোহর মস্তক গরুড়ের উপর স্থাপিত করিলেন। গজের ছিন্ন অঙ্গ ধড়ফড় করিয়া হস্তিনীর উপর পড়াতে হস্তিনী প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া, সেই অশুভ সংবাদ ব্যক্ত করিয়া, শাবকদিগকে প্রবোধিত করিল এবং শোকে আতুর হইয়া নানাবিধ বিলাপ করত, শাবকদিগের সহিত রোদন করিতে লাগিল। ৮—১৪। তখন সেই দৈববল খণ্ডন করিতে সক্ষম, স্বয়ং দৈবঘটনার জনক, সুদর্শনভ্রকণকারী, দৈবভোগদাতা ও দৈবভোগ হইতে নিস্তারকারী কমলাকান্ত হরিকে হস্তিনী স্তব করিতে লাগিল। হে বিপ্র! প্রভু নারায়ণ তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই হস্তিনীকে বর দান করিলেন; এবং সানন্দচিত্তে সেই ছিন্ন মুণ্ড হইতে আর একটী মস্তক আকর্ষণ করিয়া সেই হস্তীতে যোগ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ নারায়ণ সেই গজের সর্ব্বাঙ্গে চরণ বিন্যাস করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সেই হস্তীকে জীবিত করিলেন; এবং সেই হস্তীকে "হে গজ! তুমি আকল্পপর্য্যন্ত পরিবারগণের সহিত জীবিত থাক" এই কথা বলিয়া ভগবান্ হরি মনোবেগে কৈলাসপর্ব্বতে আগমন করিলেন। তাহার পর পার্ব্বতীর নিকট আসিয়া সেই বালককে আপনার বক্ষের উপর রাখিয়া সেই হস্তীর মুণ্ড হইতে রক্ত বাহির করিয়া বালকে যোগ করিয়া দিলেন। ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে হুঙ্কার উচ্চারণ করিয়া গণেশকে জীবিত করিলেন; পার্ব্বতীকে প্রবোধিত করিয়া, তাঁহার ক্রোড়ে সেই শিশু সন্তানকে অর্পণ করিয়া, আধ্যাত্মিক প্রবোধবচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। ১৫—২১। বিষ্ণু বলিলেন, হে শিবে! ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত নিখিল জগৎ স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করে; তুমি স্বয়ং বুদ্ধিস্বরূপা; তোমার অবিদিত কি আছে? শতকোটি কল্পপর্য্যন্ত জীবদিগের স্বীয় কর্ম্মফলের ভোগ হয় এবং প্রতিজন্মেই শুভাশুভ কর্ম্মফল জীবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে সতি! ইন্দ্রও স্বীয় কর্ম্মবশে কীটযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং কীটও পূর্ব্ব কর্ম্মফলে ইন্দ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। পূর্ব্বতন কর্ম্মেরফল ব্যতীত সিংহও মক্ষিকাকে হনন করিতে অক্ষম হয়। ওদিকে স্বীয় প্রাক্তন-কর্ম্মবলে মশকও হস্তীকে হনন করিতে সক্ষম হয়। সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক ও আনন্দ—এ সকল কর্ম্মের ফল; সৎকর্ম্ম হইতে সুখ ও হর্ষ হয়, তদ্ভিন্ন সকলই পাপ কর্ম্মের ফল। শুভ ও অশুভরূপ কর্ম্মভোগ, ইহ এবং পর, এই উভয় কালেই ঘটিয়া থাকে এবং ভারতবর্ষই কর্ম্ম-উপার্জ্জনের যোগ্য পুণ্যক্ষেত্র। স্বয়ং পূর্ণতম গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণই কর্ম্মের ফলদাতা, বিধাতারও বিধাতা, মৃত্যুর মৃত্যু, কালের কাল, দৈবেরও দৈব, সংহারকারীরও সংহর্ত্তা এবং পালনকারীরও রক্ষাকর্ত্তা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং মহেশ্বর এই আমরা তিনজন, যে পুরুষের কলাস্বরূপ, এবং যাঁহার প্রতিলোমকূপে এক একটি জগৎ বর্ত্তমান, সেই মহাবিরাট্ তাঁহার অংশস্বরূপ। হে দুর্গে! এই চরাচর সমুদয় জগতের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার কলার অংশ, আর কেহ কেহ বা কলার অংশের অংশ। এইজন্য তিনি বিনায়ক নামে বিখ্যাত। শ্রীবিষ্ণুর বচন শুনিয়া পার্ব্বতী পরিতুষ্টা হইয়া সেই গদাধর দেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বালককে স্তন দান করিলেন। পরিতুষ্টা পার্ব্বতী, শঙ্করকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া সেই কমলাপতি বিষ্ণুকে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিলেন। বিষ্ণু, শিশু এবং শিশুর মাতাকে আশীর্ব্বাদ দান করিয়া বালকের গলদেশে নিজ ভূষণ কৌস্তুভ দান করিলেন। ব্রহ্মা, নিজের মুকুট এবং ধর্ম্ম, রত্ন-ভূষণ দান করিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল দেবীগণও যথোচিত রত্ন দান করিলেন। মহাদেব, দেবগণ, মুনিগণ, শৈলগণ, গন্ধর্ব্বগণ, আর সমুদয় যোষিদ্গণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিষ্ণুর স্তব করিয়াছিলেন। হে নারদ! শিব এবং শিবা, মৃত বালককে পুনর্জীবিত দেখিয়া ব্রাহ্মণগণকে কোটি কোটি রত্ন দান করিলেন। মৃতবালকের জীবনের নিমিত্ত বন্দীদিগকে সহস্র সহস্র অশ্ব এবং শত শত গজ দান করিলেন। হিমালয়, দেবগণ ও সকল যোষিদ্গণ হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণ এবং বন্দীদিগকে নানাবিধ বস্ত্র দান করিলেন। ২২—৩১।

তখন রমাপতি, ব্রাহ্মণ-ভোজন, মঙ্গলকার্য্য সকল এবং বেদ ও পুরাণ পাঠ করাইলেন। তখন সভামধ্যে শনিকে লজ্জিত দেখিয়া, পার্ব্বতী কোপ করিয়া, "তুমি অঙ্গহীন হও", এই বলিয়া শাপ দিলেন। শনিকে শপ্ত দেখিয়া সূর্য্য, কশ্যপ এবং যম; ইহাঁরা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাদেবের গৃহ হইতে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রোধে তাঁহাদের মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইল; অধর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহারা ধর্ম্ম এবং বিষ্ণুকে সাক্ষী করিয়া পার্ব্বতীকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবগণ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহাদিগকে এবং ক্রোধে আরক্তমুখী প্রস্ফুরিতাধরা পার্ব্বতীকে সান্ত্বনা করিলেন। সেই সকল ভীরু দেবগণ, মুনিগণ ও পর্ব্বতগণ ব্রহ্মাকে সেই সময়োচিত বাক্যে সন্তুষ্ট করিলেন। কশ্যপ বলিলেন, এই শনৈশ্চর প্রাক্তন পত্নীশাপে খর-দৃষ্টি হইয়াছেন; ইনি বালকের মাতার আজ্ঞাক্রমেই বালককে দেখিয়াছেন। সূর্য্য বলিলেন, বালকের মাতার আজ্ঞায় ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া, আমার পুত্র, সাবধানে পার্ব্বতীর পুত্রকে দেখিয়াছেন। যেহেতু নিরপরাধে পার্ব্বতী, আমার পুত্রকে শাপ দিয়াছেন, সেই জন্য নিশ্চয় তাঁহার পুত্রের অঙ্গ ভঙ্গ হইবে। যম বলিলেন, আপনি দেখিতে আজ্ঞা দিয়া, আপনি শাপ দিলেন কেন? আমরাও তোমাকে শাপ দিব। জিঘাংসু ব্যক্তির হিংসায় আর অধর্ম্ম কি?। ৪০—৪৯। ব্রহ্মা বলিলেন, পার্ব্বতী, স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ চাপল্যহেতুই ক্রোধবশে শাপ দান করিয়াছেন, অতএব হে সাধুগণ! সকলের সাধ্য-সাধনায় আপনারা তাঁহাকে ক্ষমা করুন। হে দুর্গে! তুমি পুত্রদর্শনের জন্য স্বয়ং অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া, তোমার গৃহে আগত, নির্দ্দোষ অতিথিকে কেন শাপ দিয়াছ? এই কথা বলিয়া শনিকে লইয়া, পার্ব্বতীকে বুঝাইয়া, শাপমোচনের নিমিত্ত তাঁহার হাতে শনিকে সমর্পণ করিলেন। ব্রহ্মার বাক্যে পার্ব্বতী পরিতুষ্টা হইলেন এবং সেই সূর্য্য, যম ও কশ্যপ ইহাঁরাও শান্ত হইলেন। পার্ব্বতী, শিবকর্তৃক প্রসাদিতা ও ব্রহ্মাকর্তৃক সান্ত্বিতা হইয়া সন্তুষ্টমানসে শনৈশ্চরকে বলিলেন, হে হরিপ্রিয়, শনৈশ্চর! আমার বরে তুমি গ্রহগণের রাজা, চিরজীবী, যোগীন্দ্র হও; হরিভক্তের আবার বিপদ্ কি? আজ অবধি নির্ব্বিঘ্নে তোমার দৃঢ় হরিভক্তি হউক। আমার শাপ অমোঘ, এইহেতু তুমি কিঞ্চিৎ খঞ্জ হইবে। এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী পরিতুষ্ট মানসে বালককে বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া এবং শনৈশ্চরকে শুভ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া, যোষিদ্গণের মধ্যে উপবেশন করিলেন। ৫০—৫৭। শনি প্রহৃষ্টমানসে সেই জগদম্বিকা অম্বিকাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, দেবগণের নিকটে গমন করিলেন। ৫৮।

গণেশখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর বিষ্ণু, শুভ সময়ে দেব ও মুনিগণের সহিত সেই বালককে সর্ব্বোত্তম উপহারদ্বারা পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, হে বৎস! তুমি যোগীন্দ্র এবং দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আমি তোমাকে সকলের অগ্রে পূজা করিলাম, অতএব তুমি সকলের পূজ্য হও। এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বনমালা এবং মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান দান করিলেন। অনন্ত তাঁহাকে সকল প্রকার সিদ্ধি দান করিয়া আপনার তুল্য করিলেন; মনোহর দ্রব্য এবং ষোড়শপ্রকার উপচার দান করিলেন এবং দেব ও মুনিগণের সহিত তাঁহার নামকরণ করিলেন। বিঘ্নেশ, গণেশ, হেরম্ব, গজানন, লম্বোদর, একদন্ত, শূর্পকর্ণ এবং বিনায়ক— সনাতন বিষ্ণু, গণেশের এই আটটী নাম করিলেন এবং সকল মুনিগণকে আনাইয়া আশীর্ব্বাদ দেওয়াইলেন। ধর্ম্ম তাঁহাকে সিদ্ধাসন, ব্রহ্মা কমণ্ডলু এবং শঙ্কর যোগপট্ট ও সুদুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান দান করিলেন। ইন্দ্র রত্নসিংহাসন, সূর্য্য মণিনির্ম্মিত কুণ্ডলদ্বয়, চন্দ্র মাণিক্যমালা এবং কুবের কিরীট দান করিলেন। অগ্নি তাঁহাকে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র দান করিলেন। বরুণ রত্নছত্র এবং বায়ু রত্নাঙ্গুরীয়ক দান করিলেন। হে মুনে! পদ্মালয়া লক্ষ্মী, তাঁহাকে ক্ষীরোদসমুদ্রজাত শ্রেষ্ঠরত্ননির্ম্মিত বলয়, নূপুর এবং কেয়ূর দান করিলেন। সাবিত্রী কণ্ঠভূষা এবং ভারতী উজ্জ্বল হার দান করিলেন। এইরূপ ক্রমে ক্রমে সমুদয় দেব ও দেবীগণ তাঁহাকে যৌতুক দান করিলেন। মুনিগণ এবং পর্ব্বতগণ, তাঁহাকে নানাবিধ রত্ন দান করিলেন এবং বসুন্ধরা, তাঁহাকে বাহন করিবার নিমিত্ত একটি ইন্দুর দান করিলেন। ক্রমে ক্রমে দেবীগণ, মুনিগণ, পর্ব্বতগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, যক্ষগণ, মনুগণ ও মানবগণ তাঁহাকে নানাবিধ স্বাদু ও মধুর দ্রব্য দান করিয়া সকলে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলেন। হে নারদ! তখন জগৎমাতা পার্ব্বতী, ঈষৎ হাস্য করত পুত্রকে রত্ন-সিংহাসনে বসাইলেন। তাহার পর সর্ব্বপ্রকার তীর্থোদকপূর্ণ এক

শত কলসদ্বারা মুনিগণের সহিত বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইলেন এবং অগ্নিশুদ্ধ যুগল বস্ত্র তাঁহাকে পরিধান করিবার নিমিত্ত দান করিলেন। ১—১৬। অনন্তর পার্ব্বতী, গোদাবরী নদীর জল দ্বারা তাঁহার পাদ্য; গঙ্গা জল, দূর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল, পুষ্প এবং চন্দনমিশ্রিত করিয়া তাঁহার অর্ঘ্য; পুষ্করতীর্থ হইতে জল আনাইয়া আচমন; রত্ননির্ম্মিত পাত্রে শর্করা ও আসব মিলাইয়া মধুপর্ক; স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারকর্ত্তৃক প্রস্তুত স্নানীয় বিষ্ণু তৈল, অমূল্য রত্নদ্বারা নির্ম্মিত মনোহর ভূষণসকল; পারিজাতপুষ্পদ্বারা রচিত শত শত মাল্য, মালতী ও চম্পক প্রভৃতি নানাবিধ কুসুম, তুলসী ভিন্ন পূজার যোগ্য পত্র সকল, চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুম, রত্নপ্রদীপসমূহ এবং ধূপ—তাঁহার চারিদিকে স্থাপন করিয়া প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রিয় নৈবেদ্য, পর্ব্বতাকার তিলের লড্ডুক (নাড়ু), সুস্বাদু শর্করাযুক্ত পর্ব্বতাকার স্বস্তিক, গুড়াক্ত লাজ (মুড়কি), এবং চিপিটকপর্ব্বত, ব্যঞ্জনসমূহের সহিত শালিধান্যের অন্ন ও পিষ্টকের পর্ব্বত এবং লক্ষ লক্ষ দুগ্ধের কলস, আনন্দ সহকারে দান করিলেন। হে নারদ! সেই সারদা, সুন্দরী পার্ব্বতী দধিপূর্ণ লক্ষ লক্ষ কলস, তিনলক্ষ মধুর কলস, পঞ্চ লক্ষ ঘৃতের কলস এবং নানাবিধ অসংখ্য দাড়িম, শ্রীফল, খর্জ্জুর, করঞ্জ, জাম, আম্র, পনস, কদলী এবং নারিকেল আনন্দচিত্তে দান করিলেন। মহামায়া পার্ব্বতী, অন্যান্য প্রকার সেই সময়জাত ও বিবিধ দেশোদ্ভব নানাবিধ স্বাদু ও মধুর পরিপক্ব ফল সকল তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ।১৭—২৯। পান এবং আচমনার্থ কর্পূরাদিবাসিত সুশীতল নির্ম্মল গঙ্গাজল দান করিলেন। একশত সুবর্ণ পাত্র পূর্ণ করিয়া কর্পূরাদিবাসিত রমণীয় উত্তম উত্তম তাম্বুল দান করিলেন। শৈলেশ্বরী, শৈলরাজ, শৈলকন্যা, শৈলরাজের পুত্র এবং শৈলরাজের প্রিয় অমাত্যগণ শৈলজার পুত্র গণপতিকে পূজা করিলেন এবং অপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি দেবতা সকল ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ব্রহ্মরূপ, সর্ব্বসিদ্ধির আশ্রয় বিঘ্নেশ গণেশকে বারংবার নমস্কার করি—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক দ্রব্য সকল দান করিয়া আনন্দিত হইলেন। এই বত্রিশঅক্ষরাত্মক মন্ত্র সকল প্রকার অভীষ্ট ধর্ম্ম,অর্থ,কাম এবং মোক্ষফল ও সর্ব্ববিধ সিদ্ধিদায়ক. এই মন্ত্রের পঞ্চলক্ষ বার জপ করিলে মন্ত্রী অর্থাৎ সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হয়। যাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, এ ভারতে তিনি বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন হন। তাঁহার নাম স্মরণ করিলে বিঘ্নসকল দূরে পলায়ন করে এবং সেই মনুষ্য অতিশয় বাগ্মী, মহা-সিদ্ধ এবং সকল প্রকার সিদ্ধিযুক্ত হন। তাঁহার সাক্ষাতে বৃহস্পতি নিশ্চয়ই জড়তা প্রাপ্ত হন; এবং সেই মহাত্মা মহা-কবীন্দ্র, গুণবান্, পণ্ডিতাগ্রগণ্য ও বৃহস্পতিরও গুরু অর্থাৎ তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা জ্ঞানবান্ হন। দেব-গণ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, গণেশের পূজা করিলেন এবং আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া, সেই উৎসবে নানাবিধ বাদ্য বাজাইলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণভোজন এবং ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা উৎসব করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ করিয়া বন্দীদিগকে অনেক প্রকার দান করিলেন। ৩০—৪০। নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর বিষ্ণু সভামধ্যে গণেশ্বরের পূজা করিয়া পরমভক্তিসহকারে সেই সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন গণপতির স্তব করিলেন। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, হে ঈশ! আমি তোমার অতর্কণীয় স্বরূপ নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া সনাতন ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তুমি সকল দেব ও সিদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ, যোগীদিগের গুরু; তুমি সর্ব্বস্বরূপ, সকলের ঈশ্বর এবং জ্ঞানরাশিস্বরূপ। তুমি অব্যক্ত, অক্ষর, নিত্য, সত্য এবং আত্মস্বরূপ; তুমি বায়ুতুল্য নির্লিপ্ত, অক্ষত এবং সর্ব্বসাক্ষী। সংসারসাগরের পারবিষয়ে তুমি মায়ারূপ পোতা-রোহী জীবগণের দুর্লভ কর্ণধার-স্বরূপ এবং ভক্ত-গণের প্রতি অনুগ্রহকারী। তুমি ধ্যানাতিরিক্ত; ধ্যানদ্বারা দুর্জ্ঞেয় অথচ ধ্যেয়। তুমি ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম-স্বরূপ, ধর্ম্মজ্ঞ এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলদাতা। তুমি সংসার-বৃক্ষের বীজ এবং তদাশ্রিত অঙ্কুর। তুমি স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকের স্বরূপ এবং অতীন্দ্রিয়। তুমি সকলের আদিতে অবস্থিত, অগ্রে পূজনীয়, সকলের পূজনীয় এবং গুণের সাগর। তুমি আপনার ইচ্ছানুসারে কখন সগুণ এবং কখন নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান কর। ৪১—৪৮। তুমি প্রকৃতির ন্যায় সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অথচ প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন; অনন্ত, সহস্রবদন দ্বারাও তোমাকে স্তব করিতে অক্ষম; তোমার স্তব করিতে পঞ্চমুখ মহাদেব, চতুরানন ব্রহ্মা এবং সাক্ষাৎ সরস্বতী দেবীও অক্ষম; আমি ত কোথায় আছি। চারি বেদ তোমার স্তব করিতে অক্ষম;—বেদবাদীদিগের ত কথাই নাই। সুরশ্রেষ্ঠ রমাপতি, সেই দেবসভায় দেবগণের সহিত সেই সুরেশ্বর গণপতির এইরূপে স্তব করিয়া বিরত হই-

লেন। যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে বিষ্ণুকৃত গণপতির এই স্তব সায়ং, প্রাতঃ এবং মধ্যাহ্ন কালে ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, হে মুনে! বিঘ্নেশ্বর সর্ব্বদাতা কল্যাণ-দাতা গণেশ, তাহার সকল প্রকার কল্যাণ বর্দ্ধন ও বিঘ্নসমূহের বিনাশ করেন। যে ব্যক্তি যাত্রাকালে ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করিয়া গমন করে, তাহার সকল প্রকার অভীষ্টসিদ্ধি হয়; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া এই স্তব পাঠ করিলে সুস্বপ্ন হয় এবং এই স্তবপাঠকারীর কদাচ ভয়ঙ্কর গ্রহপীড়া হয় না। এই স্তব পাঠ করিলে শত্রুর বিনাশ হয়; বন্ধুবর্গের বর্দ্ধন হয়; নিত্য বিঘ্নের বিনাশ হয় এবং নিত্য সম্পদের বর্দ্ধন হয়, তাহার গৃহে পুত্রপৌত্রানুক্রমে লক্ষ্মী স্থিরা হন এবং সে ইহলোকে সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া মরণান্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই শ্রীগণেশের প্রসাদে সকল প্রাকার তীর্থের, সকল প্রকার যজ্ঞের এবং সকল প্রকার মহাদানের ফল প্রাপ্ত হয়। ৪৯—৬০।

গণেশখণ্ডে বিষ্ণুকৃত গণেশের স্তব সমাপ্ত।

নারদ বলিলেন, আমি গণেশের স্তব এবং মনোহর পূজার নিয়ম শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সংসারত্রাণকারক কবচের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। নারায়ণ বলিলেন, গণেশপূজা সুসম্পন্ন হইলে,সভামধ্যে শনৈশ্চর কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া সকল জগতের গুরু বিষ্ণুকে বলিলেন, হে বেদজ্ঞপ্রধান বিষ্ণো! সকলপ্রকার দুঃখের বিনাশ এবং শান্তির নিমিত্ত বিঘ্নহর গণেশের কবচ কিরূপ, তাহা কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্বে মহামায়া শক্তির সহিত এই সকল দেবগণের বিবাদ হইয়াছিল,তাহাতে আমার উদ্বেগ হয়; সেই উদ্বেগ-শান্তির নিমিত্ত আমি কবচ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, বিনায়-কের কবচ তিনলোকে দুর্লভ, পুরাণসমূহে অতি গোপনীয় ভাবে অবস্থিত এবং আগমনিচয়েও দুর্লভ। বিঘ্ননাথ গণপতির সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক মনোহর শ্রেষ্ঠ কবচ সামবেদের কৌথুমশাখায় উক্ত হইয়াছে। হে সূর্য্যপুত্র রাজ্য দিতে পারা যায়,মস্তক দিতে পারা যায়,প্রাণ অবধি দিতে পারা যায়; কিন্তু প্রাণের সঙ্কট উপস্থিত হইলেও এরূপ কবচ দিতে পারা যায় না। হে বৎস! এই একদন্ত গণেশ নিত্য; ইনি আপন ইচ্ছা অনুসারে মায়াদ্বারা আবির্ভূত এবং তিরোভূত হন মাত্র। ইহাঁর কবচও সেইরূপ। ইহাঁর পূজা এবং স্তোত্র নিত্য,—প্রতি কল্পেই উহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। উহাঁর এই জন্মের পূর্ব্বেও মুনিগণ উহাঁর পূজা করিতেন। আমার যেমন অবতারে অবতারে জন্ম এবং শরীরধারণ হয়, সেইরূপ গণেশেরও শৈলসুতার গর্ভে জন্ম জানিবে। এই কবচ ধারণ করিয়া এই ভারতবর্ষে মুনিগণ জীবন্মুক্ত হইয়াছেন এবং সমুদয় দেবগণ ভীতিশূন্য হইয়া শত্রু-পক্ষের ক্ষয় করিয়াছেন। মৃত্যু ভীত হইয়া এই কবচ-ধারীদিগের নিকটে গমন করে না; কবচধারীদিগের আয়ুক্ষয়, অমঙ্গল এবং ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কখন পরাজয় হয় না। ৬১—৭২। দশ লক্ষ জপ করিলে এই কবচ সিদ্ধ হয়। যাহার কবচ সিদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তিই মৃত্যু জয় করিতে সক্ষম। যাহার কবচ সিদ্ধ হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তিও কবচ গ্রহণমাত্রেই এই মহীতলে বাগ্মী চিরজীবী সর্ব্বত্র বিজয়ী এবং পূজ্য হয়। এই পবিত্র কবচ মালামন্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা ধারণ করিলে সকল প্রকার পাপ নষ্ট হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ডগণ, ব্রহ্মরাক্ষস-সমূহ, ডাকিনীগণ, যোগীনীগণ, বেতাল প্রভৃতি অপ-দেবতা, বালকদিগের পীড়াদায়ক গ্রহ এবং ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি সকলেই কবচধারীদিগের সাড়া পাইলেই ভয়ে ভয়ে পলাইয়া যায়। যেমন গরুড়ের নিকটে সর্পগণ আগমন করে না, সেইরূপ আধি, ব্যাধি, মোহ এবং ভয়াবহ শোক সকল কবচধারীদিগের নিকটে ঘেঁসিতে পারে না। এই কবচ সরলস্বভাব-সম্পন্ন, নিজের ভক্ত শিষ্যের নিকটেই প্রকাশ করিবে। যদি কেহ খলস্বভাব বা পরশিষ্যকে এই কবচ প্রদান করে, তাহা হইলে সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। সংসারমোহন এই কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ বৃহতী এবং স্বয়ং লম্বোদর দেবতা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষবিষয়ে ইহার নিয়োগ হইয়া থাকে। হে মুনে! এই কবচ সকল কবচের সার-ভূত ওঁ গোঁ সঁ শ্রীগণেশায় স্বাহা এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। পূর্ব্বোক্ত দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক মন্ত্র সর্ব্বদা আমার ললাট রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার লোচনকে রক্ষা করুন। বিঘ্নেশ স্বয়ং ধরণীতলে সর্ব্বদা আমার তালুদেশ রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সঁ এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার নাসিকা রক্ষা করুন। ওঁ গৌ সঁ শূর্পকর্ণায় স্বাহা এই মন্ত্র আমার অধর রক্ষা করুন। ৭৩—৮৪। ষোড়শাক্ষর মন্ত্র আমার দন্ত, তালু এবং জিহ্বার রক্ষা বিধান করুন। ওঁ লঁ লম্বোদরায় স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার গণ্ডদেশকে রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ সঁ গজাননায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার স্কন্ধদেশ রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ ক্লী বিনায়কায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পৃষ্ঠদেশের রক্ষা বিধান করুন। ওঁ

ক্লী হ্রী এই মন্ত্র আমার কঙ্কাল রক্ষা করুন। সঁ এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। বিঘ্নধ্বংসকারী আমার হস্তদ্বয়, পাদদ্বয় এবং সর্ব্বাঙ্গকে রক্ষা করুন। পূর্ব্বদিকে লম্বোদর, অগ্নিকোণে বিঘ্ননাশক, দক্ষিণে বিঘ্নেশ এবং নৈঋতকোণে গজানন, আমাকে রক্ষা করুন। পশ্চিমে পার্ব্বতীপুত্র, বায়ুকোণে শঙ্করাত্মজ এবং উত্তরে পরিপূর্ণতম কৃষ্ণের অংশ আমাকে রক্ষা করুন। ঈশানকোণে একদন্ত, উর্দ্ধদিকে হেরম্ব অধোদিকে গণাধিপতি এবং চারিদিকে সর্ব্বপূজ্য আমাকে রক্ষা করুন। স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ অবস্থায় যোগীদিগের গুরু আমার রক্ষা বিধান করুন। হে বৎস! সকল প্রকার মন্ত্রসমূহে গঠিত সংসার-মোহননামক অতি অদ্ভুত কবচ তোমার নিকটে প্রকাশ করিলাম। হে দিনকরাত্মজ! পূর্ব্বে গোলোকস্থিত বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বিনীত দেখিয়া ইহা দান করিয়াছিলেন। ইহা এক্ষণে আমি তোমাকে দান করিলাম। তুমি ইহা যে কোন ব্যক্তিকে দান করিও না। ইহা অতিশয় শ্রেষ্ঠ সর্ব্বপূজ্য এবং সকলপ্রকার সঙ্কটের ত্রাণকারক। যে ব্যক্তি যথাবিধি গুরুপূজা করিয়া এই কবচ কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করে, সে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন; সেবিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে গ্রহেশ্বর! সহস্র সহস্র অশ্বমেধ এবং শত শত বাজপেয় যজ্ঞ এই কবচের ষোল কলার এক কলার যোগ্যও নয়। এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি গণেশের ভজনা করে, সে শতলক্ষবার মন্ত্রের জপ করিলেও তাহার সে মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না। সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু, সূর্য্যপুত্রকে এই কবচ প্রদান করিয়া মৌনভাব ধারণ করিলেন। তখন দেবগণ সানন্দচিত্তে তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। ৮৫—৯৮।

গণেশখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, সেই সভার দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও মুনিগণ—বিষ্ণুর মহোৎসব দেখিয়া প্রহৃষ্ট চিত্ত হইয়াছিলেন। এই অবসরে ভগবতী দুর্গা ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সেই দেব-সভায় প্রণত হইয়া দেবগণের ঈশ্বর বিষ্ণুকে বলিলেন। পার্ব্বতী বলিয়াছিলেন, হে নাথ! তুমি সকলজগতের রক্ষাকর্ত্তা;—আমি জগৎ ছাড়া নই। হে প্রভো! কেন আমার স্বামীর অমোঘ বীর্য্য আপনি রক্ষা করেন নাই। ব্রহ্মা এবং তোমাকর্ত্তৃক প্রেরিত দেবগণ রতিভঙ্গ করিলে সেই বীর্য্য ভূমিতে নিপতিত হইলে কোন্ ব্যক্তি উহা অপহরণ করিয়াছে? এক্ষণে সকল দেবগণই আপনার সম্মুখে রহিয়াছেন, আপনি ইহার তদন্ত করুন, আপনি রাজা থাকিতে অরাজক হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। জগদীশ্বর বিষ্ণু, পার্ব্বতীর এই বাক্য শ্রবণে একটু হাস্য করিয়া সভাস্থিত দেব ও মুনিগণের সম্মুখে বলিলেন, হে দেবগণ! পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিলে; এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর; শিবের সেই অমোঘ বীর্য্য কে অপহরণ করিয়াছে? তাহাকে শীঘ্র সভাস্থলে আনয়ন কর; নতুবা সে উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। সে কি রাজা? যে সম্যক্ শাসন না করে এবং প্রজার বাধ্য হইয়া এক পক্ষ সমর্থন করে? বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ পরস্পর সমালোচন করিয়া বিষ্ণুর সম্মুখে ভয়ে জড়সড় হইয়া ক্রমে ক্রমে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, যে ব্যক্তি সে বীর্য্য গোপন করিয়াছে, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে পুণ্যদিবসে পুণ্যকার্য্য হইতে সে বঞ্চিত হউক। ১—১০। মহাদেব বলিলেন, যে ব্যক্তি আমার বীর্য্য গোপন করিয়া রাখিয়াছে, সে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তোমার পূজায় বঞ্চিত হউক। যম বলিলেন, যে ব্যক্তি সে বীর্য্য গোপন করিয়াছে, সে ইহলোকে শরণাগত-রক্ষা এবং একাদশীব্রতে বঞ্চিত হউক। ইন্দ্র বলিলেন, হে পাপমোচন! যে ব্যক্তি ঐ বীর্য্য গোপন করিয়াছে, তাহার সংসারে পুণ্যকর্ম্ম-জনিত যশ বিলুপ্ত হউক। বরুণ বলিলেন, যে ব্যক্তি সেই মহাদেবের বীর্য্য হরণ করিয়াছে, তাহার কলিকালে ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যবর্ষে অথবা শূদ্রযাজকপত্নীর গর্ভে জন্ম হউক। কুবের বলিলেন, সেই বীর্য্য যে হরণ করিয়াছে, সে গচ্ছিত বস্তুর অপহারক, বিশ্বাসঘাতক, মিত্রহন্তা, সত্যনাশক এবং কৃতঘ্ন হউক। ঈশান বলিলেন, যে ব্যক্তি সেই বীর্য্য গোপন করিয়াছে, সে এই ভারতবর্ষে পরদ্রব্যহারী, নরঘাতী এবং গুরুদ্রোহী হইয়া জন্মগ্রহণ করুক। রুদ্রগণ বলিলেন, যাহারা বীর্য্য হরণ করিয়াছে, তাহারা এই ভারতবর্ষে মিথ্যাবাদী, পরস্ত্রীহারী এবং সর্ব্বদা গুরুনিন্দক হইয়া জন্ম গ্রহণ করুক। কামদেব বলিলেন, যে বীর্য্য অপহরণ করিয়াছে, পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন না করিলে যে পাপ হয়, সে সেই পাপের ভাজন হউক। স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, যাহারা ঐ বীর্য্য হরণ করিয়াছে, তাহারা মাতা, পিতা, গুরু, স্ত্রী ও পুত্রদিগের

পোষণে বঞ্চিত হউক। সকল দেবগণ বলিলেন, যাহারা বীর্য্য হরণ করিয়াছে, তাহারা এই ভারতবর্ষে মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা, পুত্রহীন এবং দরিদ্র হউক। দেবপত্নীগণ বলিলেন, যদি কোন স্ত্রী ঐ বীর্য্য হরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে স্ত্রী আপনার ভর্ত্তার নিন্দাকারিণী পরপুরুষগামিনী এবং বন্ধুহীনা হউক। হে মুনে! তখন দেব ও দেবীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিজগতের স্রষ্টা, পাতা এবং শাস্তা স্বয়ং ভগবান্ হরি কর্ম্মসমূহের সাক্ষী, ধর্ম্ম, সূর্য্য, চন্দ্র, হুতাশন, পবন, পৃথিবী, জল সন্ধ্যাদ্বয় রাত্রি এবং দিনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ১১—২৩। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, ভগবান্ জগদ্‌গুরু মহাদেবের সেই অমোঘ বীর্য্য যদি দেবগণ অপহরণ না করিয়া থাকেন, তবে কে অপহরণ করিয়াছে? এই বিশ্বমণ্ডলে তোমরা সর্ব্বদা সকল কর্ম্মের সাক্ষী,—উহা কি তোমরা অপহরণ করিয়াছ বা উহা আর কিছু হইয়াছে? তাহা তোমাদিগের প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। জগদীশ্বর বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া সেই সকল দেবতা সভামধ্যে কম্পিতকলেবরে পরস্পর আলোচনা করিয়া বিষ্ণুর সম্মুখে ক্রমশঃ বলিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম বলিলেন, শঙ্কর কোপান্বিত হইয়া যখন রতিক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া উত্থান করেন, তখন তাঁহার বীর্য্য যে পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিল, ইহা আমি জানি। পৃথিবী বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি অবলা, সেই গুরুভার বীর্য্য ধারণ করিতে অশক্ত হইয়া, উহা আমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; আমার এ অপরাধ ক্ষমা করুন। অগ্নি বলিলেন, হে জগন্নাথ! আমি সেই বীর্য্য বহন করিতে অশক্ত হইয়া উহা শরবণে নিক্ষেপ করিয়াছি। দুর্ব্বল ব্যক্তির আর যশঃ ও পুরুষাকার কি হইতে পারে? বায়ু বলিলেন, হে বিষ্ণো! স্বর্ণরেখা নদীর তটে সেই বীর্য্য শরবণে পতিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ একটি অতি সুন্দর বালকরূপে পরিণত হইয়াছে। সূর্য্য বলিলেন, আমি সেই বালককে রোদন করিতে দেখিয়াই অস্তাচলে গমন করিয়াছিলাম; কারণ আমি কালচক্রের বশীভূত; রাত্রিকালে অবস্থান করিতে অক্ষম। চন্দ্র বলিলেন, হে বিষ্ণো! সেই সময় কৃত্তিকার দল সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা সেই বালককে রোরুদ্যমান দেখিয়া, তাঁহাকে বদরিকাশ্রম হইতে আপনাদের গৃহে লইয়া গিয়াছে। জল বলিলেন, সূর্য্য অপেক্ষা উজ্জ্বল প্রভাশালী ঈশ্বরের রোরুদ্যমান বালক পুত্রকে আনয়ন করিয়া, কৃত্তিকাগণ স্তন্যদুগ্ধদ্বারা বর্দ্ধিত করিয়াছে। সন্ধ্যাদ্বয় বলিলেন, এক্ষণে সেই বালক ছয় জন কৃত্তিকার পোষ্য পুত্র হইয়াছে এবং এইজন্য তাহারা স্নেহবশতঃ আমোদ করিয়া তাহার নাম কার্ত্তিক রাখিয়াছে। ২৪—৩৪। রাত্রি বলিলেন, কৃত্তিকারা এক্ষণে সেই বালককে চোখের আড়ালে রাখে না। সেই বালক এক্ষণে তাহাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পাত্র হইয়াছে। যাহাকে যে পোষণ করে, সে তাহারই পুত্র হয়। দিন বলিলেন, এই ত্রৈলোক্যমধ্যে যে সকল বস্তু দুর্লভ, স্বাদু এবং প্রশংসিত তাহারা সেই সকল বস্তু আনাইয়া তাহাকে ভোজন করাইতেছে। তাহারা সভামধ্যে হৃষ্টচিত্তে হরিকে এই কথা বলিলে, মধুসূদন হরি তাঁহাদের সেই বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পার্ব্বতী পুত্রের সংবাদ পাইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে ব্রাহ্মণদিগকে কোটি রত্ন ও অসংখ্য ধন দান করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ বস্ত্রসকলও দান করিলেন। তদনন্তর লক্ষ্মী, সরস্বতী, মেনকা, সাবিত্রী আর আর সকল যোষিদ্‌গণ এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিলেন। ৩৫—৪০।

গণেশখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! ভগবান্ শঙ্কর, পার্ব্বতীর সহিত পুত্রের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, বিষ্ণু, দেবগণ, মুনিগণ এবং পর্ব্বতগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, মহাবল-পরাক্রম দূত সকল প্রেরণ করিলেন। সেই দূতদিগের নাম,—বীরভদ্র, বিশালাক্ষ, শঙ্কুকর্ণ, কবন্ধক, নন্দীশ্বর, মহাকাল, বজ্রদন্ত, ভনন্দন, গোকামুখ, দধিমুখ;—ইহারা সকলে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান। শিব ইহাদের সঙ্গে একলক্ষ ক্ষেত্রপাল, তিনলক্ষ ভূত, চারিলক্ষ বেতাল, পাঁচলক্ষ যক্ষ, চারিলক্ষ কুষ্মাণ্ড, তিনলক্ষ ব্রহ্মরাক্ষস, লক্ষ লক্ষ ডাকিনী, তিনলক্ষ যোগিনী, রুদ্রগণ, শিবতুল্য পরাক্রমশালী ভৈরবগণকে প্রেরণ করিলেন; হে নারদ! এতদ্ভিন্ন আরও অসংখ্য বিকৃতাকার পুরুষদিগকেও প্রেরণ করিলেন। সেই সকল শিবদূত নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র হস্তে ধারণ করত উন্মত্তভাবে গমন করিয়া কৃত্তিকাদিগের বাসভবনের চারিদিকে বেষ্টন করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া কৃত্তিকাগণ, ভয়ে বিহ্বল-চিত্ত হইয়া ব্রহ্মতেজে জাজ্জ্বল্যমান সেই কার্ত্তিকেয়কে বলিল,

হে বৎস কার্ত্তিক! কাহার অসংখ্য সৈন্য আসিয়া আমাদের গৃহ বেষ্টন করিয়াছে; এক্ষণে কি করিব, তাহা আমরা জানি না। কার্ত্তিকেয় বলিলেন, হে কল্যাণী-গণ! ভয় ত্যাগ করুন, আমি থাকিতে আপনাদের ভয় কি? হে মাতৃগণ! দৈবনিয়োগ দুর্নিবার্য্য, তাহা কে নিবারণ করিতে পারে? এই অবসরে সৈন্যাধ্যক্ষ নন্দিকেশ্বর কৃত্তিকাগণের এবং কার্ত্তিকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হে মাতৃগণ! হে ভ্রাতঃ! কার্ত্তিকেয়! লোকসংহর্ত্তা দেবশ্রেষ্ঠ শঙ্কর আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শুভময় বার্ত্তা শ্রবণ কর। ১—১২। কৈলাসপর্ব্বতে গণেশ-জন্ম-মঙ্গলোৎসব-উপলক্ষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি দেবগণ সভা করিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। ঐ সভায় শৈলরাজ-পুত্রী জগতের পালক বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া তোমার অন্বেষণের নিমিত্ত অভিযোগ করিলেন। তাহাতে বিষ্ণু তোমার প্রাপ্তির নিমিত্ত সমুদয় দেবগণকে ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগণও প্রত্যেকে যথোচিত প্রত্যুত্তর দান করিলেন। হে ঈশ্বর! তুমি কৃত্তিকা-দিগের আলয়ে বাস করিতেছ; ইহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্ম আদি দেবগণ, বিষ্ণুর নিকট বলিলেন। পূর্ব্বে পার্ব্বতী ও মহাদেবের নির্জ্জনে রতিক্রীড়া হইয়াছিল, ঐ সময় দেবগণ, মহাদেবকে দর্শন করায় তাঁহার বীর্য্য ভূমিতে নিপতিত হয়। ভূমি সেই বীর্য্য বহ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বহ্নি আবার উহা শরবণে নিক্ষেপ করেন, সেই শরবণ হইতে কৃত্তিকারা তোমাকে লাভ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি আমাদের সঙ্গে আইস। বিষ্ণু সকল দেবতার সহিত, তোমাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিবেন। তুমি তারকনামক অসুরকে বধ করিবে এবং সকল প্রকার দৈব অস্ত্র লাভ করিবে। তুমি বিশ্বসংহারকারী মহা দেবের পুত্র; এই কৃত্তিকাগণ তোমাকে কিরূপে গোপন করিবে? শুষ্ক বৃক্ষ কি কখন আপনার কোটর-মধ্যে অগ্নিকে গোপন করিয়া রাখিতে পারে? এই বিশ্বমণ্ডলে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা দীপ্তিমান্; তুমি কি ইহাদের ঘরে থাকিবার যোগ্য? মহাকূপমধ্যে প্রতি-বিম্বিত চন্দ্রের কি শোভা হয়? তুমি আপনার দেহ-প্রভাতেই জগৎ আলোকিত করিতেছ, অন্যের অঙ্গের তেজ কি তোমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে? সূর্য্য কি কখন মনুষ্যের হস্তদ্বারা আচ্ছন্ন হন। ১৩—২২। হে শম্ভুপুত্র! তুমি জগদ্ব্যাপী বিষ্ণু; তুমি ইহাদের ব্যাপ্য হইয়া থাকিবার যোগ্য নয়; আকাশ কাহারও ব্যাপ্য নয়, উহা নিজেই সর্ব্বব্যাপক। আত্মা যেমন জীব-গণের কর্ম্মভোগে লিপ্ত হন না, সেইরূপ তুমিও যোগীন্দ্র;—তোমার মায়ার বশীভূত হওয়া উচিত হয় না। তুমি জগতের ঈশ্বর এবং বিশ্বের আধার; যেমন সকল নদীর আশ্রয় সমুদ্রের একটি নদীর মধ্যে অবস্থান অসম্ভব, সেইরূপ তোমারও এই সামান্য স্থানে থাকা সম্ভবপর নহে। যেমন চড়ুই পক্ষীর ক্ষুদ্র উদরমধ্যে গরুড়ের থাকা অসম্ভব, সেই-রূপ এই সামান্য কৃত্তিকার আলয়ে সকলের ঈশ্বর তুমিও থাকিবার যোগ্য নহ। যেমন অযোগী ব্যক্তি জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে জানিতে অক্ষম, সেইরূপ ভক্তদিগের উপর অনুগ্রহ করিয়া শরীরধারণকারী সর্ব্বপ্রকার গুণ ও সমুদয় তেজের রাশিস্বরূপ তোমাকে জানিতে পারেন না। যেমন ভক্তিহীন মূঢ়চিত্তগণ হরির উৎকৃষ্ট ভক্তিকে বুঝিতে পারে না, সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ তোমাকে এই কৃত্তিকাগণ কিরূপে জানিবে? হে ভ্রাতঃ! যাহারা যাহার মহিমা জানে না, তাহারা তাহার আদরও জানে না; দেখ ভেকগণ পদ্মের সহিত একত্র বাস করিয়াও পদ্মের সম্মান রক্ষা করিতে পারে না। কার্ত্তিক বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি সকলই জানি, আমার জ্ঞান ত্রৈকালিক,—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানবিষয়ক। তুমি জ্ঞানী এবং মৃত্যুঞ্জয়ের আশ্রিত, তোমার প্রশংসা আর কি করিব? হে ভ্রাতঃ! কর্ম্মবশে যাহাদের যে যে যোনিতে জন্ম হয়, তাহারা সেই সেই যোনিতে সর্ব্বদা পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতই হউক আর মূর্খই হউক, যাহারা কর্ম্মভোগ-অনুসারে যেখানে বাস করে, তাহারা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া সেই স্থানকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে। সম্প্রতি সনাতনী সর্ব্বাদ্যা বিষ্ণুমায়া জগৎজননী সর্ব্বদায়িনী বিষ্ণুমঙ্গলা এই ভারতবর্ষে শৈলরাজমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং সুদারুণ তপস্যা করিয়া শঙ্করকে পতিরূপে লাভ করিয়াছেন। ২৩—৩৩। ব্রহ্মা আদি তৃণপর্য্যন্ত সকল কৃত্রিম অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু মিথ্যা, সকলই কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন এবং কালে কেবল সেই কৃষ্ণেতেই লীন হয়। কল্পে কল্পে প্রতিজন্মেই জগন্মাতা আমার জননী, তাঁহার মায়াপ্রভাবেই আমি নিত্য সৃষ্টি-বিধিতে আবদ্ধ রহিয়াছি। ত্রিজগতে স্ত্রীমাত্রেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্না; কেহ কেহ তাঁহার অংশ, কেহ কেহ তাঁহার কলা এবং কেহ কেহ বা অংশাংশের অংশস্বরূপ। এই জ্ঞানবতী যোগরতা কৃত্তিকাগণ সাক্ষাৎ প্রকৃতির কলা; ইহাঁরা সর্ব্বদা স্তন্যদানরূপ উপকার করিয়া আমাকে বর্দ্ধন করিয়াছেন। সেই কৃত্তিকাগণের আমি পোষ্য

পুত্র। ইহাঁরা আমাকে পোষণ করিয়াছেন ; এই নিমিত্ত ইহাঁরা আমার মাতা এবং সেই প্রকৃতিস্বরূপা জগদম্বার স্বামীর বীর্য্য হইতে আমার জন্ম হইয়াছে, এইজন্য আমি তাঁহারও পুত্র। হে নন্দিকেশ্বর! আমি শৈলেন্দ্রকন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি নাই। এই কৃত্তিকাগণ যেমন আমার ধর্ম্মমাতা, তিনিও সেইরূপ আমার ধর্ম্মমাতামাত্র ;—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। স্তনদাত্রী, গর্ভধাত্রী, ভোজনদাত্রী ; গুরুপত্নী, ইষ্টদেবের পত্নী, পিতার পত্নী, কন্যা, সহোদরকন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ, পত্নী, মাতা, মাতার জননী, পিতার জননী সহোদরের পত্নী, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা এবং মাতুলানী ; বেদে মনুষ্যমাত্রেই এই ষোল প্রকার মাতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কৃত্তিকাগণ, সর্ব্বসিদ্ধিজ্ঞা পরম ঐশ্বর্য্যসম্পন্না, ত্রিলোকের পুজনীয়া এবং ব্রহ্মার কন্যা ; ইহাঁরা সামান্যা নয়। বিষ্ণু তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তুমি নিজেও অতি মহান্ এবং মহাদেবের পুত্রসদৃশ! আচ্ছা চল ; তোমার সহিত যাইয়া দেবতাসকলকে দর্শন করি। ৩৪—৪৪।

গণেশখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, তখন সেই শঙ্করাত্মজ কার্ত্তিক নন্দিকেশ্বরকে এইরূপ বলিয়া তৎক্ষণাৎ কৃত্তিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া নীতিযুক্ত বাক্য বলিলেন ;— হে মাতৃগণ! আমি শঙ্করের আলয়ে গমন করিব এবং সেই স্থানে সমস্ত দেবগণ, মাতা ও বন্ধুবর্গকে দেখিব, আমাকে বিদায় দিউন। এই সমুদয় জগৎ, শুভাবহ কর্ম্ম, জন্ম, সংযোগ এবং বিয়োগ সকলই দৈবাধীন ; দৈব অপেক্ষা বলবান্ আর কিছুই নাই। সেই দৈব আবার কৃষ্ণের অধীন, কৃষ্ণই দৈবশক্তির বাহিরে অবস্থিত ; এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা সেই জগদীশ্বর পরমাত্মা কৃষ্ণের ভজনা করেন। সেই কৃষ্ণই অবলীলাক্রমে দৈবের বল বৃদ্ধি করিতে বা ক্ষয় করিতে সমর্থ। তাঁহার ভক্তও দৈবের দ্বারা বদ্ধ হয় না ; সুতরাং তাঁহার বিনাশও নাই, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। অতএব আপনারা সেই সুখদ, মোক্ষদ, সারভূত, জন্ম ও মৃত্যুভয়াপহারী গোবিন্দের ভজনা করুন ; আর এই দুঃখপ্রদ মোহকে পরিত্যাগ করুন। সেই মোহজালের ছেদকারী পরম আনন্দের জনক শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বদা সেবা করেন। এই ভব-সমুদ্রমধ্যে আমি তোমাদের কে? তোমরাই বা আমার কে? সমুদ্রের ফেন যেমন জলের বেগে একত্র হয়, সেইরূপ কর্ম্মস্রোতে আমরাও একত্র হইয়াছি মাত্র! পরস্পরের সংযোগ বা বিয়োগ সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ঘটিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ এই ব্রহ্মাণ্ডকে ঈশ্বরের অধীন এবং অস্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান করেন। এই সমুদয় জগত্রয় জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য ; মূঢ়চিত্তেরা মায়াপ্রভাবেই এই অনিত্য বস্তুতে মমতা করে মাত্র। যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত, সেই পণ্ডিতগণ এই সংসারে বায়ুর মত নির্লেপ হইয়া অবস্থান করেন ; অতএব হে মাতৃগণ! মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বিদায় দিউন। এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া, ভগবান্ কার্ত্তিকেয় মনে মনে শ্রীহরির স্মরণ করিয়া, শিবের পার্ষদগণের সহিত যাত্রা করিলেন। এই সময়ে তিনি সেই স্থানে বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত, হীরকদ্বারা পরিষ্কৃত, শ্রেষ্ঠরত্নসমূহের সারভাগদ্বারা রচিত, মাণিক্য দ্বারা বিরাজিত, পারিজাতপুষ্পের মালাসমূহে সুশোভিত, মণিময় দর্পণ এবং শ্বেত চামরদ্বারা অলঙ্কৃত, নানাবিধ রমণীয় চিত্রিত ক্রীড়ার্হ কক্ষসমূহে উপশোভিত, শতচক্রবিশিষ্ট, সুবিস্তীর্ণ মনের মত গমনশীল, মনোহর, শিবের শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণে বেষ্টিত, পার্ব্বতীকর্ত্তৃক প্রেরিত একখানি উত্তম রথ দেখিতে পাইলেন। সেই রথে কার্ত্তিকেয়কে আরোহণ করিতে দেখিয়া সেই কৃত্তিকাগণ একেবারে মনের দুঃখে মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর সহসা চেতনা প্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে সম্মুখে দেখিয়া তাহারা শোকাকুলা হইয়া, আলুলায়িত কেশে শোকবেগে কিছুকাল স্তম্ভিত থাকিয়া উন্মত্তের মত ভয়ে ভয়ে বিলাপ করিতে লাগিল। ১—১৯। আমরা এক্ষণে কি করি, কোথায় যাই, হে বৎস! তুমিই আমাদের আশ্রয়, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে তুমি কোথায় যাইতেছ? ইহা তোমার ধর্ম্মানুগত কার্য্য হইতেছে না। আমরা সস্নেহে তোমাকে লালনপালন করিয়াছি, ধর্ম্মানুসারে তুমি আমাদের পুত্র। উপযুক্ত পুত্রের মাতৃবর্গকে পরিত্যাগ করা ধর্ম্মসম্মত কার্য্য নয়। কৃত্তিকাগণ এইরূপ বিলাপ করিয়া, কার্ত্তিকেয়কে বক্ষে ধারণ করত দারুণ পুত্রবিচ্ছেদে অভিভূত হইয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। হে মুনে! অনন্তর কার্ত্তিকেয় আধ্যাত্মিক বচনদ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই পার্ষদগণের সহিত রথে গমন করিলেন। হে মুনে! কার্ত্তিক, যাত্রাকালে সম্মুখে পূর্ণকুম্ভ, ব্রাহ্মণ, বেশ্যা, শুক্ল ধান্য, দর্পণ,

দধি, ঘৃত, মধু, লাজ, পুষ্প, দূর্ব্বা, শ্বেত অক্ষত, বৃষ, গজেন্দ্র, অশ্ব, জ্বলন্ত অগ্নি, সুবর্ণ, পান, নানাবিধ পরিপক্ক ফল, পতিপুত্রবতী নারী, প্রদীপ, উত্তম-মণি, মুক্তা, পুষ্পমালা, সদ্যোহত পশুর মাংস, চন্দন, এই সকল মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন করিলেন। বাম পার্শ্বে শৃগাল, নেউল, পূর্ণ কুম্ভ এবং এই সকল শুভাবহ বস্তু ও দক্ষিণপার্শ্বে রাজহংস, ময়ূর, খঞ্জন, শুক, কোকিল, পারাবত, শঙ্খচিল, চক্রবাক, কৃষ্ণসার, সুরভি, চমরী, শ্বেতচামর, বৎসযুক্ত ধেনু এবং পতাকা এই সব মঙ্গলকর দ্রব্যও দর্শন করিলেন। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ বাদ্য, মঙ্গলধ্বনি হরিনামসঙ্কীর্ত্তন এবং শঙ্খ ও ঘণ্টার শব্দ শ্রবণ করিলেন। এইরূপ মঙ্গল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া এবং উৎসব-আনন্দ-যুক্ত হইয়া সেই মনোময় রথে আরোহণ করিয়া, পিতৃভবনে গমন করিলেন। ২০—৩২। অনন্তর কুমার কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া অক্ষয় ন্যগ্রোধবৃক্ষের মূলে পূর্ব্বোক্ত কৃত্তিকা এবং পার্ষদগণের সহিত ক্ষণকাল অবস্থিতি করিলেন। পার্ব্বতী, পুরীর চারিদিকে মনোহর রাজমার্গকে পদ্মরাগ ও ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা সংস্কৃত, পট্টসূত্র-প্রবর্দ্ধিত অখণ্ড পল্লবমালায় অলঙ্কৃত, রম্ভাস্তম্ভসংযুক্ত, পূর্ণকুম্ভদ্বারা সুশোভিত, পূর্ণপাত্র ও ফলদ্বারা ব্যাপ্ত, চন্দন-জলে অভিষিক্ত, অসংখ্য রত্নপ্রদীপ ও মণিসমূহে বিরাজিত, নিরন্তর নট, নর্ত্তক ও বেশ্যাসমূহের উৎসবে সঙ্কুল এবং বন্দী ও দূর্ব্বাপুষ্পহস্ত ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সংযুক্ত করিয়া স্বয়ং পুত্রবতী সাধ্বী যোষিদ্বর্গের সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, সাবিত্রী, তুলসী, রতি, অরুন্ধতী, অহল্যা, দিতি, তারা, মনোরমা, অদিতি, শতরূপা, শচী, সন্ধ্যা, রোহিণী, অনসূয়া, স্বাহা, সংজ্ঞা, বরুণপত্নী, আকৃতি, প্রসূতি, দেবহূতি, মেনকা, একপাটলা, একপর্ণা, মৈনাক পত্নী, বসুন্ধরা, এবং মনসা ইহাঁদিগকে অগ্রে করিয়া আগমন করিলেন। হে বিপ্রেন্দ্র! রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনা, ঘৃতাচি, মোহিনী, উর্ব্বশী, রত্নমালা, সুশীলা, ললিতা, কলা, কদম্বমালা, সুরসা, বনমালা, সুন্দরী ইত্যাদি করিয়া অপ্সরাগণ সকলে মনোহর বেশ বিন্যাস করিয়া সহাস্যমুখে হস্ততালের সহিত নৃত্যগীত করিতে করিতে আনন্দপূর্ব্বক সেই স্থানে গমন করিল। দেবগণ, মুনিগণ, পর্ব্বতগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং কিন্নরগণ সকলে সানন্দচিত্তে কুমারের অভ্যর্থনার নিমিত্ত গমন করিলেন। ৩৩—৪৫। মহেশ্বর নিজে বাদকদ্বারা নানাবিধ বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে রুদ্র, পার্ষদ, ভৈরব ও ক্ষেত্রপালগণের সহিত গমন করিলেন। অনন্তর শক্তিধর কার্ত্তিকেয়, নিকটে পার্ব্বতীকে দেখিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে রথ হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া, মস্তকদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। পার্ব্বতী, সমাদরে লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণের, মুনিপত্নীগণের এবং সাতিশয় ভক্তিসহকারে শিব প্রভৃতি সমুদয় দেবগণের অনুমতি লইয়া, কার্ত্তিকেয়ের মুখ দর্শন করিয়া ও তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিলেন। শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ, পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবীগণ, মুনিগণ, পর্ব্বতগণ এবং পর্ব্বতপত্নীগণ, কার্ত্তিকেয়কে শুভ আশীর্ব্বাদ দান করিলেন। অনন্তর কার্ত্তিকেয় মহাদেবের গণের সহিত মহাদেবের ভবনে আগমন করিয়া সভামধ্যে ক্ষীরোদশায়ী, রত্নসিংহাসনস্থিত, রত্নভূষণে ভূষিত, ধর্ম্ম ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি এবং বায়ু প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত, ঈষৎহাস্যযুক্ত, প্রসন্নমুখ, ভক্তানুগ্রহকারী, মুনীন্দ্র ও দেবেন্দ্রগণকর্ত্তৃক সংস্তুত এবং শ্বেতচামরদ্বারা সেবিত বিষ্ণুকে দর্শন করিলেন। সেই জগন্নাথ বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার স্কন্ধ নম্র হইল এবং সর্ব্বাঙ্গে পুলকোদ্গম হইল। তিনি ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা, ধর্ম্ম এবং হর্ষান্বিত অন্যান্য দেবগণ ও মুনিগণকে একে একে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের শুভ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং সভাস্থিত সকলের সহিত একে একে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া সুবর্ণনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন দান করিলেন। ৪৬—৫৬।

গণেশখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর জগৎপতি বিষ্ণু প্রহৃষ্টান্তঃকরণে শুভক্ষণ দেখিয়া সুরম্য রত্নসিংহাসনে কার্ত্তিকেয়কে বসাইলেন। সেই সময়ে কৌতুকপূর্ব্বক কাংস্য করতাল প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য এবং নানাবিধ যন্ত্র বাজাইতে বলিলেন; এবং আনন্দসহকারে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সকল তীর্থজলে পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ রত্ননির্ম্মিত শত শত কুম্ভদ্বারা তাঁহাক স্নান করাইলেন। শ্রেষ্ঠরত্নের সারভাগদ্বারা রচিত কিরীট, মুকুট, অঙ্গদ, অমূল্য রত্ন-রচিত নানাবিধ ভূষণ, দিব্য বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগ্ম, ক্ষীরোদসমুদ্রসম্ভূত কৌস্তুভমণি, বনমালা এবং চক্র সানন্দচিত্তে তাঁহাকে দান করিলেন। ব্রহ্মা যজ্ঞ-সূত্র, বেদমাতা সাবিত্রী বেদ

মন্ত্রামন্ত্র, কৃষ্ণমন্ত্র শ্রীহরির স্তোত্র ও কবচ, কমণ্ডলু, ব্রহ্মাস্ত্র এবং শত্রুসংহারিণী বিদ্যা দান করিলেন। আর ধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমতি এবং সর্ব্বজীবের উপর দয়া দান করিলেন। মহাদেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞান, সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, নিত্যসুখ-প্রদ মনোহর তত্ত্বজ্ঞান, যোগতত্ত্ব, সিদ্ধিতত্ত্ব, সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান, শূল, পিণাক, পরশু, শক্তি, পাশুপতধনু, সংহারকারক অস্ত্রের প্রয়োগ এবং সংহার দান করিলেন। জলেশ্বর বরুণ তাঁহাকে শ্বেতচ্ছত্র ও রত্নমালা, ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ হস্তী এবং সুধানিধি চন্দ্র তাঁহাকে সুধাকুম্ভ দান করিলেন। সূর্য্য মনোযায়ী রথ ও মনোহর কবচ, যম যমদণ্ড এবং অগ্নি মহাশক্তি দান করিলেন। এইরূপে দেবগণ আনন্দসহকারে নানাবিধ অস্ত্রাদি দান করিলেন কামদেব সানন্দচিত্তে তাঁহাকে কামশাস্ত্র দান করিলেন। ক্ষীরোদসমুদ্র অমূল্য রত্ন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নন‌ূপুর দান করিলেন। ১—১৩। পরমহৃষ্টা পার্ব্বতী, সস্মিতমুখে এবং সানন্দান্তঃকরণে মহাবিদ্যা, সুশীলা বিদ্যা, মেধা, দয়া, স্মৃতি, নির্ম্মলা বুদ্ধি; শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, ধৃতি, সুদৃঢ়া হরিভক্তি এবং হরির দাস্য দান করিলেন। হে নারদ! পণ্ডিতেরা যাহাকে শিশুপালিকা মহাষষ্ঠী বলিয়া থাকে, সেই সুশীলা, সুবিনীতা মনোহারিণী সুন্দরী দেবসেনাকে রত্নভূষণে ভূষিতা করিয়া ব্রহ্মা বেদমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। সকল দেবগণ মুনিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক সম্পাদন করিয়া জগতের ঈশ্বর শিব প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। হে নারদ! অনন্তর মহাদেব,—নারায়ণ ব্রহ্মা এবং ধর্ম্মকে স্তব করিলেন। ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়া পিতৃতুল্য ভগবান্ হরিকে প্রণাম করিলেন। শৈলেন্দ্র হিমালয় মহাদেব কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া আপনার গণের সহিত প্রীত মনে গৃহে গমন করিলেন এবং যিনি যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে আনন্দিত চিত্তে সেই স্থানে গমন করিলেন। মহেশ্বর দেবীর সহিত আনন্দে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল দেবগণ ও মুনি প্রভৃতিকে আপনার গৃহে আনয়ন করাইয়া পুষ্টির সহিত মহাত্মা গণেশের মহা সমারোহে বিবাহ দিলেন। এইরূপে পার্ব্বতী, পরম হৃষ্টচিত্তে পুত্রদ্বয় ও পরিবারগণের সহিত ভগবানের সর্ব্বকামপ্রদ চরণদ্বয় সেবা করত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক, বিবাহ এবং পূজা ও গণেশের বিবাহ সকলই কথিত হইল। পার্ব্বতীর পুত্রলাভ এবং দেবতাগণের সম্মিলনও বলা হইল; এক্ষণে তোমার মনে কি ইচ্ছা আছে এবং আর কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল। ১৪—২৮।

গণেশখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ঈশ্বর নারায়ণ! আমার একটি অতি সন্দেহ আছে, তাহা আপনার নিকটে জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে প্রভো! গণেশ দেবগণের অধিপতি মহাত্মা শঙ্করের পুত্র, স্বয়ং বিঘ্নবিনাশন এবং ঈশ্বরাবতার, তাঁহার বিঘ্ন হইল কেন? পরিপূর্ণতম পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীমান্ গোলোকনাথ আপনার অংশে পার্ব্বতীর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে বিভো! সেই সাক্ষাৎ ভগবানের শনির দৃষ্টিমাত্রে যে মস্তকচ্ছেদন হইল, ইহার প্রতি কারণ কি; তাহা আমার নিকটে ব্যক্ত করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ নারদ! বিঘ্নেশ্বর গণেশের যে কারণে বিঘ্ন হইল, সেই পুরাতন ইতিহাস সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। কোন সময় সূর্য্য,—মালী এবং সুমালীনামক দুই জন ভক্তকে হনন করিতে উদ্যত হওয়ায় ভক্তবৎসল মহাদেব অতিশয় ক্রোধ সহকারে তাঁহাকে শূলের দ্বারা আঘাত করেন। সূর্য্যদেব শিবতুল্য তেজস্বান্ অব্যর্থ শূলদ্বারা আহত হইয়া বিচেতন হইলেন এবং রথ হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। সূর্য্যের পিতা কশ্যপ আপনার পুত্র সূর্য্যকে উত্তানলোচন এবং মৃতকল্প দেখিয়া তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া, শোকবশে মুহুর্মুহুঃ অতিশয় বিলাপ করিয়াছিলেন। দেবগণ সকলে ভীত হইয়া হাহাকারধ্বনি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; এবং সকল জগৎ অন্ধকারে আবৃত হইয়া একবারে অন্ধের মত হইল। ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান ব্রহ্মার পৌত্র তপস্বী কশ্যপ, আপনার পুত্রকে নিষ্প্রভ দেখিয়া শিবকে শাপ প্রদান করিলেন,—হে অনঘ! তুমি যেমন শূলদ্বারা আমার পুত্রের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছ, সেইরূপ তোমার পুত্রেরও মস্তকচ্ছেদন হইবে। ১—১১। আশুতোষ মহাদেব ক্ষণকালের মধ্যে ক্রোধশূন্য হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা তৎক্ষণাৎ সূর্য্যকে জীবিত করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অংশ ত্রিগুণাত্মক সূর্য্য তৎক্ষণাৎ চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া পিতার সম্মুখে গাত্রোত্থান করি-

লেন। সূর্য্য আপনার পিতাকে এবং ভক্তবৎসল শঙ্করকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর মহাদেবের প্রতি কশ্যপের শাপ শুনিয়া তিনি কশ্যপের উপর ক্রোধ করিলেন। সূর্য্য ক্রোধে এইরূপ বলিলেন, আমি বিষয়সুখ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না; উহা পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ঈশ্বর ভিন্ন আর সমস্তই তুচ্ছ এবং অনিত্য; বিদ্বান্ পুরুষ মঙ্গলময় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া অমঙ্গলপূর্ণ এই বিষয়সুখের অভিলাষী হয় না। সূর্য্যকে এইরূপ কোপান্বিত দেখিয়া প্রভু ব্রহ্মা, দেবগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, সসম্ভ্রমে সূর্য্যের নিকটে আগমন করিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করত পুনর্ব্বার বিষয়াসক্ত করিলেন। অনন্তর শিব, ব্রহ্মা এবং কশ্যপ সূর্য্যদেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সানন্দচিত্তে আপনার আপনার গৃহে গমন করিলেন এবং সূর্য্যও আপনার রাশিতে গমন করিলেন। অনন্তর মালী এবং সুমালী শ্বিত্ররোগগ্রস্ত হইয়া গলিতসর্ব্বাঙ্গ, শক্তিহীন এবং প্রভাশূন্য হইল। ব্রহ্মা স্বয়ং তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা দুইজনে সূর্য্যের কোপে এইরূপ গলিত এবং হত হইয়াছ; অতএব তোমরা সূর্য্যকে ভজনা কর। সনাতন ব্রহ্মা, তাহাদিগের নিকটে সূর্য্যের কবচ স্তোত্র এবং সমুদয় পূজাবিধি বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। হে মুনে! অনন্তর তাহারা পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া ত্রিকালে স্নান এবং ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যমন্ত্র জপ করত সূর্য্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার পর সূর্য্যের নিকটে বর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আপনাদিগের স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হইল। তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে, সে সকলের উত্তর করিলাম; এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ১২—২৩।

গণেশখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দয়ালু ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে সেই দানবদ্বয়কে পরমাত্মা সূর্য্যের কিরূপ স্তোত্র এবং কবচ দান করিয়াছিলেন? হে মহাভাগ! তাঁহার পূজাবিধানই বা কিরূপ এবং সেই ব্যাধিনাশন মন্ত্রই বা কিরূপ? আপনি এই সকল আমাকে বলিয়া দিউন। সূত বলিলেন, করুণানিধি ভগবান্ নারায়ণ নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্তোত্র, কবচ, মন্ত্র এবং পূজার ক্রম বলিতে আরম্ভ করিলে। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! সকল প্রকার পাপ ও ব্যাধিমোচন, শ্রীসূর্য্যদেবের পূজাক্রম, স্তব এবং কবচ বলিতেছি; শ্রবণ কর। মালী এবং সুমালীনামক দৈত্যদ্বয় ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া শিবমন্ত্রের প্রসাদক ব্রহ্মাকে স্মরণ করিল। ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া কমলাপতি নারায়ণ হরির সমীপে উপবিষ্ট মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মালী এবং সুমালীনামক দৈত্যদ্বয় ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! তাহাদের দুজনের ব্যাধিনাশের উপায় কি; তাহা বলিতে আজ্ঞা করুন। বিষ্ণু বলিলেন, পুষ্করে এক বৎসর কাল আমার অংশ, ব্যাধিসকলের নিহন্তা, সূর্য্যদেবের সেবা করিলে তাহারা ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবে। শঙ্কর বলিলেন, হে জগৎপতে ব্রহ্মন্! তুমি সেই দুই জনকে ব্যাধিনাশক মহাত্মা সূর্য্যের কল্পতরুস্বরূপ বাঞ্ছিত-ফলপ্রদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্তোত্র, কবচ এবং মন্ত্র দান কর। হে বিধে! সূর্য্য এবং হরি, ইহাঁরা দুইজনেই লোকের অচিরে সম্পৎপ্রদাতা; স্বয়ং হরি সকল অভিলষিত দান করেন এবং দিনকর সূর্য্য ব্যাধিবিনাশ করেন, যাঁহার যে বিষয়, তিনি তাহাই করেন। ১—১০। অনন্তর ব্রহ্মা,—নারায়ণ এবং শঙ্করের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সেই দৈত্যদ্বয়ের গৃহে গমন করিলেন। তাহারা তাঁহাকে প্রণাম ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া বসিতে আসন দিল। দয়ানিধি ব্রহ্মা তাহাদিগকে গলিত, স্তব্ধ অর্থাৎ অসাড় আহারশূন্য এবং পূয ও দুর্গন্ধযুক্ত দেখিয়া আপনিই বলিলেন, হে বৎসদ্বয়! তোমরা কবচ, স্তোত্র, মন্ত্র এবং পূজাবিধির নিয়ম সংগ্রহ করিয়া, পুষ্করে গিয়া, নম্রভাবে সূর্য্যের উপাসনা কর। তাহারা বলিল, হে বিধাতঃ! কিরূপ বিধানে কোন্ মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যদেবের উপাসনা করিব; তাঁহার স্তোত্র ও কবচই বা কিরূপ; আমাদিগকে উহা প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ভাস্করের সেবা করিলে তোমরা নীরোগ হইবে। "ওঁ হ্রীং নমো ভগবতে সূর্য্যায় পরমাত্মনে স্বাহা", এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অতি সাবধানে ভগবান্ সূর্য্যকে ষোড়শোপচারে একবৎসর কাল পূজা করিলে নিশ্চয়ই তোমরা রোগ হইতে মুক্ত হইবে। সেই সূর্য্যের অপূর্ব্ব কবচ আমি তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি। পূর্ব্বে অহল্যাহরণ জন্য পাপে, গৌতমের শাপপ্রভাবে, ইন্দ্রের অঙ্গে সহস্র ভগচিহ্ন নির্গত হইলে সেই সঙ্কটের সময় বৃহস্পতি প্রীত হইয়া ইন্দ্রকে এই কবচ দান করেন। ১১—১৯। বৃহস্পতি বলিলেন, হে ইন্দ্র! যে কবচ ধারণ করিয়া ভারতবর্ষে মুনিগ

পরম পবিত্র [illegible] জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, আমি সেই পরম অদ্ভুত কবচ তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন গরুড়কে দেখিয়া সর্পগণ ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ এই কবচধারীর নিকটে ব্যাধিগণ ভয়ে গমন করে না। এই কবচ বিশুদ্ধস্বভাব গুরু-ভক্ত আপন শিষ্যের নিকটেই প্রকাশ করিবে। খলস্বভাব অপরের শিষ্যকে এই কবচ দান করিলে দাতার মৃত্যু হইবে। জগদ্বিলক্ষণ-নামক এই কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ গায়ত্রী এবং স্বয়ং সূর্য্য দেবতা; সকল প্রকার ব্যাধির বিনাশ এবং সৌন্দর্য্যলাভার্থ ইহার প্রয়োগ হয়। এই কবচ ধারণ করিবামাত্র পবিত্রতা লাভ হয়; ইহা সকলের সারস্বরূপ এবং সকল প্রকার পাপের বিনাশক। "ওঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ক্রীঁ শ্রীঁ সূর্য্যায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কপাল রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা," এই মন্ত্র আমার নাসিকা রক্ষা করুন। সূর্য্য আমার চক্ষু রক্ষা করুন। বিকর্ত্তন আমার চক্ষের তারা রক্ষা করুন। ভাস্কর আমার অধর রক্ষা করুন। দিনকর সর্ব্বদা আমার দন্ত রক্ষা করুন। প্রচণ্ড আমার গণ্ড এবং মার্ত্তণ্ড আমার কর্ণ রক্ষা করুন। মিহির সর্ব্বদা স্কন্ধ, পূষণ জঙ্ঘাদ্বয়, রবি বক্ষঃস্থল ও সূর্য্য স্বয়ং সর্ব্বদা নাভি রক্ষা করুন। সর্ব্বদেবনমস্কৃত—সর্ব্বদা আমার কঙ্কাল, ব্রধ্ন—কর-দ্বয় এবং প্রভাকর পাদদ্বয় রক্ষা করুন। ঈশ্বর বিভাকর, সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। হে বৎস! এই অতি মনোহর জগদ্বিলক্ষণনামক ত্রিজগতে দুর্লভ কবচ তোমাকে বলিলাম। পূর্ব্বকালে পুষ্করতীর্থে পুলস্ত্য সানন্দচিত্তে মনুকে এই কবচ দান করেন। আমি আবার ইহা তোমাকে দান করিলাম; তুমি ইহা যাহাকে তাহাকে দিওনা। এই কবচের প্রসাদে তুমি ব্যাধি হইতে মুক্ত, নীরোগ এবং শ্রীমান্ হইবে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্য লক্ষ বর্ষ হবিষ্য করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, এই কবচের ধারণমাত্রে সেই ফল প্রাপ্ত হয়; স বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে মূঢ়, এই কবচ না জানিয়া সূর্য্য-উপাসনা করে, দশলক্ষবার জপ করিলেও তাহার মন্ত্র, সিদ্ধিপ্রদ হয় না। ২০—৩৫।

গণেশখণ্ডে সূর্য্যকবচ সমাপ্ত।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে বৎসদ্বয়! এই কবচ ধারণ এবং সূর্য্যদেবের স্তব করিয়া তোমরা উভয়ে নিশ্চয়ই ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইবে। সূর্য্যের স্তব সামবেদে উক্ত হইয়াছে। উহা ব্যাধি হইতে মোচনকারী, সর্ব্ব-পাপহারক, সারভূত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং প্রীতি ও আরোগ্যকর। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি সেই পরমধামে ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন এবং ভক্তানুগ্রহকারী; তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করি। তুমি ত্রৈলোক্যের লোচন, লোকনাথ, পাপমোচনকারী, তপস্যার ফল-দাতা এবং সর্ব্বদা পাপিদিগের দুঃখদাতা। তুমি লোককে কর্ম্মের অনুরূপ ফল প্রদান কর; তুমি কর্ম্মের বীজ এবং দয়ার আধার; আবার তুমিই কর্ম্ম ও ক্রিয়াস্বরূপ। তুমি লোককে ব্যাধিযুক্ত কর এবং ব্যাধি হইতে বিমুক্তও কর; তুমি শোক, মোহ এবং ভয়ের অপহার ক। তুমি সুখ, মোক্ষ, ভক্তি এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট দান কর; তুমি সারভূত; তুমি সকলের ঈশ্বর, সর্ব্ব স্বরূপ এবং সকল কর্ম্মের সাক্ষী। তুমি সকল লোকের প্রত্যক্ষ অথচ অতীন্দ্রিয় এবং অতর্কণীয়। তুমি নিত্যরসকারী, রসদায়ী সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদাতা, সিদ্ধিস্বরূপ, নির্লেপ এবং সিদ্ধদিগের পরম গুরু। এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর স্তবরাজ কথিত হইল; যে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা এই স্তব পাঠ করে, সে সকলপ্রকার ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করে। বিশ্বেশ্বর শ্রীসূর্য্যের কৃপায় তাহার অন্ধতা, কুষ্ঠ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, ভয় এবং কলহ; এই সকল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। ৩৬—৪৫। মহাকুষ্ঠী, গলিতাঙ্গ, চক্ষুহীন, মহা-ব্রণী, যক্ষ্মাক্রান্ত, মহাশূল-রোগাক্রান্ত এবং নানাবিধ-ব্যাধিযুক্ত মনুষ্য, একমাস হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া যদি এই স্তব শ্রবণ করে; তাহা হইলে সে রোগ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হয় এবং সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল লাভ করে; সেবিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে পুত্রদ্বয়! তোমরা শীঘ্র পুষ্করে গমন কর এবং সেই স্থানে ভাস্করের উপাসনা কর। বিধাতা এইরূপ উপদেশ দান করিয়া সানন্দচিত্তে আপনার গৃহে গমন করিলেন। সেই দৈত্যদ্বয়ও উক্তরূপে সূর্য্যের উপাসনা করিয়া নীরোগ হইল। হে বৎস নারদ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বিঘ্নেশের বিঘ্নের কারণ কি; তাহা বলিলাম এবং সর্ব্ববিঘ্নহর সূর্য্যস্তব ও কবচাদি বলিলাম; আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৪৬—৫০।

গণেশখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, আপনি হরির অংশ হইতে উৎপন্ন; বুদ্ধি, তেজ এবং বিক্রমে হরির তুল্য; অতএব আমার প্রশ্ন শ্রবণ করুন। বিঘ্নহর গণেশের যে নিমিত্ত বিঘ্ন হইয়াছিল, সেই

পরম অদ্ভুত কথা এবং সেই বিঘ্নের কারণ বিশ্বকারণের মুখ হইতে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি আর একটী সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত এই কথাটি শুনিতে ইচ্ছা করি;—হে জীবজনক! ত্রৈলোক্য-নাথের পুত্রে সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ জীবের নানাবিধ সুরূপ বর্ত্তমান থাকিতে হস্তীর মুখ যোজিত হইল কেন? শ্রীনারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! গজমুখ-যোজনার কারণ শ্রবণ কর। ইহা সকলপুরাণে অতি গোপ্য-ভাবে অবস্থিত, বেদেও দুর্লভ, সকলদুঃখের তারণ, সকলসম্পদের কারণ, সকলবিপদের নিবারণ, পাপ-মোচন একটী গোপনীয় বৃত্তান্ত; সকলমঙ্গলের মঙ্গল, সুখপ্রদ, মোক্ষপ্রদ এবং চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ মহা-লক্ষ্মীচরিতও ঐ বৃত্তান্তের অন্তর্নিবিষ্ট। হে বৎস! শ্রবণ কর, আমি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি; উহা পাদ্ম-কল্পের রহস্য; আমি উহা পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছি। একদা মহাসম্পজ্জনিত মদে উন্মত্ত ইন্দ্র কামপরবশ হইয়া নিজ রাজলক্ষ্মীর অনুরূপ বেশভূষা করিয়া, পুষ্পভদ্রানদীতীরে গমন করিয়াছিলেন। তাহার তীরে সকল প্রকার জীবজন্তুশূন্য দুর্গম অরণ্যের মধ্যে অতি নির্জ্জন মনোহর পুষ্পোদ্যান ছিল। ভ্রম-রের গুন্ গুন্ শব্দে ও পুংস্কোকিলের মনোহর শব্দে নিনাদিত এবং সুগন্ধিপুষ্পসংস্পর্শী বায়ুদ্বারা সুরভী-কৃত সেই উদ্যানে ইন্দ্র, চন্দ্রলোক হইতে সমাগত সুরতশ্রম-বিশ্রামাভিলাষিণী এবং কামদেবের উপর অনুরাগিণী রম্ভাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ রম্ভা তৎকালে অনন্যমনে মনে মনে নানাবিধ সুরতক্রীড়ার বিষয় কল্পনা করিতে করিতে কামদেবের উপর একাগ্র-চিত্ত হইয়া, একাকিনী কামদেবের গৃহাভিমুখে গমন করিতেছিল। ১—১৩। সেই রম্ভা শ্যামা অর্থাৎ সম্পূর্ণ যৌবনবতী ছিল, তাহার শ্রোণিদেশ সুগঠিত, দাঁতগুলি মুক্তার মত, অধর সুপক্ব বিম্বফলের ন্যায় মনোহর, নিতম্ব অতি বৃহৎ, গজেন্দ্রের ন্যায় মন্থর গমন, মুখ শরচ্চন্দ্রের মত, তাহাতে আবার ঈষৎহাস্য ও কটাক্ষ বিরাজিত, মস্তকে সুরম্য কবরী এবং গলদেশে মালতীপুষ্পের মালা শোভিত। পরিধানে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল, সর্ব্বাঙ্গে রত্নময় ভূষণ, কপালে একটি ক্ষুদ্র সিন্দূরের টিপ, তাহার নীচে আবার খয়েরের টিপের মত কৃষ্ণবর্ণ কস্তুরীর টিপ। চক্ষুদ্বয় নীলোৎপলের মত, তাহা আবার উজ্জ্বল কজ্জলদ্বারা রঞ্জিত; গণ্ডস্থলে মণিময় কুণ্ডল আসিয়া পড়িয়াছে। স্তনদ্বয় অতি উন্নত সুকঠিন, সুতরাং রসিকদিগের সুখপ্রদ, তাহাতে আবার অতি নৈপুণ্যের সহিত পত্রাবলী অঙ্কিত। বেশবিন্যাস সর্ব্বপ্রকার শোভাকর পরিচ্ছদাদিদ্বারা রচিত। রম্ভা স্বয়ং অতি সুভগা, দেবতাদিগের প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অপ্সরাদিগের মধ্যে প্রধানা, রমণীয়া, স্থির-যৌবনা, শান্তা, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য ও সর্ব্বোত্তম গুণশালিনী মুনিগণের মনো-মোহিনী এইরূপ বেশভূষায় ভূষিতা রম্ভাকে সুরতা-ভিলাষে স্বচ্ছন্দগামিনী দেখিয়া এবং তাহার কটাক্ষে পীড়িত হইয়া, ইন্দ্র ইন্দ্রিয়গণের অত্যধিক চপলতা রোধ করিতে না পারিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে বরারোহে তুমি কোথায় গমন করিতেছ? কোথা হইতেই বা তোমার আগমন হইল? অনেক দিনের পর আমি তোমাকে দেখিলাম, আজকাল কে তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে। ১৪—২২। আমি দূতদিগের মুখে শুনিয়া এই স্থানে তোমার অন্বেষণে আসিয়াছি। তুমি জান যে, আমি সর্ব্বদাই তোমাতে অনুরক্ত, তোমা ভিন্ন আর কোন স্ত্রীর চিন্তা করি না। সুবাসিতজলাভিলাষী কখন পঙ্কিল জল পান করে না; চন্দনার্থী কখন পঙ্ক গ্রহণ করে না এবং পদ্মাভিলাষী ব্যক্তি কখনও কহ্লারপুষ্পের আদর করে না; অমৃতাভিলাষী, সুরায় তৃপ্ত হয় না; দুগ্ধার্থী আবিল জল পান করেন না; সুগন্ধি পুষ্পের শয্যায় যে শয়ন করে, সে কি অস্ত্রশয্যায় শয়ন করিতে পারে? স্বর্গবাসী কখন নরক চাহে না। যে উত্তম উত্তম খাদ্যবস্তু ভোজন করে, সে কদাপি কুৎসিত দ্রব্য ভোজন করিতে পারে না; আর যে চিরকাল পণ্ডিত-গণের সহবাস করে, সে কখনও মূর্খদিগের সহিত সঙ্গতি ইচ্ছা করে না। বল দেখি—রত্ননির্ম্মিত আভরণ পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ মূঢ় লৌহময় ভূষণ পরিধান করিতে ইচ্ছা করে? এই ত্রিজগতে এমন কে মূঢ় আছে যে, তোমাকে একবার আলিঙ্গন করিয়া অপর স্ত্রীতে গমন করিতে ইচ্ছা করে? কোন্ বিজ্ঞ গঙ্গানদীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর নদীতে স্নান করিবার অভিলাষ করিয়া থাকে? যাহারা ইহ জীবন সুখে কাটাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা ইন্দ্রিয়-সেবায় বর্দ্ধমান ইন্দ্রিয়সুখস্বরূপ বরই প্রার্থনা করে। হে নারদ! মঘবান্ ইন্দ্র এইরূপ বাক্য বলিয়া, ঐরাবত হইতে অবরোহণ করিয়া, অনুরাগভরে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়-মান হইলেন। সেই অতিশয় সুরত-প্রিয়া রম্ভা, ইন্দ্রের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুলকিত-গাত্রে মুখ হেঁট করিয়া, একটু হাস্য করিল। ঈষৎ হাস্যের সহিত কটাক্ষ বিক্ষেপ, স্তন ও উরুযুগলের প্রদর্শন এবং কামাগ্নির উদ্দীপক বাক্য প্রয়োগ করিয়া ইন্দ্রের চৈতন্য

হরণ করিল। অনন্তর সে অল্প অথচ সারবান্ মধুর, স্নিগ্ধ, কোমল, প্রিয় এবং পুরুষবশীকরণের বীজস্বরূপ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। ২৩—৩৪। রম্ভা বলিল, আমার যেখানে অভিলাষ, সেই স্থানেই গমন করিতেছি,তোমার তাহা জিজ্ঞাসায় ফল কি? আমি মিথ্যা কথায় লোককে সন্তুষ্ট করি না। ধূর্ত্তদিগেরই কেবল যতক্ষণ চোখোচখি, ততক্ষণই মিত্রতা থাকে। যেমন মধুকর লোভে সকল পুষ্পেরই রস গ্রহণ করে এবং যেখানে স্বাদ পায়, সেইখানেই সে সর্ব্বদা অবস্থান করে; সেই ভ্রমরবরের ন্যায় লম্পট পুরুষও সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। বায়ু যেমন এক স্থানে আবদ্ধ হয় না, লম্পটও সেইরূপ কোন স্থানে আবদ্ধ হয় না; যে স্থানে রস পায়, সেই স্থান হইতেই রস আহরণ করে। বৃক্ষের অঙ্গ যেমন শাখা, সুপুরুষেরাও সেইরূপ রমণীগণের অঙ্গ; কিন্তু কাক যেমন বৃক্ষের পাকা ফলটি ভক্ষণ করিয়া উড়িয়া যায়, আর কোন সম্বন্ধ রাখে না, লম্পট পুরুষেরাও স্ত্রীদিগের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করে। যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাদের কার্য্য উদ্ধার না হয়, তাবৎকাল অবধিই তাহারা সহবাস করে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠে আপনার কার্য্য শেষ অবধি অবস্থান করে, লম্পটগণও সেইরূপ আত্মকার্য্যের অনুরোধেই অবস্থান করে। যে পর্য্যন্ত সরোবরে জল থাকে, সেই পর্য্যন্তই জল-জন্তুগণ সেই স্থানে অবস্থান করে; আর যখন সেই জল শুকাইতে আরম্ভ হয়, তখন তাহারাও স্থানান্তরে গমন করে; লম্পট পুরুষদিগের ব্যবহারও সেইরূপ। তুমি দেবতাদিগের অধিপতি, রমণীদিগের পরম বাঞ্ছিত বস্তু। কারণ, রসিকা স্ত্রীগণ সর্ব্বদা রসিক পুরুষেরই অভিলাষ করে; কামিনী—যুবা, রসিক, শান্ত, সুবেশ, সুন্দর, প্রিয়, গুণী, ধনী এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কান্ত লাভ করিতে ইচ্ছা করে। ৩৫—৪০। নারীগণ দুঃশীল, রোগযুক্ত, বৃদ্ধ, রতি-শক্তিরহিত, অদাতা এবং বিবেচনাশূন্য পুরুষকে কখনই ইচ্ছা করে না! তুমি গুণের সাগর, কোন্ মূঢ়া স্ত্রী, তোমাকে ইচ্ছা না করে? এক্ষণে আমি তোমার আজ্ঞাকারিণী দাসী, আমাকে যথাসুখে গ্রহণ কর। কামাগ্নিদগ্ধা নির্লজ্জা রম্ভা হাস্যপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া তাঁহার সমীপে অবস্থান করত কুটিলনয়নে যেন তাঁহাকে পান করিতে লাগিল। কামশাস্ত্রবিশারদ, দেবরাজ, মদনপীড়িতা রম্ভার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, পুষ্পশয্যায় তাহাকে গ্রহণ করত, তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। নির্জ্জনে হঠাৎ রম্ভা, দেবরাজকে চুম্বন করিলে, দেবরাজ সেই প্রৌঢ়া, বস্ত্রশূন্যা, সুভগা, শ্রেষ্ঠা এবং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী রম্ভাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। হে মুনে! কামী ইন্দ্র, যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররূপী হইয়া নানা প্রকার বিপরীত প্রভৃতি শৃঙ্গার করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ে কামমোহিতচিত্তে নিরন্তর, পরস্পর, পরস্পরকে চিন্তা করত জ্ঞানবর্জ্জিত এবং কামার্ত্ত হইয়া দিবা-রাত্রি কিছুই জানিতে পারিলেন না। সুরেশ্বর রম্ভার সহিত এইরূপ স্থলে ক্রীড়া করত জলবিহারের নিমিত্ত পুষ্পভদ্রা নদীর জলে গমন করিলেন। দেবরাজ, সহর্ষে কিছুকাল রম্ভার সহিত জলক্রীড়া করিয়া বারংবার জল হইতে স্থলে, স্থল হইতে জলে বিহার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা—সশিষ্যে বৈকুণ্ঠধাম হইতে সেই পথ দিয়া শঙ্করালয়ে গমন করিতেছিলেন। ৪১—৫০। দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্রকে দর্শন করত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তৎক্ষণাৎ আগমনপূর্ব্বক প্রণাম করিলে, সেই ঋষি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ, যে পারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়াছিলেন, মহাত্মা মুনীন্দ্র, মহেন্দ্রকে সেই পারিজাত পুষ্প প্রদান করিলেন। ভাগ্যবান্ কৃপানিধি মুনিসত্তম মহাভাগ মুনিবর, তাঁহাকে সেই পুষ্প প্রদান করিয়া, তাহার যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন;—এই পুষ্প সমস্ত বিঘ্ন নষ্ট করে; ইহা নারায়ণকে নিবেদন করা হইয়াছে। যাঁহার মস্তকে এই পুষ্প থাকে, তিনি সকল স্থানেই জয় লাভ করেন; এবং তিনি সমস্ত দেবতাগণের অগ্রগণ্য হইয়া অগ্রে পূজা প্রাপ্ত হইবেন। মহালক্ষ্মী, তাঁহার ছায়ার ন্যায় হইয়া কখনই তাঁহাকে ত্যাগ করেন না। তিনি জ্ঞানে তেজে, বুদ্ধিতে, বলে সকল দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ; এবং তিনি শ্রীমান্ হরির তুল্য পরাক্রমশালী হন। যে পামর, অহঙ্কারে ভক্তিপূর্ব্বক এই হরির নিবেদিত পুষ্প মস্তকে ধারণ না করে, সে স্বগণের সহিত শ্রীভ্রষ্ট হয়। মহাদেবের অংশসম্ভূত ঋষি, এইরূপ কহিয়া শঙ্করালয়ে গমন করিলে ইন্দ্র রম্ভার নিকটে ঐরাবত হস্তীর মস্তকে সেই পুষ্প স্থাপন করিলেন। অসতী স্ত্রী, অতিশয় অংমা এবং চঞ্চলা, উপযুক্ত পুরুষকেই ইচ্ছা করে; অতএব রম্ভা তখন দেবরাজকে শ্রীভ্রষ্ট দেখিয়া স্বর্গে গমন করিল। মহাবল গজরাজ তেজে স্বদেহ হইতে ইন্দ্রকে নিক্ষেপ করত পরিত্যাগ করিয়া মহারণ্যে প্রবেশ করিল। পরে সেই হস্তী মত্ত হইয়া, ঐ মহারণ্যে এক করিণীকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করিতে

লাগিল। স্ত্রীজাতি, স্বাভাবিক সুখার্থিনী; এজন্য সেই করিণীও তাহার বশতাপন্না হইল। সেই কাননে তাহাদিগের বহুতর সন্তান উৎপন্ন হইল। এই সময়ে হরি, ঐ দিগ্‌হস্তীর মস্তক ছেদন করত, তাহাদ্বারা বালকের স্কন্ধে মস্তকযোজনা করিলেন। হে বৎস! এই গজাস্য যোজনার কারণ তোমার নিকটে কহিলাম, ইহা শ্রবণে পাপ নষ্ট হয়। পুনর্ব্বার কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, ব্যক্ত কর। ৫১—৬২।

গণেশখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে প্রভো! সেই দেবতারা কেন ব্রহ্মশাপে শ্রীভ্রষ্ট হইলেন? কি প্রকারেই বা সেই জগৎপ্রসবকারিণী কমলাকে প্রাপ্ত হইলেন? তখন মহেন্দ্রই বা কি করিলেন? এই সমস্ত সুদুর্লভ গোপনীয় রহস্য আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। নারায়ণ কহিলেন, মন্দবুদ্ধি ইন্দ্র, শ্রীভ্রষ্ট হওয়াতে গজেন্দ্র এবং রম্ভাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দীনভাবে অমরাবতীতে গমন করিলেন। হে মুনে! সেই নিরানন্দ ইন্দ্র, অমরাবতীতে গমন করিয়া দেখিলেন। অমরাবতী পুরী নিরানন্দময়, শত্রুসমূহে পরিপূর্ণ, দীনভাবাপন্ন এবং বন্ধুবান্ধববর্জ্জিত। পরে দূতমুখ হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুরুর মন্দিরে গমন করত, গুরু এবং দেবগণের সহিত ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র; দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া গুরুর ন্যায় ব্রহ্মাকে প্রণাম করত ভক্তিযোগে বেদবিহিত স্তব করিতে লাগিলেন। পরে বৃহস্পতি প্রজাপতির নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদন করিলে, ব্রহ্মা শ্রবণ করিয়া মুখ নত করত বলিতে আরম্ভ করিলেন। দেবেন্দ্র! হে রাজন্! তুমি আমার প্রপৌত্র, নিরন্তর শ্রীর আশ্রয়ে তুমি উজ্জ্বলা দীপ্তি ধারণ করিয়াছ। তুমি লক্ষ্মীসদৃশী শচীর ভর্ত্তা; এরূপ হইয়াও সর্ব্বদা পরস্ত্রীতে লোভ করিয়া থাক। পূর্ব্বে তুমি গৌতমের অভিশাপে সুরসমাজে ভগাঙ্গ হইয়াছিলে, পুনর্ব্বার তুমি, লজ্জাবিহীন হইয়া পরস্ত্রীরমণে লোভ করিয়াছ। যে পরস্ত্রী রমণ করে, তাহার শ্রী এবং যশ নষ্ট হয়; পাপযুক্ত সেই ব্যক্তি নিরন্তর সকল সভাতে নিন্দনীয় হয়। ১—১০। দুর্ব্বাসা ঋষি, তোমাকে শ্রীহরির নিবেদিত, পারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়াছিলেন; রম্ভা তোমার চিত্ত আকর্ষণ করাতে তুমি সেই পারিজাত পুষ্প ঐরাবতের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়াছিলে। এক্ষণে সেই সাধারণজনের ভোগ্যা, রম্ভা কোথায়? হতশ্রী তুমিই বা কোথায়? যে কারণে ক্ষণকালমধ্যে লক্ষ্মী তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই কারণে রম্ভাও তোমার নিকট হইতে গমন করিয়াছে। বেশ্যা, ধনবান্ পুরুষকে ইচ্ছা করে, নির্ধনকে কখনই ইচ্ছা করে না এবং পুরাতনকে নিন্দা করিয়া নূতন নূতন পুরুষকে প্রার্থনা করে। হে বৎস! যাহা হইবার হইয়াছে, অদৃষ্ট কখনই খণ্ডন হয় না; এক্ষণে লক্ষ্মীকে পাইবার নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণকে ভজনা কর। নারায়ণ-পরায়ণ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া ইন্দ্রকে জগৎস্রষ্টা নারায়ণের স্তব, কবচ এবং মন্ত্র প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র, গুরু এবং দেবগণের সহিত অভিলষিত মন্ত্র ও কবচ গ্রহণপূর্ব্বক পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবরাজ, মঙ্গলজনক এবং পুণ্যপ্রদ ভারতবর্ষমধ্যে একবর্ষকাল অনাহারে কমলা-প্রাপ্তির নিমিত্ত কমলাকান্তকে সেবা করিলে, ভগবান্ হরি আবির্ভূত হইয়া ইন্দ্রকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করত ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিকর লক্ষ্মীর স্তব, কবচ এবং মন্ত্র প্রদান করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। হে মুনে! দেবরাজ, ক্ষীরোদসমুদ্রে গমন করত কবচ গ্রহণপূর্ব্বক স্তব করিয়া পদ্মালয়াকে প্রাপ্ত হইলেন; এবং সমস্ত শত্রু জয় করিয়া অমরাবতী পুরী লাভ করিলেন। সমস্ত দেবতাগণ প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় বাঞ্ছিত আলয় প্রাপ্ত হইলেন। ১১—১৯।

গণেশখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে তপোধন! লক্ষ্মীপতি হরি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কি প্রকারে মহালক্ষ্মীর স্তব-কবচ প্রদান করিলেন, তাহা আমার নিকটে বর্ণন করুন। নারায়ণ কহিলেন, সুরেশ্বর ইন্দ্র, পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়া যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই স্থানে স্বয়ং হরি হৃষীকেশ, তাঁহাকে ক্লিষ্ট দেখিয়া আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, তুমি যথাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। সুরেশ্বর লক্ষ্মীরূপ বর প্রার্থনা করিলে, ঈশ্বর হর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে সেই বর প্রদান করিলেন। হৃষীকেশ, বর প্রদান করিয়া তাঁহাকে হিতজনক

সত্য, সারযুক্ত, এবং পরিণাম-সুখজনক বাক্য কহিলেন। হে ইন্দ্র! সমস্ত দুঃখনাশক, পরমৈশ্বর্য্যজনক সকল শত্রু-বিমর্দ্দনকারী এই কবচ গ্রহণ কর। পূর্ব্বকালে সংসার, জলপ্লাবিত হইলে, ব্রহ্মাকে ইহা প্রদত্ত হইয়াছিল; ইহা ধারণ করিয়া বিধাতা জগতের শ্রেষ্ঠ এবং সমস্তঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়াছেন। ইহা হইতেই মুনি সকল সমস্তঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়াছেন। হে সুর! সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ এই কবচের ঋষি বিধাতা, পংক্তি ছন্দ, স্বয়ং পদ্মালয়া দেবতা, সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্য এবং জয়ের নিমিত্ত ইহার প্রয়োগ কথিত হইয়াছে। এই কবচ ধারণ করিয়া লোক সকল, সকল স্থানে বিজয় লাভ করে; তুমি এই কবচ গ্রহণ কর। পদ্মা, আমার মস্তক, হরিপ্রিয়া আমার কণ্ঠ, লক্ষ্মী আমার নাসিকা এবং কমলা আমার লোচন রক্ষা করুন। কেশবকান্তা আমার কেশ, কমলালয়া আমার কপাল, জগৎপ্রসবিনী আমার গণ্ডদ্বয় এবং সম্পৎপ্রদা আমার স্কন্ধ সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ শ্রী ক্রীঁ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠদেশ, ওঁ শ্রীঁ পদ্মালয়ায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা রক্ষা করুন। শ্রী আমর কঙ্কাল, শ্রীঁ নমঃ, এই মন্ত্র আমার বাহুদ্বয়, এবং শ্রীঁ ক্রীঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, এই মন্ত্র আমার পাদযুগল, নিরন্তর চিরকাল রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ শ্রীঁ নমঃ পদ্মায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার নিতম্বস্থল, এবং ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং ক্রীং শ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমাকে সকল স্থানেই রক্ষা করুন। হে বৎস! তোমার নিকটে এই সর্ব্বসম্পৎকর, শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ-নামক পরমাদ্ভুত কবচ কহিলাম। যে ব্যক্তি গুরুপূজাপূর্ব্বক, কণ্ঠদেশে অথবা দক্ষিণ বাহুতে যথাবিধি এই কবচ ধারণ করে, তাহার সকলস্থানে জয়লাভ হয়। মহালক্ষ্মী, তাহার গৃহ কখন পরিত্যাগ করেন না এবং জন্ম জন্ম নিরন্তর তাহার ছায়ার ন্যায় থাকেন। যে মন্দবুদ্ধি এই কবচ না জানিয়া লক্ষ্মীকে ভজনা করে, শতলক্ষ বার লক্ষ্মীমন্ত্র জপ করিলেও তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না।

গণেশখণ্ডে লক্ষ্মী-কবচ সম্পূর্ণ।

নারায়ণ কহিলেন, হে মহামুনে! জগৎপতি সন্তুষ্ট হইয়া সেই ইন্দ্রকে জগতের হিতকর কবচ প্রদানপূর্ব্বক কৃপা করিয়া ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নমো মহালক্ষ্ম্যৈ হরিপ্রিয়ায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র প্রদান করিলেন। ১—১৯। গোপনীয়, সুদুর্লভ, সিদ্ধ মুনীন্দ্রদিগের দুষ্প্রাপ্য, নিশ্চিত সিদ্ধিপ্রদ, এবং মঙ্গলজনক, ধ্যান সামবেদে উক্ত আছে। শ্বেত চম্পকের তুল্য তাঁহার বর্ণ; শতচন্দ্রের সদৃশ তাঁহার প্রভা; তিনি অগ্নিপরিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। তিনি রত্নালঙ্কারে ভূষিতা; ঈষৎ হাস্যদ্বারা তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকে; তিনি ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; কস্তুরীমধ্যস্থিত সিন্দুরবিন্দু তাঁহার ভূষণ; তিনি অমূল্য রত্ন রচিত উজ্জ্বল কুণ্ডল দ্বারা ভূষিতা; তিনি মালতীমাল্যশোভিত কবরীভার ধারণ করিতেছেন; তিনি সহস্রদলপদ্মের উপরিভাগে সুখাসীনা; সেই মনোমোহিনী শান্তিগুণাবলম্বিনী শ্রীহরিকান্তা জগতের প্রসবকর্ত্রী লক্ষ্মীকে ভজনা করিবে। হে দেবেন্দ্র! মনোহারিণী লক্ষ্মীকে ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে ধ্যান করিয়া এই ষোড়শোপচার প্রদান করিবে। হে বাসব! এই বক্ষ্যমাণ স্তবদ্বারা স্তব করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক বর গ্রহণ করিয়া সুখ লাভ করিবে। নারায়ণ কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! ত্রিলোকের দুর্লভ গোপনীয়, এবং সুখপ্রদ, মহালক্ষ্মীর স্তব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! তোমার স্তব করিতে ইচ্ছা করি; কিন্তু করিতে অক্ষম। তুমি ঈশ্বরী, বুদ্ধির অগোচরা সূক্ষ্মা তেজঃস্বরূপা নিত্যা এবং অতিশয় অনির্ব্বচনীয়া; তোমাকে নির্ব্বাচন করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হয়? হে জগদম্বিকে! আপনি স্বেচ্ছাময়ী, আকাররহিতা, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই কেবল দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, আপনি বাক্য এবং মনের অগোচর; আমি আপনাকে কি স্তব করিব? আপনি বেদচতুষ্টয়ের পারবর্ত্তিনী, সংসার-সাগরের পারবিষয়ে কারণরূপিণী, সর্ব্বশস্যের অধীশ্বরী এবং সকল সম্পদেরও অধীশ্বরী। ২০—৩০। আপনি যোগীদিগের, যোগসমূহের, জ্ঞান ও জ্ঞানীদিগের, সমস্ত বেদের এবং বেদজ্ঞদিগের জননী; আপনার কি বর্ণনা করিব? যেরূপ জননী ব্যতিরেকে স্তনপায়ী বালকদিগের সমস্ত বস্তু অবস্তু এবং তাঁহার যোগে সমস্ত বস্তু বস্তু বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আপনা ব্যতিরেকে সমস্ত জগৎ, অবস্তু এবং আপনার যোগে সমস্তই বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হে জগন্মাতঃ! আমি বিপন্ন হইয়া আপনার চরণ-সরোজে শরণাগত হইলাম; আপনি প্রসন্না হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি শক্তিস্বরূপা, জগতের মাতা, জ্ঞানদা, বুদ্ধিদায়িনী এবং সর্ব্ববস্তুদায়িনী; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি হরিভক্তি-প্রদায়িনী, মুক্তিদানকর্ত্রী, সর্ব্বজ্ঞদিগকে সকল-বস্তু-দানকারিণী মহালক্ষ্মী; আপনাকে নমস্কার করি। কোন স্থানে কুপুত্র হইয়া

থাকে বটে; কিন্তু কুমাতা কোন স্থানেই হয় না। পুত্রের দোষ দর্শন করিয়া কোন্ স্থানে মাতা নির্গমন করিয়া থাকেন? হে মাতঃ! কৃপাসিন্ধুপ্রিয়ে! হে ভক্তবৎসলে! স্তনপায়ী বালকসদৃশ আমাদিগকে দর্শন দাও এবং কৃপা কর। হে বৎস! শুভজনক, সুখমোক্ষদ, সারযুক্ত এবং সম্পৎপ্রদ এই লক্ষ্মীর স্তোত্র কথিত হইল। যে ব্যক্তি এই মহাপুণ্যজনক স্তোত্র পূজাকালে পাঠ করে, মহালক্ষ্মী তাহার গৃহ কখনই পরিত্যাগ করেন না। শ্রীহরি তাঁহাকে এইরূপ কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, এবং দেবরাজ তাঁহার আজ্ঞানুসারে দেবগণের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্রে গমন করিলেন। ৩১—৪০।

গণেশখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, ইন্দ্র হৃষ্টান্তঃকরণে উত্তমরত্ন-গুটিকাযুক্ত সেই কবচ গলদেশে বদ্ধ করিয়া সেই মনোহর স্তব পুনঃপুনঃ মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে গুরু এবং দেবগণের সহিত ক্ষীরসমুদ্রের তীরে লক্ষ্মীকে পাইবার নিমিত্ত গমন করিলেন। সেই সকল দেবতারা সজলনয়নে অতিশয় দীনভাবে ভক্তি-ভাবে আপনার স্কন্ধদেশ নত করিয়া এবং ভক্তিযুক্ত হইয়া কমলালয়াকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে মুনে! শতচন্দ্রের তুল্য যাঁহার প্রভা, যে জগন্মাতার প্রভার দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত; সেই জগদ্ধাত্রী মহা-লক্ষ্মী তাঁহাদিগের স্তব শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগকে যথোচিত সারযুক্ত এবং হিতজনক বাক্য কহিতে লাগিলেন,—হে বৎস! তোমরা ব্রহ্মশাপে শ্রীভ্রষ্ট; তোমাদিগের গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা করি না এবং এক্ষণে গমন করিতে ক্ষমতাও নাই, কারণ আমি ব্রহ্মশাপ হইতে ভীত থাকি। ব্রাহ্মণসকল আমার প্রাণ এবং পুত্র হইতে অধিক প্রিয়, ব্রাহ্মণ যে কিছু বস্তু দান করেন, তাহাই আমাদিগের জীবনোপায়। ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে বলুন। আমি তাঁহাদিগের আজ্ঞাক্রমে গমন করিব। সেই তপস্বী ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই আমাকে অপূজ্যা করিতেও পারেন। যাহাদিগের দৈবক্রমে দুরদৃষ্ট উপস্থিত হয়, তাহারাই গুরু, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ভিক্ষু এবং বৈষ্ণবকর্তৃক নিরন্তর অভিশপ্ত হইয়া থাকে। সকলের কারণ, সর্ব্বেশ্বর, সনাতন, ভগবান্, নারায়ণও ব্রহ্মশাপ হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! এমন সময়ে ব্রহ্মতেজদ্বারা উজ্জ্বল ব্রাহ্মণসকল হৃষ্টান্তঃকরণে সহাস্যবদনে আগমন করিলেন। ১—১০। অঙ্গিরা, প্রচেতা, ক্রতু, ভৃগু, পুলহ, পুলস্ত্য, মরীচি, অত্রি, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ ভগ-বান্ কপিল, আসুরি, বোঢু, পঞ্চশিখ, দুর্ব্বাসা, কশ্যপ, অগস্ত্য, গৌতম এবং কর্ণ, আমরা দুই ভাই নরনারায়ণ, কাত্যায়ন, কণাদ, পাণিনি, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, স্বয়ং ভগবান্ বশিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগণ, নানা-প্রকার দ্রব্যদ্বারা সুরেশ্বরীকে পূজা করিতে লাগিলেন; দেবতাগণ ও ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্ব্বক ভক্তিযোগে বনের ফলমূলদ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। মুনীন্দ্রগণ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে আরা-ধনাপূর্ব্বক কহিলেন, হে জগদম্বিকে! আপনি দেবতাদিগের গৃহে এবং মর্ত্ত্যলোকে আগমন করুন। জগজ্জননী, মুনীন্দ্রদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণদিগের অনুমতিক্রমে সন্তোষপূর্ব্বক নির্ভয়ে তোমাদিগের গৃহে গমন করিব; কিন্তু হে ব্রাহ্মণগণ! ভারতমধ্যে আমি যাহাদিগের গৃহে গমন করিব, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। পুণ্যবান্ সুনীতিজ্ঞ গৃহস্থদিগকে এবং রাজাদিগের গৃহে স্থিরভাবে থাকিয়া তাহাদিগকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিব। ১১—১৯। গুরু, দেবতা, মাতা, পিতা, বান্ধব, অতিথি এবং পিতৃলোক, যাহাদিগের প্রতি রুষ্ট থাকেন, তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, যে ব্যক্তি নিরন্তর 'ঈশ্বর নাই' এরূপ কথা বলে, যাহাদিগের সত্ত্বগুণ নাই এবং যে ব্যক্তি দুঃশীল, তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যাহার সত্য বাক্য নাই, যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন অপহরণ করে, যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক এবং যে কৃতঘ্ন, তাহার গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা চিন্তা করে, যে সর্ব্বদা ভীত, যাহার অনেক শত্রু, যে অতি পাতকী, যে ঋণগ্রস্ত, বা অতিশয় কৃপণ, সেই সকল পাপিষ্ঠের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ করে নাই, যে সর্ব্বদা শোকপীড়িত, মন্দবুদ্ধি, যে সর্ব্বদা স্ত্রীর বশীভূত, যাহার স্ত্রী বেশ্যা, এবং যাহার মাতা বেশ্যা তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি কটুভাষী, নিরন্তর কলহ করে, যাহার গৃহে নিরন্তর কলহ হয়, যাহার গৃহে স্ত্রীলোক প্রধান; তাহার গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি হরির পূজা ও

হরির গুণকীর্ত্তন করে না; এবং যাহার হরির প্রশংসা করিতে ইচ্ছা নাই; তাহার গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি কন্যাবিক্রয়, আত্মবিক্রয়, বেদবিক্রয় করে; যে নরহত্যা করে; যে হিংসক; তাহাদিগের গৃহ নরকতুল্য, তাহাতে গমন করিব না। হে মুনীশ্বর! যে ব্যক্তি কার্পণ্যদোষে দূষিত হইয়া মাতা, পিতা, ভার্য্যা, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র, অনাথা ভগিনী, কন্যা এবং আশ্রয়রহিত বান্ধবদিগকে পোষণ না করিয়া সর্ব্বদা ধন সঞ্চয় করে, তাহাদিগের গৃহ নরকতুল্য সে গৃহে কখনই গমন করিব না। ২০—২৯। যে ব্যক্তির দন্ত অপরিষ্কৃত, বস্ত্র মলিন, মস্তক রুক্ষ, গ্রাস এবং হাস্য বিকৃত, তাহার গৃহে গমন করিব না। যে মন্দ-বুদ্ধি মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিবার সময় মূত্রাদি ত্যাগকর্ত্তাকে দর্শন করে, যে ব্যক্তি আর্দ্রপদ হইয়া শয়ন করে, তাহাদের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি চরণ ধৌত না করিয়া শয়ন করে, যে ব্যক্তি বস্ত্রহীন হইয়া নিদ্রা যায়, যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে শয়ন করে, এবং যে ব্যক্তি দিবাতে শয়ন করে; তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি অগ্রে মস্তকে তৈল প্রদান করিয়া পশ্চাৎ অন্য অঙ্গকে স্পর্শ করে কিংবা পরে গাত্রে তৈল প্রদান করে, তাহার গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি মস্তকে এবং গাত্রে তৈল প্রদান করিয়া বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করে বা প্রণাম ও পুষ্প চয়ন করে, তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি নখদ্বারা তৃণচ্ছেদন এবং ভূমি খনন করে, যাহার গাত্রে ও পাদে মলা থাকে, তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। ৩০—৩৫। যে ব্যক্তি, জ্ঞানপূর্ব্বক আত্মদত্ত কিংবা পরদত্ত ব্রাহ্মণের বৃত্তি বা দেবতার বৃত্তি হরণ করে, তাহার গৃহে গমন করিব না। যে মন্দবুদ্ধি শঠ, দক্ষিণাহীন কর্ম্ম করে, যে ব্যক্তি পাপী এবং পুণ্যহীন, তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি মন্ত্র এবং বিদ্যাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে ব্যক্তি গ্রামযাজী, চিকিৎসক, পাচক এবং দেবল, তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি ক্রোধবশতঃ বিবাহকর্ম্ম কিংবা অন্য ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত করে, যে ব্যক্তি দিবাতে মৈথুন করে; তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। হে নারদ! মহালক্ষ্মী এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন এবং দেবতাদিগের গৃহেও মর্ত্তলোকে দৃষ্টিপাত করিলেন। হে মুনে! সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সহর্ষে শত্রুশূন্য এবং সুহৃদ্‌যুক্ত গৃহে গমন করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবতা সকল স্বকীয় স্বকীয় রাজ্য এবং অচলা কমলাকে প্রাপ্ত হইলেন। হে বৎস! সুখদ, মোক্ষদ, সারযুক্ত, উত্তম লক্ষ্মীচরিত্র—এইরূপে কহিলাম। ইহার পর অন্য কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? । ৩৬—৪৩।

গণেশখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ! হে হরির অংশসমুদ্ভব নারায়ণ! আপনার প্রসাদে সমস্ত মঙ্গলজনক গণেশ-চরিত্র শ্রবণ করিলাম। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু বালকের স্কন্ধে দন্তদ্বয়যুক্ত গজরাজবক্ত্র যোগ করিয়াছিলেন; কিকারণে ঐ শিশু একদন্ত হইলেন, অন্য দন্তইবা কোন্ স্থানে গমন করিল? আপনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ভক্তবৎসল কৃপা করিয়া এই সকল ব্যক্ত করুন। সূত কহিলেন, ভগবান্ নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক একদন্তের বিষয় ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। হে নারদ! সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল পুরাতন ইতিহাসরূপ একদন্ত হইবার বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। হে মুনে! এক সময় কার্ত্তবীর্য্য মৃগয়ায় গমন করিয়া বহুতর মৃগ হনন করত অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর রাজা সন্ধ্যাসময়ে সেই বনে জমদগ্নির আশ্রমনিকটে সসৈন্যে উপবাস করিয়া থাকিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা সরোবরে স্নানপূর্ব্বক শুচি ও অলঙ্কৃত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক দত্তাত্রেয়দত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। জমদগ্নি মুনি, রাজাকে শুষ্ক-কণ্ঠ এবং শুষ্কতালু দেখিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সম্ভাষণ করত কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য সসম্ভ্রমে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন মুনিকে প্রণাম করিলে, মুনি প্রীতিপূর্ব্বক প্রণত সেই রাজাকে শুভজনক আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে রাজা আপনার অনশন প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদন করিলে, মুনি সসম্ভ্রমে রাজাকে তৎক্ষণাৎ নিমন্ত্রণ করিলেন। ১—১১। মুনিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদনপূর্ব্বক আপনার গৃহে গমন করিয়া সহর্ষে লক্ষ্মীসদৃশ মাতা কামধেনুকে সেই বৃত্তান্ত কহিলেন। পরে কামধেনু কহিলেন, হে মুনে! আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমার ভয় কি? আমি সমস্ত জগৎ যোজনা করিতে পারি, কেবল রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ, তাহাতে ভয় কি? তুমি

রাজাদিগের ভোজনের উপযুক্ত যে যে দ্রব্য যাচ্ঞা করিবে, সে সকল বস্তু ত্রিলোকের দুর্লভ হইলেও তোমাকে প্রদান করিব। সেই কামধেনু সুবর্ণময় রজতময় নানাপ্রকার পাত্র, সুস্বাদু দ্রব্যপরিপূর্ণ পাত্র, অসংখ্য ভোজনযোগ্য পাত্র এবং পাকপাত্র প্রদান করিলেন। হে নারদ! নানাপ্রকার স্বাদু সুপক্ব আম্র, পনস, নারিকেল, বিল্ব এবং রাশীকৃত অসংখ্য সুস্বাদু লড্ডুক, যব গোধমচূর্ণ পিষ্টক পক্বান্নের পর্ব্বত, গহ্বর পরিমিত পরমান্ন, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি এই সকলের নদী প্রদান করিলেন; এবং শর্করারাশি মোদকের পর্ব্বত চিপিটক এবং উত্তম তণ্ডুলের পর্ব্বত কর্পূরাদিদ্বারা সুবাসিত তাম্বুল রাজাদিগের উপযুক্ত কৌতুককর দ্রব্য সুন্দর বস্ত্র এবং ভূষণ প্রদান করিলেন। ১২—২০। জমদগ্নি সমস্ত বস্তু আহরণ হইলে অবলীলাক্রমে সৈন্যের সহিত রাজাকে ভোজন করাইলেন। পরে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য যে যে বস্তু দুর্লভ, তৎসমুদয় পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়পূর্ব্বক সচিবকে কহিলেন, হে অমাত্য! এই সকল বস্তু অতি দুর্লভ, আমার অপ্রাপ্য এবং অশ্রুত, সহসা কোন্ স্থান হইতে আসিল, তুমি অবলোকন কর। অমাত্য মহারাজের আজ্ঞাক্রমে মুনির আলয়ে সমস্ত অবলোকনপূর্ব্বক রাজাকে অতি আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত কহিলেন; হে মহারাজ! মুনির গৃহে যে সমস্ত দর্শন করিলাম, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। মুনির গৃহ অগ্নিকুণ্ড, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ, পুষ্প, ফল, কৃষ্ণসার-চর্ম্ম, বহুতর স্রুক্, স্রুব এবং শিষ্যসমূহে ব্যাপ্ত। সুবর্ণাদি-পাত্র, শস্য বা ধনাদি কিছুই নাই। তাঁহার স্ত্রী সকল ভূষণাদিশূন্য, কেবল বৃক্ষের ছাল পরিধান করিতেছেন এবং পুত্রগণ বৃক্ষচর্ম্ম পরিধান ও জটা ধারণ করিতেছেন। তাঁহার গৃহের এক পার্শ্বে, মনোহারিণী, সুন্দরাঙ্গী, চন্দ্রসবর্ণা, রক্ত-কমলনয়না, নিজ তেজঃ-সমুজ্জ্বলাঙ্গী পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভা, সমস্ত সম্পদ্ এবং গুণের আধাররূপা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক কপিলা আছে। মন্ত্রী রাজাকে এইরূপ কহিলে, মূঢ়মতি কালপাশনিবদ্ধ রাজা সচিবের অভিপ্রায়ানুসারে মুনির নিকট সেই কপিলা ধেনুকে যাচ্ঞা করিলেন। ২১—৩০। হে নারদ! কি পুণ্য, কি বুদ্ধি, সকল হইতে অদৃষ্ট বলবান্; যেহেতু পুণ্যবান্ এবং বুদ্ধিমান্ এই রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণের নিকট ধেনু প্রার্থনা করিলেন। ভারতবর্ষে পূর্ব্বপুণ্য হইতে সৎ এবং পবিত্র কর্ম্ম, পাপ হইতে ভয়জনক পাপস্বরূপ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। মনুষ্য সকল, পুণ্যবলে স্বর্গভোগের পর পবিত্র স্থানে জন্ম গ্রহণ এবং পাপবলে নরকভোগের পর কুৎসিত কুলে জন্ম গ্রহণ করে। কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিতে জীবের নিষ্কৃতি নাই, এই জন্য পণ্ডিতেরা সর্ব্বদা কর্ম্মক্ষয়ে যত্ন করেন। যে বিদ্যা, যে তপস্যা, যে জ্ঞান, যে গুরু, যে বন্ধুবান্ধব, যে মাতা, যে পিতা এবং যে পুত্র জীবের কর্ম্মক্ষয় করাইয়া থাকেন, তাহাই বিদ্যা, তাহাই তপস্যা, তাহাই জ্ঞান তিনি গুরু, তিনি বন্ধু, তিনি মাতা এবং তিনি পিতা, সেই-ই পুত্র। জীবদিগের শুভাশুভ কর্ম্মভোগস্বরূপ দারুণ রোগ উৎপন্ন হয়; পরে বিষ্ণুভক্ত বৈদ্য, কৃষ্ণভক্তিরূপ ঔষধদ্বারা ঐ রোগকে নষ্ট করিয়া থাকেন। যে জীব জন্মে জন্মে বুদ্ধিদায়িনী, জগদ্ধাত্রী পরমা মায়াকে সেবা করিয়া থাকে, তাহার প্রতি সেই মহামায়া সন্তুষ্ট হইয়া সেই পরম ভক্ত জীবকে মোহনিমিত্ত মায়া দান না করিয়া, বিবেক দানপূর্ব্বক পরম প্রকৃতিস্বরূপা সেই বিষ্ণুভক্তি প্রদান করেন। মায়ামোহিত রাজা যত্নপূর্ব্বক মুনিকে আনয়ন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন,—হে ভক্তেশ! আপনি, কল্পবৃক্ষস্বরূপ, সর্ব্বদা ভক্তকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, আমি আপনার ভক্ত, আমাকে কাম-দায়িনী কামধেনুকে ভিক্ষা প্রদান করুন। ৩১—৪০। হে মুনে! আপনার তুল্য দাতাদিগের জগতে কিছুই অদেয় নাই, পূর্ব্বে শুনিয়াছি, দধীচি মুনি দেবতাদিগকে আপনার অস্থি প্রদান করিয়াছিলেন। হে তপোধন! আপনি তপোরাশিস্বরূপ; ভ্রূভঙ্গ করিলে জগতে অনেক কামধেনু সৃজন করিতে পারেন। মুনি কহিলেন, হে শঠ। হে বঞ্চক! হে নৃপাধম! তুমি বিপরীত কহিতেছ, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়কে দান করিব। পরমাত্মা কৃষ্ণ, গোলোকধামে ব্রহ্মাকে এই কামধেনু দান করিয়াছিলেন। হে ভূমিপ! ব্রহ্মা প্রিয় পুত্র ভৃগুকে ইহা দান করেন, ভৃগু আমাকে এই কপিলা প্রদান করিয়াছে। এই কামধেনু আমার পৈতৃক সম্পত্তি প্রাণ হইতে প্রিয়, ইহাকে কখন দান করিতে পারিব না। রে মূঢ়! আমি চাষা নহি, তুমি কখনই আমার মোহ উৎপাদন করিতে পারিবে না। আমি সমস্ত বুঝিয়াছি, অতিথি না হইলে তোমাকে এই ক্ষণেই ভস্ম করিতাম। রে পামর! তোমার দৈব প্রতিকূল হইয়াছে, অতএব গৃহে গমন কর, আমার ক্রোধ উৎপাদন করিও না, আপনার স্ত্রীপুত্রাদি দর্শন কর। মহারাজ মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষে দুরদৃষ্টক্রমে মুনিকে প্রণাম করিয়া সৈন্যের মধ্যস্থলে গমন করিলেন। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য সৈন্যমধ্যে গমন করত রাগে আপন মুখমণ্ডল কম্পিত করিয়া বলপূর্ব্বক

কামধেনুকে আনয়ন করিতে কিঙ্কর প্রেরণ করিলেন। পরে মুনিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি, কপিলার নিকটে গমন করত শোকে নষ্টচৈতন্য হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা ভক্তানুগ্রহ-কাতরা কপিলা; ব্রাহ্মণ রোদন করিতেছেন, দেখিয়া কহিতে লাগিলেন। ৪১—৫১। ইন্দ্র অথবা ক্ষুদ্র ব্যক্তি সকলেই নিরন্তর আপনার বস্তু দান করিতে সক্ষম; কারণ স্বকীয় স্বকীয় বস্তুর দানে, পালনে এবং শাসনে সকলেরই কর্তৃত্ব আছে। হে তপোধন! যদি তুমি আপন ইচ্ছায় নৃপেন্দ্রকে আমায় দান কর, তাহা হইলে তোমার আজ্ঞানুসারে রাজার সহিত স্বকীয়েচ্ছায় গমন করিব। আর যদি তুমি দান না কর, তাহা হইলে তোমার গৃহ হইতে গমন করিব না। তুমি আমার দত্ত সৈন্যদ্বারা রাজাকে দূরীভূত কর। হে মুনে! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, কিকারণে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতেছ। সংযোগ এবং বিচ্ছেদ কালবশতঃ হইয়া থাকে, তাহাতে আপনার কোন ক্ষমতা নাই। তুমিই বা আমার কে? আমিই তোমার কে? পরস্পরের সম্বন্ধ কেবল কালই যোজনা করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত পরস্পরের সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্য্যন্তই পরস্পরের মমতা থাকে। মনই কেবল এই বস্তু আপনার এইরূপ জানেন; অতএব যে পর্য্যন্ত সেই বস্তুতে স্বত্ব থাকে, তাবৎকাল সেই বস্তুর বিচ্ছেদ হইতে মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। কামধেনু এইরূপ কহিয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যসমূহ প্রসব করিতে লাগিলেন। কপিলার মুখ হইতে তিনকোটি খড়্গধারী পুরুষ, নাসিকা হইতে পাঁচকোটি শূলধারী পুরুষ, লোচনদ্বয় হইতে শতকোটি ধনুর্দ্ধারী পুরুষ, কপাল হইতে তিনকোটি দণ্ডধারী বীর, বক্ষঃস্থল হইতে তিনকোটি শক্তি-অস্ত্রধারী পুরুষ এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে গদা-হস্ত শতকোটি পুরুষ নির্গত হইল। ৫২—৬২। সেই কামধেনুর পাদতল হইতে সহস্র সহস্র বাদ্যভাণ্ড বিনির্গত হইল এবং তাঁহার জঙ্ঘা হইতে তিনকোটি রাজপুত্র, গুহ্যদেশ হইতে তিনকোটী ম্লেচ্ছ জাতি নির্গত হইল। কপিলা এই সমস্ত প্রসব করিয়া মুনিকে সৈন্য দানপূর্ব্বক অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন,—সমস্ত সৈন্য যুদ্ধ করুক তুমি গমন করিও না। জমদগ্নি মুনিসম্ভূত সম্ভার পাইয়া অতিশয় হর্ষযুক্ত হইলেন। পরে রাজ-প্রেরিত ভৃত্য রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কপিলাসৈন্য-বৃত্তান্ত এবং আপনাদিগের পরাজয় নিবেদন করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্য কাতরহৃদয়ে সত্বরে স্বদেশ হইতে দূতদ্বারা বহুতর সৈন্য আহরণ করিলেন। ৬৩—৬৬।

গণেশখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য উত্তপ্তহৃদয়ে হরি স্মরণপূর্ব্বক সক্রোধে মুনির নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন; দূত, মুনির নিকটে গমন করিয়া কহিল, আমার প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার ভৃত্য, বিশেষতঃ অতিথি; আমাকে আমার অভিলষিত কামধেনু প্রদান করুন, না হয় আমার সহিত যুদ্ধ করুন; যেরূপ হয়, বিচারপূর্ব্বক আমাকে কহিবেন। মুনিশ্রেষ্ঠ দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক দূতকে হিতজনক; সত্য এবং নীতিযুক্ত বাক্য কহিলেন; আমি রাজাকে অনাহারে ক্লিষ্ট দেখিয়া আপনার গৃহে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাশক্তি যথোচিত ভোজন করাইয়াছি; কিন্তু সেই রাজা বলপূর্ব্বক আমার প্রাণ হইতে অধিক কপিলা যাজ্ঞা করিতেছেন; অতএব আমি তাহা দিতে অক্ষম, নিশ্চয় যুদ্ধ করিব। দূত, মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে বর্ম্মধারী রাজাকে মুনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সভয়ে তৎসমস্ত কহিল। এ দিকে মুনি, কপিলাকে কহিলেন, এক্ষণে আমি কি করিব, যেরূপ কর্ণধার ব্যতিরেকে নৌকা, সেইরূপ আমা ব্যতিরেকে সমস্ত সৈন্য রহিয়াছে। কপিলা মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিকে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক যুদ্ধশাস্ত্রের উপদেশ এবং যুদ্ধের উপযোগী সন্ধানসমূহ প্রদান করিয়া কহিলেন; হে বিপ্র! তোমার জয় হউক; তুমি নিশ্চয় যুদ্ধে জয় লাভ করিবে, অমোঘ অস্ত্র ব্যতিরেকে নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হইবে না; কিন্তু সেই রাজা দত্তাত্রেয় শিষ্য, অমোঘ অস্ত্রধারী; তুমি ব্রাহ্মণ, তাহার সহিত তোমার যুদ্ধ করা অনুচিত! হে ব্রহ্মন্! মনস্বিনী কপিলা এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ১—১০। তখন মহাত্মা মুনি সমস্ত সৈন্য সজ্জীকৃত করিয়া তৎসমভিব্যাহারে রণস্থলে গমন করিলেন। রাজা মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রণামপূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন। উভয় সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তৎপরে কপিলাসৈন্য বলপূর্ব্বক রাজসৈন্যকে যুদ্ধে জয় করত অবলীলাক্রমে রাজার বিচিত্র রথ ভগ্ন

করিল। কপিলা-সেনা, রাজার ধনু এবং বর্ম্ম সমস্ত ছেদন করিল; রাজা কপিলাসেনাকে জয় করিতে সক্ষম হইলেন না। কপিলা-সৈন্যগণ শরবর্ষণে রাজাকে অস্ত্রশূন্য করিল। পরে রাজা শরবর্ষণে এবং শস্ত্রবর্ষণে কাতর হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। রাজা মূর্চ্ছিত হইলে, তাঁহার কতক সৈন্য মরিল ও কতকগুলি সৈন্য পলায়ন করিল। হে মুনে! কৃপানিধি মুনীন্দ্র, অতিথি নৃপেন্দ্রকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া করুণার্দ্রহৃদয়ে সেই সমস্ত সৈন্য বিসর্জ্জন করিলে, কপিলার কৃত্রিম সৈন্যগণ কপিলার দেহে বিলীন হইল। তখন মুনি দয়ার্দ্রচিত্তে রাজাকে চরণধূলী প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করত তোমার জয় হউক, এই কথা বলিয়া কমণ্ডলুজল-প্রদানে তাঁহার চৈতন্য করাইলেন। পরে রাজা, চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সমরাঙ্গণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভক্তিযোগে কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। মহারাজ, প্রণাম করিলে, মুনি তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং যত্নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্নান করাইয়া ভোজন করাইলেন। ব্রাহ্মণের হৃদয় সর্ব্বদা কঠিন, ক্ষুর-ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং অন্যের অসাধ্য। অতএব সেই নৃপাধিপ, মুনির গৃহে গমন করত তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমার অভিলষিত ধেনু প্রদান করুন। কিংবা আমার সহিত যুদ্ধ করুন। ১১—২২।

গণেশখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি, রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া হরি স্মরণ করত হিতজনক সত্য এবং নীতিপূর্ণ বাক্য তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্! হে মহাভাগ! তুমি গৃহে গমন করিয়া সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা কর। যে ব্যক্তির সতত ধর্ম্ম স্থির থাকে, তাহার নিশ্চয়ই সমস্ত সম্পত্তি স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। আমি তোমাকে অনাহারে কাতর দেখিয়া আপনার গৃহে আনয়ন করত যথাশক্তি এবং যথাবিধি পূজা করিয়াছি, এইক্ষণেও তোমাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া পাদরেণু প্রদানপূর্ব্বক শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া তোমার এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা অনুচিত। রাজা, মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রণাম করত অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক আপনি যুদ্ধ করুন, এই বাক্য কহিলেন। মুনিবর জমদগ্নি, যুদ্ধবেশ ধারণ করিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে পর, রাজাও কোপদ্বারা হতচৈতন্য হইয়া জমদগ্নি-মুনির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কপিলাদত্ত অস্ত্রদ্বারা মুনিবর রাজাকে নিরস্ত্র করিলেন; রাজাও কপিলাদত্ত শক্তি-অস্ত্রের প্রভাবে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। কমললোচন রাজা কার্ত্তবীর্য্য, চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কোপাবিষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার মুনির সহিত যুদ্ধ করিলেন। রাজা সমরক্ষেত্রে মুনিবরকে লক্ষ্য করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে পর, মুনিবর বরুণাস্ত্র সৃষ্টি করিয়া অনায়াসে আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তি নির্ব্বাণ করিলেন। নৃপবর, মুনিকে লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করিলে পর, মুনিবর বায়ব্যাস্ত্রদ্বারা অবলীলাক্রমে বরুণাস্ত্র উপশম করিলেন। ১—১০। নৃপবর সমরাঙ্গণে বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে পর মুনিবর তখনই গান্ধর্ব্ব বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহা শান্ত করিলেন। নৃপবর যুদ্ধক্ষেত্রে নাগপাশ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে পর, মুনিবর তৎক্ষণাৎ গরুড়াস্ত্রদ্বারা নাগপাশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে নারদ! ভূপতিশ্রেষ্ঠ তৎক্ষণাৎ বহু-সূর্য্য-সম-প্রভাশালী অস্ত্রপ্রধান শৈব অস্ত্র দশদিক্ প্রদীপ্ত করিয়া নিক্ষেপ করিলে পর, মুনিবর বহুযত্ন-সহকারে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ত্রিভুবনব্যাপী বৈষ্ণব অস্ত্রদ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। তদনন্তর মুনিবর, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, নৃপতি অস্ত্রবর দর্শন করত নমস্কার করিয়া ঐ অস্ত্রের শরণাপন্ন হইলেন। রাজা শরণাপন্ন হইলে পর, ঐ নারায়ণাস্ত্র কিয়ৎকাল আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিয়া দিক্‌সকল প্রদীপ্ত করত, যেরূপ প্রলয়কালীন অগ্নি স্বয়ং নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ নিজেই অন্তর্হিত হইলেন। নারায়ণাস্ত্র বিফল হইল দেখিয়া মুনিবর সমরক্ষেত্রে জৃম্ভণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে পর, ঐ অস্ত্রপ্রভাবে নরপতি, মৃত ব্যক্তির ন্যায় রণক্ষেত্রমধ্যে নিশ্চলভাবে পতিত রহিলেন। মুনি নৃপতিকে নিদ্রাগত দেখিয়া সেই সময়েই অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা রাজার সারথি, ধনু, বাণ, মস্তকের মুকুট, ক্ষুরপ্র অস্ত্রদ্বারা ছত্র,কবচ এবং অন্যান্য অস্ত্রদ্বারা রাজার যাবদীয় অস্ত্র, তূণীর ও ঘোটকবর্গ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মুনিবর নাগপাশদ্বারা অনায়াসে রাজার অমাত্যবর্গকে বন্ধন করত সানন্দচিত্তে রণভূমিতে পাতিত করিয়া রাখিলেন। ১১—২০। তদনন্তর মুনিবর স্বীয় মন্ত্রপ্রভাবে নৃপতিকে অনায়াসে সচৈতন্য করিয়া তাঁহার মন্ত্রিবর্গ যে বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছে,—তাহা দেখাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের বন্ধন-মোচন করিয়া নৃপবরকে আশীর্ব্বাদ করত বলিলেন, আর রণে কাজ নাই, গৃহে গমন কর। ক্ষত্রিয়কুলজাত

রাজা রণভূমি হইতে উত্থিত হইয়া কোপাকুলিতচিত্তে যত্ন-সহকারে শূলাস্ত্র উদ্যত করত মুনিবর-উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলে পর, মুনিবর তৎক্ষণাৎ শক্তি-অস্ত্রদ্বারা রাজাকে আঘাত করিলেন। সেই সময় ভগবান্ ব্রহ্মা যোগবলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও জমদগ্নি-মুনির যুদ্ধ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক নানাপ্রকার নীতিগর্ভ বাক্য প্রয়োগদ্বারা রাজা ও মুনিবরের পরস্পর প্রণয় সংঘটন করিয়া দিলেন। মুনিবর কমলযোনির পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া স্তুতি পাঠ করিলেন, রাজাও পিতামহ ব্রহ্মাকে ও মুনিবরকে নমস্কার করিয়া স্বভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুনিবর স্বীয় আশ্রম-কুটীরে গমন করিলেন এবং বিধাতাও উভয়ের যুদ্ধ ক্ষান্ত করিয়া স্বধামে উপস্থিত হইলেন। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! তোমার নিকটে জমদগ্নিমুনি ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজার যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; এক্ষণে অন্য কি বর্ণন করিব, তাহা প্রকাশ কর। ২১—২৭।

গণেশখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য গৃহে গমন করিয়া ঋষিবীর্য্য স্মরণ করত বিস্মিতচিত্তে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলেন বটে, কিন্তু পরাভবসম্ভূত অবমাননা সহ্য করিতে অসহিষ্ণু হইয়া, হরি স্মরণ করত জমদগ্নি মুনির আশ্রমে গমনোদ্দেশে পুনরায় যাত্রা করিলেন। চারিলক্ষ রথ, দশলক্ষ রথী, অসংখ্য উত্তম উত্তম ঘোটক, প্রধান প্রধান বিখ্যাত গজ, পদাতি সৈন্য এবং সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট বলবীর্য্যশালী ভূপতিকে সংগ্রহ করিয়া ত্রিভুবন জয়ে সামর্থ্যলাভে সানন্দচিত্তে মহা আড়ম্বরের সহিত জমদগ্নিমুনির আশ্রমভূমি বেষ্টিত করিলেন। রাজা কার্ত্তবীর্য্য কবচ ধারণ করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক স্বয়ং আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইলেন। সৈন্যগণের কোলাহলশব্দে এবং ভেরী প্রভৃতি রণবাদ্যসমূহের ভয়ানক শব্দদ্বারা ভীত হইয়া জমদগ্নি মুনির আশ্রমস্থিত জনগণ মোহিত হইল। কুবুদ্ধি লোকের আশ্রয় স্বয়ং দুর্বুদ্ধি এবং বলিষ্ঠ রাজা কার্ত্তবীর্য্য, হঠাৎ আশ্রম-কুটীরে উপস্থিত হইয়া মুনিবরের আশ্রমস্থিত শুভলক্ষণা কপিলানাম্নী ধেনুকে হরণ করত গৃহে গমনে উদ্যত হইলেন। মুনিবর রাজার আগমনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া হরি স্মরণপূর্ব্বক দত্তাত্রেয় মুনিকে প্রণাম করত বর্ম্ম ধারণ না করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক একাকী যুদ্ধবাসনায় উত্থিত হইলেন। যত্নদ্বারা আশ্রমস্থিত ভীতজনগণকে আশ্বাস প্রদান করত স্বয়ং নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যেরূপ মনুষ্যগণ নিজকৃত কর্ম্মদ্বারা আবৃত হয়, সেইরূপ মুনিবর মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় আশ্রমভূমি আচ্ছাদিত করিলেন। তদনন্তর মুনিবর অন্যান্য অস্ত্রনিবহ নিক্ষেপ করিয়া ক্রমে ক্রমে সৈন্যবর্গকে পরাভূত করিলেন। যেরূপ পিঞ্জরমধ্যে পক্ষিগণ আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মুনিকর্তৃক সৈন্যগণ শরনিকরদ্বারা আবদ্ধ থাকিল। রাজা সৈন্যবর্গকে আবদ্ধ দেখিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভূপতিগণের সহিত করযোড় করত ভক্তিভাবে মুনিবরকে নমস্কার করিলেন। নরপতি মুনির নিকটে আশীর্ব্বাদ পাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করত হৃষ্টচিত্তে স্বীয় রথোপরি আরোহণ করিলেন। অনুযায়ী ভূপতিগণও স্বীয় স্বীয় রথে আরোহণ করিলেন। রাজা মুনির আশীর্ব্বাদ গ্রহণানন্তর রাজগণের সহিত মুনিবরকে লক্ষ্য করিয়া খড়্গ, বাণ, গদা এবং শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মুনিবরও অবলীলাক্রমে রাজনিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ ছেদন করিয়া নিজ দিব্য অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। ভূপতিও অনায়াসে মুনিনিক্ষিপ্ত দিব্য অস্ত্রসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১—১৫। তদনন্তর রাজা, শূলাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে পর মুনিবর তৎকালে তাহাও ছেদন করিয়া নিজেও অন্যান্য শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। অনিবার্য্য শরসমূহদ্বারা নৃপগণের গাত্র খণ্ড খণ্ড হইল, কিন্তু তাঁহারা শরসমূহ দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন না। তদনন্তর মুনি-নিক্ষিপ্ত জৃম্ভণ-অস্ত্রদ্বারা সেই সকল রাজগণ ও রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মূর্চ্ছিত হইলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিগণের সহিত সকল সৈন্যগণকে ও নৃপতিকে নিদ্রিত দেখিয়া মুনিবর আর আঘাত করিলেন না। রোরুদ্যমানা শোককাতরা কপিলা গাভীকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে অগ্রগামী করত হৃষ্টান্তঃকরণে আশ্রমগমনে উদ্যত হইলেন। হে দেবর্ষি নারদ! এই সময়ে রাজা চৈতন্য লাভ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক মুনিবরকে আশ্রমগমনে বাধা দিলেন। কপিলা গাভী ভীতা হইয়া রণস্থল হইতে স্বীয় গোষ্ঠে গমন করিলেন; মুনিবরও তৎকালে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে সেইস্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই কালে নরপতি, মুনিবরকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; মুনিবরের ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা নৃপতির ব্রহ্মাস্ত্র তৎক্ষণাৎ বিফল হইয়া

গেল। মুনিবর দিব্যাস্ত্রদ্বারা নৃপতির ধনু, বাণ, রথ, সারথি, এবং দুর্ব্বহ কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর নরপতি, ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া দত্তাত্রেয়-নামক মুনিবরদত্ত একপুরুষনাশিনী শক্তিনামক অস্ত্রবরকে নিজ সমীপে দেখিতে পাইলেন। রাজা সেই দত্তাত্রেয় মুনিকে প্রণাম করিয়া উৎসুকচিত্তে শত শত সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী সেই শক্তি গ্রহণ করিয়া ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! সেই যোগী রাজা, মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক, দত্তাত্রেয়দত্তশক্তি-অস্ত্রমধ্যে—সকল দেবগণ, শিব, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুগায়ীর যে তেজ, তাহা আবাহন করিলেন এবং সেই তেজ দ্বারা আকাশমণ্ডল ও দিক্‌সমূহ আলোকিত করিলেন। সমরদর্শনার্থ স্বর্গ হইতে সমাগত আকাশস্থিত দেবগণ, সেই শক্তি নিক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়া, দুঃখিতান্তঃকরণে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিলেন। রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বয়ং ঘূর্ণিত করিয়া সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। উহা তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইয়া মুনিবরের হৃদয়-ক্ষেত্রে পতিত হইল। তদনন্তর সেই শক্তি, মুনিপুঙ্গবের হৃদয় ক্ষেত্র ভেদ করিয়া বিষ্ণুসমীপে উপস্থিত হইল। পুরাকালে স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু দত্তাত্রেয়নামক মুনিবরকে ঐ শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। দত্তাত্রেয় মুনি, উক্ত বিষ্ণুদত্ত শক্তি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজাকে প্রদান করেন। তদনন্তর সেই মুনিবর, শক্তির আঘাতে মোহিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন; তাঁহার দেহস্থিত তেজোরাশি গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মধামে গমন করিল। ১৬—৩০। যুদ্ধক্ষেত্রে মুনিবরকে নিহত দর্শন করিয়া কপিলা গাভী—হে তাত! কোথায় গমন করিলে, এইরূপ করুণস্বরে বারংবার রোদন করত গোলোকধামে উপস্থিত হইলেন। সেই কপিলা গোলোকধামে উপস্থিত হইয়া গোপবৃন্দ ও গোপীগণে সমাবৃত, রত্নসিংহাসনোপরি বিরাজিত জগদীশ্বর সনাতন বিষ্ণুর নিকটে জমদগ্নি ঋষির মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিলেন। হে ব্রহ্মন্! পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু, ঐ কপিলা গাভীটি ব্রহ্মাকে দান করেন; ব্রহ্মা ভৃগুমুনিকে দান করেন; মহর্ষি ভৃগু, পুষ্করতীর্থে কপিলাকে প্রীত করিয়া জমদগ্নি ঋষিকে প্রদান করিয়াছিলেন। যৎকালে সেই কপিলা অন্য কামধেনুসমূহকে নমস্কার করিয়া শোকাভিভূতচিত্তে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে গোলোকধামে গমন করেন, তৎকালে ঐ গভীর নেত্রজলদ্বারা মর্ত্ত্যলোকে রত্নসমূহের সৃষ্টি হয়।

তদনন্তর রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, সেই মুনিকে সমরে নিহত করিয়া নিজ সৈন্যবর্গকে জাগরিত করত ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্ব্বাহ করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে নিজরাজধানীতে গমন করিলেন। পতিব্রতা ঋষিপত্নী রেণুকা, লোকমুখে প্রাণেশ্বর পতির মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া মুনির মৃতদেহ বক্ষস্থলে স্থাপন করত ক্ষণকাল মোহ প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর সেই পতিব্রতা রেণুকা, চৈতন্যলাভের পর রোদন করিতে ক্ষান্ত হইলেন। কেবল নিজপুত্র পরশুরামকে সম্বোধন করত 'এস্থানে আগমন কর' এই বলিয়া বারংবার ডাকিতে লাগিলেন। পুষ্করতীর্থ হইতে যোগিবর ভার্গব পরশুরাম, তৎক্ষণাৎ অতিশীঘ্র মানসগতি-অবলম্বনে মাতৃসমীপে আগত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক জননীকে প্রণাম করিলেন। পরশুরাম পিতাকে মৃত এবং পতিব্রতা মাতাকে শোককাতরা দেখিয়া মাতার নিকটে কার্ত্তবীর্য্যের সহিত যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং মুনিশোকে কপিলা কামধেনুর গোলোকধামে গমন ইত্যাদি সমস্ত শ্রবণ করিয়া, হে পিতঃ! হে মাতঃ! এইরূপ শব্দ করত অতিশয় বিলাপ করিলেন এবং চন্দনকাষ্ঠসমূহে ঘৃতরাশিদ্বারা, সেই যোগিশ্রেষ্ঠ রাম চিতা প্রস্তুত করিলেন। রেণুকা সতী, পরশুরামকে লইয়া শীঘ্র হৃদয়োপরি ধারণ করত গণ্ডদেশে ও মস্তকোপরি চুম্বন করিতে করিতে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। 'হে মহাবাহু রাম!' এইরূপ বহুবার সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে বৎস! তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? বারংবার এইরূপ শব্দ করিয়া সেই রেণুকা সতী বহু বিলাপ করিলেন। ৩১—৪২। রেণুকা সতী দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া বলিলেন, হে বৎস! তুমি আমার প্রাণাধিক, অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর; তোমার পিতার ও আমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া "পুত্র রে! তুমি আর কদাচ যুদ্ধার্থ গমন করিও না। হে বৎস। তুমি সুখে গৃহে থাক এবং চিরস্থায়ী তপস্যাকার্য্যে অভিরত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর; দুর্বৃত্ত ক্ষত্রিয়গণের সহিত কদাচ অসুখপ্রদ রণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।" সেই ভৃগুকুলোদ্ভব পরশুরাম, মাতার নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, আমি নিশ্চয়ই এ ধরামণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-বিরহিত করিব। হে মাতঃ! পুনর্ব্বার বলিতেছি, সেই ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজাকে অনায়াসে বিনাশ করিব। আরও বলিতেছি, ক্ষত্রিয়গণের রুধিরদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিব। পরশু-

রাম, মাতার সম্মুখে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রকাশ করিয়া ভূয়োভূয়ঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং জননীকে নানাপ্রকার নীতিগর্ভ, সত্য অথচ হিতকারী বাক্য প্রয়োগ করত তাঁহার জ্ঞান সম্পাদন করিলেন। যে সকল পুত্র পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন না করে এবং পিতৃমাতৃঘাতকের মস্তক ছেদন না করে, সেই মূর্খ পুত্র দেহান্তে নিশ্চয়ই রৌরবনামক নরক ভোগ করে। যে ব্যক্তি গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান করে, অন্নাদি ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ দান করে, হত্যা করিবার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করে, সর্ব্বস্ব হরণ করে, জীবনোপায়ের একমাত্র স্থল ভূমি হরণ করে, সাধ্বীর সতীত্ব বিনষ্ট করে, পিতার কিংবা মাতার হত্যা করে, বন্ধুগণের অনিষ্ট করে, অনবরত অনিষ্ট চিন্তা করে, পরোক্ষে নিন্দা করিয়া জীবিকার হানি করে, কিংবা কটুবাক্য-প্রয়োগ করিয়া লোকের নিকটে অবমাননা করে; এই সকল একাদশ প্রকার অনিষ্টকারী ব্যক্তিগণ অতিশয় পাপী। ইহাদিগকে বধ করিতে বেদশাস্ত্রে বিধি আছে। হে সাধ্বি মাতঃ! ব্রাহ্মণেরাও যদি এ সকল কার্য্যে লিপ্ত হন, তাঁহাদিগকেও ধন কাড়িয়া লইয়া মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করা উচিত,—পণ্ডিতগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৪৩—৫০। পরশুরাম জননীকে এইরূপ বুঝাইতেছেন, ইত্যবসরে প্রশস্তচেতা, মুনিবর ভৃগু দুঃখিতচিত্তে অতিশয় ভীত হইয়া আপনিই সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। রেণুকা এবং পরশুরাম উভয়ে সেই ভৃগুমুনিকে দর্শনানন্তর প্রণামাদি বিনীতভাব প্রদর্শন করিলেন। ভৃগুমুনি সেই রেণুকা ও পরশুরামের নিকটে পরলোকের হিতজনক বেদবিহিত বাক্যসমূহ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওহে পুত্র! তুমি আমার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; নিজে তুমি জ্ঞানী হইয়া কি নিমিত্ত অনর্থক বিলাপ করিতেছ? এই সংসারমধ্যে স্থাবর এবং অস্থাবর যাহা দেখিতেছ, সকলই জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; কিঞ্চিৎকাল পরে সমস্তই বিনষ্ট হইবে হে পুত্র! যথার্থ চিরস্থায়ী সত্যবস্তুর নিদানস্বরূপ সেই সনাতন বিষ্ণুকে চিন্তা কর। যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না; যাহা একবার গমন করে, তাহা পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হয় না; অতএব তাহার নিমিত্ত চিন্তা করিও না। এ সংসারে যাহা বর্ত্তমান-সময়ে হইতেছে, তাহা এ সময়ে কেহ নিবারণ করিতে সমর্থ নহে এবং যাহা ভবিষ্যৎকালে হইবে, তাহারও ভবিষ্যৎকালে কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না,—তাহা অবশ্যই ঘটিবে; জীবগণের অদৃষ্টসম্ভূত যে সকল কার্য্য তাহা সত্য, তাহা কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। ৫১—৫৬। হে বৎস! ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান যে সকল কার্য্য জগদীশ্বর-কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐ নিরূপিত কার্য্যসমূহ কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ নহে। অজ্ঞানিগণের এই ক্ষিত্যাদিপঞ্চপদার্থসম্ভূত শরীর—জগদীশ্বরের মায়া হইতে উৎপন্ন (অর্থাৎ অনিত্য); ঘটপটাদি নাম সাঙ্কেতিকমাত্র; উহা প্রাতঃকালীন স্বপ্নের ন্যায় অলীক জানিবে। দেহস্থিত ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, কান্তি, প্রাণ মন এবং জ্ঞান; ইহারা দেহস্থিত পরমাত্মা অপসৃত হইলে অপসৃত হয়। ভৃত্যবর্গ যেরূপ ভূপতির অনুগমন করে, তদ্রূপ বুদ্ধি এবং ক্ষমতা প্রভৃতি সকল পদার্থই দেহস্থিত পরমাত্মার অনুগমন করে; অতএব তুমি পরমাত্মরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা কর। ৫৭—৬০। হে পুত্র! এ জগতে কোন ব্যক্তিই কাহার জনক নহে এবং কোন ব্যক্তিই কাহার সন্তান নহে, ভ্রমমাত্র জানিবে; জীবগণ অত্যন্ত ভয়ানক দুস্পার সংসারসাগরে নিজ সুকৃত বা দুষ্কৃত-কার্য্যস্বরূপ তরঙ্গমালাদ্বারা আলোড়িত হইয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছে জানিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা আত্মীয়বর্গের বিরহে কখনই রোদন করেন না। হে পুত্র! তুমিও তোমার পিতার নিমিত্ত শোকাভিভূত হইয়া রোদন করিও না। শাস্ত্রে লিখিত আছে, পুত্র-কলত্র প্রভৃতির অশ্রুজল পতিত হইলে পরলোকগত ব্যক্তির অধঃপতন হয়। আত্মীয় ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, বন্ধুবর্গ তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া যে রোদন করে, তাহা কেবল মোহের কার্য্য; একশত বৎসর ব্যাপিয়া রোদন করিলেও কোনরূপেই তাহাকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকের দেহস্থিত পরমাত্মা পরিত্যাগ করিলে দেহ-নির্ব্বাহক পৃথিবীর অংশ পৃথিবীর মধ্যে, জলভাগ জলমধ্যে, আকাশভাগ মহাকাশে, বায়ুভাগ প্রবল বায়ুমধ্যে এবং তেজের ভাগ তেজোরাশির মধ্যে মিশ্রিত হইয়া যায়; বন্ধুবর্গের শোক কিংবা রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহারা পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসে না। জীবগণের মৃত্যুর পর লোকের পিতৃ-মাতৃ-কৃত নাম বিদ্যা কীর্ত্তিও সৎ কিংবা অসৎ কর্ম্মের উল্লেখমাত্র থাকে; আর কিছুই থাকে না। হে রাম! তুমি তোমার পিতার পরলোকের হিত কামনায় শাস্ত্রনিয়ম অনুসারে ঔর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ কর। সে-ই বন্ধু, সে-ই পুত্র, যে বন্ধু বা যে পুত্র পরলোকগত ব্যক্তির পরলোকের হিতসাধন কার্য্য করে। পরশুরাম ভৃগুমুনির শোকাপ-

নোদক বাক্যসমূহ শ্রবণান্তনর স্থিরচিত্ত হইয়া সেই সময়ে অনর্থক শোক করা ব্যর্থ বিবেচনা করত, শোক করিতে ক্ষান্ত হইলেন এবং সেই সময় পতিব্রতা ধর্ম্ম পরায়ণা পরশুরামজননী রেণুকা সেই ভৃগুমুনিকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬১—৬৭।

গণেশখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

রেণুকা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি এখনই আমার প্রাণপতির সহগমন করিব, এই আমার বাসনা; কিন্তু হে গুরো! আমার ঋতুকাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অদ্য চতুর্থ দিবস; আমার মানদাতা পূজ্যপাদ পতি অদ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন, আমি অশুচি আছি কি করিব? আপনি বেদশাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; অতএব এ বিষয়ে শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা যাহা হয়, তাহা আমাকে বলুন; আমি আপনার বাক্যানুসারে কার্য্য করিব; আমার বহুকালসঞ্চিত পুণ্যবলে আপনি হঠাৎ এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ভৃগুমুনি, রেণুকার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিতে লাগিলেন;—হে পতিব্রতে! তুমি অদ্যই তোমার সেই পুণ্যবান্ স্বামীর অনুগমন কর; যেহেতু নারীগণ ঋতুর চতুর্থ দিবসেই নিজ পতির সমস্ত কার্য্য-বিষয়ে অধিকারিণী হয়; তাহার প্রমাণ বলিতেছি শ্রবণ কর।—নারীগণ ঋতুর চতুর্থদিবসে স্বামীর কার্য্যের অধিকারিণ হয় বটে, কিন্তু দৈব কার্য্য, কিংবা পিতৃকার্য্য করিতে চতুর্থ দিবসে অধিকারিণী নহে; পঞ্চমদিবসাবধি দৈব ও পিতৃকার্য্যে স্ত্রীলোকের অধিকারিত্ব হয়। যেরূপ সর্পোপজীবী মনুষ্য, বলপূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে সর্পগণকে উত্থাপিত করে, সেইরূপ পতিব্রতা রমণী, নিজকৃত সুকৃতদ্বারা স্বামী পাপিষ্ঠ হইলেও তাহাকে লইয়া স্বর্গধামে গমন বরিতে সমর্থা হয়। চতুর্দ্দশ ইন্দ্র যত কালপর্য্যন্ত স্বর্গরাজ্য ভোগ করেন, পতিপ্রাণা সাধ্বী রমণী নিজপতির সহিত সুখভোগ করত তাবৎকাল-পর্য্যন্ত স্বর্গধামে অবস্থিতি করে। ভৃগুমুনি রেণুকাকে এইরূপ ব্যবস্থা প্রদান করিয়া পরশুরামকে কহিতে লাগিলেন;—যে পুত্র, পিতৃমাতৃভক্তিপরায়ণ, সে-ই যথার্থ পুত্র; এবং যে নারী পাতিব্রত্যধর্ম্মপরায়ণা, সে ই যথার্থ নারীপদবাচ্য; যে ব্যক্তি অসময়ে দান করিয়া জীবন রক্ষা করে, সে-ই যথার্থ বন্ধু; যে শিষ্য গুরু-শুশ্রূষাকার্য্যে অনুরক্ত সে-ই যথার্থ শিষ্য; যে ব্যক্তি বিপৎকালে রক্ষা করেন, তিনিই অভীষ্টদেব; যে রাজা প্রজাপালনকার্য্যে সক্ষম, তিনিই যথার্থ রাজশব্দধারণের অধিকারী; যে স্বামী নিজ পত্নীকে ধর্ম্মবিষয়ে বুদ্ধি প্রদান করেন, তিনিই যথার্থ স্বামী; যে গুরু শিষ্যকে হরিভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ গুরু; বেদচতুষ্টয়ে এবং পুরাণশাস্ত্রে এ সকল ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা করিয়াছেন। রেণুকা সতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিবর! ভারতবর্ষমধ্যে কোন্ কোন্ রমণী স্বামীর সহগমনে অধিকারিণী হয় এবং কোন্ কোন্ স্ত্রীলোকইবা স্বামীর সহগমনে অধিকারিণী নহে? হে তপোধন! আমার নিকটে তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করুন। ভৃগুমুনি রেণুকাকে বলিলেন, যে নারীর পুত্র বালক, যাহার গর্ভলক্ষণ হইয়াছে, যাহার ঋতুকাল উপস্থিত হয় নাই, যে স্ত্রী ঋতুমতী, যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, যাহার গলিতকুষ্ঠ প্রভৃতি মহারোগ আছে, যে স্ত্রী পূর্ব্বে স্বামি-শুশ্রূষা-কার্য্যে পরাঙ্মুখী ছিল, যাহার পতিভক্তি নাই এবং যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি সর্ব্বদা কটু বাক্য প্রয়োগ করে; এ সকল স্ত্রীলোক যদ্যপি ইহলোকে সুখ্যাতিলাভবাসনায় কদাচিৎ স্বামীর সহগমন করে, ইহারা পরলোকগত হইয়াও পরলোকগত স্বামীর নিকটে গমনে সমর্থা হয় না। এ সকল স্ত্রীলোকের স্বামিসহগমনে অধিকার নাই। এতদতিরিক্ত নারীগণ, চিতাশয়ান পতির চিতার সম্মুখে সংস্কৃত অগ্নি প্রদান করিয়া নিজ কান্তের অনুগমন করিবে। সেই সকল স্ত্রীলোকই পরলোকগতা হইয়া নিজ পতিকে প্রাপ্তা হয়। ১—১৩। যে সকল স্ত্রী, নিজ কান্তের অনুগমন করে, সে সকল স্ত্রী নিজকৃত সুকৃতের ফল সমভিব্যাহারে লইয়া প্রতিজন্মে নিজ স্বামীকে প্রাপ্ত হয়। হে পতিব্রতে! তোমার নিকটে পতিসহগামিনী সাধ্বী স্ত্রীর কর্ত্তব্যকার্য্যের নিয়মাবলী বলিলাম; এক্ষণে তীর্থস্থানে সজ্ঞানে মৃত গৃহিগণের এবং বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্যকার্য্যসমূহের ব্যবস্থা বলিতেছি, সমাহিতা হইয়া শ্রবণ কর। পতিব্রতা নারী, যে কোন স্থানে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ নিজ কান্তের সহমৃতা হইলেই পরলোকে নিজ পতির সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া গোলোকপতি বিষ্ণুর সমীপে স্থানপ্রাপ্তি-বিষয়ে অধিকারিণী হয়। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ভক্তি এবং মুক্তিলাভেচ্ছু জনগণের তীর্থস্থানে কিংবা অন্য স্থানে, যে কোন স্থানে হউক মৃত্যু হইলেই সমান ফল লাভ হয় (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে গমন করে)। হে সাধ্বি! ভৃগু বলিলেন, যে পুরুষ

সেই ভগবান্ নারায়ণের উপাসনা করে এবং যে স্ত্রীলোক কমলালয়া লক্ষ্মীর উপাসনা করে, মহাপ্রলয়সময়েও ঐ স্ত্রী-পুরুষের বৈকুণ্ঠ হইতে অধঃপতন হয় না। যে ব্যক্তি তীর্থস্থানে সজ্ঞানে-মরে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরকালে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া যাবৎকাল এক শত ব্রহ্মা চতুর্দ্দশ ভুবনে আধিপত্য করেন তাবৎকাল ঐ তীর্থমৃত ব্যক্তি নিজ পত্নীর সহিত সানন্দে কালযাপন করে; (নারায়ণ বলিলেন) ভৃগু মুনি রেণুকা সতীকে এ সকল ধর্ম্মোপদেশ করিয়া পরশুরামকে তৎকালোচিত বেদ বিহিত নিয়মিত কার্য্যসমূহ বলিতে লাগিলেন, হে বৎস! মহাভাগ! অমঙ্গলজনক শোক পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমিতে আগমন কর। হে ভৃগুবংশাবতংশ! তুমি পিতৃদেহটীকে দক্ষিণশিরা করাইয়া উত্তান করিয়া চিতার উপরি শয়ান করাও এবং নুতন বস্ত্র নূতন যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইয়া অশ্রু সংবরণপূর্ব্বক নিজে দক্ষিণমুখ হইয়া ভক্তিভাবে অরণীসম্ভূত অগ্নি গ্রহণ করত ধরামণ্ডলে যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাঁহাদিগকে স্মরণ কর; গয়া প্রভৃতি সমস্ত তীর্থস্থলে, পুণ্যজনক পর্ব্বতসমূহ, কুরুক্ষেত্র, নদীশ্রেষ্ঠা এবং সকল-পাপবিনাশকারিণী গঙ্গা, যমুনা, কৌশিকী, চন্দ্রভাগা, গণ্ডকী, অবকাশা, পনসা, সরযূ, পুষ্পভদ্রা, ভদ্রা, নর্ম্মদা, সরস্বতী, গোদাবরী, কাবেরী, স্বর্ণরেখা—এই সকল নদী; পুষ্করতীর্থ, রৈবত, বরাহ, শ্রীশৈল, গন্ধমাদন, হিমালয়, কৈলাস, সুমেরু, রত্নপর্ব্বত প্রভৃতি পর্ব্বতসমূহ; বারাণসী, প্রয়াগ, পবিত্র ভূমি বনময় বৃন্দাবন, হরিদ্বার এবং বদরীক্ষেত্রে ইহাদিগকে বারংবার স্মরণ করত চন্দনকাষ্ঠ, অগুরুকাষ্ঠ, মৃগনাভি, নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প পিতৃদেহে প্রদানপূর্ব্বক বস্ত্রযুগল পরিধান করাইয়া চিতার উপরি সংস্থাপন কর। তদনন্তর কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা এবং মুখ প্রভৃতি নবদ্বারস্থানে স্বর্ণখণ্ড প্রদানপূর্ব্বক আবৃত কর। হে তাত! তিল-পরিপূর্ণ তাম্রপাত্র, সবৎসা গাভী, রজত এবং দক্ষিণার সহিত সুবর্ণ, অকাতরচিত্তে আদরপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে দানানন্তর অব্যাকুলচিত্তে পিতার মৃতদেহে অগ্নি প্রদান কর। ১৪—৩১। হে ভৃগুনন্দন! সজ্ঞানে এবং অজ্ঞানে পাপকার্য্য করিয়া মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়ায় পঞ্চীভূত এই দেহ পৃথক্‌ভাবাপন্ন হইয়াছে, এ দেহ আশ্রয় করিয়া জীব পুণ্যকার্য্য এবং পাপকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, এ দেহই লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুগণের বশবর্ত্তী ছিল, এ দেহের সকল অবয়ব আমি দগ্ধ করিতেছি, এক্ষণে জীব দিব্যলোকে গমন করুন। এই মন্ত্র পাঠানন্তর তুমি চিতাশায়ী পিতৃদেহকে প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনাম স্মরণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত "হে অগ্নে! তুমি ইঁহা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিলে, এখন আবার তোমা হইতে ইঁহার উৎপত্তি হউক, এখন ইনি স্বর্গে গমন করুন," এই মন্ত্র পাঠান্তে শিরোদেশে অগ্নি প্রদান কর। পরশুরাম, ভৃগুমুনির আজ্ঞানুসারে জ্ঞাতিবর্গের সহিত অগ্নিদানান্ত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তদনন্তর সতী রেণুকা স্বীয় হৃদয়োপরি পরশুরামকে বসাইয়া উত্তরকালের সুখপ্রদ কতকগুলি বাক্য আদেশ করিলেন। লোকের সহিত বিবাদ না করাই, এ সংসারসাগরে অতীব মঙ্গলজনক কার্য্য। হে বৎস! লোকের সহিত বিরোধ করিলে অসংখ্য উপদ্রব ভোগ করিতে হয়;—আত্মবিনাশ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। হে বৎস! নির্দয় ক্ষত্রিয়-গণের সহিত বিবাদ কর্ত্তব্য নহে; যদ্যপি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ বলিয়া বিরোধে ক্ষান্ত না হও, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা এবং উৎকৃষ্ট মন্ত্রণা-কুশল ভৃগুমুনির সহিত বিশেষ আলোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করিও; পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিয়া যে কার্য্য করা হয়, তাহাই শুভপ্রদ জানিবে। রেণুকা সতী নিজপুত্র পরশুরামকে এরূপ উপদেশ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ চিতারূঢ় মৃত স্বামীর দেহ টানিয়া হৃদয়োপরি স্থাপনান্তে হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে নিশ্চেষ্টভাবে চিতায় শয়ন করিলেন। রেণুকা সতী চিতায় শয়ন করিলে পর পরশুরাম ভ্রাতৃগণের সহিত চিতার চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া ভ্রাতৃগণ ও পিতার শিষ্যবর্গের সহিত বহু বিলাপ করিলেন। রেণুকা সতী নিজ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া 'রাম রাম' এই শব্দটি উচ্চারণ করিতে করিতে নিজপুত্রের সম্মুখেই ভস্মাবশেষ হইয়া গেলেন। তখন প্রভুর নাম শ্রবণানন্তর বিষ্ণুদূতগণ তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা সকলেই কৃষ্ণবর্ণ মনোহর চতুর্ভুজ, শঙ্খ চক্র গদা এবং পদ্মধারী, বনমালা-পরিশোভিতকণ্ঠ; তাহাদিগের মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, পরিধানে কৌশেয় পীতাম্বর। তাহারা রথারোহণপূর্ব্বক সেই চিতা-ভূমির নিকটে আগমনপূর্ব্বক রেণুকা সতী ও জমদগ্নি মুনিকে রথারূঢ় করাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করত বিষ্ণু-সমীপে সমাগত হইল। রেণুকা সতী ও জমদগ্নি মুনি, বিষ্ণুলোকে আনীত হইলে পর বৈকুণ্ঠধামে শ্রীহরির নিকটবর্ত্তী স্থানে স্থান প্রাপ্ত হওয়াতে নিয়ত অতীব মঙ্গলকর শ্রীহরির দাস্যকার্য্য আচরণ করত

পরমসুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৩২—৪৭। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! পরশুরাম, পিতা মাতার দাহকার্য্য সমাধানান্তে ভৃগুমুনির মন্ত্রণানুসারে ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক বিহিত বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক পরলোক-গত পিতা ও মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অসংখ্য ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন, অসংখ্য গাভী, সুবর্ণরাশি, নানাবিধ বস্ত্র, মনোহর উৎকৃষ্ট শয্যা, সুবর্ণ-পাত্রের সহিত চতুর্ব্বিধ অন্ন, সুশীতল জল, সুগন্ধি চন্দন, রত্নময় দীপ, রৌপ্যনির্ম্মিত পর্ব্বত, মহামূল্য সুবর্ণের আসন, সুবর্ণাধারের সহিত কর্পূরাদিসুবাসিত তাম্বূল, ছত্র, পাদুকা, নানাবিধ ফল, পুষ্পমাল্য, নানা-বিধ ফল মূল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, সুস্বাদু মনোহর মিষ্টান্ন দ্রব্য এবং দক্ষিণাস্বরূপ বহু ধন প্রদান করিলেন। এ সমস্ত কার্য্যাবসানে তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। পরশুরাম সেস্থানে গমনানন্তর দেখিলেন, ব্রহ্মলোক সুবর্ণময় ও তাহার প্রাচীর সমস্ত সুবর্ণনির্ম্মিত ইষ্টক-দ্বারা গ্রথিত; বহির্দ্বার সমস্ত সুবর্ণ-কুম্ভদ্বারা সুশো-ভিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মা, স্বীয় তেজোরাশিদ্বারা উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করত রত্নময় অলঙ্কারসমূহে বিভূ-ষিত কলেবরে বিচিত্র রত্নসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার চতুঃপার্শ্বে সিদ্ধগণ, দেবর্ষি এবং বিপ্রর্ষিগণ পরিবেষ্টন করিয়াছেন; দেখিলেন,—বিদ্যাধরীগণ নৃত্য করিতেছে; ভগবান্ সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, সানন্দচিত্তে সহাস্যবদনে তাহা দর্শন করিতেছেন; কিন্নরগণ গান করিতেছে, তিনি তাহা শ্রবণ করিতেছেন; চন্দন, অগুরু, মৃগনাভি এবং কুঙ্কুম প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা শরীরের শোভা সম্পাদন করিয়া অসাধারণ শ্রী ধারণ করিয়াছেন; তপস্বিগণকে স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিতেছেন; কাহাকেও বা অচলা সম্পত্তি দান করিতেছেন; এই ভুবনত্রয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা পরমেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মরূপী ভগবান্ জগদীশ্বর, হরির নাম জপ করিতেছেন; জিজ্ঞাসু শিষ্যমণ্ডলীকে অতিশয় গোপনীয় যোগশাস্ত্রের উপদেশ করিতেছেন। ভৃগুকুলোদ্বহ পরশুরাম সেই অব্যয়াত্মা বিধাতাকে দর্শন করিবামাত্র অগ্রগামী হইয়া ভক্তিভাবে নমস্কার করিয়া সাতিশয় রোদন করত কার্ত্তবীর্য্যকর্ত্তৃক পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করাইলেন। পরশুরাম বলিতে লাগিলেন, হে বিধাতঃ! হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ভগবান্ জম-দগ্নি মুনি—আমার পিতা; আপনি আমার পিতামহ, আপনি ভিন্ন কাহাকে কি বলিব? রাজা কার্ত্তবীর্য্যা-র্জ্জুন, মৃগয়া করিতে বনে গমন করিয়া বনমধ্যে আহারীয় দ্রব্যের অসদ্ভাবে উপবাস করিতেছিলেন! তদ্দর্শনে পরম দয়ালু আমার পিতা মুনিবর জমদগ্নি, দয়ার্দ্রচিত্তে কামধেনুপ্রবরকপিলাদত্ত দুগ্ধ-ঘৃতাদিদ্বারা ঐ রাজার আতিথ্যসৎকারপূর্ব্বক ক্ষুধা নিবৃত্তি করাইলেন। পাপাত্মা মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, কপিলালোভে আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে। এই কথা বলিতে বলিতে পরশুরাম অতি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলেন। ৪৮—৬১। অনন্তর সেই ভৃগুনন্দন, রাম চক্ষের জল তিরোহিত করত দয়ারসাগর বিধাতাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে জগৎপিতঃ! সাধ্বীশ্রেষ্ঠা আমার মাতা রেণুকা, আমার প্রতি স্নেহমমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতার অনুগামিনী হইয়াছেন। এক্ষণে আমি বন্ধু-বান্ধবশূন্য হইয়াছি; আপনিই আমার জনক, গুরু, প্রভু, কর্ত্তা, প্রতিপালক এবং অভীষ্টদাতা; এক্ষণে আমি আপনার শ্রীচরণে শরণাগত হইতেছি. আমার রক্ষা বিধান করুন। আমি আমার মৃত মাতার উপ-দেশানুসারে আপনার দিব্যসভায় উপস্থিত হইয়া বলিতেছি, আপনি আমার বৈরী সংহার করুন। যে ব্যক্তি দরিদ্রজনের রক্ষা করেন, সে ব্যক্তিই রাজা, তিনিই ধর্ম্মপরায়ণ ও দয়াবান; তাঁহার কীর্ত্তি এ জগতে বিখ্যাত হয়; তিনিই লোকের নিকটে পূজা পাইয়া থাকেন এবং তাঁহারই চিরস্থায়ী সম্পদ্ ভোগ হয়; অতএব আমি অতি দীন; আমার মানস পূর্ণ করুন। যে রাজা, ইনি প্রধান, ইনি অপ্রধান, ইঁহারা উভয়ে তুল্য, এই সকল বিবেচনা করত যথানিয়মে প্রজা পালন না করেন, লক্ষ্মীদেবী ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহার গৃহ হইতে প্রস্থান করেন; সে রাজার রাজ্যসম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হয়। কৃপাময় ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণবালক পরশু-রামের কথা শ্রবণানন্তর তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করত বক্ষে রাখিলেন। তদনন্তর ভগবান্ চতুরানন ব্রহ্মা, পরশুরামের নিকটে সাতিশয় দুষ্কর ভয়ানক এবং অনেক প্রাণীর বিনাশকর প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন যে. ভবিতব্যতানুসারে সকলই ঘটিয়া থাকে, এবিষয়ে আমার চিন্তা করা. ব্যর্থ; তখন পরিণামকালের মঙ্গলদায়ী বাক্যসমূহ পরশুরামকে বলিতে লাগিলেন। হে বৎস! অনেক প্রাণীর হত্যাসাধক কার্য্য তোমার প্রতিজ্ঞা, তাহা সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন; পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে ভগবান্ কর্ত্তৃক এ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ৬২—৭০। হে পুত্র! পরমেশ্বরের অনুমতিক্রমে আমি ক্লেশ স্বীকার করত এ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি।

জগতের বিলাপকর তোমার ভয়ানক প্রতিজ্ঞা শ্রবণে আমার অত্যন্ত দয়ার উদয় হইতেছে; কিরূপে এ ক্ষত্রিয়কুল রক্ষা হয়, তন্নিমিত্ত আমি চিন্তাযুক্ত হইয়াছি জানিবে। হে রাম! তুমি এ পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে অভিলাষ করিতেছ,—এক কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অপরাধে ক্ষত্রিয়জাতির ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছ; ইহা তোমার উচিত কার্য্য হয় নাই। হে বিপ্রকুলাবতংস! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই ত্রিবিধ জাতি লইয়া সনাতনী সৃষ্টি—ইচ্ছাময় ভগবান নারায়ণ একবার প্রকাশ করিতেছেন, ইচ্ছা হইলেই পুনর্ব্বার ইহা বিলোপ করিতেছেন; এইরূপ পুনঃপুনর্ব্বার জগতের সৃষ্টি ও লয় করা ইচ্ছাময় জগদীশ্বরের নিত্য কার্য্য। অদৃষ্টবলে তোমার মনোরথ সম্পন্ন হইবে, কিন্তু বহুযত্ন করিলে পর তবে তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইবার সম্ভাবনা। হে বৎস! তুমি কৈলাস পুরীতে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতির শরণাগত হও; এ ধরামণ্ডলে ভূপতিগণ ভগবান ভবানীপতির কিঙ্কর; এ পৃথিবীমধ্যে অনেক ভূপতিই অসাধারণশক্তিসম্পন্ন ও শিবকবচ, শক্তিকবচ ধারণ করিয়া থাকেন; অতএব মহাদেবের বিনা অনুমতিতে শঙ্করকিঙ্কর নৃপতিনিকরকে বিনাশ করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। হে পরশুরাম! বিশেষ যত্নপূর্ব্বক মঙ্গলকর ক্ষত্রিয়পরাজয়সাধক উপায় অবলম্বন কর। কর্ম্মের আদিতে উপায়সহকারে যে সমস্ত কার্য্য আরব্ধ করা হয়, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে পরশুরাম! যত্নপূর্ব্বক শঙ্করের নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র ও দিব্যকবচ গ্রহণ কর। জগতে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণবতেজ, শৈবতেজ, কিংবা শক্তির তেজ পরাভূত করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? হে রাম! জগদীশ্বর মহাদেব তোমার সকল জন্মের মন্ত্রদাতা গুরু; অতএব আমার নিকটে তোমার মন্ত্র গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে; ভূতভাবন ভবের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ কর। যে কার্য্য যুক্তিসঙ্গত, তাহাই বিধেয়। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে মন্ত্র পতি, পত্নী, গুরু এবং অভীষ্ট দেবতা লাভ হয়; পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল বস্তু পূর্ব্বজন্মে যে যাহার থাকে, আবার পরজন্মে সেই তাহার হইয়া আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে ভৃগুনন্দন রাম! তুমি মহাদেবের নিকটে উৎকৃষ্ট ত্রৈলোক্যবিজয়নামক কবচ গ্রহণপূর্ব্বক এ ধরামণ্ডলকে একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতেপারিবে। দাতৃশ্রেষ্ঠ শঙ্কর তোমাকে অসাধারণশক্তিসম্পন্ন পাশুপতঅস্ত্র দানকরিবেন; তুমিও মহাদেবপ্রদত্ত মন্ত্রবলে ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিতে সক্ষম হইবে। ৭১—৮২।

গণেশখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, ভৃগুবংশাবতংশ পরশুরাম বিধাতার উপদেশবাক্য শ্রবণানন্তর জগৎপিতা ব্রহ্মাকে নমস্কার করত তাঁহার নিকটে বরলাভ করিয়া পুলকিতচিত্তে শিবলোকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। শিবলোক, ব্রহ্মলোক হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ব্রহ্মলোক হইতে শিবলোকের অনেক বৈলক্ষণ্য পরিদৃশ্যমান হয়।—উহা এরূপ মনোহর যে, তাহার বর্ণনা করা যায় না; ঐ লোক শূন্যে বায়ুঅবলম্বনে অবস্থিত। শিবলোকের দক্ষিণভাগে বৈকুণ্ঠপুরী, বামভাগে গৌরীলোক এবং অধোভাগে সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ ধ্রুবলোক এই সকল লোকের উপরিভাগে পঞ্চাশৎকোটিযোজন পরিমিত গোলোকপুরী বিরাজমান রহিয়াছে, গোলোকধামের উপরি আর লোক নাই; উহা সকল লোকের উপরি জানিবে। সেই যোগিবর পরশুরাম মানসগতি অবলম্বনে গমনপূর্ব্বক শিবলোক দর্শন করিলেন; ঐ লোকের উপমান কিংবা উপমেয় বস্তু নাই, উহা অতি অদ্ভুত। পরশুরাম দেখিলেন, সে স্থানে সিদ্ধবিদ্যাদ্বারা বিখ্যাত, কোটিকল্প তপস্যা করিয়া পবিত্রচিত্ত, পুণ্যবান্, যোগীন্দ্রশ্রেষ্ঠসমূহ চতুর্দ্দিকে বিরাজিত রহিয়াছেন এবং অভিলষিতফলদাতা, কল্পবৃক্ষসমূহ শিবলোক আবরণ করিয়া আছে। ঐ লোক অসংখ্য কামধেনুসমূহ দ্বারা শোভিত, মধুলোভমুগ্ধ মধুপসমূহের মধুর ধ্বনিদ্বারা মোহিত এবং নূতনপল্লবোপরি বিরাজমান পুংস্কোকিলগণের কুহু কুহু কলরবদ্বারা আচ্ছন্ন। ঐ লোক যোগিবর শঙ্করকর্ত্তৃক যোগপ্রভাবে স্বেচ্ছাদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা স্বপ্নেও ইহা দর্শন করিতে সক্ষম নহেন। হে ব্রহ্মন্! ঐ লোক নিরাময় যোগসম্ভূত জীবগণদ্বারা বেষ্টিত, কমল-নিকরশোভিত এবং মনোহর অসংখ্য সরোবর সমূহদ্বারা সুশোভিত। শিবলোক পারিজাতবৃক্ষের বনশ্রেণীদ্বারা বিরাজিত পুষ্পোদ্যানে বেষ্টিত হওয়াতে সকল সময়েই অতি মনোহর শ্রী ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সেই লোক উৎকৃষ্টমণিসমূহ দ্বারা বিনির্ম্মিত, সুদৃশ্য মণিময় বেদীসমূহ দ্বারা অদ্ভুত দৃশ্য হইয়াছে। তাহার অভ্যন্তর স্থানসকল, অতি রমণীয় রাজপথসমূহ দ্বারা

পরম রমণীয় হইয়াছে। শিবলোকে মরকতাদি-মণিনির্ম্মিত বহুকোটি গৃহ বিরাজমান রহিয়াছে; ঐ সকল গৃহের দ্বারে দ্বারে নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য-দ্বারা গঠিত মণিময়কুম্ভশ্রেণী উজ্জ্বল শ্রী সম্পাদন করিতেছে। ১—১৩। পরশুরাম শিবলোকে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, ঐ শিবলোকের অতি মনোহর মধ্য স্থানে ভগবান্ ভবানীপতির আবাসমন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ গৃহ অত্যন্ত মনোহর মণিনির্ম্মিত প্রাচীরদ্বারা চতুঃপার্শ্বে বেষ্টিত। ঐ গৃহ এতাদৃশ উচ্চ যে গগন স্পর্শ করিয়াছে। ঐ সকল গৃহ ক্ষীর-নীরতুল্য অসাধারণ শুক্লবর্ণ; উহার ষোড়শটি দ্বার; মহামূল্য রত্নরাজিদ্বারা বিনির্ম্মিত, রত্নময় সোপানশ্রেণী-সুশোভিত, রত্নময় স্তম্ভ এবং রত্নময় কবাটশ্রেণী-সম্পন্ন, হীরক-খণ্ড-পরিস্কৃত, মাণিক্য-নিকর নির্ম্মিত মালাদ্বারা অলঙ্কৃত, রত্নময়-কলসসমূহদ্বারা উজ্জ্বল-আশ্চর্য্য চিত্রকার্য্যদ্বারা অতি মনোহর শত শত গৃহ, শিবভবনের শোভা সম্পাদন করিতেছে। পরশুরাম দেখিলেন;—রত্নশ্রেষ্ঠসমূহের সারভাগদ্বারা নির্ম্মিত কবাটবিভূষিত সিংহদ্বার, মহাদেব-গৃহের সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ অদ্ভুত গৃহের অভ্যন্তরে এবং বহির্দ্দেশে পদ্মরাগ মণি ও অসাধারণ মরকত-মণিদ্বারা নির্ম্মিত বেদীসমূহ গৃহের শোভাসম্পাদন করিতেছে। নানাবিধ চিত্রবস্তুদ্বারা চিত্রিত হওয়াতে ঐ গৃহ জনগণের অত্যন্ত মনোহারী হইয়াছে। গৃহের দ্বারদেশে দেখিলেন,—ভয়ানকমূর্ত্তি দুইজন দ্বাররক্ষক নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐ দ্বারপাল দুইজনের দন্ত ও বদন ভয়ানক; আকার বিকৃত; দগ্ধপর্ব্বতসদৃশ চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ; উভয়ে মহাবলপরাক্রমশালী; বিভূতি-দ্বারা তাহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভূষিত; পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; উভয়েই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ; উহাদিগের নয়ন-তারা দুইটি পিঙ্গলবর্ণ, নয়ন অতি বিস্তৃত, মস্তকে জটাভার; তাহারা ত্রিনয়ন,—ত্রিশূল ও পট্টিশাস্ত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে; ব্রহ্মতেজদ্বারা জাজ্বল্যমান ঐ দুইজন দ্বারপালকে দর্শন করিয়া পরশুরাম ভীত-চিত্তে কিঞ্চিৎ কথা বলিতে লাগিলেন। ১৪—২৩। পরশুরাম, বিনয়াবনতচিত্তে অত্যন্ত উগ্রস্বভাব এবং বিনয়শূন্য সেই দ্বারপালদ্বয়ের নিকটে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। সেই বিপ্রবালকের বাক্য শুনিয়া দ্বারপালদ্বয় কৃপাপরতন্ত্রচিত্তে মহাত্মা মহা-দেবের নিকটে গমনপূর্ব্বক পরশুরামের আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া দেবদেবের নিকটে প্রবেশানুমতি আনয়নপূর্ব্বক পরশুরামকে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিল। ভৃগুবংশাবতংস পরশুরাম, অনুচর-দ্বয়ের আজ্ঞাপ্রাপ্তে হরি স্মরণ করিতে করিতে শিবালয়ে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন,—সকল গৃহের অতীব মনোহর ষোলটি দ্বার; সকল দ্বারই নানাবিধ বস্তুদ্বারা চিত্রিত এবং তথায় দ্বারপালবর্গ নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐ সকল দ্বারপালকে দর্শনানন্তর মহামহিম মহাদেবের অতি আশ্চর্য্য বহুসংখ্যক সিদ্ধ-সজ্ঞকর্ত্তৃক আবৃত,মহর্ষি-নিকর-বেষ্টিত এবং পারিজাত-সুরভীকৃত অসাধারণ সভা দর্শন করিলেন। পরশুরাম, সেই সভামধ্যে রত্নসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট, রত্নময় ভূষণে ভূষিত দেবদেব মহাদেবকে দর্শন করি-লেন। দেখিলেন,—ভগবান্ শঙ্কর চন্দ্রশেখর, ত্রিশূল এবং পট্টিশধারী; উৎকৃষ্টব্যাঘ্রচর্ম্ম-নির্ম্মিত বস্ত্রে তাঁহার কটিদেশ আচ্ছাদিত; বিভূতিদ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিলেপিত; সর্পশরীর তাঁহার যজ্ঞোপবীত। সেই মহাশিব, ভক্তবৃন্দের মঙ্গলকর কার্য্যে আসক্ত আছেন। তিনি মঙ্গলের নিদান, মাঙ্গল্যদ্রব্যের আধার; তিনিই আত্মারামস্বরূপ; তিনি সর্ব্বদা কামিগণের কামনা পরিপূর্ণ করিতেছেন। তাঁহার কোটিসূর্য্য-তুল্য তেজ; মুখপঙ্কজ মৃদুহাস্যদ্বারা সর্ব্বদা প্রসন্ন এবং ভক্তগণের প্রতি সর্ব্বদা অনুগ্রহ প্রকাশক। তিনি সনা-তন জ্যোতির্ম্ময়; লোকেরপ্রতি অনুগ্রহনিমিত্ত কলেবর ধারণ করিয়াছেন। তিনি জটাজূটমণ্ডিত; পতিনিন্দা-অসহমানা ত্যক্তপ্রাণা দক্ষকন্যা সতীর অস্থি-নিচয়দ্বারা রচিত মালা তাঁহার ভূষণ; তিনি তপঃপরায়ণ মুনিগণের তপস্যার যথাযোগ্য ফল দান করিতেছেন; কাহাকেও বা সকল ঐশ্বর্য্য দান করিতেছেন। তিনি নির্ম্মল স্ফটিকের ন্যায় শুক্লবর্ণ; তাঁহার পাঁচটি বদন, উহার প্রত্যেকটি-ই ত্রিনয়নে শোভামান। তিনি শিষ্যবর্গকে তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা অতি গোপনীয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন, নারদাদি যোগিগণকর্ত্তৃক দিব্য স্তবদ্বারা স্তুত হইতেছেন, চতুঃপার্শ্বে কপিলাদি সিদ্ধ ঋষিগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন, নন্দী প্রভৃতি পার্ষদগণ অনবরত শুক্ল চামরনিকর দোলায়িত করিয় বীজন করিতেছেন। তিনি পরাৎপর, পরিপূর্ণতম, ইচ্ছাময়, সত্ত্ব, রজ এবং তম এই ত্রিগুণের অনধীন, ভক্তগণের জরা ও মৃত্যুভয়-বিনাশকারী, জ্যোতিঃস্বরূপ, পরাৎপর, পরমানন্দরূপী, সকলের আদিভূত, প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত পরমব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান-পরায়ণ; ধ্যানজনিত আনন্দ-সন্দোহজাত পুলকদ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত; তিনি শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিতে করিতে অজ্ঞান হইতেছেন। অশ্রুবিন্দু

দ্বারা তাঁহার নয়ননিকর প্লাবিত হইতেছে। একাদশ রুদ্র ও ক্ষেত্রপালগণ, তাঁহার চতুঃপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এতাদৃশ ভাবাপন্ন ভূতভাবন ভবানীপতিকে দর্শন করিবামাত্র পরশুরাম ভূমিলুণ্ঠিতমস্তকে সাতিশয় আনন্দিতচিত্তে প্রণাম করিলেন। পরশুরাম দেখিলেন, ভগবান্ ভবের বামপার্শ্বে কার্ত্তিকেয়, দক্ষিণপার্শ্বে সিদ্ধিদাতা গণেশ, সম্মুখস্থানে নন্দিকেশ্বর ও মহাকালরূপী বীরভদ্র এবং ক্রোড়ের একদেশে কালী ও একদেশে হিমালয়-সুতা গৌরী শোভমান রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও দেখিবামাত্র পরশুরাম হৃষ্টচিত্তে পরমভক্তিভাবে, অবনত মস্তক হইয়া নমস্কার করিলেন। ২৪—৩৮। জমদগ্নিসুত পরশুরাম সকলের শ্রেষ্ঠ, সারাৎসার হরকে দর্শনানন্তর স্তব করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু স্তব করিতে বাক্যস্ফূর্ত্তি না হওয়াতে গদ্গদবাক্যনিঃসরণ হইতে লাগিল; অশ্রুবিন্দুদ্বারা চক্ষু পরিপূর্ণ হইল। পরশুরাম অতিদীনমনা হইয়া কাতরোক্তিসহকারে, কৃতাঞ্জলিপুটে, শান্তভাবে, পিতৃমাতৃশোকে পীড়িতচিত্তে শোকহর হরের স্তুতি পাঠ করিলেন;—হে জগদীশ্বর! আপনাকে আমি স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু আমার স্তব করিবার কোন ক্ষমতা নাই। আপনি সকল অক্ষরের উৎপত্তিস্থান; আপনার কোনরূপ কোন কার্য্যের চেষ্টা নাই; অতএব আপনাকে কিরূপে স্তব করিব? নিজের অভিলাষানুরূপ স্তব করিবার বাক্যযোজনা করিতে সক্ষম হইতেছি না; অতএব কিরূপে স্তব করিব? বেদচতুষ্টয় যাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হন নাই, সেই দেবদেব মহাদেবকে স্তব করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হইবে? হে পরমেশ্বর! আপনি বুদ্ধি, বাক্শক্তি এবং মনের অগোচরপদার্থ; এ ত্রিলোকমধ্যে যাবতীয় সারবান্ পদার্থ আছে, আপনি তাহাদিগের সার পদার্থ এবং যত উৎকৃষ্ট পদার্থ আছে, তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট;—লোকের জ্ঞানশক্তি ও বুদ্ধিশক্তির অতীত; আপনি সিদ্ধপুরুষ এবং সিদ্ধপুরুষনিচয়কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সেবিত। আপনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। আপনার অন্ত নাই, আদি নাই, এবং বিনাশ নাই; আপনি ইচ্ছানুসারে কখন জগতের অধীন, কখন বা অধীনতাশূন্য, কখন বা স্বাধীন পুরুষ; আপনিই অস্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তিস্থান। আপনি ধ্যানদ্বারা সাধনীয় বস্তু, আপনার আরাধনা করা দুষ্কর কার্য্য, অতিসাধনাদ্বারা আপনার সাধনা করা যায়; আপনি কৃপা-সমুদ্র। হে করুণাময়! দীনজনগণবন্ধো! আমি অতি দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তি, আমাকে পরিত্রাণ করুন। অদ্য আমার জন্ম সফল হইল, এবং আমার জীবন ধারণ করা সার্থক হইল। ভক্তগণ যাঁহাকে স্বপ্নেও দর্শন করিতে সক্ষম হয় না, আমি অধুনা মানবচক্ষুর্দ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিলাম! ইহা অপেক্ষা ভাগ্য কি আছে? হে দেব! যে দেবাদিদেবের অংশ হইতে ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ যাঁহার কলার অংশ, আমি সেই জগদীশ্বর মহাদেবকে নমস্কার করি। যে দেবাদিদেব মহাদেব ভাস্কররূপে কলাকাষ্ঠা প্রভৃতি কালবিভাগ করত জগতের হিত সাধন করিতেছেন, চন্দ্ররূপী হইয়া সুধা বর্ষণ করিতেছেন, বহ্নিরূপী হইয়া পাকাদি কার্য্যদ্বারা জগতের হিতসাধন করিতেছেন, জলরূপে শস্যোৎপাদন করিতেছেন, বায়ুরূপে জনগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যে দেব, স্ত্রী-রূপ, ক্লীবরূপ এবং পুরুষরূপ ধারণ করিয়া, সৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন, সকল বস্তুর আধারস্বরূপ এবং সকল বস্তুস্বরূপ হইয়া যে দেব অবস্থিতি করেন, সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। ৩৯—৫০। গিরিকন্যা পার্ব্বতী কঠোর তপস্যাদ্বারা যাঁহাকে পাইয়াছেন, বহুকাল তপস্যা করিয়াও পাওয়া সুকঠিন, সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। সকল লোকের কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইয়া যিনি লোকের অভিলাষাধিক ফল প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি ভক্তগণের প্রতি অল্পকালমধ্যেই সন্তুষ্ট হন ও ভক্তের প্রতি সর্ব্বদাই স্নেহপরতন্ত্র, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যে দেব অনায়াসে অল্পকালমধ্যে ভয়ঙ্কর কালাগ্নিরূপ ধারণপূর্ব্বক এ অসীম জগৎসংসার বিলোপ করিয়া থাকেন, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যে দেব কালস্বরূপ, যিনি কালের কাল, যে দেব হইতে সৃষ্টিকালে কালচক্র প্রবৃত্ত হয়, যিনি কালের বীজস্বরূপ, যে দেবের জন্ম নাই, যিনি পরমাত্মস্বরূপ; যে দেব দৈত্যাদিনিধনবাসনায় নানারূপ স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হন এবং যিনি সর্ব্বরূপী, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। ভৃগুকুলোদ্বহ পরশুরাম মহাদেবসমীপে এইরূপ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করত তাঁহার পাদপদ্মসমীপে পড়িয়া রহিলেন। ভগবান্ ভবানীপতি ভৃগুবংশজ পরশুরামের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে পরশুরামকৃত মহাদেবের এই স্তুতি পাঠ করে, সে মনুষ্য নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভপূর্ব্বক কৈলাসপুরীগমনে সমর্থ হয়। ৫১—৫৬।

গণেশখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পরম রমণীয় হইয়াছে। শিবলোকে মরকতাদি-মণিনির্ম্মিত বহুকোটি গৃহ বিরাজমান রহিয়াছে; ঐ সকল গৃহের দ্বারে দ্বারে নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য-দ্বারা গঠিত মণিময়কুম্ভশ্রেণী উজ্জ্বল শ্রী সম্পাদন করিতেছে। ১—১৩। পরশুরাম শিবলোকে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, ঐ শিবলোকের অতি মনোহর মধ্য স্থানে ভগবান্ ভবানীপতির আবাসমন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ গৃহ অত্যন্ত মনোহর মণিনির্ম্মিত প্রাচীরদ্বারা চতুঃপার্শ্বে বেষ্টিত। ঐ গৃহ এতাদৃশ উচ্চ যে গগন স্পর্শ করিয়াছে। ঐ সকল গৃহ ক্ষীর-নীরতুল্য অসাধারণ শুক্লবর্ণ; উহার ষোড়শটি দ্বার; মহামূল্য রত্নরাজিদ্বারা বিনির্ম্মিত, রত্নময় সোপানশ্রেণী-সুশোভিত, রত্নময় স্তম্ভ এবং রত্নময় কবাটশ্রেণী-সম্পন্ন, হীরক-খণ্ড-পরিস্কৃত, মাণিক্য-নিকর নির্ম্মিত মালাদ্বারা অলঙ্কৃত, রত্নময়-কলসসমূহদ্বারা উজ্জ্বল-আশ্চর্য্য চিত্রকার্য্যদ্বারা অতি মনোহর শত শত গৃহ, শিবভবনের শোভা সম্পাদন করিতেছে। পরশুরাম দেখিলেন;—রত্নশ্রেষ্ঠসমূহের সারভাগদ্বারা নির্ম্মিত কবাটবিভূষিত সিংহদ্বার, মহাদেব-গৃহের সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ অদ্ভুত গৃহের অভ্যন্তরে এবং বহির্দ্দেশে পদ্মরাগ মণি ও অসাধারণ মরকত-মণিদ্বারা নির্ম্মিত বেদীসমূহ গৃহের শোভাসম্পাদন করিতেছে। নানাবিধ চিত্রবস্তুদ্বারা চিত্রিত হওয়াতে ঐ গৃহ জনগণের অত্যন্ত মনোহারী হইয়াছে। গৃহের দ্বারদেশে দেখিলেন,—ভয়ানকমূর্ত্তি দুইজন দ্বাররক্ষক নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐ দ্বারপাল দুইজনের দন্ত ও বদন ভয়ানক; আকার বিকৃত; দগ্ধপর্ব্বতসদৃশ চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ; উভয়ে মহাবলপরাক্রমশালী; বিভূতি-দ্বারা তাহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভূষিত; পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; উভয়েই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ; উহাদিগের নয়ন-তারা দুইটি পিঙ্গলবর্ণ, নয়ন অতি বিস্তৃত, মস্তকে জটাভার; তাহারা ত্রিনয়ন,—ত্রিশূল ও পট্টিশাস্ত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে; ব্রহ্মতেজদ্বারা জাজ্জ্বল্যমান ঐ দুইজন দ্বারপালকে দর্শন করিয়া পরশুরাম ভীত-চিত্তে কিঞ্চিৎ কথা বলিতে লাগিলেন। ১৪—২৩। পরশুরাম, বিনয়াবনতচিত্তে অত্যন্ত উগ্রস্বভাব এবং বিনয়শূন্য সেই দ্বারপালদ্বয়ের নিকটে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। সেই বিপ্রবালকের বাক্য শুনিয়া দ্বারপালদ্বয় কৃপাপরতন্ত্রচিত্তে মহাত্মা মহা-দেবের নিকটে গমনপূর্ব্বক পরশুরামের আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া দেবদেবের নিকটে প্রবেশানুমতি আনয়নপূর্ব্বক পরশুরামকে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিল। ভৃগুবংশাবতংস পরশুরাম, অনুচর-দ্বয়ের আজ্ঞাপ্রাপ্তে হরি স্মরণ করিতে করিতে শিবালয়ে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন,—সকল গৃহের অতীব মনোহর ষোলটি দ্বার; সকল দ্বারই নানাবিধ বস্তুদ্বারা চিত্রিত এবং তথায় দ্বারপালবর্গ নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐ সকল দ্বারপালকে দর্শনানন্তর মহামহিম মহাদেবের অতি আশ্চর্য্য বহুসংখ্যক সিদ্ধ-সঙ্ঘকর্ত্তৃক আবৃত, মহর্ষি-নিকর-বেষ্টিত এবং পারিজাত-সুরভীকৃত অসাধারণ সভা দর্শন করিলেন। পরশুরাম, সেই সভামধ্যে রত্নসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট, রত্নময় ভূষণে ভূষিত দেবদেব মহাদেবকে দর্শন করি-লেন। দেখিলেন,—ভগবান্ শঙ্কর চন্দ্রশেখর, ত্রিশূল এবং পট্টিশধারী; উৎকৃষ্টব্যাঘ্রচর্ম্ম-নির্ম্মিত বস্ত্রে তাঁহার কটিদেশ আচ্ছাদিত; বিভূতিদ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিলেপিত; সর্পশরীর তাঁহার যজ্ঞোপবীত। সেই মহাশিব, ভক্তবৃন্দের মঙ্গলকর কার্য্যে আসক্ত আছেন। তিনি মঙ্গলের নিদান, মাঙ্গল্যদ্রব্যের আধার; তিনিই আত্মারামস্বরূপ; তিনি সর্ব্বদা কামিগণের কামনা পরিপূর্ণ করিতেছেন। তাঁহার কোটিসূর্য্য-তুল্য তেজ; মুখপঙ্কজ মৃদুহাস্যদ্বারা সর্ব্বদা প্রসন্ন এবং ভক্তগণের প্রতি সর্ব্বদা অনুগ্রহ প্রকাশক। তিনি সনা-তন জ্যোতির্ম্ময়; লোকেরপ্রতি অনুগ্রহনিমিত্ত কলেবর ধারণ করিয়াছেন। তিনি জটাজুটমণ্ডিত; পতিনিন্দা-অসহমানা ত্যক্তপ্রাণা দক্ষকন্যা সতীর অস্থি-নিচয়দ্বারা রচিত মালা তাঁহার ভূষণ; তিনি তপঃপরায়ণ মুনিগণের তপস্যার যথাযোগ্য ফল দান করিতেছেন; কাহাকেও বা সকল ঐশ্বর্য্য দান করিতেছেন। তিনি নির্ম্মল স্ফটিকের ন্যায় শুক্লবর্ণ; তাঁহার পাঁচটি বদন, উহার প্রত্যেকটি-ই ত্রিনয়নে শোভমান। তিনি শিষ্যবর্গকে তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা অতি গোপনীয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন, নারদাদি যোগিগণকর্ত্তৃক দিব্য স্তবদ্বারা স্তুত হইতেছেন, চতুঃপার্শ্বে কপিলাদি সিদ্ধ ঋষিগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন, নন্দী প্রভৃতি পার্ষদগণ অনবরত শুক্ল চামরনিকর দোলায়িত করিয় বীজন করিতেছেন। তিনি পরাৎপর, পরিপূর্ণতম, ইচ্ছাময়, সত্ত্ব, রজ এবং তম এই ত্রিগুণের অনধীন, ভক্তগণের জরা ও মৃত্যুভয়-বিনাশকারী, জ্যোতিঃস্বরূপ, পরাৎপর, পরমানন্দরূপী, সকলের আদিভূত, প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত পরমব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান-পরায়ণ; ধ্যানজনিত আনন্দ-সন্দোহজাত পুলকদ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত; তিনি শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিতে করিতে অজ্ঞান হইতেছেন। অশ্রুবিন্দু-

দ্বারা তাঁহার নয়ননিকর প্লাবিত হইতেছে। একাদশ রুদ্র ও ক্ষেত্রপালগণ, তাঁহার চতুঃপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এতাদৃশ ভাবাপন্ন ভূতভাবন ভবানীপতিকে দর্শন করিবামাত্র পরশুরাম ভূমিলুণ্ঠিতমস্তকে সাতিশয় আনন্দিতচিত্তে প্রণাম করিলেন। পরশুরাম দেখিলেন, ভগবান্ ভবের বামপার্শ্বে কার্ত্তিকেয়, দক্ষিণপার্শ্বে সিদ্ধিদাতা গণেশ, সম্মুখস্থানে নন্দিকেশ্বর ও মহাকাল-রূপী বীরভদ্র এবং ক্রোড়ের একদেশে কালী ও একদেশে হিমালয়-সুতা গৌরী শোভমান রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও দেখিবামাত্র পরশুরাম হৃষ্টচিত্তে পরমভক্তিভাবে, অবনত মস্তক হইয়া নমস্কার করিলেন। ২৪—৩৮। জমদগ্নিসুত পরশুরাম সকলের শ্রেষ্ঠ, সারাৎসার হরকে দর্শনানন্তর স্তব করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু স্তব করিতে বাক্যস্ফূর্ত্তি না হওয়াতে গদ্গদবাক্যনিঃসরণ হইতে লাগিল; অশ্রুবিন্দুদ্বারা চক্ষু পরিপূর্ণ হইল। পরশুরাম অতিদীনমনা হইয়া কাতরোক্তিসহকারে, কৃতাঞ্জলিপুটে, শান্তভাবে, পিতৃমাতৃশোকে পীড়িতচিত্তে শোকহর হরের স্তুতি পাঠ করিলেন;—হে জগদীশ্বর! আপনাকে আমি স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু আমার স্তব করিবার কোন ক্ষমতা নাই। আপনি সকল অক্ষরের উৎপত্তিস্থান; আপনার কোনরূপ কোন কার্য্যের চেষ্টা নাই; অতএব আপনাকে কিরূপে স্তব করিব? নিজের অভিলাষানুরূপ স্তব করিবার বাক্যযোজনা করিতে সক্ষম হইতেছি না; অতএব কিরূপে স্তব করিব? বেদচতুষ্টয় যাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হন নাই, সেই দেবদেব মহাদেবকে স্তব করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হইবে? হে পরমেশ্বর! আপনি বুদ্ধি, বাক্শক্তি এবং মনের অগোচরপদার্থ; এ ত্রিলোকমধ্যে যাবতীয় সারবান্ পদার্থ আছে, আপনি তাহাদিগের সার পদার্থ এবং যত উৎকৃষ্ট পদার্থ আছে, তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট;—লোকের জ্ঞানশক্তি ও বুদ্ধিশক্তির অতীত; আপনি সিদ্ধপুরুষ এবং সিদ্ধপুরুষনিচয়কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সেবিত। আপনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। আপনার অন্ত নাই, আদি নাই, এবং বিনাশ নাই; আপনি ইচ্ছানুসারে কখন জগতের অধীন, কখন বা অধীনতাশূন্য, কখন বা স্বাধীন পুরুষ; আপনিই তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তিস্থান। আপনি ধ্যানদ্বারা সাধনীয় বস্তু, আপনার আরাধনা করা দুষ্কর কার্য্য, অতিসাধনাদ্বারা আপনার সাধনা করা যায়; আপনি কৃপা-সমুদ্র। হে করুণাময়! দীনজনগণবন্ধো! আমি অতি দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তি, আমাকে পরিত্রাণ করুন। অদ্য আমার জন্ম সফল হইল, এবং আমার জীবন ধারণ করা সার্থক হইল। ভক্তগণ যাঁহাকে স্বপ্নেও দর্শন করিতে সক্ষম হয় না, আমি অধুনা মানবচক্ষুদ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিলাম! ইহা অপেক্ষা ভাগ্য কি আছে? হে দেব! যে দেবাদিদেবের অংশ হইতে ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ যাঁহার কলার অংশ, আমি সেই জগদীশ্বর মহাদেবকে নমস্কার করি। যে দেবাদিদেব মহাদেব ভাস্কর-রূপে কলাকাষ্ঠা প্রভৃতি কালবিভাগ করত জগতের হিত সাধন করিতেছেন, চন্দ্ররূপী হইয়া সুধা বর্ষণ করিতেছেন, বহ্নিরূপী হইয়া পাকাদি কার্য্যদ্বারা জগতের হিতসাধন করিতেছেন, জলরূপে শস্যোৎপাদন করিতেছেন, বায়ুরূপে জনগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যে দেব, স্ত্রী-রূপ, ক্লীবরূপ এবং পুরুষরূপ ধারণ করিয়া, সৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন, সকল বস্তুর আধারস্বরূপ এবং সকল বস্তুস্বরূপ হইয়া যে দেব অবস্থিতি করেন, সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। ৩৯—৫০। গিরিকন্যা পার্ব্বতী কঠোর তপস্যাদ্বারা যাঁহাকে পাইয়াছেন, বহুকাল তপস্যা করিয়াও পাওয়া সুকঠিন, সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। সকল লোকের কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইয়া যিনি লোকের অভিলাষাধিক ফল প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি ভক্তগণের প্রতি অল্পকালমধ্যেই সন্তুষ্ট হন ও ভক্তের প্রতি সর্ব্বদাই স্নেহপরতন্ত্র, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যে দেব অনায়াসে অল্পকালমধ্যে ভয়ঙ্কর কালাগ্নিরূপ ধারণপূর্ব্বক এ অসীম জগৎসংসার বিলোপ করিয়া থাকেন, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যে দেব কালস্বরূপ, যিনি কালের কাল, যে দেব হইতে সৃষ্টিকালে কালচক্র প্রবৃত্ত হয়, যিনি কালের বীজস্বরূপ, যে দেবের জন্ম নাই, যিনি পরমাত্মস্বরূপ; যে দেব দৈত্যাদিনিধনবাসনায় নানারূপ স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হন এবং যিনি সর্ব্বরূপী, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। ভৃগুকুলোদ্বহ পরশুরাম মহাদেবসমীপে এইরূপ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করত তাঁহার পাদপদ্মসমীপে পড়িয়া রহিলেন। ভগবান্ ভবানীপতি ভৃগুবংশজ পরশুরামের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে পরশুরামকৃত মহাদেবের এই স্তুতি পাঠ করে, সে মনুষ্য নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভপূর্ব্বক কৈলাসপুরীগমনে সমর্থ হয়। ৫১—৫৬।

গণেশখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পরশুরামের প্রতি প্রসন্ন হইয়া মহাদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ব্রাহ্মণবালক! কে তুমি? তোমার বাসস্থান কোথায়? তুমি কোন্ পুণ্যবানের সন্তান? কি নিমিত্তই বা আমার স্তব করিতেছ? অধুনা আমি তোমার কি অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন করিব? তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর। মহাদেবের বাক্যাবসানে পার্ব্বতী কহিলেন, তোমাকে অত্যন্ত শোকাকুল দেখিতেছি, সর্ব্বদা তুমি অন্যমনস্ক, কি নিমিত্তই বা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রহিয়াছ? তোমার যেরূপ বয়ঃক্রম দেখিতেছি, তাহাতে সাতিশয় বালক বলিয়া বোধ হইতেছে; তথাপি তুমি অতি শান্তপ্রকৃতি; তোমার যে সমস্ত গুণ দেখিতেছি, তাহা দ্বারা বোধ হইতেছে, তুমি গুণিগণের অগ্রগণ্য। হরপার্ব্বতীর অনুগ্রহবাক্য শ্রবণ করিয়া পরশুরাম নিজ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন; হে দয়ানিধান! আমি জমদগ্নি মুনির পুত্র; ভৃগুবংশে আমার জন্ম; পাতিব্রত্যধর্ম্মপরায়ণা রেণুকা দেবী আমার মাতা; আমার নাম পরশুরাম; আমি আপনার দাস; বিদ্যারূপ পণ্য-বিনিময়ে আমাকে ক্রয় করুন। হে দীনবৎসল! আপনিই আমার প্রভু, আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমার বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন;—রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃগয়ানিমিত্ত বনে গমন করিয়া অনাহারে আমার পিতার আশ্রমে সমাগত হইলে পর, আমার পিতা নিজ কপিলাদত্ত দুগ্ধ ঘৃতাদিদ্বারা ঐ রাজার আতিথ্য সপর্য্যা করেন। সেই দুর্ব্বুদ্ধি রাজা কপিলা লোভে মুগ্ধ হইয়া আমার পিতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করিয়াছে, কপিলাও পিতাকে নিহত দেখিয়া তাঁহার শোকে ব্যাকুল হইয়া গোলোকধামে গমন করিয়াছেন। ১—৬। আমার মাতা সতীশ্রেষ্ঠা রেণুকা, আমার পিতার অনুগমন করিয়াছেন; এক্ষণে আমি পিতৃ-মাতৃ-বিরহিত হওয়াতে প্রভুশূন্য হইয়াছি; আপনি আমার জনক এবং ভগবতী ভবানী আমার মাতা; অতএব হে প্রভো! আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করুন। আমি পিতৃ-মাতৃশোকে বিহ্বল হইয়া যাহা আমাদ্বারা কোনরূপে হইবার নহে, এরূপ সাতিশয় দুষ্কর প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি; এ ধরামণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিব, সেই পিতৃঘাতক কার্ত্তবীর্য্যকে রণশায়ী করিব, এই আমার দুষ্কর প্রতিজ্ঞা। হে ভগবন্ ভবানীপতি! এক্ষণে আপনাকে আমার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ-বালকের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ হর, পার্ব্বতীর মুখপদ্ম দর্শন করত অবনতবক্ত্র হইলেন, তাঁহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ এবং তালুদেশ চিন্তায় শুষ্ক হইতে লাগিল। পার্ব্বতী বলিতে লাগিলেন, ওরে বিপ্রকুলজাত তপস্বিবালক! তুমি কোপে হতজ্ঞান হইয়া এ অখণ্ড ধরামণ্ডলকে ক্ষত্রিয়ভূপতি-শূন্য করিতে ইচ্ছা করিতেছ; তোমার দুরূহ সাহস দৃষ্ট হইতেছে। রে বালক! তুমি তপস্বী, তোমার অস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই; তথাপি সেই মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে সহস্র সহস্র রাজগরের সহিত বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ; ইহা তোমার দুরূহ সাহস। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন অবলীলাক্রমে ভ্রূভঙ্গীদ্বারা রাবণ রাজার পরাজয় সাধন করিয়াছে; দত্তাত্রেয় মুনির নিকটে শ্রীহরির প্রদত্ত বর্ম্ম, ও অব্যর্থ শক্তি-অস্ত্র লাভ করিয়াছে এবং শক্তির আঘাতে তোমার জনককে ভূতলশায়ী করিয়াছে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দিবারাত্রি হরিমন্ত্র জপ, শ্রীহরির স্তব এবং হরির ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। অতএব বলিতেছি, এ জগতীতলে কোন যোদ্ধা আছে, যে সেই কার্ত্তবীর্য্যকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে? তুমি বালক-তপস্বী, নিরস্ত্র, তোমার ক্ষমতা কি? এমন কোন বীর ত দেখিতে পাই না যে, কার্ত্তবীর্য্যকে বিনষ্ট করে। অরে বিপ্র-বালক! তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর, মহাদেব তোমার এ কার্য্যে কি করিবেন? অন্য সমস্ত ভূপতিগণ আমার কিঙ্কর, আমি বর্ত্তমানে তাহাদিগের কি ভয় আছে? পুনর্ব্বার ভদ্রকালী বলিতে লাগিলেন, অরে মূর্খ বিপ্রবালক! তুই এই পৃথিবীকে ভূপতিশূন্য করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, যেমত হ্রস্বকায় মনুষ্য হইয়া গগনবিহারী কুমুদনীপতিকে হস্তদ্বারা পাড়িতে ইচ্ছা করে তদ্রূপ তোর এই ইচ্ছা দেখিতেছি অতএব নিবৃত্ত হ। অরে মূর্খ! বহুবিধ যাগযজ্ঞ কর্ম্মে আসক্তচিত্ত পুণ্যকর্ম্মনিরত এবং মহাবলপরাক্রমশালী, আমার ভৃত্যগণকে শঙ্করের সাহায্য অবলম্বনে হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছ। সেই পরশুরাম গৌরী ও কালিকাদেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে অতি উচ্চরবে ক্রন্দন করত তৎক্ষণাৎ মহাদেব ও মহাদেবীদ্বয়ের সম্মুখে জীবনবিসর্জ্জনে উদ্যোগী হইলেন। দয়াসাগর, ভক্তানুগ্রহকারী, প্রভু মহাদেব বিপ্রবালকের ক্রন্দন দর্শন করিয়া স্নেহার্দ্রচিত্তে গৌরী এবং কালীদেবীকে ক্রুদ্ধ দর্শন করত সাতিশয় বিনয়-বাক্যপ্রয়োগদ্বারা উভয় দেবীর ক্রোধশান্তি সম্পাদন-পূর্ব্বক দেবীদ্বয়ের ও অন্যান্য সকলের অনুমতিক্রমে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামকে তৎক্ষণাৎ বলিতে আরম্ভ

করিলেন। ৭—২০। শঙ্কর কহিলেন, হে বৎস! অদ্যাবধি তুমি আমার প্রধান পুত্রতুল্য হইলে, ইহা নিশ্চয় জানিবে। এ ত্রিভুবনমধ্যে সাতিশয় দুষ্প্রাপ্য সর্ব্বতোভাবে গোপনীয় যে সকল মন্ত্র, তাহা এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্য কবচ; তোমাকে দান করিতেছি; তুমি আমার প্রসন্নতাবলে অনায়াসে কার্ত্তবীর্য্যকে বধ করিতে সক্ষম হইবে; একবিংশতিবার এ অখণ্ড-ধরামণ্ডলকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে পারিবে। হে দ্বিজ-বালক! তোমার অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া এ ত্রিভুবনে তোমার যশোরাশি বিস্তৃত হইবে, ইহা নিশ্চয় বলিতেছি। এই কথার পর ভূতভাবন ভবানীপতি, এ জগতে দুষ্প্রাপ্য মন্ত্র অতি আশ্চর্য্য, ত্রৈলোক্য-বিজয়াখ্য কবচ, অদ্ভুত স্তোত্র, পূজা করিবার নিয়ম, পুরশ্চরণ করিবার নিয়ম এবং মন্ত্র সিদ্ধি করিবার প্রকরণ এ সকল যথানিয়মে পরশুরামকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। নারায়ণ কহিলেন, নারদ! ভগবান্ শঙ্কর মন্ত্রসিদ্ধির স্থল এবং মন্ত্র-সিদ্ধির নিয়মিতকাল পরশুরামকে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; তদনন্তর চতুর্ব্বেদ, বেদের শিক্ষাদি ছয় অঙ্গ ভৃগুনন্দনকে পঠন করাইলেন। মহাদেব পরশুরামকে অন্যের অপ্রাপ্য নাগপাশ অস্ত্র, শিবা-অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, আগ্নেয় অস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, বায়ব্য-অস্ত্র, বরুণাস্ত্র, গান্ধর্ব্ব অস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, জৃম্ভণাস্ত্র, গদা, শক্তি-অস্ত্র, পাশ-অস্ত্র, অসাধারণ অমোঘ শূল, অন্য নানাবিধ অস্ত্রসমূহ এবং ঐ সকল অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার মন্ত্র ও নিয়মাবলি শিক্ষা প্রদান করিলেন্। অস্ত্র-শস্ত্রসমূহের সংহার ও নিক্ষেপ করিবার কৌশল জ্ঞাত করাইয়া যাহাতে অনবরত বাণনিকর যোজিত থাকে, কদাচ বাণশূন্য হয় না; এতাদৃশ অক্ষয় ধনু প্রদান করিলেন। আত্মরক্ষা কিরূপে করিতে হইবে, তাহার সন্ধান বলিয়া দিলেন; কিরূপে যুদ্ধে জয়ী হইতে হয়, ইহারও শিক্ষা প্রদান করিলেন। নানাবিধ মায়া-যুদ্ধ, মন্ত্রপাঠ করিয়া কোন্ স্থলে হুঙ্কার প্রদান করিয়া পরসৈন্য পরাভূত করিতে হইবে, নিজ সৈন্যবর্গের রক্ষা-বিধান, শত্রুসৈন্যগণের ক্ষয় করা, যুদ্ধে সঙ্কট উপস্থিত হইলে যে সকল বিবিধ প্রকার উপায় অবলম্বনদ্বারা যুদ্ধ করিতে হয়;—সে সমস্ত কৌশল এবং জন্মভয় ও মৃত্যুভয়-বিনাশিনা জগৎসংসারমোহকরী নারায়ণী বিদ্যা পরশুরামকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। পরশুরাম শিবলোকে মহাদেবসমীপে বহুদিবস বাস করত শঙ্কর-প্রদত্ত অস্ত্রসমূহ, মন্ত্রজাত নানাবিষয়ক কৌশল, স্তব, কবচ এবং সমস্ত বিদ্যা বিশেষরূপে অবগত হইয়া, তীর্থে গমনপূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রও মন্ত্রজাতকে নমস্কারানন্তর নিজধামে গমন করিলেন। ২১—৩২।

গণেশখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ হর কৃপাপরতন্ত্র হইয়া পরশুরামকে কি মন্ত্র, কি স্তোত্র, এবং কি কবচ দান করিয়াছিলেন; তাহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি, আপনি তাহা আমার নিকটে বলুন; পরশুরাম প্রাপ্ত মন্ত্রদ্বারা কোন্ দেবতার আরাধনা করিয়াছিলেন; যে স্তব ও কবচ পাইয়াছিলেন, তাহার পাঠ করিয়া কি ফল পাইয়াছিলেন, ইহাও শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। নারায়ণ কহিলেন, গোপ-গোপীশ্বর গোলোকনাথ স্বয়ং পরিপূর্ণতম প্রভু শ্রীকৃষ্ণই হরপ্রদত্ত মন্ত্রের উপাস্য দেবতা জানিবে। অতি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন, ত্রৈলোক্য-বিজয়নামক কবচ এবং মহাদেবের বিভূতি-যোগদ্বারা সম্ভূত অতিশয় পবিত্র স্তবশ্রেষ্ঠ মহাদেব পরশুরামকে প্রদান করিয়াছিলেন। স্বয়ম্প্রভা নদীর তীরভূমিতে রত্নপর্ব্বতের উপত্যকাদেশে পারিজাত বৃক্ষের বনের মধ্যে, একটী আশ্রমে ত্রিলোকাধিদেব গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে সকল অভিলষিত ফল-দাতা কল্পতরু নামে খ্যাত যে মন্ত্র, তাহাই মহাদেব পরশুরামকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাদেব পরশুরামকে বলিলেন, হে বৎস! হে ভৃগুবংশাবতংস মহাভাগ! তুমি গমন কর, তোমার প্রতি আমার পুত্রাধিক স্নেহ আছে, কবচ গ্রহণ কর। হে রাম। তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যত কবচ আছে, সে সমস্ত হইতে ইহা অতি আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন কবচ, ইহার নাম ত্রৈলোক্যবিজয়; ইহার উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, ইহা পাঠ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়। এই কবচ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, গোলোকধামে বৃন্দাবনে রাধিকার নিকুঞ্জবনে রাসমণ্ডলে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এ অতি গোপনীয়তত্ত্ব, ইহা সকল মন্ত্রসমূহের মূর্ত্তি-স্বরূপ। যাবৎ পবিত্র কবচাদি আছে, সকল হইতে ইহা অতি পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ; তোমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে, এ নিমিত্ত ইহা উপদেশ করিলাম। যে কবচ ধারণ এবং পাঠ করিয়া মূলপ্রকৃতিস্বরূপা, জগদীশ্বরী পার্ব্বতী, শুম্ভ নিশুম্ভ মহিষাসুর এবং রক্তবীজ প্রভৃতি অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন; যে কবচ ধারণ করিয়া আমি সকল তত্ত্ববেত্তা ও জগৎসংহার-কর্ত্তা এবং অন্যের অবধ্য দুর্দ্দান্ত ত্রিপুরাসুরের অনায়াসে বিনাশ সাধন করিয়াছি; যে কবচ ধারণ ও পাঠ

করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা এ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছেন এবং ভগবান্ অনন্তদেব যে কবচ ধারণ করিয়া এ জগৎ-সংসার ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১—১৩। যে কবচ ধারণ করিয়া কূর্ম্মাবতার অনায়াসে পৃথিবীর ভার-বাহক অনন্তদেবকে নিজ পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিতেছেন যে কবচ ধারণ করিয়া সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগী বায়ু স্বয়ং জগতীস্থ লোকসমূহের প্রাণ রক্ষা করত বিশ্বাধার নামে বিখ্যাত হইয়াছেন; যে কবচ ধারণ করিয়া জলাধি-পতি বরুণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন; উত্তরদিক্পতি কুবের বিপুল ধনের অধিপতি হইয়াছেন; শচী-পতি ইন্দ্র যে কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া দেব-গণের অধিপতি হইয়াছেন, যে কবচ ধারণ করিয়া স্বয়ং সূর্য্যদেব তেজোময় মূর্ত্তি ধারণ করত ত্রিভুবন আলোকিত করিতেছেন; যে কবচ ধারণ করিয়া কুমুদিনীনাথ চন্দ্র উৎকৃষ্ট বল ও পরাক্রমশালী হইয়া-ছেন; অগস্ত মুনি, যাহা পাঠ ও ধারণ করিয়া গণ্ডূষ-দ্বারা সপ্তসাগরপানে সমর্থ হইয়াছেন এবং ভয়ানক তেজস্বী বাতাপী দৈত্যকে উদরস্থ করিয়াছেন; যাহা ধারণ করিয়া ভগবতী বসুন্ধরা দেবী স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; যাহা ধারণ ও পাঠ করিয়া ভগবতী গঙ্গাদেবী স্বয়ং পবিত্রতমা হইয়া জগৎসংসার পবিত্র করিতেছেন; যাহা ধারণ করিয়া ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সকল প্রাণিগণের পাপ ও পুণ্যকার্য্যসমূহের সাক্ষিরূপে সর্ব্বোপরি বিচরণ করিতেছেন; যাহা ধারণ করিয়া বাগ্দেবী সরস্বতী নিখিল বিদ্যার আধিপত্য করিতেছেন; যাহা ধারণ করিয়া নারায়ণবক্ষঃস্থিতা পরাৎপরা লক্ষ্মীদেবী অন্ন-রূপে জগতের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন; যাহা ধারণ করিয়া বেদমাতা সাবিত্রীদেবী বেদচতুষ্টয় প্রসব করিয়াছেন; হে ভৃগু-কুলতিলক! যাহা ধারণ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্বনামক বেদচতুষ্টয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি জাতির নিখিল ধর্ম্মের বক্তা হইয়াছেন, যাহা ধারণ করিয়া ভগবান্ অগ্নি তেজোময় মূর্ত্তি ধারণ করত নিজে পবিত্র-ভাবে দেবগণের মুখস্বরূপ যজ্ঞীয় হবিঃ বহন করিতে-ছেন এবং মুনিবর সনৎকুমার যাহা ধারণ করিয়া জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন; সেই কবচ তোমাকে দিলাম। এই কবচশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সচ্চরিত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণকে দান করিবে; কিন্তু বঞ্চক এবং অপরের শিষ্যকে দান করিলে, মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয় অতএব ইহা অন্য শিষ্যকে দিবে না। পরশুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! এ কবচের ঋষি, ছন্দঃ এবং দেবতা আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। মহাদেব কহিলেন, ত্রৈলোক্যবিজয়াখ্য কবচের প্রজা-পতি ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, স্বয়ং ভগবান্ রাসলীলা-কারী শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা এবং ত্রিলোকের বিজয়-কামনাতে ইহার বিনিয়োগ; ইহা শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, এই কবচ স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতালমধ্যে দুষ্প্রাপ্য। ১৪—২৪। "ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র আমার মস্তক সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "কৃষ্ণায় স্বাহা" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কপালদেশ রক্ষা করুন; 'কৃষ্ণ' এই দুই অক্ষর মন্ত্র আমার নয়নযুগল রক্ষা করুন; "কৃষ্ণ স্বাহা" এই চতুরক্ষর মন্ত্র আমার চক্ষুর তারা রক্ষা করুন; "হরয়ে নমঃ" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র আমার ভ্রূযুগল সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ গোবিন্দায় স্বাহা" এই মন্ত্র নিরন্তর নাসিকা রক্ষা করুন; "গোপালায় নমঃ" এই মন্ত্র আমার সর্ব্বপ্রকারে গণ্ডদ্বয় সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" এই কল্পবৃক্ষের তুল্য অভীষ্ট-ফলদায়ক মন্ত্র আমার কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন, "ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্র আমার ওষ্ঠ ও অধোদেশ সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ গোবিন্দায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার দন্তপঙক্তিদ্বয়কে নিরন্তর রক্ষা করুন; "ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্র দন্তমধ্যস্থিত গর্ত্তভাগ রক্ষা করুন; "ক্লীঁ" এই একাক্ষর মন্ত্র আমার দন্তপঙক্তির ঊর্দ্ধদেশ রক্ষা করুন; "ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার জিহ্বা রক্ষা করুন; "রাসেশ্বরায় স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার তালুদেশ রক্ষা করুন; "রাধিকেশায় স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন; "গোপাঙ্গনেশায় নমঃ" এইমন্ত্র নিরন্তর আমার হৃদয়-দেশ রক্ষা করুন; "ওঁ গোপেশায় স্বাহা" এই মন্ত্র অনবরত আমার স্কন্ধদ্বয়ের রক্ষাবিধান করুন; "নমঃ কিশোরবেশায় স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন; "মুকুন্দায় নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র আমার জঠরস্থান রক্ষা করুন; "ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমার ভুজযুগল ও চরণযুগল সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র আমার বাহুদ্বয় সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ হ্রীঁ ভগতে স্বাহা" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমার নখরনিকর সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমার নখর-বিবরনিকর সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ পদ্মনাভায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমার নাভিবিবর সতত রক্ষা করুন; "ওঁ সর্ব্বেশায় স্বাহা" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কঙ্কালদেশ রক্ষা করুন; "ওঁ

"গোপীরমণায় স্বাহা" এই নবাক্ষর মন্ত্র আমার নিতম্ব-দেশ নিরন্তর রক্ষা করুন; "ওঁ গোপীরমণনাথায়" এই নবাক্ষর মন্ত্র আমার পাদতলযুগল সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রসিকেশায়" এই দশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার সর্ব্বস্থান রক্ষা করুন; "ওঁ কেশবায় স্বাহা" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কেশ-পাশ রক্ষা করুন; "নমঃ কৃষ্ণায় স্বাহা" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র নিরন্তর আমার ব্রহ্মরন্ধ্র রক্ষা করুন; "ওঁ মাধবায় স্বাহা" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার লোম-রাজি রক্ষা করুন; সম্পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বদিকে আমাকে রক্ষা করুন; গোলোকাধিপতি স্বয়ং অগ্নি-কোণে আমাকে রক্ষা করুন; পূর্ণব্রহ্মস্বরূপী শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণদিকে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন; শ্রীকৃষ্ণ নৈঋর্তকোণাবস্থিত হইয়া আমায় রক্ষা করুন; শ্রীহরি পশ্চিমদিকে আমাকে রক্ষা করুন। ২৫—৪২। গোবিন্দ বায়ুকোণে প্রতিদিন আমাকে রক্ষা করুন; রসিকগণের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, উত্তরদিকে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন; বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ ঈশান-কোণে সতত আমাকে রক্ষা করুন; বৃন্দাবনীপ্রাণে-শ্বর শ্রীকৃষ্ণ ঊর্দ্ধদেশে আমাকে রক্ষা করুন, দৈত্যাগ্র-গণ্য বলিরাজার দর্পহারী অত্যন্তবলশালী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন; হিরণ্যকশিপু-নিহন্তা নৃসিংদেব, জলরাশিমধ্যে স্থলভাগমধ্যে এবং আকশমধ্যে আমাকে রক্ষা করুন; স্বপ্নসময়ে এবং জাগরণ-সময়ে লক্ষ্মীপতি আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন; সকল জীবের অন্তরাত্মারূপী, অথচ নির্লেপ ভগবান্ নারা-য়ণ আমাকে সকল স্থানে ও সকল সময়ে রক্ষা করুন, হে বৎস! পরশুরাম! সকল মন্ত্রসমূহের বিগ্রহ-স্বরূপ; অতি আশ্চর্য্য, এই ত্রৈলোক্য-বিজয়াখ্য কবচ তোমার নিকট কথিত হইল; আমি শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। যে পুরুষ যথানিয়মে শ্রীগুরুদেবের পূজা করিয়া এই কবচ গলদেশে কিংবা দক্ষিণবাহুমূলে ধারণ করে, সে পুরুষ বিষ্ণুসদৃশ হয়, তাহাতে সংশয় নাই। সেই কবচধারণকারী, যে স্থানে বাস করে, সে স্থানে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী পর-স্পরে বিবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাস করেন। ৪৩—৪৯। যে ব্যক্তি, এই কবচ পুরশ্চরণ করিয়া সিদ্ধ করিতে পারে, সে জীবন্মুক্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। কোটি বৎসর শ্রীকৃষ্ণপূজা করিয়া যে ফললাভ হয়, ঐ সিদ্ধ-কবচ ব্যক্তি সেই ফল প্রাপ্ত হয়। সহস্র সহস্র রাজসূয় যজ্ঞ, শত শত বাজপেয় যজ্ঞ, অযুত-সংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ, অযুতসংখ্যক নরমেধ যজ্ঞ, অন্নমেরু প্রভৃতি মহাদানসমূহ এবং সমস্ত সসাগরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা এই সমস্ত কার্য্য ত্রৈলোক্য, বিজয়াখ্যকবচের ষোড়শভাগের একভাগতুল্য হইবে না। চান্দ্রায়ণাদিব্রত একাদশী প্রভৃতি তিথিতে উপ-বাস, নখলোমাদি ধারণ প্রভৃতি নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, মহাভারতাদি পাঠ, তপস্যা এবং সকল তীর্থাবগাহন, এ কবচের এককলার যোগ্য হইবে না। যদি কোন ব্যক্তি, কবচের সিদ্ধি করিতে পারে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সিদ্ধ-পুরুষত্ব, দেবত্ব, কিংবা শ্রীহরির দাসত্ব যাহা বাঞ্ছা করিবে, সে সমস্তই পাইতে পারে। যে ব্যক্তি দশ লক্ষবার এই কবচ পাঠ করে, সে ব্যক্তি সিদ্ধ-কবচ হয়, যে ব্যক্তি সিদ্ধকবচ হইতে পারে, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ সর্ব্বজ্ঞ হয়, তাহার জ্ঞান-নয়নে সমস্ত পদার্থ উদিত হইয়া থাকে। যে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি এই কবচ না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে, কোটি কল্প কাল জপ করিলেও, তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। হে বৎস পরশুরাম! এই কবচ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে নির্ভীকহৃদয়ে অনায়াসে এ ধরা-মণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-রাজশূন্য কর। হে পুত্র! বরং রাজ্য ত্যাগ করিবে, মস্তক ছেদন করা-ইবে, অথবা নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিবে, তথাপি জীবন-সংশয় উপস্থিত হইলেও এ কবচ কাহাকেও দিবে না। ৫০—৫৮।

গণেশখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ভৃগুনন্দন বলিলেন, হে নাথ! নিরন্তর সর্ব্বাঙ্গ-রক্ষাকারী, সুখদাতা, মুক্তিদাতা, সকল কবচের সার-স্বরূপ এবং শত্রুগণের বিনাশ-সাধনকবচ, আপনার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে হে শরণাগত-জন-প্রতি-পালক! প্রভো! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র, স্তব এবং পূজা করিবার নিয়মাবলী, আমাকে প্রদান করুন; আমি অনাথ আপনিই আমার প্রভু। মহাদেব বলিলেন, "ওঁ শ্রীঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় পরিপূর্ণতমায় স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা গোপীগণের ঈশ্বর জগৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা কর। এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র অন্য সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে প্রধান;—ইহার নাম মন্ত্ররাজ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই মন্ত্র পাঁচলক্ষ বার জপ, পঞ্চাশ হাজার বার হোম, পাঁচহাজার তর্পণ, পাঁচশত অভি-ষেক এবং পঞ্চাশতসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করা হয়। ইহাদ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি হয়। পুরশ্চরণের দক্ষিণা একশত সুবর্ণমুদ্রা। হে মুনিবালক! জগৎসংসার, সিদ্ধমন্ত্র পুরুষের করতলস্থ হয়। সে ব্যক্তি চারি সমুদ্র পান করিতে সমর্থ হয়, এ জগৎ বিনাশ করিতে সক্ষম হয় এবং এই পাঞ্চভৌতিক দেহেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারে। সে ব্যক্তির পদধূলি স্পর্শ হইলে, সমস্ত তীর্থস্থানও পবিত্র হয় এবং পৃথিবীও পবিত্র হন। হে মুনিপুত্র! আমি সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সামবেদোক্ত ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। ঐ ধ্যান ভক্তি এবং মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ। তাঁহার নূতন জলধরের তুল্য কৃষ্ণবর্ণ, নীলপদ্মের সদৃশ নয়নযুগল, শরৎকালের পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল অনবরতমৃদুহাস্যযুক্ত; তাঁহার অতিশয় মনোহারী, কোটি কামদেবতুল্য শরীরকান্তি, তিনি লীলার আধার জনগণের মনোহরণ করিতেছেন। তিনি রত্নখচিত সিংহাসনোপবিষ্ট, রত্নালঙ্কার-শোভিত, শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত। তাঁহার পীতাম্বর পরিধান, তিনি অতিশয় সুন্দর, অনবরত হাস্যমুখ গোপীগণকর্তৃক বীক্ষিত প্রস্ফুটিত মালতীপুষ্পের মালাদ্বারা শোভিত, তাঁহার মস্তকে কুন্দপুষ্পযুক্ত ময়ূরপুচ্ছবিনির্ম্মিত চূড়া; তাহাতে তিনি তারাগণ ও চন্দ্রমণ্ডল-মণ্ডিত নভোমণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়াছেন। তিনি রত্নালঙ্কারভূষিত শ্রীরাধিকার হৃদয়োপরি অবস্থিত। সিদ্ধশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ এবং দেবতাশ্রেষ্ঠগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত হইতেছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহাদেব শ্রুতিবাক্যদ্বারা তাঁহার স্তব করিতেছেন। সেই কৃষ্ণকে আমি ভজনা করি। ১—১৫। উক্তপ্রকার ধ্যানদ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া ষোড়শ প্রকার উপচারদ্রব্য দানানন্তর ভক্তিভাবে পূজা করিলে, পূজক ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে। হে পরশুরাম! ষোড়শ উপচারদানের ক্রম বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে পাদ্যার্থ উদক, দ্বিতীয় আসন, তৃতীয় বসন, চতুর্থ ভূষণ, পঞ্চম গোদান, ষষ্ঠ অর্ঘ্য, সপ্তম মধুপর্ক, অষ্টম উৎকৃষ্ট যজ্ঞোপবীত; নবম ধূপ, দশম দীপ, একাদশ নৈবেদ্য, তদনন্তর দ্বাদশ পুনরাচমনীয় জল, ত্রয়োদশ নানাবিধ পুষ্প, চতুর্দ্দশ কর্পূরাদিসুবাসিত তাম্বুল, পঞ্চদশ চন্দন, অগুরু এবং মৃগনাভিযুক্ত গন্ধ, ষোড়শ উৎকৃষ্ট মনোহর শয্যা; এই সকল ষোড়শ উপচার দ্রব্য ভক্তিভাবে ভগবান্ ভূতভাবন শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়া উত্তম পুষ্পমাল্য ও তদন্তে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দান করিবে। তদনন্তর ষড়ঙ্গ পূজা সমাপনান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিবারবর্গের পূজা করিবে। শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, হরিভানু, চন্দ্রভানু, সূর্য্যভানু এবং সুভানু এই সাতজন শ্রীকৃষ্ণের প্রধান অনুচর; এই সপ্ত গোরক্ষক বালকের ভক্তিভাবে পূজা করিবে। গোপীগণ-প্রধানা, মূলপ্রকৃতিস্বরূপা, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পূজনীয়া, জগদীশ্বরী, কৃষ্ণশক্তি শ্রীরাধিকাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। তদনন্তর গোপগণ, গোপীগণ, শান্তিগুণাবলম্বী মহাদেব, চতুরানন ব্রহ্মা, হিমালয়সুতা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, পৃথিবী, সকল দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব এবং শিবা এই ছয়জন দেবতার উত্তমরূপে পূজা করিয়া পরমেষ্ঠদেব শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। ১৬—২৫। বিঘ্নবিনাশ-নিমিত্ত গণপতির পূজা, পীড়াশান্তি-কামনায় সূর্য্য-দেবের, দেহশুদ্ধি-কামনায় অগ্নির, মুক্তিকামনায় বিষ্ণুর, জ্ঞানলাভনিমিত্ত শিবের অতুলসম্পত্তি-কামনায় শিবার পূজা করিবে; এই ছয় জন দেবের সম্যক্‌রূপে পূজা করিলে, কথিত ফলপ্রাপ্তি হয়, পূজা না করিলে ঐ সকল ফলের বিরুদ্ধ ফল প্রাপ্তি হয়। পূজাসমাপনান্তে ইষ্টদেবসমীপে ভক্তিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সামবেদকথিত স্তুতি পাঠ করিবে। স্তব যথা—পরমব্রহ্মস্বরূপ যে দেব, উৎকৃষ্টগতিপ্রাপ্ত জনের চরম নিবাস স্থান এবং যে দেব গ্রহাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে নিত্য জ্যোতিঃস্বরূপ ও সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত থাকিয়াও কিছুতে যাঁহার সংসর্গ নাই; এক এই বিশ্বসংসারের নিদান, সেই পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করিতেছি। যিনি এ জগতে যত বৃহৎ পদার্থ আছে, তাহা হইতে স্থূল পদার্থ, এ সংসারে যত ক্ষুদ্র পদার্থ আছে, তৎসমস্ত হইতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, দৃশ্য ও অদৃশ্য সেই পরমাত্মরূপী স্বাধীন শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি অবতারসময়ে শরীরধারী, যৎকালে অবতার হইবার আবশ্যক নাই, সেই সময় নিরাকার; এজগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কারকরূপে, সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণাবলম্বী, গুণাতীত জ্যোতির্ম্ময়রূপে সত্ত্বাদিগুণশূন্য, বিভু, সকল বস্তুর আশ্রয় ও সকল বস্তুর স্বরূপ, সেই ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। সাতিশয় কমনীয় নিরুপমকান্তি-যুক্ত হিরণ্যকশিপু-দৈত্যবধের নিমিত্ত অত্যন্ত ভয়ানক নৃসিংহমূর্ত্তিধারী প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। ২৬—৩২। যিনি কর্ম্মিগণের কর্ম্মস্বরূপ, সকল কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ, যিনি কর্ম্মের ফলস্বরূপ এবং যিনি নিখিল কর্ম্মের অভীষ্ট ফল প্রদান করেন, সেই সর্ব্বরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব অংশদ্বারা মূর্ত্তিভেদ প্রকাশ

করিয়া চতুরানন ব্রহ্মারূপে জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে জগতের পালন এবং পঞ্চানন হররূপে জগতের সংহার করিতেছেন, যাঁহার কলার অংশ হইতে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতার হইয়া জগতের হিত করিতেছেন, সেই অদ্বিতীয় পুরুষকে আমি নমস্কার করি। যে দেব স্বয়ং প্রকৃতিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, ও যিনি মায়ার অধীনত্ব স্বীকারপূর্ব্বক স্বয়ং পুরুষরূপে জগৎ রক্ষা করিতেছেন এবং কখন বা প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতিরিক্ত হইয়া পরাৎপর নিত্য পরব্রহ্মস্বরূপ স্বীকার করিতেছেন, সেই দেবাদিদেবকে আমি নমস্কার করি। যে দেব নিজমায়াদ্বারা কখন স্ত্রীরূপী, মহিষাসুরাদির বধার্থ দশভুজা-মূর্ত্তি, কখন পুরুষরূপী রাবণাদির বধের নিমিত্ত দ্বিভুজ রামমূর্ত্তি, এবং কখন বা ক্লীবরূপী বাজাদির সংগ্রহের নিমিত্ত জল আকাশ প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন ; নিজেই মায়াস্বরূপ এবং মায়াবিশিষ্ট মানুষদেহী হইয়াছেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠকে আমি নমস্কার করি। যে দেব সকল দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন, যে দেব জগতের কারণ, পৃথিবী প্রভৃতির আদি কারণ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি ধারণ করিতেছেন, সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব তেজোময় পদার্থ-নিচয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেজস্বান সূর্য্যমূর্ত্তি, সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণস্বরূপ এবং নক্ষত্রগণমধ্যে চন্দ্রমাস্বরূপ, সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব রুদ্রগণমধ্যে বৈষ্ণবগণের মধ্যে এবং জ্ঞানিগণমধ্যে শঙ্করমূর্ত্তিস্বরূপ এবং যিনি সর্পগণমধ্যে অনন্তরূপে শতমস্তকে এ বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছেন, সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব প্রজাপতিগণমধ্যে চতুরানন ব্রহ্মা, সিদ্ধগণমধ্যে স্বয়ং কপিলমুনি, মুনিগণমধ্যে সনৎকুমার, সেই জগৎপিতা শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি, সনাতন বিষ্ণুস্বরূপ ও দেবীগণমধ্যে স্বয়ং প্রকৃতি দুর্গা, মনুগণমধ্যে স্বায়ম্ভুব-মনু, মনুষ্যগণমধ্যে বিষ্ণুভক্ত মনুষ্য, স্ত্রীগণমধ্যে শতরূপা কামিনী; সেই অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব ছয়ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু, দ্বাদশমাসমধ্যে মার্গশীর্ষ মাস এবং পঞ্চদশ তিথির মধ্যে একাদশী তিথি, সেই সকল বস্তুস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব জলাশয়মধ্যে মহাসাগরস্বরূপ, পর্ব্বতগণমধ্যে হিমালয়পর্ব্বতস্বরূপ এবং ভারসহনশীল পদার্থসমূহমধ্যে পৃথিবীস্বরূপ, সেই সর্ব্বরূপী ভগবান্ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। বৃক্ষের পত্ররাশিমধ্যে যে দেব তুলসীপত্রস্বরূপ কাষ্ঠনিচয়মধ্যে যিনি চন্দনকাষ্ঠস্বরূপ এবং বৃক্ষগণমধ্যে যিনি কল্পবৃক্ষস্বরূপ, সেই জগদীশ্বর নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব পুষ্পনিকর মধ্যে পারিজাতপুষ্পস্বরূপ, শস্যরাশিমধ্যে ধান্যস্বরূপ এবং খাদ্যদ্রব্যমধ্যে অমৃতস্বরূপ, সেই বহুবিধমূর্ত্তিধারী ভগবান্ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব গজবাজিমধ্যে ঐরাবত হস্তী, পক্ষিকুলমধ্যে পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় এবং গাভীগণমধ্যে কামধেনু, সেই সর্ব্বরূপী নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব ধাতুদ্রব্যের মধ্যে সুবর্ণ, ধন-সমূহমধ্যে ধান্য এবং পশুগণমধ্যে সিংহ, সেই সর্ব্বজাতির প্রধানরূপী নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব যক্ষগণমধ্যে ধনাধিপতি কুবের, নবগ্রহের মধ্যে দেবগুরু বৃহস্পতি এবং দশদিক্‌পালমধ্যে সুরবর ইন্দ্র, সেই শ্রেষ্ঠতম নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব নিখিল শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহমধ্যে চারিবেদস্বরূপ, শাস্ত্রজ্ঞগণমধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী এবং পঞ্চাশৎঅক্ষরমধ্যে প্রথমাক্ষর অকার, সেই সর্ব্বপ্রধান নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। ৩৩—৫৯। যে দেব উপাস্য মন্ত্রসমূহমধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিষ্ণুমন্ত্র, পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থমধ্যে ত্রিলোক-নিস্তারিণী ভাগীরথী গঙ্গা এবং একাদশ ইন্দ্রিয়মধ্যে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান মন, সেই সর্ব্বপ্রধান নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি অস্ত্রশস্ত্রসমূহ মধ্যে বিষ্ণু-হস্তস্থিত সুদর্শনচক্র, রোগসমূহমধ্যে বিষ্ণুজ্বর এবং তেজঃপুঞ্জমধ্যে ব্রাহ্মণের তেজ, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব, বলবান্ পদার্থের মধ্যে বলবত্তর অদৃষ্ট, শীঘ্রগামী পদার্থমধ্যে অতি দ্রুতগামী মন এবং নিয়ন্তৃগণমধ্যে সকল জীবগণের পাপ পুণ্যের নিয়ন্তা কালস্বরূপ, সেই সর্ব্ব পদার্থ হইতে বিলক্ষণ পদার্থ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব গুরুগণমধ্যে জ্ঞানদাতা গুরু স্বরূপ, বান্ধবগণমধ্যে জননীস্বরূপ এবং মিত্রগণমধ্যে জন্মদাতা পিতা, সেই সারাৎসার নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব শিল্পিগণমধ্যে শিল্পপ্রধান বিশ্বকর্ম্মাস্বরূপ, সুন্দরপুরুষমধ্যে মদনস্বরূপ এবং নারীগণমধ্যে পতিব্রতা নারী, সকল জীবের নমস্য সেই নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। প্রিয় সামগ্রীমধ্যে যিনি পুত্রস্বরূপ, মনুষ্যগণমধ্যে যিনি নরপতিস্বরূপ, এবং পূজনীয় যন্ত্রমধ্যে শিলারূপী গণ্ডকীসম্ভূত শালগ্রামচক্র,সেই বিশিষ্ট দেবকে আমি নমস্কার করি। যিনি মঙ্গলজনক পদার্থমধ্যে পুণ্যকর্ম্মজাত ধর্ম্মস্বরূপ, বেদচতুষ্টয়মধ্যে

যিনি সুন্দর গানযুক্ত সামবেদ এবং পুণ্যজনক কর্ত্তব্য কার্য্যমধ্যে সত্যবাক্যস্বরূপ, সেই দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি জলমধ্যে শৈত্য-গুণরূপে পৃথিবীমধ্যে গন্ধরূপে এবং আকাশমধ্যে শব্দরূপে বিরাজিত সেই সর্ব্বজননমস্ত নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যাগযজ্ঞমধ্যে যিনি রাজসূয়যজ্ঞস্বরূপ, ছন্দোগণমধ্যে গায়ত্রীনামক ছন্দ এবং গন্ধর্ব্বগণমধ্যে যিনি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ, সেই সকল পদার্থ হইতে গুরুতর পদার্থ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। ৫০—৫৮। যে দেব গাভীসম্ভূত পদার্থমধ্যে দুগ্ধস্বরূপ পবিত্র বস্তুর মধ্যে বহ্নিস্বরূপ, এবং পুণ্যদাতা পদার্থমধ্যে তোয়স্বরূপ, সেই মঙ্গলপ্রদ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। তৃণজাতির মধ্যে যিনি কুশনামক তৃণস্বরূপ, বৈরিগণমধ্যে যিনি রোগস্বরূপ এবং মনুষ্যের গুণগণমধ্যে যিনি শান্তিগুণস্বরূপ, সেই আশ্চর্য্যরূপী ভগবান্ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব তেজোময়, জ্ঞানময়, জগতীস্থ নিখিল পদার্থস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী এবং সকলের অনির্ব্বচনীয়, সেই প্রভু নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি নিখিল নিত্য পদার্থমধ্যে আত্মাস্বরূপ সকল স্থলেই বায়ুর ন্যায় অবস্থিত এবং যাবতীয় ব্যাপকপদার্থমধ্যে সর্ব্বব্যাপক আকাশস্বরূপ, সেই সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মারূপী ভগবান্ বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি। দেবচতুষ্টয়ের অনির্ব্বচনীয়তাপ্রযুক্ত জ্ঞানিগণ যাঁহার স্তব করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, সেই অনির্ব্বচনীয় ভগবান্ বিষ্ণুকে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া কোন্ ব্যক্তি স্তব করিতে সমর্থ হইবে? ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয় যাঁহার স্তুতিবিষয়ে অক্ষম হইয়াছেন, বাগ্দেবী সরস্বতী স্তব করিতে যাইয়া মূকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার যাথার্থ্য নিরূপণ করা বাক্য ও মনের অতীত, কোন্ পণ্ডিত তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? যিনি নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপ, যাঁহার উপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত শরীরপরিগ্রহ হইয়াছে, সেই অতিশয় সুন্দর মেঘতুল্য কমনীয় কৃষ্ণবর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। দ্বিভুজ, মুরলীবাদক, অত্যন্ত কিশোরবয়স্ক, সর্ব্বদা হর্ষান্বিত থাকায় ঈষৎহাস্যযুক্তমুখপঙ্কজ, নিরন্তর বৃন্দাবনবিলাসিনী গোপবধূগণকর্ত্তৃক পরিদৃশ্যমান শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। শ্রীরাধিকাদত্ত তাম্বুলচর্ব্বণনিরত, অত্যন্ত মনোজ্ঞ রত্নময়সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি রত্নবিনির্ম্মিত অলঙ্কারনিকরদ্বারা ভূষিত অনবরত সহচর গোপবালকগণ যাঁহাকে শ্বেতবর্ণ চামরদ্বারা ব্যজন করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। অতি রমণীয় বৃন্দাবনমধ্যস্থলে রাসলীলাকার্য্যে আসক্তচিত্ত, রাসমণ্ডপমধ্যবর্ত্তী স্থানে সর্ব্বদা গোপাঙ্গনাগণের সহিত বিরাজমান, সেই রসিকবর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব, কদাচিৎ শতশৃঙ্গ-নামক শৈলবরে, কদাচিৎ গোলোকধামে, কদাচিৎ রত্নপর্ব্বতসমীপে এবং বিরজা নদীর তীরক্ষেত্রে বিহার করিয়া থাকেন, সেই দেববর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। পরিপূর্ণতম শান্তিগুণাবলম্বী, শ্রীরাধিকার প্রিয়তম, অত্যন্ত মনোহরমূর্ত্তি, সত্যরূপে এ জগতে অবতীর্ণ, যিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, সেই সনাতন শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। ৫৯—৭১। যে মনুষ্য প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সায়ংকালে এই শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি পাঠ করে, সে মনুষ্য এ ভারত ভূমিতে থাকিয়াও ইহলোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তিপদ প্রদানে সমর্থ হয়। এই স্তোত্রপাঠের ফলে শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব লাভ করিতে পারে; শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি প্রাপ্ত হয়। এই লোকেই সকলের পূজনীয় এবং নিশ্চয়ই বিষ্ণুতুল্য মান্য হয়। যে ব্যক্তি স্তব পাঠ করে, সে সকল প্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে পারে; শান্তি গুণাবলম্বী হইয়া দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে স্থান প্রাপ্ত হয়, এ পৃথিবীতে থাকিয়াও প্রতাপে এবং কীর্ত্তিদ্বারা ভগবান্ সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান হয়। সেই স্তোত্রপাঠকারী, নিত্য রোগশূন্য, সকল গুণের আধার, বিদ্যা দ্বারা বিখ্যাত, পুত্রপৌত্র-যুক্ত হইয়া কালক্ষেপ করে এবং সকল সময়েই ধনধান্যপূর্ণ গৃহে বাস করত কৃষ্ণভক্তি প্রভাবে জীবন্মুক্ত হয়, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। সেই কৃষ্ণভক্ত ব্যক্তি, ন্যায় প্রভৃতি ছয় দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানবান্ হয়, মানসগতি অবলম্বনে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারে, সর্ব্বদা সকল বিষয়ে জ্ঞানবান্ এবং কৃষ্ণভক্তি-প্রসাদে কল্পবৃক্ষের ন্যায় সতত সকল সম্পত্তি প্রদানে সক্ষম হয়; ইহা নিশ্চিত জানিবে। মহাদেব বলিলেন, হে বৎস পরশুরাম! তোমার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র কথিত হইল, এক্ষণে তুমি পুষ্করতীর্থে গমনপূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি কর, তদনন্তর অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইবে। হে মুনে! আমার আশীর্ব্বাদে ও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে অনায়াসে এ ধরামণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে সমর্থ হইবে; ইহাতে সন্দেহ নাই। ৭২—৭৮।

গণেশখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! সেই ভৃগুবংশাবতংস পরশুরাম, শিব ও শিবাদ্বয়কে প্রণাম করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুষ্করতীর্থে গমনপূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি করিলেন। পরশুরাম শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজ-ধ্যানাসক্ত হইয়া ভক্তি-পরিপূর্ণ-চিত্তে একমাস অনাহারব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক বায়ুশুদ্ধি করিলেন। বায়ুশুদ্ধি হইলে পর চক্ষুদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন, গগনমণ্ডলকে স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা আবরণ করত দশদিক্ দীপ্তিময় করিয়া সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক তেজোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী একখানি রত্নময় রথ রহিয়াছে; ঐ রথের মধ্যে ঈষৎ হাস্যদ্বারা প্রসন্ন-মুখপদ্ম এক অসাধারণ সুন্দর পুরুষ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার অভিলাষে সাগ্রহ হইয়া রহিয়াছেন। পরশুরাম, তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িয়া অবনিতলবিলুণ্ঠিত-মস্তকে প্রণাম করিয়া, সেই জগদীশ্বর সমীপে বর প্রার্থনা করিলেন। হে জগদীশ্বর! আমি যেন এই পৃথিবীমণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে পারি; ভবদীয় চরণারবিন্দে যেন আমার চিরস্থায়ী সুদৃঢ় ভক্তি থাকে; আমাকে আপনার ঐ চরণের চিরকিঙ্করত্ব প্রদান করুন—দাসত্ব কেহ কোন কালে পাইতে পারে নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরশুরামের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে সেই অভিলষিত বর দান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ভৃগুকুলতিলক পরশুরাম বরপ্রাপ্তির পর পরাৎপর হরিচরণে প্রণাম করিয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ বর প্রাপ্ত হওয়াতে পরশুরামের শুভসূচক দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দন হইতে লাগিল। ১—৮। তদনন্তর পরশুরাম গৃহে অবস্থিতিপূর্ব্বক নিদ্রিত হইলে পর অভিলষিত বরপ্রাপ্তির প্রত্যয়জনক সুস্বপ্ন দর্শন করিলেন, দিবারাত্র তাঁহার মন প্রসন্ন হইতে লাগিল। তাঁহার শারীরিক স্ফূর্ত্তির সীমা থাকিল না। স্বীয় পরিজনগণসমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে স্বীয় গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তদনন্তর নিজ শিষ্যবর্গ, পিতৃশিষ্যবর্গ, ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে স্বীয় স্বীয় ভবন হইতে আনয়ন করাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাদিগের নিকটে জ্ঞাপন করত তাঁহাদিগের সহিত নানাপ্রকার মন্ত্রণাপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রার নির্ণীত শুভসময়ে বলিষ্ঠহৃদয়ে শিষ্যবর্গ এবং ভ্রাতৃবর্গের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে গমনোদ্যত হইলেন। পরশুরাম গমনকালে মঙ্গলসূচক চিহ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন এবং জয়সূচক শব্দ সকল শ্রবণ করিলেন; তাহা দ্বারা মনে মনে জানিলেন এ সকল আমার জয়ের লক্ষণ ও অরিসংক্ষয়সূচক চিহ্ন। মুনিকুমার পরশুরাম, যাত্রা করিবার সময়ে হঠাৎ হরিধ্বনি, শঙ্খবাদ্য, ঘণ্টাবাদ্য এবং দুন্দুভির নিনাদ শুনিতে পাইলেন। "ভৃগুকুমার তোমার জয় হইবে" আকাশ হইতে এই দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। নরগণের কল্যাণকর ইঙ্গিত দেখিতে পাইলেন, জয়সূচক মেঘশব্দ শুনিতে পাইলেন। এই সকল শুভসূচক বহু শব্দ শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পরশুরাম যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ, বন্দী, দৈবজ্ঞ, জ্বলৎ প্রদীপ ধারণ করিয়া পতিপুত্রবতী এবং নানাপ্রকার অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃতা সতী নারীগণ হাস্যমুখে সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে দেখিলেন। পরশুরাম গমন করিতে করিতে মৃতদেহ, শৃগালী, জলপরিপূর্ণ কুম্ভ, চাষপক্ষী, নকুল, এই সকল শুভসূচক চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন;—কৃষ্ণসার মৃগ, হস্তী, সিংহ, ঘোটক, গণ্ডক, দ্বীপী, চমরীমৃগ, রাজহংস, চক্রবাক, শুকপক্ষী, কোকিল, ময়ূর, খঞ্জন পক্ষী, শঙ্খচিল, চকোর পক্ষী, পারাবত, বকশ্রেণী, কারণ্ড পক্ষী, চাতক পক্ষী, চটক পক্ষী, মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, ইন্দ্রধনু, সূর্য্য, শুভজনক সূর্য্যমণ্ডল, সদ্যঃকৃত্ত মাংস, জীবিত মৎস্য, শঙ্খ, সুবর্ণ, মাণিক্য, রৌপ্য, মুক্তা, উৎকৃষ্ট মণি, প্রবাল, দধি, লাজ, শ্বেতধান্য, শ্বেতপুষ্প, কুঙ্কুম, নবপল্লব, ধ্বজা, ছত্র, দর্পণ, শুক্লবর্ণ চামর, সবৎসা গাভী, রথোপবিষ্ট ভূমিপতি, দুগ্ধ, গব্যঘৃত, গুবাক, অমৃত, পরমান্ন, শালগ্রামশিলা, সুপক্কফল, শর্করা, মধু, বিড়াল, স্থূলকায় বৃষ, মেষ, পর্ব্বত, মূষিক, মেঘাবৃত সূর্য্যের সহসা প্রকাশ, চন্দ্র-মণ্ডল, মৃগনাভি, তালবৃন্তনির্ম্মিত ব্যজন, সুশীতল জল, হরিদ্রা, তীর্থমৃত্তিকা, শ্বেতসর্ষপ, সর্ষপ, দূর্ব্বা, ব্রাহ্মণ জাতির বালক ও বালিকা, হরিণ, বেশ্যানারী, ভ্রমর, কর্পূর, হরিদ্রাবর্ণ বসন, গোমূত্র, গোময়, গোধূলি, গোক্ষুরচিহ্ন, গোগৃহ, গোগমনাগমনবর্ত্ম, মনোহর গোশালা, শুভসূচক গোমৈথুন, অলঙ্কার, দেবতাপ্রতিমা, প্রজ্বলিত অগ্নি, জনগণের মহোৎসব, তাম্র, স্ফটিক, চিকিৎসক, সিন্দুর, পুষ্পমালা, চন্দন, সুগন্ধদ্রব্য, হীরক এবং রত্ন এই সকল শুভসূচক দ্রব্য দক্ষিণভাগে দর্শন করিলেন; সুগন্ধি বায়ুর আঘ্রাণ পাইতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের শুভাশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ৯—২৮। এই সকল মঙ্গলসূচক জানিতে

পারিয়া হর্ষান্বিতচিত্তে গমন করত সূর্য্যাস্তের পর নর্ম্মদা নদীর তীরভূমিতে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে সাতিশয় মনোজ্ঞ উৎকৃষ্ট অতি উচ্চ একটী চিরস্থায়ী বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাহার নিম্নে শ্রেষ্ঠতম আশ্রম, ঐ আশ্রম সুগন্ধ বায়ুদ্বারা সর্ব্বদা শীতল ভাব ধারণ করিয়াছে; ঐ আশ্রমে পূর্ব্বকালে পুলস্ত্য ঋষি তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ স্থান কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজার রাজ্যের অতি নিকটবর্ত্তী। মুনিবর পরশুরাম সৈন্য সামন্তগণের সহিত সে রাত্রি সেইস্থানে যাপন করিলেন। সেই বৃক্ষমূলে পরশুরাম কিঙ্করনিকর-কর্ত্তৃক সেবিত হওত পুষ্পময় শয্যার উপরি শয়ন করিলেন। পরিশ্রমজন্য পরিশ্রান্ত থাকায় শয়নমাত্র হৃষ্টান্তঃকরণে নিদ্রাগত হইলেন। সেই ভৃগুনন্দন পরশুরাম সেই রজনীর শেষযামে উৎকৃষ্ট সুস্বপ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন, সে সকল বিষয় কখনই চিন্তা করেন নাই, তৎকালে পরশুরামের বাতিক, পিত্ত কিংবা কফজন্য বিকার উপস্থিত ছিল না। হস্তী, অশ্ব, পর্ব্বত, অট্টালিকা, বৃষ কিংবা ফলবান্ বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, কৃমিগণ তাঁহাকে ভোজন করিতেছে, তন্নিমিত্ত তিনি রোদন করিতেছেন, পরশুরাম এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলেন। আবার দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন এবং গলদেশে পুষ্পমালা ধারণ এবং পীনবসন পরিধান করিয়া আপনি নৌকায় আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন। পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠা, মূত্র, এবং পূয লাগিয়াছে, দেখিলেন যেন আপনি উৎকৃষ্ট বীণাযন্ত্র বাজাইতেছেন, এইরূপ স্বপ্নে দর্শন করিলেন। পদ্মপত্রদ্বারা আবৃত কোন নিম্নগাতীরে আপনি উপবিষ্ট রহিয়া দধি, ঘৃত এবং মধুসংযুক্ত পায়সান্ন ভোজন করিতেছেন, তাম্বুল ভোজন করিতেছেন, ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেছেন, সম্মুখে ফল, পুষ্প এবং প্রদীপ আপনি দেখিতেছেন; সুপক্ক ফল, দুগ্ধ, উষ্ণ অন্ন, শর্করা এবং খণ্ডিকা দ্রব্য পুনঃপুনঃ ভোজন করিতেছেন, জলৌকা, বৃশ্চিক, মৎস্য এবং সর্প; ইহারা ভোজন করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া আপনি ভীতচিত্তে পলায়ন করিতেছেন, এই সকল স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করিলেন। ৩০—৪১। তদনন্তর স্বপ্নে দেখিলেন আপনি চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং নিকটে পতি পুত্রবতী নারীগণও সহাস্যবদনে দ্বিজগণকে দর্শন করিতেছেন। আবার দেখিলেন, সুবেশা কন্যাগণ সন্তুষ্ট হইয়া এবং পরম সন্তুষ্ট দ্বিজগণ হাস্যবদনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। পুনর্ব্বার স্বপ্নে দেখিলেন, ফলাবনত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় বৃক্ষ, দেবতা-প্রতিমা এবং কোন নরপতি সম্মুখে রহিয়াছেন, আপনি গজারূঢ় এবং রথারূঢ় হইয়া রহিয়াছেন। পীতবস্ত্র পরিধান করত রত্নালঙ্কারভূষিতা কোন ব্রাহ্মণ রমণীগৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলেন। শঙ্খ, স্ফটিকনির্ম্মিত পাত্র, শ্বেতপুষ্পের মালা, মুক্তা, চন্দন, সুবর্ণ, রজত এবং রত্ন এ সকল আপনি দর্শন করিতেছেন, ইহা স্বপ্নে দর্শন করিলেন। হস্তী বৃষ, শ্বেতসর্ষপ, শ্বেতচামর, নীলপদ্ম এবং দর্পণ এ সকল বস্তু স্বপ্নে দর্শন করিলেন। ভৃগুরাম স্বপ্নে দেখিলেন, আপনি কখন রথোপরি উপবিষ্ট কখন বা নবরত্নসভায় আসীন, মালতীপুষ্পের মালাদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া রত্নময় সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। পদ্মসমূহ, পূর্ণকুম্ভ, দধি, লাজ, ঘৃত, মধু পত্রনির্ম্মিত ছত্র, এবং ছত্রধারী পুরুষ এই সকল সম্মুখে রহিয়াছে; এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলেন। বকশ্রেণী এবং হংসশ্রেণী উড়িতেছে, ব্রতপরায়ণ কন্যাগণ মঙ্গলঘট পূজা করিতেছে, ভৃগুকুমার এরূপ দর্শন করিলেন। মন্দিরমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া দ্বিজগণ হরপ্রতিমা এবং শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি পূজা করিতেছেন এবং তোমার জয় হউক; এইরূপ আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, অনবরত অমৃতবৃষ্টি, ফলবৃষ্টি পত্রবৃষ্টি এবং চন্দনবৃষ্টি হইতেছে, ভৃগুরাম এইরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। ৪২—৫২। পুনর্ব্বার দেখিলেন, সদ্যঃকৃত্তমাংস, জীবিত মৎস্য, ময়ূর, শ্বেতবর্ণ খঞ্জনপক্ষী, সরোবর, নানাদেশীয় তীর্থস্থান সম্মুখে রহিয়াছে। ভৃগুরাম পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলেন, পারাবত, শুকপক্ষী, শঙ্খচিল চাষপক্ষী, চাতকপক্ষী, ব্যাঘ্র, সিংহ এবং সুরভি গাভী; ইহারা সম্মুখে বিচরণ করিতেছে। গোরোচনা, হরিদ্রা, বৃহৎ শুক্লধান্যরাশি, প্রজ্বলিত হুতাশন, দূর্ব্বাক্ষেত্র, সম্মুখে রহিয়াছে। ভৃগুনন্দন পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলেন দেবমন্দিরসমূহ, পূজিত শিবলিঙ্গ, পূজিতা মৃন্ময়ী দুর্গামূর্ত্তি সম্মুখে রহিয়াছে, যবচূর্ণের পিষ্টক, গোধূমচূর্ণের পিষ্টক, নানাবিধ লড্ডুক, ভোজন করিতেছেন; এসকলও স্বপ্নে বারংবার দেখিতে লাগিলেন। উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া অগম্যা-স্ত্রীসংসর্গ করিতেছেন, এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলেন। পুনর্ব্বার স্বপ্ন দর্শন করিলেন নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে, বেশ্যাগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, রুধির প্রবাহিত হইতেছে, সুরাপান করিতেছেন। এবং সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত হইয়াছে। হে নারদ! অরুণোদয়সময়ে ভৃগুনন্দন স্বপ্নে দেখিলেন

পীতবর্ণ পক্ষিগণের মাংস এবং মনুষ্যগণের মাংস হৃষ্টচিত্তে ভোজন করিতেছেন। ভৃগুনন্দন স্বপ্ন দর্শন করিলেন, অকস্মাৎ শৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধ হইয়াছেন, নিজ দেহ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, এই স্বপ্ন-দর্শনের পর প্রাতঃকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে জাগরিত হইলেন। পরশুরাম শুভস্বপ্নদর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমস্ত নির্ব্বাহ করত মনে মনে বিবেচনা করিলেন, নিশ্চই শত্রু জয় হইবে। ৫৩—৬৩।

গণেশখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, সেই ভৃগুনন্দন পরশুরাম প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শান্তে কার্ত্তবীর্য্যের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সে দূত, শীঘ্র কার্ত্তবীর্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রিগণপরিবেষ্টিত রাজসভায় উপবিষ্ট কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিল;—মহারাজ! নর্ম্মদানদীতীরে যে অক্ষয় বট আছে, উহার তলভূমি আশ্রয় করিয়া ভৃগুনন্দন পরশুরাম ভ্রাতৃবর্গ ও সৈন্যবর্গসহিত উপস্থিত হইয়াছেন, আপনিও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সে স্থানে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করুন, তাঁহার প্রতিজ্ঞা যে, এ মহীমণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিবেন, ইহা আপনি বিদিত হউন। ইহা কার্ত্তবীর্য্যের নিকট প্রকাশ করিয়া পরশুরামদূত পরশু-রামসমীপে উপস্থিত হইলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজাও যুদ্ধসজ্জাপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রগমনে উদ্‌যোগী হইতে লাগিলেন, কার্ত্তবীর্য্যপত্নী মনোরমা প্রাণনাথকে সমর-গমনোদ্যত দেখিয়া রাজসমীপে আগমনপূর্ব্বক বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সভামধ্যে স্বীয় পত্নী মনোরমাকে দর্শনানন্তর প্রসন্নমুখনেত্রে তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্য সমস্ত বলিতে লাগিলেন। শুন প্রিয়ে! জমদগ্নি মুনির প্রধান পুত্র পরশুরাম ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে নর্ম্মদানদীর তীরে উপস্থিত হইয়া রণ করিবার অভিলাষে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিতেছেন। ভগবান্ ভবানীপতির নিকট অস্ত্রসমূহ, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকবচ পাইয়া এ পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। পরশুরামের প্রতিজ্ঞাশ্রবণে আমার প্রাণবায়ু আন্দো-লিত হইতেছে, আমার চিত্ত বারংবার ক্ষুব্ধ হইতেছে এবং আমার বামাঙ্গ অনবরত নৃত্য করিতেছে, ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমি তৈলাভ্যঙ্গশরীরে জবাপুষ্পের মালা ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দন লেপন করত রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া লৌহময় অলঙ্কারদ্বারা ভূষিত-দেহে নির্ব্বাণ অঙ্গাররাশিদ্বারা খেলা করিতে করিতে সহাস্যবদনে গর্দ্দভের উপরি আরোহণ করিয়া রহি-য়াছি। ১—১২। হে পতিব্রতে! পুনর্ব্বার স্বপ্নে দেখিলাম, এ সমস্ত পৃথিবী জবাপুষ্পের মালাদ্বারা আবৃত হইয়া ভস্মাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং নভোমণ্ডলে সূর্য্য কিংবা চন্দ্রের উদয় নাই; কেবল সন্ধ্যারাগ সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। রক্তবস্ত্র পরিধানা ছিন্ন-নাসিকা, কোন বিধবা রমণী, অট্টহাস্যমুখে আলু-লায়িত কেশে নৃত্য করিতেছে, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলাম। পুনর্ব্বার স্বপ্নে দেখিলাম, শ্মশানভূমিতে চিতার উপর শবদেহ রহিয়াছে, তাহাতে অগ্নি নাই; কিন্তু ভস্মরাশি-পরিপূর্ণ। হে প্রাণেশ্বরি! আবার দেখিয়াছি, ভস্ম বৃষ্টি হইতেছে, রক্তবৃষ্টি হইতেছে এবং অঙ্গারবৃষ্টি হইতেছে। পুনর্ব্বার দেখিয়াছি, এ পৃথিবীমধ্যে পক্ব তাল ফল ছড়ান রহিয়াছে, অস্থিখণ্ড সকল পড়িয়া আছে। পুনর্ব্বার রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছি, কোন স্থানে লবণপর্ব্বত, কোন স্থানে রাশীকৃত কপর্দ্দক রহিয়াছে, কোন স্থানে বা চূর্ণের রাশি, কোন স্থানে তৈলরাশি রহি-য়াছে। পুনর্ব্বার দেখিতেছি, প্রস্ফুটিত অশোক-বৃক্ষ, প্রফুল্ল করবীর বৃক্ষ, ফলাবনত তালবৃক্ষ, সকল রহিয়াছে, তাহা হইতে ফল পতিত হইতেছে! আবার দেখি, স্বীয় কর হইতে পূর্ণ কুম্ভ পতিত হইবা-মাত্র ভগ্ন হইয়া গেল। ততঃপর স্বপ্নে দেখিলাম, আকাশ হইতে চন্দ্রমণ্ডল খসিয়া পড়িয়াছে, পুনর্ব্বার আকাশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, সূর্য্যমণ্ডল আকাশ হইতে পৃথিবীতে পতিত রহিয়াছে। উল্কাপাত হইতেছে, ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ হইতেছে। পুনর্ব্বার স্বপ্নে দেখিতেছি, একটা বিকটাকার সাতিশয় ভয়ানক পুরুষ, উলঙ্গ হইয়া মুখব্যাদানপূর্ব্বক আমার সম্মুখে আসিতেছে। পুনর্ব্বার রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেছি, বস্ত্র-অলঙ্কার-ভূষিতা একটি দ্বাদশবর্ষবয়স্কা বালিকা ক্রুদ্ধা হইয়া আমার গৃহ হইতে পলায়ন করিতেছে। ততঃপর দেখিলাম, হে প্রিয়ে! তুমি শোকান্বিতচিত্তে বলিতেছ, হে মহারাজ! বিদায় দান কর, আমি তোমার গৃহ হইতে স্থানান্তরে গমন করিব। আবার স্বপ্নে দেখি,—ব্রাহ্মণ-

গণ, সন্ন্যাসিগণ এবং গুরুজন-বর্গ ক্রুদ্ধচিত্তে আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছেন; গৃহভিত্তিতে দেখি যে, আশ্চর্য্য পুত্তলিকা সকল উত্তমরূপে নৃত্য করিতেছে। ১৩—২৪। পুনর্ব্বার নিশাকালে স্বপ্ন দেখিলাম, গৃধ্রগণ, কাকগণ এবং মহিষগণ চঞ্চলচিত্তে আমাকে আঘাত করিতেছে! হে প্রাণেশ্বরি! পুনরপি স্বপ্নে দেখিলাম, তৈলকর জাতি তৈলযন্ত্র ভ্রমণ করাইতেছে, আর কতকগুলি নর্ত্তকপুরুষ মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতেছে এবং পাশাস্ত্র হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে পুনরপি স্বপ্নে দেখি যে, আমার গৃহে গায়কসমূহ গান করিতেছে একটি আনন্দজনক বিবাহমহোৎসব উপস্থিত। পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলাম, কতকগুলি লোক রমণ করিতেছে ও কতকগুলি লোক কেশাকেশি করিতেছে। কাকগণ এবং কুক্কুরগণ পরস্পর বিবাদ করিতেছে। হে প্রিয়ে! পুনরপি স্বপ্নে দেখিলাম, মোটক-সংযুক্ত পিণ্ডরাশি পতিত রহিয়াছে ও শ্মশান-ভূমিতে শবদেহ পতিত রহিয়াছে এবং রক্তবস্ত্র ও শুক্লবস্ত্র পতিত রহিয়াছে। হে সুন্দরি! নিশাকালে পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিয়াছি, কৃষ্ণ বস্ত্রপরিধান করত আলুলায়িতকবরী একটা কৃষ্ণবর্ণা বিধবা স্ত্রী আমার নিকট আসিয়া বস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইতেছে। হে প্রিয়ে! রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিয়াছি, নাপিত আসিয়া আমার মস্তক শ্মশ্রু-সমূহ বক্ষঃস্থল মুণ্ডন ও নখসমূহ ছেদন করিতেছে। হে সুন্দরি! পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলাম পাদুকা চর্ম্ম-নির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা একটি বৃহৎ স্তূপ প্রস্তুত রহিয়াছে এবং কুম্ভকারগণ মৃত্তিকাতে চক্রযন্ত্র ঘূর্ণিত করিতেছে। ২৫—৩২। হে পতিব্রতে! পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিয়াছি, যে, ঝটিকাবায়ুদ্বারা শুষ্ক বৃক্ষ সকল আকাশে উত্থিত হইতেছে এবং কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। অতঃপর স্বপ্ন দেখিলাম, ভয়ানক দন্ত-সংযুক্ত শবমুণ্ডদ্বারা গ্রথিত মালা সকল ঝটিকাবায়ুদ্বারা উড্ডীন হইতেছে। রজনীসময়ে দেখিলাম যে, ভূতগণ ও প্রেতগণ আলুলায়িতকেশে অগ্নি বমন করিতে করিতে আমাকে অনবরত ভয় দেখাইতেছে। পুনর্ব্বার নিশাকালে স্বপ্ন দেখিলাম, কতক প্রাণী ভগ্নশরীর, কতকগুলি বৃক্ষের শাখা প্রশাখা দগ্ধ হইয়াছে ও কতক গুলি মনুষ্য পীড়িতদেহ এবং বৃষল জাতি অঙ্গহীন হইয়া রহিয়াছে। পুনর্ব্বার নিশাকালে স্বপ্ন দেখিলাম হঠাৎ গৃহশ্রেণী, পর্ব্বতসমূহ এবং বৃক্ষনিকর পতিত হইতেছে, বারংবার বজ্রপাত হইতেছে। পুনর্ব্বার নিশাকালে স্বপ্ন দেখিলাম, সকল গৃহে কুক্কুরগণ এবং শৃগালগণ রোদন করিয়া বেড়াইতেছে। পুনরপি স্বপ্ন দেখিলাম, একটা মনুষ্য অধোভাগে মস্তক, ঊর্দ্ধভাগে চরণ, আলুলায়িত কেশরাশি এবং বিবস্ত্র হইয়া কখন বা ভূমিতে ভ্রমণ করিতেছে এবং কখন বা ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে! তদনন্তর রাত্রিশেষসময়ে স্বপ্ন দেখিলাম এ রাজ্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অতি ভীষণ শব্দ করিয়া রোদন করিতেছেন ঐ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিতেছি, এমন সময়ে প্রাতঃকাল উপস্থিত হওয়াতে জাগরিত হইলাম। হে প্রিয়ে! এইরূপ দুঃস্বপ্ন সকল দেখিয়াছি এবং এক্ষণে পরশুরামও যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, কি উপায় অবলম্বন করিব? তাহা তুমি আমাকে উপদেশ কর। ৩৩—৪০। রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর তৎপত্নী মনোরমা উৎতপ্ত-হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে সগদ্‌গদ বাক্যে রাজাকে বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! হে সুন্দরাগ্রগণ্য! হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! হে প্রাণপতে! আপনি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়; অতএব আমার শুভকর বাক্য শ্রবণ করুন। ভগবান্ জমদগ্নিকুমার পরশুরাম নারায়ণের অংশ হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠ; আবার জগৎসংহারকর্ত্তা জগদীশ্বর মহাদেবের শিষ্য; তিনি এ পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন; আমি বলি, তাঁহার সহিত যুদ্ধবাসনা পরিত্যাগ করুন। আপনি পাপাচার রাবণকে জয় করিয়া আপনাকে বলবান্ বোধ করিতেছেন; সে রাবণকে আপনি জয় করেন নাই, সে নিজ পাপদ্বারা পরাজিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম রক্ষা করে না, তাহার এ জগতে কেহই রক্ষাকর্ত্তা হয় না, সে মূর্খ আপনিই বিনষ্ট হয়, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃততুল্য হয়। অন্তর্যামী সেই পরমাত্মা লোকের অনবরত শুভাশুভ কর্ম্ম দর্শন করিতেছেন, অজ্ঞান লোকে তাহা জানিতে পারে না। হে মহারাজ! পুত্র ভার্য্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গ এবং ঐশ্বর্য্য সমস্ত জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় অচিরস্থায়ী, ইহাদিগের বিনাশ অখণ্ডনীয়; এ সংসার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা জানিয়া সাধু ব্যক্তিরা সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তা এবং ভক্তিপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া থাকেন। হে নাথ! সেই ভগবান্ দত্তাত্রেয় মুনিদত্ত জ্ঞানোপদেশ আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন। যদ্যপি বলেন সেই জ্ঞানোপদেশ আপনার হৃদয়ে জাগরূক আছে। হে দুর্বুদ্ধে! তাহা হইলে বিপ্র-হিংসাতে আপনার মন কি নিমিত্ত অগ্রসর হইল? সুখভোগবাসনায় মৃগয়া করিতে গমন করত উপবাস-পূর্ব্বক দ্বিজবর জমদগ্নি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া

অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি ভোজনান্তে তাহার প্রতিশোধ-স্থলে সেই আশ্রয়দাতা বিপ্রবরকে হত্যা করিয়াছেন। যে ব্যক্তির গুরুজন, ব্রাহ্মণ এবং দেবগণের অনিষ্ট করে, তাহার প্রতি অভীষ্টদেবও রুষ্ট হন বিপদ্ তাহার নিকটবর্ত্তী হয়। হে মহারাজ! সেই দত্তাত্রেয় মুনির পাদপদ্ম স্মরণ কর, গুরুভক্তিই সকল লোকের সকল বিপদ্ বিনাশ করে। গুরুদেবকে পূজা করিয়া সেই ভৃগুকুলতিলক পরশুরামের শরণাপন্ন হউন। বিপ্রগণ ও দেবগণ প্রসন্ন হইলে, ক্ষত্রিয়কুলজাত ব্যক্তির কোন বিপত্তি হয় না। ৪১—৫৪। হে রাজন্! ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কিঙ্কর, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয় জাতির কিঙ্কর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির কিঙ্কর শূদ্র জাতি, বিশেষতঃ শূদ্রগণ ব্রাহ্মণজাতির দাসানুদাস। ক্ষত্রিয় হইয়া যদি ক্ষত্রিয়জাতির শরণাপন্ন হয়, তাহাতে ক্ষত্রিয়সন্তানের অকীর্ত্তি হয়, ইহা সত্য, কিন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া গুরুজন দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলে মহৎ কীর্ত্তিলাভ হয়। হে মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ, সুরগণ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার ভজনা করুন; ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলে দেবগণ সন্তুষ্ট হন। মহাপতিব্রতা মনোরমা এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া স্বামীকে ক্রোড়ে করত তাঁহার মুখপদ্ম দর্শন করিতে করিতে বারংবার রোদন এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন। কার্ত্তবীর্য্যপত্নী মনোরমা পুনর্ব্বার বলিলেন, হে মহারাজ! ক্ষণকাল বিলম্ব করুন এবং স্নান করুন, আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ অভিলষিত দ্রব্য ভোজন করাইব। হে মহারাজ! আপনার এই সুন্দর শরীরে আমি উৎকৃষ্ট চন্দন, অগুরু, মৃগনাভি, কুঙ্কুম এবং আবীর এই সকল গন্ধদ্রব্য অনুলেপন করিয়া দিব। হে নাথ! কিছুকাল সিংহাসনে উপবেশন করুন। কিছুকাল আমার হৃদয়োপরি বিলাস করুন এবং কিছুকাল সভাস্থিত সজ্জীকৃত শয্যোপরি বিশ্রাম করুন, আপনাকে জন্মের শোধ দর্শন করিলাম। হে নরপতে! পতিব্রতা নারীগণের পতির প্রতি পুত্র হইতে শতগুণ অধিক স্নেহ হয়, ইহা ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং বেদশাস্ত্রে নিরূপণ করিয়াছেন। মনোরমার বাক্যশ্রবণান্তে পণ্ডিতবর মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, মনোরমাকে প্রবোধ বাক্যে বুঝাইলেন এবং তাঁহার কথিত বাক্যের যথোচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য বলিলেন, হে প্রিয়ে! আমি যাহা বলিতেছি তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। আমি তোমার কথা সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি, শোকার্ত্ত মনুষ্যের বাক্য—সভামধ্যে গ্রাহ্য হয় না। হে সুন্দরি! সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক লোকের সহিত বিবাদ এবং লাভ; এ সকল মনুষ্যের শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগকালে উপস্থিত হয়। কালই লোককে কখন রাজ্য প্রদান করিতেছে, কালই লোকের কখন মৃত্যু ঘটনা করিতেছে, আবার ঐ কালই লোকের এ সংসারে পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহণ করাইতেছে। সৃষ্টিসময়ে কালই জগৎ সৃষ্টি করিতেছে এবং প্রলয়কালে কালই এ সমস্ত জগৎ বিলোপ করিতেছে। ৫৫—৬৬। কালই কালরূপী বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করত এ সমস্ত জগতের প্রতিপালন করিতেছে, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ কালেরও লয় করিতেছেন, কৃষ্ণই বিধাতার বিধানকর্ত্তা, জগৎসংহর্ত্তারও সংহারকর্ত্তা, জগৎপালয়িতারও পালনকর্ত্তা; তিনিই লোকসমূহের অদৃষ্টদাতা। হে পতিব্রতে! সেই অদৃষ্টই লোকের তপস্যাদির ফল দান করিতেছে। অদৃষ্ট ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কাহাকেও বিনাশ করিতে পারে না। যে সনাতন শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবশবর্ত্তী হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এ জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, জগৎসংহর্ত্তা হর এ জগৎ সংহার করিতেছেন এবং পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এ সমস্ত প্রাণীর প্রতিপালন করিতেছেন; যে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অনিলগণ ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করত জগতীস্থ জনগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছে, মৃত্যু নিত্যই ভীতচিত্তে লোকের পূর্ণকালে নিকটস্থ হইয়া গ্রাস করিতেছে এবং সূর্য্যদেব প্রতিদিন গগনে উদিত হইয়া তাপ প্রদান করিতেছেন। সুরপতি ইন্দ্র যাঁহার আজ্ঞাভয়ে বর্ষণ করত শস্যাদি রক্ষা করিতেছেন, অগ্নি যাঁহার ভয়ে দাহনশক্তিদ্বারা অন্নাদি পাক করিতেছেন, মহাকালভীত ব্যক্তির ন্যায় নিত্য ভ্রমণ করিতেছেন, এ জগতীস্থ সমস্ত স্থাবর পদার্থ পর্ব্বতাদি স্থিরভাবে রহিয়াছে এবং জঙ্গম পদার্থ বায়ুপ্রভৃতি নিত্য ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে, যাঁহার আজ্ঞানুসারে বৃক্ষগণ পুষ্পিত হইতেছে, ফলবান্ হইতেছে এবং পল্লবিত হইতেছে, আবার কালে শুষ্ক হইতেছে এবং উন্নতঅবস্থায় বৃদ্ধি পাইতেছে। ৬৭—৭২। যে কালরূপী ভগবান্ নারায়ণের আজ্ঞা হেতু এ সংসার-সৃষ্টি একবার প্রকাশ পাইতেছে এবং একবার লুপ্ত হইতেছে, সেই নারায়ণের আজ্ঞায় নিখিল পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে, মনুষ্যের স্বেচ্ছায় কিছুই হয় না, অতএব হে প্রিয়ে! নিবৃত্ত হও, আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরশুরামরূপ হুতাশনে পড়িতেছি, ইহা বোধ করিও না। হে প্রিয়ে! মহাবলপরাক্রান্ত ভগবান্ পরশুরাম নারায়ণের কলা হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া-

ছেন, ইহা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি এবং পরশুরাম ধরাদেবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়ভূপাল-শূন্য করিবেন, তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না; ইহাও আমি নিশ্চিত জানিয়াছি! হে সুব্রতে! কখনই পরশুরামের প্রতিজ্ঞা বিফল হইবে না, নিশ্চয়ই আমি তাঁহার নিকট বিদায় প্রাপ্ত হইব, ইহা আমি সম্যক্‌রূপে অবগত আছি জানিবে; অতএব তুমি ক্ষান্ত হও। আমি সমস্ত ভবিষ্যৎ কার্য্য জানিতে পারিতেছি, কি নিমিত্ত পরশুরামের নিকট ন্যূনতা স্বীকারপূর্ব্বক শরণাগত হইব? হে প্রিয়ে! তাহা কখনই হইবে না। এ ধরাধামে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি হইতে মৃত্যুলাভ শ্রেয়স্কর জানিবে। নৃপবর কার্ত্তবীর্য্য মনোরমার নিকট এই সকল কথা বলিয়া সমরে গমন করিতে উদ্‌যোগী হইলেন এবং বাদকগণকে রণবাদ্য বাজাইতে নিয়োগ করিলেন, ও রণে গমনার্থ মঙ্গলজনক কার্য্য সকল করিতে লাগিলেন। একশত-কোটি নরপতি, ত্রিলক্ষ প্রধানতম ভূপাল, মহাবল-পরাক্রান্ত একশত অক্ষৌহিণী পরিমিত সৈন্য, অসংখ্য অশ্ব, অসংখ্য হস্তী, অসংখ্য পদাতিসৈন্য এবং অসংখ্য রথ সংগ্রহ করিয়া রণগমনে উদ্‌যোগী হইলেন। রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম ধারণ করিয়া অক্ষয়বাণযুক্ত ধনুর্ব্বর হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক রণ-গমনোন্মুখ হইয়াছেন, ইহা দর্শন করত সতীপ্রধানা মনোরমা স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন। তদনন্তর মনোরমা নিজস্বামীকে যুদ্ধবাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতে অসমর্থা হওয়াতে ক্রীড়াগারে প্রবেশপূর্ব্বক কার্ত্ত্য-বীর্য্যকে ক্ষণকাল স্বীয় হৃদয়োপরি বসাইয়া তাঁহার মুখপদ্ম দর্শন করিতে করিতে বারংবার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। ৭৩—৮১।

গণেশখণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন,—কার্ত্তবীর্য্যপত্নী মনোরমা প্রাণেশ্বর অর্জ্জুনকে কিয়ৎকাল স্বীয় হৃদয়োপরি ধারণ করিয়া স্বামীর প্রমুখাৎ যাহা যাহা শ্রবণ করিলেন, তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ কার্য্য সমস্ত মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! মনোরমা আপনার পুত্রগণ, জ্ঞাতিবর্গ এবং স্বীয় কিঙ্করনিকরকে সম্মুখে আনাইয়া শ্রীহরির পাদ-পদ্ম স্মরণ ও সংসারকে অসার বোধ করত যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক নিজ শরীরস্থ ষট্‌চক্রভেদ করিলেন; পরে মস্তকোপরি প্রাণবায়ুকে উত্থাপিত করিয়া, জলবুদ্বুদ-সদৃশ বিষয় হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক স্বীয় চঞ্চল চিত্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্র-দলপদ্মমধ্যে স্থাপন ও নিষ্কল পরম-ব্রহ্মের জ্ঞানরজ্জু দ্বারা বন্ধন করত, ত্রিবিধ কর্ম্ম সমূলে সন্ন্যাস করিলেন; তাদৃশ কর্ম্মের আর উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা রহিল না;—এইরূপ অবস্থাতে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু প্রাণাধিক প্রিয়তম পতিকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না; অর্থাৎ আলিঙ্গনাবস্থাতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। সেই রাজা মনোরমাকে মৃতা দেখিয়া বিলাপ ও রোদন করিলেন এবং যুদ্ধসজ্জাপরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মনোরমে! গাত্রো-খান কর; আমি রণস্থলে যাইব না; তুমি চেতনা পাইয়া দেখ, আমি বারংবার বিলাপ করিতেছি। মনোরমে! গাত্রোত্থান কর, আমার সহিত গৃহে চল। হে ভাবিনি! আমি ভৃগুরামের সহিত যুদ্ধ করিব না। সুন্দরি! মনোরমে! গাত্রোত্থান কর, শ্রীশৈলে চল; তথায় তোমার সহিত পূর্ব্বের মত ক্রীড়া করিব। প্রিয়ে! মনোরমে! গাত্রোত্থান কর, তোমার সহিত পূর্ব্বের মত জলক্রীড়া করিব হে সুন্দরি! মনোরমে! গাত্রোত্থান কর, নন্দনবনে চল; তথায় পুষ্পভদ্রা-নদীর নির্জ্জন তীরে বিহার করিব। ১—১১। সুন্দরি মনোরমে! গাত্রোত্থান কর, মলয়পর্ব্বতে চল; তথায় সুগন্ধি শীতল পবনে সুরভীকৃত, ভ্রমরঝঙ্কার ও কোকিলশব্দে মনোহর চন্দনবনে তোমার সহিত রমণ করিব। হে সতি! তুমি আমার অঙ্গে চন্দন, অগুরু ও কস্তুরী লেপন কর এবং সহাস্যমুখে আমার চন্দন-চর্চ্চিত দেহ অবলোকন কর। প্রিয়ে! অমৃততুল্য সুমধুর কথা কহ;—এক্ষণে কুটিল ভ্রূভঙ্গি করিতেছ না কেন? রাজার এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া দৈব-বাণী হইল; হে মহারাজ! স্থির হও, কেন রোদন করিতেছ? তুমি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে প্রধান জ্ঞানী-দিগের অগ্রগণ্য; এই সুন্দর সংসার জলবুদ্বুদের ন্যায় দেখ। লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা সেই সাধ্বী মনোরমা কমলার আলয়ে গিয়াছেন। তুমিও রণস্থলে যুদ্ধ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন কর। মহারাজ, এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক ত্যাগ করিলেন। পরে চন্দন-কাষ্ঠদ্বারা দিব্য চিতা প্রস্তুত করিলেন ও পুত্রের দ্বারা অগ্নি-সংস্কার করাইয়া তাহাকে দাহ করিলেন। ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ রত্ন আনন্দে প্রদান করিলেন; মনোরমার স্বর্গার্থ ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ ধন

ও বিবিধ বস্ত্র দিলেন। হে নারদ! কার্ত্তবীর্য্যের গৃহে কেবল ভোজন কর, ভোজন কর, দান কর, দান কর, এই শব্দ সর্ব্বস্থানে হইয়াছিল। তখন ধনাগারে ও নিজের অধিকৃত স্থানসমূহে যে ধন ছিল, তাহা মনোরমার স্বর্গার্থ ব্রাহ্মণগণ-উদ্দেশে আনন্দে প্রদান করিলেন। তখন রাজা দুঃখিতান্তঃকরণে সৈন্যসমূহে ও অসংখ্য বাদ্যভাণ্ডের সহিত রণস্থলে উপনীত হইলেন। তিনি পথে পথে সম্মুখে অমঙ্গল দেখিতে লাগিলেন; তথাপি তিনি যুদ্ধস্থলে যাইলেন; পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না। তিনি পথিমধ্যে প্রথমে মুক্তকেশী ছিন্ননাসা রোরুদ্যমানা উলঙ্গিনী নারী, একটী কৃষ্ণবসনা বিধবা এবং যোনি-দুষ্টা মুখদুষ্টা ব্যাধিগ্রস্তা পতিপুত্রবিহীনা ডাকিনী কুট্টনীকে দেখিলেন। তিনি কুম্ভকার, তৈলকার, ব্যাধ, সর্পজীবী, কুৎসিতবসনপরিধায়ী, অতি রুক্ষদেহ, উলঙ্গ, কাষায়বসন, বসাবিক্রয়ী, কন্যাবিক্রয়ী, চিতা, দগ্ধ শব, ভস্ম, নির্ব্বাণাঙ্গার, সর্পদষ্ট মানব, সর্প, গোধা, শশক, বিষ, শ্রাদ্ধপাক পিণ্ড, মোটক, তিল, দেবল, বৃষবাহক, শূদ্রের শ্রাদ্ধের অন্নভোজী, শূদ্রের অন্নপাচক শূদ্র-যাজক, গ্রাম-যাজক, কুশের পুত্তলিকাশবদাহী ব্যক্তি, শূন্য কুম্ভ, ভগ্নকুম্ভ, তৈল, লবণ, অস্থি, কার্পাস, কচ্ছপ, চূণ, শব্দকারী কুক্কুর, দক্ষিণ ভাগে ভীষণশব্দকারী শৃগাল, কপর্দ্দক, ক্ষৌর, ছিন্নকেশ, নখ, মল, কলহ, বিলাপ ও বিলাপকারী ব্যক্তি অমঙ্গল-রোদনকারী রোরুদ্যমানের প্রতি শোককারী, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদাতা চৌর নরঘাতী, বেশ্যার পতি, পুত্র ও তাহার অন্নভোজী, দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণের দ্রব্য ও ধনহারী, দস্যু, হিংসক, সূচক, খল, পিতা ও মাতার প্রতি বিরক্ত ব্রাহ্মণ, অশ্বত্থ-বৃক্ষঘাতী সত্যঘ্ন, কৃতঘ্ন ও স্থাপ্যধনাপহারী ব্যক্তি, বিপ্রদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, ক্ষতাঙ্গ, বিশ্বাসঘাতী, গুরু, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিন্দক, নিজের অঙ্গঘাতক, জীবঘাতী, বিকলাঙ্গ দয়াশূন্য, ব্রতোপবাসবিহীন, অদীক্ষিত, ক্লীব, গলিতকুষ্ঠী, অন্ধ, বধির, চণ্ডাল, ছিন্নলিঙ্গ, মদমত্ত, সুরাক্লিপ্ত রুধির-বমনকারী, মহিষ গর্দ্দভ, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা, কফযুক্ত ব্যক্তি, মৃত মনুষ্যের কপাল, ঝঞ্ঝাবাত, রক্তবৃষ্টি, বাদ্যধ্বনি, বৃক্ষপাত, শুক, শূকর গৃধ্র, শ্যেন, কঙ্ক, ভল্লুক, পাশ, শুষ্ক কাষ্ঠ, বায়স, গন্ধক, অগ্রদানি ব্রাহ্মণ, তন্ত্রমন্ত্রোপজীবী বৈদ্য, রক্তপুষ্প, ঔষধ, তুষ, কুসংবাদ, মৃতসংবাদ, শত্রুবার্ত্তা ও দারুণ দুর্গন্ধি বাত ও দুঃশব্দ এই সকল দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। ১১—৪৬। তখন রাজার মন ব্যাকুল, প্রাণ ক্ষুভিত নিরন্তর বামাঙ্গ স্পন্দন ও দেহের জড়তা হইতে লাগিল। তথাপি রাজা শঙ্কাশূন্য হইয়া যুদ্ধের মঙ্গলই দেখিতে লাগিলেন ও সকল সৈন্যসমভিব্যাহারে সমরাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। পরশুরামকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া রথ হইতে শীঘ্র অবরোহণপূর্ব্বক রাজগণের সহিত ভক্তিপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পরশুরামও তোমরা অভিলষিত স্বর্গে গমন কর, এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। তাঁহাদের ঐ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অলঙ্ঘনীয় হইল। রাজেন্দ্র কার্ত্তবীর্য্য, সেইক্ষণে রাজগণের সহিত শীঘ্র নানা সজ্জায় সজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। সহসা দুন্দুভি ও মুরজ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি হইল এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে ধন প্রদান করিলেন। তখন বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য পরশুরাম, সেই রাজেন্দ্রগণের সভায় কার্ত্তবীর্য্যকে হিতকর সত্য নীতিগর্ভ বাক্য কহিলেন, ওহে চন্দ্রবংশসম্ভূত ধার্ম্মিক রাজেন্দ্র কার্ত্তবীর্য্য! তুমি বিষ্ণুর অংশভূত ধীমান্ দত্তাত্রেয়ের শিষ্য ও স্বয়ং বেদবিদ্‌গণের প্রমুখাৎ বেদ শ্রবণ করিয়া বিদ্বান্ হইয়াছ; তবে কেন এক্ষণে তোমার এরূপ সজ্জনবিড়ম্বিকা দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল? তুমি কেন কপিলা-লোভে নিরীহ ব্রাহ্মণকে বধ করিলে? সাধ্বী ব্রাহ্মণীও শোকে সন্তপ্তা হইয়া সেই ভর্ত্তার অনুগামিনী হইয়াছেন। হে রাজন্! এই ব্রাহ্মণ-দম্পতীর বিনাশ করায় পরলোকে তোমার কি হইবে? এই সংসারে পদ্মপত্রস্থিত জলের মত সকলই মিথ্যা জানিবে। এই সংসারে সৎকীর্ত্তি ও দুষ্কীর্ত্তি অবশিষ্ট থাকে; তন্মধ্যে দুষ্কীর্ত্তি হইলে সাধুদিগের উহা অপেক্ষা আর উপহাসকর কি আছে? কপিলাই বা কোথায় গেল? বিবাদই বা কোথায়? মুনিই বা কোথায়? তুমি বিদ্বান্ রাজা হইয়াও যে কার্য্য করিলে, হালিকও সে কার্য্য করে না। ধার্ম্মিক মুনি তোমাকে রাজা ও উপবাসী দেখিয়াই, পারণ করাইয়াছিলেন; তুমি তাহার উপযুক্ত ফলই দিয়াছ। তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি দান করিয়াছ ও তোমার যশে জগৎ পরিপূর্ণও হইয়াছে; এক্ষণে কেন বৃদ্ধাবস্থায় অযশ সঞ্চয় করিলে? কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সদৃশ দাতা মহান্, ধার্ম্মিক যশস্বী পুণ্যাত্মা পণ্ডিত কেহ হয় নাই, হইবেও না—প্রাচীন স্তুতিপাঠকগণ ভূতলে এইরূপ কহিয়া থাকে। তুমি পুরাণাদিতেও বিখ্যাত তোমার এরূপ অযশ হওয়া অনুচিত। ৪৭—৬৩। হে রাজন্! কটু বাক্য প্রাণিগণের তীক্ষ্ণ অস্ত্র অপেক্ষা

অসহ্য। সঙ্কট উপস্থিত হইলেও সাধুদিগের মুখ হইতে দুর্ব্বাক্য নির্গত হয় না। আমি তোমার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিব না, প্রকৃত কথাই কহিতেছি। হে রাজেন্দ্র! তুমি এই রাজগণসমক্ষে উত্তর প্রদান কর। এই সভায় সূর্য্যবংশীয় চন্দ্রবংশীয় ও মনুবংশীয় রাজগণ রহিয়াছেন; এই স্থানে সত্য বল। পিতৃগণ ও সুরগণ শ্রবণ করুন এবং সকল রাজেন্দ্রগণ শ্রবণ করুন; ইঁহারা শ্রবণ করিলে ঠিক সৎ অসৎ নিরূপণ করিয়া দিবেন। কেননা সাধুগণ সমদর্শী; কোন পক্ষই অবলম্বন করেন না। এইরূপ কহিয়া পরশুরাম রণস্থলে বিরত হইলে বৃহস্পতির ন্যায় বক্তা রাজা বলিতে লাগিলেন, রাম! তুমি হরির অংশ-সম্ভূত, হরিভক্ত ও জিতেন্দ্রিয়, যাহাদিগের মুখ হইতে ধর্ম্ম শ্রবণ করা যায়, তুমি তাহাদিগের গুরুরও গুরু। ব্রাহ্মণ কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণকুলে জাত হইয়া স্বধর্ম্মপরায়ণতা ও শুদ্ধাচারসহকারে ব্রহ্মচিন্তা করেন বলিয়াই, ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। যে ব্যক্তি জন্ম লাভ করিয়া বাহ্যে ও অন্তরে মনন করত কর্ম্ম করেন, প্রায় সর্ব্বদাই মৌনাবলম্বী হইয়া থাকেন এবং যথাসময়ে বাক্ প্রয়োগ করেন; তিনিই মুনি বলিয়া কথিত। সুবর্ণে ও লোষ্ট্রে, গৃহে ও অরণ্যে, পঙ্কে ও সুস্নিগ্ধ চন্দনে, যাঁহার তুল্য জ্ঞান, তিনি যোগী বলিয়া কীর্ত্তিত। যে ব্যক্তি সকল জীবে সমজ্ঞানে বিষ্ণুকে চিন্তা করেন, ও তাঁহাতে ভক্তিসম্পন্ন, তিনিই হরিভক্ত। ব্রাহ্মণ-দিগের তপস্যাই ধন ও তপস্যাই কল্পতরু; তপস্যাই কামধেনু এবং নিরন্তর তপশ্চরণেই তাঁহাদিগের ইচ্ছা। ক্ষত্রিয়দিগের ঐশ্বর্য্যে, বৈশ্যদিগের বাণিজ্যে ও শূদ্র-দিগের ব্রাহ্মণসেবায় স্পৃহা বেদসম্মত। ক্ষত্রিয়গণের তপস্যায় ইচ্ছা ও ব্রাহ্মণগণের বিবাদে ইচ্ছা অত্যন্ত নিন্দিত। ৬১—৭৬। যে সকাম ব্যক্তি কামনাবশতঃ রাজসিক কর্ম্ম করেন, সেই অনুরাগান্ধ রাজসিক ব্যক্তিই রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হন। মুনিবর! আমি কামশতই কামধেনু ভিক্ষা করিয়াছি,—আমি অনুরাগী ক্ষত্রিয়; আমার ইহাতে কি দোষ জন্মিয়াছে? তোমাদিগের ব্যতীত কোথায় কোন্ মুনির কামধেনু এবং যুদ্ধে ও ভোগে বাঞ্ছা আছে? কেবল তোমাদিগের নিকট এই সকলের বিপরীত দেখিতেছি। হে মুনে! তুমি ত্রিংশৎ অক্ষৌহিণী সেনা ও ত্রিকোটী রাজেন্দ্র-গণকে বিনাশ করিতে সমর্থ; কিন্তু সমরে প্রবৃত্ত আমাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বধ করিতে সমাগত, বেদাঙ্গপারদর্শী হইলেও, তাহাকে বধ করিলে দোষ হয় না ও তাহাতে ব্রহ্মবধজন্য পাপ হয় না। সেই হিংসকদিগকে সমুচিত বধ করিলে, প্রায়শ্চিত্ত বিধান নাই, ইহা ব্রহ্মা কহিয়াছেন। তোমার পিতা, মহাবলপরাক্রান্ত নরপতিগণকে নিধন করিয়াছেন। এক্ষণে শিশু রাজকুমারগণ এস্থানে সমাগত হইয়াছেন। এক-বিংশতিবার সমগ্র পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিব, তুমি এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; তাহার প্রতি-পালন কর। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম, যুদ্ধে তাহাদিগের মৃত্যু নিন্দনীয় নহে; কিন্তু ব্রাহ্মণ-দিগের যুদ্ধাভিলাষ লোকে ও বেদে বিড়ম্বনামাত্র। সত্য ত্রেতা প্রভৃতি সকল যুগেই সফল বাক্য তপোধন ব্রাহ্মণগণের শান্তিস্বস্ত্যয়নই কর্ম্ম; যুদ্ধ তাঁহাদিগের ধর্ম্ম নহে। ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধই বল, বৈশ্যদিগের বাণিজ্যই বল, ভিক্ষুকদিগের ভিক্ষাই বল ও শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণ-সেবাই বল; বৈষ্ণবদিগের হরিভক্তি, হরিদাস্য ও হরিই বল; খলদিগের হিংসা ও তপস্বীদিগের তপস্যাই বল; বেশ্যাদিগের বেশবিন্যাস, রমণীগণের যৌবন, রাজগণের প্রতাপ ও বালকদিগের রোদনই বল। সত্য সাধুদিগের, মিথ্যা অসাধুদিগের, অনুগম অনুগদিগের, সঞ্চয় স্বল্পধনীদিগের, বিদ্যা পণ্ডিতদিগের বাণিজ্য বণিক্‌দিগের এবং গাম্ভীর্য্য ও সাহস নিরন্তর কুকর্ম্মশালীদিগের বল; ধনীদিগের ধনই বল; শুদ্ধা-চারীদিগের, বিশেষতঃ শান্তস্বভাবদিগের বিবেক; গুণিগণের ঐক্য ও গুণ; চৌরদিগের চৌর্য্য; কুট্টনীদের প্রিয় বাক্য, কাপট্য ও স্বধর্ম্ম; হিংস্র জন্তু-দিগের হিংসা; পতিসেবা সাধ্বীস্ত্রীদিগের; গুরুসেবা সাধুপুরুষ ও শিষ্যদিগের; ধর্ম্ম গৃহস্থদিগের; রাজ-সেবা ভৃত্যদিগের; স্তব স্তুতিপাঠকদিগের; ব্রহ্মো-পাসনা ব্রহ্মচারীদিগের; সদাচার যতীদিগের; সন্ন্যাস সন্ন্যাসীদিগের; পাপ পাপীদিগের; হরি অসমর্থ-দিগের; পুণ্য পুণ্যবান্‌দিগের; রাজা প্রজাদিগের, ফল বৃক্ষসমূহের; জল জলধিসমূহের, শস্যসমূহের ও মৎস্যসমূহের এবং শান্তি রাজগণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-গণের বল। ব্রাহ্মণ যুদ্ধোদ্যোগী অশান্ত; ইহা দেখি নাই, শুনি নাই; দেব নারায়ণ থাকিতে আজি বিপরীত হইল। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য সমরাঙ্গণে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন। তাঁহার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন পরশুরামের মহাবীর ভ্রাতৃগণ তাঁহার আজ্ঞায় হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মঙ্গলাশয় মঙ্গলময় অতিবলবান মৎস্যরাজও তাঁহাদিগকে রণোন্মুখ দেখিয়া রণ করিতে

আরম্ভ করিলেন ও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন জমদগ্নিতনয়গণ, তদীয় শরনিকর ছেদন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! মৎস্যরাজ শত সূর্য্যের মত প্রভাশালী দিব্যাস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন; ঐ মুনিগণ মাহেশ্বর-অস্ত্রে অবলীলাক্রমে তাহা ছেদন করিলেন। জামদগ্ন্য-মুনিগণ দিব্যাস্ত্রদ্বারা রাজার শরযুক্ত ধনু, রথ, সারথি ও যুদ্ধসজ্জা ছেদন করিলেন। ৭৭—১০৫। তখন ঐ মুনিগণ, রাজাকে অস্ত্রহীন দেখিয়া সানন্দে ঐ মৎস্যরাজের বিনাশবাসনায় মহাদেবের শূল ধারণ করিলেন। ঐ শূলাস্ত্র নিক্ষেপসময়ে আকাশবাণী হইল, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তোমরা অব্যর্থ শিবশূল নিক্ষেপ করিও না। পূর্ব্বে দুর্ব্বাসাপ্রদত্ত দিব্য শিবকবচ মৎস্যরাজের গলদেশে রহিয়াছে; উহা সকল অঙ্গ রক্ষা করিতেছে; অতএব রাজার নিকট ঐ প্রাণপ্রদ কবচ প্রার্থনা কর, পরে শূল-নিঃক্ষেপ করিয়া নৃপবরকে বিনাশ করিও। তখন জমদগ্নির সন্ন্যাসবেশধারী প্রধান পুত্র শৃঙ্গী আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াই রাজার নিকট কবচ প্রার্থনা করেন। রাজাও সেই ব্রহ্মাণ্ডবিজয় উৎকৃষ্ট কবচ প্রদান করিলেন। অনন্তর কবচ গ্রহণ করিয়া রাজাকে শূলাস্ত্রে বধ করিলেন। তখন শতচন্দ্রতুল্য মুখশোভা-সম্পন্ন চন্দ্রবংশ-সমুদ্ভুত মহাবলিষ্ঠ গুণবান্ মৎস্যরাজও নিপতিত হইলেন। নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ! নারায়ণ! মৎস্যরাজ যাহা ধারণ করিয়াছেন, সেই শিবকবচ বলুন; আমার শ্রবণ করিতে কৌতূহল হইতেছে। নারায়ণ কহিলেন, হে বিপ্রবর নারদ! সেই সর্ব্বাবয়ব-পরিরক্ষক ব্রহ্মাণ্ডবিজয়নামক শিবকবচ শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ধীমান্ মৎস্যরাজকে সর্ব্বপাপনাশক ষড়ক্ষর মন্ত্র দিয়া দুর্ব্বাসা মুনি এই কবচ দিয়াছেন। এই কবচ শরীরে বিদ্যমান থাকিতে জীবগণের মৃত্যু নাই ও অস্ত্রে শস্ত্রে, জলে ও অগ্নিতে সিদ্ধি হইবে; ইহাতে সংশয় নাই। এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া বাণরাজা অবলীলাক্রমে শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। নন্দিকেশ্বর ইহা ধারণ করিয়া শিবতুল্য হইয়াছেন। ইহা ধারণ করিয়া বীরভদ্র বীরশ্রেষ্ঠ এবং রাজা হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ স্বয়ং ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইয়াছেন এবং ইহা ধারণ ও পাঠ করিয়া দুর্ব্বাসা মুনি জগৎপূজ্য ও সিদ্ধ হইয়াছেন। জৈগীষব্য ইহা পাঠ ও ধারণ করিয়া মহাযোগী এবং বামদেব, চ্যবন, অগস্ত্য ও পুলস্ত্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পূজিত হইয়াছেন। ১০৬—১২০। "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র আমার মস্তককে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লী শিবায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার নেত্রদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ শিবায় নমঃ" এই মন্ত্র আমার নাসিকাকে রক্ষা করুন। "ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার কর্ণকে রক্ষা করুন। "হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ সংহারকর্ত্রে স্বাহা" এই মন্ত্র আমার কর্ণদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রী পঞ্চবক্ত্রায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার দন্ত সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ মহেশায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার অধরকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ত্রিনেত্রায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার কেশসমূহকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ ঐঁ মহাদেবায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ রুদ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার নাভিদেশকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ ঐঁ শ্রীঁ ঈশ্বরায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ শ্রীঁ ক্লীঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার ভ্রূযুগলকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঈশানায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার পার্শ্বকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ ঈশ্বরায় স্বাহা" এই মন্ত্র উদরকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ শ্রীঁ ক্লীঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার বাহুযুগলকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঈশ্বরায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার করদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ মহেশ্বরায় রুদ্রায়" এই মন্ত্র আমার নিতম্বদেশকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভূতনাথায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার পাদযুগলকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার সর্ব্বাবয়ব রক্ষা করুন। ভূতেশ আমার পূর্ব্বদিকে, শঙ্কর আমায় অগ্নিকোণে, রুদ্র আমার দক্ষিণ দিকে ও নৈর্ঋতকোণে স্থাণু আমাকে রক্ষা করুন। পশ্চিম দিকে খণ্ডপরশু, বায়ুকোণে চন্দ্রশেখর, উত্তর দিকে গিরিশ ও ঈশানকোণে স্বয়ং ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, ঊর্দ্ধভাগে মৃড়, অধোভাগে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়, সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন; ভক্তবৎসল পিণাকী একান্তভক্ত আমাকে জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে, স্বপ্ন ও জাগরণ-অবস্থায় সর্ব্বদা প্রীতিপূর্ব্বক রক্ষা করুন। বৎস নারদ! এই তোমাকে পরম অদ্ভুত কবচ কহিলাম। এই কবচ দশলক্ষবার জপ করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। যদি লোক এই কবচে সিদ্ধি লাভ করে, সে নিশ্চয়ই শিবতুল্য হয়। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি ইহা কহিলাম; এই কবচ কাহারও নিকট বলিবে না। এই অতি গোপনীয় অতিদুর্লভ কবচ—কাণ্বশাখায় উক্ত আছে। সহস্র অশ্বমেধ ও শতরাজসূয় যজ্ঞ এই কবচের ষোড়শাংশের

একাংশের যোগ্য নহে। এই কবচের প্রসাদে মানব জীবন্মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সকলসিদ্ধির ঈশ্বর এবং নিশ্চয়ই মনের ন্যায় গমনশীল হয়! যে এই কবচ না জানিয়া প্রভু শঙ্করকে ভজনা করে, তাহার শিবমন্ত্র কোটিবার জপ করিলেও সিদ্ধিপ্রদ হয় না। ১২১—১৩৯।

গণেশখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন মৎস্যরাজ যুদ্ধে নিপতিত হইলে, যুদ্ধনিপুণ রাজা কার্ত্তবীর্য্য, যুদ্ধশাস্ত্রে পটু বৃহদ্বল, সোমদত্ত, বিদর্ভ, মিথিলেশ্বর, নিষধাধিপতি ও মগধাধিপতি; এই সকল রাজেন্দ্রগণকে প্রেরণ করিলেন। হে নারদ! ঐ সকল মহারথগণ, পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিতে তিন অক্ষৌহিণী সেনার সহিত রণস্থলে আগমন করিলেন। তখন পরশুরামের তীক্ষ্ণাস্ত্রধারী বীরভ্রাতৃগণ, রণস্থলে অস্ত্রদ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই বীরগণও শরজাল বিস্তার ও দিব্যাস্ত্রদ্বারা যত্নসহকারে পরশুরামের ভ্রাতৃগণকে এক এক করিয়া নিবারণ করিলেন। তখন সেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা-তুল্য তেজস্বী পরশুরাম, ভ্রাতৃগণকে পরাজিত দেখিয়া হস্তে পিণাকধারণপূর্ব্বক শীঘ্র যুদ্ধস্থলে আগমন করিলেন। মহাবল পরশুরাম নাগপাশ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অস্ত্র, মহাবল সোমদত্ত গরুড়াস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিলেন। পরশুরাম, মহাদেবের শূলে সোমদত্তকে, গদাদ্বারা বৃহদ্বলকে, মুষ্টিপ্রহারে বিদর্ভকে, মুদ্গর দ্বারা মিথিলাধিপতিকে, শক্তিনিক্ষেপে নিষধাধিপতিকে, চরণাঘাতে মগধপতিকে ও অস্ত্রজালে অন্যান্য সৈন্যগণকে বিনাশ করিলেন। মহাবল পরশুরাম, সংহার-বহ্নির ন্যায় রণস্থলে নিখিল রাজগণকে নিধন করিয়া কার্ত্তবীর্য্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহারথ রাজগণ তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আসিতে দেখিয়া কার্ত্তবীর্য্যকে নিবারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। তন্মধ্যে কান্যকুব্জ, শৌরাষ্ট্র, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, সৌহ্ম, বঙ্গীয়, মহারাষ্ট্র; কতিপয় গুর্জ্জরজাতীয় এবং কলিঙ্গ প্রভৃতি শত শত রাজগণ তাঁহাকে শরজাল দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। পরশুরামও সে সকল ছেদন করিয়া হিমমুক্ত ভাস্করের ন্যায় শোভমান হইলেন। এইরূপে পরশুরাম রণক্ষেত্রে তাঁহাদিগের সহিত দিনত্রয় যুদ্ধ করত কুঠারাস্ত্রে তাহাদিগের দ্বাদশাক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করিলেন। ১—১৫। তিনি খড়্গদ্বারা অবলীলাক্রমে কদলীস্তম্ভবৎ সেনাগণকে নিধন করিয়া শিবদত্ত শূলদ্বারা রাজগণকে নিহত করিলেন। অনন্তর সূর্য্যবংশোদ্ভব রাজা সুচন্দ্র, রণমধ্যে তাহাদিগকে গতাসু দেখিয়া, লক্ষ নৃপতিগণে পরিবৃত হইয়া, দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত রণক্ষেত্রে সিংহ যেরূপ সিংহের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ ক্রোধভরে পরশুরামের প্রতি ধাবিত হইলেন। অতঃপর মহাবলী ভার্গব, শিব-শূলদ্বারা লক্ষ নৃপতিকে নিহত করিয়া কুঠারদ্বারা দ্বাদশাক্ষৌহিণী সেনা নিপাত করিলেন। এইরূপে বলশালী ভৃগুনন্দন সেনাগণকে নিহত করিয়া নরপতি সুচন্দ্রের সহিত স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি নাগাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন নৃপবর সুচন্দ্র, গরুড়াস্ত্রদ্বারা নাগপাশ ছেদন করত রণস্থলে ভৃগুনন্দকে বারংবার উপহাস করিলেন। তখন ভার্গব রণস্থলে নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; শতসূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী ঐ অস্ত্র সুচন্দ্রকে নিধন করিতে ধাবিত হইল। নৃপশার্দ্দূল, নারায়ণাস্ত্রকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলময় নারায়ণকে স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ঐ ভগবানের প্রধান অস্ত্র, সুচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া নারায়ণসমীপে গমন করিল। তাহাতে পরশুরাম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন তিনি রাজবিনাশবাসনায় ক্রোধভরে শক্তি, মুষল, তোমর পট্টিশ, গদা ও পরশু নিক্ষেপ করিলেন। ভগবতী কালী সুচন্দ্রের রথে অবস্থিতা হইয়া সেই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পরশুরাম শিবদত্ত শূল নিক্ষেপ করিলেন, তাহাও বিফল হইল। তখন পরশুরাম, মুণ্ডমালাধারিণী বিকটবদনা ভয়ঙ্করী জগজ্জননী ভদ্রকালীকে সম্মুখে দেখিলেন। তিনি দেখিয়াই অস্ত্রশস্ত্র পিণাক পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিযোগে অবনত-কন্ধর হইয়া সেই মহামায়াকে স্তব করিতে লাগিলেন। পরশুরাম কহিলেন;—তুমি শঙ্করের প্রেয়সী, তোমায় নমস্কার; তুমি সারা, তোমায় বারংবার নমস্কার; তুমি দুর্গতিনাশিনী, তোমায় নমস্কার; তুমি মায়া, তোমায় বারংবার নমস্কার; তুমি জগদ্ধাত্রী, তোমায় নমস্কার; তুমি জগৎকর্ত্রী, তোমায় নমস্কার; তুমি জগতের মাতা, তোমায় নমস্কার; তুমি কারণস্বরূপা, তোমায় নমস্কার। হে জগজ্জননি! হে সৃষ্টিসংহারকারিণি! প্রসন্না হও; আমি তোমার চরণে শরণাগত; আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। ১৬—৩১। মাতঃ! তুমি বিমুখ হইলে আমাকে রক্ষা করিতে কে সমর্থ হইবে? শুভে! ভক্তবৎসলে! আমি তোমার

ভক্ত, আমার প্রতি প্রসন্না হও; পূর্ব্বে শিবলোকে তোমরাই আমাকে বর দিয়াছিলে। হে বরাননে! সেই বর সফল করা তোমার উচিত হইতেছে। দেবী অম্বিকা, পরশুরামের স্তব শ্রবণ করিয়া প্রসন্না হইলেন ও 'ভয় নাই' এই কথা বলিয়া তথায় অন্তর্হিতা হইলেন। যে ব্যক্তি, সংযত হইয়া এই পরশুরামকৃত কালীস্তব পাঠ করে, সে অনায়াসে মহাভয় হইতে সমুত্তীর্ণ হয় এবং ত্রিলোকমধ্যে পূজিত, ত্রিলোকবিজয়ী, শত্রুপক্ষবিমর্দ্দক ও জ্ঞাতিবর্গপ্রধান হয়। ৩২—৩৬।

গণেশখণ্ডে পরশুরামকৃত কালীস্তোত্র সমাপ্ত।

এই সময়ে ব্রহ্মা আগমন করিয়া ধার্ম্মিকপ্রবর পরশুরামকে গোপনীয় বিষয় কহিতে লাগিলেন ;—হে রাম! তুমি প্রতিজ্ঞা সার্থক করিবার কারণ সুচন্দ্রবিজয়ের নিদানভূত পূর্ব্ব রহস্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা মুনি সুচন্দ্রকেই দশাক্ষরী মহাবিদ্যা ও ভদ্রকালীর অতি দুর্লভ কবচ দিয়াছিলেন; দেবগণেরও দুর্লভ সর্ব্বশত্রুসংহারক ঐ ভদ্রকালীকবচ উঁহার গলদেশে আছে। উহা অতি পূজ্য, প্রশস্ত ও ত্রিলোকবিজয়ের কারণ ; ঐ কবচ থাকিতে ভূতলে কোন ব্যক্তি সুচন্দ্রকে জয় করিতে সমর্থ নহে। ভৃগুনন্দন! তুমি ভিক্ষার্থ যাও; রাজার নিকটে কবচ প্রার্থনা কর; রাজা সুচন্দ্র সূর্য্যবংশীয়, দাতা ও পরম ধার্ম্মিক; উনি প্রার্থিত হইলে কবচ ও মন্ত্র কি প্রাণ পর্য্যন্ত সকলই নিশ্চয় দান করিবেন। হে নারদ! তখন পরশুরাম, সন্ন্যাসিবেশে সুচন্দ্র রাজার সমীপে গমন করিয়া অতদ্ভুত কবচ ও মন্ত্র প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনামাত্রেই রাজা সুচন্দ্র সমাদরপূর্ব্বক কবচ ও মন্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর পরশুরাম সেই রাজাকেই শিবদত্ত শূলাস্ত্রে নিধন করিলেন। ৩৭—৪৫।

গণেশখণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে নাথ সর্ব্বজ্ঞ! এক্ষণে আপনার নিকট হইতে ভদ্রকালীর সেই দশাক্ষরী বিদ্যা ও কবচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। নারায়ণ কহিলেন ;—হে নারদ! দশাক্ষরী মহাবিদ্যা এবং ত্রিলোক দুর্লভ অতি গোপনীয় সেই কবচ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকায়ৈ স্বাহা; এই দশাক্ষর মহামন্ত্র পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে সূর্য্যগ্রহণসময়ে দুর্ব্বাসা মুনি রাজা সুচন্দ্রকে দিয়াছিলেন। তৎকালে রাজা, দশ লক্ষ বার জপ করিয়া মন্ত্র সিদ্ধি ও পঞ্চ লক্ষ বার জপ করিয়া ঐ কবচ সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধকবচ হইয়া অযোধ্যায় আগমন করেন ও কবচের প্রসাদে সমগ্রা পৃথিবী পরাজয় করেন। নারদ কহিলেন, হে প্রভো! ত্রিলোক-দুর্লভ দশাক্ষরী বিদ্যা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কবচ শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা আমাকে বলুন। নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! সেই অত্যাশ্চর্য্য রাজেন্দ্রগৃহীত কবচ কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে নারায়ণ ঘোর ত্রিপুরবধে শিবের জয়লাভার্থ কৃপাবশতঃ শিবকে ইহা দিয়াছিলেন। শিব দুর্ব্বাসা মুনিকে দিয়াছিলেন ও দুর্ব্বাসা মহাত্মা সুচন্দ্রকে দিয়াছিলেন। উহার তত্ত্ব সকল অতি গুহ্যতর। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার মস্তককে রক্ষা করুন। ক্লীঁ, এই মন্ত্র আমার কপালকে এবং হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ এই মন্ত্র আমার লোচনদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ ত্রিলোচনে স্বাহা' এই মন্ত্র আমার নাসিকাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ক্রীঁ কালিকে রক্ষ রক্ষ স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা দন্তকে রক্ষা করুন। ১—১১। হ্রীঁ ভদ্রকালিকে স্বাহা, এই মন্ত্র আমার অধরদ্বয়কে রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কালিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কণ্ঠ রক্ষা করুন।" ওঁ হ্রীঁ কালিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা কর্ণযুগল রক্ষা করুন। "ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ কাল্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার স্কন্ধ রক্ষা করুন, "ওঁ ক্রীঁ ভদ্রকাল্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থলকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ ক্রীঁ কালিকায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার নাভিকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন! "ওঁ হ্রীঁ কালিকায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠদেশকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "রক্তবীজবিনাশিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র হস্তদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মুণ্ডমালিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র চরণদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার সকল অঙ্গ সকল সময়ে রক্ষা করুন। পূর্ব্বদিকে মহাকালী অগ্নিকোণে রক্তদন্তিকা, দক্ষিণদিকে চামুণ্ডা ও নৈঋতকোণে কালিকা, পশ্চিমদিকে শ্যামা, বায়ুকোণে চণ্ডিকা, উত্তরদিকে বিকটাস্যা ও ঈশানকোণে অট্টহাসিনী আমাকে রক্ষা করুন। ঊর্দ্ধভাগে লোলজিহ্বা, অধোভাগে সেই আদ্যা মায়া, জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে, বিশ্বজননী আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। হে বৎস

নারদ! এই সকল মন্ত্র হইতে নির্ম্মিত, সকল কবচের সারভূত পরাৎপর এই কবচ তোমাকে কহিলাম। রাজা সুচন্দ্র ইহার প্রসাদে সপ্তদ্বীপাধিপতি ও এই কবচের প্রসাদে মান্ধাতা পৃথিবীপতি হইয়াছিলেন। এই কবচ হইতেই প্রচেতা ও লোমশ সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং এই কবচ হইতেই সৌভরি ও পিপ্পলায়ন যোগিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। লোক যদি এই কবচে সিদ্ধ হয়, তবে সে সকল সিদ্ধেরই অধিপতি হয়; সর্ব্বপ্রকার মহাদান তপস্যা ও ব্রত সকল নিশ্চয়ই এই কবচের ষোড়শাংশের উপযুক্ত নহে। এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি জগজ্জননী কালীকে ভজনা করে, তাহার মন্ত্র কোটিবার জপ করিলেও ফলপ্রদ হয় না। ১২—২৪।

গণেশখণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ নারদ! রাজকুলচূড়ামণি সুচন্দ্র নিপতিত হইলে পর সূর্য্যবংশসম্ভূত মহালক্ষ্মীর উপাসক সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী শ্রীমান্ মহান্ সুচন্দ্রের পুত্র পুষ্করাক্ষ, তিন অক্ষৌহিণী সেনার সহিত রণস্থলে আগমন করিলেন। তাঁহার গলদেশে মনোহর মহালক্ষ্মীকবচ থাকায় তিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী ও ত্রিলোকবিজয়ী হইয়াছিলেন। ধীমান্ পরশুরামের সকল ভ্রাতৃগণ, নানা অস্ত্রশস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন। নৃপবর পুষ্করাক্ষ তাঁহাদিগকে অবলীলাক্রমে শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন। সেই বীরগণও অনায়াসে তাঁহার শরজাল ছেদন করিলেন। সেই বীরগণ, পাঁচ বাণে রাজার রথ, পাঁচ বাণে সারথি ও দশ বাণে রথের অশ্বসকল ছেদন করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ, সপ্তবাণে তাঁহার ধনু, পাঁচবাণে তূণ ও শিবদত্ত শূলে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে ছেদন করিলেন। সেই বীরগণ অনায়াসে পুষ্করাক্ষের তিন অক্ষৌহিণী সেনা নিধন করিয়া তাঁহার বিনাশার্থ শিবদত্ত শূলাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই শূল রাজার গলদেশে পদ্মের মালা হইল। তখন বিপ্রগণ ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া গদা, মুদ্গর, শক্তি, পরিঘ, ভূশুণ্ডি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অস্ত্র সকল রাজার দেহসংযোগে চূর্ণ হইল। হে মহামুনে নারদ! তদ্দৃষ্টে ভার্গবের ভ্রাতৃসকল বিস্মিত হইলেন। সেই ক্ষণে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রথ ধনু বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও সেনা স্বয়ং প্রেরণ করিলেন। হে নারদ! মহাবল রাজা পুষ্করাক্ষ ঐ রথে আরোহণপূর্ব্বক অতি ঘোরতর শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। অস্ত্রধারী সেই বীরগণ ঐ শরজাল নিবারণ করিতে লাগিলেন রাজা প্রস্বাপনাস্ত্রে উহাঁদিগকে নিদ্রায় অভিভূত করিলেন। ১—১৩। মহাবল পরশুরাম, ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সেই ভ্রাতৃগণকে নিদ্রিত দেখিয়া যোগবলে প্রবোধিত করিলেন। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং রণস্থলে গমন করিলেন; ও পুষ্করাক্ষের বধবাসনায় ক্রোধভরে শীঘ্র কুঠার নিক্ষেপ করিলেন। ঐ কুঠার রাজার কিরীট ছেদন করিয়া ভূমিতে পতিত হইলে, মহাবল পরশুরাম তাহা শীঘ্র গ্রহণ করিলেন ও শিবদত্ত শূল মন্ত্রপূত করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। উহা রাজার কুণ্ডল ছেদন করিয়া শিবসমীপে গমন করিল। পুষ্করাক্ষ, পরশুরাম-নিধনার্থ শরজাল বিস্তার করিলেন। পরশুরাম উহা অবলীলাক্রমে ছেদন করিলেন। ক্রমে রাজা বিবিধ অস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। শস্ত্রিগণাগ্রগণ্য ভার্গব, ঐসকল অস্ত্র ক্রমে ক্রমে ছেদন করিলেন ও বিশেষ সন্ধানসহকারে নানা অস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন। মহারাজ, সন্ধানবলে সহজেই ঐ সকল অস্ত্র ছেদন করিলেন। তখন পরশুরাম মন্ত্রপূত করিয়া সন্ধানপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ সন্ধানবলে সহজেই ঐ ব্রহ্মাস্ত্রকে নির্ব্বাপিত করিলেন। পরে পরশুরাম পাশুপত অস্ত্র ভিন্ন সকল অস্ত্র শস্ত্র তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু রাজা পুষ্করাক্ষ রোষভরে সে সমস্তই অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিলেন। হে মুনে! সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া ভার্গব স্নানান্তে শিবকে প্রণাম করিয়া পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হইলে পর, ভগবান্ নারায়ণ ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন; হে বৎস ভার্গব! তুমি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইয়াও ক্রোধভরে সামান্য মনুষ্যকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ভ্রান্ত হইয়া পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছ? সর্ব্ব-সংহারক ঐ পাশুপাত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে এক ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এই বিশ্ব অচিরাৎ ভস্ম হইবে; কেবল আমিই পাশুপত ও সর্ব্বাস্ত্রবিমর্দ্দক সুদর্শনকে নিবারণ করিতে সমর্থ; পশুপতির পাশুপত ও শ্রীহরির সুদর্শন, এই উভয় অস্ত্রই ত্রিজগতে সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে প্রধান। হে ব্রহ্মন্! অতএব পাশুপত অস্ত্র পরিত্যাগ না করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। যে যে উপায়ে মহাবলপরাক্রান্ত পুষ্করাক্ষ ও দুর্জ্জয় কার্ত্তবীর্য্যকে জয় করিতে পারিবে, সেই সকল উপায় কহিতেছি;

অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। ঐ পুষ্করাক্ষ, ত্রিলোক-দুর্লভ মহালক্ষ্মীকবচ ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে এবং উহার পুত্রও দুর্গতিনাশিনী দুর্গার অত্যদ্ভুত কবচ দক্ষিণহস্তে ভক্তিসহকারে ধারণ করিয়াছে। ঐ কবচপ্রসাদে পিতা পুত্র, উভয়েই বিশ্ববিজয় করিতে সমর্থ। ঐ কবচ দেহে বিদ্যমান থাকিতে ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই যে, উহাদিগকে পরাজিত করে। হে মুনে ভার্গব! আমি সেই কবচ ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত উহাদিগের নিকট গমন করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ ঐ কবচ ভিক্ষা করিব। ১৪—৩৩। তখন পরশুরাম, ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইলেন ও দুঃখিতহৃদয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে ধীমন্! ব্রাহ্মণবেশধারী আপনি কে, তাহা আমি জানি না; অতএব সত্বর এই অজ্ঞকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া রাজা পুষ্করাক্ষের নিকট গমন করুন। তখন সেই ব্রাহ্মণবেশধারী বিষ্ণু, পরশুরামের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করত "আমি বিষ্ণু" এইমাত্র প্রত্যুত্তর দিয়া কবচভিক্ষার্থ তাহাদিগের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের নিকট কবচ ভিক্ষা করিবামাত্র উভয়েই বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কবচ প্রদান করিল। তখন ভগবান্ বিষ্ণু, কবচদ্বয় গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। নারদ কহিলেন, হে মুনিবর! রাজা পুষ্করাক্ষকে ঐ মহালক্ষ্মীর কবচ কে প্রদান করিয়াছিলেন? এবং উহার পুত্রকেই বা কে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার দুর্লভ কবচ প্রদান করিয়াছিলেন? এবং উভয়ের কবচ কি প্রকার? কবচের ফল কি? এবং ঐ কবচের মন্ত্রই বা কি? তাহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে; অতএব হে জগদ্গুরো! আপনি তৎসমস্ত বর্ণন করুন। ৩৪—৩৯। নারায়ণ কহিলেন, পূর্ব্বে সনৎকুমার মহালক্ষ্মীর দশাক্ষরমন্ত্র, কবচ, গোপ্য স্তব, ইহার পূর্ব্বোক্ত মাহাত্ম্য, সামবেদোক্ত ধ্যান ও মনোহর পূজাবিধি ধীমান্ পুষ্করাক্ষকে প্রদান করেন এবং পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা দুর্গার কবচ, গোপ্য স্তব ও দশাক্ষর মন্ত্র পুষ্করাক্ষের পুত্রকে প্রদান করেন। দেবী দুর্গার অদ্ভুত সে সকল কবচাদি পরে শ্রবণ করিবে। ঘোরতর যুদ্ধারম্ভকালে বিষ্ণুর প্রার্থনানুসারে যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই মহালক্ষ্মীর মন্ত্রাদি এক্ষণে তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর; ওঁ শ্রী কমলবাসিন্যৈ স্বাহা, এই অত্যদ্ভুত মহালক্ষ্মীর মন্ত্র; হে নারদ! সনৎকুমার সেই ধীমান্ পুষ্করাক্ষকে সামবেদোক্ত ধ্যান ও যে পূজাবিধি দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। যে সাধ্বী পদ্মনাভ-বিষ্ণুর প্রেয়সী, সহস্রদলপদ্মে অবস্থিতা পদ্মালয়া; যাঁহার বদন পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও লোচন পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল; পদ্মপুষ্প যাঁহার প্রিয়; যিনি পদ্মপুষ্পের শয্যায় শয়ন করেন ও স্বয়ং পদ্মিনী; যাঁহার হস্তে পদ্ম; গলদেশে পদ্মমালা; যিনি ভুবনে বিভূষিতা হইয়া পদ্মের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন ও সর্ব্বদা পদ্মকানন অবলোকন করিতেছেন; সেই সহাস্যবদনা মহালক্ষ্মীকে সানন্দে ভজনা করি। ৪০—৪১। সাধক ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান করিয়া—ইহার পারিষদগণকে পূজা করত ষোড়শ উপচার প্রদানপূর্ব্বক সচন্দন অষ্টদলপদ্মে ঐ দেবীকে পদ্মপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে; পরে স্তব করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে তোমাকে সর্ব্বসারভূত পরমশুভজনক মহালক্ষ্মীকবচ কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বিপ্রবর! পদ্মনাভ, নিজ নাভি পদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে এই কবচ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা উহা পাইয়া তাঁহার নাভিপদ্মে অবস্থিতি করতই জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তিনি পদ্মালয়ার প্রসাদেই লক্ষ্মীযুক্ত হইয়াছেন। পদ্মযোনি পদ্মালয়ার বরেই জগতের প্রভু হইয়াছেন ও পাদ্মকল্পে স্বীয় প্রিয় পুত্র ধীমান্ সনৎকুমারকে তিনি এই অত্যদ্ভুত কবচ প্রদান করেন। হে নারদ! সনৎকুমারও পুষ্করাক্ষকে ইহা ধারণ ও পাঠ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর পরমৈশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বসম্পত্তিসংযুত ও প্রভু হইয়াছেন। ইহা ধারণ করিয়া ধনাধিপ কুবের ধনাধ্যক্ষ হইয়াছেন। ইহা পাঠ ও ধারণ করিয়া স্বায়ম্ভুব মনু শ্রীমান্ হইয়াছেন। হে নারদ! এই কবচ ধারণ ও পাঠে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ লক্ষ্মীযুক্ত হইয়াছিলেন ও ইহা ধারণ করিয়া পৃথু সদ্যই পৃথিবীশ্বর হইয়াছিলেন। এই কবচপ্রসাদে দক্ষ স্বয়ং প্রজাপতি হইয়াছেন। এই কবচপ্রসাদে ধর্ম্ম, কর্ম্মের সাক্ষী ও রক্ষক হইয়াছেন। ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বিষ্ণু এই কবচ দক্ষিণবাহুতে ধারণ করেন। নারায়ণের অংশভূত অনন্ত ভক্তিপূর্ব্বক ইহা কণ্ঠে ধারণ করেন। প্রজাপতি কশ্যপ এই কবচ ধারণ করিয়া ভগবান্ বামনকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ইহা ধারণ করিয়া সমস্ত দেবগণের অধিপতি হইয়াছেন। ভগবান্ মরুত্ত ইহা ধারণ করিয়া রাজা ও শ্রীমান্ নহুষ ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। খট্বাঙ্গ ইহা পঠন ও ধারণ করিয়া বিশ্বসংসার জয় করিয়াছিলেন। মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ

এই কবচবলে শ্রীমান্ ও মহান্ হইয়াছিলেন। সর্ব্বসম্পৎপ্রদ সেই এই কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দঃ বৃহতী, দেবী স্বয়ং পদ্মালয়া ও ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গবিষয়ে বিনিয়োগ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। পরমাদ্ভুত এই কবচ পুণ্যবান্‌দিগের পুণ্যপ্রদ। ৫০—৬৫। "ওঁ হ্রীঁ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। "শ্রীঁ" এই মন্ত্র আমার কপাল রক্ষা করুন। "শ্রীঁ শ্রিয়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র আমার নয়নযুগল রক্ষা করুন। "ওঁ শ্রীঁ শ্রিয়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার কর্ণযুগল সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার নাসিকাকে রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ পদ্মালয়ায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার দন্তকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ, এই মন্ত্র আমার দন্তরন্ধ্র সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ নারায়ণেশায়ৈ, এই মন্ত্র আমার কণ্ঠকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ শ্রী কেশবকান্তায়ৈ, এই মন্ত্র আমার স্কন্ধকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ পদ্মনিবাসিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার নাভি রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সংসারমাত্রে, এই মন্ত্র আমার সর্ব্বদা বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ শ্রীঁ কৃষ্ণকান্তায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স্ত্রিয়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার হস্তদ্বয়কে রক্ষা করুন। শ্রীঁ শ্রীঁ নিবাসকান্তায়ৈ, এই মন্ত্র সতত আমার চরণদ্বয় রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ শ্রিয়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। মহালক্ষ্মী আমার পূর্ব্বদিকে, কমলালয়া আমার অগ্নিকোণে, পদ্মা আমার দক্ষিণদিকে, শ্রীহরিপ্রিয়া আমার নৈঋ‌র্ততে, পদ্মালয়া আমার পশ্চিমে, স্বয়ং লক্ষ্মী আমার বায়ুকোণে, কমলা আমার উত্তরদিকে, সিন্ধুকন্যা আমার ঈশানকোণে, নারায়ণেশী আমার ঊর্দ্ধদিকে, বিষ্ণুপ্রিয়া আমার অধোদিকে এবং বিষ্ণুপ্রাণাধিকা সতত আমার সকলদিকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষাবিধান করুন। ৬৬—৭৫। বৎস নারদ! সর্ব্বমন্ত্রাত্মক সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ পরমাদ্ভুত এই মহালক্ষ্মীকবচ তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা সুমেরুতুল্য সুবর্ণপর্ব্বত ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে ফল লাভ করেন, এই কবচপাঠে ততোধিক ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি যথাবিধি গুরুকে অর্চ্চনা করিয়া কণ্ঠে বা দক্ষিণ হস্তে এই কবচ ধারণ করেন, তিনি প্রতিজন্মেই ঐশ্বর্য্যশালী হন; শতপুরুষপর্য্যন্ত লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে অচলা হইয়া থাকেন। বহুতর দেবেন্দ্র এবং অসুরেন্দ্রও তাঁহাকে নিশ্চয় বিনাশ করিতে পারেন না। যাঁহার গলদেশে এই কবচ বিদ্যমান থাকে, তিনি ধীমান্, পুণ্যবান্ ও সর্ব্ববিধ যজ্ঞের ফল ও সকল তীর্থের স্নানফল লাভ করেন। লোভ, মোহ কিম্বা ভয়ের বশীভূত হইয়া এই কবচ সাধারণকে প্রদান করিবে না; কেবল গুরুভক্ত ও শরণাগত শিষ্যকে প্রদান করিবে। যিনি এই কবচ না জানিয়া জগৎপ্রসবিনী মহালক্ষ্মীকে ভজনা করেন, কোটিসংখ্যক জপ করিলেও কখনও তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ৭৬—৮২।

গণেশখণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি মনোহর লক্ষ্মীকবচ কহিলেন; প্রভো! এক্ষণে দুর্গতিনাশিনী, দুর্গার সেই কবচ বলুন; যাহা পদ্মাক্ষের প্রাণতুল্য প্রিয়, জীবনস্বরূপ সকল কবচের সার ও দুর্গারাধনার কারণ। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! মঙ্গলজনক দুর্গাকবচ কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই কবচ পূর্ব্বে গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে দিয়াছিলেন; ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধকালে ব্রহ্মা মহাদেবকে দিয়াছিলেন; মহাদেব ভক্তিপূর্ব্বক উহা ধারণ করিয়া ত্রিপুরাসুরকে বধ করেন। মহাদেব গৌতমকে, গৌতম পদ্মাক্ষকে ঐ কবচ প্রদান করিয়াছেন। পদ্মাক্ষ ঐ কবচ হইতেই সপ্তদ্বীপাধিপতি ও বিজয়ী হইয়াছেন ব্রহ্মা ঐ কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া ভুবনে জ্ঞানী ও শক্তিমান হইয়াছেন। মহাদেব ঐ কবচ হইতেই সর্ব্বজ্ঞ ও যোগিগণের গুরু হইয়াছেন। মুনিবর গৌতমও শিবতুল্য হইয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডবিজয়াখ্য এই কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা দুর্গা, ব্রহ্মাণ্ডজিয়ার্থই ইহার প্রয়োগ কীর্ত্তিত হইয়াছে এই অত্যাশ্চর্য্য কবচ মহৎদিগের পুণ্যতীর্থস্বরূপ। ওঁ হ্রীঁ দুর্গতিনাশিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার মস্তককে রক্ষা করুন। হ্রীঁ এই মন্ত্র কপালকে, ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র নয়নদ্বয়কে রক্ষা করুন। ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্র আমার কর্ণদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ, এই মন্ত্র সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে আমার নাসিকা রক্ষা করুন। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ এই মন্ত্র দন্তসকলকে এবং ক্লীঁ এই মন্ত্র ওষ্ঠদ্বয় রক্ষা করুন। ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ কণ্ঠকে এবং দুর্গে রক্ষতু এই মন্ত্র গণ্ডস্থলকে রক্ষা করুন। দুর্গবিনাশিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র নিরন্তর স্কন্ধকে রক্ষা করুন। বিপদ্বিনাশিন্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বতোভাবে আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। দুর্গে দুর্গে

রক্ষণি স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন। দুর্গে দুর্গে রক্ষ রক্ষ, এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র হস্ত ও পাদদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। শ্রীঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার সকল অঙ্গ সর্ব্বদা রক্ষা করুন। পূর্ব্বদিকে মহামায়া, অগ্নিকোণে কালিকা, দক্ষিণদিকে দক্ষকন্যা, নৈর্ঋতকোণে শিব-সুন্দরী, পশ্চিমদিকে পার্ব্বতী, বরুণকোণে বারাহী, উত্তরদিকে কুবেরমাতা এবং ঈশানকোণে ঈশানী, সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ঊর্দ্ধভাগে নারায়ণী, অধোভাগে অম্বিকা, জাগ্রদবস্থায় জ্ঞানদায়িনী ও শরণাবস্থায় নিদ্রা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ১—১৭। হে বৎস নারদ! এই তোমাকে সর্ব্বমন্ত্র হইতে নিশ্চিত ব্রহ্মাণ্ডবিজয়নামক অত্যাশ্চর্য্য কবচ কহিলাম। যে ব্যক্তি বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দনদ্বারা যথাবিধি গুরুদেবকে পূজা করিয়া কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে এই কবচ ধারণ করে, সে সর্ব্বযজ্ঞে ও সর্ব্ব-তীর্থে স্নাত হয়। মানব সকল উপবাসে যে ফল লাভ করে, ইহাতে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি ত্রিলোক জয় করিয়া সকল শত্রুবিমর্দ্দক হয়। যে কবচ না জানিয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে ভজনা করে, শতলক্ষ বার জপ করিলেও তাহার পক্ষে এই মন্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয় না। হে নারদ! এই কাণ্বশাখোক্ত সুন্দর কবচ কহিলাম। এই গোপনীয় ও অতি দুর্লভ কবচ যে কোন ব্যক্তিকে দিবে না। ১৮—২৩।

গণেশখণ্ডে উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন,—ব্রাহ্মণরূপী বৈকুণ্ঠনাথ ঐ দুই কবচ গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলে, ভৃগুনন্দন পরশুরাম সপুত্র পুষ্করাক্ষকে বধ করিলেন। ঐ সপুত্র রাজা পুষ্করাক্ষ কবচহীন হইয়াও সপ্তাহ যুদ্ধ করিয়া পরে বিপক্ষের যত্ননিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে নিপতিত হইলেন। পুষ্করাক্ষ নিপতিত হইলে, মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দুই লক্ষ অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া উৎকৃষ্ট রত্ন ও পরিচ্ছদসমন্বিত সুবর্ণময় রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধস্থলে আগমন করিলেন ও তথায় চতুর্দ্দিকে অস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরশুরাম সমরস্থলে রত্নালঙ্কারভূষিত কোটিরাজেন্দ্রগণ-পরিবৃত সেই রাজেন্দ্র কার্ত্তবীর্য্যকে দেখিলেন। তিনি রত্নচ্ছত্রে ও রত্নালঙ্কারে ভূষিত; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দন-চর্চ্চিত; বদনমণ্ডল সহাস্য; উহাতে মনোহরতা পূর্ণ বিরাজমান। রাজাও মুনিবরকে দেখিয়া, রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, পুনরায় রথে আরোহণপূর্ব্বক রাজগণের সহিত অবস্থান করিলেন। পরশুরামও তাঁহাকে সময়োচিত শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন। হে নারদ! তথায় উভয়পক্ষীয় সেনার যুদ্ধ হইল; কিন্তু পরশু-রামের শিষ্যগণ ও মহাবল ভ্রাতৃগণ কার্ত্তবীর্য্যের শরে নিপীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলায়ন করিল। শস্ত্রভৃদগ্রগণ্য পরশুরাম রাজার শরজালবিস্তারে নিজ সৈন্য কি রাজসৈন্য বা আপনি কিছুই দেখিতে পান নাই। তখন তিনি বহ্নিবাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে রণস্থল অগ্নিময় হইল। কার্ত্তবীর্য্য-রাজা বরুণ-অস্ত্রে সহজেই ঐ অস্ত্র নির্ব্বাণ করিলেন। তখন পরশুরাম পর্ব্বতসর্পসমন্বিত গন্ধর্ব্ববাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ তাহাও বায়ব্যাস্ত্রে অব-লীলাক্রমে নিবারণ করিলেন। পরশুরাম ভীষণ অনি-বার্য্য নাগাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ তাহা গরু-ড়াস্ত্রদ্বারা অনায়াসে নিবারণ করিলেন। ১—১৩। ভগবান্ ভার্গব, মাহেশ্বরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, রাজা বৈষ্ণবাস্ত্রে অনায়াসে তাহা নিবারণ করিলেন। হে নারদ! ভার্গব রাজার নিধনার্থ ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ করি-লেন; কিন্তু উহা ভূপতির ব্রহ্মাস্ত্রে রণস্থলে নির্ব্বাপিত হইল। পরে রাজা দত্তাত্রেয়ের প্রদত্ত অব্যর্থ শূলাস্ত্র পরশুরামের বধবাসনায় মন্ত্রপাঠপুরঃসর গ্রহণ করি-লেন। তখন পরশুরাম, শতসূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী প্রলয়-বহ্নির শিখার মত উদ্ধত ও দেবতাগণেরও দুর্নি-বার্য্য ঐ শূলাস্ত্র দর্শন করিলেন। হে নারদ! তখন ঐ শূল, পরশুরামের উপরি নিপতিত হইল. তাহাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া হরি স্মরণ করিতে করিতে নিপতিত হইলেন। পরশুরাম নিপতিত হইলে সমস্ত দেবগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ঐ যুদ্ধস্থলে সমাগত হই-লেন। তখন জ্ঞানিবর শঙ্কর, নারায়ণের আজ্ঞাক্রমে প্রকৃষ্ট জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণ পরশুরামকে শীঘ্র উজ্জীবিত করিলেন। ভার্গবও চেতনা পাইয়া পুরোভাগে দেব-গণকে দর্শন করিলেন ও লজ্জায় অবনতকন্ধর হইয়া পরমভক্তিসহকারে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। রাজা কার্ত্তবীর্য্য সেই সুরপ্রভু ব্রহ্মাদি দেবগণকে দেখিয়া ভক্তিযোগে নতকন্ধর হইয়া প্রণামপূর্ব্বক পরমেশ্বর-দিগকে নতমস্তকে স্তব করিলেন। তখন ভক্তবৎসল কৃপালু ভগবান্ দত্তাত্রেয়, শিষ্যকার্ত্তবীর্য্যের রক্ষণার্থ রণ-স্থলে আগমন করিলেন। তখন পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া

পাশুপতাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রণস্থলে দত্তাত্রেয়ের দৃষ্টিনিক্ষেপে পরশুরাম স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন,—রাজা নানা পারিষদপরিবৃত—সমুজ্জ্বল ও নিয়ত চংক্রম্যমাণসুদর্শনধারী, সস্মিত-বদন, ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বর কর্ত্তৃক বন্দিত, গোপশত-পরিবৃত, নবজলধরশ্যামল, বংশীবাদন-তৎপর, গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইতেছেন। ১৪—২৭। এই অবকাশে তথায় আকাশবাণী হইল যে, দত্তাত্রেয়-প্রদত্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কবচ উৎকৃষ্ট রত্নগুটিকামধ্যস্থিত করিয়া রাজা কার্ত্তবীর্য্যের দক্ষিণ বাহুতে রক্ষিত আছে। হে নারদ! যোগি-গুরু মহাদেব, ভিক্ষা করিয়া ঐ কবচ গ্রহণ করিলে পর পরশুরাম রাজাকে নিধন করিতে সমর্থ হইবেন। এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া মহাদেব ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক রাজার নিকটে ঐ কৃষ্ণ-কবচ ভিক্ষা করিয়া আনয়নপূর্ব্বক পরশুরামকে দিলেন। এই সময়ে দেবগণ স্ব স্ব উত্তম স্থানে গমন করিলেন ও পরশুরাম যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া রাজাকে কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! গাত্রোত্থান কর, সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ কর; মানবদিগের কালবিশেষে জয়, কালবিশেষে পরাজয় হইয়া থাকে। তুমি অধ্যয়ন করিয়াছ, যথাবিধি দান করিয়াছ; সমস্ত পৃথিবী সুশাসন করিয়াছ ও তোমাকর্ত্তৃক যুদ্ধে মূর্চ্ছিত [illegible] এই যশও এক্ষণে সঞ্চয় করিয়াছ। সকল রা[illegible] রাবণকে অনায়াসে জয় করিয়াছ। আমি দত্তাত্রেয়প্রদত্ত শূলাস্ত্রে তোমাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পুনরায় মহাদেবকর্ত্তৃক উজ্জীবিত হইয়াছি। পরম ধার্ম্মিক রাজা কার্ত্তবীর্য্য পরশুরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক নতমস্তকে প্রণাম করিয়া যথার্থ বাক্য কহিতে লাগিলেন; আমি কিবা অধ্যয়ন করিয়াছি, কিবা দান করিয়াছি, কিবা পৃথিবী শাসন করিয়াছি; এই মহীতলে আমার মত কত শত রাজা লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে প্রভো! আমার বুদ্ধি, তেজ, বিক্রম, বিবিধ যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণা, শ্রী, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, দানশক্তি, লৌকিকতা, আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও পরম তপস্যা, এই সকলই মনোরমার সঙ্গে সঙ্গে অপগত হইয়াছে। ২৮—৩৯। সেই লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা সাধ্বী স্ত্রী মনোরমা আমার প্রাণতুল্য ছিলেন; তিনি যজ্ঞবিষয়ে পত্নী, স্নেহবিষয়ে মাতা ও ক্রীড়াবিষয়ে সহচরী ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে শয়নে, ভোজনে ও যুদ্ধে নিরন্তর আমার সহচরী ছিলেন; আমি তাঁহার বিহনে বিষহীন সর্পের মত প্রাণহীন হইয়াছি। হে বিপ্র! তুমি আমার পুর্ব্বের যুদ্ধ দেখ নাই, আমার এই শোক রহিল; দ্বিতীয় শোক এই যে, এক্ষণে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিহত হইতে হইল। সময়ে সিংহ শৃগালকে, শৃগাল সিংহকে, মৃগ ব্যাঘ্রও গজরাজকে মক্ষিকা মহিষকে, সর্প গরুড়কেও নিধন করিতে পারে। সময়ে ভৃত্য রাজাকে, রাজা ভৃত্যকে স্তব করেন। কালে ইন্দ্রও মানব হন ও কালে ব্রহ্মাও কালকবলে পতিত হন। সময়ে প্রকৃতি দেবীও শ্রীকৃষ্ণদেহে তিরোভূতা হন। কালে সকলই লয় প্রাপ্ত হয়; কেহই কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু একমাত্র পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণই কালেরও কাল, স্রষ্টারও ইচ্ছানুসারে স্রষ্টা, সংহর্ত্তারও সংহর্ত্তা, পালকেরও পালক। তিনি মহান্ ও স্থূল হইতেও স্থূলতম ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম, কৃশ; তিনিই পরমাণু পরবর্ত্তী কাল; তিনিই কালবিভাজক কাল। তাঁহার প্রত্যেক লোম এক এক বিশ্বসংসার; সেই মহাবিরাট্ পুরুষ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশের এক অংশ। সর্ব্বকারণ ক্ষুদ্র বিরাট্ সেই মহাবিরাট্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া যত্নসহকারে লক্ষবর্ষ ভ্রমণ করিয়াও ঐ নাভিকমল দণ্ডের অন্ত না পাইয়া স্বস্থানে অবস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর সেই স্থানে লক্ষ বর্ষ বায়ুমাত্র ভোজন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। ৪০—৪৯। তখন তিনি, সেই পার্ষদগণ ও গোপগোপীগণে পরিবৃত, রত্ন-সিংহাসনে শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত, মুরলীধারী দ্বিভুজ গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন ও দেখিয়া পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্ব্বক সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া, তদীয় আজ্ঞাক্রমে সৃষ্টিকার্য্য করিতে মনোনিবেশ করিলেন। যে শিব সৃষ্টির সংহারকর্ত্তা, তিনিও ঐ স্রষ্টার ললাট হইতে উৎপন্ন। শ্বেতদ্বীপনিবাসী ক্ষুদ্র বিরাট্ বিষ্ণু পালন করেন। এই সৃষ্টির নিদানভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণের অংশসম্ভূত হইয়া সকল বিশ্বেই অবস্থান করিতেছেন। দেবগণ সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ও মহাবিরাট্‌ও প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন। আদ্যা প্রকৃতিই সকলের প্রসবিনী। কেবল শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত। মায়ানাথ পরমেশ্বরও সেই প্রকৃতিশক্তি ভিন্ন সৃজন করিতে সমর্থ হন না। সেই মায়া সৃষ্টির সংহারক ও পালক শ্রীকৃষ্ণে তিরোভূত হইয়া পুনরায় সৃষ্টিকালে আবির্ভূতা হন। সেই মহেশ্বরী প্রকৃতি নিত্যা। যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট প্রস্তুত করিতে ও স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতিরেকে কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে অসমর্থ; তদ্রূপ প্রকৃতি

ভিন্ন সৃষ্টিকার্য্য হয় না। সৃষ্টিকালে ঐ প্রকৃতিশক্তি ঈশ্বরেচ্ছায় রাধিকা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, দেবী দুর্গা ও সরস্বতী এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্তা হন। ৫০—৬১। তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়তমা, তিনিই রাধা বলিয়া কথিত হন। যিনি সকল মঙ্গলকারিণী ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও পরমানন্দরূপিণী তিনিই লক্ষ্মী বলিয়া কীর্ত্তিতা হন। যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী পরমেশ্বরেরও দুর্লভা এবং বেদশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রের জননী, তিনিই সাবিত্রী বলিয়া কথিতা হন। যিনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সর্ব্বশক্তিরূপিণী সর্ব্বজ্ঞানময়ী ও সর্ব্বস্বরূপা; তিনিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বলিয়া কথিত হন। যিনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সর্ব্বদা শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদায়িনী ও যিনি কৃষ্ণের কণ্ঠ হইতে সম্ভূতা; তিনিই দেবী সরস্বতী। দেবী ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি অগ্রে স্বয়ং এই পঞ্চধা বিভক্তা হন; পরে সৃষ্টিক্রমে অংশরূপে নানামূর্ত্তি হইয়াছেন। যোষিদ্গণ প্রকৃতির ও পুরুষগণ পুরুষের অংশসম্ভূত। সৃষ্টিকালে মায়া ভিন্ন সংসার হয় নাই। হে ব্রাহ্মণ! প্রত্যেক বিশ্বতেই সর্ব্বদা ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টি হয়। বিষ্ণু তাহার পালক ও নিরন্তর শিবপ্রদ শিব, তাহার সংহারকর্ত্তা। হে পরশুরাম! পুষ্করতীর্থে মাঘী পূর্ণিমার দিবস দীক্ষাসময়ে মুনিগণের সন্নিধানে আমাকে দত্তাত্রেয় এই জ্ঞান দিয়াছেন। কার্ত্তবীর্য্য এই কথা বলিয়া পরশুরামকে নমস্কারপূর্ব্বক সশস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া সহাস্যমুখে শীঘ্র রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর পরশুরাম, ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা রাজার সৈন্যগণকে এবং শ্রীহরির স্মরণ করিতে করিতে পাশুপতাস্ত্রদ্বারা অনায়াসে রাজাকে নিধন করিলেন। পরশুরাম, এইরূপে শিবকে স্মরণ করিয়া বসুন্ধরাকে অনায়াসে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞাপালনার্থ গর্ভস্থ মাতৃক্রোড়স্থিত শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক সকল প্রকার ক্ষত্রিয়কেই বধ করিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্য নিহত হইয়া গোলোকধামে কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন। পরশুরামও শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে নিজভবনে গমন করিলেন। তখন মহাদেব পৃথিবীকে ভার্গবকর্তৃক একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়হীন দেখিয়া ও উঁহার পরশুদ্বারাই যুদ্ধক্রীড়া দেখিয়া উঁহার পরশুরাম নাম রাখেন। হে নারদ! দেবগণ, দেবীগণ, মুনিগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ—সকলেই পরশুরামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভিনিনাদ ও হরিশব্দ হইতে লাগিল। পরশুরামের শুভ্রযশে জগৎ প্লাবিত হইল। তখন ব্রহ্মা, ভৃগু, শুক্র, চ্যবন, বাল্মীকি প্রভৃতি সকলে রোমাঞ্চিতগাত্রে ও আনন্দাশ্রুপূর্ণ হইয়া হস্তে দূর্ব্বা ও পুষ্প লইয়া মঙ্গল আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ব্রহ্মলোক হইতে পরমানন্দে তথায় আগমন করিলেন। ৬২—৮০। পরশুরাম তাঁহাদিগকে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, তাঁহাকে ব্রহ্মানুক্রমে সকলেই "বৎস" সম্বোধনপূর্ব্বক ক্রোড়ে করিলেন। জগদ্গুরু ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাকে হিতজনক নীতিগর্ভ পরিণামসুখকর বেদের সার বাক্য কহিতে লাগিলেন;—হে পরশুরাম! সর্ব্বসম্পৎপ্রদশ্রেষ্ঠ কাণ্বশাখোক্ত সত্য সর্ব্ববাদিসম্মত বাক্য কহিতেছি শ্রবণ কর। হে মুনিবর! জন্মদান ও প্রতিপালনহেতু জন্মদাতা সকল পূজ্যের পূজ্যতম জনক ও পিতা বলিয়া কথিত; কিন্তু জন্মদাতা অপেক্ষা অন্নদাতা পিতা শ্রেষ্ঠ; যেহেতু অন্ন ব্যতীত শরীর রক্ষা অসম্ভব। আর পিতা হইতে যে উৎপত্তি—তাহা স্বভাবসিদ্ধ। এই দ্বিবিধ পিতা হইতেই মাতা গর্ভধারণ ও পোষণহেতু শতগুণে পূজ্য মান্যা শ্রেষ্ঠা ও বন্দনীয়া হয়েন। বেদে কথিত আছে, যে অভীষ্ট দেব পূর্ব্বোক্ত গুরু জন হইতেও শতগুণে পূজ্যতর; কিন্তু জ্ঞানদাতা, বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতা সেই অভীষ্টদেব অপেক্ষাও পূজ্যতম। গুরুপুত্রও গুরুর সদৃশ পূজ্যতম; কিন্তু গুরুপত্নী তদপেক্ষাও পূজ্যতমা। ইষ্টদেব ক্রুদ্ধ হইলে গুরু রক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু গুরুদেব ক্রুদ্ধ হইলে আর কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। অতএব গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর, গুরুই পরমব্রহ্ম, এবং ব্রাহ্মণগণ হইতেও প্রিয়তম। গুরুই হরিভক্তিপ্রদ জ্ঞান প্রদান করেন। যিনি হরিভক্তিপ্রদাতা, তাঁহা অপেক্ষা আর কে বন্ধু হইতে পারে? অজ্ঞানতিমিরে আবৃত লোক যাঁহা হইতে জ্ঞানদীপ লাভ করিয়া নির্ম্মলপথ পরিদর্শন করে, সেই গুরু হইতে আর কে বন্ধু আছে? যে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া জ্ঞান সর্ব্বজ্ঞতা ও সিদ্ধি লাভ করে, তদপেক্ষা বন্ধু কে আছে? গুরুদত্ত বিদ্যাপ্রভাবে সর্ব্বস্থানে সুখে জয় লাভ করে। যে বিদ্যাদ্বারা জগৎপূজ্য হয়, সেই বিদ্যাদাতা গুরু হইতে অধিক বন্ধু আর কে আছে? বিদ্যান্ধ বা বান্ধব হইয়া যে মূঢ় ব্যক্তি গুরুকে ভজনা না করে, সে ব্রহ্মহত্যা হইতে গুরুতর পাপে লিপ্ত হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি গুরুকে দরিদ্র, পতিত বা ক্ষুদ্র দেখিয়া তাঁহার প্রতি মনুষ্য-বুদ্ধি আচরণ করে, সে তীর্থে স্নাত হইলেও

শুচি হয় না ও কোন কর্ম্মেই অধিকারী হয় না। হে বৎস! শ্রীকৃষ্ণ তোমার অভীষ্টদেব ও স্বয়ং গুরুদেব; এক্ষণে অভীষ্টদেব হইলেও পূজ্যতম গুরুর শরণাগত হও। তুমি গুরুর বলেই পৃথিবীকে একবিংশতিবার রাজশূন্যা করিয়াছ ও হরিভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ; সেই শিবের শরণাপন্ন হও। যিনি মঙ্গলরূপী, মঙ্গলদাতা, মঙ্গলকারণ, শুভাশীর্ব্বাদক, শিবাপতি; তুমি সেই গুরুদেব শিবের শরণাগত হও। ভগবান্ গোলোকপতিই অংশরূপ ধারণ করিয়াছেন। অতএব ঐ গুরু তোমার ইষ্টদেব; এক্ষণে তাঁহার শরণাগত হও। শ্রীকৃষ্ণই সকল জীবের আত্মা, মহাদেব জ্ঞান, আমি চিত্ত ও সর্ব্বসক্তিসমন্বিতা বিষ্ণুপ্রকৃতিই প্রাণস্বরূপা। যিনি জ্ঞানদাতা জ্ঞানরূপী জ্ঞাননিদান ও কালের কাল, সেই সনাতন গুরুদেব মৃত্যুঞ্জয়ের শরণ লও। যিনি ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ ও ভক্তগণের প্রতি কৃপাপ্রকাশে দেহধারী; সেই সর্ব্বজ্ঞ সনাতন ভগবান্ মহাদেবের শরণাগত হও। প্রকৃতিদেবী লক্ষবর্ষ তপস্যা করিয়া যে কমনীয় ঈশ্বরকে প্রিয়পতিরূপে লাভ করিয়াছেন, সেই দেব-দেব শিবের শরণাগত হও। হে নারদ! কমলযোনি এই কথা কহিয়া মুনিগণের সহিত গমন করিলেন। পরশুরামও কৈলাসে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন। ৮১—১০৪।

গণেশখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন। পরশুরাম শ্রীহরির কবচ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়া গুরুদেব মহাদেবকে ও গুরুপত্নী মাতা শিবাকে নমস্কার করিতে এবং গুণে নারায়ণতুল্য সেই গুরুপুত্র কার্ত্তিক ও গণেশকে দেখিবার জন্য কৈলাসধামে গমন করিলেন। সেই মনোযায়ী মহাত্মা পরশুরাম, সেই সময়ে শীঘ্র তথায় যাইয়া অতিসুন্দর রমণীয় নগর দর্শন করিলেন। ঐ নগর, শুদ্ধস্ফটিকাভ সুন্দরমণিসমন্বিত, সুবর্ণভূমিসদৃশ রাজমার্গে বিরাজিত; সিন্দুরমণি বেদিকায় সংযুক্ত মণি-গৃহে পূরিত। ঐ নগর মণিনির্ম্মিত কপাট স্তম্ভ ও সোপানে শোভিত, শতকোটিদিব্য যক্ষভবনে সমন্বিত। ঐ গৃহসকল রত্ন ও কাঞ্চনপূর্ণ শ্বেতচামরধারী যক্ষেন্দ্রগণে পরিবেষ্টিত দিব্য সুবর্ণকলসে বিরাজিত। রত্নভূষণভূষিতা সুন্দরীগণ ও চিত্রপুত্তলিকাহস্তে ও সহাস্যমুখে নিরন্তর ক্রীড়মান বালক ও বালিকাগণে বিরাজিত। ঐ নগর মন্দাকিনীতীরজাত পুষ্পিত সুগন্ধি পারিজাতবৃক্ষসমূহে ও পুষ্পনিকরে সমাকীর্ণ; কামধেনুপুরস্কৃত কল্পবৃক্ষের মূলাশ্রিত সিদ্ধবিদ্যায় নিপুণ পুণ্যবান্ সিদ্ধগণে পরিষেবিত; এবং তিন লক্ষ যোজন উন্নত, শতযোজন বিস্তীর্ণ ও শতস্কন্ধসমন্বিত বিবিধপক্ষিগণাকীর্ণ, প্রকম্পিত, মনোহর শব্দিত, অসংখ্য ফলসংযুত, অসংখ্য শাখাসমূহে সমন্বিত অক্ষয় বটবৃক্ষে, সুগন্ধি বায়ুতে, সহস্র পুষ্পোদ্যানে, শতসংখ্যক সরোবরে ও লক্ষমুনি-সিদ্ধেন্দ্রগণের রত্নময় ভবনে ভূষিত রহিয়াছে। পরশুরাম নগর অবলোকন করিয়া অতিশয় আনন্দিতচেতা হইলেন এবং সম্মুখে রমণীয় শ্রীমৎ শঙ্করাশ্রমও সন্দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রম বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক রচিত ও শতসংখ্যক স্থূল সুবর্ণবর্ণ মণিদ্বারা খচিত। উহার বিস্তার চতুর্যোজন, ঊর্দ্ধ পঞ্চদশ যোজন ও চারিদিকে সমান এবং প্রাচীর মনোহর চতুষ্কোণ। উহার দ্বার নানাচিত্রযুক্ত রত্ন-কপাটে ও নানা মণিময় স্তম্ভে শোভিত শ্রেষ্ঠ মণিবেদিকায় সমন্বিত রহিয়াছে। ১—১৮। হে নারদ! ঐ দ্বারের দক্ষিণ ভাগে বৃষভবরকে, বামভাগে সিংহকে ও নন্দীশ্বর পিঙ্গলনেত্র ভয়ঙ্কর মহাকালকে ও বিশালাক্ষ, বাণ, বিরূপাক্ষ, মহাবল, বিকটাক্ষ, ভাস্করাক্ষ, রক্তাক্ষ, বিকটোদর, সংহার-ভৈরব, ভয়ঙ্কর কালভৈরব, রুরু-ভৈরব, ঈশাভ মহাভৈরব, কৃষ্ণাঙ্গভৈরব, উৎকট ক্রোধভৈরব, সিদ্ধেন্দ্রগণ, রুদ্রগণ, বিদ্যাধরগণ, গুহ্যকগণ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল ও দানব, যোগীন্দ্রগণ, জটাধরগণ, যক্ষগণ, কিম্পুরুষগণ ও কিন্নরগণকে দর্শন করিলেন। ভৃগুনন্দন তাঁহাদিগকে দেখিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক নন্দিকেশ্বরের আজ্ঞা লইয়া সানন্দমনে অভ্যন্তরে গমন করিলেন। তথায় উজ্জ্বল অমূল্য রত্নকুম্ভে বিরাজিত ও অমূল্যরত্নরচিত মুক্তাময় নির্ম্মলদর্পণ সনাথ উৎকৃষ্ট হীরকময় কপাটে পরিশোভিত, গোরোচনান্বিত মণিময় সহস্র স্তম্ভসংযুক্ত, শ্রেষ্ঠ মণিময় সোপানে পরিসেবিত, ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত শতমন্দির এবং নানাচিত্র-বিচিত্রিত ও মুক্তা-মাণিক্যগ্রথিত মালাসমূহে পরিশোভিত অভ্যন্তরদ্বার দর্শন করিলেন। হে নারদ! তাহার বামপার্শ্বে কার্ত্তিক ও দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশ ও রত্নসিংহাসনোপবিষ্ট রত্নভূষণে ভূষিত প্রধান পার্ষদ ক্ষেত্রপালগণকে দর্শন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভার্গব পরশুরাম তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া কুঠারহস্তে শীঘ্র গমন করিতে উদ্যত হইলে, গণেশ

তাঁহাকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি ক্ষণকাল অবস্থান কর; এক্ষণে মহাদেব নিদ্রিত রহিয়াছেন। আমি ক্ষণকাল পরেই ঈশ্বরের অনুজ্ঞা লইয়া আসিয়া তোমার সহিত গমন করিব; সম্প্রতি প্রতীক্ষা কর। বৃহস্পতিসদৃশ বক্তা মহাবল পশুরাম গণেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯—৩৫ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

পরশুরাম কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি অন্তঃপুরে ঈশ্বরকে প্রণাম করিতে যাইতেছি ও মাতাকে ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিয়া শীঘ্র গৃহে গমন করিব। আমি যাঁহার অনুগ্রহে পৃথিবীকে একবিংশতিবার রাজশূন্য করিয়াছি, কার্ত্তবীর্য্য ও সুচন্দ্রকে নিধন করিয়াছি; যাঁহার নিকট হইতে নানাবিদ্যা ও অতি দুর্লভ বিবিধ-শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছি, সম্প্রতি সেই গুরুদেব জগন্নাথ, সগুণ, গুণাতীত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশে দেহধারী, সত্য, সত্যস্বরূপ, সনাতন ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ, স্বেচ্ছাময়, দয়ার সাগর, দীনজনের বন্ধু, মুনীশ্বর, আত্মারাম, পূর্ণ-কাম, ব্যক্তি, অব্যক্ত, পরাৎপর, পরাপরগণেরও স্রষ্টা, পুরুহূত পুরুষ্টুত, পুরাণ, পরমাত্মা, ঈশানাদি, অব্যয়, সকল মঙ্গলেরও মঙ্গলজনক, সকল মঙ্গলের কারণ, সর্ব্বমঙ্গলপ্রদাতা, শান্ত, সর্ব্বৈশ্বর্য্যদাতা, বর, প্রসন্নবদন, শরণাগতবৎসল, ভক্তগণের প্রতি অভয়দাতা, ভক্তবৎসল সমদর্শন, আশুতোষকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। পরশুরাম, ইহা কহিয়া গণপতির সম্মুখে অবস্থান করিলেন। তখন গণপতিও মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ভ্রাতঃ। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, এই কথা শ্রবণ কর,—স্ত্রীসহচর হইয়া নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত পুরুষকে দেখিবে না। যে নরাধম স্ত্রীসংযুক্ত পুরুষকে অবলোকন করে বা উঁহাদের রস-ভঙ্গ করে, সে নিশ্চই কালসূত্রনরকগত হয় এবং তথায় ঐ পাপিষ্ঠ, চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত অবস্থান করে। হে বিপ্র! বিশেষতঃ বিচক্ষণ ব্যক্তি নির্জ্জনে রতিকার্য্যাসক্ত পিতাকে গুরুকে ও রাজাকে দেখিবে না। যে ব্যক্তি, কাম বা ক্রোধবশতঃ সুরতো-মুখ ব্যক্তিকে দেখিবে, নিশ্চয়ই তাহার সপ্ত জন্মেই স্ত্রীবিয়োগ হয়। যে মূঢ় কামী হইয়া পরস্ত্রীর নিতম্ব, বক্ষঃস্থল ও মুখ অবলোকন করে, সে নিশ্চয়ই অন্ধ হয়। হে নারদ! ভৃগুনন্দন, গণেশের বাক্যশ্রবণে হাস্য করিয়া তাঁহাকে অতিশয় ক্রোধে নিষ্ঠুর বাক্য কহিলেন, অহো! কি অপূর্ব্ব নীতিসঙ্গত উত্তম বাক্য শ্রবণ করিলাম; ঈশ্বরের নিকটেও এরূপ নীতি শ্রবণ করি নাই। শাস্ত্রে কামুক ও বিকৃতচিত্তদিগের নিকটে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াছি; বিকারশূন্য শিশুর ইহাতে কিছুই দোষ নাই। হে ভ্রাতঃ! আমি অন্তঃপুরে যাইব, ইহাতে তোমার কি? তুমি বালক স্থির হও। ১—১৭। আমি দর্শনানুরূপ তৎকালোপ-যুক্ত কার্য্যই করিব। পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর তোমারই পিতা মাতা, এরূপ নহে; উঁহারা জগতেরই পিতা ও মাতা। পার্ব্বতী স্ত্রী ও শম্ভু পুরুষ, ইহা কে না নিরূপণ করিয়াছে? শঙ্কর সর্ব্বরূপ ও পার্ব্বতী সর্ব্বরূপা, হে বিভো! তিনি গুণাতীত; তাঁহার ক্রীড়াই বা কি ও তাহার ভঙ্গই বা কি? ক্রীড়া, লজ্জা, ভীতি ও ক্রীড়াভঙ্গ এই সকল গ্রাম্যপুরুষেরই আছে, ঈশ্বরের নাই। কোথায় স্তনপায়ী শিশুদর্শনে পিতা-মাতার লজ্জা হইয়া থাকে? লজ্জা ও লজ্জানাথের আবার লজ্জা কোথায়? লজ্জা কি লজ্জিত ও অগ্নি কি উত্তপ্ত হয়? অহো! কখন কি শৈত্য শীতলতা, গ্রীষ্ম দাহ ও ভয় ভয় পাইয়া থাকে বা মৃত্যু মৃত্যু হইতে ভীত হয়? জ্বর কোথায় জ্বর বিনাশ করে বা ব্যাধি ব্যাধিকে জীর্ণ করে? সংহারকর্ত্তাকেই বা কে সংহার করিয়া থাকে? কাল কোথায় কাল হইতে ভীত হয়? ক্ষুধা কি ক্ষুধাকে, তৃষ্ণা কি তৃষ্ণাকে প্রাপ্ত হয়? বা নিদ্রা নিদ্রাকে, শোভা শোভাকে, শান্তি শান্তিকে, পুষ্টি পুষ্টিকে তুষ্টি তুষ্টিকে ও ক্ষমা ক্ষমাকে প্রাপ্ত হয়? আত্মারও কি আত্মা আছে বা শক্তিও কি শক্তি হইতে ভীত হয়? হে প্রভো! কাম কামে, ক্রোধ ক্রোধে, লোভ লোভে, মোহ মোহে, ধাবিত হয় না; দয়া দয়াদ্বারা; ইচ্ছা ইচ্ছাদ্বারা বদ্ধ হয় না। জ্ঞান কি বুদ্ধিদ্বারা ভিন্ন হয়? জরা কি কখন জরাকে বাধা দেয়? চিন্তা কি চিন্তাকর্ত্তৃক গ্রস্তা বা চক্ষু আপনাকে দেখিতে সমর্থ হয়? হর্ষ কি হর্ষকে প্রাপ্ত হয়? শোক কি শোককে বাধা দেয়? বিপদের আর বিপদ্ কি? সম্পদের সম্পত্তি কোথায়? মেধার ধারণা শক্তি, স্মৃতির স্মরণ-শক্তি কোথায়? সূর্য্যদেব নিজ তেজে দগ্ধ হন না। ইহাই শাস্ত্রসম্মত। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে তুমিই বিপরীতাচরণ করিলে। এরূপ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করি নাই, কখনও দেখি নাই; শাস্ত্রেও শ্রবণ করি নাই। পরশুরাম ইহা করিয়া বারংবার হাস্য করত অভ্যন্তরে আনন্দে গুরুসমীপে শীঘ্র গমন করিতে

অভিলাষী হইলেন। জিতক্রোধ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ গণেশ পরশুরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ১৮—৩৩। গণেশ কহিলেন ;— অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন ব্যক্তি জ্ঞানীর নিকট হইতেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পিতা ও ভ্রাতার নিকট হইতেই দুর্লভ জ্ঞান লাভ করেন। ভ্রাতঃ! তুমি ত জ্ঞানীদিগের নিকট হইতে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছ; কিন্তু এই মন্দবুদ্ধি-আমার কিছু নিবেদন শ্রবণ কর। যখন সত্ত্বরজ তমোগুণাতীত ঈশ্বর সংসার-সৃষ্টি-বাসনা-শূন্য হন, তখন শক্তিবিরহিত হইয়া থাকেন; কিন্তু সেই নির্গুণ পুরুষ যখন সৃষ্টিকার্য্যাভিলাষী হন; তখন শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সগুণ হইয়া থাকেন। হে মুনিবর! যাবদীয় ভোগার্হ দেহ আছে, শ্রীকৃষ্ণের শরীর ভিন্ন সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। যোগিগণ সেই শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপ হস্তপাদাদিশূন্য গুণাতীত প্রকৃতি হইতে অতীত শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যান করেন। বৈষ্ণবগণও সেই ভক্তবৎসলকেই নমস্কার করেন। অহো! তেজের আধার ব্যতিরেকে সেরূপ তেজ কোথায় হইয়া থাকে? যখন ঐ জ্যোতির্ম্ময় বিভুর জ্যোতিমধ্যে দ্বিভুজ মুরলীধর সহাস্যবদন পীতাম্বর অমূল্যরত্নালঙ্কারে ভূষিত শ্যামসুন্দর কলেবরধারী শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন তাঁহারা তাঁহার ইচ্ছাক্রমে দাসত্বে নিযুক্ত হন। যেহেতু যোগ বা তপস্যাদি হরির দাসত্বের ষোড়শাংশের একাংশ নহে। যখন তিনি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হন, তখন আনন্দে প্রকৃতিকে সৃজন করেন; পরে তিনি সেই প্রকৃতিযোনিতে বীর্য্য নিক্ষেপ করেন; ঐ বীর্য্য হইতে এক ডিম্ব সমুৎপন্ন হয়। দেবমানের লক্ষ বৎসর অতীত হইলে গর্ভ হইতে এক ডিম্ব নির্গত হইল; তখন শ্রীকৃষ্ণ যে নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই নিশ্বাস হইতেই বায়ু উৎপন্ন হয়। ভ্রাতঃ! ঐ নিশ্বাসের সহিত কৃষ্ণের মুখ হইতে যে বিন্দু নির্গত হয়, তাহা হইতে শ্রীহরির সম্মুখে সহসা জলরাশি হইল। সেই জলে ঐ ডিম্ব দেবমানে লক্ষবর্ষ অবস্থিত হইলে, ঐ ডিম্ব হইতে বিশ্বের আধার মহাবিরাট্ সহসা উৎপন্ন হন। সেই মহাত্মা মহাবিরাটের গাত্রে যতগুলি লোম আছে, সেই পরিমাণ ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চিতই বিদ্যমান আছে। ঐ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দেবগণ, মুনিগণ ও চরাচর সকলই বিদ্যমান। হে মুনে! মহাবিরাট্ সকল লোকের আশ্রয়। ভগবান বায়ু, শ্রীহরির নিশ্বাস-বায়ু হইতে উৎপন্ন মহাবিষ্ণুও তাঁহার অংশ, তাঁহা হইতেই ক্ষুদ্র বিরাট্ হইয়াছেন; তাঁহার নাভিপদ্মে ব্রহ্মা ও ললাটে মহাদেব উৎপন্ন হইয়াছেন। শ্বেতদ্বীপনিবাসী; পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও তাঁহার অংশভূত; এইরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রহিয়াছেন। হরি যখন স্বয়ং নিজ অংশে ও কলায় নানামূর্ত্তিধর হন, তখনই মহাদেব সগুণ ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হইয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব-ভোগাসক্ত ও সর্ব্বশক্তিসংযুক্ত, সেই স্বেচ্ছাময় মহান্ কিরূপে লজ্জাবিরহিত হইবেন? লজ্জার আর লজ্জা নাই, ইহা সর্ব্বসম্মত; কিন্তু যিনি লজ্জাবতী দেবী, তাঁহার লজ্জা কোথায় যাইবে? সেই সর্ব্বশক্তিমতী দুর্গা স্বভাবতঃ পর্ব্বত হইতে উৎপন্না; এ হেতু উহাঁর সর্ব্ববাদিসম্মত লজ্জাদি গুণ সর্ব্বদাই আছে। ৩৪—৫৫। রাধিকা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, দুর্গা ও দেবী সরস্বতী এই যে পাঁচ প্রকার শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি; তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনিই প্রাণাধিকা প্রিয়তমা রাধিকা; তাঁহার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতেছেন। যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি ব্রহ্মার প্রেয়সী সাবিত্রী। যিনি সর্ব্বসম্পত্তিরূপিণী, তিনি নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মী। দেবী সরস্বতী দ্বিধা বিভক্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নির্গতা হইয়াছেন। তিনি একরূপে ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী ও অন্যরূপে নারায়ণের পত্নী হইয়াছেন। যিনি জ্ঞানপ্রসবিনী, শক্তিসংযুতা ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তিনিই দেবী দুর্গা মহাদেবের প্রেয়সী; তাঁহার লজ্জা কোথায় যাইবে? হে ভ্রাতঃ! গোলোকধামে প্রকৃতি এই পাঁচ প্রকার হইয়াছেন। তিনি অংশে অংশে নানাবিধ হইয়াছেন! হে বিপ্রবর! বৈকুণ্ঠধাম ব্রহ্মাণ্ড হইতে অতিরিক্ত ও নিত্য বলিয়া কথিত হয়। কারণ প্রাকৃতিক লয়েও উহা অবিনশ্বর স্থান। ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাংশভূত চতুর্ভুজ বনমালাধারী পীতবসন দেব নারায়ণ শক্তি-লক্ষ্মীর সহিত রহিয়াছেন। দ্বিভুজ মুরলীধারী সহাস্যবদন শ্যামসুন্দর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে রাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি গো, গোপ ও গোপীগণে নিরন্তর পরিবৃত; স্বয়ং গোপরূপধারী, পরিপূর্ণতম, শ্রীমান্, গুণাতীত, প্রকৃতি হইতে অতীত, স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র ও পরমানন্দরূপী। দেবগণ তাঁহার অংশসম্ভূত; মহাবিরাট্ তাঁহার ষোড়শাংশের একাংশ। তাঁহা হইতে স্থূল-সূক্ষ্মাদি সমস্ত বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হয়; এইরূপ পুনঃপুনঃ হইতেছে। গোলোকধাম ঐ বৈকুণ্ঠ হইতে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন

ঊর্দ্ধে। উহার ঊর্দ্ধে আর কোন লোক নাই। কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রভুও কেহ আর নাই। হে দ্বিজ! আমি মহাদেবের মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহা তোমাকে কহিলাম। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে ক্ষণকাল অবস্থান কর, মহাদেব এক্ষণে সুরতকার্য্যে উন্মুখ হইয়াছেন। ৫৬—৬৯।

গণেশখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, তখন কুঠারপাণি পণ্ডিত পরশুরাম গণেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্ভয়ে বেগে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। গণেশ তাহা দেখিয়া যত্ন সহকারে সত্বর গাত্রোত্থান করত প্রীতিপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিনয় করিয়া নিষেধ করিলেন। পরশুরাম বারম্বার তাহাকে হুংকার করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে পর পরস্পরের সেই স্থলে বাগ্‌যুদ্ধ ও করতাড়না হইতে লাগিল। ভার্গব পরশুরাম, তখন পরশু নিক্ষেপ করিতে মানস করিলে কার্ত্তিকেয় হা হা শব্দে যুদ্ধস্থলে বুঝাইতে লাগিলেন;—হে ভ্রাতঃ! তুমি গুরুপুত্রের প্রতি অব্যর্থ অস্ত্র কি জন্য ক্ষেপণ করিতেছ? গুরুসদৃশ গুরুপুত্রকে সংহার করা তোমার যোগ্য হয় না। পরশু নিক্ষেপে উদ্যত, ক্রুদ্ধ, রক্তপঙ্কজদলবৎ লোহিতলোচন সেই পরশুরামকে 'নিবৃত্ত হও' বলিয়া গণেশ প্রবোধ দিলে পর পরশুরাম ক্রোধভরে তাঁহাকে পুনর্ব্বার ছুড়িয়া দিলেন। গণেশ হতমান হইয়া দূর হইতে বেগে পতিত হইলেন। অনন্তর অক্রোধী শিবনন্দন গজানন উত্থান করিয়া ধর্ম্মকে সাক্ষী করত "হে প্রভো ক্ষান্ত হউন; ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীত আপনার কি শক্তি যে এখানে প্রবেশ করিতে পারেন" বলিয়া বারংবার বুঝাইতে লাগিলেন। আপনি অতিথি, বিদ্যাসম্বন্ধে আমার ভ্রাতা এবং ঈশ্বরের প্রিয় শিষ্য; এই জন্যই আমি সহ্য করিতেছি। আমি কার্ত্তবীর্য্য নহি; ও সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ রাজগণও নহি; বিপ্র! আমি ঈশ্বরের পুত্র আমাকে তুমি জান না। হে ব্রাহ্মণ! অতিথে? ক্ষণকাল অবস্থান কর; যুদ্ধকার্য্যে নিবৃত্ত হও। ক্ষণকাল পরে আমি তোমার সহিত ঈশ্বরসন্নিকটে গমন করিব। নারায়ণ কহিলেন, পরশুরাম গণেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া বারম্বার হাস্য করিলেন এবং মহাদেব ও হরির উদ্দেশে কুঠারাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে মানস করিলেন। তখন দেবশ্রেষ্ঠ যোগিবর গজানন পরশুরামকে ক্রোধভরে শরনিক্ষেপ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া নিজ শুণ্ডকে কোটি যোজন বিস্তীর্ণ করিলেন ও স্বয়ং তথায় অবস্থিত হইয়া পুনঃপুনঃ ঘূর্ণিত করিয়া, তাহাদ্বারা পরশুরামকে শতধা বেষ্টন ও তাহাতেই ঘূর্ণিত করিয়া, যেরূপ ক্ষুদ্র সর্পকে গরুড় ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করে, তদ্রূপ ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক যোগবলে স্তম্ভিত করিয়া সপ্তদ্বীপ, সপ্তপর্ব্বত, কাঞ্চনী নগরী ও সপ্তসাগর ক্ষণকালমধ্যে দেখাইলেন। দর্পনাশন গণেশ সেই দর্পিত পরশুরামের অঙ্গসকল কম্পিত, হস্ত পদাদি অবশ করিয়া তাহাকে জড় করিয়া পুনরায় ভ্রমণ করাইলেন। ১—১৮। হে নারদ। সুরশ্রেষ্ঠ গণেশ, তাঁহাকে ক্রমশঃ ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ধ্রুবলোক, গৌরীলোক ও শম্ভুলোক দেখাইলেন; এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া স্বয়ং সপ্তসাগর পান করিলেন; পুনরায় নক্রাদির সহিত ঐ সাগরজল উদ্গীরণ করিলেন ও সেই গভীর সাগরজলে পরশুরামকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন ঐ জলে সন্তরণশীল ও মুমূর্ষু তাহাকে অনায়াসে গ্রহণ করিলেন, ও পুনরায় ঘূর্ণিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের উপরিস্থিত উৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠধাম ও লক্ষ্মীর সহিত অবস্থিত চতুর্ভুজ ভগবান্‌কে দর্শন করাইলেন। যোগিবর যোগবলে তথায় ক্ষণকাল ভ্রমণ করাইয়া পুনরায় যোগবলে অনায়াসে শুণ্ড পরিবর্ত্তন করিলেন, ও তাঁহাকে গোলোকধামে সরিদ্বরা বিরজা, বৃন্দাবন, শতশৃঙ্গ গিরিবর, রাসমণ্ডল এবং গোপগোপীগণের সহিত দ্বিভুজ, মুরলীধারী, সহাস্যবদন, মনোহর রত্নসিংহাসনে রাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত, কোটি সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করাইলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া, বারম্বার প্রণাম করাইয়া, সকল পাপনাশক ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া, ক্ষণকাল পরশুরামকে বারম্বার ভ্রমণ করাইয়া উহার ভ্রূণহত্যাদি সকল পাপ দূরীভূত করিলেন। ভোগ ব্যতিরেকে পাপজনিত যাতনার বিনাশ হয় না; কিন্তু পরশুরাম ঐ যাতনা স্বল্পই ভোগ করিয়াছেন; কারণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনে উহাঁর অপার যাতনা দূর হইয়াছে। পরশুরাম ক্ষণকালমধ্যেই চেতনা পাইয়া ভূতলে বেগে পতিত হইলেন ও উহাঁর গণেশকৃত স্তম্ভন দূরীভূত হইল। হে নারদ! তখন পরশুরাম গুরুপ্রদত্ত অতি দুর্লভ, কবচ, স্তব এবং অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ ও জগদ্‌গুরু গুরুদেব শম্ভুকে স্মরণ করিলেন ও তেজে মহাদেবতুল্য ও গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য অপেক্ষা শতগুণ প্রভাশালী অব্যর্থ পরশু অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন

গণেশ পিতৃদত্ত অব্যর্থ অস্ত্র অবলোকন করিয়া স্বয়ং বামদন্তের দ্বারা গ্রহণ করিলেন, উহাকে ব্যর্থ করিলেন না। ১৯—৩৩। পরশু, বেগে নিপতিত হইয়া সমূলে দন্ত উৎপাটনপূর্ব্বক মহাদেবের বরে পুনরায় পরশুরামের হস্তে গমন করিল। তখন আকাশে দেবগণ এবং বীরভদ্র কার্ত্তিকেয় ও ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি পারিষদগণও মহাভয়ে হা হা শব্দ করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তখন গজাননের রক্তাক্ত দন্ত গৈরিকযুক্ত বৃহৎ স্ফটিক পর্ব্বতের ন্যায় সশব্দে ভূতলে পতিত হইল। ঐ ভীষণশব্দে পৃথিবী ভয়ে কম্পিতা ও কৈলাসবাসী সকল ব্যক্তিই ভয়ে ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত হইল। নিদ্রারূপিণী ভগবতীর ও নিদ্রানাথ জগৎপ্রভু শম্ভুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন উভয়ে সসম্ভ্রমে বহির্দ্দেশে আগমন করিয়া সম্মুখে ভগ্নদন্ত ক্ষতাঙ্গ লোহিতবদন ক্রোধশূন্য গণেশকে লজ্জায় সহাস্য অবনত মুখে অবস্থান করিতে দেখিলেন। তখন পার্ব্বতী কার্ত্তিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুত্র! কি হইয়াছে? কার্ত্তিকও তাঁহাকে সভায় পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত কহিলেন। সাধ্বী পার্ব্বতী তৎশ্রবণে কোপে বারংবার রোদন করিলেন ও গণেশকে নিজবক্ষে ধারণ করিয়া ভক্তদুঃখহর নিজভক্ত মহাদেবকে সম্বোধন করত প্রণতা হইয়া শোক ও ভয়ে বিনয়সহকারে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ৩৪—৪২।

গণেশখণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে প্রভো! জগতে দুর্গাকে আপনার দাসী বলিয়া সকলেই জানে; কিন্তু যে দাসীকে স্বামী, অপেক্ষা না করেন; তাহার জীবনই বৃথা। তৃণ হইতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত সকলই ঈশ্বরের নিকট সমান; অতএব এ দাসীপুত্র ও শিষ্য উভয়ের, কাহার এস্থলে দোষ, তাহা আপনার বিচার করা উচিত; যেহেতু আপনি ধর্ম্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য। এবিষয়ে বীরভদ্র কার্ত্তিকেয় ও পার্ষদগণ সকলেই সাক্ষী আছেন। এই সাক্ষ্যবিষয়ে কে মিথ্যা কহিবে? যেহেতু ইহারা উভয়ে সকলেরই ভ্রাতৃতুল্য। সাক্ষ্যবিষয়ে শত্রু মিত্র উভয়ই সমান, ইহা সাধুগণকর্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। যে সাক্ষী অবগত হইয়াও ইচ্ছাধীন বা ক্রোধবশতঃ কি লোভহেতু বা ভয়প্রযুক্ত সভাস্থলে অন্য প্রকারে সাক্ষ্য প্রদান করে, সে শত পুরুষকে নরকগত করিয়া কুম্ভীপাকনরকগত হয় ও তাহাদিগের সহিত চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করে। আমি উভয়ের দোষগুণ বুঝিতে ও নির্ণয় করিতে সমর্থ আছি; তথাপি আপনার সাক্ষাতে আমার আদেশ করা শাস্ত্রে নিন্দিত আছে। যেরূপ সূর্য্যদেব উদিত হইলে ভূমণ্ডলে খদ্যোত শোভা পায় না, হে প্রভো! তদ্রূপ সভাস্থলে প্রভু রাজা থাকিতে ভৃত্যদিগের প্রভা কোথায়? আমি বহুকাল তপস্যা করিয়া তোমার পাদপদ্ম লাভ করিয়াছি; কিন্তু পরিত্যাগভয়ে সর্ব্বদাই ভীতা হইয়া থাকি। হে জগন্নাথ! আমি দারুণ পুত্রস্নেহের বশীভূতা হইয়া কোপ ও শোকপ্রযুক্ত যে কিছু মোহময় কথা কহিয়াছি, সে সকল আপনি ক্ষমা করুন। ১—১০। কারণ আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমার ঐ পুত্রে প্রয়োজন কি? যেহেতু সদ্বংশজাতা পতিব্রতা নারীর পতিই শত পুত্র হইতে অধিক। যে নারী নিন্দিত বংশে উৎপন্না, দুঃস্বভাবা ও জ্ঞানশূন্যা, ঐ কুৎসিতা নারী পিতা মাতার দোষেই স্বামীর প্রতি অবহেলা করে। সৎকুলজাতা নারী নিজস্বামী কুরূপ, পতিত, মূর্খ, দরিদ্র, রোগী বা জড় হইলেও তাঁহাকে সর্ব্বদা বিষ্ণুতুল্য দেখিয়া থাকে। অগ্নি ও সূর্য্য, সকল তেজস্বিগণের অগ্রগণ্য হইলেও পতিব্রতাতেজের ষোড়শাংশের একাংশের উপযুক্ত নহে। মহাদান, পুণ্যব্রত, উপবাস ও তপস্যা; ইহারা পতিসেবার ষোড়শাংশের উপযুক্ত নহে। সৎকুলোৎপন্ন নারীগণের পুত্র, পিতা, বন্ধু কিম্বা সহোদর, কেহই পতিতুল্য নহে। দুর্গা, মহাদেবকে ইহা কহিয়া সম্মুখে ভার্গবকে মহাদেবের পাদপদ্মসেবাতৎপর দেখিয়া, নির্ভয়ে তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাভাগ পরশুরাম! তুমি ব্রহ্মবংশোৎপন্ন সুপণ্ডিত, জমদগ্নির পুত্র ও যোগিগুরু মহাদেবের প্রধান শিষ্য; সৎকুলোৎপন্না লক্ষ্মীর অংশভূতা পতিব্রতা রেণুকা তোমার জননী; মাতামহ পরম বৈষ্ণব; মাতুল ততোধিক বৈষ্ণব। তুমি মনুবংশসম্ভূত রেণুকা রাজার দৌহিত্র ও সাধুবিক্রমশালী রাজা বিষ্ণুযশা তোমার মাতুল; কিন্তু তুমি কাহার দোষে এরূপ দুর্দ্দম ও উদ্ধত হইয়াছ; তাহা আমি জানিতেছি না। লোক যাহাদিগের দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে, তোমার পক্ষে তাহারা সকলে অতি বিশুদ্ধ। তুমি কেবলমাত্র করুণাময় গুরু মহাদেবের নিকটে অব্যর্থ পরশুলাভে গর্ব্বিত হইয়াই ক্ষত্রিয়গণে ঐ অস্ত্রের পরীক্ষা করিয়া এক্ষণে গুরুপুত্রে উহার পরীক্ষা করিলে। গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করা উচিত, ইহা শাস্ত্রে অবগত হইয়া কি, ঐ গুরুপুত্রের দন্ত ভগ্ন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিলে? এক্ষণে মস্তকচ্ছেদন কেন

না করিতেছ? তুমি যে গণেশকে পরাজয় করিয়া আমাদিগের সম্মুখে অবস্থান করিতেছ; সেই হেতু কল্যাণযুক্ত হইয়া তুমি ত্রিজগতে পূজিত হইবে না। এই অমোঘশক্তি পরশু অস্ত্রে ও মহাদেবের বর-প্রভাবে শৃগালও সিংহকে, বিড়ালও ব্যাঘ্রকে, বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। গণেশ, তোমার মত লক্ষ কোটি পরশুরামকে হনন করিতে সমর্থ হইলেও ইনি জিতেন্দ্রিয়গণের অগ্রগণ্য বলিয়া মক্ষিকা পর্য্যন্ত বিনাশ করেন না। ইনি কৃষ্ণের অংশভূত ও তেজে কৃষ্ণের সমান। অপর দেবগণ কৃষ্ণের কলামাত্র বলিয়াই প্রথমতঃ ইহাঁরই পূজা হইয়া থাকে। ১১—২৭। এই গণেশকে ব্রতপ্রভাবে মহাদেবের বরে ও অতিকঠোর ক্লেশে আমি পাইয়াছি। কষ্ট ব্যতীত সুখ হয় না। পার্ব্বতী ইহা কহিয়া ক্রোধভরে পরশুরামকে হনন করিতে উদ্যতা হইলেন। পরশুরামও অন্তরে গুরু-দেবকে প্রণাম করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন। এই অবসরে দেবী দুর্গা কোটিসূর্য্য-সদৃশ প্রভাবশালী অতি বামন দ্বিজবালককে সম্মুখে দেখিলেন। ঐ বাল-কের দন্ত শুক্লবর্ণ, বস্ত্র শুক্লবর্ণ ও যজ্ঞোপবীত শুক্লবর্ণ; তিনি দন্ত, ছত্র, ও সমুজ্জ্বল তিলক, তুলসীমালা, রত্নময় কেয়ূর ও বলয় ধারণ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং সহাস্যবদন, রত্নমালায় ভূষিত ও সুন্দর। তাঁহার চরণে নূপুর, মস্তকে রত্নমুকুট, গণ্ডদ্বয়ে রত্নময় কুণ্ডলদ্বয় বিরাজ করিতেছে। ভক্তবৎসল ভক্তপ্রভু ভক্ত পরশুরামের প্রতি বামহস্তদ্বারা স্থির মুদ্রা ও দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা দেখাইতেছেন। তিনি হাস্যবদন নাগরিক বালক ও বালিকাগণে পরিবৃত হইয়া কৈলাস-বাসী আবালবৃদ্ধ সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃকই সানন্দে নিরীক্ষিত হইতেছেন। মহাদেব তাঁহাকে অবলোকন করিয়া পুত্র ও ভৃত্যগণের সহিত সসম্ভ্রমে ভক্তিপূর্ব্বক নত মস্তকে প্রণাম করিলেন। পার্ব্বতীও ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণতা হইলেন। তখন অভীষ্টদাতা ঐ বালক সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অন্যান্য বালকগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভীত ও অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইল। মহাদেব যোড়শ উপচার দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ঐ পরি-পূর্ণতমের শাস্ত্রবিহিত পূজা করিলেন এবং রোমাঞ্চিত হইয়া অবনত মস্তকে কাণ্বশাখোক্ত স্তবে ঐ ভগবান্ সনাতন পুরুষকে স্তব করিলেন ও অতিশয় তেজে সকল আচ্ছন্ন করিয়া রত্নসিংহাসনস্থিত তাঁহাকে মহাদেব স্বয়ং কহিতে লাগিলেন, যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করা বিড়ম্বনা মাত্র; যাঁহারা নিরন্তর কুশলাধার ও মঙ্গলমঙ্গল, তাঁহাদিগের প্রতি কুশল প্রশ্ন করা বিড়ম্বনামাত্র। হে ব্রহ্মন্! আজি আমা জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হইল; যেহেতু ভবদীয় সেবার ফলোদয়ে তোমাকেই অতিথিরূপে পাইয়াছি। তুমি পরিপূর্ণতম কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ; লোকনিস্তার-জন্য এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে অংশে অবতীর্ণ হই-য়াছ। যে ব্যক্তিকর্ত্তৃক অতিথি পূজিত হয়, সকল দেবগণই তৎকর্ত্তৃক পূজিত হন ও যাহার প্রতি অতিথি সন্তুষ্ট হন, ভগবান্ হরি স্বয়ং তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। ২৮—৪৪। সকল তীর্থে স্নান সর্ব্ব-প্রকার দান সকল ব্রত ও উপবাস, সকল যজ্ঞে দীক্ষা, সকল তপস্যাচরণ ও নিত্যনৈমিত্তিক বিবিধ কার্য্য করায় যে ফল জন্মায়; ঐ ফল অতিথিসেবার ষোড়-শাংশের একাংশের উপযুক্ত নহে। সেই অতিথি নিরাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে ক্রোধে বহির্গত হন, তাঁহার কোটি জন্মের সঞ্চিত পুণ্য নিশ্চিতই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; যে ব্রাহ্মণ স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করে; কিম্বা গুরুপত্নীতে গমন করে, কি পিতা মাতা ও গুরু-জনের নিন্দা করে, বা নরহত্যা করে, কিম্বা সন্ধ্যাহীন বা অশ্বত্থবৃক্ষচ্ছেদী, সত্যবিমুখ বা হরিনিন্দক হয়, কি ব্রহ্মস্ব ও স্থাপ্য ধনের অপহরণ করে, বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, বা মিত্রের অপকার করে, বা কৃতঘ্ন, বা যে ব্রাহ্মণ বৃষকে বহন করায় বা পাচক, কি শবদাহ করে বা গ্রামে যাজন কার্য্য করে কিম্বা শূদ্রাণী গমন করে বা শূদ্রান্ন ও শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে; কি শূদ্র শ্রাদ্ধেই ভোজন করে বা কন্যা বিক্রয় কি, হরিনাম বিক্রয় করে বা লাক্ষা মাংস, লৌহ, রস, তিল ও লবণ এবং গো অশ্ব বিক্রয় করে কিম্বা যে ব্রাহ্মণ ভারতে একাদশী দিবসে কৃষ্ণসেবায় বর্জ্জিত হয়; ইহারা সক-লেই ত্রিলোকনিন্দিত মহাপাতকী বলিয়া কথিত ও ব্রহ্মার শতবর্ষ কালসূত্র নরকে পাক হয়; কিন্তু যাহার নিকট হইতে অতিথি পরাঙ্মুখ হন, সে ব্যক্তি ইহা-দিগের হইতেও অধিক পাপী। নারায়ণ কহিলেন, তখন জগৎপতি হরি মহাদেবের এরূপ বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্টা হইয়া মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাদেব! আমি তোমাদিগের কোলাহল জানিতে পারিয়া কৃষ্ণভক্ত পরশুরামের রক্ষার্থ এক্ষণে শ্বেতদ্বীপ হইতে আসিয়াছি। ঈদৃশ কৃষ্ণভক্তদিগের কখন অমঙ্গল হয় না। কারণ আমি উহাদিগকে সুদর্শন হস্তে করিয়া গুরুর কোপানল ভিন্ন সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করি। ৪৫—৫৭। কিন্তু গুরুদেব যাহার প্রতি রুষ্ট, তাহাকে রক্ষা করিতে আমিও অসমর্থ। যেহেতু গুরুর অবমাননা সকল পাপ হইতে গুরুতর। যে

ব্যক্তি গুরুদেবের সেবা না করে, তাহার তুল্য পাতকী আর কেহ নাই। যে জন্মদাতার প্রসাদে মনুষ্য জগৎ দর্শন করিয়া থাকে, সেই জনক সর্ব্বাপেক্ষা সকলের পূজ্য ও মাননীয়, তিনি জন্মদানহেতু জনক, রক্ষাহেতু পিতা ও বংশবিস্তারহেতু অংশে প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ঐ পিতা অপেক্ষা জননী গর্ভধারণ ও প্রতিপালনহেতু শতগুণে বন্দনীয়া, পূজনীয়া ও মাননীয়া এবং প্রস্থতি বসুন্ধরাস্বরূপিণী। ঐ মাতা অপেক্ষা অন্নদাতা শতগুণে পূজনীয়, মাননীয় ও বন্দনীয়; এবং অংশে বিষ্ণুস্বরূপ; যেহেতু অন্ন ব্যতীত এই দেহ নশ্বর হইয়া থাকে। ঐ অন্নদাতা অপেক্ষা অভীষ্টদেব শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ঐ অভীষ্টদেব অপেক্ষাও বিদ্যা ও মন্ত্রদাতা গুরু শতগুণে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তিনি জ্ঞানচক্ষুঃস্বরূপ দীপালোকে অজ্ঞানতিমিরাবৃত লোককে সকল পদার্থ পরিদর্শন করাইয়া থাকেন; অতএব তাঁহা অপেক্ষা বন্ধু কে আছে? যে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র-প্রভাবে তপস্যাদ্বারা লোক অভীষ্ট সুখ, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করে, সেই গুরু অপেক্ষা বন্ধু কে আছে? লোক গুরুদত্ত বিদ্যাবলে সকলকে জয় করে; অতএব জগতে সেই গুরু অপেক্ষা অধিক পূজনীয় ও বন্ধু কে আছে? যে মূঢ় বিদ্যামদ বা ধনমদে অন্ধ হইয়া গুরুকে ভজনা না করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পাপে লিপ্ত হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। গুরু, দরিদ্র, পতিত বা ক্ষুদ্রই হউন, তাঁহার প্রতি যে মনুষ্য-বুদ্ধি আচরণ করে; সে তীর্থে স্নাত হইয়াও কর্ম্মে অধিকারী হয় না। হে মহাদেব! যে ব্যক্তি সক্ষম হইয়াও কপট করিয়া পিতা, মাতা, ভার্য্যা, গুরু ও পত্নীর গুরুকে পোষণ না করে, সে মহাপাতকী বলিয়া কথিত। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই দেব মহেশ্বর, গুরুই পরব্রহ্ম, গুরুই সূর্য্য-স্বরূপ, গুরুই ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ও অগ্নিস্বরূপ ও তিনিই স্বয়ং সর্ব্বরূপ ভগবান্ পরমাত্মা। ৫৮—৭১। বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই; কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা কেহ নাই; গঙ্গাতুল্য তীর্থ ও তুলসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুষ্প নাই; পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষমাশীলা ও পুত্র অপেক্ষা প্রিয় আর কেহ নাই। দৈব অপেক্ষা বল, একাদশী অপেক্ষা ব্রত, শালগ্রাম অপেক্ষা শিলা ও ভারত হইতে শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র আর নাই। যেমন পবিত্র বৃন্দাবন যাবদীয় পবিত্র স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যেমন কাশী মোক্ষদাতৃগণের মধ্যে, মহাদেব বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রধান, পার্ব্বতী অপেক্ষা সতী, গণেশ অপেক্ষা বলবান্, বিদ্যার সদৃশ বন্ধু আর কেহ নাই; তদ্রূপ গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। বিদ্যাদাতার পুত্র ও ভার্য্যা তাঁহারই সদৃশ; ইহাতে সংশয় নাই। সেই গুরুর পত্নী ও পুত্রে পরশুরামের যে অবহেলা হইয়াছে, আমি সেই দোষ ক্ষালন করিবার কারণে তোমার ভবনে উপস্থিত হইয়াছি। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! ভগবান্ বিষ্ণু মহাদেবকে এইরূপ কহিয়া দুর্গাকে সম্বোধনপূর্ব্বক সত্য সারভূত পরম বাক্য কহিতে লাগিলেন;—দেবি দুর্গে! আমি হিতজনক, নীতিগর্ভ বেদসার, পরিণামে সুখকর বাক্য কহিতেছি। এই মঙ্গলময় মদীয় বাক্য শ্রবণ কর। তোমার গজানন ও কার্ত্তিকেয় যেমন পুত্র, ভৃগুনন্দন পরশুরামও তদ্রূপ; ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদিগের প্রতি তোমার বা মহাদেবের স্নেহের তারতম্য নাই। হে মাতঃ! সর্ব্বজ্ঞে! তবে এবিষয়ে বিচার করিয়া যথোচিত কার্য্য কর। পুত্রের সহিত পুত্রের বিবাদ দৈবদোষেই হইয়াছে। দৈবকে নিবারণ করিতে কে সমর্থ হয়? দৈব সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ। বৎসে! বরাননে! বেদে তোমার পুত্রের বিষয় দেখ, তিনি সকল দেবগণকর্ত্তৃক নমস্কৃত ও একদন্ত নামে বিখ্যাত। হে মাতঃ ঈশ্বরি! তোমার পুত্রের সামবেদোক্ত সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন নামাষ্টক পরমস্তোত্র কহিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। গণেশ, একদন্ত, হেরম্ব, বিঘ্ননায়ক, লম্বোদর, শূর্পকর্ণ, গজবক্ত্র, গুহাগ্রজ, এই গণেশের নামাষ্টক। হে মাতঃ হরপ্রিয়ে! তোমার পুত্রের এই নামাষ্টকস্তোত্রের অর্থ শ্রবণ কর, ইহা সকল স্তবের সারভূত ও সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন। গ-শব্দের অর্থ জ্ঞান, ণ-শব্দের অর্থ মুক্তি, এই উভয় প্রদানে সমর্থ এবং পরব্রহ্মস্বরূপ সেই গণেশকে আমি প্রণাম করি। এক, শব্দের অর্থ প্রধান, দন্ত, শব্দের অর্থ বল, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলসম্পন্ন সেই একদন্তকে আমি নমস্কার করি। হে, শব্দের অর্থ দীন, রম্ব শব্দের অর্থ পালক, অতএব সেই দীনজনপ্রতিপালক হেরম্বকে আমি নমস্কার করি। বিঘ্ন শব্দের অর্থ বিপদ্, নায়ক শব্দের অর্থ খণ্ডন, অতএব সেই বিপদ্বিনাশক বিঘ্ননায়ককে নমস্কার করি। পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রদত্ত নৈবেদ্য ও পিতৃদত্ত নানাবিধ ভোগে যাঁহার উদর লম্বমান হইয়াছে; সেই লম্বোদরকে বন্দনা করি। যাঁহার শূর্পাকৃতিকর্ণদ্বয় বিঘ্ননিবারণের কারণ এবং সম্পদ্ ও জ্ঞানস্বরূপ সেই শূর্পকর্ণকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার মস্তকে মুনিপ্রদত্ত বিষ্ণুর নিবেদিত পুষ্প রহিয়াছে, সেই গজেন্দ্রবদনযুক্ত গজবক্ত্রকে প্রণাম করি। ইনি গুহ অর্থাৎ কার্ত্তিকের অগ্রে মহা-

দেবের ভবনে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়াই সকল দেবের অগ্রে পূজিত দেব গুহাগ্রজ; ইঁহাকে বন্দনা করি। হে দুর্গে! বেদে তোমার পুত্রের অষ্ট নাম সংযুক্ত নামাষ্টক দেখ; পরে উচিত কোপ করিও। যে ব্যক্তি এই অর্থযুক্ত শুভ নামাষ্টক স্তোত্র নিত্য ত্রিসন্ধ্যাকালে পাঠ করে, সে সুখী ও সর্ব্বতো বিজয়ী হয়। গরুড় হইতে সর্পগণের মত তাহা হইতে বিঘ্ন সকল পলায়ন করে এবং গণেশের অনুগ্রহে সে নিশ্চয়ই মহাজ্ঞানী হয়। পুত্রার্থী পুত্র ও ভার্য্যার্থী সুন্দরী ভার্য্যা লাভ করে এবং অতি জড় ব্যক্তিও এই বিদ্যা-প্রভাবে নিশ্চয়ই কবিবর হয়। ৭২—৯৮।

গণেশখণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, বিষ্ণু পার্ব্বতীকে প্রবোধ দিয়া পরশুরামকে হিতজনক পরিণাম-সুখকর নীতিগর্ভ সারবাক্য কহিতে লাগিলেন, পরশুরাম! তুমি ক্রোধে গণেশের দন্ত ভঙ্গ করিয়া উঁহার বিরুদ্ধে এক্ষণে অবস্থিত হওয়ায় শাস্ত্রমতে যথার্থ অপরাধী। আমি যে স্তব কহিয়াছি, এক্ষণে তাহাদ্বারা তুমি গণেশকে স্তব করিয়া কাণ্বশাখোক্ত স্তবে জগৎপ্রসবিনী দুর্গাকে স্তব কর। ইনি জগৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি-রূপিণী প্রধানা শক্তি; ইনি তোমার প্রতি কুপিতা হইলে তুমি বুদ্ধিশূন্য হইবে। ইনি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী; ইঁহাতেই জগৎ শক্তিসংযুক্ত হইয়াছে; গুণাতীত প্রকৃতি হইতে পৃথক্ শ্রীকৃষ্ণও ইঁহাদ্বারাই শক্তিসম্পন্ন হন। ব্রহ্মাও এই শক্তিরূপিণীর সাহায্য ভিন্ন সৃষ্টিকার্য্য করিতে অসমর্থ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই আমরা সকলেই ইঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। হে বিপ্র! পূর্ব্বে ভীষণ সমরে দেবগণ অসুরগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, এই সতী সকল দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশক্রমে অসুরগণকে নিধন করিয়া দেবগণকে স্ব স্ব পদ প্রদান করিয়া দক্ষের তপোবলে দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। তখন মহাদেবের পত্নী হইয়া পুনরায় পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের পত্নীর গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছেন। ইনি তপশ্চরণদ্বারা যোগিগণের গুরুর গুরু মহাদেবকে পতিস্বরূপে পাইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় কৃষ্ণাংশ-সম্ভূত এই গণপতিকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। বৎস ভার্গব! তুমি যাঁহাকে নিয়ত ধ্যান কর, তাঁহাকেই জাননা; সেই ভগবান্ কৃষ্ণই পার্ব্বতীপুত্ররূপে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব হে বৎস! তুমি প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মঙ্গলময়ী মঙ্গলদাত্রী মঙ্গলোদ্ভূতা মঙ্গলকারণ ও মঙ্গলেশ্বরী এই শিবপ্রিয়া দুর্গাকে সেই স্তবদ্বারা প্রসন্ন কর; পূর্ব্বে ত্রিপুরাসুর-বধসময়ে মহাদেব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে শিবা-স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ ইহা কহিয়া লক্ষ্মীর আলয়ে শীঘ্র গমন করিলেন। তখন পরশুরাম, শুভ গঙ্গোদকে স্নান করিয়া, ধৌত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তবৎসল গুরুকে প্রণাম করিয়া, আচমনানন্তর ভক্তিভরে অবনতমস্তকে দেবীকে নমস্কার করিয়া পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গে আনন্দবারি-পরিষিক্ত হইয়া, সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের কারণ বিষ্ণুপ্রদত্ত স্তবদ্বারা সেই দুর্গাকে স্তব করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। পরশুরাম কহিলেন, হে দুর্গে! পূর্ব্বে গোলোকধামে পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ হইলে তাঁহার শরীর হইতে তুমি আবির্ভূতা হইয়াছ। তুমি বস্ত্র-অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্তা হইয়াছ ও অগ্নি-সমুজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান করিয়া হাস্যবদনা হওয়ায় সুশোভনা হইয়াছ। তুমি নবযৌবন-সম্পন্না ও সিন্দূরবিন্দুতে শোভিতা রহিয়াছ এবং মালতীমালায় ভূষিত কেশপাশ ধারণ করিতেছ। ১—২০। তুমি কি অনির্ব্বচনীয় চারুমূর্ত্তি ধারণ করিতেছ; মুমুক্ষুদিগেরও মোক্ষদাত্রী তুমি স্বয়ং মহাবিষ্ণুরও বিধাত্রী। সর্ব্ববিমোহিনী তোমাকে দেখিয়া অকলেই সেইক্ষণে মুগ্ধ হইয়াছিল। পূর্ব্বে তুমি রাসমণ্ডলে সহসা সম্ভূতা হইয়াই সহাস্যাননে ধাবিতা হইয়াছিলে; সেই কারণে সাধুগণ তোমাকে মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী রাধানামে কহিয়া থাকেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে আহ্বান করিয়া সহসা তোমাতে বীর্য্যাধান করিয়াছিলেন। ঐ বীর্য্য হইতে এক বৃহৎ ডিম্ব উৎপন্ন হয়; সেই ডিম্ব হইতেই মহাবিরাট্ উৎপন্ন হইয়াছেন। এই মহাবিরাটেরই প্রতিলোম-কূপে ব্রহ্মাণ্ড সকল রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শৃঙ্গারকালে তোমার যে নিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই নিশ্বাসই মহাবায়ুরূপ হইয়াছে; ঐ বায়ু বিশ্ব-সংসার ধারণ করিতেছেন। তৎকালে তোমার শরীর হইতে যে স্বর্ম্মজল উৎপন্ন হইয়া সমস্ত গোলোকধাম প্লাবিত করিয়াছিল, সেই জলরাশিই বিশ্বাধার হইয়াছে; অনন্তর তুমি পাঁচভাগে বিভক্তা হইয়া পঞ্চমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ; তন্মধ্যে যে মূর্ত্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পুরাবিদেরা তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রাণাধিকা

রাধা বলিয়া কহিয়া থাকেন। বেদশাস্ত্র-প্রসবিনী, যে মূর্ত্তি বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অতি-পবিত্রা সাবিত্রী বলিয়া কহিয়া থাকেন। শান্তস্বরূপিণী শান্তিময়ী যে মূর্ত্তি ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পণ্ডিতগণ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী সেই মূর্ত্তিকে লক্ষ্মী নামে কহিয়া থাকেন। সাধুপ্রসবিনী যে শুক্লা মূর্ত্তি শাস্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা বিদিতশাস্ত্রা সেই মূর্ত্তিকে সরস্বতী নামে কহিয়া থাকেন। যে মূর্ত্তি, বুদ্ধি বিদ্যা ও সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সাধুগণ সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী সেই মূর্ত্তিকে সর্ব্বমঙ্গলা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই সমস্ত মঙ্গলেরও মঙ্গলদায়িনী সর্ব্বমঙ্গলা-মূর্ত্তি তুমি এক্ষণে সকল মঙ্গলের কারণ শিবের ভবনে রহিয়াছ। মাতঃ! তুমি শিবসমীপে শিবারূপিণী, নারায়ণের নিকটে লক্ষ্মীস্বরূপা ও বেদপ্রসবিনী সাবিত্রী ও সরস্বতীরূপে ব্রহ্মার প্রেয়সী হইয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি পরমানন্দময় রাসেশ্বর পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রাধারূপে রহিয়াছ। দেবাঙ্গনাগণও তোমারই অংশের অংশ হইতে উৎপন্ন। সকল নারীই তোমার অংশসম্ভূতা; তুমি সকলের বীজস্বরূপিণী; তুমি সূর্য্যের ছায়া ও চন্দ্রের সর্ব্বমোহিনী রোহিণী; তুমি ইন্দ্রের পত্নী শচী, কামের কামিনী ঈশ্বরী রতি, বরুণের স্ত্রী বরুণানন্দী, বায়ুর স্ত্রী প্রাণবল্লভা, বহ্নির প্রিয়া স্বাহা, কুবেরের সুন্দরী, যমের সুশীলা, নির্ঋতের কৈটভী, ঈশানের শশিকলা, মনুর প্রিয়া শতরূপা, কর্দ্দমের দেবহূতি, বশিষ্ঠের অরুন্ধতী ও দেবগণের মাতা অদিতি, অগস্ত্য মুনির প্রিয়া লোপামুদ্রা, গৌতমের অহল্যা, সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা গঙ্গা, তুলসী ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় নদী;—হে মাতঃ! ইঁহারা ও অন্যান্য নারীগণ সকলেই তোমার অংশে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি মানবগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মী রাজগণের রাজলক্ষ্মী, তপস্বীদিগের তপস্যা ও ব্রাহ্মণের গায়ত্রী। ২১—৪২। তুমি সাধুগণের সত্ত্বস্বরূপা, অসাধুগণের কলহের বীজ ও গুণাতীতের জ্যোতিঃস্বরূপা, সগুণের শক্তিরূপিণী। তুমি সূর্য্যে প্রভা, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, জলে শীতলতা ও চন্দ্রে শোভারূপিণী। তুমি ভূমিতে গন্ধরূপিণী; আকাশে শব্দস্বরূপা; তুমিই জীবগণের ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি এবং সর্ব্বপ্রকার শক্তি; তুমি সকলের বীজস্বরূপা; সংসারমধ্যে তুমিই সার; তুমি পণ্ডিতগণের স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞানশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাবশতঃ শূলপাণিকে সর্ব্বজ্ঞানপ্রসবিনী কল্যাণকরী যে বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন ও মহাদেব যে বিদ্যা হইতে মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন, তুমিই সেই বিদ্যা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি পালন ও সংহারাত্মক যে ত্রিবিধ শক্তি আছে, তুমিই সেই শক্তি; তোমাকে নমস্কার। বিধাতা মধুকৈটভের ভয়ে ভীত ও কম্পিত হইয়া যে দেবীকে স্তব করিয়া ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সেই দেবীকে আমি নতমস্তকে প্রণাম করি। এই ত্রাতা বিষ্ণু মধুকৈটভের যুদ্ধে যে ঈশ্বরীকে স্তব করিয়া বলবান্ হইয়াছিলেন, সেই দুর্গাকে আমি নমস্কার করি। ঘোরতর ত্রিপুরসংগ্রামে শিব-রথের সহিত পতিত হইলে দেবগণ যাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই দুর্গাকে আমি প্রণাম করি। তখন মহাদেব বৃষরূপী বিষ্ণুর উপর আরোহণপূর্ব্বক যাঁহাকে স্তব করিয়া ত্রিপুরাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন, যাঁহার আজ্ঞায় নিরন্তর বায়ু বহিতেছেন, সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইন্দ্র বারিবর্ষণ, অগ্নি দহন, কাল নিরন্তর ভ্রমণ ও মৃত্যু জন্তুসমূহে বেগে সঞ্চরণ করিতেছেন; সেই দুর্গাকে নমস্কার করি। যাঁহার আদেশে স্রষ্টা কালে সৃজন, পালক পালন ও সংহর্ত্তা কালে সংহার করিতেছেন; সেই দুর্গাকে আমি প্রণাম করি; জ্যোতিঃস্বরূপ স্বয়ং গুণাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সাহায্য ব্যতীত সৃষ্টিকার্য্য করিতে অসমর্থ, সেই দুর্গাকে আমি নমস্কার করি। হে জগন্মাতঃ! আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, মাতা শিশুদিগের অপরাধে কখনই কুপিতা হন না। পরশুরাম এই কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দুর্গা পরিতুষ্টা হইয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, হে বৎস! তুমি অমর হও, এবং সুস্থির হও। মহাদেবের প্রসাদে, তোমার সর্ব্বত্র সর্ব্বদা জয় হউক। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীহরি নিরন্তর তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হউন এবং শ্রীকৃষ্ণে ও মঙ্গলপ্রদ গুরুদেব মহাদেবে তোমার ভক্তি হউক। দুর্গা অভয় প্রদানপূর্ব্বক এইরূপ বর দান করিলেন। ৪৩—৬০। ইষ্টদেব ও গুরুর প্রতি যাঁহার অচলা ভক্তি থাকে, সমস্ত দেবতারা কুপিত হইয়াও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। তুমি শ্রীকৃষ্ণভক্ত,—শিবের প্রিয় শিষ্য ও যেহেতু গুরুপত্নীকে স্তব করিতেছ; অতএব এ জগতে তোমাকে বিনাশ করিতে কে সমর্থ? বিশেষতঃ কৃষ্ণভক্তগণের কোন স্থলে কোনরূপ অশুভ হয় না। যাহারা অন্য দেবোপাসক তাহারা কখনই নিরাপদ্ নহে। হে পরশুরাম! বলবান্ চন্দ্রমা যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের প্রতি তুষ্ট থাকেন, দুর্ব্বল তারাগণ রুষ্ট হইয়া তাহাদিগের

কি করিতে পারে? যদি সভাস্থলে রাজা একজনের প্রতি সন্তুষ্ট হন, সে অতিশয় সুখী হয় ও দুর্ব্বল ভৃত্যেরা তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহার কি করিতে পারে; পার্ব্বতী সন্তুষ্টা হইয়া এইরূপ কথনানন্তর পরশুরামকে শুভ আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক শীঘ্র অন্তঃপুরে গমন করিলে হরিধ্বনি হইয়াছিল। যে ব্যক্তি, পূজাকালে, যাত্রাকালে, বা প্রভাতকালে এই কাম্বশাখোক্ত স্তব পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত ফল লাভ করে, পুত্রার্থী পুত্র, কন্যার্থী কন্যা, বিদ্যার্থী বিদ্যা, প্রজার্থী প্রজা, রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য, ধনভ্রষ্ট ধন লাভ করে। গুরু, দেবতা রাজা অথবা বন্ধু যাহার প্রতি রুষ্ট হন, এই স্তব-রাজ-প্রসাদে তাহার প্রতি উঁহারাই বরদাতা হইয়া সন্তুষ্ট হন। দস্যুপীড়িত সর্পদষ্ট শত্রুসমাক্রান্ত ও ভীষণ-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি এই স্তব স্মরণমাত্রেই ঐ বিপদ্ হইতে মুক্ত হয়। রাজদ্বারে, শ্মশানে, কারাগারে, বন্ধনে ও জলরাশিতে নিমগ্ন ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করিলে মুক্ত হয়। স্বামিবিচ্ছেদ পুত্রবিচ্ছেদ ও দারুণ বন্ধুবিচ্ছেদ হইলে এই স্তব স্মরণমাত্রেই বাঞ্ছিত ফল লাভ করে। যে নারী হবিষ্য করিয়া দুর্গাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করত এই স্তব একবর্ষ শ্রবণ করে, সে মহাবন্ধ্যা হইলেও সন্তান প্রসব করে। সে ব্যক্তি চিরজীবী জ্ঞানী দিব্য পুত্র লাভ করে। অসুভগা নারী এই স্তব ছয়মাস শ্রবণে সৌভাগ্য লাভ করে। যে কাকবন্ধ্যা ও মৃতবৎসা ভক্তিপূর্ব্বক নয় মাস এই স্তবরাজ শ্রবণ করে, সে নিশ্চয়ই পুত্র লাভ করে। যে পুত্রহীনা কন্যাপ্রসবিনী নারী, ঘটে দুর্গাকে পূজা করিয়া এই স্তব পঞ্চমাস শ্রবণ করে, সে নিশ্চয়ই পুত্র লাভ করে। ৬১—৭৬।

গণেশখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, পরশুরাম দুর্গাকে স্তব করিয়া আনন্দ-বিহ্বলচিত্তে শ্রীহরিকথিতস্তবে গণেশকে স্তব করিতে লাগিলেন। নানাবিধ নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, গন্ধদ্বারা ও তুলসী ভিন্ন সকল পুষ্প-দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন। তিনি মহাদেবের আদেশে ভ্রাতা গণপতিকে এইরূপে ভক্তিভাবে পূজা করিয়া গুরুপত্নী ও গুরুদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক গমন করিতে উদ্যত হইলেন। নারদ কহিলেন, পরশুরাম যখন বিবিধ নৈবেদ্য ও পুষ্পের দ্বারা ভগবান্ গণেশের পূজা করিয়াছিলেন তখন তুলসীকে কেন বর্জ্জন করিলেন? তুলসী সকল পুষ্পমধ্যে মান্যা, ধন্যা ও মনোহরা; কিন্তু ঐ সারভূতা পবিত্রা তুলসীকে গণেশ কেন না গ্রহণ করিলেন? নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! ব্রহ্ম-কল্পের অতিগোপ্য মনোহরবৃত্তান্তময় ঐ পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা নবযৌবন-সম্পন্না নারায়ণপরায়ণা তুলসী তপস্যার্থ নানাতীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে যৌবনযুক্ত অতিসুন্দর পবিত্র সহাস্যবদন পীতবসন গণেশকে দেখিলেন; উঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত। তিনি স্বয়ং রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া জন্ম মৃত্যু-জরা-নিবারক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন। সেই জিতেন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ, যোগেন্দ্র-গণের গুরুরও গুরু, অরূপহার্য্য নিকাম গণেশকে দেখিয়া, তুলসী কামশরে পীড়িতা হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন,—অয়ে শান্তমূর্ত্তে! দেব! গজানন! কি ধ্যান করিতেছ? তোমার দেহ এরূপ লম্বোদর ও বদন গজের মতন কেন? হে মহাভাগ! তোমার মুখে একটী মাত্র দন্ত কেন? ইহার কারণই বা কি? এক্ষণে ধ্যান পরিত্যাগ কর; সায়ংকাল উপস্থিত হইয়াছে। হে নারদ! নিদারুণ কামবাণে অন্তরে নিপীড়িতা দেবী তুলসী, তাঁহাকে এইরূপ কহিয়া বারম্বার হাস্য করিলেন ও গণেশের মস্তকে কিঞ্চিৎ জলক্ষেপণ করিয়া কৃষ্ণাসক্তমানস নিশ্চল-কলেবর সেই গণেশকে তর্জ্জনী দ্বারা আঘাত করিলেন। হে নারদ! তখন গণেশের ধ্যানভঙ্গ হওয়াতে চৈতন্য ও ধ্যানভঙ্গজন্য অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল; কারণ সাধুসঙ্গ বিচ্ছেদ অতি-দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। তখন জিতেন্দ্রিয় লম্বোদর ধ্যানচ্যুত হইয়া শ্রীহরি স্মরণ করত সম্মুখে নবযৌবন-সম্পন্না কামার্ত্তা সহাস্যবদনা শান্তমূর্ত্তি এক রমণীকে দেখিয়া সস্মিতবদনে শান্তভাবে বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন। ১—১৭। বৎসে! তুমি কে? হে মাতঃ! তুমি কাহার কন্যা? হে শুভে! কি কারণে আমার ধ্যান-ভঙ্গ করিলে? তাহা বল; কারণ তপস্বিদিগের ধ্যান-ভঙ্গ করা নিয়ত পাপ ও অশুভদায়ক হয়, কিন্তু হে শুভে! দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ তোমার বিঘ্ন দূর ও কল্যাণ করুন এবং আমার ধ্যানভঙ্গ জন্য কোন অপরাধ তোমার হইবে না। পরে কামপীড়িতা তুলসী গণেশের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্যবদনে কটাক্ষ নিক্ষেপ করত মধুরবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, দেব! আমি ধর্ম্মধ্বজের কন্যা যৌবনাবস্থায় তপস্বিনী হইয়াছি, তপস্যাও আমার—স্বামীর জন্য; অতএব হে প্রভো! আপনি আমার পতি হউন। মহামতি

গণপতি, তুলসীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীহরি-স্মরণ করত সেই বিদুষী তুলসীকে মধুর বাক্যে কহি-লেন, হে মাতঃ! বিপদ্‌সঙ্কুল দারপরিগ্রহে আমার অভিলাষ নাই; যেহেতু দারপরিগ্রহ কেবল দুঃখের কারণ; কখন সুখের কারণ হয় না। এবঞ্চ ঐ দার-পরিগ্রহ হরিভক্তির অন্তরায়, তপস্যার নাশক, মোক্ষ-দ্বারের কপাট ও সংসার-বন্ধনের রজ্জুস্বরূপ। উহা বারংবার গর্ভবাসের কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের উচ্ছেদন-হেতু, সংসারের আধার, সাধুগণের দুস্ত্যজ, ইন্দ্রিয়-গণের আবাসগৃহ, সর্ব্বমায়ার আধার ও অবিমৃষ্য-কারিতা প্রভৃতি নানাদোষের আকরস্বরূপ। অতএব হে মহাভাগে! তুমি নিবৃত্তা হও; অন্য কামুক পতি অন্বেষণ কর; যেহেতু কামুক ব্যক্তির সহিত, কামুকীর সঙ্গম প্রশংসনীয় হয়। সাধ্বী তুলসী, গণেশের এই-রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে 'তোমার নিশ্চয় দারপরিগ্রহ হইবে'; তাঁহাকে ঈদৃশ শাপ প্রদান করি-লেন। হে নারদ! সুরবর শিবনন্দনও ইহা শুনিয়া, দেবি! তুমিও নিশ্চয় অসুরাক্রান্তা হইবে, এইরূপ তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন ও পরে কোন মহাজনের শাপে বৃক্ষত্ব লাভ করিবে; এইরূপ কহিয়া মহাতপা গণেশ বিরত হইলেন। ঐ শাপ-শ্রবণে তুলসী পুনঃ পুনঃ রোদন করত গণেশকে স্তব করিলেন। তখন গণেশও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মনোরমে! তুমি সকল পুষ্পের প্রধানা হইবে; হে মহাভাগে! তুমি অংশাংশে নারায়ণের প্রেয়সী হইবে এবং তুমি সমস্ত দেবতার বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া ও স্বয়ং পূতা বলিয়া মানবগণের মুক্তিদায়িনী হইবে; কিন্তু আমার সর্ব্বদা পরিত্যাজ্যা থাকিবে। সুরবর গণেশ তাঁহাকে ইহা কহিয়া, শ্রীহরির উপাসনায় ব্যগ্র হইয়া পুনরায় তপস্যার্থ বদরিকাসন্নিধানে গমন করিলেন, দেবী তুলসীও দুঃখিতহৃদয়ে পুষ্করতীর্থে গমন করত অনা-হারে লক্ষবর্ষ তপস্যা করিলেন। মুনিবর নারদ! পরে তুলসী মুনীন্দ্রের ও গণেশের শাপে শঙ্খচূড়াসুরের বহুকাল পত্নীত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরে ঐ অসুর-পতি মহাদেবের শূলে প্রাণ ত্যাগ করিলে, তুলসী বৃক্ষত্ব লাভ করিয়া অংশাংশে নারায়ণের প্রিয়া হইলেন। হে নারদ! পূর্ব্বে ধর্ম্মমুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, সেই ইতিহাস তোমাকে কহিলাম। শ্রেষ্ঠ মোক্ষপ্রদ এই ইতিহাস অপর পুরাণেও কীর্ত্তিত আছে। অনন্তর মহাভাগ পরশুরাম শিব ও পার্ব্বতীকে নমস্কার ও গণেশকে পূজা করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করি-লেন। ১৮—৩১। অনন্তর গণপতি দেবেন্দ্র ও মুনীন্দ্র-গণকর্ত্তৃক পূজিত ও বন্দিত হইয়া হর-পার্ব্বতীসন্নিকটে অবস্থান করিলেন। হে মুনে! যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই গণপতিখণ্ড শ্রবণ করেন তিনি নিশ্চয় রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ করেন। অপুত্র ব্যক্তি গণেশের প্রসাদে বীর, ধীরপ্রকৃতি, ধনবান্, গুণবান্, দীর্ঘজীবী, যশস্বী, পুত্রবান্, বিদ্বান্, কবিশ্রেষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়-প্রধান, বরিষ্ঠ, সর্ব্বসম্পদ্‌দাতা, অতিপবিত্র, সদাচার-সম্পন্ন, প্রশংস-নীয় বিষ্ণুভক্ত, দয়ালু, অহিংসক তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ পুত্র লাভ করেন। মহা-বন্ধ্যা নারীও যদি বস্ত্র অলঙ্কার ও চন্দনদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক গণেশকে পূজা করিয়া এই গণপতিখণ্ড শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনিও পুত্র-প্রসবিনী হন। হে ব্রাহ্মন্! মৃতবৎসা ও কাকবন্ধ্যাও ইহা শ্রবণে নিশ্চয় পুত্র লাভ করেন। দূষিতা নারী বিশুদ্ধা হইয়া অদূষিত পুত্র লাভ করেন। এই ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করিয়া থাকেন, এই এক উত্তম গণপতিখণ্ড শ্রবণে সেই ফল লাভ করেন। এবং হে ব্যক্তি মনে যে যে বাঞ্ছা করিয়া একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করে, সুরবর গণপতি তাহার সেই সেই বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করেন। লোকে বিঘ্নবিনাশার্থ যত্নসহকারে এই গণপতিখণ্ড শ্রবণ করিয়া, পাঠক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ, যজ্ঞ-সূত্র, শ্বেতচ্ছত্র, অশ্ব, মাল্য, স্বস্তিক, তিললড্ডুক এবং নানাদেশ ও নানাকালসম্ভূত সুপক্ক ফলসমূহ প্রদান করিবে। ৪০—৫০।

গণেশখণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গণেশখণ্ড সম্পূর্ণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর, দেবী সরস্বতী ও বেদ-ব্যাসকে নমস্কার করিয়া পরে জয় উচ্চারণ করিবে।

নারদ কহিলেন;—ব্রহ্মন্! আমি প্রথমতঃ অত্যাশ্চর্য্য মনোহর ব্রহ্মখণ্ড ব্রহ্মার মুখকমল হইতে শ্রবণ করিয়াছি। পরে তাঁহার আদেশে শীঘ্র আপনার নিকট আগমন করিয়া অমৃতখণ্ড হইতেও উৎকৃষ্ট, এবং শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিখণ্ড ও তৎপরে সর্ব্বথা জন্মনিবারক গণপতিখণ্ড শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত না হইয়া বিশেষ কিছু শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। এক্ষণে মানবদিগের জন্ম-মৃত্যু-নিবারণ, সকল জ্ঞানের প্রদীপস্বরূপ কর্ম্মচ্ছেদক হরিভক্তিপ্রদ জীবের সদ্য বৈরাগ্যজনক সংসারানুরাগনিবারক মুক্তিপ্রাপ্তির কারণ ভবসাগর-উত্তরণের উপায় কর্ম্মোপভোগ ও রোগসমুদায়ের খণ্ডনে ঔষধিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মলাভের সোপান, বৈষ্ণবগণের জীবন ও জগতের উত্তম পাবন বস্তু সেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড আপনি এই শরণাপন্ন ভক্ত শিষ্য,—আমাকে বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। সকল অংশে পূর্ণতম এক ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, কোন্ পুরুষকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বয়ং মহীতলে আগমন করিয়াছিলেন। কোন্ যুগে, কি কারণে, কোন্ স্থানে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন? ইঁহার জনক বসুদেবই বা কে? জননী দেবকীই বা কে। ১—৯। কোন্‌কুলে তাঁহার জন্ম ও সেই হরি কোন্‌রূপে আগমন করিয়া, মায়াক্রমে কিরূপে এই জগতের বিড়ম্বনা করিয়াছেন। কেন কংসভয়ে সূতিকাগৃহ হইতে গোকুলে গমন করিয়াছিলেন? হে মুনে! কেনইবা সেই অভয়ের কীটতুল্য কংস হইতে ভয় হইয়াছিল? হরি গোপবেশেই বা গোকুলে কি করিয়াছিলেন? কিহেতুই বা জগদীশ্বর গোপাঙ্গনাদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন? গোপাঙ্গনাগণ কাহারা? বালকরূপী গোপালগণই বা কাহারা? যশোদা কে? নন্দই বা কে? কি পুণ্যই বা উঁহারা করিয়াছিলেন? গোলোকবিহারিণী পুণ্যবতী দেবী রাধা কিকারণে ব্রজধামে গোপকন্যা হইয়া কৃষ্ণের প্রেয়সী হইয়াছিলেন? গোপীগণ কিরূপে দুরারাধ্য সেই পরমেশ্বরকে পাইয়াছিল? কেনই বা কৃষ্ণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মথুরায় গমন করিয়াছিলেন? সেই কৃষ্ণ কি বিধানপূর্ব্বক ভারের অবতরণ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছিলেন? হে মহাভাগ! আপনি শ্রবণ ও কীর্ত্তনে পবিত্র সেই বৃত্তান্ত বলুন। হে কৃপাময়! যাহা ইন্দ্রিয়-সুখভোগসুলভ ক্লেশের ছেদনে কর্ত্তরীরূপা, পাপরূপ কাষ্ঠের দহনে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাস্বরূপা, শ্রবণকারী পুরুষদিগের কোটিজন্মের পাপনাশিনী, মুক্তিরূপা, শ্রবণবিবরে অমৃতের মত রমণীয়া, শোকসাগর-বিনাশিনী ও সংসার-উত্তরণে নৌকারূপিণী সেই অতি দুর্লভা হরিকথা বলুন ও ভক্ত শিষ্য আমাকে জ্ঞান প্রদান করুন। মানব, তপস্যা, জপ, মহাদান পৃথিবীর সকল তীর্থদর্শন, বেদপাঠ, অনশনব্রত, দেবপূজা ও সকল যজ্ঞে দীক্ষা, এই সকলে যে ফল লাভ করে, সেই ফল জ্ঞানদানের ষোড়শ অংশের উপযুক্ত নহে। আমি জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত

পিতা ব্রহ্মাকর্তৃক আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি, কোন্ ব্যক্তি অমৃত-সমুদ্র পাইয়া পান করিতে ইচ্ছা না করে। ১০—১২। নারায়ণ কহিলেন; হে কুলপাবন! আমি জানিলাম, তুমি ধন্য ও মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশিস্বরূপ; তুমি লোক সকল পবিত্র করিবার জন্য ভ্রমণ করিতেছ। লোকের হৃদয়, বাক্যেই হঠাৎ প্রকাশিত হয়; কারণ শিষ্য, ভার্য্যা, কন্যা, দৌহিত্র, বন্ধু, পুত্র, পৌত্র, বাক্য, প্রতাপ, যশ, শ্রী, বুদ্ধি, জল, বিদ্যা; এই সকল বিষয়ে মানবদিগের অন্তর জ্ঞাত হওয়া যায়। তুমি জীবন্মুক্ত, পবিত্র ও গদাধরের বিশুদ্ধ ভক্ত, আর এই সর্ব্বাধারা বসুন্ধরাকে নিজ পাদরেণুস্পর্শে পবিত্র; করিতেছ। তুমি স্বয়ং নিজ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া সকল লোককে পবিত্র করিতেছ, সেই কারণে সেই মঙ্গলদায়িনী হরিকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। যে স্থানে হরিবিষয়ক কথা হয়, তথায় সকল দেবতা ঋষি, মুনি ও সকল তীর্থ অবস্থান করেন। সাধুগণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া অন্তকালে বিপদ্‌শূন্য পদ প্রাপ্ত হন ও যে সকল স্থানে পবিত্র কৃষ্ণকথা হয়, সেই সকল স্থান তীর্থতুল্য হয়। হরি-কথাবক্তা সদ্য নিজের শত শত পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিয়া ঐ কথা শ্রবণকারীদিগেরও নিখিল-কুল পবিত্র করেন। হরিকথার প্রশ্নকর্ত্তা, প্রশ্ন করিবামাত্র নিজ-কুল পবিত্র করেন ও শ্রোতা শ্রবণমাত্রে নিজ কুল ও নিজ বন্ধুবর্গকে পবিত্র করেন মনুষ্য শত জন্ম তপস্যা-চরণে পবিত্র হইয়া এই ভারতে জন্ম লাভ করে, দুর্লভ হরিকথামৃত পান করিয়া সেই জন্ম সফল করেন। হরির অর্চ্চনা, বন্দনা, মন্ত্রজপ, সেবা, স্মরণ, কীর্ত্তন নিরন্তর অভীষ্ট তদ্‌গুণ শ্রবণ, হরিতে আত্মসমর্পণ ও তাঁহার দাস্য, এই নয় প্রকার ভক্তির লক্ষণ আছে, লোকে ভারতে হরিবিষয়ক সকল কথা শ্রবণ করিয়া জন্ম সফল করে। ২৩—৩৪। সেই হরি-পরায়ণ ব্যক্তির বিঘ্ন হয় না ও আয়ুঃক্ষয় হয় না। গরুড়-সমীপে সর্পের মত তাহার সমীপে যম গমন করিতে পারে না। হরি স্বয়ং তাহার সমীপ কখন ত্যাগ করেন না ও অনিমাদি সিদ্ধি সকল শীঘ্র তাহাতে উপগত হয়। হরির আদেশে রক্ষণার্থ সুদর্শনচক্র তাহার পার্শ্বে দিবারাত্রি ভ্রমণ করে, কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। যেমন শলভগণ প্রজ্ব-লিত অগ্নি-দর্শনে তথায় গমন করে না, সেইরূপ যমের অনুচরগণ স্বপ্নেও তাহার সমীপে গমন করে না। সেই হরিভক্তকে রোগ, বিপদ্, শোক, বিঘ্ন আশ্রয় করে না। হে নারদ! মৃত্যুও তাহার সমীপে মৃত্যু-ভয়ে গমন করেন না। তাহার প্রতি ঋষি, মুনি, সিদ্ধ ও সকল দেবগণ সন্তুষ্ট থাকেন। সে স্বয়ংও হরিপ্রসাদে সকল স্থানে শঙ্কাশূন্য ও সুখী থাকে। হরি-কথায় তোমার সর্ব্বদা অত্যন্ত অনুরাগ রহিয়াছে, ইহা উচিত বটে; যেহেতু জনকের স্বভাব সন্তানে নিশ্চয়ই স্থিতি করে। হে বিপ্রেন্দ্র! ব্রহ্মার মানসে তোমার জন্ম, এ কারণে ইহা প্রশংসার নহে, যাহার যেরূপ কুলে জন্ম, তাহার চিত্তও সেইরূপ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা করিয়াই জগতের সৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মা তোমার পিতা যিনি নিত্য নিরন্তর কৃষ্ণে নয় প্রকার ভক্তিলক্ষণ করিতেছেন, যাহার হরি কথায় অনুরাগ আছে ও তৎশ্রবণে অশ্রু ও পুলকোদ্গম হয় ও হরিতেই চিত্ত মগ্ন আছে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহাকে ভক্ত কহেন। যে ব্যক্তি পুত্র স্ত্রী প্রভৃতি সকলকে কায়মনোবাক্যে হরির বলিয়া বিবে-চনা করে, তিনি পণ্ডিতগণকর্তৃক ভক্ত বলিয়া কথিত। যাহার সর্ব্বভূতে দয়া আছে ও যে সমস্ত জগৎ কৃষ্ণ-ময় বলিয়া জ্ঞান করে, সেই মহাজ্ঞানী ভক্ত ও বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা জনশূন্য তীর্থস্থানে আনন্দিত মনে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া উক্ত। ৩৫—৪৭। যাঁহারা নিরন্তর হরির নাম ও গুণ গান করেন ও তন্মন্ত্র জপ করেন, এবং হরিপদা-বলি শ্রবণ করেন তাঁহারা অতিশয় বৈষ্ণব। মিষ্ট বস্তু লাভ করিলে আনন্দে হরিকে নিবেদন করিতে যাহার মন পুলকিত হয়, তিনিই ভক্ত ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। যিনি বাহ্যিক পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত ফল ভোগ করেন; কিন্তু মন যাহার দিবারাত্রি স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় হরি-পাদপদ্মে রহিয়াছে তিনিই বৈষ্ণব। গুরুমুখ হইতে যাঁহার কর্ণে এই বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অতি পবিত্র বৈষ্ণব করিয়া থাকেন। ভক্ত বৈষ্ণব ব্যক্তি সর্ব্বদা আপনার সপ্ত পূর্ব্বতন ও সপ্ত অধস্তনপুরুষ, মাতামহাদি সপ্তপুরুষ ভগিনী, জননী, মাতামহী, ভার্য্যা কন্যা, বন্ধু শিষ্য, দৌহিত্র, দাস দাসী পুত্র ইহাদিগকে উদ্ধার করেন। তীর্থ সকল নিয়ত বৈষ্ণবের স্পর্শ ও দর্শন বাঞ্ছা করেন। কারণ তাঁহাদিগের পাপি-সম্পর্কজনিত পাপ বৈষ্ণবসঙ্গে বিনাশ পায়। বৈষ্ণব ব্যক্তি গোদোহন-পরিমিত-কাল যে স্থানে অবস্থান করেন সেই ভূমিভাগে সকল তীর্থ অবস্থান করেন। যেরূপ অন্তকালে জ্ঞানপূর্ব্বক গঙ্গাপ্রাপ্ত হইলেও কৃষ্ণ স্মরণ করিলে মুক্তি হয় তদ্রূপ সেই স্থানে পাপীর মৃত্যু হইলে সে মুক্ত হইয়া হরিপদে গমন করে। যেমন তুলসীবনে গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ-

মন্দিরে বৃন্দাবনে, হরিদ্বারে বা অন্যান্য তীর্থে, কি তীর্থে স্নান ও অবগাহনে পাপীদিগের পাপ নষ্ট হয়, সেইমত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠদিগের বায়ুস্পর্শেও তাহাদিগের পাপ নষ্ট হয়। ৪৮—৫৮। প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রদত্ত শুষ্ক তৃণের মত পূর্ব্বকৃত পাপ সমুদয় বৈষ্ণব-স্পর্শে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। যে যে মনুষ্য বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিকে পথে গমন করিতে দর্শন করে, তাহাদিগের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যাহারা হৃষীকেশ ও পবিত্রহৃদয় কৃষ্ণভক্তকে নিন্দা করে, তাহাদিগের শতজন্মার্জ্জিত পুণ্য নিশ্চয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও তাহারা ভয়ানক কুম্ভীপাক নরকে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত কীটদংশনে ভক্ষিত হইয়া পচিতে থাকে ও তাহার দর্শনমাত্র নিশ্চয়ই পুণ্যক্ষয় হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি উহার দর্শন করিলে গঙ্গাস্নান ও সূর্য্যদর্শন করিয়া শুদ্ধ হন। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি বৈষ্ণবের স্পর্শমাত্রে মুক্ত হয় ও অন্তরধিষ্ঠাতা মধুসূদন তাহার পাপ নাশ করেন। হে নারদ! এই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের গুণ কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কৃষ্ণের জন্মলীলা কহিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৫৯—৬৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার প্রার্থনায় ভূতলে আগমন করিয়াছিলেন ও সেই ঈশ্বর যে যে কার্য্য বিধান করিয়া পুনরায় নিজলোকে গমন করিয়াছিলেন সেই ভূভারহরণোপায় ও দুষ্টদিগের বধ-প্রকারসকল বিচারপূর্ব্বক যথাবিধানে কহিতেছি। কৃষ্ণের ব্রজে আগমন, গোপালবেশ ও রাধা যে কারণে গোপিকা; এখন তোমাকে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে শঙ্খচূড়বধ-বর্ণনপ্রসঙ্গে সংক্ষেপে কহিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ; এক্ষণে সবিস্তারে কহিতেছি, শ্রবণ কর! পূর্ব্বে গোলোকধামে রাধিকার সহিত শ্রীদামের কলহ উপস্থিত হয়। রাধার শাপে শ্রীদাম শঙ্খ-চূড়রূপে জাত হন। তখন শ্রীদামও রাধাকে এইরূপ শাপ দেন, তুমি "মানবী-যোনিতে গমনপূর্ব্বক ব্রজে ব্রজাঙ্গনা হইয়া ভূতলে বিচরণ কর।" তখন রাধা শ্রীদামশাপে ভীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, শ্রীদাম আমাকে এই শাপ দিয়াছে, আমি গোপী হইয়া থাকিব; হে ভয়ভঞ্জন! কি উপায় করিব, তাহা আমাকে বলুন। তোমাব্যতীত আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? হে নাথ! তোমাব্যতীত আমার ক্ষণও শতযুগ বলিয়া বোধ হয়। চক্ষুর্নিমেষমাত্রকাল তোমার বিরহে আমার মন দগ্ধ হয়। হে নাথ! শারদ পূর্ণিমা-শশীর মত অমৃতময় তোমার মুখ আমি দিবা-রাত্রি নয়নচকোরে পান করিতেছি। তুমি আমার প্রাণ, আত্মা, দৃষ্টিশক্তি, চক্ষু ও পরম ধন জীবন, আমি কেবল দেহমাত্র। হে নাথ! স্বপ্নে ও জ্ঞানে আমার চিত্ত তোমাতে রহিয়াছে ও কেবল তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করিতেছি। হে প্রভো! তোমার দাস্যব্যতীত ক্ষণকালও জীবিতা থাকিতে পারি না। ১—১২। কৃষ্ণ সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রেয়সী সুন্দরী রাধাকে বুঝাইতে লাগিলেন, বক্ষে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার ভয় দূর করত, হে বরাননে! বরাহকল্পে ভূতলে গমন করিব, আমার সহিত তোমার ভূগমন ও তথায় জন্ম নিরূপিত হইয়া আছে। দেবি! আমি ব্রজে যাইয়া ব্রজের কাননে বিহার করিব, তুমি আমার প্রাণাধিকা, আমি থাকিতে তোমার ভয় কি? জগদীশ্বর হরি তথায় তাঁহাকে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। এই কারণে জগন্নাথ নন্দ-গোকুলে গমন করিয়াছিলেন। সর্ব্বভয়াপহ কৃষ্ণের কাহারও হইতে কিছুই ভয় নাই, কেবল মায়াভয় ছল করিয়া রাধিকা নিকটে আনিয়াছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞাপালনার্থ গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক সেই রাধার সহিত ও গোপাঙ্গনা-দিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহীতলে আগমনপূর্ব্বক ভূভার অপহরণ করিয়া নিজ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। নারদ কহিলেন;—রাধিকার সহিত শ্রীদামের কলহ কি কারণে হয়, তাহা আপনি পূর্ব্বে সংক্ষেপে কহিয়াছেন; এক্ষণে বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। নারায়ণ কহিলেন, একদা গোলোকধামে স্বয়ং শ্রীহরি বিজন অরণ্যে রাসমণ্ডলে বিহার করিতেছিলেন, রাধিকা সুখসম্ভোগে আত্ম পর কিছুই জানিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়া সেই অতৃপ্তা রাধাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শৃঙ্গারার্থ অন্য গোপিকার নিকট গমন করিলেন। তখন রাধিকাসমা সুভগা বিরজা ও তাঁহার শতকোটি সুন্দরী বয়স্যা বৃন্দারণ্যে অবস্থান করিতেছিল। সেই কৃষ্ণের প্রাণাধিকা যোষিদ্বরা ধন্যা রত্নসিংহাসনোপবিষ্টা গোপী বিরজা সমীপে হরিকে দর্শন করিলেন। ১৩—২৪। শ্রীকৃষ্ণ ও শরচ্চন্দ্রমুখী মনোহর হাস্যবদনা কুটিলনয়নে নাথ-সন্দর্শিনী নবযৌবনে বিরাজমানা রত্নালঙ্কারভূষিতা সূক্ষ্মবস্ত্র-পরিধানা বিরজাকে দেখিলেন। তিনি সর্ব্ব-

দাই ষোড়শবর্ষীয়া; শ্রীহরি তাঁহাকে রোমাঞ্চিতশরীরা কামবাণ-নিপীড়িতা দেখিয়া সত্বর নির্জ্জন মহারণ্যে রত্নমণ্ডলোপরি পুষ্পশয্যায় তাঁহার সহিত বিহার করিলেন, বিরজা কোটী কামতুল্য রূপবান্ রত্নবেদিকোপবিষ্ট শৃঙ্গারাসক্ত প্রাণনাথ শ্রীহরিকে বক্ষে ধারণ করিয়া কৃষ্ণের শৃঙ্গার-কৌতুকবশে মূৰ্চ্ছিতা হইলেন তখন রাধিকার সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বিরজার সহিত বিহার করিতে দেখিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল; রাধিকা তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে শয়ন করিলেন। তখন সেই মহাদেবী রক্ত-পদ্মের মত লোহিতলোচনা হইয়া অতিশয় রোদন করিলেন ও তাহাদিগকে কহিলেন, আমায় বিরজাসক্ত কৃষ্ণকে দেখাইতে পার? যদি তোমরা সত্য বলিতেছ, তবে আমার সহিত গমন কর, গোপী বিরজার ও কৃষ্ণের যথোক্ত ফল প্রদান করিব। আমি শাসন করিলে আজ সে বিরজার কে রক্ষক হইবে? আমার প্রিয় সখীগণ শীঘ্র সেই বিরজার সহিত হরিকে আনয়ন কর। দাসীগণ! তোমরা কেহই সেই সুধামুখ বিষকুম্ভের ন্যায় অন্তরে কুটিল, হাস্যমুখ হরিকে আমার আলয়ে আসিতে দিবে না। এক্ষণে সেই মদীয় সুন্দরমণ্ডপে গমন করিয়া উহাকে রক্ষা কর। কতকগুলি গোপিকা এইরূপ রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীতা ও সকলে ভক্তি-নম্র-কন্ধরা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অগ্রে অবস্থান করত কৃষ্ণপ্রিয়া সাধ্বী রাধাকে কহিল, সেই বিরজার সহিত প্রভুকে আমরা দেখাইব। সুন্দরী রাধা তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক ত্রিষষ্টিশত কোটী গোপীর সহিত বিরজামণ্ডপে গমন করিলেন। ২৫—৩৮। যে রথে রাধিকা আরোহণ করিয়া যাইতে ছিলেন, তাহা ইন্দ্রসাররত্নে নির্ম্মিত, কোটীসূর্য্যের মত প্রভাশালী, ইন্দ্রসারমণিনির্ম্মিত, তিন কোটী কলস উহাতে শোভা পাইতেছে ও চিত্ররাজিও পতাকায় ভূষিত। ঐ রথের এক লক্ষ চক্র ও উহা মনের ন্যায় বেগগামী। উহা সুন্দর ও উত্তম মণিময় কোটীস্তম্ভে শোভিত। উহার মধ্যদেশ নানা বিচিত্র মনোহর সিন্দুরবর্ণমণিদ্বারা ভূষিত। উহার চক্রের ঊর্দ্ধভাগে রত্ননির্ম্মিত চিত্রঘণ্টাযুক্ত বিচিত্র নূপুর-শোভিত মূর্ত্তি বিরাজমান। উহার শিরোদেশে শ্রেষ্ঠমণিময়। বিচিত্র রত্নসারনির্ম্মিত লক্ষ মণিমন্দির শোভা পাইতেছে ও উহাতে শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ দ্রব্য ইন্দ্রসার মণির কলস এবং ভোগদ্রব্য রহিয়াছে। উহা রত্নশয্যায় শোভিত, রত্নপাত্রপুটযুত সুবর্ণময়ী বেদিকা-সমূহে যুক্ত। উহা কুঙ্কুমের মত লোহিত, রত্নের কোটীসোপানযুক্ত ও স্যমন্তকমণি, কৌস্তভমণি, রুচকমণি ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠমণিদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে ও শতকোটী পদ্মবিশিষ্ট বহুবিধ কানন ও বাপীতে বিরাজিত। উহার শেখর-ভাগ ইন্দ্রসাররত্নে রচিত ও কলসে সুশোভিত ও উহার ঊর্দ্ধে পরিমাণ শতযোজন ও বিস্তার দশযোজন উহা পারিজাত, কুন্দ, করবীর ও যূথিকা পুষ্পের কোটী-সংখ্যকমালায় বিরাজিত, সুন্দর চম্পক, নাগকেশর, মল্লিকা, মালতী, সুগন্ধি মাধবী ও কদম্বপুষ্পের মনোহর মালাসমূহে শোভিত ও সহস্রদল পদ্মের মালায় ভূষিত। উহা বিচিত্র পুষ্পোদ্যান সরোবর ও কাননে ভূষিত ও সকল রথের শ্রেষ্ঠ ও বায়ুর মত বেগগামী। উহা উত্তম সূক্ষ্ম বস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং কোটী রত্নদর্পণ-সমন্বিত। উহাতে, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমদ্রবে চর্চ্চিত, হীরকনির্ম্মিত মুষ্টি-দেশ-সম্পন্ন, কোটীসংখ্যক শ্বেত চামর রহিয়াছে। উহা পারিজাতপুষ্পের তিনকোটী শয্যায় ভূষিত ও কোটী-ঘণ্টা ও কোটীপতাকা-সমন্বিত। উহাতে চন্দন ও কুঙ্কুমচর্চ্চিত চম্পকপুষ্পের উপাধানযুক্ত বিচিত্র বস্ত্র ও পরিচ্ছদসমন্বিত শৃঙ্গার-যোগ্য কোটীসংখ্যক শয্যা রহিয়াছে এবং উহা অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব দ্রব্যে ভূষিত। ৩৯—৫৮। হে নারদ! হরিপ্রিয়া দেবী রাধিকা, এতাদৃশ রথ হইতে শীঘ্র অবরোহণ করিয়া সহসা সেই বিরজার রত্নমণ্ডপে গমন করিলেন। দেবী, সেই মণ্ডপের দ্বারে নিযুক্ত দ্বাররক্ষক লক্ষসংখ্যক গোপে পরিবৃত, মধুরহাস্যে বিকসিত মুখ-কমল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কারী শ্রীদামনামক গোপকে দেখিলেন ও ক্রোধে আরক্তনয়না হইয়া তাহাকে কহিলেন, রে রতিলম্পটের কিঙ্কর! দূরে গমন কর, দূরে গমন কর; তোর প্রভুর আমা অপেক্ষাও সুন্দরী কান্তা কিরূপ? তাহা আমি দেখিব। মহাবলবান্ বেত্রহস্ত শ্রীদাম, রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার অগ্রে অবস্থান করত তাঁহাকে গমন করিতে দিলেন না। তখন রাধিকার সখীগণ ক্রোধে স্ফুরিতাধরা হইয়া প্রভুভক্ত শ্রীদামকে বলপূর্ব্বক মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করাইল। গোলোকবিহারী হরি ঐরূপ কোলাহলশব্দ শ্রবণ করিয়া, রাধিকাকে ক্রুদ্ধা জানিতে পারিয়া, তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন সেই বিরজা, রাধিকার শব্দে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান দেখিয়াও রাধিকাভয়ে ভীতা হইয়া যোগবলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তাহার শরীর তথায় নদীরূপ হইল, সেই নদীতে গোলোকধাম বর্ত্তুলাকারে ব্যাপ্ত হইল। ঐ নদী প্রস্থে দশযোজন বিস্তৃত ও অতি গভীর এবং দৈর্ঘ্যে উহার দশগুণ

অধিক। ঐ নদী মনোহর ও বহুবিধ রত্নের আকর হইল। ৫৯—৬৮।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! সেই রাধিকা তখন রতিগৃহে গমন করিয়া হরিকে দেখিতে পাইলেন না, বিরজাকেও নদীরূপা দেখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, সাধ্বী প্রেয়সী বিরজাকে নদীরূপিণী দেখিয়া সেই সুন্দরসলিলা বিরজার তীরে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। হে শ্রেষ্ঠ প্রিয়তমে! সুভগে! আমার নিকট আগমন কর। হে সুন্দরি! তোমা বিনা কিরূপে আমি জীবন ধারণ করিব? তুমি মূর্ত্তিমতী সাধ্বী; আমার আশীর্ব্বাদে নদীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী হও, আর পরমা-সুন্দরী রূপবতী যোষিদ্বরা হইয়া প্রকাশ পাও; পূর্ব্ব রূপ ও সৌভাগ্য অপেক্ষা অধিক রূপবতী ও সৌভাগ্য-বতী হও। হে সতি! তোমার পুরাতন শরীর নদীরূপ হইয়াছে; এখন নূতন শরীর প্রাপ্ত হইয়া জল হইতে উঠিয়া আগমন কর। পরে সাক্ষাৎ রাধিকার ন্যায় সুন্দরী, পীতবসনপরিধানা সহাস্য-মুখ-কমলা বিরজা, হরিসন্নিধানে আগমন করিল। তখন তিনি কটাক্ষে প্রাণনাথ হরিকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিতম্ব ও শ্রোণিভারে আক্রান্তা এবং তাঁহার পয়োধর-যুগল পীনোন্নত সেই গজেন্দ্রগামিনী, মানিনীগণের মধ্যে প্রধানা মানিনী ও সুন্দরীগণের মধ্যে প্রধানা সুন্দরী ও যোষিদ্গণের মধ্যে ধন্যা ও মান্যা হইলেন। সুন্দর চম্পকের বর্ণের ন্যায় তাঁহার কান্তি; পক্ব-বিম্বের ন্যায় অধর ও পক্ব দাড়িম্ব ফলের ন্যায় মনোহর দন্ত-পঙ্ক্তি; তাঁহার বদন শারদীয় পূর্ণিমা-শশীর ন্যায়; নয়ন বিকসিত ইন্দীবরের ন্যায়, ললাটে কস্তূরিবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু বিভূষিত। তিনি চারু-পত্রকশোভিতা ও সুন্দর কবরীভার-ভূষিতা। তাঁহার গণ্ডস্থলে রত্নকুণ্ডল ও স্বয়ং রত্নমালায় ভূষিতা। গজমৌক্তিক তাঁহার নাসাগ্রে লম্বমান ও গলে মুক্তাহার। তাঁহার হস্তে রত্নকঙ্কণ, রত্নকেয়ূর ও সুন্দর শঙ্খ; আর তিনি শব্দায়মান কিঙ্কিণীজালভূষিতা ও রত্নমঞ্জীরে রঞ্জিতা। জগৎপতি সকামা রূপবতী সেই বিরজাকে দেখিয়া শীঘ্র আলিঙ্গন ও বারংবার চুম্বন করিলেন। ১—১৪। প্রভু হরি সেই প্রিয়তমাকে নির্জ্জনে পাইয়া বারংবার নানাবিধ বিপরীতাদি শৃঙ্গার করিলেন। তখন সুভগা সাধ্বী রজস্বলা সেই বিরজা, হরির অমোঘ-বীর্য্য ধারণ করিয়া তথায় সদ্য গর্ভবতী হইলেন। তিনি দেবমানে শতবর্ষ হরির গর্ভধারণ করিলেন। পরে তিনি তথায় সুন্দর সপ্ত পুত্র প্রসব করিলেন। সেই কৃষ্ণপ্রিয়া সতী বিরজা, সপ্তপুত্রের জননী হইয়া তথায় সপ্তপুত্রের সহিত সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা সেই সাধ্বী বিরজা, শৃঙ্গারে আসক্ত-চিত্তা হইয়া শ্রীহরির সহিত পুনরায় বিহার করিতে-ছেন; এমন সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র অপর ভ্রাতৃগণকর্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়ে তথায় জননীর ক্রোড়ে আগমন করিল। কৃপাময় হরি, স্বতনয়কে ভীত দেখিয়া বিরজাকে ত্যাগ করিলেন। বিরজা পুত্রকে ক্রোড়ে করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধাগৃহে গমন করিলেন। সেই সাধ্বী, পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া প্রিয়তম হরিকে নিকটে দেখিতে পাইলেন না। তখন শৃঙ্গারে অতৃপ্তমানসা হওয়ায় অতিশয় রোদন করিলেন ও ক্রোধে নিজ পুত্রকে শাপ দিলেন; তুমি লবণসমুদ্র হইবে, কোন প্রাণী তোমার জল পান করিবে না। মূঢ়গণ! তোমরা ভূতলে গমন কর। লবণসমুদ্র! তুমি তথায় যাইয়া মনোহর জম্বুদ্বীপে অবস্থান কর। তোমা-দিগের একস্থানে অবস্থিতি হইবে না; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইবে। পুত্রগণ! তোমরা দ্বীপে দ্বীপে বাস করিয়া সুখে অবস্থান কর ও নির্জ্জনে সেই সেই দ্বীপস্থ নদীগণের সহিত ক্রীড়া কর; অপর পুত্রদিগকেও এই রূপ শাপ দিলেন। কনিষ্ঠপুত্র মাতৃশাপে লবণসমুদ্র হইল। কনিষ্ঠ অন্যান্য সহোদর বালকদিগকে মাতৃশাপ-বৃত্তান্ত কহিল; তাঁহারা সকলে দুঃখিত হইয়া মাতৃ-সমীপে আগমন করিলেন। সকলে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভক্ত্যবনতকন্ধরে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া ভূতলে গমন করিল। হে নারদ! ঐ সপ্ত ভ্রাতা সপ্তদ্বীপে সপ্তসমুদ্ররূপে যথাবিভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন ও কনিষ্ঠ হইতে জ্যেষ্ঠপর্য্যন্ত সকলের ক্রমে দ্বিগুণ দ্বিগুণরূপে আয়তন বৃদ্ধ হইল। তাঁহারা লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জল, এই সপ্ত সমুদ্ররূপী হইল। পৃথিবীতে ইহাদিগের জল কেবল শস্যের নিমিত্তই হইবে। ঐ সকল বালকগণ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে সপ্তসমুদ্ররূপে ব্যাপ্ত করিলেন ও পরস্পর জননী ও সহোদরের বিচ্ছেদশোকে আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ১৫—৩১। সাধ্বী বিরজাও পুত্রগণের বিচ্ছেদে কাতরা হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিল। এবং পুত্রগণও হরির শোকে

মূর্চ্ছিত হইল। রাধিকানাথ হরি বিরজাকে শোকসমুদ্রে নিমগ্না জানিতে পারিয়া সহাস্যমুখকমলে পুনরায় তৎসমীপে আগমন করিলেন। বিরজা হরিকে দেখিয়া শোক ও রোদন পরিত্যাগ করিল ও কান্তদর্শনে আনন্দসাগরে নিমগ্না হইল। কামাতুরা হইয়া শ্রীহরিকে ক্রোড়ে করত বিহার করিতে লাগিল, শ্রীহরিও সেই পুত্রপরিত্যাগিনীর প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। প্রীতিযোগে প্রফুল্লবদনেক্ষণ হরি তাহাকে বর দিলেন,প্রিয়ে! আমি তোমার নিকট নিত্য নিশ্চয়ই আগমন করিব; যেমন রাধিকা, তাহার সদৃশী তুমিও আমার প্রিয়তমা হইবে ও আমার বরপ্রভাবে তুমি নিজ পুত্রদিগকে নিত্য রক্ষা করিবে। রাধিকার সখীগণ, বিরজাসমীপে আসীন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতেছেন শুনিয়া ঈশ্বরী রাধাকে নিবেদন করিল। সেই দেবীও ইহা শুনিয়া রোদন করিলেন ও ক্রোধাগারে যাইয়া শয়ন করিলেন। হে নারদ! এই অবসরে কৃষ্ণ রাধিকাসমীপে আগমন করিলেন ও তিনি শ্রীদামের সহিত রাধিকার দ্বারে অবস্থান করিলেন। রাসেশ্বরী রাধিকা অগ্রে হরিকে অবলোকন করত কুপিতা হইয়া অপ্রিয় বাক্য কহিতে লাগিলেন, হরে! এই গোলোকে তোমার আমা অপেক্ষা বহুতর কান্তা আছে, তাহাদিগের সমীপে গমন কর, আমাতে তোমার প্রয়োজন কি?। ৩২—৪১। তোমার প্রিয়তমা কান্তা বিরজা আমার ভয়ে দেহ পরিত্যাগ করিয়া নদীরূপা হইয়াছে, তথাপি তাহার প্রতি গমন করিতেছ। এখন সেই নদীতীরে তুমি মন্দির প্রস্তুত করিয়া অবস্থান কর, তদুদ্দেশে গমন কর, সে নদী হইয়াছে, তোমার নদ হওয়া উচিত। নদীর সহিত নদের সঙ্গই উত্তম হয়; কারণ সুখে শয়ন ভোজন স্বজাতিতেই পরম প্রীতিসহকারে হইয়া থাকে। দেবগণের চূড়ামণি কৃষ্ণের নদীর সহিত বিহার, ইহা আমি কহিলে মহাজনগণ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ হাসিয়া উঠিবেন। যাঁহারা তোমাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া কহেন, তাঁহারা তোমার অন্তর জানেন না, সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণ নদীকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কুপিতা দেবী রাধিকা ইহা কহিয়া বিরতা হইলেন; কিন্তু লক্ষ গোপিকাপরিবৃতা রাধা ভূশয্যা হইতে উঠিলেন না। হে নারদ! তখন কোন কোন গোপিকা হস্তে চামর, কেহ কেহ হস্তে উত্তম সূক্ষ্ম বস্ত্র, কেহ কেহ হস্তে তাম্বুল, কেহ কেহ হস্তে মাল্য ধারণ করত, কেহ কেহ হস্তে সুবাসিত জল, কেহ কেহ বা পাণিদ্বয়ে পদ্ম, কেহ কেহ বা হস্তে সিন্দুর, কেহ কেহ মাল্য, কেহ কেহ বা রত্নালঙ্কার ধারণ করিয়া, কেহ কেহ বা কজ্জলবাহিকা হইয়া, কেহ কেহ করে বেণু, বীণা, কেহ কেহ কঙ্কতিকা, কেহ কেহ আবীর, কাহারাও বা যন্ত্র, কোন কোন যোষিদ্বরা সুগন্ধি তৈল, কেহ কেহ করতাল, কেহ কেহ গেন্তুবাদ্য ধারণ করিয়া, কেহ কেহ মৃদঙ্গ, মুরজ ও মুরলীতে তাল প্রদান করত, কেহ কেহ সঙ্গীতে কেহ কেহ নৃত্যে তৎপরা হইয়া, কেহ কেহ করে ক্রীড়া-বস্তু, কেহ কেহ মধু, কেহ কেহ সুধাপাত্র কোন কোন উৎকৃষ্ট নারী পাদপীঠ, কেহ কেহ বেশদ্রব্য ধারণ করিয়া, কেহ কেহ পাদসেবা-তৎপরা, কেহ কেহ অঞ্জলিপুটে অবস্থিতা, কেহ কেহ স্তুতি-তৎপরা হইয়া, রাধিকার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন ও কোটিকোটি সংখ্যা গোপিকা বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪২—৫৫। বেত্রধারিণী রাধিকার বয়স্যা দ্বারে অবস্থিতা হইয়া দ্বারাবস্থিত কৃষ্ণকে অভ্যন্তরে যাইতে দিতেছে না। সেই রাধিকা পুরঃস্থিত সেই প্রাণনাথ হরিকে অযোগ্য অকথ্য অসদৃশ অতি পরুষ বচন পুনরায় কহিতে লাগিলেন। রাধিকা কহিলেন; হে বিরজাকান্ত কৃষ্ণ! আমার নিকট হইতে গমন কর, হে লোল! রতিচৌর! অতি লম্পট! কেন আমাকে ব্যথিত করিতেছ। তুমি শীঘ্র পদ্মাবতী বা রত্নমালা কি মনোরমা অথবা অসামান্য রূপবতী বনমালাসমীপে গমন কর। হে নদীকান্ত! হে দেবেশ! তুমি দেবগণের গুরুরও গুরু; আমি এ সব জানিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে তুমি আমার আশ্রম হইতে গমন কর। হে লম্পট! তোমার নিরন্তর মানব-সংসর্গ হইতেছে; তুমি এজন্য মানবীযোনি প্রাপ্ত হও; গোলোক হইতে ভারতে গমন কর। হে সুশীলে! হে শশিকলে! হে পদ্মাবতি! হে মাধবি! তোমরা এই ধূর্ত্তকে আসিতে নিবারণ কর; এখানে ইহার কোন প্রয়োজন নাই। গোপীগণ এইরূপ রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই হরিকে হিতজনক সারগর্ভ প্রণয়োচিত সবিনয় বাক্য কহিল, হে হরে! ক্ষণকাল স্থানান্তরে গমন কর। রাধিকার কোপ অপনোদন হইলে আমরা তোমাকে আনিব, ইহা কোন কোন গোপিকা কহিল। কতিপয় গোপিকা সানন্দে ইহা কহিল, হে কৃষ্ণ! ক্ষণকাল গৃহান্তরে গমন কর, তোমাকর্ত্তৃকই রাধা বঞ্চিতা হইয়াছেন; তোমা ভিন্ন কে আর রক্ষা করিবে? হে নারদ! কোন কোন গোপিকা রাধিকার প্রতি প্রেমবশে হরিকে কহিল, যাবৎক্ষণ রাধার মানের অপনোদন না হয়, তাবৎক্ষণ বৃন্দাবনে গমন কর। কেহ কেহ

গোপিকা হরিকে এইরূপ পরিহাসকর বচন কহিল, হে কামুক! তুমি ভক্তিপূর্ব্বক এই কামিনীর মানাপনয়ন কর। কোন কোন গোপী প্রভুকে কহিল, অন্যনারী-সমীপে তুমি গমন কর; তুমি অন্য স্ত্রীলোলুপ; হে নাথ! আমরা তোমার যথোচিত ফল বিধান করিব। ৫৩—৬৮। কতিপয় গোপিকা পুরঃস্থিত হরিকে সহাস্যে কহিল, তুমি উঠিয়া রাধা-সমীপে গমন করত উহাঁর মানভঞ্জন কর। কোন কোন গোপীগণ প্রাণনাথ হরিকে এইরূপ দুর্ব্বাক্য কহিল, এক্ষণে রাধিকার মুখকমল দেখিতে কাহার শক্তি আছে? কতিপয় গোপিকা প্রভুকে কহিল, হে হরে! অন্য স্থানে গমন কর, রাধার কোপাপনয়ন-কাল হইলে পুনরাগমন করিও। কোন কোন প্রগল্ভা যোষিদ্বরা কহিল, যদি গৃহান্তরে গমন না কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে নিবারণ করিব। কতিপয় উত্তমাঙ্গনা ক্রোধশূন্য হাস্যবদন সর্ব্বেশ্বর অকলুষ মাধবকে আসিতে নিবারণ করিলেন। সেই জগতের কারণেরও কারণ হরি, গোপীগণ-কর্তৃক নিবারিত হইয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন। শ্রীদাম সেইক্ষণে কুপিত হইলেন। শ্রীদাম সেই কুপিতা রক্তপঙ্কজলোচনা পরমেশ্বরী রাধিকাকে কোপে আরক্তনয়ন হইয়া কহিলেন, মাতঃ! তুমি আমার প্রভুকে কি জন্য কটুবাক্য কহিতেছ? দেবি! বিচার না করিয়া কেন বৃথা ভর্ৎসনা করিতেছ? ব্রহ্মা, অনন্ত, শঙ্কর, ধর্ম্ম ই'হাদিগের ঈশ্বর; জগতের কারণেরও কারণ; বাণী পদ্মালয়া, মায়া ও প্রকৃতির প্রভু, গুণাতীত, আত্মারাম, পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণের প্রতি তুমি বিড়ম্বনা করিতেছ। তুমি যাহার সেবায় দেবীগণের প্রধানা হইয়াছ, তাহা একবার বিবেচনা কর। হে কল্যাণি! তুমি যাহার চরণ সেবা করিয়া সর্ব্বপ্রধানা ঈশ্বরী হইয়াছ, তুমি তাঁহাকে জানিতে পার নাই; আমিও কিছুই কহিতে সমর্থ হই না। শ্রীকৃষ্ণ ভ্রূভঙ্গবিলাসে তোমার মত কোটি কোটি দেবীকে সৃজন করিতে সমর্থ, সেই গুণাতীতকে তুমি কি জানিতে পার নাই? বৈকুণ্ঠধামে দেবী শ্রী নিজ কেশ-জালদ্বারা এই কৃষ্ণের চরণাম্বুজ মার্জ্জন ও ভক্তি-পূর্ব্বক সেবা করেন। ৬৯—৮১। দেবী সরস্বতীও কর্ণে অমৃতবর্ষী সুন্দর স্তবদ্বারা যাঁহাকে নিরন্তর ভক্তি-পূর্ব্বক স্তব করেন, সেই ঈশ্বরকে তুমি জান না? হে মানিনি! সকলের জীবরূপিণী সর্ব্বমায়া দেবী প্রকৃতিও ভীতা হইয়া যাঁহাকে ভক্তিযোগে নিরন্তর স্তব করেন; তাঁহাকে তুমি কি জান না? হে ভামিনি! বেদচতুষ্টয় যাঁহার মহিমার ষোড়শী কলাকে নিরন্তর স্তব করেন; কিন্তু কদাপি তাঁহাকে জানিতে পারেন না; সেই হরিকে তুমি কি জান না? হে ঈশ্বরি! বেদপ্রণেতা প্রভু ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে যাঁহাকে স্তব করেন ও যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন; যোগিগণের গুরু মহাদেব পঞ্চমুখে যাঁহাকে স্তব করেন এবং অশ্রুপূর্ণ ও রোমাঞ্চিত হইয়া যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন; অনন্তদেব সহস্রবদনে যে পরমাত্মা ঈশ্বরকে নিরত ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করেন ও যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন; সর্ব্বসাক্ষী রক্ষক জগজ্জৎপতি ধর্ম্ম ভক্তি-পূর্ব্বক নিরন্তর যাঁহার পাদপদ্ম সানন্দে সেবা করেন; শ্বেতদ্বীপনিবাসী, জগৎপালক প্রভু, স্বয়ং বিষ্ণুও যাঁহার অংশভূত ও যাঁহাকে অনুক্ষণ ধ্যান করেন, সুরাসুর, মুনীন্দ্র, মনু, মানব ও পণ্ডিতগণ, স্বপ্নেও যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতে পান না; তুমি শীঘ্র ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া সেই হরির পাদপদ্ম সেবা কর। যাঁহার ভ্রূভঙ্গিবিলাসে সৃষ্টি সংহার হয় ও যাঁহার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন হয় ও যাঁহার এক-দিবসে অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রেরও পতন হয়; ঐ দিন-পরিমাণে অষ্টোত্তরশতবৎসর জগদ্বিধাতার আয়ুঃ পরিমাণ, হে রাধে! তুমি কিম্বা অন্যান্য নারীগণ, নিখিল জগৎই সেই মদীশ্বর হরির বশে রহিয়াছে। ৮২—৯৩। হে নারদ! রাধা শ্রীদামের কেবল কটু ও মর্ম্মভেদী এইরূপ বাক্য শুনিয়া কুপিতা হইলেন ও উঠিয়া কম্পিতোষ্ঠী, মুক্তকেশী ও আরক্ত পঙ্কজের ন্যায় লোহিতনয়না হইয়া, রাসেশ্বরী বহি-র্ভাগে আসিয়া, তাঁহাকে নিষ্ঠুর বাক্যে কহিতে লাগি-লেন, রে রে জাল্ম! রে মহামূঢ়! রে লম্পট-কিঙ্কর! শোন্, তুই সমস্ত তত্ত্ব জেনেছিস্, আমি তোর প্রভুকে জানিতে পারি নাই। রে ব্রজাধম। শ্রীকৃষ্ণ তোরই প্রভু,—আমাদিগের নহে, জানিয়াছি তুই সর্ব্বদা জনকের স্তব ও জননীর নিন্দা করিয়া থাকিস্। যেমন অসুরগণ নিত্য নিরন্তর দেবগণের নিন্দা করে, রে মূঢ়! সেইরূপ তুই আমাকে নিন্দা করিতেছিস্, সে কারণে তুই অসুর হ। রে গোপ! গোলোক হইতে বহির্গত হও; আসুরী যোনিতে গমন কর। রে মূঢ়! আজ এই তোকে শাপ দিলাম; কোন্ ব্যক্তি তোকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? রাসেশ্বরী শ্রীদামকে ইহা কহিয়া বিরতা হইলেন ও শয়ন করিলেন। বয়স্যাগণ চামর ও রত্নমুষ্টিদ্বারা সেবা করিতে লাগিল। এইরূপ রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপে স্ফুরিতাধর হইয়া শ্রীদামও তাঁহাকে শাপ দিলেন যে, তুমি মানবীযোনিতে

গমন কর। মাতঃ! মানবীর ন্যায় তোমার ক্রোধ, সে কারণে তুমি মর্ত্ত্যে মানবী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই; এই তোমাকে আমি শাপ দিলাম। তুমি ছায়াতে ও অংশে পরাভূতা কলঙ্কিনী হইবে। ভূতলে মূঢ়গণ তোমাকে রায়াণভার্য্যা বলিবে। শ্রীহরির অংশজাত এক মহাযোগী বৈশ্য তোমার শাপে বৃন্দাবনে রায়াণরূপে জন্ম গ্রহণ করিবে। ৯৪—১০৪। তুমি গোকুলে সেই কৃষ্ণকে পাইয়া বৃন্দাবনে তাহার সহিত বিহার করত বাস কর। সেই হরির সহিত তোমার শতবর্ষ বিচ্ছেদ হইবে; পুনরায় সেই প্রভুকে পাইয়া গোলোকে আগমন করিবে। শ্রীদাম রাধাকে এই কথা বলিয়া, প্রণাম করিয়া হরিসমীপে গমন করিল। শ্রীদাম কৃষ্ণসমীপে গমন করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শাপবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সকল কহিল ও অতিশয় রোদন করিল। হরি সেই রোরুদ্যমান ভূতলে গমনোন্মুখ শ্রীদামকে কহিলেন, তুমি অসুরশ্রেষ্ঠ হইবে, ত্রিভুবনে তোমার জেতা কেহই হইবে না। পরে পঞ্চাশৎযুগকাল অতীত হইলে আমার আশীর্ব্বাদে শঙ্করের শূলে ভিন্নদেহ হইয়া দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকটে আসিবে। শোকান্বিত শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে কহিল, আপনি আমাকে আপনার প্রতি কখনও ভক্তিশূন্য করিবেন না। শ্রীদাম ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক গোলোক হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর দেবী রাধিকা, কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন ও পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। হা বৎস! কোথায় যাইতেছ, এইরূপে সেই সাধ্বী অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন, সেই শ্রীদামই তুলসীর স্বামী শঙ্খচূড়রূপে উৎপন্ন হইলেন। শ্রীদাম মর্ত্ত্যে গমন করিলে রাধিকা কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন ও সকল নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণও তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই শোকাতুরা প্রেয়সী রাধাকে সান্ত্বনা করিলেন। সেই শঙ্খচূড়ও কালে পুনরায় হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে নারদ! বরাহকল্পে রাধিকা হরির সহিত পৃথিবীতে গমন করিলেন ও গোকুলে বৃকভানুগৃহে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। এই আমি সকলের বাঞ্ছিত সারভূত উত্তম শ্রীকৃষ্ণচরিত কহিলাম। পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর।১০৫।১১৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে প্রভো! আপনি বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, আপনি বলুন জগন্নাথ কৃষ্ণ কি কারণে কোন্ ব্যক্তিকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মর্ত্তে আগমন করিয়াছিলেন? নারায়ণ কহিলেন, পূর্ব্বে বারাহকল্পে বসুন্ধরা ভারাক্রান্তা হওয়ায় সাতিশয় শোকার্ত্তা হইয়াছিলেন ও ব্রহ্মাকে শরণ লইয়াছিলেন। তিনি অসুর-নিপীড়িত অতিশয় উদ্বিগ্নমানস দেবগণের সহিত সেই দুর্গমা ব্রহ্মসভায় গমন করিলেন। তিনি সেই সভায় ঋষীন্দ্র, মুনীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্রগণকর্তৃক সানন্দে সেবিত, ব্রহ্মতেজে জাজ্জ্বল্যমান দেবেশ্বর ব্রহ্মাকে দেখিলেন। তখন ব্রহ্মা হাস্যমুখে অপ্সরাগণের নৃত্য দেখিতেছিলেন ও মনোহর গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীত শুনিতেছিলেন; 'কৃষ্ণ' এই অক্ষরদ্বয়াত্মক পরব্রহ্ম জপ করিতেছিলেন। তিনি ভক্তিযোগে আনন্দাশ্রু-পরিপূর্ণ ও রোমাঞ্চিতশরীর হইতেছিলেন! হে নারদ! সেই পৃথিবী সকল দেবগণের সহিত ভক্তিপূর্ব্বক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া সকল দৈত্যগণের ভারাদিজনিত পীড়ন নিবেদন করিলেন ও অশ্রুপূর্ণ ও রোমাঞ্চিত-শরীরা হইয়া স্তব ও রোদন করিতে লাগিলেন। জগদ্ধাতা ব্রহ্মাও তাঁহাকে কি কারণে স্তব ও রোদন করিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভদ্রে! কি জন্য তোমার আগমন তাহা বল, তোমার মঙ্গল হইবে। হে কল্যাণি! তুমি সুস্থিরা হও, আমি থাকিতে তোমার ভয় কি আছে? ব্রহ্মা পৃথিবীকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া দেবগণকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগণ! কি জন্য তোমাদিগের আমার নিকট আগমন হইয়াছে। দেবগণ ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া সেই প্রজাপতিকে কহিলেন,প্রভো! এই বসুধা ভারাক্রান্তা হইয়াছেন; আমরাও দৈত্যপীড়িত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আপনিই জগতের স্রষ্টা, শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন; এই ধরার আপনিই একমাত্র গতি; ইঁহার পরিত্রাণ করা আপনার উচিত হইতেছে। ১—১২। হে পিতামহ! এই পৃথিবী যে, ভারে পীড়িতা হইয়াছেন, আমরা তাহাতেই দুঃখিত হইয়াছি; অতএব আপনি সেই ভার হরণ করুন। জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা, দেবতাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, হে বৎসে! তুমি ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট সুখে অবস্থান কর। হে কমলনেত্রে! তুমি কাহাদিগের ভারবহনে অশক্তা হইয়াছ? সেই ভার আমি নিশ্চয় অপনয়ন করিব,

তোমার মঙ্গল হইবে। পৃথিবী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লবদনে যে যে ব্যক্তিকর্তৃক নিপীড়িতা হইয়াছেন, তাঁহাকে সেই নিজ পীড়নপ্রকার কহিলেন,—হে তাত! আপনি শ্রবণ করুন, আমি নিজ মনোব্যথা কহিতেছি; নিজ বিশ্বস্ত বন্ধু ভিন্ন ইহা অন্যকে বলিবার যোগ্য নহে। অবলা স্ত্রীজাতি, নিজ বন্ধুবর্গ, পিতা, পতি পুত্রগণকর্তৃক নিয়ত রক্ষণীয়া; নতুবা নিশ্চয়ই বিগর্হিতা হয়। হে জগৎপিতঃ! তুমি আমাকে সৃজন করিয়াছ; তোমাকে আমার কোন কথা বলিতে লজ্জা নাই। যাহাদিগের ভারে আমি নিপীড়িতা হইয়াছি, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা কৃষ্ণভক্তিবিহীন ও যাহারা কৃষ্ণভক্তের নিন্দক, সেই মহাপাতকীদিগের ভারবহনে আমি অসমর্থা হইয়াছি। যাহারা নিজ ধর্ম্মাচার-বিহীন ও সন্ধ্যাদি-নিত্যকার্য্য-বর্জ্জিত ও বেদে শ্রদ্ধাহীন তাহাদিগের ভারে আমি পীড়িতা হইয়াছি। ১৩—২১। যাহারা পিতা, মাতা, গুরু, স্ত্রী, পুত্র ও পোষ্যবর্গের পোষণ না করে, তাহাদিগের ভারবহনে আমি অসমর্থা। হে তাত! যাহারা দয়া ধর্ম্ম রহিত, মিথ্যাবাদী, গুরু ও দেবগণের নিন্দক, আমি তাহাদিগের ভারে নিপীড়িতা হইয়াছি। যে সকল লোক মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা, বিশ্বাসঘাতক, স্থাপ্যধনাপহারী; তাহাদিগের ভারে পীড়িতা হইয়াছি। যাহারা কল্যাণময় মন্ত্রনিচয় ও একমাত্র মঙ্গলজনক হরিনাম বিক্রয় করে, তাহাদিগের ভারে নিপীড়িতা হইয়াছি। যে সমস্ত লোক জীবহিংসাকারী, গুরুদ্রোহী, গ্রামযাজক, লুব্ধক, শবদাহী, শূদ্রান্নভোজী—তাহাদিগের ভারে পীড়িতা হইয়াছি। যে যে মূঢ় জন—পূজা যজ্ঞ, উপবাস, ব্রত, নিয়ম কিছুই করে না, তাহাদিগের ভারে পীড়িতা হইয়াছি। যে সকল পাপাত্মা ব্যক্তি গো, বিপ্র, দেব, বৈষ্ণব, হরি, হরিকথা, হরিভক্তি এই সকলের প্রতি দ্বেষ করে; তাহাদিগের ভারে পীড়িতা হইয়াছি। হে বিধাতঃ! যেরূপ আমি শঙ্খাসুরাদির- ভারে পীড়িতা হইয়াছিলাম; দৈত্যগণের ভারে ততোধিক পীড়িতা হইয়াছি। হে প্রভো! এই অনাথার সকল নিবেদন আপনার নিকট হইল। আমি আপনাদ্বারাই সনাথা; এই হেতু আপনি ইহার প্রতীকার করুন। পৃথিবী এইরূপ কহিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। কৃপাময় ব্রহ্মা তাঁহার রোদন দেখিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ২২—৩১। হে বসুন্ধরে! উপায়দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয়-ই; আমার প্রভু কৃষ্ণ যথাকালে ভার হরণ করিলেন। হে সুন্দরি! যে মূঢ়গণ তোমার উপরিভাগে যন্ত্র, মঙ্গল কুম্ভ, শিবলিঙ্গ, কুঙ্কুম, মধু, কাষ্ঠ, চন্দন, কস্তুরী, তীর্থ-মৃত্তিকা, খড়্গ, গণ্ডকখড়্গ, স্ফটিক, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীলমণি, সূর্য্যকান্তমণি, রুদ্রাক্ষ, কুশমূল, শালগ্রাম-শিলা, শঙ্খ, তুলসী, প্রতিমা, জল, প্রদীপ, মালা, শিলাপূজন, ঘণ্টা, শঙ্খজল, নির্ম্মাল্য, নৈবেদ্য, হরিদ্বর্ণ মণি, গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞসূত্র, দর্পণ, শ্বেতচামর, গোরোচনা, শুক্তি, মুক্তা, মাণিক্য, পুরাণ-সংহিতা, অগ্নি, কর্পূর, পরশমণি, রজত, কাঞ্চন, প্রবাল, রত্ন, কুশদ্বিজ, তীর্থজল, গব্য, গোমূত্র, গোময়, এই সকল বস্তু স্থাপন করিবে; তাহারা অযুতবর্ষ কালসূত্র নরকে নিশ্চয়ই পড়িবে। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা, পৃথিবীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া দেবগণ ও পৃথিবীর সহিত শিবালয় কৈলাসে গমন করিলেন। বিধাতা সেই রমণীয় আশ্রমে যাইয়া মন্দাকিনীতটে অক্ষয় বটমূলে উপবিষ্ট শঙ্করকে দেখিলেন। তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও ভূষণ দাক্ষায়ণীর অস্থিনিচয়; তিনি ত্রিশূল ও পট্টিশ ধারণ করিতেছেন; তিনি পঞ্চানন ও ত্রিনয়ন; তিনি নানা সিদ্ধপরিবৃত ও যোগীন্দ্রগণ-সেবিত হইয়া সহাস্যে সানন্দে অপ্সরাগণের নৃত্য দেখিতেছেন। তিনি কুতূহলে গন্ধর্ব্ব-সঙ্গীত শুনিতেছেন ও নিরীক্ষমাণা পার্ব্বতীকে বক্র-নয়নে প্রীতি-পূর্ব্বক দেখিতেছেন। ৩২—৪৪। দেখিলেন;—শিব মন্দাকিনীজাত পদ্মবীজের মালায় পুলকজনক কল্যাণময়, হরিনাম জপ করিতেছেন। এই সময়ে সেই ব্রহ্মা নতকন্ধর হইয়া সুরগণ ও পৃথিবীর সহিত ধূর্জ্জটির অগ্রে অবস্থান করিলেন। মহাদেব জগদ্গুরু ব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া শীঘ্র ভক্তি-পূর্ব্বক উঠিলেন ও মস্তকদ্বারা প্রণাম করত ব্রহ্মার নিকট আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। শশিশেখর মহাদেবকে সকল দেবগণ ও ধরাদেবী ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। মহাদেবও সকলের প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা পার্ব্বতীকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। ভক্তবৎসল মহাদেব, তাহা শুনিয়া শীঘ্রই অবনতমুখ হইলেন। পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর উভয়ে এইরূপে ভক্তগণের ক্লেশের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও মহেশ্বর সকল দেবগণকে ও বসুন্ধরাকে সযত্নে আশ্বাস দান করিয়া গৃহে প্রেরণ করিলেন। পরে উভয় দেবশ্রেষ্ঠ শীঘ্র ধর্ম্মের মন্দিরে আসিয়া তাঁহার সহিত বিবেচনা করত হরি-ভবন বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। সেই পরমধাম বৈকুণ্ঠ

ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে বায়ুকর্ত্তৃক ধার্য্যমাণ জরামৃত্যুনিবারণ। ঐ নিত্যধাম ব্রহ্মলোক হইতে কোটিযোজন ঊর্দ্ধে স্থিত। বিচিত্র রত্ননির্ম্মিত কবিগণের বর্ণনাতীত ও উহার রাজমার্গ পদ্মরাগ ও ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। সেই মনের ন্যায় বেগগামী সকল দেবগণ সেই মনোরম বৈকুণ্ঠে আগত হইলেন ও হরির অন্তঃপুরে গমন করত শ্রীহরিকে দেখিলেন। ৪৫—৫৫। তিনি পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক রত্নকেয়ূর, রত্নবলয় ও রত্ননূপুর প্রভৃতি রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া রত্নসিংহাসনে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার গলদেশ বনমালা-বিভূষিত এবং গণ্ডস্থল কর্ণাবলম্বি কুণ্ডলযুগলে শোভিত হইতেছে। শান্তমূর্ত্তি সরস্বতীপতি চতুর্ভুজ ভগবান্ সহাস্যবদনে কোটি-কন্দর্পের শোভা ধারণ করিতেছেন। কমলা তাঁহার চরণকমল সেবা করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ও মস্তকস্থিত রত্ন-মুকুটে শোভমান, সুনন্দ, নন্দ ও কুমুদ প্রভৃতি পার্ষদগণে তিনি পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঈদৃশ পরমানন্দময় ভক্তানুগ্রহতৎপর ভগবান্‌কে ভক্তিবিনম্রকন্ধরে প্রণাম করিয়া পরমানন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন;—প্রভো! আপনি কমলাকান্ত, সর্ব্বেশ্বর, অচ্যুত, ও শান্তমূর্ত্তি ও নিরঞ্জন; আমরা আপনার অংশজাত; এই দেবগণও আপনার কলাংশ-কলায় সঞ্জাত হইয়াছে; মনু, মুনীন্দ্র, মনুষ্য প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব আপনার অংশাংশের অংশকলায় উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। মহাদেব কহিলেন, প্রভো! তুমি নিত্য, অক্ষয়, আত্মাভিরাম, ঈশ্বর, অনাদিনিধন, সর্ব্বাদ্য, আনন্দময়, সর্ব্বরূপ, অণিমাদি সিদ্ধির কারণ, সকলের কারণ, সিদ্ধিস্ত, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিস্বরূপ, তোমার স্তব করিতে কেহই সমর্থ নহে। ধর্ম্ম কহিলেন, ভগবন্! যে বস্তু বেদে নিরূপিত আছে, পণ্ডিতেরা তাহাই বর্ণন করেন; কিন্তু বেদ যাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই, কে তাহার বর্ণন করিতে সমর্থ? তুমি নিরঞ্জন ও নির্গুণ; তোমার গুণ ও রূপ অচিন্তনীয়; অতএব তোমার গুণাতীত স্তব করিতে কিরূপে আমি সমর্থ হইব। ৬৬—৫৬। হে মুনিবর! ব্রহ্মাদির এই ষট্-শ্লোকোক্ত স্তব যে ব্যক্তি পাঠ করিতে পারে, সে শঙ্কট হইতে মুক্ত হয় ও বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারে। শ্রীহরি দেবতাদিগের এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, সুরগণ! তোমরা গোলোকে গমন কর; পশ্চাৎ আমি লক্ষ্মীর সহিত তথায় গমন করিতেছি। নর-নারায়ণ, সরস্বতী দেবী, অনন্ত, মদীয় মায়ারূপিণী দেবী, গণপতি, কার্ত্তিকেয় ও প্রসিদ্ধা বেদমাতা সাবিত্রী; ইহাঁরা নিশ্চয় সেই গোলোকধামে গমন করিবেন। আমি সেই গোলোধামে রাধিকা ও গোপীগণের সহিত দ্বিভুজ-ধারী কৃষ্ণরূপে প্রকাশমান; এই স্থলে আমি সুনন্দাদি সিদ্ধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কমলার সহিত অবস্থান করি। শ্বেতদ্বীপনিবাসী নারায়ণ ও কৃষ্ণ আমারই স্বরূপ; ব্রহ্মাদি দেবগণ আমারই অংশজাত বলিয়া বিখ্যাত এবং সুরাসুর মনুষ্যাদি সকলেই আমার অংশাংশে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা গোলক-ধামে গমন কর; তোমাদিগের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, পশ্চাৎ আমরা সকলের অভীষ্ট পূরণার্থ তথায় গমন করিব। শ্রীহরি সভামধ্যে স্বয়ং দেবগণকে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। দেবগণও হরিকে প্রণাম করিয়া জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত অদ্ভুত পরম গোলোক-ধামে গমন করিলেন। ঐ অগম্য গোলোকধাম বৈকুণ্ঠের পঞ্চাশৎ কোটীযোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত, উহা হরির ইচ্ছানুসারে নির্ম্মিত হইয়া বায়ুকর্ত্তৃক ধারিত হইয়াছে। ৬৭—৭৭। মনের ন্যায় বেগগামী সেই দেবগণ, সেই অনির্ব্বচনীয় গোলোকধামে গমনোন্মুখ হইয়া ক্রমে বিরজানদীর তীর প্রাপ্ত হইলেন। দেবগণ শুদ্ধস্ফটিকতুল্য অতি বিস্তীর্ণ মনোহর নদীতীর দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। উহার কোন কোন স্থান মুক্তা, মাণিক্য, পরশমণি ও রত্নের আকরে পরি-বেষ্টিত এবং কৃষ্ণ, শ্বেত, হরিত, ও রক্তবর্ণ, রত্নসমূহে সুশোভিত, কোন স্থলে অতি মনোহর প্রবালাঙ্কুর উদ্ভূত হইয়াছে ও কোন স্থান অমূল্য রত্নশ্রেণীদ্বারা ভূষিত। হে নারদ! উহার কোন স্থানে বিধাতারও অদৃশ্য, অত্যাশ্চর্য্য শ্রেষ্ঠ নিধির আকর এবং পদ্মরাগ ইন্দ্রনীলমণির আকর রহিয়াছে। কোন স্থানে মর-কত মণির আকর, কোন স্থানে স্যমন্তকমণির আকর, কোন স্থানে রুচকমণির আকর রহিয়াছে। কোন স্থানে অমূল্য পীতবর্ণ মণিশ্রেণীর আকরসমন্বিত রত্নের আকর রহিয়াছে ও কোন স্থানে কৌস্তুভমণির আকর আছে। কোন স্থানে অনির্ব্বচনীয় মণিসমূহের উৎকৃষ্ট আকর রহিয়াছে ও কোন কোন স্থানে উত্তম রমণীয় বিহার-স্থান রহিয়াছে। দেবগণ তথায় এইরূপ অত্যাশ্চর্য্যকর সকল বস্তু দেখিয়া সেই নদীর অপর পারে গমন করিলেন ও মনোহর শত-শৃঙ্গনামক এক পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ দেখিলেন। উহা পারিজাতবৃক্ষের বন-শ্রেণীদ্বারা বিরাজিত, কল্পবৃক্ষসমূহে পরিবৃত ও কাম ধেনুগণে বেষ্টিত। ঐ পর্ব্বত ঊর্দ্ধে কোটিযোজন, দৈর্ঘ্যে

উহার দশগুণ অধিক ও উহার প্রস্থ পঞ্চাশৎকোটি-যোজন পরিমিত। ইহার শিখরদেশে প্রাকারের মত দর্শনীয় দশযোজন বিস্তীর্ণ বর্ত্তুলাকার উত্তম রাসমণ্ডল; ইহা মধুকরগণসঙ্কুল সুগন্ধিপুষ্পিত সহস্র পুষ্পোদ্যান-সমন্বিত, উত্তম রত্নসংযুক্ত রতিমন্দিরসমূহে শোভিত, সহস্রকোটী রত্নমণ্ডপসমন্বিত এবং রত্নসোপান-শোভিত। উত্তম রত্নকুম্ভসমন্বিত সুশোভিত হরিন্মণি-ময় স্তম্ভসমূহে শোভিত। ৭৮—৯১। অনেক স্তম্ভ চতুর্দ্দিকে সিন্দুরবর্ণ মণিদ্বারা খচিত; উহার মধ্যভাগ মনোহর ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা ভূষিত। উহা রত্নপ্রাকার-সমন্বিত মণিবিশেষরাজিত ও কবাটযুক্ত চতুর্দ্বারে শোভিত। চারিদিকে বজ্রগ্রন্থিযুক্ত রসাল পল্লবসমন্বিত কদলীস্তম্ভসমূহবিরাজিত; উহা শুক্লধান্য, পর্ণ, লাজ, ফল, দুর্ব্বাঙ্কুরে অন্বিত ও চন্দন অগুরু কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রব্যে চর্চ্চিত। হে নারদ! রত্নালঙ্কারসংযুক্ত রত্নমালাবিরাজিত কোটিসংখ্যক গোপকন্যাসমূহে ঐ স্থান বেষ্টিত রহিয়াছে। উহারা রত্নকঙ্কন, রত্নকেয়ূর ও রত্ননূপুরে বিরাজিত; গণ্ডস্থলে রত্নময় কুণ্ডলদ্বয় শোভিত। ঐস্থান রাধিকার আদেশে সুন্দরীসমূহে রক্ষিত; ইহাদের হস্তাঙ্গুলি, সুন্দর রত্নাঙ্গুরীয়সমূহে ও রত্নময় পাশকসমূহে বিরাজিত; উহারা উত্তম রত্ন-মুকুট ও রত্নভূষায় ভূষিত; উহাদের নাসামধ্যভাগে গজেন্দ্রমুক্তার অলঙ্কার; উহাদের ললাটের অধঃস্থল সিন্দুরবিন্দুযুক্ত থাকায় উজ্জ্বল; উহারা উৎকৃষ্ট চম্পক-বর্ণাভ চন্দনদ্রব্যে চর্চ্চিত; উহাদের পরিধান পীতবস্ত্র ও মুখমণ্ডল বিম্বফলের মত মনোরম-অধরশালী ও শরৎকালীন পূর্ণিমাচন্দ্রের ন্যায় কমনীয় ও উজ্জ্বল। উহাদিগের নয়ন শারদীয় প্রফুল্লপদ্মশোভাকেও নিন্দা করিতেছে ও কস্তূরী-পত্রিকা ও কজ্জলরেখায় সমুজ্জ্বল; উহারা প্রফুল্লমালতীমালাসমূহে সুশোভিত ও মধুলুব্ধ ময়ূকরগণে সঙ্কুল কবরীভারে শোভিত; উহাদের সুন্দর গমন গজ ও খঞ্জনকে উপহাস করিতেছে ও উহারা ভ্রূভঙ্গিসমন্বিত মৃদুহাস্য করিতেছে; উহাদের দন্তাবলি সুপক্ক দাড়িম্বফলের ন্যায় বিরাজ করিতেছে; উহাদিগের নাসিকা পক্ষিবরের চঞ্চুপুটের ন্যায় শোভাশালী ও উন্নত; উহারা গজরাজগণ্ডদ্বয়সদৃশ কুচযুগলভারে এবং নিতম্ব ও কঠিন পীনশ্রোণিভারে অবনতা; উহাদের অন্তর কামবাণবিলাসে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে ও উহারা দর্পণসমূহে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ নিজ নিজ মুখের সৌন্দর্য্যদর্শনে তৎপরা; উহারা রাধিকার পাদপদ্ম-সেবায় আসক্তচিত্তা ইহা দেবগণ দর্শন করিলেন। ৯২—১০৯। রাসমণ্ডল, শ্বেতরক্ত-লোহিতবর্ণ কমলরাজি বিরাজিত লক্ষ লক্ষ ক্রীড়া-সরোবরে পরিবেষ্টিত এবং সুমধুর রবকারী ভ্রমরগণ-সমাকুল কুসুমিত পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত। ঐ পুষ্পোদ্যানে পুষ্পশয্যাসমন্বিত কোটি কুঞ্জ-কুটীর বিদ্যমান আছে এবং উহা কর্পূর, তাম্বুল ও বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ ভোগদ্রব্যে সুসজ্জিত চতুর্দ্দিকে শ্বেতচামর দর্পণ, প্রজ্জ্বলিত রত্ন প্রদীপ ও শোভাময় বিচিত্র পুষ্পমালায় সুশোভিত। দেবগণ সেই রাসমণ্ডল অবলোকন করিয়া পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা রাধামাধবের প্রিয় বৃন্দাবননামক সুরম্য বিশেষ সুন্দর বন দেখিলেন। ১১০—১১৪। ঐ বনমধ্যে ফল-বৃক্ষশোভিত বিরজানদীর সুশীতল-কণবাহী কস্তূরী-পত্রসংসর্গী সমীরণে রমণীয় রাধামাধবের ক্রীড়াস্থান রহিয়াছে। হে নারদ! ঐ বৃন্দাবনের কোন অংশ সুমধুর-রবকারী ভ্রমরগণ-সমাকুল নবপল্লব-শোভিত কেলিকদম্বসমূহে কমনীয়; কোন অংশ চন্দন, মন্দার ও চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষের সুগন্ধিকুসুমাদির গন্ধে সুরভিত; আম্র, নাগরঙ্গ, পনস, তাল, নারিকেল, জম্বু, বদরী, খর্জ্জুর, গুবাক, আম্রাতক, জম্বীর, কদলী, শ্রীফল, দাড়িম্ব, প্রভৃতি মনোহর সুপক্ক ফলসমন্বিত বৃক্ষসমূহে বিরাজিত এবং পিয়াল, সাল, অশ্বত্থ, নিম্ব, শাল্মলী, তিন্তিড়াদি শোভন বৃক্ষসমূহেও শোভিত রহিয়াছে। উহা অন্যান্য বৃক্ষসমূহসঙ্কুল ও চারিদিকে কল্পবৃক্ষসমূহে বিরাজিত; মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, কেতকী, মাধবীলতা, যুথিকা পুষ্পসমূহ ঐ বনের শোভা সম্পাদন করিতেছে। হে নারদ! উহাতে পঞ্চাশৎকোটি চারুকুঞ্জ কুটীর রহিয়াছে। দেবগণ দেখিলেন, ঐ সকল কুটীরে ধূপামোদিত রত্নপ্রদীপ জ্বলিতেছে, সুগন্ধি বায়ু সুবাসিত শৃঙ্গারোপযোগী দ্রব্য রহিয়াছে ও মালাসমূহসমন্বিত চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পশয্যা রহিয়াছে। উহা মধুলুব্ধ মধুকরকুলের মধুর শব্দে শব্দিত এবং রত্নালঙ্কারভূষিত গোপীগণে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। ১১৫—১২৭। উহাতে রাধিকার আজ্ঞাক্রমে পঞ্চাশৎকোটি গোপীকর্ত্তৃক রক্ষিত অতি রমণীয় দ্বাত্রিংশৎ কানন রহিয়াছে। হে নারদ! ঐ বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে এক সুন্দর নির্জ্জন স্থান রহিয়াছে; উহা সুপক্ক মধুর স্বাদু ফলে শ্রেষ্ঠ বন হইয়াছে। উহা গোষ্ঠধেনুসমূহ ও সুগন্ধিপুষ্পিত পুষ্পোদ্যান-সহস্র-সমন্বিত মধুলুব্ধ মধুকরসমূহযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-সমান রূপশালী পঞ্চাশৎকোটি সংখ্যক গোপজনের অনুত্তম রত্ননির্ম্মিত সুন্দর নিবাসস্থানে বিরাজিত। দেবগণ এতাদৃশ রমণীয় বৃন্দাবন অবলোকন করিয়া চতুর্দ্দিকে

বর্ত্তুলাকার কোটিযোজন বিস্তীর্ণ গোলোকধামে গমন করিলেন। হে নারদ! ঐ ধাম রত্নপ্রাচীরে বেষ্টিত; চতুর্দ্বারসমেত, দ্বারপাল গোপসমূহে সমন্বিত; রত্নখচিত নানাভোগ্যবস্তুসমন্বিত, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর গোপদিগের পঞ্চাশৎকোটি আশ্রমে সুশোভিত; ঐ ধাম, তদপেক্ষাও সুন্দররূপে রত্নসমূহে নির্ম্মিত ভক্তগোপদিগের শতকোটি আশ্রমে এবং তদপেক্ষাও অধিক বিলক্ষণ অমূল্য রত্ননির্ম্মিত কৃষ্ণপার্ষদদিগের দশকোটি আশ্রমে সংযুক্ত; শ্রীকৃষ্ণের রূপধারী কৃষ্ণপার্ষদপ্রবরদিগের উত্তম রত্ননির্ম্মিত কোটিসংখ্যক আশ্রম ও রাধিকার প্রতি বিশুদ্ধভক্তিযুক্তা গোপীদিগের রত্ননির্ম্মিত দ্বাত্রিংশৎকোটি আশ্রম উহাতে বর্ত্তমান; তাহাদিগের কিঙ্করীগণেরও মনোহর মণিরত্নাদিরচিত দশকোটি ভবন তথায় আছে। হে নারদ! এই ভারতভূমিতে যাঁহারা শতজন্ম তপঃসাধনে পবিত্র, সুদৃঢ় হরিভক্তিপরায়ণ ও কর্ম্মবন্ধনচ্ছেদনে সমর্থ, পরম ভক্ত এবং যাঁহারা স্বপ্নে জ্ঞানে হরিধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া দিবানিশি 'রাধাকৃষ্ণ' এই নাম জপ করেন; সেই কৃষ্ণভক্তগণের উৎকৃষ্ট মণিরত্নবিনির্ম্মিত নানাভোগসমন্বিত, পুষ্পশয্যা, পুষ্পমালা, শ্বেত চামর ও হরিদ্বর্ণ মণিগণভূষিত রত্নদর্পণে সুশোভিত, শতকোটী নিবাসমন্দির সেই গোলোকধামে বিদ্যমান আছে। ঐ মন্দিরসকলের শিখরদেশ অমূল্য রত্নকলসে সুসজ্জিত ও উহার মধ্যভাগ সূক্ষ্মবস্ত্রে সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। জগৎপ্রভু দেবগণ সেই অদ্ভুত গোলোকধাম দর্শন করিয়া আনন্দে কিয়দ্দূর গমনপূর্ব্বক সেই স্থলে রমণীয় অক্ষয় বট দেখিলেন। ঐ অক্ষয় বট পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ ও দশযোজন উন্নত। উহা সহস্র স্কন্ধসংযুক্ত, অসংখ্য শাখাসমন্বিত, রত্নময় বেদিমণ্ডলে পরিশোভিত ও সুপক্ব রত্নময় ফলে সমাকীর্ণ। ১২৮—১৪৭। অনন্তর দেবগণ ঐ বটবৃক্ষের মূলদেশে পীতবস্ত্রধারী ক্রীড়াসক্ত মধুরমূর্ত্তি রত্নভূষণে বিভূষিত ও চন্দন-চর্চ্চিতাঙ্গ কৃষ্ণস্বরূপ গোপ-বালকগণকে দেখিলেন। হে নারদ! অনন্তর কৃষ্ণের পার্ষদপ্রবরগণকে দর্শনপূর্ব্বক অতি দূরে সিন্দূরবৎ রক্তবর্ণ পদ্মরাগমণি, ইন্দ্রনীলমণি, হীরক ও রুচকনামক মণিমণ্ডলে সুশোভিত এক মনোহর রাজমার্গ দর্শন করিলেন। ঐ রাজমার্গ অগুরু চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমরসে সিক্ত; উহার চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব বেদিকাযুক্ত রত্নমণ্ডপ বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ রাজপথের স্থানে স্থানে কুঙ্কুমাক্ত রত্নস্তম্ভ সংরোপিত এবং তাহাতে সূক্ষ্মসূত্রে গ্রথিত শ্রীখণ্ডের পল্লবমালা বিরাজমান রহিয়াছে, দধি, পর্ণ, লাজ, ফল, পুষ্প, দূর্ব্বাঙ্কুর প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য তাহাতে সংলগ্ন রহিয়াছে। উহাতে আবার সিন্দুর কুঙ্কুমাক্ত গন্ধ চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পমালা বিভূষিত ফলশাখাসমন্বিত রত্নময় মঙ্গল কলস অতিশয় শোভা পাইতেছে। রাজপথ ক্রীড়াসক্ত গোপিকাগণে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত। অনন্তর গমনোৎসুক দেবগণ, বহুমূল্য রত্নে বিনির্ম্মিত সোপানশোভিত; অগ্নিবিশুদ্ধ বসন, শ্বেত চামর, দর্পণ, রত্নময় শয্যা ও পুষ্পমালা বিভূষিত; ষোড়শদ্বারসংযুক্ত রত্নময় প্রাকারপরিবেষ্টিত; পরিখাযুক্ত, অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুমদ্রব্যে চর্চ্চিত এবং অসংখ্য দ্বারপালকর্ত্তৃক সুরক্ষিত মনোরম রাজপুর দর্শন করিলেন। ১৪৮—১৫৮। হে নারদ! তাঁহারা কিয়দ্দুর গমন করিয়া পরে রাসেশ্বরী দেবাধিদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা গোপীবরা রাধিকার রম্যদ্রব্যযুক্ত রমণীয় আশ্রম দেখিলেন। সকলের অনির্ব্বচনীয় ঐ আশ্রমকে, পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিতে সমর্থ নহেন, উহা সুচারুবর্ত্তুলাকার; উহার পরিমাণ দ্বাদশক্রোশ। উহা অমূল্যরত্নসারনির্ম্মিত, রত্নপ্রভায় প্রজ্বলিত, শতমন্দির-শোভিত, অলঙ্ঘনীয় গভীর পরিখাসমূহে বিরাজিত কল্পবৃক্ষ-পরিবৃত। উহার মধ্যে শতপুষ্পোদ্যান রহিয়াছে। রাজপুর অমূল্যরত্ননির্ম্মিত প্রাকারে পরিবেষ্টিত, উত্তম রত্নবেদিকান্বিত ও ঐ প্রকার সপ্তদ্বারসমন্বিত। হে নারদ! ঐ সকল দ্বারে বিচিত্র বহুল রত্ন-চিত্র শোভা পাইতেছে। হে নারদ! তথায় ঐ প্রধান সপ্তদ্বার হইতে ক্রমে ক্রমে চারিদিকে ষোড়শ দ্বার রহিয়াছে। দেবগণ ঐ সহস্রধনু-পরিমাণে উন্নত, মনোহর উত্তম রত্ন-কলসসমূহে প্রদীপ্ত রমণীয় প্রাকার অবলোকনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে তাঁহারা ঐ আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া অনুপম আনন্দে কিয়দ্দুর গমন করিলেন। তাঁহারা অগ্রে গমন করিলে সেই আশ্রম তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। হে নারদ! পরে তাঁহারা গোপাল ও গোপিকাদিগের অমূল্য রত্ন-রচিত শতকোটিসংখ্যক উৎকৃষ্ট আশ্রম দর্শন করিলেন, ও চারিদিকে গোপদিগের সকল আশ্রম ও গোপিকাদিগের অন্যপ্রকার নূতন নূতন সুন্দর সুন্দর আশ্রম দর্শন করিতে লাগিলেন। ১৫৯—১৭০। দেবগণ এইরূপে সেই বর্ত্তুলাকার রমণীয় নিখিল বৃন্দাবন অবলোকন করিয়া পাবন গোলোকধামে গমন করিলেন। প্রথমে শতশৃঙ্গ পর্ব্বত, তৎপরে বিরজা নদী; দেবগণ তাহার পরে গমন করিলেন ও বায়ুাধার উত্তম রত্নময় অত্যাশ্চর্য্য গোলোকধাম দেখিলেন। উহা রাধিকার জ্ঞান-

বন্ধনের জন্য ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ম্মিত সহস্র সরোবরে সমন্বিত ও অশেষ মঙ্গলের আলয়। দেবগণ তথাও অতি মনোহর নৃত্য দর্শন ও রাধাকৃষ্ণগুণ-সমন্বিত-তানলয়শুদ্ধ মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন। হে নারদ! দেবগণ ঐ গীতামৃত পান করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে কৃষ্ণাসক্তমানস সেই দেবগণ ক্ষণকালপরে চেতনা পাইয়া স্থানে স্থানে মনোহর অতি আশ্চর্য্য দেখিলেন। নানা বেশধারিণী সকল গোপীগণকে দেখিলেন;—কোন কোন গোপিকা মৃদঙ্গহস্তা; কেহ কেহ বীণাধারিণী; কেহ কেহ চামরহস্তা; কোন কোন গোপিকা করতাল দিতেছে; কাহার কাহার হস্তে যন্ত্রবাদ্য রহিয়াছে; কাহার বা রত্ননূপুর শব্দায়মান হইতেছে; কোন কোন উত্তমা গোপিকাগণের রত্নময় কিঙ্কিনীজাল শব্দিত হইতেছে; কেহ কেহ বা মস্তকে কুম্ভ লইয়া নৃত্যবিশেষে আসক্তচিত্ত রহিয়াছে; কোন কোন গোপিকা পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছে, কেহ কেহ বা তাহাদিগের নায়িকা হইয়াছে; কোন কোন গোপিকা কৃষ্ণবেশ ধারণ করিয়াছে; অন্যান্য গোপী রাধাবেশ ধারণ করিয়াছে; কেহ কেহ সংযোগনিরতা। কোন কোন গোপী আলিঙ্গনে আসক্তা; কেহ কেহ বা ক্রীড়াসক্তা রহিয়াছে; জগৎপ্রভুগণ সেই সকল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। হে নারদ! তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাধিকার সখীগণের বহু আশ্রম ও গৃহ দেখিলেন। উহারা রূপ, গুণ, বেশ, যৌবন, সৌভাগ্য ও বয়সে সকলেই সদৃশী। দেখিলেন, অনির্ব্বচনীয়-বেশা রাধিকার বয়স্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রধানা গোপিকা অবস্থান করিতেছে। তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর;—সুশীলা, শশিকলা যমুনা, মাধবী, রতি, কদম্বমালা, কুন্তী, জাহ্নবী, স্বয়ংপ্রভা, চন্দ্রমুখী, পদ্মমুখী, সাবিত্রী, সুধামুখী, শুভা, পদ্মা, পারিজাতা, গৌরী, সর্ব্বমঙ্গলা, কালিকা, কমলা, দুর্গা, ভারতী, সরস্বতী, গঙ্গা, অম্বিকা, মধুমতী, চম্পা, অপর্ণা, সুন্দরী, কৃষ্ণপ্রিয়া, সতীনন্দনী ও নন্দনা ইহারা প্রধানা গোপিকা। এই সমানরূপগুণশালিনী গোপীদিগের আশ্রম—রত্ন ও ধাতুশোভিত এবং বহুবিধ চিত্রে চিত্রিত; অমূল্য রত্নকুম্ভ ইহার শিখরদেশে বিরাজমান। ইহা উৎকৃষ্ট রত্নরচিত শ্রেষ্ঠমণিযুক্ত শুভ্রবর্ণ ও অতি মনোহর। এই গোলোক ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে ঊর্দ্ধে অবস্থিত, ইহার ঊর্দ্ধে আর কোন লোক নাই, ঊর্দ্ধে সকল শূন্যময়। তাহাই বিধাতার সৃষ্টিশেষে অবস্থিত ও সপ্তরসাতলের অধোভাগে আর সৃষ্টি নাই। তাহার অধোভাগে জল ও অন্ধকার আছে। উহা অগম্য ও অদৃশ্য, ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত ও বহির্ভাগের বিষয়; সকলই এই শ্রবণ করিলে। ১৭১—১৯২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন,—সেই দেবগণ নিখিল গোলোকধাম অবলোকন করিয়া সানন্দচিত্তে পুনর্ব্বার রাধিকার প্রধান দ্বারে গমন করিলেন। ঐ দ্বার উৎকৃষ্ট রত্ন ও মণিনির্ম্মিত বেদিকাদ্বয়ে সমন্বিত; হরিদ্রাভ মণিময় হীরকমিশ্রিত অমূল্য রত্নখচিত কপাটে বিভূষিত আছে। বীরভানুনামক এক প্রধান গোপকে তথায় নিযুক্ত দেখিলেন। উহার পরিধান পীতবস্ত্র। বীরভানু, রত্নসিংহাসনস্থিত রত্নভূষণে ভূষিত ও রত্নমুকুট বিরাজিত। দেবগণ, নানা চিত্রে বিচিত্রিত দ্বারে উপনীত হইয়া দ্বারপালকে স্ব স্ব গমনাভিলাষ বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন দ্বারপাল নিঃশঙ্কচিত্তে দেবগণকে কহিল, সুরগণ! আমি প্রভুর অনুমতি ভিন্ন পুরমধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিব না। হে নারদ! অনন্তর দ্বারপাল শ্রীকৃষ্ণের নিকট দেবগণের আগমনবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনার্থ ভৃত্যগণকে প্রেরণ করিলেন এবং ভৃত্যের মুখ হইতে কৃষ্ণের অনুজ্ঞা পাইয়া দেবগণকে পুরপ্রবেশে অনুমতি দিলেন। দেবগণ সেই দ্বারপালকে সম্ভাষণপূর্ব্বক ততোধিক মনোরম বিচিত্র সুন্দর দ্বিতীয় দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, চন্দ্রভানামক শ্যামবর্ণ কিশোরবয়স্ক রত্নভূষণ-বিভূষিত ও পঞ্চলক্ষ গোপে পরিবেষ্টিত এক গোপ, রত্নসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সুচারু স্বর্ণবেত্র হস্তে ঐ দ্বারে নিযুক্ত রহিয়াছেন। অনন্তর দেবগণ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া মণিতেজে প্রজ্বলিত বিচিত্র ও ততোধিক সুন্দর তৃতীয় দ্বারে উপনীত হইয়া এক দ্বিভুজ, মুরলীধর, শ্যামসুন্দর, কিশোর দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত গোপকে দেখিলেন। উহার কপোলদেশ কর্ণাবলম্বিত রত্নময় কুণ্ডলযুগ্মে শোভিত, তিনি রাধাকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় পাত্র এবং নবলক্ষ গোপে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজার ন্যায় দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। দেবগণ ঐ দ্বারপালকে সম্ভাষণ করিয়া মণিতেজে প্রদীপ্ত অত্যদ্ভুত চিত্রে রঞ্জিত ও অতীত দ্বার অপেক্ষা বিলক্ষণ রম্য ও মনোহর চতুর্থ দ্বারে উপনীত হইয়া পরম সুন্দর কিশোর ব্রজেশ্বর বসুভাননামক গোপকে দেখিলেন। ঐ গোপ রত্ন-ভূষণে ভূষিত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মণিদণ্ড হস্তে ঐ দ্বার রক্ষা করিতে-

ছেন। উহাঁর অধর ও ওষ্ঠ পক্কবিম্বের ন্যায় সুন্দর এবং বদন সহাস্য। দেবগণ ঐ বসুভানকে সম্ভাষণ করিয়া মণিময় ভিত্তিস্থিত বিচিত্র চিত্রে সমুজ্জ্বল পঞ্চম দ্বারে উপনীত হইলেন। ১—১৮। ঐ দ্বারে দেবভাননামক গোপ রত্ন-ভূষণে ভূষিত হইয়া রত্ন সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক দ্বার রক্ষা করিতেছেন। সেই দ্বারী কদম্বকুসুমে সুশোভিত, উৎকৃষ্ট রত্নকুণ্ডলে বিভূষিত এবং অগুরুচন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুমদ্রব্যে চর্চ্চিত ও দশলক্ষ প্রজাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বেত্র-হস্তে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ ও গলদেশে রত্নমালা শোভা পাইতেছে। দেবগণ আনন্দিতচিত্তে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া, ষষ্ঠদ্বারে উপনীত হইলেন। ঐ দ্বার মণিময় ভিত্তিদ্বয়যুক্ত ও পুষ্পমালাবিভূষিত এবং নানা চিত্রে বিরাজিত এবং তথায় শক্রভাননামক গোপকে দেখিলেন। ঐ দ্বার-পাল দশ লক্ষ প্রজাগণে পরিবেষ্টিত ও নানালঙ্কারে সমলঙ্কৃত হইয়া ঐ রমণীয় দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার কর্ণে রত্নকুণ্ডল ও গলদেশে শ্রীখণ্ড-পল্লব শোভা পাইতেছে। দেবগণ সত্বর তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া অতীত ষড়্দ্বার হইতে বিলক্ষণ নানাপ্রকার চিত্রে বিচিত্রিত সপ্তম দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় হরির প্রিয়পাত্র রত্নভাননামক গোপ দ্বাদশ-লক্ষ গোপে পরিবেষ্টিত ও বিবিধরত্নে ভূষিত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক চন্দনাক্ত কলে-বরে বেত্রহস্তে সেই দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত রহিয়া-ছেন। তাঁহার গলদেশ পুষ্পমালাবিভূষিত ও মুখ-কমল সহাস্য এবং স্বয়ং রাজেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেবগণ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া ঐ সপ্তম দ্বার হইতে উৎকৃষ্ট অষ্টম দ্বারে গমন করি-লেন ও তথায় অতি সুন্দর সুপার্শ্বনামক দৌবারিককে দেখিলেন। তাঁহার বদন সস্মিত ললাট, শ্রীখণ্ডতিলক-সমুজ্জ্বল, অধর ওষ্ঠ বন্ধুজীব কুসুমের ন্যায় সুন্দর ও স্বয়ং রত্নকুণ্ডল প্রভৃতি সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত; রত্নদণ্ড-ধারী এবং দ্বাদশলক্ষ যুবক গোপগণে পরিবৃত। ১৯—৩১। অনন্তর দেবগণ বজ্র ও উৎকৃষ্ট রত্নে নির্ম্মিত চতুর্ব্বেদিকাসমন্বিত মালাসমূহে শোভিত ও বিচিত্র চিত্রযুক্ত অপূর্ব্ব অভিলষিত নবম দ্বারে গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা সুন্দরাকৃতি নানাভূষণে ভূষিত ও দ্বাদশ লক্ষ গোপে পরিবৃত মনোহর সুবল-নামক গোপকে দেখিলেন ও সেই বেত্রপাণি সুবলকে সম্ভাষণ করিয়া অন্য দ্বারে যাইলেন। হে নারদ! তাঁহারা সেই সকলের অনির্ব্বাচনীয় অদৃষ্ট ও অশ্রুত দশম দ্বার অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় রূপবান্ কৃষ্ণসদৃশ মনোহর বিংশতি লক্ষ গোপগণে পরিবৃত সুদামনামক দ্বার-রক্ষককে দেখিলেন। দেবগণ সেই দণ্ডহস্ত সুদামকে দেখিয়াই অত্যদ্ভুত সুচিত্র একাদশাখ্য অপর দ্বারে গমন করিলেন। তথায় রাধিকার পুত্রতুল্য পীতবস্ত্র ব্রজেশ্বর শ্রীদামনামক দ্বারপালকে দেখিলেন। ঐ শ্রীদাম অমূল্য রত্নরচিত রম্য সিংহাসনোপবিষ্ট ও অমূল্য রত্নভূষায় ভূষিত এবং চন্দন অগুরু কস্তূরী কুঙ্কুমে বিরাজিত উহাঁর গণ্ডস্থলে উত্তম রত্নকুণ্ডল রহিয়াছে এবং তিনি শ্রেষ্ঠরত্ননির্ম্মিত বিচিত্র মুকুটে শোভিত ও সর্ব্বাঙ্গে প্রফুল্ল মালতীমালাসমূহে বিরাজ-মান। তিনি কোটি গোপে পরিবৃত এবং রাজেন্দ্র হইতেও অধিক সুশোভিত। হে নারদ! দেবগণ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া অমূল্য রত্ননির্ম্মিত বেদিকা-সমূহে সমন্বিত ও সকলের দুর্লভ, অত্যাশ্চার্য্য, অদৃশ্য অশ্রুতপূর্ব্ব এবং হীরকভিত্তির উপরি অবস্থিত; নানা চিত্রে সুন্দর অতি মনোহর দ্বাদশ দ্বারে সানন্দে গমন করিলেন। দেবগণ সেই দ্বারে নিযুক্ত রূপ-যৌবনসম্পন্ন রত্নাভরণভূষিত গোপাঙ্গনাগণকে দেখিলেন। তাঁহারা পীতবস্ত্র পরিধানা, কবরীভারে শোভিতা ও সর্ব্বাঙ্গে মালতীমালানিকরে ভূষিতা, রত্ন-কঙ্কণ রত্নকেয়ূর রত্ননূপুরে অলঙ্কৃতা; উহাঁদের গণ্ড-স্থলে রত্নময় কুণ্ডলদ্বয় বিরাজ করিতেছে, তাঁহারা পীনশ্রোণি ও নিতম্বভারে অবনতা এবং চন্দন অগুরু কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রব্যে চর্চ্চিতা; তাঁহারা শতকোটি গোপীকার প্রধানা; শ্রীকৃষ্ণেরও প্রিয়তমা। এইমত কোটিসংখ্যক গোপিকা-অবলোকনে দেবগণ বিস্ময়া-বিষ্ট হইলেন। ৩২—৫০। হে মুনে! তাঁহারা সেই সকল গোপিকাকে সম্ভাষণ করিয়া সানন্দচিত্তে দ্বারা-ন্তরে গমন করিলেন ও ক্রমশঃ দ্বারত্রয়ে অতি মনোহরা শ্রেষ্ঠতমা রম্যা ধন্যা মান্যা সুন্দরী গোপাঙ্গনাগণ দর্শন করিলেন। উহারা সকলেই রাধিকার প্রিয়তমা সৌভাগ্যশালিনী, রমণীয় ভূষণে ভূষিতা ও নবযৌবন-সম্পন্না, অতি রমণীয় বিচক্ষণগণের অনিরূপণীয় সক-লের অদৃশ্য অদ্ভুতাশ্রয় দ্বারত্রয় দর্শন করিয়া প্রভু দেবগণ সেই সকল গোপিকাদিগকে সম্ভাষণ করত পরম বিস্মিত হইয়া ষোড়শাখ্য মনোহর রাধিকায় অভ্যন্তরদ্বারে গমন করিলেন। হে নারদ! ঐ দ্বার রাধিকার রূপযৌবনসম্পন্ন রত্নালঙ্কারে ভূষিত, নানা গুণসমন্বিত অনির্ব্বচনীয় বেশধারিণী ত্রয়স্ত্রিংশৎ বয়স্যাসমূহে রক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা রত্ন-কঙ্কণ

রত্নপুর ও রত্নকেয়ূরে বিভূষিতা; তাঁহাদিগের মধ্যদেশ উৎকৃষ্ট রত্নরচিত; কিঙ্কিণীজালে বিভূষিত; গণ্ডস্থল কর্ণস্থিত রত্নকুণ্ডলে শোভিত; প্রফুল্লমালতীমালায় বক্ষঃস্থল সমুজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদিগের মুখচন্দ্র শারদীয় পূর্ণিমা চন্দ্রের শোভাকেও পরাজিত করিয়াছে; মস্তকে মনোহর কবরীভার নানা ভূষণে বিভূষিত ও পারিজাত কুসুমমালায় বেষ্টিত হইয়া পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে। তাঁহাদিগের অধর ও ওষ্ঠদেশ পক্কবিম্বের সদৃশ এবং পক্ক দাড়িম্ববীজসদৃশ দন্তপঙক্তি বিরাজিত, মুখকমল সদা সহাস্য রহিয়াছে। হে নারদ! তাঁহারা চারু চম্পক কুসুমবর্ণা ও ক্ষীণমধ্যা; তাঁহাদিগের খগেন্দ্রচঞ্চুশোভানিন্দিত নাসিকায় সুন্দর গজমুক্তা দোদুল্যমান রহিয়াছে এবং তাঁহারা পীন-নিতম্বভারে ও গজেন্দ্রগণ্ডের ন্যায় কঠিন স্তনভারে অবনত হইয়া শ্রীহরির চরণকমলে দত্তচিত্তা হইয়া রহিয়াছেন। দেবগণ দ্বারস্থিত ঈদৃশ গোপিকাগণকে দর্শন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে উৎকৃষ্ট মণিরত্নে ও বেদিকাযুগ্মে পরিশোভিত পরমাশ্চর্য্য শ্রীমতী রাধিকার অভ্যন্তরদ্বার অবলোকন করিলেন। ঐ দ্বার হরিদ্বর্ণ মণিময় স্তম্ভসমুহে সুশোভিতা। উহার মধ্যভাগ সিন্দুরাকার মণিমণ্ডলে বিরাজিত ও পারিজাত কুসুমে বিভূষিত থাকায় তৎসংসর্গে সুগন্ধ বায়ুতে সুরভিত হইয়াছে। তাঁহারা ঈদৃশ রাধিকার অভ্যন্তরদ্বার অবলোকন করত শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলদর্শনে সমুৎসুক হইলেন। দেবগণ পুলকাঞ্চিত-বিগ্রহ, ভক্তির উদ্রেকে অশ্রুপূর্ণনয়ন ও ঈষৎ নতকন্ধর হইয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক শীঘ্র গমন করিলেন ও নিকটে মন্দিরমধ্যস্থিত চতুঃশাল মনোহর, রাধিকার অভ্যন্তরগৃহ দেখিতে পাইলেন। ৫১—৭০। উহা অমূল্য রত্নসারে নির্ম্মিত হীরকখচিত নানা মণিস্তম্ভে ভূষিত, পারিজাত কুসুমের মালানিকরে বিরাজিত; মুক্তা মাণিক্য শ্বেতচামর, দর্পণসমূহ এবং অমূল্যরত্নকলসে ভূষিত। হে নারদ! ঐ সকল কলস শ্রীখণ্ডপল্লব ও পট্টসূত্রগ্রন্থিসমন্বিত রহিয়াছে। উহা মণিস্তম্ভসমন্বিত রমণীয় প্রাঙ্গণে ভূষিত ও চন্দন, অগুরু কস্তুরী, ও কুঙ্কুমদ্রব্যে চর্চ্চিত এবং শুক্লধান্য, শুক্ল পুষ্প, প্রবাল, ফল, তণ্ডুল ও পূর্ণপাত্র, দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল, লাজ ও নির্ম্মঞ্ছনে বিভূষিত রহিয়াছে। উহা রত্নফলসনাথ সিন্দুর ও কুঙ্কুমসমন্বিত পারিজাত পুষ্পের মালাযুক্ত রত্নকুম্ভে বিরাজিত রহিয়াছে ও সর্ব্বত্র কুসুমসুগন্ধি বায়ুদ্বারা সুগন্ধীকৃত ও সকলের অনির্ব্বচনীয় অনিরূপণীয় ও ব্রহ্মাণ্ডদুর্লভ যে যে বস্তু; সেই সকল দ্রব্যে বিরাজিত; মনোহর রত্নশয্যা সূক্ষ্মবস্ত্র পরিচ্ছদ ও পারিজাত মালানিকরে সুশোভিত। হে নারদ! কোটিসংখ্যক অমূল্য মনোহর রত্নকুণ্ডল ও রত্নপাত্রে উহা বিভূষিত ও নানাপ্রকার বাদ্যের সুমধুর শব্দ ও বীণাস্বর ও গোপীসঙ্গীতে পরিপূর্ণ। হে নারদ! উহা মৃদঙ্গবাদ্যের শব্দ ও কৃষ্ণসদৃশ গোপসমূহে পরিবৃত রহিয়াছে ও রাধিকার সখী গোপিকাগণে বিরাজিত রহিয়াছে। উহাতে রাধাকৃষ্ণগুণান্বিত মধুর সঙ্গীত শ্রুত হইতেছে, দেবগণ এতাদৃশ অভ্যন্তরদর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ এবং উত্তম নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন ও তথায় সকলে তদ্গতচিত্ত হইয়া অবস্থান করিলেন। পরে দেবগণ শত ধনুপরিমিত চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার রমণীয় রত্নসিংহাসন দর্শন করিলেন। ৭১—৮৫। ঐ রত্নসিংহাসন রত্নময় ক্ষুদ্র কলসসমূহে সমন্বিত ও চিত্রপুত্তলিকা, চিত্রপুষ্প ও চিত্র কাননে ভূষিত রহিয়াছে। হে নারদ! তথায় কোটিসূর্য্যসম প্রভাশালী অত্যদ্ভুতরূপপ্রভায় জ্বলিত তেজঃপুঞ্জ বিরাজমান। উহা সপ্ততালপ্রমাণ ও উর্দ্ধে, চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত ও সকলের তেজ অপহরণ করিতেছে ও আশ্রম ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। দেবগণ ধ্যানতৎপর হইয়া ঐ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ববীজ ও নয়নরোধকর তেজঃস্বরূপ অবলোকন করিয়া ভক্ত্যবনতকন্ধর ও পরমানন্দ সংযোগে অশ্রুপূর্ণনয়ন হইয়া পরম ভক্তিসহকারে উহাকে প্রণাম করিলেন ও উঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল ও মনের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল। দেবগণ সেই তেজোময় প্রভুকে নমস্কার করত উত্থানপূর্ব্বক তেজঃসমীপে ধ্যানযোগে অবস্থিত হইলেন। হে নারদ! জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা নিজ দক্ষিণভাগে মহাদেবকে ও বামে ধর্ম্মকে অবস্থান করাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধ্যান করত ধ্যাননিমগ্নচিত্ত হইয়া ভক্ত্যুদ্রেকবশতঃ সেই পরাৎপর পরমাত্মা গুণাতীত ঈশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন;— বর, বরেণ্য, বরদ ও বরদদিগেরও কারণ সর্ব্বভূতকারণ তেজোরূপ আপনাকে আমি নমস্কার করি। আপনি মঙ্গল্য মঙ্গলার্হ মঙ্গল মঙ্গলপ্রদ সমস্ত মঙ্গলাধার তেজোরূপ, আপনাকে আমি নমস্কার করি। সকল স্থানে লিপ্তভাবে অবস্থিত আত্মস্বরূপ পরাৎপর, নিরীহ, অবিতর্ক্য তেজোরূপ আপনাকে আমি নমস্কার করি। সগুণ, নির্গুণ, সনাতন ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ সাকার নিরাকার তেজোরূপ আপনাকে নমস্কার করি। ৮৬—৯৭। সেই অনির্ব্বচনীয় ব্যক্ত অব্যক্ত অদ্বিতীয় স্বেচ্ছারূপ সর্ব্বরূপ তেজোরূপ আপনাকে আমি নমস্কার করি।

আপনি সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের বিভাগার্থ ব্রহ্মাদি রূপত্রয়ধারী বেদাতীত; আপনাকে দেবগণ অংশরূপেও জানেন না; আপনি সর্ব্বাধার, সর্ব্বরূপ, সর্ব্ববীজ ও অবীজক সর্ব্বান্তক অনন্ত তেজোরূপ; আপনাকে আমি নমস্কার করি। বিচক্ষণগণ আপনার গুণস্বরূপ লক্ষসংখ্যায় বর্ণন করিয়াছেন। আমি তোমার সেই গুণের কি বর্ণনা করিব, আমি ঐ তেজোরূপ আপনাকে নমস্কার করি। আপনি অশরীর তথাপি শরীরী, ইন্দ্রিয়বান্ তথাপি অতীন্দ্রিয়, অসাক্ষী তথাপি সর্ব্বসাক্ষী; তেজোরূপ আপনাকে নমস্কার করি। আপনি পাদবিহীন হইয়াও গমনে সক্ষম, চক্ষুবিহীন হইয়াও সর্ব্বদর্শী ও হস্তমুখাদিবিহীন হইয়াও ভোজনাদি করিতে সক্ষম তুমি তেজোময়; অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করি। পণ্ডিতগণ বেদনিরূপিত বিষয়ের বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; আমি তোমার বেদেও অনিরূপিত তেজোরূপকে নমস্কার করি। তুমি সকলের ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর কেহ নাই; তুমি অনাদি, তোমার আদি কেহ নাই; তুমিই সকলের আত্মা, তোমার আত্মা কেহ নহে; তুমি তেজোরূপ; অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। আমি জগতের বিধাতা ও বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা; তুমি ধর্ম্মস্বরূপ পালনকর্ত্তা, হর সংহারকর্ত্তা হইয়াও, আমরা কেহই তোমার স্তুতিবাদে সক্ষম নহি। ধর্ম্ম তোমার সেবাবলে রক্ষিত বিষয় রক্ষা করিতেছেন এবং সংহারকর্ত্তা শিব তোমার নিরূপিত কালে তোমারই আজ্ঞানুসারে সংহার করিতেছেন। আমি তোমার পাদপদ্মের সেবাবলে জীবগণের ললাটে অবশ্যম্ভাবিনী লিপি নির্দ্দেশ করিতেছি ও কর্ম্মিগণের ফল প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছি; কিন্তু তথাপি তোমার ভক্তগণের প্রভু হইতে সমর্থ হই নাই। এই ডিম্বসদৃশ ব্রহ্মাণ্ডে আমরা তোমার আজ্ঞানুসারে বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত আছি, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ কতবিধ সেবক আছে; তাহার সংখ্যা নাই। যেরূপ পরমাণুর সংখ্যা নাই, তদ্রূপ অনুত্তম সেই সেবকবর্গেরও সংখ্যা নাই। যিনি সকলের জনক এবং সকলের ঈশ্বর, তাঁহাকে স্তব করিবে এরূপ ক্ষমতাপন্ন কে আছে? যে মহাবিষ্ণুর প্রতি-লোমকূপে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান, সেই বিষ্ণু তোমার ষোড়শাংশস্বরূপ। ৯৮—১১১। যোগিগণ, ইচ্ছানুরূপ তোমার এই গুণ-রূপ সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকেন; কিন্তু তোমার দাস্যনিরত ভক্তগণ সেরূপ নহে, তাঁহারা ঐ পাদপদ্মই নিয়ত সেবা করেন। হে ভগবন্! ধ্যান ও মন্ত্রানুসারে তোমার যে কিশোর মনোহর রূপ বর্ণিত আছে, আমাকে তদ্রূপ দর্শনদানে কৃতার্থ করুন। সেই রূপ নবীননীরদসদৃশ শ্যাম, পীতাম্বরধারী। দ্বিভুজ, করে মুরলী সস্মিত, মনোহর। তোমার সেই রূপ ময়ূরপুচ্ছশোভিত-চূড়া, মালতীজালে মণ্ডিত চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমদ্রবে চর্চ্চিত এবং অমূল্য রত্নসারনির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিত, অমূল্য রত্ননির্ম্মিত কিরীট ও মুকুটদ্বারা উজ্জ্বল শোভাসম্পন্ন। তোমার বদনচন্দ্র শরৎকালীন বিকশিতপদ্মপ্রভার ন্যায় মনোহর; তোমার পক্কবিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠাধর ও দন্তপঙক্তি পক্কদাড়িম্ববীজের ন্যায় মনোরম; তুমি কেলিকদম্বমূলে সদা অবস্থিত ও রাসক্রীড়ার নিমিত্ত উৎসুক; তুমি যেরূপে রাধাবক্ষঃস্থলে অবস্থান করত সহাস্যবদনে গোপিকাদিগের মুখ-কমল দর্শন করিয়াছিলে; এইরূপ কেলিরসোৎসুকবাঞ্ছিত এই প্রকার ভবদীয় রূপ দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। বিশ্বস্রষ্টা এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। এই স্তবানুসারে ধর্ম্ম ও শঙ্কর উভয়েই স্তব করত সাশ্রুনেত্রে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। হে মুনে! দেবগণ সেই স্থানে অবস্থান করত কৃষ্ণতেজে ব্যাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্তব করিলেন। ব্রহ্মা, শিব ও ধর্ম্মকৃত এই শ্রেষ্ঠভূত স্তব—হরির পূজাসময়ে যে ব্যক্তি পাঠ করে, সে হরির নিশ্চল ও দুর্লভ দৃঢ় ভক্তি লাভ করে এবং সেই ব্যক্তি সুরাসুর ও মুনীন্দ্রদিগের দুর্লভ হরির দাসত্ব অণিমাদি সিদ্ধি ও সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি-চতুষ্টয় লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১১২—১২৪। সেই বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাত্মা ইহলোকে বিষ্ণুতুল্য হইয়া সর্ব্বপূজিত হয় এবং নিশ্চিতরূপে তাহার বাক্যসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। সেই বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি সর্ব্বসৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। তাহার যশোরাশি বিস্তৃত হইয়া জগৎ পূর্ণ করে এবং সেই মহাত্মা পুত্র, কবিতা, বিদ্যা ও নিশ্চলা লক্ষ্মী লাভ করে। তাহার পত্নী পতিব্রতা ও সুশীলা হয়; তাহার অবিচ্ছিন্ন পুত্রপৌত্রাদি হইয়া থাকে এবং সে কীর্ত্তিতে প্রথিত হইয়া অন্তে কৃষ্ণসমীপে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকে। ১২৫—১২৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, দেবগণ এইরূপে ধ্যান ও স্তব করিয়া কৃষ্ণতেজের সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করত কিয়ৎকাল পরে তেজোমধ্যে মনোহর শরীর দেখিতে পাইলেন। সেই শরীর জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, পরম আহ্লাদজনক, ত্রৈলোক্যচিত্তমোহন ও অতি মনোহর। তাঁহার গণ্ডস্থল ও কপোলে উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডলযুগল লম্বিত; চরণপদ্মযুগল রত্ননির্ম্মিত নূপুরদ্বয়ে সুশোভিত। তাঁহার বহ্নিশুদ্ধ হরিদ্বর্ণবস্ত্র পরিধান; তিনি মণীন্দ্রসার দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে নির্ম্মিত রম্য ভূষণে বিভূষিত। তাঁহার বিম্বাধর বিনোদ-মুরলীযুক্ত অতি মনোহর; তিনি সকলকে প্রসন্ন-দৃষ্টিতে দর্শন করেন ও ভক্তানুগ্রহকাতর। তাঁহার বক্ষস্থল বিশুদ্ধস্বর্ণনির্ম্মিত গুড়িকাযুক্ত কবাটের ন্যায় বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণিদ্বারা উদ্ভাসিত। দেবগণ সেই তেজোরাশির অভ্যন্তরে চারুগাত্রী রাধিকাকেও দেখিতে পাইলেন। তিনি বক্রনয়নযুগলে নিয়ত স্বমুখদর্শনকারী কান্তকে দর্শন করিতেছেন; তাঁহার দন্তপঙ্‌ক্তি মুক্তাশ্রেণীবিনিন্দিত, মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত, অতএব প্রসন্ন; নয়নযুগল শারদীয় বিকশিত পদ্মের ন্যায় মনোহর। তাঁহার মুখকমলও শারদীয় পূর্ণচন্দ্রবিনিন্দিত। তাঁহার ওষ্ঠাধর বন্ধুজীবকুসুমের ন্যায় মনোহর; পাদপদ্ম মুখর মঞ্জরীযুগলে বিরাজিত, তাঁহার নখশ্রেণী এরূপ মনোহর, যেন মণীন্দ্রের প্রভাকেই অপহরণ করিয়া স্বীয় শোভাবৰ্দ্ধন করিয়াছে। তাঁহার পাদতলের রাগ, কুঙ্কুমের আভাকেও আচ্ছাদন করিয়া শোভা পাইতেছে। তিনি অমূল্যরত্ননির্ম্মিত পাশকাবলি ধারণ করিয়াছেন এবং অগ্নিবিশুদ্ধ বহুমূল্য বস্ত্র দ্বারা শোভাসম্পন্না। তিনি মণীন্দ্রসারনির্ম্মিত কিঙ্কিণীজালে মনোহারিণী। তাঁহার কপোলস্থলে বিশুদ্ধরত্ন-রচিত কুণ্ডলযুগল বিলম্বিত ও কর্ণযুগল মণীন্দ্রনির্ম্মিত-কর্ণভূষণে বিভূষিত হইয়া মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে। ১—১৩। তাঁহার নাসার অগ্রভাগ গরুড়চঞ্চু-বিনিন্দিত ও মুক্তাযুক্ত। তিনি মালতীমাল্যযুক্ত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বক্ষস্থল কৌস্তুভমণি দ্বারা সুশোভিত ও পারিজাতপুষ্পের মালিকাজালে উজ্জ্বলীকৃত তাঁহার করাঙ্গুলি সকল রত্নময় অঙ্গুরীয়নিকরে বিভূষিত। তিনি বিচিত্ররাগরঞ্জিত দিব্যশঙ্খ-বিকার দ্বারা ও সূক্ষ্মসূত্রাকার রম্য শঙ্খনির্ম্মিত-ভূষণে মনোহর শোভাশালিনী। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা; রক্তসূত্র-গ্রথিত রত্নসারনির্ম্মিত গুটিকা ধারণ করিয়াছেন। তিনি নিতম্ব ও শ্রোণি দ্বারা মনোহারিণী; উন্নত-পীন-স্তন দ্বারা নম্রীকৃতা। তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্যরাশিভূষিত সমস্ত ভূষণে বিভূষিতা। দেবগণ ঈশ্বর ও ঈশ্বরীকে এইরূপ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই পূর্ণ-মনোরথ হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ঈশ! আমার মনোভৃঙ্গ তোমার চরণসরোজে প্রেম ও ভক্তিসহকারে সতত গুন্ গুন্ স্বরে ভ্রমণ করুক। তুমি সু-পরিপক্ক ও সুদৃঢ় ভক্তি এবং দাসত্ব প্রদান করত মরণরোগ হইতে শান্তিঔষধ প্রদানে আমাকে রক্ষা কর। শঙ্কর বলিলেন, ভগবন্! আমার চিত্তরূপ মীন ভবজলধিতে নিমগ্ন হইয়া এই সংসার-কূপে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। দয়াময়! আপনি কৃপা করিয়া এই সৃষ্টি-সংহাররূপ নিন্দনীয় বিষয় হইতে আমাকে মুক্ত করত আপনার পাদারবিন্দে ভক্তি প্রদান করুন। ধর্ম্ম বলিলেন, হে জগদীশ! আপনার ভক্তজনের সহিত যেন আমার চিরকাল বাস হয়; আপনার সেই ভক্তজনসহ বাস—বিষয়-বন্ধনচ্ছেদনে সুতীক্ষ্ণ খড়্গাস্বরূপ এবং আপনার চরণপদ্মে স্থান দানের অদ্বিতীয় কারণ। হে দয়াময়! জন্মে জন্মে আপনার শ্রীচরণপদ্মে ভক্তি প্রদান করুন। নারায়ণ বলিলেন, দেবগণ, অভিলাষপূরক রাধিকারমণের এইরূপ স্তুতি করিয়া কৃতার্থ মনে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃপানিধি হরি দেবগণের স্তব শ্রবণ করত হাস্যবিকশিত বদনে তাঁহাদিগকে হিতকর ও সত্যবাক্য বলিতে লাগিলেন; হে দেবগণ! তোমরা আমার এই পুরীতে আগমন করিয়া বিশ্রাম কর; তোমরা যখন মঙ্গলজনক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, তখন কুশল জিজ্ঞাসা করাই অবশ্য যুক্তিসঙ্গত। ১৪—২৬। তোমরা এখানে নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান কর, আমি বৰ্ত্তমান থাকিতে তোমাদের চিন্তা কি? আমি সকল জীবেই লীনভাবে অবস্থান করি; কিন্তু সবেই প্রত্যক্ষভাব ধারণ করি; তোমাদের যে অভিপ্রায় তাহা সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। হে সুরগণ! শুভাশুভ সকল কার্য্যই কালক্রমে হইয়া থাকে; কালই মহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কার্য্যও বিধান করে। তরুগণ, স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্টকালে ফলপুষ্পযুক্ত হয়; কালে পরিপক্ক ফলে শোভিত হয় ও কালক্রমেই অপক্কফলযুক্ত থাকে। সুখ, দুঃখ, বিপদ্, সম্পদ্, শোক, চিন্তা ও শুভাশুভ সকল কার্য্যই স্বীয় কর্ম্মফলে কালক্রমে ঘটিয়া থাকে। এই জগৎত্রয়ে কেহ কাহার প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় নহে; কিন্তু কালক্রমে কার্য্যবশতঃ

সকলেই প্রিয় অপ্রিয় হয়। পৃথিবীতলে যে সমস্ত রাজা ও মনু প্রভৃতি দেখিতে পাও, তাহারাও স্বীয় কর্ম্মফলের পরিপাকে কালের বশতাপন্ন হইয়া থাকে। অধিক কি, আমাদের এক্ষণেই গোলোকে যে সময় অতীত হইল, এই কালমধ্যে পৃথিবীতে সপ্তমন্বন্তর অতীত হইয়াছে এবং সুরলোকে সপ্ত ইন্দ্র বিগত হইয়া অষ্টম ইন্দ্রের অধিকারকাল উপস্থিত; এইরূপ মদীয় কালচক্র দিবানিশি অবিরত ভ্রমণ করিতেছে। ইন্দ্র, মনু ও রাজগণ, সকলেই কালের বশতাপন্ন; কেবল ইহাদের কীর্ত্তি, পৃথিবী ও অমোঘ পুণ্য, কথামাত্রেই থাকে। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে রাজাসমূহ দুষ্ট, হরিনিন্দুক ও মহাবলপরাক্রান্ত হইবে; কিন্তু সকলেই কালক্রমে কালান্তকের বশতাপন্ন হইবে। সেই কাল আমার আজ্ঞাক্রমে এই উপস্থিত হইয়াছে; বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, বহ্নি দাহবস্তু দহন করিতেছে, সূর্য্যও প্রখরতেজে অতিশয় তাপ প্রদান করিতেছে। হে দেবগণ! আমার আজ্ঞাক্রমে প্রতিদেহে ব্যাধি অবস্থান করিতেছে ও প্রতিজন্তুতে মৃত্যু বিচরণ করিতেছে এবং জলধর অবিরত বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতেছে। আমার আজ্ঞাক্রমে বিপ্রগণ—ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানতৎপর, তপোধন প্রভৃতি তপোরত, ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, ও যোগিগণ যোগপরায়ণ হইয়াছেন; তাঁহারা সকলেই আমার ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত রহিয়াছেন, কিন্তু আমার ভক্তগণ কর্ম্মনির্ম্মূলকারী; অতএব তাহাদিগের কোন আশঙ্কা নাই। ২৭—৪১। হে দেবগণ। আমি কালের কাল, বিধাতার বিধাতা, সংহারকর্ত্তার সাহারকর্ত্তা, পালনকর্ত্তার পালক এবং পরাৎপররূপ; আমার আজ্ঞাক্রমে হর সংহারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সংহারকর্ত্তা নাম ধারণ করিয়াছেন, তুমি সৃজনকর্ত্তা হইয়াছ ও ধর্ম্ম রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রক্ষাকর্ত্তারূপে অভিহিত হইয়াছে। আমি ব্রহ্মা অবধি তৃণপর্য্যন্ত সকলেরই ঈশ্বর, আমিই কর্ম্মানুযায়ী ফল দান করি ও কর্ম্ম নির্ম্মূল করিয়া থাকি। আমি যাহাদিগকে বিনাশ করি, তাহাদিগকে কে রক্ষা করিতে পারে? আমি যাহাদিগকে পালন করি, তাহাদিগকেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না। আমি সকলেরই সংহারকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু আমি নিত্য, দেহধারী ভক্তগণের কিছুতেই সংহার করিতে সক্ষম নহি। ভক্তগণ নিয়ত আমার অনুগত এবং আমার পাদার্চ্চন-তৎপর; আমি সেই ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের সমীপে নিরন্তর বাস করি। এই ব্রহ্মাণ্ডে সকল জীব পুনঃপুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়; কিন্তু আমার ভক্তগণ অবিনাশী, নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ্। সেই জন্যই পণ্ডিতগণ আমার শ্রেষ্ঠ দাসত্ব বাঞ্ছা করে। যাহারা আমার দাসত্ব প্রার্থনা করে, তারাই ধন্য; কিন্তু তদ্ভিন্ন সকলেই বঞ্চিত। সমস্ত কর্ম্মনিরত জীবগণের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ভয় ও যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু আমার ভক্তগণকে তাহারা কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না। আমার ভক্তগণ, কোন কর্ম্মের পাপপুণ্যে লিপ্ত নহে; আমি তাহাদিগের কর্ম্মভোগ বিনাশ করিয়া থাকি। আমি ভক্তবর্গের প্রাণ, ভক্তবর্গও আমার প্রাণস্বরূপ। যাহারা নিরন্তর আমাকে ধ্যান করে, তাহারা নিরন্তর স্মৃতিপথে প্রকাশিত থাকে। ৪২—৫২। আমার এই ষোড়শার সুদর্শন নামে সুতীক্ষ্ণ চক্র, ইহার যেরূপ তেজ বর্ত্তমান আছে, জীবগণে তাহার ষোড়শাংশের একাংশও নাই; সেই সুদর্শনকে ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগের সমীপে নিয়ত রক্ষা করিয়াও আমি প্রীতি লাভ করিতে না পারিয়া, তাহাদের সমীপে গমন করিয়া থাকি। গোলোকে রাধিকাসমীপে অথবা বৈকুণ্ঠে কোন স্থানেই আমি সুস্থরূপে অবস্থান করিতে পারি না। যে স্থানে আমার ভক্তগণ নিয়ত অবস্থান করে, সেই স্থানেই অহর্নিশি আমি অবস্থান করিয়া থাকি। রাধা আমার বক্ষে সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তিনি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা এবং তেমরাও প্রিয়তম; লক্ষ্মী আমার প্রিয়তমা, কিন্তু তোমরা কেহই আমার ভক্তগণ তুল্য প্রিয় নও। হে দেবগণ! আমি ভক্তপ্রদত্ত-দ্রব্য ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকি; কিন্তু অভক্তদত্ত বস্তু আমি ভোজন করি না; তাহা পাতালস্থিত বলিরাজ ভোজন করে। ভক্তগণ, স্ত্রীপুত্র স্বজনবর্গ পরিত্যাগ করত অহর্নিশি আমাকেই ধ্যান করে; সেই জন্য আমিও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে নিয়ত স্মৃতিপথে রাখি। যাহারা আমার ভক্তগণের, ব্রাহ্মণদিগের গোদিগের দ্বেষ করে এবং যজ্ঞ ও দেবতাদিগের নিয়ত হিংসা করে; তাহারা বহ্নিতে তৃণ পতনের ন্যায় অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যখন আমি তাহাদের বিনাশে উদ্যত হই, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে কেহই সমর্থ হয় না। দেবগণ! তোমরা স্বভবনে গমন কর, আমিও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব; তেমরাও অংশরূপে শীঘ্র পৃথিবী-তলে গমন কর। এই কথা বলিয়া জগৎপতি গোপ গোপীগণকে আহ্বান করিয়া সময়োচিত মধুর বাক্যে বলিলেন; হে গোপ-

গোপীগণ! আমি যাহা বলি শ্রবণ কর; তোমরা নন্দের ব্রজধামে জন্ম গ্রহণ কর; রাধিকে! তুমি শীঘ্র বৃষভানু গৃহে গমন কর। কলাবতী-নাম্নী গোপী সুবলতনয়া লক্ষ্মীর অংশরূপিণী; সেই সাধ্বী বৃষভানু-পত্নী। তিনি পিতৃগণের মানসী কন্যা অতিধন্যা ও মাননীয়া; পূর্ব্বে দুর্ব্বাসার শাপবশতঃ তাঁহার ব্রজে মনুষ্যযোনিতে জন্ম হইয়াছে; তুমি ব্রজে গমন করত সেই কলাবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর; আমি তোমাকে বালকরূপে কমলকাননে গ্রহণ করিব। ৫৩—৬৬। রাধে! তুমি আমার প্রাণাধিকা, আমিও তোমার প্রাণাধিক; আমাদের কিছুমাত্র ভেদ নাই; সর্ব্বদাই একাঙ্গ। তখন প্রেমবিহ্বলা রাধিকা ভগবানের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত রোদন করিতে লাগিলেন এবং হে মুনে! নয়নচকোরে তাহার মুখচন্দ্রের রশ্মি পান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, গোপগণ তোমরা পৃথিবী-তলে শ্রেষ্ঠ গোপদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ কর। এই সময়ে মণিরত্ন ও হীরকখচিত একখানি উত্তম রথ দেখিতে পাইলেন। সেই রথ, লক্ষ শ্বেতচামর ও দর্পণসমূহযুক্ত বিশুদ্ধ কাষায়বস্ত্র দ্বারা বিভূষিত এবং উৎকৃষ্ট সহস্র রত্ন-কলসে সুশোভিত ও পারিজাত-কুসুমের মালাজালে বিরাজিত। সেই রথ শ্রেষ্ঠভূত পারিষদবর্গে বেষ্টিত; শতসূর্য্যপ্রভার ন্যায় তেজঃশালী; তাহাতে শত শত রত্নকুম্ভ শোভা পাইতেছে। সেই রথমধ্যে কমনীয় শ্যামসুন্দর শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী পীতাম্বর নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল ও গলে বনমালা মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে; তাঁহার কলেবর চন্দন অগুরু কস্তুরী ও কুঙ্কুমদ্রবে চর্চ্চিত। তিনি চতুর্ভুজ, হস্যবিকশিতবদন ও মণিসারভূত রত্নের দ্বারা বিভূষিত। তাঁহার বাম দিকে বেণু ও বীণাহস্তা ভক্তানুগ্রহকাতরা, শুক্লবর্ণা মনোহর রমণীয় রূপশালিনী, জ্ঞানরূপিণী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। ৬৭—৭৭। নারায়ণের দক্ষিণ পার্শ্বে অপর একটী রমণী বিরাজ করিতেছেন। তিনি অতি রমণীয়া, শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সস্মিতা মনোহারিণী লক্ষ্মী। তাঁহার কপোলযুগল বিশুদ্ধ কুণ্ডলযুগলে বিরাজিত, পরিধান অমূল্য রত্নখচিত বস্ত্র। তিনি অমূল্য রত্ননির্ম্মিত কেয়ূরকঙ্কণ দ্বারা সুশোভিতা ও তাঁহার বিশুদ্ধ রত্নসারনির্ম্মিত কল-ধ্বনিপূর্ণ মুখরমঞ্জীর চরণযুগলে শোভা পাইতেছে। তাঁহার বক্ষঃস্থল পারিজাতকুসুমের মনোহর মালিকায় উদ্ভাসিত। তিনি প্রফুল্লমালতীমালাযুক্ত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের প্রভাকেও ধিক্কার প্রদান করিতেছে। তিনি ললাটে কস্তুরীবিন্দুযুক্ত সিন্দুরবিন্দু বিন্যাস করিয়াছেন। তাঁহার লোচনযুগল কজ্জলযুক্ত এবং শারদীয় পদ্মযুগলসদৃশ। তিনি হস্তে সহস্রদল লীলা-কমল ধারণ করিয়াছেন ও অবিরত স্বদর্শনে রত নারায়ণকে বক্রনয়নে নিরন্তর দর্শন করিতেছেন। ৭৮—৮৪। নারায়ণ, রথ হইতে অবরোহণ করত পারিষদবর্গ ও স্ত্রীর সহিত সেই গোপ-গোপী-সঙ্কুল সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন; গোপগোপীগণ ও দেবগণ অঞ্জলি-বদ্ধকরে অবস্থান করিতেছেন; দেবর্ষিগণ সাম-বেদোক্ত স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতেছেন। ভগবান্ নারায়ণ সেই সভায় উপস্থিত হইবামাত্র কৃষ্ণশরীরে লীন হইলেন। তদ্দর্শনে সভাস্থ সকলেই আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইলেন। ঐ সময়ে সুবর্ণময় রথ হইতে চতুর্ভুজ বনমালাবিভূষিত পীতাম্বর শ্রীসম্পন্ন মনো-হররূপ কোটিসূর্য্যসম প্রভাশালী জগৎপতি বিষ্ণু স্বয়ং আরোহণ করত, সেই সভায় আগমন করিলেন। হে মুনে! তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভাস্থ সকলেই উত্থানপূর্ব্বক প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। তিনিও সেই রাধিকেশ্বরের দেহেই লীন হইলেন। সভাস্থ সকলে তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চ-র্য্যান্বিত হইলেন। এইরূপে নারায়ণ শ্বেতদ্বীপনিবাসী হরির সঙ্গে লীন হইলেন; হঠাৎ সেই সভামধ্যে ত্বর-যুক্ত শুদ্ধস্ফটিক সদৃশ প্রদীপ্ত সূর্য্যসম প্রভাশালী সহস্র-শিরা সঙ্কর্ষণ আগমন করিলেন। সভাসদ্বর্গ সেই আগত বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করত স্তব করিতে লাগিলেন। হে নারদ! সঙ্কর্ষণ তথায় আগমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নতমস্তকে রাধিকাপতিকে স্তব করত সহস্র শিরে প্রণাম করিলেন। অতঃপর আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া তথায় গমন করি। আমি কৃষ্ণপাদপদ্মে লীন হই, তৎ-পরে আমার অর্জ্জুনরূপে পুনর্ব্বার জন্ম হয়। সেই স্থানে ব্রহ্মা শিব অনন্ত ধর্ম্মপ্রভৃতি অবস্থান করিতে লাগিলেন; এই সময়ে দেবগণ, স্বর্ণনির্ম্মিত নানারত্ন-পরিচ্ছদযুক্ত এক উত্তম রথ দেখিতে পাইলেন, সেই রথ মণীন্দ্র-সার ও বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুক্ত, এবং শ্বেতচামর ও দর্পণ দ্বারা বিভূষিত; উহাতে বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত কলসশ্রেণী সারি সারি শোভা পাইতেছে; উহাতে পারিজাতকুসুমের মালিকাজালে বিরাজিত। সেই রথে সহস্রচক্র সংযো-জিত এবং ঐ রথ মনের ন্যায় ক্ষিপ্রগামী; গ্রীষ্মে মধ্যাহ্ন সময়ে প্রখর দিনমণির ন্যায় প্রভাশীল, মুক্তা-মাণিক্য ও বজ্রসমূহে সমুজ্জ্বল এবং চিত্রিত পুত্তলিকা,

পুষ্প, সরোবর ও কাননে সুশোভিত। হে নারদ! ঐ রথখানি দেবদানবদিগের রথসমূহ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহাকে শঙ্করের প্রীতির নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা অতিযত্নপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ রথ পঞ্চাশ যোজন উচ্চ ও চারি যোজন বিস্তৃত; রতি-শয্যাযুক্ত শত শত মন্দির তাহাতে শোভা পাইতেছে। ৮৫—১০২। তখন সভাস্থিত সকলেই সেই রথ-মধ্যে এক দেবী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি রত্নালঙ্কারে ভূষিতা। তাঁহার হস্ততল এরূপ দ্যুতিসম্পন্ন, যেন বিশুদ্ধ স্বর্ণের প্রভাকেই হরণ করিয়া ওরূপ হইয়াছে। তিনি অতুল তেজঃস্বরূপা ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি। তাঁহার সহস্র ভুজ; তাহাতে নানারূপ অস্ত্র শোভা পাইতেছে। তাঁহার মুখমণ্ডল ঈষৎহাস্যবিকাশে অতি প্রসন্ন এবং ভক্তানুগ্রহকাতর। তাঁহার গণ্ডস্থল ও কপোলযুগল বিশুদ্ধ রত্ন-কুণ্ডলে সুশোভিত এবং চরণ-যুগল ক্বণিত মঞ্জরীযুগলে রঞ্জিত। তাঁহার মধ্যদেশ মণীন্দ্রনির্ম্মিত মেখলাদামে বিরাজিত; হস্তদ্বয় রত্নসারনির্ম্মিত কেয়ূর ও কঙ্কণে ভূষিত। তাঁহার বক্ষঃস্থল মন্দার পুষ্পের মালা দ্বারা উদ্ভাসিত। তিনি নিতম্ব, কঠিন শ্রোণি এবং স্থূল ও উন্নত কুচ-যুগল-ভরে ঈষৎ আনম্র। তাঁহার বদনমণ্ডল শারদীয়সুধাকরবিনিন্দিত, অতি মনোহর; লোচনযুগল কজ্জলশোভিত, শারদীয় পঙ্কজের ন্যায় সুদৃশ্য। তিনি চন্দন, অগুরু, কস্তুরী দ্বারা বিরচিত চিত্রপত্রাবলিতে পরিশোভিতা। তাঁহার ওষ্ঠাধর নূতন বন্ধুজীবকুসুমের ন্যায় মনোহর। তিনি মুক্তা-পংক্তির প্রভাবিনিন্দিত দন্তশ্রেণীতে শোভাশালিনী এবং প্রফুল্ল-মালতীমাল্যযুক্ত মনোহর কবরী ধারণ করিয়াছেন। ১০৩—১১০। তাঁহার নাসাগ্রভাগ পক্ষিরাজের চঞ্চুর অনুকারী এবং তাহাতে গজমুক্তা যত্নে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি বহ্নি-শুদ্ধবস্ত্রপরিধানা ও সুতদ্বয় সহ সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া। তিনি রথ হইতে অবরোহণ করত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক সুতদ্বয় সহ শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিলেন। গণেশ ও কার্ত্তিক উভয়ে পরস্পর কৃষ্ণকে প্রণাম করত তৎপরে শঙ্কর, ধর্ম্ম, অনন্ত ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া সমীপস্থিত দেবগণ গাত্রোত্থান করত আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং নিকটে উপবেশন করাইলেন; তাঁহাদের সহিত আনন্দে সদালাপ করিতে লাগিলেন। সেই সভামধ্যে শ্রীহরির অগ্রভাগে দেবগণ, দেবী ও মূলপ্রকৃতি দুর্গা অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বহুবিধ গোপীগণ বিস্ময়াকুল হইল। তখন কৃষ্ণ, হাস্য-বিকশিত-বদনে কমলাকে বলিলেন, দেবি! তুমি গমন করত নানা-রত্নযুক্ত ভীষ্মকগৃহে বৈদর্ভীর উদরে জন্মগ্রহণ কর; আমি কুণ্ডিননগরে গমন করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিব। তৎপরে সভাস্থিত দেবীগণ পার্ব্বতীকে দেখিয়া তাঁহাকে সাদরে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। হে বিপেন্দ্র! তখন পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী—ইঁহারা একাসনে উপবিষ্টা হইয়া নানারূপ আলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে গোপ-কন্যাগণ তাঁহাদিগকে প্রীতিসহকারে যথোচিত সম্মান করিলেন এবং কোন কোন গোপালিকা আনন্দে তাঁহাদের সমীপেই উপবেশন করিলেন। তখন জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ পার্ব্বতীকে বলিলেন, দেবি! তুমি মহামায়া ও সৃষ্টিসংহারকারিণী, অতএব অংশরূপে ব্রজধামে গমন করিয়া যশোদার গর্ভে নন্দ ঔরসে জন্মগ্রহণ কর। পৃথিবীতলে গ্রামে গ্রামে তোমার পূজা প্রচলিত করিব; তুমি পৃথিবীতলে অবতীর্ণা হইলে মানবগণ নগরে নগরে ভক্তিপূর্ব্বক অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া নানাবিধ দ্রব্যদ্বারা তোমাকে পূজা করিবে। হে কল্যাণি! তুমি ভূমিতল স্পর্শ করিবামাত্র সূতিকা-মন্দিরে পিতা আমাকে রাখিয়া তোমাকে লইয়া গমন করিবেন। তুমি কংসকে দর্শন করিবামাত্রই পুনর্ব্বার শিব-সমীপে গমন করিও, আমি ভারাবতারণ করিয়া স্বভবনে গমন করিব। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ষড়াননকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি অংশরূপে মহীতলে গমন করত জাম্ববতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে। দেবতাগণ! তোমরাও সকলেই ধরণীতে অংশরূপে অবতীর্ণ হও, নিশ্চিতই বসুধার দুর্ব্বহ ভার হরণ করিব। এই কথা বলিয়া রাধিকনাথ স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন। তখন দেবদেবীগণ, গোপগণ, এবং গোপিকাগণ তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা, হরির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে জগন্নাথকে বলিলেন, প্রভো! কিঙ্করজনের নিবেদন শ্রবণ করুন; হে মহাভাগ! পৃথিবীতলে কে কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা আদেশ করুন। যিনি সেবকদিগের ভরণকর্ত্তা পালনকর্ত্তা ও উদ্ধার-কর্ত্তা তিনিই প্রভুপাদাভিষিক্ত; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞা সর্ব্বদা প্রতিপালন করে, সেই ভৃত্যও ভক্তপদ-বাচ্য। ১১১—১৩৪। ভগবন্! কোন্ কোন্ দেবতা কোনরূপে এবং কোন্ কোন্ দেবী কিরূপ অংশে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া কি কি নামে অভিহিত হইবেন; তাহা আজ্ঞা করুন। জগৎপতি ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! যে যে স্থানে যে যে

দেব-দেবীগণ অবতীর্ণ হইবে, তাহা বিশেষরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কামদেব রোহিণীতনয়-রূপে অবতীর্ণ হউন, রতি মায়াবতী নামে শম্বরগৃহে অবতীর্ণ হইয়া ছায়ারূপে অবস্থান করুন। তুমি মায়াবতীর গর্ভে রোহিণীতনয়ের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করত অনিরুদ্ধ নামে বিখ্যাত হও; ভারতী শোণিত-পুরে বাণতনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করুন। জগৎপতি অনন্ত প্রথমতঃ দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন; তৎপরে তাঁহার গর্ভ হইতে যোগমায়া আকর্ষণ করিয়া রোহিণী-গর্ভে নিহিত করিবেন; সেই জন্য তিনি রৌহিণেয় সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইবেন। গঙ্গা মহীতলে অংশে সূর্য্যতনয়া কালিন্দীরূপে অবতীর্ণা হউন এবং তুলসী অর্দ্ধাংশে লক্ষ্মণা রাজকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। বেদমাতা সাবিত্রী, নাগ্নজতীরূপে, বসুন্ধরা সত্যভামা-রূপে ও সরস্বতীদেবী শৈব্যারূপে জন্মপরিগ্রহ করিবেন। রোহিণী রাজকন্যা মিত্রবৃন্দারূপে, সূর্য্যপত্নী অংশে রত্নমালারূপে ও স্বাহা অংশে সুশীলারূপে অবতীর্ণা হইবে, রুক্মিণী প্রভৃতি নয়টী স্ত্রীর বিষয় বর্ণন করিলাম; কিন্তু দুর্গা অংশে জাম্ববতীরূপে অবতীর্ণা হইবে; ইহা দ্বারা আমার দশটী মহিষী পূর্ণ হইল; তাহার প্রত্যেকের ভাবিজন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। কৈলাসপর্ব্বতে মহাদেব পার্ব্বতীকে এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তুমি অর্দ্ধাংশে জাম্ববানের গৃহে তাহার তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ কর এবং কান্তে! তুমি কৈলাসগামী শ্বেতদ্বীপনিবাসী বিষ্ণুকে আলিঙ্গন প্রদান কর, আমার আজ্ঞায় তাহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ হইবে না! ব্রহ্মা বলিলেন, হে রাধিকাপতে! শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী বিষ্ণুর আলিঙ্গনের নিমিত্ত শঙ্কর দেবীকে কি জন্য আদেশ করিলেন, তাহাই বলুন। ১৩৫—১৪৫। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, পূর্ব্বে এক সময়ে দেবগণ গণেশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কৈলাসে আগম করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শঙ্করের স্তবের নিমিত্ত শ্বেতদ্বীপ হইতে বিষ্ণুও আগমন করিয়াছিলেন; তখন বিষ্ণু গণেশকে দর্শন করিয়া আনন্দচিত্তে আসনে উপবেশন করিলে সকলেই তাঁহার ত্রৈলোক্যমোহন কান্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি কিরীট-কুণ্ডলধারী, পীতবস্ত্র-পরিধান, সুন্দর,শ্যামরূপ ও নবযৌবনসম্পন্ন; তাঁহার অঙ্গ-চন্দন-অগুরু-কস্তূরী দ্রব-চর্চ্চিত ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিত; বদনমণ্ডল পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল; তিনি রত্নসিংহাসনে আসীন, পারিষদবর্গে পরিবৃত এবং সুরগণবন্দিত; শিব তাঁহাকে স্তুতি পূজা করিতেছেন। তখন প্রসন্ন-বদনা পার্ব্বতী তাঁহাকে দেখিয়া অঞ্চল দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করত অতি লজ্জিতা হইলেন। সতী পার্ব্বতী সেই মনোহর রূপ পুনঃপুনঃ দর্শন করত মুখ আচ্ছাদন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী সেই পরম অদ্ভুত বেশ কটাক্ষে দর্শন করত পুলকাঞ্চিত কলেবরে সুখসাগরে মগ্না হইলেন,। ১৪৬—১৫৩। তিনি ক্ষণে সু-বর্ণ ত্রিলোচন ত্রিশূলপট্টিশধারী কোটিকন্দর্পরূপশালী পঞ্চাননকে দর্শন করেন; ক্ষণে সেই দ্বিনয়ন একান্ত শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ পীতবাস বনমালীকে দর্শন করেন! তাঁহার এক ব্রহ্ম মূর্ত্তিভেদ ও অভেদরূপে নিরূপিত হইয়াছে। মায়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিষ্ণুমায়ায় কামুকী হইয়া বিবেচনা করিলেন যে, এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবতাত্রয় আমার অংশসম্ভূত; কিন্তু শিব ব্রহ্মা বা হইতে বিষ্ণু সত্ত্বগুণাত্মক; তিনিই শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে দেখিয়া পার্ব্বতীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং তিনি মনে মনে সেই পরমাত্মা ঈশ্বরকে পূজা করিলেন। তখন জগৎপতি সর্ব্বান্তরাত্মা অন্তর্যামী ভগবান্ শঙ্কর দুর্গার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া নির্জ্জনে তাঁহাকে হিতকর সত্যস্বরূপ বিবিধ বাক্যে প্রবোধ দিলেন;—হে শৈলতনয়ে! তুমি আমার এক নিবেদন শ্রবণ কর, এই পরমাত্মা হরিকে তুমি আলিঙ্গন প্রদান কর; দেবি! আমি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আমরা তিন জনই সেই সনাতন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এক দেবতা; কিন্তু বিষয়ভেদে মূর্ত্তিভেদমাত্র। তুমি এক প্রকৃতি, সর্ব্ব-রূপিণী ও সকলের মাতৃস্বরূপা; তুমি ব্রহ্মার বাণীরূপা, তুমিই নারায়ণের বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীরূপিণী ও আমার বক্ষে দুর্গারূপিণী; হে সতি! তুমি এই আধ্যাত্মিক বিষয় অবগত হও। শিবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরেশ্বরী তাঁহাকে বলিলেন। ১৫৪—১৬৪। হে দীনবন্ধো! হে কৃপাসিন্ধো! আমার প্রতি আপনার এরূপ অকৃপা কেন? চিরকাল তপস্যা করিয়া তোমা হেন জগন্নাথ পতি লাভ করিয়াছি; নাথ! মাদৃশী কিঙ্করীকে আপনি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না; হে মহেশ্বর! আমাকে আর এরূপ অযোগ্য বাক্যও বলিবেন না। মহাদেব! আপনার বাক্য আমার অবশ্য প্রতিপালনীয়; অতএব দেহান্তরে জন্ম লাভ করত হরিকে ভজনা করিব। মহেশ্বর পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরত হইলে অভয়প্রদ হরি উচ্চহাস্য করত পার্ব্বতীকে অভয় প্রদান করিলেন। হে বিধাতঃ! সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য পার্ব্বতী অংশে জাম্ব-বানের গৃহে জাম্ববতী নামে জন্মগ্রহণ করিবেন। ব্রহ্মা বলিলেন, ভগবন্! পৃথিবীতে বহুবিধ রাজকুল থাকিতে

পার্ব্বতী সামান্য ভল্লুক জাম্ববানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, ব্রহ্মন্! ত্রেতাতে রাম-অবতারে বানরগণ, দেবাংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভল্লুকরাজ জাম্ববান্ হিমালয়ের অংশজাত হইয়া রামকিঙ্কর হইয়াছিল। ১৬৫—১৭১। সেই মহাবল জাম্ববান্ রাম-বরে চিরজীবী ও সদা শ্রীসম্পন্ন হইয়া কোটিসিংহসম বল ধারণ করে। তাই পার্ব্বতী পৃথিবীতলে পিতার অংশস্বরূপ জাম্ববান্-গৃহে অংশে অবতীর্ণ হইলেন; এই আমি পূর্ব্ববৃত্তান্ত তোমার নিকটে কহিলাম। সকল দেবগণ, অংশে রাজপুত্ররূপে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়া রণে ও বধকার্য্যে আমার সহায় হইবে। দেবীগণ, লক্ষ্মীর অংশে ষোড়শ সহস্র রাজকন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করত আমার মহিষী হইবেন; এই ধর্ম্ম অংশে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিররূপে অবতীর্ণ হইবেন; বায়ু অংশে ভীমরূপে; ইন্দ্র স্বীয় অংশে অর্জ্জুনরূপে; স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমার, স্বীয় অংশে নকুল-সহদেব; সূর্য্য স্বীয় অংশে কর্ণবীররূপে; শমন অংশে বিদুররূপে; কলি অংশে দুর্য্যোধনরূপে; সমুদ্র অংশে শান্তনুরূপে; শিব অংশে অশ্বত্থামারূপে; বহ্নি অংশে দ্রোণরূপে; চন্দ্র অংশে অভিমন্যুরূপে; বসু স্বীয় অংশে ভীষ্মরূপে; কশ্যপ অংশে বসুদেবরূপে; অদিতি অংশে দেবকী-রূপে; বসু স্বীয় অংশে নন্দগোপরূপে; এবং বসু-কামিনী যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন; দ্রৌপদী লক্ষ্মীর অংশে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উদ্ভূতা হইবেন এবং মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগবান্ হুতাশনের অংশে জন্মগ্রহণ করিবেন; সুভদ্রা শতরূপের অংশে দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭২—১৮১। দেবগণ ভারহরণের নিমিত্ত অংশে পৃথিবীতলে গমন করুন। এবং দেবপত্নীগণও অংশে পৃথিবীতলে গমন করুন। হে নারদ! ভগবান্ এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। ব্রহ্মা সমস্ত বিবরণ শুনিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে নারদ! কৃষ্ণের বামে সরস্বতী, দক্ষিণ ভাগে লক্ষ্মী এবং সম্মুখে দেবগণ, পার্ব্বতী ও গোপ-গোপীগণ এবং বক্ষঃস্থলে রাধা অবস্থান করিতেছেন, এই সময়ে ব্রজেশ্বরী রাধা ভগবানকে বলিলেন, আমি বলিতেছি এ কিঙ্করীর বাক্য অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করুন; আমার হৃদয় সতত দগ্ধ হইতেছে, এবং মন নিরন্তর আন্দোলন করিতেছে। নাথ! আপনার দর্শনসময়ে বিচ্ছেদ-শঙ্কায় চক্ষু নিমীলন করিতে পারি না; তাহা হইলে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে ধরণীতলে গমন করিব? হে বন্ধো! কতকাল পরে গোকুলে আপনার সহিত পুনর্ম্মিলন হইবে? প্রাণেশ্বর! তাহা সত্যরূপে বলুন, আপনার বিরহে নিমেষমাত্র কালও শতযুগ বলিয়া জ্ঞান হয়, আমি কাহাকে দর্শন করিব? কোথায় যাইব? কেই বা আমাকে পালন করিবে? হে প্রাণেশ্বর! তোমা ব্যতীত মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু ভগিনী পুত্র; ইহাদিগকে ক্ষণকালও চিন্তা করি না। ১৮২—১৯০। হে মাহেশ! ভূতলে আপনি বিভববিস্তারপূর্ব্বক আমাকে মায়াযুক্ত করিবেন না, এই শপথ করুন। হে মধুসূদন! আমার মনোভৃঙ্গ আপনার মধুপূর্ণ চরণপদ্মে যেন সর্ব্বদা ভ্রমণ করে, এই আমার প্রার্থনা। নাথ! যে স্থানে সে স্থানে যে কোন যোনিতে জন্ম হউক না কেন, কিন্তু আপনি স্বীয় দাস্যস্মৃতি অবশ্য প্রদান করিবেন; এইটী আমার অভিলাষ। আমি রাধা, আপনি কৃষ্ণ, আমাদের যে প্রেমসৌভাগ্য প্রথিত আছে, তাহা যেন ভূতলে গমন করিয়া বিস্মৃত না হই; এই বর প্রদান করুন। প্রভো! যেরূপ তনুর সহগামী প্রাণ ও শরীরের সহগামী ছায়া, সেইরূপ অবিচ্ছিন্নরূপে ভূতলে আমাদের জন্ম হউক; দ্বিতীয়তঃ এই বরপ্রদান করুন। হে প্রভো! পৃথিবীতলে চক্ষুর নিমেষমাত্র কালও যেন আমাদের বিচ্ছেদ না ঘটে; তৃতীয়তঃ এই বর আমাকে প্রদান করুন। হে হরে! আমার প্রাণ দ্বারা কোন কারুকর তোমার তনু, মুরলী এবং পদযুগল গঠন করিয়াছে। এই জগতে কত স্ত্রী, কত পুরুষ আছে; কিন্তু আমার তুল্য কমনীয়া ও কান্তাসক্তা কোথাও নাই। আমার বোধ হয়, কোন কারুকর আপনার দেহের অর্দ্ধভাগ দ্বারা আমাকে গঠন করিয়াছে; এই জন্যই আমাদের উভয়ের ভেদ নাই ও আমার মন সর্ব্বদা আপনাতেই আসক্ত। ১৯১—১৯৯। অথবা কোন ব্যক্তি আমার মন-প্রাণ আপনাতে স্থাপন করত আপনার মন-প্রাণ আমাতে অর্পণ করিয়াছে; এই জন্যই নিমেষমাত্র বিরহে মন অতিশয় ক্লেশযুক্ত হয় এবং বিরহের নাম শ্রবণমাত্রেই প্রাণ সতত যাতনায় দগ্ধ হয়। দেবী রাধিকা, সেই সুরসভামধ্যে এইরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগল ধারণ করত পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগি-লেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করত বস্ত্র দ্বারা মুখ মার্জ্জনা করিয়া সত্য ও হিতকর বিবিধ বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দেবি! তোমাকে যোগীন্দ্রদুর্লভ শোকছেদনকর, আধ্যাত্মিক যোগ বলিতেছি শ্রবণ কর। সুন্দরি! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, এই ব্রহ্মাণ্ড আধার-আধেয়রূপে পরিক্লৃপ্ত; আধার ব্যতীত কোথাও আধেয়ের সম্ভাব হয় না; দেখ, ফলের আধার পুষ্প, পুষ্পের আধার পল্লব; পল্লবের

আধার শাখা; শাখার আধার বৃক্ষ, বৃক্ষাধার বীজ-শক্তিযুক্ত অঙ্কুর; অঙ্কুরাধার অষ্টি; অষ্টির আধার বসুধা; বসুধার আধার অনন্ত,অনন্তাধার কচ্ছপ,কচ্ছপাধার বায়ু,বায়ুর আধার আমি ও আমার আধার তুমি; অতএব তোমাতেই আমি নিয়ত অবস্থান করি। তুমি শক্তিসমূহ ও ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি; তুমি শরীরস্বরূপা ত্রিগুণের আধাররূপিণী; আমি তোমার নিরীহ আত্মা; কিন্তু তোমার সহযোগেই চেষ্টাবান্ হইয়াছি। পুরুষ হইতে বীর্য্য উৎপন্ন হয়; সেই বীর্য্য হইতে সন্ততি উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতিকলাসম্ভূতা কামিনী তাহার আধার-রূপিণী। ২০০—২১১। দেহ ভিন্ন আত্মা অথবা আত্মা ভিন্ন দেহ থাকিতে পারে না; অতএব দেবি! উভয়েরই প্রাধান্য; উভয় ব্যতীত কাহারও উৎপত্তির সম্ভব হয় না। রাধে! তুমি বৃথা এরূপ বিনয় করিতেছ কেন? আমরা উভয়েই সংসারের বীজস্বরূপ; কোথাও আমাদের ভেদ নাই; যেস্থানে দেহ সেই স্থানেই আত্মা, তাহাতে কোন ভেদ নাই। যেরূপ ক্ষীরে ধাবল্য, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ ও জলে শৈত্য গুণ অবস্থান করে; সেইরূপ আমিও তোমাতে অবস্থান করি। যেমন ধবলতা ও দুগ্ধ, অনল ও তদীয় দাহিকাশক্তি, ও পৃথিবী ও গন্ধ এবং জল তদীয় শৈত্য নিয়ত ঐক্যভাবে অবস্থান করে,—ভেদ নাই; সেইরূপ আমাদেরও নিত্য ঐক্যভাব বিরাজিত; বিচ্ছেদের সম্ভাবনামাত্রও নাই। আমা ভিন্ন তুমি নির্জ্জীব এবং তোমা ব্যতীতও আমি অদৃশ্য। হে সুন্দরি! যেরূপ কুম্ভকার মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয় না এবং স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতীত অলঙ্কার গঠন করিতে সক্ষম হয় না; তদ্রূপ আমিও তোমা ভিন্ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই না। যেরূপ আত্মা স্বয়ং নিত্য, তুমি সর্ব্বশক্তিসম্পন্না সনাতনী সকলের আধাররূপিণী মূল-প্রকৃতি; অতএব সেইরূপ তুমিও নিত্যা। লক্ষ্মী, সর্ব্ব-মঙ্গলা বাণী আমার প্রাণতুল্যা এবং ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, ধর্ম্ম ইহাঁরাও আমার প্রাণতুল্য; কিন্তু আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা। রাধিকে! বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি যদি সেরূপ না হইবে, তাহা হইলে এই সমস্ত দেবদেবীগণ সমীপে অবস্থান করিতেছেন; তুমি কেন বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতেছ? রাধে! অশ্রুমোচন ও নিষ্ফলভ্রান্তি পরিত্যাগ করত নিঃশঙ্কচিত্তে বৃষভানুর গৃহে গমন কর। সুন্দরি! কলাবতীর জঠরে নয়মাস পর্য্যন্ত মায়াবলে বায়ুদ্বারা তাহার গর্ভরোধ কর, তৎপরে দশম মাস উপস্থিত হইলে তুমি স্বীয়রূপ পরিত্যাগ করত শিশুরূপ ধারণ করিয়া ভূতলে আবির্ভূত হও এবং কলাবতীর গর্ভ হইতে বায়ুনিঃসরণকালে তাহার সমীপে ভূতলে বিবস্ত্রভাবে পতিত হইয়া রোদন করিও। ১১২—১২৪। তুমি গোকুলে এই রূপে অযোনিসম্ভবা হইবে, আমিও অযোনিসম্ভব হইব;—আমাদের উভয়েরই গর্ভে অবস্থান হইবে না। আমি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতা আমাকে গোকুলে রাখিয়া আসিবেন; কিন্তু কেবল তোমার জন্যই কংসভয়চ্ছলে আমি স্বয়ং তথায় গমন করিব। নন্দগৃহে যশোদা আমাকে নন্দপুত্র বলিয়া সর্ব্বদা স্নেহে আলিঙ্গন করত নিয়ত আমাকে অবেক্ষণ করিবেন। রাধিকে! আমার বরে কালক্রমে পূর্ব্বাপর সমস্ত বিষয় তোমার স্মৃতি-পথারূঢ় থাকিবে এবং আমরা উভয়ে বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার করিব। সুন্দরি! ত্রিসপ্ত শতকোটি গোপীগণ গোকুলে গমন করত তেত্রিশটি সুশীলা সখীর সহিত অবতীর্ণা হও। তৎপরে তুমি অসংখ্য গোপীগণকে পরিমিত প্রবোধ, বাক্যে সান্ত্বনা করত গোলোকে রাখিয়া এবং আমিও অসংখ্য গোপগণকে রাখিয়া, আমরা উভয়েই মথুরাপুরীতে বসুদেবাশ্রমে গমন করিব। প্রিয়তর গোপীগণ আমার সহিত ক্রীড়ার নিমিত্ত ব্রজধামে বল্লবদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করুক। হে নারদ! যে স্থানে দেবদেবীগণ অবস্থান করিতে ছিলেন, তথায় শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। ২২৫—২৩৩। তৎপরে ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী; ইহাঁরা সকলেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং বিরহ-বেদনায় কাতর গোপগোপীগণ, প্রেমে বিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করত পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল। তখন পূর্ণ-মনোরথা রাধা ক্ষণিক বিরহে কিছু কাতর হইয়া প্রাণাধিক প্রিয়কান্তকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। হরি রাধাকে সাশ্রুনেত্রা অতিদুঃখিনী ও ভয়াকুলা দেখিয়া তাঁহাকে সত্য বাক্যে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলেন;—হে প্রাণাধিকে! তুমি স্থির হও, ভয় পরিত্যাগ কর; যেরূপ আমি সেইরূপ তুমি, আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমার ভয় কি? কিন্তু তাহা হইলেও, কিছু অমঙ্গলের কারণ আছে, তাহা বলিতেছি। হে সুন্দরি! সেই শ্রীদামের শাপরূপ কর্ম্মভোগে আমার সহিত তোমার পূর্ণ একশত বৎসর বিচ্ছেদ ঘটিবে; সেই সময় আমি মথুরায় গমন করিব। ২৩৪—২৪০। সেই স্থানে ভারাবতারণ, পিতার বন্ধন মোচন এবং মালাকার, তন্তুবায়, কুব্জিকা

প্রভৃতির কারাগার মোচন করিব এবং যবনরাজকে বিনাশ করত মুচুকুন্দের উদ্ধার ও দ্বারকা নির্ম্মাণ করিব। তৎপরে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় দর্শন করিব। তাহার পর ষোড়শ সহস্র রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তদতিরিক্ত একশত দশটী রমণীর পাণিগ্রহণ ও শত্রুদমন করিব। মিত্রের উপকার, বাণপুরী-দহন, হরজৃম্ভন, বাণ-হস্তচ্ছেদন, পারিজাত-হরণ ইত্যাদি কার্য্য সকল ক্রমে নির্ব্বাহ করিব এবং তীর্থযাত্রায় মুনিদিগকে দর্শন করিব। তাহার পর বন্ধুদিগকে সম্ভাষণ করত পিতার যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া পুনর্ব্বার শুভক্ষণে তোমার সহিত সেই স্থান প্রদর্শন করিব; এবং সেই মথুরায় গোপিকাদিগকেও দর্শন করত তোমাকে আধ্যাত্মিক যোগ উপদেশ করিয়া পুনর্ব্বার তোমার সহিত সত্যে আবদ্ধ হইব। প্রিয়ে! তাহার পরে তোমার সহিত মুহূর্ত্তমাত্রও বিচ্ছেদ থাকিবে না এবং পুনর্ব্বার তোমার সহিত ব্রজধামে আগমন করিব। তথাপি কান্তে! বিচ্ছেদসময়ে শতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তোমার সহিত স্বপ্নে মিলন হইবে। আমার অংশ নারায়ণ দ্বারকায় গমন করিবেন, আমি শতবৎসরে এই সমস্ত কার্য্য করিব। ২৪১—২৫০। তোমার সহিত পুনর্ব্বার বনে বাস করত পিতা ও গোপগোপীগণের শোকাপনোদন করিয়া ভারাবতারণের পরে তোমার সহিত ও গোপ-গোপীগণের সহিত গোলোকে আগমন করিব। হে রাধে; নিত্য পরমাত্মস্বরূপ আমার নারায়ণাংশ লক্ষ্মী ও সরস্বতী-সহ বৈকুণ্ঠধামেই গমন করিবেন। দেব-দেবীগণের অংশসমূহ স্বভবনে গমন করিবে। আমার পুনর্ব্বার তোমার সহিত গোলোকে অবস্থান হইবে। কান্তে! আমি তোমাকে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বিষয় বলিলাম। আমি যাহা নিরূপণ করিব, তাহা কে খণ্ডন করিতে পারে? এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবদেবীগণ বিস্মিতা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীহরি তখন দেবদেবী-গণকে সময়োচিত বাক্য বলিলেন, হে দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব কার্য্যের নিমিত্ত স্বগৃহে গমন কর; পার্ব্বতি! তুমিও স্বামী ও পুত্রদ্বয়সহ কৈলাসে গমন কর; কিন্তু আমার নিয়োজিত কার্য্য সমস্ত কালক্রমে ঘটিবে; আমার বাক্যক্রমে গণেশ ব্যতীত ক্ষুদ্র মহৎ সকল দেবগণই অংশরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন। তৎপরে দেবগণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও পুরু-ষোত্তম হরিকে প্রণাম করত স্বভবনে গমন করিলেন এবং হরির নিয়োজিত কার্য্যে ব্যগ্র হইয়া মহীতলে গমন করিলেন। স্বামীর নিরূপিত স্থান দেবতাদিগে-রও দুর্লভ। তাহার পর কৃষ্ণ রাধিকাকে বলিলেন, রাধে! তুমি পূর্ব্বনিরূপিত গোপগোপীগণ সহ বৃকভানু-গৃহে গমন কর। প্রিয়ে! আমিও মথুরায় বসুদেবালয়ে গমন করিব, পরে কংস-ভয়চ্ছলে গোকুলে তোমার সমীপে যাইব। ২৫১—২৬৩। তখন রক্তপঙ্কজলোচনা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত তাঁহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মানা থাকিয়া প্রেমবিচ্ছেদ-আশঙ্কায় রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি গমনে উদ্যতা হইয়া, ক্ষণে অবস্থান, ক্ষণে দুই এক পদ গমন ও পুনর্ব্বার আগমন করত হরির মুখকমল পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে লাগি-লেন এবং তাঁহার নিমেষশূন্য নয়ন-চকোর শারদীয় সুধাপূর্ণ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভুর মুখচন্দ্রের রশ্মি পান করিতে লাগিল। তাহার পর পরমেশ্বরী রাধিকা শ্রীহরিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ ও সপ্তবার প্রণাম করত, তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ত্রিসপ্ত শত কোটি গোপিকা ও কোটি-সংখ্যক গোপ সেই স্থানে আগমন করিলে, রাধিকা গোপ গোপিকাগণের সহিত পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে প্রণাম করত সেই স্থানে অবস্থিতা রহিলেন! কিছুক্ষণ পরে রাধা তেত্রিশটি সহচরী ও গোপসমূহের সহিত হরিকে প্রণাম করত মহীতলে গমন করিয়া হরির নিয়োজিত স্থান নন্দ-গোকুলে গমন করিলেন। রাধিকা বৃকভানুর গৃহে ও গোপীগণ অন্যান্য গোপগণের গৃহে অবতীর্ণ হইলেন। রাধিকা গোপ-গোপীগণ সহ মহীতলে গমন করিলে, শ্রীহরি পৃথিবীতে গমনোন্মুখ হইয়া গোপ-গোপীগণকে আহ্বানপূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করত জগন্নাথ মনের ন্যায় শীঘ্রগামী রথে মথু-রায়গমন করিলেন। পূর্ব্বে বসুদেব দৈবকীর যে ছয়টি সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা সমস্তই কংস বধ করি-য়াছে; কিন্তু দেবকীর অনন্তের অংশসম্ভূত সপ্তম গর্ভ শ্রীহরির আজ্ঞানুসারে মায়া আকর্ষণ করত গোকুলে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছেন। ২৬৪—২৭৫।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, মহাভাগ! যে কৃষ্ণ-জন্ম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে; জন্ম, মৃত্যু, জরা, প্রভৃতি দূর হইয়া পুণ্যবুদ্ধি হয়, সেই কৃষ্ণজন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করুন এবং বসুদেব কাহার পুত্র? দেবকীই বা কাহার কন্যা? দেবকীও বসুদেবই বা কে? তাহাদের বিবাহ

বিবরণ সমস্ত বর্ণন করুন। কেনই বা সুদারুণ কংস তাঁহাদের ছয় পুত্রকে বিনাশ করিল? হরির জন্ম কোন্ দিনে হইল; তাহা বিশেষরূপে অনুগ্রহ প্রকাশে বর্ণন করুন; আমার শ্রবণেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। নারায়ণ বলিলেন, মুনে! মহাত্মা কশ্যপ বসুদেবরূপে ও অদিতি দৈবকীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুণ্যফলে শ্রীহরিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। মহাত্মা বসুদেব দেবমীঢ়ের ঔরসে মারিষার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম হইবামাত্র দেবগণ আনক ও দুন্দুভি বাদন করিয়াছিলেন। সেই জন্য প্রাচীন সাধুগণ তাঁহাকে আনক, শ্রীহরির জনকও আনকদুন্দুভি বলিয়া থাকেন। যদুবংশসমুদ্ভূত আহুকের পুত্র শ্রীসম্পন্ন জ্ঞানসিন্ধু দেবক নামে এক রাজা ছিলেন; দৈবকী তাঁহারই কন্যারূপে উৎপন্না হন। তৎপরে যদুকুলাচার্য্য গর্গ মুনি, বসুদেবসহ দৈবকীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিলেন; বসুদেব অতি সমারোহে শুভক্ষণে দেবকপ্রদত্তা দৈবকীকে উদ্বাহবিধিমতে গ্রহণ করিলেন। হে নারদ! দেবক, যথাবিধি বিবাহোচিত দ্রব্য, সহস্র অশ্ব, স্বর্ণপাত্রসমূহ, অলঙ্কৃতা সুন্দরী শতসংখ্যক পরিচারিকা, নানাবিধ দ্রব্য, রত্নমণি-ময় বস্ত্র ও রত্নপাত্র প্রভৃতি বসুদেবকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন। তৎপরে বসুদেব শরৎচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, রত্নালঙ্কারভূষিতা, ত্রৈলোক্যমোহিনী, ধন্যা, মাননীয়া, যোষিদ্বর্গের শ্রেষ্ঠভূতা, রূপগুণবতী, স্মিত বদনা, বঙ্কিম নয়ন-যুগলে মনোহর শোভাশালিনী, নবসঙ্গমযোগ্যা ও নবযৌবনসম্পন্না সেই কন্যারত্নকে গ্রহণ করত রথারোহণে স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। কংস, ভগিনীর বিবাহকার্য্যে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে ভগিনীর রথসমীপবর্ত্তী হইয়া সহচররূপে গমন করিলেন। সেই সময়ে কংসকে সম্বোধন করিয়া এই দৈববাণী হইল, 'হে রাজেন্দ্র কংস! তুমি এরূপ আনন্দিত হইতেছে কেন? এই সত্য বাক্য শ্রবণ কর, দৈবকীর অষ্টম গর্ভ তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে। ১—১৬। এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ভয় এবং ক্রোধে মহাবলপরাক্রান্ত পাপিষ্ঠ কংস খড়্গহস্তে দৈবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তখন নীতিশাস্ত্রবিশারদ সুপণ্ডিত বসুদেব দৈবকীকে হনন করিতে উদ্যত দেখিয়া কংসকে প্রবোধ বাক্যে বলিতে লাগিলেন; রাজন্! বুঝিলাম আপনি নীতি বিশেষরূপে জানেন না; অতএব আমার এই যশস্কর দোষঘ্ন শাস্ত্রোক্ত ও সময়োচিত হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। হে ভূপতে! ইহার অষ্টম গর্ভ যদ্যপি আপনার বিনাশের কারণ হয়, তাহা হইলে ইহাকে বধ করিয়া কেন দুষ্কীর্ত্তি ও নরকগমনের পথ বিস্তৃত করিতেছেন? পণ্ডিত ব্যক্তি ক্ষুদ্র জন্তু ও হিংস্রকাদি জন্তু বধ করিয়াও মৃত্যুকালে কার্ষাপণ উৎসর্গপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করত সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু হিংস্র অপেক্ষা অহিংসক ক্ষুদ্র জন্তুর বধে হিংস্রক বধ অপেক্ষা শতগুণ পাপ হয়, ব্রহ্মা তাহার মৃত্যুসময়ে তাহার শতগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন।১৭—২২। মনু বলিয়াছেন, ইচ্ছানুসারে বিশিষ্ট জন্তু ও পশু প্রভৃতির বধ করিলে সেই অহিংসক ক্ষুদ্র জন্তুর বধ অপেক্ষাও শতগুণ পাপ হইয়া থাকে, ও সামান্য ম্লেচ্ছ প্রভৃতির বধে তাহা হইতে শতগুণ পাপ হয়, মানব, শতসংখ্যক ম্লেচ্ছ বধ করিলে যে পাপরাশি লাভ করে সদ্বংশজাত একটি শূদ্র বধ করিলেও তদ্রূপ পাপরাশিতে মগ্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ, সদ্বংশজাত শত শূদ্র বধ করিলে যে পাপে লিপ্ত হয়, গোবধ করিলেও সেইরূপ পাপে লিপ্ত হয়; ইহা ব্রহ্মা নিরূপণ করিয়াছেন; গোবধ অপেক্ষা ব্রহ্মবধে দশগুণ পাপ হয়; মানব স্ত্রী হত্যা করিলেও সেই বিপ্রহত্যাতুল্য পাপ ভোগ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ইনি আপনার ভগিনী, পোষ্যা এবং শরণাগতা; অতএব রাজন্! ইহাকে বধ করিলে আপনাকে শতস্ত্রীহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। নরগণ, তপস্যা, জপ, দান, পূজা, তীর্থদর্শন, ব্রাহ্মণ-ভোজন ও হোমাদি সমস্তই স্বর্গার্থ করিয়া থাকে; কিন্তু সাধুগণ নিরন্তর সংসারকে ভয়সঙ্কুল স্বপ্নতুল্য ও জলবুদ্বুদের ন্যায় দর্শন করত যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। ২৩—২৯। হে ধার্ম্মিকপ্রবর! আপনি পদ্মরূপ স্ববংশের ভাস্করস্বরূপ; অতএব স্বীয় ভগিনীকে পরিত্যাগ করুন, হে নৃপ! এই সভার কত পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, না হয় ইঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করুন। অধিক কি আপনি আমার বন্ধু, ইহার অষ্টম গর্ভে আমার যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহা আপনাকেই প্রদান করিব; সে পুত্রে আমার প্রয়োজন কি? হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! অথবা আমার যে সমস্ত পুত্রকন্যা হইবে, তাহা সমস্তই আপনাকে প্রদান করিব; কারণ আপনার অপেক্ষা প্রিয় আমার কেহ নাই। হে রাজেন্দ্র! স্বীয় কন্যাতুল্য প্রিয়তরা ভগিনীকে পরিত্যাগ করুন; আপনি ইহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন; অতএব আপনার ইঁহাকে বধ করা উচিত নহে। তৎপরে কংস বসুদেবের বাক্য শ্রবণ করত ভগিনীকে

পরিত্যাগ করিল। বসুদেব অবিলম্বে প্রিয়াকে লইয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। হে নারদ! ক্রমে দৈবকীর গর্ভে যে ছয় পুত্র উৎপন্ন হইল, বসুদেব সত্য-রক্ষার্থ তাহা কংসকে প্রদান করিলেন; কংস ক্রমান্বয়ে তাহাদিগকে বধ করিল। তৎপরে দৈবকীর সপ্তম গর্ভসময়ে কংস ভয়ে রক্ষক নিযুক্ত করিল; কিন্তু মায়া সেই গর্ভ আকর্ষণ করত রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিলেন। রক্ষিগণ, সেইরূপ জানিতে না পারিয়া কংসসমীপে বলিল, গর্ভস্রাব হইয়া গর্ভ নষ্ট হইয়াছে। গর্ভ আকর্ষণ করিয়া অন্য গর্ভে স্থাপন করায় রোহিণী-তনয় সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ৩০—৩৭। অতঃপর দৈবকীর অষ্টম গর্ভ বায়ুপূর্ণ হইয়া গর্ভ লক্ষণে পরিণত হইল। ক্রমে নবম মাস অতীত হইয়া দশম মাস উপস্থিত হইলে, ভগবান্ সর্ব্ব-দর্শন কৃষ্ণ তাহাতে দৃষ্টি রাখিলেন। তৎপরে স্বাভাবিক রূপবতী সর্ব্ব-যোষিৎ শ্রেষ্ঠা দৈবকী, পূর্ব্বাপেক্ষা ভগবানের দৃষ্টিবশতঃ চতুর্গুণ সুন্দরী হইলেন। তখন কংস দেখিল দৈবকী প্রফুল্লবদনেক্ষণা ও তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিতা হইয়া মায়ার ন্যায় দশ দিক্ আলোকময় করিতেছেন এবং তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন দেবকী মূর্ত্তিমান্ রাশীভূত জ্যোতিঃসমূহ; অসুরেন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। 'এই গর্ভস্থিত সন্তান আমার মৃত্যুর কারণ' এই বলিয়া কংসরাজ যত্নপূর্ব্বক রক্ষী নিযুক্ত করিলেন। দৈবকী ও বসুদেবের গৃহ হইতে সপ্তদ্বারপর্য্যন্ত রক্ষিগণ রক্ষা করিতে লাগিল। তৎপরে দশম মাস পূর্ণ হইলে গর্ভও পূর্ণ হইল, তাহাতে দৈবকী জড়-প্রায় হইয়া চলৎশক্তি ও স্পন্দাদিরহিত হইয়া পড়িলেন। ৩৪—৪৪। গর্ভ বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইলে, নির্লিপ্ত ভগবান্ কৃষ্ণ, দৈবকীর হৃৎপদ্মদেশে অধিষ্ঠান করিলেন। এইরূপে সতী বিশ্বম্ভরগর্ভা দৈবকী, মন্দিরমধ্যে জড়বৎ অতি ক্লেশে বাস করিতে লাগিলেন। দেবী, ক্ষণে উপবেশন, ক্ষণে উত্থান, ক্ষণে একপাদ গমন ও ক্ষণে নিদ্রা, এইরূপে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রশস্ত-মনা বসুদেব, দৈবকীকে দর্শন করিয়া জানিতে পারিলেন, প্রসবকাল অতি নিকট হইয়াছে। তখন তিনি শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত ভয়াকুল হইয়া বসুদেব, সেই দৈবকী-অধিষ্ঠিত মনোহর মন্দিরে খড়্গ, লৌহ, তোয়, অগ্নি, মন্ত্রজ্ঞ-পুরুষ, বন্ধুপত্নীগণ, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও বন্ধুগণকে সাদরে সমাবেশিত করিলেন। এইসময়ে ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলে আকাশমণ্ডল তড়িৎযুক্ত মেঘে ব্যাপ্ত হইল ও অষ্টপ্রকার বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; তখন রক্ষিগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া শয্যাতলে বিলুণ্ঠিত মৃত ব্যক্তির ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িল। এই অবকাশে সেই স্থানে দেবগণ সমবেত হইলেন এবং ব্রহ্মা, শিব ও ধর্ম্ম, সেই গর্ভস্থিত পরমেশ্বরকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ বলিলেন, প্রভো! তুমি জগৎযোনি, অযোনি, অনন্ত ও অব্যয়; তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, অনঘ, সগুণ, নির্গুণ ও মহৎ; তুমি নিরঙ্কুশ, নিরাকার কিন্তু ভক্তের অনুরোধে সাকার হইয়া থাক; তুমি স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বেশ, সর্ব্ব ও সর্ব্ব-গুণাশ্রয়; তুমি সুখদ, দুঃখপ্রদ, দুরবগম্য ও দুর্জ্জনা-ন্তক; তুমি নির্ব্যূহ, নিখিল পদার্থের আধার, শঙ্কাহীন; কোনরূপ উপদ্রব তোমাকে অভিভূত করিতে পারে না। তুমি নিরুপাধি, নির্লিপ্ত, নিরীহ ও অন্তকের অন্তক; তুমি পরমাত্মাস্বরূপ, পূর্ণকাম, নির্দ্দোষ ও নিত্য; তুমি সুভগ, দুর্ভগ, বাগ্মী, দুরারাধ্য ও দুরত্যয়; তুমি বেদকারণ বেদস্বরূপ, বেদাঙ্গ, বেদবেত্তা ও বিভু। দেবগণ এইরূপে স্তব করত পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন এবং হর্ষাশ্রুলোচনে সকলেই পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি ভগবানের এই দ্বিচত্বারিংশ নাম প্রাতরুত্থানসময়ে পাঠ করে, তাহার হরিপদে অচলা ভক্তি ও বাঞ্ছিত দাসত্ব লাভ হয়। ৪৫—৫৩।

ইতি ব্রহ্মাদিকৃত কৃষ্ণ-স্তব।

নারায়ণ বলিলেন, দেবতাগণ, এইরূপ স্তব করিয়া স্ব স্ব মন্দিরে গমন করিলে মথুরাপুরী নিশ্চেষ্ট ও জল-বৃষ্টিতে আচ্ছন্না হইল; যামিনী ঘোর অন্ধকার-নিগড়ে সংযমিতা হইল; তৎপরে সপ্তম মুহূর্ত্ত অতীত হইয়া অষ্টম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, বেদাতিরিক্ত দুর্জ্ঞেয় ভগবান্ কৃষ্ণ আবির্ভূত হইবেন বলিয়া অশুভ গ্রহের অদৃষ্ট ও শুভ গ্রহের দৃষ্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষণ সমাগত, অর্দ্ধ রাত্রিসময়ে রোহিণী নক্ষত্র, অষ্টমী তিথি, জয়ন্তী-যোগ, অর্দ্ধচন্দ্রোদয়, লগ্ন ও লক্ষণ উত্তম দেখিয়া সূর্য্যাদি শুভ অশুভ গ্রহগণ ভীতভাবে নিজ নিজ ক্রম উল্লঙ্ঘন করত মীন লগ্নে অবস্থিত হইল। সমস্ত গ্রহ সুপ্রসন্ন হইয়া বিধাতার আজ্ঞানুসারে প্রীতিপূর্ব্বক লগ্নের একাদশ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। আকাশ হইতে বৃষ্টিধারা পতিত হইতে লাগিল; সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং পৃথিবী ও দিক্‌সকল অতি প্রসন্নভাব ধারণ করিল। ৫৪—৬৭। ঋষি, মনু, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও দেব দেবীগণ সকলেই

অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। হে নারদ! সেই সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ ও বিদ্যাধরগণ গান করিতে লাগিলেন। নদীসমূহ সুখে প্রবাহিত ও অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, দুন্দুভি ও আনকের মধুরধ্বনিতে স্বর্গধাম পূর্ণ হইল এবং পারিজাত-পুষ্প-বৃষ্টি হইল। তৎকালে বসুন্ধরা রমণীরূপ ধারণ করিয়া সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন; জয় শব্দ ও শঙ্খ-শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হরিধ্বনি বারংবার হইতে লাগিল; এই সময়ে দৈবকী ভূমিতে পতিত হইলেন। তৎপরে পতনমাত্রই জঠর হইতে বায়ুসকল নিঃসৃত হইল। সেই সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণ দিব্যরূপ ধারণ করত দৈবকীর হৃৎপদ্মকোষ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তখন তাঁহার কমনীয় মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। তিনি দ্বিভুজ; তাঁহার হস্তে মুরলী, কর্ণ-যুগল মনোহর মকরাকৃতি কুণ্ডলে শোভিত, বদনমণ্ডল ঈষৎ-হাস্যযুক্ত ও প্রসন্ন; তিনি ভক্তানুগ্রহকাতর ও সারভূত মণি-রত্নভূষণে বিভূষিত; তাঁহার পরিধানে পীতবস্ত্র, কলেবর নবীন নীরদের ন্যায় শ্যাম ও কুঙ্কুম-চন্দন-কস্তূরীদ্রবে চর্চ্চিত; তাঁহার বদনমণ্ডল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, অধর বিম্বফলের ন্যায়, শিরোদেশ ময়ূর-পুচ্ছনির্ম্মিত চূড়া ও বিশুদ্ধ রত্ননির্ম্মিত মনোহর মুকুটে উজ্জ্বল; তাঁহার মধ্যদেশ বাঁকা; তিনি ত্রিভঙ্গ ও বনমালায় বিভূষিত, তাঁহার বক্ষঃস্থল, শ্রীবৎস ও মনোহর কৌস্তুভমণিদ্বারা বিরাজিত; কিশোরবয়স, শান্তভাব তিনি ব্রহ্মা ও শিব হইতেও কমনীয় ভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। হে মুনে! বসুদেব ও দৈবকী সম্মুখে তাঁহাকে দেখিয়া অতি বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং উভয়ে পরম ভক্তির সহিত অশ্রুপূর্ণনেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিদ্বারা নতমস্তক হইয়া ভগবান্‌কে স্তব করিলেন। ৬৮—৮০। বসুদেব বলিলেন প্রভো! তুমি অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত, অক্ষয়, নির্গুণ; তুমি সকলের ধ্যানাসাধ্য, পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বর; তুমি স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বরূপ, স্বেচ্ছারূপধারী; তুমি নির্লিপ্ত, পরম ব্রহ্ম, বীজরূপ ও সনাতন; তুমি স্থূল পদার্থ হইতেও স্থূলতর জগৎব্যাপক অতি সূক্ষ্ম ও অদর্শন; তুমি সর্ব্বশরীর-স্থিত সাক্ষিরূপ ও অদৃশ্য; তুমি প্রকৃতি, প্রকৃতীশ্বর, প্রাকৃত ও প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ; তুমি সর্ব্বেশ, সর্ব্বরূপ সর্ব্বান্তকর ও অব্যয়; তুমি সকলের আধার, স্বয়ং নিরাধার ও বিব্যূহ; অতএব হে বিভো। আমি তোমাকে কিরূপে স্তব করিব? অনন্তদেব ও স্বয়ং দেবী সরস্বতী আপনার স্তব করিতে সমর্থা নহেন। যাঁহাকে পঞ্চানন, ষড়ানন; বেদকর্ত্তা চতুরানন এবং যোগীদিগের গুরুর গুরু গণেশ প্রভৃতি কেহই স্তব করিতে সমর্থ নহেন, আমি ক্ষুদ্র মানব হইয়া কিরূপে তাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হইব? ঋষি, দেবতা, মুনীন্দ্র, মনু ও মানবগণ যাঁহাকে স্বপ্নেও দর্শন করিতে পারেন না, তাঁহাকে কিরূপে তাঁহারা স্তব করিবেন? যাঁহাকে শ্রুতিও স্তব করিতে সমর্থা নহেন, তাঁহাকে পণ্ডিতগণই বা কিরূপে স্তব করিবেন? তুমি স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া বালকরূপ ধারণ করিয়াছ। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা এই বসুদেবকৃত স্তব পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে ভক্তি ও দাসত্ব লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার হরির দাস ও তাঁহার সমান গুণশালী পুত্র লাভ হয় এবং শঙ্কট শত্রুভয় ইত্যাদি হইতে মুক্তি লাভ ঘটে। ৮১—৯১।

ইতি বসুদেবকৃত কৃষ্ণস্তব।

নারায়ণ বলিলেন, বসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তানুগ্রহতৎপর কৃষ্ণ প্রসন্নবদনে তাঁহাকে বলিলেন; মহাত্মন্! আপনার পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যার ফলেই আমি আপনার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছি, অতএব হে মহাভাগ! আপনি বর প্রার্থনা করুন, আপনার মঙ্গল হইবে; তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনি পূর্ব্ব-জন্মে পৃশ্নি নামে বিখ্যাত ছিলেন; তৎপরে আপনি যোগিগণশ্রেষ্ঠ প্রজাপতিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই তপস্বিনী আপনার পত্নী ছিলেন, কিন্তু আপনি আমাকে তপস্যাদ্বারা অত্যন্ত আরাধনা করিয়াছেন এবং আমি প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের সমীপে উপস্থিত হইলে, আপনি আমাকে দেখিয়া আমার ন্যায় পুত্র-প্রাপ্তিরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন; আমিও 'আমার ন্যায় পুত্র হইবে' এই বর প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু ঐরূপ বর প্রদান করিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে আমার সমান এ জগতে কেহই নাই; অতএব সেই জন্য আমিই স্বয়ং আপনাদের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছি। আপনি তপঃপ্রভাবে কশ্যপরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং আপনার এই সুতপা পতিব্রতা অদিতিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান সময়ে আপনি কশ্যপের অংশে বসুদেবরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার পিতা হইয়াছেন এবং দেবমাতা অদিতি অংশে এই দৈবকীরূপে জন্মগ্রহণ করত আমার মাতৃরূপে পরি-কল্পিতা হইয়াছেন। হে তাত! আমি পূর্ব্বে অদিতির গর্ভে আপনার অংশে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম; বর্ত্তমান সময়ে আপনাদের তপস্যাফলে পুনর্ব্বার পরিপূর্ণতম পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছি! হে

মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি পুত্রভাবেই হউক, অথবা ব্রহ্মভাবেই হউক, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইবেন। হে তাত! আপনি আমাকে লইয়া শীঘ্র যশোদাভবন ব্রজধামে গমন করত আমাকে সেই স্থানে রাখিয়া মায়ারূপিণী কন্যাকে আনয়ন করিয়া এই স্থানে রাখুন। ৯২—১০১। এই কথা বলিয়া শ্রীহরি বালকরূপ ধারণ করিলেন। তৎপরে বসুদেব নগ্ন অবস্থায় ভূমিতে শয়ান শ্যাম-সুন্দর সুতরূপ বালককে দেখিয়া বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইলেন, এবং "সূতিকাগৃহে স্বপ্নাবস্থায় কি দেখিলাম," এই কথা বলিয়া বসুদেব স্ত্রীর সহিত সমালোচনা করত বালককে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক নন্দভবনে গোকুলে গমন করিলেন। বসুদেব, শীঘ্র ব্রজধামে নন্দভবনে উপস্থিত হইয়া সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন শয্যাতলে ন্যস্তা যশোদা নিদ্রিতা; নন্দ ও অন্যান্য গৃহস্থিত সকলেই নিদ্রিত; তৎপরে দেখিলেন, একটী বালিকা নগ্না, তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণাভা, ঈষৎ হাস্য-যুক্ত-প্রসন্ন-বদনা। সে গৃহের ঊর্দ্ধভাগ নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র বসুদেব অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎপরে সেইস্থানে বালককে রাখিয়া সেই কন্যা গ্রহণ করত ত্রস্তভাবে মথুরায় আগমন করিলেন এবং স্বকান্তার সূতিকাগৃহে গমন করত সেই স্থানে মহা-মায়ারূপিণী রোদনপরায়ণা বালিকাকে রাখিলেন; তখন দৈবকী সেই কন্যাদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। নিদ্রাভিভূত রক্ষিগণ বালিকার ক্রন্দনশব্দে জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থান করত শীঘ্র বালিকাকে গ্রহণ করিল এবং সেই বালিকাকে লইয়া কংসসমীপে গমন করিল। দৈবকী ও বসুদেব শোকাকুল হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। হে মুনে! কংস বালিকাকে দর্শন করিয়া বিশেষ হৃষ্ট হইলেন না, সেই রোদনপরায়ণা বালিকার প্রতি তাঁহার দয়ার লেশমাত্রও হইল না। তৎপরে সুদারুণ কংস, তাঁহাকে গ্রহণ করত পাষাণখণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে বসুদেব-দৈবকী বিনয় করত কংসকে বলিতে লাগিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ কংস! আপনি নীতিশাস্ত্র-বিশারদ, অতএব আপনি আমার বাক্য সত্য নীতি-যুক্ত ও মনোহর বলিয়া অবগত হউন। হে বান্ধবশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদিগের ছয় পুত্র বিনাশ করিয়াছেন, আপনার কি দয়া নাই? এক্ষণে এই অষ্টমগর্ভসম্ভূতা বালিকাকে বধ করিয়া আপনার কি মহা ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে? এই বালিকা কি আপনাকে রণভূমে বিনাশ করিতে সক্ষমা হইবে। ১০২—১১৬। বসুদেব ও দৈবকী সভাতলে এই কথা বলিয়া সেই দুরাত্মা কংসের সম্মুখে অবস্থান করত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সুদারুণ কংস, তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈবকীকে বলিল, আমার বাক্য শ্রবণ কর, তোমাদিগকে প্রবোধ দিতেছি। কংস বলিলেন, বিধাতা দৈববশতঃ তৃণদ্বারা পর্ব্বত, সামান্য কীট দ্বারা শার্দ্দূল, মশকদ্বারা হস্তী, শিশুদ্বারা মহাবীর, ক্ষুদ্র জলজন্তু দ্বারা বৃহৎ জন্তু, মূষিকদ্বারা মার্জার, ভেকদ্বারা সর্প, জন্য দ্বারা জনক, ভক্ষ্য দ্বারা ভক্ষক, বহ্নি দ্বারা জল ও শুষ্ক তৃণদ্বারা অগ্নি বিনষ্ট করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন; একজন ব্রাহ্মণ, সপ্তসমুদ্র পান করিয়া-ছিলেন; বিধাতার গতি অতি বিচিত্র ও ত্রিভুবনে দুর্জ্ঞেয়। অতএব দৈববশতঃ বালিকাও আমাকে বধ করিতে পারে, ইহাতে বিবেচনা কিছু নাই। আমি ইহাকে নিশ্চয় বিনাশ করিব। কংস এই কথা বলিয়া বালিকাকে গ্রহণ করত বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বসুদেব, তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে রাজন্! আপনি ইহাকে বৃথা বিনাশ করিতেছেন, হে কৃপানিধে! আমার বালিকা, আমাকে প্রদান করুন। তৎপরে বিচারজ্ঞ কংস কিছু সন্তুষ্ট হইল। সেই সময়ে তাহাকে সম্বোধন করিয়া এই দৈববাণী হইল, হে মূঢ় কংস! তুমি বিধাতার গতি বুঝিতে না পারিয়া কাহাকে বিনাশ করিতেছ? তোমার বিনাশ-কারী ব্যক্তি কোন এক স্থানে বিরাজ করিতেছেন কাল পাইলেই প্রকাশিত হইবেন। কংসরাজ এইরূপে দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বালিকাকে পরিত্যাগ করিল, তখন বসুদেব ও দৈবকী সেই বালিকা কন্যাকে সানন্দে হৃদয়ে ধারণ করত স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বসুদেব যেন মৃতকন্যা পুনর্ব্বার পাইলেন বলিয়া, ব্রাহ্মণ-দিগকে বহুবিধ ধন প্রদান করিলেন, অদ্বিতীয়া পরমা প্রকৃতিরূপা সেই কন্যা পার্ব্বতীর অংশ-সম্ভূতা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী এবং অংশা-নামে বিখ্যাতা। বসুদেব তাঁহাকে রুক্মিণীর বিবাহসময়ে ভক্তিপুরঃসর শঙ্করাংশসম্ভূত দুর্ব্বাসা মুনিকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে মুনে! তোমাকে এই জরা, মৃত্যু, জন্ম ও বিঘ্নবিনাশক পুণ্য ও সুখ প্রকর্দদায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বলিলাম। ১১৭—১৩১।

অষ্টম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, মহর্ষে! ব্রতমধ্যে শ্রেষ্ঠভূত জন্মাষ্টমীব্রত, জয়ন্তী-যোগের ফল এবং ব্রতের ক্রম সামান্যরূপে আমাকে বলুন। জন্মাষ্টমীব্রত না করিলে এবং সেই দিনে ভোজনাদি করিলে দোষ কি? জয়ন্তীযোগে সুসংযত হইয়া উপবাস করিলেই বা ফল কি? প্রভো! সম্প্রতি ব্রত, পূজা-বিধান, সংযম উপবাস ও পারণের ফলশ্রুতি যাহা আছে, তৎসমস্ত সুন্দররূপে বিচার করিয়া আমাকে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রথমতঃ সপ্তমীদিবসে সুসংযত হইয়া হবিষ্য করিবে, পারণ দিনেও এইরূপ করিবে। অষ্টমীদিনে অরুণোদয়বেলাতে শয্যা হইতে উত্থান করত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্নানপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে; ব্রত উপবাস কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত। মনুষ্য মন্বন্তরাদিবসে স্নান ও হরিপূজা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, ভাদ্রপদীয় অষ্টমী তিথিতে স্নান ও পূজা করিয়া তাহা হইতে কোটি গুণ ফল লাভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি জন্মাষ্টমীতে পিতৃগণকে জলমাত্রও প্রদান করে, তাহার শত বৎসর গয়াশ্রাদ্ধের তুল্য ফল হয়; তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রতী, সেই দিবসে স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লৌহ, খড়্গ, অগ্নি ও রক্ষকসমূহ স্থাপন করিবে এবং সেই গৃহে বহুবিধদ্রব্য নাড়ীচ্ছেদনের নিমিত্ত কর্ত্তরী ও ধাত্রীরূপা একটী স্ত্রী, পণ্ডিত ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিবে। হে নারদ! তৎপরে ষোড়শোপচারে পূজার যোগ্য সুচারু দ্রব্য, অষ্ট ফল, সুমিষ্ট দ্রব্যসমূহ সেই গৃহে স্থাপন করিবে। জাতীফল, কক্কোল, দাড়িম্ব, শ্রীফল, নারিকেল, জম্বীর, কুষ্মাণ্ড এই অষ্ট ফল সেই ব্রতে নির্ণীত। আসন, বস্ত্র, পাদ্য, মধুপর্ক, অর্ঘ, আচমনীয়, স্নানীয় জল, শয্যা, গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য, তাম্বুল, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, ভূষণ এই ষোড়শোপচার তাহাতে বিহিত আছে। ব্রতী, পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া আসনে উপবেশন করত আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিবে। পরে ঘট স্থাপন করত তাহাতে পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া সেই ঘটে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন করিবে। তৎপরে বসুদেব, দৈবকী, যশোদা, নন্দ, রোহিণী, বলদেব, ষষ্ঠী দেবী, বসুন্ধরা, ব্রহ্মা, অষ্টমী, স্থানদেবতা, অশ্বত্থামা, বলি, হনূমান্, বিভীষণ, কৃপাচার্য্য, পরশুরাম, ব্যাসদেব ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতিকে আবাহন করিয়া তৎপরে হরির ধ্যান করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমবার ধ্যানান্তে পুষ্প, মস্তকে ন্যস্ত করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। হে নারদ! সেই সামবেদোক্ত ধ্যান প্রথমতঃ ব্রহ্মা সনৎকুমারকে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১—১৯। শ্রীকৃষ্ণ বালকরূপী, তাঁহার নীলনীরদসদৃশ অতি রুচির কলেবর, মুখমণ্ডল বিকশিতপদ্মসদৃশ মনোহর; ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ বহুদিবস নিরন্তর তাঁহাকে স্তব করিতেছেন; তিনি ঋষীন্দ্র, মুনি ও মনুজবর্গের ধ্যানাসাধ্য এবং সিদ্ধসমূহের অসাধ্য। তিনি যোগিগণের অচিন্ত্য অতিশয় অতুল ও সাক্ষীরূপ; তাঁহাকে আমি ভজনা করিতেছি। ব্রতী এই ধ্যান করিয়া পুষ্প দান করত অন্য সমস্ত যথাক্রমে মন্ত্র উচ্চারণে দানপূর্ব্বক ব্রত করিবে। এক্ষণে সেই দ্রব্যাদিদানের মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে হরে! আমি আপনাকে সর্ব্বশোভাযুক্ত বিশুদ্ধ রত্ন ও মণিনির্ম্মিত নানারূপ চিত্রে চিত্রিত আসন প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। বিভো! আমি আপনাকে বহ্নিশুদ্ধ বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত তপ্ত-কাঞ্চন-খচিত ও চিত্রযুক্ত বস্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। প্রভো! আমি আপনাকে পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত স্বর্ণপাত্রস্থিত পবিত্র সুনির্ম্মল জল ও পুষ্প প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ভগবন্! আমি আপনাকে মধু, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও ও শর্করাযুক্ত স্বর্ণ-পাত্রস্থিত মধুপর্ক আধারের সহিত প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন। প্রভো! আমি স্বচ্ছতোয় চন্দন অগুরু ও কস্তুরীযুক্ত দূর্ব্বাক্ত এবং শুক্লবর্ণ পুষ্প আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বর! আমি আপনাকে আচমনের নিমিত্ত গন্ধদ্রব্যবাসিত সুস্বাদু স্বচ্ছ জল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে হরে! আমি গন্ধদ্রব্যযুক্ত বিষ্ণু-তৈলসুবাসিত স্নানীয় আমলকীদ্রব প্রদান করিতেছি; গ্রহণ করুন। বিভো! আপনাকে বিশুদ্ধ রত্ন ও মণিনির্ম্মিত সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃত মনোহর শয্যা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ২০—২৯। প্রভো! আপনাকে বৃক্ষবিশেষের চূর্ণমূলের দ্রবসংযুক্ত ও কস্তূরীরসসংযুক্ত গন্ধতোয় প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। পরমেশ্বর! আমি আপনাকে বনস্পতিসমুদ্ভূত সকল দেবতাগণের সুপ্রিয় সুগন্ধি পুষ্প প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। বিভো! আমি আপনাকে শর্করা ও স্বস্তিকযুক্ত মিষ্ট দ্রব্য সহ সুপক্ব ফলযুক্ত নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে হরে! আমি আপনাকে লড্ডুক, মোদক, ঘৃত,

ক্ষীর, গুড়, মধু, নবোদ্ধৃত দধি, তক্র নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বর! আমি কর্পূরাদি সুবাসিত ভোগের সারভূত তাম্বূল ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে নিবেদন করিতেছি গ্রহণ করুন! হে পরমেশ্বর! আমি চন্দন অগুরু কস্তূরী ও কুঙ্কুম প্রভৃতির দ্রবযুক্ত আবীরচূর্ণ আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে প্রভো! আপনাকে বৃক্ষবিশেষের উৎকৃষ্ট রস সমুদ্ভূত সকল দেবগণের প্রিয়কর গন্ধদ্রব্য ধূপ অগ্নিযুক্ত করিয়া প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে হরে! আপনাকে ঘোরঅন্ধকারনাশের কারণভূত শুভাবহ সুন্দররূপে প্রদীপ্ত দীপ্তিকর দীপ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। বিভো! আপনাকে কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত, সুনির্ম্মল, পবিত্র এবং জীবনস্বরূপ পানার্থ জল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ভগবন্! আপনাকে নানা পুষ্পযুক্ত সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা গ্রথিত ও শরীরের ভূষণ-স্বরূপ মাল্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বর! আপনাকে এই বংশবৃদ্ধিকারক তরুবীজস্বরূপ, সুস্বাদু সুন্দর ফল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। এইরূপে ব্রতী পূজার উপযোগী সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ব্রতস্থানস্থিত যে যে দ্রব্য, তাহাও হরিকে নিবেদন করিবে এবং ব্রতী আবাহিত দেবগণের ভক্তিভাবে পূজা করত পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে। ৩০—৪২। তৎপরে নন্দ, সুনন্দ, কুমুদ প্রভৃতি গোপগণ, গোপিকা-গণ, রাধিকা, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা, শিব, শিবা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দিক্পাল, গ্রহগণ, অনন্ত, সুদর্শন ও কৃষ্ণপারিষদশ্রেষ্ঠদিগকে যথানিয়মে পূজা করিবে। সকল দেবতাকে পূজা করত ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং ব্রাহ্মণদিগকে নৈবেদ্য ও দক্ষিণা প্রদান করিবে। তৎপরে ব্রতী ভক্তিভাবে জন্মাখ্যায়োক্ত কথা শ্রবণ করত ব্রতদিবসে কুশাসনে অবস্থান করিয়া জাগরণ করিবে এবং তাহার পরদিন প্রভাতকালে আহ্নিকাদি সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজা করিবে, তাহার পর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিবে। নারদ বলিলেন, হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! বেদোক্ত সর্ব্বসম্মত ব্রত-কালব্যবস্থা এবং উপবাস ও জাগরণে ফল কি? ঐ দিবসে ভোজন করিলেই বা কি পাপ হয়; বেদাঙ্গ ও পুরাতনী সংহিতা আলোচনা করত অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণন করুন। যে দিনে অর্দ্ধ-রাত্রিতে অষ্টমীর এক পাদও থাকিবে, সেই দিন মুখ্য কাল ঐ দিনই হরি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যোগ পুণ্য ও জয় প্রদান করে, এ নিমিত্ত তাহার নাম জয়ন্তীযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে।—সেই জয়ন্তীযোগে পণ্ডিত ব্যক্তি উপবাস করত ব্রত করিয়া জাগরণ করিবে, এই কাল, ব্রতের পক্ষে প্রধান এবং সর্ব্বসম্মত; ইহা বেদবিদ্গণের বাক্য ইহা ব্রহ্মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। ঐ কালে যে ব্রতী জাগরণপূর্ব্বক উপবাস করত ব্রত করিবে, তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। ব্রতী সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। সপ্তমীসহ অষ্টমী রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা হইলেও সর্ব্বোতোভাবে বর্জ্জনীয়া। দৈবকীনন্দন, সপ্তমীসহ অসম্বদ্ধ রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বেদ ও বেদার্থাদিতে সুগুপ্ত অতি বিশিষ্ট মঙ্গললক্ষণ রোহিণী নক্ষত্র অতীত হইলে, ব্রতী পারণ করিবে, তিথি অস্ত হইলে হরিকে স্মরণ করত দেব-অর্চ্চনা করিয়া পারণ করিবে। সেই পারণ অতি পবিত্র এবং পুরুষদিগের সর্ব্বপাপ-প্রণাশক, পারণ-উপবাসের অঙ্গস্বরূপ শুভফলপ্রদ ও শুদ্ধির কারণ। মুনিগণের সকল উপবাসেই দিবা-পারণ অভিমত; তাহার অন্যথারূপে ব্রত ধারণ ও পারণ করিলে ফলহানি হয়। রোহিণীব্রত ভিন্ন রাত্রিতে পারণ করিবে না; এই রোহিণীব্রতে মহানিশা বর্জ্জন করিয়া নিশাতে পারণ করিতে পারিবে। ৪৩—৫৯। কিন্তু হে বিপ্র! পূর্ব্বাহ্ণে দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া পারণ করাই প্রশস্ত এবং সর্ব্বসম্মত; কিন্তু তাহা রোহিণীব্রতের অতিরিক্ত ব্রতে উক্ত আছে। বুধ বা সোমযুক্ত জয়ন্তীযোগে ব্রতী যদি ব্রত করে, তাহা হইলে তাহার গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যদি সমস্ত দিন নবমী থাকে, কিন্তু উদয়কালে অষ্টমীর ভোগ থাকে এবং ঐ দিবসে যদি সোম বা বুধের যোগ হয় ও রোহিণী নক্ষত্রের যোগ থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ দিন—শত বৎসরেও লাভ হয় কি না সন্দেহ। ব্রতী ঐ দিনে ব্রত করিয়া কোটিপুরুষ-পর্য্যন্ত উদ্ধার করে। ধনহীন ভক্ত মানবগণ ব্রত না করিতে পারিয়া উপবাস করিলেও মাধব সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। জয়ন্তী-ব্রত-দীক্ষিত মানব, যদি ভক্তিপূর্ব্বক নানা উপচারে রাত্রি জাগরণ করে, দৈত্যারি তাহাকে ব্রতসম্ভূত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করে সে সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিত্তশাঠ্যকারী কোন ফল লাভ করিতে পারে না। পণ্ডিত ব্যক্তি অষ্টমী অথবা রোহিণীতে পারণ করিবে না; তাহা হইলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য ও উপাবাসার্জ্জিত ফল নষ্ট হইয়া যায়। তিথি অষ্টগুণ ও উক্ত নক্ষত্র চতুর্গুণ ফল নাশ করে, অতএব যত্নপূর্ব্বক তিথি ও

নক্ষত্রান্তে পারণ করিবে। মুনিশ্রেষ্ঠ! যদি মহানিশা-সময়ে তিথি এবং নক্ষত্রের অন্ত হয়, তাহা হইলে ব্রতী তাহাতে পারণ না করিয়া তৃতীয় দিবসে পারণ করিবে। হে নারদ! রাত্রির ছয় মুহূর্ত্ত অতীত হইলেই মহানিশা, তাহাতে ভোজন করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হয়। শুদ্ধ মহানিশাতে অন্য ভোজনের কথা কি তাম্বুল, ফল, জল প্রভৃতিও মনুষ্যের অভক্ষ্য,—গোমাংস, বিষ্ঠা ও মূত্রতুল্য হয়; আদ্যে ও অন্তে চারি চারি দণ্ড করিয়া পরিত্যাগ করত রাত্রি ত্রিযামা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দিবসের আদ্যভাগ ও অন্তভাগের সেই পরিত্যক্ত, উভয় নাড়িকাই সন্ধ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ জন্মাষ্টমীতে জাগরণ ও ব্রত করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপ হইতেও মুক্তি-লাভ হয়; তাহাতে সংশয় নাই। মানব যদি শুদ্ধ জন্মাষ্টমীতে জাগরণ ব্যতীত কেবল উপবাস করে, তাহা হইলেও তাহার অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। সে ব্যক্তি বাল্য, কৌমার, যৌবন, অথবা বার্দ্ধক্য সকল সময়ে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে যে মুক্তি লাভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। যে নরাধম শ্রীকৃষ্ণ-জন্মদিবসে ভোজন করে, সে-ই মাতৃগমন ও শত ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হয়। তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য নিশ্চয় নষ্ট হয় ও সে দৈব-পিতৃ-কার্য্যে সর্ব্বদা অনধিকারী ও অশুচি থাকে এবং অন্তে সূর্য্য-চন্দ্রের অবস্থিতি-কালপর্য্যন্ত শূলতুল্যতীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট কৃমিগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া কালসূত্রনামক নরকে বাস করে। সেই পাপী নরক হইতে উত্থান করত যদিও ভারতে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে ষষ্টিসহস্র বৎসর বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া বাস করে; তৎপরে সহস্রকোটি বৎসর গৃধ্র, অতঃপর শতজন্ম শূকর, শতজন্ম শ্বাপদ, শতজন্ম শৃগাল, সপ্তজন্ম সর্প ও সপ্তজন্ম কাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে; এইরূপে সকল যোনিতে ক্রমান্বয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার পরে মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করত মূক, গলিতকুষ্ঠযুক্ত ও সদা আতুর হয়। তাহার পরজন্মে পশুঘাতী ব্যালগ্রাহী হয়, তৎপরে নরঘাতক ধর্ম্মহীন দস্যু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর রজক, তৎপরে তৈলবিক্রেতা, অবশেষে সর্ব্বদা অশুচি দেবল ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে। কোন ব্যক্তি যদি উপবাসে অসমর্থ হয় তাহা হইলে অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, অথবা অন্নের দ্বিগুণ-পরিমিত ধন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। অথবা সহস্র-পরিমিত সাবিত্রীমন্ত্র জপ করিবে, কিম্বা মানবগণ সেই ব্রত পালনার্থ দ্বাদশবার প্রাণায়াম করিবে। বৎস! ধর্ম্মমুখে যাহা শুনিয়াছিলাম সেই সমস্ত ব্রতোপবাস ও পূজাবিধান বর্ণন করিলাম। ৬০—৮৬।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, মহর্ষে! তৎপরে বসুদেব গোকুলে যশোদামন্দিরে কৃষ্ণকে রাখিয়া স্বগৃহে গমন করিলে, নন্দ কিরূপ পুত্রের উৎসবক্রিয়া করিলেন? হরি, নন্দভবনে কত কাল অবস্থান করিলেন এবং কি কি কার্য্য করিলেন? প্রভো! তাঁহার বাল্যক্রীড়া অবধি সমস্ত ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করুন। পূর্ব্বে হরি রাধার নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে প্রতিপালন করিলেন? রাসমণ্ডল কিরূপ? বৃন্দাবনই বা কি প্রকার? এবং ভগবানের রাসক্রীড়া ও জলক্রীড়া সমস্তই বর্ণন করুন। প্রভো! নন্দ, রোহিণী ও যশোদা, কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন? হরির পূর্ব্বে বলদেবের কোথায় জন্ম হইল? তাহা প্রকাশপূর্ব্বক বর্ণনা করুন। হরির অদ্ভুত আখ্যান অমৃতখণ্ডসদৃশ, বিশেষতঃ কবিগণের মুখে বর্ণিত হইলে প্রতিপদে নূতন ভাব গ্রহণ করে; অতএব স্বীয় রাসমণ্ডল ও ক্রীড়া আপনি বর্ণনা করুন; পরোক্ষ-বর্ণিত কাব্য অপেক্ষা দৃশ্য বর্ণন প্রশস্ত; আপনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ এবং যোগীন্দ্রগণের গুরুরও গুরু, যিনি যাঁহার অংশসম্ভূত তিনি তাঁহার সুখেই সুখী। আপনিই বর্ণনা করিয়াছেন যে, আপনারা উভয়ে শ্রীহরির পাদপদ্মে বিলীন ছিলেন; অতএব আপনি সাক্ষাৎ গোলোকনাথের অংশস্বরূপ ও তাঁহারই তুল্য মহানুভব। নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, গণেশ, ধর্ম্ম, কূর্ম্ম, আমি, নর ও কার্ত্তিকেয়, আমরা নয় জন শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত। গোলোকনাথের আশ্চর্য্য মহিমা, কে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? হে নারদ! যে মহিমা আমরাই জানিতে পারিলাম না, পণ্ডিতগণ তাহা কি জানিবে? বরাহাবতার, বামন, কল্কী, বুদ্ধ, কপিল, মীনাবতার, ইঁহারা হরির অংশসম্ভূত; এইরূপ অন্যও কালসম্ভূত কত অবতার আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রাম ও নৃসিংহ উভয়ে পূর্ণাবতার ও শ্বেতদ্বীপে বিরাজিত; বৈকুণ্ঠে ও গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণতম। ১—১৩। হরি গোকুল ও গোলোকে দ্বিভুজ মুরলীধারী রাধাকান্ত এবং তিনিই বৈকুণ্ঠে রূপভেদে চতুর্ভুজ

কমলাকান্ত। তাঁহারই নিত্য তেজ যোগিগণ নিয়ত চিন্তা করিয়া থাকেন এবং ভক্তগণও তাঁহার পাদপদ্ম নিত্য ধ্যান করেন; তেজস্বী ব্যক্তি ব্যতীত তেজ থাকিবে কিসে? বিপ্র! যশোদা, নন্দ ও রোহিণী যেরূপে তপস্যা করিয়া যে কারণে হরির মুখকমল দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, সেই তপোবিষয় এক্ষণে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বসুগণের শ্রেষ্ঠ নন্দ পূর্ব্বে দ্রোণ নামে তপোধন ছিলেন। সেই দ্রোণ মহর্ষির পত্নীর নাম ধরা ছিল। সেই ধরাই যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্পমাতা কদ্রু রোহিণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁদের জন্ম-চরিত্ত বলিতেছি বিশেষরূপে অবগত হও। হে মুনে! একদা ধরা ও দ্রোণ পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমে গন্ধমাদনে গৌতমের আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইয়া সুপ্রভানদীতীরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের নিমিত্ত অযুত বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিলেন। তৎপরে তপস্বিনী ধরা ও দ্রোণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া বৈরাগ্যবশতঃ অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। ১৪—২১। তখন তাঁহাদের মুমূর্ষু ভাব দর্শন করিয়া এই দৈববাণী হইল যে, হে বসুশ্রেষ্ঠ! তোমরা জন্মান্তরে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের বন্দিত মুনিগণের ধ্যানযোগ্য ও যোগিগণের দুর্দ্দর্শ সেই ভগবান্‌কে পৃথিবীতে গোকুলে পুত্ররূপে দর্শন করিবে। তৎপরে দ্রোণ ও ধরা সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া সুখে স্বভবনে গমন করিলেন। কালক্রমে তাঁহারা উভয়ে ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া হরির মুখকমল দর্শন করিলেন। আমি যশোদা ও নন্দের চরিত্র বর্ণন করিলাম, এক্ষণে দেবতাদিগের সুগোপ্য রোহিণীচরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনে! এক সময়ে দেবমাতা অদিতি ঋতুমতী হইয়া পুষ্পোৎসবদিবসে পতি কশ্যপকে চরদ্বারা সেই সংবাদ জানাইলেন। তাহার পর সুন্দরী অদিতি ঋতুস্নান করত রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন এবং বিবিধ বেশভূষা করত দর্পণে স্বীয় মুখকমল দর্শন করিলেন। তিনি কস্তূরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু ও রত্নকুণ্ডলশোভাশালী পত্রাভরণ ধারণ করিলেন। তিনি স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে মনোহর গজ-মুক্তা বিন্যাস করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ও নয়নযুগল শারদীয় বিকচপদ্মসদৃশ শোভাসম্পন্ন; তাঁহার মুখমণ্ডল বক্রভঙ্গিমাযুক্ত, কজ্জল রচনাতে উজ্জ্বল, বিচিত্রভাবে বিরাজিত এবং তাহাতে দন্তপংক্তি পক্ব-দাড়িম্ব-বীজের ন্যায় শোভিত। ২২—৩০। সেই মুখমণ্ডলে অধরোষ্ঠ পক্ববিম্বফলসদৃশ মনোহর; তিনি অত্যন্ত কমনীয় ও মুনীন্দ্রগণের চিত্তের মোহোৎপাদক স্বীয় মনোহর মুখমণ্ডল আদর্শতলে দর্শন করিয়া স্বগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিরন্তর আগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া, কামবাণে পীড়িত হইতে লাগিলেন। তৎপরে অদিতি, কশ্যপ কদ্রুসহ ক্রীড়াত আসক্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিয়ত অবস্থান করিতেছেন, এই বার্ত্তা সেই রসভাব সমারম্ভ-কালে শুনিতে পাইলেন। তখন অত্যন্ত কোপযুক্ত হইয়া রতিকাতরা সাধ্বী অদিতি হতাশা হইলেন এবং প্রেমবশতঃ স্বীয় পতিকে অভিশাপ না করিয়া সর্প-মাতা কদ্রুকে অভিসম্পাত করিলেন।—"সেই ধর্ম্মিষ্ঠার ধর্ম্মনাশিনী কদ্রু, দেবালয়ে অবস্থানের যোগ্যা নহে, পাপীয়সী এই স্বর্গলোক হইতে দূরে গমন করত মানব-যোনি প্রাপ্ত হউক।" তৎপরে কদ্রু চর-মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবমাতা অদিতিকেও শাপ প্রদান করিলেন যে, "সেই অদিতিও জরাযুক্তা হইয়া মর্ত্ত্যলোকে মানবযোনিতে গমন করুক।" এইরূপে উভয়ে শাপগ্রস্তা হইলে, তখন কশ্যপ কদ্রুকে সান্ত্বনা-বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে সুহাসিনি! তুমি কালক্রমে আমার সহিত মর্ত্ত্যে গমন করিবে এবং শ্রীহরির মুখকমল দেখিতে পাইবে; অতএব প্রিয়ে ভয় ত্যাগ করিয়া প্রসন্না হও। এই কথা বলিয়া ভগবান্ কশ্যপ অদিতির গৃহে গমন করত তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। সেই ঋতুতেই অদিতির গর্ভে দেবরাজ জন্ম গ্রহণ করেন; তৎপরে অদিতি দেবকীরূপে, কদ্রু রোহিণীরূপে ও কশ্যপ শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। হে মুনে! সকল গোপনীয় রহস্য ক্রমে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে দীর্ঘকায় সহস্র ফণাধারী অনন্ত অপ্রমেয় বলদেবের জন্ম বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। রোহিণীরূপিণী বসুদেবের প্রিয়-ভার্য্যা হইলেন। হে মুনে! সাধ্বী রোহিণী বসুদেবের আজ্ঞানুসারে বলদেবের রক্ষার্থ কংসভয়ে তথা হইতে গোকুলে পলায়ন করিয়া গমন করিলেন। তখন মায়াদেবী কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে দৈবকীর সপ্তম গর্ভ গোকুলে রোহিণীর জঠরে স্থাপন করিলেন; মায়া গর্ভসংক্রান্ত করিয়া কৈলাসে গমন করিলেন। তাহার কতিপয় দিবস পরে রোহিণী নন্দভবনে কৃষ্ণাংশস্বরূপ তপ্তস্বর্ণভাব ঈশ্বররূপ পুত্র প্রসব করিলেন। সেই নবজাত শিশুর বদনমণ্ডল ঈষদ্ধাস্যযুক্ত প্রসন্ন। তিনি ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত; তাঁহার জন্মমাত্রেই সমস্ত

দেবকুল আনন্দিত হইলেন এবং স্বর্গপুরে দুন্দুভি পটহ মৃদঙ্গ প্রভৃতির বাদ্য হইতে লাগিল। দেবগণ আনন্দিত হইয়া জয় শব্দ এবং শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৩১—৪৭। নন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধাত্রী সেই বালকের নাড়ীচ্ছেদন করিয়া, তাহাকে স্নান করাইল। তখন গোপীগণ সকল আভরণে ভূষিত হইয়া উলুধ্বনি করিল। নন্দরাজ পর-পুত্রের উৎসব অতি আদরের সহিত করিলেন। যশোদাও সন্তুষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণীদিগকে নানাবিধ দ্রব্য, সিন্দুর, তৈল ও ধন ইত্যাদি প্রদান করিলেন। বৎস নারদ! তোমাকে নন্দ-যশোদার তপস্যা-লহরী, জন্ম ও রোহিণীর চরিত সমস্ত বলিলাম; এক্ষণে তোমার বাঞ্ছনীয়, সুখ মোক্ষপ্রদ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-প্রভৃতিবিনাশক সারভূত নন্দপুত্রোৎসব শ্রবণ কর। কৃষ্ণচরিত মঙ্গলময়, বৈষ্ণবগণের জীবনতুল্য, সর্ব্বঅশুভনাশক ও শ্রীহরির ভক্তি ও দাস্যপ্রদ। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নন্দভবনে রাখিয়া সেই বালিকাকে গ্রহণ করত নিজ ভবনে গমন করিলেন। হে মুনে! সেই বালিকার চরিত্র পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; তাহা আমার মুখেই শুনিয়াছ। এইক্ষণে গোকুলে মঙ্গলময় কৃষ্ণচরিত শ্রবণ কর। তাহার পর বসুদেব স্বভবনে গমন করিলে, যশোদা ও নন্দ জয়াশ্রিত মঙ্গলময় সূতিকাগৃহে জাগরিত থাকিয়া দেখিলেন ভূমিষ্ঠ পুত্র, নবীননীরদ-সদৃশ শ্যামবর্ণ, অত্যন্ত সুন্দর, নগ্ন। সে গৃহের শিখর-দেশ অবলোকন করিতেছে। তাহার মুখমণ্ডল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়; লোচনযুগল নীলইন্দীবর-সদৃশ; তিনি ক্ষণে হাস্য ও ক্ষণে রোদন করিতেছেন; তাঁহার শরীর ধূলিধূসরিত; কোন সময়ে তিনি হস্তদ্বয় ভূমিতে ন্যস্ত করিয়া পাদপদ্মপ্রসারণ করিতে উদ্যম করিতেছেন। নন্দ হরিকে এইরূপ দর্শন করিয়া প্রিয়ার সহিত অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন; ধাত্রী শীতল জলে সেই বালককে স্নান করাইয়া তাঁহার নাড়ীচ্ছেদ করিল। তখন গোপীগণ আনন্দে জয় শব্দ করিতে লাগিল। সেই সময়ে বৃহৎশ্রোণি চঞ্চল-স্তনী নানারূপ বলিকা ও বয়স্থা গোপিকাগণ ও ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ সকলেই যেই সূতিকা-গৃহাভিমুখে আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই বালককে দর্শন করত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বালককে ক্রোড়ে করত তাহাকে চুম্বন করিয়া রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে নন্দ পরিধেরবস্ত্রসহ স্নান করিয়া ধৌত বস্ত্রযুগল ধারণ করত হৃষ্টচিত্তে পৌর্ব্বাপর্য্য-বিধি-অনুসারে সমস্ত সম্পাদন করিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া বিবিধ মঙ্গল করত বাদ্য বাদন করাইলেন এবং বন্দী-দিগকে ধন প্রদান করিলেন। ৪৮—৬৪। তাহার পর নন্দ সানন্দে ব্রাহ্মণদিগকে ধন, রত্ন, প্রবাল ও হীরা প্রভৃতি আদরের সহিত প্রদান করিতে লাগিলেন। হে মুনে! নন্দরাজ তিলের সপ্তটী পর্ব্বত, সুবর্ণ, কাঞ্চন, রৌপ্য, ধান্যের পর্ব্বত, বস্ত্র, সহস্র গো, দধি, দুগ্ধ, চিনি, নবনীত, ঘৃত, মধু, মিষ্টান্ন, নারিকেল, লড্ডুক, সুস্বাদু মোদক, সকল শস্যোপযোগিনী ভূমি, বায়ুর ন্যায় বেগশালী ঘোটক, তাম্বুল ও তৈল প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন; এবং সূতিকাগার রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে, তন্ত্র-মন্ত্রজ্ঞ মানবদিগকে এবং বৃদ্ধ গোপগণকে নিযুক্ত করিলেন। মহারাজ নন্দ বেদপাঠ ও মঙ্গলময় হরির নাম কীর্ত্তন করাইলেন, এবং ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদ্বারা দেবতাদিগের পূজা করাইলেন। তৎপরে বৃদ্ধা ও বয়স্থা বিপ্রপত্নীগণ সস্মিত বদনে স্বীয় বালকসহ নন্দভবনে আগমন করিলেন। নন্দ তাঁহাদিগকেও বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন। তৎপরে বৃদ্ধা গোপালিকাগণ রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া নন্দভবনে আগমন করিল। নন্দ তাহাদিগকেও সূক্ষ্ম বস্ত্র, রৌপ্য ও সহস্র গো সাদরে প্রদান করিলেন। তাহার পর জ্যোতিষশাস্ত্রবিশারদ নানাবিধ সিদ্ধবাক্য গণকগণ পুস্তককরে নন্দভবনে আগমন করিল। নন্দরাজ তাহাদিগকে নমস্কার করত বিনয় করিলেন। তাহারা আশীর্ব্বাদ করত সকলে বালককে দর্শন করিল। হে ব্রহ্মশ্রেষ্ঠ! নন্দ এইরূপে সম্ভৃতসম্ভার হইয়া গণকদ্বারা বালকের ভবিষ্যৎ শুভা-শুভ গণনা করাইলেন। বালক শুক্লপক্ষীয় নিশা-করের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। হরি নন্দালয়ে মাতার স্তন্য পান করিয়া সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মুনে! যশোদা ও রোহিণী উভয়েই সেই পুত্রোৎসবে হৃষ্টা হইয়া, সকল স্ত্রীদিগকে ধন, সিন্দুর, তাম্বুল প্রভৃতি প্রদান করিলেন। তাহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বীয় মন্দিরে গমন করিল এবং যশোদা, রোহিণী ও নন্দ ইহাঁরা আনন্দে গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬৫—৭৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

———

দশম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, এদিকে কংস, সভামধ্যে স্বর্ণ-সিংহাসনে সুখে অবস্থান করিতেছেন, এক দিন গগনে এক দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।—হে মূঢ় নরাধিপ! কি করিতেছ? এইক্ষণে স্বীয় মঙ্গলের চিন্তা কর, তোমার বিনাশকর্ত্তা ধরণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এক্ষণে তাহার উপায় চিন্তা কর। বসুদেব, দৈবমায়াবলে তোমার বিনাশ-কারী স্বীয় তনয় নন্দকে প্রদান করিয়া তাঁহার কন্যা আনয়ন করত তোমাকে প্রদান করিয়াছে; সেই কন্যা স্বয়ং মায়া, বসুদেব পুত্র স্বয়ং হরি তোমার হন্তা; তিনি গোকুলে নন্দভবনে বৃদ্ধি পাইতেছেন; দৈবকীর সপ্তম গর্ভ প্রসব হয় নাই, তাহা নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া-ছিলে, তাহা মিথ্যা; মায়া তাহাকে রোহিণী-জঠরে স্থাপন করিয়াছেন; তাহাতে শেষাংশ মহাবল বলদেবের জন্ম হইয়াছে; তোমার কালস্বরূপ তাঁহারা উভয়েই নন্দভবনে বর্দ্ধিত হইতেছেন। রাজা সেই দৈববাণী শুনিয়া নত-মস্তকে প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইলেন; তৎপরে উন্মনস্ক হইয়া আহারাদি পরিত্যাগ করিলেন। তখন নীতিবিৎ কংসরাজ, প্রাণোপমা প্রিয়ভগিনী পূতনাকে সভামধ্যে আনয়ন করত বলিলেন; পূতনে! কোন কার্য্যের নিমিত্ত গোকুলে নন্দভবনে গমন করত স্বীয় স্তন বিষাক্ত করিয়া সেই নন্দ বালককে প্রদান করিবে। বৎসে! তুমি অতি বেগ-গামিনী ও মায়া-শাস্ত্রবিশারদা, অতএব মায়াবলে মনুষ্য-রূপ ধারণ করত নন্দালয়ে শীঘ্র গমন কর। পূতনে! তুমি দুর্ব্বাসাপ্রদত্তমন্ত্রবলে সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পার এবং নানা প্রকার রূপও ধারণ করিতে সক্ষমা। হে নারদ! কংসরাজ এই কথা বলিয়া বিরত ও ভীত হইলে কামচারিণী পূতনা কংসকে প্রণাম করত গমন করিল। ১—১২। তাহার পর পূতনা মায়াবলে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা হইল ও নানারূপ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া মালতীমাল্যযুক্ত কবরীভার ধারণ করিল এবং ভালদেশে কস্তুরীবিন্দুর সহিত সিন্দুরবিন্দু বিন্যস্ত করত রসনা-নূপুরের মনোহর কলশব্দে দিক্‌সকল মুখরিত করিয়া গমন করিল। কিয়দ্দুর গমন করত গোষ্ঠ প্রাপ্ত হইল; তাহার মধ্যে দুল্লঙ্ঘ্য গভীর-পরিখা-বেষ্টিত মনোহর নন্দালয় দেখিতে পাইল। সেই নগর বিশ্বকর্ম্মা, দিব্য প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মাণ করত তাহাকে ইন্দ্রনীল মকরত ও পদ্মরাগ প্রভৃতি মণি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছেন। নন্দাশ্রমের শিখরদেশ চিত্রিত সুবর্ণকলসে সুশোভিত হইয়া উজ্জ্বল শোভা সম্পাদন করিতেছে। গগনস্পর্শী চতুর্দ্বারযুক্ত প্রাকারমালায় সেই আশ্রম চারিদিকে বেষ্টিত। সেই প্রাকারস্থিত দ্বারসমূহে লৌহকবাট নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং দ্বারপালগণ তাহাতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। সেই নগর রমণীয় সুন্দরীগণে পরিশোভিত হইয়া স্বীয় রম্যভাব বিস্তার করিতেছে। নন্দাশ্রম বিবিধ মুক্তা, মাণিক্য, স্পর্শমণি, ধন, রত্ন, স্বর্ণপাত্র, স্বর্ণ-বট ও কোটি কোটি দুগ্ধবতী গাভীতে পরিপূর্ণ; এবং নন্দপ্রতি-পালিত লক্ষ লক্ষ গোপকিঙ্করগণে পরিব্যাপ্ত ও কর্ম্মব্যগ্র সহস্র সহস্র দাসীসমূহযুক্ত। মনোহারিণী পূতনা সানন্দে সেই আশ্রমে প্রবেশ করিল। তখন গোপিকাগণ তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দুষ্টা বলিয়া জানিতে পারিল না। তাহারা বিবেচনা করিল যে, লক্ষ্মী কি দুর্গা কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এই নন্দালয়ে আগমন করিয়াছেন। সকল গোপীগণ তাহাকে প্রণাম করত কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল এবং পাদ্য ও সিংহাসন প্রদান করিয়া মায়ারূপা পূতনাকে তাহাতে বসাইল। তখন দুষ্টা পূতনাও গোপবালকদিগের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত সেই গোপীগণপ্রদত্ত পাদ্য সাদরে গ্রহণ করিয়া আসনে উপবেশন করিল। তৎপরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে ঈশ্বরি! আপনি কে? আপনার নিবাস কোথায়? আপনার নাম কি? কি জন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছেন? অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে বলুন। মনোহরা পূতনা তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগি-লেন, হে গোপিকাগণ! আমি মথুরাবাসিনী বিপ্রপত্নী, বহুকালে নন্দরাজের একটী সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বার্ত্তাবাহকের মুখে এইরূপ মঙ্গলসূচক বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নন্দভবনে আসিয়াছি। সেই বালককে দর্শন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিব; এই আমার অভিলাষ, অতএব পুত্র আনয়ন কর, তাহাকে দর্শন করত আশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করি। যশোদা ব্রাহ্মণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণপত্নীকে প্রণাম করত পুত্রকে তাহার ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। ১৩—২৯। সুন্দরী পূতনা সেই বালককে ক্রোড়ে করিয়া বারংবার চুম্বন করত সুখে উপবেশন করিয়া বালককে স্তন পান করাইতে লাগিল ;এবং বলিতে লাগিল, গোপ-সুন্দরি! আহা! তোমার এই বালকটী কি অদ্ভুত। কেমন সুন্দর! গুণে নারায়ণ-তুল্য। বালক, হৃষ্টচিত্তে তাহার বক্ষে অবস্থান করত

স্তন্য পান করিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং সেই বিষাক্ত দুগ্ধ সুধার ন্যায় তাহার প্রাণের সহিত পান করিলেন। সুন্দরী বালককে পরিত্যাগ করত প্রাণত্যাগ করিয়া বিকটবদনে ঊর্দ্ধমুখে ভূমিতে পতিত হইল। তৎপরে পূতনা স্বীয় নশ্বর স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহে প্রবেশ করত রত্নসারনির্ম্মিত দিব্যরথে শীঘ্র আরোহণ করিল। সেই রথ মনোহর দিব্য পারিষদবর্গে বেষ্টিত লক্ষ শ্বেতচামর ও লক্ষ দর্পণে পরিশোভিত এবং বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ সূক্ষ্মবস্ত্রে নানারূপ চিত্রসমূহে ও রত্নকলসে মনোহর শোভাশালী। সেই রথ সুন্দর একশতচক্রযুক্ত এবং রত্নতেজে অত্যন্ত প্রদীপ্ত; পারিষদগণ তাহাকে সেই রথে তুলিয়া গোলোকধামে গমন করিলেন। গোপ-গোপিকাগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল; কংসও ইহা সম্পূর্ণরূপে শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। হে মুনে। যশোদা বালককে ক্রোড়ে করিয়া স্তন দান করিলেন। এবং ব্রাহ্মণদ্বারা শিশুর মঙ্গলকার্য্য করাইলেন। তাহার পর নন্দ আনন্দপূর্ব্বক পূতনার দেহ দাহ করিয়া সেই চিতাধূমে চন্দন অগুরু কস্তুরীতুল্য গন্ধ পাইলেন। নারদ বলিলেন, হে মুনে! রাক্ষসরূপিণী সেই পুণ্যবতী কে? কোন্ পুণ্যবলে সেই সতী শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া কৃষ্ণমন্দিরে গমন করিল? নারায়ণ বলিলেন, বলিকন্যা রত্নমালা পিতার যজ্ঞসময়ে বামনের মনোহররূপ দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি পুত্রস্নেহে কাতরা হন, এবং মনে এই অভিলাষ করেন, যদি এই বামন আমার পুত্রসদৃশ হন তাহা হইলে ইহাঁকে স্তন দান করত বক্ষে ধারণ করি। কামপূরক কৃপানিধি হরি রত্নমালার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া জন্মান্তরে তাঁহার স্তন্য পান করত তাঁহাকে মাতৃগতি প্রদান করিলেন। পূতনা রাক্ষসী কৃষ্ণকে বিষাক্ত স্তন পান করাইয়া তাঁহার মাতৃস্বরূপা হইলেন এবং তৎপরে মুক্তি লাভ করিলেন। অতএব তাদৃশ দয়াময় হরি ব্যতীত আর কাহাকে ভজনা করিব? হে বিপ্র! শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনা এইরূপে তোমার নিকটে করিলাম; অতঃপর পদে পদে সুমধুর শ্রেষ্ঠ বিষয় তোমাকে বলিতেছি। ৩০—৪৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, এক সময়ে নন্দপত্নী সাধ্বী যশোদা গোকুলে গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া বালককে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন, এমন সময়ে বায়ুরূপ তৃণাবর্ত্ত আসিতেছে; শ্রীহরি মনে মনে তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ভারযুক্ত হইলেন। হে মুনে! যশোদা তখন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হওয়াতে বালককে পরিত্যাগ করত শয্যায় শয়ন করাইয়া যমুনাতে গমন করিলেন। এই সময়ে সেই স্থানে বাত্যারূপধারী অসুর বায়ুরূপে শ্রীহরিকে গ্রহণ করত ভ্রমণ করাইয়া শত যোজন দূরে গমনকরিল। তাহাতে বহু বহু বৃক্ষশাখা ভগ্ন হইল। এইরূপে গোকুল অন্ধকারে পরিপূর্ণ করিয়া মায়াবী পুনর্ব্বার সেই স্থানে পতিত হইল। তৎপরে শ্রীহরির সংস্পর্শে সে অসুর হইয়াও স্বীয় কর্ম্মভোগাবসান হইলে সুন্দর রথারোহণ করত হরিমন্দিরে গমন করিল। সেই অসুর পূর্ব্বে পাণ্ড্যদেশীয় রাজা ছিল; দুর্ব্বাসার শাপবশতঃ অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শে মুক্তদেহে গোলোকধামে গমন করিল। সেই বাত্যাপ্রভাবে গোপ-গোপীগণ ভয়বিহ্বল হইল এবং বালককে শয়নীয় স্থানে না দেখিয়া ভয় ও শোকাকুলভাবে তাহারা স্বীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ব্রজবাসিগণ অন্বেষণ করিয়া পুষ্পোদ্যানে গমন করত পদ্মের একদেশে সরোবরের তীরে জলসমীপবর্ত্তী প্রদেশে ধূলিধূসরিতাঙ্গ এবং নিরন্তর গগনমার্গ অবলোকনকারী ও যেন ভয়কাতর হইয়া অবিরত রোদনকারী সেই বালকরূপী ভগবান্‌কে দেখিতে পাইল। তখন নন্দ বালককে দেখিবামাত্র স্বীয় বক্ষে ধারণ করত তাঁহার মুখমণ্ডল অবিরত নিরীক্ষণ করিয়া সুখে রোদন করিতে লাগিলেন। রোহিণী যশোদাও বালককে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে বক্ষে ধারণ করত মুহুর্মুহু তাঁহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং যশোদা বালককে স্নান করাইয়া তাঁহার মঙ্গলজনক শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করাইলেন, প্রসন্নবদনে তাঁহাকে স্তন প্রদান করিলেন। নারদ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! দুর্ব্বাসা পাণ্ড্য দেশীয় নৃপতিকে কেন অভিসম্পাত করিয়াছিলেন? সেই পুরাতন ইতিহাস বিচারপূর্ব্বক আমাকে বলুন। নারায়ণ ঋষি বলিলেন, পাণ্ড্যদেশীয় প্রতাপশালী সহস্রাক্ষ নরপতি কামবাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া স্ত্রীসহস্রসমভিব্যাহারে মনোহর নির্জ্জন প্রদেশ গন্ধমাদন পর্ব্বতে

নদীতীরস্থ পুষ্পোদ্যানে গমন করত সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ১—১৭। সহস্রাক্ষ বিপরীতাদি নানারূপ শৃঙ্গার ও কামিনীদিগের মুখে এবং কুচে নখ-দন্ত ক্ষত প্রভৃতি করিলেন। নৃপতীশ্বর যোগিশ্রেষ্ঠ সহস্রাক্ষ এইরূপে সহস্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নানা-বিধ বিহার করত তৎপরে জলক্রীড়া করিতে লাগি-লেন। নারীগণ সকলে বিবস্ত্রা হইল, নৃপতিও নগ্ন হইয়া মনোরম পুষ্পভদ্রানদীতীরে বিহারে রত থাকিলেন। ঐ সময়ে মহামুনি দুর্ব্বাসা লক্ষশিষ্য-পরিবৃত হইয়া সেই পথে শঙ্করসমীপে গমন করিতেছিলেন। তখন মদমত্ত সহস্রাক্ষ তাঁহাকে দেখিয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন না, প্রণামাদি কিছুই করিলেন না ও বাচিক অথবা হস্তদ্বারাও কোনরূপ সম্ভাষণ করিলেন না। মুনি তাহা দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং কম্পিত অধরোষ্ঠে নৃপতিকে এই অভিসম্পাত করিলেন ;—"পাপিষ্ঠ ! তুই যোগভ্রষ্ট হইয়া অসুররূপে ধরাতলে গমন কর্। নরাধম ! তুই ভারতে লক্ষবর্ষ অসুররূপে অবস্থান করিয়া তৎপরে শ্রীহরির পাদস্পর্শে পুনর্ব্বার গোলোক-ধামে গমন করিবি। হে মহিষীগণ ! তোমরাও ভারতে স্থানে স্থানে রাজেন্দ্রগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত মনোহারিণী রাজকন্যা হও।" মুনীন্দ্র এই কথা বলিয়া শঙ্করালয়ে গমন করিলেন। কৃপালু শিষ্যগণ তাহা শুনিয়া হাহা শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুনি গমন করিলে রাজা সেই নদীতটে রোদন করিতে লাগিলেন এবং সেই রমণীয়া রমণীগণ বিরহাতুরা হইয়া, "হে নাথ ! হে রমণশ্রেষ্ঠ ! তোমা ব্যতীত আমরা কোথায় যাইব ? তুমিই বা কোথায় যাইবে" পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিল ; নাথ ! আর কি তোমার সহিত সুনির্জ্জনে বিহার করিতে পারিব না ? আর কি তুমি রাজ্য ভোগ করিবে না ? আমরা কি আর গৃহে যাইতে পারিব না ? শরচ্চন্দ্রের প্রভাশালী তোমার মুখকমল কি আর দেখিতে পাইব না ? হে প্রাণ-বল্লভ ! আর কি আমরা প্রসারিত বাহুযুগলে তোমাকে বক্ষে ধারণ করিতে পারিব না ? নারীগণ সেই নদীতীরে রাজাকে সম্মুখে করত তাঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক সকলে এইরূপ বিলাপ করিয়া রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইল। হে নারদ ! তখন রাজা অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া হরিপদাম্বুজ হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে নারীগণসহ সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। তাহা দর্শনে গগনস্থিত দেবগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ এই কথা বলিলেন যে "দৈবই বলবত্তর।" সেই রাজাই তৃণাবর্ত্তরূপে হরির পাদস্পর্শে হরিমন্দিরে গমন করিলেন ; মহিষীগণ ভারতে বাঞ্ছিত জন্ম লাভ করিলেন। শ্রীহরির উত্তম মাহাত্ম্য, মুনীন্দ্রের শাপ-কারণ ও নৃপতির শাপ হইতে মুক্তি, সমস্ত বর্ণন করিলাম। ১৮—৩৫।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারায়ণ ঋষি বলিলেন, এক দিন নন্দপত্নী যশোদা স্বীয় মন্দিরে বসিয়া ক্ষুধাতুর পুত্র গোবিন্দকে বক্ষে করত স্তন্য প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধা ও যুবতী কতকগুলি গোপিকা বালক-বালিকাসহ নন্দা-শ্রমে আগমন করিল। শ্রীহরি স্তনপানে পরিতৃপ্ত না হইতেই যশোদা তাঁহাকে শীঘ্র শয্যায় রাখিয়া তাঁহার ঔত্থানিক মঙ্গলজনক কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহা-দিগকে তৈল, সিন্দূর, তাম্বুল, মিষ্ট বস্তু, ভূষণ ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিলেন। এই সময়ে মায়াময় কৃষ্ণরূপী বালক, ক্ষুধায় রোদন করিতে করিতে মায়া-বশে চরণ প্রসারণ করিলেন, তখন তাঁহার চরণ প্রবীণ শকটে পতিত হইবামাত্র বিশ্বম্ভর হরির পদাঘাতে শকট চূর্ণ হইল। শকট ভগ্ন হইলে তাহার কাষ্ঠরাশি সেই স্থানে পতিত হইল এবং সেই শকট-স্থিত দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত, মধু প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য ভূমে পতিত হইল। তখন গোপ গোপিকাগণ তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং সেই ভগ্ন শকটের কাষ্ঠরাশিমধ্যে শিশুকে দেখিয়া ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিল। তখন যশোদা ভাণ্ড সকল ভগ্ন হওয়াতে পতিত মধু, দুগ্ধ, কাষ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত অপসারিত করিয়া, তাহার অভ্যন্তরস্থিত বালককে গ্রহণ করিলেন এবং মায়ায় রক্ষিতসর্ব্বাঙ্গ ও ক্ষুধায় আকুলিত রোদনপরায়ণ শিশুকে স্তন্যপ্রদান করিলেন এবং শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন গোপসমূহ বালকবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিল ; বালকগণ ! এই শকট ভগ্ন হইল কেন ? ইহার ত কোন কারণ দেখিতেছি না, তবে সহসা এই অদ্ভুত ব্যাপার হইল কেন ? তাহা শ্রবণ করিয়া বালকগণ বলিল, হে গোপগণ ! বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের

পদাঘাতে এই শকট ভগ্ন হইয়াছে। ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণ তাহা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিল এবং সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস না করিয়া মিথ্যা জল্পনা বিবেচনা করিল; তৎপরে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সেই নন্দ-বালকের স্বস্ত্যয়নাদিকরিলেন। তখন শিশুর শরীরে হস্তপ্রদান করত স্বস্ত্যয়নকারী কোন ব্রাহ্মণ যে কবচ পাঠ করিয়াছিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! সেই সর্ব্বরক্ষণ কবচ তোমাকে বলিতেছি;—যখন জগতীনাথ হরি নিদ্রিত অবস্থায় জলশায়ী ছিলেন, তখন মধুকৈটভের ভয়ে ভীত হইয়া স্তুতিপরায়ণ হরিনাভি-পঙ্কজস্থিত ব্রহ্মাকে মায়াকর্তৃক এই কবচ প্রদত্ত হইয়াছিল। যোগনিদ্রা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভয় দূরীভূত কর, হরি ও আমি থাকিতে তোমার ভয় কি? সুখে অবস্থান কর। তোমার বদন হরি রক্ষা করুন; মস্তক মধুসূদন রক্ষা করুন। তোমার চক্ষুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করুন; নাসিকা রাধিকাপতি রক্ষা করুন। মাধব, তোমার কর্ণযুগল কণ্ঠ ও কপাল রক্ষা করুন এবং গোবিন্দ কপোল রক্ষা করুন; স্বয়ং কেশব তোমার কেশসমূহ রক্ষা করুন। তোমার অধরোষ্ঠ হৃষীকেশ ও দন্তপংক্তি গদাগ্রজ রক্ষা করুন; রাসেশ্বর রসনা ও বামন তালুকা রক্ষা করুন। তোমার বক্ষঃস্থল মুকুন্দ রক্ষা করুন, জঠর দৈত্যারি রক্ষা করুন, নাভি জনার্দ্দন রক্ষা করুন ও হৃদ্দেশ বিষ্ণু রক্ষা করুন। তোমার নিতম্ব ও গুহ্য পুরুষোত্তম রক্ষা করুন; জানুযুগল প্রভু জানকীপতি সর্ব্বদা রক্ষা করুন। সকল সঙ্কটে তোমার হস্তযুগল নৃসিংহ এবং পাদযুগল বরাহ সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ঊর্দ্ধদেশে নারায়ণ এবং অধো-দেশে কমলাপতি রক্ষা করুন। পূর্ব্বদিকে গোপাল রক্ষা করুন; অগ্নিকোণে দশাস্যহন্তা রক্ষা করুন। তোমাকে নৈঋর্তে বৈকুণ্ঠ, দক্ষিণে বনমালী, পশ্চিমে বাসুদেব রক্ষা করুন; অজ বিষ্টরশ্রবা বায়ুকোণে তোমাকে সতত রক্ষা করুন, উত্তরে অনন্তশক্তি ভগবান্ অনন্ত রক্ষা করুন। তোমাকে ঈশানকোণে ঈশ্বর রক্ষা করুন এবং সকল স্থানে শত্রুজিৎ রক্ষা করুন। রাঘব জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এবং নিদ্রাতে তোমাকে রক্ষা করুন। হে ব্রহ্মন্! এই পরম অদ্ভুত কবচ তোমার নিকট বলিলাম। পূর্ব্বে শম্ভুসহ দারুণ নির্লক্ষ্য ঘোর সংগ্রামে স্মরণ করিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে এই কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। আমার কবচ প্রাপ্তি-মাত্রই হরি গগনস্থিত হইয়া আমার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আমি পূর্ব্বে শতবর্ষ আকাশে শুম্ভাসুরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া যখন এই কবচ প্রাপ্ত হইলাম, তখনি ইহার প্রভাবে সেই অসুর ভূতলে পতিত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইল। শুম্ভ মৃত হইলে কৃপাসাগর গোবিন্দ আকাশমার্গে থাকিয়া আমাকে মাল্য এবং এই কবচ প্রদান করত গোলোকে গমন করিলেন। হে দেবর্ষে এই কল্পান্তরের বৃত্তান্ত তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। এই কবচের প্রভাবে এবং আমরা থাকিতে তোমার কোন ভয় নাই। ১৭—৩২। কোটি কোটি ব্রহ্মার পতন প্রভৃতি সমস্তই আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে; কিন্তু আমি হরিসহ প্রতিকল্পেই সর্ব্বদা স্থিরভাবে রহিয়াছি। এই কথা বলিয়া কবচ প্রদান করত যোগমায়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন কমলোদ্ভব নিঃশঙ্কচিত্তে নাভি-কমলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই কবচ সুবর্ণ গুটিকাতে করিয়া কণ্ঠে, দক্ষিণ হস্তে অথবা বাহুতে বন্ধন করে; তাহার বিষ, অগ্নি, সর্প ও শত্রু হইতে কোন ভয় থাকে না; এবং জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে ও নিদ্রায় ঈশ্বর স্বয়ং তাহাকে রক্ষা করেন। মানব এই কবচের প্রভাবে সংগ্রামে, বজ্রপাতে, বিপত্তিতে ও প্রাণসঙ্কটব্যাপারে নিঃশঙ্ক হয়। পূর্ব্বে এই কবচ কণ্ঠে ধারণ করিয়া শিব অবলীলাক্রমে দুরন্ত ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছেন এবং এবং কালী এই কবচ ধারণ করিয়া রক্তবীজকে ভক্ষণ করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন। সহস্রশিরা অনন্ত এই কবচ ধারণ করত পৃথিবীকে তিলবৎ মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সনৎকুমার, সকল কর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্ম ও আমি, আমরা এই কবচের প্রভাবে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়াছি। দ্বিজ, সেই কবচ নন্দবালকের কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। হরি স্বীয় কবচ স্বয়ং কণ্ঠে ধারণ করিলেন। হে মুনে! তোমার নিকটে অনন্ত অচ্যুত শ্রীহরির ও তাঁহার কবচের অতুল প্রভাব সমস্ত বর্ণন করিলাম। ৩৩—৪২।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! আমি, পাপহর বিঘ্ননাশন পুণ্যকর অপর শ্রীকৃষ্ণ-মহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি;—শ্রবণ কর। একদা নন্দপত্নী যশোদা রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া, ক্ষুধিত কৃষ্ণকে বক্ষে করত তাঁহাকে স্তন প্রদান করিতেছেন; এরূপ সময়ে তথায় শিষ্যসমূহপরিবৃত ও ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত এক বিপ্রেন্দ্র আগমন করিলেন। সেই বিপ্রবর শুদ্ধস্ফটিক-

মালাদ্বারা নিয়ত পরব্রহ্ম জপ করিতেছেন। তিনি দণ্ড ও ছত্রধারী। তাঁহার দন্তপঙক্তি শুক্লবর্ণ ও শুক্লবর্ণ বস্ত্র পরিধান। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় ও বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তপ্তকাঞ্চনতুল্য জটাভার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায়, অঙ্গ গৌরবর্ণ ও লোচনদ্বয় পদ্মসদৃশ। সেই দ্বিজ, ধূর্জ্জটির শিষ্য ও গদাধরের শুদ্ধ ভক্ত এবং যোগীন্দ্র; তিনি ব্যাখ্যামুদ্রাযুক্তকরে শিষ্যগণের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। তিনি অবলীলাক্রমে বেদের এত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, যেন চতুর্ব্বেদ এক-দেহধারণ-পূর্ব্বক মূর্ত্তিমান্ হইয়া আগমন করিয়াছেন বোধ হইল। তাঁহার কণ্ঠে সাক্ষাৎ সরস্বতী বিরাজমানা। তিনি সিদ্ধান্তবিশারদ; দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ধ্যান-পরায়ণ। সেই দ্বিজ জীবন্মুক্ত, সিদ্ধির ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র যশোদা গাত্রোত্থান করত প্রণাম করিলেন এবং পাদ্য, অর্ঘ, মধুপর্ক ও স্বর্ণ সিংহাসন প্রভৃতি প্রদান করত স্বীয় বালকদ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করাইলেন। মুনিও মনে মনে হরিকে শত শত প্রণাম করিলেন এবং প্রীত হইয়া বেদমন্ত্রোচ্চারণে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যশোদা শিষ্যদিগকেও প্রণাম করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে উপযুক্ত আশীর্ব্বাদ করিলেন। যশোদা সেই মুনি-শিষ্যদিগকে পাদ্যাদি প্রদান করত পৃথক্‌রূপে আসন প্রদান করিলেন। মুনি, শিষ্যগণসহ পাদপ্রক্ষালন করিয়া আসনে উপবেশন করিলে, সতী যশোদা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষিণী হইলেন, তখন স্বীয় ক্রোড়ে বালককে রাখিয়া ভক্তিনত মস্তকে বলিতে লাগিলেন, মহর্ষে! আপনি আত্মারাম; যদি আপনাকে মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে আমি অক্ষমা; তথাপি আপনার নাম ও মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি; তাহাতে যদি কোন দোষ হয়, তাহা বুদ্ধিহীনা অবলা বলিয়া ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু, সাধুগণ মূঢ় ব্যক্তির দোষ সতত ক্ষমা করিয়া থাকেন। প্রভো! আপনি কি মহর্ষি অঙ্গিরা, অত্রি, মরীচি, গৌতম? কিংবা ক্রতু, প্রচেতা, পুলস্ত্য, পুলহ, দুর্ব্বাসা? অথবা কর্দ্দম, বসিষ্ঠ, গর্গ, জৈগীষব্য দেবল? কি স্বয়ং প্রভু কপিল, সনৎকুমার, সনক, সনন্দ? সনাতন, বোঢ়ু, অথবা পঞ্চশিখ, আসুরি? অথবা সৌভরি, বিশ্বামিত্র, বাল্মিকি, বামদেব, কশ্যপ? কিম্বা সম্বর্ত্ত, উতথ্য, কচ, বৃহস্পতি, ভৃগু, শুক্র, চ্যবন? অথবা নর কি নারায়ণ, আপনি কি শক্তি, পরাশর, ব্যাস? কিম্বা জৈমিনি কি শুকদেব? আপনি মার্কণ্ডেয়, লোমশ, কণ্ব কাত্যায়ন? আস্তীক, জরৎকারু, ঋষ্যশৃঙ্গ বিভাণ্ডক, পৌলস্ত্য অগস্ত্য, শরদ্বান্, শৃঙ্গি, সমীক, অরিষ্টনেমি, মাণ্ডব্য, পৈল, পাণিনি, কণাদ শাকল্য, শাকটায়ন, অষ্টাবক্র, ভাগুরি সুমন্তু, বৎস, জাবালি, যাজ্ঞবল্ক্য, বৈশম্পায়ন, যতি, হংসী, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয় করথ, উপমন্যু, গৌরমুখ, অরুণি ঔর্ব্ব, কাক্ষিবান্, ভরদ্বাজ, বেদশিরা, শঙ্কুকর্ণ, শৌনক এই সমস্ত পুণ্যশ্লোকগণের মধ্যে আপনি কে? তাহাই আমাকে বলুন, যদিও আমি প্রত্যুত্তরের যোগ্যা নহি, তাহা হইলেও আপনার বলা কর্ত্তব্য। ১—২৭। কিঙ্কর কিম্বা কিঙ্করী ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে; যে যাহার সেবানিরত, সে তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? আমি অতি ধন্যা এবং জানিলাম কর্ত্তব্য কার্য্যও আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমার জীবন সফল এবং আপনার পাদপদ্মের রজঃস্পর্শে আমার কোটিজন্মসঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। আপনার পাদোদকস্পর্শে বসুন্ধরা পবিত্রা হইলেন এবং আপনার আগমনমাত্রেই আমার এই আশ্রম তীর্থতুল্য হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণ! শ্রুতিতে যে যে মহাত্মা মহাজনদিগের কথা শুনিয়াছি, আপনি তাহার মধ্যে এক জন হইবেন; আমি পূর্ব্বপুণ্যবলে আপনাকে দেখিতে পাইলাম। মূর্ত্তিমান্ বেদস্বরূপ এবং গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন ভাস্করসদৃশ আপনার এই শিষ্যগণও পাদরেণুদ্বারা আমার কুল এবং গোকুলকে সদ্য পবিত্র করিলেন। আপনারা প্রসন্নমনে এই বালককে আশীর্ব্বাদ করুন; বিপ্রগণের আশীর্ব্বাদপূর্ণ স্বস্ত্যয়নস্বরূপ এবং অতি মঙ্গলার্হ। নন্দপত্নী এই কথা বলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক মুনির সমক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নন্দকে আনিবার নিমিত্ত চর পাঠাইলেন। যশোদার বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ হাস্য করিতে লাগিলেন এবং শিষ্যগণও অত্যন্ত হাস্যবিকাশে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিলেন। ২৮—৩৪। তখন শুদ্ধবুদ্ধি গর্গমুনি আনন্দিতচিত্তে যশোদাকে হিতকর সত্যনীতিযুক্ত ও প্রীতিকর বাক্য বলিলেন। তোমার বাক্য লৌকিক সময়োচিত ও সুধাময়। যাহার যে কুলে জন্ম হয়, সে তদ্রূপই হইয়া থাকে। গিরিভানু সমস্ত গোপরূপ পদ্মের ভাস্করসদৃশ; তাঁহার পত্নী পদ্মাসদৃশী পদ্মাবতী, তুমি সেই পদ্মাবতীর কন্যা যশোবর্দ্ধিনী যশোদা; তুমি গোপ-শ্রেষ্ঠ নন্দকে প্রাণবল্লভ পাইয়াছ। তুমি যে, নন্দ যে, আর এই বালক যে ব্যক্তি, তাহা আমি জানি;

কিন্তু নির্জ্জনে নন্দসমীপে তাহা বলিব। আমি যদুবংশীয় বহুকালের পুরোহিত; আমার নাম গর্গ. বসুদেব অনন্যসাধ্য কার্য্যের নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে নন্দ চরমুখে বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আগমন করত মস্তকদ্বারা সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন; তৎপরে শিষ্যদিগকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে মুনিবর আসন হইতে উত্থান করত নন্দ ও যশোদাকে লইয়া কোন রমণীয় গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। নন্দ সপুত্রা যশোদা ও গর্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন নির্জ্জনে গর্গ তাঁহাদিগকে নিগূঢ় বাক্য বলিলেন; হে নন্দ! তোমার শুভাবহ বাক্য বলিতেছি এবং আমাকে যে কারণ বসুদেব প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ৩৫—৪৫। বসুদেব, সূতিকাগারে এই শিশুকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন; এই বালক নিশ্চয় তোমার জ্যেষ্ঠস্বরূপ বসুদেবের পুত্র; বসুদেব কংস-ভয়ে তোমার কন্যাকে লইয়া মথুরায় গমন করিয়াছেন। ইহার অন্নপ্রাশন ও নামকরণের নিমিত্ত গোপনভাবে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার উদ্‌যোগ কর। এই শিশু পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ, ইনি মায়াবলে বিধাতার প্রার্থনানুসারে ভারাবতারণের নিমিত্ত মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি গোলোকনাথ ভগবান্ রাধিকা-পতি শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই বৈকুণ্ঠস্থিত কমলাকান্ত নারায়ণ। ইনি-ই শ্বেত-দ্বীপ-নিবাসী তোমাদের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু, ইনি-ই অজ, কপিল প্রভৃতি ও নরনারায়ণ ঋষি ইহাঁরই অংশ। সকলের তেজোরাশি একত্র হইয়া মূর্ত্তিমানরূপে বসুদেবকে দর্শন প্রদান-পূর্ব্বক শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি সূতিকাগার হইতে তোমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন, ইনি অযোনিসম্ভব হইয়া মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হরি মায়াবলে মাতৃগর্ভ বায়ুপূর্ণ করত স্বীয় মূর্ত্তি বসুদেবকে দর্শন করাইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। হে বল্লব! যুগে যুগে ইহাঁর নামভেদ এবং বর্ণভেদ হইয়া থাকে;—প্রথম শুক্ল, তৎপরে রক্ত, তৎপরে পীত এবং বর্ত্তমানযুগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। ইনি সত্যযুগে শুক্লবর্ণ ও তীব্রতেজে আবৃত ছিলেন এবং ত্রেতাতে রক্তবর্ণ ও দ্বাপরে পীতবর্ণ ছিলেন। এই কলিযুগে ইনি কৃষ্ণবর্ণ,—শ্রীমান্ তেজোরাশিস্বরূপ পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম। এই জন্য ইহাঁর নাম কৃষ্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। 'কৃষ্ণ' এই নামের ককার ব্রহ্মবাচক, ঋকার অনন্তবাচক ষকার শিববাচক ও ণকার ধর্ম্মবাচক এবং অকারে শ্বেতদ্বীপনিবাসী বিষ্ণু বুঝায় ও বিসর্গে নর-নারায়ণ বুঝায়। ইনি সকল তেজের রাশি, সর্ব্ব-মূর্ত্তিস্বরূপ, সর্ব্বাধার ও সকল বীজস্বরূপ; এই জন্য ইহাঁর নাম কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কৃষ্ ধাতুর অর্থ নির্ব্বাণ, ণকার মোক্ষবাচক; অকার দাতৃবাচক, অতএব ইহাঁতে সেই সমস্ত গুণ আছে বলিয়া প্রভু কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। কৃষ্ ধাতু কর্ম্মনির্ম্মূলবাচক, ণকার দাস্যবাচক ও অকার প্রাপ্তিবাচক; ইনি নিষ্কাম দাস্য প্রদান করেন বলিয়া ইহাঁর নাম কৃষ্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ৪৬—৬২। হে ব্রজরাজ নন্দ! ভগবানের কোটি নাম স্মরণ করিয়া মানব যে ফল লাভ করে; 'কৃষ্ণ' এই নামটী একবারমাত্র স্মরণ করিলেই তদ্রূপ ফললাভ হয়; কৃষ্ণ-নামস্মরণে যেরূপ পুণ্য হয়, কথনে এবং শ্রবণেও তদ্রূপ হয়। এই কৃষ্ণ-নাম স্মরণ ও শ্রবণাদিতে মানবের কোটিজন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি দূরীভূত হয়; তাহাতে সন্দেহ নাই। বিষ্ণুর সমস্ত নামের মধ্যে "কৃষ্ণ" এই সুন্দর নামটী সমস্ত নাম হইতে সারভূত, পরাৎপর, মঙ্গলময় এবং ভক্তি ও দাস্যপ্রদ। ভক্ত ব্যক্তি নামের আদ্যক্ষর ককার উচ্চারণেই জন্ম-মৃত্যু-হর বৈকল্য মুক্তি লাভ করে, এবং ঋকারোচ্চারণে অতুল দাস্য, ষকারোচ্চারণে নিশ্চলা ভক্তি, ণকারোচ্চারণে তাঁহার সহিত অভিলম্বিত সহবাস ও বিসর্গোচ্চারণে তাঁহার সারূপ্য লাভ করে; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। হে নন্দ! কৃষ্ণনামের ককারোচ্চারণে যমকিঙ্করগণ কম্পিত হয়; ঋকারে অনিষ্টসমূহ, ষকারে পাতকরাশি, ণকারোচ্চারণে রোগচয় এবং অকারোচ্চারণে মৃত্যু, সকলেই কম্পিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে নামোচ্চারণে যে ইহারা নিশ্চয় ভীত হইয়া পলায়ন করিবে; তাহাতে সন্দেহ কি? হে ব্রজেশ্বর! যেস্থানে কৃষ্ণ-নামের কথন, শ্রবণ ও যোগ হয়, গোলোক হইতে কৃষ্ণকিঙ্করগণ রথ লইয়া সেই স্থানে ধাবিত হয়, সাধু পণ্ডিতগণ পৃথিবীর ধূলিকণার সংখ্যা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; কিন্তু কৃষ্ণনামের মহিমা কিছুতেই সংখ্যা করিতে পারেন না। পূর্ব্বে এই নামের মহিমা শিবমুখে কিছু শ্রুত হইয়াছি এবং আমার গুরু এই নামের গুণ ও প্রভাব কিছু জানেন; কিন্তু ব্রহ্মা, অনন্ত, ধর্ম্ম, সুরর্ষি, মনু ও মানবগণ এবং বেদ; ইহাঁরা এই নামের মহিমায় ষোড়শভাগের এক ভাগও পরিজ্ঞাত নহেন। নন্দরাজ! আমি জ্ঞানবুদ্ধিক্রমে এবং গুরুমুখে যে কিছু শুনিয়াছি, তদনুসারে আপনার পুত্রের মহিমা

বর্ণন করিলাম। ৬৩—৭৪। হে ব্রজপতি! গুরু-মুখে ইঁহার এই সমস্ত নাম শুনিয়াছি;—যথা পীতাম্বর, কংসধ্বংসী, বিষ্টরশ্রবা, দৈবকীনন্দন, শ্রীশ, যশোদা-নন্দন, হরি, সনাতন, অচ্যুত, বিষ্ণু, সর্ব্বেশ, সর্ব্বরূপ-ধৃক্, সর্ব্বাধার, সর্ব্বগতি, সর্ব্বকারণ-কারণ, রাধাবন্ধু, রাধিকাত্মা, রাধিকাজীবন, রাধিকাসহচর, রাধা-মানস-পূরক, রাধাধন, রাধিকাঙ্গ, রাধিকাসক্তমানস, রাধা-প্রাণ, রাধিকেশ, রাধিকারমণ, রাধিকাচিত্তচৌর, রাধা-প্রাণাধিক, প্রভু, পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম, গোবিন্দ, গরুড়ধ্বজ, অতএব প্রজাপতি। আপনি শুভক্ষণে পুত্রের এই জন্মমৃত্যুহর নাম সমস্ত রক্ষা করুন। যেরূপ শুনিয়াছি তদনুসারে কনিষ্ঠের নাম নিরূপণ করিলাম, এক্ষণে জ্যেষ্ঠ হলীর নামসঙ্কেত বলিতেছি শ্রবণ কর। ইনি গর্ভে থাকা সত্ত্বে গর্ভের সঙ্কর্ষণ হইয়াছিল; এজন্য সঙ্কর্ষণ; বেদে ইঁহার অন্ত নাই বলিয়া অনন্ত; ইনি অত্যন্ত বলবান্, তজ্জন্য বলদেব; অবিরত হল ধারণ করেন বলিয়া হলী; শিতিবাস নীলবাস এবং মুষল ধারণ করেন; এজন্য মুষলী ও রেবতী সহ নিয়ত সম্ভোগ করেন বলিয়া রেবতী-রমণ; রোহিণীর গর্ভে বাস করিয়াছেন; এজন্য রৌহিণেয় ইত্যাদি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম; আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা বর্ণন করিলাম; তাহা হইলে নন্দরাজ! আপনি স্বগৃহে সুখে অবস্থান করুন, আমি নিজ মন্দিরে গমন করি। ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দ ও যশোদা নিশ্চেষ্ট হইয়া স্তব্ধপ্রায় হইলেন। বালক, আনন্দে হাস্য করিতে লাগিল। তৎপরে নন্দ বদ্ধাঞ্জলিকরপুটে বিনয়পূর্ব্বক ভক্তি-নত-মস্তকে মুনিকে প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি যদি গমন করেন, তাহা হইলে, এরূপ কোন্ মহাত্মা আছেন যে, এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। অতএব আপনি স্বয়ং শুভক্ষণ নিরূপণ করিয়া ইহার নামকরণ ও অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করুন। মুনে! রাধাপ্রাণাধিক প্রভৃতি যে দশ নাম বলিলেন, তাহার কারণ কি? এবং সেই রাধাই বা কে? তাহা আমাকে বিশেষরূপে বলুন। মুনিবর নন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত বলিলেন, ব্রজরাজ! আপনাকে গোপনীয় নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ করুন। গর্গ বলিলেন, নন্দরাজ! পূর্ব্বে যে গোলোকবৃত্তান্ত শিবমুখে শুনিয়াছি, সেই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে রাধিকাসহ শ্রীদামের মহাকলহ হয়, তাহাতে রাধিকা-শাপে শ্রীদাম দৈত্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, রাধিকাও তাহার শাপে গোকুলে গোপিনী হইয়াছেন।৭৫—৯২। রাধিকা, বৃষভানুসুতা তাহার মাতার নাম কলাবতী; কলাবতী কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা-পতির অনুরূপা ভার্য্যা, তিনিও কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে গোলোকেই অবস্থান করিতেছেন; ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি দেবী রাধিকা অযোনি-সম্ভবা, সতী, মায়াবলে মাতার গর্ভবায়ু পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপরে বায়ু-নিঃসরণকালে শিশুরূপ ধারণ করত কৃষ্ণের উপদেশক্রমে পৃথিবীতে সদ্য আবি-র্ভূতা হইয়াছেন। সেই রাধিকা এই ব্রজধামে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিতা হইতেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের তেজের অর্দ্ধভাগিনী হইয়া মূর্ত্তিমতী; একমূর্ত্তিই কৃষ্ণ-রাধিকারূপে বিভক্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের অভেদ বেদে নিরূপিত আছে। ইনি স্ত্রী, তিনি পুরুষ কিংবা ইনিই পুরুষ, তিনি স্ত্রী; তাহার কোন নিশ্চয় নাই; ইঁহাদের উভয় মূর্ত্তিই রূপে, গুণে, পরাক্রমে, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে ও সম্পদে সমান। রাধিকা পূর্ব্বে অবতীর্ণা হইয়াছেন বলিয়া তিনিই ইঁহার অপেক্ষা বয়োধিকা। ইনি তাঁহাকে নিয়ত ধ্যান করেন, তিনিও ইঁহাকে নিরন্তর প্রিয়রূপে স্মরণ করেন। তিনি ইঁহার প্রাণে গঠিত; ইনিও তাঁহার প্রাণে মূর্ত্তিমান্। ইনি রাধিকার অনুরোধে গোলোকে পূর্ব্বে যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপালনের নিমিত্ত গোকুলে আগমন করিয়াছেন। হরি প্রতিজ্ঞাপালনের নিমিত্ত কংস-ভীতিচ্ছলে গোলোক হইতে আগমন করিয়াছেন, না হইলে ভয়েশ্বরের ভয়-সম্ভাবনা কোথায়? রাধা-শব্দের ব্যুৎপত্তি সামবেদে নিরূপিত হইয়াছে; নারায়ণ সেই ব্যুৎপত্তি নাভি-পঙ্কজস্থিত ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন; ব্রহ্মা সেই ব্যুৎপত্তি, ব্রহ্মলোকে শঙ্করকে বলিয়াছিলেন এবং শঙ্কর কৈলাসশিখরে আমাকে বলিয়াছেন। ৯৩—১০৪। নন্দরাজ! সেই ব্যুৎপত্তি দেবগণেরও দুর্লভ, সুরাসুর-দেবগণের বাঞ্ছিত এবং মুক্তিপ্রদ, তাহা আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন। রাধিকা-নামের আদ্য অক্ষর রকার উচ্চারণে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ, শুভাশুভ কর্ম্মভোগ বিনষ্ট হয় ও আকার উচ্চারণে গর্ভবাস, মৃত্যু ও রোগ প্রভৃতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ধকার উচ্চারণে আয়ুর বৃদ্ধি এবং আকার উচ্চারণে ভববন্ধন হইতে জীব মুক্ত হয়। এই রাধানাম শ্রবণ, স্মরণ ও উচ্চারণে জীবের কর্ম্ম ভোগ, গর্ভবাস এবং ভববন্ধনাদি যে এককালীন বিনষ্ট হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। মানব রাধানামের রাকার উচ্চারণ করিলে কৃষ্ণপদাম্বুজে নিশ্চলা ভক্তি ও দাসত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বেপ্সিত সদানন্দ সর্ব্বসিদ্ধির

আকার ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং ধকার উচ্চারণ করিলে জীবগণ সার্ষ্টি, সারূপ্য, মুক্তি, কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান এবং তত্তুল্য কাল সহবাস লাভ করে। আকার উচ্চারিত হইয়া শিবের ন্যায় দাতৃতা, তেজোরাশি, যোগশক্তি, যোগে মতি ও সর্ব্বকাল হরিস্মৃতি প্রদান করিয়া থাকেন। সেই রাধানামের স্মরণে, উচ্চারণে, শ্রবণে ও যোগে মোহজাল ও পাপ-রাশি ধ্বংসীভূত হয় এবং রোগ, শোক, মৃত্যু, যম প্রভৃতি সকলে তাহার নিকট ভয়ে কম্পিত হয়। রাধামাধবের স্তবাখ্যান যাহা শ্রুত হইয়াছি; তাহা জ্ঞানানুসারে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম; সম্পূর্ণ বর্ণন করিতে আমার ক্ষমতা নাই। নন্দ! ইহাঁদের উভয়ের এই বৃন্দাবনে বিবাহ হইবে। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা তাহার পুরোহিত হইবেন এবং সেই কার্য্য অগ্নি-সাক্ষী করিয়া নিষ্পন্ন হইবে। তোমার এই কৃষ্ণ কুবের-পুত্রমোচন, ক্ষীরনবনীতাদি ভক্ষণ, ধেনুকাসুর বধ, কাননে তাল ভক্ষণ ও অবলীলাক্রমে বক কেশী প্রলম্ব প্রভৃতির বধ সাধন করিবেন। ইনি দ্বিজ-পত্নী-দিগের নিকটে মিষ্টান্ন ভোজন ও পানীয় পান করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান, শক্রযজ্ঞ-ভঙ্গ ও শক্র হইতে গোলোক রক্ষা করিবেন। ইনি গোপীগণের বস্ত্রহরণ-ব্রত সম্পাদন করিবেন এবং তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার বস্ত্র দান করত ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়া বংশী দ্বারা তাহাদিগের মন হরণ করিবেন। এই বালক বসন্তকালে পূর্ণিমারাত্রিতে রাসমণ্ডলে সকলের হর্ষ-বর্দ্ধক অনির্ব্বচনীয় রাসোৎসব করিবেন। ইনি নব-সম্ভোগে গোপীগণের মনোরথ পূর্ণ করিয়া তাহাদের সহিত কুতূহলে জলক্রীড়া করিবেন। শ্রীদামের শাপ-হেতু ইহাঁর সহিত গোপাল, গোপালিকা ও রাধার শত বৎসর পর্য্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটিবে। সেই বিচ্ছেদে ইনি মথুরায় গমন করিলে, গোপীগণের শোকোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হইবে। তখন এই ভগবান্ তাহাদিগকে প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই গোপীগণ হইতে রথ ও অক্রূরের রক্ষা করিবেন এবং রথারোহণ করত তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আসিব বলিয়া পিতা, ভ্রাতা ও ব্রজবালকগণের সহিত যমুনা পার হইবেন এবং অক্রূরকে জ্ঞান দান ও জলে আত্মরূপ দর্শন করাই-বেন। তৎপরে সায়াহ্নে কৌতুকে নগরোৎসব দর্শন করিবেন এবং মালাকার, তন্তুবায় ও কুব্জার বন্ধন মোচন করিবেন। ইনি তাহার পর শঙ্করধনু ভগ্ন, যজ্ঞ-স্থান প্রদর্শন, গজমল্লদিগের বিনাশ ও রাজসভা পরিদর্শন করিবেন। তৎপরে ইনি কংস বধ ও পিতার কারাগার মোচন করিয়া আপনাদিগকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করত উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। ইহাঁর জ্ঞানদানে উগ্রসেনের পুত্রবধূগণের শোকাপ-নোদন হইবে। ইনি ও ইহাঁর ভ্রাতা উভয়েই উপনীত হইয়া গুরুমন্দিরে বিদ্যাভ্যাস করিবেন এবং মৃত গুরুপুত্রকে যমালয় হইতে আনয়নপূর্ব্বক গুরু-দক্ষিণা-স্বরূপে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার গৃহে আগমন করত জরাসন্ধরাজের সৈন্যবর্গের ও দুরাত্মা যবনের ছলনা করিবেন। অতঃপর এই বালক দ্বারকা নির্ম্মাণ করত মুচুকুন্দকে মুক্ত করিয়া যাদবগণের সহিত দ্বারকায় গমন করিবেন। ইনি তথায় স্ত্রীগণসহ বিহার, তাহাদের সহিত ক্রীড়া ও তাহাদের পুত্রপৌত্রাদির সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিবেন। ইনি মণি অপহরণরূপ মিথ্যা কলঙ্কিত হইয়া তাহা মোচনপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সাহায্য করত পৃথিবীর ভারাবতারণ করিবেন। ইনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ অবলীলাক্রমে নিষ্পন্ন করিয়া পারিজাত হরণ করত শক্রের অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন। ১০৫—১৩২। ইনি সত্যার ব্রত পূর্ণ, বাণের ভুজ কর্ত্তন, শিবসৈন্যের দমন, হরের জৃম্ভণ, বাণতনয়ার হরণ ও বাণপুর হইতে অনিরুদ্ধের উদ্ধার করিবেন এবং বাণপুরী দাহ, বিপ্রের দারিদ্র্যভঞ্জন, বিপ্রপুত্র প্রদান ও দুষ্টদমনাদিও করিবেন। ইনি তৎপরে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং পুনর্ব্বার রাধিকাসহ ব্রজে আগমন করিবেন। এই গোলোকনাথ জগৎপতি, সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া দ্বারকাতে পরম ব্রহ্ম নারায়ণাংশ স্থাপনপূর্ব্বক রাধিকাসহ পুনর্ব্বার গোলোকধামে গমন করিবেন। গোলোকপতি গমন করিলে, নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। নরনারায়ণ ঋষিদ্বয় ধর্ম্মগৃহে গমন করিবেন। বিষ্ণু ক্ষীরোদসাগরে গমন করিবেন। হে নন্দরাজ! তোমার সমীপে বেদনির্ণীত ভবিষ্যৎ বিষয় বর্ণন করিলাম; সম্প্রতি যে কর্ম্মের জন্য আগমন করিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মাঘমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে গুরুবারে তোমার পুত্রের চন্দ্র তারা শুদ্ধ আছে এবং রেবতী নক্ষত্র; ঐ দিনে শুভক্ষণে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। উক্ত দিবসে মীনলগ্নে চন্দ্র অবস্থান করাতে চন্দ্রের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে এবং বণিজকরণ ও সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট মনোহর শুভযোগও আছে। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপযোগী সুদুর্লভ শুভদিনে পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিয়া সানন্দে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। মুনীশ্বর এই কথা বলিয়া বহির্ভবনে আগমন

করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নন্দ ও যশোদা সানন্দচিত্তে কর্ম্মের উদ্‌যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৩৩—১৪৩। ইতিমধ্যে গর্গকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গোপগোপিকা ও বালক বালিকাগণ নন্দভবনে আগমন করিল। তাহারা মুনিশ্রেষ্ঠকে দেখিল;—তিনি গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন ভাস্করসদৃশ শিষ্যগণে পরিবৃত ও ব্রহ্মতেজপ্রভাবে প্রদীপ্ত; শিষ্যগণ সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে গূঢ় যোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছে; তিনি সানন্দচিত্তে নন্দভবনের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন; তিনি রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া করে যোগমুদ্রা ধারণ করত অবস্থান করিতেছেন এবং জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দর্শন করিতেছেন। মুনিবর সিদ্ধমন্ত্রপ্রভাবে হৃদ্গত ঈশ্বরকে দর্শন করিতেছেন এবং বহির্ভাগেও হৃদয়স্থিত ঈশ্বরের অনুরূপ যশোদা-ক্রোড় স্থিত শিশুকে দর্শন করিতেছেন। ভূতভাবন মহেশপ্রদত্ত ধ্যানযোগে যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই তিনি সম্মুখে দর্শন করত পূর্ণমনোরথ হইয়া পরমা প্রীতি লাভ করিতেছেন এবং সাশ্রুনেত্রে পুলকিত হইয়া ভক্তিসাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ও যোগচর্চ্চাদ্বারা হৃদয়ে পূজা ও প্রনামাদি করিতেছেন। তাঁহার সেই ভাব দর্শন করিয়া গোপগোপিকাগণ তাঁহাকে প্রণাম করিল। মুনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া আসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহারা সানন্দে স্বমন্দিরে গমন করিল। তৎপরে নন্দ সানন্দচিত্তে দূরস্থ ও সমীপস্থ আত্মীয়বর্গের নিকট বহুপ্রকার মঙ্গলময় পত্রিকা প্রেরণ করিলেন; এবং পরিপূর্ণ দুগ্ধকুল্যা, দধিকুল্যা, ঘৃতকুল্যা, গুড়কুল্যা, তৈলকুল্যা, বিস্তৃত মধুকুল্যা, নবনীতকুল্যা ইচ্ছানুসারে নির্ম্মিত করিয়া পরিপূর্ণ তক্রকুল্যা ও শর্করোদককুল্যা প্রভৃতি কৃত্রিম নদী অবলীলাক্রমে সংস্থাপন করিলেন। হে নারদ! পুত্রের অন্নপ্রাশনোৎসবে নন্দরাজ শালিতণ্ডুলের উচ্চ একশত পর্ব্বত, স্বর্ণের একশত পর্ব্বত, লবণের সপ্ত পর্ব্বত, পরিপক্ব ফলরাশির যোড়শটী পর্ব্বত, যবগোধূমচূর্ণের সুসংস্কৃত লড্ডুক, পিষ্টক, মোদক এবং স্বস্তিকের পর্ব্বত কপর্দ্দকের অত্যুচ্চ সপ্তটী পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিলেন। এবং সুগন্ধি জলযুক্ত বিস্তৃত ও দ্বারহীন চন্দন অগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমযুক্ত কর্পূরাদি-সুবাসিত তাম্বুলের মন্দির প্রস্তুত করিলেন এবং নানাবিধ রত্ন, নানাবিধ স্বর্ণ, রম্য মুক্তাফল, প্রবাল এবং নানাবিধ মনোহর বসন ভূষণাদি স্থানে স্থানে রাশীকৃত ভাবে সঞ্চিত করিলেন। ১৪৪—১৬০। নন্দরাজ, পুত্রের অন্নপ্রাশনোপলক্ষে এই সমস্ত করিয়া পুনর্ব্বার কৌতুকবশতঃ কদলীস্তম্ভদ্বারা প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিলেন; সেই কদলী বৃক্ষসমূহ সূক্ষ্মসূত্র-গ্রথিত নূতন আম্রপল্লবে সুশোভিত করিলেন; সেই প্রাঙ্গণ সংস্কারযুক্ত, মনোহর চন্দনদ্রবচর্চ্চিত, চন্দন-অগুরু-কস্তূরী-পুষ্পমালাবিরাজিত ও ফলপল্লবযুক্ত মঙ্গলকুম্ভদ্বারা শোভিত করিলেন এবং মাল্য ও শ্রেষ্ঠ বস্ত্ররাশিদ্বারাও তাহার শোভা সম্পাদন করিলেন। হে নারদ! সেই স্থান গো, মধুপর্ক, আসন, ফল, পদ্মসমূহ এবং মনোহর দুন্দুভি ও অন্যান্য নানাবিধ বাদ্য,—ঢক্কা, পটহ, মৃদঙ্গ, মুরজ, আনক, বংশী, সন্নহনী, কাংস্য, স্বরযন্ত্র, প্রভৃতির কোলাহলশব্দে প্রাঙ্গণ আঘ্রাত হইল, বিদ্যাধরীগণের মনোহর ভঙ্গিমাযুক্ত ভ্রমণ ও গন্ধর্ব্বনায়কদিগের মনোহর গীতের মূর্চ্ছনালাপ হইতে লাগিল; প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে স্বর্ণসিংহাসন ও রথসমূহ সংস্থাপিত হইল। এই সময়ে এক জন বার্ত্তাবহ আসিয়া নন্দকে বলিল, গিরিভানু সস্ত্রীক আগমন করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে বহু কিঙ্কর, চারিলক্ষ রথ, চারিলক্ষ গজ, কোটি সংখ্যক তুরঙ্গ, কোটি শিবিকা আসিয়াছে এবং ঋষীন্দ্র, মুনীন্দ্র, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, বন্দী ও ভিক্ষুসমূহ তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতেছে এবং গোপ গোপী কত আগমন করিয়াছে; তাহা কাহার সাধ্য সংখ্যা করে! আপনি বহির্গত হইয়া দেখুন; চর এই কথা বলিয়া সেই প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগিল। তাঁহারা সমীপস্থ হইলে, ব্রজেশ্বর তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইলেন এবং যথাযোগ্য পূজাদি করিলেন, ঋষীন্দ্র; মুনীন্দ্র প্রভৃতিকে ভক্তিসহকারে ভূতলে শির লুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রণাম করত বিনীতভাবে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। তখন নন্দ-মন্দির, বস্তুসমূহে ও বন্ধুবর্গে পরিপূর্ণ হইল; কেহই কাহারও কথা শুনিতে সক্ষম হইল না। ১৬১—১৭৫। কুবের, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত তিন মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বর্ণবৃষ্টি করিয়া গোকুল স্বর্ণে পরিপূর্ণ করিলেন। নন্দের বন্ধুবর্গ নন্দতনয়কে প্রদান করিতে যে সমস্ত যৌতুক আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নন্দের ঐরূপ সম্পদ্দর্শনে লজ্জায় নতমস্তকে গোপন করিলেন। তাহার পর নন্দ, স্বীয় আহ্নিকাদি ইষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া পবিত্র কলেবরে ধৌত বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম প্রভৃতিদ্বারা ভূষিত হইয়া পাদপ্রক্ষালন করত মনোহর স্বর্ণপীঠে উপবেশন করিলেন; ব্রজেশ্বর, গর্গ এবং অন্যান্য মুনীন্দ্রবর্গের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আচমন করত

বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া স্বস্তি বাচন করিলেন। তৎপরে বেদোক্ত কর্ম্মসকল যথানিয়মে সম্পাদন করত বালককে ভোজন করাইলেন। ব্রজরাজ সানন্দচিত্তে গর্গের বাক্যানুসারে শুভক্ষণে সেই বালকের 'কৃষ্ণ' এই-মঙ্গলজনক নাম রাখিলেন, এবং সঘৃত অন্ন ভোজন করাইয়া জগৎপতির নামকরণ করত বাদ্যকরদ্বারা বিবিধ বাদ্য করাইয়া বিবিধ মঙ্গলানুষ্ঠান করিলেন। নন্দ নানাবিধ রত্ন, স্বর্ণ-ভূষণ, ভক্ষদ্রব্য ও বস্ত্রাদি সানন্দ-হৃদয়ে ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান এবং বন্দী ও ভিক্ষুক-দিগকে বিপুল সুবর্ণরাশি প্রদান করিলেন; এমন কি তাহারা সেই সমস্ত স্বর্ণাদি বহন করিয়া গমন করিতেই অক্ষম হইল। তৎপরে ব্রাহ্মণদিগকে, বন্ধুবর্গকে; বিশেষতঃ ভিক্ষুদিগকে পরিপূর্ণরূপে মনোহর মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। তখন গোকুলে নন্দালয় কেবল "প্রদান কর প্রদান কর, ভোজন কর ভোজন কর" এইরূপ অত্যুচ্চশব্দে পরিপূর্ণ হইল। ব্রজরাজ বহু-তর, রত্ন, বসন, ভূষণ, প্রবাল, সুবর্ণ, মণিসার, বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত চারু স্বর্ণপাত্র প্রভৃতি যে কিছু ছিল, গর্গকে তৎসমস্ত প্রদান করত বিনয় করিতে লাগিলেন। হে নারদ! নন্দরাজ গর্গ শিষ্যাদিগকেও বিনয় করত সুবর্ণভার প্রদান-পূর্ব্বক অবশিষ্ট বিপ্রগণকে পরিপূর্ণরূপে রত্নাদি প্রদান করিলেন। ১৭৬—১৮৯। নারায়ণ বলিলেন, গর্গ শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া এক নিভৃত স্থানে গমন করত ঈশ্বরকে অতি ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। ঋষিবর পুলকিত হইয়া ভক্তি-নত মস্তকে শ্রীহরির পাদপদ্মে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,হে জগন্নাথ! হে ভক্তভবভয়ভঞ্জন কৃষ্ণ! তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার পাদপদ্মে দাসত্ব প্রদান কর। তোমার পিতা আমাকে যে ধন প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি? অতএব তুমি আমাকে ভক্তজনের অভয়প্রদ নিশ্চলা ভক্তি প্রদান কর। হে প্রভো! অণিমাদি ঐশ্বর্য্যে, সিদ্ধিতে, যোগে, মুক্তিতে, জ্ঞানতত্ত্বে, অমরত্বে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই; হে ভগবন্! তোমার দাসত্ব ব্যতীত ইন্দ্রত্ব অথবা মনুত্ব কিংবা চিরকাল স্বর্গভোগও আমার অভিলষিত নহে। ব্রহ্মন্! তোমার দাস্য ভিন্ন সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য এই মুক্তিচতুষ্টয়ের একটীও আমি গ্রহণ করিতে অভিলাষী নহি। প্রভো! আমার গোলোক-বাস কিংবা পাতালবাস উভয়েই তুল্য-মনোরথ; কিন্তু এই প্রার্থনা যে, তোমার চরণকমল যেন আমার নিয়ত স্মৃতিপথে অবস্থান করে, বহুজন্মের ফলোদয়ে শঙ্কর-সমীপে বেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বত্র গতিশীল হইয়াছি; কিন্তু হে কৃপাসিন্ধো! হে দীনবন্ধো! আমাকে কৃপা কর, তুমি আমাকে স্বীয় চরণকমলে রক্ষা করত অভয় প্রদান করিলে মৃত্যু আমার কি করিতে পারিবে? সর্ব্বেশ্বর শিব, 'তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় বিনাশকর্ত্তা ও যোগি-গুরু হইয়াছেন। ১৯০—২০০। যাঁহার এক দিবসে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতন হয়, সেই ব্রহ্মা তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছেন। ধর্ম্ম তোমারই পাদসেবা করিয়া দুর্জ্জয় কালকে জয় করত সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী সকলের রক্ষাকর্ত্তা ও ফলদাতা হইয়াছেন। সহস্রবদন অনন্ত, তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া শ্বেতসর্ষপের ন্যায় পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করিতেছেন। যে লক্ষ্মী নিখিল সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন ও দেবীগণের শ্রেষ্ঠা এবং পরাৎপরা, তিনিও নিরন্তর স্বীয় কেশদ্বারা তোমার চরণযুগল মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। সকলের শক্তিস্বরূপা বীজরূপিণী প্রকৃতি তোমার পাদপদ্ম অবিরত স্মরণ করিয়া তোমাতে আসক্তচিত্তা হইয়াছেন। সকল জীবের বুদ্ধিরূপিণী সকল দেবীগণের ঈশ্বরী পার্ব্বতী, তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া ঈশ্বর শিবকে পতিরূপে লাভ করিয়াছেন। যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ও জ্ঞানের মাতৃস্বরূপা, সেই স্বরস্বতীও তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া সকলের পূজনীয়া হইয়াছেন। সাবিত্রী দেবী, তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া বেদমাতা ত্রিভুবনপাবনী এবং ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র গতিস্বরূপা হইয়া-বসুন্ধরা তোমারই পাদপদ্মের সেবাবলে জগৎকে ধারণ করিতে সক্ষমা হইয়া নিখিল শস্যের প্রসবকারিণী হইয়াছেন। অন্যের কথা কি? রাধা তোমার বামাংশসম্ভূতা ও তেজঃপ্রভাবে তোমার সদৃশী হইয়াও তোমার পাদপদ্ম বক্ষে স্থাপন করত অবিরত সেবা করিতেছেন। নাথ! যেরূপ শিব প্রভৃতি দেবগণ ও পদ্মা প্রভৃতি দেবীগণ তোমার কৃপাভাজন হইয়াছেন, আমাকেও তদ্রূপ কৃপাভাজন কর; কারণ ঈশ্বরের সর্ব্বভূতেই সমান কৃপা। হে জগন্নাথ! আমি আর গৃহে গমন করিব না, তোমার ধনও গ্রহণ করিব না, তোমার পাদপদ্মসেবার নিমিত্ত আমাকে সেবক কর। এইরূপ স্তব করিয়া গর্গ সাশ্রুনেত্রে ও পুলকিত-কলেবরে শ্রীহরির পাদপদ্মে পতিত হইয়া পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। ২০১—২১৩। তখন ভক্ত-বৎসল কৃষ্ণ, গর্গের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন "তোমার ভক্তি আমাতে

নিশ্চলভাবে অবস্থান করুক।" এই গর্গকৃত কৃষ্ণ স্তুতি যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, তাহার নিশ্চয় কৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ় ভক্তি, হরির দাসত্ব ও হরিস্মৃতি লাভ হয়। সে জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক, মোহ ও অতি শঙ্কট প্রভৃতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দাসরূপে তাঁহার সেবাতৎপর হয়। সেই ব্যক্তি অবলীলাক্রমে কৃষ্ণসহ কৃষ্ণভবনে নিয়ত অবস্থান করে এবং কোনকালেও তাহার কৃষ্ণসহ বিচ্ছেদ ঘটে না।

গর্গকৃত কৃষ্ণস্তব সমাপ্ত।

নারায়ণ বলিলেন,—মুনিবর, হরিকে নানাবিধ স্তব করত তাঁহাকে নন্দকরে অর্পণ করিয়া বলিলেন, ব্রজরাজ! আমি এক্ষণে গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা করি, সম্মতি প্রদান কর। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই সংসার বিচিত্র মোহজালে আচ্ছন্ন; সিন্ধুফেনসদৃশ নরগণের একবার মিলন আবার বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। গর্গবাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দরাজ রোদন করিতে লাগিলেন; কারণ সাধুগণের সম্বন্ধবিচ্ছেদ, মৃত্যু অপেক্ষাও অতিরিক্ত কষ্টদায়ক। হে মুনে! তৎপরে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ও গোপিকাগণ, শিষ্যবর্গসহ মুনিকে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রীতিসহকারে বিনয় করত ঋষি-শ্রেষ্ঠকে প্রণাম করিলেন। মুনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সানন্দে মথুরায় গমন করিলেন। তাহার পর ঋষি, মুনি ও গোপরাজের আত্মীয় গোপগণ, ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া সানন্দচিত্তে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন এবং বন্দিগণ মিষ্ট দ্রব্য, উত্তম বস্ত্র, উৎকৃষ্ট তুরগ ও স্বর্ণখচিত ভূষণাদি লাভে পরিপূর্ণ-মনোরথ হইয়া গমন করিল। ভিক্ষুগণ আকণ্ঠপূর্ণ আহার করিয়া স্বগৃহে গমন করিতে অসমর্থ হইল; সকলেই প্রাপ্ত বস্তুসমূহের দুর্ব্বহভারে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, কেহ কেহ মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিল, —কেহ বা ভূমিতেই শয়ন করিল, কেহ পথিমধ্যেই পতিত হইয়া রহিল, কেহ বা উত্থান করত চলিয়া যাইতে লাগিল। কেহ নৃত্য, কেহ কেহ গান ও কেহ কেহ বা পুরাতন গাথাসকল কীর্ত্তন করিতে লাগিল। মরুত্ত, শ্বেত, সগর, মান্ধাতা, উত্তানপাদ, নহুষ, নল-প্রভৃতির কথা এবং শ্রীরামের অশ্বমেধ, রন্তিদেবের কার্য্যের বিষয় ও অন্যান্য রাজগণের ইতিবৃত্ত যাহা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছে সেই সমস্ত, ইতিহাস কেহ বলিতে লাগিল, কেহ বা তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ পথিমধ্যে এক এক বার বিশ্রাম করিয়া গমন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা বারংবার শয়ন ও এক একবার গমন করিতে লাগিল। এইরূপে সকলেই আনন্দিতচিত্তে ব্রজপুর হইতে স্বগৃহে গমন করিল।

২১৪—২৩০। তৎপরে নন্দ ও যশোদা বালকরত্নকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করত কুবেরভবনসদৃশ রমণীয় নিজ মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ এইরূপে ক্রমে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন; কোন সময়ে বালজনোচিত গোপুচ্ছ ধারণ ও ভিত্তি ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইতে লাগিলেন। হে মুনে! তৎপরে তাঁহারা দিনে দিনে কখন বা স্ফুটোচ্চারিত কখন বা অর্দ্ধোচ্চারিত কথা বলিতে লাগিলেন এবং প্রাঙ্গণে বিচরণপূর্ব্বক পিতা মাতার আনন্দাতিশয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হরি ক্রমে প্রাঙ্গণে জানুযুগলদ্বারা গমন করিতে সক্ষম হইলেন এবং দুই একপদভূমি পাদচারণেও যাইতে শিখিলেন। বলরাম, কৃষ্ণ অপেক্ষা এক বৎসরের বড়। তাঁহারা যখন দিনে দিনে পাদচারণে ও জানুদ্বারা গমন করিতে সক্ষম হইলেন, তখন নন্দ-যশোদার আনন্দের সীমা রহিল না। সেই মায়া-শিশু বালকদ্বয় ক্রমে পাদচারণে গমন করিতে সমর্থ হইয়া গোকুলে হৃষ্টচিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং স্ফুটবাক্যও উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। হে মুনে! তাহার পর গর্গ মথুরায় বসুদেবালয়ে গমন করিলেন। তখন বসুদেব মুনিকে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করত কৃষ্ণ-বলরামের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিবর গর্গ, নন্দালয়ে মহোৎসব ও কৃষ্ণ বলরামের কুশল-সংবাদ বসুদেবকে সমস্ত বলিলেন। বসুদেব তাহা শ্রবণ করিবামাত্র আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দৈবকীও প্রীতিপূর্ব্বক শিশুদ্বয়ের কুশলবার্ত্তা পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া মুহুর্ম্মুহু রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে গর্গ তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করত স্বভবনে গমন করিলেন। বসুদেব দৈবকীও সুখে কুবেরভবনতুল্য স্বমন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে নারদ! যে কল্পের কথা আমি বলিতেছি, তখন তুমি পঞ্চাশৎ কামিনীর পতি উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্বপতি ছিলে; তুমি সেই স্ত্রী-রত্নদিগের প্রাণাধিক শৃঙ্গারনিপুণ যুবা পুরুষ ছিলে; তাহার পর ব্রহ্মার শাপে দ্বিজের ঔরসে দাসীগর্ভে তোমার জন্ম হয়; তৎপরে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজনের ফলে বর্ত্তমানসময়ে ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করত হরির সেবাগুণে সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছ এবং সকল বিষয় তোমার স্মৃতিপথে সর্ব্বদা জাগরিত হইয়া থাকে। নারদ আমি তোমার নিকট নামকরণ অন্ন-

প্রাশনযুক্ত কৃষ্ণচরিত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে জন্মমৃত্যু-জরা প্রভৃতির বিনাশক কৃষ্ণের অপর চরিত্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ২৩১—২৪৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! এক সময়ে নন্দ-পত্নী যশোদা স্নানের নিমিত্ত যমুনায় গমন করিলেন; মধুসূদন কৃষ্ণ দেখিলেন গৃহে ক্ষীর শর নবনীত প্রভৃতি পূর্ণ রহিয়াছে; অমনি গৃহস্থিত সেই দধি দুগ্ধ ঘৃত ও নবনীত প্রভৃতি এবং শকটস্থিত স্বস্তিক ও সদ্যোজাত ঘৃত আদি সমস্ত ভোজন করিয়া মধুসূদন পীত বস্ত্র-দ্বারা মুখ মার্জ্জনা করিতেছেন, সেই সময়ে যশোদা স্নানান্তে নিজমন্দিরে আগমন করিয়া বালক কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন; তৎপরে গৃহে গব্য ও মধুপ্রভৃতির শূন্য ভাণ্ড সকল চারিদিকে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া বালকবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালকগণ! এ অদ্ভুত কাজ কে করিয়াছে? কে এই সুদারুণ কার্য্যে সাহসী হইয়াছে? তোমরা সত্যরূপে বল। তখন বালকগণ, যশোদার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, তোমার এই বালক কৃষ্ণ সমস্ত ভোজন করিয়াছে, আমাদিগকে কিছু মাত্র প্রদান করে নাই। তৎপরে নন্দপত্নী বালক-দিগের বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধ-পরবশা হইয়া আরক্তা পঙ্কজলোচনে বেত্রহস্তে ধাবমানা হইলেন কিন্তু সেই শিব ও যোগিগণের ধ্যানাসাধ্য পলায়ন-তৎপর শ্রীকৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেন না। যশোদা ভ্রমণ করত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলেন। তখন শরীর হইতে ঘর্ম্মবিন্দু পতিত হইতে লাগিল, কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শুষ্কপ্রায় হইল; কোপে আরও প্রজ্বলিত হইলেন। তখন কৃপাময় পরমেশ্বর কৃষ্ণ, জননীকে এইরূপ পরিশ্রান্তা দেখিয়া হাস্যমুখে মাতার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। গোপিকা যশোদা, তাঁহার কর ধারণ করত স্বমন্দিরে আনিলেন; তৎপরে বস্ত্রদ্বারা মধুসূদনকে বৃক্ষে বন্ধন করত পুনঃপুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন। তাহার পর যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন অবস্থায় রাখিয়াই গৃহে গমন করিলেন। জগৎপতি হরি সেই বৃক্ষমূলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তখন শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শমাত্রেই সেই শৈলসদৃশ বৃক্ষ, ঘোরতর শব্দ করত ভূমে পতিত হইলে; তৎপরে সেই বৃক্ষ হইতে দিব্যরূপধারী স্বর্ণপরিচ্ছদ ও রত্নালঙ্কারে ভূষিত গৌরকায় কিশোরবয়স্ক এক পুরুষমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করত স্বর্গীয় রথারোহণে স্বর্গধামে গমন করিলেন। তখন ব্রজেশ্বরী, বৃক্ষ অত্যন্ত ঘোরতর শব্দে পতিত হইল দেখিয়া ভয়ত্রস্ত-চিত্তে রোদনপরায়ণ শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিলেন। তৎপরে গোকুলস্থ গোপ গোপীগণ নন্দগৃহে আগমন করিয়া যশোদাকে নানারূপ ভর্ৎসনা করত শিশুর কিছু কিছু শান্তিকার্য্য করিলেন। বিপ্রগণ শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। নন্দ পুত্রের মঙ্গলের জন্য বন্দীদিগকে ধন প্রদান করত ব্রাহ্মণদ্বারা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করাইলেন। ১—৮। অতঃপর গোপগোপীগণ যশোদাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, ব্রজেশ্বরি! তোমার যে সুবুদ্ধি নাই, তাহা আমরা নিশ্চিতরূপে পরিজ্ঞাত হইলাম। তোমাদের শেষ অবস্থায় এই পুত্ররত্ন জন্মিয়াছে, লোকে ধন, ধান্য ও রত্নসমূহ পুত্রের জন্যই সঞ্চয় করে, যে দ্রব্য পুত্রে ভোগ না করে, সে দ্রব্যই নিস্ফল। নিষ্ঠুরে! তুমি পুত্রকে সামান্য গব্য বস্তুর জন্য বৃক্ষমূলে বন্ধন করিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত হইয়াছিলে, ইহার মধ্যে বৃক্ষ নিপতিত হইয়াছে; এই বৃক্ষপতনে তোমার ভাগ্যবশতঃ এই বালক জীবিত আছে; মূঢ়ে! এই বালক বিনষ্ট হইলে তোমার দ্রব্যে কি হইত? গোপগোপীগণ সকলেই যশোদাকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া নিজ নিজ মন্দিরে গমন করিল। তখন নন্দ আরক্তপঙ্কজনেত্রে প্রিয়-তমা যশোদাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, যশোদে! অদ্যই আমি এই বালককে কণ্ঠে ধারণ করত তীর্থে গমন করিব; অথবা তুমিই গৃহ হইতে দূর হও। তোমাতে প্রয়োজন কি? বিবেচনা কর, শত কূপ দান অপেক্ষা এক বাপীদান, শত বাপীদানের সমান এক সরোবরদান, সত সরোবর দান অপেক্ষা এক যজ্ঞ ও শত যজ্ঞ অপেক্ষাও এক পুত্র সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। তপস্যা ও দানে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, সে কেবল জন্মান্তরে-সুখপ্রদ, কিন্তু সৎপুত্র ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই সুখদায়ক হইয়া থাকে। সকলের বাসনা ও সংসারবন্ধনের একমাত্র শৃঙ্খলস্বরূপা প্রিয়পত্নী মূর্ত্তিমতী মায়া এবং সাক্ষাৎ স্নেহেও স্নেহের আধাররূপিণী; তাহা হইতে এমন কি প্রাণ হইতেও পুত্র অধিকতর প্রিয়, পুত্র হইতে পরম-বন্ধু আর কেহ হয় নাই, হইবেও না। নন্দ স্বীয় ভার্য্যাকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া নিজ মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যশোদা ও রোহিণী গৃহকর্ম্মে রত হইলেন। ১৯—৩৪। নারদ বলিলেন, ভগবান্‌!

সেই সুবেশ পুরুষ বৃক্ষরূপে গোকুলে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি কে? এবং কেনই বা তিনি বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাহা সবিশেষরূপে বর্ণন করু। নারায়ণ বলিলেন, এক দিন নলকূবর নামে কুবেরতনয় ক্রীড়ার নিমিত্ত রম্ভাসহ নন্দন-কাননে গমন করিয়াছিলেন। তৎপরে সেই কাননে কিয়ৎকাল সরোবরতীরে পুষ্পোদ্যানমধ্যে, কিয়ৎকাল মনোহর পুষ্পবায়ু-সুরভিত বটবৃক্ষসমীপে, আলোকমালায় উদ্দীপিত, চন্দন অগুরু কস্তূরী, কুঙ্কুম প্রভৃতির নির্যাসদ্বারা চর্চ্চিত, চারিদিকে বিচিত্র পুষ্পমালা ও ক্ষৌমবস্ত্রদ্বারা বেষ্টিত, মনোহর পুষ্পশয্যা রচনা করত তাহাতে রম্ভাসহ ক্রীড়ায় রত হইয়া সুখকর বিপরীতাদি আটপ্রকার শৃঙ্গার করিলেন; এবং স্থানানুসারে নিরূপিত ছয়প্রকার চুম্বন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংযোগে ত্রিবিধ আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর কামশাস্ত্র বিশারদ রসিকেশ্বর কুবেরতনয়, জল হইতে স্থলে, ও স্থল হইতে জলে নখদন্ত-করাদি দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তখন রতি-ভোগাসক্ত কুবেরতনয় তথায় হঠাৎ সমাগত দেবল মহর্ষির নয়নপথে পতিত হইলেন। ঋষিবর আরও দেখিলেন, পীনশ্রোণিপয়োধরা রম্ভা নগ্না ও নখদন্ত-ক্ষতা হইয়া আলুলায়িত কেশে পুলকিত কলেবরে প্রাণনাথ কুবেরতনয়কে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে-ছেন; কুবেরাত্মজও তাহাকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে-ছেন। মুনিশ্রেষ্ঠ দেখিলেন, কামুকী রম্ভা বক্র ভ্রূভঙ্গীযুক্তা, এবং রত্নময় কেয়ূর, নূপুর, বলয় ও বিচিত্র রত্নমাল্য এবং কিঙ্কিণীজাল-বিমণ্ডিতা ও সিন্দূরবিন্দুতে মনোহর-শোভাশালিনী হইয়া অবস্থান করিতেছে। তাহার গণ্ডস্থল রত্নময় কুণ্ডলে বিরাজিত। সেই রম্ভার সহিত ক্রীড়াসক্ত স্মরাতুর নলকূবর মুনিকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন না; তজ্জন্য মুনিবর কুপিত হইয়া কুবেরতনয়কে এই শাপ প্রদান করিলেন। "পাপিষ্ঠ! তুই বৃক্ষরূপ ধারণ কর্" এবং সেই মদনা-তুরা রম্ভাকে বলিলেন; "পাপিষ্ঠে! তুইও মানুষীরূপে জন্মগ্রহণ কর্", এই শাপ প্রদান করিয়া রম্ভাকে বলি-লেন, তুমি জনমেজয়ের সৌভাগ্যশালিনী পত্নী হইবে তৎপরে ইন্দ্রসম্ভোগে পুনর্ব্বার স্বর্গে আসিতে পারিবে। নলকূবর তুমি বৃক্ষরূপে গোকুলে অবতীর্ণ হও, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শমাত্রে স্বমন্দিরে গমন করিতে পারিবে। মুনি এই কথা বলিয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন, শ্রীসম্পন্ন কুবেরতনয়ও স্বভবনে গমন করিলেন। হে বিপ্র! আমি তোমার নিকট সমস্ত বিষয় বর্ণন করি-লাম; এক্ষণে রম্ভার উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। তৎপরে রম্ভা ভারতে সুচন্দ্রনামক এক রাজার লক্ষ্মী-স্বরূপা পরমা রূপবতী কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাহার পর নৃপতীশ্বর সুচন্দ্র কন্যার বিবাহকাল উপ-স্থিত হইলে কন্যাকে নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া নানারূপ যৌতুকসহ রাজকুলতিলক জনমে-জয়কে প্রদান করিলেন। সুচন্দ্রতনয়া জনমেজয়ের সৌভাগ্যশালিনী পত্নী ও মহিষীগণের ঈশ্বরী হইলেন, রাজা স্থানে স্থানে নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। একদা নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয় অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইলে ইন্দ্র তাঁহার ভবনে যজ্ঞীয়াশ্বে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সাধ্বী রাজমহিষী বপুষ্টমা অতি মনোহর অশ্বের কথা শ্রবণ করিয়া কৌতুকবশতঃ একাকিনীই তাহা দর্শন করিতে গমন করিলেন। শক্র, তখন রাজমহিষীকে একাকিনী আসিতে দেখিয়া অশ্ব হইতে বিনির্গত হইলেন এবং সতী রাজমহিষীকে ধর্ষণ করত তাঁহার নিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সুরতক্রীড়ায় সুখের প্রবলতাবশতঃ দেবরাজ মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া দিবারাত্র-জ্ঞানশূন্য হইলেন; রাজমহিষীও সম্ভোগমাত্রই যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলেন। দেবরাজ রাজার ভয়ে লজ্জায় স্বীয় স্বর্গধামে গমন করিলেন। রাজা সমস্ত বিষয় শুনিয়া ও পত্নীর মৃত-দেহদর্শনে অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে যজ্ঞ সমাপন করিয়া পূর্ণাহুতি ও বিপ্রদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন; রম্ভা মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামেই গমন করিলেন। হে মুনে! এই তোমাকে বৃক্ষার্জ্জুনভঞ্জন, নলকূবর ও রম্ভার মুক্তি-বিষয়ক ইতিহাস বলিলাম, এক্ষণে অপর জন্মমৃত্যুহর পুণ্যপ্রদ শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৫—৫৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, একদা নন্দ, কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনে গমন করত সেই বৃন্দাবনসমীপে ভাণ্ডীর-বনে গোচারণ করিতে লাগিলেন, এবং সেই বনমধ্য-স্থিত সরোবরের সুস্বাদু জল গোসমূহকে পান করাই-লেন ও স্বয়ং পান করিলেন। তৎপরে বালক কৃষ্ণকে স্ববক্ষে ধারণ করত নন্দরাজ বটমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এরূপ সময়ে বালকরূপী মায়াময় কৃষ্ণের

মায়াবশে নভোমণ্ডল হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইল। তখন নন্দরাজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কাননাভ্যন্তর শ্যামবর্ণ দেখিলেন এবং ঝঞ্ঝাবাত, মেঘের সুদারুণ শব্দ ও বজ্রের ঘোরতর নিনাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন অতিস্থূল বৃষ্টিধারা পতিত হইতে লাগিল, বৃক্ষসমূহ বায়ুর প্রবলবেগে কম্পিত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে নন্দরাজ অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এই সমস্ত গোবৎস পরিত্যাগ করত কিরূপে গমন করি? যদি গৃহে গমন করি, তাহা হইলে এই বালকের গতিই বা কি হইবে? গোপরাজ এই কথা বলিতেছেন, এরূপ সময়ে শ্রীহরি, মায়া-কল্পিত ভয়ে রোদন করত পিতার কণ্ঠ ধারণ করিলেন। এই সময়ে রাধা, রাজহংস ও খঞ্জনের ন্যায় মৃদু গমনে কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার বদন-কমল শারদীয় পূর্ণনিশাকরের ন্যায় মনোহর; লোচনযুগল শরৎকালের মধ্যাহ্নবিকসিতপদ্মসদৃশ কমনীয়শোভা শালী; তাঁহার নেত্রযুগলের চারিদিক্ বিচিত্রকজ্জল-রঞ্জিত; নাসিকাটী পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়ের চঞ্চুবিনিন্দিত, নাসিকার মধ্যস্থল স্থূল এবং মুক্তাফলদ্বারা উজ্জ্বল-শোভাসম্পন্ন, তিনি মস্তকে কবরী ও মালতী-মালা ধারণ করিতেছিলেন। রাধিকার কর্ণযুগলে গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নসময়ের প্রচণ্ডরবিপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় বিরাজিত; তাঁহার অধরোষ্ঠ পক্কবিম্বফলের ন্যায় মনোহর। ১—১২। তাঁহার দন্তপংক্তি মুক্তা-শ্রেণির ন্যায় সমুজ্জ্বল; মুখকমলে মধুর হাসি ঈষদ্বিকসিত কুন্দপুষ্পের শোভাকে ধিক্কার দিতেছিল। দেবীর ললাটে কস্তুরী-বিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু, অতি অপূর্ব্ব শোভা করিয়াছে! তাঁহার বর্ত্তুলাকার কপোলদেশ মনোহর অলকাযুক্ত ও সুচারু পুলকাঙ্কিত এবং তাঁহার বক্ষদেশে রাজেন্দ্রসার-নির্ম্মিত হারযষ্টি বিলম্বিত। তাঁহার স্তনযুগল কঠিন অথচ সুচারু শ্রীফলসদৃশ; দেবী রাধা পত্রাবলির শোভা ও সমুজ্জ্বল রত্নরাজির প্রখর তেজোরাশিতে প্রদীপ্তা; তাঁহার উদরদেশ বর্ত্তুলাকার এবং মনোহর নাভি বিচিত্রত্রিবলীযুক্ত এবং ঈষৎ নিম্ন। বিশুদ্ধরত্নসার নির্ম্মিত মেখলা তাঁহার কটিদেশে বিরাজমান; তিনি কামের একমাত্র অস্ত্রস্বরূপ ভ্রূভঙ্গবিলাসে যোগিগণেরও মনোহারিণী; তাঁহার উরু-যুগল কঠিন ও করিণীকর-বিনিন্দিত; তাঁহার চরণদ্বয় স্থলপদ্মের ন্যায় প্রভাশালী, রত্নপাশকভূষিত, অলক্তকরঞ্জিত এবং উত্তম রত্নরচিত শব্দায়মান নূপুরে অলঙ্কৃত। তাঁহার নখরনিকর অলক্তকরাগে সুরঞ্জিত। ১৩—২০। তাঁহার বহ্নি-শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান ও হস্তে রত্নময় কঙ্কণ, কেয়ূর ও মনোহর শঙ্খ এবং অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয়ক; তাঁহার অঙ্গপ্রভা মনোহর চম্পকপুষ্পসদৃশ; তিনি সহস্র-দলবিশিষ্ট ক্রীড়া-কমলদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত মুখ দর্শনের নিমিত্ত মনোহর দর্পণ ধারণ করিয়াছেন। দেবী রাধিকা স্বীয় শরীরের প্রদীপ্ত তেজে দশদিক্ আলোকিত করিয়া আগমন করিলেন। নন্দ নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং নত মস্তকে সাশ্রুনেত্রে তাঁহাকে বলিলেন দেবি! গর্গমুখে শুনিয়া আপনাকে আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি লক্ষ্মী হইতেও শ্রীহরির অধিক প্রিয়তমা। এই ক্রোড়স্থিত বালক যে মহা-বিষ্ণু হইতেও শ্রেষ্ঠ অচ্যুতরূপ, তাহাও আমি জানি; তথাপি বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া আছি। এখন ভদ্রে! এই আপনার প্রাণনাথকে গ্রহণ করুন, মনোরথ পূর্ণ করত পুনর্ব্বার আমার পুত্র আমাকেই প্রদান করিবেন। এই কথা বলিয়া নন্দরাজ সেই রোদনপরায়ণ বালককে রাধিকাহস্তে সমর্পণ করিলেন। রাধিকা হাস্য মুখে তাঁহাকে গ্রহণ করত স্পষ্টরূপে যত্নপূর্ব্বক নন্দরাজকে বলিতে লাগিলেন; গোপরাজ! তুমি বহুজন্মের ফলোদয়ে আমাকে দর্শন করিলে। ২১—২৮। গর্গ-মুখে সমস্ত কারণ অবগত হইয়া তুমি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ; আমাদিগের গোপনীয় চরিত্র কাহারও নিকটে বক্তব্য নহে; তুমি এক্ষণে গোকুলে গমন কর। হে ব্রজেশ্বর! আমার নিকটে তুমি মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি অবলীলাক্রমে দেবদুর্লভ বর তোমাকে প্রদান করিতেছি। ব্রজেশ্বর রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, দেবি! আপনাদের চরণ-যুগলে ভক্তি থাকে, এই আমার প্রার্থনা; ইহা ভিন্ন আমার বিষয়ে স্পৃহা নাই। হে জগদম্বিকে! হে পরমেশ্বরি! আমরা উভয়ে যাহাতে আপনাদের দুর্লভচরণসমীপে বাস করিতে পারি, সেই বর প্রদান করুন। পরমেশ্বরী রাধিকা নন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তোমা-দিগকে আমাদের অতুল দাসত্ব প্রদান করিব; এক্ষণে আমাদের প্রতি তোমার অচলা ভক্তি হউক এবং আমাদের চরণকমল স্মৃতি-সুদুর্লভ হইলেও তোমার ও যশোদার আনন্দময় মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরিত থাকুক। আমার বরে মায়া তোমাদিগকে প্রচ্ছন্ন করিতে সক্ষম হইবে না। অনন্তর মৃত্যুকালে মানব-দেহপরিত্যাগ করত গোলোকধামে গমন করিবে। রাধিকা এই কথা বলিয়া সানন্দচিত্তে বাহুদ্বারা কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করত অভিলষিত সুদূর দেশে গমন করি-

লেন। রাধিকাদেবী কামবশে অতি যত্নপূর্ব্বক কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া বারংবার আলিঙ্গন করত পুলকাঙ্কিত কলেবরে তাঁহাকে চুম্বন করিতে করিতে রাসমণ্ডল স্মরণ করিলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণের মায়ায় নির্ম্মিত শত শত রত্নকলসযুক্ত রত্নমণ্ডপ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ২৯—৩৭। সেই মায়ারচিত রত্নমণ্ডপ নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত, বহুচিত্রকাননে পরিশোভিত এবং সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ মণিস্তম্ভসমূহে বিরাজিত। মণ্ডপের মধ্যভাগে চন্দন অগুরু কস্তূরী কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যযুক্ত মালতীমালায় বিরচিত মনোহর কত পুষ্পশয্যা তথায় বিরাজমান। মণ্ডপমধ্যে কোন স্থান মনোহর নানাবিধ ভোগ্যবস্তুযুক্ত, কোন স্থান দিব্য দর্পণযুক্ত, কোন স্থান বা মণীন্দ্র মুক্তা মাণিক্য প্রভৃতির মালা-শ্রেণীতে সুশোভিত। সেই রত্নমণ্ডপ সারভূত-মণি-নির্ম্মিত কবাটযুক্ত ও বিবিধ ভূষণ বস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ পতাকাসমূহে বিভূষিত। তাহাতে কুঙ্কুমাকার-মণিনির্ম্মিত সপ্তটী সোপান বর্ত্তমান। তাহার চারিদিকে ষট্‌পদযুক্ত বিকশিত পুষ্পসমূহে সুশোভিত মনোহর পুষ্পোদ্যান। দেবী সেই মণ্ডপ দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃ-করণে তাহার মধ্যে প্রবেশ করত কর্পূরাদি-সুবাসিত তাম্বূল দেখিতে পাইলেন। হে নারদ! দেখিলেন, সেই মণ্ডপাভ্যন্তরে রত্নকুম্ভ-পরিপূর্ণ স্বচ্ছ সুধা-তুল্য সুস্বাদু সুশীতল জল রহিয়াছে এবং অমৃত ও সুধা-পরিপূরিত রত্নকুম্ভ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। মণ্ডপ-মধ্যে পুষ্পশয্যায় কমনীয় শ্যামসুন্দর কিশোরবয়স এক পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন দেখিতে পাইলেন। তাঁহার শরীর কোটিকন্দর্পের আভার ন্যায় আভাশালী এবং চন্দনে বিভূষিত। তিনি সস্মিত ও মনোহর। তাঁহার পীতবস্ত্র পরিধান; বদনমণ্ডল ও নয়ন প্রসন্ন, অঙ্গ শ্রেষ্ঠমণিনির্ম্মিত মুখর-মঞ্জীর-ভূষণে ভূষিত; বাহুদ্বয় সারভূত-রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর ও বলয়যুক্ত। তাঁহার গণ্ডস্থল মণিময় কুণ্ডলযুগলে শোভিত; বক্ষঃস্থল মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভের দ্বারা বিরাজিত; তাঁহার মুখমণ্ডল যেন শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের প্রভা হরণ করিয়া প্রভাশালী হইয়াছে এবং লোচনদ্বয় শরৎকালে বিকশিত পদ্মের ন্যায় মনোহর। ৩৮—৪৯। সেই সুপুরুষ মালতীমাল্যযুক্ত শিখিপুচ্ছপরিশোভিত ত্রিভঙ্গ চূড়া ধারণ করিয়াছেন এবং সেই মন্দিরের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। দেবী রাধা সকল স্মৃতিস্বরূপা হইলেও ক্রোড়স্থিত বালককে না দেখিয়া ও সেই নবযৌবনসম্পন্ন পুরুষকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাসেশ্বরী সেই সুমনোহর রূপ দর্শনে মোহিতা হইলেন; কামবশে তাঁহার লোচনরূপ চকোরযুগল সেই পুরুষের মুখচন্দ্রের রশ্মি নিয়ত পান করিতে লাগিল। সেই সময়ে রাধিকা নবসঙ্গম-লালসায় নির্নিমেষনেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাঁহার অঙ্গ পুলকাঙ্কিত হইল; তিনি অত্যন্ত মদনাতুরা হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হরি সেই বিকশিতপদ্মের ন্যায় হাস্যবদনা নবসঙ্গমযোগ্যা রাধিকাকে সকটাক্ষ দর্শন করিতে দেখিয়া বলিলেন, প্রিয়ে রাধিকে! তোমার যদি স্মরণ হয়, তবে গোলোকবৃত্তান্ত স্মরণ কর; পূর্ব্বে তোমার নিকটে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ করিব। তুমি আমার প্রাণাধিকা মঙ্গলপ্রদায়িনী প্রেয়সী রাধিকা। যে তুমি, সেই আমি; আমাদের কোনও ভেদ নাই; যেরূপ ক্ষীরে ধাবল্য, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ প্রভৃতি নিয়ত অবস্থান করে, সেইরূপ আমিও তোমাতে নিয়ত অবস্থান করি। যেরূপ কুলাল মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে না, স্বর্ণকার কদাচও স্বর্ণ ভিন্ন কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও তোমা ভিন্ন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই না। তুমি সৃষ্টির আধারস্বরূপা; আমি বীজস্বরূপ; অতএব হে সাধ্বি! এক্ষণে তুমি আসিয়া আমার উজ্জ্বল বক্ষঃস্থলে তোমার শয়ন-স্থান কর। ভূষণ যেরূপ দেহের শোভা সম্পাদন করে, সেইরূপ তুমিও আমার দেহের শোভা-সম্পাদিকা। যে সময়ে তোমা হইতে বিযুক্ত থাকি, তখন লোক সকল আমাকে মাত্র কৃষ্ণ বলে, যখন তোমার সহিত অবস্থান করি, তখন তারাই আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া থাকে। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমিই জগতের আধাররূপা এবং তুমি আমার ও সকলের সমস্ত শক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমিই পুরুষ, এইটী বেদে নির্ণীত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বরূপ; যখন আমি তেজোরূপ, তখন তুমিও তেজোরূপিণী। ৫০—৬৪। হে সুন্দরি! যে সময়ে আমি যোগে সর্ব্ববীজস্বরূপ হই, তখন তুমিও সর্ব্ব-শক্তিস্বরূপা ও সকল স্ত্রীরূপধারিণী হইয়া থাক; তুমি আমার অর্দ্ধাংশসম্ভূতা মূলপ্রকৃতি; তুমি শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও তেজে আমার তুল্যা। যে নরাধমেরা আমাদের উভয়ে পৃথকবুদ্ধি হয়, সেই পাপী চন্দ্র ও সূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত কালসূত্র-নামক নরকে বাস করে এবং তাহার ঊর্দ্ধ সপ্তপুরুষ ও পরবর্ত্তী সপ্তপুরুষ অধোগামী হয় ও তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য বিনষ্ট হয়। যদি অজ্ঞানবশতঃ কোন নরাধম আমাদের নিন্দা করে, সেই পাপাত্মা শতব্রহ্মার বয়ঃকালপর্য্যন্ত নরক

ভোগ করে। যে ব্যক্তি রা-মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে, প্রশস্তচিত্তে তাহাকে উত্তম ভক্তি প্রদান করি; এবং পরে সেই ব্যক্তি ধা শব্দ উচ্চারণ করিবে, আমি তাহা শ্রবণ করিতে পাইব, এই লালসায় তাহার সমীপে গমন করিয়া থাকি। যাহারা ষোড়শোপচার প্রদান করত আমার সেবা করে, তাহারা যাবজ্জীবন নিত্য ভক্তিযুক্ত হয়। তাহাতে আমার যেরূপ প্রীতি-লাভ হয়, রাধা-শব্দ উচ্চারণে তাহা হইতে অধিক প্রীত হই; হে রাধে! আমার ষোড়শোপচার পূজা-নিরত ব্যক্তিগণ, যেরূপ আমার প্রিয়, তাহা অপেক্ষা রাধা নাম যাহারা সতত উচ্চারণ করে, তাহারাই অধিক প্রিয়। ব্রহ্মা, অনন্ত, শিব, ধর্ম্ম, নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, কপিল, গণেশ, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি সকলেই আমার প্রিয় এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা,সাবিত্রী, ইহাঁরা প্রকৃতি দেবী, আমার প্রিয়া; কিন্তু তোমার সমান কেহই প্রিয়া নহে। হে সতি! তাঁহারা মাত্র প্রাণতুল্যা, তুমি আমার প্রাণাধিকা; তাঁহারা ভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন, তুমি আমার বক্ষঃস্থলেই নিয়ত বাস কর। আমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তিও তোমাকে নিয়ত বক্ষে ধারণ করিতেছে। আমিও তোমাকে নিয়ত হৃদয়ে ধারণ করিতেছি; শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া সেই মনোহর শয্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাধিকা ভক্তিনতমস্তকে প্রাণনাথকে বলিতে লাগিলেন, প্রভো! সে সব বৃত্তান্ত বিস্মরণ হইব কেন? সমস্তই স্মরণ হইতেছে। আপনার পাদপদ্মপ্রসাদে যাহা আপনি বলিতেছেন, সমস্তই আমি জানি। হে মায়েশ। আমি তোমার ভক্তা হইয়াও ত্বদীয় ঈদৃশ মায়াজালে আচ্ছন্ন হইয়াছি; অথবা তোমার মায়ায় আমাসদৃশ কত ব্যক্তি নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে; আমি একজন ভক্তের শাপে ধরাতলে গোপিকারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আবার আমাকে তোমার সহিত শতবৎসর বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে হইবে। ৬৫—৮০। কেহ ঈশ্বরের প্রিয় কেহ বা ঈশ্বরের অপ্রিয় হয়; কিন্তু যে যেরূপ তাঁহার উপাসনা করে, ভগবান্ তাহাকে তদনুরূপ কৃপা করিয়া থাকেন। তুমি তৃণকে পর্ব্বত করিতে ও পর্ব্বতকে তৃণ করিতে সক্ষম, তাহা হইলেও যোগ্য ও অযোগ্যে এবং দম্পতির প্রতি তোমার কৃপা তুল্য। হে বিভো! তুমি শয়ান রহিয়াছ ও আমি দণ্ডায়মানা রহিয়াছি। ইহার মধ্যে কথোপকথনে যে কাল অতীত হইতেছে তাহা যেন শতযুগ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাও পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে পারিব না। আমার বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে আপনার ঐ চরণযুগল অর্পণ কর, তোমার বিরহানলে আমার হৃদয় অত্যন্ত পরিতপ্ত হইতেছে। আমার দৃষ্টি প্রথমতঃ তোমার চরণযুগলে নিপতিত হয়; আমি তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তোমার অঙ্গ কলেবর দর্শনের নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াছি; দৃষ্টি তোমার প্রত্যেক অঙ্গ দর্শন করিয়া তৎপরে মুখকমলে পতিত হইয়াছে; ত্বদীয় মনোহর মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া সে আর অন্যত্র গমন করিতে সক্ষম হইতেছে না। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত হিতজনক সারভূত ও শ্রুতিস্মৃতিনিরূপিত বাক্য তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন; —প্রিয়ে! যে দেশে, যে জন্মে লোকে যেরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা পূর্ব্বেই নিরূপণ করিয়াছি, সেটী খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। প্রিয়ে! তাহা হইলে তুমি কিছুকাল প্রতীক্ষা কর; তোমার মঙ্গলজনক কার্য্য করিব; এক্ষণে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবার কাল উপস্থিত। রাধে! যাহার যে অদৃষ্ট-লিপি, যে কালে ফলিবে বলিয়া পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে, তাহা বিধাতা দূরে থাকুন, আমিও খণ্ডন করিতে সক্ষম নহি। আমি বিধাতার বিধাতা, অতএব আমি যাহার অদৃষ্টে যে লিখন লিখি, ব্রহ্মা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাহা কদাচও খণ্ডন করিতে পারে না। এই-রূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময়ে তথায় মালা-কমণ্ডলুধারী ঈষৎহাস্যযুক্ত চতুর্মুখ ব্রহ্মা, হরির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা প্রথমতঃ কৃষ্ণসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তি-নতমস্তক হইয়া সাশ্রুনেত্রে পুলকিতান্তঃকরণে কৃষ্ণকে আগমানুসারে স্তব করিতে লাগিলেন। জগদ্ধাতা এইরূপে হরিসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং স্তব করত পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া রাধিকাসমীপে গমন করিলেন; তৎপরে দেবীর চরণযুগল স্বীয় জটাজালে বেষ্টন করিয়া শীঘ্র কমণ্ডলুর জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার আগমানুসারে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে মাতঃ! অদ্য কৃষ্ণপ্রসাদে আপনার সর্ব্বসুদুর্লভ পাদপদ্ম দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছি; বিশেষতঃ ভারতে ইহা আরও দুর্লভ। পূর্ব্বে আমি ভারতে পুষ্করতীর্থে ষষ্টিসহস্র বৎসর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করি। তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া বর দান করিবার নিমিত্ত আগমন করতঃ বলিলেন, "তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর" ভগবান্ এই কথা বলিলে, আমি এই অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিলাম, হে গুণাতীত! আমি যেন এখনই সেই

সর্ব্বদুর্লভ রাধিকার চরণপদ্ম দর্শন করিতে পারি, এই বর প্রদান করুন। তখন হরি আমার তপস্বিভাব দর্শনে মায়া পরিত্যাগ করত বলিলেন বৎস! সময়ে তোমাকে রাধিকার চরণযুগল দর্শন করাইব এ বিষয়ে কিছুকাল অপেক্ষা কর। মাতঃ! ঈশ্বরের আজ্ঞা কখনও বিফল হয় না, সেই জন্য এই ভারতে গোলোকধামে সর্ব্ববাঞ্ছিত আপনার চরণযুগল দর্শন করিতে পারিলাম। ৮১—১০২। সকলদেবীগণ প্রকৃতির অংশসম্ভূত অতএব তাঁহারা প্রাকৃতিক ও জন্যা; কিন্তু আপনি কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা এবং সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার সদৃশী; আপনি শ্রীকৃষ্ণ, ইনি রাধা, আপনি রাধা, ইনি স্বয়ং হরি, ইহা কে নিরূপণ করিতে পারে? ইহা বেদেও কখন দেখিতে পাই নাই। মাতঃ! ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে উর্দ্ধদেশে গোলোকধাম, আপনি তথায় বাস করেন। যেরূপ গোলোক ও বৈকুণ্ঠ নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্যা। যেরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে সকল জীব কৃষ্ণের অংশের অংশ হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ আপনিও সেই প্রতিজীবে সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। পুরুষগণ, হরির অংশসঞ্জাত; স্ত্রীসমূহ আপনার অংশসম্ভূতা; এই ভগবান্ কৃষ্ণ আত্মাস্বরূপ, আপনি দেহস্বরূপ ও আধাররূপিণী। হে মাতঃ! আপনি কৃষ্ণের প্রাণযুক্তা হইয়া জগতের মাতৃস্বরূপা হইয়াছেন এবং এই শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর হইয়াছেন; আশ্চর্য্যের বিষয়! কোন্ শিল্পী এইরূপ সৃজন করিয়াছে, তাহা বোধগম্য নহে। এই কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্যা। আপনি ইঁহার অংশ, কি ইনিই আপনার অংশ, ইহা কেহই নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় না। আমি জগতের বিধাতা ও বেদপ্রণয়নকর্ত্তা; সেই বেদ গুরুমুখে শ্রবণ করত অধ্যয়ন করিয়া বহুবিধ লোক পণ্ডিত হইয়া থাকে; আমি সেই বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও আপনার গুণ ও স্তবের শতাংশের একাংশও বলিতে সক্ষম নহি; বেদ অথবা পণ্ডিত কে আপনার গুণানুবাদ করিতে সমর্থ? স্তবের কারণভূত জ্ঞান, আপনিই সেই জ্ঞানশালিনী অম্বিকা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। হে মাতঃ! আপনি বুদ্ধির জননী; এরূপ বুদ্ধিমান্ কে আছে, যে আপনার স্তব করিতে সক্ষম হইবে? যে বস্তু সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, পণ্ডিতগণ তাহারই নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, কিন্তু অদৃষ্ট অশ্রুত বিষয়ের নির্ব্বাচন করিতে কে সমর্থ হয়? । ১০৩—১১৩। আমি, অনন্ত, কিংবা শিব, আমরা কেহই আপনার স্তব করিতে সক্ষম নহি; হে জগদীশ্বরি! সরস্বতী এবং বেদও স্তব করিতে সমর্থ নহেন। আমি আগমানুসারে আপনার স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিলাম, ইহাতে আমাকে নিন্দা করা উচিত নহে। কারণ ঈশ্বর ও ঈশ্বরীগণের যোগ্যাযোগ্যে সমান কৃপা। প্রতিপাল্য সন্তানের ক্ষণে গুণ ও ক্ষণে দোষ হইয়া থাকে; কিন্তু জনক-জননী তাহা স্নেহবশতঃ সমস্তই ক্ষমা করিয়া থাকেন। বিধাতা এইরূপ স্তব করিয়া সর্ব্বপূজ্য ঈপ্সিত রাধাকৃষ্ণের চরণ-কমলে প্রণাম করত অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মাকৃত এই স্তোত্র ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, সে রাধামাধবের চরণযুগলে ভক্তি ও দাসত্ব লাভ করিবে; তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই এবং সেই ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ড উন্মূলন করত দুর্জ্জয় মৃত্যু জয় করিয়া সমস্ত লোক লঙ্ঘনপূর্ব্বক উত্তম গোলোকধামে গমন করিবে। ১১৪—১১৯।

ইতি ব্রহ্মাকৃত রাধাস্তব সম্পূর্ণ।

নারায়ণ বলিলেন, রাধা ব্রহ্মার স্তব শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, বিধাতঃ! তুমি মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। বিধাতা তখন রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, দেবি! আপনাদের উভয়ের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি হয়, এই বর আমাকে প্রদান করুন; ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, রাধিকা শীঘ্র তাহাই স্বীকার করিলেন। তখন বিধাতা পুনর্ব্বার ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়া হরিকে স্মরণ করত বিবিধক্রমে হোম করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ শয্যা হইতে উত্থান করিয়া বহ্নিসমীপে উপবেশনপূর্ব্বক ব্রহ্মোক্ত বিধিক্রমে স্বয়ং হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২০—১২৪। তৎপরে বেদকর্ত্তা হরি ও রাধিকাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করাইলেন। পুনর্ব্বার রাধিকাকে হুতাশন প্রদক্ষিণ করাইয়া তাঁহাকে এবং কৃষ্ণকে প্রণাম করত দেবীকে উপবেশন করাইলেন। তৎপরে বিধি রাধিকার হস্ত কৃষ্ণকে ধরিতে বলিলেন, ভগবান্ সেই হস্ত ধারণ করিলে, তাঁহাকে বেদোক্ত সপ্ত মন্ত্র পাঠ করাইলেন। প্রজাপতি রাধিকার হস্ত কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে ও কৃষ্ণের হস্ত রাধিকার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া রাধিকাকে মন্ত্রসমূহ পাঠ করাইলেন, এবং আজানুলম্বিত পারিজাতকুসুমের মালা রাধাদ্বারা কৃষ্ণগলে অর্পণ করাইলেন। তৎপরে কমলোদ্ভব, কৃষ্ণ ও রাধিকাকে প্রণাম করত কৃষ্ণদ্বারা রাধিকাগলেও মনোহর মালা প্রদান করাইলেন। পুনর্ব্বার কমলোদ্ভব কৃষ্ণকে

বসাইয়া তাঁহার বামপার্শ্বে কৃষ্ণের চিত্তস্বরূপা সস্মিতা রাধিকাকে উপবেশন করাইলেন এবং হে নারদ! রাধা-কৃষ্ণকে হস্তযোড় করাইয়া, বেদোক্ত পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করাইলেন। অনন্তর কৃষ্ণকে রাধিকাদ্বারা প্রণাম করাইলেন। পিতা যেরূপ কন্যাকে প্রদান করে, সেইরূপ বিধাতাও রাধিকাকে কৃষ্ণকরে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবগণ আনন্দে পুলকিত হইয়া দুন্দুভি পটহ ও মুরজাদি বাদ্য বাজাইতে এবং পারিজাতকুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ মধু পান করিতে আরম্ভ করিল, অপ্সরাগণ মনোহর নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে স্তব করত বলিলেন, আপনাদের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করুন। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া হরি তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের পাদপদ্মে তোমার ভক্তি সুদৃঢ়রূপে অবস্থান করুক; এক্ষণে তুমি স্বস্থানে গমন কর, তোমার সকল বিষয়ে মঙ্গল হইবে, তাহাতে সংশয় মাত্রও নাই। হে বৎস! আমার আজ্ঞানুসারে আমার নিয়োজিত কার্য্য করিতে উদ্‌যুক্ত হও। হে মুনে! জগদ্বিধাতা, ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাধা-কৃষ্ণকে প্রণাম করত নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে দেবী রাধিকা সহাস্যবদনে সকটাক্ষ-নেত্রে হরির বদনমণ্ডল বারংবার দর্শন করত লজ্জায় মুখ আচ্ছাদন করিলেন। ১২৫—১৩০। অত্যন্ত কামবাণে পীড়িতা হওয়াতে রাধিকার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল; তখন তিনি ভক্তি-পূর্ব্বক হরিকে প্রণাম করত তাঁহার শয়নাগারে গমন করিয়া কস্তূরী-কুঙ্কুম-মিশ্রিত চন্দন ও অগুরুর পঙ্ক কৃষ্ণের বক্ষে বিলেপন করিলেন ও স্বয়ং ললাটে তিলক ধারণ করিলেন। তৎপরে সুধা ও মধুপূর্ণ রত্নপাত্র হরিকে প্রদান করিলেন; হরি তাহা সাদরে গ্রহণ করত ভাগ করিতে লাগিলেন। রাধিকা কর্পূরাদি-সুবাসিত তাম্বুল কৃষ্ণকে প্রদান করিলেন, হরি সাদরে তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাধাও সস্মিত হইয়া হরিপ্রদত্ত সুধারস তাম্বুল হরির সমক্ষেই চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ আনন্দে চর্ব্বিত তাম্বুল রাধাকে প্রদান করিলেন। রাধা তাহা পরম ভক্তির সহিত ভোজন করত মুখ-কমল পান করিতে লাগিলেন। মধুসূদন রাধার চর্ব্বিত তাম্বুল যাচ্ঞা করাতে রাধিকা তখন হাস্য করত বলিলেন, সে বিষয়ে আমাকে ক্ষমা কর। তাহার পর মাধব রাধিকার সর্ব্বাঙ্গে চন্দন অগুরু কস্তূরী কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য লেপন করিলেন। কাম নিয়ত যাঁহার চরণকমল চিন্তা করে, অদ্য তিনিই রাধিকার সন্তোষের নিমিত্ত সেই পদানত কামের বশীভূত হইলেন! হে নারদ! যাঁহার ভৃত্যের ভৃত্য-সমীপে কাম পরাজিত হয়, অদ্য সেই কাম,—ভগবান্ স্বেচ্ছাময় বলিয়া তাঁহাকে কৌতুকে পরাজয় করিতে পারিল। তৎপরে কৃষ্ণ রাধিকার কর ধারণ করিয়া স্বীয় বক্ষে স্থাপন করত চতুর্ব্বিধ চুম্বনপূর্ব্বক তাঁহার বস্ত্র শিথিল করিলেন। হে মুনে। রতি-যুদ্ধে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইল, চুম্বনে ওষ্ঠরাগ, আলিঙ্গনে চিত্রিত পত্রাবলি, শৃঙ্গারে কবরী ও সিন্দুরতিলক এবং বিপরীত বিহারে অলক্তাঙ্কুর প্রভৃতি দূরীভূত হইল। ১৩১—১৫৩। রাধিকার নবসঙ্গমবশে সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল; তিনি মূর্চ্ছিত-প্রায় হইলেন তাঁহার দিবারাত্রি জ্ঞান থাকিল না; কামশাস্ত্রপারদর্শী কৃষ্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গদ্বারা রাধিকার প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গন করত অষ্টবিধ শৃঙ্গার করিলেন। পুনর্ব্বার সেই বক্রলোচনা রাধিকাকে আকর্ষণ করিয়া হস্ত ও নখদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তখন শৃঙ্গারসমরোত্থিত কঙ্কণ কিঙ্কিণী মঞ্জীর প্রভৃতির মনোহর শব্দ হইতে লাগিল। তৎপরে কামশাস্ত্র-বিশারদ কৃষ্ণ, নির্জ্জনে কৌতুকবশতঃ রাধিকাকে বসন, কবরী ও বেশভূষাদি হইতে বিযুক্তা করিলেন। রাধিকাও তাঁহাকে চূড়াবিহীন এবং বেশ-বস্ত্রাদি-বিমুক্ত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই কার্য্য-কুশল বলিয়া তাঁহাদিগের সেইরূপ ভাব কোন ক্ষতিকর হইল না। মাধব রাধার হস্ত হইতে তাঁহার রত্নদর্পণ হরণ করিলেন, রাধিকাও মাধবের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক মুরলী গ্রহণ করিলেন। মাধব, রসপ্রসঙ্গে রাধার চিত্ত অপহরণ করিলেন, রাধিকাও তাঁহার মন হরণ করিলেন। হে মুনে! সেই কামযুদ্ধ বিরত হইলে বক্রলোচনা রাধিকা হৃষ্ট-মনে প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে মুরলী প্রদান করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও রাধিকাকে উজ্জ্বল দর্পণ ও ক্রীড়াকমল প্রদান করিয়া তাঁহার মনোহর কবরীভার বন্ধন করিলেন ও ললাটে সিন্দুরদ্বারা তিলক প্রদান করিলেন। ১৫৪—১৬৩। হরি, রাধিকার এরূপ বেশ ও বিচিত্র পত্রাবলি প্রভৃতি রচনা করিলেন, সেরূপ রচনা করিতে সখীগণ দূরে থাকুক, বিশ্বকর্ম্মা পর্য্যন্তও অক্ষম। রাধিকা যখন কৃষ্ণের বেশবিন্যাস রচনা করিতে যত্ন করিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহার কৈশোরভাব পরিত্যাগ করত শিশুরূপ ধারণ করিলেন। সেই সময়ে রাধিকা দেখিলেন, সেই বালক ক্ষুধায় পীড়িত

হইয়া রোদন করিতেছেন এবং যে ভাবে নন্দ প্রদান করিয়াছিলেন তাদৃশ ভীরু। তখন রাধিকা ব্যথিত হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ইতস্ততঃ কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া না পাওয়াতে বিরহাতুরা ও শোকাকুলা হইলেন এবং কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া অতি করুণ স্বরে কাকুক্তিতে বলিলেন, হে মায়েশ! মাদৃশ দাসীজনের প্রতি এরূপ মায়া বিস্তার করিতেছেন কেন? এই কথা বলিয়া রাধা রোদন করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইলেন, কৃষ্ণও পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে লাগিলেন। তখন এই দৈববাণী হইল "রাধে! তুমি রোদন করিতেছ কেন? কৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্মরণ কর, যত দিন রাসমণ্ডপ বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তুমি এই স্থানে আগমন করিবে এবং ছায়ামাত্র গৃহে রাখিয়া স্বয়ং এই রাসমণ্ডলে আগমন করত হরির সহিত নিত্য ঈপ্সিত রতি ভোগ করিবে; আর রোদন করিও না। হে সুন্দরি! এই বালকরূপী মায়েশ্বর প্রাণপতিকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া শোক পরিত্যাগ করত নিজ মন্দিরে গমন কর।" এই দৈববাণী শ্রবণে রাধিকা প্রবোধযুক্তা হইয়া বালককে ক্রোড়ে ধারণ করতঃ সেই পুষ্পোদ্যান, বন ও রত্নমণ্ডপ প্রভৃতি সমস্ত দর্শন করিলেন। ১৬৪—১৭৩। হে নারদ! তৎপরে মনের ন্যায় বেগগামিনী রাধিকা শীঘ্র তথা হইতে নিমেষার্দ্ধে নন্দভবনে গমন করিলেন। আরক্তলোচনা রাধিকা উন্মুক্ত-বসনা হইয়া তাঁহার নয়নাম্বুসিক্ত সুস্নিগ্ধ শিশুকে যশোদাকরে অর্পণ করত এই কথা বলিলেন, এই শিশু অত্যন্ত স্থূল বলিয়া দুর্ব্বহ এবং ক্ষুধাতুর হইয়া নিয়ত ক্রন্দন করিতেছে; তোমার স্বামী গোষ্ঠে আমার হস্তে এই বালককে প্রদান করিয়াছিলেন; ইহার জন্য পথিমধ্যে আমি অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়াছি, ইহাকে তুমি গ্রহণ কর। মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে দিন অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে, অনবরত বৃষ্টিধারা পড়াতে বসন সকল আর্দ্র হইয়াছে; এই জন্য সেই পিচ্ছিল দুর্গমপথে ইহাকে বহন করিতে অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়াছি। ভদ্রে! এই বালককে গ্রহণ কর এবং স্বীয় স্তন্য প্রদান করিয়া ইহাকে সুস্থ কর; আমি অনেকক্ষণ হইল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; অতএব এইক্ষণ গৃহে গমন করি, তুমি স্বগৃহে অবস্থান কর। সতী রাধিকা এই বলিয়া বালক প্রদান করত স্বগৃহে গমন করিলেন। যশোদা বালককে ক্রোড়ে করিয়া স্তন প্রদান করত চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাধিকা স্বগৃহে গৃহ-কর্ম্মাদিতে বাহিক নিবিষ্টা রহিলেন; কিন্তু প্রতিদিন সেই বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে হরিসহ রতিক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বৎস! তোমার সমীপে সুখপ্রদ মোক্ষদ ও পবিত্র শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রবিষয় বর্ণন করিলাম, অপর বিষয় তোমাকে বলিতেছি। ১৭৪—১৮১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! একদা মাধব পান ভোজনাদি সম্পন্ন করত শিশুগণসহ গোধন লইয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত শ্রীবনে গমন করিলেন। মধুসূদন শ্রীবনে শিশুগণসহ নানাবিধ ক্রীড়া করত গোচারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর কৃষ্ণ গোধনসহ তথা হইতে মধুবনে গমন করিলেন; তথায় বলদেবের সহিত সুস্বাদু জল পান করিলেন। সেই স্থানে শ্বেতবর্ণ বলবান্ ভয়ঙ্কর এক দৈত্য উপস্থিত হইল, তাহার নাম বকাসুর। সে শৈলের ন্যায় বৃহৎ; তাহার বদন অতি বিকট। বকাসুর, গোষ্ঠে গোসমূহ, বলদেব এবং কৃষ্ণকে দেখিয়া অগস্ত্য যেরূপ বাতাপিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সে কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলকেই গ্রাস করিল। তখন দেবগণ কৃষ্ণকে বক গ্রাস করিয়াছে দেখিয়া, হাহাকার করত সশস্ত্রে ধাবমান হইলেন। ইন্দ্র কোন উপায় না দেখিয়া দধীচির অস্থি-নির্ম্মিত বজ্র বকের প্রতি নিঃক্ষেপ করিলেন। তাহাতে বকাসুরের মৃত্যু হইল না। একটী পক্ষ মাত্র অস্ত্রানলে দগ্ধ হইল। হে নারদ! তাহার পর চন্দ্র নীহারাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে দৈত্য অত্যন্ত শীতার্ত্ত হইল। যম যমদণ্ড প্রহার করিলেন, তাহাতে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইল। বায়ু বায়ব্যাস্ত্র প্রহার করিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিলেন। বরুণ শিলাবৃষ্টি করিয়া তাহাকে নিতান্ত পীড়িত করিলেন। হুতাশন অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার পক্ষসমূহ দগ্ধ করিলেন। কুবের অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাহার পদদ্বয় ছিন্ন করিলেন। অসুর শিবনিক্ষিপ্ত শূলাঘাতে মূর্চ্ছিত হইল। তখন ঋষিগণ মুনিগণ সকলেই ভীতচিত্তে কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পরমেশ্বর কৃষ্ণ, ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হইয়া দৈত্যের বাহ্য ও অভ্যন্তর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিলেন। বক গোধন ও শিশু প্রভৃতি বমন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। বলরাম-সহ কৃষ্ণ বকাসুরকে বিনাশ করিয়া মনোহর কেলিকদম্বকাননে গমন করিলেন। এই সময়ে শৈলের ন্যায় অতি বৃহৎ এবং অত্যন্ত ধূর্ত্ত প্রলম্ব নামে অসুর বৃষরূপ ধারণ করত তথায় উপস্থিত

হইল এবং হরিকে শৃঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে গোপবালকগণ ভয়ে আকুলিত হইয়া রোদন করিতে করিতে চারি দিকে ধাবমান হইল। তখন বলরাম ভ্রাতাকে ঈশ্বররূপী জানিতেন বলিয়া হাস্য করত বালকদিগকে বলিলেন "তোমাদের ভয় কি ?" এই বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। এ দিকে মধুসূদন তাহার শৃঙ্গ ধারণ করত আকাশে ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্যশ্রেষ্ঠ ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, তদ্দর্শনে বালকগণ হাসিতে হাসিতে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রলম্বকে বধ করিয়া অবিলম্বে বলরাম-সহ গোধন চরাইয়া ভাণ্ডীরবনে গমন করিলেন। মাধবকে যাইতে দেখিয়া দৈত্যপতি বলবান্ কেশী তাঁহাকে শীঘ্র বেষ্টন করত খুরদ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল, । ১—২০। দুষ্ট কেশী, হরিকে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক শতযোজন ঊর্দ্ধে আকাশে উত্তোলন করত ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে সেই পাপী পুনর্ব্বার হরিকে কোপবশতঃ চর্ব্বণ করিতে লাগিল, তাহাতে পর্ব্বত চর্ব্বণে যেরূপ দন্তসকল ভগ্ন হয়, তদ্রূপ পাপিষ্ঠের দন্তপংক্তি ভগ্ন হইল এবং কৃষ্ণতেজে দগ্ধ হইয়া অচিরাৎ প্রাণ ত্যাগ করত ভূতলে পতিত হইল; তখন স্বর্গে দুন্দুভিবাদ্য ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই সময়ে দ্বিভুজ পীতবাস দিব্যরূপধারী হরির পারিষদগণ দিব্য রথে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কিরীট, কুণ্ডল ও বনমালায় বিভূষিত; তাহাদের হস্তে চিত্তশান্তিকর মধুর মুরলী ও চরণে মুখর মঞ্জীর শোভিত; তাঁহাদের চন্দনচর্চ্চিত ও কুঙ্কুমদ্রববিলেপিত কলেবর অতি মনোহরশোভাসম্পন্ন। তাঁহাদের বদনমণ্ডল ঈষৎহাস্যযুক্ত; তাঁহারাও গোপবেশধারী, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবিতরণে অতি ব্যগ্র। সেই পারিষদবর্গ, শ্রেষ্ঠরত্ননির্ম্মিত প্রদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া ভাণ্ডীরবনে হরিসমীপে গমন করিলেন। তৎপরে দিব্যবস্ত্রধারী, রত্নালঙ্কারভূষিত পারিষদগণ, হরিকে প্রণাম করিয়া পবিত্র গোলোকধামে গমন করিলেন। বৈষ্ণব পুরুষগণ মুক্তদেহ পরিত্যাগ করত দানবযোনিতে উদ্ভূত হইয়া তদ্দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কৃষ্ণপারিষদ হইলেন। ২১—৩০। নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ! সেই বৈষ্ণবপুরুষগণ কিরূপে দৈত্যরূপী হইলেন? সেই অদ্ভুত বিষয় বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্মন্! যাহা পুষ্করতীর্থে শিবমুখে শ্রুত হইয়াছি, সেই পুরাতন ইতিহাস তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমি, মুনিগণ ও ব্রহ্মা, আমরা সকলেই শঙ্করের নিকটে এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি হরিগুণ প্রসঙ্গে আমাদিগকে এই বিষয় বিশেষরূপে বলিয়াছেন। হে মহাভাগ ব্রহ্মপুত্র! আমি সেই ত্রিভুবনপবিত্রকারিণী শিবমুখনিঃসৃতা কথা সুবিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গন্ধবাহ নামে হরিভক্তি-নিরত তপস্বিশ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বপতি বাস করিতেন। হে মুনে। সেই গন্ধর্ব্বরাজের কুলশ্রেষ্ঠ চারিটী পুত্র জন্মিল। তাঁহারা স্বপ্নে ও জাগরণে কৃষ্ণপাদপদ্ম নিয়ত স্মরণ করিতেন। গন্ধর্ব্বপুত্রগণ দুর্ব্বাসাশিষ্য হইয়া কৃষ্ণসেবাতে তৎপর হইলেন। এমন কি কৃষ্ণকে নিত্য পদ্ম প্রদান করত পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। সেই গন্ধর্ব্ব-পুত্রগণের নাম—বসুদেব, সুহোত্র, সুপার্শ্ব, সুদর্শক, তাঁহারা চারিজনেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিতেন; বহুকাল তপস্যা করত তাঁহারা সিদ্ধপুরুষের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ বসুদেব দুর্ব্বাসার নিকটে যোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই যোগবলে যোগীদিগের শ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধ হইলেন এবং দার গ্রহণ করত ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে অমলতুল্য দীপ্তি পাইতে লাগিলেন; তৎপরে দেহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ পারিষদ হইলেন। ৪১—৬০। এক সময়ে সুহোত্র প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় কৃষ্ণপূজার নিমিত্ত প্রত্যূষে পদ্ম চয়ন করিতে চিত্র সরোবরে গমন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা পদ্ম চয়ন করিয়া আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে সরোবররক্ষক শিব-কিঙ্করগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া সমীপে গমন করত, আবদ্ধ করিল এবং বলিষ্ঠ শিব-কিঙ্করগণ, দুর্ব্বল গন্ধর্ব্বপুত্রগণকে লইয়া শিবসমীপে গমন করিল; তৎপরে তাঁহারা শিবসমীপে গমন করত ভূমিতে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; তখন ভক্তবৎসল, হাস্যবদন শঙ্কর তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করত বলিলেন, পার্ব্বতীর ব্রতের নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ যক্ষরক্ষিত সরোবরে পার্ব্বতীর পদ্ম সকল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমরা কে? সতী পার্ব্বতী ত্রৈমাসিক ব্রতে পতিসৌভাগ্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতিদিন হরিকে সহস্র পদ্ম প্রদান করেন;—শিব-বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ ভীত হইয়া করযোড়ে নতমস্তকে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, প্রভো! আমরা গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ গন্ধবাহের পুত্র; হে ঈশ! আমরা শ্রীকৃষ্ণকে কমল প্রদান করিয়া তৎপরে জলগ্রহণ করি; হে প্রভো! এই সরোবর যে পার্ব্বতীরক্ষিত, তাহা আমরা পরিজ্ঞাত নহি, এক্ষণে এই সমস্ত

পদ্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ফল প্রদান করুন। ৪২—৪৯। অদ্য আমরা কমলও দান করিতে পারিব না অতএব জলও ভক্ষণ করিব না; অথবা পান করিব না কেন? যেহেতু আপনাকেই সমস্ত পদ্ম প্রদান করিলাম। হে বিভো! যাঁহার পাদপদ্ম নিত্য ধ্যান করিয়া পদ্মদ্বারা পূজা করিয়া থাকি, অদ্য তাঁহাকে সাক্ষাতে পদ্ম দান করিয়া আমরা পবিত্র হইলাম। একব্রহ্ম তাঁহার দ্বিতীয় নাই এবং তাঁহার দেহ নাই, অতএব রূপও নাই কিন্তু কেবল ভক্তানুগ্রহে তিনি দেহ ধারণ করিয়াছেন, ও মায়াতে রূপ ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। হে প্রভো! আপনিই আমাদের সেই দয়াময় প্রভু; অতএব এই পদ্মসমূহ গ্রহণ করুন; এবং যাহাতে আমাদের মানস পূর্ণ হয় সেই কৃষ্ণরূপ আমাদিগের দর্শন করান; তিনি, দ্বিভুজ, কিশোর, শ্যাম, সুন্দর, তাহার হস্তে মোহন মুরলী, পীতবাস পরিধান; তাঁহার এক বদন, দ্বিনয়ন, শরীর চন্দন ও অগুরুচর্চ্চিত; তাঁহার মুখমণ্ডল মৃদুহাস্যযুক্ত, অতএব প্রসন্ন; তিনি রত্নালঙ্কারে ভূষিত, ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত চূড়া ও মালতীমালায় বিভূষিত, মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল সমুজ্জ্বল; তিনি পারিজাতকুসুমের মনোহর মাল্যশ্রেণীতে বিরাজিত; তিনি কোটিকন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধারস্বরূপ; গোপীগণ তাঁহাকে হাস্যবিস্ফারিত বঙ্কিমনয়নযুগলে অবিরত দর্শন করিতেছে; তিনি নবযৌবনসম্পন্ন এবং রাধার বক্ষঃস্থলে নিয়ত অবস্থিত। তাঁহাকে ব্রহ্মাদি দেবগণ অবিরত স্তব করিয়া থাকেন; তিনি সকলের বন্দনীয়, ধ্যানযোগ্য ও বাঞ্ছিত; তিনি পরমাত্মা পূর্ণকাম ও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহে অতি বিনীতভাব-সম্পন্ন। ৫০—৫৯। এই কথা বলিয়া সেই গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠগণ, কৃষ্ণনাম-স্মরণবশতঃ পুলকাঙ্কিত কলেবরে শম্ভুসম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেব গন্ধর্ব্বগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ স্মরণ করত অশ্রুপূর্ণ ত্রিনয়নে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, হে গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা যে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, তাহা আমি জনিতে পারিয়াছি; তোমরা কেবল চরণকমলের রেণুতে পৃথিবী পবিত্র করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া থাক। আমি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণভক্তদর্শনে বাঞ্ছা করি, ত্রিভুবনে তোমাদের সদৃশ সাধুসমাগম অতি দুর্লভ। তোমরা আমার, পার্ব্বতীর ও দেবগণের সর্ব্বদা প্রীতিভাজন; আমার নিজ ভক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণবগণ অধিক প্রিয়। কিন্তু হে মহাভাগগণ! পার্ব্বতীর ব্রতকার্য্যে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছি তাহার অন্যথা হইবে না, সেই প্রতিশ্রুত বিষয় শ্রবণ কর। পার্ব্বতীর অনুষ্ঠিতব্রতকালের মধ্যে যাহারা এই সরোবরের পদ্ম আহরণ করিবে, তাহারা তৎক্ষণাৎ অসুরযোনি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সংশয়মাত্রও নাই; কিন্তু তাহা হইলেও কৃষ্ণভক্তগণের কোথাও অমঙ্গল ঘটে না, তোমরা দানবযোনি প্রাপ্ত হইলেও পুনর্ব্বার গোলোকধামে গমন করিতে পারিবে। হে বৎসগণ! তোমরা যে কৃষ্ণরূপ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, সেইরূপ ভারতে বৃন্দাবনে নিশ্চয় দেখিতে পাইবে। হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা তখন সম্মুখে কৃষ্ণরূপ দর্শন করিতে করিতে দানবদেহ পরিত্যাগ করত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণভবনে গমন করিবে। এক্ষণে তোমাদের বাঞ্ছনীয় যেরূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, তাহা দর্শন কর; এই বলিয়া শিব তাহাদিগকে সেই মোহন রূপ দর্শন করাইলেন। তৎপরে দানবেশ্বরগণ, সেইরূপ দর্শনে সাশ্রুনেত্র হইয়া শিবকে প্রণাম করত দানবযোনিতে গমন করিলেন। বসুদেব পূর্ব্বেই মুক্ত হইয়াছেন। সুহোত্র বকাসুররূপে, সুদর্শন প্রলম্বরূপে এবং সুপার্শ্ব কেশীরূপে দানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই অসুরগণ শিববরে অনুত্তমরূপ দর্শন করত কৃষ্ণহস্তে মৃত্যু লাভ করিয়া কৃষ্ণমন্দিরে গমন করিলেন। হে বিপ্র! এইরূপ শিবের অদ্ভুত চরিত্র এবং বক কেশীও প্রলম্বের মোক্ষপ্রদ মুক্তি বিষয় বর্ণন করিলাম। ৬০—৭৪। নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ! আপনার প্রসাদে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় শ্রুত হইলাম, এক্ষণে পার্ব্বতী কোন্ ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি। সেই ব্রতের আরাধ্য দেবতা কে? সেই ব্রতেরই বা ফল কি? তাহার নিয়ম কি? হে ভগবন্। সেই ব্রতের কোন্ কোন্ বস্তু উপযোগী, তাহা কত কালসাধ্য? তাহার প্রতিষ্ঠার নিরূপণ কি? তাহা শুনিতে আমি অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছি; অতএব কৃপা করিয়া সুবিচারপূর্ব্বক আমাকে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! এই ব্রত ত্রিমাসসাধ্য; ইহার নাম পতি-সৌভাগ্য-বর্দ্ধন, ইহাতে আরাধ্য রাধা-কৃষ্ণ; ইহা বিষ্ণু-সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণায়নে সমাপ্ত করিতে হয়। ব্রতের পূর্ব্বদিনে হবিষ্যান্ন ভোজন করত সংযম করিবে। ব্রতী বৈশাখমাসের সংক্রান্তিতে স্নান করত জাহ্নবীতীরে সঙ্কল্প করিয়া মণিনির্ম্মিত ঘটে শালগ্রামে অথবা জলে পূজা করিবে।—প্রথমতঃ পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া তৎপরে ভক্তি-

পূর্ব্বক রাধাকান্তের ধ্যান করিবে; সেই সামবেদোক্ত ধ্যান তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। যথা—নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামতনু, পীত-কৌষেয়বস্ত্রধারী, শরৎ-কালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ঈষদ্ধাস্যপূর্ণবদনমণ্ডল শরৎ-দ্বিকশিত পদ্মসদৃশ মনোহর অঞ্জনরঞ্জিত নয়নযুগলে শোভিত, গোপিকাগণের অবিরত মনোমোহন, রাধিকা-বক্ষঃস্থলে রাধিকা কর্ত্তৃক নিয়ত পরিদৃশ্যমান, ব্রহ্মস্বরূপ, অনন্ত মহেশ্বর ও ব্রহ্মা প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্তূয়মান কৃষ্ণকে আমি ভজনা করি;—এই প্রকারে কৃষ্ণকে ধ্যান করত ব্রতী তাঁহার আরাধনা করিবে। তৎপরে মধ্যন্দিনোক্ত রাধিকার ধ্যানের দ্বারা তাঁহাকে ধ্যান করিবে। ৭৫—৮৫। ধ্যান যথা—রাসেশ্বরী রমণীয়া রাসোল্লাসে উৎকণ্ঠিতা রাধা রাসমণ্ডল-মধ্যস্থিতা ও রাসের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। তিনি রাসেশ্বরের বক্ষে নিয়ত বাস করেন স্বয়ং রসিকা এবং রসিকপ্রিয়া; তিনি রসিকপ্রবরা রমণীয়রূপা ও মনোহারিণী। তাঁহার শরৎকালীন পদ্মশ্রেণীর ন্যায় শোভাসম্পন্ন এবং ভ্রূভঙ্গযুক্ত বঙ্কিম নয়নযুগল অঞ্জনে রঞ্জিত; তাঁহার বদনমণ্ডল, শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর এবং ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, তিনি চারুচম্পকবর্ণাভা ও চন্দনে বিভূষিতা। তাঁহার ললাটে কস্তূরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু বিরাজিত; তিনি চারুপত্রাবলিযুক্তা ও বহ্নির ন্যায় শুদ্ধবস্ত্রপরিধানা; তাঁহার মনোহর কপোলস্থল রত্নময় কুণ্ডলযুগলে উজ্জ্বল শোভাসম্পন্ন; বক্ষঃস্থল সারভূত-রত্ননির্ম্মিত হারে বিরাজমান। তাঁহার বাহুযুগল রত্নময় কঙ্কণ, কেয়ূর, কিঙ্কিণী, প্রভৃতি দ্বারা সুরঞ্জিত; চরণে মুখর রত্নময় মঞ্জীর; ব্রহ্মা প্রভৃতির সেব্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন; তিনি সর্ব্বে-শের স্তুতিযোগ্যা ও সর্ব্ববীজস্বরূপা; তাঁহাকে আমি ভজনা করি। ৮৬—৯৩। এই ধ্যান করিয়া ভক্তি-সহকারে প্রতিদিন ষোড়শোপচার প্রদানপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সহ রাধিকাকে পূজা করিবে। হে মুনে! তাহার পর ব্রতী অষ্টোত্তর সহস্র কমল প্রত্যেকটী, পৃথক্ পৃথক্-রূপে প্রদান করিবে। এবং প্রতিদিন অষ্টোত্তর শত আহুতি প্রদানে হোম করিবে ও নিত্য অষ্টোত্তর শত অক্ষত ফল প্রদান করিবে। ব্রতী রাধিকাসহ কৃষ্ণকে পুষ্প ও রসাল অথবা পকরম্ভা ফল—'কৃষ্ণায় স্বাহা'এই-মাত্র উচ্চারণ করত যত্নপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে প্রদান করিবে এবং প্রতিদিন শতসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ব্রতী প্রতিদিন অষ্টোত্তর শতাহুতিদ্বারা হোম করত রাধিকাসহ কৃষ্ণকে সমস্ত প্রদান করিবে। হে নারদ! তাহার পরে আজ্যমিশ্রিত তিল হোম করিয়া প্রতিদিন বাদ্য ও হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে। এই-রূপ তিনমাস পর্য্যন্ত করিয়া তাহার পর প্রতিষ্ঠা করিবে; হে নারদ! সেই প্রতিষ্ঠাদিবসের নিয়ম শ্রবণ কর। হে বিপ্রেন্দ্র! প্রতিষ্ঠাদিবসে, অক্ষত নবতিসহস্র পদ্ম প্রদান করিবে এবং নবসহস্র ব্রাহ্মণ সুস্বাদু পিষ্টক ও পরমান্নদ্বারা ভোজন করাইবে; আর নবসহস্র সাত-শত দশটী ফল নানাবিধ দ্রব্য ও নৈবেদ্য রাধা-কৃষ্ণকে প্রদান করিবে। তৎপরে বিদ্বান্ ব্যক্তি সংস্কৃত অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম করত সঘৃত তিলদ্বারা নবতি-সহস্র আহুতি প্রদান করিবে এবং বস্ত্র ভোজ্য যজ্ঞসূত্র ও ফলযুক্ত নবতিসংখ্যক ডালা গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করত ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিবে। ব্রতী শীতলজলপূর্ণ নবতিসংখ্যক কুম্ভ উৎসর্গ করিবে, এইরূপ ব্রত করিয়া বিপ্রকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ৯৪—১০৬। দক্ষিণার পরিমাণ বেদে নিরূপিত হই-য়াছে,—সহস্রসংখ্যক স্বর্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট বৃষেন্দ্র প্রদান করিবে। হে বিপ্র। এইরূপ ত্রৈমাসিক ব্রতের বিষয় তোমাকে বলিলাম; এই ব্রত উৎকৃষ্টসন্ততিজনক ও পতিসৌভাগ্যবর্দ্ধক। নারী এই ব্রতপ্রভাবে শত-জন্ম পর্য্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী হইয়া শতজন্ম পর্য্যন্ত নিশ্চয় সৎপুত্রের জননী হয়। তাহার কদাচও পতি-পুত্রের বিচ্ছেদ হয় না এবং পুত্র তাহার দাসতুল্য হয় ও পতি সুমধুরভাষী হয়; সেই সতী অনুক্ষণ রাধাকৃষ্ণের ভক্তিতেই মনোনিবেশ করিতে পারে এবং এই ব্রতপ্রভাবে জাগরণেও স্বপ্নে হরিস্মৃতি তাহাকে পরিত্যাগ করে না। আমাদের মাতাও এই সামবেদোক্ত ব্রত পূর্ব্বে আচরণ করিয়াছেন। এই সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী সতী শতরূপা অগস্ত্যকে পুরোহিত স্থির করিয়া এই ব্রত করেন। হে মুনে! সেই সময়ে দেবহূতী ও চারুহূতী পুলস্ত্যকে পুরোহিত করিয়া এই ব্রত করেন। তৎপরে রোহিণী ক্রতুকে পুরোহিত করিয়া এবং রতি গৌতমকে পুরোহিত করিয়া এই ব্রত করিয়াছেন। তৎপরে গুরুপত্নী তারা অত্যন্ত সমারোহে ভক্তিপূর্ব্বক বশিষ্ঠকে পুরোহিত করিয়া এই ব্রত করিয়াছেন। সেই গুরু-পত্নীর ব্রতদর্শনে সানন্দচিত্তে শচী মহাসমারোহে এই ব্রত করেন, বৃহস্পতি তাহার পুরোহিত ছিলেন। তাহার পর স্বাহা সকলের অপেক্ষা বিশেষরূপে মহা-সম্ভৃত সম্ভারে এই ব্রত করিয়াছিলেন, তাঁহার পুরোহিত ছিলেন মরীচি। হে ব্রহ্মন্! তাহা দর্শন

করিয়া হৃষ্টচিত্তে পার্ব্বতী বদ্ধাঞ্জলি করে ভক্তিনত-মস্তক হইয়া শঙ্করকে বলিলেন, হে জগন্নাথ! ব্রত-সমূহের শ্রেষ্ঠভূত আমাদের ইষ্টদেবের উত্তম ব্রত করিতে বাসনা করি, সে বিষয়ে আপনি অনুমোদন করুন। ১০৭—১২০। হে নাথ! হরির আরাধনা সকল মঙ্গলের কারণ। ইষ্ট বস্তু প্রদান শ্রুতিপাঠ ও পৃথিবীর তীর্থাদি পরিভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্য—হরি-আরাধনার ষোড়শ কলার এক কলারও যোগ্য নহে। যাহার বাহ্য ও অভ্যন্তরে হরিস্মৃতি অনুক্ষণ জাগরূক থাকে, সেই জীব জীবন্মুক্ত, তাঁহার দর্শনমাত্রই মুক্তি-লাভ হয়, তাঁহার পাদপদ্মের পজঃকণায় পৃথিবী সদ্য পবিত্রা হয়; তাহার দর্শনমাত্রেই ত্রিভুবন পবিত্র হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু, ধর্ম্ম, অনন্ত, তুমি ও গণেশ্বর, তোমরা সকলেই যাঁহার পাদপদ্ম নিয়ত ধ্যান করিয়া তেজে তাঁহার সমতা প্রাপ্ত হইয়াছ। যে যাঁহাকে সতত ধ্যান করে, সে নিশ্চয় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় এবং গুণে, তেজে, বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে তাহার-ই সমান হয়। সেই কৃষ্ণের ধ্যান, তপস্যা ও সেবাফলেই তাঁহার ন্যায় গুণসম্পন্ন তোমা হেন পতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি গুণবান্ স্বামী ওউত্তম পুত্র অবলীলা ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। অএতব আমার অভিলাষ পূর্ণই আছে। প্রভো! কৃষ্ণতুল্য আপনাকে পতি, কার্ত্তিক ও গণেশকে পুত্র এবং হিমালয়কে পিতারূপে পাইয়াছি; অতএব আমার দুর্লভ কি আছে। স্ত্রীগণ সর্ব্বদা পতি, পুত্র ও পিতার গর্ব্ব করিয়া থাকে, কিন্তু যাহার তিনটাই অতি যোগ্য তাহার দুর্লভ কি আছে? পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্কর অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং হাস্যবদনে পুলকিত হইয়া মধুর বাক্য প্রয়োগ করত বলিলেন, হে ঈশ্বরি! তুমি মহালক্ষ্মীস্বরূপা, সর্ব্বসম্পৎরূপিণী ও অনন্তশক্তিরূপা। অতএব তোমার অসাধ্য কি আছে। ১২১—১৩১। দেবি! তুমি যাহার গৃহে বিরাজমানা সে সকলঐশ্বর্য্য-শালী। যাহার গৃহে গৃহলক্ষ্মী নাই, তাহার জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণও শ্রেয়ঃ। হে শুভদে! আমি বহ্মা ও বিষ্ণু আমরা শক্তিরূপিণী; তোমার প্রসাদে শক্তিযুক্ত হইয়া যথাক্রমে জগতের সংহার সৃষ্টি ও রক্ষা করিয়া থাকি। হিমালয় কে? আমিই বা কে? কার্ত্তিক এবং গণেশই বা কে? আমরা তোমা বিহীন হইলে সকলকার্য্যে অসমর্থ এবং তোমার প্রসাদে আমরা ঈশ্বর হই। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, পতিব্রতা নারীর স্বামীর আজ্ঞা গ্রহণ করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়; হে পতিব্রতে! তুমি বুঝি আমার আজ্ঞা গ্রহণ করত ব্রত করিতে উদ্যত হইয়াছ; যাহা হউক যাঁহারা এই ব্রত করিয়াছেন; তাঁহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশেষ করিয়া এই ব্রতাচরণ কর। ভগবান্ সনৎকুমার তোমার ব্রতে পুরোহিত হইবেন, আমি—পদ্ম, ব্রাহ্মণ ও দ্রব্য প্রভৃতির সংগ্রহকর্ত্তা হইব এবং হে সুন্দরি! কুবেরকে কোষাধ্যক্ষ কর, ব্রতে দানাধ্যক্ষ আমি হইব, লক্ষ্মী স্বয়ং ধনদাত্রী হইবেন। স্বয়ং বহ্নিদেব তাহাতে পাচক থাকিবেন, বরুণ স্বয়ং জল প্রদান করিবেন, যক্ষগণ ব্রতের বস্তুবাহক হইবে, ষড়ানন তাহার অধ্যক্ষ হইবে; স্থানসংস্কারকর্ত্তা পবন হউন; স্বয়ং ইন্দ্র পরিবেশনকারী হউন ও চন্দ্র এই কার্য্যের অধিষ্ঠায়ক হইবেন। যোগ্য ও অযোগ্য পাত্রে যথানিয়মে যেরূপ বস্তু প্রদান করিতে হয়, সূর্য্য সেইরূপ প্রদান করিবার নিমিত্ত নিয়োগকর্ত্তা হইবেন। হে সুন্দরি! ব্রতোপযুক্ত যে বস্তু, নিয়মিতরূপে তাহা দান করত তাহার অধিক ফল, পুষ্প হরিকে প্রদান করিবে। দেবি! ব্রতের নিয়মিত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাহা হইতে অধিক অসংখ্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ কর, তৎপরে সমাপ্তিদিনে বিপ্রদিগকে স্বর্ণ প্রবাল রত্ন প্রভৃতি ব্রতোক্ত দক্ষিণা প্রদান করিবে। ১৩২—১৪৩। এই কথা বলিয়া শঙ্কর পার্ব্বতীকে সেই ব্রত আরম্ভ করাইলেন; দুর্গাও সকলের অপেক্ষা বিশেষরূপে ব্রত করিতে লাগিলেন। হে বিপ্র! পার্ব্বতী যে ব্রতাচরণ করিয়াছেন তাহা তোমাকে বলিলাম; পার্ব্বতীর ব্রতে ব্রাহ্মণগণ এত রত্ন পাইয়া-ছিলেন যে, তাহা তাহাদিগের বহন করিতে ক্ষমতা ছিলনা। হে নারদ! এই ইতিহাস সমস্ত শুনিলে, এক্ষণে প্রকৃত বিষয় শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত প্রতিপদে নূতন নূতন ভাবে ভাবময়। কৃষ্ণ দানবেন্দ্র-দিগকে বিনাশ করিয়া সেই শিশুগণ ও গোপগণের সহিত কুবেরভবনসদৃশ স্বীয় ভবনে আগমন করিলেন। তৎপরে শিশুগণ, বনের সেই সমস্ত বার্ত্তা সকলের নিকটে বলিতে লাগিল; তাহা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল কিন্তু নন্দ অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাহার পর নন্দ, বৃদ্ধ গোপ-গোপীগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সহিত সমালোচনা করিয়া সময়োচিত যুক্তি করিলেন। তখন গোপরাজ যুক্তি স্থির করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগ করত বৃন্দাবনে গমনের নিমিত্ত শকট সজ্জীভূত করিলেন। তখন নন্দের আজ্ঞা শ্রুত হইয়া গোপ-গোপিকা ও বালক-বালিকাগণ সকলেই গমন করিতে উদ্যত হইল। তৎপরে তাহারা নানাবেশযুক্ত হইয়া

কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে বলরাম ও কৃষ্ণের সহিত সেই বনে গমন করিল। সেই গোকুলধামে বালকের মধ্যে কেহ বেণু বাজাইতে লাগিল, কেহ শৃঙ্গ বাজাইতে লাগিল, কেহ করতাল হস্তে, কেহ বা বীণা হস্তে, কেহ শরযন্ত্র হস্তে, কেহ বা শৃঙ্গ হস্তে শোভা পাইতে লাগিল; কোন গোপাল বালকের কর্ণে নব পল্লব, কাহার কর্ণে মুকুল, কাহার কর্ণে পুষ্প, কাহারও চূড়ায় নবপল্লব, কাহারও বা চূড়ায় পুষ্প-কাহার করে বনপুষ্পমালা, কেহ বা আজানুলম্বিত মালা ধারণ করিয়াছিলেন। হে বিপ্রেন্দ্র! সেই গোপাল বালকগণ সংখ্যায় নবকোটি; তাহাদের সহিত কোটি কোটি বয়স্থা ও বৃহৎশ্রোণীযুক্তা শিথিলপয়োধরা বৃদ্ধা কোটি কোটি গোপী চলিল। ১৪৪—১৫৭। নানালঙ্কারভূষিতা দিব্যবস্ত্রপরিধানা হাস্যবিকশিতমুখী সুশীলা প্রভৃতি গোপবালিকাগণ রাধিকার সহচারিণী হইয়া বনে গমন করিতে উদ্যোগ করিল। তন্মধ্যে কেহ শিবিকারোহণে, কেহ রথারোহণে গমন করিল; রাধিকা রত্নময় পরিচ্ছদ-ভূষিত রথে গমন করিলেন। নন্দ, সুনন্দ, শ্রীদাম, গিরিভানু, বিভাকর, বীরভানু, চন্দ্রভানু প্রভৃতি প্রধান প্রধান গোপগণ গজারোহণ করিয়া সানন্দচিত্তে গমন করিলেন। নানা রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিতা দেবী যশোদা ও রোহিণী সেই স্ত্রীগণসহ গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া স্বর্ণরথে আরোহণ করত সানন্দচিত্তে গমন করিলেন। কোটি কোটি বৃদ্ধ ও যুবক গোপগণের মধ্যে কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ বা রথারোহণ করত সঙ্গীততালতৎপর বৃষারূঢ় ও গর্দ্দভারূঢ় কিঙ্করগণে পরিবৃত হইয়া সানন্দমনে গমন করিলেন। আনন্দে মগ্না স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা অপর সপ্তশতকোটী রাধিকার পরিচারিকা হৃষ্টচিত্তে, কেহ সিন্দূর হস্তে, কেহ কজ্জল বহন করিয়া, কেহ বা চন্দন-অগুরু-কস্তূরীকুঙ্কুমদ্রব-বাহিকারূপে, কেহ স্বর্ণপাত্রকরে, কেহ দর্পণ হস্তে, কেহ শ্বেত চামর হস্তে, কোন পরিচারিকা তাম্বুল বহন করিয়া, কেহ গেণ্ডুক হস্তে, কেহ পুত্তলিকা করে, কেহ কেহ ভোগদ্রব্য ও ক্রীড়াদ্রব্য করে, কেহ বেশদ্রব্য হস্তে, কেহ বা মালা হস্তে করিয়া এবং কোন গোপিকা যাবক হস্তে করিয়া—সকলেই একত্রে গমন করিল। ১৫৮—১৭০। হে মুনে! কোন গোপিকা সঙ্গীত করিতে করিতে, কেহ কেহ বা চিত্র ফলক হস্তে করিয়া এবং কোটি কোটি রমণীয়া গোপিকা শিবিকা আরোহণ করিয়া গমন করিল। কোটি কোটি অশ্ব, কোটি কোটি রথ, দ্রব্যপূর্ণ কোটি কোটি শকট— ক্রমে বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। কোটি কোটি উষ্ট্র, অশ্ব, পক্ষী এবং পৃষ্ঠাস্তরণ ও অঙ্কুশযুক্ত দশলক্ষ হস্তী বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিল। হে মুনে! সকলেই বৃন্দাবনে গমন করিয়া তথায় গৃহ না থাকায় সকল শূন্যময় দেখিলেন; তৎপরে কালোচিত বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ গোপদিগকে বলিলেন, হে ব্রজবাসী গোপগণ! এই স্থানে তোমাদের অভিলষিত রম্য গৃহ আছে, আমার নিকটে সে বিষয় অবগত হও। কৃষ্ণ বলিলেন, এই স্থানে গৃহ সকল দেবনির্ম্মিত বলিয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। সেই দেবতাদিগের প্রীতিসাধন ব্যতীত কেহ তাহা দর্শন করিতে পারে না; অতএব গোপালগণ! তোমরা বনদেবতার পূজা করিয়া অদ্য অবস্থান কর, কল্য প্রাতঃকালে রমণীয় গৃহ সকল নিশ্চয় দেখিতে পাইবে। তোমরা ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বহু পুষ্প-চন্দনদ্বারা এই বটমূলস্থা চণ্ডিকা দেবীর পূজা কর। কৃষ্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া গোপগণ, সেই দেবতাকে পূজা করিল এবং খাদ্য দ্রব্য যাহা কিছু ছিল, দিনে ও রাত্রিতে সেই সকল ভোজন করত সুখে বৃক্ষমূলেই শয়ন করিল। ১৭১—১৭৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, রাত্রিতে বৃন্দাবনে গোপগোপীগণ শয়ন করিলে, নিদ্রার ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণও মাতৃবক্ষে নিদ্রিত হইলেন;—মনোহর শয্যাতে শয়ন করত গোপিকাগণ কামোন্মত্তা হইয়া স্বীয় প্রিয়জনের সহিত সুখসম্ভোগ করিতে করিতে নিদ্রিতা হইল। কোন গোপিকা শিশুক্রোড়ে, কেহ স্বামীর নিকটে, কেহ শকটে বা রথেই নিদ্রিতা হইল। তখন পূর্ণচন্দ্র চারি দিকে কিরণজাল বিস্তার করিয়া সেই বৃন্দাবনকে স্বর্গ হইতেও মনোহর শোভাসম্পন্ন করিলেন। নানাপ্রকার কুসুমবায়ুদ্বারা সেই স্থান অতি মনোহর গন্ধযুক্ত হইল। তখন প্রাণি সকল নিশ্চেষ্ট। রাত্রির পঞ্চম মুহূর্ত্ত অতীত হইয়াছে, সেই সময়ে বৃন্দাবনভবনে শিল্পীদিগের গুরুর গুরু বিশ্বকর্ম্মা আগমন করিলেন। তাহার অঙ্গে দিব্য সূক্ষ্ম বস্ত্র, মনোহর মালা, মকরকুণ্ডল ও বহু রত্নালঙ্কার। তিনি জ্ঞান ও বয়সে বৃদ্ধ কিন্তু দেখিতে কিশোরবয়স্ক, অতি সুন্দর শোভাসম্পন্ন ও কামদেবতুল্য প্রভাশালী। তিনি তথায় ত্রিকোটি নিপুণ শিল্পকর-সহ আগমন করিলেন।

সেই শিল্পীদিগের হস্তে মণিসার স্বর্ণ, রত্ন ও প্রস্তর-হস্তে বিকট কুবেরকিঙ্কর যক্ষগণ আগমন করিল। তাহাদের মূর্ত্তি অঞ্জনাকার, বদন অতি বিকৃত, অক্ষি-যুগল পিঙ্গলবর্ণ, উদর অত্যন্ত লম্বমান; তাহাদের কেশপাশ রঞ্জিত স্ফটিকের ন্যায় আরক্ত, স্কন্ধ অতি দীর্ঘ। সেই শিল্পিগণমধ্যে কেহ পদ্মরাগ হস্তে, কেহ ইন্দ্রনীল করে তথায় উপস্থিত হইল। কাহারও হস্তে, স্যমন্তক, কাহারও হস্তে চন্দ্রকান্ত, কাহার বা হস্তে সূর্য্যকান্ত, কেহ বা প্রভাকর মণি হস্তে, কেহ বা পরশু হস্তে, কেহ শ্রেষ্ঠ লৌহ হস্তে, কেহ গন্ধসার হস্তে, কেহ বা মণীন্দ্রসমূহ হস্তে; এইরূপে সকলেই তথায় উপস্থিত হইল। এবং কেহ চামর, কেহ দর্পণ, কেহ স্বর্ণ ঘট প্রভৃতি লইয়া সকলেই সেই স্থানে সমবেত হইল। বিশ্বকর্ম্মা সেই সমস্ত মনোহর সামগ্রী দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে ধ্যান করত নগর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নগর পঞ্চযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ভারতে শ্রেষ্ঠভূত অতি উত্তম, এবং পুণ্যক্ষেত্র তীর্থের সারভূত ও হরির অতি প্রিয়তর হইল। সেই স্থান মুমুক্ষুদিগের নির্ব্বাণ-মুক্তির কারণস্বরূপ এবং সকলের বাঞ্ছিত ও গোলো-কের সোপানস্বরূপ। সেই নগরে চারিকোটি চতুঃশাল গৃহ নির্ম্মিত হইল, এবং প্রস্তরদ্বারা সোপানসহ কবাটস্তম্ভও নির্ম্মিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা সেই নগরের গৃহে চিত্রপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং গৃহ সকলের অগ্রভাগ কজ্জলদ্বারা উজ্জ্বলীভূত করিলেন ও নগরকে শৈলজাত-প্রস্তরনির্ম্মিত বেদি ও প্রাঙ্গণযুক্ত করিলেন এবং তাহাতে অবলীলাক্রমে শিলাময় প্রাকার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া যথোচিত বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র দ্বারদ্বয় দৃঢ়-রূপে নিবদ্ধ করিলেন। তাহার পর সেই নগরমধ্যে শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্ফটিকাকার মণিদ্বারা অতি মনোহর কোটিসংখ্যক চতুঃশালগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। ১—২০। বিশ্বকর্ম্মা গন্ধসারদ্বারা তাহার সোপান নির্ম্মাণ করিয়া শঙ্খদ্বারা স্তম্ভ, লৌহসারদ্বারা কবাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিলেন ও তাহাতে রজতময় উজ্জ্বল কলসদ্বারা গৃহ সকল পরিশোভিত করিলেন এবং বজ্রসারনির্ম্মিত প্রাকারে সেই পুরী বেষ্টিত করিয়া গোপগণের আশ্রম নির্ম্মাণ করত যথাস্থানে উপযুক্ত রূপে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎপরে বৃষভানুর রম্য-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভবন প্রাকার ও পরিখাযুক্ত চারিদ্বারবিশিষ্ট হইল এবং তাহাতে মহামণিনির্ম্মিত বিংশতি চতুঃশাল সন্নিবিষ্ট হইল; সেই বৃষভানু-ভবনে ব্যক্ত সূর্য্যকান্ত-মণিময় স্তম্ভসমূহ ও স্বর্ণাকার-মণিনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী অতি সৌন্দর্য্যসম্পাদক হইল। পুরীমধ্যে লৌহসার-নির্ম্মিত কবাট ও কৃত্রিম চিত্র সকল বিন্যস্ত হইল এবং মনোরম মন্দিরসমূহে সুবর্ণকলস বিন্যস্ত করায় মন্দির সকল অত্যন্ত উজ্জ্বল শোভাযুক্ত হইল। ২১—২৭। হে মুনে! সেই আশ্রমের এক প্রান্তভাগে মনোহর নির্জ্জন প্রদেশে এক মনোহর চম্পকবৃক্ষের উদ্যান নির্ম্মিত হইল। তাহার অভ্যন্তরে কলাবতী কৌতুকে স্বামিসহ সম্ভোগ করিবেন, তজ্জন্য উৎকৃষ্ট মণিদ্বারা এক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা সেই অট্টালিকামধ্যে ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা নয়টী সোপান নির্ম্মাণ করিলেন। সেই পুরী গন্ধসারবিকারজ কবাট-দ্বারা অতি মনোরম এবং উচ্চ ও সকল ভবন হইতে বিলক্ষণ শোভাশালী। নারদ বলিলেন, ভগবন্! বিশ্বকর্ম্মা যাঁহার রম্যগৃহ যত্ন-পূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই কলাবতী কে? কাহার পত্নী? নারায়ণ বলিলেন, কলাবতী কমলার অংশরূপা পিতৃগণের মানসী-কন্যা; কৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধা, তাঁহারই তনয়া। কলাবতী শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইতে আবির্ভূতা বলিয়া তেজোগর্ব্বে তাঁহারই সদৃশী, তাঁহার চরণকমলের রেণুস্পর্শে বসুন্ধরা সদা পবিত্রা। ২৮—৩২। নারদ বলিলেন, সাধুগণ! যাঁহার সুদৃঢ় ভক্তি নিয়ত বাঞ্ছা করে, সেই পিতৃগণের মানসী কন্যাকে বৃষভানু মানব হইয়া ব্রজে অবস্থান করত কোন্ পুণ্যফলে প্রাপ্ত হইলেন? ব্রজপতি বৃষভানু পূর্ব্বজন্মে কে ছিলেন? কোন্ তপস্যা-ফলে রাধাকে তনয়ারূপে প্রাপ্ত হইলেন? সূত বলিলেন, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ মহর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক প্রীত হইয়া পুরাতন ইতিহাস সমস্ত বলিতে লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন, পূর্ব্বে পিতৃগণের মানস হইতে কলাবতী, রত্নমালা, মেনকা, এই তিনটী কন্যা উৎপন্না হন। তাহার মধ্যে রত্নমালা কামুকী হইয়া জনকরাজাকে বরণ করিলেন। মেনকা হরির অংশ শৈলশ্রেষ্ঠ হিমালয়কে বরণ করিলেন। সেই রত্নমালার তনয়া অযোনিসম্ভবা শ্রীরামপত্নী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা সত্যপরায়ণা সীতা দেবী। মেনকার কন্যা পার্ব্বতী; তিনি পূর্ব্বে দক্ষকন্যা সতী, অযোনি-সম্ভবা ও সনাতনী বিষ্ণুমায়া ছিলেন। তিনি তপো-বলে নারায়ণাত্মক শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। কলাবতী মনুবংশোদ্ভব সুচন্দ্রকে বরণ করিলেন। রাজা সুন্দরী কলাবতীকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে পুণ্যবান্দিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন,—

ইহার কি আশ্চর্য্যকর রূপ! কি মনোহর বেশ! কিবা মনোহর নবীন বয়স!! ইহার অঙ্গ অতি-সুকোমল এবং সুন্দর বদনমণ্ডল শারদীয় নিশাকরের ন্যায়, ইহার গমন অতি দুর্লভ এবং গজ ও খঞ্জনের ন্যায় মন্থর। এই কলাবতী কটাক্ষবিভ্রমে মুনীন্দ্র-গণের মনও মোহিত করিতে সক্ষমা। ৩৩—৪৩। ইহার শ্রোণিযুগল রম্ভাতরুবিনিন্দিত এবং অতি সুললিত; হে মুনে! প্রেয়সীর স্তনদ্বয় পীন অথচ উন্নত ও সুকঠিন; নিতম্বযুগল রথচক্রবিনিন্দিত, অতএব মনোহর; হস্ত ও পদদ্বয় রক্তবর্ণ, অধর পক্কবিম্বিকাফলের ন্যায়। প্রিয়তমা-কলাবতীর দন্ত-পঙ্‌ক্তি পক্কদাড়িম্ববীজসদৃশ মনোহর, লোচনযুগল শরৎকালে মধ্যাহ্ন-বিকশিত পদ্ম-প্রভার ন্যায় শোভা-সম্পন্ন। ইহার রূপ বিবিধ ভূষণে ভূষিত, উত্তম রত্ন-ভূষণযুক্ত; এইরূপে নানাবিধ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে দর্শন করত সুচন্দ্র কামবাণে পীড়িত হইয়া, কামুক রাজা কামুকী কলাবতীসহ দিব্য রথে আরোহণে নির্জ্জন প্রদেশে স্থানে স্থানে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। চন্দন ও অগুরুর বায়ুদ্বারা সুরভিত রম্য মলয়পর্ব্বতে মনোহর চম্পকপুষ্পের সুখাবহ শয্যায় এবং সুপুষ্পিত মালতী-মল্লিকার উদ্যানে ও পুষ্পভদ্রানদীতীরে রজ-শূন্য অতি নির্জ্জন প্রদেশে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গঙ্গাপুলিনে, গন্ধমাদনের গুহাতে, গোদাবরী নদীর তীরস্থ নির্জ্জন কেতকীবনে, পশ্চিম সমুদ্রের তটসমী-পস্থ জন্তুশূন্য কাননে, কোন সময়ে নন্দন বনে কখনও বা মলয়পর্ব্বতের শিখরে, কোন সময়ে কাবেরীতীরস্থ বনে, এইরূপে শৈলে শৈলে নদী ও নদ প্রভৃতির তীর-ভূমিতে ও প্রতিদ্বীপে নির্জ্জনে সুচন্দ্র রমণী কলাবতী-সহ নিয়ত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নবসঙ্গমে মত্ত হইয়া দিবারাত্রিজ্ঞানশূন্য হইলেন তাঁহা-দের একসহস্র বৎসর মুহূর্ত্তের ন্যায় অতীত হইল। এই-রূপে অনেককাল বিহার করিয়া সুচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তপস্যার নিমিত্ত কলাবতীসহ বিন্ধ্যশৈলতীর্থে গমন করিলেন। ৪৪—৫৫। ভারতে পুলহের আশ্রম অতি পবিত্র ও প্রশংসনীয়; নৃপতি সেই আশ্রমে দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিলেন। তৎপরে মুনিশ্রেষ্ঠ সুচন্দ্র রাজা মোক্ষপদাকাঙ্ক্ষী নিস্পৃহ ও নিরাহারে কৃশোদর হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন; তখন সাধ্বী কলাবতী পতির সমস্ত শরীরব্যাপ্ত বল্মীক মৃত্তিকা দূরীভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট পরিত্যক্ত পঞ্চপ্রাণ এবং মাংস-শোণিত-শূন্য, অতএব অস্থিমাত্রসার পতির কলেবর সন্দর্শন করি-লেন; তৎপরে পতিকে বক্ষে ধারণ করত হা নাথ প্রাণবল্লভ! বলিয়া শোকার্ত্তা কলাবতী, সেই নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পতিপরায়ণা ভীতা দুঃখিনী কলাবতী নৃপতিকে নিরাহারে কৃশ ধমনি-যুক্ত দর্শন করিয়া বিলাপ করিতেছেন, তখন সতীর রোদন শুনিতে পাইয়া কৃপানিধি জগদ্বিধাতা কমলোদ্ভব কৃপাবশতঃ আবির্ভূত হইয়া সেই মৃতদেহ ক্রোড়ে করত ভগবান্ বিষ্ণুও স্বয়ং রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মা, রোদন করিয়া তৎপরে কমণ্ডলুর জল দ্বারা সেই নৃপদেহ সিক্ত করত ব্রহ্মজ্ঞানে তাহাতে জীব সঞ্চার করিলেন। তখন নৃপেন্দ্র চৈতন্য লাভ করত সম্মুখে কামসম প্রভাশালী প্রজাপতিকে দেখিয় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বলি লেন, হে সুচন্দ্র! তুমি ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর তখন সুচন্দ্ররাজ বিধির বাক্য শ্রবণ করিয়া অভীপ্সিত নির্ব্বাণমুক্তিরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। প্রসন্নবদন ও আনন্দে হাস্য-বিকশিত মুখকমলবিশিষ্ট দয়ানিধি কমলো যোনি, দয়াপূর্ব্বক সেই বর প্রদান করিতেই উদ্যত হইলেন। সতীকলাবতী ব্রহ্মার উদ্যম দেখিয়া মনে মনে অনুমান করত শুষ্ককণ্ঠে ত্রস্তচিত্তে বরদানোন্মুখ কমলা সনকে বলিলেন, হে কমলোদ্ভব! আপনি যদি নৃপে ন্দ্রকে উপযুক্ত বলিয়া এই বর প্রদান করেন তাহ হইলে এ হতভাগিনী অবলার গতি কি হইবে? তাহাই অগ্রে নিরূপণ করুন। হে চতুরানন! কান্তার কান্ত বিনা শোভা কি? আমি শ্রুতিতে শুনিয়াছি পতিব্রতার পতিসেবাই একমাত্র ব্রত এবং পতিই গুরু ইষ্টদেব, তপোধর্ম্মময়; বন্ধু সকলের মধ্যে প্রিয়তঃ স্বামী ভিন্ন আর কেহ নাই। হে ব্রহ্মন্! সকল ধর্ম্ম হইতে সুদুর্লভ স্বামি-সেবাই শ্রেষ্ঠ, স্বামিসেবা-বিহীন রমণীর অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য সমস্তই নিষ্ফল। ৫৬—৭১ ব্রত, দান, তপস্যা, জপ হোম, সর্ব্বতীর্থে স্নান, পৃথিবী প্রদক্ষিণ এবং দীক্ষা, যজ্ঞকার্য্য, বিবিধ মহাদান বেদ পাঠ, সকল তপস্যা, বেদজ্ঞান, ব্রাহ্মণভোজন, দেব সেবা প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য সকল, পতিসেবার ষোড়শ ভাগের একভাগের তুল্য নহে। যে রমণীগণ স্বামিসেবা বিহীন ও স্বামীকে কটু বাক্য বলে সেই হতভাগিনীগণ চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতিকালপর্য্যন্ত কালসূত্রনরকে বাস করে এবং তাহাদিগকে সর্প-প্রমাণ কৃমি সকল দিবা নিশি দংশন করে; সেই যাতনায় তাহারা অত্যন্ত ঘোর বিপরীত শব্দ করে এবং সেই কটুভাষিণীগণ মূত্র শ্লেষ্মা ও বিষ্ঠা নিয়ত ভক্ষণ করে; যমকিঙ্করগণ তাহা-দিগের মুখেপ্রজ্বলিত অগ্নি প্রদান করে। তাহারা তাহা

দের যাহা ভোগ্য, তাহা ভোগ করিয়া তৎপরে কৃমি যোনি প্রাপ্ত হয় এবং তদবস্থায় শত জন্ম পর্য্যন্ত রক্ত-মাংস-বিষ্ঠাদি ভোজন করে। আমি অবলা, পণ্ডিত-গণের মুখে এইরূপ সুনিশ্চিত বেদবাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি; আপনি একমাত্র দেবী-জনক বিভু, গুরু, বিদ্বান্ যোগী ও জ্ঞানীদিগেরও গুরু; আপনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভূতময় বুঝিতে পারিয়াছি, আপনাকে আর অধিক কি বলিব? হে ব্রহ্মন্! আমার এই প্রাণাধিক কান্ত যদি মুক্ত হয়,তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম ও যৌবনের রক্ষা কর্ত্তা কে হইবে? কৌমরাবস্থায় সংকৃতী পিতা রক্ষা করত সৎপাত্রে প্রদান করেন, অবশিষ্ট সকল কালেই কান্ত রক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার অভাবে পুত্র রক্ষা করে! তিন অবস্থাতেই রমণীগণকে এই তিন জনে রক্ষা করিয়া থাকে; কিন্তু যে নারীগণ স্বাধীনা তাহারাই নষ্টচরিত্রা ও সকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃতা। হে পদ্মযোনে! তাহারাই অসৎকুলপ্রসূতা কুলটা ও দুষ্টমতি হয় ও তাহাদের শতজন্মকৃত পুণ্যরাশি নাশ প্রাপ্ত হয়। যেরূপ বাল্যে পুত্রে স্নেহ হয়, সেইরূপ কি বার্দ্ধক্যে কি যৌবনে, সর্ব্বকালেই পতিব্রতাদের পতিতে সমান স্পৃহা। স্তন্যপায়ী পুত্রে যে স্নেহ ও ক্ষোভিত সন্তানের ক্ষোভ নিবারণে যে আকাঙ্ক্ষা হয়, সে সমস্ত সাধ্বী স্ত্রীগণে পতিস্নেহের ষোড়শ ভাগের একভাগের তুল্যও নহে। ৭২—৮৬। স্তনান্ধ সন্তানে স্তনদান পর্য্যন্ত এবং মিষ্টান্নের ভোজন পর্য্যন্ত চিত্তের বিশেষ আনন্দ থাকে; কিন্তু স্বামীতে জাগরণ এবং স্বপ্নাবস্থায়ও সতী স্ত্রীগণের চিত্তবৃত্তি নিয়ত আনন্দ-ময় থাকে! দুঃখভোগ ও বন্ধুবিচ্ছেদ অপেক্ষা পুত্র-বিচ্ছেদ অধিকতর দুঃখাবহ। কিন্তু কান্ত-বিচ্ছেদ তাহা অপেক্ষা অধিকতর সুদারুণ দুঃখাবহ; তাহা হইতে স্ত্রীগণের অধিক দুঃখের কারণ কিছুই নাই। অবিদগ্ধ রমণী যেরূপ জ্বলন্ত অনলে ও বিষভক্ষণে দগ্ধ হয়, সেইরূপ বিদগ্ধা রমণীও বিরহানলে অত্যন্ত দগ্ধ হইয়া থাকে। সাধ্বী স্ত্রীগণের স্বামী ব্যতীত অন্নেও স্পৃহা থাকে না এবং জলেও তৃষ্ণা থাকে না। তাহাদের মন শুষ্ক তৃণের ন্যায় নিয়ত বিরহানলে দগ্ধ হয়। রমণী-গণের কান্ত হইতে অধিক বন্ধু কেহ নাই; কান্ত হইতে অধিকতর প্রিয় কেহ নাই; কান্ত হইতে দেবগণও তাহাদের অধিক মাননীয় নহেন এবং কান্ত হইতে অধিক গুরুও কেহ নাই। স্ত্রীগণের স্বামী অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ নহে ও ধনও আদরণীয় নহে; এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও তাহাদের কান্ত হইতে অধিক নহে; অতএব স্ত্রীগণসমীপে কান্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কে? বৈষ্ণব-গণের মন যেরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মে নিশ্চলভাবে নিমগ্ন ও মাতার মন যেরূপ এক পুত্রে এবং রমণীকামুকগণের মন যেরূপ স্ত্রীতে ও কৃপণের মন যেরূপ চিরকালার্জ্জিত ধনে বিন্যস্ত থাকে, যেরূপ ভয়ে ভীত ব্যক্তিদিগের মন, শাস্ত্রে বিদ্বান্‌দিগের মন, মাতাতে স্তনান্ধ শিশুর মন, শিল্প কার্য্যে শিল্পীদিগের মন, উপপতিতে বেশ্যাদিগের মন যেরূপ নিয়ত নিমগ্ন, সেইরূপ সাধ্বীদিগের মনও প্রিয় স্বামীতে নিশ্চলভাবে নিমগ্ন। উত্তমস্বামিবিরহিত হইয়া শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে স্ত্রীর জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই জীবনের সুখদায়ক জীবিত থাকা মৃত্যু হইতেও অধিক ক্লেশকর। ৮৭—৯৬। শোক,অন্ন পান ও ভোজনাদিতে কালক্রমে বিলীন হয়, কিন্তু স্বামি-শোক তাহার বিপরীত; কারণ, তাহা পান-ভোজনেই বৃদ্ধি পায়। কর্ম্ম, ছায়া এবং সতী স্ত্রী ইহারা চিরসঙ্গিনী; ইহার মধ্যে সতী স্ত্রীই প্রধান। ভোগদেহাবসানে সকল জন্মেই সাধ্বী, তদীয় সহধর্ম্মচারিণীরূপে উৎপন্ন হয়। হে জগদ্ধাতঃ! যদি আমা ব্যতীত ইহাঁকে মুক্ত করেন, তবে আপনাকে পাপগ্রস্ত করিয়া আপনাতে স্ত্রীবধের পাতক অর্পণ করিব। বিধি কলাবতীর বাক্য শ্রবণ করত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে ভয়াকুলচিত্তে অমৃততুল্য বাক্য বলিতে লাগিলেন।—বৎসে! তোমা ভিন্ন তোমার স্বামীকে মাত্র মুক্তি প্রদান করিব না; কিন্তু তোমা সহ তাহাকে মুক্ত করিতে এক্ষণে আমি সক্ষম নহি। মাতঃ! ভোগ ব্যতীত মুক্তি দুষ্প্রাপ্য, এইটী সর্ব্বসম্মত। ভোগী ব্যক্তির ভোগ শেষ হইলে তৎপরে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। সতি! তাহা হইলে তুমি কিয়ৎকাল স্বামীর সহিত স্বর্গ ভোগ কর,তাহার পর তোমাদের জন্ম ভারতে হইবে। হে সতি! যখন রাধিকা স্বয়ং তোমার কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তখন তোমরা জীবন্মুক্ত হইয়া তাহার সহিত গোলোকধামে গমন করিবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি কিয়ৎকাল স্ত্রীসহ ভোগ্য বিষয় ভোগ কর; সাধুগণ সত্ত্বগুণসম্পন্ন; অতএব তুমি আমাকে শাপ দিতে পারিতেছ না। জীবন্মুক্ত সর্ব্ব-ভূতে সমদর্শী কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তনতৎপর, সাধুগণ দুর্লভ হরির দাসত্বই বাঞ্ছা করে; মুক্তিকে ইচ্ছা করে না। ৯৭—১০৬। বিধি, এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করত তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কলাবতী ও সুচন্দ্র, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে বিধি নিজভবনে গমন করিলেন। তৎপরে তাহার

কালক্রমে ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত পুণ্যপ্রদ বস্তু ভোগ্য সকল ভোগ করিয়া গোকুলধামে সুচন্দ্র বৃষভানুরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি পদ্মাবতীর গর্ভে সুরভানের ঔরসে হরির অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় সেই ব্রজগেহে, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বৃষভানু, হরি-পাদপদ্মচিন্তায় মগ্ন, মহাযোগী, সর্ব্বজ্ঞ, বদান্য, রূপবান্, গুণবান্ এবং ধীসম্পন্ন হইয়া নন্দ-কুলের বন্ধুস্বরূপ হইলেন। এদিকে কান্যকুব্জে কমলার অংশে অযোনিসম্ভবারূপে কলাবতীও জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি জাতিস্মরা সুন্দরী ও মহাসাধ্বী হইলেন। কান্যকুব্জে উন্নতপ্রতাপশালী নৃপশ্রেষ্ঠ ভলন্দন, যোগাবসানে যজ্ঞকুণ্ড হইতে সমুত্থিতা সেই কন্যাকে প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভলন্দনরাজা সেই রূপসম্পন্না যেন স্তন্যপানার্থিনী, নগ্না, হাস্যপরায়ণা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্তা, প্রতপ্ত-কাঞ্চন-প্রভা-শালিনী সেই কন্যাকে বক্ষে করিয়া স্বমন্দিরে গমন করত সানন্দচিত্তে স্বীয় ভার্য্যাকে প্রদান করিলেন। রাজমহিষী মালাবতীও স্তন্য দান করত হৃষ্টচিত্তে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাহার অন্নপ্রাশনদিবসে শুভক্ষণে নামকরণকালে সভা-সদ্ব্যক্তিগণের সমক্ষেই এক দৈববাণী হইল, "হে নৃপতি! তুমি এই কন্যার নাম কলাবতী রাখ।" নৃপশ্রেষ্ঠ এই অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া তাহাই করিলেন। তৎপরে মহীপতি ভিক্ষুক, বিপ্র ও বন্দী-দিগকে ধন দান করিলেন এবং সকলকে ভোজন করাইয়া অতি মহোৎসব সম্পাদন করিলেন। ১০৭—১১৮। সেই কলাবতী, কালক্রমে রূপ-যৌবন-সম্পন্না অতি সুন্দরী ও রমণীয়া হইয়া মুনিমানস-মোহিনী হইলেন। তাঁহার শরীরের আভা মনোহর চম্পকবর্ণসদৃশ হইল, প্রসন্ন ঈষদ্ধাস্যযুক্ত মুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় হইল, ও নয়নযুগল বিকশিত পদ্মের ন্যায় হইল। তিনি নিতম্ব ও শ্রোণিযুগলের ভারে অত্যন্ত পীড়িতা ও স্তনভারে ঈষৎ নতভাব ধারণ করিলেন। দিব্যবস্ত্রপরিধানা ও রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া একদা তিনি রাজপথে করি-সদৃশ মন্থর গতিতে গমন করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে নন্দ তীর্থ গমন করিতে করিতে তাঁহাকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন। নন্দরাজ জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানী হইলেও তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইলেন; তৎপরে চৈতন্য লাভ করত শীঘ্র আদরের সহিত ত্রস্ত-ভাবে পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে গমন করিতেছেন এটী কাহার কন্যা?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই পথিকজন তাঁহাকে বলিল, ইনি ভলন্দন নৃপতির কন্যা, ইহাঁর নাম কলাবতী। ইনি লক্ষ্মীর অংশরূপে নৃপমন্দিরে অবতীর্ণা হইয়াছেন; ইনি ক্রীড়ার নিমিত্ত কৌতুকে সখীর ভবনে গমন করিতে-ছেন; এই কথা বলিয়া পথিক লোক গমন করিল। তখন নন্দ হৃষ্টমনে রাজমন্দিরে গমন করিয়া রথ হইতে অবরোহণ করত রাজসভায় প্রবেশ করিলেন; রাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র উত্থান করত সম্ভাষণ করিয়া স্বর্ণসিংহাসন প্রদান করিলেন। ১১৯—১২৭। তৎপরে পরস্পর বহুবিধ ইষ্টালাপ করিলে, নন্দ বিনয়াবনত হইয়া সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিলেন। নন্দ বলিলেন, হে রাজন্! আপনাকে বিশেষ শুভকর একটী বাক্য বলিতেছি শ্রবণ করুন, এইক্ষণে আপনার এই কন্যার সম্বন্ধ বিশেষরূপে স্থির করুন;—সুরভানের পুত্র ব্রজপতি বৃষভানু নারায়ণের অংশসম্ভূত, অতি রূপবান্, সুন্দর ও পণ্ডিত; তিনি স্থিরযৌবনসম্পন্ন এবং জাতিস্মর ও অতি তপস্বী যুবা। আপনার কন্যা কলাবতীও যজ্ঞ-কুণ্ড-সম্ভূতা অতএব অযোনিসম্ভবা ত্রৈলোক্যমোহিনী ও লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা। তিনিই আপনার কন্যার উপযুক্ত বর ও আপনার কন্যাও তাহার উপযুক্তা। হে নৃপকুলোত্তম! বিদগ্ধ নায়কের সহিত বিদগ্ধা নায়িকার মিলন অতি গুণ-সম্পন্ন হইবে; নন্দ সেই সভামধ্যে এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। হে মুনে! তখন নৃপশ্রেষ্ঠ বিনয়াব-নত হইয়া নন্দরাজকে বলিতে লাগিলেন। ১২৮—১৩১। হে ব্রজপতি! সম্বন্ধ বিধির আয়ত্ত, সে বিষয়ে আমার কোন ক্ষমতা নাই, প্রজাপতিই মিলনকর্ত্তা, আমি মাত্র জন্মদাতা। এ সংসারে কে কাহার পত্নী? কে কাহার কন্যা? কেই বা কাহার আত্মসাধন বর? কেবল সেই ধর্ম্মানুরূপ ফলপ্রদ বিধাতাই সকলের কারণ। কৃত কার্য্যের ফল অবশ্যম্ভাবী, তাহা কখন নিষ্ফল হয় না; এইটী শ্রুতিতে শুনিয়াছি। তাহা না হইলে অক্ষম ব্যক্তির উদ্যমের ন্যায় সকলই নিষ্ফল হয়। আমার কন্যা বৃষভানুপত্নী হইবে এইটী যদি বিধাতা লিখিয়া থাকেন; তবে ত তাহা সিদ্ধ হইয়াই আছে, আমি আর করিব কি? আর কে-ই বা তাহা নিবারণ করিতে পারে। হে নারদ! তৎপরে রাজা এই কথা বলিয়া বিনয়াবনতমস্তক হইয়া নন্দরাজকে সাদরে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। তাহার পর ব্রজশ্রেষ্ঠ নৃপতির অনুজ্ঞানুসারে ব্রজপুরে গমন করিয়া সুরভানের সভাতে আগমন করত তাঁহাকে সমস্ত বলিলেন। তৎসমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া

সুরভান নৃপতি সাদয়ে যত্নপূর্ব্বক গর্গ ও নন্দদ্বারা এই সম্বন্ধ যোজনা করিলেন। তৎপরে বিবাহকালে রাজেন্দ্র ভলন্দন গজরত্ন অশ্বরত্ন ও বহুবিধ রত্ন ভূষণাদি যৌতুক প্রদান করিলেন। বৃষভানু মনোমোহিনী কলাবতীকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে নির্জ্জন রম্য প্রদেশে ক্রীড়াসক্ত হইলে, তাহাদের দিবা রাত্রি জ্ঞান থাকিল না। কলাবতী চক্ষুর নিমেষকালেও স্বামী ব্যতীত বিরহে আকুলিত হন, বৃষভানুও ক্ষণকাল তাঁহাকর্ত্তৃক বিরহিত হইলে ব্যাকুলিত হইয়া থাকেন। মায়া-মানুষরূপিণী কলাবতী জাতিস্মরা ও বিষ্ণুর অংশজ বৃষভানুও জাতিস্মর; তাঁহাদের প্রেম প্রতিদিন নূতন নূতনরূপে বাড়িতে লাগিল। সেই প্রৌঢ়া কলাবতী সর্ব্বদাই সকামা, বৃষভানুও কামসদৃশ উত্তম যুবাপুরুষ। ১৩২—১৫৫। কালক্রমে দৈবাৎ শ্রীদামশাপে কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে সতী রাধিকা তাঁহাদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি অযোনিসম্ভবা ও কৃষ্ণের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা; তাঁহার দর্শনেই তাঁহারা উভয়ে মুক্তি লাভ করিলেন। এই ইতিহাস তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে পাপ-ইন্ধনদাহে জলন্তঅগ্নি-শিখাতুল্য প্রকৃত বিষয় শ্রবণ কর। তৎপরে শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা বৃষভানুর আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া পরিচারকবর্গের সহিত স্থানান্তরে গমন করিলেন! তত্ত্ববিৎ বিশ্বকর্ম্মা মনে মনে সমালোচনা করিয়া সেই স্থানে ক্রোশমাত্র আয়ত মনোহর নন্দাশ্রম নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বুদ্ধিদ্বারা অনুমান করিয়া সকল ভবন হইতে উৎকৃষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে গভীর চারিটী পরিখা খনন করিলেন। সেই পরিখা অরির দুর্লঙ্ঘ্য ও প্রস্তরদ্বারা দৃঢ় নিবদ্ধ করিলেন। নন্দভবনের পরিখা-সমীপে পুষ্পিত পুষ্পোদ্যান ও বিকশিত কুসুমচয়ে শোভিত মনোহর চম্পকবৃক্ষ বায়ুর আন্দোলনে চারিদিক্ সুগন্ধি আমোদিত করিতে লাগিল। কত শত আম্র, গুবাক, পনস, খর্জ্জুর, নারিকেল, দাড়িম্ব, শ্রীফল, ভৃঙ্গ, জম্বীর নাগরঙ্গ, তুঙ্গ, আম্রতক, জম্বু প্রভৃতি ফলসমূহেও পরিশোভিত বৃক্ষ সকল শোভা পাইতে লাগিল। কেতকী, কদলী, কদম্বসমূহ ও ফল-ফুলযুক্ত বৃক্ষসমূহে চারিদিকে পরিশোভিত সেই পরিখা সকল শোভিত হইয়া ক্রীড়াযোগ্য নির্জ্জন এবং সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় হইল। ১৪৬—১৫৬। সেই পরিখার সুগুপ্তস্থানে একটী উত্তম পথ প্রস্তুত করিলেন। তাহা এরূপ কৌশলে করিলেন যে, উহা অরিবর্গের দুর্গম এবং আত্মীয়দিগের সুগম হইল। কারণ, ঐ পথে অল্পজলাবৃত মণি স্তম্ভ না নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ স্তম্ভের সীমা অধিক সঙ্কীর্ণ হইল ও অধিক বিস্তীর্ণ হইল না। সেই পরিখার উপরিভাগে শতধনু-পরিমিত ও অতি উচ্চ একটী প্রাকার রচনা করিলেন; সেই প্রাকারের প্রস্থ পঞ্চবিংশতি হস্ত; তাহা সিন্দুরাকার মণিদ্বারা অতি সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করিলেন। সেই প্রাকারের বহির্দ্দেশে দুইটী মণিসারনির্ম্মিত কবাট, ও অভ্যন্তরে সাতটী মণিসার কবাট সন্নিবেশিত করিয়া সকল পরিখা নিরুদ্ধ করিলেন। সেই ভবনে পদ্মরাগমণিদ্বারা চতুর্ব্বিংশতিটী চতুঃশালা নির্ম্মাণ করিলেন এবং গন্ধসারমণিদ্বারা তাহার স্তম্ভ সকল যোজনা করিলেন। তাহাতে কুঙ্কুমাকার মণিদ্বারা সোপান নির্ম্মাণ করত সেই ভবনস্থিত গৃহসকলের উপরিভাগে হরিদ্বর্ণ মণিময় বিচিত্র কলস সমস্ত নিবদ্ধ করিলেন। মণিসারের দ্বারা তাহার কবাট সকল সুশোভিত এবং শ্রেষ্ঠ স্বর্ণনির্ম্মিত কলসসমূহের শোভায় গৃহ সকলের উপরিভাগ উজ্জ্বলীকৃত হইল। এইরূপে বিশ্বকর্ম্মা নন্দালয় নির্ম্মাণ করিয়া নগরে ভ্রমণ করত নূতন মনোহর রাজমার্গ সকল নির্ম্মাণ করিলেন এবং ঐ রাজমার্গের চারিদিকে পদ্মরাগমণিনির্ম্মিত মনোহর বেদি সকল নির্ম্মাণ করাতে সেই রাজপথসমূহ অত্যন্ত মনোহর শোভা ধারণ করিল। সেই রাজমার্গের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে বণিক্‌দিগের বাণিজ্যোপযোগী উজ্জ্বল মণিমণ্ডপ সকল নির্ম্মিত হইয়া নগরের চারিদিকে বিরাজিত হইল। তাহার পর বিশ্বকর্ম্মা বৃন্দাবনবনে গমন করত সুন্দর বর্ত্তুলাকার মণিপ্রাকারযুক্ত রাসমণ্ডল নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার চারিদিকে এক যোজন দীর্ঘ মণিবেদিকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং সেই রাসমণ্ডলমধ্যে মণিসারবিকারে শৃঙ্গারসুখের যোগ্য মনোহর চিত্রে চিত্রিত ও রতিশয্যাযুক্ত নবকোটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন। সুগন্ধ সমীরণ নানাজাতি পুষ্পের গন্ধ আহরণ করিয়া সেই মণ্ডপ সকল সৌরভসম্পন্ন করিতে লাগিল এবং তাহাতে রত্নময় প্রদীপ স্থাপিত হইল। সুবর্ণকলসসমূহ তাহার উপরিভাগে নিবিদ্ধ হইয়া বিচিত্র উজ্জ্বল শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। সেই মণ্ডপসমূহের চারিদিকে পুষ্পিত পুষ্পোদ্যান ও মনোহর সরোবর অত্যন্ত শোভা বিস্তার করিল। ১৫৭—১৭১। তৎপরে বিশ্বকর্ম্মা রাসমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া অন্য স্থানে গমন করিলেন এবং বৃন্দাবন অতি রমণীয় হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর বৃন্দাবনমধ্যে নির্জ্জন স্থানে রাধা-কৃষ্ণের

ক্রীড়ার নিমিত্ত বুদ্ধিপূর্ব্বক সমালোচনা করিয়া যত্নের সহিত পরিমিতরূপে উৎকৃষ্ট মনোহর তেত্রিশটী বন নির্ম্মাণ করিলেন এবং মধুবনের সমীপে, চম্পকোদ্যানের পূর্ব্বভাগে, সরোবরের পশ্চিম তটে, কেতকীবনমধ্যে, অতি মনোহর নির্জ্জন বটমূলসমীপে, রাধাকৃষ্ণের ক্রীড়ার নিমিত্ত আর একটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার চারিদিকে স্বর্ণমূল্য অপেক্ষা শতগুণ মূল্যবান্ দুর্লভ মণিদ্বারা সুন্দর চারিটী বেদিকা নির্ম্মাণ করিলেন। সেই মণ্ডপ, রত্নসারনির্ম্মিত স্তম্ভদ্বারা বিরাজিত, অমূল্যরত্ননির্ম্মিত এবং নানাচিত্রে চিত্রিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা সেই মণ্ডপের নয়টী দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া তাহা কবাটসমূহে দৃঢ় নিবদ্ধ করিলেন। তিনি রত্নশ্রেষ্ঠনির্ম্মিত কৃত্রিম তিন কোটি চিত্রকলসদ্বারা মণ্ডপের ঊর্দ্ধ, অধোদেশ ও চারিদিক্ পরিশোভিত করিলেন। তাহার উপরিভাগে উত্তম রত্ননির্ম্মিত কলস প্রদত্ত হইল। মণীন্দ্র-নির্ম্মিত তাহার সোপান সকল শোভা পাইতে লাগিল। বিশ্বকর্ম্মা সেই মণ্ডপ, পতাকা ও তোরণযুক্ত করিলেন এবং উহাতে শ্বেত চামর বদ্ধ করিয়া শোভিত করিলেন। তাহার চারিদিকে মণিময় দর্পণ বিন্যস্ত করাতে মণ্ডপ অতি প্রদীপ্ত হইল। তিনি তাহার চারিদিকে তিনশত ধনু ঊর্দ্ধ ও শতহস্তপ্রমাণ প্রস্থ বর্ত্তুলাকার প্রাকার নির্ম্মাণ করিলেন। সেই মণ্ডপের অভ্যন্তর মনোহর শয্যায় শোভিত ও বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র-মাল্য প্রভৃতির দ্বারা বিরাজিত। সেই মণ্ডপস্থিত শয্যা পারিজাতকুসুমের মাল্যবিশিষ্ট, উপাধান-যুক্ত, চন্দন অগুরু কস্তুরী ও কুঙ্কুমদ্বারা সুরভিত, কামবর্দ্ধনকারী, নবশৃঙ্গারযোগ্য এবং মালতী চম্পক প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা শোভিত। ১৭২—১৮৫। মণ্ডপে রত্নময় পাত্রমধ্যে কর্পূরযুক্ত তাম্বূল সজ্জীকৃত রহিল; কোন কোন স্থান বজ্রসারে খচিত ও মুক্তাজালবিলম্বিত হইল;—বিশ্বকর্ম্মা এই ভাবে সকল নির্ম্মাণ করিলেন। মণ্ডপের কোন স্থান রত্নময় পাত্র ও ঘটসমূহে আকীর্ণ, কোন স্থান রত্নময় পাদপীঠযুক্ত, কোনও স্থান রত্নময় সিংহাসনশোভিত ও নানা চিত্রে চিত্রিত। কোন স্থান চন্দ্রকান্ত হইতে ক্ষরিত জলবিন্দুদ্বারা সুসিক্ত; কোন স্থান বা শীতল সুগন্ধি জল ও নানা ভোগ্যবস্তুপূর্ণ। বিশ্বকর্ম্মা, রতিগৃহ ও নগর অতি রমণীয় হইয়াছে দেখিয়া অতি হৃষ্টমনে পুনর্ব্বার নগরমধ্যে গমন করত যাঁহার যাঁহার যে যে মন্দির, তাঁহার তাঁহার নাম সেই সেই মন্দিরে লিখিয়া রাখিলেন। হে মুনে! তৎপরে বিশ্বকর্ম্মা হৃষ্টান্তঃকরণে শিষ্য-যক্ষগণ-সহ নিদ্রিত নিদ্রেশ ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া স্বমন্দিরে গমন করিলেন। সুকৃতিগণের ইচ্ছানুসারে সকল স্থানেই সকল বিষয় হইতে পারে; ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে একটী নগর প্রস্তুত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এইরূপে সুখদ পাপহর মঙ্গলময় হরির চরিত্র বর্ণন করিলাম, পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিবার ইচ্ছা কর? নারদ বলিলেন, হে তত্ত্বজ্ঞ! ভারতে এই কাননের বৃন্দাবন নাম হইল কেন? এই নামের কোন ব্যুৎপত্তি আছে; কি ইহা সংজ্ঞামাত্র-প্রতিপাদক? তাহার প্রকৃত বিষয় আমাকে বলুন। ১৮৬—১৯৩। সূত বলিলেন, নারায়ণ ঋষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিখিল পুরাতন বিষয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে সত্যযুগের সপ্তদ্বীপের অধিপতি সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণ কেদার নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির সহিত সানন্দে কালযাপন করত পুত্রের ন্যায় প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতেন এবং অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। রাজা শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াও সকলের ঈপ্সিত ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করেন নাই; কারণ বহুবিধ পুণ্যকার্য্য করিয়াও তিনি স্বয়ং ফলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না; তিনি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য সকল কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত করিতেন। কেদার-সদৃশ রাজেন্দ্র কেহই জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না। কিয়ৎকাল পরে রাজা জৈগীষব্যের উপদেশক্রমে রাজ্যভার ও ত্রৈলোক্যমোহিনী প্রিয়তমাদিগের ভার পুত্রহস্তে ন্যস্ত করিয়া তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। রাজা শ্রীহরির একান্ত ভক্ত হইয়া অবিরত সেই হরিকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন হরির সুদর্শন চক্র তাঁহার সমীপে থাকিয়া তাঁহাকে অবিরত রক্ষা করিতেন। তৎপরে নৃপশ্রেষ্ঠ বহুকাল তপস্যা করিয়া গোলোকধামে গমন করিলেন। তাঁহার নামানুসারে সেই তীর্থ কেদার নামে প্রসিদ্ধ হইল। তীর্থে অদ্যাপিও প্রাণীর মৃত্যু হইলে, সে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। কেদাররাজের কমলার অংশস্বরূপা অতি তপস্বিনী ও যোগশাস্ত্রবিশারদা বৃন্দানাম্নী এক কন্যা ছিলেন। বৃন্দা কোন বরকেই বরণ করিলেন না। তাঁহাকে তপোধন দুর্ব্বাসা দুর্লভ হরিমন্ত্র প্রদান করিলেন। তৎপরে বৃন্দা বিরাগিণী হইয়া গৃহ ত্যাগ করত তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন এবং সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অতি নির্জ্জন প্রদেশে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১৯৪—২০৪। অনন্তর, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নবদনে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, বর প্রার্থনা কর। তখন সেই বৃন্দা, সুন্দরকায় শান্ত রাধিকাকান্তকে দেখিবামাত্র কামবাণে প্রপী-

ড়িতা হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। পরে বৃন্দা, আপনি আমার পতি হউন, এই বর প্রর্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তথাস্ত বলিয়া সেই নির্জ্জনপ্রদেশে বহুকাল বিহার করিলেন। তৎপরে বৃন্দা পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোলোকধামে গমনপূর্ব্বক রাধিকার সমান সৌভাগ্য-শালিনী ও গোপীকাগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। হে মুনি-পুঙ্গব! সেই বৃন্দা যে স্থানে তপস্যা বা যে স্থানে কৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তাহাই বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ। বৎস! আরও এক পুণ্যজনক ইতিহাস শ্রবণ কর, যে কারণে বৃন্দাবন নাম হইয়াছে তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বে কুশধ্বজনামক কোন এক রাজার তুলসী ও বেদবতী নামে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদা দুই কন্যা সংসারবিরাগিণী হইয়া তপস্যাচরণ করেন। পরে বেদবতী নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন; তিনিই সর্ব্বত্র জনককন্যা সীতা নামে প্রসিদ্ধা। তুলসীও হরিকে পতিরূপে বাঞ্ছা করিয়া তপস্যা করত দৈবাৎ দুর্ব্বাসার শাপে শঙ্খাসুরকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়া পরে পুনরায় সেই মনোহর কমলাকান্তকে কান্তরূপে লাভ করেন। সেই সুরেশ্বরী তুলসীই হরির শাপে বৃক্ষরূপা ও হরিও তাঁহার শাপে শালগ্রাম হইয়াছেন এবং সুন্দরী তুলসী, সেই শিলারূপী হরির বক্ষঃস্থলে নিরন্তর স্থিতি করিয়া থাকেন। হে মুনে! পূর্ব্বে সমস্ত তুলসীচরিত সবিস্তারে তোমাকে কহি-য়াছি, তথাপি এক্ষণে প্রসঙ্গাধীন পুনরায় কিঞ্চিৎ কহিলাম। সেই তুলসীর নামান্তর বৃন্দা; তিনি ঐ স্থানে তপস্যা করেন; সেই হেতু মনীষিগণ, উহাকে বৃন্দাবন বলিয়া থাকেন। আরও এক হেত্বন্তর বলিতেছি শ্রবণ কর, যদ্দ্বারা পুণ্যক্ষেত্র ভারতে বৃন্দা-বন নাম হইয়াছে। শ্রীমতী রাধিকার ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দা নাম শ্রুতিপ্রসিদ্ধ; তাঁহারই রম্য ক্রীড়াবন বলিয়া উহা বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত। ২০৫—২১৯। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ, গোলোকধামে রাধি-কার প্রীত্যর্থ বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করেন, পরে পৃথিবীতলেও তাঁহার ক্রীড়ার্থ ঐ বন বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ করিয়া-ছেন। নারদ বলিলেন, হে জগদ্গুরো! রাধিকার ষোড়শ নাম কি কি, তাহা এই শিষ্যের নিকটে প্রকাশ করুন; আমার শ্রবণ করিতে কৌতূহল হইয়াছে। আমি সামবেদে নিরূপিত তাঁহার সহস্র নাম শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি আপনার মুখে তাঁহার ষোড়শ নাম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, হে বিভো! ভক্ত-গণের বাঞ্ছিত পবিত্র সেই ষোড়শ নাম, সামবেদোক্ত সহস্র নামের মধ্যবর্ত্তী বা অন্য, ইহা জানিবার ইচ্ছা হইতেছে। প্রভো! মূঢ়জগজ্জনের পবিত্রতাকর জগন্মাতার সেই ষোড়শ নাম এবং তাহার অর্থ আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। নারায়ণ বলিলেন, বৎস! শ্রবণ কর!—রাধা, রাসেশ্বরী, রাসবাসিনী, রসিকে-শ্বরী, কৃষ্ণপ্রাণাধিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণস্বরূপিণী, কৃষ্ণ-বামাংশসম্ভূতা, পরমানন্দরূপিণী, কৃষ্ণা, বৃন্দাবনী, বৃন্দা, বৃন্দাবনবিনোদিনী, চন্দ্রাবলী চন্দ্রকান্তা, এবং শতচন্দ্র-নিভাননা এই ষোড়শ নাম সহস্র নামের শ্রেষ্ঠ ও তাহা-রই মধ্যবর্ত্তী। প্রথমে রাধা নাম কিরূপে সিদ্ধ তাহা শ্রবণ কর। রা-শব্দ দানবাচক ও ধা-শব্দে নির্ব্বাণ বোধ হয়। তিনি নির্ব্বাণ দান করেন বলিয়া রাধা নামে কীর্ত্তিতা হন। তিনি রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, এজন্য রাসেশ্বরী ও রাসমণ্ডলে বাস করেন বলিয়া রাসবাসিনী নামে প্রসিদ্ধা। সমুদয় রসিকা দেবীগণের ঈশ্বরী—একারণ পণ্ডিতগণ, নিরন্তর তাঁহাকে রসিকেশ্বরী বলিয়া থাকেন। তিনি, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণা-ধিকা প্রেয়সী, এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রাণা-ধিকা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি, শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়া কান্তা, অথবা শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সর্ব্বদা প্রিয়; এজন্য সমুদয় দেবগণ তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রিয়া বলিয়া থাকেন। তিনি অবলীলাক্রমে কৃষ্ণরূপ বিধান করিতে সমর্থা ও সর্ব্বাংশে শ্রীকৃষ্ণের সদৃশী বলিয়া কৃষ্ণস্বরূপিণী নামে প্রসিদ্ধা। ২২০—২৩৩। পূর্ব্বে সেই সতী, শ্রীকৃষ্ণের বামাংশ হইতে সম্ভূতা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই সতী, স্বয়ং মূর্ত্তিমতী পরম-আনন্দ-রাশি; এজন্য বেদে তিনি পরমানন্দ-রূপিণী বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। কৃষ্-শব্দে মোক্ষ, ণ-কার শব্দে উৎকৃষ্ট ও আকার-শব্দে দান বোধ হয়; তিনি উৎকৃষ্ট মোক্ষদায়িনী এজন্য কৃষ্ণা নামে বিখ্যাতা। তাঁহার বৃন্দাবন আছে অথবা তিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; একারণ সকলে তাঁহাকে বৃন্দাবনী বলিয়া থাকেন। বৃন্দ-শব্দে সখীসমূহ ও আকার-শব্দ অস্তি-বোধক; এজন্য তাঁহার সখীসমূহ আছে বলিয়া, বৃন্দা নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। বিনোদ শব্দ আনন্দ বাচক, তাহা তাঁহার বৃন্দাবনে আছে বলিয়া বেদ সকল তাঁহাকে বৃন্দাবনবিনোদিনী বলিয়া থাকেন। রাধিকার মুখচন্দ্র ও নখচন্দ্রাবলী নিরন্তর বিরাজমান, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চন্দ্রাবলী বলিয়া থাকেন। তাঁহার মুখকান্তি, দিবানিশি চন্দ্রতুল্য বলিয়া হরি সহর্ষে তাঁহাকে চন্দ্রকান্তা নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে নিরন্তর শতচন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিদ্যমান,

এজন্য মুনিগণকর্ত্তৃক তিনি শতচন্দ্রনিভাননা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। এই আমি তোমার নিকটে অর্থ ও ব্যাখ্যাযুক্ত রাধিকার ষোড়শ নাম কীর্ত্তন করিলাম। ইহা নারায়ণ, নাভিপঙ্কজস্থ ব্রহ্মার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরে ব্রহ্মা, আমার জনক ধর্ম্মকে ইহা দান করেন; অনন্তর মহাতীর্থ পুষ্করে পুণ্য দিনে আদিত্য-পর্ব্বে দেবসভামধ্যে রাধিকার প্রভাববিষয়ে প্রস্তাব করিলে ধর্ম্মদেব আমাকে কৃপা করিয়া প্রসন্নচিত্তে ইহা দান করিয়াছিলেন; হে মহামুনে! এক্ষণে আমিও তোমাকে প্রবিত্র স্তোত্র দান করিলাম। ২৩৪—২৪৫। যে ব্যক্তি, যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যা এই স্তোত্র পাঠ করিবেন, তিনি, ইহকালে রাধামাধবের পাদপদ্মে ভক্তি লাভ করিয়া অন্তে অণিমাদি সিদ্ধি ও নিত্য শরীর ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিরন্তর তাঁহাদিগের সহিত কালযাপন করিয়া থাকেন। নিয়মপূর্ব্বক সমুদয় ব্রত, দান ও উপবাসে, সমুদয় অর্থযুক্ত চারিবেদ পাঠে, যথাবিধি সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে, সমস্ততীর্থ পর্য্যটনে সপ্তবার পৃথিবী-প্রদক্ষিণে, শরণাগতের রক্ষায়, অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান করিলে এবং দেবতা ও বৈষ্ণবগণের দর্শনে যে ফল হয়, তাহা এই স্তোত্রপাঠের ষোড়শ ভাগেরও যোগ্য নহে; অধিক কি, এই স্তোত্র-প্রভাবে মানব, জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ২৪৬—২৫১।

ইতি শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রাধিকাস্তোত্র সমাপ্ত।

নারদ বলিলেন, হে বিভো! আপনি যে সযত্নে সন্তাপহারক সর্ব্বসুদুর্লভ পরমাশ্চর্য্য রাধিকার স্তোত্র কীর্ত্তন করিলেন, তাহা এবং পূর্ব্বকথিত সেই দেবীর সংসারবিজয়নামক কবচও আমার পরিজ্ঞাত হইয়াছে এবং আপনার চরণপ্রসাদে বিচিত্র কৃষ্ণকথা সকল শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার রহস্য বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মুনিবর! প্রাতঃকালে নগর দর্শন করিয়া গোপগণ কিরূপ পরস্পর কহিয়াছিল, তাহা আমাকে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, সেই যামিনী অতীতা হইলে, বিশ্বকর্ম্মা গমন করিলে,অরুণোদয়কালে ব্রজবাসী সকল, জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট নগর দর্শন করিয়া কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এইরূপ বলিতে লাগিল। কোন গোপ, কোন গোপকে কহিতে লাগিল;- কোন্ ব্যক্তি কিরূপে এই সমুদয় সম্পন্ন করিল? পৃথিবীতে এমত ক্ষমতাশালী কে আছে? তখন নন্দ, গর্গবাক্য স্মরণ করিয়া মনে মনে জানিলেন যে, শ্রীহরির ইচ্ছায় ভ্রূভঙ্গিমাত্রে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত এই চরাচর জগৎ আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়া থাকে, তাঁহার অসাধ্য কি আছে? যাঁহার প্রতিলোমকূপমধ্যে অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত, সেই মহাবিষ্ণুর নিয়ন্তা হরির অসাধ্য কি আছে? ব্রহ্মা, অনন্ত, মহেশ্বর ও ধর্ম্ম প্রভৃতি যাঁহার পদাম্বুজ ধ্যান করেন, মায়া-মানুষরূপী তদংশের অসাধ্য কি? গোপরাজ নন্দ, এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই নগর বারংবার ভ্রমণ, তত্রত্য গৃহ সকল দর্শন, ও লিখিত নামসমূহ পাঠ করত সকলকে নির্দ্দিষ্ট ভবন প্রদান করিলেন। অনন্তর, নন্দ ও বৃষভানু, কৌতুকাধিষ্ট চিত্তে শুভক্ষণ পর্য্যালোচন করিয়া আত্মীয়বর্গের সহিত সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং বৃন্দাবনবাসী সকলেই স্বীয়স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলে, তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল আনন্দভরে প্রসন্ন হইয়াছিল। গোপগণ সকলেই, মনোহর নিজ নিজ স্থান লাভে আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই সমুদায় নগরনির্ম্মাণ-বৃত্তান্ত তোমাকে বলিলাম। হে নারদ! সেই স্থানে বালক-বালিকাগণ সানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে শিশুগণের সহিত রাসমণ্ডলের মনোহর স্থানে স্থানে ও বনে বনে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ২৫২—২৬৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন, হে সূত! আজ কি অদ্ভুত সুমনোহর রহস্য সুখ-মোক্ষপ্রদ শ্রীকৃষ্ণচরিত শ্রবণ করিলাম! মুনে! তাহার পর দেবর্ষি নারদ মুনি, নগর নির্ম্মাণ শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপুত্র নারায়ণ ঋষির নিকটে হরির কোন্ মঙ্গলময় চরিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? সূত কহিলেন, মুনিসত্তম নারদ, নগর নির্ম্মাণ শ্রবণান্তে অপর সুমনোহর শ্রীকৃষ্ণচরিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন, হে মুনিসত্তম! আপনি জ্ঞানের সাগরস্বরূপ; অতএব এই শরণাগত শিষ্যের নিকট পীযূষতুল্য শ্রীকৃষ্ণের অপর চরিত কীর্ত্তন করুন নারায়ণ ঋষি, নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সানন্দে পরমেশ্বরের পরমাদ্ভুত অপর চরিত বলিতে লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন, একদা মাধব, বলদেব ও বালকগণের সহিত যমুনার তীরবর্ত্তী মধুবনে গমন করিলেন। সকলে তথায় উপস্থিত হইলে গোসমূহ বিচরণ করিতে লাগিল এবং বালকগণ বহুকাল ক্রীড়া করায় অত্যন্ত শ্রান্ত, পিপাসিত ও ক্ষুধার্ত্ত

হইয়া পরমেশ্বর ৺কৃষ্ণকে কহিল, হে কৃষ্ণ! আমাদিগের ক্ষুধায় অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, এই কিঙ্করদিগকে বলিয়া দিন। দয়ানিধি শ্রীকৃষ্ণ, শিশুগণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে তাহাদিগকে হিতকর বাক্য বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে বালকগণ! তোমরা ব্রাহ্মণদিগের সুখকর যজ্ঞস্থানে গমন করিয়া সেই যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণগণের নিকটে অন্ন প্রার্থনা কর। ১—১০। শ্রুতি-স্মৃতিবিশারদ অঙ্গিরা-কুলোদ্ভব সেই বিপ্রগণ শ্রীবনের নিকটস্থ নিজ আশ্রমে যজ্ঞ করিতেছেন। তাঁহারা সকলে, নিস্পৃহ ও পরম বৈষ্ণব, তাঁহারা মুক্তিবাসনায় আমারই পূজা করিতেছেন। কিন্তু আমার মায়ায় মোহিত হইয়া মায়া-মানুষরূপী আমাকে বিদিত নহেন। যদি সেই যজ্ঞকারী বিপ্রগণ, অন্ন দান না করেন, তবে শীঘ্র তাঁহাদের পত্নীগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিও তাঁহারা বালকের প্রতি দয়াবতী। গোপবালক সকলে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে ব্রাহ্মণগণের নিকট গমন করিয়া অবনত-মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া, "হে দ্বিজসত্তমগণ! আমাদিগকে অন্ন দাও" এই কথা বলিলে; কেহ কেহ শ্রবণ করিতেই পাইলেন না, আর কেহ কেহ বা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন বালকগণ, যে স্থানে ব্রাহ্মণীগণ পাক করিতেছিলেন, সেই রন্ধনাগারে উপস্থিত হইয়া অবনত-মস্তকে বিপ্রভার্য্যাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক বলিল, হে পতিব্রতা জননীসকল! এই ক্ষুধার্ত্তবালকগণকে অন্নদান করুন। সাধ্বী বিপ্রপত্নী সকল, বালকগণের মনোহর রূপ ও বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে সমাদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন; তোমরা কে? তোমাদের নামই বা কি? আর কে তোমাদিগকে পাঠাইয়াছেন? ইহা বল, পরে বহুবিধ ব্যঞ্জনের সহিত উৎকৃষ্ট অন্ন দিব। ১১—১৯। তখন সেই সমস্ত গোপবালক ব্রাহ্মণীগণের বাক্যশ্রবণে আনন্দিত হইয়া স্ফীত হইল এবং মধুর হাস্যসহকারে কহিতে লাগিল, হে মাতা সকল! আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া বলরাম ও কৃষ্ণ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে অন্ন দিন, শীঘ্র তাঁহাদের নিকট গমন করিব। এস্থান হইতে অতিদূরে ভাণ্ডীর বনমধ্যবর্ত্তী মধুবনে এক বটবৃক্ষের মূলদেশে সেই রাম ও কেশব অবস্থিত আছেন। হে মাতৃগণ! তাঁহারাও বিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আপনাদিগের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়াছেন, এক্ষণে দিবেন কি না, আমাদিগকে শীঘ্র বলুন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মপ্রার্থী সেই বিপ্রপত্নীগণ, গোপবালক সকলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দহেতু সজলনয়ন ও পুলকাঞ্চিতকলেবরা হইয়া রৌপ্য-কাংস্যাদি পাত্রে নানাব্যঞ্জনসংযুক্ত সুমনোহর শাল্যন্ন, পায়স, পিষ্টক, স্বাদু দধি, ক্ষীর, ঘৃত ও মধু লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে গমনোদ্যত হইলেন। তখন সেই শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনোৎসুকা ধন্যা পতিব্রতাগণ, নানা প্রকার অভিলাষ করিয়া গমনোন্মুখ হইলেন। তাঁহারা গমন করিয়া নক্ষত্রমণ্ডলস্থ চন্দ্রমার ন্যায় বলদেব ও বালকগণের সহিত বটমূল-সমাসীন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। তিনি পীতকৌষেয়বাসা, সুন্দর, সস্মিত, শান্তপ্রকৃতি, মনোহর রাধাকান্ত, কিশোরবয়স্ক ও শ্যাম-কলেবর। তাঁহার মুখমণ্ডল, শারদীয় পূর্ণশশধরের সদৃশ এবং সর্ব্বাঙ্গে রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর বলয় ও নূপুরাদি নানা অলঙ্কার শোভা পাইতেছে; তিনি আজানুলম্বিত শুভ্র রত্নমালা ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল মালতীমালায় বিরাজিত। ২০—৩১। তাঁহার শরীর, চন্দন-অগুরু-কস্তূরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত এবং নাসিকা ও কপোল অতি সুন্দর; তাঁহার উৎকৃষ্ট দন্তপঙ্ক্তি পক্বদাড়িম্ব ফলের বীজতুল্য; সেই শিখিপুচ্ছ-কৃতচূড় পরাৎপর কৃষ্ণের কর্ণমূল কদম্বপুষ্পযুগলে বিরাজিত; সেই ভক্তানুগ্রহকারককে যোগিগণ ধ্যানেও অবলোকন করিতে অসমর্থ; তিনি নিরন্তর ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ধর্ম্ম অনন্ত ও ইন্দ্রাদিদেবগণ এবং মুনীন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান। বিপ্রপত্নীগণ, পরমেশ্বর মধুসূদনকে এইরূপ দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক নিজ নিজ জ্ঞানানুরূপ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপ্রপত্নীগণ বলিতে লাগিলেন, আপনি পরমব্রহ্ম, পরম আশ্রয়; আপনি কখন নির্গুণ, নিরাকার ও কখন গুণযুক্ত সাকার হন। আপনি সাক্ষিস্বরূপ; নির্লিপ্ত, আপনিই সেই নিরাকার পরমাত্মা; প্রকৃতি এবং পুরুষও আপনি এবং আপনিই তাহাদের কারণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ যে দেবত্রয় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-বিষয়ে নিযুক্ত, সেই সর্ব্ববীজ দেবত্রয়ও আপনার অংশ। হে বিভো! পরমেশ্বর! যাঁহার লোমবিবরে অখিল বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, সেই মহাবিরাট্ মহাবিষ্ণু আপনি এবং আপনিই তাঁহার জনক। আপনিই তেজ, তেজস্বী এবং আপনিই জ্ঞান ও পরম-জ্ঞানী; আপনি বেদে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; অতএব আপনাকে কে স্তব করিতে সমর্থ হইবে? আপনি মহাত্তত্বাদি সৃষ্টিসূত্র; পঞ্চতন্মাত্র; আপনিই সর্ব্বশক্তির বীজ ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপ; সর্ব্বশক্তির ঈশ্বর আপনিই সর্ব্ব ও সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তির আশ্রয়; আপনি

অচিন্তনীয় ও স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়; আপনি সর্ব্বানন্দ সনাতন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনি শরীরী হইয়াও অশরীরী, এবং আপনার কোন ইন্দ্রিয় নাই; তথাপি সমুদায় ইন্দ্রিয়বিষয় পরিজ্ঞাত। যখন আপনাকে স্তব ও নিরূপণ করিতে সরস্বতী, মহেশ্বর, অনন্ত, ধর্ম্ম, স্বয়ং বিধি, পার্ব্বতী, কমলা, রাধা, এবং বেদ-মাতা সাবিত্রী এবং বেদচতুষ্টয়ও জড় হইয়াছেন, তখন অন্য আর কোন্ জ্ঞানী পুরুষ আপনাকে স্তব করিতে শক্ত হইবেন? অতএব হে প্রাজ্ঞেশ্বর! আমরা অযোগ্য, আমরা আপনার কি স্তব করিব? হে দীনবন্ধো! আপনি নিজগুণে প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে কৃপা করুন। ৩২—৪৬। বিপ্রপত্নীগণ, এইরূপ কহিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে পতিত হইলে, তিনি প্রসন্নবদনে তাঁহাদিগকে অভয় দান করিলেন। যে ব্যক্তি পূজার সময়ে এই বিপ্রপত্নীকৃত স্তব পাঠ করিবেন, তিনিও তাঁহাদের গতি লাভ করিবেন; ইহাতে সংশয় নাই। নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর শ্রীমধুসূদন, তাহাদিগকে নিজ পাদপদ্মে পতিত দেখিয়া তোমরা বর গ্রহণ কর, মঙ্গল হইবে, এইরূপ কহিলেন। তখন বিপ্রপত্নীগণ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে হর্ষযুক্ত হইয়া ভক্তি-বিনত-মস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! আমরা বর গ্রহণ করিব না, আমাদিগের কেবল আপনার চরণ-পদ্মেই বাসনা; অতএব আমাদিগকে নিজ দাস্য ও সুদুর্লভ ভক্তি দান করুন। হে বিভো কেশব! আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমরা আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না; কেবল আপনার মুখকমল নিরন্তর নিরীক্ষণ করিব। করুণানিধি ত্রিলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিজপত্নীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক বালকগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং বিপ্রপত্নীগণপ্রদত্ত অমৃততুল্য মিষ্ট অন্ন অগ্রে বালকদিগকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে সেই স্থানে বিপ্রপত্নীগণ, গগন হইতে সুবর্ণ-রথ পতিত হইতেছে দেখিতে পাইলেন। ঐ রথ, রত্নবিনির্ম্মিত দর্পণ, এবং পরিচ্ছদযুক্ত; রত্নময় স্তম্ভসমূহ উহাতে নিরুদ্ধ আছে ও উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত কলসসমূহে উহা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে। পারিজাত পুষ্পের মালাজালে বিরাজিত ঐ রথ বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ পতাকা, বস্ত্র ও শ্বেতচামরযুক্ত; উহা অতি মনোহর ও মনের ন্যায় গমনশীল এবং শতচন্দ্র সমাযুক্ত। ৪৭—৫৭। ঐ রথ, পীতবসনধারী এবং বনমালা ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিত দিব্য পার্ষদগণে বেষ্টিত; সেই পার্ষদগণ সকলেই নবযৌবনসম্পন্ন, শ্যামলকায়, সুমনোহর দ্বিভুজ, মুরলীহস্ত ও গোপবেশধারী; তাঁহাদের বঙ্কিম চূড়ায় শিখিপুচ্ছ ও গুঞ্জমালা নিবদ্ধ আছে। তাঁহারা অতি শীঘ্র রথ হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পদে প্রনামপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-কামিনীদিগকে রথে আরোহণ করিতে কহিলেন। তখন বিপ্রভার্য্যাগণ, হরিকে প্রণাম করিয়া অভিলষিত গোলোকধামে গমনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মনুষ্যদেহ ত্যাগ করত গোপিকা হইলেন। অনন্তর হরি বিষ্ণুমায়ায় তাঁহাদের ছায়া নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগের গৃহে প্রেরণ করিলেন এদিকে বিপ্রগণ ভার্য্যা-উদ্দেশে, পরম সন্দিগ্ধমানস হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে পথিমধ্যে কামিনীগণকে দেখিতে পাইলেন। সেই ব্রাহ্মণগণ তাহা-দিগকে দেখিয়া পুলকাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গ ও প্রসন্নবদন হইয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, আহো; তোমরাই ধন্য, কারণ তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছ, আমাদের জীবন ও বেদপাঠ সমস্তই ব্যর্থ। বেদে, পুরাণে ও সর্ব্বত্রই বিদ্বদ্গণকর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, সমুদয় পদার্থই হরির বিভূতি; তিনিই সকলের জনক। তপস্যা, জপ, ব্রত, দান, বেদাধ্যয়ন, দেবপূজা এবং তীর্থস্নান ও অনশনরূপ যাহা কিছু কার্য্য, সকলের-ই ফলদাতা হরি। যেমন কল্পপাদপ প্রাপ্ত হইলে অন্য বৃক্ষের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেন, তাঁহার আর তপঃফলে ফল কি? যাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, তাঁহার অন্য কর্ম্মে প্রয়োজন কি? যিনি সাগরপানে সক্ষম, তাঁহার কূপলঙ্ঘনে কি পৌরুষ? বিপ্রগণ এইরূপ কহিয়া সেই কামিনীদিগকে গ্রহণ-পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ৫৮—৭১। ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া সেই কামিনী-গণের পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রীড়ায় অধিক প্রেম ও সকল কর্ম্মে দাক্ষিণ্য দেখিয়া কোনরূপ বিতর্ক করিতে শক্ত হন নাই অনন্তর পূর্ণব্রহ্ম সনাতন নারায়ণ, বলদেব ও শিশুগণের সহিত শীঘ্র নিজালয়ে গমন করিলেন। যাহা পূর্ব্বে ধর্ম্মের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম, এই আমি সমুদয় উত্তম হরিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে পুনরায় তোমার কি শুনিতে ইচ্ছা হয়? নারদ বলিলেন, হে ঋষীন্দ্র! কোন্ পুণ্যবলে সেই বিপ্রমণীদিগের মুনীন্দ্র এবং সিদ্ধগণেরও দুর্লভ এইরূপ গতিলাভ হইল? পূর্ব্বে এই পুণ্যবতীগণ কে ছিলেন এবং কোন্ দোষেই বা মহীতলে এইরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন; এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ

দূর করুন! নারায়ণ বলিলেন, নারদ! ইহাঁরা সকলে সপ্তর্ষিগণের অপ্রতিম রূপসম্পন্না, গুণবতী, সুশীলা, ধর্ম্মিষ্ঠা ও পতিব্রতা রমণী ছিলেন। সকলেই নবীনযৌবনা পীনশ্রোণি ও পীনপয়োধরা; সকলের পরিধান দিব্যবস্ত্র ও সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে ভূষিত; তাঁহাদের বর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনতুল্য ও মুখকমল ঈষৎহাস্যযুক্ত; তাঁহারা বক্রদৃষ্টি করিলে মুনিমানসও মুগ্ধ করিতে পারিতেন। পূর্ব্বে অনলদেব ইহাঁদের মুখমণ্ডল, নিতম্ব ও সুন্দর স্তন দর্শন করিয়া কামবাণে পীড়িত হইয়া মনে মনে ইহাঁদিগের প্রতি অভিলাষ করিয়াছিলেন। একদা তিনি সুরতেচ্ছুক হইয়া শিখাদ্বারা রন্ধনাগারে তাঁহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া চেতনাশূন্য হন। পতিচরণে একচিত্তা সেই পতিব্রতাগণ, কিছুই জানিতে পারেন নাই; কিন্তু অগ্নিদেব, বারংবার তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭২—৮২। তখন, স্বয়ং ভগবান্ অঙ্গিরা বহ্নির মনোভাব জানিতে পারিয়া "সর্ব্বভক্ষ্য হও" বলিয়া বহ্নিকে অভিসম্পাত করেন। পরে বহ্নি সচেতন হইয়া লজ্জাবনতবদনে মুনিপুঙ্গব অঙ্গিরার স্তব করেন, তখন ব্রহ্মতেজোভয়ে তাঁহার কলেবর কম্পিত হইয়াছিল। মুনিবর অঙ্গিরা ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পৃষ্ট কামিনীদিগকেও শাপ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন;—তোমরা পাপযুক্তা হইয়াছ, অতএব মানুষী যোনি প্রাপ্ত হও; তোমরা ভারতে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম লাভ করিবে এবং আমাদিগের কুলজাত দ্বিজগণই তোমাদিগকে বিবাহ করিবে। তখন, সেই কামিনীগণ মুনিবাক্য-শ্রবণে রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রেম-বিহ্বল ও পুটাঞ্জলিযুত হইয়া সকলেই সেই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মুনিকে বলিতে লাগিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমরা নিষ্পাপ ও পতিব্রতা; আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না; আমরা অজ্ঞানবশতঃ পরস্পৃষ্ট হইয়াছি; অতএব ত্যাগ করা উচিত নহে। ভক্ত কিঙ্করীগণের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য নহে; আমরা আবার কবে, আপনাদের চরণকমল দর্শন করিতে পাইব? হে মুনে! খড়্গাঘাত, বজ্রপাত ও অপর সর্ব্বপ্রকার প্রহার হইতে সাধ্বী রমণীদিগের কান্তবিচ্ছেদ দারুণ দুঃসহ। আমরা ধর্ম্মিষ্ঠ গুণবান্ শ্রেষ্ঠ মহামুনিরূপ স্বামী ত্যাগ করিয়া কিরূপে পৃথিবীতলে গমন করিব? হে বিপ্রেন্দ্র! যদি একান্তই গমন করিতে হয়, তবে বলুন আবার কবে এস্থানে আগমন করিব? বিধি-অনুসারে আমাদিগের অজ্ঞান-স্পর্শজনিত দোষ হইতে পারে না, অহল্যা, ইন্দ্রপ্রধর্ষিতা হইয়াও পুনর্ব্বার স্বামীকে প্রাপ্ত হইলেন; তিনি সম্ভোগ হইতেও শুদ্ধা হইলেন; কিন্তু আমরা কি জন্য স্পর্শমাত্রে পরিত্যক্তা হইলাম। হে ধর্ম্মিষ্ঠ! আপনি বেদবেদাঙ্গের পারগ, বেদকর্ত্তা ব্রহ্মার পুত্র ও সর্ব্ববেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ; অতএব আপনি বিচার করুন। রমণীগণ অন্য হইতে ভীতা হইয়া কান্তের শরণ লইয়া থাকে; কিন্তু সেই কান্ত ভয়প্রদ হইলে কাহার শরণাপন্ন হইবে? । ৮৩—৯৫। হে ধর্ম্মিষ্ঠ! এই ভীত রমণীগণকে অভয় দান করুন; কোন্ ব্যক্তি পুত্রে, শিষ্যে ও কলত্রে দণ্ডবিধান করিতে অক্ষম? সবলই হউক আর দুর্ব্বলই হউক, নিজ বস্তুতে সকলেরই প্রভুত্ব; আপনার দ্রব্য বিক্রয় করিলে অপর কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে না। দয়ালু মুনিপুঙ্গব, কামিনীগণের বাক্য শ্রবণ ও তাঁহাদিগের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমভরে রোদন করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি বেদ-বেদাঙ্গপারগ, জ্ঞানী ও যোগীদিগের শ্রেষ্ঠ তথাপি পত্নীবিচ্ছেদসময়ে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তখন বিরহোদ্বিগ্ন সকল মুনিগণই, তাঁহাদের মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শোকার্ত্ত হইয়া পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব্ববেদবিৎপ্রবর অঙ্গিরা, শোকভরে বহুকাল বিলাপ করিয়া পরে ভ্রাতৃগণের সহিত সমালোচনপূর্ব্বক কামিনীগণকে বলিতে লাগিলেন, আমি যে সত্য বাক্য বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর;—স্বকর্ম্মভোগী জীবগণের কর্ম্মের সীমা পর্য্যন্তই ভোগ হয়, ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এক্ষণে নিশ্চয় আমাদিগের সহিত ভোগ তোমাদিগের অবসান হইয়াছে; ভোগ বিনষ্ট হইলে পুনরায় ভোগ বেদে নিরূপিত নাই। ভারতে শুভাশুভ যে সমস্ত কার্য্য কৃত হয়, ভোগব্যতীত শতকোটি কল্পেও তাহার ক্ষয় হয় না। যে ব্যক্তি, পরভুক্তা কান্তাকে ভোগ করে, সেই নরাধম, চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত কালসূত্রনরকে যন্ত্রণা ভোগ করে। সেই পাপিষ্ঠা রমণী, দৈব বা পৈত্র্য কোন কার্য্যেই পাকার্হা নহে; তাহাকে আলিঙ্গন করিলে ভর্ত্তার শ্রী ও তেজ বিনষ্ট হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন, সেই অন্যভুক্তার আলিঙ্গনকারীর হব্যদানে দেবগণ ও তর্পিত জলে পিতৃগণ, সন্তোষ লাভ করেন না। ৯৬—১০৭। এজন্য সুধীগণ, সর্ব্বপ্রযত্নে ভার্য্যাকে রক্ষা করিয়া থাকেন; তাহা না করিলে নিশ্চয় তাহাকে পাপভাগী হইয়া নরকে গমন করিতে হয়। পণ্ডিতগণ, পদে পদে সাবধান হইয়া কান্তাকে রক্ষা করেন; কারণ, রমণী দোষের আধার, বিশ্বাসের স্থান নহে। পত্নী ও পাকপাত্র সর্ব্বদা রক্ষা করা কর্ত্তব্য, উহা

কেবল আপনার স্পর্শে পবিত্র, আর অপরের স্পর্শমাত্রে অপবিত্র হইয়া থাকে। যে রমণী নিজ পতিকে বঞ্চনা করিয়া অন্যকে অবলম্বন করে, সেই অধমা, যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য থাকিবেন, তাবৎ কুম্ভীপাক নরকে বাস করিবে। যমদূতগণ, সেই পাপিষ্ঠাকে নরকমধ্যে সংস্থাপিত করিয়া ক্লেশবশতঃ উঠিতে দেখিলেই দণ্ডাঘাত করে; এবং সেই পুংশ্চলীকে দিবানিশি নিরন্তর সর্পপ্রমাণ তীক্ষ্ণদন্ত সুদারুণ কীট সকল সেইস্থানে দংশন করিয়া থাকে। সেই সূক্ষ্মদেহধারিণী অসতী, নিরন্তর ভয়ে বিকৃত শব্দ করে; কিন্তু ভয়ঙ্কর প্রহারেও জীবন ত্যাগ করিতে পারে না। যে অসতী অর্দ্ধমুহূর্ত্তমাত্র সুখ ভোগ করিয়া ইহকালে অযশোভাগিনী ও পরকালে পতিতা হয়, তাহাকে এইরূপ গতি লাভ করিতে হয়। কমলযোনি বলিয়াছেন, যে নারী, পরস্পৃষ্টা বা পরপুরুষকে স্পৃহা করে, সেই উভয়েই দুষ্টা; সুতরাং পরিত্যাজ্যা। এই নিমিত্ত কৃতিগণ, যত্নের সহিত যাহাতে রমণীকে অপরে দর্শন করিতে না পায়, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলতঃ যে রমণী অসূর্য্যম্পশ্যা, সেই শুদ্ধা ও পতিব্রতা থাকে। যে নারী শূকরীর সমান স্বচ্ছন্দগামিনী ও স্বতন্ত্রা, নিশ্চয় সে তাহারই ন্যায় অন্তর্দুষ্টা ও পরগামিনী। ১০৮—১১৮। আর যে নারী কুলধর্ম্মভয়ে স্বামীর বশবর্ত্তিনী হয়, নিশ্চয় সেই কান্তা, কান্তের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। তোমরা এক্ষণে পৃথিবীতলে ঈপ্সিত মানবযোনি প্রাপ্ত হও; পরে কৃষ্ণদর্শনমাত্রে গোলোকে গমন করিবে; তাহার সন্দেহ নাই। পরে হরি, যোগমায়াবলে তোমাদিগের ছায়া নির্ম্মাণ করিলে, সেই ছায়া কিছুকাল সেই সকল বিপ্রগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আমাদিগের গৃহে উপস্থিত হইবে; এইরূপে তোমরা পুনর্ব্বার অংশদ্বারা আমাদের পত্নী হইবে সংশয় নাই। অতএব আমার শাপ তোমাদের পক্ষে বর হইতেও উৎকৃষ্ট। শোকান্বিত মুনিবর অঙ্গিরা এই বলিয়া বিরত হইলেন। তাঁহারাও মুনির শাপে মহীতলে আগমনপূর্ব্বক বিপ্রভার্য্যা হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে অন্ন দান করিয়া হরিমন্দিরে গমন করিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের পক্ষে সেই শাপ নিশ্চয় সম্পদের অধিক হইল। কি অদ্ভুত ব্যাপার! সাধুদিগের কোপও তৎক্ষণাৎ উপকারের হেতু হইয়া থাকে। এই জন্য নিন্দনীয় ব্যক্তি হইতে সম্পত্তি অপেক্ষা মহদ্ব্যক্তি হইতে বিপত্তিও ভাল। ব্রাহ্মণ-যোষিদ্গণ, কান্তকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যখন মুক্তি লাভ করিলেন, তখন নিশ্চয় এই ভূমণ্ডলে, বিপত্তি ব্যতীত কাহারই মহিমাবৃদ্ধি হয় না। এই তোমাকে সমুদয় উৎকৃষ্ট হরিচরিত ও পুণ্যবতীদিগের আশ্চর্য্য মনোহর মোক্ষোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। হে বিপ্রেন্দ্র! শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান পদে পদে নূতন হইয়া থাকে। কৃষ্ণোপাখ্যান-শ্রোতাদিগের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, ফলতঃ মঙ্গল-বিষয়ে কোন্ ব্যক্তির তৃপ্তির সীমা হইতে পারে? আমি গুরুমুখে যেরূপ শুনিয়াছি, অবিকল বলিলাম; এক্ষণে তোমার বাঞ্ছানুরূপ আমাকে বল, তুমি কোন্ বিষয় পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? নারদ বলিলেন, হে কৃপানিধে! আমি আর কি বলিব, আপনি পূর্ব্বে গুরুমুখ হইতে যে যে বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন; সেই মঙ্গলময় সমুদয় কৃষ্ণচরিত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন, নারায়ণ ঋষি, দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বলিতে উপক্রম করিলেন। ১১৯—১৩১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, একদা হরি, বলদেব বিনা অন্যান্য বালকগণের সহিত যমুনাতীরে যে স্থানে কালীয়সর্প বাস করে; তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ, যমুনাতীরবর্ত্তী বনমধ্যে পরিপক্ব ফল ভোজন করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া নির্ম্মল যমুনাজল পান করিলেন। অনন্তর শিশুগণের সহিত গোগণকে কাননে পরিচালিত করিয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং সেই বালকবৃন্দের সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার চিত্ত ক্রীড়ায় নিমগ্ন ও বালকগণ আনন্দে উন্মত্ত হইল, তখন হে মুনে! গোগণ, নবতৃণ ভোজনপূর্ব্বক বিষতোয় পান করিয়া কালকূটের বিষম জ্বালায় অস্থির হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিল। তখন সমুদয় গোপগণ, গোসমূহকে মৃত দেখিয়া সভয়, চিন্তাকুলহৃদয় ও বিষণ্ণবদনে মধুসূদনকে কহিল, জগন্নাথও সমুদয় জানিয়া গোগণকে জীবিত করিলে, তৎক্ষণাৎ সেই গো সমূহ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শ্রীহরির মুখ দর্শন করিতে লাগিল। অনন্তর নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ, যমুনাতীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া জলমধ্যবর্ত্তী সর্পভবনে পতিত হইলেন। হে নারদ! তখন জল, শতহস্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, তদ্দর্শনে বালকগণ এককালে হর্ষবিষাদ প্রাপ্ত হইল। ১—৯। কালীয় সর্প, নরাকৃতি-দর্শনে ক্রোধে বিহ্বল হইয়া, অজ্ঞানবশতঃ

মনুষ্য যেরূপ তপ্ত লৌহ গ্রহণ করে, সেইরূপ শ্রীহরিকে ত্বরায় গ্রাস করিলে, তাহার কণ্ঠ ও উদর দগ্ধ হইয়া গেল। তখন সেই নাগ, ব্রহ্মতেজে উদ্বিগ্ন হইয়া "হায় প্রাণ গেল" এই কথা বলিয়া পুনরায় তাঁহাকে উদ্বমন করিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বজ্রতুল্য অঙ্গ চর্ব্বণ করিয়া তাহার দন্ত সকল ভগ্ন হওয়ায় অনর্গল মুখ হইতে রক্তধারা বিগলিত হইতে লাগিল। ভগবান্ কৃষ্ণ, তখন সেই ভগ্নদন্ত সর্পের মস্তকোপরি অবস্থান করিলে, সেই নাগ বিশ্বম্ভরাক্রান্ত হওয়ায় প্রাণত্যাগে উদ্যত হইল। হে মুনে! রক্ত বমন করত মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। নাগগণ, তাহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে রোদন করিতে লাগিল; এবং কেহ কেহ ভয়ে পলায়ন ও কেহ কেহ বিলমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন নাগপত্নী সাধ্বী সুবলা, রমণাভিমুখ কান্তের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রেমবশতঃ নাগিনীগণের সহিত হরির সম্মুখে রোদন করিতে লাগিল; এবং ভয়াকুলচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে হরিকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল,—হে জগৎকান্ত! হে মানদ! আমায় কান্ত দান করুন, স্ত্রীগণের পতি প্রাণাপেক্ষা অধিক, পতিতুল্য পরম বন্ধু আর নাই। হে অনন্তপ্রেম-সিন্ধো! আপনি সুরবরদিগের নাথ, এবং আপনি সুবন্ধু; অতএব আমার প্রাণ নাথের প্রাণনাশ করিবেন না। হে রাধিকাপ্রেমসিন্ধো! আপনি অখিল ভুবনের বন্ধু ও বিধাতার বিধাতা; আপনি আমার পতি দান করুন। হে বিশ্বনাথ! যখন মহাদেব, ব্রহ্মা, অনন্ত, ষড়ানন, সরস্বতী এবং বেদসকলও আপনাকে স্তব করিতে জড় হইয়াছেন, তখন অপর আর কোন্ ব্যক্তি আপনাকে স্তব করিতে সমর্থ হইবে? হে নাথ! যোষিদধমা অবিজ্ঞা কুমতি আমিই বা কোথায়! আর ইন্দ্রিয়াতীত ত্রিভুবনপতি পরমেশ্বর-ই বা কোথায়! ফলতঃ আমার ন্যায় নীচের পক্ষে আপনার দর্শন নিতান্ত অসম্ভব, যে আপনি ব্রহ্মা, হরি হর ও অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ এবং মনু, মনুজ ও মুনীন্দ্রগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতেছেন, সেই আপনাকে আমি কিরূপে স্তব করিতে বাসনা করি। ১০—২০। পার্ব্বতী ও কমলা যাঁহার স্তববিষয়ে ভীতা; যে আপনাকে স্তব করিতে বেদসকলের জনয়িত্রী সাবিত্রীও সমর্থা নন; কলিকলুষ-নিমগ্না এবং বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের শ্রবণ-বিষয়ে মূঢ়া আমি আর কিরূপে, সেই আপনাকে স্তব করিব? যিনি রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া, রত্নপর্য্যঙ্কে শয়নপূর্ব্বক রত্নভূষণ-ভূষিতা রাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করেন; যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনানুলিপ্ত এবং মুখকমলে নিরন্তর ঈষৎ হাস্যচিহ্ন বিরাজ করে; যিনি সর্ব্বদা পরম সুখে প্রেমরস-সাগরে নিমগ্ন; যাঁহার চূড়ায় মল্লিকা ও মালতীমালাসমূহ শোভা পাইতেছে এবং যাঁহার মানস, পারিজাত কুসুমের সুগন্ধে আনন্দযুক্ত হয়; হে মুনে! পুংস্কোকিলগণের ও ভ্রমরগণের মধুর ধ্বনি শ্রবণে কামবিকারহেতু যাঁহার গাত্র পুলকাঞ্চিত হইয়া থাকে; যিনি নিরন্তর প্রিয়া-প্রদত্ত তাম্বূল ভোজনপূর্ব্বক সুখে কাল যাপন করেন; ব্রহ্মা, মহাদেবও অনন্তকর্ত্তৃক বন্দিত, সেই পরমেশ্বরের চরণপদ্ম বন্দনা করি। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, জাহ্নবী, সাবিত্রী, সিদ্ধসমূহ ও মুনি-মুনীন্দ্রগণ নিরন্তর যাঁহাকে সেবা করেন; সমস্ত বেদ ও বিচক্ষণ-গণ যাঁহার স্তবে জড়ীভূত, সেই অনির্ব্বচনীয় হরিকে সামান্য নাগপত্নী আমি আর কি স্তব করিব? হে দেব! নিষ্কারণ, অথচ সকলের কারণ; আপনি সর্ব্বেশ্বর, পরাৎপর ও স্বয়ং প্রকাশিত; আপনি পরাবর ও পরাবরগণের অধিপতি; আপনাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণ! আপনি সুরাসুর, ব্রহ্মা, অনন্ত প্রজাপতি, মুনিগণ, মনুগণ এবং সিদ্ধি ও সিদ্ধগণের ঈশ্বর; আপনিই যাবদীয় গুণগণের প্রভু; অতএব হে চরাচরেশ! আমাকে রক্ষা করুন। হে সর্ব্বেশ! সর্ব্বাত্মক! আপনি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী, শুভ ও অশুভ এবং বেদের ঈশ্বর; আপনাকে নিরূপণ করিতে বেদসকলও অসমর্থ; আপনি জীব ও জীবীর নিয়ন্তা; আপনিই সকলের বন্ধু; অতএব আমার প্রভুকে রক্ষা করুন। ২১—৩১। নাগেশ্বরী ভক্তিবিনতমস্তকে এইরূপ স্তব করিয়া কৃষ্ণের চরণকমল ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা এই নাগপত্নী-কৃত স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে হরিমন্দিরে গমন করেন এবং ইহকালে হরিভক্তি ও অন্তে হরির দাস্য লাভপূর্ব্বক পার্ষদ হইয়া সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় লাভ করেন। ৩২—৩৪।

নাগপত্নীকৃত স্তোত্র সমাপ্ত।

নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ! হরি নাগপত্নীর বাক্যশ্রবণে তাহাকে বলিলেন, সেই পরমাদ্ভুত রহস্য কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন, নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ ঋষি, অতি মধুর পরমাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, নাগ-পত্নীর স্তব শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটা, পাদপতিতা, ভয়বিহ্বলা সেই নাগপত্নীকে কহিতে লাগিলেন, হে

নাগেশি! উঠ, উঠ, ভয় ত্যাগ করিয়া বর প্রার্থনা কর। হে মাতঃ! আমার বরে অজর অমর কান্তকে গ্রহণ কর। হে বৎসে! তুমি ভর্ত্তা ও পরিবারবর্গের সহিত এই কালিন্দী হ্রদ ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা নিজ স্থানে গমন কর। হে নাগেশি! তুমি আজ হইতে আমার কন্যা হইলে, সুতরাং তোমার এই প্রাণাধিকও নিশ্চয় আমার জামাতা হইল। হে শুভে! গরুড়, তোমার স্বামীর মস্তকে আমার পাদপদ্মের চিহ্ন দর্শন করিয়া তোমার স্বামীকে স্তব করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক পাদচিহ্নকে প্রণাম করিবে। হে ভদ্রে! গরুড়-ভয় ত্যাগ করিয়া এই হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া শীঘ্র রমণকদ্বীপে গমন কর এবং যথাভিলাষ বর প্রার্থনা কর। নাগপত্নী শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে প্রসন্নবদনা ও সাশ্রুনেত্রা হইয়া ভক্তিবিনত-কন্ধরে বলিতে লাগিল; হে বরদেশ্বর! হে পিতঃ! যদি আমাকে বর দান করেন, তবে আপনার পাদপদ্মে নিশ্চলা ভক্তি দান করুন। ৩৫—৪৪। আমার মানস যেন নিরন্তর ভ্রমরের ন্যায় আপনার পাদপদ্মে ভ্রমণ করে এবং কখনই যেন ঐ পাদপদ্ম বিস্মৃত না হই। আর আমার যেন স্বকান্ত-সৌভাগ্য হয় ও আমার কান্ত যেন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হন, হে প্রভো! ইহাই আমার প্রার্থনীয়; অতএব তাহা পূর্ণ করুন। সর্পপত্নী এই বলিয়া হরির সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক শারদীয় পূর্ণচন্দ্র-তুল্য তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই সতী নাগপত্নী, অনিমিষনয়নে হরির মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া পুলকাঙ্কিতকলেবর ও আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুতা হইল। সুবলা, পরম স্নেহসহকারে সুন্দর বালকমূর্ত্তি হরিকে দর্শন করিয়া, ভক্তিপরিপ্লুতা হইয়া পুনারায় কৃষ্ণকে বলিল; হে প্রভো! আমি রমণক-দ্বীপে গমন করিব না। আমার সংসারে প্রয়োজন নাই। সর্পরাজ সংসার করুন, আমাকে নিজকিঙ্করী করুন। হে কৃষ্ণ! আমার সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়েও বাঞ্ছা নাই; কারণ তাহারা আপনার পাদ-পদ্মসেবার ষোড়শাংশেরও যোগ্য নহে। যে ব্যক্তি, আপনার চরণসেবা ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করে, সে ভারতে দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়াও স্বয়ং বঞ্চিত হয়। নাগপত্নীর বাক্য শ্রবণে শ্রীমান্ কৃষ্ণের মুখকমলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাইল; তখন তিনি প্রসন্নবদনে স্বীকার করিলেন। হে মুনে! ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত তেজঃপ্রদীপ্ত দিব্যরথ, সেই স্থানে শীঘ্র উপস্থিত হইল। ঐ রথ, বস্ত্র-মাল্যাদি পরিচ্ছদে পরিপূর্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদপ্রবরযুক্ত; তাহার বেগ বায়ুতুল্য ও শতচক্র; ঐ রথ মনের ন্যায় গমনশীল এবং মনোহর। সেই শ্যামল শ্যামকিঙ্করগণ সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও নাগপত্নীকে গ্রহণ করিয়া উত্তম গোলোকধামে গমন করিলেন। অনন্তর হরি, মায়াবলে নাগপত্নীর ছায়া নির্ম্মাণ করিয়া কালীয় সর্পকে প্রদান করিলেন, সেও বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া কিছুই জানিতে পারিল না। ৪৫—৫৭। পরে করুণানিধি শ্রীকৃষ্ণ, কালীয়-মস্তক হইতে অবতরণ করিয়া ত্বরায় কৃপাবশতঃ তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিলে, সে তৎক্ষণাৎ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সম্মুখে হরি ও কৃতাঞ্জলিপুটা অশ্রুপূর্ণা সতী সুবলাকে দর্শন করিল। তখন সেই কালীয়, ভক্তি-বশতঃ সাশ্রুনেত্র ও পুলকাঙ্কিতগাত্র হইয়া প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে হরিকে প্রণামপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। কৃপাময় কৃষ্ণ, সর্পকে মৌনী দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—পরমেশ্বরের সততই যোগ্য ও অযোগ্যে—সমানই কৃপা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বলি-লেন, কালীয়! তুমি অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর; বৎস! তুমি আমার প্রাণাধিক; অতএব ভয় ত্যাগপূর্ব্বক সুখে অবস্থান কর। যে আমার অংশজাত ভক্ত, তাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি, কিঞ্চিন্মাত্র দমন করিয়া আমি প্রসন্ন হই। এক্ষণে বলিতেছি, যে ব্যক্তি তোমার বংশজাত সর্পকে বিনাশ করিবে, সেই মানবাধমের নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হইবে। এবং যে আমার পাদপদ্মচিহ্নে দণ্ড ধারণ করিবে তাহার ব্রহ্মহত্যার দ্বিগুণ পাপ হইবে ও লক্ষ্মী দারুণ অভিসম্পাত করিয়া তাহার গৃহ হইতে গমন করিবেন; নিশ্চয় তাহার বংশ আয়ুঃ ও যশের হানি হইবে। সেই পাপাচারীসকল, নিশ্চয় শতবর্ষ দারুণ কালসূত্র নরকে সর্পপ্রমাণ কীটগণকর্ত্তৃক নিরন্তর দংশিত হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক ভোগাবসানে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সর্পের দংশনে প্রাণ ত্যাগ করিবে এবং তাহার বংশজাতগণের সেই সর্পবংশ হইতেই ভয় উপস্থিত হইবে; এবং যাঁহারা তোমার বংশজাতকে দর্শন করিয়া আমার পাদচিহ্নকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবেন, তাঁহারা সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। এক্ষণে গরুড়ভয় ত্যাগ করিয়া শীঘ্র রমণকদ্বীপে গমন কর; গরুড় তোমার মস্তকে আমার পাদচিহ্ন দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। ৫৮—৭০। বৎস! তোমার এবং তোমার বংশজাতগণের গরুড় হইতে নিশ্চয় আর ভয় হইবে না, আর তুমি আমার বর-

প্রভাবে আজ হইতে সকল জ্ঞাতিবর্গের শ্রেষ্ঠ হইবে। হে বৎস! এক্ষণে অপর যে বরে অভিলাষ থাকে প্রার্থনা কর; তুমি ভয় ত্যাগ করিয়া আমার নিকটে যাহাতে তোমার ভয়ভঞ্জন হয়, তদ্বিষয় প্রকাশ কর। তখন কালীয়সর্প শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল, হে বিভো! আমার অন্য বরে বাঞ্ছা নাই, হে বরপ্রদ! আমার যেন জন্মে জন্মে আপনার পাদপদ্মে ভক্তি ও স্মৃতি থাকে, এই বর দান করুন। আমার তির্য্যক্‌যোনি বা ব্রহ্মকুলেই জন্ম হউক, যদি আপনার চরণাম্বুজে স্মৃতি থাকে, তবেই সেই জন্ম সফল। যাহার আপনার চরণে স্মৃতি নাই, তাহার সর্ব্বাসও নিস্ফল; এবং আপনার চরণচিন্তক ব্যক্তি, যে স্থানেই থাকিবে, তাহাই শ্রেষ্ঠ। পুরুষের আয়ুঃ ক্ষণকালই হউক, আর কোটিকল্পই হউক যদি সেই আয়ুঃ আপনার সেবায় অতিবাহিত হয়, তবেই সফল, অন্যথা হইলে নিস্ফল। যাঁহারা আপনার পাদপদ্ম সেবা করেন, তাঁহাদের আয়ুঃক্ষয় হয় না, এবং জন্ম-মরণ ও রোগ-শোকাদি ভয় কিছুই থাকেনা। ভক্তগণের আপনার পাদসেবা ভিন্ন অতি দুর্লভ ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব বা ব্রহ্মত্বেও বাঞ্ছা হয় না। কৃষ্ণভক্তগণ, সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়কেও সুজীর্ণ বস্ত্রখণ্ডতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করেন, অপর বিষয়ের আর কথা কি? হে ব্রহ্মন্! আমি যাবৎ অনন্তদেব হইতে আপনার মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই কাল অবধি আপনাকে চিন্তা করিয়া আপনার অনুগ্রহে আপনার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছি। ৭১—৮১। দৃঢ়-ভক্তিমান্ স্বয়ং গরুড়, আমাকে অপক্ক ভক্ত জানিয়াই তিরস্কার করত দূর করিয়াছে। হে বরদেশ্বর! আপনি আমাকে দৃঢ় ভক্তি দান করিয়াছেন এক্ষণে আমিও যেমন ভক্ত, সেই গরুড়ও তদ্রূপ ভক্ত; সুতরাং সে এক্ষণে কোনক্রমেই আমাকে ভোজন করিতে পারিবে না। এক্ষণে গরুড়, আপনার পাদপদ্মচিহ্নিত আমার শ্রীমস্তক দর্শন করিলে, আমি গুণযুক্তই হই আর সদোষই হই, নিশ্চয় আমাকে ত্যাগ করিবে। হে ঈশ্বর! এক্ষণে নাগেন্দ্রগণ, আমার বাধ্য এবং আমিও গরুড়ের অবধ্য হইলাম; এক্ষণে সেই গুরু অনন্তদেব ব্যতীত সর্ব্বত্র আর কাহাকেই ভয় করি না। আমার কি অদৃষ্ট! দেবেন্দ্র, দেব, মুনি, মনু ও মানবগণ যাঁহাকে ধ্যানযোগে স্বপ্নেও দর্শন করিতে পান না, তিনিই আমার আজ চক্ষুর্গোচর হইয়াছেন। হে বিভো! আপনি ভক্তানুরোধেই সাকার হইয়াছেন; নতুবা আপনার শরীর কোথায়? আপনি সাকার হইলেই সগুণ, নতুবা নিরাকার নির্গুণ। আপনি স্বেচ্ছাময়, সকলের আধার, সকলের বীজ ও সনাতন; আপনিই সকলের ঈশ্বর, সকলের সাক্ষী, সকলের আত্মা ও সর্ব্বরূপধারী। বেদ-বেদাঙ্গের পারদর্শী ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্ত, ধর্ম্ম ও ইন্দ্র যাঁহাকে স্তব করিতে অসমর্থ; সেই পরমেশ্বর-রূপী আপনাকে আমি সামান্য সর্প হইয়া কিরূপে স্তব করিব? হে নাথ। হে করুণাসিন্ধো! আপনি দীনবন্ধু; অতএব এ অধমকে ক্ষমা করুন, আমি খলস্বভাব ও অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে গ্রাসে ও চর্ব্বণ করিয়াছি। ৮২—৯০। হে প্রভো! আকাশ যেরূপ অস্ত্রস্পৃশ্য নহে এবং অদৃশ্য ও অলক্ষ্য; আপনিও সেইরূপ। আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ তেজোময় ও দুষ্প্রেক্ষ্য। নাগেন্দ্র এই বলিয়া তাঁহার চরণাম্বুজে পতিত হইলে, হরি তুষ্ট হইয়া তাহার প্রার্থিত সমুদয় বর দান করিলেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর নাগরাজকৃত এই স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহার এবং তাঁহার বংশজাতদিগের সর্পভয় হয় না। সেই ব্যক্তি ভূমণ্ডলে সর্ব্বদা সর্প-শয্যাতেও শয়ন করিতে সমর্থ; এবং তাঁহার ভোজনে, বিষ ও অমৃতের কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। মানবগণ, সর্পগ্রস্ত বা সর্পদষ্ট হইয়া অথবা বিষভোজনজন্য প্রাণান্তসময়ে এই স্তোত্র শ্রবণ মাত্রে সুস্থ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, এই স্তোত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া কণ্ঠে বা দক্ষিণ করে ভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করেন; তাঁহারও নাগভয় থাকে না। এই স্তোত্র যে গৃহে বিদ্যমান থাকে, নাগগণ সেই গৃহে অবস্থিতি করে এবং নিশ্চয় সেই স্থানে বিষভয়, অগ্নিভয় ও বজ্রভয় হয় না। আর এই স্তোত্র পাঠ বা ধারণ করিলে, ইহলোকে নিরন্তর হরিতে ভক্তি ও স্মৃতি লাভ করিয়া থাকে এবং অন্তে নিশ্চয় নিজকুল পবিত্র করিয়া হরিদাস্য লাভ করিতে পারে। ৯১—৯৮। নারায়ণ বলিলেন, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, নাগেন্দ্রকে এইরূপ বর দান করিয়া পুনরায় পরিণাম-সুখকর মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে বৎস নাগেন্দ্র! এক্ষণে নিজ পরিবারবর্গের সহিত যমুনার জলপথ দিয়া ইন্দ্রনগর-তুল্য রমণকদ্বীপে গমন কর। নগরাজ হরির আজ্ঞা শ্রবণে প্রেমবিহ্বল হইয়া রোদনপূর্ব্বক কহিল; নাথ! কবে আবার আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিব? অনন্তর কালীয়, পরমেশ্বরকে শতবার প্রণাম করিয়া স্ত্রী ও পরিবারগণের সহিত বিরহাতুরচিত্তে জলপথদ্বারা গমন করিল। ৯৯—১০২। হে নারদ! যমুনা হ্রদের জল অমৃততুল্য ও সমস্ত প্রাণিগণ প্রসন্ন হইল।

কালীয় তথায় গমন করিয়া ইন্দ্রনগরের ন্যায় উৎকৃষ্ট বাসস্থান দেখিল, উহা অগ্রেই কৃপাসিন্ধু কৃষ্ণের আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছে। নাগেন্দ্র সেইস্থানে স্ত্রী-পুত্রগণের সহিত হরি-চিন্তায় তৎপর হইয়া নিঃশঙ্কে ও সহর্ষে অবস্থান করিতে লাগিল। হে বৎস! এই ত আমি অদ্ভুত ও সুখ-মোক্ষপ্রদ সার হরিচরিত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? সূত বলিলেন, নারদ, মহর্ষির বাক্য-শ্রবণে হর্ষবিহ্বল হইয়া সর্ব্বসন্দেহভঞ্জক ঋষিকে সন্দেহবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হে জগদ্গুরো! কালীয় কি কারণে উৎকৃষ্ট পূর্ব্ব ভবনত্যাগ করিয়া যমুনাতীরে গমন করিয়াছিল, তাহা আমাকে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! আমি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর;—উহা পূর্ব্বে মলয় পর্ব্বতে সূর্য্য-পর্ব্বদিনে ধর্ম্মের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। একদা পুলহ মুনি, সুপ্রভা-নদীর পশ্চিম তটে মুনিসভায় শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে ধর্ম্মকে উহা জিজ্ঞাসা করেন। পরে কৃপানিধি ধর্ম্ম তাঁহাকে এই অদ্ভুত উপাখ্যান বলিয়াছিলেন; হে ব্রহ্মন্! সেই সময় আমি শুনিয়াছি, এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর;—নাগগণ প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন অনন্তদেবের আজ্ঞাহেতু ভয়ে গরুড়ের পূজা করিয়া থাকে। তাহারা মহাতীর্থ পুষ্করে সুস্নাত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও অপরাপর নানা প্রকার পূজোপকরণদ্বারা ঐ পূজা করে। একদা কালীয় অত্যহঙ্কৃত হইয়া তাঁহার পূজা না করিয়া অপরের পূজোপকরণ সমস্ত বলপূর্ব্বক ভোজন করিতে উদ্যত হইলে, নাগগণ নিবারণপূর্ব্বক সেই মদোদ্ধত কালীয়কে নীতিবাক্যে বুঝাইতে লাগিল এবং তাহারা নিবারণে অসক্ত হইল; অনন্তর গরুড় তথায় আবির্ভূত হইলেন। ১০৩—১১৫। হে মুনে! তখন নাগগণ, খগেশ্বরকে দেখিয়া কালীয়ের প্রাণরক্ষার্থে সকলে সূর্য্যোদয়পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। অনন্তর সকলে পক্ষীন্দ্রের তেজে সমুদ্বিগ্ন হইয়া পলায়নপূর্ব্বক সকলের অভয়প্রদ অনন্তদেবের শরণাপন্ন হইল। তখন কালীয় নাগগণকে পলায়নপর দেখিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক গরুড়কে দর্শন করিয়া হরির পাদপদ্ম স্মরণ করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং মুহূর্ত্তকাল তাহাদিগের অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। অনন্তর নাগেন্দ্র, খগেন্দ্রতেজে পরাজিত হইয়া ভয়প্রযুক্ত পলায়নপূর্ব্বক যমুনাহ্রদে গমন করিল। কারণ সেই স্থানে খগেন্দ্র সৌভরি মুনির শাপে গমন করিতে অশক্ত। পরে তাহার স্বগণ সকলে ভয়ে সেই স্থানে গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। নারদ বলিলেন, হে মুনে! সৌভরি কি জন্য গরুড়কে শাপ প্রদান করেন? এবং গরুড় পরমেশ্বরের বাহন হইয়াও কি কারণে তথায় গমন করিতে অশক্ত হন? নারায়ণ কহিলেন, দিব্য শত সহস্রবর্ষকাল সৌভরি সেই স্থানে তপস্যা করিয়া, মহাসিদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজ ধ্যান করিতেছেন; এমত সময়ে তাঁহার সমীপে সেই যমুনার জলমধ্যে এক মৎস্য স্বগণের সহিত নিঃশঙ্ক হইয়া সানন্দে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সে পরম আনন্দিত হইয়া ইচ্ছাবশতঃ বহুবার পুচ্ছ উত্তোলনপূর্ব্বক মুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমনাগমন করিতেছে; এমন সময়ে খগাধিপ সেই মহাস্থূল মৎস্যকে বারংবার দর্শন করিয়া মুনিরসমক্ষেই শীঘ্র চঞ্চুদ্বারা গ্রহণ করিল। তখন মুনিবর, গরুড় সেই মৎস্যকে মুখে লইয়া গমন করিতেছে দেখিয়া তাহার প্রতি কোপ-দৃষ্টিতে চাহিবামাত্র মীন জলে পতিত হইয়া গরুড়ভয়ে মুনির সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল এবং গরুড় পুনর্ব্বার তাহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, মুনিবর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, অরে খগেন্দ্র! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হয় তোর এমত কি যোগ্যতা যে, আমার সমক্ষে জীব হিংসা করিবি। ১১৬—১২৮। তুই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের বাহন মনে করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিস্? তুই জানিস্? শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তোর ন্যায় কোটি কোটি বাহন সৃষ্টি করিতে পারেন। আমিও ভ্রূভঙ্গিমাত্রে তোকে ভস্মসাৎ করিতে পারি। অরে! তুই হরির বাহন, আর আমরা কি তাঁহার কিঙ্কর নহি? পক্ষীন্দ্র! আমি বলিতেছি, আজ হইতে যদি তুমি আমার হ্রদে আগমন কর, তবে নিশ্চয় আমার শাপে তুমি ভস্মীভূত হইবে। খগেশ্বর মুনীন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত-কলেবরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্মরণপূর্ব্বক মুনিকে প্রণাম করিয়া গমন করিল। হে বিপ্রেন্দ্র! সেই অবধি গরুড়ের হ্রদের নাম শ্রবণমাত্রে নিশ্চয় নিরন্তর কম্প হইয়া থাকে। আমি ধর্ম্মমুখে যে ইতিহাস শুনিয়াছিলাম, তাহা বলিলাম। এক্ষণে শ্রবণ-সুখকর মঙ্গল-জনক প্রকৃত রহস্য শ্রবণ কর। সেই গোপবালকগণ-হরি বহুক্ষণ জল হইতে উঠিলেন না দেখিয়া মোহ-বশতঃ যমুনাতটে বিষাদপূর্ণহৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল। কোন কোন বালক শোকাকুল হইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। কেহ কেহ হরিকে না দেখিয়া ভূমিতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল। কেহ বা হরিবিরহে হ্রদ-প্রবেশে উদ্যত হইলে, কোন কোন

গোপ-বালক তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বিলাপপূর্ব্বক প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলে, অপরাপর বালক তাহা জানিয়া যত্নসহকারে তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। কেহ কেহ হাহাকার ও কেহ কেহ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; আর কেহ বা বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নন্দনিকটে উপস্থিত হইল। ১২৯—১৪০। এবং কোন কোন বালক পরস্পর সম্মিলিত এবং শোকে মোহে ও ভয়ে ক্লিষ্ট হইয়া আমাদের হরি কোথায়? আমরা কি করিব ?' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আর কেহ কেহ, 'হে নন্দসূনো! হে কৃষ্ণ! হে প্রাণাধিক প্রিয়! হে বন্ধো! আমাদের প্রাণ যায়, একবার দর্শন দাও," এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। এমন সময়ে কোন কোন বালক অতিশয় চঞ্চল হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে রোদন করিতে করিতে শীঘ্র নন্দসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক যশোদা, বলদেব ও তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। গোপ-গোপিকাসকলে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্রে শোকাকুলচিত্তে আরক্তনয়ন হইয়া সত্বর প্রধাবিত হইল, এবং রোদনপর বালকগণে পরিপূর্ণ কালিন্দীতীরে গমনপূর্ব্বক সকলেই রোদন করিতে করিতে শোকে মূর্চ্ছিত হইল। সেই সমস্ত গোপ-গোপিকাগণ তখন শোকবশতঃ নিজ নিজ অঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল; এবং কেহ বা কাহাকে হ্রদে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নিবারণ করিল। কেহ কেহ নিরন্তর বিলাপ করিতে লাগিল ও কেহ কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। তখন রাধিকাকে হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই নিবারণ করিলে, রাধিকা যমুনাতটে শোকবশতঃ মৃতার ন্যায় মূর্চ্ছিতা রহিলেন। গোপরাজ নন্দ, অতিশয় বিলাপপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া সংজ্ঞালাভান্তে পুনর্ব্বার রোদনপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বলদেব, অতি বিলাপকারী নন্দ, শোকমূর্চ্ছিতা যশোদা রোরুদ্যমান বালকগণ ও বালিকাগণকে শোকাকুল দেখিয়া সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ১৪১—১৫০। বলদেব বলিলেন, হে গোপ-গোপিকাগণ! হে বালকসকল! সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর; হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নন্দ! আপনি গর্গবাক্য স্মরণ করুন। যিনি, অনন্তরূপে সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছেন এবং শঙ্কররূপে সকলের সংহার কর্ত্তা ও যিনি স্বয়ং জগৎসমূহের বিধানকারী; সেই পরমেশ্বরের আবার বিপদ্ কি? যাঁহার লোমবিবরসমূহে ব্রহ্মাণ্ডনিকর বিরাজমান, সেই মহাবিষ্ণুর নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের ভয়, কিরূপে সম্ভব? যিনি কালান্তকেরও অন্তক, মৃত্যুর মৃত্যু এবং বিধাতার বিধাতা; সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ভূমণ্ডলে কে পরাজয় করিতে পারে? যিনি পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূলতর, বিদ্যমান হইয়াও অদৃশ্য এবং যিনি যোগিগণের হৃদয়ে অবস্থিত; তাঁহার আবার পরাজয় কি? যেমত দিক্‌সকলকে একত্র করা যায় না, যেরূপ আকাশকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ রাধেশ্বর কাহারও বাধ্য নহেন, বেদসমূহে এই কথা স্পষ্টরূপে কীর্ত্তিত আছে। আধ্যাত্মিকগণ বলিয়াছেন, আত্মা অদৃশ্য, তিনি অস্ত্রের লক্ষ্য নহেন এবং কাহারও বধ্য, নাশ্য, দাহ্য বা হিংস্য নহেন। ভক্তগণের ধ্যাননিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের শরীর; নতুবা জ্যোতিঃস্বরূপ সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের আদি, অন্ত বা মধ্য কিছুই নাই। এ অতি বিচিত্র বিষয় যে, ব্রহ্মাণ্ড জলপ্লুত হইলে, যে জলশায়ী জনার্দ্দনের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের সামান্য হ্রদে আবার বিপদ্? হে পিতঃ! অধিক কি, যদি মশকও অখিল ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে পারে, তথাপি কখনই মদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সর্প গ্রাস করিতে সক্ষম হইবে না। এই আমি আপনাদিগের নিকট যোগিগণেরও অজ্ঞাত সংশয়চ্ছেদের কারণ সকলের সার উত্তম আধ্যাত্মিক বিষয় সকল কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর নন্দ ও ব্রজবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলে বলদেবের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক গর্গ-বাক্য স্মরণ করিয়া শোক ত্যাগ করিল। ১৫১—১৬২। তখন যশোদা ও রাধিকা ভিন্ন সকলেই প্রবোধিত হইলেন; ফলতঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদসময়ে প্রবোধবাক্যে মন স্থির করা সহজ নহে। হে মুনে! এমত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ জল হইতে উত্থিত হইতেছেন দেখিয়া ব্রজবাসী স্ত্রী পুরুষগণ, প্রসন্নচিত্ত হইল। তখন তাঁহার শারদীয় পূর্ণচন্দ্রসমমুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাওয়ায় মনোহর শোভা হইয়াছিল, কি আশ্চর্য্য! তাঁহার বস্ত্র অঙ্গন ও চন্দনানুলেপাদি কিছুই জলসিক্ত হয় নাই। সেই অচ্যুত, পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বাভরণসংযুক্ত, ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত ও ময়ূরপুচ্ছের চূড়াধারী এবং বংশীবাদনতৎপর। যশোদা, বালক কৃষ্ণকে দেখিবামাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক প্রসন্নয়না হইয়া তাঁহার বদন-কমল চুম্বন করিলেন। অনন্তর নন্দ, বলদেব ও রোহিণী পরমানন্দে ক্রোড়ে লইলে, সকলেই অনিমিষনয়নে শ্রীহরির মুখ দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন বালকগণ সকলে প্রেমান্ধ হইয়া হরিকে আলিঙ্গন করিল এবং গোপিকাগণের, নেত্র-চকোর তাঁহার মুখচন্দ্রের সুধা পান করিতে

লাগিল। এমত সময়ে কাননমধ্যে সহসা দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাদিগের সকলের সহিত সমস্ত গোকুলকে বেষ্টন করিল। তখন সকলেই কাননের চারিদিকে শৈল-প্রমাণ অগ্নিদর্শনে, সঙ্কটে ভয় প্রাপ্ত হইয়া বিপদাশঙ্কা করিতে লাগিল। সেই সময় ব্রজবাসী গোপ-গোপিকা ও বালক-গণ সকলে ভীত হইয়া ভক্তি-নম্রান্ত-কন্ধরে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। ১৬৩—১৭২। সকলে বলিল, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে যেরূপ সকল আপদ্ হইতে আমাদের কুল রক্ষা করিয়াছেন, হে মধুসূদন! পুনর্ব্বার সেইরূপ দাবাগ্নি হইতে রক্ষা করুন। তুমিই আমাদিগের ইষ্টদেবতা ও তুমিই আমাদিগের কুল-দেবতা। বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, কুবের পবন, ঈশান, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্ত ও ধর্ম্মাদি দেবতা আর মুনীন্দ্র, মনু, মানব, দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ এবং অন্যান্য চরাচর সমস্তই আপনার বিভূতি। হে জগৎপতে! আপনিই ত্রিজগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা। আপনার ইচ্ছাতেই জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। হে গোবিন্দ! আমাদিগকে অভয় দানপূর্ব্বক বহ্নি সম্বরণ করুন। আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহারা সকলে এইরূপ কহিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ধ্যানপূর্ব্বক অবস্থান করিলে, তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের অমৃত-দৃষ্টিতে দাবাগ্নি দূরীভূত হইলে, গোলোকবাসিগণ প্রাণসঙ্কট বিপত্তি হইতে নিস্তার পাইল। এইরূপ সকলেই এই স্তোত্রপাঠ করিলে, সমুদয় বিপত্তি হইতে মুক্তি লাভ করে; ইহাতে সংশয় নাই; এবং তাঁহার শত্রু-সৈন্য ক্ষয় হইয়া থাকে; তিনিও সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া নিশ্চয় ইহলোকে হরিভক্তি ও অন্তে হরিদাস্য লাভ করেন। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! শ্রীহরি সকলকে দাবাগ্নি হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের সহিত কুবেরভবনোপম নিজগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর গোপরাজ নন্দ, ব্রাহ্মণগণকে পরিপূর্ণতম ধন-দানপূর্ব্বক জ্ঞাতিবর্গ ও বান্ধবগণকে ভোজন করাইলেন এবং আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণদ্বারা নানাবিধ মঙ্গলকার্য্য হরিনামানুকীর্ত্তন ও বেদ পাঠ করাইলেন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরনারবিন্দ-ধ্যাননিষ্ঠ বৃন্দারণ্যবাসী সকলেই আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। এই আমি তোমার নিকট মঙ্গলজনক সমুদয় হরিচরিত কীর্ত্তন করিলাম, উহা কলিকলুষরূপ কাষ্ঠরাশির দাহন-বিষয়ে দহনতুল্য। ১৭৩—১৮৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ ঋষি বলিলেন, একদা মাধব, বালকগণ ও বলদেবের সহিত ভোজন-পানান্তে অনুলিপ্ত হইয়া বৃন্দারণ্যে গমন করিলেন। তথায় ভগবান্ পরম কৌতুকে তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; যখন ক্রীড়ায় নিমগ্নচিত্ত হইলেন, তখন গোসমূহ দূরে গমন্ করিল; এমত সময় জগৎপতি বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিবার জন্য বৎসের সহিত গোগণ ও বালকগণকে হরণ করিলেন। অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকারক যোগীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার অভি-প্রায় বুঝিতে পারিয়া পুনরায় যোগমায়াবলে সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রীড়া-কৌতুকচিত্ত শ্রীহরি, গোচারণপূর্ব্বক বলদেব ও বালকগণের সহিত গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক বৎসর প্রত্যহ গোগণ, বলদেব ও বালকগণের সহিত গমনাগমন করিলে ব্রহ্মা তাঁহার প্রভাব বিদিত হইয়া লজ্জাবনত-কন্ধরে ভাণ্ডীরবটমূলে হরিসমীপে আগমন-পূর্ব্বক নক্ষত্রগণবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোপালগণ বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিলেন। ১—৮। দেখি-লেন, সেই রত্ন-সিংহাসনাসীন ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে ঈষৎ হাস্য করিতেছেন; তাঁহার পরিধান পীতবসন; তিনি রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর, বলয় ও মঞ্জীরে রঞ্জিত; তাঁহার সুন্দর কপোলস্থল রত্ন কুণ্ডল-যুগলে উজ্জ্বল হইয়াছে; সেই মনোহর মূর্ত্তি কোটি কন্দর্পের লাবণ্যলীলার আশ্রয়; তাঁহার সমুদয় শরীর চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত; তিনি পারিজাতপুষ্পের মালাজালে বিরাজিত; মালতী-কুসুমের মাল্যযুক্ত ও মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ধারণ করিয়াছেন; অধিক কি, ভূষণসমূহই তাঁহার সৌন্দর্য্য-দীপ্তিতে ভূষিত হইতেছে; সেই নবীন-যৌবন শ্রীকৃষ্ণ নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামাঙ্গ; তাঁহার মুখমণ্ডল শরৎ-কালীন পূর্ণচন্দ্রের প্রভাকে হরণ করিয়াছে; তাঁহার অধরোষ্ঠ পক্কবিম্বফলতুল্য এবং নাসিকা খগেন্দ্রের চঞ্চুসদৃশ; তাঁহার নয়নদ্বয়, শরৎকালের মধ্যাহ্নপদ্মের প্রভাপহারী এবং মনোহর দন্তপঙক্তি, মুক্তাশ্রেণীকেও নিন্দা করিয়া থাকে; তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তভ-মণীন্দ্রে অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে; সেই পরিপূর্ণতম পরব্রহ্ম রাধিকাকান্তের মূর্ত্তি অতিশয় শান্ত। ৯—১৬। ব্রহ্মা এবম্ভূত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার দর্শন করিয় বিস্মিতান্তঃকরণে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। তিনি হৃৎপদ্মে যেরূপ দর্শন করিয়াছেন, বাহিরেও

সেইরূপ দেখিলেন। সম্মুখেও যে মূর্ত্তির দর্শন পাইলেন, পশ্চাৎ ও চতুর্দ্দিকেই সেই মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে মুনে! তখন জগতের বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা, সেই বৃন্দারণ্য সমুদয় কৃষ্ণময় দেখিয়া বারংবার সেইরূপ ধ্যান করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা, গো, গোবৎস, গোপবালক, লতা, গুল্ম ও বীরুধ প্রভৃতি বৃন্দাবনস্থ যাবতীয় বস্তুকেই শ্যামরূপ দেখিতে লাগিলেন। হে মুনে! ব্রহ্মা এইরূপ পরমাশ্চর্য্য দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক ত্রিজগতে কৃষ্ণবিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন ব্রহ্মা, হরির মায়াবলে বৃক্ষই বা কোথায়, শৈলই বা কোথায়, মহী ও সাগরই বা কোথায় এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, মুনীন্দ্র, মানব, আত্মা, জগদ্বীজ, স্বর্গ ও গোলকই বা কোথায়, কেবল সমস্তই হরিরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে জগতের নাথ কৃষ্ণই বা কে? আর তাঁহার মায়া বা বিভূতিই বা কি? তাহার কিছুই স্থির হইল না। তিনি সমস্তই কৃষ্ণময় দর্শন করিয়া একেবারে বাক্‌শূন্য হইলেন। তখন জগতের ধাতা ব্রহ্মা, কাহাকেই বা স্তব করিব ও আমার কর্ত্তব্যই বা কি, মনে মনে তাহার কিছুই স্থির না করিতে পারায়, সেই স্থানেই জপ করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর, সুখকর যোগাসন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইল এবং দীনের ন্যায় তিনি সাশ্রুনেত্র হইলেন। ১৭—২৬। পরে যোগবলে যত্নপূর্ব্বক ঈড়া, সুষুম্না, মেধ্যা, পিঙ্গলা, নলিনী ও ধুধা এই ছয় নাড়ী এবং মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য ষট্‌চক্রকে নিরুদ্ধ করিলেন। অনন্তর বিধাতা, ক্রমে বায়ুকে সেই ষট্‌চক্র লঙ্ঘন করাইয়া, ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন করত নিরোধপূর্ব্বক সেই মেধ্যা নাড়ীকে হৃৎপদ্মে আনয়ন করিলেন এবং সেই বায়ুকে ভ্রমণ করাইয়া মেধ্যার সহিত সংযুক্ত করিলেন। এইরূপ যোগ করিয়া পূর্ব্বে হরি যে আপনার একাদশাক্ষর পরম সিদ্ধ মন্ত্র দান করিয়াছিলেন, তাহাই জপ করিতে লাগিলেন। হে মুনে! তিনি মুহূর্ত্তকাল জপ করিয়া বারংবার তাঁহার চরণাম্বুজ ধ্যানপূর্ব্বক হৃৎপদ্মে সমুদায় তেজোময় দর্শন করিলেন। পরে সেই তেজের মধ্যে অতিশয় সুমনোহর রূপ নয়নপথে পতিত হইল; তিনি দ্বিভুজ মুরলীহস্ত ও পীতবস্ত্রে ভূষিত; সেই ভক্তানুগ্রহকারকের শ্রুতিমূলে উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডল বিন্যস্ত আছে এবং প্রসন্ন মুখমণ্ডল ঈষৎহাস্যযুক্ত; তাঁহার শরীর নবীনজলদতুল্য সুন্দর শ্যামবর্ণ। তিনি সকল প্রাণীতেই অবস্থিত অথচ নির্লিপ্ত ও সাক্ষিস্বরূপ; তিনি আত্মারাম, পূর্ণকাম, জগদ্ব্যাপী ও জগৎপর; সেই সনাতন সর্ব্বস্বরূপ, সকলের কারণ, সকলের আধার, সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত; তিনি সকলের আরাধ্য, সকলের গুরু ও সকলের মঙ্গলের নিদান; তিনিই সর্ব্বমন্ত্রস্বরূপ ও সর্ব্বসম্পত্তিকারী। হে মুনে! অনন্তর ব্রহ্মা, ব্রহ্মরন্ধ্রে ও হৃদয়ে যে রূপ দেখিলেন, বাহিরেও সেই পরমাশ্চর্য্য রূপ সন্দর্শন করিয়া পূর্ব্বে একার্ণবকালে হরি যে স্তোত্র দান করিয়াছিলেন, তাহাদ্বারাই ভক্তিনম্রকন্ধরে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। যিনি সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকারণকারণ ও সকলের অনির্ব্বচনীয়; সেই শিশুরূপী হরিকে প্রণাম করি। ২৭—৩৯। যিনি শক্তির ঈশ্বর, শক্তির বীজ ও শক্তিরূপধারী এবং যিনি শক্তিযুক্ত হইয়াও অযুক্ত, সেই ইচ্ছাময় পরম বিভুকে স্তব করি। যিনি ঘোরসংসাররূপ সাগরে শক্তিরূপ নৌকাসমন্বিত কৃপাময় কর্ণধারস্বরূপ; সেই ভক্তবৎসলকে প্রণাম করি। যিনি আত্মস্বরূপ, একান্ত লিপ্ত অথচ নির্লিপ্ত এবং সগুণ অথচ নির্গুণ; সেই স্বেচ্ছারূপী ব্রহ্মকে স্তব করি। যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অধিদেবতা, সকল ইন্দ্রিয়ের আলয় ও সর্ব্বেন্দ্রিয়স্বরূপ; সেই বিরাট্‌রূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার। যিনি বেদ ও বেদের জনক এবং বেদবেদাঙ্গরূপী; সেই সর্ব্বমন্ত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। যিনি যাবতীয় সারবস্তু হইতে সার এবং অপূর্ব্ব ও অনিরূপিত, যিনি স্বতন্ত্র হইয়াও অস্বতন্ত্র; সেই যশোদানন্দনকে ভজনা করি। যিনি সর্ব্বশরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও সকলের অদৃশ্য ও অতর্কণীয় এবং যাঁহাকে ধ্যানযোগেও দর্শন করা যায় না; সেই যোগীন্দ্রগণের গুরুকে ভজনা করি। যিনি রাসোল্লাসে সমুৎসুক হইয়া রাসমণ্ডলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক গোপীগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকেন, সেই রাধেশ্বরকে নমস্কার করি। যিনি নিরন্তর সাধুসন্নিধানে অবস্থিত ও অসাধুগণের পক্ষে অবিদ্যমান; যিনি যোগিগণের ঈশ্বর ও যোগস্বরূপ; সেই শিবসেবিত ঈশ্বরকে নমস্কার। যিনি মন্ত্রবীজ ও মন্ত্ররাজস্বরূপ; যিনি মন্ত্র ও মন্ত্রের ফল প্রদান করেন; আর যিনি মন্ত্রফল ও মন্ত্রসিদ্ধিস্বরূপ; সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। যিনি সুখ ও দুঃখস্বরূপ; যিনি সুখদ ও দুঃখদ; যিনি পুণ্য ও পুণ্যপ্রদ এবং যিনি শুভদ ও শুভবীজ; সেই জগদীশ্বরকে আমি প্রণাম করি।

৪০—৫১। ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিয়া গো, গো-বৎস ও বালকগণকে অর্পণপূর্ব্বক দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম ও রোদন করিতে লাগিলেন হে মুনে! তখন জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা, নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক ভাণ্ডীরবট-মূলস্থ রত্নসিংহাসনাসীন সর্ব্বগোপালবেষ্টিত কেবলমাত্র মনোহর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম-পুরঃসর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-কৃত এই স্তোত্র নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে গোলোকে গমন করেন এবং অনুপম দাস্য ও ঈশ্বর-সন্নিধানে স্থান লাভপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য লাভ করিয়া পার্ষদপ্রবর হন। নারায়ণ বলিলেন, জগৎকারণ ব্রহ্মা, ব্রহ্মলোকে গমন করিলে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও বালকগণের সহিত স্বালয়ে গমন করিলেন; এবং সেই সকল গো, গো-বৎস ও বালকগণ একবর্ষান্তে গৃহে গমন করিয়াও কৃষ্ণমায়ায় দিনান্তরমাত্র বলিয়া বোধ করিল। গোপ-গোপিকাগণও ঐ বিষয় কিঞ্চিন্মাত্রও বিতর্ক করিতে সক্ষম হইল না। কারণ যোগিগণের কৃত সমুদয় পদার্থই নূতন বা পুরাতন বলিয়া নিশ্চয় করা অসাধ্য। হে বিপ্র! এই ত তোমার নিকটে সুখ-মোক্ষ-পুণ্যপ্রদ সর্ব্বকাল-সুখাবহ শুভ শ্রীকৃষ্ণচরিত কীর্ত্তন করিলাম। ৫২—৬০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! একদা ব্রজপুরে গোপরাজ নন্দ, সানন্দে ইন্দ্রযাগ-করণে উদ্যত হইয়া দুন্দুভি বাদন করাইলেন এবং বলিলেন, এতন্নগরস্থ যাবতীয় গোপ-গোপিকা, বালক-বালিকা এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—যে যে আছেন, সকলেই দধি, ক্ষীর, ঘৃত, তক্র, গুড়, ও মধু এই সমস্ত বস্তু সংগ্রহ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ইন্দ্রের পূজা করুন। পরে এইরূপ ঘোষণা করাইয়াই স্বয়ং সুবিস্তৃত রমণীয় প্রদেশে সানন্দে ইন্দ্রধ্বজ সমারোপণ করাইলেন। অনন্তর সেই যষ্টি, ক্ষৌমবস্ত্রাবৃত, মনোহর মালাজালে জড়িত এবং চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত করাইলেন। পরে স্নানান্তে ধৌত বস্ত্রযুগ্ম পরিধান ও পাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক ভক্তিযোগে আহ্নিক কার্য্য সমাধা করিয়া স্বর্ণপীঠে উপবিষ্ট হইলেন। তথায় নানাপ্রকার যজ্ঞীয় পাত্র আনীত হইল; পুরোহিত ব্রাহ্মণ, গোপ-গোপিকা ও বালক-বালিকাগণ সেই স্থানে উপবেশন করিল। সেই সময়ে নগরবাসিগণ, নানাপ্রকার উপঢৌকন লইয়া সম্ভৃত সম্ভারে ঐ স্থানে আগমন করিল। পরে ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বেদবেদাঙ্গ-পারগ শান্তপ্রকৃতি গর্গ, গালব, শাকল, শাকটায়ন, গৌতম, কণ্ব, কর্ণ, বাৎস্য, কাত্যায়ন, সৌভরি, বামদেব, যাজ্ঞবল্ক্য, পাণিনি, ঋষ্যশৃঙ্গ, গৌরমুখ, ভরদ্বাজ, বামন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শৃঙ্গী, সুমন্ত, জৈমিনি, কট, পরাশর, মৈত্রেয় ও বৈশম্পায়ন এই সকল মুনিগণ শিষ্যগণের সহিত সেই স্থানে সমাগত হইলেন, এবং নানাপ্রকার ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক, বন্দী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তথায় আগমন করিল। ১—১৩। তখন গোপরাজ নন্দ, মুনীন্দ্র ব্রাহ্মণ ও ভূমিপগণকে সমাগত দেখিয়া, ব্রজবাসী সকলের সহিত স্বর্ণপীঠ হইতে উত্থিত হইয়া সেই মুনীন্দ্র, বিপ্র ও ভূপতিগণকে প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্তে আপনিও আনন্দে উপবেশন করিলেন; এবং তৎকালে পাকপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণসমূহকে সাদরে আনয়ন করাইয়া যষ্টি-নিকটে পাক করিতে আজ্ঞা করিলেন। আর সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে রত্নপ্রদীপ সকল প্রজ্বলিত করাইলেন। তখন সেই স্থান, ধূপশিখায় অন্ধীভূত ও সুরভীকৃত হইল! হে মুনে! নারদ! নানাবিধ পুষ্প, বিবিধ মাল্য, বহুবিধ অপূর্ব্ব সুমনোহর নৈবেদ্য, তিললড্ডুক ও স্বস্তিক-পূর্ণ দ্বিসহস্র ভল্লক, সহস্র শর্করাপূর্ণ কলস, ব্রাহ্মণকৃত ঘৃতপক্ব সুমধুর উৎকৃষ্ট যব-গোধূমচূর্ণ, লড্ডুকে পরিপূর্ণ কলসসমূহ, অসংখ্য বৃক্ষপক্ব রমণীয় রম্ভাফল ও সাময়িক স্বদেশোৎপন্ন অন্যান্য ফলসমূহ, লক্ষ ক্ষীরকুম্ভ, লক্ষ দধিকুম্ভ, শত মধুকুম্ভ, সহস্র ঘৃতকুম্ভ, নবনীতপূর্ণ শত কলস, ত্রিলক্ষ তক্রপূর্ণ কলস, পঞ্চলক্ষ গুড়পূর্ণ ঘট, সহস্র বিষ্ণু-তৈলপূর্ণ কলস এবং বহুবিধ ভোগার্হ দ্রব্য, বাহক বৃষেন্দ্রসমূহ ও নানাবিধ মনোহর মধুর বাদ্যযন্ত্র সেই স্থানে আনীত হইল। তখন বাদকগণ সেই উৎসবস্থানে স্বরযন্ত্র সকল বাদিত করিতে লাগিল। হে ব্রহ্মন্! সেই যষ্টি-সন্নিধানে সুবর্ণরজতময় নানাপ্রকার পাত্র ও উত্তম বস্ত্র, মনোহর ভূষণ এবং স্বর্ণপীঠসমূহও সমাহৃত হইল। ১৪—২৭। অনন্তর, বলি-নিমিত্ত সহস্র ছাগ, শত মহিষ, লক্ষ মেষ, বলিযোগ্য ষোড়শ নর ও শত গণ্ডক সেই যষ্টি-সন্নিধানে আনীত হইলে প্রোক্ষণান্তে রক্ষকগণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময়ে তত্রস্থ বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীগণের এবং আরোপিত বৃক্ষ-লতাদির কেহই সংখ্যা করিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই মহোৎসবে সকলেই গায়কগণের

সঙ্গীতশ্রবণে ও নর্ত্তকগণের নৃত্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্! সেই উৎসবস্থানে রম্ভা, উর্ব্বশী, মেনকা, ঘৃতাচী, মোহিনী রতি, প্রভাবতী, বিপ্রচিত্তী, ভানুমতী, তিলোত্তমা, চন্দ্রপ্রভা, সুপ্রভা, রত্নমালা, মদালসা, রেণুকা প্রভৃতি সকলেই আগমন করিয়াছিল। মানবগণ, তাহাদের নৃত্য-গীতে এবং স্তন, মুখ ও শ্রোণি দর্শনে আর রূপ ও বক্র দৃষ্টিতে সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। এমত সময় বলশালী বলদেব ও গোপবালকগণের সহিত স্বয়ং হরি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন সকলেই তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া হর্ষ-বিহ্বলচিত্তে পুলকাঙ্কিত গাত্রে ও সভয়-সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। সেই, বিনোদ মুরলী বেণু ও শঙ্খবাদনকারী, ক্রীড়াস্থান হইতে সমাগত শান্ত সুন্দরবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, উত্তম রত্নভূষণসমূহ ও কৌস্তুভ মণিতে ভূষিত। তাঁহার শ্যাম কলেবর চন্দন ও অগুরুপঙ্কে চর্চ্চিত। তিনি, রত্নদর্পণে শারদীয় মধ্যাহ্নপদ্মের ন্যায় মনোহর মুখমণ্ডল দর্শন করিতেছিলেন এবং আকাশে নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত শশাঙ্কের ন্যায় তাঁহার ভালমধ্যে কস্তুরীবিন্দুর সহিত মনোহর চন্দ্রকরূপ চন্দ্র বিরাজ করিতেছিলেন। ২৮—৩৯। শারদীয় সুনির্ম্মল আকাশমণ্ডল যেরূপ বকপঙ্ক্তিতে শোভা পায়, সেইরূপ তাঁহার শ্যামলকণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল মালতীমালায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। নূতন জলধর যেরূপ বিদ্যুল্লতায় শোভা পায়, তাঁহার শ্যাম কলেবর মনোহর পীতবস্ত্রে সেইরূপ শোভিত। তিনি কুন্দকুসুম ও গুঞ্জাফলনিবদ্ধ বঙ্কিম চূড়া ধারণ করিয়া ইন্দ্রধনু ও নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। শারদীয় প্রফুল্ল পদ্ম যেরূপ সূর্য্যকিরণে শোভা পায়, সেইরূপ তাঁহার সস্মিত মুখমণ্ডল রত্নকুণ্ডলের দীপ্তিতে সুশোভিত। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং মুনিগণ ও গোপগণ সকলে সেই ভগবানুকে প্রণামপূর্ব্বক সানন্দে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। সেই জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্ণপীঠে উপবিষ্ট হইয়া আকাশমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডিত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণাদি সকলে সেই স্বেচ্ছাময় গুণাতীত জ্যোতীরূপ সনাতন জগদীশ্বরকে স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর নীতিশাস্ত্রে বিশারদ হরি, মহোৎসব দর্শন করিয়া পিতাকে পণ্ডিতগণেরও দুর্লভ নীতিবাক্য বলিতে লাগিলেন, ভো ভো গোপরাজ! এ স্থানে কি কার্য্য করিতেছেন? সুব্রত! কাহার পূজা হইবে? পূজাই বা কিরূপ? পূজায় কি ফল হইবে? সেই ফলে কি সাধন হইবে? এবং সেই সাধনেই বা কি সাধিত হইবে? হে পিতঃ! এই পূজার প্রতিবন্ধকতা জন্য আরাধ্যদেব রুষ্ট হইলে কি হইবে? এবং তুষ্ট হইয়াই বা ইহকালে ও পরকালে কি ফল দান করিবেন? ফলতঃ হে পিতঃ! কোন পূজায় ইহকালে ফললাভ হয়, পরকালে হয় না; কোন পূজায় পরকালে ফললাভ হয়, ইহকালে হয় না, এবং কোন পূজায় উভয়কালেই ফললাভ হয় ও কোন পূজায় উভয়কালেই ফললাভ হয় না; কিন্তু যে পূজা বেদবিহিত নহে তাহা সকল অনিষ্টের আধার। আর এই পূজা আপনার পুরুষানুক্রমে হইতেছে, না নূতন আরব্ধ হইল? যে দেবতার উদ্দেশে পূজা হইতেছে, সেই দেবকে আপনি কখন কি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? আর আপনার সেই দেবতা সাক্ষাৎরূপে কি নৈবেদ্য ভোজন করিয়া থাকেন? বা তাহা করেন না?—যদি তাহা না করেন, তবে যে দেবতা সাক্ষাৎ ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহার অর্চ্চনা করাই সুপ্রশস্ত। ৪০—৫৩। হে তাত! পৃথিবীতে ব্রাহ্মণগণই দেবতা এবং সকলের পূজা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের পূজাই প্রশস্ত; ইহা বেদে নিরূপিত হইয়াছে। বিপ্ররূপী জনার্দ্দন সাক্ষাৎ নৈবেদ্য ভোজন করিয়া থাকেন, এবং ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইলেই সকল দেবতা সন্তুষ্ট হন। যিনি দ্বিজগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহার অন্য দেবতার পূজায় প্রয়োজন কি? ফলতঃ ব্রাহ্মণগণ পূজিত হইলে সমস্ত দেবতাই পূজিত হইয়া থাকেন। দেখুন, দেবতা-উদ্দেশে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া যদি তাহা ব্রাহ্মণকে দান না করা যায়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য ভস্মীভূত ও পূজাও নিস্ফল হয়। দেবনৈবেদ্য ব্রাহ্মণে অর্পিত হইলে নিশ্চয় অনন্ত ফল হয় এবং সেই দেবতা তুষ্ট হইয়া বর প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করেন। যদি কেহ দেবতাকে নৈবেদ্য দান করিয়া তাহা স্বয়ং ভোজন করে, তাহা হইলে সেই মূঢ় দেবস্বভোজনজন্য দত্তাপহারী হইয়া নরকগামী হয়। এজন্য হরি ব্যতীত অন্য দেবতাকে নৈবেদ্য দান করিয়া তাহা ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে; কেবল সকল দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর নৈবেদ্যই ভোজন করা প্রশস্ত; ৫৪—৬০। সকলের পক্ষেই বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠার তুল্য ও জল মূত্রসম; কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা বিশেষ দোষাবহ। আর হে পিতঃ! দেখুন, যদি কোন সুবুদ্ধি ব্যক্তি কোন বস্তু দেবতাকে না দান করিয়াও ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাহা হইলে দেবগণ, সেই

বস্তু ব্রাহ্মণের মুখদ্বারা ভোজন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে স্বর্গবাস প্রদান করিয়া থাকেন। সেইহেতু আপনি, সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রাহ্মণগণেরই অর্চ্চনা করুন, তাঁহারা ইহকালের ও পরকালের ফলদানকারী। পিতঃ! ব্রাহ্মণের তুষ্টিসাধন ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করাই, জপ, তপস্যা, পূজা, যজ্ঞ, দান ও মহোৎসবাদি সমুদয় কার্য্যের সার কার্য্য। দেখুন, ব্রাহ্মণের শরীরে সমস্ত দেবতা এবং পাদে ও ধূলিতে পুণ্যজনক সমুদয় তীর্থ বিদ্যমান, এবং ব্রাহ্মণের পাদোদকে তীর্থজল অবস্থিত; সেই বিপ্রপাদোদক স্পর্শ করিলে সমস্ত তীর্থে স্নানজন্য ফল লাভ হইয়া থাকে। হে গোপরাজ! ভক্তিভাবে বিপ্রপাদোদক পান করিলে সমুদয় রোগ বিনষ্ট হয় এবং সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতেও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে; ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। যে দ্বিজ, পঞ্চবিধ পাপ করিয়াও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন, তিনি সর্ব্বতীর্থে স্নাত হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। বেদে কথিত আছে যে, পাতকী ব্যক্তি, ব্রাহ্মণের স্পর্শমাত্রে মুক্ত হইয়া থাকে এবং দর্শন মাত্রে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। জ্ঞানীই হউন বা অজ্ঞানীই হউন, ব্রাহ্মণমাত্রেই বিষ্ণুরূপী; যে সকল ব্রাহ্মণ হরিসেবক, তাঁহারা বিষ্ণুর প্রাণাধিক প্রিয়। বেদে হরিভক্ত দ্বিজগণের প্রভাব দুর্লভ বলিয়া কথিত আছে, তাঁহাদের পাদরজঃস্পর্শে বসুন্ধরাও তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হন। ৬১—৭১। হরিভক্ত ব্রাহ্মণের পাদচিহ্ন তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তিত; তাঁহাদের স্পর্শমাত্রে তীর্থপাপও বিনষ্ট হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সহিত আলাপ, তাঁহাদের আলিঙ্গন, উচ্ছিষ্টভোজন, দর্শন ও স্পর্শনে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। অধিক কি, সমুদয় তীর্থভ্রমণ ও সমুদয় তীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, এক হরিভক্ত বিপ্রের দর্শনমাত্রে তাহাই হইয়া থাকে। যে সকল বিপ্র প্রত্যহ হরিকে অন্ন দান করিয়া সেই অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে মানব হরিদাস্য লাভ করিয়া থাকেন। ভ্রান্তি বশতঃ হরিকে দান না করিয়া ভোজন করিলে, ভোজ্য বস্তু বিষ্ঠাতুল্য ও জল মূত্রতুল্য হয়। বস্তু, ভক্তের হস্তগত হইলে তাহা বিষ্ণুর বলিয়া গণ্য, সুতরাং তাহা হরি-উদ্দেশে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিলে দেবস্বভোজক হইতে হয়। হরিভক্ত শূদ্র, যদি নৈবেদ্য ভোজনে উৎসুক হয়, তবে হরিকে আমান্ন নিবেদনপূর্ব্বক তাহা পাক করিয়া ভোজন, করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়েরই শালগ্রাম-শিলার্চ্চনে অধিকার আছে, কেবল শূদ্রের তাহাতে অধিকার নাই। হে গোপেন্দ্র! আপনি যদি এই সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণগণকে দান না করেন তবে সমুদয়ই ভস্মীভূত হইবে সংশয় নাই। পুণ্যার্থ সমস্ত জীবকেই অন্ন দান করিতে পারা যায়, কিন্তু বিশিষ্ট জীবকে দান করিলে বিশিষ্ট ফল হয়। অন্য জীব অপেক্ষা মনুষ্যকে দান করিলে, অষ্টগুণ ফল হয় এবং তদপেক্ষা বিশিষ্ট শূদ্রে প্রদত্ত হইলে তাহার দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে। ৭২—৮২। বৈশ্যজাতিকে দান করিলে তাহা হইতেও অষ্টগুণ, ক্ষত্রিয়গণকে প্রদান করিলে বৈশ্যদানাপেক্ষা দ্বিগুণ ফল লাভ হয়; আর ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলে শতগুণ ফল হইয়া থাকে এবং সামান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিলে শতগুণ ও ভক্ত ব্রাহ্মণকে দান করিলে শাস্ত্রজ্ঞ অপেক্ষাও শতগুণ ফলপ্রাপ্তি হয়; ইহার সংশয় নাই; কারণ ভক্ত, হরিকে তাহা সাদরে ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিয়া ভোজন করেন। বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে দান করিলে, দাতার যে ফল হয়, ভক্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ভক্ত তুষ্ট হইলেই হরি সন্তুষ্ট হন এবং হরি সন্তুষ্ট হইলে, সমস্ত দেবতা তুষ্টি লাভ করেন; যেমন বৃক্ষের মূলের সেক করিলেই শাখাসমূহ সিক্ত হইয়া থাকে। আর বিবেচনা করুন, যদি এই সমস্ত দ্রব্য একমাত্র দেবতাকে অর্পণ করেন তাহা হইলে অন্যান্য দেবতাগণ অসন্তুষ্ট হইবেন; সুতরাং সকল দেবতা অসন্তুষ্ট হইলে এক দেবতা কি করিতে পারিবেন? অথবা এই বস্তুসমূহ আপনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে দান করুন, ইনি নিত্য গো-গণকে বর্দ্ধিত করিতেছেন বলিয়াই গোবর্দ্ধন নামে প্রসিদ্ধ। হে তাত! এই ভূমণ্ডলে গোবর্দ্ধনের তুল্য পুণ্যবান্ কেহই নাই; কারণ উনি নিত্যই গো-গণকে নূতন নূতন তৃণ দান করিয়াথাকেন; দেখুন সমুদায় তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণভোজন, মহাদান, হরিসেবা, সমুদয় ব্রত ও উপবাস, সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, পৃথিবীপর্য্যটন ও নিরন্তর সত্যবাক্য প্রয়োগ; এই সমস্ত কার্য্যে যে পুণ্য, কেবল গো-সেবাতেই তাহা হইয়া থাকে। হে পিতঃ! গোগণের অঙ্গে সমস্ত দেবতা বিদ্যমান এবং তাহাদের পদে তীর্থ সকল ও গুহ্যদেশে স্বয়ং লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজমান। যে মানব গোপদ-চিহ্নিত মৃত্তিকাদ্বারা তিলক রচনা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তীর্থস্নাত হন এবং তাঁহার পদে পদে অভয় লাভ হয়। ৮৩—৯৪। অধিক কি, যে স্থানে গোগণ অবস্থান করেন, সেই স্থান তীর্থ

বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ; মনুষ্য সেই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিলে, নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। যে মানবাধম, ব্রাহ্মণ বা গোগণের অঙ্গে আঘাত করে, নিঃসংশয় তাহার ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হইয়া থাকে। যে সকল মনুষ্য, নারায়ণাংশ ব্রাহ্মণ ও গো হত্যা করে, তাহারা যতদিন চন্দ্রসূর্য্য, তাবৎকাল কালসূত্রে অবস্থান করিয়া থাকে। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে নন্দ পরম আনন্দিত হইয়া সস্মিত বদনে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! মহাত্মা মহেন্দ্রের এই পূজা আমাদিগের পুরুষানুগত, উহা সুবৃষ্টিকরণ। সেই সুবৃষ্টি হইতেই উত্তম সর্ব্বপ্রকার শস্য সাধিত হয়, শস্যই জীবগণের জীবন, শস্যদ্বারাই জীবগণ জীবিত রহিয়াছে। ব্রজবাসী সকলে পুরুষানুক্রমে নির্ব্বিঘ্ন এবং মঙ্গলের নিমিত্ত বৎসরান্তে মহেন্দ্রপূজারূপ মহোৎসব করিয়া থাকেন। তখন মাধব, পিতার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলদেবের সহিত উচ্চ হাস্য করিলেন এবং পুনরায় সানন্দে পিতাকে বলিতে লাগিলেন। ৯৫—১০১। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! পিতঃ! আপনার মুখে পরমাদ্ভুত বিচিত্র কথা শ্রবণ করিলাম, উহা লোকে ও শাস্ত্রে উপহাসাস্পদ এবং বেদগর্হিত। হে তাত! কুত্রাপি এরূপ নিরূপন নাই যে, ইন্দ্র হইতে বৃষ্টি হইয়া থাকে, আপনার মুখেই আজ এই অপূর্ব্ব নীতিবাক্য শুনিলাম। হে তাত! আপনি এরূপ অন্যায় বলিবেন না ; এক্ষণে পণ্ডিতগণের নীতিবাক্য শ্রবণ করুন ; সমস্ত পণ্ডিতগণই সামবেদোক্ত সেই নীতিবাক্য সর্ব্বতোভাবে বিদিত আছেন। আপনি এই সভামধ্যে পণ্ডিতগণকে সেই সামবেদোক্ত মন্ত্রের বিষয় প্রশ্ন করুন, পরে ইহাঁরা নির্ণয়পূর্ব্বক যথার্থ বলুন যে, ইন্দ্র হইতে বৃষ্টি হয় কি না? হে পিতঃ! সূর্য্য হইতে জল উৎপন্ন হয়, সেই জল হইতে শস্য-বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল ও শস্য এবং শস্য হইতে অন্নের উৎপত্তি ; সেই অন্ন ও ফলদ্বারাই জীবগণ জীবন ধারণে সক্ষম হয়। কালে সূর্য্যই জল গ্রাস করেন ও-কালেই সেই সূর্য্য হইতে তাহার উদ্ভব হয়, এবং সেই সূর্য্য ও মেঘাদি সমস্ত বিধাতাই নিরূপণ করিয়াছেন। তোয়যুক্ত জলধর, গজ, সাগর, বায়ু, শস্যাধিপ, বৎসরাধিপ, মন্ত্রী, জলাঢ়ক, এবং শস্য ও তৃণের বিধাতাই নিরূপক। তাহারাই নিয়মানুসারে এই সমস্ত, প্রতিকল্পে প্রতিযুগে ও প্রতিবর্ষে বিদ্যমান থাকে। হস্তী, নিজ শুণ্ডদ্বারা সমুদ্র হইতে অভিলষিত জল গ্রহণ করিয়া মেঘকে দান করে, মেঘ বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া সময়ে সময়ে পৃথিবীর স্থানে স্থানে সেই জল যথোচিত দান করে। এই সমস্ত ঘটনা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইয়া থাকে, উহাতে কিছুই প্রতিবন্ধক হয় না। হে তাত! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং মহৎ, ক্ষুদ্র ও মধ্যম কর্ম্ম সমুদয় বিধাতাকর্ত্তৃক নিরূপিত, কেহই উহার নিবারণে সমর্থ নহেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সেই বিধাতা, এই চরাচর সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন এবং উহা উক্ত আছে যে, অগ্রে ভক্ষ্য, পরে জীব নির্ম্মিত হইয়াছে। অভ্যাসবশতঃ স্বভাব, স্বভাববশতঃ কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মবশতই জীবগণের সুখ-দুঃখের ভোগ হয়। যাতনা, জন্ম, মরণ, রোগ, শোক, ভয়, বিপদ্, বিদ্যা, কবিত্ব, যশ, অযশ পুণ্য, স্বর্গবাস, পাপ, নরকবাস, মুক্তি, ভক্তি এবং হরিদাস্য পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই মনুষ্যগণের নিজ কর্ম্মবলে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই অভ্যাস, স্বভাব ও কর্ম্মের জনক সেই পরমেশ্বর, বিধাতা ও ফলদাতা ; সমস্ত পদার্থই তাঁহার ইচ্ছাধীন। ১০২—১১৭। যিনি বিরাট্ পুরুষ, সমস্ত তত্ত্ব, প্রকৃতি, জগৎ, কূর্ম্ম, অনন্ত, ধরণী ও ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; যাঁহারই আজ্ঞায় বায়ু কূর্ম্মকে, কূর্ম্ম অনন্তকে, অনন্ত মস্তকদ্বারা বসুন্ধরাকে এবং বসুন্ধরা চরাচর সমস্তকে ধারণ করিতেছেন ; যাঁহার আজ্ঞায় জগৎপ্রাণ নিরন্তর ত্রিজগতে পর্য্যটন এবং প্রভাকর ভ্রমণপূর্ব্বক ভূমণ্ডল তাপিত করিতেছেন ; যে পরমেশ্বরের আজ্ঞায় অগ্নি দাহন, মৃত্যু জন্তুগণে বিচরণ ও বৃক্ষসমূহ সময়ে ফলপুষ্প ধারণ করিতেছে ও সমুদ্র সকল স্ব স্ব স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক অধোভাগে গভীর আছে ; আপনি এক্ষণে সেই পরমেশ্বরকেই ভজনা করুন ; অন্য আর কেবা কি করিবে? যাঁহার ভ্রূভঙ্গিমাত্রে কত শত ব্রহ্মাণ্ড ও কত শত বিধাতা আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়া থাকেন, যিনি মৃত্যুর মৃত্যু কালের কাল ও বিধাতারও বিধাতা হে তাত! আপনি তাঁহারই শরণাপন্ন হউন ; তিনি আপনাকে রক্ষা করিবেন। কি আশ্চর্য্য! দেখুন, অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রপাতে যে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয় সেই জগতের বিধানকারী ব্রহ্মার এইরূপ অষ্টোত্তর শতবর্ষ পরমায়ু ; কিন্তু নির্গুণ পরমাত্মা পরমেশ্বরের নিমেষমাত্রে ঐ ব্রহ্মারও পতন হয়। এবম্ভূত পরমেশ্বর বিদ্যমান থাকিতে ইন্দ্রের পূজা করা বিড়ম্বনা মাত্র। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া বিরত হইলে, সভাসদ্ মুনিগণ, সেই ভগবান্‌কে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন নন্দ, সভামধ্যে

হৃষ্ট ও পুলকাঙ্কিত হইলেন এবং তাঁহার নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল, ফলতঃ মনুষ্যমাত্রেই পুত্রের নিকটে পরাজিত হইলে আনন্দযুক্ত হইয়া থাকে। ১১৮—১২৮। অনন্তর নন্দ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সকলকে ক্রমে ক্রমে বরণ করিয়া সানন্দে সমাদরপুরঃসর গোবর্দ্ধন পর্ব্বত,মুনীন্দ্রগণ,বুধগণ, ব্রাহ্মণগণ, গোগণ ও বহ্নিদেবের পূজা করিলেন। পরে সেই পূজা সমাপ্ত হইলে সেই মহোৎসবে মঙ্গলজনক কার্য্যের সময় নানাপ্রকার বাদ্যের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। তখন জয় জয় শব্দ শঙ্খনিনাদ ও হরিধ্বনি হইতে লাগিল এবং মুনিপুঙ্গবগণ বেদ ও মঙ্গলজনক চণ্ডী পাঠ করিতে লাগিলেন। কংসের প্রিয় সচিব বন্দিপ্রবর ডিণ্ডী উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বসমক্ষে মঙ্গলজনক মঙ্গলাষ্টক পাঠ করিল। সেই সময় কৃষ্ণ অন্য দিব্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শৈলোপরি আরোহণপূর্ব্বক আমি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তোমার নৈবেদ্য ভোজন করিলাম. তুমি বর প্রার্থনা কর, এইরূপ বলিলেন। এ দিকে সভাস্থ শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিতে লাগিলেন, পিতঃ! ঐ দেখুন আপনার সম্মুখে শৈল উপস্থিত, আপনি বর প্রার্থনা করুন আপনার মঙ্গল হইবে। তখন সেই গোপরাজ হরিভক্তি ও হরিদাস্যরূপ বর প্রার্থনা করিলে গোবর্দ্ধনরূপী, কৃষ্ণ সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও প্রার্থিত বর দান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর গোপরাজ নন্দ মুনীন্দ্র ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করা-ইয়া বন্দী ব্রাহ্মণ ও মুনিগণকে ধন দানপূর্ব্বক মুনি ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া সহর্ষে রামকৃষ্ণকে অগ্রে লইয়া স্বগণের সহিত স্বালয়ে গমন করিলেন। পরে বন্দী ডিণ্ডীকে রৌপ্য, বস্ত্র, সুবর্ণ, উত্তম অশ্ব, মণি ও বহুবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদত্ত হইল। তৎপরে মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর সকল রামকৃষ্ণকে স্তব ও প্রণাম করিয়া গমন করিলেন। যে সকল রাজা ও গোপগণ সেই মহোৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন, সকলেই সাদরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন। ১২৯—১৪১। সেই সময় সুররাজ ইন্দ্র বহুবিধ নিন্দা ও মখভঙ্গ শ্রবণ করিয়া কোপপ্রস্ফুরিতাধরে সত্বর বায়ুগণ ও মেঘগণের সহিত রথারোহণপূর্ব্বক মনোহর নন্দনগর বৃন্দারণ্যে উপ-স্থিত হইলেন। হে নারদ! যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ সমুদয় দেবগণও অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া কোপভরে রথারোহণ-পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। তখন ভয়-ঙ্কর বায়ুশব্দ, মেঘশব্দ ও সৈন্যশব্দে সমুদয় নগর কম্পিত হইতে লাগিল এবং নন্দ অতিশয় ভীত হই-লেন। পরে নীতিশাস্ত্রবিশারদ নন্দ শোকে কাতর হইয়া ভার্য্যা এবং স্বগণকে নির্জ্জন স্থলে আনয়ন করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে যশোদে! হে রোহিণি! তোমরা আমার সন্নিকটে আগমন-পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর, হে প্রিয়ে! শীঘ্র রামকৃষ্ণকে লইয়া ব্রজধাম হইতে দূরে পলায়ন কর; এবং ভয়াকুল বালক-বালিকা ও রমণীগণও দূরে পলা-য়ন করুক; কেবল বলবান্ গোপ সকল আমার নিকটে উপস্থিত থাকুন। পশ্চাৎ প্রাণসঙ্কট হইলে আমরাও নগর হইতে নির্গত হইব; গোপরাজ এই কথা বলিয়া ভয়ে শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন; এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরে কাণ্বশাখোক্ত স্তোত্রদ্বারা শচী-পতিকে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে সুরনাথ! আপনি ইন্দ্র, সুরপতি, শক্র, অদিতিজ,পবনাগ্রজ, সহ-স্রাক্ষ, ভগাঙ্গ ও কশ্যপাত্মজ; আপনি বিড়োজা, সুনা-সর, মরুত্বান্ ও পাকশাসন; আপনি সকলের জনক আপনি শ্রীমান্ শশী,ঈশ ও দৈত্যসূদন নামে বিখ্যাত। সকলে আপনাকে বজ্রহস্ত কামসখা, গৌতমীব্রত-নাশন, বৃত্রহা, বাসব এবং দধীচিদেহ-ভিক্ষুক বলিয়া থাকেন। ১৪২—১৫৩। হে দেব! আপনার নাম জিষ্ণু, বামনভ্রাতা, পুরুহূত, পুরন্দর, দিবস্পতি, শত-মখ, সুত্রামা, গোত্রভিদ্ ও বিভু। আপনি লেখর্ষভ, বলারাতি, জম্ভভেদী, স্বরাট্, সংক্রন্দন, দুশ্চ্যবন, তুরাষাট্, মেঘবাহন, আখণ্ডল, হরিহয, নমুচিপ্রাণ-নাশন, বৃদ্ধশ্রবা, বৃষ এবং দৈত্যদর্প-নিসূদন নামে প্রসিদ্ধ। হে নারদ। ইন্দ্রের এই ষট্চত্বারিংশৎ নাম, নিশ্চয় সকল পাপের বিনাশকারী। যে মানব এই নামরূপ কৌথুমোক্ত স্তোত্র, প্রত্যহ পাঠ করেন, ইন্দ্র তাহাকে মহাবিপত্তিকালেও বজ্রহস্তে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতিবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি এবং দারুণ বজ্রপাত হইতেও কখন তাহার ভয় উপস্থিত হয় না; কারণ স্বয়ং বাসব তাহার রক্ষক। যে গৃহে এই স্তোত্র বিদ্যমান থাকে বা যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি ইহা বিদিত আছেন, তাঁহার গৃহে ও পূর্ব্বোক্তস্থানে বজ্রপতন বা শিলাবৃষ্টি হয় না। অনন্তর মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ, নন্দ-মুখে এইরূপ স্তোত্র শ্রবণ করিয়া সক্রোধে ব্রহ্মতেজঃ-প্রজ্বলিত হইয়া পিতাকে নীতিবাক্য বলিতে লাগিলেন, ভয় কি? হে ভীরো! কাহাকে স্তব করিতেছেন, আমি নিকটে থাকিতে ভয় ত্যাগ করুন, আমি অবলীলাক্রমে ক্ষণার্দ্ধমধ্যে সমস্ত ভস্মসাৎ করিতে পারি। আপনি, ভয়াতুর গো, গোবৎস, বালক ও স্ত্রীগণকে গোবর্দ্ধনের কুহরমধ্যে সংস্থাপিত করিয়া

নির্ভয়ে অবস্থান করুন। তখন নন্দ, বালকের বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া সেইরূপ কার্য্য করিলে হরি অনায়াসে দণ্ডের ন্যায় বামহস্তদ্বারা সেই পর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক ধারণ করিলেন। ১৫৪—১৬৩। এমত সময়ে সেই স্থান, রত্নতেজে অতিশয় প্রদীপ্ত হইল বটে, কিন্তু সহসা ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় পুনরায় অন্ধকারময় হইল। হে মুনে! তখন ভয়ঙ্কর বায়ুসমন্বিত মেঘনিকরে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল, এবং সেই বৃন্দাবনমধ্যে নিরন্তর অতিশয় বৃষ্টি হইতে লাগিল; তথায় শিলাবৃষ্টি, বজ্রবৃষ্টি ও সুদারুণ উল্কাপাত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সমস্তই পর্ব্বত-স্পর্শমাত্রে দূরে পতিত হইল। হে মুনে! অশক্তের উদ্যমের ন্যায় ইন্দ্রের সেই সমস্ত উদ্‌যোগই নিষ্ফল হইল। তখন ইন্দ্র, সেই সমস্তকে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে দধীচিমুনির অস্থি-নির্ম্মিত অমোঘ বজ্র গ্রহণ করিলে মধুসূদন তাঁহাকে বজ্রহস্ত দেখিয়া হাস্য করিলেন। অনন্তর বিভু শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের হস্তের সহিত দারুণ বজ্র এবং ভয়ঙ্কর মরুদ্গণ ও মেঘ সকলকে স্তম্ভিত করিলে, সকলেই ভিত্তিস্থ পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন; ইন্দ্র হরিকর্ত্তৃক স্তম্ভিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তন্দ্রা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি, তন্দ্রাবস্থায় সমুদয় জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, চতুর্দ্দিকেই দ্বিভুজ মুরলীহস্ত রত্নালঙ্কার-ভূষিত পীতবসনধারী হরি রত্নসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। সেই ভক্তানুগ্রহকারকের প্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎহাস্য প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত, ইন্দ্র সমুদয় চরাচর এইরূপ অদ্ভুত-রূপময় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে পূর্ব্বকালে গুরু যে পরম মন্ত্র দান করিয়াছিলেন, তাহাই জপ করিতে লাগিলেন। তখন সহস্রদল-পদ্মস্থ উজ্জ্বল জ্যোতি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ।১৬৪—১৭৪। অনন্তর সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে নূতন জলধরের ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্যামসুন্দরকলেবর সুমনোহর দিব্যরূপ দর্শন করিলেন। তাঁহার কর্ণমূলে উৎকৃষ্টরত্ননির্ম্মিত প্রদীপ্ত মকরকুণ্ডল বিরাজিত; তাঁহার কলেবর মণীন্দ্রসাররচিত কিরীটদ্বারা, আর কণ্ঠ ও বক্ষস্থল প্রজ্বলিত কৌস্তুভমণিদ্বারা, অতিশয় উজ্জ্বল; তিনি মণিময় কেয়ূর; বলয় ও মঞ্জীরভূষণে রঞ্জিত। দেবরাজ সেই পরমেশ্বরকে অন্তরে ও বাহিরে সমানরূপ দর্শন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, হে জগদীশ! আপনি অক্ষর, পরম ব্রহ্ম, জ্যোতীরূপ, সনাতন এবং গুণাতীত, নিরাকার; আপনি ইচ্ছাময়; কেহই আপনার অন্ত পান না। আপনি ভক্তগণের ধ্যান ও সেবার নিমিত্তই নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আপনি যুগানুক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত ও শ্যাম বর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। হে প্রভো! আপনি সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, তেজোময় সত্যরূপী, ত্রেতায় ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত কুঙ্কুমাকার, দ্বাপরে পীতবস্ত্রপরিশোভিত পীতবর্ণ এবং কলিতে সেই পরিপূর্ণতম পরমেশ্বর আপনি কৃষ্ণবর্ণহেতু কৃষ্ণ নামে বিরাজ করিতেছেন। আপনার কলেবর, নবীন নীরধরের ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্যামসুন্দর; আপনি নন্দের একমাত্র নন্দন এবং যশোদার জীবন-স্বরূপ; আপনি সকলের প্রভু, এজন্য আপনাকে বন্দনা করি। আপনি গোপিকাগণের চিত্তহরণকারী ও রাধিকার প্রাণাধিক। আপনি কৌতুকবশতঃ নিরন্তর বিনোদমুরলীর ধ্বনি করিয়া থাকেন। আপনি অপ্রতিমরূপসম্পন্ন, রত্নভূষণে ভূষিত, কোটিকন্দর্পের সৌন্দর্য্যধারী, শান্ত ও সকলের ঈশ্বর। আপনি কখন বৃন্দাবনে রাধিকার সহিত ক্রীড়া করেন ও কখন নির্জ্জন রমণীয় প্রদেশে রাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিয়া থাকেন। ১৭৫—১৮৫। আপনি কখন রাধিকার সহিত জলক্রীড়ায় আসক্ত, কখন বা রাধিকার কবরীবন্ধনে নিযুক্ত আছেন এবং কখন রাধিকার চরণে অলক্তক দান ও কখন রাধিকাচর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করেন। কখন, রাধিকা আপনার প্রতি বক্রদৃষ্টি করিলে আপনিও তাঁহাকে সেইরূপে দর্শন করিতেছেন, কখন বা মালা রচনা করিয়া রাধিকার গলে অর্পন করেন। আপনি কখন রাধিকার সহিত রাসমণ্ডলে গমন, কখন রাধিকাদত্ত মালা পুনরায় রাধিকার গলে দান ও কখন গোপিকাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন এবং কখন সেই গোপিকাগণকে ত্যাগ করিয়া রাধিকাকে লইয়া গমন করেন; কখন বা বিপ্রপত্নী-গণদত্ত অন্নভোজনে আসক্ত হন। আপনি কোন সময়ে বালকগণের সহিত তালফল ভোজন ও কখন সানন্দে গোপিকাগণের বস্ত্র হরণ করিয়া থাকেন। আপনি কোন সময়ে বালকের সহিত রম্য গীত গান, কোন সময়ে কালীয়মস্তকে পাদপদ্ম দান, কোন সময়ে বালকগণের সহিত গোগণকে আহ্বান ও কখন বা সানন্দে বিনোদ মুরলীধ্বনি করিয়া থাকেন। ইন্দ্র সভয়ে হরিকে এই স্তোত্র দ্বারা স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। এই স্তোত্র পূর্ব্বে তাঁহার গুরুদেব, বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধের সময়ে তাঁহাকে দান

করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণ, তপস্বী ব্রহ্মাকে এই স্তোত্র, একাদশাক্ষর মন্ত্র ও সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন কবচ কৃপা করিয়া দান করেন; পরে ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে সনৎকুমারকে, সনৎকুমার তাঁহার গুরু বৃহস্পতিকে ও পরে বৃহস্পতি তাঁহাকে দান করেন। যে মানব নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক এই ইন্দ্রকৃত স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি ইহকালে দৃঢ়া ভক্তি ও অন্তে হরিদাস্য লাভ করেন। ১৮৬—১৯৭। তিনি জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও শোক হইতে মুক্ত হন। তাঁহাকে স্বপ্নেও যমদূত বা যমালয়-দর্শন করিতে হয় না। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে বর দান করিয়া পর্ব্বতকে যথা-স্থানে স্থাপিত করিলেন। পরে ইন্দ্র, হরিকে প্রণাম-পূর্ব্বক স্বগণের সহিত গমন করিলে পর্ব্বতগহ্বরস্থ জনসকল গহ্বর হইতে নির্গত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তখন সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণতম পরমেশ্বর মনে করিলেন। অনন্তর হরি ব্রজবাসীদিগকে অগ্রে লইয়া স্বালয়ে সমাগত হইলেন। পরে নন্দ, পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গ ও ভক্তিহেতু অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া পুত্ররূপী পূর্ণব্রহ্ম সনাতনকে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে কৃষ্ণ! তুমি ব্রহ্মণ্যদেব, তোমাকে নমস্কার, তুমি গো ও ব্রাহ্মণের হিতকারী কৃষ্ণ এবং জগতের হিতের জন্য গোবিন্দরূপে বিচরণ করিতেছ, তোমাকে বারংবার নমস্কার। ১৯৮—২০৩। তুমি গো, ব্রাহ্মণ, পরমাত্মা, ব্রহ্মণ্যদেব; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আধার বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি মহৎস্রষ্ট্রাদিরূপের কারণ-স্বরূপ এবং সকলের সাক্ষী; তুমি নির্লিপ্ত, নির্গুণ ও নিরাকার, তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগিগণের ধ্যান-সাধ্য অতি সূক্ষ্ম স্বরূপ; ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরও তোমাকে বন্দনা করিয়া থাকেন। তোমার রূপ নিত্য, তুমি চারিযুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত ও শ্যাম, এই চারি বর্ণের আধার হইয়া থাক; সমুদয় গুণ তোমাতে বিদ্যমান আছে। তুমি, যোগী, যোগস্বরূপ এবং যোগিগণের গুরু; তুমি, সিদ্ধেশ্বর, সিদ্ধ ও সিদ্ধগণের গুরু, তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো! যাঁহাকে স্তব করিতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর;—অসমর্থ অনন্তদেব, ধর্ম্ম, বিধি, লম্বোদর ও কার্ত্তিকেয়ও যাঁহার স্তবে অক্ষম, যাঁহার স্তুতিবাদে সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ ও সিদ্ধেন্দ্রগণের গুরুর গুরু কপিলদেবও অযোগ্য; যাঁহাকে স্তব করিতে নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ও শক্ত নহেন; সেই পরাৎপরকে স্তব করিতে অন্য আর কোন্ জড়বুদ্ধি বা শক্ত হইবে? হে দীনবন্ধো! যখন সমুদয় বেদ, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও রাধাও তোমার স্তবে অশক্ত, তখন পণ্ডিতগণ আর কি স্তব করিবেন? হে ব্রহ্মন্! আমি ক্ষণে ক্ষণে যে, তোমার নিকটে অপরাধ করিতেছি, সেই নিখিল অপরাধ মার্জ্জনা কর। হে করুণাসিন্ধো! এই ভবার্ণবে আমাকে রক্ষা কর। হে কৃষ্ণ! আমি পূর্ব্বে তীর্থস্থানে তপস্যা করিয়া সনাতন পরমেশ্বরকে পুত্র-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে নিজ চরণকমলে ভক্তি ও দাস্য দান কর। ব্রহ্মত্বই বল, ইন্দ্রত্বই বল বা সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ই বল, কিছুই তোমার পাদ-পদ্মসেবার ষোড়শ ভাগের যোগ্য নহে। সুধী ব্যক্তি কখন ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব, স্বর্গ, সিদ্ধিলাভ, রাজত্ব বা চিরজীবিত্ব গ্রাহ্য করেন না। হে জগদীশ্বর! এই ব্রহ্মত্বাদি যে সমস্ত কথিত হইল, ইহার কেহই কি তোমার ভক্তসহবাসের ক্ষণার্দ্ধ কালেরও সদৃশ হইতে পারে? হে বিভো! তোমার ভক্তও তোমার তুল্য, তাঁহারও মহিমা কেহ স্থির করিতে পারেন না; দেখুন, আপনার ভক্ত, ক্ষণার্দ্ধকাল যাহার সঙ্গে আলাপ করেন, তাহাকে অনায়াসে ভবসাগর পার করিতে পারেন। তোমার ভক্তজনের সঙ্গবশতই অনশ্বর ভক্তিবৃক্ষের অঙ্কুর হয়, পরে সেই ভক্তরূপ জলদের আলাপরূপ জলসেকেই তাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ২০৪—২২০। কিন্তু অভক্ত জনের সহিত আলাপ-রূপ উত্তাপে তৎক্ষণাৎ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, এবং যখন তোমার গুণগণ স্মৃতিপথারূঢ় হয়, তৎক্ষণাৎ আবার সেই অঙ্কুর সতেজ হইতে থাকে। আপনার ভক্ত্যঙ্কুর মানসক্ষেত্রে একবার স্ফীত হইলে তাহার আর বিনাশ হয় না, তাহা নিত্য নিত্য ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনন্তর সেই ভক্তি, প্রবল-বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া ভক্তের জীবনাবধি হরিদাস্যরূপ অত্যুত্তম ফল দান করিয়া থাকে। হে দয়াময়! ভক্ত যদি একবার দুর্লভ দাস্য লাভ করিয়া আপনার দাস হইতে পারে, তখন সে নিস্পৃহ হইয়া ভয়াদি সমস্তই জয় করে। নন্দ ভক্তিসহকারে এইরূপ কহিয়া হরি-সন্নিধানে অবস্থান করিলে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নবদনে তাঁহাকে প্রার্থিত বিষয় দান করিলেন। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই নন্দকৃত স্তোত্র প্রত্যহ পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সুদৃঢ়া ভক্তি ও অন্তে হরিদাস্য লাভ করেন। পূর্ব্বে যখন দ্রোণ-নামক বিপ্র নিজপত্নী ধরার সহিত তীর্থে তপোনুষ্ঠান করেন, তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে এই সুদুর্লভ স্তোত্র, হরির ষড়ক্ষর মন্ত্র এবং সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন কবচ দান করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই দ্রোণ, যখন

নন্দরূপে জন্ম লাভ করিয়া পুষ্করে তপস্যা করেন, তখন ব্রহ্মাংশসম্ভূত মুনিবর সৌভরি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ স্তোত্র, কবচ ও মন্ত্র অর্পণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ যাহার যে মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ, ইষ্টদেব ও গুরু একবার লব্ধ হইয়াছে এবং যাহার যে বিদ্যা পুরুষানুক্রমিক চলিতেছে, সে সকল নিশ্চয় তাহাকে ত্যাগ করে না। এই আমি সুখমোক্ষপ্রদ সকলের সার ও ভববন্ধনের মোচনকারী শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র এবং অদ্ভুত উপাখ্যান তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। ২২১—২৩১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! একদা রাধিকানাথ, বলদেব ও বালকগণের সহিত পরিপক্কফলান্বিত এক তালবনে গমন করিলেন। কোটিসিংহসম বলশালী দেবগণের দর্পনাশক খররূপী ধেনুক নামে এক দৈত্য ঐ তালবৃক্ষ সকলের রক্ষক। তাহার শরীর পর্ব্বত-সমান, লোচনদ্বয় কূপতুল্য, দন্তসকল ঈষাপংক্তির সমান, ও তুণ্ড পর্ব্বত-গহ্বররূপ। তাহার ভয়ানক লোলজিহ্বা শতহস্তপরিমিত, এবং নাভি প্রাসাদ-সদৃশী ও শব্দ অতিভয়ঙ্কর। অনিন্দিত বালকগণ, সেই তালবন দর্শনে আনন্দিত হইলে তাহাদের মুখকমলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাইল। তখন তাহারা কৌতুকান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিল, হে করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে কৃষ্ণ! হে সমস্তবলিশ্রেষ্ঠ মহাবল ভ্রাতঃ বলদেব! আমাদের নিবেদন শ্রবণ করুন, হে বিভো! আমরা সকলে ঐ তালবৃক্ষসমূহকে ভগ্ন ও পরিচালিত করিতে এবং বৃক্ষ হইতে ফলনিকর পাতিত করিতে পারি; কিন্তু এই বনের রক্ষক, বলবান্ খররূপী ধেনুক নামক দৈত্য আছে। সে মহাবলপরাক্রম, দেবগণেরও অজেয়। সে কংসের প্রধান সচিব, এবং সকলের দুর্নিবার্য্য ও প্রাণিগণের হিংসাকারী। হে বাগ্মীপ্রবর জগৎকান্ত! আপনি এক্ষণে আমাদের ঐ কার্য্য যুক্তিসঙ্গত বা অযুক্ত এবং কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে বলুন। তখন ভগবান্ মধুসূদন, বালকগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে মধুর সুখকর বাক্য বলিলেন;—ওহে বালকগণ! তোমরা আমার সহচর, তোমাদের আবার দৈত্যভয় কি? তোমরা নির্ভয়ে গমনপূর্ব্বক বৃক্ষসমূহকে পরিচালিত ও ফল সকল ভোজন কর। হে নারদ! তখন বলশালী বালকগণ, ক্ষুধিত ও ফলার্থী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রে বৃক্ষশিখরে আরোহণপূর্ব্বক নানাবর্ণ স্বাদু, সুন্দর, পরিপক্ক, ফলসকল পাতিত করিতে লাগিল। তখন কেহ বৃক্ষকে ভগ্ন, কেহ চালিত, কেহ কোলাহল ও কেহ বা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই সকল বলশালী বালকবৃন্দ, বৃক্ষ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ফলসমূহ গ্রহণ করিয়া গমন করিতে করিতে মহাবলশালী দীর্ঘকায় ঘোর গর্দ্দভরূপী দৈত্যপুঙ্গবকে ভয়ঙ্করশব্দ-সহকারে আগমন করিতে দেখিয়া সকলেই ভয়ে রোদন করিতে লাগিল এবং গৃহীত ফলসমূহ পরিত্যাগ করিয়া বারংবার 'হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, হে করুণানিধে শ্রীকৃষ্ণ! আগমন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর, হে সঙ্কর্ষণ! দানবহস্তে প্রাণ যায়, রক্ষা কর। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে হরি! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! আপনি দীনজনের বন্ধু এবং গোপগোপিকাগণের ঈশ্বর; হে অনন্ত! হে নারায়ণ! এই ভয়ার্ণবে আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে দীননাথ! হে মাধব! ভয়, অভয়, শুভ, অশুভ এবং সুখ বা দুঃখসময়ে আপনি ভিন্ন আমাদের রক্ষক আর কেহই নাই; অতএব এই ভয়সাগর হইতে রক্ষা করুন। হে গুণসিন্ধো! আপনি বারংবার জয়যুক্ত হউন। হে কৃষ্ণ! ভক্তৈকবন্ধো! এক্ষণে অতিশয় ভয়াকুল বালকদিগকে রক্ষা করুন; শীঘ্র এই আমাদিগের অন্তক দনুজকুলেশ্বরকে বিনাশ করিয়া সুরগণের বলদর্প বর্দ্ধন করুন। ১—২২। সেই সময়ে ভয়নিবারণ ভক্তবৎসল মাধব, বালকগণের এইরূপ বিলাপ শ্রবণে বলদেবের সহিত 'ভয় নাই, ভয় নাই,' বলিতে বলিতে দ্রুতপদে শিশুগণসন্নিধানে আগমন করিয়া শিশুগণকে অভয় দান করিলেন; তৎকালে তাঁহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাইল। তখন, বালকগণ কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিয়া ভয় ত্যাগপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল। যথার্থই হরিস্মরণ, অভয় এবং সর্ব্বমঙ্গল দান করিয়া থাকে। অনন্তর মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ, দানবকে কোপভরে শিশুগণের প্রতি গ্রাসোদ্যত দেখিয়া বলিশ্রেষ্ঠ বলদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন;—হে আর্য্য বলদেব! এই বলী দানব; বলিরাজের পুত্র; উহার নাম সাহসিক ছিল; পূর্ব্বে দুর্ব্বাসাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াই গর্দ্দভরূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত পাপিষ্ঠ আমারই

বধ্য, এজন্য আমিই উহাকে বিনাশ করিব। আপনি বালকগণকে রক্ষা করুন; আপনি ঐ সকল বালকদিগকে লইয়া দূরে প্রস্থান করুন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে বলদেব তাঁহার আদেশক্রমে শীঘ্র তাহাদিগকে লইয়া গমন করিলেন। অনন্তর মহাবলপরাক্রম দানবেন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কোপভরে অনায়াসে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহাকে গ্রাস করিল। তখন সেই মুমূর্ষু দৈত্য, তাঁহার উগ্রতেজে দগ্ধপ্রায় হইয়া ভয়ে পুনরায় তেজস্বী বিভু শ্রীকৃষ্ণকে উদ্গার করিয়া ফেলিল। দৈত্যবর, উদ্গারিত অতি সুন্দর শান্ত ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল। ২৩—৩২। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনমাত্রে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, শ্রীকৃষ্ণকে জগতের কারণ পরমাত্মা বলিয়া জানিতে পারিল। তখন সেই দানব, গুণাতীত বেদনিরূপিত তেজোময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার অবতারোল্লেখপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র স্তব করিতে লাগিল। ৩৩। ৩৪। দানব বলিল, হে বিভো! আপনি অংশ দ্বারা বামনমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আমার পিতার যজ্ঞে ভিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার রাজ্য ও শ্রী হরণ করিয়া তাঁহাকে ভূতলে স্থান দান করিয়াছেন। দয়াময়! আপনি সকলের ঈশ্বর ও ভক্তবৎসল; অতএব আপনার ভক্ত বলিরাজের ভক্তি স্মরণ করিয়া শাপ-হেতু গর্দ্দভরূপী এই পাপিষ্ঠকে শীঘ্র সংহার করুন। হে জগৎপতে! মুনিবর দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে আমার এইরূপ কুৎসিত জন্ম হইয়াছে এবং সেই মুনিবরই আপনার হস্তে আমার মৃত্যু বলিয়া দিয়াছেন। হে জগতের নাথ! অতিতেজঃসম্পন্ন সুতীক্ষ্ণ যোড়শার চক্রদ্বারা আমাকে সংহার করুন। হে মোক্ষদ! আমাকে সদ্গতি দান করুন। হে নাথ! আপনি অংশ দ্বারা বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক বসুন্ধরার উদ্ধার সাধন এবং হিরাণ্যাক্ষকে বধ করিয়া দেবগণকে রক্ষা করিয়াছেন। আপনি প্রহ্লাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত পূর্ণাংশে নৃসিংহমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছেন। হে দয়ানিধে! আপনি নৃপগণকে জ্ঞানপ্রদান ও সুর বিপ্রগণকে রক্ষা করিবার জন্য মীনাবতারে বেদের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। আপনি সৃষ্টিহেতু অংশ দ্বারা কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া অনন্তদেবকে আশ্রয় দান করিয়াছেন এবং আপনিই স্বীয় অংশে সহস্রমুখ অনন্ত মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিশ্বের আধার হইয়াছেন। ৩৫—৪২। আপনি দাশরথি রামরূপে জানকীর উদ্ধারনিমিত্ত সমুদ্রে সেতু বন্ধনপূর্ব্বক দশাননকে নিধন করিয়াছেন; এবং আপনিই অংশদ্বারা জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুত্র নর নারায়ণরূপ ঋষিযুগলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকগণকে নিস্তার করিতেছেন। এক্ষণে আপনি সমুদয় অবতারের বীজস্বরূপ পরিপূর্ণতম সনাতন কৃষ্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। আপনি নিত্য এবং যশোদার জীবনস্বরূপ, নন্দের অদ্বিতীয় আনন্দবর্দ্ধনকারী, গোপিকাগণের প্রাণের অধিদেবতা ও রাধিকার প্রাণাধিক প্রিয়। হে দেব! আপনি শান্ত, অযোনিসম্ভব ও শ্রীমান্; আপনি দৈবকীর দুঃখনিবারক বসুদেবের পুত্ররূপে ভূভার হরণ করিতেছেন। আপনি কৃপানিধি, কৃপা করিয়া পূতনাকে মাতৃযোগ্যা গতি প্রদান করিয়াছেন এবং বক, কেশী, প্রলম্বাসুর ও আমারও মোক্ষকারক। হে রাধিকানাথ! আপনি প্রসন্ন হউন! আপনি স্বেচ্ছাময় গুণাতীত ও ভক্তগণের ভয়নিবারক। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার মুক্তি বিধান করুন। হে নাথ! আমাকে গর্দ্দভযোনি হইতে মুক্ত করিয়া ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করুন; আমি মূর্খ ও আপনার ভক্তের পুত্র; আমাকে উদ্ধার করা আপনার উচিত কার্য্য। সমুদয় বেদ, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণও যাহাকে স্তব করিতে অক্ষম, সেই গুণাতীত পরমেশ্বরকে আমি কি প্রকারে স্তব করিব? কারণ আমি পূর্ব্বেও দৈত্য ছিলাম, এক্ষণেও গর্দ্দভরূপী। হে কৃপাসিন্ধো! এই বিধান করুন, আমার যেন আর জন্ম না হয়। আপনার পদারবিন্দ দর্শন করিয়া কোন্ ব্যক্তি পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে? মধুসূদন! ব্রহ্মা আপনার স্তব করিয়া থাকেন বলিয়া আমার স্তবে আপনি উপহাস করিতে পারেন না; কারণ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের যোগ্যে এবং অযোগ্যে কৃপা সমানই হইয়া থাকে। দৈত্যেন্দ্র এইরূপ স্তব করিয়া হরির সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি তুষ্ট হওয়ায় তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক দৈত্যকৃত এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি অনায়াসে হরির সালোক্য সার্ষ্টি ও সামীপ্য লাভে সমর্থ হন; আর ইহকালে হরিভক্তি, অন্তে হরিদাস্য এবং বিদ্যা, প্রিয়া, সুকবিত্ব, পুত্র-পৌত্র ও যশ লাভ করিয়া থাকেন। ৪৩—৫৬। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! করুণানিধি শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যেন্দ্রের এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন, কি প্রকারে ঈদৃশ ভক্তকে সংহার করিব? তখন স্বয়ং হরি তাহার সংহারের

নিমিত্ত চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, স্তবকারীর বধ যুক্তিসঙ্গত নহে; তবে কটুবাদী হইলে বিনাশ করা বিধি। অনন্তর সেই দানব, বিষ্ণুমায়ায় আত্মবিস্মৃত হইলে দুষ্টা সরস্বতী তাহার কণ্ঠদেশে অধিষ্ঠান করিলেন। হে মুনে! তৎক্ষণাৎ সেই মুমূর্ষু বৈরগ্রস্ত হতবুদ্ধি দৈত্য কোপহেতু প্রস্ফুরিতাধর হইয়া শ্রীহরিকে বলিতে লাগিল। দৈত্য বলিল, অরে দুর্ব্বুদ্ধি নরশিশো! নিশ্চয় তোর প্রাণত্যাগে বাসনা হইয়াছে; আজ আমি তোকে যমসদনে প্রেরণ করিব। রে শিশো! তুই কি জীবন প্রত্যাশায় আমার তালবনে আসিয়াছিস্? তুই পুনরায় আর গৃহে গমনপূর্ব্বক বান্ধবগণকে দেখিতে পাইবি না। কি কংস, কি জরাসন্ধ, কি নরকাসুর, আমার সমান কেহই নহে। ভূমণ্ডলে আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কে আছে? দেবগণও নিত্য আমার ভয়ে কম্পিত হয়। অধিক কি, সাক্ষাৎ সংহার-কর্ত্তা শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মৃত্যু ও কালও আমাকে সংহার করিতে সক্ষম নহেন। তুই আমার তালবন ভগ্ন ও ফল সকল পাতিত করিয়া সহসা কাহার বলে এরূপ অহঙ্কার করিতেছিস্? রে বটো! তুই কে সত্য বল্, তোর শরীর দেখিতে অতি কমনীয়, সুন্দর; কি জন্য দুর্লভ জীবন বিসর্জ্জন করিতে এস্থানে আসিয়াছিস্? । ৫৭—৬৬। সেই মরণোন্মুখ বলশালী দানব, এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মস্তকে উত্তোলনপূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। পরে ভূমিতে পাতিত করিয়া বিষাণদ্বারা আঘাত করিলে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শমাত্র তাহার বিষাণদ্বয় ভগ্ন হইয়া গেল। হে মুনে! তখন সেই দৈত্য, ভগ্নবিষাণ হইয়া কোপভরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে চর্ব্বণ করিবার জন্য গ্রাস করিবামাত্র তাহার দন্ত সকল ভগ্ন হইল। সেই দৈত্য এইরূপে ভগ্নদন্ত এবং কৃষ্ণ-তেজে দগ্ধবক্ত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উদ্গার করিল। তখন সেই মহাবলী দৈত্য, কোপভরে প্রজ্বলিত ও কম্পিত হইয়া মহী খনন করিতে লাগিল, এবং লাঙ্গুল ঘূর্ণন ও ভয়ানক চীৎকার করিয়া শিশুগণের নিকটে গমন করিলে, তাহারা ভয়ে পলায়ন করিল। পরে সে মস্তক দ্বারা বলদেবকে সঞ্চালিত করিল। অনন্তর বলদেব তাহাকে মুষ্টি প্রহার করিলে সেই অসুর মূর্চ্ছাপন্ন হইল। পরে সে ক্ষণকালমধ্যে চেতনা লাভ করিয়া হরিসন্নিধানে গমন করিলে, হরির বজ্রতুল্যমুষ্টিপ্রহারে ব্যথিত হইয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল এবং পুনর্ব্বার চেতনা লাভ করিয়া ব্যথিতচিত্তে উত্থিত হইয়া ভয়প্রযুক্ত মল-মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। পরে সেই মহাবলপরাক্রান্ত দানব ক্ষণকালমধ্যে বল প্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দকে মস্তকে উত্তোলনপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ ঘূর্ণিত করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলে মাধব এক তালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক তাহার দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কেশপ্রহারে মনুষ্যগণের যেরূপ ব্যথা বোধ হয়, সেই তালবৃক্ষাঘাতে দৈত্যের ও সেইরূপ বোধ হইল। ৬৭—৭৭। হে মহামুনে! তখন বিভু শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন উৎপাটনপূর্ব্বক আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, পরে সেই শৈলরাজ অতিবেগে তাহার উপর পতিত হইবা মাত্র সেই মহাবল দানব মূর্চ্ছাপন্ন ও আকুলিতাঙ্গ হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। পরে সেই বলিপুত্র ক্ষণকালমধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পর্ব্বতরাজকে গ্রহণ করত দূরে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর মহাবেগে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক হরিকে বেষ্টন করিয়া তীক্ষ্ণাগ্র খুরদ্বারা পৃথিবী ঘর্ষণ করিতে লাগিল। পরে সেই মনের ন্যায় গমনশীল মহাসুর, শ্রীহরিকে মস্তকে গ্রহণ করিয়া অতিবেগে অবলীলাক্রমে লক্ষযোজন উর্দ্ধে উৎপতিত হইল। অন্তরীক্ষে এক প্রহরকাল উভয়ের যুদ্ধ হইল। তৎপরে সেই দৈত্য শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া ধরণীতলে পতিত হইল এবং পুনর্ব্বার ভূতলে মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ হইলে, হরি আনন্দে হাস্যপূর্ব্বক দানবেশ্বরকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন দানবেন্দ্র! তোমারই জীবন ধন্য! বৎস! তুমি আমার ভক্ত বলিরাজের পুত্র, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি নির্ব্বাণমুক্তি লাভ কর। বৎস! আমার দর্শন মঙ্গলের বীজ ও নির্ব্বাণের কারণ; এজন্য তুমি এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোহর স্থান লাভ কর। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া উত্তম নিজ চক্রকে স্মরণ করিলেন। পরে স্মৃতিমাত্রে কোটিসূর্য্যসম দীপ্তিবিশিষ্ট সুদর্শন তথায় উপস্থিত হইলে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। ৭৮—৮৭। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই অত্যুজ্জ্বল ষোড়শার-যুক্ত চক্র, ঘূর্ণিত করিয়া নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদ্বারা অনায়াসে দৈত্যবরের মস্তক ছেদন করিলেন। তখন মহাত্মা দানবের মস্তক ভূমিতে পতিত হইবামাত্র তাহা হইতে শতসূর্য্যসমপ্রভ তেজঃপুঞ্জ উত্থিত হইল। পরে সেই দানব-পুঙ্গব হরিধাম ও কৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া পরমমোক্ষ প্রাপ্ত হইল। তখন গগনস্থ সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ পরমানন্দে পারিজাত-পুষ্পের বৃষ্টি করিতে লাগিলেন; স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি

হইল ; অপ্সরাগণ নৃত্যারম্ভ করিল আর গন্ধর্ব্বনিকর গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময় মুনিগণ তাহার স্তব করিতে লাগিলেন, পরে সমুদয় দেবগণ ও মুনিগণ হর্ষ-বিহ্বল-চিত্তে স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। এদিকে বালকগণও ধেনুকাসুরের বধ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইল। অনন্তর বলিশ্রেষ্ঠ বলদেব পরমেশ্বরকে স্তব করিলেন এবং বালকগণ সকলে পরমানন্দে স্তব ও নৃত্য করিতে লাগিল। পরে সেই সকল বালকবৃন্দ, হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণ-বলরামকে উত্তম ফলসমূহ দান করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় আপনারা ভোজন করিল। হে ব্রহ্মন্! হরি এই রূপে দানবেশ্বরকে নিহত করিয়া ভোজনপানান্তে বলদেব ও বালকগণের সহিত স্বালয়ে গমন করিলেন। ৮৮—৯৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, দয়াময়! বলিপুত্র কি শাপে গর্দ্দভত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ? এবং দুর্ব্বাসাই বা কোন্ দোষে দানবেশ্বরকে শাপ প্রদান করেন ? হে নাথ! আর দানবাধিপ কোন্ পুণ্যবলে সহসা হরিপদে লীন হইয়া একত্ব মুক্তি লাভ করিল ? হে মুনে! আপনি সকল বিষয়ের সন্দেহভঞ্জনকারী ; অতএব এই সমুদয় বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে বলুন ; কি আশ্চর্য্য! কবির মুখে সমস্তবাক্যই পদে পদে নূতন বলিয়া বোধ হয়। নারায়ণ বলিলেন, বৎস! আমি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর। উহা পূর্ব্বে গন্ধমাদনপর্ব্বতে ধর্ম্মের মুখে আমার শ্রুত আছে। পাদ্মকল্পের ঐ বৃত্তান্ত, বিচিত্র সুমনোহর এবং নারায়ণকথাযুক্ত ; উহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে উত্তম পীযুষ বলিয়া বোধ হয়। যে কল্পের এই উত্তম কথা, সেই কল্পে তুমি, আকল্পজীবী সশ্রীক সুন্দর স্থির যৌবনযুক্ত পঞ্চাশৎকামিনীপতি শৃঙ্গারতৎপরে এবং ব্রহ্মার বরে সুকণ্ঠ গায়কশ্রেষ্ঠ উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব ছিল। তখন সেই সকল কামিনীগণ, কামবাণে পীড়িত হইয়া অনিমিষ নয়নে অনুক্ষণ তোমার সুন্দর মুখকমল দর্শন করিত। বিধাতা তোমাকে তাহাদিগের প্রাণের ন্যায় করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে ; সুতরাং দিবানিশি তাহারা তোমার সঙ্গিনী ছিল ; তোমা ভিন্ন তাহারা জীবন ধারণে সমর্থ ছিল না। তাহারা তোমার সহিত কখন নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে, কখন বিজন মনোহর স্থানে, কখন শৈল-গহ্বরে, কখন নদী-কন্দরে, কখন রম্য কাননে ও কখন বা প্রাণিশূন্য শ্মশানপ্রদেশে ইচ্ছানুরূপ ক্রীড়া করিত। সেই সময়ে আবার তুমি দৈববিপাকে বিধাতার শাপে দাসীপুত্র হইয়া পরে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজনহেতু এক্ষণে অসংখ্যকল্পজীবী, বৈষ্ণবপ্রবর, জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা সর্ব্বদর্শী এবং ধূর্জ্জটির প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মপুত্ররূপে বিরাজ করিতেছ। মুনিবর! সেই কল্পের বৃত্তান্ত আমার নিকটে শ্রবণ কর, আমি সুধোপম দৈত্যবৃত্তান্ত বিস্তাররূপে বলিতেছি। ১—১৪। একদা সাহসিক নামে মহাবলশালী বলিরাজের পুত্র স্বীয় বলে সুরগণকে জয় করিয়া গন্ধমাদনপর্ব্বতে উপস্থিত হন। তিনি সেই স্থানে চন্দন-চর্চ্চিত-সর্ব্বাঙ্গ ও রত্নভূষণে ভূষিত এবং বহুতর-সৈন্যসমন্বিত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রূপে সকল অপ্সরাগণের শ্রেষ্ঠা তিলোত্তমা নানাপ্রকার বেশবিন্যাসপূর্ব্বক সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিল। তাহার বর্ণাভা সুন্দর, চম্পকসদৃশ, সর্ব্বাঙ্গ রত্ন-ভূষণে ভূষিত। সেই নবযৌবনান্বিতা কামিনী তখন কামবাণে পীড়িতা হইয়াছিল। সেই গজেন্দ্র-মন্দগামিনী বক্রভ্রূভঙ্গীকারিণীর পরিধান দিব্য বস্ত্র ; তাহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎহাস্য প্রকাশ পাইতেছিল। সেই সময়ে সেই যুবা সাহসিক, দৈবাৎ বায়ুকর্ত্তৃক বস্ত্র পরিচালিত হওয়ায় সেই বিলাসিনীর স্তন, উরু ও মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তখন তিলোত্তমাও সেই সুমনোহর, প্রফুল্লমালতীমালায় বিরাজিত, নবযৌবনসম্পন্ন, শারদীয় পূর্ণচন্দ্রতুল্য মুখ-মণ্ডল-যুক্ত সস্মিত বলিপুত্রকে দর্শনমাত্রে কামাধীনা হইয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিল। সেই কামুকী ক্রীড়ানিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন করিতেছিল ; কিন্তু বলিপুত্রের সহিত শৃঙ্গার-প্রত্যাশায় কোনরূপ ছল করিয়া তথায় অবস্থিতা রহিল। তখন বিলাসিনী হাস্যসহকারে বক্রদৃষ্টিতে বারংবার তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শন ও বারংবার বস্ত্রদ্বারা নিজ মুখ আচ্ছাদন করিতে লাগিল। ১৫—২৪। সেই কামমত্তার সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত ও ঘর্ম্মযুক্ত হইল এবং যোনি ক্লিন্ন ও কণ্ডুয়নযুক্ত হইল। তখন সে বলিপুত্রের প্রতি আসক্তা হইয়া শশধরকে বিস্মৃত হইল। কি আশ্চর্য্য! এই ভূমণ্ডলে পুংশ্চলীদিগের দুর্জ্ঞেয় মন কেহই বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। যে ব্যক্তি পুংশ্চলীকে বিশ্বাস করে, সে বিধিবিড়ম্বিত, স্বকুলের সহিত ধন ও যশ তাহার বিনষ্ট হয়। নূতন বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইলে

কুলটার আর পুরাতনে অভিরুচি হয় না; ফলতঃ তাহারা কেবল স্বকার্য্যসাধনে তৎপরা; তাহাদের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। দৈব পৈত্র কার্য্যে বা পুত্র বন্ধু বা স্বামীর প্রতিও তাহাদের আদর থাকে না; পুংশ্চলীগণের দারুণ চিত্ত কেবল শৃঙ্গার-কার্য্যেই সন্তুষ্ট হয়। পুংশ্চলী রমণীর রতিজ্ঞ পুরুষ প্রাণাপেক্ষা অধিক; সে তাহাকে অমৃতদৃষ্টিতে দর্শন করে; কিন্তু রতিবিষয়ে অনভিজ্ঞ পুরুষ রত্ন দান করিলেও তাহাকে বিষদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকে। সকলের স্থান আছে, কিন্তু পুংশ্চলীর কুত্রাপি স্থান নাই; পুংশ্চলী নরঘাতী হইতেও ভয়ঙ্কর। নিশ্চয় সকলেই কর্ম্মভোগান্তে নিষ্কৃতি লাভ করে; কিন্তু হে বিপ্রেন্দ্র! পুংশ্চলীদিগের চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে নিষ্কৃতি নাই। অন্যান্য কামিনী-গণের সামান্য কীট বিনাশ করিতেও যেরূপ দয়া হয় পুংশ্চলীগণের পুরাতন কান্তকে হনন করিতেও সেরূপ দয়া হয় না। পুংশ্চলী নূতন রতিজ্ঞ প্রাপ্ত হইলে পুরা-তন কান্ত কে বিষতুল্য দর্শন করে এবং অবলীলাক্রমে কোন উপায়দ্বারা তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। পৃথিবীতে যাবতীয় পাপ আছে, এই ভারতবর্ষে এক পুংশ্চলীতে তৎসমুদায়ই দেখা যায়; সুতরাং পুংশ্চলী অপেক্ষা পাপিনী আর কেহই নাই। পুংশ্চলী অন্ন পাক করিলে তাহা সমুদয় পাপে মিশ্রিত হয়; সুতরাং তাহা এবং তাহাদের জল, দৈব বা পৈত্রকার্য্যে অব্য-বহার্য্য। ২৫—৩৬। নিশ্চয় পুংশ্চলীগণের অন্ন বিষ্ঠা-তুল্য ও জল মূত্রতুল্য, তাহা দেবতা ও পিতৃগণকে দান করিলে নরকগামী হইতে হয়; এবং সে শতবর্ষ পর্য্যন্ত ঘোরান্ধকারময় সুদারুণ কালসূত্রনরকে দিবা-নিশি কৃমিনিকরের দংশনে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, যদি কেহ দৈববশতও পুংশ্চলীর অন্ন ভোজন করে তাহা হইলে নিশ্চয় সেই নরাধমের সপ্তজন্মার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট হয় এবং উভয় লোকেই তাহার আয়ু, শ্রী ও যশ বিনষ্ট হয়। এজন্য সর্ব্বতোভাবে কলত্র ও পাকপাত্রকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পুংশ্চলী দর্শন হইলে নিশ্চয় পুণ্যক্ষয় ও যাত্রা অসিদ্ধ হয় এবং তাহাকে স্পর্শ করিলে মহাপাতক হইয়া থাকে; তীর্থ-স্নান করিলে তবে শুদ্ধ হইতে পারে। ভারতক্ষেত্রে পুংশ্চলীগণের জীবন বৃথা, কারণ তাহারা স্নান, দান, ব্রত, জপ ও দেবপূজাদি—যাহাই করে, সমস্তই নিষ্ফল হয়। হে নারদ! প্রসঙ্গক্রমে দুর্জ্ঞেয় কুলটা-খ্যান কথিত হইল, এক্ষণে সেই উভয়ের সংবাদরূপ প্রকৃত বিষয় শ্রবণ কর। অনন্তর বলিপুত্র পুনরায় চেতনা লাভ করিয়া সেই কুলটা তিলোত্তমাকে দর্শন-পূর্ব্বক কামাতুর ও প্রমত্ত হইয়া তাহার সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন সে লজ্জাবশতঃ আন্তরীণ আনন্দের সহিত বস্ত্রদ্বারা মুখমণ্ডল আবরণ করিল এবং বারংবার তাঁহাকে বস্ত্রের অন্তরাল হইতে কুটিল নয়নে দৃষ্টি করিতে লাগিল। পরে বলিপুত্র তাহাকে বলিতে লাগিলেন, কল্যাণি! তুমি কে? কাহারই বা কান্তা? কামিনি! তুমি স্বয়ং কোথায় যাইতেছ? সুভ্রু! এমন মনোহর অথচ কল্পান্ত তপস্যায় পূত পুণ্য-বান্ ব্যক্তি কে যে, তুমি স্বয়ং তাহাকে উপভোগ করিতে গমন করিতেছ? সুন্দরি! তুমি যাহার নিকটেই গমন কর, এক্ষণে আমাকে ভৃত্যরূপে গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য। হে কামুকি! রতিরূপ পণ্য-দ্বারা এই রতিলোলুপ ভৃত্যকে ক্রয় কর; নিশ্চয় তুমিও শৃঙ্গারলোলুপা, অতএব আমার সহিত শৃঙ্গারে প্রবৃত্তা হও। হে প্রিয়ে! তোমার সহিত আমার মিলন, বিধাতাই স্থির করিয়াছেন; অতএব তাঁহার নিরূপিত বিষয় কে নিবারণ করিবে? ৩৭—৪১। হে সুন্দরি! একবার সহাস্যবদনে অমৃতকল্প বাক্য প্রয়োগ কর এবং এই নির্জ্জন প্রদেশে শীঘ্র আমাকে ভুজলতা-রূপ পাশদ্বারা বন্ধন কর। হে কল্যাণি। কনক-সন্নিভ স্বীয় উরুরূপ আসন আমাকে দান কর। কামিনি যাত্রাযোগ্য স্তনমণ্ডল সকল দর্শন করাইয়া কটাক্ষরূপ তীক্ষ্ণাস্ত্রে আমাকে জর্জ্জরিত করিতে থাক। প্রিয়ে! কামরূপ সর্প আমাকে দংশন করিয়াছে, এজন্য পাদস্পর্শে নীরোগ কর; আমি অতিশয় ক্লিষ্ট, আমাকে স্বাদু অধরোষ্ঠামৃত দান কর। হে সুন্দরি! পক্বদাড়িম্ববীজতুল্য সুন্দর দন্তপঙ্ক্তি আমাকে দর্শন করাও। আমি তোমার গভীর নাভি ও ত্রিবলী দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; নীবী-মোক্ষণপূর্ব্বক তোমার মুনিমানসমোহিনী সুন্দর শ্রোণি দর্শনে আমার নিরন্তর বাসনা বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি একবার আমাকে শারদীয়মধ্যাহ্নপদ্মের প্রভাপ-হারী লোচনদ্বয় এবং শারদীয় পূর্ণচন্দ্রতুল্য প্রসন্ন মুখমণ্ডল দর্শন করাও। অনন্তর সেই স্মরাতুরা কামিনী, সাহসিকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও তাঁহাকে কামবাণে পীড়িত দর্শন করিয়া মান ত্যাগপূর্ব্বক বলিতে লাগিল;—নাথ! আপনার ন্যায় পতি কামিনীগণের প্রার্থনীয়, আপনি বলিরাজের পুত্র, ধর্ম্মিষ্ঠ, রূপবান্, গুণবান্, যুবা, শৃঙ্গারনিপুণ, শান্ত এবং কামশাস্ত্র-বিশারদ। আপনার ন্যায় স্বভাব-সুন্দর সুবেশ পুরুষ—স্ত্রীগণের সর্ব্বদা মনোনীত হয়। কামিনীগণ—সুবেশ, সুন্দর, শান্ত, কমনীয়, দান্ত, অরোগী, শৃঙ্গারজ্ঞ, গুণজ্ঞ,

যুবা, রসিক, পবিত্র, স্ত্রীগণের মনোজ্ঞ, দয়ালু, বলিষ্ঠ, সাধু, ক্ষমতাশালী ও অনুরক্ত পুরুষকেই পতি করিতে ইচ্ছা করে। হে কান্ত! আপনাতে এই সমস্ত গুণই বর্ত্তমান; অতএব যে কামিনীরা, আপনাকে বাঞ্ছা না করে, তাহারা নিশ্চয় অবিজ্ঞা, এজন্য বঞ্চিতা। নাথ! আমি চন্দ্রগৃহ হইতে সমাগত হইয়া আপনার সন্তোষ সাধন করিব। আমি চন্দ্রের নিমিত্তই বেশ রচনাপূর্ব্বক গমন করিতেছি, এজন্য আজ আমি তাঁহারই কামিনী; ইহা আমাদিগের ধর্ম্ম। যে রমণী চন্দ্রকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা না হইয়াছে, তাহারা মূঢ়া বলিয়া কীর্ত্তিতা; নিশ্চয় তাহারা পুরুষরসে বঞ্চিতা হইয়া মাতৃগর্ভেই অবস্থিতা থাকে। ফলতঃ স্বর্বৈদ্য, মদন, চন্দ্র, ইন্দ্র ও নলকূবর যে সকল কামিনীকে আলিঙ্গন না করিয়াছেন, তাহারা রতিকর্ম্মে বঞ্চিতা। আমার চিত্ত দিবানিশি তাঁহাদিগেরই ক্রীড়া চিন্তা করিয়া থাকে, বিশেষ আবার সকলের মধ্যে কামদেবই রতি-কার্য্যে নিপুণ। কিন্তু চন্দ্রের আলিঙ্গন এবং শৃঙ্গার অমৃতাপেক্ষা অধিক মনোজ্ঞ; আজ তাঁহারই রতি-দিন, এজন্য আমার মন তাঁহাতেই আসক্ত রহিয়াছে। ৫০—৬৬। অনন্তর বলিনন্দন, তিলো-ত্তমার এইরূপ বাক্য শ্রবণে হাস্যপূর্ব্বক পুলকাঞ্চিত ও কামাতুর হইয়া সেই নির্জ্জন স্থানে তাহাকে বলিতে লাগিলেন, তিলোত্তমে! ব্রহ্মা পরম কৌতুকে তোমায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন; রসিকেশ্বরি! তুমি অপ্সরাগণের মধ্যে চতুরা। বিধাতা সুন্দ ও উপ-সুন্দের নাশের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে তোমাকে সকল গুণের আধার করিয়াছেন। হে সর্ব্বজ্ঞে! তুমি সুরতকার্য্যে অভিজ্ঞা; অতএব সমস্তই তোমার পরিজ্ঞাত; এক্ষণে মানসিক ভাব আমার নিকটে প্রকাশ কর, আমি কৌতুকবশতঃ তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি। বরাননে! তোমাদিগের অতিশয় প্রিয় কে? এবং স্বভাবই বা কি প্রকার? হে সুন্দরি! ইহা অকথ্য ও গোপনীয় হইলেও আমার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। সুন্দরি! সমুদয় গন্ধর্ব্ব দেবতা ও পুণ্যবান্ রাজগণের তুমি ত প্রাণতুল্যা; কিন্তু বল দেখি, তাঁহাদিগের মধ্যে তোমার পরম প্রিয় কে? তখন সেই তিলোত্তমা সাহসিকের বাক্য শ্রবণে হাস্য-পূর্ব্বক বঙ্কিমনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া বস্ত্রদ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিল। পরে, পণ্ডিতগণেরও অপরিজ্ঞেয়, অতি গোপনীয়, অবক্তব্য, সত্য মানসিক ভাব বলিতে লাগিল;—অসুরেন্দ্র! পুংশ্চলীগণের মনের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর, হে কান্ত! পণ্ডিতগণ বেদ-বেদান্তশাস্ত্রেরও অন্ত জানিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারাও দিক্, আকাশ ও যোষিদ্‌গণের অন্ত পান না। বৃদ্ধ রত্নপ্রদ হইলেও যোষিদ্‌গণের বিষ হইতেও অপ্রিয় এবং যুবা যদি সর্ব্বস্বহারী হয়, তথাপি প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়। সুন্দর যুবক দর্শন করিলে পুংশ্চলী উন্মত্তা হয়; বিশেষ ঐ যুবক সুবেশধারী হইলে আর চৈতন্য থাকে না। ৬৭—৭৭। সেই পুংশ্চলী, তখন অনিমেষনয়নে তাহাকে দর্শন করিতে থাকে, এবং তাহার যোনি ক্লিন্ন ও কণ্ডূয়নযুক্ত হয়; আর মন অস্থির ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পান্বিত হইয়া থাকে এবং শরীর জড়ীভূত ও মদনানলে দগ্ধ হইতে থাকে। নির্জ্জন স্থানে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত যদি স্পষ্টরূপে আলাপ করিতে পারে, তাহা হইলে তখন বারংবার তাহার প্রতি কটাক্ষপাতের সহিত মুখমণ্ডল দর্শন করাইয়া থাকে। পরে যদি তাহাতে সেই যুব-ককে জিতেন্দ্রিয়তানিবন্ধন বশ করিতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে তখন নিজ অঙ্গ দেখাইয়া মনের কথা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে। আর নায়ক দুঃসাধ্য হইলে পুংশ্চলী আজীবন দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু তাহার তুল্য বা ততোধিক গুণশালী অন্য নায়ক প্রাপ্ত হইলে তাহাকে বিস্মৃত হয়। পৃথিবীতলে পুংশ্চলীগণের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই, কেবল যখন যে শৃঙ্গার-নিপুণ হয়, সে-ই তখন তাহার প্রাণাধিক প্রিয় হইয়া থাকে। পুংশ্চলী রমণী গুণশালী নূতন নায়ক প্রাপ্ত হইলে, পূর্ব্ব উপপতি, পতি, পুত্র ভ্রাতা এবং পিতা-মাতা প্রভৃতি সকলকেই অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারে। কুলটা সুরতি ভিন্ন কি দান কি পুণ্য, কি সত্য, কি স্তব বা কি উপকার কিছুতেই প্রীতা বা বশীভূতা, হয় না। কুলটা রমণীগণ নিত্য দিবানিশি শয়ন, ভোজন, স্বপ্ন ও জ্ঞানাবস্থায় কেবল সুপুরুষের আলিঙ্গনই স্মরণ করিয়া থাকে। দারুণ পুংশ্চলী-জাতি, শৃঙ্গারনিপুণ পুরুষের ধ্যানসাধ্যা; তাহারা কেবল নব নব নায়ককেই প্রার্থনা করে। রাজন্! এই ত আমি সমুদয় কুলটাগণের চরিত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অকথ্য গোপনীয় আমার মনের কথা শ্রবণ কর। গন্ধর্ব্ব বা উরগগণের মধ্যে কামশাস্ত্রবিশারদ ও রতিশূর কোন যুবকই আমার বিশিষ্ট প্রিয় নাই; শশধরের প্রতি অনেকটা প্রেম আছে। কিন্তু তদপেক্ষা কামই আমার অতিশয় প্রিয়, কামের তুল্য প্রিয় আমার আর হয়ও নাই এবং হইবেও না; অধিক কি তাহার স্মরণমাত্রে আমার চিত্ত আর্দ্র হয়। ৭৮—৯১। মহারাজ! এই ত আপ-

নার ও যোষিদ্‌গণের চরিত্র সকল প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে অনুমতি করুন, চন্দ্রসন্নিধানে গমন করি। হে দৈত্যেন্দ্র! নিশ্চয় আমি চন্দ্রের নিকট হইতে আগমন করিয়া আপনার সন্তোষ সাধন করিব। ও নে বলিপুত্র তাহার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন, এবং স্মরাতুরা তিলোত্তমাও বারংবার তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাতপূর্ব্বক ঈষৎহাস্য করিতে লাগিল। পরে সেই সুর-ললনা ছলক্রমে চারু চম্পকবর্ণাভ পীনোন্নত বর্ত্তুল ও কঠিন স্তনযুগল, রম্ভাস্তম্ভ-বিনিন্দিত সুকঠিন রম্য শ্রোণিমণ্ডল এবং সকটাক্ষ সস্মিত মুখকমল ও পুলকাঞ্চিত কপোলদেশ দর্শন করাইল, এবং নির্জ্জন স্থানলাভে কামবাণে হতজ্ঞান ও পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গী হইয়া লোচনদ্বয়ে নিরন্তর বলিপুত্রের মুখমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিল। তখন সে বারংবার বলিতনয়ের রূপ ও বেশ দর্শন করিয়া কামভাবে পুনঃপুনঃ সূক্ষ্মবস্ত্রে নিজমুখ আবরণ করিল। অনন্তর কামী সুপ্রজ্ঞ বলিনন্দন, সেই কামিনীকে অতিশয় কামার্ত্তা দেখিয়া তাহার মনোভাব বিদিত হইবার জন্য ঔৎসুক্যবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি পঙ্কজলোচনে! সত্য বল, এক্ষণে কি করিবে? আমি বহুক্ষণ এস্থলে থাকিতে অক্ষম; কারণ কার্য্যান্তরহেতু গমন করিতে হইবে। প্রিয়ে! কামিনীগণের প্রতি বলাৎকার ধর্ম্মশীলের কর্ত্তব্য নহে,বিশেষ জ্ঞানীর পক্ষে ইহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য এবং আমাদিগের কুল-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। হে শুভে! এই রতিশূরের নিকট আগমনপূর্ব্বক শৃঙ্গারসুখ দান কর। অথবা কোন্ পুরুষ, বহুগামিনী পুংশ্চলীকে বশীভূত করিতে সক্ষম? দৈত্যেন্দ্রের এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণে তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল; অনন্তর কামবশে মানত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে আপনকে নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, হে কান্ত! কি জন্য এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেন? এবং কি কারণে কোপযুক্ত হইলেন? আপনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন। আপনাকে বিমুখ করিয়া যদি চন্দ্রের নিকটে গমন করি, তবে নিশ্চয় আপনার অভিশাপে গমনমাত্রে বিঘ্ন হইবে। নাথ! এক্ষণে যথেচ্ছ বিহার করুন, স্বয়ং হরি আপনার মঙ্গল করিবেন, যে জন, স্ত্রীলোকের মান রক্ষা করেন, হরির কৃপায় তাঁহার প্রতিপদে শুভ হয়। আর যে পুরুষাধম, স্ত্রীকে অবমানপূর্ব্বক গমন করে, সতী পার্ব্বতী, সেই মূঢ়ের পদে পদে অশুভ বিধান করিয়া থাকেন। কামশাস্ত্রাভিজ্ঞ সুধী বলিনন্দন, তিলোত্তমার বাক্য শ্রবণে মনোভাব বিদিত হইয়া হাস্য করিলেন। পরে সেই কামশাস্ত্রবিশারদ, ভাবজ্ঞ, বলিকুমার—ভাবজ্ঞানান্তে কর ধারণপূর্ব্বক গাঢ়ালিঙ্গন ও মুখপঙ্কজ চুম্বন করিলেন। অনন্তর তাহার সহিত গন্ধমাদনের গহ্বরে গমনপূর্ব্বক প্রাণিশূন্য স্থান দর্শন করিলেন। তখন সেই স্থানে রত্নপ্রদীপ ও সুমনোহর ধূপ সংস্থাপিত করিয়া রতি-যোগ্য শয্যারচনান্তে সেই বিলাসিনীর সহিত শয়ন করিলেন। পরে কামমোহিত হইয়া নানাপ্রকার শৃঙ্গার করিলে তিলোত্তমা তাঁহাকে কামাপেক্ষা বিচক্ষণ মনে করিল। অনন্তর সেই রসিকেশ্বরী, বিপরীতরতিলাভে পরম সন্তুষ্টা হইল, এবং নবসঙ্গমে মূর্চ্ছিতা হইয়া কখন্ দিন, কখন্ রাত্রি, তাহা বোধ করিতে পারিল না। তৎকালে তিলোত্তমা প্রাণেশ্বর বলিপুত্রকে বক্ষঃস্থলে স্তনদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া কামভাবে বলিতে লাগিল, হে কান্ত! আবার আমি কবে তোমার মনোহর মুখচন্দ্র দেখিব? পুনরায় কবে আমার এইরূপ শুভদিন হইবে। ১৯২—২১৪। অয়ি দানবনাথ! আপনার কি আশ্চর্য্য রূপ ও গুণ; নিশ্চয় আপনার তুল্য শৃঙ্গারনিপুণ কেহই নাই। নাথ! পুরুষজাতি ষট্‌পদতুল্য, সুতরাং আপনি কালে আমাকে বিস্মৃত হইবেন; কিন্তু রমণীগণের চিত্তে সৎপুরুষের আলিঙ্গন যাবজ্জীবন দেদীপ্যমান থাকে। পুণ্যবান্ ব্যক্তির পুণ্যবলে শুভদিনে সৎসঙ্গম হয়; সেই সজ্জনের বিচ্ছেদ, দুঃখের হেতু; অধিক কি মরণ অপেক্ষা অতিরিক্ত। সুখময় সৎসঙ্গম, অমৃত-ভোজন ও স্বর্গবাস অপেক্ষা সুদুর্ল্লভ কিন্তু অসৎসঙ্গ, বিষ হইতে অধিক ভয়ঙ্কর। মহারাজ! ক্ষণকাল অবস্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করুন, আপনার সহিত আমার মনঃপ্রাণ গমন করিবে। সেই কুলটা এই বলিয়া দানবনাথকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক পুনঃসঙ্গমসুখে পুলকাঞ্চিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইল। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি ঘৃতলাভে সমধিক বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ দৈত্যেশ্বরও কুলটার আলিঙ্গন ও আলাপে অতিশয় কামী হইলেন। হে মুনে! তখন দৈত্যরাজ, পুনরায় অষ্টবিধ শৃঙ্গার ও যথাস্থানে যথোচিত নববিধ চুম্বন করিলেন এবং পুনর্ব্বার নখ-দন্ত ও করদ্বারা বিবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলে, কিঙ্কিণী ও কঙ্কণের প্রখর শব্দ হইতে লাগিল। তখন সেই শব্দে মুনিবর দুর্ব্বাসার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি বল্মীকে আচ্ছাদিত ছিলেন বলিয়া কেহই তাঁহাকে দর্শন করেন নাই। মুনিবর, সেই গন্ধমাদনগহ্বরে যোগাসন করিয়া পরমাত্মা

শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতেছিলেন। সেই কামান্ধ সাহসিক ও তিলোত্তমা, কামে হতচেতন হওয়ায় কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না, এজন্য মহামুনি সমীপস্থ থাকিলেও তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত হয় নাই। ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত মুনিবর সহসা চেতনা প্রাপ্ত হইয়া নেত্রদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক সম্মুখে উভয়কে দেখিতে পাইলেন। তখন অতি তেজস্বী রুদ্রাংশ-সম্ভূত ভগবান্ বিভু দুর্ব্বাসা, উভয়কেই দিবারাত্রি জ্ঞানে অসমর্থ পরস্পরাশ্লিষ্ট কামমোহিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীহরির চরণকমলের বিচ্ছেদহেতু উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া, রক্ত-পঙ্কজের ন্যায় আরক্তনয়নে বিহারান্তে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, অরে গর্দ্দভসম নির্লজ্জ পুরুষাধম! গাত্রোত্থান কর্, তুই ভক্তপ্রধান বলিরাজের পশুতুল্য কুপুত্র। দেবতা, মানব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব বা রাক্ষস, সকলেই স্বজাতিনিকটে সর্ব্বদা লজ্জা করিয়া থাকে; কেবল এক পশুজাতিরই তাহা নাই। আবার সেই পশুর মধ্যে খরজাতি-ই বিশেষ জ্ঞানলজ্জাবিহীন; অতএব দানবশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে খরযোনি প্রাপ্ত হও। তিলোত্তমে! উত্থিত হ, লজ্জাহীনে! পুংশ্চলি! তোর দৈত্যের উপর যখন এরূপ অনুরাগ তখন, দানবযোনি প্রাপ্ত হ। ১১৫—১৩৪। ক্রোধে প্রজ্বলিত মুনিবর এইরূপ বলিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলে, সাহসিক ও তিলোত্তমা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভীত ও লজ্জিত হইয়া মুনিকে স্তব করিতে লাগিলেন। সাহসিক বলিলেন, দয়াময়! আপনি ব্রহ্মা, আপনি বিষ্ণু ও আপনিই সাক্ষাৎ মহেশ্বর; আপনি হুতাশন এবং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী সূর্য্যদেবও আপনি। হে ভগবন্! অপরাধ ক্ষমা করুন, কৃপানিধে! অধমের প্রতি কৃপা করুন, যে প্রভু, নিরন্তর মূঢ় ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করেন, তিনিই সাধু। মুনে! দৈত্যেন্দ্র এই বলিয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক মুনিবরের চরণাম্বুজে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিলোত্তমা বলিল, হে নাথ! করুণাসিন্ধো! দীনবন্ধো! আমার প্রতি কৃপা করুন, বিধাতাই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারই সৃষ্ট স্ত্রীজাতি অতি মূঢ়। তাহার মধ্যে কুলটা আবার অতিশয় মত্তা ও নিরন্তর কামাতুরা; হে বিভো! আপনি ত বিদিত আছেন, কামুকের লজ্জা, ভয় বা চৈতন্য কিছুই থাকে না। তিলোত্তমা এইরূপ বলিয়া রোদনপূর্ব্বক মুনিবরের শরণাপন্না হইল। ইহা প্রসিদ্ধই আছে; বিপত্তিব্যতীত এই ভূমণ্ডলে কাহারই জ্ঞানোদয় হয় না। মুনে! তাহাদিগের কাতরতা দেখিয়া মুনিবরের করুণা উপস্থিত হইল; তখন তিনি তাহাদিগকে অভয়দানপূর্ব্বক বলিলেন,—দানবনাথ! দৈববশতই জীবগণের অভিশাপ বা প্রসাদ লাভ হইয়া থাকে এবং সৎকীর্ত্তি বা অপকীর্ত্তি নিশ্চয় পূর্ব্বকর্ম্মবলে উৎপন্ন হয়। বৎস! তুমি বিষ্ণুভক্ত বলির পুত্র ও সদ্বংশজাত, এবং তুমি যে জনক অপেক্ষা অধিক বিষ্ণুভক্ত, তাহা আমি নিশ্চয়রূপে জানিলাম। নিশ্চয় জনকের স্বভাব জন্যেও বিদ্যমান থাকে, কালীয়বংশমস্তকে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন তাহার উদাহরণ। বৎস! তুমি গর্দ্দভীযোনিপ্রাপ্তে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবে। পূর্ব্বকৃত কৃষ্ণার্চ্চনফল অনন্তকালেও বিলুপ্ত হইবার নহে। এক্ষণে শীঘ্র ব্রজের নিকটবর্ত্তী বৃন্দারণ্যের তালবনে গমন কর; পরে নিশ্চয় হরিচক্রে প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করিবে। তিলোত্তমে! তুমি ভারতে বাণরাজের কন্যা হইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণপৌত্রের আলিঙ্গনলাভের পর পুনরায় এস্থানে আগমন করিবে। হে মহামুনে! মুনিবর দুর্ব্বাসা এই বলিয়া বিরত হইলে, তাহারাও মুনিপুঙ্গবকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে গমন করিল। নারদ! এই আমি দৈত্যরাজের খরজন্মের সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। পরে সেই তিলোত্তমা উষানাম্নী বাণপুত্রী হইয়া অনিরুদ্ধের কামিনী হন। ১৩৫—১৫০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! এক্ষণে দুর্ব্বাসা মুনি ঊর্দ্ধরেতা হইলেও যে কারণে তাঁহার দারসংযোগ ঘটিয়াছিল, সেই অদ্ভুত নিগূঢ় বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। মুনিবর, তাহাদিগের শৃঙ্গার দর্শন করিয়া কামাসক্ত হইয়াছিলেন, কারণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরও অসৎসংসর্গবশতঃ সাংসারিক দোষ উপস্থিত হয়। সহসা সেই মুনিবরের হৃদয়ে সুরতস্পৃহা উপস্থিত হইলে তিনি কামাতুর হইয়া তপস্যা ত্যাগপূর্ব্বক কামিনীচিন্তা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে মুনীশ্বর ঔর্ব্ব, সৎপতিপ্রার্থিনী কন্যার সহিত সেই পথে গমন করিতেছিলেন। ঐ ঊর্দ্ধরেতা যোগীন্দ্র, পূর্ব্বকল্পে তপস্যাকারী ব্রহ্মার উরু হইতে উৎপন্ন বলিয়া ঔর্ব্ব নামে বিখ্যাত এবং ঐ কন্যা ঔর্ব্বের জানুভবা ও কন্দলী নামে বিখ্যাতা। তিনি দুর্ব্বাসাকে প্রার্থনা করেন; অন্য কাহাকেই রুচি করেন না। অনন্তর জলদগিরিশিখোপম সেই মুনিবর কন্যার সহিত প্রসন্ন

চিত্তে দুর্ব্বাসা মুনির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন মুনীন্দ্র দুর্ব্বাসা, সেই মুনীন্দ্র ঔর্ব্বকে সম্মুখে দর্শন করিয়া, সসম্ভ্রমে অতিবেগে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে প্রণাম করিলেন। পরে ঔর্ব্বও দুর্ব্বাসাকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করিয়া সহর্ষে তাঁহাকে কন্যার অভিলষিতাদি সমুদয় বলিতে লাগিলেন। ঔর্ব্ব বলিলেন, আমার এই মনোহরা প্রৌঢ়া কন্যা কন্দলী নামে বিখ্যাতা; ইনি বাচিক-মুখে আপনার রূপগুণাদি শ্রবণ করিয়া আপনাতেই অনুরক্তা হইয়াছেন। এই কন্যা অযোনিসম্ভবা এবং সর্ব্বপ্রকার রূপ ও গুণের আধার; অধিক কি ইনি ত্রৈলোক্যকেও মোহিত করিতে সক্ষম; কেবল একমাত্র দোষ এই যে, অতিশয় কলহপ্রিয়া; সুতরাং ক্রোধ উপস্থিত হইলে কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা বলিয়া নানাগুণযুক্ত দ্রব্য এক দোষে পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। মুনিবর দুর্ব্বাসা, ঔর্ব্বের বাক্য শ্রবণে হর্ষশোকান্বিত হইয়া রূপগুণবতী সম্মুখবর্ত্তিনী সেই কন্যাকে দর্শন করিলেন; তাঁহার ঈষৎ-হাস্যসমন্বিত প্রসন্ন মুখমণ্ডল, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়; লোচনদ্বয় শরৎপঙ্কজতুল্য এবং শ্রোণী ও পয়োধর অতি বিস্তৃত। বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ-বসনধারিণী রত্নালঙ্কারভূষিতা নবীন-যৌবনা সেই কন্যা, তৎকালে দুর্ব্বাসাকে বঙ্কিম নয়নে দেখিতেছিলেন। ১—১৫। মুনিবর দুর্ব্বাসা তাহাকে দেখিবামাত্র কামবাণে পীড়িত হইয়া মোহিত হইলেন; পরে দুঃখিত হৃদয়ে মুনিবরকে বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! ত্রিভুবনে নারীরূপ নিরন্তর মুক্তিমার্গের বিরোধক, তপস্যার প্রতিবন্ধক ও মোহের কারণ; সংসাররূপ কারাগৃহে রমণীই দুর্ব্বহ নিগড়স্বরূপ; মহাত্মা শঙ্করাদিও জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা উহাকে ছেদন করিতে অশক্ত; মহাত্মন্! উহা ছায়া হইতে অধিক সঙ্গী এবং কর্ম্মভোগ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াধার দেহ, বিদ্যা ও মতি হইতে গুরুতর সঙ্গী; কারণ ছায়া দেহপর্য্যন্তসঙ্গিনী এবং ভোগ ভোগান্ত পর্য্যন্ত, দেহেন্দ্রিয় জীবান্ত পর্য্যন্ত, বিদ্যা অনুশীলন পর্য্যন্ত ও মতি অবশীলন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে; কিন্তু সু স্ত্রী প্রতিজন্মেই সঙ্গিনী হয় এবং প্রাণী যাবৎকাল সস্ত্রীক থাকে, তাবৎকাল কিছুতেই তাহার জন্মের খণ্ডন হয় না; আর জীবের যাবৎ জন্ম তাবৎ শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগ হইয়া থাকে। এজন্য হে মুনীন্দ্র! হরিপাদপদ্ম-সেবাই সকলের শ্রেষ্ঠ। আমি জানি না, কোন্ পূর্ব্বজন্মজ কর্ম্মদোষে হরির চরণারবিন্দ ধ্যানকালে আমার বিঘ্ন হইল। পুংশ্চলীর সহিত দৈত্যের শৃঙ্গার দর্শনে আমার মন কামাসক্ত হইবামাত্র বিধাতাও তাহার ফল দান করিলেন। মুনে! সে যাহাই হউক, কিন্তু আপনার কন্যার আমি শত কটুবাক্য ক্ষমা করিয়া পরে পুনরায় তাহা শ্রবণ করিলে, তাহার সমুচিত ফল প্রদান করিব। কারণ, স্ত্রীকটূক্তিসহিষ্ণুতা, সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়; এই ভুবনত্রয়ে স্ত্রীজিত ব্যক্তি, সাধুগণের নিকটে অতিশয় নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। এক্ষণে আপনার আজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিব; কারণ মানব উপস্থিত কামিনীকে পরিত্যাগ করিলে কালসূত্রে গমন করে। যদি কোন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, কামবশত, নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত পুংশ্চলীকেও ধর্ম্মভয়ে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া নরকে গমন করিতে হয়। হে মুনে! দুর্ব্বাসা মুনিসমক্ষে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে পর মুনিবর ঔর্ব্ব, বেদবিধানানুসারে তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন। তখন দুর্ব্বাসা স্বস্তি বলিয়া গ্রহণ করিলে ঔর্ব্ব তাঁহাকে যৌতুক দানপূর্ব্বক মোহবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মুনিবর ঔর্ব্ব নিজ কন্যার বিরহচিন্তায় ক্লিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! আপত্যবিচ্ছেদ দুঃখরাশি, জ্ঞানী পুরুষকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। ১৬—৩১। পরে ঔর্ব্ব, ক্ষণকালমধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া পিতৃবিচ্ছেদদুঃখে মূর্চ্ছিতা রোরুদ্যমানা শোকাকুলা কন্যাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ঔর্ব্ব বলিলেন, বৎসে! আমি তোমাকে যে পরিণামসুখপ্রদ বেদসম্মত সত্য হিতজনক সুদুর্লভ নীতিবাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৎসে! নিজ স্বামীই ইহকালের ও পরকালের পরমবন্ধু; কুলস্ত্রীগণের কান্ত অপেক্ষা প্রিয় ও পরম গুরু কেহই নাই। দেবপূজা, ব্রত, দান, তপস্যা, অনশন, জপ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবীপ্রদক্ষিণ এবং ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবা এই সমস্ত কার্য্যই পতিসেবার ষোড়শ ভাগেরও যোগ্য নহে। পতিভক্তা রমণীর এই সকল কার্য্যে কিছুই প্রয়োজন করে না এবং অভক্তারও এই সমস্ত নিষ্প্রয়োজনীয়। কারণ অভক্তা ইহা করিলেও ফলজনক হয় না। বেদে কথিত আছে, স্ত্রীগণের পতিসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কিছুই নাই। বৎসে! তুমি স্বপ্ন জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই নিজ কান্তকে নারায়ণাধিক জ্ঞান

করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিও; হে তনয়ে! পরিহাস, কোপ, ভ্রম বা অবজ্ঞাবশতঃ স্বামীর সমক্ষেই হউক বা পরোক্ষেই হউক কখন কটূক্তি করিও না। এই ভারত ভূমিতে যে রমণী জ্ঞানপূর্ব্বক বাগ্দুষ্টা বা যোনিদুষ্টা হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বেদেও নির্ণীত হয় নাই, শত ব্রহ্মার পতন পর্য্যন্ত তাহাকে নরকে বাস করিতে হয়। সর্ব্বধর্ম্মযুক্তা হইয়াও যে নারী, পতির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করে, নিশ্চয় তাহার সপ্তজন্মকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়। মুনিপুঙ্গব ঔর্ব্ব কন্যাকে দান করিয়া প্রবোধ দানপূর্ব্বক গমন করিলেন এবং আত্মারাম দুর্ব্বাসাও স্ত্রীর সহিত পরমানন্দে স্বাশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! মুনিবর কামী হইয়া সম্ভোগেচ্ছা করিবামাত্র কামিনীকে প্রাপ্ত হইলেন, অতএব যথার্থই বটে, সুকৃতী ব্যক্তির বাঞ্ছা হইলেই তৎক্ষণাৎ কার্য্য সিদ্ধ হয়। অনন্তর মহামনাঃ মুনিবর, রতিকরী শয্যা রচনাপূর্ব্বক শুভক্ষণে সেই প্রিয়াকে গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন স্থানে শয়ন করিলেন। মুনিপুঙ্গব যদিচ আজন্ম নারীরসে অনভিজ্ঞ, তথাপি তিনি কামশাস্ত্রবিশারদ এবং সুরতবিষয়ে বিশেষজ্ঞানশালী ছিলেন, এজন্য বিধিপূর্ব্বক নানা প্রকার শৃঙ্গার করিতে লাগিলেন; তখন কন্দলী নবসঙ্গমমাত্রে মূর্চ্ছাপন্না হইলেন; কাহারই দিবা-রাত্রি জ্ঞান রহিল না; যেরূপ দুঃখী ব্যক্তির প্রথম সুখারম্ভে আকাঙ্ক্ষার শান্তি হয় না, সেইরূপ মুনিবর সাকাঙ্ক্ষচিত্তে সুখে প্রতিদিন সুরতকার্য্য করিতে লাগিলেন। ৩২—৪৭। বিদগ্ধা কন্দলীর সহিত বিদগ্ধ মুনিবরের সঙ্গম সমভাবেই চলিতে লাগিল; এজন্য মুনীশ্বর, ক্রমে তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহাসক্ত হইলেন। পরে কন্দলী নিত্য স্বামীর সহিত কলহ করিতে লাগিলেন, মুনীন্দ্রও নীতিবাক্যে সেই কামিনীকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু কন্দলী সেই নীতিবাক্যে কিছুতেই প্রবোধ না মানিয়া কলহেই অভিরুচি করিতে থাকিলেন; তখন তিনি পিতৃপ্রদত্ত জ্ঞানেও শান্তি লাভ করিলেন না। স্বভাব অলঙ্ঘনীয়, নীতিবাক্যে কেহই তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং সেই কন্দলী অকারণে প্রত্যহ স্বামীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যাঁহার প্রভাবে জগৎ কম্পিত হয়, সেই মুনিবর কন্দলীর কটুবাক্যে ক্রোধে কম্পিত হইয়া কেবল তাঁহার কটূক্তির সংখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃপানিধি দুর্ব্বাসা নিত্যই কন্দলীকে প্রবোধ দান করিলেও সে শান্ত হইল না; তখন ক্রমে শত কটূক্তি পূর্ণ হইল। তথাচ মুনিবর, কৃপা করিয়া শতাধিক কটুবাক্যেও ক্ষমা করিলেন; কিন্তু পত্নীর কটুবাক্যে মুনিবরের মানস নিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই কটুবাদিনীর কর্ম্ম পূর্ণ হইলে, আত্মারাম দয়ালু দুর্ব্বাসা, কোপ সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া 'ভস্মরাশি হও' বলিয়া কন্দলীকে শাপ প্রদান করিলেন। তখন মুনিবরের ইঙ্গিত মাত্রে সেই কামিনী ভস্মসাৎ হইল। ফলতঃ এইরূপ অতি উদ্ধত হইলে ত্রিজগতে কাহারই কল্যাণ হয় না। তখন কন্দলীর শরীর ভস্মসাৎ হইলে তাহার আত্মার প্রতিবিম্ব জীব অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া বিনয়পুরঃসর প্রভু দুর্ব্বাসাকে বলিতে লাগিল,—হে নাথ! আপনি সর্ব্বদর্শী; আপনি জ্ঞানচক্ষে নিরন্তর সমস্তই জানিতেছেন; অতএব হে সর্ব্বজ্ঞ! আমি আর আপনাকে কি বুঝাইব? সদুক্তি, কদুক্তি, কোপ, সন্তোষ, লোভ, মোহ, কাম, ক্ষুধা, তৃষ্ণাদি এবং স্থৌল্য, কৃশতা, নাশ ও দর্শন বা অদর্শন সকলই শরীরের ধর্ম্ম; জীব বা আত্মার নহে। সেই শরীর, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক এবং নানা প্রকার, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে মুনে! কোন শরীরে সত্ত্বগুণ অধিক, কোন শরীরে রজোগুণ এবং কোন শরীরে তমোগুণের আধিক্য থাকে; কিন্তু কোন শরীরই সমান গুণত্রয়বিশিষ্ট নহে। সত্ত্বগুণ হইতে দয়া ও মুক্তীচ্ছা, রজোগুণ হইতে কর্ম্মেচ্ছা এবং তমোগুণ হইতে জীবহিংসা, কোপ ও অহঙ্কার উৎপন্ন হয়; আর সেই কোপ-হেতুই কদুক্তি ও কদুক্তিতেই শত্রুতা এবং শত্রুতা হইলেই সদ্য অপ্রিয়তা উপস্থিত হয়। নতুবা এই ভূমণ্ডলে কে কাহার শত্রু? কে কাহার প্রিয় বা অপ্রিয়? কেবা কাহার মিত্র? কেবল ইন্দ্রিয়গণই সর্ব্বত্র শত্রুতা ও মিত্রতার কারণ বলিয়া কথিত আছে। দেখুন, স্বামী স্ত্রীগণের প্রাণাধিক প্রিয় এবং স্ত্রীও স্বামীর প্রাণাধিকা প্রিয়া; কিন্তু কটূক্তিতে, তাহাদের ক্ষণকালমধ্যেই শত্রুতা উপস্থিত হয়। হে বিভো! আমার কর্ম্মদোষে যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে আমার নিখিল অপরাধ ক্ষমা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করুন। এক্ষণে কি করি? কোথায় যাই? কোথায় বা আমার জন্ম হইবে? আমি জগৎত্রয়ে আপনাভিন্ন অন্য কাহারই জায়া হইব না। ৪৮—৬৯। জীব এই কথা বলিয়া মৌনীভূত হইলে, সেই মুনিবর শোকে হতচেতন হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। কি আশ্চর্য্য! তিনি আত্মারাম ও মহাজ্ঞানী; তথাপি তাঁহার চৈতন্যলোপ হইল, অতএব বিদগ্ধ ব্যক্তিদিগের

স্ত্রীবিচ্ছেদ সকল শোক অপেক্ষা গুরুতর। পরে ক্ষণকালমধ্যে চেতনাপ্রাপ্তে প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়া সেই স্থানে যোগাসন করত বায়ু ধারণ করিলেন। এমত সময়ে সেই স্থানে এক ব্রাহ্মণবালক সমাগত হইলেন; তিনি দণ্ড,ছত্র, রক্তবস্ত্র ও উজ্জ্বলতিলকধারী। তাঁহার মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাইতেছে; তিনি শ্যামবর্ণ, ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত,শান্ত, জ্ঞানী ও বেদবিদ্‌গণের গুরু; কিন্তু বয়সে অতি শিশু বলিয়া বোধ হয়। দুর্ব্বাসা তাঁহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া ভক্তিসহকারে পুজা করিলেন। তখন ব্রাহ্মণকুমার তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলে তাঁহার দর্শনে ও আশীর্ব্বাদে মুনিবরের সমুদয় দুঃখ বিদূরিত হইল। পরে সেই নীতিশাস্ত্রবিশারদ বিচক্ষণ বালক, ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া দুর্ব্বাসাকে অমৃততুল্য নীতিসমূহ বলিতে লাগিলেন; হে বিপ্র! আমি গুরুমন্ত্রপ্রসাদে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছি; কোন বিষয় আমার অজ্ঞাত নাই; আপনাকে শোকে কাতর দেখিতেছি; সুতরাং আপনাকে আর কি তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিব? ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণগণের তপস্যাই ধর্ম্ম; এই জগৎত্রয় তপঃসাধ্য, কিন্তু আপনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন্ কার্য্যে উদ্যত হইয়াছেন? এই ভুবনত্রয়ে কে কাহার পত্নী? কেবা কাহার পতি? মূর্খেরাই হরির মায়াবলে ঐরূপে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আপনার ঐ পত্নী মিথ্যাস্বরূপা, এই জন্যই অল্পকালমধ্যে অদৃশ্যা হইয়াছে; কিন্তু ঐ অদর্শনও সত্য নহে, মিথ্যা বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট আছে। হে মুনে! একানংশা নামে হরির ভগিনী, পার্ব্বতীর অংশে সমুদ্ভূতা, চিরজীবিনী অতি সুশীলা বসুদেবের এক কন্যা আছেন। ৭০—৮২। সেই সুন্দরীই আপনার কল্পে কল্পে পত্নী হইবেন। এক্ষণে আপনি তপস্যায় মনোনিবেশ করুন, পত্নীরূপ সুধা কয় দিনের নিমিত্ত? কন্দলী এক্ষণে ধরণীতলে কন্দলীজাতি হইয়া উৎপন্না হইবে; পরে কর্ম্মের ফলপাকাবসানে শুভদা হইবে। একবার মাত্র জন্মলাভ করিয়াই শুভদা হইতে পারে না; সেই সুন্দরী কন্দলী, কল্পান্তরে আপনার পত্নী হইবে। আর ইহাও বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, অত্যুদ্ধতের দমন করা উচিত কার্য্য। সেই বিপ্ররূপী জনার্দ্দন, এইরূপ বাক্যে বিপ্রবরকে জ্ঞান দান করিয়া শীঘ্র অন্তর্হিত হইলেন। তখন মুনিবর, সমুদয় ভ্রম বিবেচনা করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে কন্দলীও কন্দলীজাতি হইয়া ধরণীতলে উৎপন্না হইল। মুনে! আর সেই দৈত্য তালবনে গমনপূর্ব্বক গর্দ্দভাকৃতি হইল; তিলোত্তমাও যথাসময়ে বাণপুত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর দৈত্যেন্দ্র, বিষ্ণুচক্রে প্রাণত্যাগ করিয়া মুনিগণেরও দুর্লভ সুবাঞ্ছিত শ্রীহরির চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইল। এদিকে যথাসময়ে বাণপুত্রীরূপিণী তিলোত্তমাও শ্রীকৃষ্ণপৌত্রের আলিঙ্গনলাভে পূর্ণমনোরথ হইয়া পূর্ব্ববৎ তিলোত্তমা-রূপ ধারণপূর্ব্বক পুনরায় স্বালয়ে গমন করিল। এই আমি তোমার নিকটে পদেপদে সুন্দর উৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান সকল কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?। ৮৩—৯১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি অদ্ভুত মঙ্গলজনক হরিতত্ত্ব শ্রবণ করিলাম, বিশেষতঃ আপনার মুখে উহা অতিশয় সুমনোহর বলিয়া বোধ হয়। তপোধন! দুর্ব্বাসামুনির শাপপ্রভাবে ঔর্ব্বকন্যা মৃতা হইলে, মুনিবর ঔর্ব্ব আগমন করিয়া কি করিয়াছিলেন? তাহা আমাকে বলুন নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! তিনি সরস্বতী নদীতীরে সেই সময়ে তপস্যা করিতেছিলেন, সহসা বায়ুবেগে তাঁহার মস্তকস্থিত ধৌত বস্ত্র পৃথিবীতে পতিত হইলে, মুনিবর তপস্যা ত্যাগ করিয়া ধ্যানাবলম্বনদ্বারা কন্যার সঙ্কট পরিজ্ঞাত হইলেন; তখন তিনি অতিশয় শোকাবিষ্ট হইয়া ত্বরায় জামাতার আশ্রমে গমন করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার নয়নবারিতে বারংবার পৃথিবীরেণু পরিষিক্ত হইতে থাকিল। সেই বিপ্রবর, কাতরচিত্তে জামাতার আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার 'হা বৎসে কন্দলি!' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন দুর্ব্বাসা শ্বশুরের স্বর বিদিত হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে ত্বরায় বহির্ভূত হইয়া তাঁহার চরণকমলে পতিত হইলেন। এইরূপে শ্বশুরকে প্রণামপূর্ব্বক শোকে পুনরায় অতিশয় বিলাপ করত সেই মুনিসত্তমের নিকটে অমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পরে মহাজ্ঞানী ঔর্ব্ব, তৎশ্রবণে শোকাবিষ্ট ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া নিশ্চেষ্ট মৃতের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইলে, দুর্ব্বাসা তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করত মনে মনে সঙ্কট ভাবিয়া বহু যত্নে সেই মহামুনির চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর ঔর্ব্ব, শীঘ্র চেতনা লাভ করিয়া সম্মুখস্থিত ভীত শোকযুক্ত প্রণতকন্ধর জামাতাকে

বলিতে লাগিলেন; সেই সময় তাঁহার মহাশোকভরে রক্তপঙ্কজতুল্য নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল এবং তিনি ক্রোধে বারংবার কম্পিত ও স্ফুরিতাধর হইতে লাগিলেন। ঔর্ব্ব বলিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি জগৎপতি ব্রহ্মার পৌত্র এবং অত্রির বংশধর, তবে কি জন্য স্বল্প দোষে গুরুতর দণ্ড বিধান করিলে? তোমার শঙ্করের অংশে জন্ম, তুমি সেই জগদ্গুরু শঙ্করেরই শিষ্য; আর স্বয়ং গুণবান্, সর্ব্বজ্ঞ ও বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী; কমলাংশসমুদ্ভবা মহাসাধ্বী অনসূয়া তোমার জননী। কিন্তু তোমার বুদ্ধি যে কি দোষে এইরূপ হইয়াছে, তাহা জানি না। যাহার জনক গুণবান্ ও জননী গুণবতী, তাহাদিগের পুত্র যে নির্দ্দয় হয়, ইহা অতি আশ্চর্য্য; অতএব বেদমর্য্যাদা অতি দুর্জ্ঞেয়। আমি প্রাণাধিক কন্যাকে সানন্দে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম, সে মহাগুণান্বিতা, কেবল স্বল্পমাত্র তাহার দোষ ছিল। বাগ্দুষ্টা রমণীর পরিত্যাগরূপ দণ্ডই বেদনির্দ্দিষ্ট; তুমি যদি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে, তাহা হইলে সে পিতাকর্ত্তৃক যত্নে পালিতা হইত। তুমি যেহেতু সামান্য দোষে আমার অপত্যকে ভস্ম করিয়াছ, সেই হেতু তোমার নিঃসংশয় মহাপরাভব হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিবে, করুণানিধি ভগবান্, কি মহৎ, কি ক্ষুদ্র সকল জীবেরই সর্ব্বদা স্রষ্টা, পাতা ও শাস্তা। ১—২০। মুনিশ্রেষ্ঠ ঔর্ব্ব, এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ বিলাপ করত 'হে বৎসে! হে বৎসে!' এইরূপ বলিতে বলিতে সক্রোধে স্বালয়ে গমন করিলেন। মুনীন্দ্র ঔর্ব্ব গমন করিলে, দুর্ব্বাসা পুনর্ব্বার অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি যে শোক, জ্ঞানবলে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা পুনরায় দ্বিগুণতর হইল। ফলতঃ কালে শোকানল জ্ঞানরূপভস্মে সমাচ্ছন্ন হইলেও বন্ধুদর্শনরূপ শুষ্ককাষ্ঠপ্রাপ্তিমাত্রে পুনরায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তখন সেই দুর্ব্বাসা, বারংবার প্রিয়াকে স্মরণ করিয়া অতিশয় বিলাপ করিলেন, আপনিই সমস্ত ভ্রমাত্মকজ্ঞান করিয়া তপস্যায় মনঃসমাধান করিলেন। এই আমি তোমার নিকটে মুনিবরের শাপকারণ বর্ণন করিলাম; পরে সেই ঔর্ব্বের শাপপ্রভাবে দুর্ব্বাসার মহাপরাভব হইয়াছিল। নারদ কহিলেন, প্রভো! দুর্ব্বাসা শঙ্করের অংশ এবং তেজেও শিবতুল্য; তবে এমন মহান্ তেজস্বী কোন্ ব্যক্তি আছে যে তাঁহাকেও পরাভব করিয়াছিল? নারায়ণ বলিলেন, মুনে! অম্বরীষ নামে সূর্য্যবংশোৎপন্ন এক রাজা ছিলেন, তাঁহার চিত্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের পদকমলেই আসক্ত থাকিত। রাজ্য, ভার্য্যা, পুত্র, প্রজা ও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মার্জ্জিত রাজসভাতেও তাঁহার চিত্ত ক্ষণকালের নিমিত্ত আসক্ত হইত না। সেই বিষ্ণুব্রতপরায়ণ মহান্ জিতেন্দ্রিয় শান্ত ও ধর্ম্মশীল অম্বরীষ, স্বপ্নে ও জ্ঞানাবস্থায় অহর্নিশি পরমানন্দে কেবল হরিকেই ধ্যান করিতেন। একাদশীব্রত ও কৃষ্ণপূজায় তাঁহার চিত্ত নিতান্ত নিমগ্ন ছিল; তিনি সকল কর্ম্মের ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতেন। প্রভু কৃষ্ণও সুতীক্ষ্ণ, ষোড়শার তেজে হরির তুল্য, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতিযোগ্য ও সুরাসুর-পূজিত স্বীয় সুদর্শননামক চক্র সেই রাজার রক্ষার নিমিত্ত নিয়ত তাঁহার নিকটে রাখিতেন। ২১—৩১। এক সময়ে রাজা একাদশীব্রত করিয়া দ্বাদশীদিবসে স্নান করত কালানুসারে বিধিপূর্ব্বক হরির পূজা করিলেন, তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজনের নিমিত্ত উপবেশন করিয়াছেন, এই সময়ে, হে মুনে! দণ্ডছত্রধারী, শুভ্রবস্ত্র-পরিধান, ললাটে সমুজ্জ্বলতিলকশোভিত, জটিল, অতি কৃশ; ক্ষুধিত, এক তপস্বী ত্রস্তভাবে শুষ্ককণ্ঠে তথায় আগমন করিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্ দুর্ব্বাসা। তিনি নৃপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা মুনীন্দ্রকে দেখিয়া আসন হইতে উত্থান করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তৎপরে প্রীতিপূর্ব্বক পাদ্য ও স্বর্ণসিংহাসন প্রদান করিলেন। বিপ্র দুর্ব্বাসা, রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসনে সুখে উপবেশন করিলে, রাজা ভীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার কি অনুমতি হয়, তাহা আমাকে বলুন। তখন রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছি; আমাকে ভোজন করাও। কিন্তু হে রাজন্! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিয়া পুনর্ব্বার আগমন করিতেছি; অদ্য অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করা হয় নাই। এই বলিয়া মুনি গমন করিলে; রাজর্ষির মনে অত্যন্ত চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তিনি দ্বাদশী অতীতপ্রায় দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। এই সময়ে গুরুদেব বশিষ্ঠ, তথায় সমাগত হইলে, রাজা তাঁহাকে প্রণাম করত সকল বিষয় তাঁহার নিকটে বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, ভগবন্! দ্বাদশী অতীতপ্রায়, মুনিশ্রেষ্ঠ অনেক সময় হইল গমন করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করিতেছেন না; আমি অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। হে মুনেশ্রেষ্ঠ! ইহাতে শুভাশুভ বিষয় আপনি বিশেষ বিবেচনা করত বিধিপূর্ব্বক

আমাকে শীঘ্র বলুন। ৩২—৩৯। মুনিশ্রেষ্ঠ, রাজার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আশু-হিতকর ও পরিণাম-সুখাবহ বেদোক্ত বাক্য তাঁহাকে অবিলম্বে বলিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজন্! দ্বাদশী অতীত হইলে ব্রতী যদি ত্রয়োদশীতে পারণ করে তবে সেই পারণ উপবাসের ফল নষ্ট এবং ব্রতীকে বিনাশ করে। তাহার ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ হয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য সমস্ত সুরাতুল্য হয়, ইহা বেদে ব্রহ্মা বলিয়াছেন। যদি কোন মূঢ় নর উপস্থিত অতিথিকে ভোজন না করাইয়া প্রবল ক্ষুধার বেগে ত্রস্তভাবে স্বয়ং ভোজন করে, সেই পাপাত্মা কুম্ভীপাকনরক ভোগ করত চণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং প্রতিজন্মেই সেই ব্যক্তি দরিদ্র ও ব্যাধিযুক্ত হয়। এই ঘোর শঙ্কটাপন্ন ব্যাপারে ইহা অপেক্ষা তোমাকে আর সূক্ষ্ম বিষয় কি বলিব? যাহাতে উভয়ই রক্ষা হয়, তাহাই কর; সে বিষয়ে সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনার চরণামৃত ভক্ষণ করিয়া উপবাসের ফল রক্ষা কর; যে হেতু জলপান অনাহারের তুল্য হয়, তাহাতে আতিথ্য সৎকারের হানি হইবে না। হে মুনে! এই কথা বলিয়া ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠ বিরত হইলে রাজা, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করত সেই চরণামৃত জল কিঞ্চিৎ পান করিলেন। হে ব্রহ্মন্! এই সময়ে সেই মুনীশ্বর দুর্ব্বাসা আগমন করত স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হইলেন এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া নৃপসমীপে স্বীয় জটা ছিন্ন করিলেন, তৎক্ষণাৎ এক অগ্নিশিখোপম খড়্গাহস্ত মহাভীমকায় পুরুষ উত্থিত হইয়া রাজাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। তখন কোটীসূর্য্য-সম-প্রভাশালী শ্রীহরিচক্র সেই ব্যাপার দর্শন করত সেই কৃত্যা পুরুষকে ছেদন করিয়া ব্রাহ্মণকেও ছেদন করিতে উদ্যত হইল, বিপ্র সুদর্শন-দর্শনে ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু প্রলয়কালের অগ্নিশিখা-সদৃশ সুদর্শন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তৎপরে নির্ব্বেদযুক্ত ভয়াকুল দুর্ব্বাসা ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করত জগৎপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। নারদ মুনি! 'পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর,' উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা গাত্রোত্থান করিয়া সেই বিপ্রেন্দ্রকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪০—৫৩। সেইরূপ বৃত্তান্ত আমূল সম্পূর্ণ ভাবে বর্ণন করিলেন। ব্রহ্মা সমস্ত শ্রবণ করিয়া ভয়াকুলচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত মুনিকে বলিলেন, বৎস! তুমি কাহার তেজঃপ্রভাবে হরির দাসকে অভিশাপ প্রদান করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলে? যাহার রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্, এ ত্রিজগতে কাহার ক্ষমতা আছে তাহাকে বিনাশ করে, ভক্তবৎসল হরি ক্ষুদ্র হউক অথবা মহৎ হউক সকলরূপ ভক্তের রক্ষার জন্যই সতত তাহাদের সমীপে স্বীয় সুদর্শনচক্র রক্ষা করেন। হে দ্বিজ! যে মূঢ় ব্যক্তি বিষ্ণু-প্রাণতুল্য বৈষ্ণবদিগকে দ্বেষ করে, তাহাকে সংহারকর্ত্তার ঈশ্বর হরি সংহার করিয়া থাকেন। বৎস! তুমি শীঘ্র স্থানান্তরে গমন কর; এস্থানে থাকিলে জীবনের আশা কম; তুমি গমন না করিলে সুদর্শন আমার সহিত তোমাকে বিনাশ করিবে। যে সুদর্শন, ব্রহ্মলোক দূরে থাকুক, ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্তও দগ্ধ করিতে সক্ষম এবং তেজে বিষ্ণুতুল্য, তাহাকে কে বারণ করিবে? এইরূপ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষিপ্র দুর্ব্বাসা সেস্থান হইতে পলায়ন করত ত্রস্তচিত্তে কৈলাসধামে শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন; এবং বিনয়পূর্ব্বক ভীতচিত্তে শঙ্করকে বলিলেন, কৃপা-নিধান! আমাকে রক্ষা করুন; দীননাথ সংহারকারী সর্ব্বজ্ঞ শিব ব্রাহ্মণকে কোন কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! স্থির হও, আমার বাক্য শ্রবণ কর। শঙ্কর বলিলেন, তুমি বিশ্ববিধাতার পৌত্র ও অত্রির তনয়; তুমি বেদজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া মূর্খের ন্যায় আচরণ করিয়াছ; সর্ব্বেশ, বেদ পুরাণ ও ইতিহাসে সকল বিষয়ে যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তুমি মূঢ়ের ন্যায় তাহা জান না। আমি, ব্রহ্মা, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, ধর্ম্ম, ইন্দ্র, সুরসকল, মুনীন্দ্রগণ এবং মনুগণ যাঁহার ভ্রূভঙ্গলীলায় আবির্ভূত-তিরোভূত হইয়া থাকেন, তুমি কাহার তেজে সেই হরির প্রাণাধিক ভক্তকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে? আমি, ব্রহ্মা, কমলা, দুর্গা, বাণী ও রাধিকা আমরা হরির ভক্ত অপেক্ষা প্রিয় নহি; ভক্তগণ তাঁহার অধিক প্রিয়তম। সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ হরি দুঃসহ সুদর্শন-চক্রদ্বারা যত্নপূর্ব্বক মহৎ ও ক্ষুদ্র ভক্তগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি তেজঃপ্রভাবে নিজতুল্য দুর্নিবার্য্য সুদর্শনচক্রকে ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াও তাঁহার বিশ্বাস হয় না, বলিয়া স্বয়ং রক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া থাকেন। হরি স্বকীয় গুণনাম শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করিবার নিমিত্ত ভক্তগণের সহিত ছায়ার ন্যায় নিয়ত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। শ্রীহরির প্রিয়তমা রাধিকা, প্রাণাধিকা প্রিয়তমা; তাঁহা হইতে প্রিয় কেহ নাই, কিন্তু তিনিও যদি স্বয়ং ভক্তগণকে দ্বেষ করেন, তাহা হইলে প্রভু তৎক্ষণাৎ

তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সকল বর্ণের মধ্যে হরির স্বীয় শরীর হইতেও বিপ্রগণ প্রিয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভক্তগণ হরির প্রাণাধিক প্রিয়তর। এই ত্রিজগতে ঈশ্বরের প্রিয় বা অপ্রিয় কে? কিন্তু যে শিষ্ট ব্যক্তি নিরন্তর তাঁহাকে ভজনা ও ধ্যান করে, সেই প্রিয়। হে ব্রহ্মন্! মহাপ্রলয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড জলপ্লাবিত হইলেও তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের কিছুতেই নাশ হইবে না। ৫৪—৭৪। হে দ্বিজ! তুমি গোবিন্দকে ভজনা কর এবং তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান কর; শ্রীহরির স্মরণমাত্রেই সকল আপদ্ দূরীভূত হইবে। তুমি শীঘ্র বৈকুণ্ঠে গমন কর; বৈকুণ্ঠই তোমার শরণীয়; তুমি শরণাগত হইলে করুণাসাগর হরি তোমাকে নিশ্চয় অভয় প্রদান করিবেন। এই সময়ে যেরূপে সূর্য্যকিরণে মহীতল সুদীপ্ত হয়, তদ্রূপ কৈলাসভবন চক্রের তেজে পরিব্যাপ্ত হইল। তখন সমস্ত কৈলাসবাসিগণ, চক্রের জ্বালাকরালে দগ্ধপ্রায় হইয়া 'পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর,' শব্দে শঙ্করের শরণাপন্ন হইল। করুণানিধি শঙ্কর দুঃসহ চক্র দর্শন করত পার্ব্বতীর সহিত প্রীতমনে ব্রাহ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "আমার চিরসঞ্চিত তপস্যা ও তেজ যদি সত্য হয়, তবে এই কৃতাপরাধ ভীত ব্রাহ্মণ বিপদ্শূন্য হউন।" পার্ব্বতী বলিলেন, যেহেতু প্রভু ও আমার পুণ্যফলে ব্রাহ্মণ আমাদের শরণাগত হইয়াছেন, অতএব আমার আশীর্ব্বাদে এই মহা-ভয়-ব্যাকুল বিপ্র বিপত্তি হইতে মুক্তি লাভ করুন। কৃপাপূর্ব্বক শিবদুর্গা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, মুনি দেবেশকে প্রণাম করত আত্মত্রাণার্থে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। তৎপরে দুর্ব্বাসা মনোবেগে বৈকুণ্ঠভবনে গমন করত পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুদর্শন আসিতেছে দেখিয়া শ্রীহরির পুরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন;— শ্রীহরি রত্নসিংহাসনে সমাসীন; তাঁহার হস্তে শঙ্খ; চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইতেছে। তাঁহার পীতবস্ত্র পরিধান। সেই শ্যামসুন্দর, চতুর্ভুজ, শান্তমূর্ত্তি, কমলাকান্ত, মনোহর রত্নালঙ্কারে ও রত্নমালায় বিভূষিত; তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষদ্ধাস্যযুক্ত প্রসন্ন; তিনি ভক্তানুগ্রহকাতর; তাঁহার মস্তক বিচিত্র রত্নসার-নির্ম্মিত উজ্জ্বল কিরীটে শোভিত। তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ পারিষদবর্গ শ্বেত-চামরদ্বারা বীজন করিতেছে, কমলাদেবী তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন; সরস্বতী তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করত স্তব করিতেছেন। তাঁহার চারিদিকে সুনন্দ-নন্দ-কুমুদ-প্রচণ্ডাদি ভক্তগণ উপবিষ্ট রহিয়াছে। কোন ভক্ত যন্ত্রের দ্বারা ভগবানের গুণানুবাদ গান করিতেছে; তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। মুনি প্রভুকে এইরূপ দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক পরমেশ্বরকে সামবেদোক্ত স্তোত্রের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা বলিলেন, হে কমলাকান্ত! হে করুণানিধে! আপনি দীনবন্ধু, দীনজনের ঈশ্বর, করুণাসাগর; অতএব হে প্রভো! আমাকে পরিত্রাণ করুন। ৭৫—৯০। হে প্রভো! আপনি বেদ-বেদাঙ্গসৃষ্টিকর্ত্তা, বিধাতারও বিধাতা, মৃত্যুরও মৃত্যু ও কালেরও কালস্বরূপ; এক্ষণে আমাকে সঙ্কটার্ণব হইতে পরিত্রাণ করুন। হে সর্ব্বেশ! সর্ব্বকারণ! আপনি সংহারকর্ত্তার সংহর্ত্তা ও মহাবিষ্ণুতরুর বীজস্বরূপ; অতএব আপনি আমাকে এই ভয়সাগরে রক্ষা করুন। হে নারায়ণ! আপনি শরণাগত, শোকার্ত্ত ও ভয়শীলদিগের পরিত্রাণপরায়ণ; আমি ভীত হইয়া আপনার চরণে শরণাগত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন। যিনি বেদের আদিভূত, যাঁহাকে স্তব করিতে বেদ অক্ষম এবং সরস্বতী পর্য্যন্তও জড়ীভূতা, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ কিরূপে স্তব করিবে? যাঁহাকে স্তব করিতে অনন্তের সহস্র বদনও জড়ীভূত হয়; চতুরানন, পঞ্চানন, শ্রুতি, শ্রুতিকর্ত্তা ও বাণী প্রভৃতি সকলেই জড়ীভূত হইয়া স্তব করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন এবং বেদজ্ঞ দ্বিজগণও যাঁহাকে স্তব করিতে অসমর্থ, হে মানদ! আমি সেই তোমাকে সামান্য শিষ্য হইয়া কিরূপে স্তব করিতে সক্ষম হইব? চতুর্দশ মনুর পতনে এক ইন্দ্রপতন হয়, সেই অষ্টাবিংশতি ইন্দ্র-পতনপরিমিত কাল যাঁহার এক দিবারাত্র, সেই ব্রহ্মার তৎপরিমিত অষ্টাধিক শত বৎসর আয়ুষ্কাল; হে বিভো! যাঁহার চক্ষুরুন্মীলন কালে সেই ব্রহ্মার পতন হয়, সেই অনির্ব্বচনীয় পুরুষকে আমি কিরূপে স্তব করিতে সমর্থ হইব? দুর্ব্বাসা এইরূপে স্তব করিয়া শ্রীহরির চরণকমলে পতিত হইলেন এবং ভয়াকুল হইয়া নয়নাম্বুধারা তাঁহার চরণযুগলের অভিষেক করিলেন। দুর্ব্বাসাকৃত পুণ্যদ সামবেদোক্ত পরমাত্মস্বরূপ শ্রীহরির জয়মঙ্গল-নামক স্তোত্র সঙ্কটগ্রস্ত হইয়া ভক্তিসহকারে যে ব্যক্তি পাঠ করে, হরি কৃপাবশতঃ তাহার সমীপে শীঘ্র আগমন পূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন; এবং রাজ-দ্বারে, শ্মশানে, কারাগারে, ভয়াকুল ব্যাপারে, শত্রুমধ্যে, দস্যুভয়ে, হিংস্র জন্তুসঙ্কুল প্রদেশে, রাজ-সৈন্য-বেষ্টিত হইলে বা মহার্ণবে মগ্নপ্রায় পোতে যদি কোন ব্যক্তি, মাত্র এই স্তোত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার

সেই সমস্ত বিপদ্ দূরীভূত হয়; তাহাতে কোন সংশয় নাই। ৯১—১০৩।

ইতি দুর্ব্বাসাকৃত কৃষ্ণস্তোত্র সম্পূর্ণ।

নারায়ণ কহিলেন, তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ হরি, মুনির স্তব শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে পীযূষবৃষ্টির ন্যায় মধুর বাক্য বলিলেন, মুনে! তুমি গাত্রোত্থান কর আমার বরে তোমার নিশ্চয় মঙ্গল হইবে; কিন্তু আমার সুখাবহ সত্য ও নীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ কর। সাধুগণ-সমীপে মূর্ত্তিমান্ শাস্ত্র সকল বিরাজিত থাকে; সেই সাধুগণের মুখে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অন্যের জ্ঞানোদয় হয়; কিন্তু যে বিদ্বান্ ব্যক্তি জানিয়াও বেদবিরুদ্ধ সর্ব্বগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে জীবিতাবস্থাতেই মৃতের অধিক। হে দ্বিজ! পুরাণ, বেদ ও ইতিহাস প্রভৃতিতে সকলেই বৈষ্ণবদিগের মহিমা বিশেষরূপে শুনিয়াছেন যে, আমি বৈষ্ণবগণের প্রাণস্বরূপ, বৈষ্ণবগণও আমার প্রাণতুল্য; যে মূঢ় ব্যক্তি সেই প্রাণতুল্য বৈষ্ণবদিগকে দ্বেষ করে, সে আমার প্রাণকেই দ্বেষ করে; ভক্তগণ, পুত্র, পৌত্র, কলত্র ও রাজলক্ষ্মীকেও পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই সতত ধ্যান করে, তাহাদের অপেক্ষা আর প্রিয় কে হইতে পারে? আমার ভক্ত হইতে স্বীয় প্রাণ, লক্ষ্মী, শঙ্কর, ভারতী, ব্রহ্মা, দুর্গা, গণপতি, ব্রাহ্মণগণ, বেদসমূহ, সাবিত্রী, বেদজননী, দেবগণ, গোপ-গোপী ও রাধিকা কেহই আমার পরম প্রিয় নহে। হে মুনে! এই তোমার নিকট সত্য সারভূত বাস্তবিক কথা বলিলাম, ইহা আমার ভক্তগণের প্রশংসাপর নহে। তাহারা আমার নিশ্চয় প্রাণাধিক প্রিয়। যে মূঢ় জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ আমাকে দ্বেষ করে, তাহারা স্বীয় পরমাত্মাকেই জানে না; অতএব তাহারা বঞ্চিত হইয়া চিরকাল নরকে বাস করে। যে নরাধম ব্যক্তিগণ, আমার প্রাণসম প্রিয় ভক্তগণকে দ্বেষ করে, আমি শীঘ্র তাহাদের শাস্তি-প্রদানে প্রবৃত্ত হই এবং তাহারা পরকালে নিরয়গামী হয়। হে দ্বিজ! আমি সকলের প্রভু, পরিপালন-কর্ত্তা, ঈশ্বর; তথাপি আমি স্বাধীন নহি; সর্ব্বদাই ভক্তের অধীন। আমি গোলোকে অথবা বৈকুণ্ঠে যে দ্বিভুজ এবং চতুর্ভুজরূপে অবস্থান করি, সে কেবল সেই সেই রূপমাত্রেই অবস্থান করিয়া থাকি, কিন্তু আমার প্রাণ সর্ব্বদা ভক্তসমীপেই বর্ত্তমান থাকে। যে বস্তু ভক্তগণ আমাকে প্রদান করে, তাহাই আমার যত্নের সহিত ভক্ষণীয়, কিন্তু ভক্ত ভিন্ন অন্য জনের প্রদত্ত দ্রব্য অমৃত হইলেও আমার অভক্ষ্য। মুনে! নৃপশ্রেষ্ঠ অম্বরীষ নিরীহ, অহিংসক, দয়াশীল ও সকল প্রাণীর প্রতি হিতপরায়ণ; তুমি কি জন্য তাহাকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে? যে সাধু ব্যক্তি, সকল জীবমাত্রেই সতত দয়া করেন, যে মূঢ়গণ তাহাদিগকে দ্বেষ করে, আমি তাহাদের বিনাশ করিয়া থাকি, স্বয়ং ইন্দ্র আমার ভক্তগণের হিংসক হইলে আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে সক্ষম নহি; অতএব তুমি অম্বরীষ রাজের গৃহে গমন কর, এ বিষয়ে সেই তোমার রক্ষা করিতে সমর্থ; অন্যের রক্ষা করিবার শক্তি নাই। ১০৪—১২১।

তখন দুর্ব্বাসা নারায়ণের বাক্য শ্রবণে ভয়বিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করত বিষণ্নমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সময়ে ব্রহ্মা, পার্ব্বতীসহ শিব, ধর্ম্ম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন এবং তাঁহারা সকলেই পরমাত্মা-স্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত ভক্তিনত-মস্তকে ও আনন্দে পুলকিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি পরমাত্মাস্বরূপ, নির্লিপ্ত, ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ। অতএব ভক্তাপরাধকারী এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে রক্ষা করুন। মহাদেব বলিলেন হে দীনবন্ধো? হে জগন্নাথ! এই বিপ্র জগৎ হইতে বহির্ভূত নহেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই কৃতাপরাধ দীন পাপী শরণাগত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুন। পার্ব্বতী বলিলেন, প্রভো! অম্বরীষ আপনার ভক্ত, ব্রাহ্মণগণ সুরগণও কি আপনার প্রিয় নহে? আপনি সকলের ঈশ্বর; এই কৃতাপরাধ ব্রাহ্মণকে আপনি রক্ষা করুন। ধর্ম্ম বলিলেন, বিভো! আপনি সকলের জনক, পালনকর্ত্তা, দণ্ডকর্ত্তা, ঈশ্বর; অতএব পিতা এক শিশু সন্তানের নিমিত্ত অন্য শিশু সন্তানের বিনাশ করিতে উদ্যত, এ আবার কিরূপ ভাব? ইন্দ্র বলিলেন হে প্রভো! আপনার সকল জীবে কৃপা ও সমদর্শিতা নিরন্তর বিরাজমান, যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল হইয়াছে; এখন এই বিপ্রকে রক্ষা করুন। রুদ্র বলিলেন, ভগবন্! উন্মার্গগামীর শাস্তি প্রদান করা সমুচিত বটে; কিন্তু এই কৃতাপরাধ মূঢ়ের রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। দিক্পালগণ বলিলেন, প্রভো! বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, কৃতাপরাধ বিপ্রকে বধ করিবে না; অতএব অজ্ঞানতাবশতঃ কৃতাপরাধ বিপ্রকে রক্ষা করুন। গ্রহগণ বলিলেন, যে মূঢ় বৈষ্ণবকে দ্বেষ করে, তাহার প্রতি দেবগণ রুষ্ট হন ও আমরাও নিরন্তর তাহার পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকি; কিন্তু পরে তাহার রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। মুনিগণ বলিলেন, নাথ! এই বিপ্র পরাভূত হওয়াতে আমরা জীবন্মৃতবৎ

হইয়াছি, কারণ স্বজাতির মধ্যে এক জনের দণ্ড হইলে সকলেরই লজ্জার বিষয়। অত্রি বলিলেন, হে বিভো! তুমিই আমাকে এই পুত্র প্রদান করিয়াছ, পুত্রও সর্ব্বদা তোমার সেবায় নিরত; এই জন্যই আমার পুত্র তেজোগর্ব্বে ত্রৈলোক্যে কাহাকেও ভয় করে না। লক্ষ্মী বলিলেন, ভগবন্! এই শরণাগত ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করত ইহাকে রক্ষা করুন; দেবগণ ও বিপ্রগণ সকলেই আপনার স্তব করিতেছেন; এই বিপ্রকে বিনাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। ১২২—১৩৫। সরস্বতী বলিলেন, প্রভো! আপনি দেবতাদিগের ও বেদের জনক, আপনাকে বুঝাইব কি? আপনি সকলের ঈশ্বর; সকলকে রক্ষা করাই আপনার কর্ত্তব্য। পারিষদর্গ বলিলেন, ভগবন্! আপনার স্মরণমাত্রই সকলের সকল বিষয়ে মঙ্গল হইয়া থাকে এবং সকল আপদ্ও দূরীভূত হয়. অতএব এই শরণাগত বিপ্রকে পরিত্রাণ করুন। নর্ত্তকগণ বলিল, হে দারিদ্র্যভঞ্জন! আমরা সর্ব্বদা আপনার দ্বারের ভিক্ষু; সম্প্রতি আমাদিগকেই এই দ্বিজের পরিত্রাণরূপ ভিক্ষা প্রদান করুন। তখন শরণাগত-পালক প্রভু শ্রীহরি ইহাঁদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাদের সন্তোষকর বাক্য বলিলেন;—হে দেবগণ! আপনারা সকলেই আমার এই সুখাবহ নীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করুন, আপনাদের প্রার্থনানুসারে আমি নিশ্চয় বিপ্রকে রক্ষা করিব; কিন্তু এই দ্বিজ পুনর্ব্বার এই বৈকুণ্ঠ হইতেই অম্বরীষ-নিকটে গমন করত তথায় রাজার প্রীতির নিমিত্ত পারণ করুন। এই দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষ রাজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া নিরপরাধে তাহাকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; তখন সুদর্শন তাহাকে রক্ষা করত মুনিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; মুনি তাহাতে ভীত হইয়া সেই অবধি পূর্ণ এক বৎসরকাল পৃথিবীতে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন; তদবধি রাজেন্দ্র সস্ত্রীক শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে উপবাসী রহিয়াছেন। জননী যেরূপ স্তনন্ধয় বালক দর্শনে ভোজন করে না, সেইরূপে ভক্তের উপবাসহেতু আমিও তদবধিই উপবাসী আছি। আমার আশীর্ব্বাদে মুনিশ্রেষ্ঠ বিপত্তিশূন্য হউন এবং পথিমধ্যে আমার সুদর্শন চক্র ইহাঁকে বিনাশ করিবে না, আমিও অদ্য অবধি নিশ্চিন্ত হইয়া সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইব, ভক্তপ্রদত্ত বস্তু আমি অমৃতের ন্যায় ভোজন করি; নতুবা লক্ষ্মীপ্রদত্ত দ্রব্যও ভোজন করিতে সক্ষম হই না। লক্ষ্মীও অগ্রে ভক্তকে প্রদান না করিয়া আমাকে কোন বস্তু প্রদান করিতে সক্ষমা হন না। হে বৎস! মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ, অতএব শীঘ্র নৃপমন্দিরে গমন কর এবং দেব, দেবী ও মুনিগণ সকলেই স্বগৃহে গমন করুন। এই কথা বলিয়া শ্রীহরি শীঘ্র স্বীয় অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং দেবগণ সকলেই জগদীশ্বরকে প্রণাম করত সানন্দে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তখন মনের ন্যায় গতিশীল বিপ্র, হরিভবন হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কোটিসূর্য্যসম প্রভাশালী সুদর্শনও গমন করিল। রাজা একবৎসরকাল পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া শুষ্ককণ্ঠে সিংহাসনে অবস্থান করিতেছেন। এরূপ সময়ে সম্মুখে মুনিশ্রেষ্ঠকে দেখিতে পাইলেন। তখন আসন হইতে সম্ভ্রমের সহিত উত্থান করত সাদরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইলেন; তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিলেন। দ্বিজবর ভোজন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করত রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে অম্বরীষ-রাজের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বগৃহে গমন করিবার সময়ে পথে সবিস্ময়চিত্তে মুনিশ্রেষ্ঠ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ওঃ! বৈষ্ণবদিগের কি দুর্লভ মাহাত্ম্য। ১৩৬—১৫৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে মুনে! দ্বাদশীলঙ্ঘনে যে দোষোদ্ভব হয়, মুনিবর-পরিভব ও হরি তাঁহাকে যেরূপে উদ্ধার করিয়াছেন, তৎসমস্তই আপনার মুখে শুনিলাম; এক্ষণে সকলের ঈপ্সিত একাদশীব্রতের বিধান শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি; তাহাই নিশ্চিত-রূপে আমাকে বলুন। আমি শ্রুতি কিয়ৎ পরিমাণে শ্রুত হইয়াছি; কিন্তু মতভেদবশতঃ তাহার কোনরূপ নিশ্চয় করিতে পারি নাই। আপনি শ্রুতির কারণস্বরূপ; আপনার মুখে ইহা শুনিতে মন অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়াছে। নারায়ণ বলিলেন, মুনে! এই একাদশীব্রত সমস্ত ব্রতের মধ্যে দুর্লভ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক ও তপস্বীদিগের শ্রেষ্ঠ তপঃস্বরূপ। দেবগণের মধ্যে যেরূপ কৃষ্ণ, দেবীগণের মধ্যে যেরূপ প্রকৃতি, আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে যেরূপ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যেরূপ শিব শ্রেষ্ঠ; যেরূপ পূজা-দিগের মধ্যে গণেশ পণ্ডিতগণের মধ্যে বাণী, শাস্ত্রের মধ্যে বেদ, তীর্থের মধ্যে গঙ্গা, তৈজস পদার্থের মধ্যে স্বর্ণ, প্রাণীদিগের মধ্যে বৈষ্ণব, ধনের মধ্যে বিদ্যা

ও সঙ্গীর মধ্যে প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা; প্রিয় পদার্থের মধ্যে যেরূপ প্রাণ, প্রিয়তমার মধ্যে যেরূপ মতি, বিশ্বস্তদিগের, চঞ্চলদিগের ও ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে মন যেরূপ শ্রেষ্ঠ; যেরূপ গুরুগণের মধ্যে মাতা, বধূর যেরূপ পতি, বলিষ্ঠদিগের মধ্যে যেরূপ দৈব, সংহারকের মধ্যে কাল ও মিত্রের মধ্যে সুশীলগণ, শত্রুর মধ্যে রোগ, কীর্ত্তিনাশকদিগের ও গোপনীয়দিগের মধ্যে অকীর্ত্তি যেরূপ প্রধান বলিয়া উক্ত আছে; যেরূপ হিংসকের মধ্যে সর্প, দুষ্টাদিগের মধ্যে বেশ্যা, তেজস্বীর মধ্যে শিব ও সহিষ্ণুর মধ্যে ক্ষিতি; যেরূপ ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যে অমৃত, দাহকের মধ্যে অগ্নি, ধনদাতার মধ্যে লক্ষ্মী, সতীগণের মধ্যে দক্ষকন্যা সতী; যেরূপ প্রজাপতির মধ্যে ব্রহ্মা, নদীর মধ্যে সাগর, শ্রুতির মধ্যে সাম, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীচ্ছন্দ; যেরূপ বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ-পুষ্পের মধ্যে তুলসী, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত; যেরূপ আদিত্যের মধ্যে সূর্য্য, রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, বসুগণের মধ্যে ভীষ্ম, বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ; যেরূপ দেবর্ষিগণের মধ্যে তুমি, ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, নৃপসমূহের মধ্যে রাম, সিদ্ধবর্গের মধ্যে কপিল; যেরূপ জ্ঞানী ও যোগিগণের মধ্যে সনৎকুমার, গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত, পশুর মধ্যে শরভ, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, মণির মধ্যে কৌস্তুভ, নদীর মধ্যে পুণ্যস্বরূপিণী সরস্বতী শ্রেষ্ঠা; হে নারদ! যেরূপ গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্ররথ শ্রেষ্ঠ, যক্ষের মধ্যে কুবের শ্রেষ্ঠ, রাক্ষসের মধ্যে সুমালী শ্রেষ্ঠ; যেরূপ নারীর মধ্যে শতরূপা শ্রেষ্ঠা; যেরূপ মনুর মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু শ্রেষ্ঠ; সুন্দরীগণের মধ্যে যেরূপ রম্ভা শ্রেষ্ঠ ও মায়াবিগণের মধ্যে যেরূপ মায়া শ্রেষ্ঠা, বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, ব্রতগণের মধ্যে এই একাদশীব্রতও সেইরূপ। এই ব্রত নিত্য, অতএব চারি বর্ণেরই কর্ত্তব্য; যতি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের পক্ষে বিশেষ কর্ত্তব্য। ১—২২। শ্রীকৃষ্ণব্রতদিবসে ব্রহ্ম-হত্যাদি সমস্ত পাপ অন্নাশ্রিত থাকে; ঐ দিবসে অন্ন ভোজন করিলে ঐ সমস্ত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি একাদশীদিনে ভোজন করে, সেই মূঢ় ঐ সমস্ত পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়; এবং ইহলোকে অতিপাতকীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া অন্তে নরকগামী হইয়া থাকে; সে একাদশীপরিমিত যুগপর্য্যন্ত কুম্ভী-পাকনামক নরকে অবস্থান করত পরে চাণ্ডাল-যোনিতে গমন করে এবং সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত গলিতকুষ্ঠ-ব্যাধিযুক্ত হইয়া তৎপরে সেই পাপী পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে; ইহা কমলযোনি স্বয়ং বলিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! একাদশীতে ভোজন করিলে যে দোষ হয়, তাহা আমি বর্ণন করিলাম, দ্বাদশীলঙ্ঘনে যে দোষ হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে, বলিয়াছি; তুমি শুনিয়াছ। এইক্ষণ দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাসে যে দোষ হয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। এই বিষয় ধর্ম্ম, বেদসার হইতে উদ্ধার করত আমাকে বলিয়াছেন। যে মূঢ় কলামাত্র দশমীকেও জ্ঞানবশতঃ লঙ্ঘন করে অর্থাৎ কলামাত্রদশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করে, লক্ষ্মী তাহাকে সুদারুণ শাপ প্রদান করিয়া, তাহার গৃহ হইতে অপহৃতা হইয়া থাকেন; ইহলোকে তাহার বংশহানি ও যশোহানি হয় এবং সে অন্তে শতমন্বন্তর কাল অন্ধকূপে বাস করে। যে দিনে দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী, এই তিন তিথির যোগ থাকে, সে দিবসে ভোজন করিয়া তাহার পর দিনে উপবাস করত ব্রত করিবে। এ স্থলে দ্বাদশীতে ব্রত করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিলে ব্রতীর দ্বাদশী-লঙ্ঘন-দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। যদি একাদশী পূর্ব্বদিনে সম্পূর্ণ থাকে এবং পরদিনে প্রভাতসময়ে অল্পকাল থাকে, তবে একা-দশীর বৃদ্ধি জন্য ঐ পরদিনেই উপবাস করিতে হয়; যে দিন ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা একাদশী থাকে এবং পর দিন প্রভাতসময়ে তিথিত্রয়ের যোগ থাকে, এরূপ স্থলে গৃহিগণ পূর্ব্বদিনে উপবাস করিবে; কিন্তু যতি প্রভৃতির সেরূপ নহে; তাহারা পরদিনে উপবাস করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপন করিবে এবং জাগরণাদি সমস্ত কার্য্য পরদিনেই করিবে। । ২৩—৩৫। গৃহী তাহার পূর্ব্বদিবসে উপবাসরূপ ব্রত করিয়া পর দিনে একাদশী অতীত হইলে পারণ করিবে। হে নারদ! বৈষ্ণব, যতি, বিধবা, ব্রহ্মচারী ও ভিক্ষুদিগের সকল একাদশীতে সমভাবে উপবাস করা কর্ত্তব্য; কিন্তু বৈষ্ণব ভিন্ন গৃহিগণের শুক্লাএকাদশীতেই অবশ্য উপ-বাস করা কর্ত্তব্য; কারণ তাহাদের কৃষ্ণা-একাদশী-লঙ্ঘনে কোনরূপ দোষ নাই, ইহা বেদে উক্ত আছে। শয়ন-একাদশী ও উত্থান-একাদশী এই উভয় একাদশীর মধ্যে যে কৃষ্ণা একাদশী হইবে, তাহাতে গৃহীমাত্রেরই উপবাস করা কর্ত্তব্য; কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য কৃষ্ণা-একাদশী তাহাদের কদাচও উপোষ্যা নহে। হে ব্রহ্মন্! যেরূপ নির্ণয় বেদে শুনিয়াছি, তাহা তোমার নিকটে বলিলাম; এক্ষণে এই ব্রতের বিধান সমস্ত অবগত হও। ব্রতী পূর্ব্বাহ্লে হবিষ্য করিয়া সেই দিন পুনর্ব্বার জল পর্য্যন্তও পান করিবে না; তৎপরে রাত্রিতে একাকী কুশশয্যায় শয়ন করিবে; পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে উত্থান করত প্রাতঃকৃত্য

সমাপন করিয়া নিত্যকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্নান করিবে। ব্রতী, ব্রত ও উপবাসের সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-উদ্দেশেই করিয়া, তৎপরে সন্ধ্যা-তর্পণাদি সম্পাদন করত আহ্নিক করিবে; নিত্যপূজা করিয়া দিবসেই ব্রত-দ্রব্য আহরণ করিবে, তাহাতে ষোড়শোপচার দ্রব্যই প্রকৃত বিধিনির্দ্দিষ্ট। আসন, বস্ত্র, পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্প, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, যজ্ঞসূত্র, ভূষণ, গন্ধ, স্নানীয়, তাম্বুল, মধুপর্ক এবং আচমনীয়; ব্রতী এই ষোড়শোপচারের দ্রব্য সকল দিবসে আহরণ করত রাত্রিতে ব্রত করিবে। তাহার পর ব্রতী, ধৌত বস্ত্র-যুগল পরিধান করত পবিত্রভাবে আসনে উপবেশন করিয়া আচমনপূর্ব্বক হরি-স্মরণ ও স্বস্তিবাচন করিবে; তৎপরে শুভক্ষণে ধ্যানাগারে মুনিগণ দ্বারা বেদোক্ত মঙ্গল ঘট স্থাপন করত তাহাতে ফল, শাখা ও চন্দন প্রদান করিবে; সেই ঘটে পৃথক্ পৃথক্ ধ্যান ও আবাহনে ছয় দেবতাকে পূজা করিবে। ছয় দেবতা যথা—গণেশ, সূর্য্য, বহ্নি, বিষ্ণু, শিব, ও শিবা; ইহা-দিগকে পূজা করত প্রণামপূর্ব্বক হরি স্মরণ করিয়া ব্রত করিবে। যদি কেহ ঐ ছয় দেবতাকে আরাধনা না করিয়া কর্ম্ম করে, তাহা হইলে তাহার নিত্য-নৈমি-ত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্মই নিস্ফল হয়। ৩৭—৫১। হে মুনে! এই আমি ব্রতের অঙ্গভূত সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলাম; এক্ষণে কাণ্বশাখোক্ত অভিলষিত ব্রতের বিষয় শ্রবণ কর; পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে সামবেদোক্ত ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প মস্তকে প্রদান করত পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। সেই সকলের বাঞ্ছিত নিগূঢ় ধ্যান কহিতেছি শ্রবণ কর; এই ধ্যান ভক্তগণের প্রাণ-তুল্য; ইহা অভক্তসমীপে প্রকাশ্য নহে। ধ্যান যথা —যাঁহার নবীননীরদসদৃশ শ্যামসুন্দর শরীর; শার-দীয় চন্দ্রের আভা-বিনিন্দিত উত্তম মুখমণ্ডল; নয়ন-যুগল শরৎকালে সূর্য্যোদয়বিকশিত পদ্মের শোভা-সদৃশ শোভাশালী; যিনি স্বীয় অঙ্গের সৌন্দর্য্য, রূপ, ও রত্নময় ভূষণে বিভূষিত, গোপীগণ যাঁহাকে অত্যন্তকুটিল-প্রসন্ন-নেত্রকোণে নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতে তৎপর; যাঁহার মূর্ত্তি যেন তাহাদের প্রাণের দ্বারাই বিনির্ম্মিত; যিনি রাসোল্লাসে সমুৎসুক হইয়া সর্ব্বদা রাসমণ্ডলে অবস্থান করেন; যিনি রাধার বদনরূপ শারদীয় চন্দ্রমার সুধাপানে চকোর-স্বরূপ; যাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভমণিদ্বারা সমুজ্জ্বল এবং পারিজাতকুসুমের মালিকা দ্বারা বিরাজিত, মস্তক বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত কিরীটে শোভিত, হস্তে মোহন মুরলী ন্যস্ত, সেই সুরাসুরপূজ্য-ব্রহ্মাদি দেবগণের দুরারাধ্য, ধ্যানের অসাধ্য ও বন্দিত কারণের কারণ ঈশ্বরকে আমি ভজনা করি। হে নারদ! এই ধ্যান দ্বারা প্রভুকে ধ্যান করত আবাহন করিয়া ভক্তিপুরঃসর এই সকল মন্ত্র দ্বারা ষোড়শোপচার প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিবে।—হে পরমেশ্বর! এই স্বর্ণনির্ম্মিত রত্নসারপরিচ্ছদ নানা চিত্রে চিত্রিত আসন আপনাকে প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন। হে রাধিকাপতে! বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত বহ্নিবিশুদ্ধ বহুমূল্য বস্ত্র আপনাকে প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন। হে করুণা নিধে; এই পাদপ্রক্ষালন-যোগ্য স্বর্ণপাত্রস্থিত সুবাসিত শীতল জল আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে ভক্তবৎসল! এই শঙ্খতোয়, পুষ্প, দূর্ব্বা ও চন্দনযুক্ত পবিত্র অর্ঘ্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে জগৎ-কারণ! আপনার সর্ব্বদা প্রীতিজনক চন্দন ও অগুরু-যুক্ত সুবাসিত শুভ্র পুষ্প আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি সর্ব্বেপ্সিত চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম ও আবীর অনুলেপন প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ৫২—৬৮। হে প্রভো! নানাদ্রব্যযুক্ত সুগন্ধ সুখপ্রদ বৃক্ষবিশেষের রসরূপ ধূপ আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে প্রভো! রত্নসার-বিনিন্দিত দিবানিশি সুন্দর প্রদীপ্ত নিবিড়অন্ধকারবিনাশের কারণস্বরূপ এই দীপ আপ-নাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে পরমাত্মন্! সুস্বাদু মধুর চোষ্য নানাবিধ পবিত্র দ্রব্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন! হে দেব-দেবেশ! স্বর্ণ-তন্তুবিনির্ম্মিত, সাবিত্রীগ্রন্থিযুক্ত কারুকাররচিত যজ্ঞ-সূত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে নন্দ-নন্দন! অমূল্যরত্নরচিত তেজে জাজ্বল্যমান সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে দীনবন্ধো! সকল মঙ্গল কার্য্যে প্রধান আদরণীয় মঙ্গলপ্রদ এই গন্ধ আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ভগবন্! আমলকী ও শ্রীফলপত্রাক্ত সকল লোকের বাঞ্ছনীয় মনোহর বিষ্ণুতৈল্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে নাথ! সকলের বাঞ্ছনীয় কর্পূরাদিসুবা-সিত তাম্বুল, আমি ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে গোপীকান্ত! সকলের প্রীতিজনক বিশুদ্ধ রত্নপাত্রস্থিত সুমিষ্ট মধুর মধু আপ-নাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে মধুসূদন! সুবাসিত পবিত্র জাহ্নবীজল পুনরাচমনীয় প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ভক্ত, আনন্দে এই সকল ষোড়শোপচার প্রদান করত এই মন্ত্রে যত্নপূর্ব্বক রত্ন-মাল্য প্রদান করিবে।—হে বিভো! নানারূপ পুষ্প

ও সূক্ষ্মসূত্রের দ্বারা গ্রথিত এবং ভূষণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাল্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ব্রতী মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে; তৎপরে কৃতাঞ্জলি-পুটে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের স্তব করিবে।—হে রাধিকানাথ কৃষ্ণ! আপনি করুণাসাগর প্রভু; অতএব এই ভয়ানক ঘোর সংসারসাগর হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন। হে প্রভো! আমি শতজন্ম গতা-য়াতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি, অতএব স্বীয় কর্ম্মরূপ পাশনিগড়ে দৃঢ় সংযত রহিয়াছি, তাহা হইতে আমাকে মোচন করুন। ভগবন্! আমি আপনার শরণাগত হইয়া পাদপদ্মে প্রণত রহিয়াছি, অতএব আপনি কৃপাদৃষ্টে যমভয় হইতে আমাকে রক্ষা করত শরণপঞ্জর শ্রীচরণে স্থান প্রদান করুন। প্রভো! আমি ভক্তিহীন, ক্রিয়াহীন, বেদনিরূপিত বিধিহীন ও বস্তুমন্ত্রহীন; তথাপি আমি যেরূপ অর্চ্চনা করিলাম, তাহা দয়া করিয়া সম্পূর্ণ করুন। হে হরে! বেদোক্ত বিধানের অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কার্য্যের কোন অঙ্গহানি হয়, তাহা হইলে আপনার নামোচ্চারণ মাত্রেই সেই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। ৬১—৮৬। ব্রতী এইরূপ স্তব করিয়া প্রণাম করত ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে, তৎপরে মহোৎসবে রত হইয়া রাত্রি-জাগরণ করিবে। ব্রতী যদি ব্রত ও উপবাস করিয়া নিদ্রিত হয়, তাহা হইলে ব্রত ও উপবাসের অর্দ্ধেক ফল লাভ করে এবং দ্বাদশীতে পারণ করিয়া যদি নিদ্রিত হয় ও পুনর্ব্বার জলমাত্রও যদি পান করে, তাহা হইলেও ব্রতের অর্দ্ধ ফল লাভ করিবে। হে বিপ্রেন্দ্র! ব্রতী, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করত এই মন্ত্রে যত্নপূর্ব্বক এক-বারমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। মন্ত্র যথা—হে অন্ন! তুমি প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ, ব্রহ্মা তোমাকে পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তুমি স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপ; অতএব আমার এই ব্রতোপবাসের ফল প্রদান কর। হে নারদ। যে ব্যক্তি এই ভারতে ভক্তিপূর্ব্বক এই উত্তম একাদশীব্রত আচরণ করে, সে তাহা হইতে পূর্ব্বতন সপ্তপুরুষ, পরবর্ত্তী সপ্তপুরুষ, নিজের আত্মা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, কন্যা, জামাতা ও স্বীয় ভৃত্য পর্য্যন্তও উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। হে বিপ্র! তোমার নিকটে সুখ-মোক্ষপ্রদ সারভূত শ্রীকৃষ্ণের ব্রত ও চরিত্র বর্ণনা করিলাম; এক্ষণে অপর বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৭—৯৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! কৃষ্ণচরিত্র—গোপীদিগের বস্ত্রহরণ এবং তাহাদিগকে অভিলষিত বর-প্রদানের কথা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। গোপিকা-গণ কামমোহিতা হইয়া, হেমন্তকালের প্রথম মাসে ব্রত আরম্ভ করত সম্পূর্ণ মাস সুসংযতভাবে হবিষ্য করিতে লাগিলেন এবং স্নান করত ভক্তিসহকারে যমুনাতীরে বালুকা দ্বারা পার্ব্বতীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত বিধিক্রমে আবাহন করিয়া মনোহর চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম, নানারূপ পুষ্প, বহুবিধমাল্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, নানাবিধ ফল ও মণি-মুক্তা-প্রবালাদি দ্বারা বিবিধ বাদ্যনিঃস্বনে সেই বালুকাময়ী পার্ব্বতী-মূর্ত্তির নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। হে জগন্মাতঃ! তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী; অতএব হে সুব্রতে! তুমি নন্দগোপ-সুতকে আমাদের পতিরূপে প্রদান কর। প্রথমে গোপিকাগণ এই মন্ত্রে দেবীর নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করত তৎপরে সঙ্কল্প করিয়া মূলমন্ত্রে দেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সাম-বেদোক্ত মন্ত্র নূতন ও সজীব, যথা—ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্র সমস্ত অভিলষিত ফল প্রদান করে। ক্রমে গোপিকাগণ এই মন্ত্র দ্বারা সানন্দচিত্তে পুষ্প-মাল্য, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ ও বস্ত্রাদি সমস্ত দেবীকে প্রদান করিলেন এবং তাঁহারা পরম ভক্তির সহিত এই মন্ত্র সহস্র বার জপ করিয়া, বিবিধ স্তুতি করত ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। হে দেবি! তুমি সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল্যস্বরূপা, সকলঅভিলষিতবস্তু-প্রদায়িনী ও মঙ্গলদায়িনী; অতএব হে শঙ্করপ্রিয়ে! আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি; আমাদের বাঞ্ছিত বিষয় প্রদান কর। এই মন্ত্রোচ্চারণে প্রণাম করত ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা ও নৈবেদ্য প্রদানপূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। হে মুনে! যে স্তব দ্বারা গোপাঙ্গনাগণ পার্ব্বতীকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ স্তবরাজ শ্রবণ কর। একার্ণব-সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্যের অপ্রকাশবশতঃ চরাচর ঘোর অন্ধকারাবৃত অঞ্জনাকার তোয়রাশিতে পরিপ্লুত হইলে, জলশায়ী হরি এই স্তব ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়া জল-রাশিতে শয়ন করিয়াছিলেন। জগৎস্রষ্টা পদ্মযোনি মধু ও কৈটভনামক অসুরের পীড়ায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া এই স্তবদ্বারা ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতিকে স্তব করিয়া-ছিলেন। হে অভয়ে! তুমি দুর্গা, শিবা, মায়া, নারায়ণী, সনাতনী, জয়া ও সর্ব্বমঙ্গলা নামে বিখ্যাতা;

তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি, আমাকে মঙ্গল প্রদান কর। ১—১৭। দুর্গে! তোমার নামের দকারের দৈত্যনাশকবাচকতা অর্থ কথিত আছে, উকার বিঘ্ননাশকবাচক, এটী বেদসম্মত; রেফের অর্থ রোগবিনাশকর; গকারের অর্থ পাপনাশক এবং আকার ভয় ও শত্রুনাশবাচক; অতএব যাহার এই সমস্ত বিশেষঅর্থযুক্তবর্ণঘটিত নামের উচ্চারণ, শ্রবণ ও স্মরণ মাত্রই ঐ সকল দোষ বিনষ্ট হয়, তিনি দুর্গা—হরির শক্তিস্বরূপা, ইহা হরি স্বয়ং বলিয়াছেন; এবং দুর্গা-শব্দের অর্থ বিপত্তিবাচকতা, আকার নাশবাচক; অতএব যিনি নিত্য দুর্গতি নাশ করেন তিনি দুর্গা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। দুর্গ শব্দের অর্থ দৈত্যেন্দ্র; আকারের অর্থনাশ; অতএব দৈত্যেন্দ্রকে পূর্ব্বে নাশ করাতে পণ্ডিতগণ আপনাকে দুর্গা নামে অভিহিত করিয়াছেন। শকারের অর্থ কল্যাণ, ইকার উৎকৃষ্টবোধক ও সমূহবোধক এবং বা শব্দ দাতৃবাচক; অতএব আপনি উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃসমূহ দান করেন, এই জন্য আপনার নাম শিবা বলিয়া উক্ত হইয়াছে; অথবা আপনি মূর্ত্তিমতী মঙ্গলরাশি, এই জন্য শিবা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শিব-শব্দ মোক্ষবোধক এবং আকার মাতৃবাচক; অতএব যিনি স্বয়ং নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করেন, তিনিই শিবা বলিয়া কথিত। অভয়-শব্দ ভয়নাশবোধক, আকার দাতৃবাচক; অতএব যিনি অভয় প্রদান করেন, তিনিই অভয়া বলিয়া উক্ত। মা-শব্দের অর্থ রাজশ্রী, য়া—শব্দে প্রাপণ বুঝায়, যিনি সেই রাজশ্রীকে সদ্য লাভ করান, তিনি মায়া, ইহা উক্ত আছে। মা-শব্দ মোহবাচক ও য়া-শব্দের অর্থ প্রাপণ; অতএব যিনি জীবগণকে মোহপাশে বদ্ধ করেন, তিনিই মায়া। আপনি নারায়ণের অর্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা এবং তেজেও তাঁহার সমতুল্যা। সর্ব্বদা, তাঁহারই শরীরে অবস্থান করেন, এই জন্য আপনার নাম নারায়ণী। সনাতন এই শব্দটী নির্গুণ ও নিত্যবাচক; অতএব যিনি সর্ব্বদা নিত্যা ও নির্গুণা তিনিই সনাতনী। জ-শব্দ কল্যাণবোধক, য়া-শব্দ দাতৃবাচক; অতএব যিনি নিত্য কল্যাণ প্রদান করেন, তিনিই জয়া নামে খ্যাতা। সর্ব্বমঙ্গল শব্দ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যবাচক ও আকার দাতৃবোধক; অতএব যিনি পূর্ণ ঐশ্বর্য্য দান করেন, তিনিই সর্ব্বমঙ্গলা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই নামার্থসহ সারভূত দুর্গার নামাষ্টক নাভিপঙ্কজস্থিত ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়া জগৎপতি নারায়ণ নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ১৮—৩৪। যখন দুর্দ্দান্ত মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, ব্রহ্মা সেই সময়ে এই স্তবদ্বারা নিদ্রাকে স্তুতি করিলে, মহামায়া দুর্গা সাক্ষাতে আবির্ভূতা হইয়া দিব্য সর্ব্বরক্ষণনামক শ্রীকৃষ্ণকবচ প্রদান করত অন্তর্হিতা হইলেন। ব্রহ্মা স্তবের প্রভাবে শ্রেষ্ঠ কবচ লাভ করেন ও কবচ-প্রভাবে অভয় প্রাপ্ত হন, ইহা নিশ্চয়। ত্রিপুরাসুর-যুদ্ধে মহাদেব রথসহ পতিত হইলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে সেই স্তব ও দিব্য কবচ প্রদান করেন। অনন্তর মহাদেব দিব্য কবচ পাঠ ও নিদ্রারূপিণী দুর্গার স্তব করিলে, স্তবপ্রভাবে ও নিদ্রার অনুগ্রহে তথায় জনার্দ্দন শঙ্করের জয় হইবার জন্য শক্তিরূপিণী দুর্গাসহ বৃষরূপে আসিয়া উপস্থিত হন। অনন্তর তিনি রথসহ শঙ্করকে মাথায় করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক অভয় প্রদান করিলেন; জয়া তাঁহাকে জয় প্রদান করিলেন। তৎপরে শঙ্কর নিদ্রা ও শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করত এই স্তোত্র ও কবচপ্রভাবে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। গোপালিকাগণ এই স্তোত্রের দ্বারা দুর্গাকে স্তব করিয়া স্তবপ্রভাবে শ্রীহরিকে কান্তরূপে লাভ করিলেন। গোপ-কন্যাকৃত বাঞ্ছিতার্থপ্রদ সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন সর্ব্বমঙ্গলনামক স্তোত্র যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করেন, সেই ব্যক্তি শৈব হউন অথবা বৈষ্ণব হউন কিংবা শাক্তই হউন, অবশ্যই দুর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন এবং রাজদ্বার, শ্মশান, দাবাগ্নি, প্রাণশঙ্কট ব্যাপার, হিংস্রজন্তুভয়, সমুদ্রপতিত পোত, শত্রুগ্রস্ত সংগ্রাম, কারাগার, বিদ্যুৎ, গুরুশাপ, ব্রহ্মশাপ, সুদুস্তর বন্ধুভেদ, এই সমস্ত হইতে মুক্ত হন। মানব স্থানভ্রষ্ট হইলে, ধননাশ অবস্থায়, জাতিভ্রষ্টে, শোকে আকুলিত হইলে, পতিভেদ ও পুত্রভেদে এবং খল ও সর্পের বিষক্রিয়ায় এই স্তব স্মরণ করিবামাত্র নির্ভয়রূপে মুক্তি লাভ করিয়া বাঞ্ছিত অনুত্তম সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করে; তাহার ইহজন্মে হরিস্মৃতি ও ভক্তি দৃঢ়া হয় ও অন্তে পার্ব্বতীর প্রসাদে তাহার হরিদাসত্ব লাভ হয়। ৩৫—৫০।

ইতি গোপকন্যাকৃত সর্ব্বমঙ্গল স্তোত্র সমাপ্ত।

ব্রজাঙ্গনাগণ এই স্তবরাজ দ্বারা মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি দুর্গাকে স্তব করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। হে নারদ! এইরূপে মাস পূর্ণ হইলে সমাপ্তিদিবসে গোপীগণ নানাবিধ নীল, পীত, শুক্লবর্ণ দ্রব্যাদি বহুমূল্য মনোহর বহু বস্ত্র সেই যমুনাতটে রাখিয়া স্নান করিতে গমন করিল। সেই সমস্ত বস্ত্র তীর-ব্যাপ্ত হইল বলিয়া তীর অত্যন্ত শোভিত হইল এবং চন্দন, অগুরু ও কস্তুরীর সুগন্ধি বায়ু-

দ্বারাও সুরভিত হইল। যমুনাতীর বহুবিধ নৈবেদ্য কালদেশোদ্ভূত ফল, ধূপ, দীপ, সিন্দুর ও কুঙ্কুমদ্বারা বিরাজিত। তখন গোপীগণ কৌতুকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে মন অর্পণ করিয়া, বস্ত্র পরিত্যাগ করত নগ্ন অবস্থায় জলক্রীড়ায় রত হইল। কৃষ্ণ সেই বস্ত্রসমূহ ও দ্রব্যাদি দর্শন করত বস্ত্রাদি গ্রহণ করিলেন এবং শিশুগণসহ দ্রব্যাদি সমস্ত ভক্ষণ করিলেন। তখন অতি লুব্ধ গোপাল বালকগণ, বস্ত্রসকল পুঞ্জ করিয়া স্কন্ধে করত অতি দূরপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, সুপার্শ্ব, শুভাঙ্গ, সুন্দর, চন্দ্রভান, বীরভান, সূর্য্যভান, বসুভান, রত্নভান,—এই দ্বাদশটী গোপাল-বালক এবং কৃষ্ণ-বলরাম, এই চতুর্দ্দশটী প্রধান গোপাল। কিন্তু অপর যে কোটি কোটি গোপ তাহারাও হরির বয়স্য; তাহারা সকলেই বস্ত্রসমূহ গ্রহণ করত দূরে কোন প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিল এবং সেই শত শত বস্ত্রপুঞ্জ সেই স্থানে রাখিয়া কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিল। ৫১—৬২। শ্রীহরি স্বয়ং কিছু বস্ত্র গ্রহণ করত পুঞ্জাকার করিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক গোপিকাদিগকে বলিলেন;—হে গোপাঙ্গনা-গণ! তোমরা সকলেই ব্রতকার্য্যে নিবিষ্টা; সাবধানে আমার বাক্য শ্রবণ করত উন্মুখ হইয়া ক্রীড়াতে রত হও। ব্রতের যোগ্যমাসে ব্রতরূপ মঙ্গলকার্য্যে সঙ্কল্প করত জলমধ্যে নগ্নাবস্থায় অবতরণ করিয়া কি জন্য ব্রতের অঙ্গহানি করিতেছ? এক্ষণে তোমাদের বস্ত্র, পুষ্প, মাল্য ও ব্রতার্হ বস্তুসকল কে অপহরণ করিল? যে স্ত্রী ব্রতে দীক্ষিতা হইয়া নগ্নাবস্থায় স্নান করে, বরুণদেব স্বয়ং তাহার প্রতি রুষ্ট হন এবং বরুণের অনুচরবর্গ তাহার বস্তুসমূহ হরণ করে। তোমরা এক্ষণে নগ্নাবস্থায় কিরূপে গমন করিবে? গমন না করিলে, ব্রতেরই বা কি হইবে? তোমাদের ব্রতারাধ্য দেবী কি বস্তুগুলিও রক্ষা করিলেন না? তোমরা বলি-দ্বারা পরিতুষ্টা পূজ্যা যে ঈশ্বরীকে চিন্তা করিতেছ, সেই দেবী তোমাদের দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে যখন সমর্থা হইলেন না, তখন তিনি কিরূপে সারভূত ব্রত-ফল দান করিতে সমর্থা হইবেন? যিনি ফল দান করিতে সক্ষমা, তিনি সকল কার্য্যে সক্ষমা। তখন ব্রজস্ত্রীগণ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে যমুনাতীরে বস্ত্র ও দ্রব্য নাই দেখিয়া, চিন্তাকুলা হইলেন এবং নগ্নাবস্থায় জল-মধ্যে থাকিয়া—আমাদের বস্ত্র ও ব্রতার্হ বস্তুসকল কোথায় গেল? এইরূপে বিষাদ করত রোদন করিতে লাগিলেন। ৬৩—৭২। তৎপরে গোপকন্যাগণ নানা-রূপ বিষাদ করিয়া ভক্তিসহকারে বিনয়পূর্ব্বক কৃতা-ঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন;—নাথ! তুমি নিজের আত্মাকে বিশেষরূপে অবগত হও, কারণ তুমি আদীশ্বর; কিঙ্করীগণের পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা তোমার কর্ত্তব্য। হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! এই দেবার্হ বস্ত্র সকল দেবোদ্দেশে আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা দেব-তাকে প্রদান করা হয় নাই; অতএব তাহা গ্রহণ করা তোমার উচিত নহে। হে গোবিন্দ! তুমি আমাদের ধৌত বস্ত্র প্রদান কর; আমরা পরিধান করিয়া অন্য বস্তুদ্বারা ব্রত করি, তুমি এ সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ কর। গোপিকাগণ এই বলিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীদাম তাঁহাদিগকে বস্ত্রপুঞ্জ দেখাইয়া পুনর্ব্বার পলায়ন করিল। তখন সকলের ঈশ্বরী পরা প্রকৃতি রাধিকা, বস্ত্রের সহিত গোপাল বালকগণকে দর্শন করত অত্যন্ত কুপিতা হইয়া সলিলসিক্ত কলেবরে সখীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সুশীলা, শশিকলা, চন্দ্রমুখী, মাধবী, কদম্বমালা, কুন্তী, যমুনা, সর্ব্বমঙ্গলা, পদ্মমুখী, সাবিত্রী, পারিজাত, জাহ্নবী, সুধামুখী, শুভা, পদ্মা, গৌরী, স্বয়ংপ্রভা, কালিকা, কমলা, দুর্গা, সরস্বতী, ভারতী, অর্পণা, রতি, গঙ্গা, অম্বিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া, চম্পা, চন্দননন্দিনী প্রভৃতি আমার সমস্ত সখীগণ! তোমরা জল হইতে উঠিয়া প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে বন্ধন করত আনয়ন কর। ৭৩—৮২। তখন তাঁহারা রাধার আজ্ঞানুসারে ক্রোধে জল হইতে উত্থান করত পাণিদ্বারা যোনি আচ্ছাদন করিয়া নগ্নাবস্থায় গমন করিলেন এবং ইহাঁদের সহচারিণী সহস্র সহস্র গোপিকা ঐ অবস্থায় কোপারুণিত নেত্রে গমন করিল। সেই সকল গোপবালিকাগণ, বস্ত্রপুঞ্জ গ্রহণ করিয়া বেগে পলায়নতৎপর শ্রীদামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইল। যে স্থানে অন্য গোপবালকগণ, বস্ত্র-সহ অবস্থান করিতেছে, শ্রীদাম অবিলম্বে সেই স্থানে গমন করিল; গোপিকাগণও বলপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া শীঘ্র সেই বস্ত্রচোর গোপবালক-দিগকে বেষ্টন করিলে, তাহারা ভীত হইয়া যে স্থানে কৃষ্ণ, বস্ত্রসহ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিল। সে স্থানেও গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণসহ বালক-দিগকে আক্রমণ করিল। তখন তাহারা ভীত হইয়া বস্ত্রসকল মাধবের হস্তে প্রদান করিল। মাধব সে সমস্ত বসন বৃক্ষের শাখায় শাখায় স্থাপন করিলেন। তখন সেই কদম্ববৃক্ষ নানাবিধ বস্ত্রে আবৃত হইয়া মনোহরশোভাসম্পন্ন হইল। কৃষ্ণ বস্ত্রপুঞ্জ বৃক্ষশাখায় স্থাপন করত গোপিকাদিগকে সপরিহাস বাক্য বলিতে

লাগিলেন, হে গোপালিকাগণ, তোমরা বিবস্ত্রা হইয়া এ কিরূপ আচরণ করিতেছ? এক্ষণে বস্ত্র প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত করজোড় কর এবং যাও, তোমাদের ঈশ্বরী রাধিকাকে বল, শীঘ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বস্ত্র প্রার্থনা করুন, না হইলে কিছুতেই আমি তোমাদের বস্ত্র প্রদান করিব না; তোমাদের রাধিকা আমার কি করিবেন? এবং তোমাদের ব্রতের আরাধ্যা যে দেবী, তিনিই বা আমার কি করিবেন? আমি যাহা বলিলাম, তোমরা গমন করত রাধিকাকে এইরূপ বল। ৮৩—৯৪। তখন গোপকন্যাগণ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকটাক্ষ-দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করত রাধিকাসমীপে গমন করিল। তাহারা রাধিকা-সমীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীহরি যেরূপ বলিয়াছেন, সমস্ত নিবেদন করিল। রাধা সেই সমস্ত শ্রবণ করত কামপীড়িতা হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। রাধিকা তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিলে, তাঁহার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি লজ্জাবশতঃ শ্রীহরিসমীপে গমন করিতে না পারিয়া জলে যোগাসন করত ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত ও ধর্ম্ম প্রভৃতির বন্দনীয় ঈপ্সিতপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন;—রাধিকা কৃষ্ণ-পাদপদ্ম বারংবার স্মরণ করিয়া ভাবাতিশয্যহেতু সজলনয়নে প্রাণেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন, হে প্রাণবল্লভ! তুমি গোলোকনাথ আমার ঈশ্বর এবং গোপীগণেরও ঈশ্বর; হে দীনবন্ধো! তুমি দীনজনের প্রভু ও সর্ব্বেশ্বর; তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে গোপেশ! তুমি গোপসমূহের ঈশ্বর, যশোদার আনন্দ-বর্দ্ধক, নন্দাত্মজ, সদানন্দ ও নিত্যানন্দ; অতএব তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে প্রাণনাথ কৃষ্ণ! তুমি ইন্দ্রযাগ ভগ্ন ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ এবং কালীয়কে দমন করিয়াছ: তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করিতেছি। নাথ! তুমি ব্রহ্মা, অনন্ত, শিব ও ব্রাহ্মণ-গণের ঈশ্বর, পরাৎপর, ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও ব্রহ্মবীজ-স্বরূপ; অতএব তোমাকে আমি প্রণিপাত করিতেছি। প্রভো! তুমি চরাচররূপ তরুর বীজস্বরূপ, গুণাতীত, গুণাত্মক, গুণের বীজস্বরূপ, গুণাধার ও গুণীশ্বর; তোমাকে আমি নমস্কার করি। প্রাণেশ! তুমি অণিমাদি-ঐশ্বর্য্যশালী সিদ্ধির ঈশ্বর, সিদ্ধ, সিদ্ধি স্বরূপ, তপোরূপ, তপস্বী এবং তপস্যার বীজস্বরূপ; আমি তোমাকে নমস্কার করি। ৯৫—১০৫। হে প্রভো! তুমি নির্ব্বচনীয় ও অনির্ব্বচনীয় বস্তুস্বরূপ এবং তাহার বীজ ও সর্ব্ববীজস্বরূপ; অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। আমি যাঁহার চরণকমল নিত্য অর্চ্চনা করত সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, গঙ্গা ও বেদমাতা হইয়া জগতে পূজনীয়া হইয়াছি, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। যাঁহার ভৃত্যবর্গের স্পর্শেও দিবা-নিশি যাঁহার ধ্যানে তীর্থসকল পবিত্র হয়, আমি সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি। সতী রাধিকা, এইরূপ স্তব করত স্বীয় দেহ জলেই রাখিয়া মনঃপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণপূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি রাধাকৃত কৃষ্ণস্তব ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, সে হরিভক্তি, হরির দাসত্ব ও রাধার গতি প্রাপ্ত হয়। যদি বিপত্তিসময়ে ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করে, তাহা তাহার হইলে সদ্য সম্পত্তিপ্রাপ্ত হয় ও চিরকাল-গত, হৃত এবং নষ্ট দ্রব্যও লাভ হয়,—তাহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি, চিন্তাগ্রস্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করে, সে উৎকৃষ্ট নির্বৃতি লাভ করে এবং তাহার বংশবৃদ্ধি হয় ও মন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়। যদি কোন স্ত্রী পতিবিচ্ছেদ, পুত্রবিচ্ছেদ, মিত্রবিচ্ছেদ ও সঙ্কটে পতিত হইয়া মাস পর্য্যন্ত ভক্তি-পূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার সদ্য সেই অভীষ্টের দর্শনলাভ হয়। যদি কুমারী স্ত্রী এই স্তোত্র ভক্তিপূর্ব্বক এক বৎসর পর্য্যন্ত শ্রবণ করে তাহা হইলে সে শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ গুণবান্ পতি লাভ করে। ১০৬—১১৪।

রাধিকাকৃত কৃষ্ণস্তব সমাপ্ত।

জলস্থিতা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান ও স্তুতি করত চক্ষুরুন্মীলন করিয়া জগৎ কৃষ্ণময় দেখিলেন ও যমুনাতীর বস্ত্রযুক্ত ও দ্রব্যময় দেখিয়া রাধিকা বিবেচনা করিলেন যে ইহা স্বপ্ন—কি তন্দ্রা? দ্রব্যাদি যে স্থানে, যে আধারে, যেরূপ পূর্ব্বে ছিল, গোপিকাগণ বস্ত্রের সহিত সে সমস্ত দ্রব্য সেইরূপেই পাইলেন। গোপ-কন্যাগণ জল হইতে উঠিয়া অভিলষিত ব্রত সম্পাদন করত দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। নারদ বলিলেন বিভো! গোপাঙ্গনাগণের অনুষ্ঠিত ব্রতের নাম কি? তাহার ফল কি? তাহাতে কোন্ কোন্ দ্রব্য দিতে হয়? ও দক্ষিণাই বা কিরূপ দিতে হয়? সেই ব্রতের শেষে কিরূপ মনোহর রহস্য হয়? হে মহাভাগ! সেই সমস্ত কৃষ্ণকথা কৃপা করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন। সূত বলিলেন, কবি-দিগের গুরুর গুরু মুনিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন;—বৎস! সেই ব্রতের বিধান আমার নিকটে সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ কর। ঐ ব্রত গৌরীব্রত বলিয়া বিখ্যাত। অগ্রহায়ণ মাসে উহা করিতে হয়। কন্যাগণ স্নান করত ধৌত বস্ত্র

পরিধান করিয়া ঘটে আবাহনপূর্ব্বক গণেশ, সূর্য্য, বহ্নি, নারায়ণ, শিব ও শিবা ; এই ছয় দেবতাকে নানা দ্রব্যের দ্বারা পঞ্চোপচারে পূজা করিবে এবং তৎপরে ব্রত আরম্ভ করিবে।১১৫—১২৪। ঘটের অধোভাগে চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমদ্বারা সুসংস্কৃত সুবিস্তৃত চতুরস্র মণ্ডল কারকে পরে বালুকাময়ী দশভুজাদুর্গামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কপালে সিন্দুরবিন্দু ও তাহার নিম্নে চন্দনবিন্দু বিন্যস্ত করিবে, এবং সেই দেবীকে ধ্যান ও আবাহন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করত পূজা আরম্ভ করিবে। তাহার হে গৌরি! শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গশোভিনি ! তুমি যেরূপ শঙ্করপ্রিয়া, হে কল্যাণি ! সেইরূপ আমাকেও মনোহর দুর্লভ পতির পত্নী কর ; এই মন্ত্র পাঠ করত জগৎপ্রসবকারিণী কাত্যায়নীকে ধ্যান করিবে ; সেই ধ্যান সামবেদোক্ত নিগূঢ় ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। হে নারদ! মুনীন্দ্রদিগের দুর্লভ ধন তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ধ্যানদ্বারা সিদ্ধগণ দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। যিনি শিবা, শিবপ্রিয়া, শৈবা ও শিববক্ষঃস্থলে অবস্থিতা ; যাঁহার বদনমণ্ডল ঈষদ্ধাস্যযুক্ত ও প্রসন্নলোচন যুগল অতি মনোহর ; যিনি উত্তম প্রতিষ্ঠাশালিনী ; যিনি নবযৌবনসম্পন্না, রত্নাভরণে বিভূষিতা এবং রত্নময় কঙ্কণ, কেয়ূর ও নূপুরে সুশোভিতা ; যাঁহার গণ্ডস্থল রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডলযুগলে বিরাজিত ; যাঁহার গলদেশে মালতীমাল্য ও মস্তকে ভ্রমরযুক্ত কবরী, ললাটদেশে কস্তূরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরতিলক, পরিধানে বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র ও মস্তকে মনোহর কিরীট ; যাঁহার গলদেশে, মণীন্দ্রসারযুক্ত রত্নমালা নিবদ্ধ হইয়া সমুজ্জ্বল ভাবে দীপ্ত ও তাহার সমীপে আজানুলম্বিত পারিজাতকুসুমের মালা ; যাঁহার মনোহর শ্রোণিযুগল কঠিন এবং স্থূল বলিয়া নবযৌবনভরে ঈষন্নম্র ; যিনি কোটিসূর্য্য-সম প্রভাশালী, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহাকে নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন ; যাঁহার অধরোষ্ঠ পক্কবিম্বের ন্যায় এবং বর্ণ চারুচম্পককুসুমের ন্যায়, যাঁহার দন্তশ্রেণী মুক্তাপঙ্ক্তিবিনিন্দিত এবং মুখমণ্ডল শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় মনোহর ; সেই ভক্তাভীষ্টদায়িনী দেবীকে আমি ভজনা করি। ১২৫—১৩৮। ব্রতী এইরূপ ধ্যান করত ধ্যানপুষ্প মস্তকে প্রদান করিবে ; তৎপরে অন্য পুষ্প গ্রহণ করত ভক্তিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ব্রতকার্য্যে ব্রতী পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে প্রত্যহ সানন্দে ভক্তিপূর্ব্বক ষোড়শোপচার প্রদান করিবে, তৎপরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে স্তব ও প্রণাম করত ভক্তিপূর্ব্বক কথা শ্রবণ করিবে। নারদ বলিলেন, ভগবান্! ব্রতবিধান, অদ্ভুত স্তোত্র ও ব্রতের ফল সমস্তই শুনিলাম ; এক্ষণে গৌরীব্রতের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রভো! এই ব্রতপ্রথমতঃ কে করিয়াছেন, এবং কোন ব্যক্তিই বা ভূমিতে প্রকাশ করিয়াছেন? হে সন্দেহভঞ্জন! এই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করুন। ব্রতকথা যথা—নারায়ণ বলিলেন, পূর্ব্বে কুশধ্বজ নৃপতির সাধ্বী বেদবতী নামে এক তনয়া ছিলেন। তিনি পুষ্করতীর্থে প্রথমতঃ এই ব্রত করেন,ব্রতসমাপ্তি-দিনে কোটিসূর্য্য-সমপ্রভাশালিনী জগদম্বিকা দুর্গা লক্ষযোগিনীসহ স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া সেই বেদবতীর নিকটে প্রত্যক্ষ ভাবে আগমন করত ঈষৎহাস্যবিকসিত প্রসন্নবদনে তাঁহাকে বলিলেন, হে বেদবতি! তোমার মঙ্গল হউক ; তুমি ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর ; আমি তোমার ব্রতে সন্তুষ্ট হইয়া বাঞ্ছিত বর প্রদান করিতে আসিয়াছি। হে নারদ! বেদবতী পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করত তাঁহাকে দেখিলেন ; তখন প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, দেবি ! নারায়ণ আমার পতি হউন ; এই অভিলষিত এক বর আমাকে প্রদান করুন ; আর আপনার পাদপদ্মে আমার দৃঢ় ভক্তি থাকুক ; এই অপর বর প্রদান করুন। এতদ্ব্যতীত অন্য বিষয়ে আমার স্পৃহা নাই। জগদম্বিকা হরপ্রিয়া দেবী কুশধ্বজতনয়া বেদবতীর বাক্য শ্রবণ করত রথ হইতে শীঘ্র অবরোহণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে জগন্মাতঃ! তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী-স্বরূপা তাহা আমি সমস্তই জানি ; কেবল ভারতভূমিকে পবিত্র করিবার নিমিত্তই ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াছ! দেবি! তোমার পাদরজঃস্পর্শে বসুন্ধরা সদ্য পবিত্রা হইয়া থাকেন ; হে পরমেশ্বরি ! নিখিল তীর্থও তোমার পাদরজ স্পর্শে পবিত্র হইয়া থাকে। হে তপস্বিনি ! তোমার ব্রত এবং তপস্যা, কেবল যাবতীয় লোকের শিক্ষার নিমিত্ত ; কারণ তুমি ত জন্মে-জন্মেই নারায়ণের প্রিয়তমা পত্নী। বিষ্ণু ভারাবতারণে দস্যু-নিগ্রহের নিমিত্ত দশরথতনয় রামরূপে ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় পূর্ণভাবে আগমন করিবেন, তৎপরে ব্রহ্মশাপে প্রচ্যুত ভৃত্যদ্বয়েরও মোচন করিবেন। তুমিও শিশুরূপধারণ করত মিথিলায় গমন কর ; মিথিলাধিপতি জনক তোমা হেন অযোনিসম্ভবা তনয়া প্রাপ্ত হইলে যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন ; তুমি সীতা নামে বিখ্যাতা হইবে। তৎপরে রাম মিথিলায় গমন করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। এইরূপে কল্পে কল্পে তুমি নারায়ণের প্রিয়তমা কান্তা হইবে। পার্ব্বতী এই কথা বলিয়া বেদবতীকে আলিঙ্গন করত

স্বমন্দিরে গমন করিলেন। তৎপরে সাধ্বী বেদবতী শিশু-কন্যারূপ ধারণ করিয়া মিথিলায় গমন করত মায়াবশে লাঙ্গলের রেখামধ্যে সুপ্তাবস্থায় রহিলেন। তখন জনক দেখিতে পাইলেন যে, একটী বালিকা নগ্নাবস্থায় মুদ্রিতনয়নে ভূমিতলে পতিত হইয়া রোদন করিতেছে; তাহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসদৃশ এবং শরীর অতি তেজস্বী। হে নারদ! জনকরাজ তাঁহাকে দেখিবামাত্রই গ্রহণ ও স্বীয় বক্ষে ধারণ করত গৃহাভিমুখে গমন করিতেছেন, এরূপ সময়ে পথিমধ্যে এক দৈববাণী হইল, "জনকরাজ! তুমি এই অযোনিসম্ভবা লক্ষ্মীরূপিণী কন্যাকে গ্রহণ কর, নারায়ণ তোমার জামাতা হইবেন।" হে ঋষে! তখন জনক সেই দৈববাণী শুনিয়া অধিক আনন্দে কন্যাকে গ্রহণ করত স্বমন্দিরে গমন করিলেন। তৎপরে সানন্দে কন্যাকে পালনের নিমিত্ত স্বীয় ভার্য্যাহস্তে অর্পণ করিলেন। ক্রমে সেই বালিকা যৌবনে পদার্পণ করত এই ব্রতপ্রভাবে ত্রিজগৎপতি দাশরথি রামকে পতিরূপে পাইলেন। এই ব্রত প্রথমতঃ বশিষ্ঠদেব ভক্তিভাবে প্রকাশ করেন, তৎপরে রাধিকা ব্রত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতি পাইয়াছেন; এবং গোপাঙ্গনাগণ এই ব্রতপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছেন। হে বিপ্র! এই গৌরীব্রতের কথা তোমাকে বলিলাম, ভারতে যে কুমারী এই ব্রত করে, সে নিশ্চয় কৃষ্ণতুল্য পতি পায় তাহাতে সংশয় নাই। ১৩৯—১৬৭।

গৌরীব্রতকথা সম্পূর্ণ।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! এইরূপে গোপিকাগণ একমাস পর্য্যন্ত ব্রত করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্তোত্রে দেবীকে প্রত্যহ স্তব করিলেন; এবং সমাপ্তিদিনে গোপিকাগণ সানন্দে ব্রত সমাপন করিয়া কাণ্বশাখোক্ত স্তোত্রে দেবীকে স্তব করিলেন। হে নারদ! যে স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব করিয়া সত্য-পরায়ণা সীতা সদ্য রাজীবলোচন রামকে কান্তরূপে পাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। জানকী বলিলেন, হে শক্তিরূপিণি! তুমি সকল পদার্থের আধার গুণের আশ্রয় এবং সর্ব্বদা শঙ্করসহগামিনী; তুমি আমাকে পতি প্রদান কর; তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে দেবি! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও অন্তরূপিণী এবং সৃষ্টি স্থিতি অন্ত তুমিই করিয়া থাক, তুমি সৃষ্টি স্থিতি অন্তের বীজের বীজস্বরূপা; অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে গৌরি! তুমি পাতিব্রত্যপরায়ণা পতিব্রতাও পতিপরায়ণা; তুমি পতিমর্য্যাদা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছ; তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি, আমাকে পতি প্রদান কর। হে মঙ্গলদায়িনি! তুমি নিখিলমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপা ও মঙ্গলময়ী এবং সকল মঙ্গলের বীজস্বরূপিণী, তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে শঙ্করপ্রিয়ে! তুমি সকলের প্রিয়কারিণী সকলের বীজস্বরূপা ও সর্ব্ব অশুভনাশিনী এবং সকলের ঈশ্বরী; অতএব হে সর্ব্বজননি! তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে সনাতনি! তুমি পরমাত্মাস্বরূপা, নিত্যরূপিণী; তুমি সাকার, নিরাকার এবং সর্ব্বরূপা; তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে নারায়ণি! ক্ষুধা, পিপাসা দয়া, ইচ্ছা, শ্রদ্ধা, নিদ্রা, তন্দ্রা, স্মৃতি, ক্ষমা; এ সমস্তই তোমার অংশজাত; অতএব মাতঃ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে সর্ব্বরূপিণি! লজ্জা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, সম্পত্তি ও বৃদ্ধি; এ সমস্তই তোমার অংশসম্ভূত বলিয়া উক্ত আছে, আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে মহামায়ে! তুমি দৃষ্ট ও অদৃষ্টস্বরূপা এবং তাহার বীজরূপিণী ও ফলপ্রদায়িনী? তুমি নিখিল অনির্ব্বচনীয় পদার্থস্বরূপা, অতএব তোমাকে আমি প্রণিপাত করি। হে শিবে! তুমি শঙ্করের সৌভাগ্যযুক্তা এবং সৌভাগ্য-দায়িনী; তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি, আমাকে নারায়ণপতি ও সৌভাগ্য প্রদান কর। যে রমণীগণ, ব্রতসমাপ্তিদিনে এই স্তোত্রে শিবাকে স্তব করত ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করে, তাহারা নিশ্চয় হরিকে পতিরূপে লাভ করে এবং ইহকালে পরাৎপর হরিকে পতিরূপে লাভ করিয়া কমনীয় সুখভোগ করত অন্তে দিব্য রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণসমীপে গমন করে। ১৬৮—১৮২।

পার্ব্বতীস্তোত্র সম্পূর্ণ।

ব্রত-সম্পূর্ণ-দিনে রাধিকা, গোপীগণ-সহ দেবীকে স্তব ও প্রণাম করত ব্রত সম্পূর্ণ করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ ও গোসহস্র দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন এবং সাদরে সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া, ভিক্ষুদিগকে ধন দান করত স্বগৃহে গমন করিতে উদ্যোগ করিলেন। তখন তাঁহার আদেশক্রমে বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। এই সময়ে সেই স্থানে ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত-শরীরা নানালঙ্কার-বিভূষিতা ঈষদ্‌হাস্যযুক্ত-প্রসন্নবদনা দশভুজা দুর্গতিনাশিনী দুর্গা সিংহ আরোহণে গগনতল হইতে আবির্ভূতা হইলেন। দেবী, রত্নসারনির্ম্মিত পরিচ্ছদযুক্ত সুবর্ণরথ হইতে অবরোহণ করত শীঘ্র রাধিকাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন গোপাঙ্গনাগণ দেবীকে সানন্দে প্রণাম করিলেন।

দুর্গা, তাহাদিগকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে তোমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হউক। তৎপরে দেবী গোপিকাদিগকে বর প্রদান করিয়া, তাহাদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করত হাস্যবিকসিত মুখ-কমলে রাধিকাকে বলিলেন, জগদম্বিকে! রাধে! তুমি সর্ব্বেশ্বরের প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়তমা; তুমি কেবল মায়া মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছ; তোমার ব্রত কেবল যাবদীয় লোকের শিক্ষার নিমিত্ত। সুন্দরি! সেই গোলোকনাথ, গোলোক, শ্রীশৈল, বিরজা নদী এবং কামশাস্ত্রাভিজ্ঞ রতি লম্পট শ্রীকৃষ্ণের বিরচিত রমণীমোহন বৃন্দাবন-বিরাজিত মনোহর রাসমণ্ডল, শাস্ত্রবিৎ বংশীধারীকে স্মরণ হয় কি? সতি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা এবং তেজে কৃষ্ণতুল্যা; দেবীগণ তোমার অংশের অংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। তুমি মানুষী, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? দেবি! তুমি কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে গোপিকারূপ ধারণ করত মহীতলে আগমন করিয়াছ, তুমি শান্তস্বভাবা, অতএব তোমাকে কিরূপে মানুষী বলিব। সতি! শ্রীদামের শাপে এবং ভারাবতারণের নিমিত্ত ভূমিতলে তোমার আগমন হইয়াছে? তোমাকে কিরূপে মানুষ বলা যাইতে পারে? সতি! তুমি অযোনিসম্ভবা ও জন্ম-মৃত্যু জরা-বিনাশিনী, তুমি কেবল কলাবতীর পুণ্যফলে তাঁহার কন্যারূপে জন্মিয়াছ; তোমাকে কিরূপে মনুষ্য বলা যাইতে পারে। ১৮৩—১৯৭। সতি! তুমি হরির প্রাণস্বরূপ; বেদে তোমাদের উভয়ের ভেদ নিরূপিত হয় নাই, তবে তোমাকে মানুষী বলা যায় কিরূপে? সতি! পূর্ব্বে ব্রহ্মা ষষ্টি সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও তোমার চরণকমল দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহাকে মানুষী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে কিরূপে? মনুবংশসমুদ্ভূত রাজা সুযজ্ঞ, তোমা হইতেই গোলোকধামে গমন করিয়াছেন, তোমাকে মনুষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিব কিরূপে? সতি! ভৃগু তোমার মন্ত্রও কবচের বলে পৃথিবীকে একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছে, তবে তোমাকে মনুষ্য বলিব কিরূপে? পরশুরাম শঙ্কর হইতে তোমার মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পুষ্করতীর্থে সেই মন্ত্র সিদ্ধি করত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করিয়াছে, তোমাকে মনুষ্য বলিয়া কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? সেই পরশুরাম আমার তনয় গণেশের দন্ত অতিদর্পে ভগ্ন করিয়াছে, তাহাতে আমি রুষ্টা হইয়াও তোমার নাম শ্রবণে ভীত হইয়াছিলাম; তোমাকে মানুষী বলিব কিরূপে? তথাপি আমি যখন অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তখন তোমার প্রীতির জন্য ঈশ্বর হরি আগমন করত তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তোমাকে কিরূপে মানুষী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? হে জগন্মাতঃ! কল্পে কল্পে প্রতিজন্মে শ্রীহরি তোমারই পতি, ইহা নিরূপিত রহিয়াছে; তাহাতেও যে তুমি ব্রতানুষ্ঠান কর এটি কেবল তোমার লোকশিক্ষার নিমিত্ত। সতি! আর তিন মাস অতীত হইলে মনোহর মধুমাসে রাত্রিতে নির্জ্জন রমণীয় রাসমণ্ডলে এবং বৃন্দাবনে তুমি গোপীসহ মিলিত হইয়া হরির সহিত সানন্দে ক্রীড়া করিবে। রাধে! হরিসহ কল্পে কল্পে তোমার ক্রীড়া হইবে, ইহা বিধাতা লিখিয়াছেন, তাহা কে খণ্ডন করিতে সক্ষম হইবে? হে হরিপ্রিয়ে। যেরূপ আমি শঙ্করের সৌভাগ্যযুক্তা হইয়াছি, সেই রূপ তুমিও শ্রীকৃষ্ণের সৌভাগ্যশালিনী হও। ১৯৮—২০৯। যেরূপ দুগ্ধে ধবলতা, অগ্নিতে দাহিকা-শক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ, জলে শৈত্যগুণ নিয়ত অবস্থান করে, সেইরূপ তুমি কৃষ্ণে নিয়ত অবস্থান কর। দেবী, মানুষী, গন্ধর্ব্ব-পত্নী কিংবা রাক্ষসীই হউক, কেহই তোমার তুল্য সৌভাগ্য-শালিনী হয় নাই, হইবেও না। দেবি! আমার বরে পরাৎপর গুণাতীত ব্রহ্মাদি দেবগণবন্দিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমার অধীন হইবেন। সতি! আমি বলিতেছি, সেই ধ্যানাসাধ্য, যোগিগণের দুরারাধ্য ও ব্রহ্মা অনন্ত এবং শিব প্রভৃতির আরাধ্য ভগবান্ তোমার বশীভূত হইবেন। হে রাধে! তুমি স্ত্রীজাতির মধ্যে পরম ভাগ্যবতী; পরে তুমি কৃষ্ণের সহিত গোলোক-ধামে গমন করিবে। হে মুনে! পার্ব্বতী এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। তখন রাধিকা গোপিকাগণ সহ গৃহগমনে উদ্যোগ করিলেন। এরূপ সময়ে কৃষ্ণ, রাধিকাসমীপে উপস্থিত হইলে, রাধিকা দেখিলেন;—কিশোর বয়স শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ,—তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান; তাঁহার পীতবস্ত্র পরিধান; শরীর রত্নালঙ্কারে বিভূষিত। ২১০—২১৭। তাঁহার বদন ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, অতএব প্রসন্ন; তিনি ভক্তানুগ্রহকাতর; তাঁহার শরীর চন্দন-সিক্ত ও লোচনযুগল শারদীয় বিকশিত-পদ্ম-সদৃশ; তাঁহার বদনমণ্ডলে শারদীয় পূর্ণ নিশাকরের ন্যায়, ললাট বিশুদ্ধ রত্ননির্ম্মিত মুকুটে উজ্জ্বল; তাঁহার দশন-পঙ্ক্তি পক্ব দাড়িম্ব-বীজের ন্যায়; হস্তে মনোহর লীলাকমলশোভিত বিনোদ মুরলী; তাঁহার আকৃতি কোটিকন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধার, তিনি গুণাতীত;

ব্রহ্মা, অনন্ত ও শিব প্রভৃতি তাঁহাকে নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন; তিনি শ্রুতিনিরূপিত ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মণ্য, অব্যক্ত, অক্ষর, ব্যক্ত, জ্যোতীরূপ, সনাতন; তিনি মঙ্গল্য মঙ্গলের আধার ও মঙ্গলপ্রদ। রাধিকা সেই অনির্ব্বচনীয় রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া সহসা উত্থান করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্রই কামবাণে প্রপীড়িতা হইয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন; বক্রলোচনে তাঁহার মুখকমল বারংবার দর্শন করত লজ্জায় পুনঃপুনঃ মুখ আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। ২১৮—২২৪। তখন হরি সকল গোপিকার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রসন্নবদনে রাধিকাকে বলিলেন;—অয়ি প্রাণাধিকে রাধিকে! তুমি ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর। হে গোপিকাগণ তোমরাও তোমাদের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন কৃষ্ণবাক্য শ্রবণ করত রাধিকা প্রার্থনা করিলেন, এবং গোপিকাগণও সেই কল্পপাদপরূপ সর্ব্বেশ্বরের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। রাধিকা বলিলেন, হে প্রভো! তোমার পাদসরোজে আমার মনোরূপ মধুব্রত নিয়ত ভ্রমণ করত, যেরূপ মধুব্রত পদ্মের মধু পান করে, সেইরূপ ভক্তি-রস পান করুক; তুমি আমার প্রতিজন্মেই প্রাণনাথ হও এবং পাদপদ্মে আমাকে সুদুর্লভ ভক্তি প্রদান কর; প্রভো! এই আমার অভিলাষ যে, আমার চিত্ত স্বপ্নে ও সজ্ঞান অবস্থায় দিবানিশি তোমার স্মৃতি ও গুণে যেন নিয়ত নিমগ্ন থাকে। গোপিকাগণ বলিল;—হে প্রাণবন্ধো! তুমি আমাদের প্রতি-জন্মে প্রাণবল্লভ হইও এবং যেরূপ রাধাকে দেখিবে, তদ্রূপ আমাদিগকেও দেখিতে হইবে। ২২৫—২৩১। তৎপরে যশোদানন্দবর্দ্ধন গোপিকাদিগের বাক্য শ্রবণ করত প্রসন্নবদনে স্বস্তি বলিয়া তাহাই স্বীকার করিলেন। তাহার পর জগৎপতি প্রীতিপূর্ব্বক মনোহর মালতীমালা ও সহস্রদল ক্রীড়া-পদ্ম রাধিকাকে প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্ট মালাসমূহ ও পুষ্পসমূহ পরম প্রীতিপূর্ব্বক গোপিকাদিগকে প্রদান করত বলিলেন, গোপীগণ! তিন মাস অতীত হইলে বৃন্দাবনে রমণীয় রাসমণ্ডলে তোমরা আমার সহিত ক্রীড়া করিবে, যেরূপ আমি সেইরূপ তোমরা; আমাদের কোন ভেদ নাই, ইহা শ্রুতিতে নির্ণীত আছে; আমি তোমাদের প্রাণ স্বরূপ, তোমরাও আমার প্রাণস্বরূপা। হে প্রেয়সীগণ! তোমাদিগের ব্রত কেবল লোকশিক্ষার জন্য, ইহাতে স্বার্থ কিছুই নাই; গোলোক হইতে আমার সহিত আগমন করিয়াছ, আমার সহিতই গমন করিবে। তোমরা শীঘ্র নিজভবনে গমন কর, আমি যেরূপ প্রতিজন্মে তোমাদের প্রাণ হইতে ও গুরুতর, সেইরূপ তোমরাও আমার প্রাণ হইতে গরীয়সী তাহাতে সংশয় নাই। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই যমুনাতটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গোপবালিকাগণও তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দর্শন করত তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তৎপরে গোপীগণ সকলেই প্রহৃষ্টবদনে সস্মিতা হইয়া কটাক্ষ-দর্শনে প্রীতিপূর্ব্বক নয়ন-চকোরদ্বারা শ্রীহরির মুখচন্দ্রের সুধা পান করিতে লাগিল। তাঁহারা সকলে পুনঃপুনঃ জয় শব্দ করত স্বগৃহে গমন করিলেন। হরিও শিশুগণসহ নিজমন্দিরে প্রসন্নবদনে গমন করিলেন। নারদ! তোমাকে এই শ্রীহরির মঙ্গলময় চরিত ও সর্ব্বলোকসুখাবহ গোপিকাদিগের বস্ত্রহরণ সমস্তই বলিলাম। ২৩২—২৪২।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে ঋষে! তিন মাস অতীত হইলে গোপিকাগণের হরির সহিত কিরূপে নব সঙ্গম হইল? হে মহাভাগ! বৃন্দাবন কিরূপ ও রাসমণ্ডলই বা কি প্রকার? হরি একাকী হইয়া কিরূপে সেই বহু নারীর সহিত ক্রীড়া করিলেন? নূতন নূতন হরিচরিত সতত শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত কুতূহল বৃদ্ধি হইতেছে এবং হরির পুরাণ সারভূত রাসযাত্রাও শুনিতে উৎসুক হইয়াছি; ভূমণ্ডলে হরির সমস্ত লীলাই শ্রুতিমনোহর; অতএব আপনি সেই পুণ্যশ্রবণ পুণ্য-কীর্ত্তন সমস্ত বিবরণ বর্ণন করুন। সূত বলিলেন, তৎপরে নারায়ণ তপোধন নারদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত প্রসন্নবদনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, নারদ! পূর্ব্বে একদা মধুমাসে শুক্লত্রয়োদশীর রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে শ্রীহরি বৃন্দাবনে গমন করিয়া দেখিলেন যে, সেই বৃন্দাবন যূথিকা, মাধবী, কুন্দ ও মালতী প্রভৃতি পুষ্পের পরিমলবাহী সুগন্ধ বায়ুদ্বারা সুবাসিত ও ভ্রমর সকলের মধুর কলনাদে অতি মনোরম শোভাসম্পন্ন। ঐ বনপ্রদেশে নবপল্লবসংযুক্ত পুংস্কোকিলগণ মনোহর কুহুধ্বনি করিতেছে এবং ঐ প্রদেশ রাসক্রীড়ার উপযোগী নূতন ক্ষৌমবসন সকলে পরিব্যাপ্ত হইয়া মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে; সেই বনভূমি চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমে সুবাসিত এবং কর্পূরান্বিত তাম্বুল প্রভৃতি সুখকর ভোগ্যদ্রব্যে পূর্ণ রহিয়াছে;

তাহার কোন স্থান কস্তুরী ও চন্দনযুক্ত চম্পক কুসুম-দ্বারা রতিযোগ্য নানাবিধ শয্যায় সুশোভিত এবং রত্নময় প্রদীপে আলোকিত ও ধূপের মনোহর সৌরভে আমোদিত; তাহাতে নানা পুষ্পরচিত মালাশ্রেণী মনোহর ভাবে বিরাজ করিতেছে। ১—১১। সেই বনমধ্যে বর্ত্তুলাকার চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্বারা সুসংস্কৃত রাসমণ্ডল শোভা পাইতেছে; তাহাতে কত পুষ্পিত পুষ্পোদ্যান ক্রীড়া-সরোবর বিরাজিত রহিয়াছে এবং হংস কারণ্ডব জল-কুক্কুট প্রভৃতি পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। সেই সরোবর সকল, সুরতশ্রমহারী শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশ সলিলপূর্ণ সুনির্ম্মল মনোহর ক্রীড়নীয় সোপানশ্রেণী-বেষ্টিত। সেই রাসমণ্ডল, দধি, শুক্ল ধান্য ও লাজা প্রভৃতিদ্বারা নির্ম্মজ্জিত হইয়া, সূত্রদ্বারা গ্রথিত আম্রপল্লবযুক্ত সুন্দর রম্ভাতরুসমূহে সুশোভিত হইয়াছে এবং সিন্দূর ও চন্দনচর্চ্চিত মালতীমালা ও নারিকেল-ফলযুক্ত সারি সারি মঙ্গল ঘট, তাহাতে শোভা পাইতেছে; মধুসূদন সেই রাসমণ্ডল দেখিয়া, হাসিতে লাগিলেন। তখন মধুসূদন, কৌতুকবশতঃ সেই স্থানে কামুকী গোপিকাদিগের কামবর্দ্ধনের কারণভূত বিনোদমুরলীধ্বনি করিলেন। রাধিকা সেই মোহনমুরলী-রব শুনিতে পাইয়া, কামাধীনচিত্তে তৎক্ষণাৎ মোহিতা হইলেন। তাঁহার মনঃ প্রাণ সেই তানের সহিত লয় হইল। তিনি নিশ্চলভাবে বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিলেন। ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার সেই মুরলীধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, একবার উপবেশন, আবার উত্থান, এইরূপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বীয় আবশ্যক কর্ম্মত্যাগ করত স্বগৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সেই বংশীধ্বনি-অনুসারে গমন করিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মই সর্ব্বদা জাগরিত এবং তাঁহার শরীরের আভায় ও সমুদ্রের সারভূত ভূষণের দীপ্তিতে চারিদিক্ আলোকিত হইল। তাহার পর সুশীলা প্রভৃতি রাধিকার তেত্রিশ জন সখীও বাঁশরীর রবে আকৃষ্টচিত্তে কামবশে মোহিত হইয়া, নিঃশঙ্কভাবে কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করত শীঘ্র গৃহ হইতে বহির্ভূতা হইলেন। ১২—২৩। সেই রাধিকার প্রিয়তমা সখী গোপীগণ, সমস্ত গোপীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে সমস্ত গোপিকাগণ গমন করিল, ক্রমে তাহাদের কত সংখ্যা, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবর্ষে! সেই পশ্চাদ্গামিনী গোপীগণ সকলেই রূপ, বেশ বয়স ও গুণে তুল্যা। তাহাদের মধ্যে সুশীলার সহিত ষোড়শ সহস্র গমন করিল, শশিকলার সঙ্গে চতুর্দ্দশ সহস্র, চন্দ্রমুখীর সহিত ত্রয়োদশ সহস্র, মাধবীর সহিত একাদশ সহস্র, কদম্বমালার সহিত ত্রয়োদশ সহস্র, কুন্তীর সহিত দশ সহস্র গমন করিল। চতুর্দ্দশ সহস্র যমুনার অনুগামিনী হইল। জাহ্নবীর সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র, শুভার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র, পদ্মার সহিত ত্রয়োদশ সহস্র, দুর্গার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র, মঙ্গলার সহিত ষোড়শ সহস্র, কালিকার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র, কমলার সহিত ত্রয়োদশ সহস্র ও সরস্বতীর সহিত ত্রয়োদশ সহস্র গোপিকা গমন করিল। এইরূপ দশ সহস্র গোপিকা ভারতীর অনুগমন করিল এবং দশসহস্র গোপী অপর্ণার অনুগমন করিল। রতিসহ দশসহস্র গোপী গমন করিল। ২৪—৩৪। গঙ্গার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র, কৃষ্ণপ্রিয়ার সহিত ষোড়শ সহস্র, সতীর সহিত ত্রয়োদশ সহস্র, নন্দিনীর সহিত দশসহস্র, সুন্দরীর সহিত ত্রয়োদশ সহস্র ও কৃষ্ণপ্রাণার সহিত ষোড়শ সহস্র গোপিকা গমন করিল। চতুর্দ্দশ সহস্র গোপিকা অনুগামিনী হইল ও ত্রয়োদশ সহস্র গোপী চম্পার সহগামিনী হইল। চন্দনার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র গোপী গমন করিল। ক্রমে তাহারা সকলেই এক স্থানে সমবেতা হইল, এবং সেই স্থানে কোন গোপীগণ মালা হস্তে, কেহ কেহ মনোহর চন্দন হস্তে, কেহ শ্বেতচামর হস্তে, তথায় সানন্দে গমন করিল এবং কোন গোপকন্যা কস্তূরী হস্তে, কেহ কেহ কুঙ্কুম বহন করিয়া, কেহ কেহ তাম্বূলকরঙ্ক বহন করত তথায় আগমন করিল। এইরূপে কোন কোন গোপকন্যা সমস্ত কাঞ্চন ও বস্ত্রাদি বহন করত আগমন করিল। কেহ কেহ বা সানন্দে চন্দ্রাবলী-সমীপে আগমন করিল। গোপিকাগণ সকলেই একস্থানে সমবেত হইয়া অত্যন্ত সানন্দচিত্তে রাধিকার মনোহর বেশ রচনা করত অভিলষিত বৃন্দাবনে গমন করিল এবং পথিমধ্যে তাহারা 'হরির জয়' এই শব্দ করিতে করিতে ক্ষণ-কাল পরেই সেই রমণীয় বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া মনোহর রাসমণ্ডল দেখিতে পাইল; সেই রাসমণ্ডল স্বর্গ হইতেও সুন্দর-দৃশ্য এবং পূর্ণ নিশাকরের অমল-ধবল কৌমুদীজালে পরিব্যাপ্ত। সেই প্রদেশ অতি নির্জ্জন এবং তথায় নানাবিধ পুষ্প বিকশিত হইয়াছে; মৃদুমন্দ বায়ু সঞ্চালিত হইয়া পুষ্পসৌরভে চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে। ৩৫—৪৬। গোপিকাগণ

সেই মনোহর প্রদেশে কামিনীগণের কামোৎপাদক ও মুনিনমূহের মনোহারী পুংস্কোকিলের কলকণ্ঠ ধ্বনি শুনিতে পাইলেন; এবং তথায় পুষ্প-মধুমত্ত ভৃঙ্গকুল ভ্রমরীগণের সহিত গুণ গুণ রব করিতেছে। রাধিকা, সমস্ত বালিকাগণের সহিত শুভক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে সেই রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া দেখিলেন, সখীগণে বেষ্টিত হইয়া রাধিকা তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছেন। দেবী রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা; তাঁহার মনোহর বস্ত্র পরিধান; নয়নযুগল ঈষৎ বঙ্কিম; তিনি গজেন্দ্রগামিনী এবং মুনিদিগের মনোহরণেও সক্ষমা। সেই দেবী নবীনবেশে, নবীন বয়সে এবং রূপে অতি মনোহারিণী; তাঁহার নিতম্ব ও শ্রোণিযুগল অত্যন্ত স্থূল বলিয়া দুর্ব্বহ; তিনি চারুচম্পকবর্ণা; তাঁহার বদনমণ্ডল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়; তিনি মালতী-মাল্যযুক্ত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন। তখন রাধিকাও দেখিলেন, নবযৌবনসম্পন্ন, রত্নাভরণে বিভূষিত, কোটিকন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধারস্বরূপ; কিশোর শ্যামসুন্দর—তাঁহাকে প্রাণাধিকা বিবেচনায় তাঁহার প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আছেন; রাধা সেই পরমাদ্ভুত অনুপমরূপসম্পন্ন বিচিত্রবেশ-ধারী কৃষ্ণকে বঙ্কিমনয়নপ্রান্তে পুনঃ পুনঃ দর্শন করত লজ্জায় বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কামবাণে পীড়িত হইয়া পুলকিত গাত্রে মূর্চ্ছিতের ন্যায় চৈতন্যশূন্য হইলেন; এইরূপে ক্রীড়া-রসোন্মুখ হরিও কটাক্ষরূপ কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিতভাবে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে মুরলী ও উজ্জ্বল ক্রীড়া-কমল স্খলিত হইল; শরীর হইতে পীতধড়া ও শিখিপুচ্ছ বিগলিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল, ক্ষণকাল পরে শ্রীহরি চেতনা লাভ করত রাধিকা-সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং প্রীতিপূর্ব্বক আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাধিকাও শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া প্রাণাধিক প্রাণকান্তকে গাঢ় আলিঙ্গন করত পুনঃ পুনঃ তাঁহার বদনকমলে চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাধাকৃষ্ণ উভয়েই উভয়ের মনোহরণ করিলেন এবং রসিকশ্রেষ্ঠ হরি, রসিকা রাধিকাসহ বিবিধ রত্নপ্রদীপ ও রত্নময় দর্পণসমূহে সুশোভিত চন্দনচর্চ্চিত মনোহর চম্পককুসুম-বিরচিত শয্যায় বিরাজিত ও কর্পূরযুক্ত তাম্বুল প্রভৃতি নানাবিধ ভোগ্যবস্তুপূর্ণ রতিমন্দিরে গমন করত রাধিকার সহিত সেই প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৭—৬৫। তৎপরে মধুসূদন, রাধাপ্রদত্ত সুবাসিত তাম্বুল মুখে ভক্ষণ করিলেন; রাসেশ্বরী রাধিকাও কৃষ্ণপ্রদত্ত তাম্বুল সানন্দে ভোজন করিলেন। হরি স্বচর্ব্বিত তাম্বূল রাধিকাকে প্রদান করিলে, মদনাতুরা রাধা তাহা গ্রহণ করিতে করিতে পরম ভক্তিতে আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিলেন। তাহার পর, মাধব রাধিকার চর্ব্বিত তাম্বুল প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহা প্রদান না করিয়া ভীতচিত্তে কৃষ্ণের চরণকমলে পতিতা হইলেন। এই সময়ে হরি কামোদ্রেকবশতঃ সুরতোন্মুখ হইয়া, রাধার সহিত সেই রতিশয্যায় শয়ন করিলেন। তৎপরে রসিকেশ্বর, হরি বিপরীতাদি অষ্টবিধ শৃঙ্গার, যথোচিত নখ-দন্ত ও করপ্রহার এবং কামশাস্ত্রে সুগুপ্ত কামিনীগণের মনোহারী অষ্টবিধ চুম্বন ক্রমে সম্পাদন করিলেন। সেই সুরতসময়ে কামাতুর হরি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা কামুকীদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সুখাবহ আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই কামশাস্ত্রে পারদর্শী, সুরতক্রীড়ায় সুদক্ষ; অতএব তাঁহাদের উভয়ের রতিযুদ্ধের বিরতি হইল না। এইরূপে রাধিকারমণ নানামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রতিগৃহে গোপাঙ্গনাগণের সহিত সুরম্য রাসমণ্ডলে রমণ করিতে লাগিলেন। গোপরূপী হরি, গৃহাভ্যন্তরে সুরতক্রীড়া সম্পাদন করত বাহ্য-প্রদেশে গোপিকাগণসহ অন্যান্য ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। নবলক্ষ গোপীর সহিত হরি নবলক্ষ গোপরূপ ধারণ করিলেন। সকলে মিলিত হইয়া অষ্টাদশ লক্ষ গোপ ও গোপিকার সেই রাসমণ্ডলে সমাবেশ হইল। তাঁহারা সকলেই মুক্তকেশ, বিচ্ছিন্নভূষণ, ছিন্নভিন্নবেশ এবং কামবশে মত্ত ও মূর্চ্ছিত। হে নারদ! সেই স্থানে কেবল কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, বলয় ও বিশুদ্ধ রত্ননূপুর প্রভৃতির মনোহর শব্দ নিরত হইতে লাগিল। তাঁহারা এইরূপে স্থলক্রীড়া করিয়া, অবশেষে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন; ক্রমে তাহা শেষ হইল। এইরূপ ক্রীড়া করিয়া তাঁহারা সকলেই পরিশ্রান্ত হইলেন। তখন অবিলম্বে জল হইতে উত্থান করত স্বস্ব বস্ত্র পরিধান করিয়া সকলেই রত্নদর্পণে মুখপদ্ম দর্শন করিলেন এবং তাঁহারা চন্দন, অগুরু, কস্তূরী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ও সুগন্ধিপুষ্প-মালা সানন্দে পরিধান করিয়া, প্রকৃতিস্থ হইলেন। ৬৬—৮১। তৎপরে সেই অষ্টাদশলক্ষ গোপগোপী সকলেই কৌতুকবশতঃ কর্পূরসুবাসিত তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধরত্নদর্পণে স্বীয় স্বীয় মুখচন্দ্র দর্শন করিলেন। কোন কোন গোপী কামাতুরা হইয়া,

কৌতুকবশতঃ বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে বংশী গ্রহণ করিলেন; তৎপরে পীতবসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন কামপ্রমত্তা গোপিকা মাধবকে বিবস্ত্র করিয়া তাঁহার পীতবসন গ্রহণ করত পরিহাসপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রদান করিলেন। কোন গোপিকা "মুক্তি বিষয় শ্রবণ কর," এই কথা বলিয়া প্রাণকান্ত কৃষ্ণকে ধারণ করত পুনঃপুনঃ আলিঙ্গনপূর্ব্বক গণ্ডে ও বিম্বোষ্ঠে চুম্বন করিলেন। কোনও গোপিকা সস্মিত ও সকটাক্ষ মুখচন্দ্র, উন্নত স্তনযুগল ও সুললিত শ্রোণি কৃষ্ণকে অভিলাষপূর্ব্বক দর্শন করাইতে লাগিলেন। কেহ বা কান্তকে করে ধারণ করত স্বীয় শ্রোণিদেশে স্থাপন করিয়া মালতীমাল্যসংযুক্ত চূড়া নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন এবং কেহবা চূড়া আকর্ষণ করত তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ নিহিত করিলেন। কেহ বা তাহা পুষ্পমালাদ্বারা বেষ্টন করিলেন; কেহ শ্বেত চামর ব্যজন করত প্রাণনাথকে সেবা করিতে লাগিলেন। কোন কামিনী কামবশে তাঁহার গাত্রে সুগন্ধি চন্দনাদি লেপন করিলেন; কেহ বা অন্য গোপীর হস্ত হইতে মুরলী আকর্ষণ করত প্রেমবর্দ্ধনের নিমিত্ত কামবশে স্বামিহস্তে তাহা প্রদান করিলেন এবং কোনও গোপিকা অন্য এক গোপিকাকে আকর্ষণ করত বিবস্ত্রা করিয়া চন্দনচর্চ্চিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়দেশে উপবেশন করাইলেন; কেহবা কৃষ্ণকে মধ্যে রাখিয়া নৃত্য ও গীতাদি করিতে লাগিলেন এবং কেহ কৃষ্ণকে বলপূর্ব্বক নৃত্য করাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণও কুতূহলবশতঃ কাহারও বসন আকর্ষণ এবং কাহাকেও বিবস্ত্রা করিয়া অন্যকে তাহার বস্ত্র প্রদান করিলেন, এবং রাধিকাকে আকর্ষণ করত স্ববক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার মনোহর কবরী রচনা করিয়া দিলেন। তাঁহার ললাটে কস্তুরীবিন্দুর সহিত সিন্দুরবিন্দু যত্নপূর্ব্বক বিন্যাস করিলেন ও তাহার অধোদেশে অতিসূক্ষ্ম এবং তাহার সেই মনোহর কপোলে চিত্র পত্রাবলি রচনা করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবীকে বহ্নিশুদ্ধ মনোহর বসন যত্নপূর্ব্বক পরিধান করাইয়া চরণকমল গ্রহণ করত তাহাতে বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত মঞ্জীরযুগল অর্পণ করিলেন এবং নখসমূহ মার্জ্জন করত তাহাতে অলক্তকরস প্রদান করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে বিবিধভূষণে বিভূষিত করিয়া নানাবিধ গন্ধদ্রব্য তাঁহার অঙ্গে লেপন করিলেন এবং গলদেশে মালতীমালা অর্পণ করত মুখকমলে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নয়নযুগল অঞ্জনদ্বারা সুরঞ্জিত করিয়া নাসিকাগ্রে সুদুর্লভ গজমুক্তা বিন্যস্ত করিলেন, এবং দেবীর শ্রোণিদেশ ও কুচযুগল নখক্ষত করিলেন ও দন্তদ্বারা পক্কবিম্বসদৃশ অধর দংশন করিলেন। ৮২—৯১। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাসহ সরোবরের তটে সুনির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে ক্রীড়া করত পুনর্ব্বার রাসমণ্ডলে আগমন করিলেন; এবং সেই রাসমণ্ডলে সম্পূর্ণরূপে রাসক্রীড়া করিলেন। তৎকালে বহির্ভবনে চন্দ্রোদয় হওয়াতে অতি মনোহর পুষ্পচন্দনে চর্চ্চিত এবং পুষ্প ও চন্দন-পরিমলবাহী বায়ুর দ্বারা সুরভীকৃত, রাসমণ্ডলে ভ্রমরকুল মধুর গুণ গুণ ধ্বনি ও পিককুল কলকণ্ঠে কুহুরব করিতেছিল। যোগিগণের পরম গুরু ও গোপীদিগের চিত্তচোর হরি নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার গোপীগণের সহিত সুরতক্রীড়ায় রত হইলেন। হে নারদ! তখন আবার সেই শৃঙ্গারোদ্রেকবশতঃ কিঙ্কিণী, কঙ্কণ ও নূপুরের কলমধুর ধ্বনি হইতে লাগিল। গোপিকাগণের নবসঙ্গমে শরীর পুলকিত ও হস্ত-পদাদি বিচলিত হইল; তাহারা মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। ক্ষণকাল পরে সুরতক্রীড়ার বিরতি হইলে চেতনা লাভপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পরস্পরে পরস্পরকে নখ-দন্তাদিক্ষত করিলেন। কৃষ্ণ তাহাদের স্তনের উপরে স্বীয় নখাঘাত ও সুকঠিন শ্রোণিদেশেও নখ-চিত্র বিন্যস্ত করিলেন। সেই রতিযুদ্ধে গোপিকাগণের কটিদেশে বদ্ধ বসন, কবরী ও ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা প্রভৃতি সমস্তই বিগলিত হইল, এবং সুমনোহর বেশ বিদূরিত হইল; তৎপরে রসিকেশ্বর নববিধ আলিঙ্গন, অষ্ট প্রকার চুম্বন ও ষোড়শ প্রকার শৃঙ্গার করিলেন। কামুকপ্রবর হরি, কামুকী গোপিকাগণের অঙ্গের দ্বারা অঙ্গ, প্রত্যঙ্গে প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গন করিলেন। কামশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ নারীগণের ষোড়শ কলানুসারে শৃঙ্গার কলাভেদে যে ভিন্নরূপ অবগত আছেন এবং প্রকৃত শৃঙ্গার দ্বাদশ প্রকার ও বিপরীত চারিপ্রকার, যাহা কামশাস্ত্রে নিরূপিত আছে, কৃষ্ণ তাহা হইতে অধিকরূপে গোপীগণের সহিত বিহার করিলেন! ক্রীড়ারম্ভে ক্রীড়ামধ্যে ও ক্রীড়ার অবসানকালে শ্রীকৃষ্ণ কামিনীগণের প্রীতির নিমিত্ত ক্রীড়ার আনুষঙ্গিক কার্য্য সকলও যাহা কামশাস্ত্রে নিরূপিত আছে, তাহা অপেক্ষা অধিকরূপে সম্পন্ন করিলেন। পর্ব্বত যেরূপ গৈরিকদ্বারা মনোহর শোভাসম্পন্ন হয়; সেইরূপ কৃষ্ণদেহও গোপীগণের কঙ্কণচিহ্ন ও চরণের অলক্তকযোগে মনোহর শোভাসম্পন্ন হইল। রাসমণ্ডলে এইরূপে পূর্ণ রাসক্রীড়া সম্ভূত হইলে সুরগণ স্বীয় কলত্র ও অনুচরবর্গের সহিত

সুবর্ণরথ আরোহণে গগনমার্গে সমাগত হইলেন। সেই ক্রীড়াদর্শনে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল, তাঁহারা কামবাণে প্রপীড়িত হইলেন। ১০০—১১৬। এইরূপে তথায় ঋষি, মুনি, সিদ্ধ ও পিতৃগণ এবং বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ও কিন্নরগণ সকলেই আনন্দে স্বীয় স্বীয় পত্নীর সহিত আগমন করিয়া সেই ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শঙ্কর পার্ব্বতীসহ সুবর্ণবিনির্ম্মিত, মণিদ্বারা সুশোভিত, রত্নসারনির্ম্মিতপরিচ্ছদযুক্ত, বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্রে আবৃত, বিশুদ্ধ রত্ননির্ম্মিত দর্পণ ও শ্বেতচামরসংযুক্ত, শতচক্রযুক্ত, মনের ন্যায় বেগশীল মনোহর এবং বিশুদ্ধরত্ন-নির্ম্মিত কলসসমূহে উজ্জ্বলীকৃত শিখরযুক্ত দিব্য রথারোহণে তথায় আগমন করিলেন। ভগবানের বামপার্শ্বে মহাকাল, দক্ষিণ পার্শ্বে নন্দিকেশ্বর, সম্মুখে কার্ত্তিকেয় ও গণপতি; তিনি পিঙ্গলাক্ষ ক্ষেত্রপালেশ্বর ও অষ্ট ভৈরব প্রভৃতি পারিষদবর্গে বেষ্টিত। তাঁহার বক্ষঃস্থলে দুর্গা বঙ্কিমনয়নে ও হাস্যবদনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মা ভারতীর সহিত সুবর্ণরথে আরোহণ করত তথায় সমাগত হইলেন; তখন তাঁহার বামপার্শ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দক্ষিণ পার্শ্বে, সনক সনন্দ প্রভৃতি ঋষিগণ, রাসলীলা দর্শনের নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে শুভাশুভকর্ম্মসাক্ষী ধর্ম্ম স্বর্ণরথে তথায় সমাগত হইলেন। সেই সময়ে স্মেরাননা সতী মূর্ত্তি তাঁহার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করত সকামা হইয়া সেই পূর্ণ রাসক্রীড়া বঙ্কিমনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চারিদিকে ব্রহ্মতেজে উজ্জ্বল দীপ্তিশীল পারিষদবর্গ অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময়ে ইন্দ্র শচীর সহিত, চন্দ্র রোহিণীর সহিত, অগ্নি স্বাহার সহিত ও কামদেব রতিকে বক্ষে ধারণ করত এবং সূর্য্যদেব সংজ্ঞার সহিত তথায় সমাগত হইলেন। এইরূপে দিক্‌পালগণ স্বীয় স্বীয় রমণীর সহিত সেই রাসপরিদর্শনে তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই আকাশমার্গে অবস্থান করত সরস রাসমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ক্রীড়া দর্শনে মোহপ্রাপ্ত হইলেন, কেহ বা মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। এইরূপে দেবগণ ক্ষণকাল সম্মিত হইয়া সানন্দহৃদয়ে চন্দনদ্রব ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; এবং মুনীশ্বরগণ কস্তূরীযুক্ত মাল্য বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই রাসদর্শনে দেবপত্নীগণ কামবাণে প্রপীড়িতা হইলেন। ১১৭—১৩২। তৎপরে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন কৃষ্ণ, স্থলপ্রদেশে রাসক্রীড়া শেষ করিয়া যমুনাজলে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়াপরিগৃহীত মূর্ত্তি সকল, গোপীগণসহ যমুনা জলে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই কামবাণে পীড়িতা হইয়া জলকেলিতে রত হইলেন। কামপরবশ কৃষ্ণ, প্রথমতঃ রাধিকার অঙ্গে জল প্রদান করিলেন, রাধিকাও সেই কাম-পীড়িত কৃষ্ণ-অঙ্গে অঞ্জলিত্রয় জল প্রদান করিলেন। হরি রাধিকার বস্ত্র বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, তিনি নগ্না হইলেন; তখন কৃষ্ণ তাঁহার মালা ছিন্ন করিলেন ও তাঁহার কবরী শিথিল করিয়া ফেলিলেন; জলক্রীড়ায় রত হইয়া জলবিলোড়নে দেবীর সিন্দূর পত্রাবলী মনোহরবেশ সুবিচিত্র ওষ্ঠরাগ ও নয়নের কজ্জল সমস্তই বিলুপ্ত হইল। হরি বিবস্ত্র রাধিকাকে আলিঙ্গন করত জলমধ্যে নিমগ্ন হইলেন, এবং জলাভ্যন্তরে ক্রীড়া করত তৎপরে রাধিকাসহ উত্থিত হইলেন। তাহার পর কৃষ্ণ, লজ্জানম্রমুখী নগ্না রাধিকাকে গোপিকামণ্ডলীমধ্যে দর্শন করাইয়া পুনর্ব্বার সুদূর যমুনাজলে নিঃক্ষেপ করিলেন। রাধিকা বেগে জল হইতে উত্থান করত বলপূর্ব্বক মাধবকে ধারণ করত তাঁহার হস্ত হইতে মুরলী কোপবশতঃ দূর জলে নিঃক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পীত বসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দিগম্বর করিলেন এবং বনমালা বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনঃপুনঃ জল প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাধিকা, হরিকে আকর্ষণ করত দূর জলে নিঃক্ষেপ করিলে, জগৎপতি সেই গম্ভীর যমুনাসলিলে নিমগ্ন হইলেন, এবং মাধব অবিলম্বে জল হইতে উত্থান করত সহাস্যে সেই নগ্না রাধিকাকে বক্ষে ধারণ করত পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবানের কল্পিত মূর্ত্তি সকলও গোপীগণসহ কৌতুকে যমুনাতীরে ও তাহার মনোহর সলিলাভ্যন্তরে ক্রীড়া করিলেন। ক্রীড়া শেষ হইলে বস্ত্র-বিহীন হরি, নগ্না রাধিকার সহিত তীরে উত্থান করত উভয়েই উভয়ের নিকটে বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে মাধব রাধিকাকে বস্ত্র ও মনোহর মালা প্রদান করিলেন। তখন রাসেশ্বরীও সানন্দে হরিকে বস্ত্র ও বংশী প্রদান করিলেন। রাধিকা পরমভক্তির সহিত কৃষ্ণকে শ্রোণিতে বসাইয়া তাঁহার শরীরে কুসুমযুক্ত চন্দন, অগুরু ও কস্তূরী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য প্রদান করিলেন; এবং তাঁহার কামিনী-চিত্ত-মোহন চূড়া নির্ম্মাণ করত তাহার চারিদিকে মনোহর মালতী-মালাদ্বারা বেষ্টন করিলেন। ১৩৩—১৪৮। শ্রীকৃষ্ণও রাধিকার সুমনোহর কবরীভার বন্ধন করত কুন্তল সংস্কারপূর্ব্বক পত্রাবলী রচনা

করিলেন; এবং দেবীর ললাটে কস্তুরীবিন্দুর সহিত সিন্দুরবিন্দু প্রদান করিয়া তাহার অধোভাগে চন্দনদ্বারা সূক্ষ্ম অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা প্রদান করিলেন এবং দেবীর স্তনযুগলে উরুদ্বয়ে ও বক্ষে ঘন নখক্ষত করিয়া তাঁহাকে বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করাইলেন। তাহার পর কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরীদ্রব তাঁহার শরীরে বিলেপন করিয়া বক্ষে ধারণ করত তাঁহাকে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভগবান্ পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করত তাঁহার গলে মালা অর্পণ করিলেন ও বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিয়া চরণযুগলে মঞ্জীরভূষণ প্রদান করিলেন। শ্রীহরি রাধিকার চরণযুগলে অলক্তক বিন্যাস করিলেন, এই ভাবে তিনি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে সকল গোপিকাগণের বেশ বিন্যাস করিলেন। তাহারা পুনর্ব্বার সেই সুনির্জ্জন রতিযোগ্য পূর্ণেন্দুচন্দ্রিকাযুক্ত রাসমণ্ডলে কামোন্মত্তা হইয়া গমন করিল। তখন সেই রাসমণ্ডল, মাধবী, কেতকী, কুন্দ, মালতী, চাঁপা, যূথিকা ও মল্লিকা প্রভৃতির মনোহর গন্ধে আমোদিত হইতেছিল। রাধিকা সেই প্রস্ফুটিত পুষ্পদর্শনে তাহা চয়নের নিমিত্ত গোপীগণকে নিযুক্ত করিলেন। কোন গোপিকাকে মালানির্ম্মাণের নিমিত্ত আদেশ করিলেন, কাহাকে তাম্বুল প্রস্তুত করিতে, কাহাকেও বা চন্দন ঘর্ষণ করিতে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে সেই সমস্ত শেষ হইলে রাধিকা, গোপীগণপ্রদত্ত মালা, চন্দন, তাম্বুল প্রভৃতি অত্যন্ত প্রীতিসহকারে কৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। তাহার পর কোন কোন গোপিকাকে কৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করিলেন, কাহাকেও মৃদঙ্গ মুরজ প্রভৃতি বাদন করিতে নিযুক্ত করিলেন। ১৪৯—১৬০। গোপিকাগণ লীলায় হরির সহিত রাসমণ্ডলে ক্রীড়া করত তৎপরে সমস্ত মনোহর নির্জ্জন প্রদেশে এবং কোন সময়ে পুষ্পোদ্যানে, কখন রমণীয় নদীতটে, কন্দরে কন্দরে, নদসমীপে, নদীতীরে, অতি নির্জ্জন স্থানে, শ্মশানে ও কখন গিরিগহ্বরে; কখন ভাণ্ডীরবনে, শ্রীবনে ও রম্য কদম্বকাননে; কখন তুলসীকাননে, কুন্দবনে ও চম্পককাননে; কখন নিম্ববনে মধুবনে ও জম্বীরকাননে, কখন নারিকেলবনে, পূগবনে ও কদলীবনে; কখন বা বদরীকাননে, বংশবনে দাড়িম্বকাননে; কখন অশ্বত্থকাননে, বিল্ববনে এবং নাগরঙ্গবনে; কখন মন্দারকাননে, তালবনে ও চূতকাননে; কোন সময়ে বা কেতকীকাননে, অশোকবনে এবং খর্জ্জুরকাননে, তাঁহারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ এইরূপে গোপীগণ সহ কখন আম্রাতকবনে, জম্বুবনে, শালবনে, কণ্টকীকাননে, পদ্মবনে, জাতীবনে; কখন ঘোরতর ন্যগ্রোধবনে, শ্রীখণ্ডকাননে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশরবনে বিহার করিলেন। নারীগণের বাঞ্ছিত এই ত্রয়স্ত্রিংশ কাননে এইরূপে কামবশতঃ ত্রিংশদ্দিবারাত্রি বিহার করিয়াও তাঁহাদের অভিলাষ কিছুই পূর্ণ হইল না। তাহাতে কামিনীগণের কামভাব নিবৃত্তি না হইয়া বরং ঘৃতধারায় অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি হইল। তখন দেবদেবীগণ বিস্মিত হইয়া প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তৎপরে শৃঙ্গারলালসায় কামাগ্নিদগ্ধ দেবীগণ অংশে ভারতভূমে নৃপতিদিগের গৃহে গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। ১৬১—১৭১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! গোপাঙ্গনাগণ কামমত্ততাপ্রযুক্ত প্রৌঢ়া ও মানিনী হইয়াও কৃষ্ণকে ঈশ্বররূপে না জানিয়া পতিরূপেই তাঁহাকে বিবেচনা করিলেন। কোন গোপিকা নির্জ্জনে কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, নাথ! এই মালতীপুষ্প উত্তোলন করত মালা গাঁথিয়া আমাকে প্রদান করুন। কেহ বলিতেছেন; অয়ে কৃষ্ণ! আমাকে তোমার ক্রোড়ে স্থাপন কর; কেহ বা শ্রীহরির স্কন্ধ ধারণপূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করিতে লাগিলেন এবং কোনও প্রমত্তা গোপিকা প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, কৃষ্ণ! তোমার পীত বসন আমাকে পরিধান করাও। কেহ জগদীশ্বর কৃষ্ণকে বলিলেন নাথ! তুমি আমার ললাটদেশে সিন্দুরবিন্দু প্রদান কর। তন্মধ্যে কেহবা শীঘ্র তথায় আগমন করত প্রাণেশকে বলিলেন, প্রাণবল্লভ! তুমি আমার কেশপাশ সংস্কার করত কবরী বন্ধন করিয়া দাও। স্বীয় অঙ্গবেশ-বিধায়িনী কোন গোপী কর্ণমূলের ভূষণ বিন্যাসের নিমিত্ত কৃষ্ণকে শ্রীখণ্ডপল্লব আনয়ন করিতে প্রেরণ করিলেন। কেহ বা কামবশে গূঢ় সঙ্কেতপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় মনোগত বিষয় বলিলেন এবং মৈথুনের নিমিত্ত হাস্যবিকশিত বদনে তাঁহার মুখকমলে নিয়ত দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিয়া রহিলেন। কোন গোপিকা বলপূর্ব্বক মাধবকে আকর্ষণ করত তাঁহার হস্ত হইতে মুরলী গ্রহণপূর্ব্বক পরিধেয় পীতবসন হরণ করত তাঁহাকে নগ্ন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কোন, কোন মানিনী কামিনী মধুসূদনকে বলিলেন, নাথ! আমাদের পদনখরে অলক্তক প্রদান কর। কেহব

প্রেমবশতঃ তাঁহাকে বলিলেন প্রাণবল্লভ! গণ্ড ও স্তনযুগলে নানাচিত্রবিচিত্র পত্রাবলী রচনা কর। ১—১০। গোপিকাগণ এইরূপ প্রমত্তা হইলে, কৃষ্ণ তাহাদের মানসিক সেই ভাব অবগত হইয়া রাধার সহিত অন্তর্হিত হইলেন; স্বেচ্ছাময় বিভু শ্রীকৃষ্ণ, অতি নির্জ্জন স্থানে কল্পানুসারে রাধিকাসহ সুরত-সুখভোগ করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে পর্ব্বতে পর্ব্বতে, রমণীয় দ্বীপে দ্বীপে, সর্ব্বজন্তুশূন্য নদীর তীরে তীরে, শ্রীগোষ্ঠে, রত্নশৈলে, গঙ্গাতটে এবং কোন সময়ে কলিন্দ ও পুলিন্দ দেশীয় মন্দিরে, গন্ধমাদন পর্ব্বতে, কোন সময়ে রজঃশূন্য কাবেরী তীরস্থিত মনোহরকুন্দবনে, কোন সময়ে পুষ্পভদ্রা নদীর পুলিন-স্থিত পুষ্পিত পুষ্পোদ্যানে; এইরূপে ভগবান্ সকল স্থানে বিহার করত তৎপরে রাধিকার বেশ বিধান-পূর্ব্বক চন্দনাক্ত সমীরণে রম্য মলয়শিখরে গমন করিলেন তথায় পুষ্পশয্যা রচনা করত কৃষ্ণ রাধিকাসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত সুখসম্ভোগে পুলকিতশরীরা রাধিকা গোবিন্দকে বক্ষে ধারণ করত মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। তখন কৃষ্ণ আনত-পয়োধর ও শ্রোণিযুক্তা রাধিকাকে দেখিলেন;—তিনি কামার্ত্তা হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন এবং তিনি বিবসনা; তাঁহার বেশভূষা সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, কেশপাশ আলুলায়িত। সেই সময়ে কৃষ্ণ সেই নিদ্রিতপ্রায় পতিতা রাধিকাকে বক্ষে ধারণ করত তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে বসন ও উৎকৃষ্ট মেখলা পরিধান করাইয়া তাহার কিঞ্চিৎ বামভাগে বঙ্কিম কবরী বন্ধন করিলেন, তাহাতে মনোহর মালতীমাল্য ও কুন্দপুষ্প বিন্যস্ত করিলেন। ১১—২১। শ্রীহরি দেবীর ললাটে সুন্দর সিন্দুরবিন্দু প্রদান করিয়া, স্তনযুগলে বিচিত্র পত্রাবলী রচনা করিলেন এবং তাঁহার পাদপদ্মের অঙ্গুলিসমূহ অলক্তক দ্বারা চিত্রিত করিয়া, নখরদ্বারা শ্রোণি ও বক্ষে কৃত্রিম পদ্ম অঙ্কিত করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ, গাত্রোত্থান করত রাধিকাসহ বিবিধপদ্মশ্রেণীবিরাজিত নির্ম্মল-স্ফটিকাকারজলরাশিপূর্ণ তত্রত্য মনোহর সরোবরে গমন করিলেন। তাহাতে কত হংস-কারণ্ডব প্রভৃতি ক্রীড়া করিতেছিল এবং জলকুক্কুটসমূহ মনোহর কূজন করিতেছিল। সেই সরোবরস্থিত পদ্মসমূহে মধুলুব্ধ ভ্রমরগণ বিচরণ করত নিরন্তর মধুর গুন্‌গুন্ রব করিতেছে। কৃষ্ণ রাধিকাসহ সেই সরোবরে স্নান করত জলক্রীড়ায় রত হইয়া প্রথমতঃ রাধিকার অঙ্গে জল প্রদান করিলেন, তৎপরে রাধিকা কৃষ্ণ-অঙ্গে জল প্রদান করিলেন; মাধব দুইটী সহস্রদল পদ্ম গ্রহণ করত একটী রাধাকে প্রদান করিলেন, আর একটী নিজের নিমিত্ত রাখিলেন। তাহার পর রসিকেশ্বর হরি, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুমদ্রব প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ইচ্ছানুসারে রাধিকা-অঙ্গে বিলেপন করিলেন। তৎপরে রাধিকাসহ গমন করত অদূরে এক উচ্চ-শাখাসম্পন্ন বিস্তৃত বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। এক যোজন পর্য্যন্ত তাহার ছায়ায় বেষ্টিত, সেই বটবৃক্ষের অনতিদূরে একটী কেতকীবন আছে; তাহার পুষ্প-পরিমলবাহী সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইয়া সেই ছায়া প্রদেশ অতি সৌরভযুক্ত করিতেছিল; গোবিন্দ, রাধিকাসহ সেই বটমূলে উপবেশন করত হৃষ্টচিত্তে প্রবীণদিগের পুরাতন বিচিত্র ইতিহাস সকল রাধিকাকে বলিতে লাগিলেন। ২২—৩২। এই সময়ে দেখিতে পাইলেন, একটী মুনিশ্রেষ্ঠ প্রসন্নবদনে তথায় আগমন করিতেছেন। মুনিবর পরমাত্মা ঈশ্বরের রূপ হৃদয়ে দেখিতে না পাইয়া ধ্যান হইতে বিরত হইলে চক্ষু-রুন্মীলন করিয়া সম্মুখেই সেই অনির্ব্বচনীয়রূপ দেখিতে পাইলেন। সেই মুনিবরের সর্ব্বাবয়ব বক্র; তিনি কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি ও দিগম্বর; তাঁহার নাম অষ্টাবক্র। তিনি জটিল ও ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত এবং সমুত্থিত তপোরাশির ন্যায় তাঁহার মুখ হইতে যেন অগ্নি উদ্গীর্ণ হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজ স্বয়ং আগমন করিতেছেন। তাঁহার নখ, শ্মশ্রু, লোম প্রভৃতি অতি দীর্ঘ; তিনি অতি শান্তস্বভাব ও তেজস্বী; তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ভীত হইয়া নতমস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক হরির সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে রাধিকা হাস্য করিতেই মাধব তাঁহাকে বারণ করত সেই মুনির প্রভাব সমস্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দকে প্রণাম করত পূর্ব্বে শঙ্করপ্রদত্ত স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে গুণাধার! আপনি গুণাতীত, গুণের বীজস্বরূপ, গুণাত্মক, গুণীদিগের ঈশ্বর, গুণীদিগের বীজস্বরূপ ও গুণেরআদ্য-রূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন; আপনাকে আমি বারংবার নমস্কার করিতেছি। হে প্রভো! আপনি সিদ্ধিস্বরূপ, সিদ্ধাংশ, সিদ্ধিবীজ, সিদ্ধরূপ, সিদ্ধগণের অধীশ্বর ও সিদ্ধগণের গুরু; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে ভগবন্! আপনি বেদের বীজস্বরূপ, বেদাঙ্গবেত্তা ও বেদাবদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ; আপনি বেদজ্ঞ, সর্ব্বরূপময় ও বেদজ্ঞগণের ঈশ্বর। হে বিভো! আপনি প্রকৃতি-স্বরূপ, প্রাকৃত প্রাজ্ঞ, প্রকৃতির ঈশ্বর; পরাৎপর,

আপনি সংসাররূপ বৃক্ষস্বরূপ এবং তাহার বীজ ও ফলস্বরূপ; আপনাকে আমি করজোড়ে প্রণিপাত করিতেছি। হে নারায়ণ! আপনি সৃষ্টি, স্থিতি, অন্তের কারণের ঈশ্বর ও সৃষ্টি স্থিতি নাশের কারণ স্বরূপ; আপনি মহাবিরাট্রূপ তরুর বীজ; অতএব হে রাধিকেশ! আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে হরে! আপনি মূলবৃক্ষ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইহাঁরা সেই বৃক্ষের তিনটী স্কন্ধস্বরূপ; দেবগণ তাহার শাখা-প্রশাখা; উৎকৃষ্ট তপস্যাই তাহার কুসুম ও সংসার তাহার ফলস্বরূপ; প্রকৃতি সেই বৃক্ষের-অঙ্কুর ও আপনি তাহার আধার; কিন্তু আপনি স্বয়ং নিরাধার এবং সকলের আধার; অতএব আপনাকে নমস্কার করিতেছি।৩৩—৪৬। প্রভো! আপনি তেজো রূপ নিরাকার স্বতঃপ্রকাশ, অতর্কিত, নিত্য, সর্ব্বা-কার, অতিপ্রত্যক্ষ ও স্বেচ্ছাময়, আপনাকে আমি প্রণিপাত করিতেছি। মুনিশ্রেষ্ঠ এই কথা বলিয়া তাঁহার চরণকমলে পতিত হইলেন। তখন তাঁহার দেহ কৃষ্ণ-পাদপদ্মসমীপে পতিত হইল ও তাহা হইতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তেজ সমুদ্গত হইতে লাগিল। সেই তেজোরাশি সপ্ততালপর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার ভূমে পতনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল চারিদিকে ভ্রমণ করত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে লীন হইল। যে ব্যক্তি অষ্টাবক্রকৃত স্তোত্র প্রাতঃকালে উত্থানসময়ে পাঠ করেন, তিনি নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন; তাহাতে সংশয় নাই। হে মুনে! এই স্তোত্ররাজ স্বয়ং মুমুক্ষু-দিগের প্রাণ হইতেও অধিক, ইহা পূর্ব্বে হরি বৈকুণ্ঠে শঙ্করকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৪৭—৫২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে মহামুনে! এই অদ্ভুত রহস্য শ্রবণ করিলাম, তৎপরে ঋষিবরের মৃত্যু হইলে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ কি করিলেন? তাহা বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! কৃষ্ণ মুনি-শ্রেষ্ঠের মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার যথোচিত সং স্কারাদি করিতে উদ্যোগ করিলেন; তৎপরে মুনির মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করত সামান্য মানবের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভগ-বানের আলিঙ্গনজন্য বাহুসংঘর্ষণে নিষ্পেষিত হওয়াতে সেই মুনিবরের শব-দেহ হইতে ভস্মচয় নির্গত হইতে লাগিল। সেই ভস্মনির্গমের কারণ এই, মুনি নিরাহারেষষ্টিসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া-ছিলেন; তাহাতে শরীর রক্ত-মাংসাস্থিবিহীন হইয়া-ছিল এবং জঠরানলে দগ্ধ হইয়া অস্থি মাংস প্রভৃতি লোহিত বর্ণ হইয়াছিল। তিনি কৃষ্ণপাদপদ্মে নিয়ত মনঃসংযোগ করিয়া রাখিতেন বলিয়া বাহ্যিকজ্ঞান-বিহীন হইয়াছিলেন। তৎপরে মধুসূদন চন্দনকাষ্ঠে চিতা নির্ম্মাণ করত শোকযুক্ত হৃদয়ে তাহাতে মৃতদেহ স্থাপন করত সেইস্থানে তাঁহার অগ্নিকার্য্য করিলেন। সেই চিতায় অগ্নিপ্রদান করত শবের উপরে চন্দনকাষ্ঠ প্রদান করিলে, চিতানল অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল। তখন বিষ্ণু ক্ষণকালের জন্য মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। মুনির দেহ ভস্মসাৎ হইলে, স্বর্গে দুন্দুভি-বাদ্য বাজিতে লাগিল ও স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই সময়ে গোলোকধাম হইতে মনের ন্যায় গতিশীল বস্ত্র-মাল্য-পরিচ্ছদযুক্ত কৃষ্ণসদৃশ পারিষদবর্গে বেষ্টিত এবং রত্নসারবিনির্ম্মিত একখানি সুন্দর রথ কৃষ্ণসমীপে সমাগত হইল। ১—১০। তখন কৃষ্ণসদৃশ রূপগুণসম্পন্ন পারিষদগণ, রথ হইতে অবিলম্বে অবতরণ করত রাধা-কৃষ্ণকে, প্রণাম করিলেন এবং সেই সূক্ষ্মদেহধারী মুনিশ্রেষ্ঠকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করাইয়া, তাঁহার সমভি-ব্যাহারে রথে আরোহণ করত তাঁহারা গোলোকধামে গমন করিলেন। তাহার পর মুনীন্দ্র, গোলোকে গমন করিলে, বৃন্দাবনবিলাসিনী রাধিকা বিস্মিতা হইয়া, জগদীশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! সর্ব্বশরীর বক্র, খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ তেজঃশালী অতিকুৎসিত-রূপসম্পন্ন এই মুনিশ্রেষ্ঠ কে? এবং কেনই বা ইহাঁর শরীর হইতে অদ্ভুত ভস্ম বিনির্গত হইল? ইহাঁর অনলসদৃশ তেজোরাশি আপনার পাদপদ্মেই ত বিলীন হইল দেখিলাম এবং আপনি পরমাত্মা হইয়া তাঁহার জন্য রোদন করিলেন, ইহারই বা কারণ কি? ঐ পুণ্যবান্ মহাত্মা দিব্যরথে আরোহণ করত গোলোক-ধামে গমন করিলেন, ইহারই বা কারণ কি? আর আপনিও অশ্রুপূর্ণনয়নে মুনিবরের বহুবিধ সৎকার করিলেন কেন? হে প্রভো! সেই সমস্ত বিবরণ সবিস্তারে শীঘ্র বর্ণন, করুন। মধুসূদন রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্যবদনে যুগান্তরগত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন, প্রিয়ে! মুনিবর অষ্টাবক্রের বৃত্তান্ত সমস্ত জগদ্বিখ্যাত। পরে কালক্রমে কোন প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণের মুখে শুনিতে পারিবে। অষ্টাবক্র মুনিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ত্রিভুবনবিখ্যাত। হে জগজ্জননি! তাঁহার যশোরাশিতে জগৎ পরিপূর্ণ।

১১—২১। তখন কৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হরিপ্রিয়া রাধিকা কিঞ্চিৎ বিমনস্কভাবে শুষ্ককণ্ঠে যত্নপূর্ব্বক সুমধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে প্রাণ-কান্ত! মনের যে তৃষ্ণা সুধাসমুদ্রে পতিত হইয়াও তৃপ্ত হয় নাই, সেই মন কি সামান্য গোষ্পদস্থিত বারিপানে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? আপনি বেদ-সমূহ, বেদবক্তাগণ ও বিধাতার বিধাতা মহাবিষ্ণুর ঈশ্বর স্বরূপ; আপনি ভিন্ন অন্য বক্তা এজগতে কে আছে? রাধিকা-বাক্য শ্রবণে কৃষ্ণ সাতিশয় সন্তোষ লাভ করত পরম অদ্ভুত গোপনীয় বিষয় সমস্ত বলিতে লাগিলেন; —প্রিয়ে! তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস তোমাকে বলিতেছি; যে বিষয়ের শ্রবণ ও কথনে পাপরাশি বিদূরিত হয়, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যে সময়ে ত্রিজগৎ জলরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল, তখন মাংসপূর্ণ মহাবিষ্ণুর নাভিকমল হইতে আমার অংশে জগৎবিধাতা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়; তৎপরে সেই ব্রহ্মার মানস হইতে নারায়ণ-পরায়ণ ব্রহ্ম-তেজে উজ্জ্বল সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎ-কুমার এই চারিটী শিশু উৎপন্ন হন। তাঁহারা পঞ্চবর্ষবয়স্ক জ্ঞানহীনের ন্যায় বিবস্ত্র; তাঁহারা বাহ্য-জ্ঞানহীন অথচ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ। এক দিন ব্রহ্মা তাঁহা-দিগকে বলিলেন, পুত্রগণ! তোমরা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হও; কিন্তু তাঁহারা পিতার সে বাক্য প্রতিপালন না করিয়া আমার আরাধনার নিমিত্ত গমন করিলেন। পুত্রগণ গমন করিলে বিধাতা কিঞ্চিৎ উন্মনস্ক হইলেন; কারণ যদ্যপি পুত্র ইচ্ছানুসারে পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন না করে; তাহা হইলে সেটী পিতার অত্যন্ত দুঃখকর হয়। তৎপরে পিতামহ জ্ঞানবলে স্বীয় দেহ হইতে ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত বেদ-বেদাঙ্গবিৎ তপস্যানিরত পুত্র-গণের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহাদের নাম,—অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, ক্রতু, বশিষ্ঠ, বোঢ়ু, কপিল, আসুরি, কবি, শঙ্কু, শঙ্খ, পঞ্চশিখ, প্রচেতা। ইঁহারা বহুকাল তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার আদেশক্রমে সৃষ্টি বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং ইঁহারা দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারআশ্রম গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সেই সমস্ত মহর্ষিবর্গের পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে বিস্তার হইতে লাগিল। হে সুন্দরি? এক্ষণে বহুবিস্তৃত চারুতর পুণ্যস্বরূপ মুনিবংশানু-কীর্ত্তনে আর প্রয়োজন নাই; প্রকৃত বিষয় শ্রবণ কর।

২২—৩৫। কালক্রমে বিধিপুত্র প্রচেতার অসিত নামে এক মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অসিত পুত্রকামনায় স্বীয় পত্নীর সহিত দৈব পরিমাণে সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন; তথাপি তিনি পুত্র লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এক দৈববাণী হইল যে, "হে ঋষে! তুমি শঙ্করের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করত সিদ্ধ কর, তাহা হইলে সেই মন্ত্রা-ধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমার সাক্ষাৎ হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করিবেন; সেই দেবীর বরে তোমার পুত্রমুখ দর্শন লাভ হইবে।" বিপ্র এইরূপে অদ্ভুত দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শীঘ্র সেই যোগিগণের অগম্য নিরাময় শিবলোকে হরসমীপে গমন করিলেন; এবং সেই যোগিবর সস্ত্রীক ভক্তিনত-মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে যোগিগুরু মহাদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে জগদ্গুরো! আপনি মঙ্গলময় মঙ্গলপ্রদ এবং যোগীন্দ্র ও যোগীন্দ্রগুরুগণের গুরু; অতএব আপনাকে আমি প্রণিপাত করিতেছি। হে ভগবান্! আপনি মৃত্যুর মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া মৃত্যুখণ্ডনের কারণভূত, এবং মৃত্যুর ঈশ্বরস্বরূপ ও মৃত্যুবীজ এবং স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়, আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে শম্ভো! আপনি সংহারকদিগের কালস্বরূপ, কালের ঈশ্বর, কালকারণ, কালাতীত, কালে অবস্থিত ও কালের কাল; হে বিভো! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে গুণাধার! আপনি গুণাতীত, গুণবীজ ও গুণাত্মক এবং আপনি গুণীদিগের ঈশ্বর, গুণিসমূহের বীজস্বরূপ ও গুণিবর্গের গুরু; আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে প্রভো! আপনি ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ, ব্রহ্মবীজ-স্বরূপে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া বিখ্যাত; আপনাকে প্রণাম করিতেছি। মুনিশ্রেষ্ঠ এইরূপে ভগবান্ ভূতভাবনকে স্তব করিয়া পুলকিতশরীরে সাশ্রুনেত্রে দীনের ন্যায় তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। যে ব্যক্তি, হবিষ্যাশী হইয়া ভগবান্ শঙ্করের অসিত-কৃত স্তব ভক্তিপূর্ব্বক এক বৎসর পাঠ করে, সে নিশ্চয় চির-জীবী, জ্ঞানী ও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ পুত্র লাভ করে এবং দুঃখী হইলে, ধনবান্ হয় ও মূর্খ হইলে পণ্ডিত হয়; তাহাতে সন্দেহ নাই। পত্নী-শূন্য ব্যক্তি, সুশীলা পতিব্রতা ভার্য্যা লাভ করিয়া ইহলোকে সুখ ভোগ করত অন্তে শিবমন্দিরে গমন করে। এই স্তোত্র পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রচেতাকে প্রদান করেন; প্রচেতা আবার স্বীয় পুত্র অসিতকে প্রদান করিয়াছেন। ৩৬—৫১।

অসিতকৃত শিবস্তোত্র সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভক্তবৎসল! ভগবান্ শঙ্কর স্বয়ং মুনির স্তব শ্রবণ করত সেই বিধিপুত্র অসিতকে

বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি স্থির হও; তোমার মনোগত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি; আমার অংশে এবং আমার সমান রূপ-গুণ-শালী নিশ্চয় তোমার একটী পুত্র হইবে; অতএব আমার তুল্য এবং সর্ব্ব-দুর্লভ মন্ত্র তোমাকে প্রদান করিতেছি; এই বলিয়া শঙ্কর, তোমার ষোড়শাক্ষর মন্ত্র, স্তোত্র, পূজা-বিধান, সংসারবীজনামক অদ্ভুত কবচ ও পুরশ্চরণবিধি "ইষ্ট দেবী প্রত্যক্ষ ভাবে আগমন করত অভিমত বর প্রদান করিবে" এই বলিয়া অসিতকে সমস্ত প্রদান করিলেন; শঙ্কর এইরূপ মন্ত্র প্রদান করিয়া বিরত হইলে অসিত তাঁহাকে শত-বার প্রণিপাতপুর্ব্বক গমন করিয়া সেই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র একশত বৎসর জপ করিলেন। সতি! তুমি তাঁহার সমক্ষে প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলে যে, হে ঋষে! আমার প্রসাদে তুমি জ্ঞানী পুত্র লাভ করিবে. এইরূপ বর প্রদান করিয়া তুমি গোলোকে আমার সমীপে আগমন করিলে। কালক্রমে সেই অসিতের শিবাংশে এক পুত্র জন্মিল। মুনিকুমার দেবল নামে বিখ্যাত হইলেন; তিনি ব্রহ্মজ্ঞপ্রধান ও কন্দর্পের অপেক্ষা অতি সুন্দর। কিয়ৎকালপরে অসিততনয় দেবল মুনি সুযজ্ঞনৃপতির কন্যা সর্ব্বজনমোহিনী সুন্দরী রত্নমালা-বতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে সুরনিপুণ দেবলমুনি রত্নমালাবতীসহ অতি গোপনীয় স্থানে শত বর্ষ পর্য্যন্ত বিহার করিলেন কিয়ৎকাল অতীত হইলে মুনিশ্রেষ্ঠও ক্রীড়া হইতে বিরত হইয়া সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিলেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে মুনি এক দিন রাত্রিকালে স্ত্রীসহ শয়ন করিয়াছিলেন; ক্রমে সংসারে বিরাগ জন্মিয়া হঠাৎ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করত তপস্যার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতের গুহায় গমন করিলেন এদিকে রত্নমালাবতী প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, স্বামীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া শোক-বশতঃ অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি মুহুর্মুহুঃ উপবেশন, উত্থান ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মন তপ্তপাত্রে পতিত ধান্যসদৃশ অত্যন্ত চঞ্চল হইল। তিনি ক্রমে আহার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র, তাঁহার পারলৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিল। ৫২—৬৬। তাহার পর আমার ভক্ত জিতেন্দ্রিয় মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল, দৈব সহস্র বৎসর সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতের গহ্বরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। দৈববশতঃ একদিন রম্ভা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার শৃঙ্গার অভি-লাষ করিলেন। কারণ মুনিবর অতি সুন্দর, শান্ত-স্বভাব ও কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্। তখন ত্রৈলোক্য-চিত্তমোহিনী রম্ভা যত্নপূর্ব্বক স্বীয় বেশ রচনা করিয়া নির্জ্জনে মুনিকে বলিলেন, হে সাধো! আমার কথা শ্রবণ কর, তোমার রূপরাশি কামিনীগণের মনোহারী; অতএব এই নির্জ্জনপ্রদেশে কঠোর তপস্যা পরিত্যাগ করত আমাকে সুখে উপভোগ কর। তুমি এই পৃথিবীতলে শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, আমিও উত্তমাস্ত্রী হইয়া তোমাকে স্বয়ং বরণ করি-তেছি। বিদগ্ধ বনিতার সহিত বিদগ্ধ নায়কের নব-সঙ্গম অতি দুর্লভ। ভারতে ভূপালগণ স্বর্গের নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরাই সেই স্বর্গভোগের সারভূতা। আমাদের স্তনযুগল, উরুদ্বয় ও সুন্দর মুখকমল এবং হাস্য ও ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া কে না সুখী হয়? হে মুনে! নারীরস সুখের সারভূত, ইহা মুনিগণেরও বাঞ্ছিত; তাহার মধ্যে রসিকার সহিত নির্জ্জনে সম্ভোগ আরও দুর্লভ। অধিক কি দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব অথবা রাক্ষস, ইহার মধ্যে যিনি রম্ভাসহ রতিতে বঞ্চিত, তিনি প্রকৃত স্ত্রীসুখেই বঞ্চিত, ইহা জানিবেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে উপস্থিতা কান্তাসহ সম্ভোগ না করে, সেই ব্যক্তি গাত্রলোম-পরিমিতকাল নিশ্চয় কুম্ভীপাক নরক ভোগ করে। যে পুরুষ, সম্ভোগলালসায় সমাগতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহার বধভাগী হয় ও সেই রমণীর শাপে তাহাকে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। দেখ, ব্রহ্মা মোহিনীশাপে ত্রিভুবনে অপূজ্য হইয়া-ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত রমণীকে পরিত্যাগ করে, পুংশ্চলী, তাহাকে স্বামী, পুত্র ও বন্ধুবর্গাদির ঘাতক অপেক্ষাও অধিক কোপদৃষ্টে দর্শন করে। বেশ্যা স্বীয় উপপতিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়া বিবেচনা করে, যদি সেই উপপতি তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই বেশ্যা, তাহাকে বধ করিতে বিশেষ যত্ন করে। পুংশ্চলী সমস্ত হিংস্র জন্তু ও নরঘাতকগণ হইতেও অত্যন্ত দুষ্টস্বভাবা এবং প্রতি-জন্মে নিয়ত দয়াহীনা। ৬৭—৮০। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই নির্জ্জন প্রদেশে আমি স্বয়ং প্রার্থনা করিতেছি, ধ্যান ত্যাগ করত আমাকে গ্রহণ করিয়া চিরকাল সুখ-কর তপস্যার ফল ভোগ কর। মুনিবর রম্ভার বাক্য শ্রবণ করত ভীত হইয়া তাঁহাকে পরিণাম-সুখকর নীতিযুক্ত হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে রম্ভে!

আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগের কুলধর্ম্মোচিত বেদ সারভূত সত্যবাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাচরণের উপযুক্তকালে স্বীয় রমণীতে রত হয়, সে ইহ লোকে ও পরলোকে নিয়ত পূজিত হয়; কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা যদি পরস্ত্রীতে রত হয় তাহা হইলে সে জগৎপূজিত হইলেও লক্ষ্মী রুষ্টা হইয়া তাহার গৃহ হইতে অপসৃত হইয়া থাকেন এবং ইহলোকে সেই ব্যক্তি সকল স্থানেই অতিনিন্দিত হইয়া সকল কর্ম্মেই অনধিকারী হয় ও পরকালে একশতবৎসর পর্য্যন্ত অন্ধকূপনরকে বাস করে। গৃহী ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিতা স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে, ইহা উক্ত আছে। তাহারা কামিনীদিগকে ত্যাগ করিলে শাপভাগী ও পাপভাগী হয়, ইহাই উক্ত আছে; কিন্তু তপস্বীদিগের পক্ষে সে নিয়ম নহে। জগৎবিধাতা ব্রহ্মাও দার পরিগ্রহ করিয়া স্ত্রীযুক্ত হইয়াছেন; অতএব নারীসংসর্গে তাঁহার বিরাগ না জন্মিতে পারে, কিন্তু আমরা যখন স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি; আমাদের সে স্পৃহা কেন হইবে? যে ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীকে সাদরে গ্রহণ করে, তাহার যশ ধন ও আয়ুর হানি হয়; অতএব তাহার জীবন মৃত্যু-তুল্য হয়। এই জগতে যাহার কিছুমাত্র যশ নাই, তাহার জীবন নিষ্ফল এবং সম্পত্তি রাজ্য সুখ ও ধনেই বা তাহার প্রয়োজন কি? হে সুন্দরি! আমি বৃদ্ধতাপস, আমাতে তোমার কোন প্রয়োজন নাই; অতএব মাতঃ! অন্য সুবেশধারী সুন্দর কোন যুবা পুরুষের নিকটে গমন কর। তখন অপ্সরাশ্রেষ্ঠা রম্ভা মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে কোপে তাঁহার অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি পুনর্ব্বার মুনিকে বলিলেন। ৮১—৯২। হে ঋষিবর! মনোহর চম্পকসদৃশ তোমার বর্ণ এবং তুমি কন্দর্পতুল্য সুন্দর; তোমার তপঃপ্রভাবে এরূপ স্ত্রী জন-সম্মত শোভাশালী মনোহর রূপলাবণ্য হইয়াছে; অতএব প্রভো! তুমি ভিন্ন অন্য কাহার নিকটে গমন করিব? তোমা অপেক্ষা রূপবান্ অন্য কোন্ পুরুষ আছে? মদনাতুরা বেশ্যা রমণী তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? হে বিপ্রেন্দ্র! আমার হৃদয় কামাগ্নিতে অত্যন্ত দগ্ধ হইতেছে, আমাকে অবিলম্বে উপভোগ কর; মাতঙ্গ যেরূপ বনস্থিত রম্ভাতরু হঠাৎ বিনাশ করে, তোমার দর্শনে উদ্ভূত কামও আমাকে তদ্রূপ বিনাশ করিতে উদ্যত; হে বেদবিৎ-শ্রেষ্ঠ! তুমি বল;—না হইলে তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব। তুমি অবিলম্বে দারুণ শাপ অথবা আমাকে গ্রহণ কর; আমার মনপ্রাণ নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে এবং অন্তরাত্মা সর্ব্বদাই কাঁদিতেছে; এই দগ্ধ মনপ্রাণ তোমার শৃঙ্গারপীযূষ পান ব্যতীত কিছুতেই নির্ব্বাণতা লাভ করিতে পারিবে না। দেখ মুনিবর! নারী, নিতান্ত দুঃখে দুঃখিত হইয়া যদি কাহার প্রতি ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করত অভিশাপ প্রদান করে, সে নিদারুণ শাপ জগৎপ্রভু বিধাতা পর্য্যন্তও খণ্ডন করিতে সক্ষম হন না। মুনিবর রম্ভার বাক্য শ্রবণ করত তাঁহার কোনরূপ উত্তর প্রদান না করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানস্থ হইলে রম্ভা অত্যন্ত কুপিতা হইয়া মুনিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, হে বক্র বিপ্র! তোমার সকল শরীর বক্র ও অঙ্গনাকার হইবে এবং তুমি রূপযৌবনবিবর্জ্জিত হইয়া ত্রিভুবনগর্হিত অতীববিকৃতাকার ধারণ করিবে ও নিশ্চয় তোমার পুরাতন তপোবল সদ্যঃ বিনষ্ট হইবে। ৯৩—১০১। এই কথা বলিয়া অপ্সরাশ্রেষ্ঠা—রম্ভা অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই মুনিশ্রেষ্ঠ হরিপাদপদ্ম আর দেখিতে পাইলেন না; তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-বিরহে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং স্বীয় অঙ্গ পূর্ব্বপুণ্যবিবর্জ্জিত ও বিকৃত দেখিয়া, শোকসন্তপ্তহৃদয়ে অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করত প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময়ে আমি তাঁহার সমীপে গমন করত বরপ্রদান করিলাম! মুনি আমার দিব্যজ্ঞানে প্রবোধিত ও আশ্বস্ত হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। আমি সেই মহর্ষির অষ্ট অঙ্গ বক্র দেখিয়া কৌতুকবশতঃ সেই সময়ে তাঁহার নাম "অষ্টাবক্র" রাখিলাম; মুনি আমার বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ এই মলয়শিখরে আগমন করত ষষ্টিসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মহৎ তপস্যা করিলেন; তৎপরে তপস্যার অবসান হইলে, আমার ভক্ত বলিয়া আমি তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলাম। প্রিয়ে! প্রলয়কালে সকল পদার্থ নষ্ট হয়; কিন্তু আমার ভক্তগণ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। মুনি বহুকাল নিরাহারে তপোমগ্ন ছিলেন বলিয়া প্রজ্বলিত জঠরাগ্নিতে তাঁহার দেহ দগ্ধ হইয়া ভস্মপূর্ণ হইয়াছিল। হে প্রিয়ে! আমি কেবল মুনির নিমিত্তই এই মলয়শিখরে আগমন করিয়াছি। অষ্টাবক্রসদৃশ আমার পরম ভক্ত কেহ জন্মে নাই, জন্মিবেও না; বিধাতা যেরূপ বেশ্যাশাপে নিষ্প্রভ হইয়াছিলেন, এই তপোনিষ্ঠ ব্রহ্মার প্রপৌত্র মুনিশ্রেষ্ঠ হইয়া, ইনিও তদ্রূপ প্রভাশূন্য

হইয়াছিলেন। এইরূপে মহাত্মা অষ্টাবক্রের সুখদ পুণ্যপ্রদ গূঢ় চরিত্র বর্ণন করিলাম। এক্ষণে অন্য কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর। ১০২—১১১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

রাধিকা বলিলেন, নাথ! মহর্ষির মনোহর অদ্ভুত চরিত শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে ব্রহ্মা কেন অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই শুনিতে আমার অভিলাষ। যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তপস্যার ফলদায়ক, তিনি সামান্য বেশ্যার শাপে জগতে অপূজ্য হইলেন কেন?। ১—২। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, প্রিয়ে! রৈবত মন্বন্তরে সুচন্দ্রনামে তপস্বী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পরম ধার্ম্মিক এক রাজর্ষি ছিলেন। সেই মহাত্মা রাজর্ষি পূর্ব্বে আমার আরাধনার নিমিত্ত ভারতে মনোহর এই মলয় পর্ব্বতের শিখরদেশে সমাগত হইয়া সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। মুনিদিগের কঠোর নিয়মাচরণে তাঁহার শরীর জীর্ণ হইয়া, বল্মীকে আচ্ছাদিত হইল; তদ্দর্শনে কৃপানিধি বিধাতা তাঁহাকে বর প্রদান করিবার নিমিত্ত সেই সুনির্জ্জন তপস্যাস্থানে সমাগত হইলেন। বিধাতা কমণ্ডলুস্থিত আমার দেহসম্ভূত জলদ্বারা মৎপ্রদত্ত মন্ত্রে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন নৃপশ্রেষ্ঠ, সেই কমণ্ডলু-জলস্পর্শেই উত্থান করত ভক্তিপূর্ব্বক জগতের সৃজনকর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে তাঁহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন কমলযোনি, প্রণত সুচন্দ্ররাজকে বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। ৩—৯। নৃপশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার নিকটে আমার চরণে ভক্তি ও দাসত্বরূপ অভিলষিত বর প্রার্থনা করিলেন। বিধাতাও তাঁহাকে কৃপাপ্রকাশে সেই বাঞ্ছিত বর প্রদান করিলেন। কামদেবতুল্য প্রভাশালী রাজর্ষি সুচন্দ্র, অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজা দেখিতে পাইলেন, শতসূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী একখানি রথ আকাশ হইতে ভূমিতলে আগমন করিতেছে। সেই রথ সারভূত, রত্নশ্রেষ্ঠনির্ম্মিত, শতচক্রযুক্ত ও উজ্জ্বল তেজে আবৃত। তাহার তেজোরাশিতে দশদিক্ আলোকিত হইল। ঐ রথ অমূল্য রত্ননির্ম্মিত বিচিত্রকলসসমূহে উজ্জ্বল; মুক্তা মাণিক্য হীরা প্রভৃতির মালাসমূহে বিরাজিত, সুদীপ্ত বিশুদ্ধ রত্ননির্ম্মিত দর্পণে অতি মনোহরশোভাসম্পন্ন; দিব্য বস্ত্র ও কোটি শ্বেত-চামর প্রভৃতিদ্বারা সুশোভিত; তাহার চারিদিক্ পারিজাতকুসুমের মালাসমূহে বেষ্টিত। সেই রথ মনের ন্যায় শীঘ্রগামী, নানারূপ চিত্রে চিত্রিত বলিয়া অতি আশ্চর্য্যশোভা-সম্পন্ন। ঐ রথে নানা ভূষণে বিভূষিত, চতুর্ভুজ,শ্যামবর্ণ, প্রদীপ্তকায়, স্থির-যৌবনসম্পন্ন, পীতবস্ত্রধারী, চন্দন অগুরু প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা সুবাসিতদেহ, পারিষদবর্গ উপবিষ্ট রহিয়াছে। নৃপতি রথস্থিত সেই দেবকুলকে দেখিয়া, সানন্দে প্রণাম করিলেন। সেই সময়ে সহসা তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং স্বর্গে দুন্দুভি আনক প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। তখন ঋষি, মুনি ও সিদ্ধগণ সকলেই রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেবগণ হর্ষবিহ্বল হইয়া রাজাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা পারিষদদিগকে ধ্যান করত তাহাদের সারূপ্য লাভ করিলেন।১০।২০। তৎপরে পারিষদগণ তাঁহাকে সেই রথারোহণে আমার গোলোকধামে গমন করাইলে, সেই সুচন্দ্ররাজ আমার পারিষদ হইয়া চিরকাল আমার সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা স্বগৃহে গমন করিতেছেন, এরূপ সময়ে মোহিনী মনোহর পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতেছিল, তাঁহাকে দেখিতে পাইল। বিধির দর্শন হইবামাত্র মোহিনী কামানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া তৎক্ষণাৎ বিমোহিত হইল এবং কটাক্ষনেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিল। সেই সময়ে মোহিনীর ললাটদেশে বিন্যস্ত কস্তুরীবিন্দুসহ সিন্দূরবিন্দু মনোহর শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। মোহিনীর শরীরের বর্ণ মনোহর চম্পকপুষ্পসদৃশ ও যৌবন চিরস্থায়ী; তাহার নিতম্ব, শ্রোণি ও পয়োধর স্থূল এবং তাহার মুখমণ্ডল যেন শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের শোভা অপহরণ করত স্বীয় শোভা বিস্তার করিয়াছে; সে সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়া বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা; মোহিনী বোধ হয় যেন ত্রিভুবনকে কটাক্ষবিক্ষেপেই অবলীলাক্রমে মোহিত করিতে পারে। সেই রমণী উদ্যান-পথমধ্যে গজেন্দ্রগমনে মন্দ মন্দ বিচরণ করত বিধাতাকে দেখিবামাত্রই পুলকাঞ্চিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইল। তখন আত্মারাম জিতেন্দ্রিয় পদ্মযোনি, মোহিনীর সেই ভাব দর্শন করিয়াও বিকারপ্রাপ্ত হইলেন না; এবং শ্রীহরিকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে গমন করিলেন; ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, সেই সকামা মোহিনী প্রায় চেতনাশূন্য হইল, এবং স্বপ্নে ও জাগরণে সেই চতুর্ম্মুখকে দিবানিশি চিন্তা করত আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সবল

উপপতিকেই বিস্মৃতা হইল। মোহিনী কামপীড়ায় ক্ষণে উপবেশন ক্ষণে উত্থান ও ক্ষণে শয়ন, এইরূপ করিতে লাগিল এবং তপ্তপাত্রে প্রদত্ত ধান্যের ন্যায় পংমধ্যে চঞ্চলভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। ২১—৩১। এমন সময়ে অপ্সরাশ্রেষ্ঠা চতুরা রম্ভা, সেই পথে কোন অভিলষিত স্থানে কোন অভিপ্রায়ে গমন করিতেছিল, দেখিল সেই স্থানে তাহার সহচরী বিচরণ করিতেছে; তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু প্রভৃতি শুষ্ক; রম্ভা দেখিয়াই তাহার গূঢ় ভাব বুঝিতে পারিল; তথাপি হাস্যমুখে মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, সখি! তুমি ত্রৈলোক্য-চিত্তমোহিনী হইয়া এরূপভাবে বিচরণ করিতেছ কেন? শীঘ্র বল মহাভাগে! এই দেখ আমি তোমার প্রিয়সখী রম্ভা; তুমি যাহার জন্য সকামা হইয়াছ সেই অভিলষিত কান্তসমীপে গমন করত তাহাকেও সচেতন কর, সেও তোমার জন্য বিচেতন হইয়াছে। প্রিয়সখি! আমরা কুলটা, চিরকাল সৌভাগ্যশালিনী; অতএব আমাদের কুলরক্ষার কোন ভয় নাই; তুমি বিশেষরূপে দেখ, ত্রিভুবনে সকলেই ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য ব্যগ্র। যেহেতু কান্তের প্রতি প্রাণ সর্ব্বদা ধাবমান, তাহাতে জীবগণের লজ্জা কি? এই ত্রিভুবনে আত্মা হইতে প্রিয় কোন পদার্থই নাই; কান্তের প্রতি আমাদের যে অনুরাগ জন্মে, সে কেবল নিজের স্বার্থের নিমিত্ত; তাহাকে পতিরূপে স্নেহ করি, যে পর্য্যন্ত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্য্যন্তই তাহাকে স্নেহ করিয়া থাকি। যাহাদের মনোবৃত্তি যাহাদের প্রতি সর্ব্বদা অবস্থান করে, তাহারাই তাহাদের প্রাণস্বরূপ। হে প্রিয়সখি! আমাকেও দেখ, আমিও সকামা হইয়া অভিলষিত স্থানে গমন করিতেছি। অতএব সখীর সহিত বিশেষ আলোচনা করত সেই প্রিয়জনের সমীপে গমন কর। সখি! তুমি নীবি ও কেশপাশ উৎকৃষ্টরূপে সংযমন এবং মুনিগণের মোহোৎপাদক মনোহর অভিলষিত বেশ রচনা করত সেই কান্তকে মোহিত কর। হে মহাভাগে! আমার নিকটে মনোগত বিষয় প্রকাশ কর। ত্রিজগতে স্ত্রীজাতির প্রভাব ও স্বীয় আত্মা এই উভয়কেই রক্ষা করা কর্ত্তব্য। রমণী সুরত-বিষয়ে স্বীয় অভিপ্রায় কাহার নিকটে কদাচও প্রকাশ করিবে না; কিন্তু প্রিয় সরলা সহচরী ও কান্তের নিকটে প্রকাশ করিলেকোনও দোষ নাই। অতএব প্রিয়সখি! যত্নপূর্ব্বক সেই মনোগত বিষয় আমার নিকটে প্রকাশ কর। আমার নিকটে তাহা প্রকাশ না করিলে, তুমি উপহাসের পাত্রী হইবে এবং নিজ মরণেরও কারণ হইবে। রম্ভার বাক্য শ্রবণ করত মোহিনী লজ্জিতা হইয়া সহাস্যবদনে যাঁহার নিমিত্ত তাঁহার এইরূপ গতি হইয়াছে, সেই মনোগত বৃত্তান্ত রম্ভার নিকটে বলিতে লাগিলেন। ৩২—৪৪। রম্ভে! যে অবধি নির্জ্জন উদ্যানে সেই চতুরাননকে দেখিয়াছি, সেই অবধি কামানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; তদবধি আমার আহারীয় বস্তুতে কোন স্পৃহা নাই এবং কোন্ সময়ে চন্দ্রোদয়, কোন্ সময়ে বা সূর্য্যোদয় হইতেছে; তাহা কিছুই জানিতে পারি না; সখি! বর্ত্তমান সময়ে আমার স্বপ্নাবস্থা ও সজ্ঞানাবস্থা ইহাতে কিছুই বিশেষ নাই, আমার প্রাণ নিয়ত তাঁহার অভিলষিত আলিঙ্গনকেই ইচ্ছা করিতেছে, ক্ষণকাল মধ্যে অভিলাষ পূর্ণ না হইলে অবিলম্বেই প্রাণ সেই প্রাণেশের জন্য দেহ হইতে বহির্গত হইবে। প্রিয়সখি! তোমাকে অধিক কি বলিব, আমার এই স্বর্ণসদৃশ কলেবর কেবল কামানলশিখায় দগ্ধ হওয়াতে অনাহারে দগ্ধশৈলসদৃশ বিকৃত হইয়াছে। এখন আমি গমন, উপবেশন, কি শয়ন, কিছুই স্থির করিতে পারি না; অতএব পুংশ্চলী জাতিকে ধিক্; বিশেষতঃ আমাকে শত ধিক্! রম্ভে! সম্প্রতি আমি কি উপায় করি; লজ্জা পরিত্যাগ, কি শরীর পরিত্যাগ করি; এই উভয়ের মধ্যে কোন্ উপায় অবলম্বন করি, তাহা বল। ৪৫—৫০। মোহিনীর বাক্য শ্রবণ করত অপ্সরাশ্রেষ্ঠা রম্ভা হাস্যপূর্ব্বক ভাবী মঙ্গলের মূলীভূত দিব্য উপায় বলিতে লাগিল। ভদ্রে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য; কিন্তু আমি তোমার সমস্ত অমঙ্গলের কারণ অপনোদন করিব; তুমি ভয় ত্যাগ করত সেই উপায় শ্রবণ কর। মোহিনি! এ সময়ে অপূর্ব্ববেশে মন্মথের আরাধনা কর; তাঁহার সহিত স্বয়ং গমন করিয়া প্রিয়কান্তের মোহ উৎপাদন কর; কামদেবের সাহায্য ব্যতীত সেই জিতেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ ব্রহ্মাকে কোন্ রমণী পরাজয় করিতে সক্ষমা হইবে? অতএব সখি মোহিনি! তুমি পুষ্কর-তীর্থে গমনপূর্ব্বক তপস্যা করত কামকে আরাধনা কর, তবেই সে রমণীগণের প্রতি দয়ালু প্রভু কাম, প্রত্যক্ষভাবে তোমার সমীপে আগমন করিবেন; এই কথা বলিয়া অপ্সরাশ্রেষ্ঠা রম্ভা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কামসমীপে গমন করিলে, মোহিনী কামদেবের আরাধনার নিমিত্ত পুষ্কর-তীর্থে গমন করিল। তৎপরে মোহিনী পুষ্করতীর্থে বহু তপস্যা করত কামের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার সহিত অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন

করিল এবং নির্জ্জনে পদ্মযোনির দর্শন পাইয়া পুরোভাগে অবস্থান করত তাঁহার মোহ উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন মোহিনী কোন সময়ে সুভালে মনোহর নৃত্য ও কোন সময়ে প্রিয় জনের চিত্তমোহন মনোহর সঙ্গীত করিতে লাগিল। তখন জগদ্বিধাতা তাহার সেই মনোহর সঙ্গীত শ্রবণে বিমোহিত হইলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল এবং নেত্র হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ৫১—৬০। মোহিনী দেখিল, চতুরানন মুগ্ধ হইয়াছেন; তখন সানন্দ-হৃদয়ে লীলাক্রমে কাম-শাস্ত্রোক্ত কলানুসারে হাব-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল এবং সহাস্য বদনে ভ্রূভঙ্গের লীলাক্রমে স্বীয় অঙ্গ-সন্দর্শন করাইল। এই জগতে যে কামবাণে হতচেতন, তাহার লজ্জার বিষয় কি আছে? ব্রহ্মা তাহার মনোগত কুৎসিত ভাব বুঝিতে পারিয়া নতমস্তক হইলেন, এবং শ্রীহরিকে স্মরণ করত তাহাকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক তাহার নৃত্যগীতাদি শ্রবণে বিরত হইলেন। মোহিনী ব্রহ্মার সেই ভাব জানিতে পারিয়া হতোদ্যম হইল এবং শুষ্ককণ্ঠে কামপ্রদ কামকে স্তব করিতে লাগিল। ৬১—৬৪। হে অনঙ্গ! মন সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিষ্ণুর অংশসম্ভূত; মন সকল কর্ম্মের বীজ-স্বরূপ,—সেই মন হইতেই তুমি উদ্ভূত হইয়াছ; অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। শরীরীদিগের শরীরে ভগবান্ স্বয়ং হরি আত্মারূপে, শিব-জ্ঞানরূপে ও ব্রহ্মা মনোরূপে অবস্থান করেন, তুমি সেই মন হইতে উদ্ভূত; অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। তুমি শরীরিমাত্রের সর্ব্বশরীরে বাস কর এবং যোগিগণের প্রতিও তোমার বিশেষ দৃষ্টি আছে; তুমি জগৎসাধ্য, দুরারাধ্য ও দুনির্বার্য্য; অতএব তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। ৬৫—৬৭। হে রতিস্বামিন্! তুমি জগতের অজেয়, স্বয়ং জগজ্জয়ী, জীবগণের মূলীভূত কারণ, সকলের মনোহারক রতির বীজ-স্বরূপ ও স্বীয় পত্নী রতির প্রিয়; তোমাকে আমি নমস্কার করি। হে যোষিদ্বন্ধো! তুমি নারীগণের শরীরে সর্ব্বদা অবস্থান কর; তুমি রমণীগণের প্রাণাধিক প্রিয়; রমণীগণ তোমার বাহনস্বরূপ ও তীক্ষ্ণ অস্ত্রস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি স্বামিপ্রেমোৎপাদক, অশেষ রূপের আধার, গুণাশ্রয়; সুগন্ধি বায়ু তোমার মন্ত্রী ও মধু তোমার মিত্র; অতএব প্রভো! আমি তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি হে কুসুমায়ুধ! তোমার যুবকজনেই নিরন্তর অধিষ্ঠান; তুমি সেই যুবাপুরুষের স্ত্রী-সন্দর্শনাভিলাষ বর্দ্ধন কর, তুমি বিদগ্ধ বিরহীদিগের প্রাণান্তক; তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে কৃপাসিন্ধো! তোমার প্রতি যাহারা দয়াশূন্য হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে অর্থলালসা পরিত্যাগ করে, তুমি তাহাদের জ্ঞান বিনাশ কর এবং তুমি ভক্তগণে অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থান কর; তোমাকে প্রণাম করিতেছি। তুমি তপস্বিগণের ও তপস্যার ধর্ম্মের বীজস্বরূপ; তুমি অবলীলাক্রমে মুক্ত পুরুষদিগের মনও সকাম করিতে সক্ষম; অতএব বিভো! আমি তোমাকে নমস্কার করি। পাঞ্চভৌতিক কলেবর-বিশিষ্ট প্রাণিগণ, সদা তোমারই সাধ্য ও বাধ্য; পঞ্চেন্দ্রিয় তোমার আধার; অতএব হে পঞ্চবাণ! আমি তোমাকে প্রণিপাত করি। মোহিনী বিধির সমক্ষে মনে মনে এইরূপ মন্মথের স্তব করিয়া অধোবদনে তাঁহাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। হে কান্তে রাধিকে! এই মনোহর স্তোত্র মাধ্যন্দিন-শাখায় উক্ত আছে; ইহা গন্ধমাদনে তপোধন দুর্ব্বাসা মোহিনীকে প্রদান করিয়াছিলেন। যে কামী ভক্তিপূর্ব্বক এই মহাপুণ্য স্তোত্র পাঠ করে, সে নিশ্চয় অভীষ্ট লাভ করিয়া নিষ্কলঙ্ক হয়; তাহাতে সন্দেহ নাই। কামদেব সেই প্রিয় পুরুষকে পীড়িত করিতে চেষ্টা করেন না; কিন্তু সেই ব্যক্তি তৎপ্রসাদে কামদেবসম প্রভাশালী হইয়া অরোগী হয় এবং বিনীতা ত্রৈলোক্যমোহিনী সাধ্বী পত্নী লাভ করে। ৬৮—৭৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন; প্রাণাধিকে! তখন কামদেব মোহিনীর স্তবে তুষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করত শর সন্ধান করিলেন। কাম পিতার প্রতি মন্ত্রপূত মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে ব্রহ্মা কামভাবে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া ক্ষণকাল মোহিনীর মুখকমল পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তৎপরেই জ্ঞানোদয় হইলে শ্রীহরিকে স্মরণ করত সে ভাব হইতে বিরত হইলেন। ব্রহ্মা মন্মথের সমস্ত চরিত্র জানিতে পারিয়া তাহাকে ক্রোধে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন; স্বীয় পুত্র বলিয়া কিছুমাত্র ক্ষমা করিলেন না।—মূঢ় কন্দর্প তুই যৌবন ও ঐশ্বর্য্যমদে গর্ব্বিত হইয়া গুরুজনের মোহ উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছিস্, তোর অচিরাৎ দর্প চূর্ণ হইবে।” এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, মন্মথের ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল; তিনি ব্রহ্মার শাপে ভীত

ও হতোদ্যম হইয়া মিত্র মধুর সহিত গমন করিলেন। তৎপরে জগৎবিধাতা মন্মথকে এই কথা বলিয়া মদনাতুরা ও কটাক্ষদৃষ্টে তাঁহার দর্শনপরায়ণা মোহিনীকে বলিলেন, মাতঃ মোহিনি! যে পুরুষে তোমাদের বেশ্যার কার্য্য সকল হইতে পারে, সেই স্থানে গমন কর। তোমার অভিপ্রায় আমি জানিতে পারিয়াছি, আমি এরূপ গর্হিত কার্য্যের উপযুক্ত নহি। আমি বেদ-নিন্দিত কার্য্য কিছুতেই করিতে সক্ষম নহি। বেদকর্ত্তার ইহা অপেক্ষা নিন্দিত কার্য্য আর কি আছে! আর স্বয়ং উপস্থিতা রমণী যোগিগণের পরিত্যাজ্যা নহে, এইরূপ যাহা উক্ত আছে, তাহাও ভগস্বিদিগের নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। ১—১০। সকল রমণীই পরিত্যাজ্যা; বিশেষতঃ বেশ্যা স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। কারণ বেশ্যা রমণী ধন, আয়ু, প্রাণ ও যশ প্রভৃতি নাশ করিয়া পরিণামে সমধিক ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে। পুংশ্চলী প্রতিদিন নূতন নূতন পুরুষকে অভিলাষ করে এবং অন্য কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়; তাহারা নরঘাতীদিগের অপেক্ষাও নিষ্ঠুরা এবং সমস্ত বিপদের নিদান। বিদ্যুতের দীপ্তি, জলরেখা এবং লোভবশতঃ মিত্রদ্রোহ ও পরদ্রোহার্জ্জিত সম্পত্তি প্রভৃতি যেরূপ ক্ষণস্থায়ী, তদ্রূপ কুলটার প্রেমও ক্ষণস্থায়ী। সকল হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও কুলটা স্ত্রীতে বিপদের আশঙ্কা অধিক; যে মূঢ় সেই কুলটা স্ত্রীর প্রেমপাশে বদ্ধ হয়, তাহার পদে পদে নিয়ত বিপদের আশঙ্কা। মোহিনি! তুমি রূপবতী এবং রমণীগণের মধ্যে ধন্যা, যুবকগণের সম্পৎ-স্বরূপা ও তাপসগণের বিষতুল্যা; তুমি অপ্সরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও নিয়ত স্থির-যৌবনা অতএব সুন্দরি! তোমার কর্ম্মের উপযুক্ত যুবা পুরুষকে অন্বেষণ কর। তুমি নারীগণের মধ্যে চতুরা; অতএব চতুর পুরুষকে বশীভূত করাই তোমার কর্ত্তব্য; কারণ বিদগ্ধা রমণীর সহিত বিদগ্ধ নায়কের সঙ্গম অতি প্রীতিজনক হয়। আমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বিষ্ণুপরায়ণ তপস্বী ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার পরাধীন; অতএব বেশ্যাতে আমার কিরূপে রতি হইতে পারে? বৎসে! আমি তোমার পিতৃতুল্য; অতএব আমাকে পরিত্যাগ করত অন্য স্থানে গমন কর। কারণ আমি জগৎস্রষ্টা, যে সৃজনকর্ত্তা সে-ই পিতা। যে কামুকী রমণী কামদেব, চন্দ্র, জয়ন্ত, নলকূবর, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, চন্দ্রতনয় বুধ ও কামশাস্ত্রে সুনিপুণ রতিকর্ম্মে পারদর্শী সুন্দর সুন্দর দৈত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আগমন করে, সে নিশ্চয়ই নিতান্ত অরসিকা। ১১—২১। সম্ভোগবিষয়ে পুরুষই সর্ব্বদা স্ত্রীকে প্রার্থনা করে; কিন্তু যদি স্ত্রী পুরুষকে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সে বৈপরীত্য বিড়ম্বনামাত্র। সমস্ত রত্নের মধ্যে স্ত্রীরত্নই কেবল দুর্লভ; অতএব কান্ত তোমাকে প্রার্থনা করিবে, কান্তকে তোমার প্রার্থনা করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। যে রমণী পুরুষের নিকটে স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহার কেবল অবমাননামাত্র; কারণ স্বয়ং উপস্থিত রত্নেরও অবশ্যই অল্প মূল্য হয়। পুরুষ স্বীয় স্ত্রীতেই গমন করে; স্ত্রীও স্বীয় কান্তেরই অনুগামিনী হয়; ইহা শাস্ত্রসঙ্গত; কিন্তু রমণীর পর পুরুষে গমন করা বেদবিরুদ্ধ ও লোকাচারবিরুদ্ধ। যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্তবিধিপূর্ব্বক নিয়মিত কালে স্বীয় বস্তু ভোগ করে, সে-ই জগতে পূজ্য হইয়া থাকে; কিন্তু যে পর-বস্তুতে অভিলাষ করে, সে কখনও পূজ্য হইতে পারে না। হে অবলে! ত্রিভুবনে কে কাহার শত্রু? কেবল শত্রুতার মূলীভূত কারণ বলিয়া স্বীয় ইন্দ্রিয় সকলই শত্রুরূপে পরিগণিত। বেদবিহিত কার্য্যের আচরণে এই জগতে সকলের মিত্রতা সংস্থাপন হয়; কিন্তু বেদবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে মিত্রও শত্রুরূপে পরিণত হয়। হরি বেদবিহিতাচারী ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন; হরি সন্তুষ্ট থাকিলে জগৎ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং হরি রুষ্ট হইলে সকলেই রুষ্ট হয়। কুলটাজাতি ও সাধ্বীজাতি কেবল স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলবশতঃ হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতিকে নারায়ণ প্রকৃতির অংশরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে বেশ্যাকে কুশীলা, নিন্দনীয়া ও পতিব্রতা রমণীকে সুশীলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২২—৩১। পতিব্রতা ও বেশ্যা স্ত্রী ত্রিবিধ; তাহাদের মধ্যে এরূপ কোন রমণীই নাই যে, স্বয়ং প্রিয় পর-পুরুষের নিকটে গমন করে। জগতে স্ত্রী-জাতির মধ্যে তোমাসদৃশ এরূপ কুলকলঙ্কিনী রমণী কে আছে যে, রতির নিমিত্ত স্বয়ং বেশবিন্যাস করিয়া পরকান্তের নিকটে গমন করে। ৩২—৩৪। জগদ্বিধাতা এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, মোহিনী অত্যন্ত কুপিতা হইয়া বিধাতাকে বলিতে আরম্ভ করিল;—হে বিধাতঃ! তোমার চরিত্র সমস্ত আমি জানিতে পারিয়াছি! তুমি নীতিক্রমে উপদেশ দিতেছ; কিন্তু আমার মন কিছুতে স্থির হইতেছে না। যে পর্য্যন্ত তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ, সেই অবধি আমার মন তোমাতেই নিবিষ্ট হইয়াছে; তোমার বদনকমল দর্শনমাত্রেই সমস্ত উপপতি-কথা বিস্মৃত হইয়াছি। প্রভো! যখন

এই কামানলে দগ্ধ দেহ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তখন রম্ভা আমাকে তাহা হইতে বিরত করিয়া এই মন্ত্রণা প্রদান করিল; আমি সেই মন্ত্রণানুসারে কামদেবসহ তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। কিন্তু সেই কামও তোমার শাপে মিত্র মধুর সহিত হতোদ্যম হইয়া গমন করিয়াছে। হে বিভো! তুমি যদিও আমাকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিতেছ, তথাপি আমি গমন করিতে কিছুতেই সক্ষমা নহি। আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জড়তায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে কৃপাসিন্ধো! এ দাসীর প্রতি কৃপা কর; আমাকে বিনাশ করা কিছুতেই তোমার কর্ত্তব্য নহে। প্রভো! তোমার আলিঙ্গনমাত্রেই আমার দেহের জর দূরীভূত হইবে। ৩৫—৪১। তুমি জগদ্বিধাতা, আর আমি স্বীয় কর্ম্মফলে কুলটা; সাধু ব্যক্তিগণ, কিছুতেই গর্ব্ব করেন না। কারণ জীবগণমাত্রেই কর্ম্মসাধ্য; কেহ কেহ যানে গমন করিতেছে, কেহ কেহ বা তাহাকে বহন করিতেছে; এই কর্ম্মফলে কেহ রাজা হইয়া কর গ্রহণ করিতেছে, কেহ বা প্রজারূপে তাহাকে কর প্রদান করিতেছে। কেহ সিংহাসনে নিয়ত অবস্থিত নৃপতি, কেহবা তাহার পাত্রমিত্র; আবার কেহ কেহ বা তাহার অনুজীবী ভৃত্য;—কেবল স্বীয় কর্ম্মফলই এই প্রভেদের প্রতি কারণ। কেহ অশ্বপৃষ্ঠে ও কেহ গজপৃষ্ঠে গমন করে; আবার কর্ম্মফলে কেহ কেহ বাহক ও কেহ কেহ বাহন-পালক। কর্ম্মফলে কেহ কেহ শূকরীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতেছে; আবার কেহ বা শচীগর্ভে ও কেহ বা তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতেছে। এই জগতে কর্ম্মফলে কেহ হরির ভক্তিফলে তাঁহার পারিষদ হইতেছে; কেহ বা দৈবদোষে বিষ্ঠাতে কৃমিরূপে উৎপন্ন হইতেছে। কোন রাজেন্দ্র স্বকর্ম্মফলে স্বর্গধামে গমন করে; কেহ বা নরকগামী হইয়া বিণ্মূত্র ভক্ষণ করে। কর্ম্মফলে কেহ সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র আর কেহ কেহ বা অন্য দেবতা, মনুষ্য এবং ক্ষুদ্র জন্তু। মহীতলে এই কর্ম্মফলে কেহ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; কেহ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং কেহ বা ম্লেচ্ছজাতি। কেহ স্বকর্ম্মফলে প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানে সমদর্শী; আবার কেহ বা মূর্খ, কেহ অন্ধ ও কেহ অঙ্গবিহীন। স্বীয় কর্ম্মফলে কেহ শিষ্যগণকে শাস্ত্র উপদেশ করেন; কেহ বা পাঠ করত গুরুমুখ হইতে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম-ফলে কাহার দেহ স্থাবর-জঙ্গম হয়; কেহ তপস্বী, কেহ বা নরঘাতী হয়; তুমি কর্ম্মফলেই স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়াছ। কোন স্ত্রী স্বীয় কর্ম্মফলে সাধ্বী,—ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই পূজনীয়া হয়; কেহ বা বেশ্যা হইয়া অঙ্গ বিক্রয় করত স্বীয় উদর পোষণ করে। আমি সুরপুরে স্বর্বেশ্যা; অতএব দেবগণের ভোগ্যা এবং পূজনীয়া; আমাদের আলিঙ্গনমাত্রেই কর্ম্মচয় খণ্ডিত হইয়া থাকে। ৪২—৫৫। মন স্বভাব-কারণ; স্বভাব কর্ম্মবীজ; সেই কর্ম্ম ফলের কারণ; কিন্তু ইহাদের সকলের কারণ ভগবান্ শ্রীহরি। বিভু স্বয়ং কর্ম্মদ্বারা নিয়ত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সেই কর্ম্মরূপী জনার্দ্দন নিত্য ও সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্! আমি কেনই বা এরূপ নিন্দিতা হইলাম এবং তুমিই বা আমাকে এরূপে ভর্ৎসনা করিলে কেন? তুমি ত জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর; তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিতেই আগমন করিয়াছি। যোগিগণ স্বপ্নেও যাহার চরণ-যুগল দর্শন করিতে সক্ষম হয় না, আমি সেই ঈশ্বরকে ইচ্ছানুসারে পতিপদে অভিষিক্ত করিবার অভিলাষে আগমন করিয়াছি; ইহকালেই হউক অথবা পরকালেই হউক আমি আর কাহারও সমীপে গমন করিব না ও কাহাকেও স্পর্শ করিব না; তোমা ভিন্ন অন্য কাহারও পাদরজস্পর্শে স্ত্রীগণ শোভা পায় না। ৫৬—৬০। মোহিনী এই কথা বলিয়া গমন করত বিধির সম্মুখে উপবেশন করিলে, জগদ্বিধাতা সেই কুলটা রমণীর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। মোহিনী তখন বক্রনয়নে, ঈষৎহাস্য-বদনে, কামভাব প্রকাশ করত কামবাণে পীড়িতা হইয়া স্বীয় অঙ্গ বিধাতাকে দর্শন করাইতে লাগিল। এই সময়ে সর্ব্বযোগপারদর্শী সর্ব্বাঙ্গ কাম আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মার প্রতি এককালীন পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিলেন। সম্মোহন, সমুদ্বেগকারণ, স্থিতিকারণ, উন্মত্তবীজ, জরপ্রদ ও নিরন্তর চেতনহারক প্রভৃতি বাণসমূহ, মদন অন্তরীক্ষে থাকিয়া নিক্ষেপ করত স্বীয় কিঙ্করগণকে প্রেরণপূর্ব্বক সানন্দে পিতাকে সম্মোহিত করিতে চেষ্টা করিলেন। মন্মথ বসন্ত কোকিল ও মনোহর গন্ধবাহী বায়ু প্রভৃতি কিঙ্করগণকে নিয়োগ করত স্বয়ং বিধাতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বিকৃত ভাব উৎপাদন করিলেন। তখন বিধাতার সমীপপ্রদেশে পুংস্কোকিলগণ মধুর কলকণ্ঠে কুহুরব করিতে লাগিল, এবং ষট্পদশ্রেণী তাঁহার সমক্ষে মধুর সূক্ষ্ম গুঞ্জন করিতে লাগিল। সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারে বহিতে লাগিল এবং মধু স্বয়ং সানন্দে সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন জগদ্বিধাতার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে সেই সর্ব্বমোহিনী হাস্যপূর্ব্বক কামবাণে হতচেতনা হইয়া কটাক্ষ-দৃষ্টিতে কামভাব

প্রকাশ করিতে লাগিল। বিধাতা কামের আবির্ভাব-বশতঃ ঐ সমস্ত ভাব হইতেছে, এইটী বিশেষ বুঝিতে পারিয়া মানসিক শত্রু কন্দর্পকে মন হইতে অপনোদন করিবার নিমিত্ত ভয়ে শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন। তৎপরে বিধাতা, দ্বিভুজ মুরলীধারী পীতবসন কিশোর কমনীয়বেশ অবিচলিত-যৌবন বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত সস্মিত শান্তস্বভাব শ্যামসুন্দর শ্রীহরিকে মনে মনে স্তব করিতে লাগিলেন। ৬১—৭২। হে হরে! আমি দুষ্কৃতিরূপ জলপূর্ণ বহুসঙ্কটাকীর্ণ দুস্তর কামসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে শীঘ্র রক্ষা কর। এই দুস্তর কাম-সাগর ভক্তিবিস্মৃতির বীজস্বরূপ, বিপদের একমাত্র সোপান ও অতি নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষু-আবরণের কারণভূত। এই দুষ্পার কাম-সাগর জন্ম-রূপ ঊর্ম্মিমালায় পরিপূর্ণ ও রমণীরূপ কুম্ভীরসমূহ তাহাতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে ও উহার অভ্যন্তরে অতি গভীর এবং প্রবলবেগে রতিস্রোত উহাতে প্রবাহিত হইতেছে। এই কামসাগর প্রথমতঃ অমৃত-ময় বোধ হয়, পরিণামে বিষপূর্ণ; ইহা মুক্তিমার্গ রোধ করত যমালয়প্রবেশের পথ অতি প্রশস্ত করে; অতএব হে মধুসূদন! তুমি স্বয়ং কর্ণধার হইয়া বুদ্ধিরূপ তরণী ও উত্তম জ্ঞানদ্বারা আমাকে এই দুস্তর পারাবার হইতে উদ্ধার কর। হে নাথ! আমার মত কত ব্রহ্মাকে সংসার-সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছ এবং এই বিশ্বে কতই বিধাতা আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; হে বিশ্বেশ্বর! আমাকে রক্ষা কর। হে বিভো! যদিও এই স্থান কর্ম্মক্ষেত্র নহে; ব্রহ্মলোক বলিয়া বিখ্যাত; তথাপি তোমার ভক্তির অন্তরায় বলিয়া কামে আমার কিছুই স্পৃহা নাই। হে নাথ! করুণা-সিন্ধো! হে দীনবন্ধো! তুমি আমার প্রতি কৃপা কর। হে মায়াময়! আমি অত্যন্ত অজ্ঞানরূপ তমোরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়াছি, আমাকে আর দুঃস্বপ্ন দর্শন করাইও না। এইরূপ স্তব করত জগৎবিধাতা নতমস্তকে বিরত হইয়া নিয়ত আমার পাদপদ্ম ধ্যান ও আমাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাকৃত এই স্তোত্র ভক্তিযুক্ত হইয়া যে পাঠ করে, সে কোন অকীর্ত্তিবিষয়ে নিমগ্ন হয় না এবং আমার মায়া অতিক্রমপূর্ব্বক আমার দাস্য লাভ করত ইহলোকে ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ হয়। ৭৩—৮২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ব্রহ্মা শ্রীহরিকে স্তুতি করত মন্দস্ত দিব্যজ্ঞানরূপ অঙ্কুশদ্বারা কামাসক্ত মনোরূপ মত্ত গজেন্দ্রকে নিবারণ করিয়া মোহিনীসমীপে অবস্থান করিতে লাগলেন। তখন মোহিনী তাঁহাকে পরিহাস-যোগে বলিতে লাগিল, হে বিভো! যে ব্যক্তি রমণী-গণের ইঙ্গিতমাত্রেই মত্ত হইয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করত সম্ভোগ করে, সেই উত্তম পুরুষ বলিয়া খ্যাত হয় এবং যে ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে অভিপ্রায় জানিয়া ও রমণীর প্রার্থিত হইয়া পরে শৃঙ্গারাদি করে সেই পুরুষ মধ্যম; কিন্তু যে পুরুষ কামপীড়িতা রমণীর প্রার্থিত হইয়াও নির্জ্জনে তাহার সহিত সম্ভোগ না করে, সেই হতভাগ্য পুরুষ-পদবাচ্য নহে; সে ক্লীবমধ্যে পরি-গণিত। গৃহী, তপস্বী কিংবা কামী, ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি উপস্থিতা রমণীকে পরিত্যাগ করে, সে ইহকালে অপূজ্য হইয়া পরকালে নিরয়গামী হইয়া থাকে এবং সেই পুরুষ শ্রীভ্রষ্ট, রূপভ্রষ্ট ও দর্পভ্রষ্ট হইয়া স্ত্রীর শাপে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়। হে জগতীনাথ! গাত্রোত্থান কর; আমি এই ঘোর দুস্তর কামার্ণবে পতিত হইয়া ভয়ে অত্যন্ত আকুলিত হইতেছি; তুমি কর্ণধার হইয়া ইহা হইতে আমাকে উদ্ধার কর। এই সর্ব্বজন্তুশূন্য সুগন্ধি বায়ুর মন্দ মন্দ সঞ্চারে রমণীয় ও কোকিল-কুলের মধুর কলকুহুধ্বনি-পূর্ণ এই নির্জ্জনপ্রদেশে তদ্গতচিত্তা জন্মজন্মের এই দাসীকে রত্নস্বরূপ অমূল্য রতিপণ্যে ক্রয় কর। কামবিহ্বলা মোহিনী এই কথা বলিয়া সহাস্যবদনে জগৎস্রষ্টা বিধাতার বস্ত্র ও কর অকর্ষণ করিতে লাগিল। ১—১১। বিধাতা সময় বুঝিতে পারিয়া, ভয়াকুলচিত্তে মোহিনীকে বিনয়পূর্ব্বক অমৃতসদৃশ মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন;—মোহিনি! তোমাকে স্পষ্টরূপে সত্য সারভূত হিতজনক বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। ত্রিভুবনে স্ত্রীজাতির নির্লজ্জতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। হে মাতঃ! আমি তোমার নিরভিলাষ বৃদ্ধপুত্র; অতএব আমাকে পরিত্যাগ করত তোমার কর্ম্মের উপযুক্ত রসিক যুবা-পুরুষকে দর্শন কর। হে সুন্দরি! পত্নী, গুরু, ভর্ত্তা, শুভাশুভ ফল, মন্ত্র, শিল্প, পুত্র ইত্যাদি দৈবনির্ব্বন্ধক্রমে লব্ধ হয়, ইহার জন্য কাহাকেও বিশেষ যত্ন করিতে হয় না। হে সুব্রতে! তোমার সহিত আমার রতির নির্ব্বন্ধ নাই; কার্য্য ক্ষুদ্রই হউক অথবা মহৎই হউক সকলই দৈবনির্ব্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া আমার পাদপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

বেশ্যা কামে হতচেতনা হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে সেই মনোহর প্রদেশে আমার ইচ্ছাক্রমে ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ, ক্রতু, অঙ্গিরা, ভৃগু, মরীচি, কপিল, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, রুচি, আসুরি, প্রচেতা, শুক্র, বৃহস্পতি, উতথ্য, করথ, কণ্ব, কশ্যপ, গৌতম, সনক, সনন্দ, কর্দ্দম, সনাতন, যোগিগণের পরমগুরু ভগবান্ সনৎকুমার, শাতাতপ, পিপ্পল, শঙ্কু, শঙ্খ, পরাশর, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, মৃকণ্ডু, চাবন, দুর্ব্বাসা, জরৎকারু, আস্তীক, বিভাণ্ডক, ঋষ্যশৃঙ্গ, ভরদ্বাজ, বামদেব, কৌশিক—প্রভৃতি মুনিগণ সমাগত হইলেন। মোহিনী তাঁহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া লজ্জায় কমল-যোনিকে পরিত্যাগ করিল। বিধাতা সেইস্থানে উপবেশন করিলেন; মোহিনীও তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশন করিল। মুনিগণ ভক্তি-নতমস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করত যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইলেন এবং সেই মুনিগণের মধ্যে তারাগণ-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন। ১২—২৬। তখন মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! স্বর্গবেশ্যা-প্রধানা মোহিনী আপনার সমীপে উপবিষ্টা রহিয়াছে কেন? প্রজাপতি মুনিগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন; স্ত্রীজাতির বাক্য স্বভাবতঃ লজ্জাচ্ছন্ন; অতএব এই রমণী স্বয়ং বলিতে অক্ষমা, আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। এই মোহিনী বহু সময় অপূর্ব্ব নৃত্য-গীতাদি করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্তা হইয়াছে বলিয়া কন্যার ন্যায় পিতার সমীপে উপবেশন করিয়া আছে। বিধাতা সেই মুনিসমাজে এই কথা বলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। হে রাধিকে! তাহাতে সর্ব্বজ্ঞ মুনিসকলও জ্ঞানক্রমে সে ভাব জানিতে পারিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ২৭—৩০। স্বর্বেশ্যা মোহিনী সেই সভামধ্যে হাস্যচ্ছলে জগৎস্রষ্টার মানসিক সমস্ত ভাব বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত কুপিতা হইল। তখন তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; নয়নযুগল ঈষৎ কুটিল ও রক্তপদ্মসদৃশ রক্তবর্ণ হইল এবং অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। মোহিনী সেই কোপভাবে উত্থান করত সভামধ্যে দণ্ডায়মানা হইয়া মুনিগণের সমক্ষে ব্রহ্মাকে সম্বোধন করত মৃত্যুকন্যার ন্যায় বলিতে লাগিল;—অহে ব্রহ্মন্! তুমি জগতের নাথ ও বেদকর্ত্তা; এখন যাহা করিতেছ, ইহা কি বেদবিহিত, কি তাহার বিপরীতাচরণ? হে বেদবিদ্-গুরো! স্বীয় মনোমধ্যে বিচার করিয়া দেখ, যাহার স্বীয় কন্যাতে স্পৃহা হয়, সে ব্যক্তি কিরূপে নর্ত্তকীকে উপহাস করিতে পারে? ঈশ্বর আমাকে সর্ব্বগামিনী বেশ্যারূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; কিন্তু সাধুব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধাচরণ অতি বিড়ম্বনা মাত্র। তুমি যেহেতু দাসী-তুল্যা বিনীতা দৈববশতঃ শরণাগতা রমণীকে অতিগর্ব্বে উপহাস করিতেছ, অতএব তুমি জগতে শীঘ্রই অপূজ-নীয় হইবে এবং হরিও তোমার অচিরাৎ দর্প ভঙ্গ করিবেন। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে স্বীয় বল কিরূপ ও বেশ্যারই বা কতদূর বল, তাহা অবগত হও। যে ব্যক্তি তোমার কবচ, মন্ত্র বা স্তোত্র গ্রহণ করিবে, সে পদে পদে বিঘ্ন ভোগ করত উপহাস্যতা প্রাপ্ত হইবে। প্রতিযুগেই দেবতাদিগের বার্ষিকী পূজা হইয়া থাকে; তাহার মধ্যে তোমার মাঘমাসের সংক্রান্তি দিবসে যে পূজা হইত, তাহা আর হইবে না। ৩১—৪০। তুমি পূর্ব্বে যে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছ সে বিষয়ে আর আলো-চনা কি? কিন্তু এই কল্পে কি কল্পান্তরে এই দেহে কি দেহান্তরে, পুনর্ব্বার আর পূজা পাইবে না। মোহিনী এই কথা বলিয়া কামভবনে গমন করত তাঁহার সহিত রতিসুখ ভোগপূর্ব্বক জ্বর দূরীভূত করিলেন। হে প্রিয়ে! তাহার পর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া মোহিনী পুনঃপুনঃ বিলাপ করিতে লাগিল; আহা আমি কেন সেই জগদ্বিধাতাকে অভিশাপ প্রদান করিলাম। এইরূপ বিলাপ করত স্বর্বেশ্যা মোহিনী গমন করিলে, মুনিগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বিধাতাও স্বয়ং মোহিনীদত্তশাপভয়ে নতমস্তকে কম্পিত হইতে লাগিলেন। সেই সময়ে মুনিগণ ব্রহ্মাকে কল্যাণকারণ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন। হে ব্রহ্মন্! বৈকুণ্ঠে গমন করত হরির শরণাপন্ন হউন। এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিয়া মুনিগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা তথা হইতে গমন করত শান্তভাবে কমলাকান্ত শ্যামসুন্দর নারায়ণস্বরূপ আমার শরীরান্তরের শরণা-পন্ন হইলেন। শুষ্কোষ্ঠ শুষ্ককণ্ঠতালু জগদ্বিধি বিষণ্ণ-বদনে চতুর্ভুজকে প্রণাম করত তাঁহার নিকটে উপ-বেশন করিলেন। তখন তিনি দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু বিপত্তারণ-কারণ নারায়ণকে সমস্ত গোপনীয় বিবরণ বলিলেন। বিভু রহস্যবিষয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক বিধাতাকে জগতের হিতকর সুখাবহ সারভূত সত্য বাক্য বলিতে লাগিলেন;—বিধে! তুমি স্বয়ং বেদজ্ঞ ও পণ্ডিতগণের গুরুর গুরু হইয়াও যে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছ, কোন ঘাতক পুরুষও তাহা করিতে সক্ষম হয় না। ৪১—৫০। স্ত্রীজাতি

প্রকৃতির অংশস্বরূপা ও জগতের বীজরূপিণী; সেই স্ত্রীর বিড়ম্বনা করিলে, প্রকৃতিরই বিড়ম্বনা করা হয়। সে স্থান ত অনুত্তম পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ নহে; সেটী ক্রীড়াক্ষেত্র ব্রহ্মলোক; তাহাতে তোমার ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের কারণ কি? অধিক কি, যদি ভারতবর্ষেও রমণী কাম-পীড়িতা হইয়া দৈববশতঃ নির্জ্জনে উপস্থিতা হয়, তাহা হইলে, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না; যদি পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, ইহকালে নানারূপে বিড়ম্বিত হইয়া পরকালে নরকগামী হয় এবং নারী দুঃখার্ত্তা হইয়া তাহাদিকে শাপ প্রদান করে। যে ব্যক্তি স্বীয় রমণীকে পরিত্যাগ করত লোভ বা কামসুখ-প্রবৃত্ত পরস্ত্রীকে গ্রহণ করে, সে নিশ্চয় নরাধম; তাহাতে সংশয় নাই। সে স্বয়ং পতিত হয় ও তাহার পূর্ব্বতন দশ পুরুষ ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষকে পাতিত করে। নারী স্বীয় স্বামীকে পরিত্যাগ করত পর-পুরুষগামিনী হইলে তাহাতে কুলস্ত্রী নিশ্চয় দূষিতা হয়; কিন্তু বেশ্যার বা স্বয়ং উপস্থিত রমণীগমনে পুরুষের কোন দোষ হয় না। রমণী যদি কোন উপায়াবলম্বনে পরপুরুষকে আয়ত্তাধীন করে, তাহা হইলে, সে চন্দ্র ও দিবাকরের স্থিতিকালপর্য্যন্ত অন্ধকূপনরকে বাস করে। স্বর্গবেশ্যা কুলধর্ম্মানুসারে সর্ব্বদা স্বর্গেই অবস্থান করে; কিন্তু যে পুরুষ তাহাদের অবমাননা করে, সে নিশ্চয় অপরাধী হয়। হে জগদ্বিধাতঃ! তুমি এই পাপীদিগের ভবার্ণবে ক্ষণকাল অবস্থান কর, তৎপরে যাহাতে তোমার শাপ-বিমুক্তি হয়, তাহার উপায় করিতেছি। এই সময়ে কোন এক দ্বারপাল দ্রুত-গমনে হরিসমীপে আগমন করত নত-মস্তকে বলিল, প্রভো! অন্য ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি দশমুখ ব্রহ্মা আপনার দর্শনাভিলাষে ভক্তিভাবে দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। হরি দ্বারপালের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আগমন করিতে অনুমতি করিলেন। তৎ-পরে দশমুখ ব্রহ্মা দ্বারপালের আজ্ঞানুসারে হরিসমীপে আগমন করত হরির আজ্ঞাক্রমে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে পশ্চাৎ রাখিয়া উপবেশন করত চতুর্ম্মুখের অশ্রুত-পূর্ব্ব বিচিত্র স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫১—৬৩। নারায়ণ পুনর্ব্বার চতুর্ভুজ দ্বারপালদিগকে বলিলেন, হে দ্বারপালগণ! যদি অভ্যাগত কোন ব্যক্তি দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তাহাকে সাদরে আমার সমীপে আনয়ন কর। হে বৃন্দাবন-বিনোদিনি! রাধিকে! এই সময়ে শতমুখ ব্রহ্মা প্রণত-ভাবে হরি-সমক্ষে আগমন করত তাঁহাকে দশমুখের অশ্রুতপূর্ব্ব নিগূঢ় সুন্দর স্তোত্রে স্তব করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক দশমুখ ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার পুরোভাগে উপবেশন করিলেন। জগদ্বিধি সেই সভাতে অবস্থান করিতেছেন এমন সময়ে অন্যব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সহস্র-বদন ব্রহ্মা, হরি-সমক্ষে আগমন করত ভক্তি-নতশিরে সকলের অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্তোত্রে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে ভগবানের আজ্ঞা-ক্রমে উপবেশন করিলেন। তখন হরি, সেই সহস্র-বদন ব্রহ্মাকে ক্রমে সকল ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার বিষয়ীদিগের ও সুরগণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। চতুর্ম্মুখ আপনাকে বিষ্ণুসদৃশ বিবেচনা করিতেন, কিন্তু সেই শতমুখ, সহস্রমুখ প্রভৃতি ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া তাঁহার সে দর্প ভঙ্গ হইল। হরি চতু-র্ম্মুখকে মৃততুল্য দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডস্থিত অন্যান্য ব্রহ্মাদিগকে দেখাইলেন। আমার মূর্ত্ত্যন্তর নারায়ণের শরীরে যত লোম আছে, তত ব্রহ্মাণ্ড ও সেই প্রতি-ব্রহ্মাণ্ডে এক একটী ব্রহ্মা নিরন্তর বিরাজ করেন। বিধাতাগণ নারায়ণকে প্রণাম করত স্বীয় স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। চতুর্ম্মুখ বিধাতা আপনাকে সামান্য বিষয়ের অধিপতি বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু, লজ্জানতবদন প্রণত চতুর্ম্মুখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি এইক্ষণে স্বপ্নের ন্যায় কি দেখিতেছিলে? তাহা বল। চতুরানন নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ভগবন্! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্ত-মান সকলই আপনার মায়া-সমুদ্ভূত। বিধি এই কথা বলিয়া লজ্জাবনত-মস্তকে সেই সভামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ তাঁহার শুদ্ধিলাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ৬৪—৭৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই সময়ে সেই বিষ্ণুসভায় বিভূতিভূষণ বৃষারূঢ় প্রসন্নবদন স্বয়ং শঙ্কর উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম; গলদেশে নাগযজ্ঞোপবীত; মস্তকে স্বর্ণবর্ণ জটাভার; ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র এবং করে মনোহর ত্রিশূল, পট্টিশ, উত্তম খট্বাঙ্গ ও বিশুদ্ধ রত্ন-নির্ম্মিত স্বর-যন্ত্র। শঙ্কর, ঝটিতি বাহন হইতে অবরোহণ করত কমলা-কান্ত এবং ব্রহ্মাকে প্রণাম করত হৃষ্টবদনে উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে মুনিগণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ,

আদিত্য, বসু, রুদ্র, মনু, সিদ্ধ ও পন্নগ প্রভৃতি সকলেই তথায় আগমন করত পুলকিতগাত্রে পুরুষোত্তমকে স্তব করিলেন এবং সুরগণ ভক্তিনতমস্তকে শিব ও কমলযোনিকে প্রণাম করিলেন। এই সময়ে শঙ্কর ভক্তিপূর্ব্বক আমাদের গুণানুবাদপূর্ণ মনোহর রাস সঙ্গীত সুতানে স্বরযন্ত্রে লয় করিয়া গাইতে লাগিলেন। সেই সঙ্গীতসময়োচিত মনোহর রাগযুক্ত, যন্ত্র, কণ্ঠ ও তালের একলয়ে অতি মনোহর, এবং পদভেদ ও গুরু বিরামে লঘুক্রমে উচ্চারণযুক্ত ও অনতিদীর্ঘ মৃদুমন্দগতিসম্পন্ন; এই ভারতে সুদুর্লভ, প্রীতিপূর্ণ, অর্থযুক্ত ও স্পষ্ট সুমধুর সেই সঙ্গীত গাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার শরীর পুনঃপুনঃ লোমাঞ্চিত হইতে লাগিল ও নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। হে প্রিয়ে! তখন সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করত শঙ্করের সম্মুখস্থিত রুদ্রপারিষদগণ ও মুনিগণ সকলেই বিচেতন হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং রুদ্রগণ, সুরগণ, বিধাতৃগণ, হরির পারিষদবর্গ, নারায়ণ, লক্ষ্মী ও স্বয়ং গায়ক শিব সকলেই হতচেতন হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। ১—১২। হে প্রাণেশ্বরি! সেই সময়ে বৈকুণ্ঠ জলপ্লাবিত হইল। আমি তদ্দর্শনে ত্রস্ত হইয়া সেই সমস্ত জলরাশি হইতে গঙ্গা-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিলাম এবং তাঁহার স্বরূপ অস্ত্র, বাহন, ভূষণ, স্বভাব, মন, বিষয় ও মানস সমস্ত তাহাতে সংযোজিত করিয়া বৈকুণ্ঠের চতুর্দ্দিকে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিলাম। তখন সেই গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার নির্দ্দিষ্ট আলয়ে গমন করিলেন এবং তিনি সুরগণের শরীর সম্ভূতা বলিয়া সুরনিম্নগা নামে অভিহিতা হইলেন; তিনি মুমুক্ষু ভক্তগণের মুক্তি ও হরিভক্তি প্রদায়িনী। তাঁহার স্পর্শবায়ুর সম্পর্কমাত্রে পাপীর কোটীজন্মার্জ্জিত বিবিধ পাপরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে প্রাণেশ্বরি! আমি সেই গঙ্গার স্পর্শ ও দর্শনের ফল যখন অবগত নহি, তখন কিরূপে তাহাতে স্নান-ফলের নিরূপণ করিব? পৃথিবীতে সকল তীর্থ অপেক্ষা পুষ্করতীর্থ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বেদে কথিত আছে; কিন্তু সেই পুষ্করতীর্থ ইহার ষোড়শ কলার এক কলারও যোগ্য নহে। ভগীরথ ইহাঁকে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ করিয়াছিল বলিয়া ইহাঁর ভাগীরথী নাম খ্যাত হইয়াছে এবং স্রোতোরূপে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া গঙ্গানামে অভিহিতা হইয়াছেন। পূর্ব্বে জহ্নুমুনি কোপবশতঃ গঙ্গাকে পান করিয়া পুনর্ব্বার জানুদ্বারা বহির্গত করেন; এজন্য সেই মুনির কন্যাস্বরূপা বলিয়া তিনি জাহ্নবী নামে অভিহিতা হইয়াছেন এবং তাঁহার গর্ভে বসু ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য তাঁহার একটী নাম ভীষ্মজননী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছে। গঙ্গাদেবী আমার আজ্ঞানুসারে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে, তিন ধারায় প্রবাহিতা হইতেছেন বলিয়া তাঁহার নাম ত্রিপথগামিনী হইয়াছে। তাঁহার যে প্রধান ধারা স্বর্গে প্রবাহিত হয়, তাহা মন্দাকিনী নামে বিখ্যাতা;—তাহা দীর্ঘে শতযোজন ও প্রস্থে এক যোজন; তাহার জল ক্ষীরতুল্য ও উত্তাল তরঙ্গযুক্ত। মন্দাকিনী প্রথমতঃ বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মলোকে ও ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ১৩—২৫। সেই গঙ্গার যে ধারা স্বর্গ হইতে হিমালয়-মার্গে পৃথিবীতলে পতিত হইয়া লবণ-সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম অলকনন্দা,—তাঁহার জলরাশি শুদ্ধ-স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও তিনি অত্যন্ত বেগবতী। তিনি পাপিগণের পাপরূপ শুষ্ক ইন্ধন দগ্ধ করিতে প্রজ্বলিতপাবকরূপা। তিনি সগরবংশীয়দিগকে আশ্চর্য্য মুক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং বৈকুণ্ঠগামী পুরুষগণের মার্গে সোপানশ্রেণী-স্বরূপা। এই জন্যই পুণ্যশীল সাধুগণের মৃত্যুসময়ে প্রথমতঃ পাদদ্বয় গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করত পরে মুখে গঙ্গাজল প্রদান করিয়া থাকে। সাধুগণ, গঙ্গারূপ সোপানারোহণে ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমগ্র বিলঙ্ঘন করত রথারূঢ় হইয়া, নিরাপদে আমার আলয়ে গমন করিয়া থাকেন। পাপী পুরুষগণ দৈবযোগে প্রাক্তন কর্ম্মফলে যদি গঙ্গাসলিলে দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করত আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়; এবং তাহারা শিবের পারিষদশ্রেষ্ঠ হইয়া তাঁহার সমীপে বাস করে ও সেই মৎস্বরূপ পুরুষগণের প্রলয়কালেও মৃত্যু হয় না। মৃত ব্যক্তির শরীর যদি কোন-ক্রমে গঙ্গাসলিলে নিপতিত হয়, তাহা হইলে সে লোমপরিমিত বৎসর শ্রীহরির মন্দিরে বাস করে। তাহারা কায়ব্যূহ (এককালে বহু শরীর) ধারণ করিয়া অল্পকালমধ্যেই পাপপুণ্য ভোগ করিয়া লয়। তৎপরে তাহারা ভারতে কোন পুণ্যবানের গৃহে জন্ম লাভ করত নিশ্চয় ভক্তিভাজন হইয়া, আমার পারিষদবর্গের মধ্যে পরিগণিত হয়। মৃত দ্বিজাতির দেহ যদি শূদ্রে বহন করে, তাহা হইলে সেই দ্বিজাতিগণের পাদক্ষেপপরিমিত-বৎসর নরকে বাস হয়; তৎপরে কৃপাময়ী হরিরূপিণী ভাগীরথী তাহাদের সাহায্য করত ক্রমে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। ভারতে পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের গৃহে তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করাইয়া, তিনি জন্মান্তরে বৈকুণ্ঠে নিশ্চয় তাহাদের স্থান প্রদান করেন। ২৬—৩৮।

শুদ্ধ দিবসে স্নানের নিমিত্ত যে ব্যক্তি যাত্রা করিয়া সুরেশ্বরীজলে গমন করে, সে পাদপ্রমাণ বৎসর বৈকুণ্ঠধামে সানন্দে বাস করে। যদি কোন পাপী ব্যক্তি অন্য কর্ম্মান্তরে গমন করিয়াও আনুষঙ্গিক গঙ্গা-স্নান করে, সে যদি পুনর্ব্বার পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। সেই গঙ্গা কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থিতি করিবেন; তাঁহার বিদ্যমানাবস্থায় কলির কোন প্রভাব থাকিবে না এবং কলির দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে আমার প্রতিমা ও পুরাণ সকল থাকিবে। আমাদের বিদ্যমানাবস্থায় কলির কোন প্রভাব থাকিবে না। গঙ্গার যে ধারা পাতালে গমন করিয়াছে, তাঁহার নাম ভোগবতী;—তাঁহার সলিল-রাশি দুগ্ধফেননিভ। ভোগবতী নিরন্তরবেগবতী ও রত্নমণি প্রভৃতির আকরস্বরূপা; তাঁহার তীরভূমে স্থিরযৌবনা নাগকন্যাগণ নিয়ত ক্রীড়া করিয়া থাকে। হে প্রাণেশ্বরি! সেই গঙ্গাদেবী স্বয়ং বৈকুণ্ঠধাম বেষ্টন করত নিয়ত অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার প্রস্থ সহস্রযোজন ও দৈর্ঘ্য লক্ষযোজন; সেই আমার তনয়া গঙ্গার কিছুতেই বিনাশ নাই। তাঁহার তীরভূমি সুমনোহর নানারত্নের আকর। দেবি! জাহ্নবীর পুণ্যপ্রদ জন্মবৃত্তান্ত তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে মোহিনীর শাপ হইতে ব্রহ্মা কিরূপে মুক্তি লাভ করিলেন, তাহা শ্রবণ কর।৩৯ ৪৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এদিকে নারায়ণের সভায় সকলে গঙ্গাকে দেখিয়া আমার মায়া বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তখন বৈকুণ্ঠনাথ কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে বলিলেন;—হে চতুর্ম্মুখ! তুমি অভিশপ্ত হইয়াছে, অতএব যাও, আমার আজ্ঞানুসারে গাত্রোত্থান করত গঙ্গা-সলিলে স্নান করিয়া পবিত্র হও, তোমার মঙ্গল হইবে; তুমি গঙ্গাজলে স্নান করিলে নিশ্চয়ই স্বয়ং পবিত্র হইবে। তীর্থসকলও তোমাদিগের ন্যায় বৈষ্ণবপ্রধানের স্পর্শ কামনা করিয়া থাকেন। পবিত্র হইলেও প্রকৃতির অবমাননাবশতঃ তুমি কিঞ্চিৎ শাপযুক্ত থাকিলে। অহঙ্কার সকলেরই অমঙ্গলজনক,—পাপের বীজস্বরূপ, তুমি শীঘ্র আমার পরাৎপর গোলোকধামে গমন কর; সেই স্থানে প্রকৃতির অংশসম্ভূতা মঙ্গলদায়িনী ভারতীকে প্রাপ্ত হইবে; তুমি সেই কল্যাণ-সৃষ্টি-বীজস্বরূপিণী প্রকৃতিকে ভজনা কর। ইহা অতি শোচনীয় বিষয় যে, তুমি কল্পান্তপর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছ; কিন্তু এক্ষণে বেশ্যাশাপে তোমার মন্ত্র কেহই গ্রহণ করিবে না। তখন ব্রহ্মা আমার মূর্ত্ত্যন্তরের আজ্ঞানুসারে গঙ্গাজলে স্নান করত জগদ্গুরু-স্বরূপ আমার নারায়ণমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া শীঘ্র গোলোকধামে গমন করিলেন। ১—৭। তখন দেবগণ ও মুনিগণ সকলেই আমার সুনির্ম্মল যশ গান করিতে করিতে স্বমন্দিরে গমন করিলেন। বিধি গোলোক-ধামে আগমন করত সর্ব্ববিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবী আমার মুখকমল হইতে বিনির্গতা সতী বাগীশ্বরী ভারতীকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে ইহা কামশাস্ত্রের ব্যাপার ব্যতীত সম্ভবে না। তৎপরে আগমন করত আমাকে প্রণাম-পূর্ব্বক, ত্রৈলোক্য-মোহিনীকে প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ অতিনির্জ্জন প্রদেশে স্থানে স্থানে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহু সময় ক্রীড়া করত বিধাতা বিরত হইয়া পুনর্ব্বার নিজভবন ব্রহ্ম-লোকে আগমন করিলেন। তখন ব্রহ্ম-লোকবাসিগণ দেখিলেন অতীব সুন্দরী শুভ্রবর্ণা সস্মিতা ভারতী, কৌতুকাবিষ্টহৃদয়ে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার বদন-মণ্ডল শারদীয় নিশাকরের ন্যায়; প্রসন্ন নয়নযুগল শরদ্বিকশিত পদ্ম-সদৃশ; তাঁহার অধরোষ্ঠ এরূপ মনোহর, বোধ হয় যেন পক্ব বিম্বফলের প্রভা অপহরণ করিয়াই এরূপ প্রভাশালী হইয়াছে; তাঁহার দন্ত-শ্রেণী মুক্তা-পঙ্ক্তিবিনিন্দিত; অতি মনোহর গণ্ডস্থল রত্নময় কুণ্ডলযুগলে বিরাজিত; তাঁহার বক্ষঃস্থল রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত হারাবলিদ্বারা উদ্ভাসিত; তিনি বহ্নিবিশুদ্ধ-সূক্ষ্মবস্ত্র-পরিধানা, নবযৌবনসম্পন্না এবং অতীব মনোহারিণী; তাঁহার শ্রোণি ও পয়োধরযুগল স্থূল; তাঁহার হস্তে বীণা ও পুস্তক। তখন তাঁহারা পরম মঙ্গল করত নির্ম্মঞ্ছন করিয়া ব্রাহ্মাকে ও দেবী ভারতীকে সানন্দে পুরে প্রবেশ করাইলেন। ব্রহ্মা ভারতীসহ দিবানিশি ক্রীড়া করত সুখসম্ভোগে নিরত নিমগ্ন হইলেন। প্রিয়ে! এই সকল পুরাণের গূঢ় বিষয় তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। আর কোন্ বিষয় শুনিতে তোমার অভিলাষ?—প্রকাশ কর। ৮—২০। নারায়ণ বলিলেন, পরমেশ্বরী রাধিকা প্রাণেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত সকৌতুকে তাঁহার নিকটে স্বকীয় অভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, নাথ! সকল কর্ম্মের ফলদাতা ব্রহ্মা সেই নির্জ্জন কর্ম্মক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত বেশ্যাকে গ্রহণ

করিলেন না কেন? কামের নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিতা রমণীকে পরিত্যাগ করিলে অত্যন্ত দোষ জন্মে। বেদবিধাতা ইহা জানিয়াও কেন মোহিনীকে পরিত্যাগ করিলেন? মধুসূদন রাধিকাবাক্য শ্রবণ করত হাস্য-পূর্ব্বক রসিকেশ্বরীকে পাদ্মকল্পের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন;—কান্তে! পূর্ব্বে মহাত্মাদিগের গোপনীয় অকথ্য ও নিন্দনীয় যে সমস্ত বিষয় আছে তাহা তোমার নিকটে বলিতেছি শ্রবণ কর! এক সময়ে আমি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মাকে প্রেরণ করিলে, কমলযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত মানসপুত্র-দিগকে সৃজন করিলেন। তাহাদের নাম যথা— সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার বোঢ়ু, কবি, পঞ্চ-শিখ, আসুরি, সিদ্ধ, কপিল, ও সিদ্ধগণ এই কয়জন মানসপুত্র সৃজন করিলেন। সেই পঞ্চবর্ষীয় নগ্ন বালকদিগকে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত পিতা চতুরানন আদেশ করিলেন। তখন আমার অর্চ্চনাপরায়ণ সেই বিধিপুত্রগণ পিতার সৃজনবিষয়ক বাক্য শ্রবণ না করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ তপস্যার নিমিত্ত গমন করিল। তখন বিধাতা রোষপরবশ হইয়া পুনর্ব্বার ভীষণকায় রোদনপরায়ণ একাদশ রুদ্র সৃজন করিলেন। তাহার পর পরমাত্মস্বরূপ সৌম্যমূর্ত্তি যোগিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা যোগবলে আমাকে ধ্যান করত বশিষ্ঠ, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, ভৃগু, অত্রি, পুলস্ত, দক্ষ, কর্দ্দম, মরীচি প্রভৃতি পুত্রগণকে সৃজন করিয়া সৃষ্টির নিমিত্ত আদেশ-পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে আর একটী পুত্র ও কন্যা সৃজন করিলেন। ঐ পুত্র কামদেব নামে বিখ্যাত হইলেন; কন্যাও রত্নময়ভূষণে বিভূষিতা ষোড়শ বর্ষীয়া হইয়া মনোহর শোভা-শালিনী হইলেন। তৎপরে বিধাতা সংকলাংশসম্ভূত স্বাত্মারাম দুর্নিবার্য্য মনোহর সুদীপ্ত সমীপস্থিত সুন্দর পুত্রকে বলিলেন বৎস! আমি তোমাকে স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়ার নিমিত্ত সানন্দে সৃজন করিয়াছি। তুমি যোগবলে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিবে। ২১—৩৬। আমি তোমাকে সম্মোহন, সমুদ্বেগবীজ, স্তম্ভনকারণ, উন্মত্তবীজ, জ্বরদ, নিরন্তর চেতনহারক এই বাণ সকল প্রদান করিলাম; তুমি এই সমস্ত গ্রহণ করিয়া সকলকে সম্মোহিত কর। বৎস! তুমি আমার বরে ভবে দুর্নিবার্য্য হও; এইরূপ বর প্রদান করিয়া জগদ্বিধাতা আনন্দিত হইলেন। তৎপরে সম্মুখে দুহিতাকে দেখিয়া বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে কাম মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া অস্ত্রপরীক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মাতেই সে সমস্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন সিদ্ধ মহাযোগী ব্রহ্মা স্মরনিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত দুর্নিবার্য্য বাণপ্রভাবে হতচেতন হইয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া সম্মুখে কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। তখন হতজ্ঞান ব্রহ্মা তাহাকেই সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, সেই সতী ভয়ে পলায়ন করিল। সেই কন্যা হতচেতন পিতাকে পশ্চাৎ ধাবিত দেখিয়া, শীঘ্র তপস্বী ভ্রাতৃগণের শরণা-পন্ন হইলেন। তখন সেই মুনিগণ, ভগিনীকে নিকটে রাখিয়া ক্রোধে পিতাকে হিতকর বেদসার নীতিপূর্ণ সত্য বাক্য বলিতে লাগিলেন, অহো পিতঃ! আপনার এ কি গর্হিত কার্য্য! নীচ ব্যক্তিগণের আচরিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? সাধু ব্যক্তিগণ পরস্ত্রীকে সর্ব্বদা জননীর ন্যায় দর্শন করেন, এই জন্যই সেই জিতেন্দ্রিয় সাধুগণ ইহকাল ও পরকালে সকল স্থানেই পূজনীয় হইয়া থাকেন। ৩৭—৪৬। কন্যা মাতৃবর্গের মধ্যে পরিগণিতা; এইটী বেদে উক্ত আছে; আপনি স্বয়ং সেই বেদকর্ত্তা হইয়া কন্যাকে সম্ভোগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? তাত! গুরুপত্নী, রাজপত্নী, বিপ্রপত্নী, সাধ্বী নারী, ভ্রাতৃবধূ, পুত্রবধূ, মিত্রজননী, মিত্রপত্নী, পিতামহী, পিতামাতার ভ্রাতৃপত্নী, স্বীয় কন্যা, জননী, বিমাতা, ভগিনী, সুরভী, অভীষ্ট গুরুপত্নী, কাল-প্রদায়িকা ধাত্রী, গর্ভধারিণীনাম্নী রমণী, ভয়ত্রাতার কামিনী, এই সকল রমণগণ সকলের মাতৃবর্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ইঁহাদের সকলের মধ্যে কাহারও অপেক্ষা কাহার ন্যূনতা নাই এবং বেদে কন্যাদাতা, অন্নদাতা, জ্ঞানদাতা, অভয়দাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মাতামহ, ইঁহারা সকলে পিতৃবর্গ বলিয়া উক্ত আছেন; যশস্বীদিগের অযশ প্রাণত্যাগ অপেক্ষাও দুঃখকর। যে মূঢ়গণ এই যশের হানি করে এবং যাহারা এই জনকদিগকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ব্রহ্মার বয়ঃকালপর্য্যন্ত নিরয়-যাতনা ভোগ করে, এবং দুরন্ত যমকিঙ্করগণ তাহা-দিগকে অন্ধকূপ নরকে রাখিয়া ভীষণ তাড়না করে ও নিরন্তর অভক্ষ্য বিষ্ঠা প্রভৃতি ভোজন করায়। আপনি স্বয়ং বিশ্বকর্ত্তা এবং শমনের শাসনকর্ত্তা ও জগদ্বিধাতা হইয়াও স্বীয় কন্যাকে গ্রহণ করিতে অভি-লাষ করিয়াছেন?। ৪৭—৫৬। কামুক! তুমি আমাদের সম্মুখ হইতে দূর হও, তোমার মন কাম-পীড়ায় নিতান্ত কলুষিত হইয়াছে; আমরা তোমাকে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াও পিতা বলিয়া ক্ষমা করিলাম। গুরুর সহস্র দোষ হইলেও পণ্ডিতগণ

তাহা ক্ষমা করিবে। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ গুরু ব্যতীত পীড়নকারীকে বিনাশ করিয়া থাকেন। গুরু যদ্যপি নিষ্ঠুরভাবে আগমন করত সর্ব্বস্ব গ্রহণ কিম্বা শাপ প্রদান করিতে সমুদ্যত হন, তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সেই সমীপস্থিত গুরুকে নিন্দা না করিয়া বরং ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তিগণ পরাৎপর গুরুকে নিন্দা কি দ্বেষ করে, তাহারা চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতিকালপর্য্যন্ত অন্ধকূপনরকযাতনা ভোগ করে এবং তাহারা যম-তাড়নায় ক্ষুধিত হইয়া বিষ্ঠা ভক্ষণ করে,ও তাহাদিগকে শালপ্রমাণ কীটসমূহে দিবানিশি নিয়ত দংশন করে। মুনিগণ এই কথা বলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করত স্বীয় কার্য্যে নিমগ্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা দৈব সংঘটনায় এইরূপ সমস্তই হইয়া থাকে, ইহাই বিবেচনা করত লজ্জায় শরীর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া যোগবলে ষট্‌চক্র ভেদপূর্ব্বক প্রাণ সকলকে নিরোধ করিলেন, এবং ঐ প্রাণসকলকে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন করিয়া স্বীয় কর্ম্মফলে পরিত্যাগ করিলেন। সেই প্রাণত্যাগকালে তিনি মনে মনে শ্রীহরিকে স্মরণ করত এই কামনা করিলেন, হে ঈশ্বর! আমার মন যেন পরদ্রব্যে চঞ্চল না হয়। এই বিষয় মনে চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মা পরমব্রহ্মে লীন হইলেন। সেই কন্যাও পিতার মৃত্যু-অবস্থা দর্শনে পুনঃপুন বিলাপ করিয়া যোগবলে দেহ ত্যাগ করত পরব্রহ্মে লীনা হইলেন। ৫৭—৬৬। তৎপরে মহর্ষিগণ পিতা ও ভগিনী মৃত হইয়াছেন দেখিয়া বিলাপ করত কোপবশে স্বাত্মারাম শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন। তখন আমার অংশজাত নারায়ণ কৃপা করিয়া সত্বর তথায় আগমন করত ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মা ও সেই কন্যাকে পুনর্জীবিত করিলেন। ব্রহ্মা পুরোভাগে শ্রীহরিকে দর্শন করত আমার চরণে অনপায়িনী নিশ্চলা ভক্তি হয়, এইরূপ অভিলষিত বর তাঁহার সমীপে গ্রহণ করিলেন। কৃপানিধি নারায়ণ ব্রহ্মার বিষণ্ণ ভাব দর্শনে তাঁহাকে সত্য ও নীতি-সারযুক্ত মনোহর প্রবোধবাক্য বলিতে লাগিলেন;—ব্রহ্মন্! হৃদয়ের পীড়া-দায়িকা লজ্জা পরিত্যাগ করত মুখ উত্তোলন করিয়া আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষুদ্র কি মহৎ সকলেরই স্বীয় কর্ম্মানুসারে সৎকীর্ত্তি, অপকীর্ত্তি এবং সুপ্রতিষ্ঠা ও উপদ্রব প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে; কর্ম্ম সকলেরই সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ এই জন্য সাধুগণ সর্ব্বদা সৎকার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কোন কোন সাধুগণ স্বকৃতকর্ম্ম ভোগ করত হরিপাদপদ্মে চিত্ত অর্পণ করিয়া সকল কর্ম্ম নির্ম্মূল করিয়া থাকেন। কুকর্ম্ম হইতে অপকীর্ত্তি হয়, অপকীর্ত্তি হইতে লজ্জা উপস্থিত হয়; আর সুকর্ম্ম হইতে সুপ্রতিষ্ঠা ও সুপ্রতিষ্ঠা হইতে সুনির্ম্মল যশোরাশি বিস্তার হইয়া থাকে। হে বিধে! কালক্রমে জরাবশে দেহ, বল, রূপ, ও শুভাশুভ কার্য্য সমস্তই নষ্ট হয়; কিন্তু কীর্ত্তি, গুণ ও যশ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। ৬৭—৭৬। কালক্রমে জীবগণের ঋণ ব্রণ ও কলঙ্ক সমস্তই বিলুপ্ত হয়। কিন্তু প্রধান ব্যক্তিগণের ঋণ, ব্রণ, এই দুইটী কালক্রমে বিলুপ্ত হয় বটে; কলঙ্ক কদাচও বিলুপ্ত হয় না। পরস্ত্রী ও পরবস্তুবিষয়ে সর্ব্বদা অপকীর্ত্তি বিদ্যমান থাকে; সেই কারণে সাধুগণ ক্লেশের কারণভূত পরস্ত্রী ও পরদ্রব্য কদাচও গ্রহণ করেন না। এক্ষণে অন্তরে ও বাহ্যে তুমি আমাকেই স্মরণ কর, তাহা হইলে তোমার মন পরবস্তুতে লোলুপ হইবে না। সকলের মোহকারিণী যে যোষিৎস্বরূপা মায়া বিদ্যমান আছে, সে অবলীলাক্রমে আত্মারামেরও মোহ জন্মাইতে পারে। যে পুরুষগণ রমণীর নানা হাবভাব, নবযৌবন ও হাস্যের অনুরাগী, তাহারা সতত নারীর স্তন-নামক বক্ষঃস্থলস্থিত মাংসপিণ্ডকে পরম পদার্থ বিবেচনা করে; বিশুদ্ধ নীতিমার্গে তাহাদের বুদ্ধি ধাবিত হয় না। রমণীগণের শ্রোণি, বদন ও স্তন কামদেবের আবাসস্বরূপ; এইজন্য ধর্ম্মভীরু সাধুগণ স্ত্রীদিগের প্রতি কদাচও দৃষ্টিপাত করেন না। যাহাদিগের মন সর্ব্বদা পরস্ত্রীতে আসক্ত, তাহাদের ধর্ম্ম, যশ, প্রতিষ্ঠা, তপস্যা, বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞান সমস্তই নিষ্ফল। সেই হতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ইহকালে অযশ প্রচার হয় ও পরকালেও তাহারা দুরন্ত নরকযাতনা ভোগ করে এবং তথায় যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে তাড়ন ও কৃমিসমুদয় নিয়ত দংশন করে। সেই মূঢ়গণ দৈবদোষে দুঃখের মূলীভূত কারণকে সুখ বিবেচনা করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক নিয়ত পরস্ত্রী সেবা করে। এই জগতে উত্তম ব্যক্তিগণ আমার পাদপদ্ম সর্ব্বদা চিন্তা করে, মধ্যশ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা সৎকর্ম্মের অনুসরণ করে ও অধম ব্যক্তিরা নিয়ত পরস্ত্রীসেবায় আসক্ত থাকে। ৭৭—৮৬। যাহার মন পরবস্তুতে বিশেষতঃ পরস্ত্রী, পরসুবর্ণ ও পরভূমিতে সর্ব্বদা লুব্ধ হয়, তাহার পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। যদি কেহ দৈবক্রমে পরস্ত্রী দর্শন করে, তাহা হইলে সে শ্রীহরিকে স্মরণ করত তাহার গ্রহণে বিরত হইবে এবং যদি কেহ পরসুবর্ণ

স্পর্শ করে, তাহা হইলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া পবিত্র হইবে। সাধুগণ, যক্ষ্মারোগ, ব্যাধি, জ্ঞানহানি ও লোকনিন্দাভয়ে স্বস্ত্রীতেও নিয়ত আসক্ত হন না। তপস্বিগণ তপস্যায়, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রচিন্তাতে, যোগিগণ যোগচিন্তায়, বৈদিকসমূহ বেদার্থচিন্তায়, সাধ্বী স্ত্রীগণ পতিসেবায়, গৃহস্থেরা গৃহকার্য্যে, বিষয়িগণ বিষয়কার্য্যে ও আমার ভক্তগণ আমার সেবায়,—এই সমস্ত কার্য্যেই ইহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নিযুক্ত। এইরূপ স্বীয় স্বীয় বেদোক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে ইহারা সভায় প্রশংসিত হয়; আর যাহারা বেদবিরুদ্ধাচারী, তাহারা সুতরাং নিন্দিত হইয়া থাকে। হে বিধে! যাহারা সর্ব্বদা সংপথাবলম্বী, সকলেই তাহাদিগকে প্রশংসা করে আর যাহরা কুপথগামী, তাহাদিগকে ঘাতকগণও নিন্দা করিয়া থাকে। হে বিধাতঃ! অদ্য প্রভৃতি যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত আমার বরে অসদাচরণে তোমার মন নিবিষ্ট হইবে না এবং পরস্ত্রী ও পরবস্তুতেও তোমার মন আকৃষ্ট হইবে না। হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার নির্দ্দিষ্ট প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করত অন্তরে আমার বিষয় এবং পাদপদ্মের বিঘ্নবিনাশিনী চিন্তা অবলম্বন কর। হে ব্রহ্মন্! তোমার এই কন্যা রতির অধিষ্ঠাতৃদেবতা; ইনি রতি নামে বিখ্যাতা হইয়া কামদেবের পত্নী হইবেন। হে বৃন্দাবনবিনোদিনি! কমলাপতি এই কথা বলিয়া ব্রহ্মাকে আশ্বাস প্রদান করত নিজভবন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।৮৭—৯৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

রাধিকা বলিলেন, নাথ! এই নিয়মবশতঃ যেন ব্রহ্মা মোহিনীকে পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু সেই কুলটার শাপে তাঁহার জগতে পূজা প্রতিবন্ধ হইল কেন? এবং কেনই বা কমলাপতি তাঁহার দর্প ভঙ্গ করিলেন? হে সর্ব্ববীজ! তুমি সকলের ঈশ্বরস্বরূপ, অতএব এই বিষয় বর্ণন করিয়া আমার চিত্তের ক্ষোভ দূর কর। রাকিকেশ্বর কৃষ্ণ রাসেশ্বরীর বাক্য শ্রবণ করত নিগূঢ় ইতিহাস তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, প্রিয়ে! ব্রহ্মা বহুবিধ তপস্যা করিয়া আমার নিকটে বর লাভ করত নানাবিধ সৃষ্টি করাতে তাঁহার নাম বিধাতা বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। তিনি তপস্যার ফলদাতা ও সকলের শাসনকর্ত্তা প্রভু, এই বলিয়া তাঁহার মনে আপনাকে ঈশ্বর বিবেচনায় কিছু গর্ব্বের সঞ্চার হইল। এই ব্রহ্মাণ্ডে যে পর্য্যন্ত গর্ব্ব উপস্থিত না হয়, সকলেই সেই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে; আমি এই কথা বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মার দর্প ভঙ্গ করিলাম। হে পরাৎপরে! এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহাদের দর্প-সঞ্চার হয়, আমি সর্ব্বাত্মা বলিয়া সে সকলই জানিতে পারি; অতএব তখনই তাহার শাসনে প্রবৃত্ত হই। ১—৭। হে প্রিয়ে! প্রথমতঃ আমি ব্রহ্মার গর্ব্ব চূর্ণ করি, তাহা তোমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। তৎপরে যথাক্রমে শঙ্কর, পার্ব্বতী, চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি, দুর্ব্বাসা, ধন্বন্তরি প্রভৃতিরও দর্প চূর্ণ করিয়াছি; তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রিয়ে! ক্ষুদ্র কি মহৎ, যাহাদের মনে গর্ব্বের সঞ্চার হয়, আমি তাহাদেরই সেই গর্ব্ব ভঙ্গ করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে রাধিকার কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু প্রভৃতি শুষ্ক হইল। তিনি ভয়বিহ্বলা হইয়া যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রাণনাথ! ইহাদের কাহার কিরূপে দর্প উৎপন্ন হইল এবং আপনিই বা কিরূপে তাঁহাদের দর্প ভঙ্গ করিলেন? আপনি দর্পহারী, অভয়প্রদ এবং প্রাণদাণের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপ; অতএব সেই সমস্তের দর্পভঞ্জনের বিবরণ বর্ণন করুন। কৃষ্ণ বলিলেন, রাধে! জগদ্বিধাতার যেরূপে দর্প ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা শ্রুত হইয়াছ; এক্ষণে অন্যান্যের দর্পভঙ্গের বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। প্রিয়ে! জগতের সংহারকর্ত্তা শিব আমার অংশস্বরূপ; তেজে, গুণে ও জ্ঞানে আমার সমান এবং পরিপূর্ণতম। যোগিগণ তাঁহাকে, যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু এবং জ্ঞানানন্দস্বরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহার আখ্যান বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর; শূলপাণি ষষ্টিসহস্রযুগ দিবানিশি তপস্যা করত আমার কলায় পূর্ণরূপ হইয়া আমার সমান হইয়াছেন। তিনি তপস্যা ও তেজে নিয়ত প্রজ্বলিত তেজোরাশিস্বরূপ, তাঁহার কোটিসূর্য্যতুল্য প্রভাব এবং তিনি ভক্তগণের কল্পপাদপস্বরূপ। ৮—১৮। যোগিগণ বহুকাল তাঁহার তেজোরাশির ধ্যান করিয়া তাহার পরে তাহাতে অতি সুন্দর রূপ দর্শনে সক্ষম হইয়া থাকেন। সেই রূপ—বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিলোচন, ত্রিশূলপট্টিশধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান; তিনি শ্বেতপদ্মের মালিকা দ্বারা স্বয়ং পরমাত্মাকে জপ করিতেছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎহাস্যযুক্ত, অতএব প্রসন্ন; ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে। তিনি মস্তকে স্বর্ণবর্ণ জটাভার ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি ত্রিভুবনে কমনীয় এবং তিনি ভক্তানুগ্রহতৎপর। তিনি আপনাকে ঈশ্বরস্বরূপ জ্ঞান করিয়া

সকলকেই সকল সম্পদ্ প্রদান ও কল্পপাদপের ন্যায় সকলকেই বাঞ্ছিত বিষয়ও প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমীপে যে বর প্রার্থনা করে, বরেশ্বর স্বাত্মারাম শঙ্কর তাঁহাকে সেই বর অবলীলা-ক্রমে প্রদান করেন; এইরূপে তাঁহার মনে কিছু গর্ব্বের অঙ্কুর উদ্ভূত হইল। এক সময়ে বৃক নামে কোন এক দৈত্য একবৎসর পর্য্যন্ত কঠোর নিয়মে দিবানিশি শিবের আরাধনা করে, তাহাতে কৃপানিধি শঙ্কর কৃপা করিয়া প্রতিদিন তাহার অভীষ্ট বর দান করিবার নিমিত্ত তৎসমীপে আগমন করেন; কিন্তু অসুর কিছুতেই বর গ্রহণ করে না। তৎ-পরে একবর্ষ অতীত হইলে শঙ্কর নিরন্তর তাহার সমক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অসুর ভক্তি-ভাবে তাঁহার এরূপ আরাধনা করিতে লাগিল যে, তাহাতে তিনি ক্ষণকালও অন্যত্র যাইতে সক্ষম হন না। শূলপাণি তাঁহাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বসিদ্ধি, মুক্তি ও হরির পাদপদ্মে ভক্তি প্রভৃতি বর গ্রহণ করিতে বারংবার অনুমতি করিলেও দৈত্য কিছুতেই তাহা গ্রহণ না করিয়া কেবল তাঁহার পাদপদ্ম অনু-ক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিল। তখন মহেশ্বর ত্রস্ত-ভাবে তাহার অযাচনভাব ও নিশ্চেষ্টভাব দর্শনে প্রেমে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শঙ্করের অত্যন্ত রোদনে বৃকাসুরের ধ্যান ভঙ্গ হইলে সে দেখিল, তাঁহার সম্মুখে সাক্ষাৎ সর্ব্বসম্পৎ-প্রদাতা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ১৯—৩০। তখন দৈত্যেন্দ্র আমার মায়াবলে ভক্তিপূর্ব্বক এই বর প্রার্থনা করিল যে, আমি যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিব, সে-ই ভস্ম হইবে। এই বর প্রার্থনা করিলে শূলপাণি তাহাই স্বীকার করত তথা হইতে গমন করিলেন; কিন্তু সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল; তাহাতে মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুভয়ে বিত্রাসিত হইয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার হস্ত হইতে ডমরু, কটিদেশ হইতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম স্খলিত হইল; তিনি তখন দিগম্বর হইয়া দৈত্যভয়ে ক্রমে দশদিকে পলায়নের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভক্তবৎসল কৃপাবশতঃ তাহাকে বিনাশ করিলেন না। সাধু ব্যক্তি কাহারও দুষ্কার্য্য দর্শনে কখনও তদ্রূপ আচরণে অভিলাষ করেন না। সাধুগণ ভৃত্য, পুত্র ও প্রিয়া ভিন্ন ঘাতকদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তবৎসল শূলপাণি আপনার আত্মাকে প্রবোধ দিতে পারিলেন না; শিব, স্বীয়মূর্ত্তি জ্ঞানে নিরহঙ্কার হইয়া ভীতচিত্তে পুনঃপুনঃ আমাকে স্মরণ করত আমার শরণাপন্ন হইলেন। হে ভদ্রে! তখন দেখিলাম, তাঁহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু প্রভৃতি শুষ্ক হইয়াছে। তিনি হে হরে! আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, এই কথা পুনঃপুনঃ বলিতে বলিতে ভয়বিহ্বল হইয়া আমার আশ্রমে আগমন করিলেন। আমি শঙ্করকে সমীপে বসাইয়া সেই দৈত্যকে প্রবোধ-বাক্যে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন দৈত্য ক্রমে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিতে লাগিল। তৎপরে অসুর আমার মায়ার কৌশলে বঞ্চিত হইয়া আমার আজ্ঞানুসারে স্বীয় মস্তকে হস্ত অর্পণ করত স্বয়ং ভস্ম হইল। সেই সময়ে সিদ্ধ, সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও মনুগণ সকলেই আমাকে ভক্তি-পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন এবং শিবও লজ্জিত হইয়া আমার স্তব করিতে লাগিলেন। শিবের এই-রূপে গর্ব্ব চূর্ণ হইলে আমার প্রবোধবাক্যে প্রবোধিত হইয়া তিনি নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ৩১—৪১। অনন্তর শিব, আর এক সময়ে "আমি সমস্ত জগতের সংহারকর্ত্তা" এইরূপ বিবেচনা করত অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উদ্ধত ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিতে উদ্যত হন। 'এই দৈত্য অতি সামান্য পতঙ্গসদৃশ; ইহাকে বধ করিতে বিশেষ আড়ম্বরের প্রয়োজন কি?' এই বিবেচনায় রণগমনসময়ে মদ্দত্ত শূল ও মদীয় কবচ, পরিত্যাগ করত রণে গমন করিলেন। তৎপরে সেই ত্রিপুর-দৈত্যের সহিত শঙ্করের একবৎসর পর্য্যন্ত দিবানিশি যুদ্ধ হইল; কিন্তু কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না; উভয়ের সমভাবে যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রিয়ে! তাহার পর দৈত্যেন্দ্র পৃথিবীতলে চরণ নিক্ষেপ করত মায়াবলে পঞ্চাশৎ-কোটিযোজন ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। তখন জগৎপ্রভু শঙ্করও দৈত্যের বিনাশের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সেই ঊর্দ্ধদেশেই উত্থিত হইলেন। সেই নিরবলম্বন প্রদেশে একমাসপর্য্যন্ত নিয়ত যুদ্ধ হইতে লাগিল। বলবান্ ত্রিপুর, অস্ত্রসমূহ ও ধনু ছেদন করিল। শঙ্করও সেই দৈত্য-শ্রেষ্ঠের রথ ভগ্ন করত অস্ত্র ও ধনু প্রভৃতি ছেদন করিয়া অত্যন্ত কুপিতভাবে দানবের মস্তকে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। দানব সেই বজ্রমুষ্টিপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইল; ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া ক্রোধে শয়ান শিবকে উত্তোলন করত ভূতলে নিক্ষেপ করিল। রথসহ শঙ্কর ভূতলে পতিত হইলে, দেবগণ ও দেবর্ষিগণ অত্যন্ত ভীতচিত্তে আমাকে স্তব করত "কৃষ্ণ! পরিত্রাণ কর," এই কথা পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর অভয়-

কারণ জ্ঞানে নির্ভয়ে আমাকে স্মরণ করত সঙ্কট কাল-বিহিত মৎপ্রদত্ত স্তবে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আমি অংশে বৃষরূপ গ্রহণ করিয়া বিষাণদ্বারা মহাবিক্রমের সহিত সেই শয়ান শিবকে ধারণ করত স্বীয় কবচ ও অরিমর্দ্দন স্বীয় শূল তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তখন রুদ্রদেব অতি ঊর্দ্ধপ্রদেশে নিরাশ্রয়ে অবস্থিত দানবের সমীপবর্ত্তী হইয়া সেই শূলদ্বারা ত্রিপুরকে বিনাশ করিলেন; অসুর শূলপ্রহারে চূর্ণীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন শঙ্কর আমাকে দর্পহারী জানিয়া লজ্জিতান্তঃকরণে আমার স্তব করিতে লাগিলেন; দেবতা ও মুনিগণ শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাহার পর জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ সর্ব্বকর্ম্মে নির্লিপ্ত শঙ্কর, বিঘ্নের বীজস্বরূপ দর্প পরিত্যাগ করিলেন। প্রিয়ে! এই জগতে শিবের তুল্য আমার প্রিয়তম কেহ নাই, এই জন্য আমি প্রিয় শিবকে বৃষরূপে বহন করিয়া থাকি। প্রিয়ে! ব্রহ্মা আমার মনঃস্বরূপ, মহেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী দুর্গা আমার বুদ্ধিস্বরূপা এবং আমার নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত শক্তি প্রকৃতির অংশস্বরূপা; আমার বাক্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতা স্বয়ং সরস্বতী, গণেশ আমার হর্ষরূপ ও মঙ্গলের অধিদেবতা; ধর্ম্ম পরমার্থ ও হুতাশন আমার তেজঃস্বরূপ; কমলা আমার সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাতৃদেবী। ৪২—৬১। আর তুমি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাতৃদেবী ও সর্ব্বদা প্রাণাধিকা। গোপাঙ্গনাগণ তোমার অংশসম্ভূতা বলিয়া আমার প্রিয়তমা। গোলোকবাসী গোপগণ আমার লোমকূপসম্ভূত, সূর্য্য আমার তেজঃস্বরূপ, বায়ু প্রাণস্বরূপ, বরুণ আমার শরীরস্থিত জলস্বরূপ, পৃথিবী আমার মনঃসম্ভূতা, মহাকাশ আমার শূন্যরূপ, মদন আমার মানসোদ্ভূত এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার কলাংশের অংশসম্ভূত; ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টি-বীজ,—আমি এ সকলেরই বীজস্বরূপ, পরমাত্মা ও নিরাশ্রয়। কর্ম্মভোগের অধিকারী জীব আমার প্রতিবিম্বস্বরূপ; কিন্তু আমি তাহার সাক্ষী,—নিশ্চেষ্ট ও সকলকর্ম্মভোগহীন। আমি স্বেচ্ছাময়; আমার দেহধারণ কেবল ভক্তের ধ্যানের নিমিত্ত; আমিই পরাৎপর প্রকৃতি ও পুরুষ। হে রাধে! যেরূপে শিবের দর্প ভঙ্গ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। নারায়ণ বলিলেন, পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে দেবী রাধিকা নিগূঢ় বাঞ্ছিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন;—ভগবন্! তুমি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, সকলের বীজস্বরূপ ও সনাতন; অতএব হে ভবভয়-ভঞ্জন! আমার এই বাঞ্ছিত প্রশ্নের বিশদরূপে উত্তর প্রদান কর। ৬২—৬৯। ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্বজ্ঞানের অধিষ্ঠাতা দেবতা, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, মৃত্যুঞ্জয় ও কালের কালস্বরূপ এবং তোমার তুল্য মহান্। তিনি কেন গাত্রে বিভূতি লেপন করেন? তাঁহার পঞ্চবদন ও ত্রিনয়নই বা কেন? তিনি দিগম্বর, জটাধারী ও ফণিভূষণই বা হইলেন কেন? তিনি দেবশ্রেষ্ঠ, তথাপি উত্তম বাহন পরিত্যাগ করিয়া বৃষারোহণে গমনাগমন করেন এবং রত্নসারনির্ম্মিত ভূষণাদি কিছুই অঙ্গে ধারণ করেন না কেন? কেনই বা তিনি বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র পরিত্যাগ করত শার্দ্দূলচর্ম্ম পরিধান করেন? ও পারিজাতকুসুম পরিত্যাগ করিয়া ধুস্তুর-পুষ্প ধারণ করেন? তাঁহার রত্নকিরীটে ইচ্ছা নাই; কিন্তু জটাজূটধারণে পরমা প্রীতি; সেই বিভুর দিব্য-লোক পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানেই অধিক স্পৃহা এবং চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, সিন্দূর ও কুঙ্কুম প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া বিল্বপত্রে ও বিল্বকাষ্ঠানুলেপনেই অভিলাষ ইহার কারণ কি? হে প্রভো! এই সমস্ত বিষয় জানিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিতে আমার মন অত্যন্ত স্পৃহাযুক্ত ও কৌতুহলী হইয়াছে,—অতএব হে নাথ! সেই বিষয় সবিস্তারে বর্ণন কর। ৭০—৭৬। মধুসূদন রাধিকার বাক্য শ্রবণে হাস্য করত রাধিকাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক শিবসম্বন্ধীয় সেই সমস্ত বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন, প্রিয়ে! পূর্ব্বে মহেশ্বর ষষ্টিসহস্র যুগ তপস্যা করত পূর্ণতম হইয়া বিরত হন; তৎপরে মনে মনে আমাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমি কিশোর শ্যামসুন্দর অতি কমনীয় বেশে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলে তিনি আমার সেই মনোহর রূপ দর্শন করিলেন। ত্রিলোচন আমার সেই অনুত্তম রূপরাশি সন্দর্শনে লোচনযুগলের তৃপ্তির শেষ করিতে পারিলেন না; তখন আমার ভক্ত শঙ্কর নির্নিমেষ লোচনে আমাকে দর্শন করত পরিতৃপ্ত না হইয়া প্রবলভক্তির উদ্রেকে প্রেমবিহ্বল হইয়া এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন;—সহস্রবদন অনন্ত ও চতুর্মুখ ব্রহ্মা বহুলোচনে ভগবানের দর্শন ও বহু বদনে তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, আমি ঈদৃশ লোচন ও বদন প্রাপ্ত হইয়া লোচনযুগলে ভগবানের রূপ দর্শন ও এক বদনে প্রভুর স্তব কিরূপে করিব? শঙ্কর এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া তপোমগ্ন হইলে তখন তাঁহার আর চারিবদন উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বের বদনসহ তাঁহার পাঁচটী বদন হইল। তাঁহার এক একটী বদন

তিনটী তিনটী লোচনযুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; এই জন্য তাঁহার নাম পঞ্চবদন ও ত্রিলোচন হইয়াছে। স্তব অপেক্ষা আমার দর্শনেই শিবের অধিক প্রীতি জন্মে, সেই জন্যই তাঁহার অধিক লোচন হইয়াছে। প্রিয়তমে! ব্রহ্মস্বরূপ শঙ্করের নয়নসমূহ সত্ত্ব, রজ ও তমগুণসম্পন্ন; তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৭৭—৮৭। শম্ভু সত্ত্বাংশসম্ভূত নয়নদ্বারা দর্শন করত সাত্ত্বিকদিগকে রক্ষা করেন ও রজোগুণাংশসম্ভূত নয়নে রাজসিক ব্যক্তিদিগকে এবং তামসনেত্রযোগে তামস জনদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পরে সংহারকালে শঙ্করের ললাটস্থিত তামস নয়ন হইতে সংহার করিবার নিমিত্ত অগ্নি আবির্ভূত হয়; সেই অগ্নি কোটিতালবৃক্ষপ্রমাণ, কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী; তাহার শিখা আকাশ-মার্গ-স্পর্শী অতি দীর্ঘ; সেই অগ্নি ত্রিভুবন দগ্ধ করিতেও সক্ষম। প্রিয়ে! শঙ্কর প্রাণাধিকা সতীর দেহ-সংকারের ভস্ম শরীরে লেপন করিয়া বিভূতিভূষিত হইয়াছেন এবং সেই সতীর অস্থিমালা তাঁহার প্রেমবশতঃ গলদেশে ধারণ করিয়াছেন। মহেশ্বর যদ্যপি পরমাত্মাস্বরূপ, তথাপি তিনি সতীদেহ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া পূর্ণ একবৎসরকাল নগরে নগরে ভ্রমণ করত রোদন করিয়াছিলেন। সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছে, সেই সেই স্থান মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদ সিদ্ধপীঠ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে রাধিকে! সেই সময়ে শঙ্কর শবের অবশিষ্ট ভাগ বক্ষে ধারণ করত মূর্চ্ছিত হইয়া সিদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইলেন। তখন আমি মহেশ্বরসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে করত প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া শোকহর দিব্যতত্ত্ব তাহাকে উপদেশ দিলাম। তৎপরে শিব সন্তুষ্ট হইয়া স্বমন্দিরে গমন করত কালক্রমে সেই সতীকেই মূর্ত্ত্যন্তররূপে প্রাপ্ত হইলেন। বিভু যোগবলে দিক্‌বসন ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার অন্য বসনে স্পৃহা নাই। তিনি তপস্যাকালে জটা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা বিবেকবশতঃ অদ্য পর্য্যন্তও ধারণ করিতেছেন তিনি যোগী, এজন্য তাঁহার কেশ-সংস্কার ও স্বীয় অঙ্গের বেশভূষাতে স্পৃহা নাই চন্দন ও পঙ্কে, লোষ্ট্র, ও রত্ন মণিশ্রেষ্ঠে তাঁহার সমভাব ৮৮—৯৮। কোন সময়ে গরুড়ভয়ে সর্পগণ শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়াছিল, এজন্য তিন শরণাগত সেই সমস্ত সর্পদিগকে কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন অন্য কেহ তাঁহাকে বহন করিতে সক্ষম নহে, এজন্য আমি বৃষরূপে তাঁহাকে বহন করিয়া থাকি। সেই বৃষ ত্রিপুরাসুরের বধের সময়ে আমার কলাংশরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছে; আর পারিজাতপুষ্প ও সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি আমাকে প্রদান করিয়াছেন, অতএব শঙ্করের তাহাতে প্রীতি হয় না। তাঁহার কেবল ধুস্তুরপুষ্পে, বিল্বপত্রে, বিল্বকাষ্ঠের অনুলেপনে, গন্ধহীন পুষ্পে ও যোগে অভিলাষ; ব্যাঘ্রচর্ম্মেই সর্ব্বদা প্রীতি; তাঁহার মন দিব্যশয্যায়, দিব্যলোকে ও জনতাপূর্ণ স্থানে আসক্ত হয় না; কেবল অতি নির্জ্জন-শ্মশানে দিবানিশি আমাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। শিব, ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় জ্ঞান করেন। কেবল অনির্ব্বচনীয় আমার এই রূপে তাঁহার মন নিয়ত মগ্ন। ব্রহ্মার পতন হইলেও শিবের বিনাশ হয় না; তাঁহার আয়ুর সংখ্যা আমিই জানি না, শ্রুতি কি জানিবে? শঙ্কর মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞান ও আমার তুল্য তেজঃশালী শূল ধারণ করেন; অতএব আমি ব্যতীত তাঁহাকে অন্য কেহই পরাজয় করিতে সক্ষম নহে। শঙ্কর আমার প্রাণ হইতেও অধিক, পরমাত্মাস্বরূপ এবং মঙ্গলময়। সেই ত্র্যম্বকে আমার মন নিয়ত নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। তাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়তর কেহ নাই; আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; আমার মায়ায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সমাচ্ছন্ন; সেই মায়া ব্যতীত শঙ্করকে অন্য কেহই মোহিত করিতে সক্ষম হয় না। আমি গোলোকে, বৈকুণ্ঠে ও তোমার বক্ষঃস্থলেও সর্ব্বদা বাস করি না; কিন্তু আমি শিবের হৃদয়মাঝে সর্ব্বদা প্রেমপাশে বদ্ধ। শঙ্কর পঞ্চ বক্ত্রে সুতানলয়ে আমার গাথা সর্ব্বদা গান করেন; এই জন্যই আমি তাঁহার সমীপে সর্ব্বদা বাস করি। তিনি ভ্রূভঙ্গিলীলায় যোগবলে ব্রহ্মাণ্ডনিকরের নাশ ও সৃজন করিতে সক্ষম; তাঁহার তুল্য যোগী এজগতে কেহ নাই। যে শঙ্কর দিব্যজ্ঞানবলে মৃত্যু ও কাল প্রভৃতিকে ভ্রূভঙ্গির লীলাক্রমে নাশ ও সৃষ্টি করিতে সক্ষম; সে শঙ্কর হইতে জ্ঞানী কেহই নাই। তিনি পঞ্চবদনে দিবানিশি আমার যশ গান ও নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং আমার রূপ সর্ব্বদা ধ্যান করেন; অতএব এ জগতে শঙ্কর হইতে ভক্ত কেহ নাই। আমি, সুদর্শন ও শম্ভু;—আমরা সকলেই তেজে সমান; স্রষ্টা ব্রহ্মা যোগবলে ও তেজে আমাদের সমান নহেন। প্রিয়ে! এইরূপে তোমার নিকটে শঙ্করের যশ, বল ও দর্পভঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণন করিলাম, পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে অভিলাষ, বল। ৯৯—১১৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

রাধিকা বলিলেন, হে সন্দেহভঞ্জন! মহাত্মা শঙ্কর এইরূপ সকলের ঈশ্বর ও বিভু, কিন্তু তাঁহার উচ্ছিষ্ট বস্তু প্রশস্ত নহে, ইহার কারণ কি, বল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে দেবি! পাপরূপ ইন্ধনসমূহের দহনে অগ্নিশিখাতুল্য পুরাতন ইতিহাস তোমার নিকটে বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সনৎকুমার বৈকুণ্ঠধামে গমন করত দেখিলেন, নারায়ণ ভোজন করিতেছেন। তখন দ্বিজোত্তম তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করত গূঢ়স্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ভক্তবৎসল সন্তুষ্ট হইয়া ভুক্তাবশেষ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। দ্বিজ প্রাপ্তমাত্রেই তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজন করিলেন। সেই দুর্লভবস্তু কিছু বন্ধুগণের ভক্ষণের নিমিত্ত রাখিলেন। তৎপরে সনৎকুমার সিদ্ধাশ্রমে স্বীয় গুরু শূলপাণিকে তাহা প্রদান করেন। শঙ্কর প্রাপ্তিমাত্র অতিশয় ভক্তিউদ্রেকবশতঃ তাহা ভক্ষণ করেন। সেই সুদুর্লভ বস্তু ভক্ষণের পর তিনি প্রেমবিহ্বল ও পরম আনন্দিত হইয়া পুলকিত শরীরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি পঞ্চবদনে মধুরকণ্ঠে রাগভেদে তাল মান লয় করিয়া ভক্তিসহকারে আমার গুণ গান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার হস্ত হইতে ডমরু ও শৃঙ্গ এবং কটিদেশ হইতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম স্খলিত হইল; তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। তিনি স্বয়ং রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়া, সেই সময়ে আমার এই কমনীয় রূপ একাগ্রচিত্তে ধ্যান করত হৃদয়স্থিত সহস্রদলপদ্মের অভ্যন্তরে স্থিত আমাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দুর্গতিনাশিনী দুর্গা আনন্দে প্রসন্নবদনে শীঘ্র তথায় আগমন করিলেন। আগমন করিয়া দেখিলেন যে, শূলপাণি ভক্তিভাবে রোদন করত মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে হাস্য করত দেবী তাহার কারণ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সনৎকুমার বদ্ধাঞ্জলিকরে তাঁহাকে সমস্ত বিষয় বলিলেন। দেবী তৎশ্রবণে শিবের প্রতি অত্যন্ত কুপিতা হইলেন। তাঁহার অধর-পুট কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি শঙ্করকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যতা হইলেন। শঙ্কর দেবীর সেই ভাব জানিতে পারিয়া গাত্রোত্থান করত তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিবিধ স্তব করিলেন। শিবা সেই মনোহর স্তোত্র শ্রবণ করত ভগবানকে শাপ প্রদান না করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট পণ্ডিতগণের অভক্ষ্য ও দূষিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ১—১৫। তপস্যাবলে সৌভাগ্যশালী পুরুষগণের প্রভাবের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকর্ত্তা পর্য্যন্তও পার্ব্বতীভয়ে কম্পিত হইলেন। তখন জগন্মাতা গুণপ্রসবিনী দুর্গা কোপে রক্ত-পঙ্কজ-লোচনা হইয়া শঙ্করকে নীতিসার বাক্য বলিতে লাগিলেন;—নাথ! তুমি ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকর্ত্তা, এবং আমি শৈলতনয়া; যখন আমার দর্শনেই তুমি কম্পিত হইতেছ, তখন জীবগণের তপস্যা ও তেজের প্রভাব কি আছে? তুমি জগতের পালনকর্ত্তা, বিশেষতঃ আমার পালনকর্ত্তা; তুমি বেদবক্তা, বেদের জনক ও স্বয়ং বিভু; তুমি মুক্তি ও সর্ব্বসম্পদ্দানেও তৎপর; কিন্তু তুমিই যদি দুর্নীতি আচরণ কর, তাহা হইলে, কে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে? নাথ! আমি তোমার সর্ব্বদা প্রতিপাল্যা, পোষ্যা ও কিঙ্করী; আমি কেবল কর্ম্মদোষেই হরির নির্ম্মাল্য-ভক্ষণে বঞ্চিত হইলাম! কোন বস্তু মূল্য দ্বারা ক্রয় করিলে তাহা বিশুদ্ধ হয়; কোন বস্তু বায়ুতে শুদ্ধ হয় ও কোন বস্তু প্রক্ষালনে বিশুদ্ধ হয়; কিন্তু বিষ্ণুর নিবেদনে সমস্ত বস্তুই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ বিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন দ্বারা সমস্ত দেবপূজা, পিতৃগণ ও অতিথি-সমূহের সৎকার প্রভৃতি করিবে; ইহা বেদে নিরূপিত আছে। অনিবেদিত বস্তু অভক্ষ্য এবং হরির নিবেদিত বস্তুই ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। হরির নিবেদিত বস্তু ভক্ষণ করিলে মানব হরিতুল্য হইতে পারে। সাধুশীল ব্যক্তি ইচ্ছাক্রমে যদি হরির নিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ করে, তবে তাঁহার ষষ্টিসহস্র বৎসরের তপস্যার ফল লাভ হয়। যে ভক্ত প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্য হরিকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার তপস্যার কোন প্রয়োজন থাকে না। সে তপস্যা ব্যতীতই হরিসম তেজস্বী হইতে পারে। আমি পুষ্করতীর্থে মুনিদিগের সভায় তোমার মুখে যেরূপ হরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কিরূপে বর্ণন করিব? কারণ তুমি বেদকর্ত্তা, তুমি যেরূপ বর্ণন করিয়াছ, আমার সেরূপ বর্ণন করা অসম্ভব। ১৬—২৭। প্রভো! বহুকাল তপস্যা করিয়া তোমাকে পতিরূপে লাভ করিয়াছি; তুমি বিষ্ণুর প্রসাদে আমাকে কেন বঞ্চিত করিলে? মহেশ্বর! তুমি আমাকে বিষ্ণুর নৈবেদ্য-প্রদানে বঞ্চিত করিয়াছ, সেই জন্য তুমি আমা হইতে এই ফল ভোগ কর;—যে ব্যক্তি অদ্য প্রভৃতি তোমা

নিবেদিত বস্তু ভক্ষণ করিবে, তাহাকে ভারতে এক জন্ম কুক্কুরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। পার্ব্বতী এই কথা বলিয়া মানভরে বিভুর পুরোভাগে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পার্ব্বতীর সেই অবস্থার দৃষ্টি নীলকণ্ঠের কণ্ঠদেশে পতিত হওয়াতে, তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইল। তৎকালে শিব ভক্তিসহকারে এবং সাদরে শিবাকে বক্ষে ধারণ করত বিবিধ স্তুতি-বাক্যে মান ভঞ্জন করিলেন, এবং হস্ত দ্বারা তাঁহার নয়নজল মার্জ্জন করত মনোহর বিবিধ নীতিবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তখন দেবী সন্তুষ্টা হইয়া প্রাণেশ্বরকে বলিলেন, নাথ! হরির নৈবেদ্য ব্যতীত আমি শরীর পরিত্যাগ করিব। প্রভো! আমি কেবল তোমার সৌভাগ্যে বর্দ্ধিতা বলিয়া দেহ ধারণ করি; কিন্তু যদি সেই সৌভাগ্যেই বঞ্চিতা হইলাম, তাহা হইলে, এ দেহধারণে প্রয়োজন কি? প্রভো! আমি জন্ম-মৃত্যু-জরা-হর তোমার নৈবেদ্য দূষিত করিয়াছি. অতএব দেখ সেই জন্য আমি দেহ ত্যাগ করিতেছি;—হে মহেশ্বর! তোমার লিঙ্গোপরি যে যে বস্তু প্রদত্ত হইবে, তাহাই অগ্রাহ্য হইবে; কিন্তু তাহা বিষ্ণুর নিবেদিতবস্তুমিশ্রিত হইলে পবিত্র হইবে; এই কথা বলিয়া দেবী দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলে, হর ত্রস্তভাবে তাঁহার স্তব করিয়া তাহাই স্বীকার করত বলিলেন, সুন্দরি! আমার বহু অপরাধ হইলেও তোমার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; হে কৃপাময়ী! আমি তোমার তপস্যা দ্বারা ক্রীত ভৃত্য; আমার প্রতি কৃপা কর। হে জগন্মাতঃ! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির বীজস্বরূপা সনাতনী; অতএব হে চণ্ডিকে! তুমি মহাদেবী হইয়া এরূপ ক্রোধ করিতেছ কেন? স্থির হও। ২৮—৪০। হে নির্গুণে! তুমি গুণাতীত গোলোকনাথের নিয়ত সহচারিণী সর্ব্ব শক্তিস্বরূপা; তুমি সাকারা, নিরাকারা ও স্বেচ্ছাময়ী। হে প্রিয়ে! সেই প্রভুর কৃপায় তুমি আমার বক্ষে অবস্থান করিতেছ; তুমি সর্ব্ববীজস্বরূপা, মহামায়া ও মনোহারিণী। দেবি! তুমি সকল প্রকার সিদ্ধি, মুক্তি ও কৃষ্ণপদে অকৃত্রিম ভক্তি প্রদান করিয়া থাক; আমি সাক্ষাৎ হরির নৈবেদ্য প্রদান করিতে কিছুতেই সক্ষম নহি; তাহা হইলে হে নির্গুণে! তুমি দেহ ত্যাগ করত সেই নির্গুণসমীপেই গমন কর। চন্দ্রশেখর এই কথা বলিয়া নীরব হইলে পার্ব্বতী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এইরূপে শঙ্কর পূর্ব্বে পার্ব্বতীর স্তব করিয়াছিলেন. যে ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শঙ্করকৃত এই স্তোত্র পাঠ করে, সে নিশ্চয় সেই ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে এবং তাহার মিত্রভেদ দূরীভূত হইয়া উত্তম প্রীতির সংস্থাপন হয়; পার্ব্বতী সন্তুষ্টা হইয়া সর্ব্বদা তাহার গৃহেই অবস্থান করেন; তাহার গৃহ কদাচ পরিত্যাগ করেন না। ৪১—৪৭।

শঙ্করকৃত পার্ব্বতীস্তোত্র সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, প্রিয়ে! পার্ব্বতীদেবী প্রাণনাথ মহেশ্বরের প্রভিজ্ঞা শ্রবণে সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে শীঘ্র স্নানের নিমিত্ত মন্দাকিনীতে গমন করিলেন; তৎপরে স্নান করিয়া দেবী ভক্তিভাবে নির্গুণ অভীষ্টদেবের পূজা করত শীঘ্র মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিলেন। তখন শিব স্নান করত পরমভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়স্থিত ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন হরির অর্চ্চনা করিয়া আমার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন আমি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গমন করত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া হরকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিলাম। পার্ব্বতী তরুমূলে সমাগতা হইয়া আমার নৈবেদ্য লাভ করিলেন। সেই ভোজনা-বশিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পার্ব্বতী স্বীয় ভর্ত্তার সহিত আনন্দে ভোজন করত ভক্তিসহকারে শঙ্করকে স্তব করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। সুরেশ্বরি! যেরূপে শঙ্করের নির্ম্মাল্য অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছে, তোমার নিকটে সেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বর্ণন করিলাম। ৪৮—৫৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দেবি! জগদ্গুরু শঙ্করের দর্পভঙ্গবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে যেরূপে দুর্গার দর্প ভঙ্গ করিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে জগৎপ্রসবিনী দুর্গা সমস্ত দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়া মনোহর কমনীয় কামিনীরূপ ধারণ করেন; তৎপরে দানবগণকে বধ করিয়া দেবকুল রক্ষা করিয়াছেন। তাহার পর তিনি দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করত সুরসেব্য পিনাকপাণিকে পতিরূপে লাভ করিয়া পরম ভক্তির সহিত স্বামিসেবায় রতা হন। পরে এক সময়ে ব্রহ্মা হিমালয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; তাহাতে দেবগণের সভা হয়। সেই সভায় দৈববশতঃ দক্ষের সহিত শিবের নিরর্থক শত্রুতা হয়। তৎপরে দক্ষ সেই যজ্ঞ হইতে ক্রোধে স্বভবনে আগমন করত স্বয়ং যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে

শিব ভিন্ন সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার পর দেবগণ সস্ত্রীক দক্ষভবনে আগমন করিলেন; কিন্তু শঙ্কর ক্রোধে ও অভিমানবশতঃ কিঙ্করগণের সহিত তথায় গমন করিলেন না। তখন সতী মোহবশতঃ পতিকে যত্নপূর্ব্বক প্রবোধবাক্য বলিয়াও তাঁহার মন বিচলিত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি স্বয়ং অত্যন্ত চঞ্চলা হইলেন তৎপরে সদর্পে শঙ্করের অনুমতিক্রমেই পিতৃগৃহে গমন করাতে শিবের শাপে তাঁহার দর্প ভঙ্গ হইল। সতী পিতৃগৃহে গমন করাতে পিতা দক্ষ তাঁহাকে বাক্যপ্রয়োগেও সম্ভাষণ না করিয়া, বহু শিবনিন্দা করিলেন। সতী পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া অভিমানে প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রিয়ে! যেরূপে সতীর দর্প ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তাঁহার জন্মান্তরে যেরূপে দর্পভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১—১১। সতী প্রাণত্যাগ করত হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। শিব, প্রেমবশে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চিতাভস্ম ও অস্থি গ্রহণ করত অস্থি দ্বারা মালা ও ভস্মদ্বারা অনুলেপন করিলেন এবং প্রেমে বিহ্বল হইয়া সতীকে বারংবার স্মরণ করত নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মেনকা বিধাতার সৃষ্টির অনুপমা অতি মনোহারিণী সেই দেবীকে প্রসব করিলেন। গুণপ্রসবিনী দেবী উমা নিখিল গুণ ও রূপ ধারণ করত শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সমস্ত দেবপত্নীগণ তাঁহার ষোড়শাংশের একাংশের স্বরূপ হইলেন না। দেবী শৈলগৃহে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তৎপরে এক সময়ে সেই জগজ্জননীকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপ দৈববাণী হইল 'শিবে! তুমি কঠোর তপস্যা করত শিবকে পতিরূপে লাভ কর, তুমি গর্ভসম্ভূতা হইয়াছ; অতএব তপস্যা ব্যতীত ঈশ্বরকে পতি লাভ করিতে পারিবে না।" এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শৈলতনয়া যৌবন-গর্ব্বে হাস্য করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—যিনি আমার জন্মান্তরীয় ভস্ম ও অস্থি ধারণ করিতেছেন তিনি কি ইহ জন্মে আমাকে ঈদৃশ নবযৌবনা দেখিয়াও গ্রহণ করিবেন না? যে বিদগ্ধ পুরুষ আমার শোকে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি আমাকে এরূপ পরমাসুন্দরীদর্শনেও কেন গ্রহণ করিবেন না? যে কৃপাময় আমার জন্য দক্ষের যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছেন, তিনি জন্মে জন্মে কেনই বা আমা-সদৃশী পত্নী গ্রহণ করিবেন না? যে রমণী যাহার পত্নী ও যে পুরুষ যে রমণীর পতি, প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছে, কেবল দাতাই ভিন্ন ভিন্ন; কারণ প্রকৃত কর্ম্মফলের অন্যথা কখনও হয় না। ১—২২। এইরূপ বিবেচনা করত সাধ্বী গিরিজা সর্ব্বরূপগুণধারী শিবকে আত্মীয় জ্ঞানে ঈশ্বর জানিয়াও আরাধন করিলেন না এবং তখন তাঁহার মনে এইরূপ গর্ব্ব সঞ্চারিত হইল যে, সুন্দরীগণের মধ্যে আমা অপেক্ষা সুন্দরী আর কেহ নাই, শিবা এইরূপ বিবেচনা করত গর্ব্বে তপস্যা করিলেন না। তিনি আরও ভাবিলেন যে, পুরুষ মাত্রেই রূপযৌবনশালিনী রমণীদিগের প্রার্থী হয়; অতএব শিব আমার রূপযৌবনের বিষয় শ্রবণ করত তপস্যা ব্যতীতই আমাকে গ্রহণ করিবেন। গিরিজা এইরূপ হৃদয়ে ধারণা করত হিমালয়গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক সখীগণমধ্যে ক্রীড়ায় নিমগ্না থাকিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক দিন এক জন দূত শৈলেন্দ্রের সভায় আগমন করত শৈলরাজের সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে মধুরবাক্য বলিতে লাগিলেন, হে শৈলেন্দ্র! আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন, শীঘ্র অক্ষয়-বটসমীপে গমন করুন, তথায় মহাদেব বৃষারোহণে প্রমথগণসহিত সমাগত হইয়াছেন। হে শৈলরাজ! আপনি ভক্তিনতমস্তকে মধুপর্ক প্রভৃতি প্রদান করত ইন্দ্রিয়ের অবিষয় সেই দেবেন্দ্র শঙ্করকে পূজা করুন। রাজন্! তিনি সিদ্ধিস্বরূপ, সিদ্ধির ঈশ্বর, যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু। তিনি মৃত্যুঞ্জয়, কালের কাল, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ও সনাতন। তিনি পরমাত্মাস্বরূপ, সগুণ ও নির্গুণ বিভু। সেই ঈশ্বর কেবল ভক্তগণের ধ্যানের নিমিত্ত দেহ ধারণ করিয়াছেন। ২৩—৩১। শৈলরাজ দূতবাক্য শ্রবণ করত সানন্দ হৃদয়ে গাত্রোত্থান করিয়া মধুপর্ক প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র শঙ্করের সমীপে গমন করিলেন, দূতমুখে শঙ্করের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দেবী গিরিজার বদনমণ্ডলও প্রফুল্ল হইল। তিনি হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, শঙ্কর আমার জন্য আগমন করিয়াছেন। এইরূপ ভাবিয়া উত্তম বেশ-ভূষা করিলেন; মনোহর বস্ত্র পরিধান করত রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত মনোহর রত্নমালা গলে প্রদান করিলেন এবং পারিজাত-কুসুমের মালাও চন্দনযুক্ত করিয়া গলে প্রদান করত শঙ্করের নিমিত্ত নানারূপ অভিলাষপূর্ব্বক দর্পণতলে স্বীয় মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া ললাটদেশে কস্তুরীবিন্দুর সহিত বিন্দুরবিন্দু বিন্যস্ত করিলেন এবং আরক্ত নেত্রযুগল নির্ম্মল অঞ্জন দ্বারা সুশোভিত করিলেন। যোধ

হইল, যেন শরৎকালে মধ্যাহ্নবিকশিতপদ্ম অলিশ্রেণীতে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে তাঁহার অধরোষ্ঠ যুগল তাম্বুলরাগে রঞ্জিত হইয়া পক্ক বিম্বফলের ন্যায় অতি রমণীয় শোভায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার গণ্ডস্থল সূর্য্যোদয়ে প্রজ্জ্বলিত সুমেরু-শিখরের ন্যায় কর্ণলম্বিতকুণ্ডলের দীপ্তিতে বিরাজিত হইল; দন্ত-পংক্তি জলদাগমে সজ্জন মুক্তাসমূহের ন্যায় অতি অনির্ব্বচনীয়! মেরু যেরূপে মন্দাকিনীর জলধারায় সুশোভিত, সেইরূপে গিরিতনয়ার সুচারু নাসিকাও গজমুক্তায় শোভিত হইয়া মাধুর্য্য বিস্তার করিতে লাগিল। যেরূপ নবীননীরদতলে বকশ্রেণী মনোহরভাবে শোভা পায়, তদ্রূপ দেবীর কবরীভারে মালতীমাল্য বিন্যস্ত হওয়াতে শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার বক্ষঃস্থলের আভা তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও মনোহর। মন্দাকিনীর জলধারার ন্যায় বিশুদ্ধরত্ন-নির্ম্মিত তাঁহার হারশ্রেণী শোভা পাইল। তাঁহার চিত্রিতপত্রাবলীযুক্ত বদরীফলের ন্যায় চারুচম্পকবর্ণ স্তনযুগল অতি মনোহর। তাঁহার মধ্যদেশ ক্ষীণ ও অতি মনোহর; নাভিদেশ নিম্ন এবং উজ্জ্বল শোভা-সম্পন্ন; উদর বর্ত্তুলাকার অথচ অত্যন্ত রমণীয়। দেবীর উরুযুগল রম্ভাতরু-বিনিন্দিত, অতি মনোহর, সুকঠিন, কামের আলয়স্বরূপ; উহা বস্ত্রদ্বারা আবৃত। তাঁহার স্থলপদ্মের প্রভাহারী চরণযুগল অতি মনোহর, তাহাতে রত্নময় পাবক প্রদানপূর্ব্বক অলক্তক বিলেপন করিলেন। তিনি চরণযুগলে রাজহংসানুকারী মঞ্জীর ও শরীরে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত শ্রেষ্ঠ রত্নাভরণ ধারণ করিলেন। তাঁহার কনকপ্রভ সুকোমল কর রত্নকঙ্কণ, কেয়ূর ও শঙ্খভূষণে বিভূষিত। দেবী শিরোদেশে লালীকমলে উজ্জ্বলীকৃত বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত মুকুট ও করে সুমনোহর অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিলেন। ৩২—৫০। দেবী গিরিতনয়া স্বীয় রূপ দর্শন করিয়া মনে মনে ভর্ত্তা শঙ্করের চরণযুগল বিশেষরূপে গ্রহণ করত তাঁহাকে নিয়ত স্মরণ করিতে লাগিলেন। শিব ব্যতিত পিতা মাতা বন্ধু সাধ্বীসমূহ সহোদর কেহই তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হইল না। তখন তাঁহার সকল চিন্তা শঙ্করগত হইল। অনন্তর শৈলেশ্বর তথায় গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন,—চন্দ্রশেখর মন্দাকিনীর রমণীয় পুলিন হইতে সাহাস্যবদনে তথায় সমাগত হইয়াছেন। তিনি সংস্কৃত মালা ধারণ করত আমার নাম নিয়ত জপ করিতেছেন, তাঁহার মস্তক তপ্তকাঞ্চনপ্রভাহারী জটাভারে বিরাজিত। তিনি বৃষারূঢ় ও সর্পভূষণে বিভূষিত; তাঁহার অঙ্গজ্যোতি শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, পরিধান ব্যাঘ্র-চর্ম্ম। তাঁহার কলেবর বিভূতি-ভূষণে ভূষিত; গলদেশ অস্থিমালায় মনোহর শোভা পাইতেছে। তিনি দিগম্বর; তাঁহার পঞ্চবদনে কোটিসূর্য্যসম প্রভাশালী তিনটী তিনটী নয়ন দীপ্তি পাইতেছে। শৈলরাজ দেখিলেন, ভগবানের চারিদিকে ব্রহ্মতেজে প্রজ্জলিত রুদ্রগণ; বামে ও দক্ষিণে নন্দিকেশ্বর এবং ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, ক্ষেত্রপাল ও ভীমবিক্রম ভৈরবগণ অবস্থান করিতেছেন তাঁহার পুরোভাগে সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন, জৈগীষব্য, দেবল, কণাদ, গৌতম, পিপ্পলাদ, আপিশঙ্গ, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, কঠ জাবালি, করথ, কণ্ব, সূর্য্যসদৃশ তেজঃ-শালী লোমশ, কাত্যায়ন, পাণিনি, শঙ্খ, দুর্ব্বাসা, শাতাতপ, পারিভদ্র, অষ্টাবক্র, প্রভৃতি অদ্ভুত ঋষিগণ অবস্থান করিতেছেন। শৈলেশ্বর ইহাদিগকে প্রণাম-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া শিবকে প্রণাম করিলেন এবং গাত্রোত্থান করত ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চরণকমল ধারণ করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মদিনাবসানে সূর্য্য পূর্ব্বকালে পুষ্করতীর্থে যেরূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তৎকালে সেই প্রহার রূপ দর্শন করিয়া গিরিরাজ ধর্ম্মদত্ত স্তোত্রে পরমেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫১—৬৪। হে প্রভো! তুমি ব্রহ্মারূপে সমস্ত সৃজন কর, বিষ্ণুরূপে পালন কর ও শিবরূপে মঙ্গল প্রদান কর এবং অন্তকালে জগৎ সংহার কর। বিভো! তুমি গুণাতীত ঈশ্বর জ্যোতিস্বরূপ ও সনাতন; তুমি প্রকৃতিস্বরূপ, প্রকৃতির অংশ, প্রাকৃত ও প্রকৃতি হইতেও পৃথক্; ঈশ! তুমি ভক্তগণের ধ্যানের নিমিত্ত নানা রূপ ধারণ করিয়া থাক; তোমার যখন যে রূপে প্রীতি জন্মে, তখনই সেই রূপের আবির্ভাব হয়। তুমি সৃষ্টির কারণীভূত, সর্ব্বতেজের আধার সূর্য্য-স্বরূপ এবং তুমিই চন্দ্ররূপে শীতল কিরণে শস্য প্রভৃতি রক্ষা কর। হে প্রভো! তুমি বায়ু বরুণ ও সর্ব্বদাহক অগ্নিস্বরূপ এবং তুমিই দেবরাজ ইন্দ্র কাল মৃত্যু এবং যমস্বরূপ। তুমি স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় এবং কালের কাল, মৃত্যুরও মৃত্যু, যমেরও যমস্বরূপ। তুমি বেদ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ-পারগ, পণ্ডিত, পাণ্ডিতগণের জনক ও বিদ্বানগণের গুরু বলিয়া নিরূপিত আছ। তুমি মন্ত্র জপ ও তপস্যাস্বরূপ এবং তপস্যার ফল-প্রদ। তুমি বাক্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, তৎকর্ত্তা ও তাহার গুরু এবং তুমি সরস্বতীর বীজস্বরূপা; অত-

এব তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? শৈলেন্দ্র এইরূপ স্তব করিয়া ভগবানের চরণকমল ধারণ করিয়া রহিলেন। তখন শিব তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বৃষোপরি সমাসীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই মহাপুণ্য স্তোত্র যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, সে ব্যক্তি এই ভবার্ণবে সকল পাপ হইতে ও সকল প্রকার ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে। অপুত্র ব্যক্তি যদি এই স্তোত্র এক মাস পর্য্যন্ত পাঠ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয় পুত্র লাভ করে এবং ভার্য্যাহীন ব্যক্তি একমাস ঐ স্তব পাঠ করিলে সুশীলা ভার্য্যা লাভ করিতে পারে। ৬৫—৭৫। এই স্তোত্র পাঠে ও শঙ্করের প্রসাদে বহুকালের হৃত বস্তু লব্ধ হয় এবং রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি রাজ্য লাভ করে; তাহাতে সন্দেহ নাই। কারাগারে-শ্মশানে, শত্রুগ্রস্ত হইলে, গভীর জলাকীর্ণ স্থানে, জলমগ্ন হইলে, বিষভোজনে, বনমধ্যে এবং হিংস্রজন্তুপূর্ণ ভয়জনক প্রদেশে পতিত হইয়া, যদি কেহ এই স্তোত্রে শঙ্করকে স্তব করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি শঙ্করের প্রসাদে সেসমস্ত বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ৭৬—৭৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, গিরিরাজ বৃষে সমাসীন শঙ্করের স্তব করিয়া অনতিদূরে তাঁহার পুরোভাগে আজ্ঞাক্রমে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্করকে মধুপর্ক প্রভৃতি প্রদান করিলেন; তৎপরে মুনিগণ ও শঙ্করের পারিষদবর্গকে যথানিয়মে পূজা করিলেন। গিরিরাজ পুনর্ব্বার মেনকা ও স্বীয় আত্মীয়বর্গের সহিত বটবৃক্ষসমীপে গমন করিয়া তাহার মূলে অবস্থিত চন্দ্রশেখরকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল প্রসন্ন এবং হাস্যযুক্ত, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম। স্বীয় ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত শঙ্কর আকাশে তারকারাজিবিরাজিত শশধরের ন্যায় মুনিগণমধ্যে শোভা পাইতেছেন। কোটিকন্দর্পের ন্যায় তাঁহার আহ্লাদজনক মনোহর রূপ। তৎকালে তিনি স্বীয় বৃদ্ধাবস্থা পরিত্যাগ করত যুবতীগণের চিত্তাপহারী অতি রমণীয় সুন্দর নবযৌবন রূপ ধারণ করিলেন। তখন তিনি কামাতুরা রমণীগণের কাম, সতী স্ত্রীগণের পুত্র, বৈষ্ণবদিগের মহাবিষ্ণু, শৈবগণের সদাশিব, শাক্তিদিগের শক্তি, সৌরগণের সূর্য্যরূপী, দুষ্টগণের কালস্বরূপ, শিষ্টগণের পরিপালক, কালের কাল, যমের যম ও মৃত্যুর মৃত্যুস্বরূপ অতি ভয়ঙ্করভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাঘ্রচর্ম্ম মনোহর বসন ও ভস্ম চন্দনরূপে পরিণত হইল; সর্পসমূহ মনোহর মাল্যস্বরূপ হইল ও সেই সর্পগণের বিষপ্রভা কস্তুরীরূপে পরিণত হইল। তাঁহার জটাভার সুললিত চূড়া, ললাটস্থিত চন্দ্র তিলক এবং সুচারু গঙ্গাধারা মনোহর মালতীমালার রূপ ধারণ করিল। ভগবানের অস্থিমালা রত্নমালাসদৃশ হইল ও ধুস্তুরপুষ্প চারুচম্পকপুষ্প হইল। তাঁহার পঞ্চ বদন এক বদন হইয়া নেত্রযুগলে শোভা পাইতে লাগিল। ১—১১। তাঁহার শরীরপ্রভা শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তিকে সমাচ্ছাদিত করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল; ওষ্ঠাধর বন্ধুজীবকুসুমকেও যেন তিরস্কার করিতে লাগিল। তাঁহার বৃষ শ্বেতাকার অশ্বশ্রেষ্ঠ ও ভূতগণ নর্ত্তকরূপে পরিণত হইল। হে প্রিয়ে! মহেশ্বরের সমস্ত এইরূপ ব্যতিক্রম হইল মেনকা এই প্রকার শিবের রূপ সন্দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। তখন শিবের সেই রূপ দর্শনে কোন কোন রমণী কামবশে পুলকিতা হইয়া নির্নিমেষনয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল; কোন কোন রমণী কামাতুরা হইয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। কেহ কেহ বা স্বীয় কান্তদিগকে নিন্দা করত শিবকে প্রশংসা করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ অভিলাষ-পূর্ণ মনে অন্য স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল; কেহ কেহ কামবশতঃ শঙ্করকে মনে মনে চুম্বন করিল, এবং কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে, আমরা কাম-সাগরে এই কন্দর্পতুল্য পুরুষকে কর্ণধার করিব। কোন কোন স্ত্রীগণ বলিতে লাগিল যে, আমরা ইহজন্মেই এই পুরুষকে কান্ত করিয়া রতি ভোগ করিব এবং পর জন্মেও যাহাতে ইনিই আমাদের পতি হন, আমরা কঠোর তপস্যা করিয়া তাহাই করিব। কেহ কেহ বা শিবের রূপ দর্শনে স্ব স্ব মুখমণ্ডল বস্ত্রাঞ্চলে অচ্ছাদন করত হাস্য-বদনে ও কটাক্ষ-নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আমরা আর গৃহে গমন করিব না; এক্ষণে শিবসমীপে গমন করত নিয়ত শারদীয় সুধাংশুর ন্যায় তাঁহার বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিব। আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আমরা আর সংসার করিব না; যাহাতে পরকালে শিব আমাদের স্বামী হন, এই কামনা করিয়া হুতাশনে প্রবেশ করত প্রাণত্যাগ করিব। ১২—২১। তখন কোন কোন রমণী বলিতে লাগিল, আহা! দুর্গা কি পুণ্য-

বতী; ভারতে তাহারই শ্লাঘ্য জন্ম হইয়াছে; ইহা বলিয়া তাহারা দুর্গাকে সেবার নিমিত্ত শিবসমীপে প্রেরণ করিল। পার্ব্বতী মনোহর বেশভূষা করিয়া সখীগণসহ বিবিধ হাবভাব প্রকাশ করত শিবসমীপে গমন করিলেন। তখন শিবা প্রসন্নবদনেক্ষণ শান্ত শিবকে দর্শন করত সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া সহাস্য বদনে প্রণাম করিলেন। শিব তাহাকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, সুন্দরি! অনন্যভজনীয় সর্ব্বগুণাধার জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ সুন্দর ভর্ত্তা লাভ কর; শুভে! তোমার স্বামি-সৌভাগ্য লাভ হইবে ও তুমি নারায়ণসম গুণ-বান্ পুত্র লাভ করিবে। হে জগদম্বিকে! ত্রৈলোক্যে তোমার পূজা সকলের পূজার পূর্ব্বে হইবে। তুমি নিখিলব্রহ্মাণ্ডে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হও; তুমি আমাকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করত ভক্তিতে নম্র হইয়াছ; সেইজন্য আমি তোমার প্রতি জন্মজন্মেই সন্তুষ্ট; অত-এব সুন্দরি! তাহার যোগ্য ফল লাভ কর। কান্তে! তীর্থ, অভীষ্টদেব, গুরু, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতিতে যাহ'দের যেরূপ আস্থা, তাহাদের সেইরূপ ফল সিদ্ধ হয়। এই কথা বলিয়া যোগিপতি-শঙ্কর শীঘ্র ব্যাঘ্রচর্ম্মে যোগাসন করত ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ আমাকে ধ্যান করিতে লাগি-লেন। তৎপরে দেবী তাঁহার পাদযুগল ধৌত করিয়া, সেই চরণামৃত পান করত বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র দ্বারা ভক্তি-পূর্ব্বক চরণ মার্জ্জনা করিলেন। তাহার পর শৈল-তনয়া বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত রমণীয় রত্নসিংহাসন ও অপূর্ব্ব কাংস্যপাত্রস্থিত মধুর মধুপর্ক প্রদান করিয়া, তাঁহার চরণযুগলে মন্দাকিনীসলিলযুক্ত অর্ঘ্য ও সুগন্ধি চন্দন, চারু কস্তুরী-কুঙ্কুম প্রভৃতি প্রদান করিলেন এবং পার্ব্বতী ভগবানের নীলকণ্ঠে মালতীমাল্য অর্পণ করত পুষ্পাঞ্জলিচতুষ্টয় দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। তৎপরে শৈলতনয়া পাত্রস্থিত অমৃতপূর্ণ নৈবেদ্য, চারি দিকে শত শত রত্নপ্রদীপ, মনোহর ধূপ, ত্রৈলোক্যে দুর্লভ বস্ত্র, যজ্ঞো-পবীত, সুগন্ধি শীতল পানার্থ জল এবং রত্নসার-বিনির্ম্মিত অতি রমণীয় ভূষণ শঙ্করকে প্রদান করিলেন এবং স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত দুর্লভ কামধেনু, তীর্থজল, স্নানীয়, মনোহর তাম্বুল প্রভৃতি ষোড়শোপচার প্রভুকে প্রদান করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পর্ব্বতী এইরূপে শূলী শঙ্করকে নিত্য পূজা করত পিতৃগৃহে গমন করিতেন। ২২—৩৯। মহেশ্বর এইরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইন্দ্র অপ্সরাগণের মুখে ইহা শুনিয়া, আনন্দে নৃত্য করত কামদেবকে আনয়নের নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন। কামদেব ইন্দ্রের আজ্ঞায় অমরাবতীতে আগমন করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে যে স্থানে শিব ও শিবা অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলেন। কামদেব প্রসন্নবদনে পঞ্চ শর ও পুষ্প-ধনু গ্রহণ করিয়া যে স্থানে হর, শক্তিযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন করিয়া দেখিলেন,—জগৎপ্রভু শিব ত্রৈলোক্য-কমনীয় প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করত প্রসন্নবদনে শক্তিসহ অবস্থান করিতেছেন। তদ্দর্শনে কাম অন্তরীক্ষে থাকিয়া সশর ধনু ধারণপূর্ব্বক শঙ্করের প্রতি আনন্দে দুর্নিবার্য্য অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কামের বাণ অমোঘ হইলেও নির্লক্ষ্য আকাশে নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় সেই নির্লিপ্ত সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাস্বরূপ শঙ্করের নিকটে বিফল হইল। বাণ-প্রয়োগ নিষ্ফল হইলে কাম সেই মৃত্যুঞ্জয়কে দর্শন করিয়া তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করত ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। শম্ভু তখন কোপে কম্পিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কাম ভয়বিহ্বল হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে স্মরণ করিলে, তাঁহারা ত্রিদশেশ্বর শম্ভুসমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার কপালস্থিত নয়ন হইতে কোপানল বিনির্গত হইতে লাগিল। তখন দেবগণ হরের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু সেই শম্ভুর তৃতীয়নেত্র-সমুদ্ভূত অগ্নির প্রদীপ্ত শিখা প্রলয়কালের অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্দ্ধে প্রজ্বলিত হইয়া গগনমার্গে উত্থিত হইল; তৎপরে বেগে ঘূর্ণিত হইতে হইতে ধরণীতলে পতিত হইল; তৎপরে বেগে চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে মদনের উপর পতিত হইলে মদন ক্ষণকালমধ্যেই সেই হরকোপানলে ভস্মসাৎ হইলেম। তদ্দর্শনে দেবগণ বিষাদগ্রস্ত হইলেন ও পার্ব্বতী বদন নত করিলেন। ৪০—৫১। তখন হরসমীপে রতি অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন ও দেবগণ ভয়ে কম্পিত হইয়া চন্দ্রশেখরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে দেবগণ রতিকে কহিলেন, মাতঃ! তুমি ভয় পরিত্যাগ করত এই ভস্ম কিছু গ্রহণ কর, এই বলিয়া দেবগণ মুহুর্ম্মুহু রোদন করিতে করিতে আবার রতিকে বলিলেন;—রতি! শিবের কোপ অপনীত হইয়া সুপ্রসন্ন দিন উপস্থিত হইলে তোমার প্রাণবল্লভকে আমরা পুনর্জ্জীবিত করিব; তবেই পুনর্ব্বার প্রাণকান্তকে লাভ করিতে পারিবে। পার্ব্বতী রতির বিলাপবাক্য শ্রবণ করত মূর্চ্ছিতা হইলেন; তৎপরে দেবী সেই গুণাতীত অতীন্দ্রিয় চন্দ্রশেখরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর, সেই রোদন-পরায়ণা পার্ব্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া

স্বস্থানে গমন করিলেন; তখনি সেই স্থানে পার্ব্বতীর দর্প ভঙ্গ হইল। সেই সময়ে শৈলতনয়া রূপযৌবনের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিলেন। এমন কি লজ্জায় সখীগণকেও মুখ দেখাইতে পারিলেন না। তৎপরে সুরগণ তাঁহাকে সমাশ্বাসিত করিয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে শিবকে প্রণাম করত স্বভবনে গমন করিলেন। হে রাধিকে! তৎপরে রতি শোক ও ভয়ে রোদন করত কোপারুণলোচনে শঙ্করকে স্তব করিয়া স্বমন্দিরে গমন করিলেন। তখন পার্ব্বতী লজ্জাবশতঃ পিতৃগৃহে গমন না করিয়া, সখীগণ বনগমনে নিষেধ করিলেও তাহা উপেক্ষা করত তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। ৫২—৬০। সখীগণও শোকাকুলা হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ঐ সময়ে মাতৃগণও তাঁহাকে তপশ্চরণে নিবারণ করিলেন, কিন্তু পার্ব্বতী তাহাতে প্রবোধিতা না হইয়া, গঙ্গাতীরস্থিত বনে বহুকাল তপস্যা করিয়া ত্রিলোচনকে পতি পাইলেন। রতিও শঙ্করের বরে মদনকে প্রাপ্ত হইলেন। রাধে! তোমার নিকটে পার্ব্বতীর দর্পভঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত নিগূঢ় বিষয় বর্ণন করিলাম। পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? । ৬১—৬৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

রাধিকা বলিলেন, নাথ! আহা, কি মনোহর জ্ঞানের কারণভূত শ্রুতিসুখাবহ পীযূষতুল্য অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করিলাম; কিন্তু ইহা আপনি সংক্ষেপরূপে বর্ণন করিলেন; সবিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব প্রভো! তাহা বিস্তীর্ণরূপে বর্ণন করুন। হে কান্ত! পার্ব্বতী শোকসন্তপ্তা হইয়া, কি কি কঠোর তপস্যা করিলেন? সেই তপস্যা করিয়া, কোন্ কোন্ বর লাভ করত মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলেন এবং রতিই বা কিরূপে মন্মথকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন? হে প্রভো কৃষ্ণ! পার্ব্বতী-শঙ্করের বিবাহ, তাঁহাদের গোপনীয় সম্ভোগ ও পার্ব্বতীর মনস্তাপবিমোচন প্রভৃতি সমস্ত বর্ণন করিয়া হে কৃপাসিন্ধো! এ দুঃখিনীর দুঃখ মোচন করুন। হে কৃষ্ণ! দম্পতীর বিরহ-উক্তি স্ত্রীগণের কর্ণদাহ উৎপাদন করে, এইজন্যই পুনর্ব্বার তাঁহাদের মিলনের বিষয় শুনিতে কৌতূহল জন্মে; নারীগণ অগ্নিজ্বালা ও বিষজ্বালা বরং সহ্য করিতে পারে; কিন্তু দম্পতীবিচ্ছেদ-জ্বালা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বদন নত করত দুঃখিত-হৃদয়ে সবিস্তারে তাহা বলিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল যে, যে রাধা দম্পতীবিরহের কথা শুনিতেই অক্ষমা, তাহার যে সময়ে আমার সহিত শত বৎসর বিচ্ছেদ ঘটিবে, তখন কিরূপ অবস্থা হইবে? কৃপাসিন্ধু, মায়াময় হরি এইরূপ চিন্তা করত প্রকৃত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। অয়ি প্রাণবল্লভে রাধিকে! তুমি প্রাণের অধীশ্বরী, প্রাণ হইতে অধিকা এবং প্রাণের আধারস্বরূপা; এক্ষণে তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ১—১১। সেই তপস্যার বটমূল হইতে শঙ্কর গমন করিলে, পিতা মাতা পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেও তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পার্ব্বতী তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। দেবী মন্দাকিনী-তীরে গমন করত তাঁহার পবিত্র-সলিলে স্নান করিয়া আমার শরণাগতা হইলে, আমি তাঁহাকে শিবমন্ত্র প্রদান করিলাম। তৎপরে জগজ্জননী সেই মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে সম্পূর্ণ একবৎসরকাল মন্ত্রজপ ও কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিলেন। গ্রীষ্মকালে চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার মধ্যে দিবানিশি অবস্থান করত ভগবানের মন্ত্র জপ করিলেন; আবার বর্ষাকালে শ্মশানে যোগাসন করত শিলাবৃষ্টি ও জলধারায় নিয়ত সংসিক্তা হইয়া তপস্যা করিলেন, এবং শীতকালে জলমধ্যে নিরন্তর নিমগ্না থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করিলেন; এইরূপ নিরাহারে শারদীয় রৌদ্রসন্তাপে নিশায় নীহারমধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিলেন। এইরূপ সম্পূর্ণ বৎসর তপস্যা করিয়া পার্ব্বতী যখন শঙ্করকে প্রাপ্ত হইলেন না, তখন অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়া অগ্নিকুণ্ড করত তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যতা হইলেন। সেই সময়ে তপঃক্লেশে কৃশাঙ্গী পার্ব্বতীকে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কৃপাসিন্ধু শঙ্করের কৃপার সঞ্চার হইল। তিনি তখন পার্ব্বতীসমীপে স্বতেজে খর্ব্বাকৃতি বালক বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া সমাগত হইলেন। তাঁহার হস্তে ছত্র ও দণ্ড; তিনি জটাধারী, হৃষ্টান্তঃকরণ; তাঁহার গলে শুক্লযজ্ঞোপবীত ও শুক্লবাস পরিধান। তিনি গলে শ্বেতপদ্মবীজের মালা ও ললাটে উজ্জ্বল তিলক ধারণ করিয়াছিলেন। তখন পার্ব্বতী নির্জ্জন প্রদেশে সেই বালককে দেখিয়া

তাঁহার মনে স্নেহের উদয় হওয়াতে তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার তেজে প্রচ্ছন্ন হওয়াতে দেবীর তপঃশ্রম সমস্ত বিদূরিত হইল। তখন তিনি সেই সম্মুখস্থিত বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজবর! তুমি কে? এই কথা বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। তখন তাঁহার মনে সেই দ্বিজরূপী শঙ্করকে পরম আদরের সহিত আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইল। পরমেশ্বর শৈলসুতার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া হাস্য করিয়া পীযূষপূর্ণ অতি মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১২—২৪। কান্তে! আমি তপস্বী দ্বিজবালক; আমরা ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকি। সুন্দরি! তুমি কে? কেন তুমি এই দুর্গম বিজন কাননমাঝে তপস্যা করিতেছ? সুন্দরি! তুমি কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? কাহার কন্যা? তোমার নাম কি? তুমি তপস্যার ফলদায়িনী হইয়া কেনই বা এরূপ তপশ্চরণ করিতেছ? দেবি! তুমি কি মূর্ত্তিমান তপোরাশি? দেবি! তুমি কি স্বয়ং তেজঃস্বরূপা ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি; ভক্তের ধ্যানের নিমিত্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ? অথবা তুমি সম্পদ্রূপা ত্রিলোকলক্ষ্মী জগতের রক্ষার নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তুমি কি বেদজননী স্বয়ং সাবিত্রী ভারতে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তুমি কি সাক্ষাৎ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী, বিবিধ বিদ্যা প্রকাশের নিমিত্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? ইহাঁদের মধ্যে তুমি কে, তাহা স্থির করিতে সক্ষম হইতেছি না; হে কল্যাণি! তুমি যে কোন দেবী হওনা কেন, তাহার তর্কে প্রয়োজন নাই; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। সতি! তুমি প্রসন্না হইলে স্বয়ং পরমেশ্বর প্রসন্ন হইবেন। কারণ পতিব্রতা নারী প্রসন্না হইলে স্বয়ং নারায়ণ প্রসন্ন হন; যেরূপ তরুমূল সিক্ত হইলে তাহার সমস্ত শাখাও সিক্ত হয়, সেইরূপ নারায়ণ সন্তুষ্ট থাকিলে, ত্রিভুবন সর্ব্বদা সন্তোষে থাকে, পরমেশ্বরী শিশুর সেইরূপ বাক্য শুনিয়া হাস্য করত অমৃতপূর্ণ মধুর-বাক্য বলিতে লাগিলেন;—হে মহাত্মন্! আমি জগজ্জননী সাবিত্রী লক্ষ্মী অথবা বাক্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সরস্বতী নহি। সম্প্রতি শৈলকন্যারূপে ভারতে আমার জন্ম হইয়াছে; আমি পূর্ব্বজন্মে দক্ষগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সতীনামে বিখ্যাতা ছিলাম, সে জন্মে শঙ্কর আমার পতি ছিলেন। আমি পিতার মুখে স্বামীর নিন্দা-শ্রবণে যোগবলে দেহ ত্যাগ করি। ২৫—৩৬। হে দ্বিজ! এজন্মেও পুণ্যফলে শঙ্করকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টবশে আমাকে পরিত্যাগ করত মদনকে ভস্ম করিয়া তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। শঙ্কর গমন করিলে মনস্তাপ ও লজ্জাবশত পিতৃগৃহ হইতে এই মন্দাকিনী-তীরে আগমন করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলাম; বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়াও যখন প্রাণবল্লভকে পাইলাম না, তখন এই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। এইক্ষণে তোমার দর্শনে কিছুকাল বিরত হইয়া আছি; অতএব বিপ্র! তুমি এক্ষনে গমন কর, আমি হরপ্রাপ্তিরূপ অভিলষিত কামনা করত এই প্রলয়াগ্নি-শিখাতুল্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা দূর করি। যে স্থানেই কেন জন্ম গ্রহণ করি না, জন্মে জন্মেই সেই প্রাণাধিক কান্ত শিবকে যেন পতি লাভ করি। সকল রমণী প্রিয়পতি লাভের নিমিত্ত জন্মগ্রহণে অভিলাষিণী হয়; এইজন্য প্রিয়-পতিলাভের নিমিত্ত রমণীগণের জন্মগ্রহণ হয়; এইটী বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। যে রমণীর যে পুরুষ প্রাক্তন পতি থাকে, সেই পুরুষ সেই নারীর প্রতিজন্মেই পতি হয় এবং যে নারী যে পুরুষের পত্নী থাকে, সেই নারীই তাহার অন্যান্য জন্মেও পত্নী হয়। আমি ঘোরতর তপস্যা করিয়াও যে প্রিয় পতিকে প্রাপ্ত হইলাম না; আমি কামনা করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করত পরজন্মে তাঁহাকে লাভ করিব। এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী সেই বিপ্ররূপধারী মহাদেবের সমক্ষেই জ্বলন্তঅনলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন বিপ্র বারংবার নিষেধ করিলেও তিনি তাহা শুনিলেন না। ৩৭—৪৫। হে পরমেশ্বরি রাধিকে! পার্ব্বতী সেই অনলমধ্যে প্রবেশ করিলে, তাঁহার তপঃপ্রভাবে অনল চন্দনের ন্যায় সুশীতল হইল। হে বৃন্দাবন-বিনোদিনি! তখন শৈলতনয়া সেই অনলমধ্যে ক্ষণকাল থাকিয়া তাহা হইতে বিনির্গতা হইলে, সেই বিপ্ররূপী শিব তাঁহাকে বলিলেন, ভদ্রে! তোমার তপস্যার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! কিন্তু তোমার বুদ্ধি কিছুমাত্র নাই। তোমার দেহও অনলে দগ্ধ হইল না; তুমি অভিলষিত পতিকেও লাভ করিতে পারিলে না। তুমি কল্যাণরূপ শিবকে পতি লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, কিন্তু সেই অশরীরীকে পতিরূপে লাভ করিলে তোমার কি অভীষ্টসিদ্ধি হইবে? হে চারুহাসিনি! তুমি সংহারকর্ত্তাকে পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, ইহার ভাব কি? কোন্ স্ত্রী সংহারকর্ত্তাকে পতি করিতে ইচ্ছা করে? দেবি! তুমি যদি তাঁহাকে কান্তস্বরূপে লাভ করিয়া মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে তাহাতে

তোমার তপস্যাই বিফল; কারণ তুমিই স্বয়ং মুক্তি-প্রদায়িনী। আর যে শিবকে তুমি মুক্তির নিমিত্ত পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তিনি সংহার-কর্ত্তা, তিনি ত মঙ্গল ও মোক্ষপ্রদ নহেন; বেদে সেই শিবশব্দের অন্যার্থ নিরূপিত হইয়াছে। ৪৬—৫২। সুন্দরি! তুমি যদি একান্তই সেই সংহারকর্ত্তাকে স্বামিরূপে লাভ করিতে অভিলাষিণী হইয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয় সেই সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর রুদ্রকে লাভ করিবে; কিন্তু তোমার অভীষ্টদেব হরির সেবা ব্যতীত মুক্তি লাভ হইবে না। কারণ হরিস্মৃতি অমোঘ-মঙ্গলপ্রদায়িনী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দেবি! এক্ষণে তুমি পিতৃগৃহে গমন কর। আমার আশীর্ব্বাদ ও তোমার তপস্যাফলে তথায় সুদুর্লভ শঙ্করের দর্শন পাইবে। বিপ্র পার্ব্বতীকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দুর্গাও শিব শিব এই নাম বারংবার জপ করিতে করিতে পিতৃগৃহে গমন করিলেন। এদিকে হিমালয় ও মেনকা পার্ব্বতীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে হর্ষবিহ্বল হইয়া দিব্য যান গ্রহণ করত তাঁহার অভি-মুখে অগ্রসর হইলেন এবং তখন রাজার আজ্ঞানুসারে রাজপথে চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও ফলশাখাযুক্ত মঙ্গলঘট সংস্থাপিত হইল; তাহাতে পট্টসূত্র নিবদ্ধ আম্র-পল্লব সমস্ত শোভা পাইতে লাগিল। তাহার চারিদিকে সারি সারি রম্ভাতরু সংরোপিত হইল। সেই রাজপথে পতিপুত্রবতী রমণীগণ দীপহস্তে আগমন করিতে লাগিলেন। পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ, মুনি ও ব্রহ্মচারিগণ পর্ণ, লাজ, ধান্য, দূর্ব্বা প্রভৃতি লইয়া তথায় সমাগত হইলেন। কত নটী ও নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল। শোভিত গজ অশ্ব প্রভৃতি তথায় সমানীত হইল। সুচারুমালতীমাল্যহস্তে প্রশংসিত প্রশস্ত পুরোহিতগণ তথায় সমাগত হইয়া, মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ বাদ্যধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। সেই রাজপথ সিন্দূররেণু ও চন্দনদ্রবে পঙ্কিল হইল। তখন দুর্গা-দেবী পুরে প্রবিষ্টা হইয়া দেখিলেন, তাঁহার জনক-জননী তাঁহার অভিমুখে ত্রস্তভাবে আগমন করিতেছেন। তাঁহাদের শরীর রোমাঞ্চিত ও নয়ন হইতে নিয়ত অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। তদ্দর্শনে দেবী প্রসন্নবদনে সখীগণসহ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তখন পিতা-মাতা তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করত আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং প্রেম-বিহ্বল হইয়া হা মাতঃ! হা বৎসে! এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। পার্ব্বতীকে স্ত্রীগণ নির্ম্মঞ্ছন ও বিপ্রগণ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা বন্দী ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর পরিমাণে ধন প্রদান করিয়া বিবিধ মঙ্গল ও ছন্দ পাঠ করাইলেন। গিরিরাজ ও মেনকা তনয়ার সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে স্বমন্দিরে সুখে অবস্থান করিতে লাগি-লেন। ৫৩—৬৮। একদা গিরিরাজ মন্দাকিনী তীরে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন; মেনকা, কন্যার সহিত স্বভবনে রহিলেন। ইত্যবসরে একজন সু-গায়ক নর্ত্তক ভিক্ষুক, হঠাৎ মেনকাসমীপে আগমন করি-লেন। ভিক্ষুক অতি জরাতুর বৃদ্ধ। তাঁহার বামহস্তে শৃঙ্গবাদ্য, দক্ষিণ হস্তে ডমরু এবং গাত্রে বিভূতি ভূষণ; তাঁহার রক্ত-বস্ত্র পরিধান ও পৃষ্ঠদেশে ও বিচিত্র কন্থা; তিনি অতি সুমধুর কণ্ঠে আমার গুণ গান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন; এবং ক্ষণে শৃঙ্গ-বাদ্য ও ক্ষণে ডমরু-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই ধ্বনি শুনিয়া নগরবাসী বালক-বালিকাগণ, বৃদ্ধ, যুবা, যুবতী ও বৃদ্ধা স্ত্রীগণ সকলেই হর্ষ-বিহ্বল হইয়া তথায় সমাগত হইল। তাহারা সকলেই সেই নর্ত্তক ভিক্ষুকের সুতান ও সুস্বর-যুক্ত সুন্দর গান শ্রবণ করিয়া, মোহিত হইলেন এবং মেনকাও মূর্চ্ছিতা হইলেন। তখন দুর্গা দেবীও মূর্চ্ছাপন্না হইয়া দেখিলেন;—ত্রিশূল-পট্টিশধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান, শঙ্কর তাঁহার হৃদয়পটে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার বিভূতি ভূষণ, গলে রমণীয় অস্থিমালা, সুনির্ম্মল রূপ, মুখমণ্ডল হাস্যবিকশিত ও সুপ্রসন্ন এবং তাঁহার নয়ন যুগল অতি প্রশান্ত। সেই পরম সুন্দর চন্দ্র-শেখরের পঞ্চবদন, হস্তে মালিকা ও গলে নাগযজ্ঞোপ-বীত শোভা পাইতেছে। তিনি বলিতেছেন;—"পার্ব্বতি! অভিমত বর গ্রহণ কর।" এইরূপে শৈলতনয়া হৃদয়মধ্যে হরকে দর্শনানন্তর মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করত বর প্রার্থনা করিলেন;—হে ভগবন্! তুমিই আমার পতি হও। শিবও সেই বর প্রদান করত তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে দুর্গা হৃদয়মাঝে আর সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া চৈতন্য লাভ করত চক্ষুরুন্মীল-পূর্ব্বক সম্মুখে সেই সঙ্গীতপরায়ণ ভিক্ষুককে দেখিতে পাইলেন। ৬৯—৮০। তখন মেনকা সেই ভিক্ষুর নৃত্য-গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বর্ণপাত্রস্থিত বিবিধ রত্ন প্রদান করিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করিলেন; কিন্তু ভিক্ষু তাহা গ্রহণ না করিয়া তাঁহার তনয়া দুর্গাকে ভিক্ষা চাহিয়া পুনর্ব্বার সকৌতুকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। মেনকা ভিক্ষুর সেই বাক্যে

প্রথমতঃ বিস্মিতা হইয়া, তৎপরে অত্যন্ত ক্রোধ করত তাঁহাকে নানারূপে ভৎ'সনা করিলেন এবং বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আত্মীয়গণকে আজ্ঞা করিলেন। মেনকা আরও বলিলেন, উমা আমার ত্রৈলোক্যনাথ পরমাত্মা শিবের প্রিয়তমা হইবে; এই ভিক্ষুক কি না তাহাকে প্রার্থনা করিতেছে; এই কু-ভাষী ভিক্ষুককে দূর করিয়া দাও, এইরূপ বলিতেছেন; এমন সময়ে গিরিরাজ তপস্যা করিয়া স্বভবনে আগমন করিয়া দেখিলেন, প্রাঙ্গণমধ্যে এক মনোহর ভিক্ষু রহিয়াছে। গিরিরাজ সেই মনোহর গঙ্গা-তীরে নারায়ণের অর্চ্চনা করত ধ্যানযোগে তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করিতে না পারিয়া শোকে উদ্বিগ্ন মনে বাটীতে আগমন করিলেন। সেই সময়েই মেনকার মুখে এই সমস্ত বার্ত্তা শুনিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার কিঞ্চিৎ হাস্যের উদয় হইল, তৎপরেই তাহা বিলুপ্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তখন তিনি স্বীয় অনুচরবর্গকে আজ্ঞা করিলেন যে, ভিক্ষুককে নগর হইতে বহিষ্কৃত কর। হিমালয় এইরূপ আজ্ঞা করিলে অনুচরগণ সেই আকাশের ন্যায় দুস্পর্শ ব্রহ্ম-তেজে প্রজ্বলিত ভিক্ষুককে বহিষ্কৃত করা দূরে থাকুক, তাঁহার সমীপেই গমন করিতে সক্ষম হইল না। তৎপরে শৈলরাজ ক্ষণকালমধ্যে সেই ভিক্ষুককে কিরীট ও কুণ্ডলধারী পীতাম্বর চতুর্ভুজ দেখিতে পাইলেন; তখন সুন্দরবেশধারী শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি গিরিরাজের নয়নপথে পতিত হইল। তিনি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত ও মনোহর এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত; তিনি ভক্তানুগ্রহতৎপর। গিরিরাজ যে যে পুষ্প পূজাকালীন গদাধরের চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত পুষ্পই সেই ভিক্ষুর শরীরে ও মস্তকে দেখিতে পাইলেন এবং যে সমস্ত মনোহর ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য ভক্তিপূর্ব্বক গদাধরকে প্রদান করিয়াছিলেন, গিরি সে সমস্তই সেই ভিক্ষুর পুরোভাগে অবস্থিত রহিয়াছে দেখিলেন। ৮১—৯২। গিরিরাজ, আবার ক্ষণকাল সেই ভিক্ষুর মুরলীধারী শ্যামসুন্দর কিশোর গোপবেশ দ্বিভুজ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন তিনি ময়ূরপুচ্ছে নির্ম্মিত চূড়া ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিত এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ও বনমালায় বিরাজিত। শৈলরাজ আবার ক্ষণকাল সেই ভিক্ষুকের ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান, ত্রিশূল-পট্টিশধারী, বিভূতি-ভূষিত-গাত্র, চন্দ্রশেখর শঙ্করমূর্ত্তি দেখিলেন; তাঁহার গলে সুনির্ম্মল অস্থিমালা ও নাগযজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে; মস্তকে স্বর্ণময় জটাভার, হস্তে ডমরু ও শৃঙ্গ; তাঁহার মনোহর প্রশান্ত মূর্ত্তি; তিনি নিরন্তর শুদ্ধস্ফটিক-মালায় হরি-নাম জপ করিতেছেন; আবার তাঁহাকে ক্ষণকাল ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত, ত্রিগুণাত্মক, তীব্র সূর্য্য-স্বরূপ দর্শন করিলেন; তৎ-পরে ক্ষণকাল ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরূপও দেখিতে পাইলেন; তৎপরে আহ্লাদজনক চারুচন্দ্র-স্বরূপ দেখিলেন; তৎপরে ক্ষণকাল নিরাকার নিরঞ্জন নির্লিপ্ত নিরীহ পরমাত্মা-স্বরূপ তেজোময় রূপ দেখিতে পাইলেন। গিরিরাজ এইরূপে নানারূপধারী স্বেচ্ছা-ময় শঙ্করকে দর্শন করিয়া হর্ষাশ্রুপুলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন; এবং ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্ব্বক হর্ষিতচিত্তে তাঁহার সমীপে গমন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শৈলেন্দ্র প্রকৃত ভিক্ষুককে দর্শন করত বিষ্ণুমায়ায় পূর্ব্বে যে ভিন্ন ভিন্ন নানা প্রকার রূপ দর্শন করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইলেন। ৯৩—১০৩। তখন ভিক্ষু পুনর্ব্বার শৈলরাজের নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। আবার তাঁহার পার্শ্বে ভিক্ষার ঝুলী, পরিধান রক্ত বস্ত্র ও হস্তে বিচিত্র শৃঙ্গ-বাদ্য ও ডমরু প্রভৃতি শোভা পাইতে লাগিল। ভিক্ষুর অন্য ভিক্ষাতে অভিলাষ নাই, কেবল দুর্গাকে গ্রহণ করিতেই অভিলাষ; কিন্তু শৈলেন্দ্র বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া তাহা কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। তখন ভিক্ষু অন্য কোন বস্তু গ্রহণ না করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। প্রিয়ে! সেই সময়ে শৈল ও মেনকার জ্ঞানের উদয় হওয়ায় তাঁহারা তখন বিবেচনা করিলেন যে, জগৎপ্রভুর কি আশ্চর্য্য সৃষ্টিপ্রণালী; তিনি দিবসেই আমাদের সাক্ষাতে স্বপ্নবৎ আবির্ভূত হইলেন; আবার আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ, হিমালয় ও মেনকার শিবে এইরূপ অচলা ভক্তি দর্শন করিয়া, চিন্তাকুল হইলেন। তখন সুমেরু পর্ব্বতে অক্ষয়বটের মূলে সকলে সমাগত হইয়া, এক যুক্তি স্থির করিলেন। শৈলরাজ ভক্তিপূর্ব্বক যদ্যপি স্বীয় তনয়া শিবকে প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি সদ্যই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবেন। যদি সেই অনন্ত-রত্নাধার পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে পৃথিবীর রত্নগর্ভা নাম বৃথা হইবে। হিমালয় শূল-পাণিকে কন্যা প্রদান করিয়া স্থাবরত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যরূপ ধারণ করত নিশ্চয় বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন এবং অবলীলাক্রমে হরির সারূপ্য লাভ করত তাঁহার

পারিষদবর্গের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। কন্যা দশবাপীতুল্যা; যদি কোন ব্যক্তি অপ্রতিগ্রাহী, পবিত্র, বেদজ্ঞ, সন্ধ্যাবিৎ, বেদাধ্যায়ী, সত্যবাদী ব্রাহ্মণকে কন্যা প্রদান করে, সে নিশ্চয় দশটী বাপী প্রদানের তুল্য ফল লাভ করে। যদি ত্রিসন্ধ্যাকারী, সত্যবাদী, গৃহী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে কন্যা প্রদান করা যায়, তাহা হইলে, ঐ ফলের অর্দ্ধ ফল লাভ হয়। ১০৪—১১৫। যে ব্যক্তি পরগ্রাহী, নিত্য ত্রিসন্ধ্যাবিহীন, মূর্খ ব্যক্তিকে কন্যা প্রদান করে, সেও তদর্দ্ধ ফল লাভ করিতে পারে; এবং পরদারাপহারী, যাচক, সন্ধ্যাবিহীন, শঠ ব্রাহ্মণতনয়কে কন্যা দান করিলেও এক বাপী দানের ফল হয়; সন্ধ্যা-গায়ত্রীবিহীন, শঠ বিপ্রতনয়কে কন্যা দান করিলে অর্দ্ধবাপী দানের সমান ফল হয়। কেবল পাপিনী ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত শূদ্রের ঔরসজাত সেই চণ্ডালতুল্য পুরুষকে কন্যা দান করিলে, সেই কন্যা নরকপ্রদায়িনী হয়। কিন্তু বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বিদ্বান্, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকুমারকে কন্যা দান করিলে, সেই কন্যা-দান ত্রিংশৎবাপীদানের তুল্য ফলদায়ক হয় ও এইরূপ বরে যে কন্যা সমর্পণ করে, সে দিব্যরূপ ধারণ করত ষষ্টিসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণুমন্দিরে আনন্দে কালযাপন করে। হে প্রিয়ে! বেদে নিরূপিত আছে, যদি কোন ব্যক্তি হর কিংবা হরিকে সুশীলা কন্যা দান করে, তাহা হইলে সে নারায়ণের সারূপ্য লাভ করিয়া থাকে। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুপ্রীতিউদ্দেশে বিপ্র-তনয়কে কন্যা দান করে, সেই মহাত্মা নিশ্চয় হরির দাসত্ব লাভ করিতে পারে। প্রিয়ে! তখন সুরগণ এইরূপ আলোচনাপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া বৃহস্পতিকে হিমালয়গৃহে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত সকলে গমন করিলেন। তৎপরে সুরগণ গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করত সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন, গুরো! আপনি হিমালয়গৃহে গমন করিয়া শূলপানির বহুতর নিন্দা করুন, দুর্গা দেবী সেই পিনাকপানি ভিন্ন অন্য বরকে বরণ করিবেন না; অতএব হিমালয় অনিচ্ছাক্রমে কন্যা দান করিয়া কন্যাদানের অনুযায়ী ফল লাভ করিতে পারিবে না; তাহা হইলেই আপাততঃ পৃথিবীতলে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইবে; হে গুরো! আপনিই সেই অনন্তরত্নাধারকে পৃথিবীতলে রাখুন। তখন বৃহস্পতি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণে হস্তপ্রদানপূর্ব্বক নারায়ণ স্মরণ করত বলিলেন যে, আমাদ্বারা সে কর্ম্ম কিছুতেই নির্ব্বাহ হইবে না। এইরূপ অস্বীকার করত বেদ-বেদাঙ্গ-বিজ্ঞাতা হরিহরের ভক্তি-পরায়ণ বৃহস্পতি দেবগণকে পুনঃপুনঃ ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, হে স্বার্থপর দেবগণ! তোমাদিগকে নীতিসার বেদোক্ত পরিণাম-সুখাবহ সত্যস্বরূপ বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে পাপিগণ হরিহরের ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে এবং ভূমিদেব ব্রাহ্মণ স্বীয় গুরু, পতিব্রতা, যতি, ভিক্ষু, ব্রহ্মচারিগণ, এবং সৃষ্টির কারণভূত সুরগণকে নিন্দা করে, তাহারা চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত কালসূত্র নামে নরক ভোগ করে এবং সেই নরকে তাহাদের দিবানিশি শ্লেষ্মা-মল মূত্র প্রভৃতিতে শয়ন করিতে হয় ও তাহারা কীটসমূহের নিয়ত দংশনে পীড়িত হইয়া কাতরে চিৎকার করিয়া থাকে। যে পাপাত্মা জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা, দেবী-প্রধানা ভগবতী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সীতা, তুলসী, গঙ্গা, বেদসমূহ, বেদমাতা, ব্রত, তপস্যা, পূজামন্ত্র ও মন্ত্রপ্রদ গুরুকে নিন্দা করে, তাহারা ব্রহ্মার আয়ুঃসংখ্যাকালের অর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত অন্ধকূপনরকে অবস্থান করত সর্পদংশনে ভয়ানক আর্ত্তনাদ করে। যাহারা ভগবান্ হৃষীকেশকে সামান্য দেবতুল্য বলিয়া নিন্দা করে, শ্রুতি অপেক্ষা প্রশংসিত বিষ্ণুভক্তিপ্রদ পুরাণের নিন্দা করে, কিম্বা কৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূতা গোপিকা রধিকার ও সদার্চ্চিত ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করে; তাহারা বিধাতার আয়ুঃকাল পর্য্যন্ত অবটোদ-নামক নরকে বাস করে; সেই নরক মাঝে তাহারা উর্দ্ধ-পদ ও অধোমুখে সর্পসমূহে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে এবং বিকটাকার কীট-দংশনে আকুলিত হইয়া ভীষণ চীৎকার করে; ক্ষুধিত হইয়া তাহাদিগকে শ্লেষ্মা, মল, মূত্র প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে হয়। তৎপরে ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করগণ রোষে সেই নিন্দাকারীদিগের মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রদান ও ত্রিসন্ধ্যা তাড়ন ও তর্জ্জন-গর্জ্জন করে; তখন তাহারা ভীত ও প্রহারযন্ত্রণায় তৃষিত হইয়া মূত্র পান করে। ১১৬—১৪১। কমলযোনি বলিয়াছেন, কল্পান্তরে বিধাতার সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহারা সেই নরক হইতে মুক্তি লাভ করে। হে দেবগণ! আমি কি শিবনিন্দা করিয়া নরকগামী হইব? তোমরা এই উপকার করিতে আমাকে বলিতেছ? পূর্ব্বে দক্ষ, ব্রহ্মার বাক্যানুসারে শূলপাণিকে কন্যা দান করিয়াছিলেন; কিন্তু শিবনিন্দা করাতে মুক্তি লাভ না করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। দক্ষ অনিচ্ছাক্রমে শিবকে স্বীয় কন্যা প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ পুণ্য লাভ করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সারূপ্য মুক্তি পরিত্যাগ করিয়া

তুচ্ছ স্বর্গ লাভ করিলেন? হে সুরগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ শৈলগৃহে গমন করত যত্নপূর্ব্বক কৌশলে অভিমত সাধন করুক। সেই শৈলরাজ অনিচ্ছাক্রমে কন্যা প্রদান করিয়া সুখে ভারতেই অবস্থান করুন, না হইলে শূলপাণিকে ভক্তিপূর্ব্বক কন্যা প্রদান করিলে, তিনি নিশ্চয় মুক্তি লাভ করিবেন। পরে সপ্তর্ষিগণ নিশ্চয় অরুন্ধতী-সমভিব্যাহারে শৈলরাজের গৃহে গমন করত তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিবেন; দুর্গাও শিব ভিন্ন অন্য পতিকে বরণ করিবেন না; অতএব শৈলরাজকে অনিচ্ছাক্রমেও কন্যার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে শিবহস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। হে দেবগণ! আমি তোমাদিগকে সমস্ত বিষয় বলিলাম, এক্ষণে স্ব-মন্দিরে গমন কর; এই কথা বলিয়া বৃহস্পতি মন্দাকিনী-তীরে গমন করিলেন। ১৪২—১৫০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তখন দেবগণ পরস্পর আলোচনা করিয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করত জগৎপতি ব্রহ্মাকে সমস্ত বিষয় বলিতে লাগিলেন, হে বিধাতঃ! আপনার সৃষ্টিমধ্যে হিমালয় রত্নাধার বলিয়া খ্যাত; সেই হিমালয় যদ্যপি মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে পৃথিবী রত্নগর্ভা নামে বঞ্চিতা হইবেন; শৈলেশ্বর শূলপাণিকে ভক্তিপূর্ব্বক কন্যা প্রদান করিয়া নিশ্চয় নারায়ণের সারূপ্য লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে প্রভো! আপনি সেই হিমালয়গৃহে গমন করত শিবনিন্দা করিয়া তাঁহার মতিভ্রম উৎপাদন করুন; আপনি ভিন্ন একার্য্যে অন্যে সক্ষম নহে। বিধাতা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতনিস্যন্দী নীতি-সারভূত শ্রুতি-মধুর বাক্য বলিলেন, হে বৎসগণ! সেই সম্পত্তি-নাশক বিপদের বীজস্বরূপ সুদুষ্কর শিবনিন্দা আমি কিছুতে করিতে পারিব না। তোমরা শিবসমীপে গমন করত তাঁহাকে হিমালয়-গৃহে প্রেরণ কর; তিনি স্বয়ং নিজের নিন্দা করিবেন, তাহাতে কোন দোষ হইবে না; কারণ পরনিন্দা বিনাশের নিমিত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মনিন্দা কেবল নিজের যশ বর্দ্ধন করে। প্রিয়ে! তাহার পর দেবগণ, ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শীঘ্র কৈলাসে গমনপূর্ব্বক শিবকে স্তব করিতে লাগিলেন; তৎপরে করুণাময়-শঙ্করসমীপে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন। তখন শঙ্কর হাস্যপূর্ব্বক দেবগণকে আশ্বাসিত করিয়া শৈল-সদনে গমন করিলেন। দেবগণও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া স্ব-মন্দিরে গমন করিলেন। সকলেরই ইষ্টসিদ্ধি আনন্দের কারণ ও ইষ্ট বিষয়ের হানি নিরন্তর দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। ১—১০। অনন্তর শৈলরাজ সভামধ্যে বন্ধুগণ-বেষ্টিত হইয়া পার্ব্বতীসহ আনন্দে অবস্থান করিতেছেন, এরূপ সময়ে শিব বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া প্রসন্ন-বদনে হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তে দণ্ড ও ছত্র, পরিধান মনোহর বস্ত্র, ললাটে সমুজ্জ্বল তিলক, করে স্ফটিক-মালা ও গলদেশে বস্ত্রাবৃত শালগ্রাম। তখন হিমালয় তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আসন হইতে উত্থান করত সেই অপূর্ব্ব অতিথিকে ভক্তিপূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে শৈলরাজ তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ভগবন্! আপনি কে? আমাকে পরিচয় প্রদান করুন। এই কথা বলিলে, বিপ্রশ্রেষ্ঠ শৈলরাজকে আদরের সহিত বলিলেন, গিরিরাজ! আমি ঘটকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধরণীতলে বিচরণ করিয়া থাকি। আমি গুরুর বরে সর্ব্বজ্ঞ ও মনের ন্যায় গতিতে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারি; তুমি অজ্ঞাত-কুলশীল শঙ্করকে এই কমলাসদৃশী তনয়াকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ; তাহা আমি জানি; কিন্তু সেই শঙ্কর, নিরাশ্রয়, সঙ্গহীন, রূপহীন, নির্গুণ, শ্মশানবাসী, নিখিল ভূত-গণের নাথ ও যোগী বলিয়া খ্যাত। সে দিগম্বর, তাহার ভূষণ সমস্ত বিভূতি ও সর্প; অতএব ব্যাল-গ্রাহী-স্বরূপ; তাহার কেবল কালরূপ সর্পেই দয়া। সে মৃত্যুর বিষয় অপরিজ্ঞাত; সেই ভব, অজ্ঞ, অনাথ ও বান্ধবহীন; তাহার মস্তকে স্বর্ণবর্ণ জটাভার; সে নির্ধন, অজ্ঞাত-বয়স, অতিবৃদ্ধ, বিকার-শূন্য; সে সর্ব্বাশ্রয় ভ্রমণকারী; তাহার গলে যজ্ঞোপবীতরূপ নাগগণ শোভা পায়; সে ভিক্ষুক; অতএব হে পর্ব্বতেন্দ্র! তাহাকে কন্যা দান করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না; তাহার কারণ কি তাহা বলিতেছি;—তুমি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের অংশসম্ভূত; তুমিই তাহা বিবেচনা কর। তিনি তোমার পার্ব্বতীর ন্যায় কন্যা দানের উপযুক্ত পাত্র নহেন, সাধুগণ ইহা শ্রবণ মাত্র পরিহাস করিবেন। রাজন্ তুমি লক্ষ শৈলাধিপতি, তোমার কি বন্ধুবান্ধব কেহ নাই? সেই বন্ধুগণকে ও মেনকাকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা কি বলেন; আত্মীয়বর! এক পার্ব্বতী ব্যতীত সকলকেই যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা কর; পার্ব্ব-

তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা নিষ্ফল; কারণ রোগী ব্যক্তির ঔষধে রুচি হয় না, কেবল অপথ্য দ্রব্যেই বেশী অভিলাষ হইয়া থাকে। ১১—২৫। হে বৃন্দাবনবিনোদিনি! বিপ্র এই সকল কথা বলিয়া শীঘ্র স্নান-আহার নির্ব্বাহ করত আনন্দে স্ব ভবনে গমন করিলেন। মেনকা ব্রাহ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত-হৃদয়ে সাশ্রুনেত্রে হিমালয়কে বলিলেন, শৈলেন্দ্র! তুমি আমার পরিণামসুখাবহ বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মীয় শৈলবর্গকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা কর; আমি কিছুতেই সেই মহাদেবকে কন্যা প্রদান করিব না। শৈলেন্দ্র! তুমি যদি আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে আমি আলয় পরিত্যাগ করিব; না হয়, বিষভক্ষণে প্রাণ ত্যাগ করিব, অথবা তুমি দেখ, এখনই আমি অম্বিকাকে গলে বন্ধন করিয়া বিজনকাননমধ্যে গমন করি; এইরূপ বলিয়া মেনকা পার্ব্বতীকে লইয়া ক্রোধাগারে গমন করিয়া মৃত্তিকায় শয়ন করত আহার-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিয়ত রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বশিষ্ঠ ভ্রাতৃগণসহ শৈলরাজসমীপে আগমন করিলে, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অরুন্ধতী তথায় সমাগতা হইলেন। তখন শৈলরাজ, তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক আসন প্রদান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। ঋষিগণ সেই সভামধ্যে আসনে সুখে উপবেশন করিলেন। তাহার পর অরুন্ধতী মেনকাসমীপে গমন করত দেখিলেন, মেনকা শোকে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া শয়ানা রহিয়াছেন। তখন সাধ্বী অরুন্ধতী তাঁহাকে হিতকর মধুর বাক্য বলিলেন,—সাধ্বি! মেনকে! গাত্রোত্থান কর, আমি পিতৃগণের মানসী কন্যা ব্রহ্মার পুত্রবধূ অরুন্ধতী; তোমার গৃহে আগমন করিয়াছি। মেনকা তখন অরুন্ধতীর কথা শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক লক্ষ্মীসদৃশী তেজস্বিনী অরুন্ধতীকে প্রণাম করত অবস্থান করিতে লাগিলেন; তৎপরে তাঁহাকে বলিলেন, অহো! আমরা কি পুণ্যজন্মা! আমাদের কি পুণ্যবল! অদ্য জগদ্বিধাতার পুত্রবধূ বশিষ্ঠের পত্নী আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন! ভগবতি! আমি আপনার কিঙ্করী; আপনি সসম্ভ্রমে 'আমার এই গৃহ' একথা নির্দ্দেশ করিলেন কেন? অদ্য ঈশ্বরী, কিঙ্করীকে বহুপুণ্যফলে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছেন। ২৬—৩৮। তৎপরে মেনকা সতী অরুন্ধতীকে স্বর্ণময় পীঠে বসাইয়া পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করত মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন; পরে কন্যার সহিত স্বয়ং কিছু ভক্ষণ করিলেন। অরুন্ধতী প্রসঙ্গে কোন সম্বন্ধ যোজনা করত শিবের নিমিত্ত মেনকাকে নীতিবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। এদিকে ঋষীন্দ্রগণ শৈলরাজকেও প্রসঙ্গে সম্বন্ধ সংঘটনাপূর্ব্বক নীতি-সারভূত বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, শৈলেন্দ্র! তুমি আমাদের শুভজনক বাক্য শ্রবণ করত কন্যা পার্ব্বতীকে শিবকে প্রদান করিয়া সংহারকর্ত্তার শ্বশুর হও। গিরিরাজ! শূলপাণি তোমার কন্যা প্রার্থনা করিবেন না; কিন্তু ব্রহ্মা তারকাসুরের বিনাশের নিমিত্ত এই সম্বন্ধকার্য্যে তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক বুঝাইয়াছেন। সেই যোগিশ্রেষ্ঠ শঙ্কর স্বয়ং দার-পরিগ্রহ করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু কেবল ব্রহ্মার অনুরোধে তিনি তোমার কন্যা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আর তোমার তনয়ার তপস্যাবসানে তিনি বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই উভয় কারণবশতঃ সেই যোগীন্দ্র বিবাহ করিবেন। তখন হিমালয় ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করত হাস্যপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ভীতচিত্তে বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে মহর্ষিগণ! সেই শিবের বাহ্য সামগ্রী;—কি আশ্রম-ঐশ্বর্য্য, কি বন্ধুবান্ধব কিছুই দেখিতেছি না; অতএব সেই নির্লিপ্ত যোগীকে কন্যা প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত নহে; আপনারা বিধাতার পুত্র বেদজ্ঞ, এবিষয়ে আপনাদের যে অভিমত, তাহা বলুন। ৩৯—৪৮। পিতা যদি মোহে, লোভে কি ভয়বশতঃ কন্যাকে অননুরূপ পাত্রে প্রদান করে, তাহা হইলে তাহাকে শতবৎসর পর্য্যন্ত নিরয় ভোগ করিতে হয়। অতএব ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি কিছুতেই শূলপাণিকে কন্যা প্রদান করিব না; অতএব হে ঋষিগণ! আমার পক্ষে যাহা যোগ্যবিধি, তাহাই আপনারা বলুন। হিমালয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদবেদাঙ্গবিৎ বিধিপুত্র বশিষ্ঠ তাঁহাকে বেদোক্ত বাক্যে বলিলেন;—হে শৈলরাজ! লৌকিক ও বৈদিক বাক্য তিন প্রকার; সর্ব্বত্রই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষুবলে সমস্তই জানিতে পারে; যে বাক্য আপাততঃ শ্রুতিমধুর, কিন্তু পরিণামে অসত্য ও অহিতকর; শত্রু পরপক্ষকে সুবুদ্ধি প্রদান না করিয়া ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। যে বাক্য বিপদে প্রীতিজনক ও পরিণামে সুখাবহ, দয়ালু ধর্ম্মশীল ব্যক্তি সেই বাক্যে বান্ধবকে প্রবোধ প্রদান করিয়া থাকেন। যে বাক্য সত্য, সারভূত ও হিতকর এবং শ্রুতিমাত্রেই অমৃততুল্য বোধ হয় ও পরিণামেও সুখাবহ; তাহা সকল বাক্যের শ্রেষ্ঠ বাক্য এবং সকলের অভিমত। হে

শৈলরাজ! এই তিন প্রকার বাক্য নীতি-শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে; এখন আপনি বলুন, এই ত্রিবিধ বাক্যের মধ্যে কোন্ প্রকার বাক্য বলিব? গিরিরাজ! ত্রিদশেশ্বর শঙ্কর—রাজ্য-সম্পত্তি-বিহীন এবং তাঁহার মন সর্ব্বদা একাগ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানরূপ সাগরেই নিমগ্ন। ভ্রমরূপ সম্পত্তিতে লক্ষ্মী ক্ষণ-বিনষ্টা বিদ্যুতের ন্যায় বিনাশ পায়। সেই সম্পত্তিতে সাদানন্দময় ঈশ্বর স্বাত্মারামের স্পৃহা হইবে কেন? ।৪৯—৫৮। গৃহী ব্যক্তি যদি স্বীয় তনয়া রাজ্য-সম্পত্তিশালী ব্যক্তিকেও দান করে, তাহাতে কন্যা যদি অভিমত পতি লাভ না হওয়াতে দুঃখে কালযাপন করে, তাহা হইলেও পিতা কন্যা-ঘাতী হয়। কুবের যাহার কিঙ্কর, সেই শঙ্করকে দুঃখী বলিবে কে? তিনি ভ্রূভঙ্গিলীলায় জগতের সৃষ্টিনাশ করিতে সমর্থ। ভগবান্ শূলপাণি নির্গুণ,—পরমাত্মা, ঈশ্বর,—প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ; তিনি সকলের ঈশ্বর নির্লিপ্ত এবং সকল জন্তুতে লিপ্ত; এই সৃষ্টি-সংহার-কার্য্যে তিনিই একমাত্র কর্ত্তা, সৃষ্টিকার্য্যে তিনিই সর্ব্বস্বরূপ; তিনি স্বেচ্ছাময়; অতএব নিরাকার ও সাকার। তিনি সৃষ্টিকার্য্যে সৃষ্টিস্থিতি ও লয় করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নামে ত্রিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন। ব্রহ্মা ঐ ত্রিবিধ মূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন, বিষ্ণু ক্ষীরোদসাগরে ও শিব কৈলাসে বাস করেন। ঐ ত্রিবিধ মূর্ত্তি কৃষ্ণের বিভূতিস্বরূপ; শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ,—এই দ্বিবিধ রূপবিশিষ্ট; সেই চতুর্ভুজরূপে বৈকুণ্ঠে ও দ্বিভুজরূপে স্বয়ং গোলোকে অবস্থান করেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের অংশজাত; দেবগণের মধ্যে কেহ তাঁহার অংশজাত; কেহ কেহ বা তাঁহার অংশের অংশজাত। সেই কৃষ্ণ সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ হইয়া প্রথমে প্রকৃতি সৃজন করিয়া, সেই প্রকৃতির যোনিদেশে বীর্য্যাধান করেন; তাহার পর তাহাতে একটি ডিম্ব সমুদ্ভূত হয়, সেই ডিম্বমধ্যে মহাবিরাট্ উৎপন্ন হন; তিনিই কৃষ্ণের যোড়শাংশস্বরূপ মহাবিষ্ণু। সেই জলশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়াছেন; এবং ভালদেশ হইতে চন্দ্রশেখর শঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছেন। তৎপরে মহা-বিষ্ণুর বাম পার্শ্ব হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হন; হে শৈলরাজ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সমস্তই প্রাকৃতিক সৃষ্টি; সেই কৃষ্ণসমুদ্ভূতা প্রকৃতি নানামূর্ত্তি ধারণ করত লীলাক্রমে সৃষ্টিকার্য্যে অংশে ও কলায় বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়াছেন। স্বয়ং রাসেশ্বরী রাধা, কৃষ্ণ-বামাঙ্গসম্ভূতা; বাক্যের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা বাণী কৃষ্ণের মুখ হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন। ৫৯—৭১। তৎপরে দেবগণের তেজঃসমূহ হইতে শিবার আবির্ভাব হয়; শিবা সমস্ত দৈত্যকুল বিনাশ করিয়া দেবগণকে ইষ্ট সম্পত্তি প্রদান করেন। তিনি কল্পান্তরে দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া সতীনামে বিখ্যাতা হইয়া শিবকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দক্ষও তাঁহাকে শিবকরে সমর্পণ করেন। তাহার পর সেই সতী স্বামিনিন্দা শ্রবণে যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া পিতৃগণের মানসী কন্যা তোমার পত্নী মেনকার গর্ভে জগজ্জননী-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে শৈলরাজ! এই শিবা জন্মে-জন্মেই শিবের পত্নী এবং কল্পে-কল্পে জ্ঞানীদিগের বুদ্ধিস্বরূপা ও জননীস্বরূপা বলিয়া প্রসিদ্ধা। ইনি জাতিস্মরা, সর্ব্বজ্ঞা, সিদ্ধিপ্রদা ও স্বয়ং সিদ্ধিরূপিণী; ইঁহার অস্থি ও ভস্ম শিব যত্নপূর্ব্বক দেহে ধারণ করিতেছেন। যদি তোমার স্বেচ্ছাক্রমে শিবকে কন্যা প্রদান করিতে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে শীঘ্র তাঁহাকে কন্যা প্রদান কর; না হইলে তুমি দেখিতে পাইবে, ইনি স্বয়ং কান্তসমীপে গমন করিবেন। যে পুরুষ যে নারীর পতি থাকে, সেই রমণী প্রাক্তন-কর্ম্মযোগে তাঁহাকেই পতি লাভ করে, এইরূপ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। সেই তত্ত্ববিৎ স্বাত্মারাম শম্ভু, বিবাহে সমুৎসুক নহেন; কেবল সুরগণ তারকের পীড়ায় পীড়িত হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ স্তব করিয়াছেন, এজন্য ভগবান্ কৃপাসিন্ধু শঙ্কর দেবগণের উৎপীড়নদর্শনে আর ব্রহ্মার প্রার্থনা-ক্রমে সেই দেবসভায় বিবাহে সম্মত হইয়াছেন। ৭২—৮২। ভগবান্ মহেশ দ্বিজরূপে তোমার তনয়ার তপস্যাস্থানে আগমন করত তাঁহার অসংখ্যক্লেশদর্শনে প্রার্থিত বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়া, তোমার তনয়াকে আশ্বাসবাক্যে বর-প্রদান-পূর্ব্বক নিজ ভবনে গমন করিয়াছেন। তৎ-শ্রবণে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, ভগবান্ নারায়ণ, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম, ঋষিগণ ও মুনিগণ সমস্ত গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণ সকলেই একত্র সমবেত হইয়া সমালোচনা করত আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন; ইহার পূর্ব্বে অরুন্ধতী আমাদের অগ্রে তোমার আলয়ে সমাগত হইয়াছেন। আমাদের বাক্যে তুমি প্রবোধিত হইলেই, আমরা সাতিশয় প্রীত হই; এই কার্য্য তুমি আপাততঃ অশুভ বলিয়া বিবেচনা করিতেছ বটে, কিন্তু ইহা পরিণামে সুখদায়ক হইবে। শৈলেন্দ্র! তুমি

যদি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় তনয়া শিবকে প্রদান না কর, তাহা হইলে, ভবিতব্যবলেই তাঁহাদের বিবাহ নিশ্চয় হইবে; যে দেবাদিদেব শিব তপস্থাস্থলে সমাগত হইয়া শিবাকে বর প্রদান করিয়াছেন, তিনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, আদি-অন্ত-মধ্য-বিহীন, জ্ঞানিগণের গুরু, নির্ব্বিকার, জন্মরিহীন, যোগিগণের শ্রেষ্ঠ; তিনি নারায়ণসহ রত্নময়-রথারোহণে তোমার আলয়ে আগমন করিবেন; কারণ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কখনও বিপরীত হয় না। ৮৩—৯১। গিরিরাজ! এই জগতে ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই নশ্বর; কিন্তু সাধুদিগের বাক্য দুর্লভ ও অবিনশ্বর। অনন্য-সহায় দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে পর্ব্বতসমূহের পক্ষ ছেদন করিয়াছেন এবং পবনও অক্লেশে সুমেরু-শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়াছেন; অতএব হে হিমালয়! পর্ব্বতের মধ্যে এরূপ কে আছে যে, সুরগণসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়? যদ্যপি দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া কেহ কেহ যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় সেই সমস্ত পর্ব্বত পবনের সংক্ষোভে চালিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে; অতএব গিরিরাজ! যদি একের রক্ষার জন্য সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রদান করিয়া সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করাই উচিত; কেবল শরণাগত ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিবে না। নীতিবিদ্গণ বলিয়াছেন, শরণাগত ব্যক্তির রক্ষার নিমিত্ত, পুত্র, দারা, ধন প্রভৃতি সমস্ত এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অনরণ্য-নামক রাজেন্দ্র এক ব্রাহ্মণ-তনয়কে স্বীয় কন্যা প্রদান করত ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করেন। নীতিশাস্ত্রবিদ্গণ, সেই ব্রহ্মশাপনিমগ্ন, অতি কাতর অনরণ্য নৃপতিকে এই হিতকার্য্য করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; অতএব হে শৈলরাজ! তুমিও স্বীয় তনয়া শিবকে প্রদান করত সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে রক্ষা করিয়া, সুরকুল বশীভূত কর। পর্ব্বতেশ্বর বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুঃখিতহৃদয়ে সেই অনরণ্য-রাজার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করত সহাস্যবদনে বলিলেন, ব্রহ্মন্! নৃপশ্রেষ্ঠ অনরণ্য কোন্ কুলসম্ভূত? তিনি কেন স্বীয় তনয়াকে দান করিয়া সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করিলেন?। ৯২—১০১। বশিষ্ঠ বলিলেন, গিরি-রাজ! নৃপশ্রেষ্ঠ অনরণ্য মনুবংশোদ্ভব, তিনি চির-জীবী ধর্ম্মশীল জিতেন্দ্রিয় ও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ছিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র ধার্ম্মিকপ্রবর স্বায়ম্ভুব মনু এক-সপ্ততিযুগ পর্য্যন্ত ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া, তৎপরে পত্নী শতরূপার সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন-পূর্ব্বক হরির দাসত্ব লাভ করত তাঁহার পারিষদবর্গ-মধ্যে পরিগণিত হন। তৎপরে স্বারোচিষ-মনুর আবির্ভাব হয়, তাঁহার অবসানে উত্তম-মনু আবির্ভূত হন; উত্তমের পরে ধার্ম্মিকপ্রবর তামস-মনুর আবি-র্ভাব হয়; তাঁহার অধিকৃত কাল অতীত হইলে জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ রৈবত জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে চাক্ষুষ-মনু উদ্ভূত হন; তাঁহার অবসানে বৈবস্বত-মনুর আবি-র্ভাব হয়। তিনি সপ্তম মনু বলিয়া বিখ্যাত; তাঁহার পরে সূর্য্যতনয় সাবর্ণি-মনু জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই অষ্টম মনু; এই সাবর্ণিই পূর্ব্বজন্মে চৈত্র-বংশোদ্ভব সুরথ নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার অব-সান হইলে, দক্ষসাবর্ণি নামে নবম মনুর অধিকার; তাহার পরে দশম ব্রহ্মসাবর্ণি; তৎপরে একাদশ মনু শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাবর্ণি; তাঁহার অবসানে জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ রুদ্রসাবর্ণির অধিকার; তাঁহায় অধিকার-সময় অতীত হইলে, দেবসাবর্ণি; তাঁহার অবসানে ইন্দ্রসাবর্ণির অধিকার; বন্ধুবর! আমি তোমার নিকটে এই চতুর্দ্দশ মনুর উৎপত্তির বিষয় বর্ণন করিলাম। এই সমস্ত মনু অবসানপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মার এক দিন হয়। ১০২—১১০। শৈলরাজ! এক্ষণে ইন্দ্রসাব-র্ণির বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি, বিশেষরূপে অবগত হও। মনুশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রসাবর্ণি পরম ধার্ম্মিক ও গদাধরের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি একসপ্ততিযুগপর্য্যন্ত ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া, সুচন্দ্রের প্রতি সেই রাজ্যভার অর্পণ করত, তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। সেই সুচন্দ্রের মহাবল-পরাক্রান্ত শ্রীমান্ শ্রীনিকেতু নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সেই শ্রীনিকেতু হইতে মহাযোগী পুরীষাতরু-নামক এক পুত্র সমুৎপন্ন হন; তাঁহার অতি তেজস্বী গোকামুখ নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হন। সেই গোকামুখের পুত্র বৃদ্ধশ্রবা, বৃদ্ধশ্রবার পুত্র ভানু, ভানুর পুত্র পুণ্ডরীক, তাঁহার পুত্র জৃম্ভণ, জৃম্ভণের পুত্র শৃঙ্গী, তাঁহার পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র যশশ্চন্দ্র, এই যশশ্চন্দ্র যশঃপ্রভাবে চন্দ্রকে পরাজয় করেন। তাঁহার সুনির্ম্মল কীর্ত্তি অদ্যা-পিও দেবগণ নিয়ত ঘোষণা করেন। তাঁহার পুত্র বরেণ্য, বরেণ্য হইতে পুণ্যারণ্য, পুণ্যারণ্য হইতে ধার্ম্মিক শ্রীমান্ অধরারণ্য অধরারণ্য হইতে মঙ্গলারণ্য জন্মগ্রহণ করেন। সেই মঙ্গলারণ্য অত্যন্ত জ্ঞানবান্ ও তপস্বী ছিলেন। তাঁহার অপুত্রতানিবন্ধন তিনি তপস্যার নিমিত্ত পুষ্কর-তীর্থে গমন করত, বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়া, মহাদেব হইতে বর লাভ করিলেন। সেই বরপ্রভাবে তাঁহার বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ জিতেন্দ্রিয় অনরণ্য নামে

এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাজা তাঁহার প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ অনরণ্য সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি হইয়া পুরোহিত ভৃগুদ্বারা শত যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। মহীপতি অনরণ্য তুচ্ছজ্ঞানে নশ্বর ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন না। তিনি লীলাক্রমে ইন্দ্র, বলি ও দানবেন্দ্র প্রভৃতিকে পরাজয় করিলেন; এবং তিনি স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত-ভাবে শাসনপ্রণালী বিস্তার করিতে লাগিলেন। হে শৈলপতে! তৎপরে সেই অনরণ্যরাজের একশত পুত্র ও কমলা-সদৃশী রমণীয়া পদ্মা নামে এক তনয়া জন্ম গ্রহণ করিল। নৃপতির পুত্রগণ অপেক্ষা কন্যাতেই অধিক স্নেহ জন্মিল, তাঁহার সকল রমণীগণের শ্রেষ্ঠা সৌভাগ্য-শালিনী স্থিরযৌবনা পতিব্রতা অতিরূপবতী ও পুণ্যবতী পঞ্চাশৎ মহিষী ছিল। ১১১—১২৫। সেই অনরণ্য-রাজের তনয়া পিতৃগৃহে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তখন নৃপতি-শ্রেষ্ঠ স্থানে স্থানে চর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এক সময়ে পিপ্পলাদ মুনি স্বীয় আশ্রমে গমন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, এমন সময়ে সেই সুনির্জ্জন তপঃস্থানে এক গন্ধর্ব্বকে দেখিতে পাইলেন। সেই গন্ধর্ব্ব স্ত্রীসহ শৃঙ্গার-সাগরে মগ্নচিত্ত হইয়া এরূপ মত্ত হইয়াছে যে, তাহাদের দিবারাত্রি জ্ঞান নাই। মুনিশ্রেষ্ঠ সেই গন্ধর্ব্বের এই ভাব সন্দর্শনে অত্যন্ত কামপীড়িত হইলেন; তখন তাঁহার তপস্যাতে চিত্ত আসক্ত হইলেও দারপরিগ্রহে অভিলাষ হইল। এক সময়ে মুনীশ্বর পিপ্পলাদ স্নানের নিমিত্ত পুষ্প-ভদ্রা নদীতে গমন করিয়া কমলা-সদৃশী রূপবতী মনোহারিণী সেই অনরণ্য-তনয়া পদ্মাকে দেখিয়া তাঁহার সমীপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কন্যাটী কে? তাহারা বলিল,—ইনি অনরণ্য-রাজের কন্যা, ইহাঁর নাম পদ্মা। হিমালয়! তৎপরে মুনিবর স্নান করত অভীষ্টদেব রাধিকাপতিকে পূজা করিয়া কামায়ত্তচিত্তে অনরণ্য-তনয়াকে প্রার্থনা করিতে সেই অনরণ্যসমীপে গমন করিলেন। রাজা তখন মুনিকে দর্শন করত ভয়াকুলিত-চিত্তে শীঘ্র তাঁহাকে প্রণাম করত মধুপর্ক প্রভৃতি প্রদান-পূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিলেন। মুনি কামবশে সমস্ত গ্রহণ করিয়া তৎপরে তাঁহার কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে অনরণ্য রাজা মৌনা-বলম্বন করিলেন; কিছুই বলিতে সক্ষম হইলেন না। মুনি পুনর্ব্বার রাজাকে বলিলেন, হে অনরণ্য-রাজ! তুমি নিজ কন্যা আমাকে প্রদান কর, না হইলে শাপানলে ক্ষণকালমধ্যেই সমস্ত ভস্মসাৎ করিব। তখন সেই মুনির তেজে সভাস্থ সকলেই সমাচ্ছন্ন হইলেন; রাজা সেই মুনিকে বৃদ্ধ ও জরাতুর দেখিয়া বন্ধুগণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। ১২৬—১৩৬। রাজমহিষীগণও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং কন্যার মাতা মহারাজ্ঞী শোকে অধীরা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। সে সময়ে এক নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, রাজাকে তদীয় মহিষী ও পুত্রগণকে এবং সেই কন্যাকে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, হে নৃপ! বর্ত্তমান সময়েই হউক অথবা দিনান্তেই হউক কন্যা তোমার প্রদান করিতেই হইবে; এই বিপ্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও আপনার প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে; আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন এ জগতে সৎপাত্র কাহাকেও দেখিতেছি না; অতএব এই বিপ্রকে কন্যা প্রদান করিয়া সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করুন। রাজন্! এই কন্যার নিমিত্তই আপনার সমস্ত সম্পত্তি বিনাশ পাইবার সম্ভব হইয়াছে; অতএব শরণা-গত ব্যক্তি ব্যতীত সেই কন্যাকে মাত্র পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করাই আপনার কর্ত্তব্য। রাজা সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করত বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন; তৎপরে স্বীয় তনয়াকে রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া সেই মুনীন্দ্রকে প্রদান করিলেন। মুনিবর কান্তাকে গ্রহণ করত সানন্দচিত্তে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তাহার পর রাজাও সমস্ত পরিত্যাগ করত তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। তখন প্রধানা রাজমহিষী, স্বামী ও তনয়ার শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; নৃপতি-বিরহে পাত্রগণ, পুত্রগণ ও ভৃত্যবর্গ সকলেই মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। অনরণ্য রাধিকেশ্বরের চিন্তায় চিত্ত নিবিষ্ট করত তপস্যা করিলেন। এবং সেই গোলোকনাথের সেবা করত গোকোধামেই গমন করিলেন। হে গিরিরাজ! তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কীর্ত্তিমান্ রাজা হইয়া, পুত্রের ন্যায় প্রজা পলন করিতে লাগিলেন। ১৩৭—১৪৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

বশিষ্ঠ বলিলেন, শৈলরাজ! সেই অনরণ্যতনয়া যেরূপ লক্ষ্মী নারায়ণকে সেবা করেন, তদ্রূপ কর্ম্মদ্বারা, বাক্যদ্বারা ও মানসিক ভক্তিভাবে মুনির সেবা করিতে

লাগিলেন। এক সময়ে সতী অনরণ্যতনয়া স্নান করিবার নিমিত্ত মন্দাকিনীতে গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে মায়াবলে নৃপরূপধারী ধর্ম্ম তাঁহাকে পথমধ্যে দেখিতে পাইলেন। তখন সেই ছদ্মবেশধারী ধর্ম্ম রত্নময়রথারূঢ় ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নবীন যৌবন, কামদেবতুল্য শরীর প্রভাশালী; শ্রীসম্পন্না সেই রমণীয়া সুন্দরীকে দেখিয়া প্রভু ধর্ম্ম সেই মুনিপত্নীর আভ্যন্তরিক বিষয় জানিবার নিমিত্ত মায়াচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অয়ি সুন্দরি! তোমাকে লক্ষ্মীর ন্যায় স্থিরযৌবনা মনোহারিণী দেখিতেছি; অতএব তুমি নিশ্চয় রাজযোগ্যা রমণী; তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার এই জরাতুর বৃদ্ধসমীপে অবস্থান শোভাজনক হইতেছে না। চন্দনাগুরুবিলিপ্তা হইয়া রাজগণের বক্ষঃস্থলেই তুমি শোভা পাইবার উপযুক্ত; অতএব হে সুন্দরি! তুমি এই তপোনিরত সত্যজ্ঞ মরণোন্মুখ বিপ্রকে পরিত্যাগ করত রতিশূর কামার্ত্ত রাজেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর; সুন্দরী স্ত্রী, পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যফলে সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু রসিক ব্যক্তির আলিঙ্গনেই সেই সৌন্দর্য্যের সফলতা হয়; আমি সহস্র সুন্দরীর কান্ত ও কামশাস্ত্র-বিশারদ; অতএব কান্তে! আমাকে কিঙ্কররূপে গ্রহণ কর। আমি তোমাকে পাইলে অন্যান্য সকল রমণীগণকে পরিত্যাগ করিব। মনোহারিণি! তোমার সদৃশী কামিনীর সহিত আমি রমণীয় অতি নির্জ্জন স্থানে পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিদিন পুষ্পবাসিত বায়ুদ্বারা সুরভীকৃত কুসুমিত পুষ্পোদ্যানে বিহার করিব। সুন্দরি! কামজ্বরে প্রপীড়িতা রমণীর কামপীড়া নিবারণ করিতে আমিই সক্ষম; অতএব আমার সহিত বিহার করত জন্ম সফল কর। এই কথা বলিয়া নৃপরূপী ধর্ম্ম স্বীয় রথ হইতে অবতরণ করত তাঁহাকে ধারণ করিতে উদ্যত হইলে, তখন সতী পদ্মা সেই অহিতচারী ধর্ম্মকে বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! নৃপকুলাধম! এস্থান হইতে দূর হ! যদি আমাকে পুনর্ব্বার কামভাবে জিজ্ঞাসা করিস্, তাহা হইলে নিশ্চয় ভস্ম হইবি! তপোবল-পবিত্র মুনিশ্রেষ্ঠ পিপ্পলাদকে পরিত্যাগ করিয়া তোর সদৃশ স্ত্রীজিত লম্পটকে ভজনা করিব? নরাধম স্ত্রীজিত ব্যক্তির স্পর্শমাত্রেই সমস্ত পুণ্য বিনষ্ট হয়, স্ত্রীজিত ব্যক্তি অপেক্ষা পাপী ও পাতকী জগতে কেহ নাই; আমি তোর মাতৃস্বরূপা, অথচ আমাকে স্ত্রীভাবে বাক্য প্রয়োগ করিতেছিস্; এজন্য আমার শাপে কামের দ্বারা তোর ক্ষয় হইবে। তখন ধর্ম্ম সতীশাপ শ্রবণ করিয়া নৃপমূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব-মূর্ত্তি ধারণ করত কম্পিত কলেবরে বলিলেন, মাতঃ! আমি ধর্ম্মজ্ঞদিগের গুরুর গুরু—ধর্ম্ম; সতি! আমি পরস্ত্রীতে নিয়ত মাতৃবুদ্ধি করিয়া থাকি। আমি কেবল মনোভাব জানিবার জন্য তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি; তোমাদের মনের ভাব জানি বটে, তথাপি দৈবদোষে বিড়ম্বিত হইলাম। হে সাধ্বি! আমার দমনে বিরুদ্ধাচরণ হয় নাই, যথোচিত কার্য্যই হইয়াছে; উন্মার্গগামীদিগের শাস্তি ঈশ্বরই বিধান করিয়াছেন। ১—২০। যিনি ধর্ম্মের স্বধর্ম্মোপদেশে কালের বিনাশে ও বিধাতার বিধানে সক্ষম, সেই পরমাত্মা কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। যে বিভু সংহারকারী শঙ্করকেই কালক্রমে সংহার করিতে ও জগৎসৃজনকারী বিধাতাকেও সৃজন করিতে সক্ষম; সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি যমের সংহার করিতে সক্ষম, মৃত্যুরও মরণের কারণস্বরূপ ও যিনি দৈবের সৃজনবিনাশে সমর্থ, সেই ভগবান্ কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। যিনি শাপ, সুখ, দুঃখ, বর, সম্পদ্ ও বিপদ্ প্রভৃতি প্রদান করিতে সক্ষম, সেই সনাতন কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। যিনি শত্রু, মিত্র, প্রীতি কলহ প্রভৃতি বিধান করিতে সক্ষম; যাঁহার ইচ্ছাক্রমে ক্ষীর ধবলিত, জল শৈত্যগুণসম্পন্ন এবং হুতাশন দাহিকাশক্তিসম্পন্ন হইয়াছে, সেই মহানুভব শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি প্রকৃতি, মহাবিষ্ণু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সৃজন করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করিতেছি। যিনি অতি তেজঃস্বরূপ অথচ সেই তেজোরাশি হইতে বহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন এবং যিনি গুণিশ্রেষ্ঠ অথচ নির্গুণ সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করিতেছি। যিনি সর্ব্বময় সর্ব্ববীজ ও সকলের অন্তরাত্মস্বরূপ, আমি সেই সর্ব্ববন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি; এই কথা বলিয়া জগৎগুরু তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে প্রিয়ে! তখন সাধ্বী পদ্মা তাঁহাকে ধর্ম্ম জানিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, ভগবন্! আপনি সকল কর্ম্মের সাক্ষী; সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ধর্ম্ম; তবে কেন মনোগত ভাব জানিবার নিমিত্ত কিঙ্করীকে বিড়ম্বনা করিলেন? হে ব্রহ্মন্! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এবিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই। হে বিভো! আমি স্ত্রীস্বভাব-নিবন্ধন অজ্ঞানতাবশতঃ ক্রোধে আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আপনার কি অবস্থা ঘটিবে তাহাই চিন্তা করিতেছি। যদি আকাশ, দিক্, বায়ু

প্রভৃতি সমস্ত বিনষ্ট হয়, তথাপি সাধ্বী স্ত্রীর শাপ কখন বিফল হইবে না; আপনি যদি বিনষ্ট হন, তাহা হইলে সমস্ত সৃষ্টি বিনাশপ্রাপ্ত হইবে; এবিষয়ে আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়াছি; তথাপি আপনাকে এক উপায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২১—৩৫। হে দেবশ্রেষ্ঠ! যেরূপ পৌর্ণমাসীতে শশী পূর্ণরূপে চতুষ্পদে প্রকাশিত হন, তদ্রূপ সত্যযুগে আপনিও পূর্ণরূপে বিরাজমান থাকিবেন। হে ভগবন্! ত্রেতাতে আপনার একপাদ ক্ষয়, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে ত্রিপাদ ক্ষয় হইবে; কলিশেষে আপনার অবশিষ্ট একপাদ অচ্ছন্ন হইবে; আবার সত্য সমাগত হইলে, চতুষ্পাদে পূর্ণ হইবেন। আপনি সত্যযুগে সর্ব্বব্যাপী হইবেন এবং অন্যান্য যুগে কোন কোন স্থানে প্রকাশিত থাকিবেন। হে বিভো! যাহাতে যাহাতে আপনার অবস্থান হইবে, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে ধর্ম্মরাজ! বৈষ্ণব, বিপ্র, যতি, ব্রহ্মচারী, পতিব্রতা, নির্ম্মল জ্ঞানশালী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু, ধর্ম্মশীল নরপতি, সাধু ব্যক্তি, সদ্‌বৈশ্যজাতি, দ্বিজসেবা-পরায়ণ শূদ্র, সৎসংসর্গীও স্থিরচিত্ত পুরুষ; এই সমস্তে আপনি সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত থাকেন। এই সমস্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তি যুগে যুগে আপনার আধাররূপে কল্পিত থাকিবেন এবং অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, তুলসী, দেবার্হ পুষ্প ও সাধুব্যক্তি প্রভৃতিতেও আপনি বিদ্যমান থাকিবেন। দেবালয়ে, তীর্থে, সাধুগণের গৃহে, বেদবেদাঙ্গ-শ্রবণ-স্থলে ও সভাতে আপনার নিয়ত অবস্থান হইবেন এবং কৃষ্ণনাম গান, কৃষ্ণগুণ গান, তাহার শ্রবণ ও উচ্চারণ-স্থলে এবং ব্রত, পূজা, তপস্যা, ন্যায়, যজ্ঞ ও সত্যস্থলে আপনার নিয়ত অধিষ্ঠান হইবে। দীক্ষা, পরীক্ষা, শপথ, গোষ্পদভূমি, গো-গৃহ এবং গোষ্ঠে আপনি বিদ্যমান থাকিবেন। হে ধর্ম্ম! এই সমস্ত স্থানে আপনার কৃশতা হইবে না; ইহা ভিন্ন যে যে স্থলে আপনার কৃশতা ঘটিবে, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩৬—৪৭। ভগবন্! বেশ্যা, বেশ্যাগৃহ, নরহত্যাকারীর গৃহ, নরহত্যাকারী, নীচ, মূর্খ ও খল ব্যক্তিতে আপনার কৃশতা হইবে এবং দেবতা, গুরু, ব্রাহ্মণ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের ধনহরণকারী দুর্জ্জন ধূর্ত্ত চৌরগণে এবং রতিভূমে, দ্যূতক্রীড়াস্থলে ও ভূপালগণের কলহস্থলে আপনার ক্ষীণতা হইবে। যেখানে শালগ্রামশিলা, সাধুব্যক্তি, তীর্থ বা পুরাণ নাই তথায়; দস্যুগ্রস্ত-দেশে ও গর্ব্বপরায়ণ ব্যক্তিতে আপনার হীনতা হইবে। অসিজীবী, দেবল, গ্রাম-যাজক, বৃষবাহক, স্বর্ণকার, জীবহিংসোপজীবী, স্বামিনিন্দা-পরায়ণা রমণী, স্ত্রীজিতপুরুষ, দীক্ষা সন্ধ্যা ও বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ, স্বাঙ্গবিক্রয়ী, কন্যাবিক্রয়ী, নিজস্ত্রী-বিক্রয়কারী, শালগ্রামশিলা-বিক্রয়ী, দেবমূর্ত্তি-বিক্রয়ী, গ্রন্থবিক্রয়ী ও ভূমিবিক্রয়ী, এই সমুদায়ে আপনার ক্ষীণতা সঞ্জাত হইবে। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, শরণাগতত্যাগী ও আশ্রিতঘ্ন ব্যক্তিতেও আপনার ক্ষীণতা হইবে। নিয়ত মিথ্যাভাষী, সীমা-হরণকারী, কাম ক্রোধ ও লোভবশতঃ মিথ্যাসাক্ষ্য-প্রদানকারী, পুণ্যকর্ম্মবিহীন এবং পুণ্যকর্ম্মবিরোধী; এই সমস্ত ব্যক্তিতে আপনার অবস্থান করিবার অধিকার নাই। হে প্রভো! ইহাতে আমার বাক্য সত্য হইবে ও আপনারও রক্ষা হইবে; এক্ষণে আমি পতি-সেবার নিমিত্ত গমন করিব; আপনিও স্ব-মন্দিরে গমন করুন। সাধ্বী অনরণ্যতনয়া এই কথা বলিলে, বিধিপুত্র ধর্ম্ম প্রসন্নবদনে বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, সাধ্বি! তুমি পতিভক্তি-পরায়ণা ধন্যা রমণী; তোমার নিয়ত মঙ্গল হউক। তুমি আমাকে পরি-ত্রাণ করিলে; অতএব বর প্রার্থনা কর, প্রদান করিব। ৫৮—৫৯। বৎসে! আমার বরে তোমার স্বামী যুবা, রতিশূর, রূপবান্, গুণবান বাগ্মী ও সতত স্থির-যৌবন হউন; তুমিও পরমৈশ্বর্য্যশালিনী ও স্থির-যৌবনা হও এবং তোমার পতি মার্কণ্ডেয় হইতেও দীর্ঘজীবী, কুবের হইতে ধনবান্, ইন্দ্র হইতে ঐশ্বর্য্য-শালী, শিবতুল্য বিষ্ণুভক্ত ও কপিল অপেক্ষাও সিদ্ধ পুরুষ হউন; তুমি যাবজ্জীবন পতিসৌভাগ্যশালিনী হও ও তোমার গৃহ কুবেরভবন হইতেও সমৃদ্ধিশালী হউক। তুমি আমার বরে স্বীয় স্বামী অপেক্ষাও অধিক রূপগুণসম্পন্ন পুত্রগণের জননী হইবে। হে শৈলেন্দ্র! ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে, সতী পদ্মা তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করত স্বগৃহে গমন করিলেন। ধর্ম্মও তাঁহাকে আশী-র্ব্বাদ করত স্বীয় ভবনে আগমন করিলেন; পরে প্রতি সভায় সভায়, পতিব্রতা রমণীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পদ্মা স্ব-ভবনে গমন করত ধর্ম্মবরে যৌবনপ্রাপ্ত স্বামী পিপ্পলাদের সহিত নির্জ্জনে সতত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বীয় স্বামী হইতেও অধিক গুণসম্পন্ন বহু পুত্র প্রসব করিলেন। শৈলেন্দ্র! যেরূপে অনরণ্য স্বীয় তনয়া মুনিকে প্রদান করিয়া সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিবৃত্ত তোমার নিকটে বর্ণন করি-লাম। তুমিও সেই সর্ব্বেশ্বরকে কন্যা প্রদান করত সম্পত্তি, ও আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবগণকে রক্ষা কর। পর্ব্বত-

রাজ! অদ্যাবধি সপ্তদিন অতীত হইলে অতি দুর্লভ শুভক্ষণ উপস্থিত হইবে; ঐ দিনে লগ্নাধিপতি লগ্নস্থ হইবেন। ঐ দিনে চন্দ্র স্বীয় পুত্র বুধের সহিত লগ্নাস্থ হইবেন এবং রোহিণীযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইবেন; তারাও বিশুদ্ধ হইবে। সেই দিন মার্গশীর্ষ-মাসীয় সোমবার; ঐ দিনে কোন দোষের লেশ থাকিবে না। সমস্ত সদ্গ্রহের দৃষ্টি হইবে ও অসদ্গ্রহের দৃষ্টি নাশ হইবে; তাহাতে বিবাহ হইলে পতি-সৌভাগ্য ও সৎপুত্র লাভ হইবে। ঐ লগ্ন জন্ম জন্ম অবৈধব্যপ্রদ ও প্রীতিজনক; ঐ লগ্নবলে গাঢ়প্রেমের কখনও বিচ্ছেদ হয় না। অতএব হে পর্ব্বতরাজ! এই লগ্নে কন্যা পাত্রসাৎ করিয়া তুমি কৃতী হও। ৬০—৭৩। গিরিরাজ! তোমার এই কন্যা সমস্ত দেবগণের তেজঃস্বরূপা, দেবপূজিতা, জগজ্জননী, ঈশ্বরী, মূলপ্রকৃতি, ইহাঁকে জগৎপিতা শিবকে প্রদান কর। ইনি পূর্ব্বকল্পে দেবতাদিগের রক্ষার নিমিত্ত, সুরসমূহের তেজোরাশিস্বরূপে আবির্ভূতা হইয়া, দশদিক্ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহাঁর স্বীয় তেজোবলে দৈত্যকুলমধ্যে কেহ কেহ দগ্ধ, কেহ কেহ পলায়িত ও কেহ কেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং কেহ বিবরে প্রবিষ্ট, কেহ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত, কেহ বা দন্তে তৃণ লইয়া ইহাঁর শরণাপন্ন হইয়াছিল। দেবীর ভীষণ প্রভাবে কেহ বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিল, কেহ স্তম্ভিত হইয়াছিল, কেহ বা অনেক সময় যুদ্ধ করিয়া অনাময় স্বর্গধামে গমন করিয়াছিল। সুরগণ পূর্ব্বে ইহাঁর প্রভাবেই নিঃশত্রু হইয়াছিলেন। ইনিই কল্পান্তে কৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে দক্ষকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪—৭৯। তৎপরে দক্ষও বিধিক্রমে শূলপাণিকে কন্যা প্রদান করেন; দৈববশতঃ আমার পিতার যজ্ঞে দেবসভায় দক্ষসহ শূলপাণির মহাকলহ হয়; তখন ত্রিলোচন রোষপরবশ হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করত গমন করিলেন। দক্ষও রুষ্ট হইয়া স্বীয় বন্ধুগণের সহিত স্ব-ভবনে গমন করিলেন। তৎপরে দক্ষ কোপে মহা সমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ করত সেই যজ্ঞভাগ মাৎসর্য্যবশতঃ শূলপাণিকে প্রদান করিলেন না। তাহাতে সতী পিতার সেইরূপ দুর্ব্ব্যবহার দর্শনে কোপে আরক্তলোচনা হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে পিতাকে বহুতর ভর্ৎসনা করত তথা হইতে মাতা প্রসূতির সমীপে গমন করিলেন। তৎপরে ত্রিকালজ্ঞ পরাৎপরা সতী যজ্ঞ ভঙ্গ ও পিতার পরাভব প্রভৃতি সমস্ত ভবিষ্যদ্বিষয় মাতার নিকটে বলিলেন; হে পর্ব্বতরাজ! সেই যজ্ঞ-স্থান হইতে দেবগণ, যাজ্ঞিকগণ, মুনিসমূহ ও পর্ব্বতদিগের পলায়ন, শিবসৈন্যের জয়, নিজের মৃত্যু, বিরহাকুলিতচিত্তে স্বামীর শোকবশতঃ নানা স্থানে পর্য্যটন প্রভৃতি সমস্ত বর্ণন করিলেন; শঙ্করের নয়ন-সলিলে সরোবরের উদ্ভব, মূর্ত্তিভেদে শঙ্করকে পুনর্ব্বার পাইবেন, তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার বিহার হইবে; এই সকল ভবিতব্য সমস্ত বিষয় মাতার নিকটে বলিয়া মাতা ও ভগিনীগণের নিষেধ-বাক্যে উপেক্ষা করত দুঃখিতান্তঃকরণে গমন করিলেন। তৎপরে সিদ্ধ-যোগিনী সতী জাহ্নবীতীরে গমন করত সকলের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যোগবলে স্নানান্তে শঙ্করের পূজা করিলেন; পরে শঙ্করের চরণকমল স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করত গন্ধমাদন-দ্রোণীস্থ শরীরে প্রবেশ করিলেন। সেই গন্ধমাদন-স্থিতা দেবী পূর্ব্বে অখিল দৈত্যকুলকে বিনাশ করিয়াছিলেন। দেবী সেই শরীরে প্রবিষ্টা হইলে সুরগণ বিস্মিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। এদিকে শঙ্কর-সেনাগণ দক্ষযজ্ঞ বিনাশপূর্ব্বক সকলকে পরাভব করিয়া শোকে ব্যাকুলহৃদয়ে গমন করত সমস্ত শঙ্করকে বলিল। শঙ্কর সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রুদ্রগণের সহিত শোকে সহসা মূর্চ্ছিত হইলেন; ক্ষণকাল পরে মূর্চ্ছা-ভঙ্গ হইলে ত্রিলোচন গাত্রোত্থান করিয়া যে স্থানে দেবীর দেহ পতিত ছিল, সেই মন্দাকিনীতীরে গমন করিলেন। ৮০—৯৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর মহাদেব গমন করত দেখিলেন;—জাহ্নবীতটে অম্লানপদ্মপত্রাভা মনোহরা সতীমূর্ত্তি শয়ান রহিয়াছে। সেই অক্ষমালাধারিণী সতীমূর্ত্তি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় প্রভাসম্পন্না, তেজে প্রজ্বলিতা এবং শ্বেতবস্ত্রপরিধানা। সেই মূর্ত্তি-দর্শনে মহাদেব বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইতে লাগিলেন। তিনি মূর্ত্তিমান্ তত্ত্বরাশির স্বরূপ হইলেও তাঁহাকে মূর্চ্ছিত হইতে হইল। তখন প্রবল কলত্রশোক, সেই স্বাত্মারাম পরাৎপর বেদের বীজস্বরূপ যোগীন্দ্রগণের গুরু শঙ্করকেও পীড়া দিতে লাগিল। ত্রিলোচন, ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া তাঁহাকে কি বলিবেন, ইচ্ছা করিলেন; আবার তাঁহার বদনকমল দর্শন করত সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তখন তিনি স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিলেন। আবার সেই দীনগণের শরণপ্রদ, দীন-দৈন্যাপহারী শঙ্কর সাশ্রুনেত্রে অতি দীনভাবে

বিলাপ করত বলিলেন ;—হে প্রাণেশ্বরি! হে প্রিয়ে! তুমি গাত্রোত্থান কর, একবার গাত্রোত্থান কর; হে সুভগে! দেখ, আমি তোমার স্বামী শঙ্কর; তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি; আমি শিবপ্রদ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ, সিদ্ধিপ্রদ, সকলের আত্মাস্বরূপ শিব; কিন্তু প্রিয়ে! আমি তোমা ব্যতীত সকলের পক্ষে শবতুল্য। প্রিয়ে! তুমি সকলের শক্তি-রূপিণী তোমার আশ্রয়েই আমি শক্তিযুক্ত ছিলাম; এক্ষণে শক্তি-হীন হইয়া সকল কার্য্যে নিশ্চেষ্ট শবতুল্য হইলাম; হে বিজ্ঞে! যে ব্যক্তি শক্তিকে পরিজ্ঞাত নহে,সে-ই শক্তিকে নিন্দা করিয়া থাকে, তাঁহাকেই তোমার পরিত্যাগ করা উচিত। তবে প্রিয়ে! আমাকে পরিত্যাগ করিলে কেন? প্রাণেশ্বরি! স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমি, আমরা তোমারই সাধ্যভূত; তুমি হাস্যবদনে আমার প্রতি কটাক্ষদৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক সুধাতুল্য বাক্যপ্রয়োগে আমার হৃদয় শীতল কর। প্রিয়ে! মধুর আলাপ ও মধুর দৃষ্টিরূপ অমৃতময় বারিসেকে আমার দগ্ধ হৃদয়ের তাপ দূর কর; এবং দূর হইতে আমাকে দর্শন করিয়া শীঘ্র আমার প্রতি স্নেহময় মধুরবাক্য প্রয়োগ কর। প্রাণাধিকে! এই নিশ্চেষ্টভাবে বিলাপপরায়ণ শিবকে এখনও সম্ভাষণ করিতেছ না? প্রিয়ে। তুমি যে আমার প্রাণের আধারস্বরূপা পরাৎপরা; শীঘ্র গাত্রোত্থান কর; তুমি জগতের আধাররূপিণী জগদম্বা অতএব দেবি! আমি অতি বিনীতভাবে বলিতেছি, তুমি গাত্রোত্থান কর। দক্ষকন্যে! গাত্রোত্থান কর, এই রোদন-পরায়ণ শিবকে একবারও নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিবে না? সুন্দরি! আমার প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার গমন করা কর্ত্তব্য নহে; পতিব্রতে! গাত্রোত্থান কর, কেন অদ্য আমাকে সেবা করিতেছ না? হে দেবজননি! জানিয়াও কেন ব্রত ভঙ্গ করিতেছ? এইরূপ বিলাপ করত বিরহাতুর শঙ্কর প্রিয়ার মৃতদেহ বক্ষে ধারণ-পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে লাগিলেন। শঙ্কর, প্রিয়ার অধরে অধর, বক্ষে বক্ষ স্থাপন করিয়া পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিতে করিতে আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। তৎপরে শঙ্কর চেতনা লাভ করত শোক-বশে বেগে উত্থান করিলেন এবং জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু হইলেও, তিনি উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইলেন। তৎপরে শঙ্কর অজ্ঞানের ন্যায় পত্নীর সুবর্ণপ্রতিম মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া সপ্তদ্বীপ লোকালোকে পর্ব্বতও সপ্তসিন্ধু পরিভ্রমণ করিলেন। পরে তিনি ভারতে শতশৃঙ্গগিরির পার্শ্বে জম্বুদ্বীপে সুনির্জ্জন প্রদেশে অক্ষয়বটমূলে নদীতীরে পরিভ্রমণ করিয়া হা সতি! সাধ্বি! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নত্রয় হইতে যে অশ্রু বিগলিত হইল, তাহাতে এক সরোবর উৎপন্ন হইল; তাহারই নাম নেত্রসরোবর। তথায় মুনিগণ তপস্যা করেন। সে সরোবর দুইযোজন বিস্তীর্ণ; সেটী এক মনোহর পুণ্যতীর্থ। গিরিরাজ! তাহাতে স্নান করিলে মানবগণের পুনর্জ্জন্ম হয় না। তাহাতে স্নানমাত্রেই নরগণ শতজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করত হরিধামে গমন করে। ১—২৪। তৎপরে মহাযোগী শঙ্কর সেই সরোবর পরিত্যাগ করিয়া বিরহাকুলিতচিত্তে পূর্ণ এক বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিলেন। হে পর্ব্বতেশ্বর! সেই সতীদেহবিগলিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে যে স্থানে পতিত হইল, সেই সেই স্থান বাঞ্ছিতপ্রদ সিদ্ধপীঠ নামে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপরে মহাদেব সতীর অবশিষ্টাঙ্গের সংস্কার করিয়া, অস্থিদ্বারা মালা নির্ম্মাণ করত স্বীয় কণ্ঠভূষণ করিলেন। শঙ্কর ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন সতীর শরীরভস্ম গাত্রে লেপন করিতে লাগিলেন; পুনর্ব্বার হা প্রাণেশ্বরি! হা সতি! বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন স্বয়ম্ভু আত্মারাম পূর্ণকাম ভগবান্ শঙ্কর বিরহ-জ্বরে নিশ্চেষ্ট হইয়া পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে বিস্মৃত হইলেন। দেবগণ বটমূল-সমীপে শিবকে শয়ান দেখিয়া বিস্মিতভাবে তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন। লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্ম নিয়ত অর্চ্চনা করেন, সেই ভগবান্ ঈশ্বর নারায়ণ, পারিষদবর্গের সহিত রত্নযানে তথায় সমাগত হইলেন। তিনি রত্নালঙ্কারে বিভূষিত; পীতবসন ও চতুর্ভুজ; তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত এবং প্রসন্ন; তিনি বনমালায় বিভূষিত। তৎকালে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অনন্ত, সুরগণ, মহর্ষিগণও তথায় আগমন করিলেন। দেবগণ তথায় সমাগত হইয়া লক্ষ্মীকান্তকে প্রণাম করত সমাসীন হইলেন। ২৫—৩৩। তাহার পর জ্ঞানি-গুরু জ্ঞানীশ্বর শ্রীহরি সেই মূর্চ্ছিত শঙ্করকে বক্ষে ধারণ করত তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে বলিলেন, শম্ভো! তুমি পরমাত্মাস্বরূপ হইয়া কেন এরূপ সামান্য জনের ন্যায় শোকে অধীর হইলে? আমার দুঃখ-শোক বিনা-শক সারভূত হিতকর আধ্যাত্মিক বাক্য শ্রবণ কর। হে শঙ্কর! তুমি বিধাতার বিধাতা, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞান-বিধি ও জীব-স্বরূপ; সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্বই তোমাতে বিদ্যমান আছে; তথাপি তোমাকে প্রবোধ দিতেছি; কারণ প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হইলে, অজ্ঞানী ব্যক্তিও

জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রবোধ দানে সক্ষম হয়। ইহা জনসমাজে ব্যবহার আছে যে, বিপৎকালে সকলেই পরস্পরকে পরস্পরে প্রবোধ প্রদান করিয়া থাকে। গুণসকল মায়ার আশ্রিত; এই জন্য সেই গুণ সমস্ত সুখদুঃখের কারণ, এই জন্য বলবতী বিষ্ণু-মায়া গুণযুক্ত পুরুষকে পীড়ন করে। হে শম্ভো! দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে দুঃখ, শোক, ভয় প্রভৃতি অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হয়; কিন্তু আবার সেই দুর্দ্দিন যাইয়া সুদিন সমাগত হইলে সে সমস্তই দূরীভূত হয়। তখন হর্ষ, ঐশ্বর্য্য, দর্প, এই সমস্ত বৃদ্ধি হয়; কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহাকে স্বপ্নবৎ মনে করেন। হে শৈলরাজ! ভগবান্ ত্রিলোচন হরির বাক্য শ্রবণ করিয়া নেত্রত্রয় উন্মীলন করত তাঁহাকে বলিলেন, মহাত্মন্! তোমাকে তেজঃস্বরূপ দেখিতেছি, তুমি কে? তোমার সমীপস্থ ইহারাই বা কে? তোমার নাম কি? ইহাদেরই বা নাম কি? সতী কে? আর আমিই বা কে? তুমি কাহাকে কি বলিতেছ? এবং আমাকেই বা কি বলিতেছ? আমি কিজন্য এখানে আসিয়াছি? আমি কোথায় যাইব? আর ইহারাই বা কোথায় যাইবেন? তাহা আমাকে বল। হে গিরে! শ্রীহরি এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বগণের সহিত রোদন করত নেত্রনীর দ্বারা সেই রোদন-পরায়ণ শিবকে অভিষিক্ত করিলেন। হরিহরের নেত্রনীরে পবিত্র জলসম্ভূত ত্রিভুবন-পাবন তীর্থ উৎপন্ন হইল। ৩৪—৪৫। ভারতে অস্তগিরির পশ্চাদ্ভাগে অক্ষয়বটসমীপে ঐ তীর্থ সম্ভূত হইলে তাহা তপস্বীদিগের মুক্তিবীজ স্বরূপ তপস্যার স্থানরূপে পরিগণিত হইল। অনন্তর শ্রীহরি, সমস্ত দেবগণ মুনিগণ ও ঊর্দ্ধরেতাদিগের সমক্ষে হরকে পুনর্ব্বার অধ্যাত্ম বিষয় উপদেশ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, হে শঙ্কর! তুমি পরাৎপর জ্ঞাননিধি সনাতন জ্ঞানানন্দস্বরূপ; এক্ষণে তুমি শোকবশতঃ প্রকৃষ্ট জ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছ; তোমাকে অধ্যাত্ম বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে শঙ্কর! এই সংসারে সুদিন ও দুর্দ্দিন নিয়ত ভ্রমণ করে, সেই সুদিন-দুর্দ্দিনই সকল প্রাকৃত বিষয়ের সুখ-দুঃখের কারণস্বরূপ; তাহার মধ্যে সুখ হইতে হর্ষ, দর্প, শৌর্য্য, প্রমত্ততা, রাগ, ঐশ্বর্য্য, অভিলাষ, বিদ্বেষ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং দুঃখ ও শোক হইতে সমুদ্বেগ ও ভয় প্রবর্দ্ধিত হয়। হে মহেশ্বর! ইহার কারণ বিনাশ হইলেই এই সমস্ত বিনষ্ট হয়। হে শঙ্কর! সুদিন-দুর্দ্দিন স্বীয় কর্ম্মোদ্ভূত; সেই কর্ম্ম তপঃসাধ্য এবং শুভাশুভ কার্য্য সকল সেই কর্ম্মসাধ্য; তপস্যা স্বভাবসাধ্য, স্বভাব অভ্যাসসাধ্য, সেই অভ্যাস সংসর্গসাধ্য এবং সংসর্গ পুণ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে শম্ভো! মন—পাপপুণ্য উভয়েরই কারণস্বরূপ, সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগ্রবর্ত্তী-মন আমারই অংশে উৎপন্ন। হে শঙ্কর! আমি, তুমি, কি প্রজাপতি ব্রহ্মা—আমরা সকলেরই জনক; ব্রহ্ম এক পদার্থ,—কেবল গুণভেদে মূর্ত্তিভেদে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। হে শিব! সেই ব্রহ্ম দ্বিবিধ—সগুণ ও নির্গুণ; তিনি মায়াযুক্ত হইলে, সগুণ ও মায়ারহিত হইলে নির্গুণ হইয়া থাকেন। ৪৬—৫৫। ভগবান্ স্বেচ্ছাময়; তিনি ইচ্ছায় সমস্ত সৃজন করেন; তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতি নামে অভিহিতা এবং নিত্যা। তিনিই সমস্ত জগৎ প্রসব করেন। এক ব্রহ্মকে কেহ কেহ বলেন, সনাতন ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ; কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্ম দ্বিবিধ, প্রকৃতি ও পুরুষ; যাঁহারা ব্রহ্ম এক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম সর্ব্বকারণস্বরূপ ও প্রকৃতিপুরুষ হইতে অতীত; এবং সেই ব্রহ্ম হইতেই প্রকৃতিপুরুষ, এই উভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে; অথবা এক পরমব্রহ্ম ইচ্ছাক্রমে দ্বিবিধ হইয়া থাকেন। সেই শক্তিই সমস্ত শক্তি-প্রসবকারিণী প্রকৃতি; পরমব্রহ্ম সেই ইচ্ছাশক্তিতে আসক্ত হইলেই সগুণ শরীরী ও প্রাকৃত বলিয়া উক্ত হন, এবং তাহাতে লিপ্ত না হইলেই নির্গুণ নিরঙ্কুশ বলিয়া কথিত হন। সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মা নিত্য সর্ব্বাধার সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বসাক্ষী। তিনি সকল স্থানেই অবস্থান করেন এবং সকল বিষয়ের ফল প্রদান করেন। হে শম্ভো! তাঁহার শরীর দ্বিবিধ, নিত্য ও প্রাকৃত; নিত্য-শরীর অবিনাশী ও প্রাকৃত-শরীর বিনশ্বর। হে ভগবন্! আমার ও তোমার দেহ নিত্য; কিন্তু যাহারা আমাদের অংশজাত, তাহাদের শরীর বিনশ্বর ও প্রাকৃত বলিয়া কথিত হয়। হে শঙ্কর। দশ রুদ্র তোমার অংশজাত ও বিষ্ণুরূপী পুরুষগণ আমার অংশজাত। আমার দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ এই দ্বিবিধরূপ; আমি চতুর্ভুজরূপে লক্ষ্মী ও পারিষদবর্গের সহিত বৈকুণ্ঠধামে বিরাজমান ও দ্বিভুজরূপে গোপীগণ ও রাধিকাসহ গোলোকধামে বিরাজ করি। যাহারা ব্রহ্মপদার্থের উভয়রূপ স্বীকার করে, তাহাদের মতে তাঁহার উভয়রূপই প্রধান;—পুরুষ নিত্য ও ঈশ্বরী প্রকৃতিও নিত্যা। হে শিব! তাঁহারা জগতের পিতা মাতাস্বরূপ ও উভয়েই সর্ব্বদা সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা উভয়েই ইচ্ছাবশতঃ শরীর ধারণ করেন ও অশরীরীও হইয়া থাকেন; ইচ্ছাবশতই আবার নানারূপ ধারণ

করেন। ৫৬—৬৭। যেরূপ পুরুষের প্রাধান্য, সেইরূপ প্রকৃতিরও প্রাধান্য; অতএব হে শম্ভো! যদি সতীকে পাইবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রকৃতির স্তব কর। শঙ্কর! যে স্তব আমি পূর্ব্বে দুর্ব্বাসাকে প্রদান করিয়াছিলাম, সেই কাণ্বশাখোক্ত স্তোত্রে জগৎপ্রসূতি প্রকৃতিকে আরাধনা কর। হে শম্ভো! আমার আশীর্ব্বাদে তোমার শোক দূরীভূত হইয়া মঙ্গল হউক এবং তোমার স্ত্রীবিরহযাতনা ও বিরহের কারণও বিদূরিত হউক। হে গিরিরাজ! লক্ষ্মীপতি এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, মহেশ্বর ভক্তিযুক্ত হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মাকে প্রণাম এবং স্তব করত প্রকৃতির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।—হে সনাতনি! তুমি পরমাত্মস্বরূপা, পরমানন্দদায়িনী, ব্রহ্মস্বরূপিণী, ব্রাহ্মী নামে বিখ্যাতা; অতএব দেবি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে দুর্গতিনাশিনি দুর্গে! তুমি দুর্গাসুরকে নাশ করিয়াছ এবং মঙ্গলপ্রদান করিয়া থাক, তুমি ভবার্ণব-পারের নবীন-তরণীস্বরূপা; অতএব ভদ্রে! তুমি এই ভবার্ণবে পতিত ব্যক্তির প্রতি প্রসন্না হও। হে সর্ব্বরূপে! তুমি সর্ব্ববীজ-স্বরূপিণী, সর্ব্বেশ্বরী, সকলের আধার ও জয়প্রদায়িনী; অতএব হে সর্ব্ববিদ্যে! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে সর্ব্বমঙ্গলে! তুমি সকল বিষয়ে মঙ্গলরূপিণী, নিখিলমঙ্গলদায়িনী ও সকল মঙ্গলের আধারস্বরূপা; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে জগদম্বে! তুমি নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, তুষ্টি, পুষ্টি, দয়া, জয়া ও মহামায়াস্বরূপিণী; অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে ভক্তবৎসলে! তুমি শান্তি, ক্ষান্তি ও সর্ব্বান্তঃস্বরূপা এবং ক্ষুধা, পিপাসা, লজ্জা, মেধা ও বুদ্ধিস্বরূপা; অতএব দেবি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। ৬৮—৭৮। হে বেদমাতঃ! বেদরূপিণী, বেদসমূহের কারণস্বরূপা; তুমিই বেদ প্রদান করিয়া থাক এবং তুমি সর্ব্ববেদাঙ্গস্বরূপা তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্না হও। হে বিষ্ণুমায়ে! তুমিই নারায়ণের ক্রোড়স্থিতা লক্ষ্মী এবং তুমিই বিধাতার বক্ষে ভারতীরূপে অবস্থান কর ও আমার ক্রোড়ে মহামায়ারূপে অবস্থান করিয়া থাক। হে দীনবৎসলে! তুমি কলাকাষ্ঠা প্রভৃতি সময়ের মানস্বরূপা এবং দিবারাত্রিস্বরূপা; তুমিই সকলের পরিণাম প্রদান কর; অতএব দেবি! প্রসন্না হও। হে ভদ্রে! তুমি সর্ব্বশক্তির কারণস্বরূপা এবং কৃষ্ণবক্ষঃস্থলে নিয়ত অবস্থিতা রাধিকাস্বরূপা; তুমি কৃষ্ণপ্রাণাধিকা; শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে নিয়ত পূজা করিয়া থাকেন; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও; দেবি! তুমি যশঃস্বরূপা, যশঃসমূহের কারণস্বরূপা; সমস্ত দেবস্বরূপা; তুমি নারীরূপ সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমিই স্বীয় অংশের অংশে নারীরূপ ধারণ করিয়াছ; অতএব দেবি! আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে শুভে! তুমি সমস্ত সম্পত্তিরূপিণী ও সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়িনী এবং তুমি নিখিল সম্পত্তির কারণরূপিণী; অতএব হে আনন্দময়ি! আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে যশস্বিনি! তুমি যশস্বিদিগের পূজনীয়া; অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও। দেবি! তুমি সমস্ত জগতের আধারস্বরূপা এবং তুমি রত্নাধার বসুন্ধরাস্বরূপা ও চরাচরস্বপিণী; অতএব আমার প্রতি অচিরাৎ প্রসন্না হইয়া আমাকে রক্ষা কর। হে সিদ্ধযোগিনি! তুমি যোগস্বরূপা, যোগের ঈশ্বরী, যোগ প্রদায়িনী, যোগের কারণস্বরূপা, যোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও পরমেশ্বরি; অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে সিদ্ধেশ্বরি! তুমি সর্ব্বসিদ্ধিস্বরূপা, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী, সর্ব্বসিদ্ধির কারণস্বরূপা; অতএব দেবি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে মহেশ্বরি! সমস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যাবিষয়ে মতভেদ আছে, অতএব পরমেশ্বরি! জ্ঞান ও অজ্ঞানতাবশতঃ যে কিছু বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতির পুরুষের প্রাধান্য বলেন, কেহ কেহ বা প্রাধান্য স্বীকার করেন; ফলতঃ মতদ্বৈধবশতঃ ব্যাখ্যা ভিন্নরূপে হইয়া থাকেন। ৭৯—৯০। দেবি! পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত মধুকৈটভ মহাবিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত কমলযোনিকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, সেই স্তুতিপরায়ণ ব্রহ্মার রক্ষার নিমিত্ত তুমিই গোবিন্দকে দৈত্যদ্বয়ের বিনাশের জন্য প্রবোধ প্রদান করিয়াছিলে; তৎপরে নারায়ণ, শক্তিরূপা তোমার সহযোগে সেই দুর্দ্দান্ত অসুরদ্বয়কে বিনাশ করেন। তোমার সাহায্যে সর্ব্বেশ্বর হওয়া যায়, কিন্তু আমি তোমা হইতে বিরহিত বলিয়া অনীশ্বর হইয়াছি। হে সুরেশ্বরি! পূর্ব্বে আমি যখন ত্রিপুর-সংগ্রামে আকাশ হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইয়াছিলাম, তখন তুমি বিষ্ণুর সহিত আমাকে রক্ষা করিয়াছিলে; অধুনা আমি বিরহানলে দগ্ধ হইতেছি, আমাকে রক্ষা কর। হে পরমেশ্বরি! তোমার দর্শনরূপ পণ্যে আমাকে ক্রয় কর, এইরূপ স্তব করিয়া শম্ভু বিরত হইয়া দেখিলেন, গগনতলে রত্নসারবিনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া দেবী দশভুজা সমাগত হইয়াছেন। তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় শরীরের আভা; তিনি রত্নাভরণে বিভূষিতা; তাঁহার বদন ঈষৎ হাস্য-যুক্ত অতএব প্রসন্ন; তিনি

জগন্মাতা সতী। বিরহাকুল শঙ্কর দশভুজা দেবীকে দর্শন করিয়া অবিলম্বে রোদনপূর্ব্বক বিরহজনিত দুঃখ নিবেদন করত তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে শরীরস্থিত অস্থিমালা বিভূতি-ভূষণ দেখাইয়া বহুবিনয়পূর্ব্বক দেবীর সন্তোষ সাধনে যত্নবান্ হইলেন। তখন নারায়ণ, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম, অনন্ত, দেবর্ষিগণ; ইঁহারা সকলেই বলিলেন, হে ঈশ্বরি! শিবকে শান্ত করুন; এই কথা বলিয়া সনাতনীর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেবী সেই দেবগণের স্তোত্রে সন্তুষ্টা হইলেন এবং প্রাণবল্লভা প্রকৃতি কৃপা করিয়া প্রাণেশ্বর শম্ভুকে বলিলেন, হে প্রাণাধিক! মহাদেব! তুমি স্থির হও। প্রভো! তুমি পরমাত্মাস্বরূপ ও যোগিগণের ঈশ্বর এবং আমার প্রতিজন্মে স্বামী। হে মহেশ্বর! আমি শৈলেন্দ্র হিমালয়ের পত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমার পত্নী হইব; তুমি বিরহ-যাতনা পরিত্যাগ কর। দেবী এইরূপে শিবকে আশ্বাসিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণও সেই লজ্জানত মস্তকে শিবকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, স্ব-ভবনে গমন করিলেন। তখন শিব আহ্লাদে পুলকিত হইয়া কৈলাসে গমন করত বিরহজ্বর পরিত্যাগ করিয়া গণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। যে মানব এই শম্ভুকৃত প্রকৃতিস্তব পাঠ করে, তাহার কোন জন্মে কামিনীবিচ্ছেদ ঘটে না, এবং সে ইহলোকে সুখ ভোগ করত অন্তে শিবমন্দিরে গমন করে। তাহার যে ইহজন্মে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়; তাহাতে সংশয় নাই। ৯১—১০৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাধিকে! হিমালয় বশিষ্ঠ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ভার্য্যা ও অমাত্যবর্গের সহিত বিস্মিত হইলেন। তখন পার্ব্বতী দেবী স্বয়ং ঐ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিতে লাগিলেন। এদিকে অরুন্ধতী নিরাহারে কাতরা ও রোদনপরায়ণা মেনকাকে প্রবোধ প্রদান করিলে, তিনি শোকপরিত্যাগপূর্ব্বক অরুন্ধতীকে বিবিধ উপাদেয় ভোগ্য বস্তু ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিলেন; তৎপরে হৃষ্টান্তঃকরণে সমস্ত মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। হে প্রিয়ে! শৈলরাজ বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে সম্ভূত-সম্ভার হইয়া, নানাস্থানে পার্ব্বতীর বিবাহসূচক পত্র প্রেরণ করিলেন; তৎপরে শিবের নিকট মঙ্গলপত্রিকা প্রেরণ করিয়া নানাবিধ দ্রব্য ও বিবিধ বাদ্য বাদন করাইতে লাগিলেন। হে সুন্দরি! তাহার পর শৈলরাজ তণ্ডুলের পর্ব্বত, চিপীটকের পর্ব্বত এবং তৈল, ঘৃত, দধি, গুড়, আসব, ক্ষীর, সদ্যোজাত ঘৃত, নবনীত প্রভৃতি দ্বারা বহুবিধ দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করাইলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে যত্নপূর্ব্বক স্বস্তিক শর্করা লড্ডুক যবচূর্ণাদি দ্বারা পিষ্টক ও ঘৃতপক্ক পিষ্টক নির্ম্মিত হইল। নানা প্রকার বহ্নি-শুদ্ধ বস্ত্র ও সাধারণ বস্ত্র চন্দ্রকান্তমণি রত্ন প্রবাল সুবর্ণ রজত প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ শৈলরাজ বিধিপূর্ব্বক আহরণ করিয়া সেই মঙ্গলময় দিবসে মাঙ্গলিক কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—১০। তৎপরে পর্ব্বতস্ত্রীগণ পার্ব্বতীর সংস্কার সম্পাদনপূর্ব্বক স্নান করাইয়া উত্তম বস্ত্রযুগল পরিধান করাইলেন, এবং তাঁহারা পার্ব্বতীকে সুবেশা ও রত্নভূষণে বিভূষিতা করিয়া দূর্ব্বাক্ষতযুক্ত দর্পণ ধারণ করাইলেন। শৈলরমণীগণ পার্ব্বতীর পাদযুগলের অঙ্গুলিতে চারুতর অলক্তক বিন্যস্ত করত গণ্ডে রমণীয় পত্রাবলি রচনা ও নেত্রে কজ্জল প্রদান করিলেন; এবং তাঁহার পট্টসূত্র-নিবদ্ধ বামদিকে-ঈষদ্বক্র মালতী-মাল্যবেষ্টিত মনোহর কবরীভার রচনা করিলেন। হে রাধে! এই সময়ে সুরেশ্বরগণ রত্ন-যানস্থ ত্রিলোচনকে লইয়া হিমালয়গৃহে সমাগত হইলেন। শৈলরাজ সমধিক উদ্যোগে তাঁহাদিগকে সমাদর করিবার নিমিত্ত পূজিত ব্রাহ্মণ ও শৈলদিগকে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে গিরিরাজের আজ্ঞানুসারে তাঁহার নগরের প্রাঙ্গণে পট্টসূত্রনিবদ্ধ রসালপল্লবযুক্ত সারি সারি রম্ভাতরু প্রোথিত হইল এবং সেই রম্ভাতরুসমূহে ফল ও পল্লব শোভা পাইতে লাগিল; তাহার মূল দেশে জলপূর্ণ চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, সুচারু কুঙ্কুম ও মালতীমাল্যযুক্ত কলস সমস্ত সংস্থাপিত হইল; তাহাতে প্রাঙ্গণের মনোহর শোভা বিস্তারিত হইতে লাগিল। তৎপরে হিমালয় পুরোভাগে দেবেশ্বরগণকে দর্শন করিয়া প্রণাম করত তাঁহাদিগকে রত্নসিংহাসন প্রদান করিতে কিঙ্করগণকে প্রেরণ করিলেন। ভগবান্ চতুর্ভুজ নারায়ণ, শীঘ্র রথ হইতে অবরোহণ করিয়া পারিষদবর্গের সহিত সভায় উপবেশন করিলেন, তিনি বিবিধ রত্নময় ভূষণে বিভূষিত। তাঁহাকে চতুর্ভুজ পারিষদগণ রত্নমুষ্টিনিবদ্ধ শ্বেত-চামর বীজন করত সেবা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ ও সুরশ্রেষ্ঠগণ সেই সভামধ্যে সেবা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মুখ-কমল প্রসন্ন এবং তিনি ভক্তানুগ্রহপরায়ণ হইয়া সেই সভামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে

ব্রহ্মা দেবগণসহ তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন এবং সেই মঙ্গলস্থলে ঋষি ও মুনিগণও আনন্দে উপবেশন করিলেন। ১১—২৩। এই সময়ে শম্ভু রথ হইতে অবরোহণ করিয়া রত্নালয়ে অবস্থান করত শৈলরাজের পুরশোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন বৃদ্ধা, বালিকা, যুবতী প্রভৃতি শৈলেন্দ্রপুরনারীগণ রত্নভূষণে বিভূষিতা হইয়া সকলেই শিবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন। কেহ কেহ সিন্দুর-হস্তে, কেহ কেহ কঙ্কতিকা-হস্তে, কোন কোন স্ত্রী কজ্জল-হস্তে, কেহ কেহ বা বস্ত্র-হস্তে, কেহ কেহ অর্দ্ধবিভূষিতা, কেহ বা অর্দ্ধভূষণবিহীনা, কেহ ভূষণ-বর্জ্জিতা হইয়া, কেহ কেহ সর্ব্বাভরণে বিভূষিতা হইয়া, সকলেই সেই পর্ব্বতালয়ে সানন্দহৃদয়ে আগমন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মনোহারিণী ঋষিকন্যা, দেবকন্যা, নাগকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, শৈলকন্যা, ও রাজকন্যাগণও তথায় সমাগতা হইলেন। তখন রম্ভা প্রভৃতি সমস্ত অপ্সরাগণ তথায় আগমন করিলেন। মেনকা কন্যাগণসহ বর শঙ্করকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন, শঙ্করের শরীরের আভা সুচারুচম্পককুসুমের আভার ন্যায় উজ্জ্বল এবং এক-বদন, ত্রিনয়ন; তিনি রত্নাভরণে বিভূষিত ও তাঁহার মুখমণ্ডল ঈষৎ-হাস্যযুক্ত; অতএব প্রসন্নভাবপূর্ণ। তিনি কস্তুরী, চন্দন, অগুরু ও মনোহর কুঙ্কুম বিভূষিত ও মালতী-মাল্যযুক্ত বিশুদ্ধ রত্নমুকুটে উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইতেছেন। তিনি বহ্নি-বিশুদ্ধ অতুল সূক্ষ্মতর অমূল্য বিচিত্র বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়াছেন; এজন্য তাহার সুন্দর শোভা বিস্তারিত হইতেছে। তিনি যোগিগণের গুরুর-গুরু স্বেচ্ছাময় গুণাতীত ব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন; তাঁহার হস্তে রত্নময় দর্পণ শোভা পাইতেছে। তিনি রূপবিহীন;—কেবল গুণভেদে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি ও বিনাশের কারণভূত এবং সংসারস্থ পতিত জীবগণের উদ্ধার করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বাধার সর্ব্ববীজ, সর্ব্বেশ্বর এবং সকলের জীবনস্বরূপ। তিনি সাক্ষীস্বরূপ, পরমাত্মা, নিরীহ, অক্ষর, আদ্য-অন্তমধ্যরহিত, তিনি সর্ব্বাদ্য, সর্ব্বরূপ। মেনকা জামাতার এতাদৃশ রূপ দর্শন করত আনন্দিতা হইয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন। তখন অন্যান্য যুবতিগণ তাঁহার সেই রূপ দর্শনে ধন্য-ধন্য বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন কন্যাগণ বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, দুর্গা কি ভাগ্যবতী! আমাদের জ্ঞান-গোচরে এরূপ বর কখন দেখি নাই। ২৪—৩৮। কোন কোন স্ত্রী নির্নিমেষলোচনে শিবকে দর্শন করিতে লাগিল; কোন কোন স্ত্রী শিবকে দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইল; কেহ কেহ স্বীয় পতিকে নিন্দা করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা শিবকে লাভ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিল। কেহ কেহ শিবদর্শনে ভাবে পুলকিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল; কোন কোন কামিনী কামবশে মৌনাবলম্বন করত স্তম্ভিতা হইয়া রহিল। শঙ্করের রূপ দর্শন করিয়া দেবগণ আনন্দিত হইলেন। তখন গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল এবং অপ্সরাকুল নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময়ে বাদকগণ নানাপ্রকার মধুর বাদ্য সকল নিপুণতার সহিত নানারূপে বাজাইতে লাগিল। সেই সময়ে শৈলান্তঃপুর-পরিচারিকাগণ রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা দুর্গা-দেবীকে রত্ননির্ম্মিত আসনে উপবেশন করাইয়া, বহির্ভবনে আনয়ন করত শিবকে প্রদক্ষিণ করাইলেন। তখন দেবগণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভূষিতা তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভা ঈশ্বরী পার্ব্বতীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। দেবগণ দেখিলেন;—দুর্গাদেবীর মস্তকে সুচারু কবরীভার; গণ্ডস্থলে মনোহর পত্রাবলী এবং ললাটে কস্তুরীবিন্দুর সহিত সিন্দুরবিন্দু মনোহর শোভা সম্পাদন করিয়াছে; তাঁহার ললাটদেশ চন্দ্রাকার চারুচন্দনরচিতচিহ্নে সমুজ্জ্বল, বক্ষঃস্থল বিশুদ্ধ রত্ননির্ম্মিতহারে সুশোভিত; তিনি অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, নেত্রপ্রান্তে ত্রিনয়নকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার বদন-মণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত; তাহাতে কটাক্ষ দৃষ্টিতে আরও শোভা পাইতেছে; তাঁহার হস্তদ্বয় রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর, বলয় ও রত্নকঙ্কণে বিভূষিত; গণ্ডস্থল মনোহর কুণ্ডলে বিরাজিত। দেবীর বদন-মণ্ডল মণিসার মনোহর দন্তশ্রেণীতে সুশোভিত; তাঁহার অধর পক্কবিম্বফল-বিনিন্দিত; চরণযুগল মুখরমঞ্জীর ও রত্নপাষকে রঞ্জিত; তিনি অতুলচিত্রযুক্ত অমূল্য বস্ত্রযুগল ধারণ করিয়া মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছেন; তাঁহার হস্তে রত্নময়দর্পণ-বিঘূর্ণিত ক্রীড়াকমল শোভা পাইতেছে, তিনি সর্ব্বাঙ্গে চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম বিলেপন করিয়াছেন তখন সকলেই সেই জগদাদ্যা জগজ্জননীকে আনন্দে দর্শন করিতে লাগি-লেন। ত্রিলোচনও আনন্দে নেত্রপ্রান্তে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ৩৯—৫৩। তিনি সকল বিষয়েই তাঁহাকে সতীর প্রতিকৃতি দেখিয়া বিরহজ্বর দূরীভূত করিলেন। তখন শিব দুর্গাতে মনোনিবেশ করত সমস্ত বিস্মৃত হইলেন।

তাঁহার শরীর পুলকিত হইল; নেত্র হইতে হর্ষাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। এই সময়ে শৈলরাজ পুরোহিতের সহিত আগমন করত বস্ত্র, চন্দনও ভূষণের দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পাদ্য মাল্য ও দিব্য মনোহর গন্ধধারা বর শিবকে বরণ করিলেন। তাহার পর বেদমন্ত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেন; সম্প্রদানের পর গিরিরাজ, শিবকে বিবিধ রত্ন ও রত্ননির্ম্মিত সুন্দর পাত্র সমুদয় যৌতুক প্রদান করিলেন। হে রাধিকে! তাহার পর শৈলরাজ লক্ষ গো, রত্নময় কম্বল ও অঙ্কুশযুক্ত সহস্র সহস্র উত্তম হস্তী, ত্রিশলক্ষ সজ্জিত অশ্ব, বিশুদ্ধরত্ন-বিভূষিতা অনুরক্তা লক্ষ দাসী, পার্ব্বতীর ভ্রাতৃতুল্য শতসংখ্যক দ্বিজবালক, রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত রমণীয় একশত রথ শঙ্করকে প্রদান করিলেন। শঙ্কর, শৈলসমর্পিত দ্রব্যসমূহসহ পার্ব্বতীকে, 'স্বস্তি' এই বাক্য উচ্চারণ করত আনন্দে যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। হিমালয় কন্যা প্রদান করিয়া শিবকে অতি বিনয় করত অঞ্জলিবদ্ধকরে মাধ্যন্দিনশাখোক্ত স্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। হে দক্ষযজ্ঞহারিন্! তুমি নরকার্ণবতারক, সকলের অন্তরাত্মাস্বরূপ ও সর্ব্বেশ্বর; তোমার শরীর পরম আনন্দময়; তুমি গুণার্ণব, গুণাতীত, গুণযুক্ত, গুণেশ্বর, গুণের কারণস্বরূপ ও গুণীদিগের শ্রেষ্ঠ; অতএব হে মহাভাগ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে যোগাধার! তুমি যোগস্বরূপ, যোগজ্ঞ, যোগের কারণ, যোগিগণের ঈশ্বর এবং তাঁহাদের কারণস্বরূপ ও যোগীদিগের শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে পরিপালক! তুমি প্রলয়ের আদি, অদ্বিতীয়, ভব-প্রলয়ের কারণ ও প্রলয়ান্তে সৃষ্টির বীজস্বরূপ; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে ভগবন্! তুমি শিব-স্বরূপ, মঙ্গলপ্রদ, মঙ্গলের বীজ, শিবাশ্রয়, শিবভূত, শিবপ্রাণ ও পরমাশ্রয়; অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হিমালয় এইরূপ স্তব করিয়া বিরত হইলে দেবগণ ও মুনিগণ তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে রাধিকে! যে ব্যক্তি হিমালয়কৃত স্তোত্র সংযত হইয়া পাঠ করে, শিব তাহাকে বাঞ্ছিত বিষয় প্রদান করেন। ৫৪—৬১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অনন্তর ঈশ্বর মহাদেব বেদবিধিমতে অগ্নি স্থাপন করিয়া বামে পার্ব্বতীকে সংস্থাপন করত যজ্ঞ করিতে লাগিলেন; হে বৃন্দাবনবিনোদিনি! যজ্ঞ শেষ হইলে ব্রাহ্মণকে শত সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করিলেন। অনন্তর শৈলেন্দ্রপুরনারীগণ প্রদীপ আনয়ন করত সমস্ত মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করিয়া শিব ও পার্ব্বতীকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন; এবং তাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক জয়ধ্বনি করত নির্ম্মঞ্ছনাদি শুভ কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুলকিতগাত্রে সহাস্যবদনে শিবের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। শঙ্কর বাসরগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় রত্নভূষণে বিভূষিতা রূপ ও মনোহর বেশশালিনী নবযৌবনসম্পন্না ষোড়শটী রমণী অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের কলেবর চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুম দ্বারা চর্চ্চিত; তাঁহাদের বদনমণ্ডল ঈষৎ-হাস্যযুক্ত, অতএব প্রসন্ন; তাহাতে কটাক্ষ-নয়নে আরও মনোহর হইয়াছে; তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম বেশ ধারণ করিয়া ললাটে মনোহর সিন্দুরবিন্দু বিন্যস্ত করিয়াছেন; তাঁহাদের সর্ব্বাবয়ব অতি সুন্দর ও চারুচম্পকবর্ণের ন্যায় আভাযুক্ত। তথায় মনোহারিণী দেবকন্যা, নাগকন্যা ও মুনিকন্যা প্রভৃতি যাঁহারা যাঁহারা ছিলেন; তাঁহাদের সংখ্যা করিতে কেহই সক্ষম নহে। তাঁহারা রত্ন-আসন প্রদান করিলে, তাহাতে শিব উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহারা শিবকে ক্রমান্বয়ে সুধাসদৃশ মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সরস্বতী বলিলেন হে মহাদেব! এক্ষণে তুমি প্রাণাধিকা সতীকে প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব কালেশ! প্রিয়ার সর্ব্বাবয়ব-সুন্দর চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া, সর্ব্বদা আলিঙ্গনপূর্ব্বক কালাতিপাত কর; আমার আশীর্ব্বাদে তোমাদের সর্ব্বকালই বিচ্ছেদ ঘটিবে না। ১—১১। লক্ষ্মী বলিলেন, হে দেবেশ! যে সতীর বিরহে তোমার প্রাণ বিগতপ্রায় হইয়াছিল, তুমি লজ্জা পরিত্যাগ করত সেই সতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া, সুখে অবস্থান কর। অত্রস্থিত স্ত্রীগণে তোমার লজ্জা কি? সাবিত্রী বলিলেন, হে শম্ভো! আর তোমার খেদে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে তুমি স্বয়ং ভোজন করত সতীকে ভোজন করাইয়া আচমনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সকর্পূর তাম্বুল প্রদান কর। জাহ্নবী বলিলেন, হে শঙ্কর! এই স্বর্ণকঙ্কতিকা ধারণ করত পত্নীর কেশ

মার্জ্জনা কর। কামিনীর স্বামিসৌভাগ্যই পরম সুখ-লাভের বিষয়। রতি বলিলেন, হে দেব! আপনি পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়া অতি দুর্লভ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলেন। অকারণে আমার প্রাণনাথকে ভস্মসাৎ করিলেন কেন? হে বিভো! আপনার কাম-ব্যাপারের কারণীভূত কামকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আমার বিচ্ছেদযাতনা দূর করুন। হে দয়ানিধে! সমস্ত দম্পতীবিরহ ক্লেশ জানিয়াও, আমার প্রাণ-কান্তকে কোপে ভস্ম করিলেন কেন? এই কথা বলিয়া রতি গ্রন্থিনিবদ্ধ কামভস্ম শম্ভুর সমক্ষে প্রদান করত হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন করুণাসাগর হরি সেই রোদন শ্রবণে ব্রহ্মা ও ধর্ম্মাদি দেবগণসহ শিবের বাসর-গৃহে গমন করিলেন। শিব,—নারায়ণ, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম ও সুরগণকে দর্শন করিয়া অবিলম্বে সেই পীঠ হইতে উত্থান করত তাঁহাদের সমক্ষে করযোড়ে বলিলেন, ইহার প্রতি যাহা আজ্ঞা হয় করুন। হরি শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে বলিলেন, হে রুদ্র! কামকে জীবিত কর, এই কথা বলিয়া তথা হইতে শীঘ্র গমন করিলেন। তখন সমস্ত দেবীগণও বিনয়-পূর্ব্বক শিবকে বহুতর বাক্য বলিলে, শূলপাণির সুধাময় দৃষ্টিপ্রভাবে কাম সেই ভস্মরাশি হইতে আবির্ভূত হইলেন; রতি কামকে পূর্ব্বাকারে শরাসনসহ হাস্যবদনে আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া, মহেশ্বরের পাদপদ্মে শত বার প্রণাম করিলেন। কাম তখন শঙ্করকে আগমোক্ত বহু স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে সেখান হইতে বহির্গত হইয়া, শ্রীহরি ও অন্যান্য দেবগণকে প্রণাম করত তাঁহাদের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ কামকে আশীর্ব্বাদ করত তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে করিতে বলিলেন, হে কন্দর্প! কালে জীবের বিনাশ ও কালে জীবের রক্ষা হইয়া থাকে; অবশ্যম্ভাবী কার্য্য কেহ বারণ করিতে পারে না। অনন্তর শৈলরাজ নারায়ণপ্রভৃতি দেবগণকে পরিপূর্ণরূপে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের শয়নের জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। ১২—২৬। তৎপরে শম্ভু বাসর-গৃহে পার্ব্বতীকে বামভাগে উপবেশন করাইয়া আনন্দে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন এবং তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিলেন; রাধে! তখন দেব-মাতা দিতি হাস্যবদনে প্রীতিপূর্ব্বক সরস বাক্যে বলিলেন;—হে শম্ভো! তুমি পার্ব্বতীকে ভোজনা-বসানে শীঘ্র শৌচের নিমিত্ত জল প্রদান করত আমার প্রীতি উৎপাদন কর; দম্পতীর প্রেম অতি দুর্লভ। শচী বলিলেন, তুমি যে সতীর জন্য বহুবিলাপ করিয়া, তাঁহার শবদেহ বক্ষে ধারণ করত পৃথিবীতলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছ, সেই প্রিয়তমাতে তোমার লজ্জা কি? লোপামুদ্রা বলিলেন, হে মহাদেব! স্ত্রী-গণের এই ব্যবহার আছে যে, স্বামী বাসরগৃহে ভোজন করিয়া, প্রিয়তমাকে তাম্বূল প্রদান করত তাহার সহিত শয়ন করিবে। অরুন্ধতী বলিলেন, শম্ভো! মেনকা তোমাকে পার্ব্বতী প্রদান করিতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। আমিই তোমাকে সতী পার্ব্বতীকে প্রদান করাইয়াছি; অতএব তুমি ইহাঁকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া ইহার সহিত বিহার কর। অহল্যা বলিলেন, হে ঈশ্বর। তুমি বৃদ্ধাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, অতিতরুণবয়স্ক হইয়াছ; এজন্য মেনকা স্বীয় তনয়া প্রদান করিতে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন? তুলসী বলিলেন, প্রভো! তুমি পূর্ব্বে সতীকে পরিত্যাগ ও কামকে দগ্ধ করিয়াছিলে, আবার কেন সেই সতীর গ্রহণাভিলাষে বশিষ্ঠকে প্রেরণ করিয়াছিলে; স্বাহা বলিলেন, মহাদেব! সম্প্রতি স্ত্রীদিগের বাক্যে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া স্থির হইয়া থাক; বিবাহে পুরনারীগণ যে প্রগল্ভতা আচরণ করে; ইহা ব্যবহারসিদ্ধ। রোহিণী বলিলেন, হে কামশাস্ত্রবিশারদ! তুমি পার্ব্বতীর অভিলাষ পূর্ণ কর. এক্ষণে তুমি স্বয়ং কামী হইয়া কামিনীকে কামসাগর পার করিয়া দাও। বসুন্ধরা বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! কামপীড়িতা রমণীগণের সমস্ত স্বভাব তুমি অবগত আছ; স্ত্রী স্বীয় স্বামীকে কখনও রক্ষা করে না, স্বামীই স্ত্রীকে সতত রক্ষা করিয়া থাকে। শতরূপা বলিলেন, হে শম্ভো! ক্ষুধাতুর ভোগী ব্যক্তি ভোগ্য দ্রব্য ব্যতীত সন্তুষ্ট হয় না; যাহাতে স্ত্রীর তুষ্টি সাধন হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। সংজ্ঞা বলিলেন, সখিগণ! তোমরা কোন নির্জ্জনপ্রদেশে রত্নপ্রদীপ, তাম্বূল ও মনোহর শয্যা রচনা করত সেই স্থানে পার্ব্বতীসহ শঙ্করকে প্রেরণ কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাধিকে! তখন যোগিগণের গুরুর গুরু নির্ব্বিকার ভগবান্ শঙ্কর, স্ত্রীগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে দেবীগণ! তোমারা আমার নিকটে এরূপ বাক্য বলিও না; সাধ্বী জগজ্জননীদিগের পুত্রের প্রতি এরূপ চপলতা কেন? সুররমণীগণ শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করত লজ্জিতা হইয়া সসম্ভ্রমে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্

শঙ্কর মিষ্টান্ন ভোজন করত আচমনপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত আনন্দে কর্পূরবাসিত তাম্বুল ভক্ষণ করিলেন। ২৭—৪৩। শম্ভু, মেনকা-প্রদত্ত মনোহর রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সানন্দহৃদয়ে বাসগৃহের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, প্রজ্বলিত শত শত রত্নপ্রদীপে সেই বাসগৃহ প্রদীপ্ত, চারিদিক্ মুক্তা ও মাণিক্য প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত, রত্নপাত্র ও রত্নময়ঘটে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; কোন স্থান রত্ন দর্পণ ও শ্বেতচামরদ্বারা সুশোভিত হইয়াছে; তাহার এক দিকে চন্দন, অগুরু, কস্তূরীযুক্ত পুষ্পশয্যা সুসজ্জিত আছে। বিশ্বকর্ম্মা সেই গৃহ রত্নসারদ্বারা নানাচিত্রে চিত্রিতভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার কোন কোন স্থান শ্রেষ্ঠ হীরকে খচিত হইয়াছে; আর কোন স্থানে সুনির্ম্মিত মনোহর বৈকুণ্ঠধাম, কোন স্থানে বৃন্দাবন, কোন স্থানে রাসমণ্ডল, কোন স্থানে কৈলাসপর্ব্বত, কোন স্থানে ইন্দ্রভবন বিরচিত রহিয়াছে; তদ্দর্শনে মহাদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। হে প্রাণবল্লভে! তৎপরে প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে, বাদকগণ নানারূপ বাদ্য বাজাইতে লাগিল। তখন সর্ব্বেশ্বরগণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সজ্জীভূত হইয়া স্বীয় স্বীয় বাহনে আরোহণ করত কৈলাসাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময়ে ধর্ম্ম নারায়ণের আজ্ঞানুসারে বাসরগৃহে আগমন করত যোগিগুরু শঙ্করকে সময়োচিত বাক্যে বলিলেন, হে প্রমথাধিপতে! তুমি গাত্রোত্থান কর, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি এই মাহেন্দ্রক্ষণে শ্রীহরিকে স্মরণ করত পার্ব্বতীসহ যাত্রা কর। তখন শঙ্কর চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, ধর্ম্ম তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্র গাত্রোত্থান করত সেই মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করিলেন। দেবেশ্বর কৃপানিধি শঙ্কর পার্ব্বতীসহ যাত্রা করিলে মেনকা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, হে কৃপানিধে! হে আশুতোষ! তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রাণাধিকা পার্ব্বতীর সহস্রদোষ ক্ষমা করত যত্নে প্রতিপালন করিবে; আমার প্রাণাধিকা পার্ব্বতী জন্মে-জন্মেই তোমার পাদপদ্মের দাসী, তাহার স্বপ্নে কি জ্ঞানে প্রভু শিব ব্যতীত অন্য চিন্তা নাই। ৪৪—৫৭। হে মৃত্যুঞ্জয়! তোমার ভজন-শ্রবণ-মাত্রে উমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঙ্কিত ও নয়ন হর্ষাশ্রুপূর্ণ হয় এবং নিন্দা শুনিলে মৃতার ন্যায় মৌনাবলম্বিনী হইয়া থাকে। মেনকা এইরূপ কহিয়া শীঘ্র শিবকরে শিবাকে সমর্পণ করিয়া অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্ব্বক শিব ও শিবার সম্মুখে মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। তখন পার্ব্বতীর রোদন শ্রবণে দেবপত্নীগণও মূর্চ্ছিত হইলেন এবং স্বয়ং যোগীন্দ্র মহাদেব ও দেবগণ সকলে বিষ্ণুর মায়াবলে রোদন করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে হিমালয় শীঘ্র সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক স্নেহবশতঃ তনয়াকে বক্ষে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, বৎসে! হিমালয় শূন্য করিয়া কোথায় যাইবে? বারংবার তোমার গুণগান স্মৃতিপথারূঢ় হওয়ায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শৈলেন্দ্র এই কথা বলিয়া শিবহস্তে শিবাকে সমর্পণপূর্ব্বক শৈলগণ ও পুত্রের সহিত মুহুর্মুহু উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ং কৃপানিধি ভগবান্ নারায়ণ, কৃপা করিয়া অধ্যাত্ম-বিদ্যাবলে সকলকে প্রবোধিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর পার্ব্বতী ভক্তি-সহকারে পিতা, মাতা ও গুরুকে প্রণাম করিলেন এবং সেই মহামায়াই মায়াবলে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীর রোদনহেতু সমুদয় রমণীগণ, মুনিগণ ও দেবতাসকলে স্ব স্ব পত্নী ও স্বগণের সহিত রোদন করিতে থাকিলেন; অনন্তর মনের ন্যায় গমনশীল সেই দেবতাগণ, শীঘ্র কৈলাস-গমনে উদ্যত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই পরমানন্দে শঙ্করালয়ে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবপত্নী ও মুনিপত্নীগণ সত্বর মঙ্গলকর্ম্মের নিমিত্ত দীপ গ্রহণ করিয়া আনন্দে সেই স্থানে আগমন করিলেন। তথায় বায়ুপত্নী, কুবেরপত্নী, শুক্রপত্নী, বৃহস্পতির পত্নী, দুর্ব্বাসার পত্নী, অত্রিভার্য্যা অনসূয়া, চন্দ্রপত্নীগণ এবং সহস্র সহস্র দেবকন্যা, নাগকন্যা ও মুনিকন্যাগণ সমাগত হইলেন; সেই অসংখ্য কামিনীদিগের সংখ্যা করিতে কেহই সক্ষম নহেন। ৫৮—৭০। সেই সমস্ত কামিনীগণ, হর-দুর্গাকে বাসভবনে প্রবেশ করাইয়া শঙ্করকে রম্য রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। তখন ভগবান্ শিব সানন্দে সেই সতীকে পূর্ব্বালয় দর্শন করাইয়া কহিলেন, সতি! তুমি যে এই গৃহ হইতে পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলে, তাহা কি স্মরণ হয়? তুমি সেই পূর্ব্বজন্মে দক্ষকন্যা ছিলে, এক্ষণে শৈলকন্যা হইয়াছ; তুমি জাতিস্মরা হইলেও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইলাম। প্রিয়ে! যদি তোমার সত্য স্মরণ থাকে, তবে বল। সেই সতী শঙ্করের বাক্যশ্রবণে ঈষৎ-হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, দেবেশ! আমার সমস্তই স্মরণ আছে; এক্ষণে আপনি মৌনী হউন। এই প্রকার কথোপ-

কথনানন্তর ভগবান্ শিব, সম্ভূত-সন্তার নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণকে মনোহর নানা প্রকার বস্তু সকল ভোজন করাইলেন; ভোজনান্তে নানা রত্ন-বিভূষিত দেবতা সকল নিজ নিজ পত্নীগণের সহিত চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তখন স্বয়ং শঙ্কর, নারায়ণ ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলে তাঁহারা তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে কিছু দিন গত হইলে হিমালয় ও মেনকা নিজ তনয় মৈনাককে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, পুত্র! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি শীঘ্র পার্ব্বতী ও শঙ্করকে আনয়ন কর। সেই মৈনাক, পিতামাতার বাক্যশ্রবণে শীঘ্র শিবালয়ে গমন-পূর্ব্বক পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে লইয়া আগমন করিলেন। পরে পার্ব্বতীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রে বালক, বালিকা, বৃদ্ধা, যুবতী ও শৈলসকল, পরমানন্দে ধাবিত হইল। তখন মেনকা, সহাস্যবদনে পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূর সহিত ধাবমানা হইলেন এবং হিমালয়ও পরমানন্দে কন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী পার্ব্বতী, রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সানন্দে পিতা, মাতা ও গুরুজনদিগকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া এক কালে আনন্দসাগরে নিমগ্না হইলেন। তখন মেনকা, পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে লইয়া হর্ষবিহ্বলা হইলেন এবং হিমালয়ও পার্ব্বতীদর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অতঃপর হিমালয়, আনন্দের সহিত কন্যাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গিয়া ভগবান্ শূলপাণিকে রত্ন-সিংহাসন দানপূর্ব্বক তাঁহাকে ও তাঁহার গণসকলকে মধুপর্কাদি দান করিলেন। ভগবান্ চন্দ্রশেখর, নিত্য ভার্য্যার সহিত ষোড়শোপচারে পূজিত হইয়া, স্বগণের সহিত শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে রাধে! এই আমি তোমার সাক্ষাতে শোকনাশক ও হর্ষজনক শঙ্করের উদ্বাহরূপ মঙ্গলময় ব্যাপার কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে পুনরায় কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়?।৭১—৮৩

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

রাধিকা কহিলেন, নাথ! বহুকালমৃত কান্তকে শঙ্কর জীবিত করিলে, রতি তাঁহাকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের সহিত কি করিয়াছিলেন? স্ত্রীগণের স্বামিবিচ্ছেদ মরণ অপেক্ষা ক্লেশকর পুনরায় সেই স্বামীর সহিত মিলন হইলে, পরম দুর্লভ সুখলাভ হইয়া থাকে। আর ভগবান্ শিব, সাঙ্গপরিণয়রূপ মঙ্গল-কার্য্যে চিরপ্রনষ্টা সতীকে সম্প্রাপ্ত হইয়া বিরহান্তে সানন্দে কি কার্য্য করিলেন? পুরুষদিগের কলত্রবিরহ সমুদয় শোক হইতে গুরুতর; সুতরাং সেই কলত্রের সহিত পুনর্ব্বার মিলন হইলে, প্রাণপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক সুখ লাভ হইয়া থাকে। এজন্য বহুকাল স্বামিবিরহিণী রতি ও স্ত্রী-বিরহী শঙ্কর এই উভয়ে উভয়কে লাভ করায়, উভয়ের কি প্রকার সুখোদয় হইয়াছিল? হে প্রভো! আমার ঐ বিষয় শুনিতে পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে; আপনি জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব কৃপা করিয়া তাহাই আমার নিকটে যথার্থরূপে বর্ণন করুন। শক্তির সহিত শিবের ও রতির সহিত মন্মথের মিলন-কথা শ্রবণ করিলে, শোক বিনষ্ট ও সর্ব্ব মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। নারায়ণ বলিলেন, রাধিকাদেবী, সহাস্যবদনে এই কথা বলিয়া বিরতা হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাক্য-শ্রবণে ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে রাধিকে! কামার্ত্তা কামকামিনী মৃত কামকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে হরের বিবাহ-গৃহ হইতে স্বীয় আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক রমণোৎসুকা হইয়া সখীগণদ্বারা সযত্নে ভর্ত্তার ও আপনার বিবিধ বেশ রচনা করাইলেন। কামশাস্ত্রবিশারদ কামদেব, রতির ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার সহিত রত্নযানে আরোহণপূর্ব্বক স্বালয় হইতে বনে গমন করিলেন। পরে রম্য শৈলসমূহে, প্রতিনদীতে, প্রতিনদে, প্রতিদ্বীপে, সিন্ধুতটে, মনোহর পুষ্পোদ্যানে ও কাঞ্চনীভূমির নিকটবর্ত্তী নির্জ্জন বটমূলে বিহার করিয়া, শেষে সাগর-পুলিনের ঊর্দ্ধভাগস্থ পুষ্পিত পুষ্পকাননের মধ্যে যে স্থান ভ্রমরধ্বনি ও পুংস্কোকিলগণের শব্দে পরিপূর্ণ, জলকণবাহী সুগন্ধি বায়ু যে স্থানে প্রবহমাণ, তথায় কলামানপ্রকারে যোষিদ্গণের চিত্তচৈতন্য-হারক শৃঙ্গার করিতে লাগিলেন। ১—১৫। কামদেব সেই স্থানে রতির সহিত দেব-পরিমাণে পূর্ণ শত-বর্ষকাল বিহার করিলেন। তখন তিনি কামিনীহৃতচিত্ত হইয়া দিবারাত্রি জানিতে পারেন নাই। সেই রতিশাস্ত্রবিশারদ যুবক-যুবতী সেই স্থানে পরমানন্দে নিরন্তর পরস্পর সংসক্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের কেহই সুরতকার্য্যে বিরত হইলেন না। তখন রতির সেই আনন্দলাভে পতিবিচ্ছেদ-সন্তাপ বিদূরিত হইল, ফলতঃ তাঁহাদের এইরূপ অত্যাসক্তি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? কারণ কোন্ ব্যক্তি অপহৃত রত্ন প্রাপ্ত হইলে, ক্ষণকালের

জন্য তাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? রাধিকে! এই আমি তোমার নিকটে রতির সন্তাপ-নিবারক উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে শ্রোতার কর্ণামৃত-স্বরূপ পরমাশ্চর্য্য প্রার্থনীয় শক্তি-শিবের অতুল শৃঙ্গার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ শুভ বিষয় শ্রবণ করিলে, সমুদয় সন্তাপ বিনষ্ট এবং সুখ ও পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। সেই শঙ্কর শ্বশুরালয়ে বাস করত একদা নিজ অনুজ্ঞাক্রমে পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা-কর্তৃক নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট রত্ন-খচিত এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্রের পরিচ্ছদযুক্ত রত্নরথে আরোহণ করিয়া বনমধ্যে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি শতশৃঙ্গ সুরসন, মলয় ও গন্ধমাদন পর্ব্বতে, নন্দনকাননে এবং পুষ্পভদ্র, পারিভদ্র, ভদ্র, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, পিণ্ডারক ও অন্ধকদেশীয় সুরম্য অরণ্যসমূহে, সাগরনিচয়ের প্রতিতটে, আর যে স্থানে পূর্ব্বে শব-রূপিণী সতীকে পরিত্যাগ করিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন, সেই অস্তাচলের পার্শ্ববর্ত্তী মনোহর বটমূলে ও পশু-পক্ষি-বিবর্জ্জিত অন্যান্য নানাপ্রকার বিজন স্থানে কামাধীন হইয়া পার্ব্বতীর সহিত যথেচ্ছা বিহার করিলেন। পরে ধরণীতলের যে যে স্থানে শব লইয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন, শম্ভু পরমানন্দে সতীকে সেই সকল স্থান দর্শন করাইতে লাগিলেন। এই প্রকার সুচিরকাল বিহার করিয়াও তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায়, জগৎপিতা মহাদেব সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী মহাশৃঙ্গার আরম্ভ করিলেন। সেই মায়াতীত মায়েশ্বর মহেশ্বর নিজ মায়াবলে মায়ায় আসক্ত হইয়া শৃঙ্গারসুখানুভবনিবন্ধন স্বয়ং পরমযোগী ও কালের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও দিবারাত্র্যাদি কাল কিছুই জানিতে পারিলেন না। ১৬—২৯। তখন সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী পার্ব্বতী ও শক্তিমান্ শঙ্করের সেই শৃঙ্গারকার্য্যে কিছুমাত্র পরিশ্রম হইল না; বরং অসহ্য বিরহজনিত সন্তাপসমূহই বিনষ্ট হইল। সেই সময় উভয়েই পুষ্পশয্যায় শয়নপূর্ব্বক সুখসংসক্তচিত্ত, পুলকাঞ্চিত-গাত্র ও কামবাণে মূর্চ্ছিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। সেই রতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ উভয়েই সুখসম্ভোগ-নিবন্ধন উলঙ্গ হইয়া পড়িলেন এবং উভয়ের দেহ নখদন্ত-প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইল। তাঁহাদিগের অঙ্গস্থ চন্দন, অগুরু কস্তূরী, ও পার্ব্বতীললাটস্থ সিন্দূরবিন্দু বিলুপ্ত হইল; উভয়ের মাল্য ছিন্ন হইয়া গেল এবং কেশ-কবরীবন্ধন শ্লথ হইয়া পড়িল। হে সুন্দরি! তাঁহাদিগের ক্রীড়াকালে নিরন্তর রসনা, নূপুর, কঙ্কণ, বলয় ও কুণ্ডলের শব্দ হইতে লাগিল। সমান-তেজঃ-সম্পন্ন উভয়েই নিরন্তর ক্রীড়াকৌতুকপ্রসঙ্গে বলোৎকর্ষ ধারণ করায়, পাদাদিবিক্ষেপহেতু পুষ্পশয্যা দলিত হইয়া গেল; তখন সেই বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি শিব-শক্তির ভরে বসুন্ধরা ভারাক্রান্তা হইয়া বিদীর্ণা হইতে লাগিলেন এবং শৈল, বন ও সাগরসমূহের সহিত কম্পিতা হইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদিগের ভরে ধরাদেবী নম্রা হইলেন; তাঁহার ভরে অনন্তদেব ভারাক্রান্ত ও অনন্তদেবের ভরে কূর্ম্মরূপী নারায়ণও ক্লিষ্ট হইলেন। পরে সেই কূর্ম্মদেবের ভরে সর্ব্বাধার সর্ব্বপ্রাণ, সমীরণসমূহ মহাক্লেশযুক্ত হওয়ায়, স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তখন সমীরণ সকল স্তম্ভিত হইলে, ত্রিলোককে ভয়বিহ্বল দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠনাথের শরণাপন্ন হইলেন এবং সেই নারায়ণের চরণকমলে সমুদয় নিবেদন করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন, হে বিধে! এক্ষণে হরপার্ব্বতীর শৃঙ্গারভঙ্গের সময় হয় নাই; দেখ কার্য্যমাত্রেই যথাকালে আরব্ধ ও যথাকালে সিদ্ধ হইয়া থাকে। শঙ্কর, সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইলেই স্বীয় ইচ্ছায় বিরত হইবেন, এক্ষণে শম্ভুর অভিলষিত সম্ভোগ ভেদ করিতে কেহই সমর্থ নন। বিশেষ যে ব্যক্তি কোনরূপ উপায় দ্বারা স্ত্রীপুরুষকে রতি হইতে বিচ্ছিন্ন করে, প্রতিজন্মেই তাহাকে স্ত্রীপুত্রের বিচ্ছেদদুঃখ ভোগ করিতে হয়। ৩০—৪৪। আরও সেই পাতকী ইহকালে জ্ঞান, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া অন্তে লক্ষ বর্ষ কালসূত্র-নরকে অবস্থান করে। পূর্ব্বে মহামুনীন্দ্র দুর্ব্বাসা, রতিকালে রম্ভাযুক্ত ইন্দ্রকে রতি-শূন্য করায়, তাঁহার স্ত্রীবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। পরে ইন্দ্র দিব্য সহস্র বৎসর শিবের আরাধনা করিয়া পুনরায় রম্ভালাভে বিরহজ্বর হইতে মুক্ত হন এবং ঘৃতাচীর সহিত মিলিত কামকে বৃহস্পতি বিশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন, এজন্য ষণ্মাসাভ্যন্তরেই চন্দ্র তাঁহার পত্নীকে অপহরণ করেন; পরে শিবারাধনা-পূর্ব্বক নিজপত্নী তারার নিমিত্ত সংগ্রাম করিয়া পুনরায় সগর্ভা তারা প্রাপ্তে বিরহদুঃখ হইতে নিস্তার পান। এইরূপ মহর্ষি গৌতম, রতিসময়ে রোহিণীর সহিত মিলিত চন্দ্রকে রতিশূন্য করায়, তাঁহার স্ত্রী-বিচ্ছেদ হইয়াছিল। তিনি পুষ্করতীর্থে দিব্য সহস্র-বর্ষ শিবের আরাধনাপূর্ব্বক অহল্যাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া বিরহজ্বর হইতে মুক্ত হন। আর যুবা বিভাণ্ডক মুনি, দিবসে নির্জ্জন স্থানে স্বভার্য্যায় আসক্ত কোন মুনিকে স্থানান্তরিত করিয়া রতি-বিচ্যুত করায়, কালান্তরে তাঁহার পুত্র-বিচ্ছেদ হয়, পরে শিবসেবার

পুত্র-প্রাপ্তে দুঃখ ত্যাগ করেন। আরও রাজা হরিশ্চন্দ্র শূদ্রার সহিত নির্জ্জনে মিলিত নিশ্চেষ্ট কোন হালিককে নিবারণ করায়, তাহার যে ফল হইয়াছিল, শ্রবণ কর। মহর্ষি বিশ্বামিত্র অবলীলাক্রমে তাঁহাকে স্ত্রী-পুত্র-রাজ্যভ্রষ্ট ও তাড়িত করেন। অনন্তর হরিশ্চন্দ্র, সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা ভগবান্ শিবের অরোধনা করিয়া সদ্য আত্মীয়বর্গের সহিত আমার আলয় বৈকুণ্ঠে আগমন করেন। আর পূর্ব্বে দ্বিজশ্রেষ্ঠ অজামিল, বৃষলীর সহিত সঙ্গত হওয়ায় কোন দেবতাই ভয়ে তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারেন নাই। পরে সেই মদ্ভক্ত অজামিল কর্ম্মভোগ নিষ্পন্ন হইলে, মোহপ্রাপ্ত হইয়া আমার নাম স্মরণমাত্রে, আমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন; অতএব হে ব্রহ্মন্! সমস্ত কার্য্যই শুভাশুভ কর্ম্মের পরিণাম নিয়তির সাধ্য! সেই নিষেক, বিধি অপেক্ষা বলবান্; আমিও নিষেকের ফলদাতা, নিষেকের ব্যতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। শম্ভুর সেই সম্ভোগ-কার্য্য দেব পরিমাণে সহস্রবর্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তিনি নিষেক-ফলদাতা হইতে এইরূপ নিষেক-ফল সংগ্রহ করিয়াছেন। সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইলে, সুরেশ্বর তথায় গমনপূর্ব্বক যেরূপে তাঁহার বীর্য্য ভূমিতে পতিত হয়, সেইরূপ কার্য্য করিবেন, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ৪৫—৬০। সেই বীর্য্য হইতে তোমাদিগের মঙ্গলকারক কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিবেন। আমি নিরন্তর তোমাদের মঙ্গল স্বরূপ; আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমাদের কোন ভয় নাই। এক্ষণে তুমি দেবগণের সহিত গমন কর, ভগবান্ শম্ভু, সেই নির্জ্জন প্রদেশে পার্ব্বতীর সহিত সম্ভোগ-সুখ অনুভব করুন। কমলাকান্ত এইরূপ করিয়া শীঘ্র স্বীয় অন্তঃপুরে গমন করিলে দেবগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে শিবও রতিক্রীড়ায় আসক্ত থাকিলেন। ঋষি নারায়ণ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সকটাক্ষা সস্মিতা রাধিকাকে এইরূপ বলিয়া তাঁহার সহিত চন্দনবনে গমন করিলেন। সেই স্থান অতি নির্জ্জন, রমণীয় বায়ু-কর্ত্তৃক সুরভীকৃত পুষ্পোদ্যানে সমাকীর্ণ এবং কোকিল ও ভ্রমরগণের রবে পরিপূর্ণ থাকায়, কামিনীগণের পক্ষে অতি মনোহর হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পশয্যাযুক্ত সেই স্থানে রাধিকার সহিত ক্রীড়ারম্ভ করিলেন। তখন কৃষ্ণ-সম্ভোগমাত্রে রাধিকা সুখমূর্চ্ছিতা ও শ্রীকৃষ্ণও রাধাঙ্গস্পর্শমাত্রে অতিশয় মূর্চ্ছিত হইলেন। হে মুনে! সেই রাধা ও রাসেশ্বর উভয়েই অতিশয় রতি-নিশ্চেষ্ট ও পরস্পর সংসক্ত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হয়? হে নারদ! যে ব্যক্তি একাগ্র হইয়া এই মাঙ্গলিক বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহার কখনই বন্ধুবিচ্ছেদ হয় না এবং পুত্র, কলত্র, সদ্‌ভৃত্য ও বন্ধুবিচ্ছেদনিবন্ধন মহাশোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া, যদি এক মাস ইহা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে, নিশ্চয় তাঁহার অভীষ্ট লাভ হয়। সূত বলিলেন, মহামুনি ধর্ম্মপুত্র, এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, দেবর্ষি নারদ কৌতূহলান্বিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬১—৭১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ত চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে করুণানিধে! ক্রীড়াবসানে রাধিকা, ভগবান্ হরিকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? হরিই বা তাঁহাকে কোন্ কথা বলিলেন? তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর শ্রীহরি সুখসম্ভোগ হইতে উত্থিত হইয়া রাধিকাকে সম্মুখে লইয়া মলয়দ্রোণীর মনোহর বটমূলে উপবেশন করিলেন। পরে রাধিকা সস্মিত সুমনোহর হরিকে শ্রুতিসুখকর, নিগূঢ়, ইন্দ্রের দর্পভঙ্গের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! শূলপাণির যশ এবং দৈববশতঃ তাহার ও পার্ব্বতীর দর্পভঙ্গ এবং তাঁহাদিগের বিবাহ বিষয়ও আমি শ্রবণ করিয়াছি। হে হরে! এক্ষণে ইন্দ্রের দর্প-ভঙ্গ-বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি; জগদ্‌গুরো! আপনি ক্রমে অন্যান্য সকলেরও দর্পভঙ্গের বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সুন্দরি! ত্রিলোকবিখ্যাত সুরপতির দর্পভঙ্গবৃত্তান্ত শ্রবণ কর, উহা কর্ণামৃতস্বরূপ ও অতিশয় মনোহর। পূর্ব্বে শতক্রতু, সদর্পে আনন্দের সহিত শত যজ্ঞ করিয়া সম্পদ্‌যুক্ত ও সমস্ত দেবগণের অধ্যক্ষ হন। পরে তপস্যার ফলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং বৃহস্পতি তাঁহাকে সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। অনন্তর পুষ্করতীর্থে শত বৎসর সেই মহামন্ত্র জপ করায়, মন্ত্রসিদ্ধিহেতু তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ হয়। পরে ইন্দ্র, সম্পন্মদে মত্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপা প্রকৃতি দেবীকে অনাদর করায়, তিনি ক্রোধে "তুই গুরুর অভিশাপগ্রস্ত হইবি" বলিয়া দেবরাজকে শাপ প্রদান করেন। একদা সুরনাথ, প্রকৃতির শাপপ্রভাবে হতবুদ্ধি হইয়া সানন্দে স্বীয় সভায় উপবিষ্ট

থাকিয়া সমাগত গুরুকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন না। অনন্তর বৃহস্পতি কোপবশতঃ সেই স্থানে উপবেশন না করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গ্লানিনিবন্ধন তারার সন্নিধানেও অবস্থান করিতে না পারিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। ১—১২। সেই দুঃখিত বৃহস্পতি, মনে মনে ইন্দ্রের সম্পদ্ বিনষ্ট হউক এইরূপ কামনা করিলেন। অনন্তর দেবরাজ সুমতি প্রাপ্ত হইয়া 'আমার গুরুদেব কোথায় যাইলেন,' এইরূপ বলিয়া অতিবেগে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া গুরুপত্নী তারার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে নতকন্ধরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সমুদয় নিবেদন করত বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তারাও পুত্রের রোদন দর্শনে অতিশয় রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস! গৃহে গমন কর, এক্ষণে তোমার গুরুদর্শন হইবে না; পরে দুর্দ্দিন ঘুচিলে গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় লক্ষ্মী লাভ করিবে। তুমি যে প্রকার মূঢ় ও দুরাশয়, এক্ষণে তাহার উপযুক্ত কর্ম্ম ভোগ কর; আর নিশ্চয় জানিও, দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলেই গুরুদেব রুষ্ট ও সুদিন সমাগত হইলে তুষ্ট হইয়া থাকেন। হে শক্র! ঐ সুদিন সুখের ও দুর্দ্দিন দুঃখের কারণ। পতিব্রতা তারাদেবী, এই বলিয়া বিরতা হইলেন। পরে ইন্দ্র, স্নাননিমিত্ত সুমনোহর মন্দাকিনীতে গমন করিয়া সেই স্থানে অতি সুন্দরী নিতম্বিনী সস্মিতা সকটাক্ষা গৌতমপ্রিয়া অহল্যাকে আগমন করিতে দেখিলেন। দেবরাজ, তাঁহার বিপুল শ্রোণি ও মনোহর স্তনযুগ্ম দর্শনে কামমোহিত হইয়া সহসা মোহপ্রাপ্ত হইলেন। জীবিতেশ্বরি! অনন্তর ইন্দ্র, পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া স্নান পরিত্যাগপূর্ব্বক অহল্যার স্বামীর রূপ ধারণ করত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। পরে স্মরাতুর ইন্দ্র, তাঁহার স্নিগ্ধ বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া সেই স্থানে স্ত্রীমনোহর নানাপ্রকার শৃঙ্গার করিলেন। তখন মুনিপত্নী, কামে মূর্চ্ছা ও তন্দ্রা প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চেষ্টা হইয়া রহিলেন এবং ত্রিদশাধিপও সুখসম্ভোগ হেতু নিশ্চেষ্ট হইলেন। হে প্রিয়ে! এমত সময়ে মুনিবর, তপঃসমাপনান্তে সমাগত হইয়া গৃহমধ্যে উভয়কে মৈথুনাসক্ত দর্শন করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি বিশিষ্ট জ্ঞানবান্ বলিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়াও রতিসুখভঙ্গ করিলেন না। ১৩—২৬। অনন্তর শক্র, চেতনা প্রাপ্তে রোষবশতঃ সাক্ষাৎ কালস্বরূপ মুনিপুঙ্গবকে দর্শন করিয়া, তাঁহার চরণকমল ধারণ করিলেন। তৎকালে মুনিবরের ক্রোধে মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু তথাপি তিনি, ভয়ে পাদানত ইন্দ্রকে শরণাগত দর্শনে বিনষ্ট না করিয়া নীতিবাক্য বলিতে লাগিলেন;—হে ইন্দ্র! তোমাকে ধিক্, কারণ তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিত এবং জগৎস্রষ্টার প্রপৌত্র ও কশ্যপের পুত্র; কিন্তু তথাপি কি জন্য তোমার বুদ্ধি এইরূপ হইয়াছে? আর স্বয়ং দক্ষ তোমার মাতামহ এবং পতিব্রতা অদিতি জননী; অতএব জানিলাম, স্বভাব কর্ম্মসাধ্য, সে কুল ধর্ম্মকে অপেক্ষা করে না; অতএব তুমি যেমন বেদজ্ঞ ও জ্ঞানী হইয়াও নিজ কর্ম্মানুসারে যোনিলুব্ধ হইয়াছ, সেই হেতু তোমার গাত্রে সহস্র যোনি হইবে। তুমি পূর্ণ একবর্ষকাল নিরন্তর যোনিগন্ধ প্রাপ্ত হও, পরে সূর্য্যের আরাধনায় ঐ যোনিসকল চক্ষুরূপে পরিণত হইবে। রে মূঢ়! আর তুই যেহেতু আমার প্রাণেশ্বরীকে দূষিতা করিয়াছিস্, সেই হেতু এখনই আমার শাপপ্রভাবে গুরুকোপনিবন্ধন শ্রীভ্রষ্ট হয়। অরে মূঢ় দেব! আমি বন্ধুভেদ-ভয়ে আমার পরম বন্ধু তেজস্বী তোমার গুরু বৃহস্পতির অনুরোধেই তোমার জীবন সংহার করিলাম না। দেবেন্দ্র! এক্ষণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বভবনে গমন কর; দেখ যাহা কিছু শুভাশুভ সমস্তই নিজকর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে। ২৭—৩৫। অনন্তর ইন্দ্র, মহামুনীন্দ্রের বাক্যানুসারে পুষ্করে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনায় আরোগিতা লাভ করেন। এদিকে মুনিবর গৌতম, পদানতা অহল্যাকে বলিলেন, তুমি বনে গমন-পূর্ব্বক পাষাণমূর্ত্তি হইয়া বহুকাল অবস্থান কর। প্রিয়ে! ইন্দ্র যে, অনুরাগশূন্যা তোমাকে সম্ভোগ করিয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি; তথাপি অন্যে যখন তোমাকে উপভোগ করিয়াছে, তখন আর আমার ভোগ্যা হইবে না, এজন্য অধমে! এক্ষণে গমন কর। অহল্যে! কামতই হউক বা অকামতই হউক, দৈববশতঃ যে রমণীর উদরে পরবীর্য্য প্রবেশ করে, তাহার শুদ্ধির উপায় শ্রবণ কর। অকামতঃ পরভোগ্যা হইলে, প্রকৃত দুষ্টা হয় না, সে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধা হয়; আর যে কামতঃ পরভোগ্যা, তাহাকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; সে কর্ম্মভোগ করিয়া শুদ্ধি লাভ করে। পরভোগ্যা রমণী, পিতৃগণ ও দেবতার পাককার্য্যে বা পূজায় অধিকারিণী নহে; সে ষষ্টিসহস্র বর্ষ কালসূত্রনরকে অবস্থান করে।

অনন্তর অহল্যা স্বামীর বাক্যানুসারে সভয়ে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক "নাথ! নাথ!" বলিয়া রোদন করিতে করিতে বনে গমন করিলেন। সেই মুনিপ্রিয়া ষষ্টি-সহস্রবর্ষ কর্ম্মভোগান্তে শ্রীরামের চরণস্পর্শে তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হইয়া ত্রৈলোক্যমোহনরূপ ধারণপূর্ব্বক গৌতম-সন্নিধানে গমন করিলে মুনিবর গৌতম, সেই সুন্দরীকে গ্রহণ করেন। হে সুন্দরি! এক্ষণে পাপের নাশক ও পুণ্যের কারণ অদ্ভুত শক্রবৃত্তান্ত বিশেষরূপে নিরূপণ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩৬—৪৫। একদা গুরুর কোপ ও প্রকৃতির অবহেলনে হতচেতন ইন্দ্রের ব্রহ্ম-হত্যা ঘটে। হে দেবি! গুরুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ইন্দ্র, দৈত্যগণ-কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও ভীত হইয়া জগদ্‌গুরু ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মার আজ্ঞায় বিশ্বরূপকে পুরোহিত করিয়া দৈববশতঃ হতবুদ্ধি ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত হইলেন। কিয়দ্দিন গত হইলে বিচক্ষণ ইন্দ্র, দৈত্যদৌহিত্র বিশ্বরূপের দুষ্টাভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া, অবলীলায় তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। পরে বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা মুনি, তাহা শ্রবণমাত্রে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের শত্রুর উৎ-পত্তি কামনায় এক যজ্ঞ করিলে, সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে বৃত্রনামে এক মহাসুর সমুত্থিত হইয়া কোপভরে অব-লীলাক্রমে দেবগণের নিগ্রহ করিতে লাগিল। তখন দৈত্যমর্দ্দন ইন্দ্র, মহামুনি দধীচির অস্থি দ্বারা সুদারুণ বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া, দেবকণ্টক বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিলে, রক্তবস্ত্র-পরিধানা বৃদ্ধ-স্ত্রীবেশধারিণী ব্রহ্মহত্যা, হতচেতন ইন্দ্রের প্রতি ধাবিতা হইল। তাহার শরীর সপ্ততাল-বৃক্ষতুল্য দীর্ঘ এবং দন্তপংক্তি লাঙ্গলের ফলার ন্যায় ভয়ঙ্কর। তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, নিরন্তর তাহার কণ্ঠ-ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইতেছে; সেই খড়্গহস্তা দয়াহীনা বলিষ্ঠা ব্রহ্মহত্যা, ভীত কাতর অস্ত্রহীন ইন্দ্রের প্রতি ধাবমানা হইলে, প্রথমে তিনি পলায়ন করিতে লাগিলেন; পরে জ্ঞানশূন্য হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর ইন্দ্র, সেই ঘোররূপিণীকে নিকটবর্ত্তিনী দর্শন করিয়া বারংবার গুরুপাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক মানস-সরোবরের সূক্ষ্ম-মৃণাল-সূত্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মার শাপহেতু তথায় গমন করিতে অশক্তা, সুতরাং সেই সরস্তটের নিকট-বর্ত্তী বটশাখায় অবস্থান করিতে লাগিল। ৩৭—৫৭। পরে এ দিকে বলিষ্ঠ নহুষ ভূপতি, ত্রিলোকেশ্বর হইয়া, দুর্ব্বল দেবগণের নিকটে শচীদেবীকে প্রার্থনা করিলে, শচীদেবী তৎ-শ্রবণে মহাভীতা হইয়া, গুরুপত্নী তারার শরণাগতা হইলেন। তখন তারা নিজপতিকে ভর্ৎ-সনা-পূর্ব্বক ভৃত্যপত্নী শচীকে রক্ষা করিতে বলিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি শচীকে আশ্বাস দান করিয়া, আনন্দে মানস-সরোবরে গমনপূর্ব্বক কাতর হতজ্ঞান ইন্দ্রকে বলিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর, আমি উপস্থিত থাকিতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি তোমার গুরুদেব আসিয়াছি, তুমি কণ্ঠস্বরেই তাহা জানিতে পারিতেছ, এক্ষণে ভয় ত্যাগ কর। তখন সর্ব্বসিদ্ধে-শ্বর দেবরাজ, বৃহস্পতির স্বর বিদিত হইয়া, সূক্ষ্মরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সূর্য্যসমতেজস্বী সেই গুরুদেবকে কোপশূন্য ও প্রীত দেখিয়া, পরমানন্দে সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণে নত হইলেন। তখন প্রেমবিহ্বল বৃহস্পতি চরণনিপতিত রোরুদ্যমান ভয়বিহ্বল ইন্দ্রকে প্রেমবশতঃ বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে ত্রিদশাধিপ, সেই রোদনকারী পরিতুষ্ট বৃহস্পতিকে কৃতাঞ্জলি ও পুলকাঙ্কিত হইয়া, ভক্তিবিনতকন্ধরে স্তব করিতে লাগি-লেন, হে ভগবন্! আমার দোষ ক্ষমা করুন। কৃপানিধে! আমার প্রতি কৃপা করুন। দেখুন, ভৃত্যগণ নিরন্তর অপরাধ করিলেও সৎপ্রভু ভৃত্যাপ-রাধ গ্রহণ করেন না। দুর্ব্বল বা সবলই হউন, কোন্ ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যা শিষ্য ভৃত্য বা পুত্রের প্রতি দণ্ড-বিধান করিতে অক্ষম? দেব! ত্রিকোটি দেবগণের মধ্যে এক আমিই অজ্ঞান, কিন্তু আপনার প্রসাদে আমি সুরগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াছি এবং আপনিই কৃপা করিয়া আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। ৫৮—৬৮। আপনি স্বয়ং বিধাতার পৌত্র, আপনার নিকটে আমি কোন্ কীট? আপনি স্বয়ং সমস্ত সংহার ও পুনরায় সৃজন করিতে সক্ষম। বৃহস্পতি ইন্দ্রের এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া, অতিশয় তুষ্ট হইলে, তাঁহার মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল প্রসন্ন হইল; তিনি তখন প্রীতিপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ! স্থির হও; তোমার লক্ষ্মী অচলা হউন; তুমি পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া, অমরাবতীতে গমনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন কর। বৎস পুরন্দর! আমার প্রসাদে তোমার শত্রু বিনষ্ট হইবে; এক্ষণে গমন করিয়া সতী শচীদেবীকে দর্শন কর। বৃহস্পতি এই বলিয়া শিষ্যের সহিত গমন করিতে উদ্যত হইয়াই সম্মুখে ঘোররূপিণী সুতুঃসহা ব্রহ্মহত্যাকে দর্শন করিলেন। তখন ইন্দ্র সেই ব্রহ্মহত্যা দর্শনে ভীত হইয়া গুরুদেবের শরণাগত হইলেন এবং বৃহস্পতিও মহাভীত হইয়া মধুসূদনকে স্মরণ করিলেন। এমত সময়ে, "হে গুরো! এক্ষণে

সংসারবিজয় নামে সর্ব্বাশুভ-বিনাশন রাধিকা কবচ দান করিয়া শিষ্যকে রক্ষা করুন,” এইরূপ স্বল্পাক্ষরা অথচ অর্থগরীয়সী আকাশবাণী হইলে; বৃহস্পতি তাহা শ্রবণ করিলেন। তখন শিষ্যবৎসল বৃহস্পতি, শিষ্যকে সেই কবচ দান করিয়া হুঙ্কারদ্বারা অবলীলা-ক্রমে সেই ব্রহ্মহত্যাকে ভস্মসাৎ করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি, শিষ্যসমভিব্যাহারে অমরাবতীতে গমন করিয়া শক্রকৃত তাঁহার অতিশয় দুর্দ্দশা অবলোকন করিলেন। তখন শচীদেবী, ভর্ত্তার আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রে সানন্দচিত্তে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় গুরুদেবের চরণে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া স্বকান্তকে প্রণাম করিলেন। হে প্রিয়ে! সেই সময়ে ইন্দ্র আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, হর্ষ-গদ্গদচিত্তে দেবতা, ঋষি ও মুনিগণ উপস্থিত হইলেন। পরে সুররাজ, বিশ্ব-কর্ম্মাকে পুনরায় অমরাবতীনির্ম্মাণে নিযুক্ত করিলে, সেই দেবশিল্পী পূর্ণ সংবৎসরে মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। উৎকৃষ্ট-মণিরত্ননির্ম্মিত ঐ পুরী নানা বিচিত্ররত্নে মণ্ডিত হওয়ায়, অতি মনোহর হইল; অধিক কি, তাহার আর উপমার স্থল রহিল না; কিন্তু সুররাজ তাহাতে তুষ্ট হইলেন না। ৬৯—৮২। তখন বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার অজ্ঞাব্যতীত গমনে অশক্ত হইয়া পরমোদ্বিগ্নচিত্তে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে স্বয়ং বিধাতা তাঁহার অভিপ্রায় বিজ্ঞাত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, দেব! আগামী দিনে তুমি কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণে দেবশিল্পী শীঘ্র অমরাবতীতে আগমন করিলেন। এদিকে ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক প্রণাম-পুরঃসর হরির নিকটে নিজাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, হরি ব্রহ্মাকে আশ্বাসিত ও ব্রহ্মলোকে প্রেরিত করিয়া শিশুরূপ ধারণ করত অমরাবতীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি দণ্ড, ছত্র, শুক্লবস্ত্র ও উজ্জ্বল-তিলকধারী এবং তিনি খর্ব্বাকৃতি সস্মিত ও সুমনোহর; তাঁহার দন্তসকল অতিশয় শুক্লবর্ণ; তাঁহাকে দেখিলে অতি শিশু বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বুদ্ধিতে বৃদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষাও বিচক্ষণ; সেই বিধাতার বিধাতা সর্ব্ব-সম্পৎ-প্রদাতা স্বয়ং হরি ইন্দ্রের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে বলিলেন, দ্বার-পাল! শীঘ্র ইন্দ্রকে গিয়া বল যে, এক ব্রাহ্মণ আপনার দর্শন-নিমিত্ত দ্বারদেশে সমাগত হইয়াছেন। দ্বারপাল তাঁহার এই বাক্য শ্রবণান্তর ইন্দ্রকে নিবেদন করিলে, ইন্দ্র সত্বর সমাগত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ-বালককে দর্শন করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই বালক সস্মিত ও ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ; বালক-বালিকাসমূহ মহোৎসাহে সহাস্যবদনে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তখন সুরনাথ সেই শিশুরূপী হরিকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলে, ভক্তবৎসল হরি, প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র, মধুপর্কাদি দ্বারা সেই বিপ্রবালককে পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! কি কারণে আপনার আগমন হই-য়াছে, প্রকাশ করুন। তখন বৃহস্পতিরও গুরুর গুরু সেই বিপ্রবালক, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মেঘনিনাদের-ন্যায় গম্ভীর বাক্যে ইন্দ্রকে বলিতে লাগি-লেন;—সুররাজ! আমি তোমার বিচিত্র নগর-নির্ম্মাণ শ্রবণ করিয়া, তোমাকে দর্শন ও কোন অভি-লষিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছি। সুরনাথ! তুমি কতবর্ষে এই পুরী নির্ম্মাণ করাইতে ইচ্ছা করিয়াছ? আর বিশ্বকর্ম্মাই বা ইহাতে কতবিধ কারুকার্য্য করিবেন?। ৮৩—৯৫। সুরবর! পূর্ব্বে কোন ইন্দ্রই এবংবিধ নির্ম্মাণ করাইতে পারেন নাই, এবং অপর কোন বিশ্বকর্ম্মাই এরূপ নির্ম্মাণে সক্ষম নন। তখন সম্পন্মদাদিমত্ত সুরেশ্বর, বালকের এই প্রকার বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া পুনরায় বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মশিশো! আপনি কিয়ৎ-সংখ্যক ইন্দ্রসমূহ ও কতিবিধই বা বিশ্বকর্ম্মাকে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে আমার নিকটে প্রকাশ করুন। তখন বিপ্রবালক, ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণে উচ্চ হাস্য করত অমৃততুল্য শ্রবণ-সুখকর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন;—বৎস! তোমার পিতা প্রজাপতি কশ্যপ এবং পিতামহ তপোনিধি মরীচি মুনিকেও আমি বিদিত আছি। আর মরীচির পিতা বিষ্ণু-নাভিকমলোদ্ভব ভগবান্ বিধাতা এবং ব্রহ্মার রক্ষাকর্ত্তা সত্ত্বগুণাবলম্বী সেই বিষ্ণুকেও আমি জানি। সুরেশ্বর! জীবশূন্য ভয়ানক একার্ণব-প্রলয়ও আমার পরিজ্ঞাত; আর সৃষ্টি কতবিধ, কল্প কতবিধ, ব্রহ্মাণ্ড কতবিধ এবং প্রতিব্রহ্মাণ্ডে যে কতবিধ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও কতবিধ ইন্দ্র তাহা কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নন। হে সুরাধিপ! পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, যদি রেণু বা বৃষ্টিধারারও সংখ্যা নিরূপণ হয়, তথাপি ইন্দ্রের সংখ্যা করা যায় না। ইন্দ্রের আয়ু এবং অধিকারকাল দেবপরিমাণে একসপ্ততি যুগ, এইরূপ অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রের পতন হইলে, বিধাতার এক দিবারাত্র হয়। এই পরিমাণে অষ্টোত্তর শতবর্ষ বিধাতার আয়ু নিরূপিত হইয়াছে। বৎস! ইন্দ্রের সংখ্যা দূরে থাক,

বিধাতারও সংখ্যা নাই; যে সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডেরই বা সংখ্যা কোথায়? ভবতোয়ে কৃত্রিম নৌকার ন্যায় মহাবিষ্ণুর লোমকূপোদ্ভব সুনির্ম্মল সলিলোপরি ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান রহিয়াছে। ৯৭—১০৮। এইরূপ মহাবিষ্ণুর লোম-পরিমাণে ব্রহ্মাণ্ডও অসংখ্য এবং সেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডেই তোমার ন্যায় কতবিধ দেবগণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরুষোত্তম এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে তিনি সেই স্থানে শ্রেণীবদ্ধ ধনুরাকারে গমনশীল পিপীলিকাসমূহ দর্শন করিলেন। পরে সেই দ্বিজবালক ক্রমে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না; গভীরস্বভাবের ন্যায় মৌনী হইয়া রহিলেন। তখন ইন্দ্র সেই বিপ্রবালকের হাস্য দর্শনে ও গাথা শ্রবণে বিস্মিত এবং শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠ-তালু হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাস করিলেন, হে বিপ্র! আপনি কি জন্য হাস্য করিতেছেন? এবং মায়াচ্ছন্ন শিশুরূপী গুণার্ণব আপনিই বা কে? আমায় শীঘ্র বলুন। দ্বিজবালক ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আধ্যাত্মিক নীতিসার জ্ঞানবীজ পরম বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন; আমি যে পিপীলিকাসমূহের দর্শনপূর্ব্বক হাস্য করিলাম, ইহার কারণ গূঢ়, তুমি সেই শোকবীজ বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না এবং তাহা তোমার অন্তপ্রকার জ্ঞানের কারণ। সেই গূঢ় বিষয় সংসারীদিগের সংসারবৃক্ষের মূলচ্ছেদক এবং অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে অত্যুত্তম জ্ঞানদীপস্বরূপ; তাহা সিদ্ধগণেরও অতি দুর্লভ, সর্ব্ববেদে নিগূঢ় যোগীদিগের প্রাণতুল্য এবং মূঢ় ব্যক্তির অহঙ্কার-চূর্ণকারক। দ্বিজপুঙ্গব এই বলিয়া সহাস্যবদনে সেই স্থানে সংস্থিত হইলে, ইন্দ্র শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালু হইয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে বিপ্রবটো! শীঘ্র আমার নিকটে সেই জ্ঞানদীপস্বরূপ পুরাতন গূঢ় বিষয় প্রকাশ করুন, আমি জানি না, আপনি মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানরাশিস্বরূপ শিশুরূপী কে? তখন বিপ্ররূপী জনার্দ্দন, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগীন্দ্রগণের সুদুর্লভ জ্ঞানবিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে শক্র! আমি যে এই পিপীলিকাসমূহের এক এক করিয়া ক্রমে দর্শন করিলাম, ইহারা সকলেই স্বকর্ম্মবলে এক সময় সুরালয়ে ইন্দ্র হইয়াছিল। এক্ষণে ইহারা সকলে কালপ্রাপ্ত হইয়া বহুজন্মের পর, ক্রমে পিপীলিকাজাতি হইয়াছে। ১০৯—১২২। জীবগণ কর্ম্মবশতই নিরাময় বৈকুণ্ঠে এবং কর্ম্মবশতই ব্রহ্মলোকে ও কর্ম্মবলেই শিবলোকে গমন করিয়া থাকে এবং স্বীয় কর্ম্মযোগেই স্বর্গ, স্বর্গসম স্থান, পাতাল ও আত্মদুঃখের নিদান ঘোরনরকে গমন করে। নিজকর্ম্মানুসারে জীবগণ শূকরীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম্মানুসারে ক্ষুদ্রজীব হয় এবং কর্ম্মানুসারেই পশুপক্ষী ও পক্ষিযোনিগণের গর্ভে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারাই কীট-যোনি, কর্ম্ম দ্বারাই বৃক্ষত্ব, কর্ম্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব ও কর্ম্ম দ্বারাই দেবত্ব প্রাপ্তি হয়। জীব স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে শক্রত্ব লাভ করে, কর্ম্মবলে ব্রহ্মপুত্র হয় এবং স্বীয় কর্ম্মানুসারেই সুখী, দুঃখী, সেব্য ও সেবক হইয়া থাকে। কর্ম্মবলে শিবিকারোহী, কর্ম্মবলে রাজেন্দ্র, কর্ম্মবলে ব্যাধিযুক্ত ও কেহ বা কর্ম্মবলে অতি সুন্দর হয়। কেহ কর্ম্মানুসারে অঙ্গহীন ও কর্ম্মানুসারে কেহ অধিকাঙ্গ হইয়া থাকে; অধিক কি বিধাতাও কর্ম্মসূত্রে জীবগণের কর্ম্মদাতা হইয়াছেন। সেই কর্ম্ম স্বভাব-সাধ্য এবং স্বভাব-অভ্যাস মূলক। এই সমুদয় আধ্যাত্মিক বাক্য কথিত হইল, ইহা সুখমোক্ষপ্রদ সকলের সার ও নরকার্ণবতারণ। দেবেন্দ্র! চরাচর সমস্ত সংসারই স্বপ্নবৎ; কালযোজিত মৃত্যু সকলেরই মস্তক স্থায়ী। হে শক্র! জীবগণের সমুদয় শুভাশুভ জলবুদ্বুদের ন্যায় নশ্বর; উহা নিরন্তর চক্রের তুল্য ভ্রমণ করিতেছে; এজন্য পণ্ডিতগণ তাহাতে আসক্ত হন না। বিপ্রবর এই কথা বলিয়া সেই সভামধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলে, বিস্মিত ত্রিদশাধ্যক্ষ তখন আপনাকে অতি সামান্য জ্ঞান করিলেন; এমত সময়ে শীঘ্র তথায় এক অতি বৃদ্ধ মহাযোগী মুনিবর আগমন করিলেন। তিনি জ্ঞান ও বয়সে অতি মহান্, সেই মুনিবর, কৃষ্ণাজিন, জটা, ও উজ্জ্বলতিলকধারী, তাঁহার বক্ষঃস্থলে লোমচক্র ও মস্তকে কট (তৃণরচিত ছত্রবিশেষ) বিরাজমান। তাঁহার বক্ষঃস্থলের মধ্যগত লোমরাজি সমুদয়ই স্থির ভাবে আছে; কেবল কিঞ্চিন্মাত্র উৎপাটিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এতাদৃশ মুনিবর উভয়ের মধ্যস্থলে সমাগত হইয়া স্থাণুর ন্যায় অবস্থিত হইলেন। ১২২—১৩৬। তখন মহেন্দ্র সেই ব্রাহ্মণকে দর্শনমাত্রে সানন্দে প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিভাবে মধুপর্কাদি দান করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন এবং সেই বিপ্রকে বিনয় পুরঃসর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া অতিথিভাবে আনন্দের সহিত সাদরে। স্তব করিতে লাগিলেন; তখন সেই বিপ্রবালক, তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিলেন এবং বিনয়পূর্ব্বক স্বীয় বাঞ্ছিত বিষয় সমুদয় তন্নিকটে

ব্যক্ত করিলেন। বালক বলিলেন, বিপ্র! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনার কি নাম, তাহা বলুন। আপনার এস্থানে আগমনের হেতু কি? আর এক্ষণে আপনার নিবাস কোথায়? হে মুনে! কি জন্য আপনার মস্তকে কট এবং বক্ষঃস্থলের মধ্যদেশে অত্যুল্বণ লোমচক্রই বা কি কারণ কিঞ্চিৎ উৎপাটিত হইয়াছে? হে বিপ্র! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে, সমুদয় সংক্ষেপে প্রকাশ করুন। অত্যদ্ভুত এই সমুদয় বিষয় শ্রবণ করিতে আমার কৌতুহল হইয়াছে। সেই মহামুনি, শিশুর বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্রসমক্ষে সানন্দে সমুদয় স্বকীয় বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। মুনি বলিলেন, বিপ্র! আমি অল্পায়ু বলিয়া কুত্রাপি গৃহ-রচনা, বিবাহ বা কোনরূপ উপজীবিকা স্থির করি নাই; বর্ত্তমান সময়ে ভিক্ষাই আমার উপজীবিকা। হে বিপ্র! আমার নাম লোমশ, ইন্দ্রের দর্শনই আমার আগমনের হেতু। আমি বর্ষণ ও আতপ শান্তির নিমিত্তই মস্তকে কট ধারণ করিতেছি। আর বক্ষঃস্থল-স্থিত যে লোমচক্র তাহার কারণ শ্রবণ কর, উহা সাংসারিকদিগের ভয়প্রদ এবং পরম-বিবেক-জনক বিপ্র! বক্ষঃস্থলস্থ এই লোমচক্র আমার আয়ুঃসংখ্যার প্রমাণ; এক ইন্দ্রের পতনে আমার একটি লোমের উৎপাটন হয়। সেই কারণে মধ্যস্থিত লোম উৎপাটিত হইয়াছে; এইরূপ ব্রহ্মার পরার্দ্ধকাল পূর্ণ হইলেই, আমার মৃত্যু নিরূপিত আছে। হে ব্রহ্মন্! যখন অসংখ্য ব্রহ্মা কালকবলিত হইয়াছেন ও অসংখ্য ব্রহ্মা কালকবলিত হইবেন, তখন সুতরাং আমি অতি অল্পায়ু; এজন্য কলত্র, পুত্র বা গৃহে প্রয়োজন কি?। ১৩৭—১৪৯। যখন এক এক ব্রহ্মার পতনে, হরির এক এক চক্ষুর্নিমেষ হয়, তখন সকলই মিথ্যা; আমি এজন্য নিরন্তর সেই হরিরই অতুল পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া থাকি। শ্রীহরির দাস্য অতি দুর্লভ হরিভক্তি মুক্তি অপেক্ষা গরীয়সী; সমুদয় ঐশ্বর্য্যই স্বপ্নবৎ নশ্বর এবং উহা হরিভক্তির বিঘ্নকারক। সদ্গুরু শম্ভু, আমাকে এই উত্তম জ্ঞান দান করিয়াছেন, এক্ষণে আমি ভক্তি বিনা সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ও গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহি। সেই মুনি এইরূপ বলিয়া শিব-সন্নিধানে গমন করিলেন এবং শিশুরূপী হরিও সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। হে পরমেশ্বরি! ইন্দ্র স্বপ্নবৎ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তখন তাঁহার সম্পত্তিতে কিছুমাত্র তৃষ্ণা রহিল না। পরে শতক্রতু, বিশ্বকর্ম্মাকে আনয়নপূর্ব্বক প্রিয়বাক্য বলিয়া যথেষ্ট রত্ন দান ও সৎকার করিয়া গৃহে প্রস্থাপিত করিলেন এবং বিবেকী ও মোক্ষকামুক হইয়া পুত্রের উপর সমুদয় ভার অর্পণপূর্ব্বক শচী ও রাজশ্রীকে পরিত্যাগ করিয়া বনগমনে উদ্যত হইলেন। তখন শচী কান্তকে বিবেকী দর্শন করিয়া শোকার্ত্তা ও সন্ত্রস্তা হইয়া দুঃখিতহৃদয়ে গুরুর শরণাগতা হইলেন। পরে কামিনী সমুদয় নিবেদন করিয়া বৃহস্পতিকে আনয়নপূর্ব্বক নীতিশাস্ত্রানুসারে সেই শক্রকে প্রবোধিত করিলেন এবং গুরু স্বয়ং দম্পতীবশসংযুক্ত শাস্ত্রবিশেষ প্রণয়ন করিয়া, প্রীতিসহকারে তাঁহাকে পাঠ করাইলেন। আর বাক্‌পতি তাঁহাকে বহুবিধ নীতিশাস্ত্র পরিজ্ঞাত করিলেন। হে বৃন্দাবন-বিনোদিনি! তখন তিনি রাজ্য করিতে লাগিলেন। হে সুরেশ্বরি! এই আমি শক্রের দর্পভঙ্গের বিষয় সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম, আর নন্দযজ্ঞেও তাঁহার দর্পভঙ্গ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছ। ১৫০—১৬১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাধিকা বলিলেন, নাথ! ভবৎকথিত ইন্দ্রের দর্পভঙ্গ শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে রবির দর্পভঙ্গ যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, একদা রবি উদিত হইয়া অস্তমিত হইলে, মালী ও সুমালী নামে দৈত্যদ্বয় দীপ্তি করিতে উদ্যত হইল। হে সুন্দরি! তখন সূর্য্যদেব তাহাদিগের প্রভায় রাত্রি হইবে না জানিয়া রুষ্ট হইয়া, স্বীয় শূল দ্বারা অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে আঘাত করিলে তাহারা সূর্য্যের শূলাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। পরে ভক্তবৎসল ভগবান্ শঙ্কর ভক্তাপায় জানিতে পারিয়া, আগমনপূর্ব্বক মহাজ্ঞানবলে তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। তখন সেই দৈত্যদ্বয় প্রীতমনে শিবকে প্রণাম করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করিল এবং মহাদেবও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, সূর্য্যকে বিনাশ করিবার জন্য ধাবমান হইলেন। অনন্তর রবি, সংহারকর্ত্তা হরকে সংহারেচ্ছুক দেখিয়া, ভয়ে পলায়মান হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। এ দিকে কালের কাল, বিধির বিধি, মহাদেবও ক্রোধে অব্যর্থ শূল উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মালয়ে গমন করিলেন। তখন জগৎপতি ব্রহ্মা, পরমেশ্বর হরকে রুষ্ট দেখিয়া, চতুর্মুখে বেদোক্ত স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে দক্ষযজ্ঞঘ্ন! আমার শরণাগত সূর্য্যের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে জগদ্‌গুরো! আপনিই সৃষ্টিবিস্তারহেতু চরাচর সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। হে আশুতোষ! হে মহাভাগ। হে ভক্তবৎসল! প্রসন্ন হউন, কৃপাসিন্ধো! কৃপা করিয়া ভাস্করকে রক্ষা করুন। হে ভগবন্! আপনি ব্রহ্মস্বরূপ এবং আপনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, আপনি স্বয়ং রবিকে নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ংই সংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে পরাৎপর! স্বয়ং ব্রহ্মা, আমি, অনন্ত, ধর্ম্ম, সূর্য্য, হুতাশন, ইন্দ্র ও চন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই আপনা হইতে ভীত। তপোধন ঋষি ও মুনিগণ আপনারই সেবায় তপঃফল লাভ করেন; আপনিই তপস্যার ফলদাতা, আপনিই তপঃস্বরূপ ও আপনি তপস্যার অতীত। ব্রহ্মা ভক্তিসহকারে এইরূপ বলিয়া সূর্য্যকে আনয়নপূর্ব্বক প্রীতমনে ভক্তবৎসল শঙ্করের নিকটে সমর্পণ করিলেন। তখন শ্রীমান্ জগদ্‌বিধি শম্ভু, সূর্য্যকে আশীর্ব্বাদ ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া প্রসন্নবদনে আনন্দের সহিত স্বালয়ে গমন করিলেন। যে মানব সঙ্কটসময়ে এই বিধাতৃকৃত স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি ভীত হইলে, ভয় হইতে ও বদ্ধ হইলে, বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। রাজদ্বারে, শ্মশানে মহার্ণবমধ্যে বা পোতমগ্ন হইলে, এই স্তোত্র স্মরণ মাত্র মুক্ত হয়; ইহাতে সংশয় নাই। ১—১৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অনন্তর তেজস্বী ত্রিগুণাত্মক সূর্য্য, সানন্দে ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞায় প্রীতমনে স্বকার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে পুরাণসমূহে গোপনীয় উত্তম কর্ণামৃতস্বরূপ বহ্নির উপাখ্যান সাবধানে শ্রবণ কর। অগ্নিদেব কোন সময়ে শততালপ্রমাণ ভয়ানক শিখা বিস্তার করত একাকী ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ করিতে সমুদ্যত হন। তিনি আপনাকে তেজস্বী ও আপনা ভিন্ন সকলকেই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, ভৃগুর শাপহেতু ক্ষুভিত ও কুপিত হইয়াছিলেন। এমত সময়ে বিষ্ণু আগমনপূর্ব্বক বহ্নির সম্মুখস্থিত হইয়া অবলীলাক্রমে তাঁহার দাহিকাশক্তি হরণ করিলেন। মায়াবলে শিশুরূপধারী জনার্দ্দন ভক্তি-নম্রাত্মকন্ধর হইয়া বিনয়পূর্ব্বক সহাস্যবদনে অগ্নিকে বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি কি জন্য রুষ্ট হইয়াছেন? আমাকে কারণ বলুন। আপনি নিরর্থক ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনি ভৃগুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছেন, ভৃগুকেই দমন করুন; একজনের অপরাধে ত্রৈলোক্য ভস্ম করা আপনার উচিত নহে। ব্রহ্মা বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, স্বয়ং হরি তাহার রক্ষক এবং ভগবান্ রুদ্র বিশ্বের সংহর্ত্তা, এইরূপ ক্রমই নিরূপিত আছে; অতএব শঙ্কর বিদ্যমান থাকিতে, আপনি কি প্রকারে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হইবেন? আর যদিও সমর্থ হন, তবে অগ্রে বিশ্বরক্ষক হরিকে জয় করিয়া সত্বর সংহার করুন। ব্রাহ্মণবটু, এই বলিয়া সম্মুখস্থিত অতিশুষ্ক শরপত্র করে ধারণ করিয়া দগ্ধ করিবার জন্য দান করিলেন। তখন বহ্নি শুষ্কেন্ধন দর্শনে ভয়ানক লেলিহান হইয়া মেঘ দ্বারা শশীর ন্যায় শিখা দ্বারা বিপ্রকে আবৃত করিলেন; কিন্তু শুষ্ক-পত্র বা শিশুর একটী মাত্র লোমও দগ্ধ হইল না দেখিয়া বহ্নিদেব লজ্জিত হইয়া শিশুর সম্মুখে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হরি এইরূপে বহ্নির দর্প ভঙ্গ করিয়া অন্তর্হিত হইলে, বহ্নিও স্বমূর্ত্তি-সংহার-পূর্ব্বক ভীতবৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই আমি বহ্নির দর্পভঙ্গ-বিষয় কহিলাম, এক্ষণে দেবগণের দর্প-ভঙ্গ-বিষয়ক কি নূতন আখ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বল। রাধিকা বলিলেন, প্রভো! অন্যান্য সকলের দর্প-ভঙ্গ-বিষয় ক্রমে কীর্ত্তন করুন; এই সংসারক্ষেত্রে পীযুষধারা-সম আপনার কথা শ্রবণে কোন্ ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে? নারায়ণ বলিলেন, ভগবান্, রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে পুনরায় শ্রুতিসুখকর পুরাতন কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—১৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, প্রিয়ে! রুদ্রাংশ অতি তেজস্বী মহামুনি যোগী দুর্ব্বাসার দর্পভঙ্গবিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা অম্বরীষ দ্বাদশীব্রতানুষ্ঠান-পূর্ব্বক বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া পারণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমত সময়ে বিষ্ণুব্রত-পরায়ণ মুনিবর দুর্ব্বাসা তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্বয়ং সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক—"হে মহাভাগ! আমাকে ভোজন করাও, নৃপতিকে এইরূপ বলিলেন। রাজা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে সুধোপম পরমান্ন দান করিলেন। পরে দুর্ব্বাসা সেই পায়সমধ্যে কেশ-দর্শন-পূর্ব্বক

রাজাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া মস্তক হইতে জটা উৎপাটন করত ভূতলে স্থাপিত করিলেন। সেই সময় সেই জটার মধ্য হইতে প্রজ্বলিত-অগ্নিশিখাতুল্য সপ্ততালপ্রমাণ প্রলয়ান্তক এক পুরুষ সমুদ্ভূত হইল। সে উত্থিত হইয়াই কোপভরে সরাজ্য নৃপবরকে হনন করিতে উদ্যত হইলে, ভয়ে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইল, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল। তখন রাজা মহা ভীত হইয়া আমার চরণাম্বুজ স্মরণ করিলেন এবং স্মৃতিমাত্রে সর্ব্ববিঘ্নের উপশম হইল। এমত সময়ে আমার স্থায় তেজস্বী কোটিসূর্য্যসমপ্রভ দুর্নিবার্য্য সুদর্শনচক্র সহসা সভা-মধ্যে আবির্ভূত হইয়া অতিশয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; পরে সেই কৃত্যাপুরুষকে ছেদন করিয়া মুনিপুঙ্গবের প্রতি ধাবমান হইল। তখন সূর্য্য হইতে সমধিক ভাস্বর সুদর্শন, ভীত, কাতর, আর্ত্ত, মুক্তকেশ ধাবনতৎপর, মুনিবরকে সশৈলসাগর সমুদয় পৃথিবী উত্তম কাঞ্চনী ভূমি ভ্রমণ করাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। বিপ্রবর, কৈলাস, সপ্তস্বর্গ ও অনাময় ব্রহ্মলোক ভ্রমণ করিয়া বৈকুণ্ঠনাথের শরণাপন্ন হইলেন। তখন কৃপাসিন্ধু বৈকুণ্ঠনাথ, বিপ্রপুঙ্গবকে পাদপদ্মে পতিত দেখিয়া কৃপাবশতঃ তাঁহাকে অভয় দান করিলেন। দ্বিজবর, নারায়ণবরে বিজ্বর হইয়া হরিকে স্তুতিপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞায় পুনরায় সেই নৃপ-গৃহে গমন করিলেন। রাজা মুনীন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া পায়স ভোজন করাইলেন এবং স্বয়ং সস্ত্রীক হইয়া বান্ধব-গণের সহিত পারণ করিলেন। পরে ভোজনান্তে বিপ্র রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শনচক্র আমা-কর্তৃক এইরূপে নিয়োজিত হইয়া থাকে। প্রলয়কালে সমুদয় প্রাণীই বিনষ্ট হয়, কেবল আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না। সমস্ত দেবগণ আমার প্রাণস্বরূপ; কিন্তু ভক্তগণ আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক। তুমি, লক্ষ্মী, মহামায়া, সাবিত্রী, সরস্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনন্ত, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণগণ এবং গোপ-গোপাঙ্গনা সকলেই আমার প্রিয়তম; কিন্তু তোমাদিগের সকলের অপেক্ষা ভক্তগণই আমার পরম প্রিয়; ভক্ত অপেক্ষা আর কেহই প্রিয় নাই। ভক্তগণের রক্ষার জন্য সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করি, তথাপি আমার প্রতীতি না হওয়ায়, স্বয়ং তাহাদিগকে দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকি। হে সুরেশ্বরি! তুমি আমার নিকটে দুর্ব্বাসার দর্পভঙ্গ শ্রবণ করিলে; অতএব হে মহাভাগে! পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হয়, আজ্ঞা কর। রাধিকা বলিলেন, হে জগদ্গুরো! পুরাণে গোপনীয় ধন্বন্তরির দর্প-ভঙ্গ-বিষয় প্রকাশ করুন। তৎশ্রবণে আমার কৌতূহল হইয়াছে। মধুসূদন, রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপুরঃসর শ্রুতিসুখকর পুরাতনী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—২৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভগবান্ ধন্বন্তরি স্বয়ং নারায়ণাংশ ও মহান্। তিনি পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থনসময়ে মহোদধি হইতে সমুত্থিত হন। তিনি দেবগণের মধ্যে প্রবীণ, মন্ত্র-তন্ত্রবিশারদ, বৈনতেয়ের শিষ্য ও শঙ্করের উপশিষ্য। হে ঈশ্বরি! একদা তিনি সহস্র শিষ্যের সহিত কৈলাসে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে ভয়ানক লেলিহান তক্ষককে দর্শন করিলেন এবং লক্ষনাগপরিবৃত বিষোল্বণ শৈলতুল্য সেই তক্ষককে কোপভরে ভক্ষণার্থ আগমন করিতে দেখিয়া, হাস্য করিলেন। তখন ধন্বন্তরির দাম্ভিক কোন শিষ্য সেই উদ্ধত তক্ষককে ধারণ করিয়া, মন্ত্রবলে জৃম্ভিত ও বিষশূন্য করিলেন এবং তাহার মস্তকস্থিত অমূল্য মণিরত্ন-হরণ-পূর্ব্বক কর দ্বারা ভ্রমিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। তখন তক্ষক মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া, সেই মার্গমধ্যে অবস্থিত রহিল। তাহার সঙ্গিগণ বাসুকিসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। বাসুকি, তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে কোপভরে যেন প্রজ্বলিত হইয়া, অসংখ্য বিষোদ্ধত সর্পসমূহ এবং সর্পসেনাগ্রণী-প্রধান দ্রোণ, কালীয়, কর্কোটক, পুণ্ডরীক ও ধনঞ্জয়, এই প্রসিদ্ধ পঞ্চ সর্পকে প্রেরণ করিলেন। পরে যে স্থানে স্বয়ং ধন্বন্তরি অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় সমুদয় নাগগণ সমাগত হইলে, ধন্বন্তরির শিষ্যগণ সেই অসংখ্য নাগ দর্শনে ভীত হইল। তখন সমুদয় শিষ্য, নাগগণের নিশ্বাসবাতে মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও জ্ঞানরহিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। অনন্তর ভগবান্ ধন্বন্তরি গুরুকে স্মরণ করত মন্ত্রবলে অমৃতবর্ষণ দ্বারা শিষ্যগণকে জীবিত করিলেন। জগদ্গুরু ধন্বন্তরি, শিষ্যগণের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া, মন্ত্রবলে বিষোল্বণ সর্পসমূহকে জৃম্ভিত করিলেন। হে দেবি! তখন সমস্ত সর্প জম্ভিত হইয়া মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইল; পরে তাহাদিগের মধ্যে কেহই বাসুকিকে বার্তাদানে সমর্থ হইল না; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ

বাসুকি সমুদয় সঙ্কট জানিতে পারিয়া, জ্ঞানরূপিণী জগদ্গৌরীকে আহ্বান করত বলিলেন, মনসে! তুমি তথায় গমন করিয়া নাগগণকে রক্ষা কর। হে মহাভাগে! জগৎত্রয়ে তোমার পূজা হইবে। কন্যকা মনসাদেবী বাসুকির বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বিনয়াবনতা হইয়া, তাঁহাকে অমৃততুল্য বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১—১৭। হে নাগেন্দ্র! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি সমরে গমনপূর্ব্বক যথোচিত কার্য্য করিব; কিন্তু ভদ্রাভদ্র দৈবায়ত্ত। আমি সমরস্থলে অনায়াসে সেই শত্রুকে সংহার করিব, আমি যাহাকে সংহার করিব, কে তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? অধিক কি, যদি ব্রহ্মাদিদেবগণও সেই সমরস্থলে সমাগত হন, তথাপি সেই শত্রুকে জয় করিব; তাহার সংশয় নাই। আমার গুরু ভগবান্ অনন্তদেব আমাকে জগদীশ্বর নারায়ণের পরমাদ্ভুত সিদ্ধমন্ত্র দান করিয়াছেন। আমি ত্রৈলোক্যমঙ্গল-নামক উৎকৃষ্ট কবচ কণ্ঠে ধারণ করিতেছি; আমি সংসারকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে সক্ষম। আমি মন্ত্রশাস্ত্রে ভগবান্ শম্ভুর শিষ্যা, সেই বিভু পূর্ব্বে আমাকে কৃপা করিয়া মহাজ্ঞান দান করিয়াছেন। আমি শম্ভুশিষ্য গরুড়কেও গণনা করি না; ধন্বন্তরি সেই গরুড়ের শিষ্যসমূহের একজন; তাহাকে আর কি গণনা করিব? মনসা এই বলিয়া শ্রীহরি, শম্ভু ও অনন্তদেবকে প্রণামপূর্ব্বক ক্রোধে নাগগণকে ত্যাগ করিয়া হৃষ্টচিত্তে একাকিনী গমন করিলেন। যে স্থানে ধন্বন্তরীদেব অবস্থিত ছিলেন, প্রসন্নবদনেক্ষণা মনসাদেবী সেইস্থানে ক্রোধারক্তনয়নে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই সুন্দরী দৃষ্টিমাত্রে সর্পগণকে জীবিত এবং বিষদৃষ্টিতে শত্রুশিষ্যগণকে নিশ্চেষ্ট করিলেন; পরে মন্ত্র-শাস্ত্র-বিশারদ ভগবান্ ধন্বন্তরি মন্ত্রদ্বারা চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে উত্থাপিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সুরেশ্বরী মনসাদেবী, ধন্বন্তরীকে ব্যগ্র দর্শন করিয়া, হাস্যপূর্ব্বক অহঙ্কারের সহিত অর্থযুক্ত কটূক্তি বলিতে লাগিলেন; অহে ধন্বন্তরি! তুমি গরুড়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য, অতএব কি প্রকার মন্ত্রার্থ, মন্ত্রকৌশল, মন্ত্রভেদ বা মহৌষধ তোমার বিদিত আছে, আমার নিকটে প্রকাশ কর। ধন্বন্তরি শোন, আমি এবং বৈনতেয় উভয়েই শম্ভুর প্রসিদ্ধ শিষ্য; কিন্তু সে অতি অল্পকাল, আর আমি বহুকাল শিক্ষা করিয়াছি। জগজ্জননী মনসা, এই বলিয়া সরোবর হইতে পদ্ম আনয়নপূর্ব্বক মন্ত্রসম্বলিত করিয়া কোপভরে নিক্ষেপ করিলেন। ১৮—৩২। ধন্বন্তরিও জ্বলদগ্নিশিখোপম পদ্মপুষ্পকে আগত দেখিয়া নিশ্বাস দ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন। তখন মনসা ক্রোধে বিহ্বলা হইয়া সত্বর সর্ষপসমূহ মন্ত্রান্বিত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ধন্বন্তরিও তদ্দর্শনে হাস্যপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সমস্ত ধূলিমুষ্টি দ্বারা তাহা ভস্ম করিয়া নিষ্ফল করিলেন। পরে মনসাদেবী, গ্রীষ্ম-সূর্য্য-সম প্রভ-শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা মন্ত্র-সংবলিত করিয়া, সেই রিপু-উদ্দেশে প্রেরিত করিলেন; তখন ধন্বন্তরি জাজ্বল্যমানা শক্তিকে দর্শন করিয়া স্বয়ং বিষ্ণুদত্ত শূল দ্বারা অনায়াসে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঈশ্বরী মনসাদেবী, সেই শক্তিকে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিতা হইয়া শ্রেষ্ঠ অব্যর্থ ভয়ঙ্কর নাগপাশ গ্রহণ করিলেন। পরে সেই কালান্তক-সমপ্রভ লক্ষনাগযুক্ত নাগপাশকে সিদ্ধমন্ত্র-যুক্ত করিয়া কোপভরে প্রেরণ করিলেন। তখন ধন্বন্তরি নাগপাশ দর্শন করিয়া আনন্দের সহিত সহাস্যবদনে গরুড়কে স্মরণ করিলে, খগেশ্বর শীঘ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন। পরে বহুকাল-ক্ষুধিত হরিবাহন গরুড়, সর্পাস্ত্র আগত দেখিয়া চঞ্চু দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র ভোজন করিয়া ফেলিলেন। হে প্রিয়ে! নাগাস্ত্রকে নিষ্ফল দেখিয়া মনসা অতিশয় ক্রোধবশতঃ আরক্তনয়নে শিবদত্ত ভস্মমুষ্টি গ্রহণ করিলেন; তখন গরুড়, মনসা-প্রেরিত মন্ত্রপূত ভস্মমুষ্টি দর্শনে শিষ্যকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া পক্ষবাত দ্বারা তাহা ইতস্তত বিকীর্ণ করিলেন। অনন্তর দেবী ভস্মমুষ্টিকে নিরস্ত দর্শনে ক্রুদ্ধা হইয়া, ধন্বন্তরির বিনাশার্থ অব্যর্থ শূল গ্রহণ করিলেন। শঙ্কর তাঁহাকে সেই শতসূর্য্যসমপ্রভ শূল দান করিয়াছিলেন; তাহার প্রভা প্রলয়াগ্নির সদৃশ এবং ত্রিলোকে তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। অনন্তর ব্রহ্মা ও পরে শম্ভু, ধন্বন্তরির রক্ষার্থ এবং গরুড়ের সম্মানার্থ রণস্থলে আগমন করিলেন। তখন সেই নিঃশঙ্কা শূলধারিণী জগদ্গৌরী শম্ভু এবং জগৎপতি ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং ধন্বন্তরি ও গরুড় সেই সুরেশ্বরদ্বয়কে প্রণামপূর্ব্বক পরম-ভক্তিসহকারে স্তব করিলে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন ব্রহ্মা লোকগণের হিতেচ্ছায় মনসার পূজার্থ সানন্দে ধন্বন্তরিকে হিতজনক মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ ধন্বন্তরে! হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ আমার মতে মনসার সহিত তোমার সংগ্রাম করা উচিত বলিয়া বোধ হয় না। এই ত্রিদশেশ্বরী শিবদত্ত দুর্নিবার্য্য শূলদ্বারা সর্ব্ব প্রকারে ত্রৈলোক্যকে ভস্মসাৎ করিতে সক্ষমা; অতএব এক্ষণে সমাহিত হইয়া ভক্তি-

ভাবে কৌথুমশাখোক্ত ধ্যানপূর্ব্বক ষোড়শোপচার দান করিয়া দেবীর পূজা কর এবং আস্তিকোক্ত স্তোত্রদ্বারা স্তব কর, তাহা হইলেই মনসা পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দান করিবেন। ৩৩—৫৩। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবও অনুমতি করিলেন; পরে বৈনতেয় প্রীতিযুক্ত হইয়া সযত্নে ধন্বন্তরিকে বোধিত করিলেন। তখন ধন্বন্তরি ইহাঁদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নানানন্তর শুচি ও অলঙ্কৃত হইয়া ব্রহ্মাকে পুরোহিত করত পূজা করিতে সমুদ্যত হইলেন। ধন্বন্তরি বলিলেন, হে জগদ্গৌরি। এই স্থানে আগমন করিয়া আমার পূজা গ্রহণ করুন। হে কশ্যপকন্যকে! আপনি ত্রিলোক-মধ্যে পূজ্যা ও শ্রেষ্ঠা। হে দেবি! বিষ্ণুস্বরূপা আপনা কর্ত্তৃক সমুদয় জগৎ জিত হইয়াছে, এই জন্য রণভূমিতে আপনার প্রতি আমি অস্ত্র প্রয়োগ করি নাই। ধন্বন্তরি এই বলিয়া সংযত ও ভক্তি-নম্রাত্ম-কন্ধর হইয়া শুক্ল-কুসুম গ্রহণ-পূর্ব্বক ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহার বর্ণাভা চারুচম্পক-সদৃশ এবং সর্ব্বাঙ্গ সুমনোহর, যাঁহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য বিকাশ পাইতেছে, যিনি সূক্ষ্মবস্ত্র-শোভিতা, যিনি কবরীভার ও রত্নাভরণে ভূষিতা এবং যে দেবী সকলের অভয়-প্রদায়িনী ও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণে নিরন্তর ব্যগ্রা হইয়া থাকেন, আমি সেই সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদা সর্ব্ব বিদ্যাপ্রদা নাগেন্দ্র-বাহিনী নাগেশ্বরী শান্তা পরমা দেবীকে ভজনা করি। ৫৪—৬২। প্রিয়ে! ধন্বন্তরি এইরূপ ধ্যান করিয়া পুষ্পদানান্তে নানাদ্রব্য-সমন্বিত ষোড়শোপচার দানপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন। পরে পুলকাঞ্চিতবিগ্রহ ও পুটাঞ্জলিযুত হইয়া, ভক্তি-বিনতকন্ধরে ভক্তি-পুরঃসর স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেবি! আপনি সিদ্ধিস্বরূপা ও সিদ্ধিদা, আপনি বরদায়িনী কশ্যপকন্যা, আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি শঙ্করকন্যা, আপনাকে নমস্কার। আপনি শঙ্করী আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। আপনি নাগ-বাহিনী, আপনাকে নমস্কার এবং আপনি নাগগণের ঈশ্বরী, বারংবার আপনাকে নমস্কার। নাগভগিনীকে নমস্কার; যোগিনীকে বারংবার নমস্কার। আস্তীক-জননীকে নমস্কার। পুনর্ব্বার জগজ্জননীকে নমস্কার। আপনি জরৎকারু-নাম্নী, আপনাকে নমস্কার; আপনি জরৎকারুপত্নী, আপনাকে নমস্কার। আপনি চির-তপস্বিনী, আপনাকে নমস্কার এবং আপনি সুখদায়িনী, আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি তপস্যাস্বরূপা, আপনাকে নমস্কার এবং আপনি ই তপস্যার ফলদায়িনী, আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। আপনি সুশীলা, শান্তা ও সাধ্বী; আপনাকে বারংবার নমস্কার। ধন্বন্তরি এই বলিয়া প্রযত্নে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন দেবী তুষ্টা হইয়া বর-দান-পূর্ব্বক সত্বর স্বালয়ে গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মা মহেশ্বর ও বৈনতেয় নিজালয়ে গমন করিলে, ভগবান্ ধন্বন্তরিও নিজমন্দিরে গমন করিলেন। অনন্তর নাগগণ, পরমানন্দে ফণারাজি-বিরাজিত হইয়া গমন করিল। এই আমি তোমার নিকটে মহৎ সমুদয় স্তবরাজ কীর্ত্তন করিলাম। পরে আস্তীক-মুনি মাতাকে যথাবিধি ভক্তি করিলেন। তখন জগদ্গৌরীও সেই মুনিপুঙ্গব পুত্রের প্রতি তুষ্টা হইলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া এই মহাপুণ্য স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহার বংশগণের নিঃসংশয় নাগভয় থাকে না। ৬৩—৭৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই ত সকলের দর্প-ভঙ্গ-বিষয় বর্ণন করিলাম, তুমি শ্রবণ করিলে; ফলতঃ কি ক্ষুদ্র কি মহৎ, সকলেরই দর্প ভঙ্গ করা হইয়াছে, তাহার সংশয় নাই। হে সুন্দরি! এক্ষণে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বৃন্দাবনে চল, গোপিকাগণ বিরহার্ত্তা হইয়াছে, তাহাদিগকে দর্শন করিব। নারায়ণ বলিলেন, রসিকেশ্বরী রাধা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে, মানিনী হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, ভগবন্! আমি গমন করিতে অশক্তা, অতএব আমাকে লইয়া চলুন। তখন মধুসূদন রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক 'আমাতে আরোহণ কর' এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। পরে সেই রাধিকা, মনের ন্যায় বেগে ইতস্তত ধাবমানা হইয়া ক্ষণকাল রোদনান্তে, "হে নাথ! হে নাথ! এইরূপ কাতরোক্তিকারিণী, প্রেমবিচ্ছেদ-কাতরা নিরাহারা কোপাবিষ্টা গোপিকাগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের নিকটে মলয় ভ্রমণাদি-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। অনন্তর বিরহাতুরা রাধিকা গোপিকাগণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন, পরে হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া বারম্বার বিলাপান্তে কোপভরে কৃষ্ণকে নিন্দা করিয়া ক্ষণকাল কৃষ্ণোদ্দেশে তর্জ্জন করিলেন, পরক্ষণে সকলেই কোপবশতঃ শরীর-ত্যাগে সমুদ্যত হইলেন। এমত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সেই চন্দন-কানন-মধ্যে রাধিকা ও গোপিকাগণকে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন

করাইলেন। তখন রাধিকা গোপাঙ্গনাগণের সহিত প্রাণেশ্বরকে দর্শন করিয়া পুলকাঞ্চিতশরীরে সহাস্য-বদনে সানন্দে ধাবমানা হইলেন। অনন্তর সেই মানিনী সত্বর শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কোপভরে মুরলী, মালা এবং উলঙ্গ করিয়া তাঁহার পীতবসন হরণ করিলেন। পরে বৃন্দাবন-বিনোদিনী তুষ্টা হইয়া পুনরায় বস্ত্র, মনোহর মালা ও বিনোদ মুরলী যথাস্থানে নিযোজিত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত করিয়া, পরমাদরে বারংবার তাঁহার মুখ-নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক চুম্বন করিলেন। তখন রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণকাল তর্জ্জন ক্ষণকাল স্তব ও ক্ষণকাল পরমানন্দে সকর্পূর তাম্বূল দান করিতে লাগিলেন। ১—১৪। পরে প্রেম-বিহ্বল গোপাঙ্গনাসকল রোদনপূর্ব্বক বিরহবেদনারূপ নিজ নিজ দুঃখ নিবেদন করিলেন এবং তন্নিবন্ধন দেহত্যাগ-উদ্যম, স্নানাহার-বিসর্জ্জন ও বনে বনে যে অহর্নিশ নিরন্তর ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও নিবেদন করিলেন। তাঁহারা কখন কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা, কখন সানন্দে স্তব, আর কখন ভূষণ ও কখন চন্দন দান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কোন কোন গোপিকা বলিলেন, সখি! এই প্রাণচৌরকে নয়ন-পথে রক্ষা কর। কেহ কেহ বলিলেন, ইনি এরূপ আর করিবেন না। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, তোমরা সত্বর ইহাকে সকলের মধ্যবর্ত্তী কর। কেহ কেহ বলিলেন, প্রেমপাশে বদ্ধ করিয়া হৃদয়মধ্যে রক্ষা কর। কেহ কেহ বলিলেন, ইহাঁকে কখনই বিশ্বাস নাই। কেহ কেহ কহিলেন, এই চিত্তচৌরের প্রতি বারংবার সযত্নে দৃষ্টি রাখ। হে নারদ! কোন কোন গোপিকা কোপভরে বলিতে লাগিলেন, এই কৃষ্ণ নিষ্ঠুর নরঘাতী এবং কেহ কেহ বলিলেন, ইহার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না। অনন্তর সেই সকল গোপিকা কৌতুকবশতঃ কৃষ্ণের সহিত যাবতীয় নির্জ্জন রমণীয় বনে ভ্রমণ করিলেন। পরে গোপিকাসকল জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যে লইয়া যে স্থানে সুরম্য রাসমণ্ডল বিরাজমান আছে, সেই বনে গমন করিলেন। তখন রসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, রাসমণ্ডলে গমনপূর্ব্বক স্বর্ণপীঠে অবস্থান করিলেন। সেই সময়ে তিনি আকাশমণ্ডলে তারাগণের সহিত মিলিত চন্দ্রের ন্যায়, গোপিকাগণের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর জনার্দ্দন, নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই গোপিকাগণের সহিত পুনরায় কামুকীদিগের মনো-হারিণী ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং মাধুর্য্য রাধিকাকে করে ধারণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত পূর্ব্বোক্ত রতিমন্দিরে আরোহণ করিলেন। পরে সেইস্থানে চন্দন অগুরু কস্তুরী ও কুঙ্কুমসিক্ত সুবাসিত চম্পকশয্যায় রাধিকার সহিত শয়ন করিলেন। অনন্তর কামশাস্ত্র-বিশারদ কামী শ্রীকৃষ্ণ, কৌতুকা-বিষ্ট হইয়া কামিনী রাধার সহিত নানাপ্রকার শৃঙ্গার ও ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১৫—২৮। হে মুনে! তথায় বহুকাল তাঁহাদিগের রতিক্রীড়া হইতে লাগিল, উভয়েই রতিবিষয়ে প্রবীণ; এজন্য ক্ষণকালও তাঁহাদের সেই কার্য্যে বিরাম রহিল না। সেই রতি-রসোৎসুক রাধাকৃষ্ণ সেই স্থানে এই প্রকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সেই সকল কৃষ্ণমূর্ত্তিও গোপিকাগণের সহিত সুরতক্রীড়ায় আসক্ত রহিলেন। নারদ বলিলেন, হে ভক্তজনপ্রিয়! বুধগণ যে অগ্রে রাধা-শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পরে কৃষ্ণ-শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন, ইহার কারণ কি? তাহা এই ভক্তের নিকটে প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, উহার ত্রিবিধ কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি জগন্মাতা, পুরুষ জগৎপিতা, কিন্তু ত্রিজগতে পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে গরীয়সী; দ্বিতীয়তঃ রাধাকৃষ্ণ, গৌরীশ, এইরূপ শব্দই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ; কেহই কখন কৃষ্ণরাধা বা ঈশগৌরী এরূপ শ্রবণ করেন নাই; হে মুনিসত্তম! সামবেদের কৌথুম শাখায় এইরূপ দৃষ্ট আছে যে, হে রোহিণীচন্দ্র! প্রসন্ন হউন, আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন; হে সংজ্ঞা-সহিত ভাস্কর! মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, হে কমলাকান্ত! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার পূজা গ্রহণ করুন। তৃতীয়তঃ মাধব, রা-শব্দ উচ্চারণ মাত্রে স্ফীত হইয়া থাকেন এবং ধা-শব্দের উচ্চারণে সম্ভ্রমের সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হন। হে মুনে! যে ব্যক্তি অগ্রে পুরুষের নামো-চ্চারণ করিয়া, পশ্চাৎ প্রকৃতির নামোচ্চারণ করে, সে বেদাতিক্রমনিবন্ধন মাতৃঘাতী হয়। মুনি-বর! রাধামাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়; দেখ, ত্রৈলোক্যে পুণ্যক্ষেত্র পুণ্যপ্রদ ভারত ভূমিই ধন্য, আবার তদপেক্ষা রাধিকার চরণারবিন্দের রেণুদ্বারা পবিত্র বৃন্দাবন অধিক ধন্য; পূর্ব্বে বিধাতা রাধিকার চরণারবিন্দ এবং চরণারবিন্দরেণু লাভ করিবার নিমিত্ত ষষ্টিসহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন। ২৯—৩৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, পৌর্ণমাসী অতীত হইলে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়াছিলেন? কি প্রকারই বা তাঁহাদিগের রহস্যলীলা হইয়াছিল? তাহা আপনি আমার নিকটে ব্যক্ত করুন। নারায়ণ বলিলেন, স্বয়ং রাসেশ্বর রাসেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া রাসমণ্ডলে রাসক্রীড়া সমাপনান্তে সেই স্থান হইতে যমুনা-পুলিনে গমন করিলেন। সেই স্থানে নির্ম্মল জলে স্নান ও নির্ম্মল জল পান করিয়া গোপাঙ্গনাগণের সহিত জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে ভগবান্ রাধিকার সহিত ভাণ্ডীরবনে গমন করিলে, গোপাঙ্গনা সকল বিরহাতুর হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। এদিকে রমণোৎসুক ভগবান্ ভাণ্ডীরবনমধ্যবর্ত্তী নির্জ্জন মালতীবনে রমণীয়-মালতী-পুষ্প-শয্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, সেই ক্রীড়া সমাপনান্তে বাসন্তীকাননে গমনপূর্ব্বক সুমনোহর বসন্তসময়ে তথায় রমণ করিতে লাগিলেন। পরে সেই স্থানে রমণ করিয়া চন্দনকাননে গমন করিলেন, তথায় পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইলে চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ চন্দনোক্ষিতা রাধিকাকে গ্রহণপূর্ব্বক, স্নিগ্ধচন্দন-পল্লবময় রমণীয় চন্দনাক্ত শয্যায় তাঁহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ সেই স্থানে বিহারান্তে চম্পককাননে গমনপূর্ব্বক রমণীয়-চম্পক-শয্যায় রতিক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তথায় রতিক্রীড়া সমাপন করিয়া পদ্মবনে গমন করিলেন; পরে শীতল-পদ্ম-বায়ু-যুক্ত সেই স্থানে পদ্মপত্রসমাকীর্ণ সুমনোহর শয্যায় পদ্মমুখী রাধিকার সহিত সুখসম্ভোগ করিয়া, তাঁহার সহিত নিদ্রাগত হইলেন। অনন্তর নিদ্রেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পদ্মশয্যায় শয়ানা সুখসম্ভোগমাত্রে নিদ্রিতা প্রিয়াকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন রাধিকার শরচ্চন্দ্র-বিনিন্দিত মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত এবং ললাটস্থ সিন্দুর, নয়নের উজ্জ্বল কজ্জল, অধররাগ ও গণ্ড-পত্র সকল বিলুপ্ত হইয়াছে এবং কবরীভার বিস্রস্ত ও নেত্রোৎপল নিমীলিত রহিয়াছে। আর কর্ণপাশ অমূল্য রত্নকুণ্ডলযুগলে পরিশোভিত এবং নাসিকায় গজরাজোদ্ভব মুক্তা বিরাজমান আছে। ১—১৫। এইরূপ ব্যাপার দর্শন করিয়া, ভক্তবৎসল মাধব প্রেমভরে বহ্নিশুদ্ধ সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক রাধিকার মুখমণ্ডল মার্জ্জন করিলেন। পরে শ্রীহরি তাঁহার কেশ সম্মার্জ্জনপূর্ব্বক কবরী বন্ধন করিয়া দিলেন। ঐ কবরী মাধবী ও মালতী-মালাজালে পরিশোভিত, পট্ট-সূত্রে নিবদ্ধ, বামভাগে বক্র, মনোহর এবং অতিশয় বর্ত্তুলাকার ও কুন্দপুষ্পে পরিশোভিত হইল। অতঃপর রাধিকার ললাটদেশে সিন্দূরতিলক দান করিলেন। ঐ তিলক চতুর্দ্দিকে কস্তূরীবিন্দুর সহিত অধোদেশস্থ চন্দনবিন্দু দ্বারা পরিশোভিত হইল এবং গণ্ডযুগে চিত্রবিচিত্র পত্রাবলী রচনা করিলেন ও ভক্তিসহকারে কজ্জল দান করায়, রাধিকার নেত্রোৎপলযুগল সমুজ্জ্বল হইল। পরে সানুরাগে রাধিকার অধররাগ সম্পাদন করিয়া, কর্ণভূষণযুগল অতিশয় নির্ম্মল করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে মণিরাজবিরাজিত অমূল্য রত্নহার কণ্ঠদেশে অর্পণ করিলে, স্তনমণ্ডলযুগল অতিশয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। তৎপরে জগতের যাবতীয় রত্নাপেক্ষা অমূল্য কস্তূরী-কুঙ্কুমাক্ত বহ্নি-বিশুদ্ধ শুভ দিব্য বসন পরিধান করাইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকার পাদযুগলে রত্নরঞ্জিত নূপুর বিন্যস্ত করিলেন এবং পাদাঙ্গুলির নখনিকরে ভক্তিভাবে অলক্তকরাগ বিস্তার করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ত্রিজগতের সাধুগণ যাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ সেবকের ন্যায় পরম-ভক্তি-সহকারে শ্বেতচামর দ্বারা রাধিকার সেবা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সর্ব্বভাববিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ বোধজ্ঞ কামশাস্ত্রবিৎ শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকাকে বিনিদ্র করিয়া, বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। পরে প্রেমবশতঃ মুখচন্দ্রের সুবেশ দর্শনার্থ রাধিকাকে সুমার্জ্জিত রত্নদর্পণ দান করিলেন। ১৬—২৭। অনন্তর শ্রীহরি সৌভাগ্যযুক্তা রাধিকার গলদেশে নানাপুষ্প-বিরচিত চন্দনোক্ষিত অম্লান মালা সৌভাগ্যহেতু অর্পণ করিলেন। পরে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমভরে প্রিয়ার সর্ব্বাঙ্গে কস্তূরী-কুঙ্কুমাক্ত সুগন্ধি চন্দন লেপন করিলেন। হে নারদ! তৎপরে বিজনে ব্রহ্মার প্রদত্ত পারিজাতকুসুম, রাধিকার মনোরম কবরীভারে বিন্যস্ত করিলেন এবং নির্জ্জনে শিবদত্ত সহস্রদল নির্ম্মল উজ্জ্বল দিব্য কমল, রাধিকার দক্ষিণ করে অর্পণ করিলেন। অনন্তর নির্জ্জনে মণীন্দ্রসকলের মধ্যে অতি সারভূত কৌস্তুভ-নামক ধর্ম্মদত্ত মণিরত্ন প্রীতিসম্পাদনার্থ রাধিকাকে প্রদান করিলেন। পরে নির্জ্জনে চন্দ্রদত্ত রত্নপাত্রস্থ ভোজ্যসামগ্রী এবং কামোন্মাদকর উৎকৃষ্ট পানীয় বস্তু কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। সন্তোষ-সাধনার্থ, রত্ন-পাত্রার্পিত মাধবী, মালতী, কুন্দ, মন্দার ও চম্পকাদি পুষ্প সকল রাধিকাকে দান করিলেন। তখন সময়জ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ,

প্রিয়া রাধিকাকে কর্পূরাদিসুবাসিত সুদুর্লভ তাম্বুল ভোজন করাইলেন। অনন্তর সেই বিজনস্থলে বাক্‌পতি নির্ম্মিত বিশ্ব-দুর্লভ অনুত্তম অমূল্য অতিসূক্ষ্ম ও অনুপম বসন ভক্তিভাবে বরুণদেবকর্তৃক প্রদত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ প্রীতমনে কৌতুকবশতঃ সেই বিবসনা রাধিকাকে পরিধান করাইলেন। পরে দেবরাজদত্ত মনোহর গজরাজ-মৌক্তিক সুগ্রীতির নিমিত্ত রাধিকার নাসিকা-ভূষণ করিয়া দিলেন। এমত সময়ে রাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত সহচরী সুশীলাদি ষটত্রিংশৎ গোপিকা ষট্‌ত্রিংশৎকোটি গোপীর সহিত প্রহৃষ্টচিত্তে প্রিয়-বহনকারী শ্রীকৃষ্ণের পাদচিহ্ন-দর্শনে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সকল গোপীগণের মধ্যে কতিপয় গোপিকার হস্তে চন্দন, কতিপয়ের হস্তে চামর, কতিপয়ের হস্তে কুঙ্কুম, কতিপয়ের হস্তে তাম্বুল। কেহ কেহ হস্তে কস্তূরী, কেহ কেহ হস্তে মালা, কেহ কেহ হস্তে সিন্দূর ও কেহ কেহ হস্তে কঙ্কতিকা ধারণ করিতেছিলেন। ২৮—৪২। কাহার করে অলক্তক, কাহার করে বস্ত্র, কাহার করে ভূষণ ও কেহ কেহ আসব বহন করিতেছিলেন। আর কেহ কেহ করতাল-হস্তা, কেহ কেহ মৃদঙ্গ বাহিকা, কেহ কেহ স্বর-যন্ত্র-হস্তা ও কেহ কেহ বা হস্তে বীণা ধারণ করিয়াছিলেন। আর গোলোক হইতে রাধিকার সহিত গোপিকার রূপ ধারিণী ষট্‌ত্রিংশৎ রাগ-রাগিণী ভারতে আগমন করেন। তাঁহারা তথায় আগমনপূর্ব্বক কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য ও কেহ বা শ্বেতচামর দ্বারা রাধিকার সেবা করিতে লাগিলেন এবং কেহ পানিপদ্মে দেবীর পাদসংবাহন ও কেহ বা ভক্ষণার্থ সুবাসিত তাম্বূল দেবীকে দান করিলেন। রাধাবক্ষঃস্থলস্থিত শ্রীকৃষ্ণ, সেই পবিত্র বৃন্দাবন বনে এইরূপ কৌতুকযুক্ত হইয়া গোপিকাগণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। মাধব, প্রিয়ার সহিত কখন মাধ্বীক পান, কখন তাম্বূল ভক্ষণ করিলেন এবং কখন আনন্দের সহিত নিদ্রাগত হইলেন। আর কখন রত্ননির্ম্মিত মন্দিরে শৃঙ্গার, কখন বা যমুনার জলে জলবিহার করিতে লাগিলেন। হে বৎস! এই আমি তোমার নিকটে স্বেচ্ছাময় পরিপূর্ণতম পরমাত্মা নির্গুণ স্বতন্ত্র প্রকৃতি হইতে অতীত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিরও ঈশ্বর সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীহরির আশ্চর্য্য রাসক্রীড়া বর্ণন করিলাম। শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য অভিলষিত বাল-ক্রীড়া ও কিশোর-চরিত উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে পুনর্ব্বার কোন বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? ৪৩—৫৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে মুনিসত্তম! ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের কি নিগূঢ় লীলা হইয়াছিল? তিনি কি প্রকারেই বা নন্দালয় হইতে মথুরায় গমন করিয়াছিলেন? আর গোপরাজ নন্দ এবং কৃষ্ণৈকগতমানসা গোপাঙ্গনাগণ ও যশোদাই বা কি প্রকারে হরিবিরহে প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন? যে রাধিকা, চক্ষুর নিমেষ মাত্র বিচ্ছেদ হইলে, জীবিতা থাকিতেন না, সেই দেবীই বা কিরূপে প্রাণেশ্বর বিনা প্রাণধারণ করিলেন? আর যে সকল গোপ শয়ন-ভোজনাদি সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারাই বা কি প্রকারে ব্রজ-ধামে তাদৃশ বান্ধবকে বিস্মৃত হইলেন? এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমনপূর্ব্বক কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন? আপনি স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত সেই সমস্ত বিষয় বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, কংস, ধনুর্মখনামক শঙ্করযজ্ঞ আরম্ভ করিলে, ভগবান্ সেই কংসরাজ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, সেই স্থানে গমন করেন। ভূপতি কংস, অক্রূরকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অক্রূর রাজপ্রেরিত হইয়া নন্দালয়ে গমনপূর্ব্বক বল-দেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া মথুরায় প্রত্যাগত হন। হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়া নৃপতিকে বিনষ্ট করেন এবং সুদুর্মুখনামক রজক, চানূর-মুষ্টিক নামে মল্লদ্বয় ও কুবলয়াপীড় নামে প্রধান হস্তীকে বিনষ্ট করিয়া পিতা-মাতা এবং অন্যান্য বান্ধব-গণকে বন্ধন হইতে উদ্ধার করিলেন। অনন্তর গোপিকাপ্রীতি, সকৌতুকে কুব্জার সহিত শৃঙ্গার করিয়া তাঁহাকে গোলোকে প্রেরণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সুদামানামক মালাকারকে কৃপাবশতঃ মোচন করিয়া উদ্ধবদ্বারা গোপিকাগণকে সান্ত্বনা করাইলেন। ১-১১। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ উপনীত হইয়া, অবন্তীনগরে গমন-পূর্ব্বক গুরু সান্দীপনি মুনির নিকটে বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জরাসন্ধকে জয় ও যবনেশ্বরকে সংহার করিয়া, বিধিপূর্ব্বক উগ্রসেনকে নৃপতি করি-লেন। পরে সমুদ্রনিকটে গমনপূর্ব্বক দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করাইয়া, নৃপতিসমূহকে জয় করত রুক্মিণী দেবীকে হরণ করিলেন, এবং কালিন্দী, লক্ষ্মণা, শৈব্যা, সত্যা, সতী জাম্ববতী, মিত্রবিন্দা ও নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিলেন। অনন্তর দারুণ সংগ্রামদ্বারা ভূমি-পুত্র নরকাসুরকে নিহত করিয়া, ষোড়শসহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অতঃপর অনায়াসে ইন্দ্রকে পরাজয়পূর্ব্বক পারিজাতপুষ্প হরণ করিলেন, এবং

চন্দ্রশেখর শিবকে জয় করিয়া, বাণরাজার হস্তসমূহ ছেদন করিলেন। তৎপরে পৌত্রের মুক্তিসাধন করিয়া, পুনরায় দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক প্রতিমন্দিরে সকলকেই স্বমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে প্রভাসের যজ্ঞে প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধিকাকে দর্শন করেন। তখন শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ায় শ্রীদামের শাপ মোক্ষণ হইলে, পুনরায় রাধিকার সহিত পবিত্র বৃন্দাবন-বনে গমন করিলেন। পরে জগৎপতি পুনর্ব্বার রাধিকার সহিত পুণ্যক্ষেত্র ভারতে চতুর্দ্দশ বর্ষ রাসমণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন। সেই পৃথুবিক্রম ভগবান্ বাল্যকালে পূর্ণ একাদশ বৎসর নন্দালয়ে অতিবাহিত করিয়া, মথুরায় ও দ্বারকায় পূর্ণ শতবর্ষকাল অবস্থানপূর্ব্বক পৃথিবীর ভার হরণ করেন। হে মুনে! সেই পুরাতন পরমেশ্বর এই প্রকারে পঞ্চবিংশতিবর্ষাধিক শতবর্ষ পৃথিবীতে অবস্থানপূর্ব্বক গোলোকধামে গমন করেন। ১২—২৩। তিনি, যশোদা, নন্দ, ধীমান্ বৃকভানু ও রাধিকা-মাতা কলাবতীকে সামীপ্য মুক্তি দান করেন। রাধিকা গোপগোপীগণের সহিত কৌতুহলবশতঃ যুগে যুগে এইরূপ বেদোক্ত ধর্ম্মসেতু নিবদ্ধ করিয়া থাকেন। হে মহামুনে! এই আমি তোমার নিকটে সংক্ষেপে চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ মনোহর শ্রীকৃষ্ণচরিত সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। নারদ! ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই নশ্বর, অতএব সানন্দে সেই পরমানন্দ নন্দ-নন্দনকেই ভজনা কর। তিনি স্বেচ্ছাময়, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর; সেই অক্ষর অব্যক্ত পরমপুরুষ, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতই শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি সত্য, নিত্য, স্বতন্ত্র, সকলের ঈশ্বর, প্রকৃতি হইতে অতীত, নির্গুণ, নিরাকার, নিরীহ ও নিরঞ্জন।২৪—২৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাত্মা এবং যাবতীয় পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি দুরারাধ্য অথচ অতিসাধ্য; তিনি সকলের আরাধ্য ও সুখপ্রদ। তিনি নিজভক্তগণেরই অতিসাধ্য এবং ভক্তগণেরই আরাধ্য; তাঁহার ভক্তগণই বারম্বার তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, অভক্তগণের নিকটে তিনি অদৃশ্য। সেই পরমেশ্বরের চরিত, কার্য্য এবং হৃদয় দুর্জ্ঞেয়, তাঁহারই দুরন্ত মায়ায় সকলে আবদ্ধ ও মোহিত হইয়া আছেন। যাঁহার ভয়ে পবনদেব সঞ্চরণ করিতেছেন, যাঁহার ভয়ে নিরাশ্রয় কূর্ম্মদেব নিরন্তর অনন্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, হে নারদ! যাঁহার ভয়ে সেই সহস্রশীর্ষা পুরুষ অনন্তদেবও মস্তকের একদেশে সমুদায় বিশ্ব ধারণ করিতেছেন,—সপ্তসাগরসংযুক্তা শৈলকাননান্বিতা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা এবং সপ্তপাতাল ও ব্রহ্মলোকসমন্বিত বিবিধ সপ্তস্বর্গ, এই ত্রিভুবনরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই কৃত্রিম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; বিধাতা যাঁহার ভয়ে প্রতিসৃষ্টিসময়েই ইহা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহার ভয়ে মহান্ বিরাট্ পুরুষ এইরূপ অসংখ্য বিশ্বকে লোমকূপদ্বারা ধারণ করিতেছেন ও তিনি যাঁহার অংশমাত্র এবং তিনিও যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, কৃপানিধি বিষ্ণু যাঁহার ভয়ে সমস্ত সংসার পালন এবং কালস্বরূপ কালাগ্নি রুদ্র যাঁহার ভয়ে প্রজাগণকে সংহার করিতেছেন, মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব ষড়্গুণযুক্ত এবং সংসারবিরত বিরাগী হইয়া নিরন্তর অনুরাগের সহিত যাঁহার ভয়ে যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, যাঁহার ভয়ে অগ্নি দহন, সূর্য্য তাপ প্রদান, ইন্দ্র বর্ষণ ও মৃত্যু জন্তুগণে বিচরণ করিতেছেন, যাঁহার ভয়ে ধর্ম্মস্বরূপ যম পাপিগণের শাসনকর্ত্তা এবং যাঁহার ভয়ে ধরণী চরাচর সমস্ত লোক ধারণ করিতেছেন, আর প্রকৃতি সৃষ্টিপ্রারম্ভে যাঁহারই ভয়ে মহৎ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, হে পুত্র! কে তাঁহার দুর্জ্ঞেয় অভিপ্রায় জানিতে পারে? বৎস! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদিও যাঁহার প্রভাব পরিজ্ঞাত নহেন, সেই পরমেশ্বরের চেষ্টা—সুমন্দবুদ্ধি আমি কি প্রকারে জানিব? তিনি যে কিজন্য বৃন্দাবন-বন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিয়াছিলেন, এবং সেই নন্দনন্দন কি কারণে যে গোপিকাসকল, প্রাণাধিক প্রিয়া রাধিকা এবং যশোদা, নন্দ ও বান্ধবাদিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বুদ্ধির অগোচর। ১—১৬। তবে এইমাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার সকলেরই দর্পদাতা ও দর্পহর্ত্তা; এই নিমিত্ত শ্রীদামের শাপকারণে মথুরায় গমনপূর্ব্বক রাধিকারও দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। সেই ভগবান্ পূর্ব্বে মহাবিষ্ণুরও দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনন্ত, শিব, ধর্ম্ম, যম, চন্দ্র, সূর্য্য, গরুড়, বহ্নি, গুরু, দুর্ব্বাসা ও জয়-বিজয় নামক ভক্ত দৌবারিকদ্বয়, কামদেব, শক্র, সুরাসুরগণ ও তোমার দর্প তিনি চূর্ণ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ, অর্জ্জুন, বাণ, ভৃগু, সুমেরু, সমুদ্রসমূহ, বায়ু, বরুণ, সরস্বতী, দুর্গা, পদ্মা, পৃথিবী, সাবিত্রী, গঙ্গা ও মনসার দর্প তৎকর্ত্তৃক বিনাশিত হইয়াছে। অথবা তিনি

যখন প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়া রাধিকারও দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, তখন অন্যের আর কথা কি! সকলের কর্ত্তা, হর্ত্তা, পালয়িতা এবং বিধাতার ও বিধাতা সেই শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বপ্রকারে সকলেরই দর্প হরণপূর্ব্বক সকলের প্রতিই কৃপা করিয়াছেন। শঙ্কর পঞ্চবক্ত্রে যাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ নন, অনন্তদেব সহস্রবদনে যাঁহার স্তবে অশক্ত, বিশ্বব্যাপী জনার্দ্দন স্বয়ং বিষ্ণুও যাঁহাকে স্তব করিতে পারেন না, যে জগদীশ্বরকে স্তব করিতে মহাবিরাট্ পুরুষও অশক্ত, হে নারদ! যে পরমাত্মার সম্মুখে প্রকৃতি দেবীও কম্পিতা হন, যে পরমেশ্বরকে স্তব করিতে সরস্বতীও জড়ীভূতা হইয়াছেন এবং বেদ সকলও যাঁহার মহিমা বিদিত নহেন, হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার নিকটে সেই নির্গুণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব, এইরূপ বর্ণন করিলাম; এক্ষণে পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? । ১৭—২৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই অনন্ত অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের কি অপূর্ব্ব পরমাদ্ভুত গূঢ় প্রশংসনীয় অনন্ত-চরিত শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সেই বিষ্ণু কি প্রকারে মহাবিষ্ণুর ও অন্যান্য সকলের দর্প ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি ব্যক্ত করুন। স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণচরিত অতিশয় শ্রুতিমধুর, তাহাতে কবিমুখ হইতে বাক্য নির্গত হইলে, সমধিক মধুর ও রমণীয় হইয়া থাকে। নারায়ণ বলিলেন, সহসা মহাবিষ্ণুর এইরূপ অহঙ্কার হইল যে, সমুদয় বিশ্বই আমার লোমকূপমধ্যে অবস্থিত; সুতরাং আমিই ঈশ্বর। তখন শ্রীকৃষ্ণ সংহার-ভৈরবরূপে আবির্ভূত হইয়া, অনায়াসে তাঁহাকে গ্রাস করিলেন; পরে মস্তকমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পুনরায় তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণুকে সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানপরায়ণ স্তুতি-কারী ও ভীত দেখিয়া, পুনরায় তাঁহার শরীর সমুৎপন্ন করিলেন। ১—৬। হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার সহসা অতিশয় দর্প হইল যে আমি ত্রিজগতের ধাতাও কর্ত্তা; সুতরাং আমিই স্বয়ং ঈশ্বর। আমা ভিন্ন পূজনীয় বা জিতেন্দ্রিয় কেহই নাই, তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াই অতিশয় দর্পান্বিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তৎক্ষণাৎ গোলোকধামে স্বসমীপে সমাসীন ব্রহ্মাকে অনায়াসে মায়াবলে পঞ্চবক্ত্র, ষড়্বক্ত্র, দশবক্ত্র ও ততোধিক শতবক্ত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মা-সমূহ এবং অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সকল দর্শন করাইলেন। তখন ব্রহ্মা লজ্জায় নতকন্ধর হইয়া স্বদেহ ত্যাগ করিতে কামনা করিলে, কৃপানিধি কৃপা করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন কালে মোহিনীদ্বারা তাঁহাকে অপূজ্য ও স্বকন্যা দর্শন করাইয়া কামান্বিত করিয়াছিলেন, এবং পুনরায় শিবদ্বারা তাঁহার দর্প ভঙ্গ করেন। পরে ব্রহ্মা লজ্জায় দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তৎপরে মহা-জ্ঞানী মহাজ্ঞানানন্দময় সনাতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সেই ব্রহ্মাকে পূজ্য করেন ও জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। আমিই জগৎপাতা পরমেশ্বর, বিষ্ণুর এইরূপ গর্ব্ব হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ, রামজন্মে তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত করেন। আর আমিই বিশ্বকে ধারণ করিতেছি, অনন্তদেবের এইরূপ দর্প হওয়ায় কৃষ্ণ গরুড় দ্বারা তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। মুনে! পূর্ব্বে একদা কৃষ্ণবাহন গরুড় সমুদায় নাগকর্তৃক পূজিত হন, কেবল অনন্তদেবই নিজ দর্পহেতু তাঁহার পূজা করেন নাই। পরে ক্রোধ-ভরে গরুড় তাঁহাকে পরাজয় করিলে, কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ, মনস্বী সেই অনন্তদেবকে গরুড়হস্ত হইতে মুক্ত করেন। স্বয়ং শিবও দর্পবশতঃ বিবাহ করেন নাই, পরে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া স্ত্রীযুক্ত করেন এবং পুনরায় তৎপত্নী মহাসতী দক্ষকন্যাকে হরণ করায়, শঙ্কর একবর্ষকাল সেই সতীদেহ ক্রোড়ে লইয়া শোকযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন শোকবশতঃ বারংবার রোদন করিতে করিতে নানা স্থান ভ্রমণ করেন; পরে পুনরায় জন্মান্তরে সেই সতীকে পার্ব্বতী-রূপে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন এবং শিব দক্ষ-কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্বজ্ঞান-বিস্মৃত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে সত্বর অঙ্গিরার দ্বারা সেই জ্ঞান স্মরণ করাইয়া দেন। আর পূর্ব্বে একদা রথারূঢ় শম্ভু, ত্রিপুরকর্তৃক রথের সহিত বিদূরিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দ্বারা সেই দৈত্যকে সংহারপূর্ব্বক শিবকে ত্রিপুরারি নামে বিখ্যাত করেন। ৭—২৪। একদা কৃপানিধি শম্ভু, কল্পতরু হইয়া সকলকে সকল বর দান করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করেন। পরে ভগবান্ কৃষ্ণ বৃকাসুরের দেহে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক আমি যাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিব, সে ভস্মসাৎ হইবে; এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। পরে বৃকাসুর সেই-রূপ বরলাভান্তে ভগবান্ শঙ্করকে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহারই মস্তকে হস্ত দান করিবার নিমিত্ত সত্বর ধাবিত হইল। অনন্তর শম্ভু, অতিশয় ভীত

হইয়া হরির শরণাপন্ন হইলেন; তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শিবের মঙ্গলার্থে সেই দৈত্যকে ভস্ম করিলেন। আর পূর্ব্বে ভগবান্, বাণযুদ্ধে শিবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অনায়াসে জৃম্ভণাস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে জড়ীভূত করিয় ছিলেন এবং সেই ভগবান্ দক্ষযজ্ঞে সমাগত শিবদূত নন্দীশ্বরকে গলে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে নিবারণ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে স্বয়ং ধর্ম্ম, দৈববশতঃ কেদারকন্যাদ্বারা অভিশপ্ত হওয়ায় কৃশ, ভীত, ক্ষীণ ও যশোবিহীন হন। পরে কেদারকন্যার শাপান্ত হওয়ায় পুনর্ব্বার সত্যযুগে পূর্ণ হন এবং ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, কলিতে একপাদ হইয়া পুনরায় কলির অন্তে ক্ষয়প্রাপ্তে ষোড়শাংশ মাত্র অবশিষ্ট হওয়ায় অতি ক্লিষ্ট হইয়া ভগবানের চরণকমল স্মরণ করেন; পরে পুনরায় সত্যসমাগমে পরিপূর্ণতা ও পুনর্ব্বার যুগানুরোধে ক্ষীণতা নিরূপিত হইয়াছে। ২৫—৩৩। যম মাণ্ডব্য মুনির শাপে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন, পরে শত বৎসর অতীত হইলে, পুনরায় শুদ্ধি লাভ করেন। শাম্ব বিমাতার অভিসম্পাতে গলৎকুষ্ঠযুক্ত হইয়া সূর্য্যব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক পুনরায় শুদ্ধ হন। চন্দ্র ঐশ্বর্য্যাদিমদে দর্পান্বিত হইয়া, গুরুপ্রিয়াকে হরণ করেন, পরে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহার দর্প ভঙ্গ হয়। সূর্য্য দর্পান্বিত হইয়া নিজ বলে শঙ্করের কিঙ্কর সুমালী নামে দৈত্যের বিনাশজন্য অস্তগিরিতে গমন করেন। ঐ দৈত্য সূর্য্যাধিকার গ্রহণ করত দিবারাত্র দীপ্তি করিতে প্রবৃত্ত হয়; পরে সেই দৈত্য সূর্য্য হইতে ভীত হইয়া শঙ্করের শরণাপন্ন হইলে, শঙ্কর সূর্য্যকে দর্শন করিবামাত্র শূল গ্রহণ করেন। হে মুনে! তখন সূর্য্যদেব শূলপাণিকে দর্শন করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন; পরে শূলপাণি কাশীশ্বর, কাশীধামে সেই সূর্য্যদেবকে শূলাঘাত করিলে সূর্য্য মূর্চ্ছাপন্ন হওয়ায় তাঁহার দর্প চূর্ণ হইয়াছিল। সেই সময়ে পৃথিবীতল গাঢ়ান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় আশুতোষ মহাদেব, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জীবিত করেন, তখন সূর্য্যদেব লজ্জিত হইয়া সভয়ে শঙ্করকে স্তব করিলে, কৃপানিধি শঙ্কর তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করত গৃহে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে শিববৃষভের নিশ্বাসে চালিত গরুড়ের দর্প ভঙ্গ করিয়াছিলেন। ঐ বৃষভ পরমদেব নারায়ণের দর্শনোৎসুক শিবকে স্বীয় পৃষ্ঠে লইয়া বৈকুণ্ঠধামে সমাগত হয়, তৎকালে গরুড়ের ঐ অবস্থা ঘটে। পরে নারায়ণ বৃষের ভক্তি দর্শনে অপরাধ গ্রহণ দূরে থাক, তাহার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছিলেন। ৩৪—৪৪। বহ্নি দর্পান্বিত হইয়া ভৃগুশাপে সর্ব্বভক্ষ্য হইয়াছেন এবং স্বীয় ভার্য্যাহরণহেতু বৃহস্পতির দর্প চূর্ণ হইয়াছে। দুর্ব্বাসার অম্বরীষ হইতে বিষ্ণুর দুর্ব্বিসহ সুদর্শন চক্রদ্বারা দর্পচূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ, জয়-বিজয় নামে দ্বারপালদ্বয়কে ব্রহ্মশাপচ্ছলে বৈকুণ্ঠ হইতে পাতিত করিয়া হতদর্প করিয়াছেন। পরে তাহারা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে উৎপন্ন হইলে, অনায়াসে রসাতলমধ্যে হিরণ্যাক্ষকে শূকররূপে ও পৃথিবীতে হিরণ্যকশিপুকে নৃসিংহরূপে বিনাশ করেন, তাহারা পরে জন্মান্তরে লঙ্কাধামে রাবণও কুম্ভকর্ণরূপে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে রামবাণে নিহত হয়; অনন্তর তৃতীয় জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্র হইয়া কৃষ্ণচক্রে অনায়াসে নিহত হইয়াছে। সেই ভগবান্, পরস্পর বিরোধে দৈত্যদ্বারা দেবগণের ও দেবগণদ্বারা অসুরগণের দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন এবং তিনি বিধাতাদ্বারা তোমারও দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন তুমি পূর্ব্বে প্রজাপতির পুত্র নারদ থাকিয়া পিতৃশাপে ক্রমে গন্ধর্ব্ব ও শূদ্রপুত্র হইয়া পরে ভগবানের প্রসাদে এক্ষণে পুনরায় নারদ হইয়াছ। আর সমস্ত বিশ্বই যদায়ত্ত, কামের এইরূপ দর্প হওয়ায় সেই প্রমত্ত কামকে কৃষ্ণ শিবদ্বার ভস্মসাৎ করিয়াছেন। পরে পুনরায় ঐকান্তিক ভক্ত কামদেবকে অনুগ্রহ করিয়া জীবিত করিয়াছেন, আর কামও তদবধি অযথা অস্ত্রপ্রয়োগ করেন না। ভগবান্, রণস্থলে রাবণপ্রেরিত শূলদ্বারা দর্পান্বিত লক্ষণের দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। ৪৫—৫৬। হে নারদ! পরে ব্রহ্মশাপে আত্মবিস্মৃত বিষ্ণু রামের স্তবে পুনরায় তাঁহাকে জীবিত করেন। পূর্ব্বে পরশুরামের কুঠাররূপ অমোঘ শস্ত্রদ্বারা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। সেই ভগবান, বিপ্রপুত্রের মরণে, কৃষ্ণ-যোষিদ্গণের হরণে ও কর্ণের সহিত সমরে অর্জ্জুনের দর্পভঙ্গ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঊষাহরণব্যাপারে বাণরাজার হস্তসমূহ ছেদন করিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন এবং দক্ষযজ্ঞে ভৃগুরও দর্প ভঙ্গ করেন। পূর্ব্বে রাম বিবাহান্তে পথিমধ্যে গমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পরশুরামের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায় ভগবান্, রামদ্বারা পরশুরামের দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ বায়ুদ্বারা শৃঙ্গভঙ্গ করাইয়া সুমেরুর ও অগস্ত্যদ্বারা ভক্ষণ করাইয়া, সমুদ্রের দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। পূর্ব্বে বায়ু কোন কারণে কোপযুক্ত হইয়া, সৃষ্টিহরণে সমুদ্যত হয়, পরে তাহার পুত্রের মৃত্যুতে দর্প চূর্ণ করিয়াছেন এবং ঊষাহরণ-যাত্রায় হরি দ্বারকায় আগমনকালে বাণরাজার

গো-নিমিত্ত বরুণকে শাপগ্রস্ত করিয়া হীনদর্প করেন। সেই ভগবান্ নারায়ণ স্বসমক্ষে সরস্বতী গঙ্গার সহিত কলহ করেন বলিয়া স্বরস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার দর্প হরণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে হিমালয়ে ভগবান্ শম্ভু, দর্পযুক্তা গঙ্গাকে পরিত্যাগ ও কামদেবকে ভস্ম করিয়া তপস্যার্থ গমন করিলে, গঙ্গাদেবী লজ্জা-প্রাপ্তা হন, তাহাতে তাঁহার দর্পভঙ্গ হয়; পরে শিব-প্রাপ্তিহেতু বিষ্ণুর তপস্যা করিতে গমন করেন। গঙ্গাদেবী ভারতে বহুকাল তপস্যা করিয়া, বিষ্ণুর বরে সেই ভগবান্ সনাতন শম্ভুকে পুনরায় পতিরূপে প্রাপ্ত হন। তখন মহাসৌভাগ্যযুক্তা শঙ্করপ্রিয়া আনন্দিতা হইয়া, ত্রিভুবনে সমুদয় দেবীগণের মধ্যে পূজ্যা বন্দনীয়া ও সুরগণকর্ত্তৃক স্তূয়মানা হন। হে মহামুনে! পূর্ব্বে মহালক্ষ্মীদেবীও দর্পযুক্তা হইয়া জয় ও বিজয়কর্ত্তৃক পরাভূতা হইয়াছিলেন। তিনি ভক্তকে বাঞ্ছিত-বিষয় প্রদানপূর্ব্বক ভগবানের দ্বারদেশে প্রবেশ করিতে গিয়া, সেই দৌবারিককর্ত্তৃক দ্বার-প্রবেশে নিবারিতা হন। ৫৭—৭১। তখন সেই মহা-সতী অভিমানিনী হইয়া তথায় দৌবারিককে তিরস্কার পূর্ব্বক হরির পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া দেহত্যাগে সমুদ্যতা হইলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিষ্ণু, ধর্ম্ম, ভাস্কর, মহেন্দ্র, বরুণ, বায়ু, হুতাশন, চন্দ্র, কামদেব, ধনেশ্বর বৈশ্রবণ এবং ঋষিগণ, মুনিগণ ও বিঘ্ননাশক মনুগণ রোদন করিতে করিতে পদ্মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই মূলপ্রকৃতি ভগবতী মহালক্ষ্মীকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, হে ভগবতি! জননি! আপনি ক্ষমাশীলা পরাৎপরা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ও কোপাদিপরিবর্জ্জিতা; অতএব ক্ষমা করুন। হে দেবপূজিতে! আপনি সমুদয় সাধ্বী দেবীগণের উপমাস্থল; আপনি ভিন্ন সমস্ত জগৎ মৃততুল্য নিষ্ফল হইবে। হে দেবি! আপনি সকলের সর্ব্ব-সম্পৎ-স্বরূপা; আপনিই সর্ব্বরূপিণী, আপনিই রাসেশ্বরীর অধিদেবী; সমস্ত যোষিদ্‌গণই আপনার অংশ। আপনি কৈলাসে পার্ব্বতী, ক্ষীরোদে সিন্ধুকন্যা, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী ও ভূতলে মর্ত্ত্যলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেছেন। আপনি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী এবং দেবদেবী সরস্বতী গঙ্গা, তুলসী ও ব্রহ্মলোকে সাবিত্রীও আপনিই। গোলোকে আপনিই স্বয়ং কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী রাধিকা-রূপা; আপনিই রাসে রাসেশ্বরী ও বৃন্দাবন-বনে বৃন্দা। আপনিই ভাণ্ডীরে কৃষ্ণপ্রিয়া, চন্দন-কাননে চন্দ্রা, চম্পকবনে বিরজা, শতশৃঙ্গপর্ব্বতে সুন্দরী, পদ্মবনে পদ্মাবতী, মালতীবনে মালতী, কুন্দবনে কুন্দবতী, কেতকীবনে সুশীলা এবং আপনিই কদম্ববনে দেবী কদম্বমালা; রাজগৃহে রাজলক্ষ্মী ও গৃহে গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। ৭২—৮৪। দেবতা, মুনি ও মনুগণ সকলে এই বলিয়া বিনত-বদনে রোদন করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহাদের কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বদেবকৃত শুভ ও পুণ্যজনক লক্ষ্মীর এই স্তব পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয় ঐশ্বর্য্যলাভ করেন। ভার্য্যাহীন ব্যক্তি এই স্তোত্রপাঠে বিনীতা, সুদতী সতী, সুশীলা সুন্দরী, অতিপ্রিয়বাদিনী, পুত্র-পৌত্রবতী, শুদ্ধা, কুলজা, কোমলা ও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকেন। এই স্তোত্রপাঠে অপুত্রব্যক্তি বৈষ্ণব, চিরজীবী, পরমঐশ্বর্য্যযুক্ত, বিদ্যাবান্ ও যশস্বী পুত্র লাভ করেন। এই স্তোত্রপাঠ করিলে, রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য, শ্রীভ্রষ্ট শ্রী, বন্ধুবিহীন বন্ধু ও ধনভ্রষ্ট ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া থাকে। কীর্ত্তিবিহীন ব্যক্তি এই স্তোত্রপাঠে নিশ্চয় কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; আর পুরুষমাত্রেই এই স্তোত্র পাঠ করিলে প্রজাবান্, ভূমিবান্ ও লক্ষ্মীর পুত্রস্বরূপ হন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ এই স্তোত্র সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ, শোক-সন্তাপ-নাশক, নিরন্তর হর্ষ ও আনন্দকর এবং ধর্ম্ম, মোক্ষ ও সুহৃৎপ্রদাতা। ৮৫—৯১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! সেই সতী মহালক্ষ্মী, দেবগণের এইরূপ স্তবশ্রবণে তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্না হইয়া রোদন ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, দেবগণ! আমি ক্রোধবশতঃ দেহ ত্যাগ করিতেছি না, যে কারণে করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি এক্ষণে বৈরাগ্যহেতু এইরূপ সমালোচনপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিতেছি যে, সর্ব্বত্র সমদর্শী, নির্গুণ, সর্ব্বাত্মা, সদানন্দ, সদীশ্বর, যে মহাপুরুষের তৃণ ও শৈলে সমান জ্ঞান এবং যিনি ভ্রূভঙ্গিমাত্রে আমার ন্যায় লক্ষ লক্ষ্মীকে সৃজন করিতে পারেন, যাঁহার নিকটে ভৃত্য ও স্ত্রী উভয়ই তুল্য, তাঁহার সেবায় আমার কি কার্য্য হইবে? দেখ, আমি তাঁহার পত্নীর মধ্যে প্রধানা, কিন্তু তাঁহার ভৃত্যের যে ভৃত্য, তাহার ভৃত্য ভক্তিযুক্ত যে দ্বারী সেও আমাকে গ্রাহ্য করিল না; আমি এইমাত্র তৎকর্ত্তৃক দ্বার-প্রদেশে নিরস্তা হইয়াছি। অতএব আমি স্বামি-

সৌভাগ্যবিহীনা বলিয়া ভাবী মঙ্গল কামনায় বহ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিব। যে স্ত্রী, সর্ব্বদা স্বামিসৌভাগ্য-বঞ্চিতা, সে সর্ব্বপ্রকারে অভাগ্যবতী, তাহার জীবন বৃথা; তাহার শয়ন ও ভোজনে সুখ নাই। যে রমণী পতির প্রেম লাভ করিতে না পারে, তাহার জন্ম নিরর্থক, পুত্রধনরূপ সম্পত্তি অথবা যৌবনে তাহার কিছুমাত্র সুখ নাই। যে নারীর সর্ব্বপ্রিয়তম কান্তে ভক্তি না থাকে, সে অশুচি, ধর্ম্মহীনা ও সর্ব্ব-কর্ম্ম বিবর্জ্জিতা। রমণীর পতিই বন্ধু, পতিই গতি, পতিই দেবতা ও পতিই গুরু; স্বামীই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, স্বামী অপেক্ষা পরম গুরু আর কেহই নাই। দেবগণ! পিতা, মাতা, পুত্র ও ভ্রাতা সকলেই ক্লিষ্ট হইয়া পরিমিত ধন দান করে; কিন্তু স্বামী মূঢ় যোষিদ্‌গণকেও সর্ব্বস্ব দান করিয়া থাকে। অতি সদ্বংশজাতা সুশীলা কুলপালিকা মহাসাধ্বীই স্বামীর মহিমা বিদিত হইয়া থাকেন। আর যে সকল রমণী অসতীর অংশসম্ভূতা, দুঃশীলা, ধর্ম্মবর্জ্জিতা, মুখদুষ্টা ও যোনিদুষ্টা, তাহারাই কোপবশতঃ পতি-নিন্দা করে। যে স্ত্রী সর্ব্বাপেক্ষা পরমগুরু বিষ্ণুস্বরূপ পতির দ্বেষ করে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত কুম্ভীপাকনরকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। ১—১৪। পতিভক্তি-বিহীনা রমণীর ব্রত, অনশন, দান, সত্য, পুণ্য ও বহুকালব্যাপী তপস্যাও ভস্মীভূত হইয়া নিরর্থক হয়। এই জন্য পতি-পরমেশ্বরকে কিছুমাত্র নিষ্ঠুর বাক্য বলিব না; কিন্তু দৈববশতঃ ভৃত্যাপরাধে নিশ্চয় প্রাণ ত্যাগ করিব; কারণ মহাসাধ্বীর পতির দোষ-দর্শনেও পতিকে নিষ্ঠুর বাক্য বলা অবিধি; কিন্তু যদি তিনি সহন করিতে অশক্তা হন; তবে ধর্ম্মতঃ প্রাণ ত্যাগ করিতে পারেন। স্ত্রীগণের পতিসেবাই ব্রত, পতিসেবাই পরম তপস্যা, পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতিসেবাই দেবপূজা এবং পতিসেবাই পরম সত্য, দান ও তীর্থপর্য্যটনাদিরূপে নির্দ্দিষ্ট। রমণীর পক্ষে স্বামীই সমুদয় দেবতা, স্বামীই সমুদয় দেবতাতুল্য শুচি ও স্বামীই সমুদয় পুণ্যস্বরূপ; অধিক কি পতিই জনার্দ্দন; যে সতী রমণী সর্ব্বদা ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদোদক পান করিয়া থাকে, নিত্য দেব-গণও তাহার দর্শন ও স্পর্শ বাঞ্ছা করেন; তাহার দর্শন ও স্পর্শনে তীর্থ সকলও পবিত্র হয় এবং পাপিগণ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। মহাসাধ্বী লক্ষ্মী এই বলিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিলে, ব্রহ্মা ভীত হইয়া ভক্তিনম্রকন্ধরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, দেবি! জয়-বিজয়ের কখনই মঙ্গল হইবে না, আপনি কেবল সেই মূঢ়দ্বয়কে প্রিয়াপরাধ-ভয়েই অভিসম্পাত করেন নাই। হে সতি! আপনি জানিবেন, যদি কোন ধর্ম্মিষ্ঠ, নিজ ক্ষমাগুণে অপরাধী ব্যক্তিকে শাপ প্রদান না করেন; তথাপি সেই অপ-রাধীর নিশ্চয় অচিরকালমধ্যে সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। আর যদি কেহ অপরাধী পুরুষকে শাপ প্রদান বা দণ্ডবিধান করিতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মই তাহার দণ্ড করেন। ১৫—২৫। হে মাতঃ! আপনি সকল অপরাধ ক্ষমা করুন; আমি আপনার স্বামীর ভক্ত, আমাকে সৃষ্টিকর্ম্মে নিয়োগপূর্ব্বক আপনি প্রিয়সমীপে গমন করুন। ব্রহ্মা এই বলিয়া দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণের সহিত লক্ষ্মীকে অগ্রে করিয়া ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথকে স্তব করিবার নিমিত্ত শীঘ্র বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। চতুর্ব্বেদবিদ্‌গণের গুরু কমলাসন চতুর্ম্মুখ, তথায় গমনপূর্ব্বক জগন্নাথকে স্তব করিলেন। তখন কমলাপতি, ব্রহ্মার স্তব শ্রবণ করিয়া এবং পুরো-বর্ত্তিনী লক্ষ্মীকে বিনতবদনে রোদন করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন; হে কমলোদ্ভব! আমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বপালক, সর্ব্বশাস্তা ও সর্ব্বাদি; আমি সমস্ত কারণই বিদিত আছি। কি ভক্ত, কি কলত্র, কি বন্ধু, আমি সর্ব্বত্রই সমদর্শী। বিশেষ আবার আমার ভক্ত, কলত্র হইতেও আমার অধিক প্রিয়। চতুরানন! তোমার সেই দুরন্ত পুত্র দ্বারপালদ্বয় আমার ভক্ত; অতএব আমাকে ও সেই ভক্তিপূর্ণ জয়-বিজয়ের অপরাধ ক্ষমা কর। সদ্ভক্তি-পূর্ণ বলবান্ ব্যক্তি, অন্যকাহাকেই ভয় করে না; কারণ ভক্তিমদমত্তকে আমার চক্র নিরন্তর রক্ষা করিয়া থাকে। জগন্নাথ এই কথা বলিয়া লক্ষ্মীকে স্বীয় বক্ষে ধারণপূর্ব্বক দ্বারপালদ্বয়কে আনয়ন করাইয়া তাহা-দিগকে এইরূপ কহিলেন,—হে বৎসদ্বয়! তোমরা ভীত হইও না সুখে অবস্থান কর; আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমাদের ভয় কি? কোন্ ব্যক্তি আমার ভক্তগণের শাস্তা হইতে পারে? তোমরা স্বস্থানে গমন কর। মহামুনে! ভগবান্ এই বলিয়া বিরত হইলেন এবং দেবগণ জগদীশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন দ্বারপাল জয়, নারায়ণের বাক্য শ্রবণে সর্ব্বাঙ্গে পুলকযুক্ত হইয়া ভক্তিবিনত কন্ধরে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, প্রভো! আমার চিত্ত যখন আপনার চরণকমলের ধ্যানে নিতান্ত আসক্ত, তখন দেবতা, লক্ষ্মী ও মুনিগণকেও আমি ভয় করি না। ২৬—৩৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! পূর্ব্বে আমিই সকলের আধার, পৃথিবীর এইরূপ দর্প হইয়াছিল; পরে ভগবান্ পৃথুদ্বারা তাঁহার সেই দর্প বিনষ্ট করেন এবং আমি দেবমাতা, বলিয়া অদিতির দর্প হইলে কালে তদীয় পুত্রগণকে অদিতির অদৃশ্য করিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করেন। হে মুনে! আমি নির্ব্বাণদায়িনী, বলিয়া গঙ্গার দর্প হয়; পরে জগৎপতি, জহ্নুদ্বারা তাঁহার সেই দর্প হরণ করেন; আর পূর্ব্বে দুর্গাদ্বারা মনসার দর্প হরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে রাধিকা কৃষ্ণকে বিরজায় উপগত জানিয়া কোপভরে ভর্ৎসনা করেন এবং কৃষ্ণ রাসগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন বলিয়া সদর্পে গোপীগণদ্বারা নিবারণ ও দৌবারিকাগণদ্বারা বেত্রাঘাত করাইয়াছিলেন; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের নিজ ভক্ত শ্রীদামকর্ত্তৃক রাধিকা অভিশপ্তা হন। হে নারদ! রাধিকা সহসা দৈবপীড়িতা হইয়া গোলোক হইতে আগমনপূর্ব্বক বৃষভানুপত্নী কলাবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকানুরোধে কংসভীতিচ্ছলে নন্দালয়ে গমন করেন; তন্নিমিত্তই তিনি নন্দ-নন্দন হইয়াছেন এবং পরে শ্রীদামের শাপ বিচ্ছেদ-পালনার্থ জগৎপতি পুনরায় মথুরায় গমন করিয়াছিলেন, এই কথা ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন। নারদ! ইহা ভিন্ন কৃষ্ণের অপর অভিপ্রায় কেহই বিদিত নহে। মুনিবর! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন ও কি প্রকারেই বা মথুরা হইতে গোকুলে আগমন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কথিত হইয়াছে; এক্ষণে অপর বিষয় শ্রবণ কর। সেই নন্দনন্দন যখন নন্দের নিকট হইতে মথুরায় গমন করেন, তখন নন্দ ও যশোদা ভাগ্যবশতঃ অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপ গোপী ও গোগণ, বৃন্দার সহিত বৃন্দাবনের বনে বনে বন্যগণের নিকটে যে প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, বন্য জন্তু সকল তাহার কিঞ্চিৎ বিদিত আছে। হে মুনে! শ্রীমতী রাধিকা ও কখন বন, বন্য ও বন্যপদ ত্যাগ করিয়া এবং কখন বনে বনে, কখন শ্মশানে কখন অশ্মশানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই আনন্দোৎসবশূন্যা রাধিকা কখন কৃষ্ণের উপর কোপ প্রকাশ করিয়াছিলেন ও কখন কোপশূন্যা হইয়াছিলেন, এবং কখন সচেতনা; কখন অচেতনা ও কখন বা কৃষ্ণের পুনঃপ্রাপ্তির অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত ও ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্য হইয়াছিল। তিনি কখন বিপন্না হইয়া শয্যায় শয়ন ও কখন বা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কেবল রোদন করিয়াছিলেন। ১—১৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! এই আমি সকলেরই সমুদয় দর্পভঙ্গ-বিবরণ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে সবিস্তারে ইন্দ্রের দর্পভঙ্গ-বিষয় শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র সভামধ্যে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময় তত্ত্ববিৎ গুরু বৃহস্পতি তথায় সমাগত হন; কিন্তু দেবরাজ তাঁহাকে দর্শন করিয়াও দর্পহেতু গাত্রোত্থান করিলেন না। তখন বৃহস্পতি নিজ অবমাননাহেতু রুষ্ট হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তথাপি সেই ধর্ম্মশীল বৃহস্পতি স্নেহবশতঃ কৃপা করিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন নাই। পরে অভিসম্পাত ব্যতীতও ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ হইয়াছিল, হে নারদ! ইহা নিশ্চয় আছে যে, ধর্ম্মশালী ব্যক্তি যদি ধর্ম্ম বা প্রেমনিবন্ধন পাপাত্মাকে অভিসম্পাত না করেন, তথাপি সেই অপরাধীকে পাপের ফলভোগ করিতে হয়; ধর্ম্মই তাহার শাস্তি প্রদান করেন। আর ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি ক্রোধবশতঃ হিংস্রক অপরাধীকে শাপ প্রদান করেন,তাহা হইলে অপরাধীর বিনাশ এবং ধার্ম্মিকেরও ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে। নারদ! পরে গুরুঅবমাননা-রূপ সেই অধর্ম্মেই ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা-পাপ উপস্থিত হয়, তখন তিনি ভীত হইয়া স্বরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুসরোবরে পলায়ন করেন। পরে তিনি সেই সরোবরের পদ্মসূত্রমধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মহত্যা পবিত্র বিষ্ণুসরোবরে গমন করিতে অশক্ত। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই বিষ্ণুসরোবর তপস্বীদিগের প্রধান তপস্যার স্থান; পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ সেই স্থানকে পুষ্কর তীর্থ বলিয়া থাকেন। সেই সময় নহুষ নামে ধার্ম্মিক হরিভক্ত কোন নরাধিপ, ইন্দ্রকে রাজ্যভ্রষ্ট দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য হরণ করেন। অনন্তর কোনসময় বরারোহা অনপত্যা সুন্দরী শচীদেবী দুঃখিতহৃদয়ে মন্দাকিনীতে গমন করিতেছিলেন, এমত সময় যুবা রাজেন্দ্র নহুষ সেই নবযৌবন-সম্পন্না রত্নালঙ্কার-ভূষিতা, সুকোমলাঙ্গী, সুদতী, রোদনশীলা, মহাসতী শচীকে দর্শন করিয়া কামহেতু মূর্চ্ছিত হইলেন; পরে তাঁহার সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক ভৃত্যবৎ বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন। ১—১২। অহো! বিধাতার গতি

বিচিত্র! জ্ঞানিগণও তাহা বোধগম্য করিতে পারেন না, যে ইন্দ্র, পরস্ত্রী-কামুক হইয়া সর্ব্বাঙ্গে যোনি-চিহ্ন বহন করিতেছে, তাহার স্ত্রী এতাদৃশী! কি অদ্ভুত। যাহার ভার্য্যা ঈদৃশী সুন্দরী, তাহার চিত্তও পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়, ঈদৃশী রূপবতীর নিকট রম্ভা কে? উর্ব্বশীই বা কে? এবং তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, রত্নমালা, কলাবতী, সুন্দরী কালিকা, ভদ্রাবতী ও চম্পাবতীই বা কে? ফলতঃ এই সমস্ত অপ্সরাগণ, ইহার ষোড়শ ভাগেরও যোগ্য নহে। মন্দমতি ইন্দ্র, এতাদৃশী ললনাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে অন্য রমণীর নিকট গমন করে? আমাদিগের যোষিদ্‌গণ ইহার চেটীতুল্য কি না সন্দেহ। হে বরারোহে! আমি তোমার কিঙ্কর, তুমি প্রসন্না হইয়া আমাকে ভজনা কর; গোলোকধামে রাধিকা যেমন কৃষ্ণ-বক্ষে বিরাজ করিতেছেন, বৈকুণ্ঠনাথের বক্ষঃস্থলে যেরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতী, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মবক্ষে যেরূপ ব্রহ্মাণী, যে প্রকার কৈলাস-শিখরে শঙ্করের বক্ষে শঙ্করী, মনোহর শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরোদ তীরনিলয়ে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে যেরূপ সেই ভাগ্যশালিনী মর্ত্ত্যলক্ষ্মী সিন্ধুকন্যা এবং ধর্ম্মের বক্ষে যেরূপ মহাসাধ্বী মূর্ত্তিদেবী অবস্থিতা আছেন, আর অনন্তদেবের বক্ষে পাতাললক্ষ্মী বাসন্তী, গণেশবক্ষে পুষ্টি, কার্ত্তিকবক্ষে দেবসেনা, বরুণবক্ষে বরুণানী, হুতাশনবক্ষে স্বাহা, কামদেবের বক্ষে রতি, দিনেশ্বরের বক্ষে সংজ্ঞা, বায়ুবক্ষে বায়ুপত্নী, চন্দ্রবক্ষে রোহিণী এবং কশ্যপবক্ষে তোমার শ্বশ্রূ দেবমাতা অদিতি, হিমালয়ের বক্ষে পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনা, অগস্ত্যবক্ষে লোপামুদ্রা, বৃহস্পতির বক্ষে তারা, কর্দ্দমের বক্ষে দেবহূতী, বশিষ্ঠের বক্ষে অরুন্ধতী, মনুবক্ষে শতরূপা ও দময়ন্তী যে প্রকারে নলরাজার বক্ষঃস্থলে বিরাজমানা হইয়াছেন, হে সুন্দরি! সৌভাগ্যবশতঃ আমার বক্ষঃস্থলে তুমিও সেইরূপ বিরাজ করিতে থাক, আমি অনায়াসে সহস্র ইন্দ্রকেও খণ্ড খণ্ড করিতে সমর্থ। ১৩—২৬। এবং নারীগণও স্বামী অপেক্ষা বলবান্ ব্যক্তিকে উপপতি করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকে; অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর। আমি দুর্গম অথচ অতি নির্জ্জন সুমেরু গিরিকূটে, অথবা চন্দন-বায়ু সুরভিত নিঝরযুক্ত সুরসন রমণীয় মলয়াচলে কিম্বা নন্দনকাননে এবং কখন শতশৃঙ্গ পর্ব্বতনিকটে, কখন পুষ্পভদ্রা নদীতীরে, কখন নী রবায়ু-শীতলীকৃত গোদাবরী-তীর-নীর-সমীপে, কখন শ্মশানে ও কখন অতি শ্মশানে, কখন সুরম্য কখন চম্পাবতীতীরবর্ত্তী রমনীয় চম্পককাননে, বিজন বিপিনে, কখন বিজন শৈলে শৈলে, কখন কন্দরে কন্দরে, কখন অতি দুর্গ দ্বীপে দ্বীপে, কখন নদীতে নদীতে ও কখন বা সর্ব্বজন্তু বিবর্জ্জিত সুরম্য সমুদ্র-পুলিনে তোমার সহিত বিহার করিব; বিজন স্থানে বিদগ্ধার সহিত বিদগ্ধের অঙ্গম অতিশয় সুখাবহ হইয়া থাকে। সুন্দরি! তুমি পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত শয্যায় পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত আমাকে লইয়া রতিসুখ অনুভব কর। দেবি! আমি ব্রহ্মার বরে জন্ম-মৃত্যুবিবর্জ্জিত ও সুস্থিরযৌবন হইয়াছি এবং আমি সুবেশ, সুন্দর, বীর ও কামশাস্ত্র-বিশারদ, আমার মুখমণ্ডল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভমান ও বিশেষ আমি চন্দ্রবংশসমুৎপন্ন; অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর। দেবি! অধিক কি বলিব, অদ্য উর্ব্বশী স্বয়ং আগতা হইয়া আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছি; কারণ পরস্ত্রীসঙ্গমে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই; তবে কেবলমাত্র তোমাকে অবলোকন করিয়াই আমার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে। ২৭—৩৬। বরাননে! তোমার নিমিত্ত নিশ্চয় আমি রত্নভূষণভূষিত স্বীয় ভার্য্যাগণকে পরিত্যাগ করিব, অথবা ইচ্ছা হয়, তাহাদিগকে নিজ দাসী করিয়া রাখিও। সুন্দরি! আমি যুদ্ধে অতি তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা বরুণকে জয় করিয়া তাহার উৎকৃষ্ট রত্নমালা তোমাকে প্রদান করিব। হে দেবি! তুমি এই কিঙ্করকে আজ্ঞা কর; আমি অদ্যই দুর্ব্বল বহ্নিকে পরাজয় করিয়া বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগ্ম তোমাকে অর্পণ করিতেছি। সুন্দরি! আমি অদ্যই তোমাকে দেব-জননী অদিতি দেবীর মণীন্দ্র-সার-নির্ম্মিত মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিব এবং দুর্ব্বল চন্দ্রকে পরাজয়পূর্ব্বক রোহিণীর অমূল্য রত্ননির্ম্মিত রত্নভূষণযুগ্ম অদ্যই তোমাকে সমর্পণ করিব। অথবা সেই যক্ষ্মারোগগ্রস্ত অতিকৃশ চন্দ্র ভীত হইয়া বিনাযুদ্ধেই তোমাকে তাহা প্রদান করিবেন, কিম্বা আমার পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া কৃপাপূর্ব্বকও দান করিতে পারেন। অদ্য আমি মহেশ্বরের নিকট পার্ব্বতীর অমূল্যরত্ননির্ম্মিত মধুর শব্দায়মান নূপুরযুগল ভিক্ষা করিয়া তোমাকে অর্পণ করিব। হে শুভে! সেই আশুতোষ স্তবের বশীভূত, ভক্তগণের প্রতি কৃপাময় ও সর্ব্বসম্পত্তিদাতা; অধিক কি তিনি পরমকল্পতরুস্বরূপ; সুতরাং অবশ্যই আমার প্রার্থনা পূরণ করিবেন। প্রিয়ে! আজি আমি যুদ্ধ করিয়া গঙ্গার অমূল্য রত্ননির্ম্মিত সুদুর্ল্লভ কেয়ুর-যুগল তোমাকে সমর্পণ করিব। হে সুশোভনে! আমি অদ্যই তোমাকে সূর্য্যপত্নীর উৎকৃষ্ট রত্নসার

নির্ম্মিত মনোহর বহুলীযুগল (অলঙ্কারবিশেষ) প্রদান করিব এবং অনায়াসে কামকে পরাজয়পূর্ব্বক কাম-পত্নীর অমূল্যরত্ননির্ম্মিত সুনির্ম্মল দর্পণ আমাকর্ত্তৃক তোমার করে প্রদত্ত হইবে। সুন্দরি! আমি কমলা-পতির নিকটে কমলার ক্রীড়াকমল-মন্দার ভিক্ষা করিয়া তোমাকে দান করিব। ৩৭—৪৮। আর আমি ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া সাবিত্রীর বিশ্বদুর্ল্লভ অঙ্গুরীয়ক সকল আহরণপূর্ব্বক তোমাকে অর্পণ করিব এবং যে বাণীবীণা, স্বয়ং মূর্চ্ছনা ও শ্রুতিসংযুত গীতালাপ করিয়া থাকে, আমি নারায়ণব্রতাচরণপূর্ব্বক তাহা আনয়ন করিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। সুন্দরি! আমি কুবেরপত্নীর বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত পাদাঙ্গুলি-বিভূষণ রত্নপাবকসমূহও তোমাকে প্রদান করিব। রাজবর নহুষ এইরূপ বলিয়া শচীদেবীর চরণতলে পতিত হইলে, শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা মহাসাধ্বী, শচীদেবী ভয়চকিতা হইয়া বারংবার শ্রীহরি ও গুরুদেবের পদারবিন্দ স্মরণ পূর্ব্বক সেই রাজপথের অর্গলস্বরূপ নৃপতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, বৎস মহারাজ! আমার কথা শ্রবণ করুন; হে তাত! হে ভয়ভঞ্জন! রাজা সকলের পালক ও পিতা। রাজাই সকলকে ভয় হইতে রক্ষা থাকেন। এক্ষণে মহেন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট ও আপনি স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন; সুতরাং আপনি আমার পিতৃস্থানীয়; কারণ যিনি রাজা, তিনিই প্রজাগণের পিতা ও রক্ষা-কর্ত্তা; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আর হে বৎস! গুরুপত্নী, রাজপত্নী, দেবপত্নী, পুত্রবধূ, পিতা-মাতার ভগিনী, শিষ্যপত্নী, ভৃত্যপত্নী, মাতুলানী, পিতৃপত্নী, ভ্রাতৃপত্নী, শ্বশ্রূ, ভগিনী, কন্যা, গর্ভধারিণী ও ইষ্টদেবী এই ষোড়শ জন পুরুষের মাতৃপদবাচ্য; অতএব তুমি মনুষ্য, আমি দেবপত্নী; সুতরাং বেদ সম্মত আমি তোমার মাতা; তবে বৎস! যদি মাতৃ-গমনেই ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে দেবজননী অদিতির নিকটে গমন কর। বৎস! সর্ব্বপ্রকার পাতকীরই নিষ্কৃতি আছে, কেবল মাতৃগামীদিগের নিস্তার নাই; তাহাদিগকে ব্রহ্মার আয়ুঃকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাকনরকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়; পরে তাহারা বহুকল্প বেশ্যার যোনিকীট হইয়া অনন্তর সপ্তকল্প বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে। হে পুত্র! তৎপরে তাহারা এককল্প ব্রণকৃমি, সপ্তকল্প মস্তককৃমি ও তদন্তে এককল্প শয্যাকৃমি হয়। অনন্তর সপ্তজন্ম কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত ও ছাগযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতঃপর যথাক্রমে সপ্তজন্ম বিষ্ঠাভোজী কাক; সপ্তজন্ম কুক্কুর ও সপ্তজন্ম শূকর-জাতিতে জন্ম লাভ করে। ৪৯—৬৩। অনন্তর সেই মাতৃগামীসকল, প্রতিজন্মে ক্লীবরূপে সমুৎপন্ন হয়, তাহাদিগের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই, স্বয়ং ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন। রাজন্! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও ব্রাহ্মণীগমনে এইরূপ ফল ভোগ করিতে হয়; বৃহস্পতি বলিয়াছেন বেদেও তাহাদের নিষ্কৃতির উপায় কথিত হয় নাই। বৎস! সংসারী-দিগেরই নিশ্চয় স্বর্গসম্পত্তিভোগ সুখকর হইয়া থাকে; কিন্তু মুমুক্ষুগণের মোক্ষ, তপস্বিগণের তপস্যা, ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্য, মুনিগণের মৌন, বৈদিকগণের বিদ্যাভ্যাস, কবিগণের কাব্য বর্ণন এবং বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিষ্ণুদাস্য ও বিষ্ণুভক্তি-রসই পরম পদার্থ। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত মুক্তিও বাঞ্ছা করেন না। হে সাধো! তুমি আমাকে বল দেখি, রমণীগণের মল-মূত্রযুক্ত দুর্গন্ধের আধার যোনিতে সাধুগণের কি সুখ হইতে পারে? হে রাজেন্দ্র! তুমি নিজ পূর্ব্বজ অদ্বিতীয় রাজগণের কুলপ্রদীপস্বরূপ; বহুজন্মের পুণ্যবলে ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। রাজন্! চন্দ্র-বংশীয় নৃপতিগণরূপ পদ্ম-সমূহের প্রকাশহেতু অতি তেজস্বী গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নভাস্করের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছ; অতএব তোমার ন্যায় মহদ্ব্যক্তির ধর্ম্ম পালন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; কারণ সকল আশ্রমেরই ধর্ম্ম পালন পরম যশঃস্বরূপ; মূঢ়মতি জনগণই স্বধর্ম্মবিহীন হইয়া নরকগামী হইয়া থাকে। ত্রিসন্ধ্যা হরির অর্চ্চনা এবং প্রতিদিন সুধাধিক হরির পাদোদক ও নৈবেদ্য ভোজনই ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম্ম; বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠা ও জল মূত্রস্বরূপ; ব্রাহ্মণগণ তাহা ভোজন ও পান করিলে শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে নৃপ! ব্রাহ্মণগণ আজীবন হরির নিবেদিত বস্তু ভোজন করিবেন, কেবল একাদশী, কৃষ্ণের জন্মদিন, শিবরাত্রি, শ্রীরামনবমী ও অন্যান্য পুণ্য-বাসরে যত্নপূর্ব্বক ভোজন ত্যাগ করিবেন; ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ স্বধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। ৬৪—৭৬। পতিব্রতা কামিনী-দিগের পতিসেবাই পরম ব্রত ও পরম তপস্যা; তাহাদের পক্ষে পরপতি পুত্রতুল্য; ইহাই যোষিদ্গণের ধর্ম্ম। ভূপতিগণ, প্রজাগণকে ঔরসপুত্রের ন্যায় প্রতি-পালন ও প্রজাস্ত্রীদিগকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করিবেন; তাঁহাদিগের বিষ্ণুদ্দেশে যাগ, দেব-ব্রাহ্মণের সেবা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়গণের ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈশ্যের বাণিজ্যই স্বধর্ম্ম; তাহাতেই তাহাদিগের ধর্ম্ম-সঞ্চয় হয়; শূদ্রজাতির বিপ্রসেবাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণে সমুদয় কর্ম্মের

সমর্পণ করা সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্ম। সন্ন্যাসী একমাত্র রক্তবস্ত্র পরিধান এবং দণ্ড ও মৃৎকমণ্ডলু ধারণ করিবেন। আর সর্ব্বত্র সমদর্শন, নিরন্তর নারায়ণ-স্মরণ ও নিত্য গৃহে গৃহে ভ্রমণ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। তিনি কুত্রাপি বাস করিবেন না। ভিক্ষু-ব্যক্তি দৈব-বশতও কাহাকেও বিদ্যা-মন্ত্র-দান, অবস্থান জন্য আশ্রম বা কোনরূপ বস্তুর কামনা করিবেন না। সন্ন্যাসী নির্মোহ ও সঙ্গবর্জ্জিত হইবেন, কোনক্রমে কাহারও সঙ্গ করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। তিনি স্বাদু বস্তু ভোজন বা দৈবক্রমেও স্ত্রীমুখ দর্শন করিবেন না; ও গৃহীর নিকটে কোন বাঞ্ছিত বস্তু প্রার্থনা করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্ কমলযোনি সন্ন্যাসী-দিগের এইরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুত্র! সকলেরই কর্ত্তব্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৎস! এক্ষণে স্বচ্ছন্দে গমন কর। মহেন্দ্রাণী পথিমধ্যে এই কথা বলিয়া বিরতা হইলে, নহুষ-নৃপতি প্রণতকন্ধরে সেই শচীকে বলিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি যেসকল কথা বলিলে তাহা সমস্তই বিপরীত; এক্ষণে আমি তোমাকে যথার্থ বেদোক্ত ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে সুরসুন্দরি! স্বর্গ, পাতাল বা অন্য দ্বীপে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদয়ের ফল ভোগ করিতে হয় না, ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। কর্ম্মী পুণ্যক্ষেত্র ভারতে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মনিবন্ধন অন্যত্র তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত স্থানের নাম পুণ্যক্ষেত্র ভারত; মুনিগণের তপঃস্থল; ঐ ভারত সমুদয় স্থানের শ্রেষ্ঠ। জীবগণ, সেই ভারতে জন্ম লাভ করিয়া বিষ্ণুমায়ায় বঞ্চিত হইয়াই হরিসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়ভোগে আসক্ত হয়। পুণ্যবান্ ব্যক্তি সেই স্থানে মহৎ পুণ্যাচরণ করিয়া স্বর্গে গমনপূর্ব্বক স্বর্গকন্যাদিগের সহিত চিরকাল আনন্দোপভোগ করিয়া থাকে। সুন্দরি! পুণ্যবান্ মানব, মানবদেহ ত্যাগ করিয়া তবে স্বর্গে আগমন করে; কিন্তু আমি সশরীরেই আগমন করিয়াছি; অতএব আমার পুণ্যবল দেখ। আমি বহুজন্মের পুণ্যবলে প্রার্থনীয় স্বর্গধামে আগমন করিয়াছি। আবার কোন অনির্ব্বচনীয় পুণ্যে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল। সুন্দরি! এই স্বর্গ কর্ম্মস্থল নহে, ইহা ভোগের স্থল। আবার সমুদয় ভোগের মধ্যে বরনারী-সম্ভোগই সার বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর ভোগস্থলে ভোগ্যবস্তুর পরিত্যাগ প্রশংসার কার্য্য নহে। তাহাতে তুমি ভাবানুরক্তা ও রসিকা; সুতরাং তুমি এস্থলে ভোগিগণের যথার্থ ভোগ্যা। অযাচিক ভোগ্য বস্তুকে যে অনায়াসে পরিত্যাগ করে, সেই অবিরোধ সুখত্যাগী মন্দমতিব্যক্তি যে পশু, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে কান্তে! এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে অভিরুচি করিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে রমণীয় উৎকৃষ্ট রতিকরী শয্যা প্রস্তুত কর। হে বর-বর্ণিনি! তুমি নিশ্চিতরূপে মনের দ্বৈধভাব ত্যাগ কর। হে বরাননে! এক্ষণে উৎকৃষ্টালয়ে আমার সহিত আনন্দ-সাগরে নিমগ্না হও। আমি লক্ষ্মার বক্ষঃস্থলের মণি-রাজিবিরাজিত অমূল্য রত্নমালা ভিক্ষা করিয়া তোমাকে প্রদান করিব। ৭৭—১০৩। মহাদেবের মস্তকভূষণ জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধি বিনাশক এবং শম্ভুর উৎকৃষ্ট ক্রীড়া-কর বস্তু, ত্রিজগতে দুষ্প্রাপ্য ও বিশ্বপূজ্য; অর্দ্ধচন্দ্র আমি শিবব্রত করিয়া সেই সুন্দর চন্দ্রখণ্ড নিশ্চয় তোমাকে আনিয়া দিব। আমি ভক্তিসহকারে সূর্য্য-ব্রত করিয়া ত্রিলোকদুর্ল্লভ সূর্য্যের মণিশ্রেষ্ঠ স্যমন্তক তোমাকে প্রদান করিব। হে প্রিয়ে! তাহা প্রত্যহ অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করিয়া থাকে। আমি মদন-দেবের সেই জন্মমৃত্যুহর পরম ক্রীড়াকর অমূল্যরত্ন-নির্ম্মিত সতত মধুপূর্ণ মনোহর পাত্ররত্ন তোমাকে আহরণ করিয়া দিব। অমূল্য রত্নখচিত তেজে সূর্য্য-সম নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্য ঈশ্বরেচ্ছায় মণ্ডলাকারে নির্ম্মিত মণিরাজবিরাজিত লক্ষহস্তপরিমিত এবং চতুরস্র মনো-হর ও বিমল উৎকৃষ্ট কমলাদেবীর যে পদ্মাসন বিরাজ করিতেছে, আমি পদ্মালয়ার ব্রতাচরণপূর্ব্বক তাঁহার পরম প্রিয় সুদুর্ল্লভ সেই বস্তু নিশ্চয় তোমাকে প্রদান করিব। ভূপতি নহুষ এই বলিয়া পথনিরোধপূর্ব্বক পুনরায় বারংবার মহেন্দ্রাণীর চরণে পতিত হইতে লাগিলেন। ভূপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণে, মহেন্দ্রা-ণীর কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল; তখন তিনি বারংবার গুরুদেব ও হরিকে স্মরণ করত নহুষকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—কার্য্যাকার্য্যানভিজ্ঞ কামার্ত্ত হতচেতন এই মূঢ়ের কত প্রকার কথাই আজ আমাকে শুনিতে হইবে। মধুমত্ত ও সুরামত্ত ব্যক্তি হইতে কামমত্ত অধিক চৈতন্যশূন্য হয়; পুরুষ কামকর্ত্তৃক হৃতচিত্ত হইলে আপনার মৃত্যুকে গণনা করে না। এইরূপ আত্মগত বলিয়া প্রকাশে বলিতে লাগিলেন; হে মত্ত! আজ মাতৃতুল্যা রজস্বলা আমাকে পরি-ত্যাগ কর; হে মদ্যপ! নিশ্চিত বলিতেছি, আজ আমার ঋতুর প্রথম দিন। রজস্বলা স্ত্রী প্রথম দিনে চাণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে ম্লেচ্ছা ও তৃতীয় দিবসে রজকী-স্বরূপা বলিয়া প্রসিদ্ধা; আর চতুর্থ দিবসে কেবল ভর্ত্তার নিকটে শুদ্ধা হয়; কিন্তু দৈব পৈত্রকার্য্যে অশুদ্ধা থাকে। ঐ দিনে অপরের নিকটে অসৎ শূদ্রার

সমান। যে ব্যক্তি প্রথম দিবসে রজস্বলা কান্তায় উপগত হয়, সে ব্রহ্মহত্যার চতুর্থাংশভাগী; তাহাতে সংশয় নাই। সেই পুরুষ দৈব-পৈত্রকার্য্যের অনধিকারী এবং সকলের অধম; সকলের নিকটে নিন্দিত ও অযশের ভাজন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিবসে কামতঃ রজস্বলা নারীতে গমন করিয়া নিজাভিলাষ পূর্ণ করে, নিশ্চয় তাহাকে গোহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সে আজীবন পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ ও দেবগণের অর্চ্চনায় অনধিকারী এবং অমনুষ্য অযশস্বী ও অবিদ্য হইয়া থাকে। তৃতীয় দিনে রজস্বলায় উপগত হইলে, সেই মূঢ়ব্যক্তি ভ্রূণহত্যার পাতকে পাতকী হয়; ইহাতে সংশয় নাই। সেও পূর্ব্বের ন্যায় পতিত এবং সকল কর্ম্মের অনর্হ; আর চতুর্থ দিনে রজস্বলা রমণী অসৎ শূদ্রার তুল্যা, সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাতে উপগত হন না। মূঢ়! যদি মাতৃতুল্যা আমাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে অভিলাষ কর, তবে যে দিবস আমি ঋতুশূন্যা হইব, সেইদিন গমন করিও। তখন নহুষ শচীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক শান্তভাবে মধুর বাক্যে সেই সুব্রতা শক্রকান্তাকে বলিতে লাগিলেন, দেবি! মানবের নিকটে দেবপত্নীগণ শয়ন ভোজনাদি কার্য্যে নিরন্তর পবিত্র, কখনই অপবিত্র হন না। সুন্দরি! তুমি যে রজস্বলার সম্ভোগে পাপ কীর্ত্তন করিলে, তাহা কর্ম্মক্ষেত্র ভারতেই হইয়া থাকে, স্বর্গে নহে এবং ঐ কর্ম্মক্ষেত্রেও যে সকল বেদোক্ত শুভাশুভ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বৈষ্ণবগণের পক্ষে কিছুই অনিষ্টকর হয় না। প্রদীপ্তবহ্নিপতিত শুষ্ক তৃণসমূহের ন্যায় বৈষ্ণবের নিকটে সমস্ত পাপই ভস্মীভূত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ বহ্নি, সূর্য্য ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও তেজীয়ান্; তাহারা নিরন্তর বিষ্ণুচক্রে রক্ষিত হইয়া স্বতন্ত্র মত্তকুঞ্জরের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণের কর্ম্ম-বিচার বা কর্ম্মভোগ করিতে হয় না, ইহা সামবেদের কৌথুমশাখায় উক্ত আছে, তুমি এতদ্বিষয় বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিও। ১০৪—১৩২। এই স্বর্গ-ভূমিতেও চন্দ্রবংশীয় বৈষ্ণবগণকে সকলেই বিদিত আছেন যে, তাহারা হরি ভিন্ন অন্য দেবের উপাসনা করেন না। স্বত্বগুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যিনি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ না করেন, তিনি বিষ্ণুমায়াবলে বঞ্চিত। আমার নিকটে অন্য মন্ত্রই বা কি? আর দেবগণই বা কে? যমও আমার শাসনকর্ত্তা নহেন; আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ব্যতীত সকলকেই পরাস্ত করিতে সমর্থ। শোভনে! এক্ষণে তুমি গৃহে গমনপূর্ব্বক শয্যা প্রস্তুত কর; আমি শীঘ্রই তোমার গৃহে গমন করিতেছি; ঋতুজন্য পাপ আমারই হইবে, তোমার তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। নৃপতি নহুষ এই বলিয়া প্রফুল্ল বদনে রত্নযানারোহণপূর্ব্বক নন্দনকাননে গমন করিলেন। তখন শচী নিজগৃহে গমন না করিয়া গুরুদেবের গৃহে গমনপূর্ব্বক কুশাসনস্থ বৃহস্পতিকে দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন তারাদেবী সেই ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বৃহস্পতির চরণকমল সেবা করিতেছেন; আর তিনি করে জপমালা ধারণপূর্ব্বক নিরন্তর অভীপ্সিত পরমানন্দ পরমেশ্বর নির্গুণ নিরীহ স্বতন্ত্র প্রকৃতি হইতে অতীত স্বেচ্ছাময় ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন। তখন শচী সেই আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচন বৃহস্পতিকে ভূতলে পতিতা হইয়া মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন। পরে শোকার্ণবনিমগ্না ভীতা সেই শচীদেবী সজলনয়নে রোদন করিতে করিতে দুঃখিতহৃদয়ে ভক্তিসাগরে নিমগ্ন ব্রহ্মিষ্ঠ কৃপানিধি নিজ গুরুদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে মহাভাগ! আপনিই আমার রক্ষাকর্ত্তা, অতএব আমি শোকসাগরনিমগ্না ও ভীতা হইয়া আপনার শরণাগতা হইয়াছি আমাকে রক্ষা করুন। প্রভুই হউন বা অপ্রভুই হউন, আর সবল বা দুর্ব্বলই হউন, সকলেই স্বীয় শিষ্য, ভার্য্যা ও পুত্রকে শাসন করিতে সর্ব্বদা সক্ষম। আপনি স্বরাজ্য হইতে স্বশিষ্যকে দূরীভূত করায় অপরাধের শাস্তি হইয়াছে, এক্ষণে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করুন। হে কৃপানিধে! এক্ষণে আমি সর্ব্বশূন্যা অনাথা হইয়াছি এবং সেই অমরাবতী শূন্যা ও আমার আশ্রয় সম্পৎশূন্য হইয়াছে; আপনি প্রত্যক্ষ করুন। দেব! আমি দস্যুগ্রস্তা হইয়াছি; আমাকে রক্ষা করুন এবং কিঙ্করকে স্বস্থানে আনয়নপূর্ব্বক তাহাকে চরণরেণু ও শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। দেখুন, সর্ব্বপ্রকার গুরু অপেক্ষা জন্মদাতা শ্রেষ্ঠ এবং সেই জন্মদাতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে পূজ্যা, বন্দনীয়া ও গরীয়সী। আবার সেই মাতা অপেক্ষা বিদ্যাদাতা, মন্ত্রদাতা, জ্ঞানদাতা ও হরিভক্তিপ্রদাতা গুরু—শতগুণে পূজ্য, বন্দনীয় ও সেব্যই। মন্ত্রদাতা মন্ত্র উদ্‌গিরণ করেন বলিয়া বুধগণ তাঁহাকে গুরু বলিয়া থাকেন, অতএব মন্ত্রদাতাই যথার্থ গুরু, অন্যে গুরুত্বের আরোপ মাত্র। যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তির চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন; আমি সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি। অদীক্ষিত মূর্খের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই; সর্ব্বকর্ম্মানর্হ

সেই পশুর নিশ্চয় নরকে অবস্থান হয়। জন্মদাতা, অন্নদাতা, মাতা বা অন্য যে গুরুই বলুন, তাঁহারা কেহই ঘোর সংসারসাগর হইতে নিস্তার করিতে সক্ষম নহেন। কেবল বিদ্যা, মন্ত্র ও জ্ঞানদাতাই সংসারপারকরণে নিপুণ; অপর কোন প্রভুই শিষ্যের উদ্ধারসাধনে সমর্থ নন। গুরুই বিষ্ণু,গুরুই ব্রহ্মা গুরুই দেব মহেশ্বর, গুরুই ধর্ম্ম, গুরুই অনন্তদেব ও গুরুই সেই নির্গুণ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর। গুরু সকল তীর্থ ও সকল দেবতার আধার, গুরুই সর্ব্বদেবস্বরূপ, স্বয়ং হরিই গুরুরূপে বিরাজ করিতেছেন। অভীষ্টদেব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে সমর্থ; কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে অভীষ্টদেবও রক্ষায় অসমর্থ। সমুদয় গ্রহদেবতা ও ব্রাহ্মণগণ যাহার প্রতি রুষ্ট হন, ভাগ্যবশতঃ গুরুদেব তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকেন। কি আত্মা, কি পুত্র, কি ধন, কি ভার্য্যা বা কি ধর্ম্ম কিছুই গুরু অপেক্ষা প্রিয় বস্তু নহে; গুরুসেবা অপেক্ষা তপস্যা, সত্য ও কোনরূপ পুণ্যজনক কার্য্যই শ্রেষ্ঠ নহে। ১৩৩—১৬১। গুরুর পর শাস্তা ও গুরুর পর বন্ধু আর কেহই নাই, শিষ্যগণের পক্ষে গুরুই নিরন্তর শিষ্যগণের দেবতা, রাজা ও শাস্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্নদাতা যাবৎকাল অন্ন দান করেন, তাবৎকালই শাস্তা হন; কিন্তু গুরু শিষ্যগণের প্রতিজন্মেই শাস্তা হইয়া থাকেন। মন্ত্র ও বিদ্যা, গুরু ও দেবতা পতি,—ইহারা প্রতিজন্মেই অনুসৃত হয়; তজ্জন্য ইহারা সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। পিতৃরূপ গুরু যে জন্মে জন্ম দান করেন, সেই জন্মেই বন্দনীয়; এইরূপ অন্যান্য গুরু এবং মাতাও এক এক জন্মে পূজ্য হন; কিন্তু মন্ত্রদাতা গুরু প্রতিজন্মেই পূজনীয়। হে ব্রহ্মন্! আপনি বিপ্রগণের শ্রেষ্ঠ, তপস্বিগণের গুরু, সমুদায় ধার্ম্মিকগণের মধ্যে প্রধান এবং পরম ব্রহ্মবিৎ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমার প্রতি ও ইন্দ্রের প্রতি আপনি তুষ্ট হউন, আপনি তুষ্ট হইলেই সর্ব্বদা গ্রহদেবতাগণও তুষ্ট থাকিবেন। হে ব্রহ্মন্। সেই শচী এইরূপ বলিয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার রোদন দর্শনে তারাদেবীও বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তারা পতিচরণে পতিতা হইয়া অপরাধ ক্ষমা করুন, এই বলিয়া পুনঃপুনঃ রোদন করিলে, বৃহস্পতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, তারে! গাত্রোত্থান কর, শচীর সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল হইবে; আমার আশীর্ব্বাদে শচীদেবী অতি শীঘ্রই ভর্ত্তাকে প্রাপ্ত হইবেন। নারদ! সেই সুরগুরু, এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, তারাদেবী পুনরায় তাঁহার চরণে পতিতা হইয়া রোদন করিতে থাকিলেন। তখন বৃহস্পতি, সতী তারাদেবীকে স্ববক্ষে ধারণ করিয়া বিবিধ প্রকার আধ্যাত্মিক অত্যুত্তম বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। যে ব্যক্তি পূজাকালে শচীকৃত স্তোত্র পাঠ করেন, গুরু ও অভীষ্টদেবতা প্রতিজন্মেই তাহার প্রতি তুষ্ট থাকেন। এবং গ্রহদেবতাগণ, ব্রাহ্মণগণ, রাজগণ ও বান্ধবসকলও নিরন্তর সর্ব্বপ্রকারে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি, গুরুভক্তি, বিষ্ণুভক্তি ও যাবতীয় বাঞ্ছিত বস্তু নিশ্চয় লাভ করে এবং সর্ব্বদা তাহার আনন্দলাভ হইয়া থাকে; কখনই শোক উপস্থিত হয় না। এই স্তোত্রপাঠে পুত্রার্থী ব্যক্তি গুণবান্ পুত্র, ভার্য্যার্থী হইলে গুণবতী পুত্রবতী সতী প্রিয়া ভার্য্যা লাভ করে, ইহা নিশ্চয় এবং রোগার্ত্ত রোগ হইতে ও বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়; আবার যশোবিহীন ব্যক্তি সুযশস্বী ও মূর্খ ও পণ্ডিত হইয়া থাকে। এই স্তোত্র পাঠ করিলে নিশ্চয় কখনই তাহার বন্ধুবিচ্ছেদ হয় না এবং নিত্যই ধর্ম্ম ও বিপুল নির্ম্মল যশ বৃদ্ধি পায়। সেই ব্যক্তি পুত্র-পৌত্র ধন ও ঐশ্বর্য্য লাভপূর্ব্বক ইহকালে সমস্ত সুখ ভোগ করিয়া অন্তে বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। সে হরিদাস্য লাভ করিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে না, কেবল নিরন্তর শান্তিগুণাবলম্বী হইয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও সন্তাপনাশন বিষ্ণুভক্তিরসামৃত পান করিয়া থাকে। ১৬১—১৮০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, শান্ত বৃহস্পতি শচীদেবীর স্তোত্রশ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া সেই ইন্দ্রকান্তাকে মধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন;—বৎসে! ভয় ত্যাগ কর, আমি অবস্থিত থাকিতে তোমার ভয় কি? হে শোভনে! আমার নিকটে যেমন কচের পত্নী স্নেহের পাত্রী, তুমিও সেইরূপ; কারণ যেমন পুত্র, শিষ্যও সেইরূপ; তর্পণ, পিতৃদান, পালন ও পরিপোষণবিষয়ে পুত্র ও শিষ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কমলযোনি ব্রহ্মা কাণ্বশাখায় বলিয়াছেন, পুত্র যেরূপ অগ্নিদাতা, নিশ্চয়ই শিষ্যও সেইরূপ অগ্নিদানে সমর্থ। পিতা, মাতা, গুরু, ভার্য্যা, শিশুসন্তান ও অনাথ বান্ধব; ইহারা পুরুষের অবশ্য পোষ্য, এই কথা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। মহেশ্বর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহাদিগকে পোষণ না করে, সে মরণান্ত অশৌচী ও দৈব-পৈত্র কর্ম্মে

অনর্হ। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা ও গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করে, তাহার সর্ব্বত্র অযশ ও পদে পদে বিঘ্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সম্পদ্‌মত্ত হইয়া গুরুর অবমাননা করে, অচিরকালমধ্যে নিশ্চয় তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। সুররাজ সভামধ্যে আমাকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান না করায়, সদ্যই তাহার ফল ভোগ করিয়াছেন। বৎসে! তুমি তাহা এক্ষণে প্রত্যক্ষ কর। বৎসে! আমি নিশ্চয় তাঁহাকে বিপমুক্ত ও তোমাকে রক্ষা করিব। যিনি শাসন ও রক্ষা করিতে সমর্থ, তিনিই গুরুপদবাচ্য। ভদ্রে! যে রমণীর হৃদয় পবিত্র, কখনই তাহার সতীত্ব বিনষ্ট হয় না। যাহার চিত্তে দ্বৈধভাব থাকে, তাহারই ধর্ম্ম নষ্ট হয়। সতি! তোমার দুর্গার ন্যায় প্রভাব এবং লক্ষ্মীর ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার যশের ন্যায় যশ হইবে। তুমি রাধিকার তুল্য সৌভাগ্য ও ভর্তৃপ্রেম লাভ করিবে, তোমারও পতির নিকটে তাঁহার ন্যায় গৌরব, মান্যতা, প্রীতিলাভ ও প্রাধান্য হইবে। তুমি রোহিণীর ন্যায় স্বামীর অপেক্ষাশালিনী, ভারতীর সমান পূজ্যা এবং সর্ব্বদা সাবিত্রীসদৃশী শুদ্ধা ও নিরুপমা হইবে। বৃহস্পতি এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে নহুষের দূত তথায় আগত হইয়া বৃহস্পতির সমক্ষে বলিতে লাগিল, দেবি! শীঘ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রমণীয় বিজন নন্দনকাননে ক্রীড়ার নিমিত্ত নৃপতি নহুষের নিকটে গমন করুন। তখন বৃহস্পতি দূতের ঐ বাক্যশ্রবণে, ক্রোধে কম্পিতকলেবরে ও আরক্তনয়ন হইয়া, সেই দূতকে বলিতে লাগিলেন। সুরগুরু বলিলেন, তুমি গমনপূর্ব্বক তোমাদের রাজা নহুষকে বল, যদি আপনার শচী-উপভোগে বাসনা হয়, তবে অপূর্ব্ব কোনরূপ যানে আরোহণ করিয়া রাত্রিতে আগমন করিতে হইবে। বেশবিন্যাসপূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণের স্কন্ধে শুভশিবিকা অর্পণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করত আগমন করাই তাঁহার যোগ্য কার্য্য। তখন সেই দূত বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণান্তে গমনপূর্ব্বক নৃপতিকে নিবেদন করিলে, নহুষ নৃপতি দূতবাক্যশ্রবণে হাস্যপূর্ব্বক সেই কিঙ্করকে বলিলেন, দূত! যাও, শীঘ্র যাও, শীঘ্র সপ্তর্ষিগণকে আনয়ন কর; এক্ষণে আমি তাঁহাদিগের সহিত উপায় বিধান করিব। ১—২১। সেই দূত, রাজবাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নহুষ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ করিল। তখন সপ্তর্ষিগণ দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া সানন্দে রাজসন্নিধানে গমন করিলে, রাজা সেই সকল ঋষিকে দর্শনমাত্র প্রণামপূর্ব্বক সাদরে বলিতে লাগিলেন, আপনারা সকলে ব্রহ্মার পুত্র, ব্রহ্মার তুল্য গুণসম্পন্ন এবং ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত ও নিরন্তর ভক্তবৎসল বলিয়া প্রসিদ্ধ। আপনারা সতত নারায়ণপরায়ণ ও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ; আপনাদিগের মোহ, মাৎসর্য্য ও দর্প বা অহঙ্কার কিছুই নাই। আপনারা সকলে তেজ, যশ, কৃপা, প্রেম ও বরদানে নিশ্চয় নারায়ণের সমান গুণশালী। ভূপতি নহুষ এই বলিয়া প্রণতভাবে তাঁহাদিগকে স্তব করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পরমহিতৈষী ঋষিগণ, সেই ভূপতিকে কাতর দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, বৎস! তোমার যে বরে অভিলাষ হয় প্রার্থনা কর, আমরা সমস্ত প্রার্থিতই দান করিতে পারি, কিছুই আমাদিগের অসাধ্য নাই। হে বৎস! ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব, চিরজীবিত্ব, সপ্তদ্বীপাধিপত্য, অতিশয় নিত্যসুখ কিম্বা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি, বা সুদুর্লভ সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য যাহা তোমার বাঞ্ছনীয় হয় এক্ষণে সানন্দে আমাদিগের নিকটে ব্যক্ত কর, আমরা তোমার সমুদয় অভিলষিত দান করিয়া, প্রীতমনে তপস্যার্থ গমন করিব। আমাদিগের কৃষ্ণার্চ্চন বিনা যে ক্ষণ অতিবাহিত হয়, তাহা যুগলক্ষ বলিয়া বোধ হয় এবং আমাদিগের পক্ষে হরির ধ্যান ও সেবাশূন্য দিনই দুর্দ্দিন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরিসেবা ভিন্ন অন্য বিষয় বাঞ্ছা করে, সে নিশ্চয় আপনার বিপদের জন্যই অমৃত ত্যাগ করত বিষ পান করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, মহাবিরাট্‌পুরুষ, গণেশ, দিননাথ, অনন্তদেব ও সনকাদি ঋষিগণ অহর্নিশি হরির জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-বিনাশন যে চরণকমল ধ্যান করিয়া থাকেন, আমরা তাহারই অভিলাষী। মায়া-মুগ্ধচিত্ত নৃপবর, সেই ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সলজ্জভাবে বিনতবদনে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, হে মহাভাগগণ! আপনারা ভক্তবৎসল ও সমুদয় প্রার্থিত বিষয় দান করিতে সমর্থ, অতএব এক্ষণে ত্বরায় শচীদান করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করুন। সতী শচী, এক্ষণে সপ্তর্ষিবাহন কান্তের অভিলাষিণী হইয়াছে; সুতরাং আমার ইহাই প্রার্থনীয়; আপনারা কামপ্রদ আমার এই কামনা পূর্ণ করুন। নারদ! সেই মুনিগণ, নহুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতুকবশতঃ পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন। পরে সেই দীনবৎসল ঋষিগণ, রাজাকে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত ও বঞ্চিত বিবেচনা করিয়া কৃপাবশতঃ তাহাকে বহন করিতে স্বীকার করিলেন। অনন্তর তাঁহারা মুক্তা-মাণিক্য-ভূষিত নহুষের শিবিকা স্কন্ধে লইলেন; তখন দুর্ম্মতি রাজাও

সুবেশ-সম্পন্ন ও রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া সেই শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। ২২—৪০। পরে পথিমধ্যে ঋষিগণের বিলম্ব দেখিয়া নৃপতি তাহা-দিগকে ভর্ৎসনা করায় অগ্রগামী দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন। তিনি বলিলেন, রে দুর্ম্মতে! মহান্ অজগর হইয়া ভূতলে পতিত হও, পরে ধর্ম্ম-পুত্রের দর্শনে তোমার মুক্তি হইবে। মহারাজ! কর্ম্ম নিষ্ফল হইবে না, তুমি সর্পদেহ ত্যাগ করিয়া রত্ন-যানারোহণে বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠনাথের সেবা করিবে। সেই মুনিসত্তম সকল, এইরূপ শাপপ্রদা-নের পর হাস্যপূর্ব্বক গমন করিলেন। এদিকে রাজাও দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে সর্প হইয়া মহারণ্যে পতিত হইলেন। অনন্তর শচী সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুরুদেবকে প্রণামপূর্ব্বক অমরাবতীতে গমনক রিলে, বৃহস্পতিও যে স্থানে ইন্দ্র পদ্মতন্তুমধ্যে অবস্থিত আছেন, শীঘ্র তথায় প্রস্থান করিলেন। কৃপানিধি বৃহস্পতি, সরোবরসন্নিধানে গমন করিয়া কৃপাবশতঃ অতি প্রসন্নবদনে সুরেশ্বরকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! আমি বিদ্যমানে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই; তুমি ভয় ত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আগমন কর। আমি তোমার গুরুদেব বৃহস্পতি উপস্থিত হইয়াছি। তখন মহেন্দ্র, স্বীয় গুরুর কণ্ঠস্বর বিদিত হইয়া হৃষ্ট-চিত্তে সূক্ষ্মরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বমূর্ত্তি ধারণ করত সমাগত হইয়া ভক্তিসহকারে গুরুদেবের চরণকমলে মস্তক রাখিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তখন বৃহস্পতি ইন্দ্রকে মহাভীত ও রোদন করিতে দেখিয়া আনন্দের সহিত স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। অনন্তর সুরগুরু, পাপের প্রায়শ্চিত্ত-নিমিত্ত ইন্দ্রকে সোমযাগ করাইয়া রমণীয় রত্নসিংহাসনে অধিরূঢ় করিলেন। পরে তৎ-কর্ত্তৃক দেবরাজের পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ ঐশ্বর্য্য সম্পাদিত হইল। তখন দেবগণ সকলে পরমানন্দে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। শচী দেবীও ত্রিদশ-নাথ ভর্ত্তা মহেন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া স্বমন্দিরে পুষ্পশয্যায় শয়নপূর্ব্বক স্বামিসহবাসে পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। বৎস নারদ! তোমার নিকটে মহেন্দ্রের এই প্রকার দর্পভঙ্গ ও শচীর সতীত্বরক্ষা-বিষয় কথিত হইল; এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? নারদ কহিলেন, হে মুনিসত্তম! সোম-যাগের বিধান এবং বৃহস্পতি কি প্রকারে মহেন্দ্রকে তাহা করাইলেন ও তাহার ফল কিরূপ, এই সমস্ত আমার নিকটে ব্যক্ত করুন। নারায়ণ বলিলেন, মুনে! ব্রহ্মহত্যা-শান্তি সোমযাগের ফল, এই যাগে যজমানের প্রীতমনে এক বর্ষ সোমলতারস প্যান, এক বর্ষ ফল ভোজন ও একবর্ষ জল পান করিতে হয় এই-রূপে বর্ষত্রয় এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইলে সমুদয় পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির ভৃত্যাবেতন-নিমিত্ত বর্ষত্রয়োপযুক্ত অথবা ততোধিক ধান্য সংগৃহীত থাকে, সে সোমরসপানে সমর্থ হয়। হে মুনে! ফলতঃ পূর্ব্বে দেবতা বা মহারাজাই এই যাগ নিষ্পাদনে সমর্থ; ইহা সর্ব্বসাধ্য নহে; কারণ ইহাতে বহুতর অর্থ ও বহুতর দক্ষিণার আবশ্যক। ৪১—৫৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্মন্! এই আমি তোমাকে ইন্দ্রের কিঞ্চিৎ দর্পভঙ্গবিষয় বলিলাম, এক্ষণে সাব-ধানে নিগূঢ় অপর দর্পভঙ্গবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থনান্তে অমৃতরস পানপূর্ব্বক দৈত্যসমূহকে পরা-জয় করিয়া দেবরাজ অতিশয় দর্পান্বিত হইয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, বলিরাজদ্বারা তাহার দর্প চূর্ণ করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে শ্রীভ্রষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগ-বান্ বৃহস্পতির স্তোত্রে ও অদিতিব্রতে তুষ্ট হইয়া অদি-তির গর্ভে অংশকলাদ্বারা বামনরূপে উৎপন্ন হইলেন। পরে কৃপানিধি ভগবান্ বলিরাজের নিকট ছলক্রমে প্রার্থনাপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়া দেবরাজকে দেবরাজ্য ও দেবগণকে পূর্ব্বসম্পদ্ দান করেন। হে মুনে! পুনরায় কালান্তরে ইন্দ্রের দর্প হইলে ভগবান্ দুর্ব্বাসা-দ্বারা তাঁহার শ্রী হরণ করিয়াছিলেন এবং পুনরায় কৃপাবশতঃ কৃপাময় ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রী দান করিলে, পুনরায় সম্পন্মত্ত হইয়া ইন্দ্র গৌতমপ্রিয়াকে হরণ করেন। তখন ইন্দ্র গৌতম মুনির শাপপ্রভাবে ভগাঙ্গ হইয়া গাত্র-বেদনায় অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া ছিলেন। মুনিঋষিগণ তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে হাস্য করিতেন এবং দেবগণ অতিশয় লাঞ্ছিত ও বৃহস্পতি মৃততুল্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ইন্দ্র সহস্র বর্ষ সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার বরে গাত্রের সহস্র যোনিচিহ্ন, সহস্র নেত্ররূপে পরিণত হও-য়ায় সহস্রাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হন। তারাহরণ-নিমিত্ত চন্দ্রের কলঙ্করেখার ন্যায় তাঁহার সেই নেত্রনিকর কলঙ্করূপে অবস্থিত রহিল। হে ব্রহ্মন্! যিনি ভুবন-মণ্ডলের পূজ্যা ও পবিত্রতাকারিণী এবং যিনি শুদ্ধাশয়া মহাভাগা ও কমলা-কলা বলিয়া প্রসিদ্ধা, দেবরাজ কি

প্রকারে সেই নির্ম্মলস্বভাবা মহাসতী গৌতমপ্রিয়া অহল্যাকে হরণ করিয়াছিলেন, এতদ্বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। অতএব হে বেদবিদ্বর! তাহা আমার নিকটে ব্যক্ত করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! একদা অহল্যা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সূর্য্য-পর্ব্বদিনে পুষ্করে আগমন করেন, সেই সময়ে পাকশাসনের দৃষ্টিপথে পতিতা হন। মহেন্দ্র সেই পীনশ্রোণিপয়োধরা সস্মিতা সুদতী শান্তা অহল্যাকে দর্শনমাত্রে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন; পরদিনে আবার অহল্যা, যখন মন্দাকিনীতে নগ্না হইয়া সহাস্যবদনে সলজ্জভাবে একাকিনী স্নান করিতেছিলেন, সেই সময়েও ইন্দ্রের নেত্রপথে পতিতা হন। দেবরাজ তখন অহল্যার বিপুল শ্রোণি ও স্তনযুগল দর্শনে কাম-পীড়িত হইয়া পুনরায় মূর্চ্ছাপন্ন হওয়ায় বিচেতন হই-লেন। পরে ক্ষণমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অহল্যা-সমীপে গমনপূর্ব্বক সবিনয়ে মধুর বাক্যে সেই পতি-ব্রতাকে বলিতে লাগিলেন, শোভনে! তোমার কি অদ্ভুত রূপগুণ! কি কমনীয় নবীন বয়ঃক্রম! শরচ্চন্দ্র-বিনিন্দিত কি আশ্চর্য্য তোমার মুখশ্রী! সুন্দরি! তোমার মনোহর কুটিল কটাক্ষ দর্শনমাত্রে পুরুষের চিত্ত আকর্ষিত হয়; তোমার রমণীয় লোচনদ্বয় পদ্মপ্রভাকে অপহরণ করিয়াছে। তোমার রমণীয় গমন গজ ও খঞ্জনের গতিকেও পরাজয় করিতেছে; তোমার অলৌকিক বাক্য অমৃতাপেক্ষা সুমধুর ও দুর্লভ বলিয়া বোধ হয়। ১—২১। তোমার কি অদ্ভুত মুনি-মানসমোহিনী মনোহরা বিপুলা শ্রোণী, উহা কামের আধার বলিয়া বোধ হয়, কারণ দর্শন মাত্রেই কামি-হৃদয়ে কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে; উহা অতি কঠিনা ও পীনা; উহার দর্শনে রম্ভাস্তম্ভকে বিড়ম্বিত বিবেচনা হয়। তোমার নিতম্বযুগলও চন্দ্র-বিম্বের ন্যায় বর্ত্তুল এবং তোমার ত্রৈলোক্যচিত্তমোহন অত্যুন্নত সুকঠিন শ্রীযুক্ত স্তনযুগ্ম দর্শন করিলে শ্রীফলযুগল বলিয়া বোধ হয়। তপোধন গৌতম কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছেন! যাহার ফলে তাঁহার ভাগ্যে ঈদৃশী পরমাসুন্দরী ভার্য্যা ঘটিয়াছে। তিনি নিশ্চয় বিষ্ণুমায়া সনাতনী প্রকৃতি দুর্গা ও কমলার আরাধনায় ঈদৃশী কমলাসদৃশী কমলাননা সুকোমলাঙ্গী শুদ্ধা সুদতী শীতে সুখোষ্ণা ও গ্রীষ্মে সুখশীতলা তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা সুকঠিনস্তনী বিশালনিতম্বা ক্ষীণমধ্যা পদ্মিনী ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন। সুন্দরি! কামশাস্ত্র-বিশারদ কামদেব বা কামুক চন্দ্র তোমার ন্যায় ললনাকে কিরূপে রমণ করিতে হয় তাহা বিদিত আছেন, তপোধন গৌতম তাহা কি জানিবেন? কামশাস্ত্রে বিচক্ষণ সেই সকল ব্যক্তি এবং উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণও নিরন্তর আমাকে কামশাস্ত্রে নিপুণ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। বরাননে! শচীকে তোমার দাসী করিয়া দিব, তুমি এক্ষণে কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, অনুরাগের অযোগ্য নারায়ণপরায়ণ নিষ্কাম দুর্ব্বল তপস্বী গৌতমকে পরিত্যাগ করিয়া বিপুল ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মী গ্রহণ কর। বিধাতা স্ত্রী-পুরুষ-সংযোজনে সক্ষম বটে, কিন্তু অতিশয় অচতুর; কারণ তিনি ঈদৃশী সুরম্যা কামুকী কামিনীকে তপস্বীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। কামুক ইন্দ্র, এই কথা বলিয়া সানন্দে অহল্যার চরণতলে পতিত হইলে মহাসাধ্বী অহল্যা, তাঁহাকে যথোচিত বেদোক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করি-লেন, ইন্দ্র! তুমি কশ্যপের কু-সন্তান, তোমাদ্বারা তাঁহার, কি তাঁহার পিতা তপস্বী মরীচি ও তৎপিতা ভগবান্ ব্রহ্মারও অভাগ্য প্রকাশ পাইয়াছে। যাহার চিত্ত রমণীকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, কি জপ, কি মৌনব্রত, কি দেবপূজা ও কি তীর্থসেবা; কিছুই তাহার পক্ষে ফল-জনক নহে। স্ত্রীভিন্ন সৃষ্টি হয় না; এই জন্য পরমেশ্বরের আজ্ঞায় বিধাতা কামিগণের মন মুগ্ধ করি-বার নিমিত্ত স্ত্রীরূপের সৃজন করিয়াছেন। নারীরূপ, সর্ব্বপ্রকার মায়ার আধারবিশেষ, মানবগণের কর্ম্মমার্গের অর্গলস্বরূপ, তপস্যার ব্যবধান ও দোষের আশ্রয়। হে পুত্র! উহা সংসারনিবদ্ধ ব্যক্তিগণের কঠিন নিগড়-স্বরূপ এবং পতঙ্গগণের পক্ষে প্রদীপ ও মীনগণের পক্ষে বড়িশের ন্যায় বিপদের আকর। দুগ্ধাবৃত বিষ-কুম্ভস্বরূপ নারীরূপ আপাতমধুর ও পরিণামে দুঃখের কারণ; অধিক কি উহা নরকের সোপান। এইজন্য সনকাদি ঋষিগণ, বিবাহপ্রার্থনা দূর করিয়াছেন, বিশেষ যাহাদিগের মন পর-স্ত্রীতে আসক্ত হয় তাহা-দের সমুদয় কর্ম্মই নিষ্ফল। হে শক্র! কামুক পুরুষ, পরস্ত্রী উপভোগ করিয়া ইহকালে অযশের ভাজন ও পরকালে ঘোরনরকগামী হইয়া থাকে। ২২—৪১। মহাসাধ্বী গৌতমগৃহিণী, এই বলিয়া কামুক ইন্দ্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুতপদে স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর তপস্বী গৌতম-সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে মুনিবর গৌতম মহেন্দ্রের চরিত্র চিন্তা করত হাস্যপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে একদা গৌতম শঙ্করালয়ে গমন করিলে ইন্দ্র গৌতমরূপ ধারণ করিয়া অহল্যাকে সম্ভোগ করিলেন। তখন সর্ব্বজ্ঞ মুনিবর, সমুদয় জানিতে পারিয়া সহসা গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি মহেন্দ্রকে গৃহ হইতে নির্গত হইতে ও পীনশ্রোণিপয়োধরা অহল্যাকে

নির্জ্জনে নগ্না হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া কোপভরে ইন্দ্রকে 'ভগাঙ্গ হও' বলিয়া ও রোরুদ্যমানা ভয়বিহ্বলা পত্নীকে 'তুমি মহারণ্যে পাষাণী হইয়া অবস্থান কর' এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। পরে ইন্দ্র অতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বগৃহে গমন করিলে অহল্যা সভয়ে শোকাকুষ্ট স্বামীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধার্ম্মিক! নির্দ্দোষ এই দাসীকে কি জন্য পরিত্যাগ করিতেছেন? আপনি বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, অতএব ধর্ম্মতঃ বিচার করুন। গৌতম বলিলেন, অহল্যে! তুমি যে মনঃশুদ্ধা সুব্রতা ও পতিব্রতা; তাহা আমি বিদিত আছি; কিন্তু তথাপি তোমাকে পরিত্যাগ করিব; কারণ তুমি উদরে পরবীর্য্য ধারণ করিয়াছ; দেখ, যে কান্তা পরভোগ্যা হয়, সে সকল কর্ম্মেই অপবিত্রা; যে মহামূঢ় ব্যক্তি তাহাতে উপগত হয়, তাহার আকল্পকাল বনবাস হইয়া থাকে। পরভোগ্যা নারীর অন্ন বিষ্ঠা ও জল মূত্রস্বরূপ; তাহার সংশয় নাই। অধিক কি, তাহার স্পর্শমাত্রে পূর্ব্বকৃত পুণ্যসমুদয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে সতি! আমার বাক্য শ্রবণ কর, অনিচ্ছাবশতঃ শৃঙ্গার করিলে উপপতি-সংসর্গহেতু রমণী দুষ্টা হয় না; কিন্তু স্বীয় ইচ্ছাসত্ত্বে পরভোগ্যা হইলে নিশ্চয় দুষ্টা হইয়া থাকে; অতএব তোমার যখন ইন্দ্রকে স্বামী বিবেচনা করিয়া ইচ্ছাক্রমে সুখসম্ভোগের পর আমার দর্শনহেতু জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তখন তুমি দুষ্টা হইয়াছ। অহল্যে! এক্ষণে মহারণ্যে গমনপূর্ব্বক পাষাণরূপিণী হও, পরে শ্রীরামের পদাঙ্গুলি স্পর্শমাত্রে পবিত্রা হইবে। হে কান্তে! তুমি সেই পুণ্যে পুনরায় আগমনপূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে, এক্ষণে মহারণ্যে গমন কর, মুনিবর এই বলিয়া তপস্যার্থ গমন করিলেন। হে মুনে! এই আমি তোমার নিকটে মহেন্দ্রের দর্পভঙ্গবিবরণ এবং তিনি যে প্রকারে গুরুকৃপায় পুনরায় লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, ব্রহ্মন্! স্বয়ং দাশরথি রাম কোন্ যুগে, কি প্রকারে গৌতমপত্নীর মুক্তিসাধন করিয়াছিলেন? হে মহাভাগ! আপনি সেই মনোহর সুখপ্রদ রামাবতার-কথা সংক্ষেপে আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন; আমার উহা শ্রবণ করিতে কৌতুহল হইয়াছে। নারায়ণ ঋষি বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার প্রার্থনায় ত্রেতাযুগে দশরথগৃহে প্রীতমনে কৌশল্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কৈকেয়ীর গর্ভে রামতুল্য গুণশালী ভরত, আর সুমিত্রার গর্ভে গুণার্ণব লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সমুৎপন্ন হন। পরে শ্রীরাম, বিশ্বামিত্রের উপদেশক্রমে সীতা-গ্রহণ নিমিত্ত লক্ষ্মণের সহিত সুরম্য মিথিলানগরে যাত্রা করেন। জগদীশ্বর রাম গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে পাষাণরূপা কামিনীকে দেখিয়া বিশ্বামিত্রের নিকটে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মিষ্ঠ মহাতপা বিশ্বামিত্র রামবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে সমস্ত গূঢ় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। তখন ভুবনপাবন রাম, বিশ্বামিত্রমুখে কারণ জানিয়া পদাঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র সেই পাষাণী পূর্ব্ববৎ পদ্মিনী কামিনী হইল। অনন্তর সেই অহল্যা, শ্রীরামকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভর্ত্তৃভবনে গমন করিলে, মুনিবর গৌতমও ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীরাম-উদ্দেশে পরম শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। হে নারদ! অনন্তর শ্রীরাম মিথিলায় গমনপূর্ব্বক হরধনু ভঙ্গ করিয়া, সীতার পাণি গ্রহণ করিলেন। তিনি বিবাহান্তে পরশুরামের দর্প হরণ করিয়া রমণীয় অযোধ্যানগরে উপস্থিত হইলে, নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুক ও মঙ্গলাচরণ হইতে লাগিল। পরে রাজা দশরথ, পুত্র রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত সপ্ততীর্থোদকপূর্ণ কুম্ভসকল আহরণপূর্ব্বক মুনিপুঙ্গবগণকে রাজসভায় আনয়ন করিয়া সর্ব্বগুণাকর শ্রীরামের অধিবাসকার্য্য সমাধা করিলে ভরতমাতা কৈকেয়ী তদ্দর্শনে শোকবিহ্বলা হইয়া রাজার নিকটে পূর্ব্বস্বীকৃত বর প্রার্থনা করিলেন। পরে তিনি অঙ্গীকারপাশে বদ্ধ হইলে, রামের বনবাস ও ভরতের রাজত্ব প্রার্থনা করায়, মহারাজ দশরথ সেই বর দান করিবার নিমিত্ত নিমেষমাত্রে শোকে মোহিত হইলে, সুবুদ্ধি রামচন্দ্র ধর্ম্মসত্যভয়ে নৃপতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—পিতঃ! মনুষ্য তড়াগদানে যে ফল লাভ করে, বাপী দান করিলে ততোধিক ফল লাভ করিয়া থাকে; ইহার সংশয় নাই। আবার মনুষ্যের দশবাপীদানে যে পুণ্য হয়, কন্যাদানে ততোধিক পুণ্য হইয়া থাকে; দশ-কন্যাদানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নরাধিপ একবার যজ্ঞানুষ্ঠানে ততোধিক ফলভাগী হন। পুণ্যবান্ ব্যক্তি শতযজ্ঞে যে পুণ্য লাভ করেন, পুত্রমুখ দর্শন করিলে ততোধিক পুণ্য হইয়া থাকে; মনুষ্যের শতপুত্র দর্শনে যে ফল হয়, পুণ্যবান্ ব্যক্তি এক সত্য পালন করিলে সেই পুণ্য লাভ করিতে পারেন। হে

পিতঃ! সত্য অপেক্ষা পরম বন্ধু ও মিথ্যা অপেক্ষা মহৎ পাতক এবং গঙ্গার সমান তীর্থ ও কেশব অপেক্ষা পরম দেবতা আর কেহই নাই। ১—২১। মহারাজ! ধর্ম্ম হইতে বন্ধু কেহই নহে; ধর্ম্ম অপেক্ষা ধন ও ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রিয় কোন পদার্থই নাই; অতএব যত্ন পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন। হে তাত! স্বধর্ম্ম রক্ষিত হইলে নিরন্তর সর্ব্বস্থানে মঙ্গল; যশ, সুপ্রতিষ্ঠা, প্রতাপ ও পূজ্যতা হইয়া থাকে। আমি ধর্ম্মানুসারে আপনার সত্যপালননিমিত্ত গৃহসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাসী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিব। ইচ্ছা বা অনিচ্ছাবশতই হউক, যে সত্য শপথ করিয়া তাহা প্রতিপালন না করে; তাহার মরণান্ত অশৌচ হয়; চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক-নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিণামে তাহাকে সপ্তজন্ম মূক ও কুষ্ঠরোগী মনুষ্য হইতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বলিয়া জটা-বল্কল ধারণপূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহারণ্যে গমন করিলেন। হে মুনে! অনন্তর মহারাজ দশরথ, পুত্রশোকে স্বদেহ ত্যাগ করিলেন। এদিকে শ্রীরামও পিতৃসত্য-পালনার্থ বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে কিছুকাল গত হইলে রাবণ-ভগিনী সূর্পণখা ভ্রাতার সহিত সকৌতুকে সেই ভয়ঙ্করমহারণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরামকে দর্শন করিল। তখন সেই কুলটা রাক্ষসী, কামার্ত্তা ও পুলকাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গী হইয়া কামশরে মূর্চ্ছিতা হইল। অনন্তর সেই সদাযৌবন-যুক্তা অতি প্রৌঢ়া কাম-দুর্ম্মদা কামিনী শ্রীরাম-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক সহাস্যবদনে বলিতে লাগিল। সূর্পণখা বলিল, হে রূপগুণাকর ঘনশ্যাম রাম! এই বিজন বনে আমি তোমার ভাবানুরক্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছি, অতএব আমাকে বনিতারূপে গ্রহণ কর। নারদ! ধার্ম্মিক রামচন্দ্র, সূর্পণখার বাক্য শ্রবণে ধর্ম্মকে স্মরণ করিয়া শাপভয়ে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! আমার ভার্য্যা উপস্থিত আছে। অতএব ভার্য্যা-বিহীন আমার অনুজের নিকটে গমন কর; কারণ, ভার্য্যাভাবে দুঃখিত প্রিয়ব্যক্তিকেই ভজনা করা কর্ত্তব্য, অপর সুখাশ্রিতকে আশ্রয় করা উচিত কার্য্য নহে। সেই রাক্ষসী রামবাক্য শ্রবণে সানন্দে লক্ষ্মণের নিকটে গমন করিয়া লক্ষণান্বিত শান্ত কমনীয় লক্ষ্মণকে দর্শনপূর্ব্বক, হে মহাভাগ! আমাকে ভজনা কর, বারংবার এই কথা বলিতে লাগিল। লক্ষ্মণ তাহার বাক্য শ্রবণ করত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, অয়ি মূঢ়ে! সর্ব্বপ্রভু রামকে ত্যাগ করিয়া এই দাসকে কি কারণে ইচ্ছা করিতেছ? দেখ, আমার পত্নী সীতার দাসী ও আমি সীতার দাস। হে সতি! তুমি সর্ব্বেশ্বর রামের নিকটে গমন কর, তাহা হইলে প্রভুপত্নী হইবে এবং আমি সীতার যেরূপ পুত্র আছি, তোমারও সেইরূপ হইব। কামজ্বত-চিত্তা মূঢ়া সূর্পণখা লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল। সেই সময় তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইতে লাগিল। সূর্পণখা বলিল, নির্ব্বোধ! আমি কামবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি, যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমাদিগের উভয়েরই বিপত্তি ঘটিবে। ২২—৪০। দেখ, মোহিনীকে পরিত্যাগনিবন্ধন ব্রহ্মা বিশ্বের অপূজ্য এবং রম্ভা-শাপে দক্ষ ছাগমুণ্ড হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! উর্ব্বশীর অভিসম্পাতে স্বর্বৈদ্য যজ্ঞভাগবিবর্জ্জিত এবং মেনকার শাপে কুবের রূপ-বিহীন হন। কামদেব ঘৃতাচীর পাপে শিবনেত্রবহ্নিতে ভস্মীভূত এবং মদালসার অভিসম্পাতে বলিরাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন, আর দেখ যেমন মিশ্রকেশীর শাপে বৃহস্পতির ভার্য্যা অপহৃতা হয়, সেইরূপ আমার শাপে রামের ভার্য্যাও অপহৃতা হইবে। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি, মাধ্যন্দিনশাখায় এইরূপ উক্তি আছে যে, ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিরও স্বয়মুপ-স্থিতা কামাতুরা যৌবনাবস্থা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে, যে এই অধর্ম্মাচরণ করে, সে ইহকালে বিপদ্গ্রস্ত ও দেহান্তে নরকগামী হয়। তখন লক্ষ্মণ, সূর্পণখার বাক্য শ্রবণে তীক্ষ্ণধার অর্দ্ধচন্দ্রবাণ দ্বারা অনায়াসে তাহার নাসিকা ছেদন করিলেন। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত খর-দূষণনামক তাহার ভ্রাতৃদ্বয়, সসৈন্যে যুদ্ধ করত লক্ষ্মণাস্ত্রে যমালয়ে গমন করিল। তখন সূর্পণখা চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস ও খরদূষণকে মৃত দেখিয়া রাবণকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া পুষ্করতীর্থে গমন করিল, পরে তথায় তপস্যা-চরণ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে বর প্রাপ্ত হইল। নারদ! কৃপাসিন্ধু সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা সেই নিরাহারা কৃশা তপস্বি-নীকে দর্শন করত তাহার মনোভাব পরিজ্ঞাত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, সূর্পণখে! তুমি দুষ্প্রাপ্য রামকে কিংবা সর্ব্বলক্ষণান্বিত জিতেন্দ্রিয়-প্রবর লক্ষ্মণকে প্রাপ্ত হইতে নাপারিয়া এইরূপ, দুষ্কর তপস্যা করিতেছ, তাহা আমি বিদিত হইয়াছি। বরাননে! তুমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবাদিরও ঈশ্বর প্রকৃতি হইতে অতীত শ্রীরামকে জন্মান্তরে ভর্ত্তারূপে লাভ করিবে। ব্রহ্মা এই বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলে সূর্পণখা পরমানন্দে বহ্নিতে দেহ ত্যাগ করিয়া কুব্জা-

রূপে উৎপন্না হয়। এদিকে মায়াবী রাক্ষসেশ্বর রাবণ, সুর্পণখার বাক্য শ্রবণে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া মায়াবলে সীতাকে হরণ করিল; হে মুনে! অনন্তর শ্রীরাম সীতার অদর্শনে বহুকাল মূর্চ্ছাপন্ন হইলে ভ্রাতা লক্ষ্মণ আধ্যাত্মিক বাক্যে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। হে মুনে! পরে শ্রীরাম, শোকাকুল হইয়া দিবা-রাত্রি কখন গহনে, কখন পর্ব্বতে, কখন কন্দরে, কখন নদে ও কখন বা মুনিগণের আশ্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রভু শ্রীরাম, এইরূপে বহুকাল অন্বেষণ করিয়াও সীতাকে না দেখিয়া স্বয়ং সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলেন। অনন্তর শ্রীরাম, অঙ্গীকার পালনার্থ অবলীলাক্রমে বালীকে নিধন করিয়া মিত্র সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করেন। পরে বানররাজ সুগ্রীব, সীতার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে দূত সকল প্রেরণ করিলেন। তখন শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪১—৫৯। অনন্তর জগদীশ্বর রাম, হনুমানকে বরদানপূর্ব্বক তাহার করে রমণীয় নিজ রত্নাঙ্গুরীয় অর্পণ করিয়া তাহাকে সীতার প্রাণধারণের কারণীভূত কতিপয় শুভসন্দেশ বাক্য বলিয়া দিলেন এবং প্রীতমনে তাহাকে আলিঙ্গনান্তে সুদুর্লভ পদরেণু দান করিয়া দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে রুদ্রাংশসম্ভূত মহাবলশালী হনূমান্ রামকথিত সন্দেশবাক্য গ্রহণ করিয়া সীতার অন্বেষণহেতু লঙ্কাদ্বীপে গমন করিলেন। অনন্তর অশোককাননমধ্যে শোকক্লিষ্টা নিরাহারা কৃশা সীতাকে দগ্ধ চন্দ্রলার ন্যায় দর্শন করিলেন। সেই তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা সীতা, জটাভার ধারণপূর্ব্বক নিরন্তর ভক্তিসহকারে রাম রাম এই নাম জপ করিতেছেন এবং সেই শুদ্ধাশয়া, সুব্রতা, সুশীলা, পতিব্রতা, দিবনিশি শ্রীরামের চরণকমলধ্যানে নিমগ্না রহিয়াছেন। তখন পবননন্দন হনমান, সর্ব্বতীর্থের পুণ্যদায়িনী ভুবনপাবনী স্বতেজে প্রজ্বলিতা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না মহালক্ষ্মী মাতাকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক সানন্দে শ্রীরামের রত্নাঙ্গুরীয় দান করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা পবনকুমার, সীতাকে কাতরা দেখিয়া, তাঁহার চরণকমল ধারণপূর্ব্বক রোদন করিলেন; পরে তাঁহার জীবনরক্ষাকর রামবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। হনূমান্ বলিলেন, মাতঃ! সমুদ্রপারে শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত বদ্ধপরিকর হইয়া অবস্থিত আছেন এবং বলবান্ কপিবর সুগ্রীব তাঁহার মিত্র হইয়াছেন। শ্রীরাম, বালীকে নিহত করিয়া মিত্র সুগ্রীবকে নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং বালীকর্ত্তৃক অপহৃত ভার্য্যাকে দান করিয়াছেন। আর সুগ্রীব ধর্ম্মতঃ আপনাকে উদ্ধার করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এজন্য বানরগণ আপনার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়াছে। রাজীবলোচন রামচন্দ্র, আমার মুখে আপনার মঙ্গলবার্ত্তা প্রাপ্তমাত্রে গভীর সাগর বন্ধনপূর্ব্বক অচিরে আগমন করিবেন। হে মাতঃ! তিনি অচিরকাল-মধ্যে পাপিষ্ঠ রাবণকে পুত্রবান্ধবের সহিত বিনাশ করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিবেন। মাতঃ! আমি শ্রীরামের অনুগ্রহে অদ্যই নিঃশঙ্কচিত্তে রত্নময়ী লঙ্কাকে ভস্মীভূতা করিব। আপনি সহাস্য বদনে অবলোকন করুন। হে সুব্রতে! আমি লঙ্কাকে মর্কটীডিম্বতুল্য, সমুদ্রকে মূত্রতুল্য ও পৃথিবীকে সরাবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। আমি অর্দ্ধমুহূর্ত্ত মাত্রেই অবলীলাক্রমে পিপীলিকাসমূহের ন্যায় সসৈন্যে রাবণকে সংহার করিতে সমর্থ। হে মদীশ্বরি! হে মহাভাগে! আমি কেবল শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ রাবণকে বিনাশ করিব না; আপনি এক্ষণে ভয় ত্যাগপূর্ব্বক সুস্থা হউন। পতিপরায়ণা সীতা, হনূমানের বাক্যশ্রবণে বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্ব্বক সভয়ে বলিতে লাগিলেন, অয়ি বৎস! শ্রীরাম মদীয় দারুণ শোকার্ণবে পতিত হইয়া জীবিত আছেন ত? সেই প্রভু কৌশল্যানন্দনের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই?। ৬০—৭৯। সেই জানকীজীবন এক্ষণে কীদৃশ কৃশাঙ্গ হইয়াছেন? আমার প্রাণাধিক প্রিয় এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাকেন? বৎস! সত্যই কি স্বয়ং সীতাপতি বদ্ধপরিকর হইয়া সমুদ্রপারে অবস্থান করিতেছেন? সত্যই ত আমার শোকে আমার প্রভুর প্রাণ-বিয়োগ হয় নাই? তিনি কি এই দুঃখদায়িনী পাপাশ্রয়া পত্নীকে স্মরণ করেন? হায়! সেই আমার প্রভু আমার নিমিত্ত কতই দুঃখ ভোগ করিতেছেন। নাথ! পূর্ব্বে আমাদিগের পরস্পর বিচ্ছেদভয়ে কণ্ঠহারও পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু হায়! এক্ষণে আমাদিগের উভয়ের মধ্যে শতযোজন সমুদ্র ব্যবধান রহিয়াছে। হায়! আর কি আমি সেই করুণাসাগর প্রশান্ত কমনীয়মূর্ত্তি নিরতিশয় ধর্ম্মকর্ম্মানুরত প্রভু রামকে দর্শন করিতে পাইব? এই হতভাগিনীর ভাগ্যে পুনরায় কি সেই প্রভুর চরণারবিন্দ-সেবা লাভ হইবে? হায়! যে রমণী পতিসেবা-বিহীনা তাহার জীবন বৃথা। বৎস! আমার ধর্ম্মপুত্র লক্ষ্মণ ত সত্যই জীবিত আছে? সে নিশ্চয় আমার অদর্শনে শোকসাগরে মগ্ন ও ভগ্নদর্প হইয়াছে। সেই বীরপ্রবর ধর্ম্মশীল প্রভুর অনুজ দেবকল্প দেবর লক্ষ্মণ কি সত্যসত্যই আমার মুক্তির নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছে? সত্যই কি আর সেই প্রাণাধিক

প্রিয় ধর্ম্মলক্ষণসম্পন্ন পুণ্যস্বরূপী ধন্য লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইব? মুনে! বায়ুপুত্র, সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর দানপূর্ব্বক অনায়াসে সেই লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিলেন। পরে বায়ুনন্দন হনূমান্, পুনর্ব্বার সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া যে স্থানে রাজীবলোচন রাম উপস্থিত ছিলেন,তথায় অতিবেগে অনায়াসে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জানকীবৃত্তান্ত সমুদয় নিবেদন করিলে সেই রাম সীতার মঙ্গলবৃত্তান্ত শ্রবণে রোদন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তখন লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন এবং সুগ্রীব ও মহাবলপরাক্রান্ত বানরগণও রোদন করিতে লাগিল। নারদ! অতঃপর রঘুনন্দন, শীঘ্র লক্ষ্মণ ও সৈন্যগণের সহিত বদ্ধপরিকর হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কায় গমন করিলেন; হে ব্রহ্মন্! অনন্তর শ্রীরাম সংগ্রামে রাবণকে সবান্ধবে নিহত করিয়া শুভক্ষণে সীতার উদ্ধার করিলেন। পরে সত্যপরায়ণ রাম, সীতাকে পুষ্পকযানে লইয়া শীঘ্র ক্রীড়াকৌতুক-মঙ্গল-সহকারে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র সীতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ক্রীড়াসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন; তখন সীতারাম উভয়েই বিরহজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। শ্রীরাম পৃথিবীতলে সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইলেন এবং নিখিলা পৃথ্বীও আধিব্যাধিশূন্যা হইল। কালে কুশীলব নামে শ্রীরামের ধর্ম্মশীল দুই পুত্র হয়; তাহাদিগের পুত্রপৌত্রাদিক্রমেই সূর্য্যবংশীয় রাজগণের উদ্ভব হইয়াছে। হে বৎস! এই আমি তোমার নিকটে সুখমোক্ষপ্রদ শুভজনক শ্রীরামচরিত বর্ণন করিলাম, উহা সকলের সার এবং ভবসাগরপারের নৌকা স্বরূপ। ৮০—৯১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর কংস দুঃস্বপ্নদর্শনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ও মহাভীত হইয়া আহার-উৎসবশূন্য হইল। পরে সেই সুদুঃখিত কংস, পাত্র মিত্র, বন্ধুবান্ধবগণ এবং পুরোহিতকে সভামধ্যে আনয়ন করাইয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিল। কংস বলিল, হে বান্ধবসকল! হে পুরোহিত মহাশয়! আপনারা সকলে পণ্ডিত, আমি রাত্রিশেষে যে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। এক লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী অতিবৃদ্ধা কৃষ্ণবর্ণা রমণী যেন আমার নগরমধ্যে নৃত্য করিতেছে; তাহার গলদেশে সরক্তচন্দন জবাপুষ্পের মালা, ও পরিধান রক্তবস্ত্র; সেই স্বভাবতঃ অট্টহাসিনীর করদ্বয়ে ভয়ানক তীক্ষ্ণ খড়্গ ও খর্পর বিরাজ করিতেছে এবং এক মুক্তকেশী, ছিন্ননাসা, কৃষ্ণাঙ্গী বিধবা মহাশূদ্রী যেন আমাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহার পরিধান কৃষ্ণাম্বর। অপর এক মলিন চেলখণ্ডধারিণী রুক্ষকেশী রমণী আমার কপালে ও বক্ষে তিলক দান করিতেছে। হে সত্যক! * কৃষ্ণবর্ণ পরিপক্ব ছিন্ন ভগ্ন তালফল সকল যেন শব্দ করত নিরন্তর পতিত হইতেছে এবং এক কুচেলধারী বিকৃতাকার রুক্ষকেশ ম্লেচ্ছ যেন উষাকালে আমাকে ছন্নভগ্ন কপর্দ্দকসমূহ দান করিতেছে। আর এক পতি-পুত্রবতী দিব্যস্ত্রী যেন মহারুষ্টা হইয়া বারংবার আমাকে অভিসম্পাত করত পূর্ণকুম্ভ ভগ্ন করিতেছে এবং এক বিপ্র যেন মহারুষ্ট হইয়া আমাকে অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক রক্তচন্দনচর্চ্চিত অম্লান জবাকুসুমমালা প্রদান করিতেছে। আমার নগরে যেন ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গারবৃষ্টি, ক্ষণে ক্ষণে ভস্মবৃষ্টি ও ক্ষণে ক্ষণে রক্তবৃষ্টি হইতেছে এবং বিকৃতাকার বানর, কাক, কুক্কুর ভল্লুক, শূকর ও গর্দ্দভ যেন ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতেছে, দর্শন করিয়াছি। অরুণোদয়কালে শুষ্ক কাষ্ঠরাশি অঙ্গার, কজ্জল কর্পর ও ছিন্ন নখ সকল আমার দৃষ্টিগোচর হইল এবং এক সতী রমণী যেন রুষ্টা হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করত আমার ভবন হইতে নির্গতা হইলেন; পরিধান পীতবস্ত্র ও সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত-চন্দনচর্চ্চিত। সেই সিন্দূরবিন্দু শোভিতা রত্নভূষণ-ভূষিতা রমণীর গলদেশে মালতীমালা ও হস্তে ক্রীড়াকমল দেখিলাম। আমি পাশহস্ত মুক্তকেশ অতি রুক্ষকার ভয়ঙ্কর পুরুষসমূহকে আমার নগরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি এবং মুক্তকেশী অতি বিকৃতাকারা নগ্না নারী সকল যেন নিরন্তর গৃহে গৃহে সহাস্যবদনে নৃত্য করিতেছে, দর্শন করিয়াছি। কোন এক ছিন্ননাসা অতি ভয়ঙ্করী দিগম্বরী মহাশূদ্রী বিধবা, আমার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতেছে। আমি অতি প্রভাতসময়ে সহাস্যবদনে নির্ব্বাণাঙ্গারযুক্ত ভস্মপূর্ণ ভয়ঙ্কর চিতাসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবং ঐ সকল চিতাসমীপে নৃত্য গীত মহোৎসব ও রক্তবস্ত্রপরিধানকারী মুক্তকেশ পুরুষগণ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ১—২১। আমি সহাস্যবদনে

---

* কংসের পুরোহিতের নাম সত্যক।

দেখিয়াছি, কোন পুরুষ নিরন্তর রক্ত বমন করিতেছে, কেহ ভীষণ নৃত্য করিতেছে, কেহ ধাবিত হইতেছে ও কেহ বা শয়ান রহিয়াছে। হে বান্ধবগণ! আমি গগনমণ্ডলে এককালে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রসূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস অবলোকন করিয়াছি। হে পুরোহিত মহাশয়! উল্কাপাত, ধূমকেতু, ভূমিকম্প, রাষ্ট্রবিপ্লব ও ঝঞ্ঝাবাত-রূপ মহোৎপাত সকলও প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং দেখিয়াছি, বায়ুদ্বারা বিঘূর্ণমান ছিন্ন-স্কন্ধ বৃক্ষসমূহ এবং পর্ব্বত সকল যেন পৃথিবীতলে পতিত হইতেছে। আমি দেখিলাম, কোন ঘোররূপী ছিন্নশিরা এক পুরুষ গৃহে গৃহে নৃত্য করিতেছে, সে দীর্ঘকার ও উলঙ্গ, তাহার করে মুণ্ডমালা রহিয়াছে এবং আশ্রম সকল দগ্ধ, ভস্মপূর্ণ ও অঙ্গারসঙ্কুল হওয়ায় চতুর্দ্দিকে যেন নিরন্তর সকলে হাহাকার করিতেছে, ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভূপতি কংস, সভাস্থলে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, তদীয় বান্ধব সকল স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিনতবদনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। নারদ! পুরোহিত সত্যক যজমান কংসের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ নিশ্চয় করিয়া তৎক্ষণাৎ বিচেতন হইলেন। তখন কংসের পিতা, মাতা ও পত্নীগণ অচিরে তাহার বিনাশ উপস্থিত মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ২২—৩০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, মুনে! তখন বুদ্ধিমান্ শুক্রশিষ্য সত্যকনামক পুরোহিত পরামর্শপূর্ব্বক হিতবাক্যে বলিতে লাগিলেন, সত্যক বলিলেন, হে মহাভাগ! আপনি ভয় পরিত্যাগ করুন, আমি বিদ্যমান থাকিতে আপনার কিছুতেই ভয়ের সম্ভাবনা নাই; এক্ষণে সর্ব্বারিষ্ট-বিনাশন মহেশ্বরের প্রীতিকর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। ধনুর্মখনামক এই যাগে বহুতর অর্থ ও ভূরি দক্ষিণার আবশ্যক। উহা দুঃস্বপ্ন ও শত্রুভীতির বিনাশক। এই যাগের অনুষ্ঠানে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ উৎকট উৎপাত সকল প্রশমিত ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ঐ যাগ সম্পূর্ণ হইলে, সর্ব্বসম্পৎ-প্রদাতা শম্ভু প্রত্যক্ষ হইয়া জরামৃত্যুহর বর দান করেন। পূর্ব্বে মহাবল-পরাক্রান্ত বাণ রাজা, নন্দীশ্বর পরশুরাম ও বলিশ্রেষ্ঠ ভল্ল এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহেশ্বর এই ধনু নন্দীশ্বরকে দান করিলে পর, ধার্ম্মিক নন্দীশ্বর উক্ত ধনু প্রাপ্তে যাগানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করিয়া উহা বাণ রাজাকে প্রদান করেন। পরে বাণ রাজা পুষ্করতীর্থে যাগানুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাসিদ্ধ হইয়া, সেই ধনু পরশুরামকে দান করিয়াছিলেন। তৎপরে কৃপানিধি পরশুরাম কৃপা করিয়া আপনাকে উহা দান করিয়াছেন। রাজন্! অতি কঠিন ঐ ধনু শঙ্করের ইচ্ছায় বিনির্ম্মিত, উহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে সহস্র হস্ত ও প্রস্থে দশ হস্ত। পূর্ব্বে পশুপতি এই ধনুতেই দুর্ব্বহ পাশুপতাস্ত্র যোগ করিয়া দৈত্য সংহার করেন, দেব নারায়ণ ভিন্ন কেহই উহা ভগ্ন করিতে সমর্থ নহে। ১—১০। এই মঙ্গলকর যজ্ঞে ঐ ধনু ও শঙ্করের পূজা করিতে হইবে, আপনি এক্ষণে শীঘ্র আত্মীয় সকলকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক মঙ্গলার্হ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। নরনাথ! যদি এই যজ্ঞে কোনরূপে ধনুর্ভঙ্গ হয় তাহা হইলে নিশ্চয় যজমানের বিনাশ হইবে। ধনু ভগ্ন হইলে, নিশ্চয় যজ্ঞও ভগ্ন হইল; সুতরাং কার্য্য অনিষ্পন্ন হইলে, কে ফল দান করিবে। হে মহামতে! এই ধনুর মূলদেশে ব্রহ্মা এবং মধ্যে স্বয়ং নারায়ণ ও অগ্রে উগ্রপ্রতাপসম্পন্ন মহাদেব অধিষ্ঠিত আছেন। উৎকৃষ্ট রত্নখচিত বিকৃতিভাবশূন্য ঐ ধনু গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রভাকেও প্রচ্ছন্ন করিয়াছে। রাজন্! অন্যের কথা কি, মহাবল অনন্তদেব সূর্য্য এবং কার্ত্তিকেয়ও উহা নত করিতে অশক্ত। পূর্ব্বে ত্রিপুরারি, ঐ ধনুদ্বারাই ত্রিপুরাসুরকে সানন্দে নিহত করিয়াছেন, আপনি এক্ষণে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দতার সহিত মঙ্গলার্হ মহোৎসব আরম্ভ করুন। চন্দ্রবংশ-বিবর্দ্ধন কংস সত্যকের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরন্তর সর্ব্বপ্রকার হিতৈষী সেই সত্যককে বলিতে লাগিলেন, মহাশয়! আমার বিনাশকারী কুলনাশক নন্দনন্দন বসুদেবগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া, এক্ষণে স্বচ্ছন্দে নন্দালয়ে বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই বলশালী বালক মন্ত্রণাবিশারদ মহাবীর বন্ধুবর্গকে এবং পবিত্রা ভগিনী পূতনাকে বিনষ্ট করিয়াছে। সেই বলবর্দ্ধন কৃষ্ণ এক করে গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক মহাবীর মহেন্দ্রকেও পরাভব করিয়াছে। সেই বালক সানন্দে কৃত্রিম গোপবালক ও গোবৎস সকল প্রস্তুতকরণান্তে ব্রহ্মাকে চরাচর সমুদয় ব্রহ্মময় দর্শন করাইয়াছে। হে সত্যক! এক্ষণে সেই বলশালী বালককে হনন করিবার মন্ত্রণা করুন, সে ভিন্ন আমার আর ধরণীতল স্বর্গ ও পাতাল এই ত্রিভুবনে নিশ্চয়ই কেহই শত্রু

নাই। সর্ব্বত্র যে সকল রাজগণ বিদ্যমান আছেন, সকলেই আমার বান্ধব; আর ব্রহ্মা ও স্বয়ং শঙ্কর মহাতপস্বী এবং সর্ব্বাত্মা সনাতন বিষ্ণু সর্ব্বত্র সমদর্শী; সুতরাং তাঁহাদিগের বিপক্ষ হইবার সম্ভব কি? আমি এক্ষণে নন্দনন্দনকে নিহত করিতে পারিলেই ত্রিলোক-পূজিত সপ্তদ্বীপাধিপতি মহান্ সার্ব্বভৌম হই। আমি স্বর্গে দৈত্য-নির্জ্জিত দুর্ব্বল মহেন্দ্রকে পরাজয়-পূর্ব্বক স্বয়ং মহেন্দ্র হইব। ভাস্কর, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত আমারই পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্র, বায়ু, কুবের, যম, ইহা-দিগকেও নিশ্চয় আমি পরাজয় করিব। এক্ষণে আপনি শীঘ্র নন্দব্রজে গমনপূর্ব্বক নন্দ, নন্দনন্দন ও তদ্ভ্রাতা মহাবলী বলরামকে আনয়ন করুন। সত্যক কংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎসময়োচিত নীতিসার সত্য পরম হিতকর বাক্য বলিলেন, মহাভাগ! আপনি অক্রূর, উদ্ধব অথবা বসুদেবকে অভীপ্সিত নন্দব্রজে প্রেরণ করুন। ১১—৩১। কংস সত্যকের বাক্য-শ্রবণে সেই সভায় উপবিষ্ট রত্নসিংহাসনাসীন বসু-দেবকে বলিলেন, বন্ধো! আপনি উপায়বিশারদ ও নীতিশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ; অতএব আপনি নন্দব্রজে কৃষ্ণা-লয়ে গমন করিয়া বৃষভানু, নন্দ, কৃষ্ণ, বলরাম ও সমুদয় গোকুলবাসীদিগকে শীঘ্র এই যজ্ঞস্থলে আনয়ন করুন এবং দূত সকল, রাজগণ ও মুনিগণকে বিজ্ঞাপনার্থ প্রত্রিকা গ্রহণপূর্ব্বক সানন্দে চতুর্দ্দিকে গমন করুক। হে ব্রহ্মন্! নৃপতির বাক্যশ্রবণে বসুদেবের কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল; তখন তিনি দুঃখিতহৃদয়ে সদয়ভাবে বলিতে লাগিলেন, রাজেন্দ্র! এক্ষণে নন্দ বা নন্দনন্দনকে বিজ্ঞাপনার্থ নন্দব্রজে গমন করা আমার উচিত কার্য্য নহে; কারণ যদি নন্দনন্দন এই মহোৎ-সবে আগমন করে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইবে। আর আমি যে তাহাকে আনয়ন করিয়া যুদ্ধ সংঘটন করাইব, ইহা আমার ভাল বিবেচনা হয় না; কারণ তাহা হইলে হয় তোমার, না হয় তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে এবং তাহা হইলেই সকলে এই কথা বলিবে যে, কৃষ্ণের পিতা কৃষ্ণকে আনয়ন করিয়া বিনষ্ট করিল, অথবা বসুদেবকর্ত্তৃক পুত্রদ্বারা নৃপতির নিধন সাধিত হইল। ফলতঃ উভয়ের মধ্যে একের সদ্য মৃত্যু হইবে এবং বহুতর বীর ভূতলে শয়ন করিবে, কারণ যুদ্ধ নিরামিষ হয় না; সুতরাং আমার গমন করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বসুদেবের বাক্যশ্রবণে ভূপতির লোচনদ্বয় রক্ত-পঙ্কজের ন্যায় লোহিত হইয়া উঠিল; তখন সে খড়্গ গ্রহণ করিয়া বসুদেবের বিনাশার্থ ধাবিত হইল। মুনে! তৎক্ষণাৎ মহাবলসম্পন্ন উগ্রসেন হাহাকার করিয়া পুত্র মহারাজ কংসকে নিবারণ করিলেন। তখন বসুদেব কোপাবিষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহে গমন করিলেন। পরে ভূপতি নন্দব্রজে অক্রূরকে শীঘ্র প্রেরণ করিল। অনন্তর সমুদয় দিক্‌পালগণ, ব্রাহ্মণগণ তপস্বিগণ, মুনিগণ ও নানা পরিচ্ছদধারী রাজসমূহ আগমন করিতে লাগিলেন। ৩৫—৪২। তখন সনক, সনন্দ, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, ব্রহ্মতেজ-প্রজ্বলিত ভগবান্ সনৎ-কুমার, কপিল, আসুরি, পৈল, সুমন্ত, সনাতন, পুলহ, পুলস্ত্য, ভৃগু, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, কশ্যপ, দক্ষ, অত্রি, চ্যবন, ভরদ্বাজ, ব্যাস, গৌতম, পরাশর, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, সম্বর্ত্ত, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, উতথ্য, সৌভরি, পর্ব্বত, দেবল, জৈগীষব্য, জৈমিনি, বিশ্বামিত্র, সুতপ, শাকল্য, শাকটায়ন, জাজলি, লাঙ্গলি আপিশলি, শিলানিক, আস্তীক, জরৎকারু, কল্যাণ-মিত্রক, দুর্ব্বাসা, বামদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, কবি, পথ, কণাদ, কৌশিক, পাণিনি, কৌৎস, অঘমর্ষণ, বাল্মীকি, লোমশ, মার্কণ্ডেয়, মৃকণ্ডু, পরশুরাম, সাঙ্কৃতি, অগস্ত্য ঋষি ও নরনারায়ণ আমরা উভয়ে এবং অন্যান্য সশিষ্য সপুত্র মুনিগণ ও তাপস ব্রাহ্মণ সকল তথায় আগমন করিলেন। আর জরাসন্ধ, দন্তবক্র, দাম্ভিক দ্রাবিড়াধিপ, শিশুপাল, ভীষ্মক, ভগদত্ত, মুদ্গল, ধৃত-রাষ্ট্র, ধূমকেশ, ধূম্রকেতু, শম্বর, শল্য, শত্রাজিত, ও শঙ্খ এবং অন্যান্য মহাবলপরাক্রান্ত নৃপতি সকল সমাগত হইলেন এবং সেই সভাস্থলে ক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, মহাবলী, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শাল্ব, কেকয় ও কোশলরাজ উপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ কংস, সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন এবং পুরোহিত সত্যক যজ্ঞদিবস ও যজ্ঞের শুভক্ষণ স্থির করিলেন। ৪৬—৫৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ শান্ত-স্বভাব অক্রূর কংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে শান্ত উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন, বন্ধো! আজি আমার রজনী সুপ্রভাতা, আজি আমার পরম শুভদিন উপস্থিত, নিশ্চয় আমার প্রতি আজ গুরু, বিপ্র, দেবগণ তুষ্ট হইয়াছেন। আজি আমার কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য

স্বয়ং উপস্থিত হইল এবং যে যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি, অদ্য তাহার ফল সমুৎপন্ন হইয়াছে। এতদিন আমি যে কর্ম্মবদ্ধ ছিলাম, আজি সেই বন্ধন-নিগড় ছিন্ন হইল; আমি সংসাররূপ কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিব। সুবিজ্ঞ কংস আজ ক্রুদ্ধ হইয়া, বন্ধুর কার্য্য করিয়াছে; তাহার ক্রোধ আমার ভাগ্যে দেবতার বরতুল্য হইল। বন্ধো! এক্ষণে আমি ব্রজরাজের সম্বর্দ্ধনার্থ ব্রজধামে গমন করিয়া সেই নীলেন্দীবরলোচন নবঘনশ্যাম ভক্তিমুক্তিপ্রদাতা পরমপূজ্য শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিব। দেখিব, তাহার কটিদেশে পীতবসন-ধড়া বিরাজ করিতেছে; অথবা তাঁহাকে ধূলিধূষরিতাঙ্গ কিম্বা চন্দনচর্চ্চিত অথবা তিনি সাহাস্যবদনে সর্ব্বাঙ্গ নবনীতাক্ত করিয়াছেন দর্শন করিব; কিম্বা দেখিব, তিনি বিনোদ-মুরলী-ধ্বনি করিয়া, সকলের মন হরণ করিয়াছেন, কিম্বা গোসমূহকে ইতস্ততঃ চালিত করিতেছেন; কিংবা উপবিষ্ট, কিংবা শয়ান, কিংবা গমন করিতেছেন; অথবা আজ শুভক্ষণে স্বচক্ষে সেই নিদ্রেশ্বরকে অন্য কোন প্রকার দর্শন করিব।১—১০। হে বন্ধো! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ, যে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ধ্যান করেন এবং অনন্ত বিগ্রহ অনন্তদেবও যাঁহার অন্ত বিদিত নহেন, যাঁহার প্রভাব দেবগণ এবং সাধুগণও পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, যাঁহাকে স্তব করিতে দেবী সরস্বতীও ভীতা ও জড়ীভূতা হন, যাঁহার দাস্য-কার্য্যে স্বয়ং মহালক্ষ্মী দাসীরূপে নিযুক্তা আছেন, এবং যাঁহার চরণকমল হইতে সত্ত্বস্বরূপিনী গঙ্গাদেবী নির্গতা হইয়াছেন, যে গঙ্গাদেবী ত্রিভুবনের পূজ্যা এবং দর্শন ও স্পর্শনমাত্রে মনুষ্যগণের জন্ম জরা ব্যাধি হরণ করিয়া থাকেন ও সমুদয় পাতক বিনষ্ট করেন, আর যে হরির চরণকমল, ত্রিলোকজননী দুর্গতিনাশিনী মূলপ্রকৃতি পরমেশ্বরী দেবী দুর্গা, নিরন্তর ধ্যান করেন, এবং স্থূল হইতে স্থূলতর যে মহাবিষ্ণুর লোমকূপ-নিকরে অসংখ্য বিচিত্র বিশ্ব সকল বিরাজ করিতেছে; সেই মহাবিষ্ণুও যে সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশ মাত্র, আজি আমি সেই মায়ামানুষরূপী শ্রীহরিকে দর্শন করিতে গমন করিব। সেই শিশুরূপী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, সকলের অন্তরাত্মা সর্ব্বজ্ঞ প্রকৃতি হইতে অতীত ও ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ; ভক্তগণের প্রতি অনু-গ্রহনিমিত্তই তাঁহার শরীর-ধারণ। তিনি নির্গুণ, নিরীহ, নিরানন্দ, নিরাশ্রয় অথচ সেই পরম পদার্থ, পরম আনন্দস্বরূপ, সেই সানন্দ স্বেচ্ছাময় সনাতন সকলের শ্রেষ্ঠ ও সকলের কারণ; যোগিগণ তাঁহাকে এইরূপে কীর্ত্তনপূর্ব্বক দিবা-নিশি ধ্যান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে পাদ্ম-কল্পে পদ্মযোনি ব্রহ্মা নাভিপদ্মে অবস্থানপূর্ব্বক নিরাহারে কৃশোদর হইয়া সহস্রমন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত যদুদ্দেশে তপস্যা করিয়াও "পুনরায় তপস্যা করিলে আমার দর্শন পাইবে" কেবল একবার মাত্র এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিতে পান নাই; পরে ব্রহ্মা, পুনর্ব্বার তাবৎকাল তপস্যা করিয়া তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক বর লাভ করেন। হে উদ্ধব! আজি আমি এবম্ভূত সেই পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিব। পূর্ব্বে শম্ভু, ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত তপোনুষ্ঠান করিয়া গোলোকধামে জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যে তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার চরণকমলে পরম নির্ম্মল ভক্তি এবং সমস্ত তত্ত্ব, সমুদয় সিদ্ধি ও অমরত্ব বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে উদ্ধব! যে ভক্তবৎসল সেই শঙ্করকে আত্মতুল্য করিয়াছেন, আজ আমি সেই পরমেশ্বরকে অবলোকন করিব। অনন্তদেব নিরাহার ও কৃশোদর হইয়া সহস্র ইন্দ্রের পতন পর্য্যন্ত পরম ভক্তিসহকারে তপস্যা করায় যে পরমাত্মা পরমেশ্বর তাঁহাকে আত্মতুল্য জ্ঞান দান করিয়াছেন, হে উদ্ধব! ঈদৃশ পরমেশকে আজ নয়নগোচর করিব এবং ধর্ম্মদেব, সহস্র ইন্দ্রের পতন-পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া যাঁহার প্রসাদে ধর্ম্মশীলগণের সমুদয় কর্ম্মের সাক্ষী এবং মানবগণের শাস্তা ও কর্ম্ম-ফলদাতা হইয়াছেন, হে উদ্ধব! আজি আমি ঈদৃশ সর্ব্বেশ্বরকে দর্শন করিব। ১১—৩০। অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রপাতে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয় এবং এইরূপ দিনগণনায় যে মাস বৎসর, সেইরূপ শতবৎসরে তাঁহার পরমায়ু; কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণের নিমেষমাত্রে সেই ব্রহ্মারও পতন হইয়া-থাকে; হে উদ্ধব! সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর আজ আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন। হে বন্ধো! যেমন পৃথিবীর ধূলির সংখ্যা হয় না, সেই-রূপ ব্রহ্মা ও বিশ্বের সংখ্যা নাই; মহান্ বিরাট্-পুরুষ, সেই অখণ্ড বিশ্বের আধার এবং প্রতিবিশ্বেই ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মুনিগণ, মনুগণ, সিদ্ধগণ ও মানবাদি চরাচর সমুদয় বিরাজমান আছে; কিন্তু সেই বিরাট্ যাঁহার ষোড়শাংশ মাত্র এবং অনায়াসে সৃষ্ট ও নষ্ট হন, হে উদ্ধব! সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে আজ আমি প্রত্যক্ষ করিব। এইরূপ বলিতে বলিতে অক্রূরের সর্ব্বশরীর পুলকাঞ্চিত হইল, এবং নেত্র হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে থাকিল।

তখন তিনি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি বারম্বার সেই পরিপূর্ণতম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্মরণ করত ভক্তিরসে পূর্ণ হইলেন; তখন উদ্ধব তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বারম্বার প্রশংসা করিয়া সত্বর স্বগৃহে গমন করিলে, অক্রূরও স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। ৩১—৩৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর রাসেশ্বরীযুক্ত রাসেশ্বর, স্বয়ং রমণোৎসুক হইয়া রাসমণ্ডলে সেই রাসেশ্বরীর সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাধিকা সুখসম্ভোগমাত্রে নিদ্রিতা হইয়া দুঃস্বপ্নদর্শনে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দীনভাবে প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অয়ি স্বামিন্! ত্বরায় আমার নিকটে একবার আগমন কর, আমি তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করি; জানি না পরিণামে বিধাতা আমার অদৃষ্টে আর কি ঘটাইবেন। সেই মহাভাগা রাধিকা এই বলিয়া প্রিয়কে স্ববক্ষে ধারণপূর্ব্বক দুঃখিতহৃদয়ে দুঃস্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। রাধিকা বলিলেন, স্বামিন্! আমি যেন রত্নচিত্র ধারণপূর্ব্বক রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা আছি, এমত সময়ে কোন বিপ্র রুষ্ট হইয়া আমার আতপত্র গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি কজ্জলাকার মহাঘোর দুস্তর গভীরসাগরে দুর্ব্বলা বলিয়া আমাকে নিক্ষেপ করিলেন। আমি সেই স্রোতে পতিতা হওয়ায় শোকার্ত্তা ও ব্যাকুলা হইয়া বারম্বার নক্রসঙ্কুল মহা-তরঙ্গবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। তখন হে নাথ! আমায় পরিত্রাণ কর, আমায় পরিত্রাণ কর, এইরূপ পুনঃপুনর্ব্বার বলিয়াও যখন আপনাকে দেখিতে পাইলাম না, তখন দেবতার নিকটে পরিত্রাণের প্রার্থনা করিলাম। হে কৃষ্ণ! আমি সেই তরঙ্গে নিমগ্না হইয়া দেখিলাম, চন্দ্রমণ্ডল গগন হইতে ভূতলে পতিত হইয়া শতখণ্ড হইল। আবার পরক্ষণে দেখিলাম, সূর্য্যমণ্ডল গগনতল হইতে ধরণীতলে পতিত হইয়া চতুঃখণ্ডে বিভক্ত হইল এবং এককালে গগনতলে চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডলকে রাহুকর্ত্তৃক সর্ব্বগ্রস্ত হওয়ায়, অতিশয় কজ্জলাকার হইতে দেখিয়াছি। ক্ষণেকপরে দেখিলাম, এক দীপ্তিমান্ ব্রাহ্মণ ক্রোধভরে আমার ক্রোড়স্থ সুধাকুম্ভ ভগ্ন করিলেন; পরক্ষণে সেই ব্রাহ্মণকে মহারুষ্ট হইয়া আমার নয়নপথবর্ত্তী কোন পুরুষকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে দেখিলাম! হে প্রভো! পরে আমার ক্রীড়াকমলদণ্ড যেন কোন কারণবশতঃ সহসা হস্তস্খলিত হওয়ায় খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল এবং উৎকৃষ্ট রত্নসার-নির্ম্মিত দর্পণ, সহসা হস্ত হইতে পতিত হইয়া কজ্জলাকার ধারণপূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড হইল। ১—১৫। আমার রত্নসারনির্ম্মিত কণ্ঠহার যেন ছিন্ন হইয়া বক্ষঃস্থল হইতে অতি মলিন পদ্মরূপে ধরণীতলে পতিত হইল। পরে আমি দেখিলাম, সৌধপুত্তলিকা সকল ক্ষণে ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে ক্ষণে আস্ফোটন, ক্ষণে ক্ষণে গান ও ক্ষণে ক্ষণে রোদন করিতেছে। অনন্তর দৃষ্ট হইল, কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর চক্র যেন আকাশমণ্ডলে মুহুর্মুহু ভ্রমণ করিতেছে মুহুর্মুহু নিপতিত ও মুহুর্মুহু উৎপতিত হইতেছে; তৎপরেই আমার প্রাণাধিদেব পুরুষ যেন অভ্যন্তর হইতে নিঃসৃত হইয়া বলিলেন, রাধে! বিদায় দাও; আমি তোমার নিকট হইতে চলিলাম এবং এইমাত্র আমি দেখিলাম, কোন কৃষ্ণবস্ত্র-পরীধানা কৃষ্ণবর্ণা প্রতিমা আমাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল। হে প্রাণবল্লভ! স্বপ্নযোগে এইরূপ বিপরীত ঘটনা দর্শন করিয়াছি, আমার দক্ষিণ অঙ্গ নৃত্য করিতেছে, প্রাণ আন্দোলিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে ও সমুদ্বিগ্ন চিত্তকে যেন শোক সকল আকর্ষণ করিতেছে। অতএব হে নাথ! হে বেদবিদ্বর! আমার এ কি হইল? এ কি হইল? এইরূপ বলিতে বলিতে রাধিকার কণ্ঠ, ওষ্ঠ তালু শুষ্ক হওয়াতে তখন তিনি ভীতা ও শোকবিহ্বলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে নিপতিতা হইলেন। তৎকালে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ, স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে সেই দেবীকে তৎক্ষণাৎ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া আধ্যাত্মিক যোগ-কথনদ্বারা প্রবোধিতা করিলেন। তখন সেই দেবী নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিয়া নিজকান্ত শান্তমূর্ত্তি ভগবান্‌কে স্ব-বক্ষে ধারণপূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিলেন। ১৬—২৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! অনন্তর কামমোহন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বিরহ-ব্যাকুলা দেখিয়া স্বীয় বক্ষে ধারণপূর্ব্বক ক্রীড়া-সরোবরে গমন করিলেন। মুনে! গগনমণ্ডলে সৌদামিনী যেমন নূতন জলধরে শোভা পায়, সেইরূপ রাজরাজেশ্বরী রাধিকাও তখন শ্রীকৃষ্ণের

বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপানিধি কৃপা করিয়া রাধিকার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলে স্বর্ণমণিতে মারকতমণির যে প্রকার শোভা হয়, রাধাকৃষ্ণেরও সেইরূপ শোভা হইল। তাঁহাদিগের রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত বিহারমন্দিরে রত্নপ্রদীপ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, রত্নভূষণভূষিত রসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, রমণীয় রসরত্নাকরে নিমগ্ন হইয়া রত্ননির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে শয়নপূর্ব্বক সকৌতুকে রত্নভূষণ-ভূষিতা সাক্ষাৎ রত্নস্বরূপা রাধিকার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সুরতক্রীড়া বিরত হইলেও মনোরথ বিরত হইল না। রাসেশ্বরী রাধিকা তখন রাসমণ্ডলস্থ রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, কমলাকান্ত! যেমন প্রভাতকালে সূর্য্যোদয় হইলে মহৌষধি সকল ম্লান হয়, তদ্রূপ আপনার অদর্শনে আমি ম্লানা ও মৃতকল্পা হই এবং আপনার সহবাসে প্রফুল্লিতা হইয়া থাকি। নাথ! আমি তোমার সহিত মিলিতা হইলে নিশাকালীন দীপশিখার ন্যায় দীপ্তিশালিনী হই, কিন্তু তোমার বিরহে কৃষ্ণপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় আমার ক্ষীণতা হয়। ১—৮। কান্ত! যখন আমি তোমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করি, তখন আমার পূর্ণচন্দ্রের প্রভার সমান দীপ্তি হয় আর তোমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে, অমাবস্যার চন্দ্রকলার ন্যায় সদ্য মৃতকল্পা হই। নাথ! আমি তোমার সহিত সঙ্গতা হইলে ঘৃতাহুতিলাভে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রভাশালিনী হই। আর শিশিরে পদ্মিনী যেরূপ ম্লানা হয়, তোমাবিহনে আমারও সেই প্রকার অবস্থা ঘটে। চন্দ্র-সূর্য্য অস্তমিত হইলে ধরা যে প্রকার গাঢ়ান্ধকারগ্রস্তা হয়, তুমি আমার নিকট হইতে গমন করিলে সেইরূপ চিন্তাজ্বর আমাকে গ্রাস করে। প্রভো! অরুণোদয়ে যেরূপ তারাবলী পরিভ্রষ্টা হয়, সেই প্রকার তোমার অদর্শনে আমার বেশভূষা রূপ যৌবন ও চেতন ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। নাথ! তুমি সকলেরই আত্মা বটে, কিন্তু বিশেষ আমার আত্মারূপী ; সুতরাং তোমার অভাবে আত্মবিহীন তনুর ন্যায় আমারও অবস্থা ঘটিয়া থাকে। হে কান্ত! তুমিই আমার পঞ্চপ্রাণবায়ুতুল্য ; দৃষ্টি-পুত্তলিকা ভিন্ন যেরূপ কেবল কৃষ্ণবর্ণ গোলক্ষেত্রের দর্শনশক্তি থাকে না, সেইরূপ তোমা ব্যতীত আমিও মৃতা হইয়া থাকি। চিত্রযুক্ত স্থলের ন্যায় তদ্‌যুক্ত আমারও শোভা হয় এবং তোমার বিচ্ছেদে তৃণাচ্ছন্না ভূমির ন্যায় আমিও অসংস্কৃতা হইয়া থাকি। হে কৃষ্ণ! চিত্রযুক্তা হইলে মৃন্ময়ী প্রতিমার যে প্রকার শোভা হয়, তোমার সহিত মিলিত হইলে আমিও সেইরূপ শোভা ধারণ করি এবং তোমাবিনা জলধৌত মৃত্তিকাময় মৃন্ময়ীপ্রতিমার সমান শ্রীভ্রষ্টা হই। নাথ! শ্বেত মণির সহযোগে স্বর্ণহারের যেরূপ শোভা হয়, সেই প্রকার রাসেশ্বর তোমার সহিত মিলিত হইলেই গোপাঙ্গনাগণ শোভাসম্পন্ন হইয়া থাকে। ৯—১৭। হে ব্রজরাজ! আকাশমণ্ডলে তারকারাজি যেরূপ চন্দ্রের সহিত বিরাজিত হয়, রাজগণও সেই প্রকার তোমার সহিত সঙ্গত হইয়া বিরাজ করিতে থাকে। নন্দনন্দন! তরুরাজি যে প্রকার শাখা, ফল ও স্কন্ধদ্বারা বিরাজিত হয়, সেইরূপ যশোদা ও নন্দের তোমা দ্বারা শোভা হইতেছে। হে গোকুলেশ! রাজেন্দ্রসমাগমে লোক যে প্রকার শোভা ধারণ করে, সেইরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া গোকুলবাসী শোভমান হয়। হে রাসেশ! স্বর্গে অমরাবতী যে প্রকার দেবরাজলাভে শোভিতা হয়, রাসমণ্ডলও তোমার অধিষ্ঠানে সেইরূপ মনোহর শোভা ধারণ করে। ফলতঃ বৃন্দাবন ও বৃন্দাবনের বৃক্ষসমূহের তুমিই শোভা, তুমিই গতি ও তুমিই পতি। অন্য বলশালীদিগের মধ্যে কেশরী যেমন সর্ব্বপ্রধান বলবান্, সেই প্রকার বৃন্দাবনবাসিগণের মধ্যে তুমিই বলবানের শ্রেষ্ঠ। তোমার অদর্শনে যশোদা বৎসহারা সুরভির ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্না হইয়া ব্যাকুলচিত্তে রোদন করিতে থাকেন এবং তোমাকে না দেখিতে পাইলে তপ্তপাত্রস্থ ধান্যসমূহের ন্যায় নন্দের প্রাণ আন্দোলিত ও মানস দগ্ধ হইতে থাকে। রাধিকা, এইরূপ বলিয়া পরম প্রেমভরে হরিপদে পতিতা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে আধ্যাত্মিক যোগ বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন। নারদ! তীক্ষ্ণধার কুঠার যে প্রকার বৃক্ষসকলের ছেদনের হেতু, সেইরূপ আধ্যাত্মিক মহাযোগও শোকনাশের কারণ বলিয়া পরিগণিত। ১৮—২৬। নারদ বলিলেন হে বেদ-বিদ্বর! জীবগণের শোকনাশক সেই আধ্যাত্মিক মহাযোগ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে, অতএব তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! সেই আধ্যাত্মিক মহাযোগ যোগীদিগেরও অজ্ঞাত এবং তাহা নানা প্রকার ; কেবল স্বয়ং হরিই সমুদয় বিদিত আছেন। হে মুনে! পূর্ব্বে তপস্বিপ্রবর বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ প্রিয় ভগবান্ ত্রিপুরারি, সহস্র-ইন্দ্রপাত পর্য্যন্ত তপস্যা করায় রাধিকেশ্বর তাঁহার প্রতি পরমপ্রীত হইয়া গোলোকধামে আধ্যাত্মিক যোগের কিঞ্চিদংশ বলিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মনন্দন! পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে পদ্মযোনি

পুষ্করতীর্থে শতইন্দ্রপাত পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করাতে কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে কৃশোদর, নিশ্চেষ্ট ও অস্থি-সার দেখিয়া কৃপা করত সাদরে সেই যোগের কিয়দংশ তাঁহার নিকটে প্রকাশ করেন এবং পূর্ব্বে কৃপানিধি কর্ম্মিপ্রবর ধর্ম্মকেও সিংহক্ষেত্রে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত তপোনুষ্ঠান-হেতু কৃশোদর দেখিয়া কৃপাবশতঃ কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক বিষয় বলিয়াছিলেন। আর শত ইন্দ্র পর্য্যন্ত তপস্যা করায় আমার নিকটেও কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছেন। নারদ! সনৎকুমার ও অনন্তদেবও সুচির কাল তপোনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার নিকটে ঐ যোগের কিঞ্চিন্মাত্র লাভ করিয়াছেন এবং ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, হিমালয়ে তপস্বী কপিলদেব ও পুষ্করে ভাস্কর-দেব বহুকাল তপস্যা করায় তাঁহাদিগের নিকটে আর নিগূঢ়ভক্ত প্রহ্লাদ এবং পরম তপস্বী দুর্ব্বাসা ও ভৃগুর নিকটেও কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন। মুনিবর! কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ, রমণীয় ক্রীড়াসরোবরে শোকার্ত্তা রাধিকাকে সেই যোগবিষয়ক যেরূপ বলিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৭—৩৮। সেই সময়ে যোগি-গণের গুরু শ্রীকৃষ্ণ, রসিকাযোগিনী রাধিকাকে বিরসা দেখিয়া বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে কিঞ্চিৎ অধ্যাত্মিকবিষয় কীর্ত্তন করেন,—জাতিস্মরে! আপ-নাকে স্মরণ কর, প্রিয়ে! কি কারণে সমুদয় গোলোক-বৃত্তান্ত ও শ্রীদামের অভিশাপ বিস্মৃতা হইতেছ? মহাভগে! শ্রীদামের সেই শাপহেতু আমার সহিত তোমার কিঞ্চিদ্দিন বিচ্ছেদ ঘটিবে বটে, কিন্তু পুনরায় আমাদিগের মিলন হইবে। প্রিয়ে! পুনরায় আমি নিজালয় গোলোকে গগনপূর্ব্বক গোলোকবাসী গোপ-গোপাঙ্গনাদিগের সহিত এইরূপ মিলিত হইব। এক্ষণে আমি তোমার নিকটে শোকঘ্ন হর্ষপ্রদ সকলের সার, চিত্তের সুখজনক কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রিয়তমে! আমি সকলের অন্তরাত্মা সর্ব্বকর্ম্মে নির্লিপ্ত এবং সর্ব্বজীবে অবস্থিত হইয়াও সর্ব্বত্র অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছি। বায়ুদেব যে প্রকার সর্ব্বত্র সর্ব্ব জন্তুতে বিচরণ করিয়াও লিপ্ত নহেন, সেইরূপ আমি নির্লিপ্ত অথচ সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী। সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে বিদ্যমান, জীবাত্মা আমার প্রতিবিম্ব মাত্র, সেই জীবাত্মাই নিরন্তর কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। যে প্রকার জলপূর্ণ ঘটে চন্দ্র-সূর্য্যমণ্ডল প্রতিবিম্বরূপে বিরাজ করে, আবার সেই ঘট ভগ্ন হইলে সেই প্রতিবিম্বও চন্দ্রসূর্য্যে সংশ্লিষ্ট হয়, সেইরূপ দেহী বিনষ্ট হইলে আমার প্রতিবিম্ব জীবও আমাতে বিলীন হইয়া থাকে। আমি সমুদয় প্রাণিগণের জীবরূপে দৃষ্ট ও আত্মরূপে অদৃষ্ট হইয়া আছি। আমি সর্ব্বত্র-সর্ব্বদা সর্ব্বদ্রব্যে অধিষ্ঠিত আছি, আমি শরীর ধারণ করিলেই সগুণ হই, নতুবা নিরাকার নির্গুণ ৩৯—৪৯। সুন্দরি! সমুদয় দ্রব্যই নশ্বর ও তাহা আমি, তবে কোন স্থলে আমার অধিক আবির্ভাব ও কোন স্থলে অল্প আবির্ভাব হইয়া থাকে। কোন কোন দেবতা আমার অংশ, কোন কোন দেবতা কলা এবং কোন কোন দেবতা কলাকলার অংশাংশ ও কোন কোন দেবতা আবার তাহারও অংশাংশসম্ভূত। সূক্ষ্ম প্রকৃতি-দেবী আমার অংশজাতা, তিনি স্বরস্বতী, কমলা, দুর্গা, তুমি ও সাবিত্রী এই পঞ্চ প্রকার মূর্ত্তিতে বিভক্তা হইয়াছেন। আর যাবতীয় মূর্ত্তিধারী দেবগণ দেখি-তেছ, সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, কেবল পরমাত্মা আমিই ভক্তগণের ধ্যানানুরোধে নিত্যদেহ ধারণ করি-তেছি। হে রাধে! যাহারাই প্রকৃতিজাত, তাহারাই প্রাকৃতিক কল্পে বিনষ্ট হয়, কেবল আমিই গাত্র অগ্রেও যেরূপ পরেও সেইরূপ অবস্থিত থাকিব, আমার লয় কখনই হয় না। আর আমি তুমি একই পদার্থ, যেমন দুগ্ধ ও দুগ্ধধাবল্যের কখনই পার্থক্য হয় না, সেইরূপ আমাদিগেরও নিশ্চয় ভেদ নাই। যে বিরাটপুরুষের লোম-নিকরে নিখিলবিশ্ব অবস্থিত আছে, সৃষ্টিকালে আমিই সেই মহান্ বিরাট্ হইয়া থাকি এবং আমার অংশজাতা তুমিও সেই সময়ে নিজাংশ দ্বারা তাঁহার মহতী কামিনী হইয়া থাক। সতি! সৃষ্টিকালে যাহার নাভিকমল হইতে সমুদয় বিশ্বের কারণীভূত ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ক্ষুদ্র বিরাট্ও আমি এবং আমিই বিষ্ণু ও মহেশ্বর; ফলতঃ সকলেই আমার অংশে উৎপন্ন। আর তুমিও নিজ অংশে সেই ক্ষুদ্র বিরাটের সদা শুভগা বৃহতী শ্রীরূপা পত্নী হইয়া থাক। দেবি! প্রত্যেক বিশ্বেই এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিরাজমান আছে। ৫০—৫৮। দেবি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার অংশ হইতে সমু-ভূত, এবং অন্যান্য সমুদয় চরাচরমণ্ডল আমার কলাং-শের অংশকলায় সমুৎপন্ন হইয়াছে। বৈকুণ্ঠধামে আমিই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে ও তুমি মহালক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেছ। সেই বৈকুণ্ঠ গোলোকের ন্যায় বিশ্বের বহির্ভাগে ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত। তুমিই সেই স্থানে সরস্বতীরূপে ও ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মপ্রিয়া সাবিত্রীরূপে আর শিবলোকে মূলপ্রকৃতি পরমে-শ্বরী শিবারূপে অধিষ্ঠিতা আছে। ঐ শিবারূপিণী তুমিই দুর্গনামক অসুরকে সংহার করায় সর্ব্বদুর্গতি-

নাশিনী দুর্গানামে অভিহিতা হইয়া থাক ; সেই সৌভাগ্যশালিনী শিবগৃহিণী শিবাই দক্ষকন্যা হন! পরে তিনিই আবার পর্ব্বতকন্যা হওয়ায় কৈলাসে পার্ব্বতী বলিয়া প্রসিদ্ধা। আর তুমিই স্বীয় অংশে সিন্ধুকন্যা হইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতেছ এবং আমিই স্বীয় অংশদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ ধারণ করিয়াছি। তুমিই লক্ষ্মী, শিবা, ধাত্রী ও সাবিত্রী এবং গোলোকে স্বয়ং রাসেশ্বরী রাধা আর পুণ্য বৃন্দাবনে বৃন্দা ও বিরজাতটে বিরজা, এই পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিকাশ পাইতেছে। সুন্দরি! তুমি শ্রীদামের শাপহেতু ভারত ও বৃন্দাবনকে পবিত্র করণার্থ পুণ্যভূমি ভারতে আগমন করিয়াছ। বিশ্বের সমুদয় যোষিদ্‌গণই তোমার কলাংশের অংশকলায় সমুৎপন্ন, সুতরাং যে রমণী, সেই তুমি; আর যে পুরুষ সেই আমি ; আমি অংশবিশেষে বহ্নিরূপী হইলে তুমিও স্বীয় অংশে স্বাহা নামে দাহিকাশক্তি-রূপিণী আমার প্রিয়া হইয়াছ ; আমি তোমার সহিত একত্রিত থাকিলেই সমুদয় বস্তু দগ্ধ করিতে সমর্থ, আর তোমার বিচ্ছেদে তাহাতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ৫৯—৬৮। এবং আমি কলাদ্বারা দীপ্তিমানদিগের মধ্যে সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইলে তুমিও প্রভারূপে আমার সহিত মিলিতা হইয়াছ, তোমার মিলন ব্যতীত আমি দীপ্তমান হইতে পারি না। আমি অংশক্রমে চন্দ্ররূপী হইলে, তুমিও শোভারূপিণী আমার প্রিয়া রোহিণী হইয়াছ। সুন্দরি! আমি তোমার সহযোগেই সকলের নিকটে মনোহর নতুবা নহি। এবং আমি কলাদ্বারা ইন্দ্র আর তুমিও সতী স্বর্গলক্ষ্মী হইয়াছ, তোমার সহিত অবস্থিত থাকিলেই আমি দেবগণের রাজা নতুবা হতশ্রী হইয়া থাকি। আমি স্বীয় অংশবিশেষে ধর্ম্মরূপী হইলেই তুমিও মূর্ত্তিরূপিণী হইয়া আমার প্রিয়া হইয়াছ, ধর্ম্ম-ক্রিয়ারূপিণী তোমাভিন্ন আমি ধর্ম্মকৃত্যে অশক্ত। আমি কলাদ্বারা যজ্ঞরূপী ও তুমি নিজ অংশে দক্ষিণা-রূপিণী হইয়াছ ; আমি তোমার সহিত সঙ্গত থাকিলেই যজ্ঞফলদানে সমর্থ নতুবা নহি। আমি কলাদ্বারা পিতৃলোক হইলে তুমিও স্বীয় অংশে সতীস্বধারূপিণী প্রিয়া হইয়াছ, তোমার সহযোগেই আমি কব্য গ্রহণে সমর্থ নতুবা নহি। আমি ঐশ্বর্য্যশালী, তুমি সম্পৎস্বরূপা, সুতরাং লক্ষ্মীরূপিণী তোমার যোগেই আমি লক্ষ্মীযুক্ত, নতুবা লক্ষ্মীশূন্য হইয়া থাকি। প্রিয়ে! আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি, যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন কুম্ভকার ঘটনির্ম্মাণে অশক্ত, সেইরূপ আমিও তোমাব্যতীত সৃষ্টি করিতে অসমর্থ। সুন্দরি! আমি কলাদ্বারা অনন্তরূপী ও তুমি স্বীয় অংশে বসুন্ধরারূপা হইলে আমি শস্যরত্নাধারা তোমাকে মস্তকে ধারণ করিতেছি। রাধে! দেহিগণের দেহরূপিণী তুমিই শান্তি, কান্তি, মূর্ত্তি, মূর্ত্তিমতী সতী, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দয়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, সন্ততি ও ক্রিয়া এবং তুমিই মুক্তিরূপা ও ভক্তিরূপা। দেবি! সর্ব্বদা তুমি আমার আধার ও আমি তোমার আত্মা ; ফলতঃ তুমি ও আমি একই পদার্থ ; আমরা পরস্পর সমভাবে প্রকৃতিপুরুষরূপে অবস্থিত ; আমাদিগের উভয়ের একের অভাব হইলেই সৃষ্টি হয় না। নারদ! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া প্রাণাধিকা প্রিয়া রাধিকাকে প্রফুল্লচিত্তে বক্ষে ধারণ করত সান্ত্বনা করিলেন। পরে কামুক শ্রীকৃষ্ণ কামুকী রাধিকার সহিত রত্ন-মন্দিরে ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন। ৬৯—৮২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, মুনিবর! অনন্তর সেই সর্ব্বাদি শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ান্তে পুষ্পশয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রাণসদৃশী নিদ্রিতা রাধিকাকে প্রবোধিতা করিলেন। পরে মধুসূদন তাঁহার নির্ম্মল মুখমণ্ডল বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা পরিমার্জ্জন করিয়া শান্তভাবে মধুর বচন বলিতে লাগিলেন,—অয়ি চারুহাসিনি রাসেশ্বরি রাধে! তুমি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বৃন্দাবন বা ব্রজধামে গমন কর। প্রিয়তমে! তুমি রাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; অতএব গ্রাম্য দেবতাসকল গ্রামে গ্রামে যেরূপ অধিষ্ঠিতা থাকেন, সেইরূপ তুমিও ক্ষণ-কাল রাসমণ্ডলে অধিষ্ঠান কর। সুন্দরি! পরে তুমি প্রিয় সখীগণের সহিত ক্ষণকাল চন্দন-কাননে বা ক্ষণ-কাল চম্পকবনে গমন বা এই স্থানেই অবস্থান করিও। প্রাণবল্লভে! তুমি প্রসন্নমনে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত আমায় বিদায় দাও ; আমার বিশিষ্ট প্রয়োজন আছে ; এইহেতু ক্ষণকালের জন্য গৃহে গমন করিব। প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; তোমাতেই আমার প্রাণ নিরন্তর অবস্থান করিতেছে ; অতএব প্রাণী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয়? আমার চিত্ত নিরন্তর তোমাতেই সংশ্লিষ্ট ; তুমিই আমার সংসার-বাসনাস্বরূপা ; তোমা অপেক্ষা প্রিয় কেহই নাই ; অধিক কি শঙ্কর হইতেও তুমি

আমার প্রিয়া। সতি! সত্য বটে শঙ্কর আমার প্রাণ; কিন্তু তুমি আমার প্রাণের অধিক। সেই সর্ব্বোপকারক সর্ব্বপাতা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসাধন সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মনে মনে অক্রূরের আগমন জানিতে পারায় রাধিকাকে এইরূপ বলিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক গমনে উদ্যত হইলেন। ১—১০। তখন দেবী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে উৎকণ্ঠাকুলিতচিত্তে গমনোদ্যত দেখিয়া দুঃখিত-হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন;—নাথ! হে রমণ-শ্রেষ্ঠ! তুমি আমার যাবতীয় প্রিয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয়। হে রমানাথ! হে ব্রজেশ্বর কৃষ্ণ! আমাকে ব্রজে লইয়া চল। হে প্রাণনাথ! এক্ষণে তোমাকে চঞ্চল-চিত্ত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; অতএব জানি-লাম, আমার প্রতি তোমার প্রেম ও আমার সৌভাগ্য বিনষ্ট হইয়াছে। নাথ! আমি তোমারই শরণাগতা, তুমি এই বিরহ-ব্যাকুলা দুঃখিতা রমণীকে গভীর শোক-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় যাইবে? আমি তোমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া আর গৃহে যাইব না; আমি কাননান্তরে গমনপূর্ব্বক দিবানিশি কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলিয়া কালক্ষেপ করিব। অথবা অরণ্যে না গিয়া কাম সাগরে গমনপূর্ব্বক তথায় তোমাকে কামনা করত কলেবর ত্যাগ করিব। আমি এই কামনা করিব যে যেমন আত্মা কাল চন্দ্র ও সূর্য্য নিরন্তর আমার সহগামী, সেইরূপ তুমিও যেন আমার পার্শ্বদেশে বসনাঞ্চলে নিবদ্ধ হইয়া সংগামী হও। দীন-বৎসল! তুমি এক্ষণে আমায় নিরাশা করিয়া গমন করিতেছ; কিন্তু এই শরণাগতা দীনাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত কার্য্য নহে। নাথ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করেন, আমি মন্দমতি রমণী হইয়া কি প্রকারে সেই মায়াবলে গোপবেশধারী পরমে-শ্বরকে পরিজ্ঞাত হইব? প্রভো! আমি অবিনয়প্রযুক্ত যে সহস্র অপরাধ করিয়াছি এবং পতিভাবে অভিমান-বশতঃ যে সকল দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি, সেই সমুদয় তুমি ক্ষমা কর। নাথ! আমার দর্প চূর্ণ ও মনোরথ দূরীভূত হইয়াছে; অধিক কি বলিব, আমি আত্মসৌভাগ্য বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছি। ১১—২১। আমি পূর্ব্বে গর্গের মুখে তোমার বৃত্তান্তশ্রবণে তোমাকে পরিজ্ঞাত হইয়াও তোমারই মায়ায় মোহিতা হইয়া প্রেম বা ভক্তিবশতঃ তোমাকে কোন কথা বলিতে পারিনাই। প্রভো! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে কলঙ্কী হইবে এবং ব্রহ্মকোপানলে তোমার পুত্র-পৌত্রাদির বিনাশ ঘটিবে। হে প্রভো প্রাণবল্লভ! তোমাকে না দেখিলে ক্ষণকালও আমার শতযুগ বোধ হয়; অতএব শত বৎসর তোমাকে ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব? মুনে! রাধিকা এই কথা বলিয়া সহসা শোকভরে ধরণী-তলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলে, তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। তখন কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া চৈতন্য সম্পাদনপূর্ব্বক কৃপাবশতঃ বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিলেন। পরে তিনি শোকবিনাশক যোগকথনদ্বারা তাঁহাকে বিবিধপ্রকারে প্রবোধ দান করিলেও সেই বিমলহাসিনী শোকত্যাগে সমর্থা হইলেন না। ফলতঃ মানবগণের সামান্য বস্তুর বিয়োগও যখন শোক-হেতু হইয়া থাকে, তখন দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ কাহার সুখজনক হয়? রাধিকার অবস্থাদর্শনে ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণ সেই দিবস ব্রজধামে গমন না করিয়া রাধিকার সহিত ক্রীড়া-সরোবর হইতে রাসমণ্ডলোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে গমন করিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত ক্রীড়ারম্ভ করিলে, রাসেশ্বরী সানন্দে বিরহ-বেদন হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। নারদ! সেই রাধিকা তখন পুষ্প-চন্দনে চর্চ্চিতা হইয়া সেই বিজন প্রদেশে স্বামীর সহিত চন্দনাক্ত পুষ্প-শয্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২২—৩১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন;—প্রভো! ইহার পর রাধা-মাধবের কি রহস্য ব্যাপার হইয়াছিল; সেই অস্পষ্ট নিগূঢ়তত্ত্ব আমার নিকটে প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন;—নারদ! আমি সেই পরমাদ্ভুত রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর; উহা সমুদয় বেদ ও পুরাণে অপ্রকাশিত এবং পুরাবিদ্গণের অজ্ঞাত। ঋষে! অনন্তর সেই বিদগ্ধ স্বেচ্ছাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পুনরায় কামান্বিত হইয়া বিদগ্ধা রাধি-কার সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতৃগণের মানসী কন্যা শম্ভুর প্রিয়শিষ্যা ধন্যা মান্যা মানিনী জ্ঞানবতী শত-কল্পান্ত-জীবিনী বেদবেদাঙ্গ-নিপুণা, যোগিনীরূপে প্রসিদ্ধা, সিদ্ধ যোগিনী, নানারূপধরা, প্রসিদ্ধা, সাধ্বী, রাধিকা-মাতা কলাবতী যে প্রকার চতুঃষষ্টিকলাসক্তা, কামশাস্ত্রে নিপুণা, বিদগ্ধা, রসিকেশ্বরী, শৃঙ্গারলীলায় চাতুর্য্যশালিনী, সতত কামা; কামুকী এবং সুন্দরীদিগের শ্রেষ্ঠা ও সুস্থিরযৌবনা; তৎকন্যা রাধিকাতেও সেইরূপ গুণসমুদয় বিদ্যমান।

সেই সর্ব্বাংশে মাতৃতুল্য কামুকী সুশীলা রাধিকাদেবী ও বিহারসময়ে স্বামীর প্রতি নানা প্রকার কাম-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাসরসোৎসুক সেই শ্রীকৃষ্ণ, বিদগ্ধা রাধিকার সহিত রাসমণ্ডলে চতুঃষষ্টি কলাপরিমাণে বিহার করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই রাধিকার শ্রোণী ও পয়োধরমণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের নখাঘাতে ক্ষত বিক্ষত এবং গাত্রীয় চন্দন ও সীমন্ত-সিন্দুর বিলুপ্ত হইল; আর কবরীভার শিথিল হইয়া পড়িল। অনন্তর সেই সুখসম্ভোগ-নিমগ্না নগ্না সুখ-মূর্চ্ছিতা পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী রাধিকাকে নিদ্রাদেবী আশ্রয় করিলেন। ১—১১। তখন মায়াময় মায়েশ্বর কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকাকে নিদ্রিতা দেখিয়া লোক-শিক্ষার্থ মায়াবশে রোদনপূর্ব্বক কৃপা করিয়া স্ববক্ষে ধারণ করত সেই প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে নয়ন-জলে স্নান করাইয়া বারংবার তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন। পরে সেই প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে বহ্নি-শুদ্ধ অতি সূক্ষ্ম অমূল্য বিশ্বদুর্লভ বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করাইয়া কবরীবন্ধনপূর্ব্বক তাঁহার গাত্রে কুঙ্কুম, চন্দন, গলদেশে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত হার ও সীমন্তাধঃস্থলে চন্দনবিন্দুযুক্ত দাড়িম্ব-কুসুমাকার সিন্দুর দান করিলেন। পরে তাঁহার গণ্ডস্থলে নানা চিত্র বিচিত্র পত্রাবলি রচনাপূর্ব্বক পাদপদ্মে রঞ্জিত রত্ননূপুর পরাইয়া পদাঙ্গুলির নখাগ্রে সিন্দুর ও অলক্তক দান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নানা সুবেশশোভিনী নিদ্রাকুলা রাধিকাকে পুনর্ব্বার মোহবশতঃ অভিলষিত গাঢ়ালিঙ্গন করিলেন। পরে জগৎস্বামী কৃষ্ণ, ভাবী কান্তাবিরহে কাতর হইয়া পুনর্ব্বার কান্তাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক চুম্বন করিয়া স্বয়ং নিদ্রিত হইলেন। ঐ সময়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মা, শিব, শেষাদি দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণের সহিত তথায় আগমনপূর্ব্বক সেই পরিপূর্ণতম ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সামবেদোক্ত স্তোত্রদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ১৩—২১। ব্রহ্মা বলিলেন;— জয় জয় জগদীশ! সমুদয় জীবগণ আপনার চরণ বন্দনা করিয়া থাকে; আপনি নির্গুণ, নিরাকার; অথচ সাকার, স্বেচ্ছাময়; আপনি ভক্তানুগ্রহ-নিমিত্ত নিত্য বিগ্রহ ধারণ করিতেছেন। হে মায়েশ! মায়া-বশে আপনার এই গোপবেশ প্রকাশ পাইতেছে। হে সুবেশ! হে শান্ত! সুশীল! আপনি সর্ব্বকান্ত, দান্ত ও নিতান্ত জ্ঞানানন্দময়; আপনি পরাৎপর-তর, প্রকৃতি হইতে অতীত, সকলের অন্তরাত্মা-স্বরূপ; আপনি নির্লিপ্ত, সাক্ষিস্বরূপ, ব্যক্তাব্যক্ত ও নিরঞ্জন; ভুভারহরণার্থ করুণাবশতঃ এই ভূমণ্ডলে আপনার আগমন; আপনি শোক, সন্তাপ, জরা ও মৃত্যুভয়াদি সমুদয় হরণ করেন, আপনি শরণাগত-পালক ও ভক্তবৎসল বলিয়াই নিরন্তর ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহার্থ ব্যগ্র থাকেন। হে ভক্তসঞ্চিত ধন! আপনাকে নমস্কার। ব্রহ্মা দেবগণ-মধ্যে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃ-দেব শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ স্তব করিয়া বারংবার প্রণাম ও বারংবার গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিরতিশয় প্রেমবশতঃ মূর্চ্ছিত হইলেন। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ব্রহ্মকৃত এই স্তোত্র শ্রবণ করে, তাহার সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; ইহার সংশয় নাই এবং অপুত্র হইলে পুত্র, প্রিয়াহীন প্রিয়া ও নির্ধন হইলে এই স্তোত্রশ্রবণে নিশ্চয় ভরিপূর্ণতম ধন লাভ করিতে পারে। আর সে ব্যক্তি ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে হরিদাস্য ও মুক্তি অপেক্ষা সুদুর্লভ অচলা হরিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা, এইরূপে স্তব ও বারংবার প্রণাম করিয়া অল্পে অল্পে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় ভক্তিসহকারে বলিতে লাগিলেন; হে দেবদেবেশ! হে পরমানন্দকারণ! নন্দনন্দন! হে নিত্যানন্দ! হে সানন্দ! আপনাকে নমস্কার করি; আপনি গাত্রোত্থান করুন। হে নাথ! আপনি শতবর্ষব্যাপী শ্রীদাম-শাপ স্মরণ করত বৃন্দাবন-বন পরিত্যাগপূর্ব্বক এক্ষণে নন্দালয়ে গমন করুন। ভক্তের শাপানুরোধে শতবর্ষ প্রিয়াকে পরিত্যাগ করুন; পুনরায় ইঁহার সহিত গোলোকে গমন করিবেন। ভগবন্! আপনি পিতৃগৃহে গমনপূর্ব্বক সমাগত পরমবৈষ্ণব মান্য, ধন্য, অতিথি পিতৃব্য অক্রূরকে দর্শন করুন। হে ভগবন্ হরে! এক্ষণে আপনি তাহার সহিত মধুপুরী গমনপূর্ব্বক শঙ্করের ধনু ও বৈরিগণকে ভগ্ন করুন। ২২—৩২। আপনি দুরাত্মা কংসকে বিনাশ করিয়া পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা এবং দ্বারকা-পুরী নির্ম্মাণ ও পৃথিবীর ভারাবতরণ করুন। হে বিভো! আপনি শত্রুর বারাণসী দগ্ধ, ইন্দ্রের দমন, বাণযুদ্ধে শিবের জৃম্ভণ, বাণরাজার ভুজ চ্ছেদন, রুক্মিণী-হরণ, নরকাসুরের বিনাশ ও ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করুন। ব্রজরাজ! প্রাণসমা প্রিয়াকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এক্ষণে ব্রজধামে গমন করুন। রাধিকা জাগরিতা না হইতে হইতে গাত্রোত্থান করুন; আপনার মঙ্গল হইবে। ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে এবং অনন্তদেব ও শঙ্কর স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে নারদ। অনন্তর দেবগণ ভক্তিসহকারে প্রফুল্লচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি পুষ্প-চন্দন বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন

এইরূপ দৈববাণী হইল; "দেব। বধাই কংসের বিনাশ সাধন করিয়া পিতামাতার উদ্ধার ও ভূভার হরণ করুন।" ভগবান্ ভূতভাবন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া ভগবতী রাধিকাকে পরিত্যাগ করত অল্পে অল্পে উত্থিত হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার রাধিকাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কিয়দ্দুর গমন করিয়া রাসমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী চন্দনবনে ক্ষণকাল অবস্থান করিলেন। অনন্তর সেই রাধিকা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাণবল্লভ শান্ত নিজকান্ত হরিকে না দেখিয়া হা নাথ! হা রমণশ্রেষ্ঠ! হা প্রাণেশ! হা প্রাণবল্লভ! হা প্রাণচোর! হা প্রিয়তম! কোথায় গেলে; বারংবার এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ৩৩—৪৩। পরে ক্ষণকাল অন্বেষণ করিতে করিতে মালতীবনে ভ্রমণ করিলেন; অনন্তর ক্ষণকাল উপবেশন, ক্ষণকাল উত্থান, ক্ষণকাল ভূতলে শয়ন, ক্ষণকাল উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও ক্ষণকাল, হে নাথ! একবার আগমন কর, একবার আগমন কর বলিয়া, বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিরহানলসন্তপ্তা সেই রাধিকা সন্তাপহেতু মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া তৃণাচ্ছন্ন ভূতলে মৃতার ন্যায় পতিতা হইলেন। ব্রহ্মন্! তখন শত সহস্র গোপী কেহ চামর ও কেহ চন্দনদ্রব লইয়া তথায় আগমন করিলেন। পরে তাঁহাদিগের মধ্যে রাধিকার এক প্রিয়সখী প্রিয়া রাধিকাকে মৃতার ন্যায় দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে তাঁহাকে স্ববক্ষে ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সজল পঙ্কজদল পঙ্কের উপর নিহিত করিয়া তদুপরি মৃতার ন্যায় নিশ্চেষ্টা রাধিকাকে স্থাপিত করিলেন। তখন গোপীগণ স্নিগ্ধরম্ভাপত্র-শায়িতা চন্দনদ্রবযুক্তা সতী রাধিকাকে মনোহর শ্বেতচামরদ্বারা ব্যজন করত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। নারদ! পরে শ্রীকৃষ্ণ, প্রাণবল্লভা রাধিকার তদবস্থা দেখিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলে, রাজকিঙ্কর কর্ত্তৃক দণ্ডার্হ অপরাধী যেরূপ অপসারিত হয়, সেইরূপ তিনিও বলিষ্ঠা গোপীগণকর্ত্তৃক সক্রোধে নিবারিত হইলেন। তৎপরে কৃপানিধি কৃষ্ণ, রাধাসমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করত চৈতন্য সম্পাদনপূর্ব্বক প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। ৪৪—৫২। তখন দেবী রাধিকা চেতনালাভে প্রাণবল্লভকে দর্শন করিয়া সুস্থচিত্তা হওয়ায় তাঁহার বিরহবেদন বিদূরিত হইল। অনন্তর সেই কান্তা রাধিকা, কান্তকে ঈপ্সিত গাঢ়ালিঙ্গন করিলে, সেই মধুসূদন তাঁহার সহিত নানা প্রকার শৃঙ্গার করিয়া সেই রাধাকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করত রত্নশয্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে পরমপূজিতা বিদগ্ধা রত্নমালানাম্নী কোন রাধাসখী অত্যুত্তম নীতিসার মধুর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন; কৃষ্ণ! দম্পতীর পরস্পর প্রীতির কারণ, পরিণামে সুখজনক, নীতিসার, সত্য, হিতকর বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর; তাহা কামশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও বেদপুরাণের সম্মত এবং লৌকিক ব্যবহারে প্রশংসনীয় ও অতিশয় যশস্কর। প্রভো! রমণীগণের বন্ধুবর্গের মধ্যে পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; সেই পিত্রাদি অপেক্ষা পুত্র ও পুত্রাপেক্ষা পতিই প্রিয় হইয়া থাকে। সাধুগণ বলেন সাধ্বী রমণীদিগের শত পুত্র অপেক্ষা স্বামী শ্রেষ্ঠ; ফলতঃ বিদগ্ধা রসিকাগণের ভর্ত্তা অপেক্ষা পরম প্রিয় আর কেহই নাই। বিদগ্ধা রমণীর ভর্ত্তা বিদগ্ধ হইলে পরম সুখ হইয়া থাকে; আর তাহা না হইয়া যদি খলস্বভাব হয়, তাহা হইলে সেই স্বামীকে বিষতুল্য বিষম বোধ হইয়া থাকে। ৫৩—৬১। সংসারনিবদ্ধ দম্পতীর প্রীতি ও সমতা হইলেই পরম প্রেম ও সৌভাগ্য হয়। যে গৃহে দম্পতীর সমতা না হয়, তথায় অলক্ষ্মী বাস করে এবং তাহাদিগের জীবন বিফল হইয়া থাকে। মনোমত স্বামীর বিচ্ছেদ রমণীগণের পক্ষে পরম দুঃখজনক এবং তাহা শোকসন্তাপের কারণ; অধিক কি জীবনসত্ত্বেও মরণাধিক দুঃখভোগ হয়। যোষিদ্গণের স্বপ্ন-জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই পতি—প্রাণস্বরূপ; ফলতঃ ইহকাল ও পরকালে রমণীগণের পতিই গতি। এইজন্য তুমি গমন করিলে পর, রাধিকা সহসা মূর্চ্ছাপন্না হইয়া তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতলে পতিতা হইয়াছিলেন। পরে আমি ইঁহার মুখে উত্তম সুশীতল জল দান করায়, নিশ্বাসপতন ও সামান্য চৈতন্য হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষণকাল রোদন করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় সন্তাপহেতু মূর্চ্ছিতা হন। তখন রাধিকার সর্ব্বশরীর বিরহানলে দগ্ধ লৌহযষ্টির সমান সন্তপ্ত ও অনলের ন্যায় অস্পৃশ্য হইয়া উঠিল। সেই সময়ে স্বপ্ন-জাগরণ, রাত্রি, দিবা, গৃহ, বন, জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ এবং চন্দ্রসূর্য্যোদয়ে রাধিকার কিছুমাত্র ভেদ জ্ঞান ছিল না; ইনি কেবল মৃততুল্যা জড়াকৃতি হইয়া নিরন্তর তোমাকে ধ্যান করত সমুদয় জগৎ বিষ্ণুময় দেখিয়াছিলেন। তখন সজল পঙ্কজদল পঙ্কে বিন্যস্ত করিয়া সংকৃত শয্যায় বিরহাতুরা রাধিকা শায়িতা হইলে, সখীগণমধ্যে কেহ নিরন্তর শ্বেতচামর বীজন, কেহ চন্দন-দ্রবানুলেপন ও কেহ গাত্রে স্নিগ্ধ

বস্ত্র যোগ করিয়া ইঁহার সেবা করেন; কিন্তু তখন রাধার অঙ্গস্পর্শমাত্রে পঙ্ক-শুষ্ক ও স্নিগ্ধ পদ্মপত্র সকল ভস্মসাৎ হইয়াছিল। হে হরে! তৎক্ষণাৎ চন্দনানুলেপ শুষ্ক হইল, চম্পকসন্নিভ বর্ণ কজ্জলাকার ধারণ করিল, কেশকলাপ স্বর্ণসম পীতবর্ণ হইয়া উঠিল, মনোহর সিন্দুরবিন্দু শ্যামল হইয়া গেল এবং বেশ, বিলাস ও লীলা দূরীভূত হইল। ৬২—৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি নীতিবিশারদ; এক্ষণে যাহাতে স্ত্রীহত্যা না হয়, মনে মনে সেইরূপ বিচার করিয়া যাহা উচিত বোধ হয় কর। তখন মাধব, রত্নমালার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক পরিণামে সুখকর নীতিসার হিতজনক সত্য বাক্য বলিতে লাগিলেন; প্রিয়ে! যদি আমি শুভাশুভ কর্ম্মফল খণ্ডন করিতে সমর্থ হই, কিন্তু তথাপি কোনক্রমে নিয়তি লঙ্ঘন করিতে পারিব না। কারণ আমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে যে মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছি, মুনিগণ দেবতাসকল ও মানবগণ তদনুসারেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। সুন্দরি! শ্রীদামের শাপহেতু আমাদিগের উভয়ের শতবর্ষ বিচ্ছেদ অনীপ্সিত হইলেও অবশ্যই ঘটিবে। সুমধ্যমে! জাগরণাবস্থায় আমার সহিত ইঁহার বিচ্ছেদ থাকিবে, কিন্তু আমার বরে নিদ্রাবস্থাতে নিরন্তর মিলন হইবে। আর আমি যে আধ্যাত্মিক যোগ দান করিয়াছি, তাহাতেই ইঁহার শোক বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে রাধিকাকে সান্ত্বনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে; আমি নন্দালয়ে চলিলাম। নারদ! জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া নন্দালয়াভিমুখে যাত্রা করিলে সখীসমূহ রাধিকাকে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গৃহে গমনপূর্ব্বক পিতা-মাতাকে নমস্কার করিয়া মাতৃক্রোড়ে অবস্থান করত নবনীত ভোজনান্তে বালচাপল্য-প্রদর্শনার্থ আনন্দের সহিত মাতৃদত্ত তাম্বুল মাতাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ৭৭—৮৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন;—নারদ! এদিকে অক্রুর কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বভবনে গমনপূর্ব্বক উত্তম-মিষ্টান্ন-ভোজনান্তে শয্যায় শয়ন করিলেন। পরে তিনি সুবাসিত জলপানান্তে সকর্পূর তাম্বূল চর্ব্বণ করত সুখানুভব করিতে করিতে সুখে নিদ্রাগত হইলেন। অনন্তর সেই বাতাধিক্যাদি দোষশূন্য অরোগী বদ্ধকেশ বস্ত্রযুগ্মসমন্বিত সুখশয্যাশায়ী চিন্তা-শোক-বিবর্জ্জিত ও সুস্নিগ্ধ অক্রুর নিশাবশেষ সময়ে পুরাণ-শ্রুতি-সম্মত সুস্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি প্রথমে দেখিলেন; কিশোরবয়স্ক শ্যামকলেবর দ্বিভুজ মুরলীহস্ত পীতবসনধারী বনমালাবিভূষিত এক দ্বিজ-শিশু, সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনানুলিপ্ত; সেই ভূষণার্হ বালক মালতীমাল্য ও উৎকৃষ্ট রত্নমণিময় ভূষণ-সমূহে বিভূষিত। তাঁহার বদনমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য বিকাশ পাইতেছে এবং সেই পদ্মলোচনের মস্তকে ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া বিরাজ করিতেছে। পরে এক পতি-পুত্রবতী সুন্দরী সতী রমণীকে দেখিতে পাইলেন; তাঁহার পরিধান পীতবসন, সর্ব্বাঙ্গ রত্নভূষণে ভূষিত এবং শরচ্চন্দ্রসদৃশ মনোহর মুখ-মণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত; সেই বরদা শুভদায়িনী রমণী এক হস্তে প্রজ্বলিত প্রদীপ ও এক হস্তে শুক্ল ধান্য ধারণ করিতেছেন। অনন্তর শুভাশীর্ব্বাদকারী এক ব্রাহ্মণ, শ্বেত পদ্ম, রাজহংস, তুরঙ্গম, সরোবর তাঁহার নেত্রগোচর হইল। তৎপরে বিচিত্র-ফল-পুষ্প-শোভিত শুভজনক আম্র, নিম্ব, নারিকেল, গুবাক ও কদলীতরু প্রত্যক্ষ করিলেন। পরে দেখিলেন, এক শ্বেতসর্প দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং স্বয়ং কখন পর্ব্বতে, কখন বৃক্ষে, কখন গজে, কখন তরিতে, কখন তুরগে অবস্থিত আছেন। ১—১২। অনন্তর আপনি কখন বীণা বাদন, কখন পায়স ভোজন, কখন দধি-ক্ষীরসমন্বিত অভিলষিত পদ্মপত্রস্থ অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন। কখন নিজ হস্তে শুক্ল ধান্য ও পুষ্প ধারণ করিতেছেন, এবং কখন স্বয়ং চন্দনচর্চ্চিত হইতেছেন, দেখিতে পাইলেন। তৎপরে রজত, শুভ্র মণি, কাঞ্চন, মুক্তা, মাণিক্য, রত্ন, পূর্ণকুম্ভ, মেষ, জল, সবৎসা সুরভি গো, উত্তম বৃষ, ময়ূর, শুক্ল সারস, শঙ্খচিল্ল, খঞ্জন, তাম্বূল, পুষ্প-মাল্য, প্রজ্বলিত অগ্নি, দেবপূজা, পার্ব্বতীপ্রতিমা, কৃষ্ণপ্রতিমা, শিবলিঙ্গ বিপ্রবালিকা, বিপ্রবালক, সুপক্কফলান্বিত শস্যক্ষেত্র, দেবস্থলী, রাজেন্দ্র, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং গুরু ও দেবতা নয়নগোচর করিলেন। অক্রুর এইরূপ শুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়া গাত্রোত্থানান্তে ঈপ্সিত আহ্নিককার্য্য সমাধাপূর্ব্বক উদ্ধবকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। নারদ! পরে তিনি উদ্ধবের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক গুরু-দেবতার অর্চ্চনা করিয়া মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করত যাত্রা করিলেন। তিনি পথিমধ্যে নির্গত হইয়া শুভজনক মঙ্গলার্হ বাঞ্ছাফলপ্রদ রমণীয় ও আসন্ন-মঙ্গলসূচক দ্রব্যসকল দৃষ্টিগোচর করিলেন। তিনি বামভাগে শব, শিবা, পূর্ণকুম্ভ, নকুল, চাতক পক্ষী,

দিব্যাভরণভূষিতা পতিপুত্রবতী সাধ্বী রমণী, শুক্লপুষ্প, শুক্লপুষ্পের মাল্য, ধান্য ও শুভজনক খঞ্জন পক্ষী, দক্ষিণভাগে প্রজ্বলিত অগ্নি, বিপ্র, বৃষভ, গজ, সবৎসা ধেনু, শ্বেতাশ্ব, রাজহংস, বেশ্যা, পুষ্পমাল্য, পতাকা, দধি ও পায়স দেখিতে পাইলেন। ১৩—২৩। মণি, স্বর্ণ, রজত, মুক্তা, ঈপ্সিত মাণিক্য, সদ্যোমাংস, চন্দন মাধ্বীক, উত্তম ঘৃত, কৃষ্ণসারস, ফল, লাজ, শ্বেতশর্ষপ, দর্পণ, বিচিত্র বিমান, শুভকরী উজ্জ্বল প্রতিমা, শুক্ল পদ্ম, পদ্মবন, শঙ্খচিল, চকোর পক্ষী, মার্জ্জার, পর্ব্বত, মেঘ, ময়ূর, শুক ও সারস পক্ষী নয়নগোচর করিলেন। আর মঙ্গলজনক শঙ্খধ্বনি, কোকিলের রব, বাদ্যনিনাদ অদ্ভুত কৃষ্ণগুণ-গান, হরিশব্দ ও জয়ধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। অক্রূর এইরূপ শুভদর্শন ও শুভশব্দ শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করত পবিত্র বৃন্দাবন-বনে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রবেশ-কালে সম্মুখে অভীপ্সিত রাসমণ্ডল দেখিতে পাইলেন, শ্রীরাসমণ্ডলের চতুর্দ্দিক চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও পুষ্প-বায়ুদ্বারা আমোদিত হইয়াছে; উহার দ্বারদেশে রম্ভাস্তম্ভ বিরাজ করিতেছে এবং তাহার অধোদেশস্থ মঙ্গল-ঘটে পট্টসূত্র বিচিত্রিত আম্রপল্লবসমূহ শোভা পাইতেছে। দেখিলেন, সেই শোভনার্হ রাসমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পদ্মরাগ-বিনিন্দিত সুশোভিত ত্রিকোটি রত্নমন্দির নিরন্তর শোভা বিস্তার করিতেছে। আর সুরম্য শতকোটি কুঞ্জকুটীরদ্বারা উহা অতিশয় বিরাজিত হইতেছে। অক্রূর এইরূপ রাসমণ্ডল ও বৃন্দাবন দর্শন করিয়া কিয়দ্দূর অতিক্রম করত সম্মুখে অত্যুত্তম রমণীয় নন্দব্রজ ও বৈকুণ্ঠসদৃশ শ্রীকৃষ্ণালয় দৃষ্টিগোচর করিলেন। ২৪—৩৩। বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত মণিসারখচিত ঐ নন্দালয়, রত্নময় সোপানযুক্ত রত্নস্তম্ভে বিরচিত, নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্রাঢ্য ও উৎকৃষ্ট রত্ন প্রাচীরে পরিশোভিত। অক্রূর এইরূপ দেখিতে দেখিতে সেই নন্দালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। পরে দ্বারী তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করাইলে তিনি রাজ-দ্বারে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন; ঐ রাজদ্বার—পতাকা, রত্নসমূহ, মুক্তা, মাণিক্য ও রত্ন-দর্পণে সুশোভিত, রত্নচিত্র-বিচিত্রিত রত্নবীথী বিরাজিত ও মঙ্গল-ঘট সমন্বিত। অনন্তর অক্রূরাগমন-শ্রবণে গোপরাজ নন্দ অতি আহ্লাদিত হইয়া কৃষ্ণ, বলরাম ও বৃষভানু প্রভৃতি স্বজনবর্গের সহিত বেশ্যা, পূর্ণকুম্ভ, উৎকৃষ্ট গজ ও শুক্ল ধান্য অগ্রে লইয়া এবং কৃষ্ণা গো, মধুপর্ক, পাদ্য ও রত্নাসনাদি গ্রহণ করিয়া সাদরে শান্তভাবে সহাস্য-বদনে বিনয়ান্বিত হইয়া অনুগমনার্থ দ্বারদেশে আগমন করিলেন। পরে সেই সগণ বালকান্বিত সানন্দচিত্ত নন্দ, মহাভাগ অক্রূরকে দর্শন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং গোপগণ অক্রূরকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। মুনে! সেই পরস্পর সংযোগ অতিশয় সুখজনক হইয়াছিল। অনন্তর অক্রূর ক্রমে কৃষ্ণ বলরামকে ক্রোড়ে লইলেন। পরে তিনি, বাঞ্ছাসিদ্ধ হওয়ায় আপনাকে কৃতার্থ-জ্ঞানে আনন্দিত হইলে, তাঁহার সর্ব্বশরীর পুলকাঞ্চিত ও নয়নদ্বয় আনন্দ-বারিপূর্ণ হইল। তখন তিনি তাঁহাদিগের গণ্ডযুগল চুম্বন করিলেন। ৩৪—৪৩। তখন অক্রূর ক্ষণকাল সেই দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন; তিনি পীতবসনধারী ও মালতী মাল্য বিভূষিত; সেই বংশীধরের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত এবং ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্তাদি দেবগণ আর সনকাদি মুনীন্দ্রগণ তাঁহার স্তব ও গোপকন্যাসকল নিরন্তর সেই পরিপূর্ণতম পরমেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। পরক্ষণে সেই ক্রোড়স্থ কৃষ্ণকে দেখিলেন; তিনি সস্মিত চতুর্ভুজ, লক্ষ্মী সরস্বতীযুক্ত ও বনমালাবিভূষিত এবং সুনন্দ, নন্দ ও কুমুদাদি পার্ষদগণ-কর্ত্তৃক পরিসেবিত। সিদ্ধগণ বেদমন্ত্রদ্বারা সেই পরাৎপরকে উপাসনা করিতেছেন। তৎপরে তাঁহার দৃষ্ট হইল; সেই কৃষ্ণ, দেব ত্রিলোচন পঞ্চবক্ত্র শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশ নাগরাজ-বিরাজিত পরম-ব্রহ্ম দিগম্বররূপে ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মানুলিপ্ত ও মস্তকে জটাভার শোভিত, সেই যোগিশ্রেষ্ঠ ধ্যাননিষ্ঠ দেবাধিদেব করে জপমালা ধারণ করিয়াছেন। পরে আবার সেই কৃষ্ণকে কখন মনীষি-গণাগ্রগণ্য ধ্যাননিষ্ঠ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, কখন ধর্ম্মস্বরূপ, কখন অনন্তরূপী, কখন ভাস্কর, কখন চন্দ্র, কখন দ্বিজরূপী, কখন প্রকৃতি-স্বরূপ, কখন তেজোরূপ, সনাতন ও কখন বা কোটি-কন্দর্প-নিন্দিত পরম-শোভাঢ্য কামিনীজনের কমনীয়-কামসংযুক্ত কামুক পুরুষরূপী নেত্রগোচর করিলেন। নারদ! অক্রূর, সেই শিশুকে এবম্ভূত দর্শন করিয়া বক্ষঃস্থল হইতে নন্দদত্ত রম্য রত্ন-সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। পরে তিনি পুলকাঞ্চিত-কলেবরে ভক্তির সহিত সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৪—৫৪। অক্রূর বলিলেন; বিভো! আপনি সকলের কারণ ও পরমাত্ম-রূপী, আপনাকে নমস্কার; আপনি সমুদয় বিশ্বের ঈশ্বর, আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে ঈশ! আপনি প্রকৃতি হইতে অতীত ও পরাৎপরতর; আপনি

নির্গুণ, নিরীহ ও নিরাকারস্বরূপ; আপনি সমুদয় দেবগণের ঈশ্বর ও সমুদয় দেবগণস্বরূপ এবং সমুদয় দেবগণের অধিদেবতা। হে ভগবন্! আপনি অসংখ্য বিশ্বমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং আপনিই অসংখ্য বিশ্বের আদিবীজস্বরূপ; এই নিমিত্ত আপনাকে বিশ্বরূপী বলিয়া সকলে নির্দ্দেশ করেন। আপনি গোপাঙ্গনাগণের প্রভু, গণেশেশ্বররূপী ও সুরগণের ঈশ্বর এবং রাধিকার কান্ত, অতএব আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। প্রভো! আপনি রাধারমণরূপী; রাধারূপধারী, রাধার আরাধ্যদেব, রাধার প্রাণাধিক প্রিয়, রাধার আধার-স্বরূপ এবং রাধিকার অধিদেবতা ও প্রিয়তম; আপনি রাধিকার প্রাণাধিদেব ও বিশ্বরূপী অতএব আপনাকে নমস্কার। দেব! আপনি বেদ-বেদাঙ্গ ও বেদজ্ঞরূপী: আপনিই বেদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ও কারণ; বেদনিচয়ে নিরন্তর আপনারই স্তুতিবাদ বর্ণিত আছে অতএব আপনাকে নমস্কার। যে মহাবিষ্ণুর লোমকূপনিকরে অসংখ্য বিশ্ব নিরন্তর অবস্থিত; আপনি তাঁহারও ঈশ্বর; অতএব আপনি বিশ্বনিচয়ের প্রভু; আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনিই স্বয়ং প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তু সকল; এবং আপনিই প্রকৃতির ঈশ্বর প্রধান পুরুষ; অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ৫৫—৬৪। অক্রূর এই রূপ স্তব করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে সহসা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন পুনরায় সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে হৃদয়মধ্যে ও বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকেই শ্যামরূপে বিরাজ করিতে দেখিলেন; অধিক কি সমুদয় বিশ্বই তাঁহার কৃষ্ণময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নারদ! তখন নন্দ, অক্রূরকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সাদরে রমণীয় রত্নসিংহাসনে অবস্থান করাইলেন। পরে মূর্চ্ছাবসান হইলে, "আপনি কি কিছু অদ্ভুত দর্শন করিয়াছেন?" নন্দ এই বলিয়া তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। পরে পুনঃ পুনঃ কুশল ও সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে অক্রূর কংসবৃত্তান্ত ও পিতা-মাতার মোচনার্থ কৃষ্ণ-বলরামের অভীপ্সিত মধুপুরী-গমন-বিষয় প্রস্তাব করিলেন। যে ব্যক্তি চিত্তের একাগ্রতাবলম্বনপূর্ব্বক অক্রূরকৃত এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি অপুত্র হইলে পুত্র, ভার্য্যাবিহীন হইলে ভার্য্যা, ধনশূন্য হইলে ধন, ভূমিহীন হইলে অতুল ভূমি, হতপ্রজা হইলে প্রজা, অপ্রতিষ্ঠিত হইলে প্রতিষ্ঠা এবং অযশস্বী হইলে, অনায়াসে বিপুল যশ লাভ করিয়া থাকেন; অনন্তর অক্রূর, পরম হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া রমণীয় চম্পক-শয্যায় শয়ন করিলেন। ৬৫—৭২। পরে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক আহ্নিককার্য্য সমাধা করিয়া জগৎপতি রাম-কৃষ্ণ এবং বৃষভান, নন্দ, সুনন্দ ও চন্দ্রভানকে, আর নানাপ্রকার সুদুর্লভ দ্রব্যসকল ও পঞ্চগব্য স্বীয় রথে সংস্থাপন করিলেন। সেই সময় ব্রজেশ্বর গোপবর নন্দ মৃদঙ্গ, মুরজ পটহ পণব, ঢক্কা দুন্দুভি, আনক, সজ্জা, সন্নহনী, কাংস্য, পটমর্দ্দন ও মণ্ডবী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য সকল পরমানন্দে বাদিত করাইতে লাগিলেন। তখন গোপাঙ্গনাগণ বাদ্য-ধ্বনি ও রাম-কৃষ্ণের গমনবার্ত্তা শ্রবণানন্তর দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রথস্থ দেখিয়া কোপভরে তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মন্! রাধিকা-প্রেরিতা সেই সকল গোপিকা কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়াও পদাঘাত করিয়া অনায়াসে সেই কৃষ্ণাধিরূঢ় রথ ভগ্ন করিলেন। তখন সমুদয় গোপগণ হাহাকার করিতে লাগিলে, কতিপয় বলবতী গোপিকা কৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই সময় কোন গোপিকা কোপবশতঃ অক্রূরকে ক্রূর বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। কেহ বস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক সকলে মিলিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মুনে! পরে কেহ তাঁহাকে কঙ্কণ ও করদ্বারা তাড়ন করিতে লাগিলেন! কেহ বা তাঁহার বস্ত্র হরণ করিয়া তাঁহাকে বিবসন করিলেন। ৭৩—৮১। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, অক্রূরের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া রাধিকার নিকটে গমন-পূর্ব্বক বিনীতভাবে সাদরে আধ্যাত্মিক নীতিবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া অক্রূরকে মুক্ত করিলেন। তখন জগৎপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত মণিরাজখচিত বিশ্বকর্ম্মাবিনির্ম্মিত ইন্দ্রপ্রস্থাপিত দিব্য রথ, সম্মুখে গগনতল হইতে অবতরণ করিল দেখিয়া মাতৃভবনে গমন করিলেন। পরে তিনি বান্ধবগণের সহিত ভোজন-পানান্তে কংসালয়ে গমনজন্য সুখে শয়ন করিলে, মুনীন্দ্রগণ, দেবরাজ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। নারদ! সেই সময় সমুদয় গোপিকাগণও পরম হৃষ্টচিত্তে রাধিকার সহিত রমণীয় পুষ্পশয্যায় শয়ান হইয়া নিদ্রাগতা হইলেন। তখন গোকুলবাসী সকলেই অতিশয় আনন্দযুক্ত এবং কোন কোন গোপ গান ও কোন গোপ নৃত্য করিতে লাগিল। ৮২—৮৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! রাধিকা ও গোপিকাগণ সমীরণ-সুরভীকৃত পুষ্প-শয্যায় নিদ্রিতা থাকিতে রাত্রির তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে শুভচন্দ্রতারাযুক্ত অমৃতযোগসমন্বিত শুভক্ষণে এবং শনৈশ্চরের দৃষ্টি-সম্পন্ন পাপগ্রহের দৃষ্টিদোষশূন্য বুধস্বামিক লগ্নে স্বয়ং হরি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যশোদাকে জাগরিতা করিয়া মঙ্গলাচরণ করাইলেন, এবং তৎকর্ত্তৃক বন্ধুবর্গ যথাস্থানে সংস্থাপিত হইল। সেই বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বপাতা বিশ্বভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ, স্বতন্ত্র হইয়াও অস্বতন্ত্রের ন্যায় যেন রাধিকার ভয়ে ভীত হইয়া বাদ্যবাদন নিষেধ করিলেন। পরে পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক ধৌতবস্ত্র-যুগ্ম পরিধান করিয়া চন্দনাদিলিপ্ত পরিষ্কৃত স্থানে অবস্থান করিলেন। তখন তাঁহার বামভাগে চন্দনাদি সংস্কৃত ফলপুষ্পযুক্ত পূর্ণকুম্ভ, দক্ষিণভাগে বহ্নি ও বিপ্র এবং সম্মুখে পতি-পুত্রবতী রমণী, দীপ ও দর্পণ সংস্থাপিত হইল। পরে তিনি গুরুদত্ত শুভজনক সুস্নিগ্ধ দূর্ব্বাকাণ্ড, পুষ্প ও শুক্লধান্য গ্রহণপূর্ব্বক মস্তকোপরি নিহিত করিলেন। অনন্তর ঘৃত, মধু, রজত, কাঞ্চন ও দধি দর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে চন্দনানুলেপন করিয়া গলে পুষ্পমালা ধারণ করিলেন। ১—৯। পরে ভক্তি-সহকারে গুরুবর্গ ও ব্রাহ্মণগণকে বন্দনা, শঙ্খধ্বনি, বেদপাঠ, মঙ্গলাষ্টক সঙ্গীত ও বিপ্রগণের শুভ আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সর্ব্বত্র মঙ্গলপ্রদ মঙ্গলরূপ ধ্যান করিয়া সুন্দর দক্ষিণ চরণ ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। পরে সেই ভগবান্ মধ্যাঙ্গুলির-দ্বারা নাসিকার বামভাগ ধারণ করত নাসার দক্ষিণরন্ধ্রদ্বারা ইষ্টবায়ু রেচন করিলেন। অনন্তর সেই পরমানন্দস্বরূপ নিত্যানন্দ সনাতন নন্দনন্দন আনন্দের সহিত নন্দের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। তিনি নিত্য, অথচ অনিত্য, তিনি নিত্যবীজস্বরূপ, নিত্যবিগ্রহ, নিত্যাঙ্গভূত, নিত্যেশ্বর ও নিত্যকৃত্যবিশারদ। তাঁহার নিত্য নূতন রূপ, নিত্য নূতন যৌবন; তাঁহার নিত্য নূতন বেশ ও নিত্য নূতন বয়স। তাঁহার সম্ভাষণ নিত্য নূতন, প্রেম নিত্য নূতন এবং সম্প্রাপ্তি-সৌভাগ্যও নিত্য নূতন। অমৃতাধিক সুমিষ্ট বাক্যও তাঁহার নিত্য নূতন এবং নিত্যই তাঁহার নূতন ভক্ত ও নূতন পদ। সেই মায়াযুত মায়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, সেই অতি সুরম্য নন্দের প্রাঙ্গণে বারংবার অবস্থানপূর্ব্বক গমনোন্মুখ হইলেন। অনন্তর আম্র-পল্লবান্বিত পট্টসূত্রনিবদ্ধ মনোহর রম্ভা-স্তম্ভসমূহে সুশোভিত পুরদ্বারে সমাগত হইলেন। বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত ঐ পুরদ্বার পদ্মরাগমণিখচিত এবং কস্তূরী, কুঙ্কুম ও চন্দনদ্বারা সুসংস্কৃত। শ্রীকৃষ্ণ, অক্রূর ও বান্ধবগণের সহিত ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিলে, যশোদা মায়াবশে তাঁহাকে বাম পার্শ্বে আলিঙ্গন করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ, সানন্দে নন্দকর্ত্তৃক দক্ষিণ পার্শ্বে আলিঙ্গিত, বান্ধবগণকর্ত্তৃক সম্ভাষিত ও পিতা মাতা-কর্ত্তৃক চুম্বিত হইলেন। ১০—২৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, মুনে! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, গুরুদেবকে প্রণামপূর্ব্বক নন্দভবন হইতে নির্গত হইয়া দিব্যযানে আরোহণ করত শুভ মধুপুরীতে গমন করিতে লাগিলেন। পরে অক্রূর ও স্বগণের সহিত অমরাবতীবিনিন্দিত মনোহর শোভাযুক্ত রমণীয় মথুরাপুরীতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত ঐ পুরী উৎকৃষ্ট রত্নসমূহে খচিত এবং পরম সুন্দর অমূল্য রত্ন-কলসনিকরে বিরাজিত। উহা অতি রমণীয় শত শত রাজপথে বেষ্টিত রহিয়াছে এবং ঐ পথসকল স্থানে স্থানে চন্দ্রাকার চন্দ্রসারমণি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে, আর স্থানে স্থানে বণিক্গণের বিচিত্র মণিসার-নির্ম্মিত পণ্যবস্তু-পূর্ণ মনোহর শত শত পণ্যবীথিকায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ নগরীর চতুর্দ্দিকে নির্ম্মল স্ফটিকাভ সলিলপূর্ণ পদ্মরাগবিরাজিত সহস্র সহস্র সরোবর পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে। নানালঙ্কারভূষিত-স্থির যৌবনান্বিতা পদ্মিনী রমণীগণ, কৃষ্ণদর্শনবাসনায় অক্ষত গ্রহণপূর্ব্বক অনিমিষ-নয়নে ঊর্দ্ধবদনে অবস্থান করায় নগরীর শোভার পরিসীমা রহিল না। তাঁহাদিগের ভ্রূভঙ্গ লীলায় নিরন্তর নয়নের চাঞ্চল্য বিকাশ পাইতেছে। রতিবাসবিশারদ কামাসক্ত সেই কামিনীগণের শ্রোণি ও পয়োধরমণ্ডল অতি পৃথুল এবং মধ্যদেশ অতি কৃশ ও অঙ্গসকল অতি কোমল। ঐ নগরীর কোন স্থানে চিত্র-বিচিত্রিত, ভূষণবিভূষিত, রত্ননির্ম্মিত কোটি কোটি যান বিরাজ করিতেছে এবং সেই নগরী নানাকুসুমশোভিত ত্রিকোটি পুষ্পোদ্যানে পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। আর সেই সকল উদ্যানে মধুমাধুর্য্যসংসক্ত মদান্বিত মধুলুব্ধ মধুকরগণ মাধ্বীকমদে মত্ত হইয়া মধুকরীগণের সহিত প্রতি-পুষ্পে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে নানাপ্রকার

দুর্গসমূহে ঐ নগরী প্রবল বৈরিগণেরও দুর্গাম্যা; প্রধান প্রধান রক্ষিগণকর্তৃক সেই দুর্গসকল নিরন্তর রক্ষিত হইতেছে। বিশ্বকর্ম্মাকর্তৃক উৎকৃষ্ট বিচিত্র রত্নবিরচিত ত্রিকোটি অট্টালিকা অবস্থিত থাকায় নগরীর অতিশয় সৌন্দর্য্য হইয়াছে। ১—১৪। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ মথুরার এইরূপ শোভা দর্শন করিতে করিতে গমনকালে পথিমধ্যে অতি জরাতুরা বৃদ্ধা কুব্জাকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, সেই রুক্ষাঙ্গী বিকৃতাকারা কুব্জা, দণ্ড-সাহায্যে অতি নম্রা হইয়া গমন করিতেছে; সেই সময়ে তাহার গাত্রীয় লোলমাংস সকল চলিত হইতেছে। নারদ! সেই বৃদ্ধার হস্তে স্বর্ণপাত্রস্থ কস্তূরীকুঙ্কুমাক্ত চন্দনদ্রব এবং মকরন্দগন্ধযুক্ত মনোহর সুগন্ধি দ্রব্য সকল অবস্থিত রহিয়াছে। তখন সেই বৃদ্ধা কুব্জা, সহসা শ্রীযুত শ্রীনিবাস শ্রীবীজ শ্রীনিকেতন শান্তমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকান্তকে দর্শন করিয়া, সহাস্তবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিবিনত মস্তকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার শ্যামকলেবরে স্বর্ণপাত্রস্থ চন্দন বিলেপন করিল। পরে তাঁহার সঙ্গিগণের গাত্রেও ঐরূপ চন্দন দান করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বারংবার প্রণাম করিতে লাগিল। পরে কুব্জা শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিমাত্রে সহসা রূপ ও যৌবনে লক্ষ্মীর সমান সৌন্দর্য্যশালিনী হইল; তখন সে বহ্নি-শুদ্ধবসন ও রত্নভূষণে ভূষিতা মনোহরা ধন্যা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার ন্যায় প্রকাশ পাইল। তাহার ওষ্ঠ বিম্বফলতুল্য, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ, শ্রোণি ও দন্তপঙ্ক্তি অতি মনোহর এবং পয়োধরযুগল বিল্বফল-সদৃশ হইল; তখন তাহার বদনমণ্ডলে নিরন্তর ঈষৎ হাস্য বিকাশ পাইতে লাগিল। ১৫—২৩। তৎকালে কুব্জার গলদেশে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মনোহর হার বিরাজ করিতে লাগিল এবং পাদযুগল রত্নমঞ্জীরে রঞ্জিত ও গমন গজেন্দ্ররাজের গমনের ন্যায় মন্থর হইল। তখন সে মালতীমালাবেষ্টিত বামবঙ্কিম বর্ত্তুলাকার মনোহর কবরীভার ধারণ করিল। সেই সীমন্তিনীর সীমন্তের উপরিভাগে কস্তূরীবিন্দু ও চতুর্দ্দিকে চন্দনবিন্দুর সহিত দাড়িম্ব-কুসুমাকার সিন্দুর-বিন্দু শোভা পাইতে লাগিল। তখন সেই রতিকর্ম্মনিপুণা রত্নদর্পণহস্তা কুব্জা, চঞ্চলকটাক্ষ বিক্ষেপ করত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলে, সেই সতী কুব্জা কৃতার্থা হইয়া কমলার ন্যায় স্বভবনে গমন করিল। পরে কুব্জা দেখিল, তাহার ভবন কমলার আলয়ের ন্যায় রত্নসার-নির্ম্মিত ও রত্ন-শয্যায় শোভিত হইয়াছে। সেই ভবনে প্রদীপ্ত রত্ন-প্রদীপ-শ্রেণী এবং চতুর্দ্দিকে রত্নময় দর্পণসমূহ বিরাজ করিতেছে; অসংখ্য দাস-দাসীতে সেই ভবন পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং দাসীগণের মধ্যে, কেহ সিন্দুর, কেহ বস্ত্র, কেহ তাম্বুল, কেহ শ্বেত চামর ও কেহ বা মাল্য ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ২৪—৩১। কুব্জা তথায় গমনান্তে সুমনোহর মিষ্টান্ন ভোজনপূর্ব্বক রত্নপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া দাসীগণকর্তৃক সেবিতা হইতে লাগিল। সেই সময় সেই কুব্জা হরির উদ্দেশে নিজসমীপে শয্যার উপর সকর্পূর তাম্বুল, কস্তুরী-কুঙ্কুমান্বিত চন্দন, মালতীমাল্যযুগল, কর্পূরাদি-সুবাসিত শীতল সলিল ও স্বাদু মিষ্টান্ন সকল সংস্থাপিত করিয়া রাখিল। তখন কুব্জা কায়মনোবাক্যে হরির চরণ এবং হরির আগমন ও মনোহর মুখচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিল। মুনে! তৎকালে কুব্জা কামাসক্তা হইয়া নিরন্তর কোটিকন্দর্পের ন্যায় মনোহর কামুক হরিরূপ-চিন্তাতেই নিমগ্না হইল; অধিক কি তাহার নেত্রে সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গমনকালে এক মালাকারকে মনোহর মালাসমূহ লইয়া রাজমন্দিরে গমন করিতে দেখিলেন। তখন সেই মালাকারও শ্রীকান্তকে দেখিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে মাল্যসমূহ অর্পণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া তাহাকে অতি দুর্লভ স্বদাস্যরূপ বর দানপূর্ব্বক মাল্য গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সতত যৌবনোদ্ধত অহঙ্কৃত বলিষ্ঠ বস্ত্র-পুঞ্জধারী এক রজককে দর্শন করিয়া তাহার নিকটে বিনীতভাবে বস্ত্র প্রার্থনা করিলে সে তাঁহাকে বস্ত্র প্রদান না করিয়া নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে লাগিল। ৩২—৪২। অহে মূঢ় গোপজনবল্লভ! এই সুদুর্লভ বস্ত্র সকল রাজার যোগ্য; ইহা গো-রক্ষক জনের যোগ্য নহে। অরে কন্যা-লোলুপ! লম্পট! বৃন্দাবন অরাজক বলিয়াই তথায় গোপকন্যাদিগের সহিত বিহার করিয়াছ; কিন্তু এই কংসরাজমার্গে কখনই এতাদৃশ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইবে না; কারণ এস্থলে রাজেন্দ্র বিদ্যমান আছেন, তিনি অকার্য্য দেখিলে তৎক্ষণাৎ দুষ্টের শাসন করিয়া থাকেন। তখন মধুসূদন, বলদেব, অক্রুর ও গোপবৃন্দ রজকের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া উঠিলেন। পরে সদ্গুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ, চপেটাঘাতে সেই রজককে নিহত করিয়া তাহার বস্ত্রপুঞ্জ গ্রহণপূর্ব্বক সঙ্গিগণকে পরিধান করাইলেন ও আপনিও

পরিধান করিলেন। তখন সেই রজকরাজ, স্থির-যৌবনান্বিত জরা-মৃত্যু-শূন্য পীতবসনধারী সস্মিত শ্যাম-সুন্দর উৎকৃষ্ট দিব্যকলেবর ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণে বেষ্টিত রত্নযানে আরোহণ করিয়া গোলোক-ধামে গমন করিল। পরে সেই জিতেন্দ্রিয় রজক, গোলোকে পার্ষদগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে দিনকর অস্তমিত হইলে, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণও কুবিন্দ-নামক কোন বৈষ্ণবের গৃহে সানন্দে নন্দ, বলদেব ও গোপবৃন্দের সহিত উপস্থিত হইলেন। কুবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণে সমুদয় ধনসম্পত্তি অর্পণ করিয়া অবস্থান করিতে-ছিলেন। তখন সেই ভক্ত কুবিন্দ শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও পূজা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ স্বদাস্যরূপ বর দান করিলেন। ৪৩—৫২। অনন্তর সকলে উত্তম মিষ্টান্ন ভোজন-পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। এদিকে কুব্জাও নিদ্রিতা হইলে, নিদ্রেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে তাঁহার নিকটে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, কমলার ন্যায় সুন্দরী কুব্জা দাসীগণে পরিবৃতা হইয়া রত্নশয্যায় নিদ্রিতা রহিয়াছেন। তখন জগন্নাথ কৃষ্ণ, দাসীগণের নিদ্রা ভঙ্গ না করিয়া, কেবল প্রিয়া কুব্জারই নিদ্রা ভঙ্গ করত বলিতে লাগিলেন, মহাভাগে! নিদ্রা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমায় শৃঙ্গার দান কর; সুন্দরি! তুমি পূর্ব্বে রাবণ-ভগিনী সূর্পণখা ছিলে। কান্তে! তুমি রামাব-তারকালে আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলে; এক্ষণে আমি কৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করি-য়াছি, তুমি সেই তপঃপ্রভাবে আমাকে কান্তরূপে ভজনা কর। সুন্দরি! এক্ষণে তুমি আমার সহিত সুখ-সম্ভোগ করিয়া জন্ম-মৃত্যুজরাশূন্য সুদুর্লভ মদীয় নিলয় গোলোকে গমন কর। শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া সেই কামুকী কুব্জাকে বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক নগ্না করিয়া শৃঙ্গার ও চুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন নবসঙ্গম-সঙ্গতা সেই কুব্জা, কমলার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার গণ্ডস্থল চুম্বন করিতে লাগি-লেন। নারদ! সেই দম্পতী রতিবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, এজন্য ক্ষণকালও তাঁহাদিগের সুরতক্রীড়ার বিরাম রহিল না, নিরন্তর নানাপ্রকার শৃঙ্গার হইতে লাগিল। তৎকালে ভগবান্ কৃষ্ণ, তীক্ষ্ণ নখাঘাতে কুব্জার স্তনযুগল ও শ্রোণিমণ্ডল এবং দশনদ্বারা দংশন করিয়া অধরদেশ ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, নিশাবসানসময়ে বীর্য্যাধান করিলে সুন্দরী কুব্জা সম্ভোগসুখে মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। তখন কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থল-স্থিতা তদবস্থাপন্না সেই কুব্জা, দিবা কি রাত্রি, স্বর্গ কি মর্ত্ত্য, কি স্থল, কি জল কিছুই বোধ করিতে পারিলেন না। পরে রজনী সুপ্রভাতা হইলে রজনীপতি যেন শ্রীকৃষ্ণের ব্যতিক্রমদর্শনেই লজ্জাহেতু মলিন হই-লেন। অনন্তর গোলোক হইতে রত্ননির্ম্মিত রথ উপস্থিত হইলে কুব্জা বহ্নিবিশুদ্ধ-বসনধারী রত্নভূষণে ভূষিত তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ নিত্য জন্মাদিবিবর্জ্জিত দিব্য কলেবর ধারণ করিয়া সেই রথারোহণে গোলোকে গমন করিলেন। মুনে! সেই কুব্জা গোলোকধামে চন্দ্র-মুখী নামে গোপিকা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কতিপয় গোপিকা তাঁহার পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্তা হইল। ভগবান্ নন্দনন্দন, ক্ষণকাল তথায় অবস্থিত থাকিয়া সানন্দে নন্দাধিষ্ঠিত মন্দিরে গমন করিলেন। ৫৩—৬৯। এদিকে কংস নিশাকালে নিদ্রাবস্থায় ভয়বিহ্বল ও বিষণ্ণ হইয়া আপনার মৃত্যুসূচক দুঃস্বপ্ন দর্শন করিল। মুনে! কংস দেখিল, সূর্য্য নভশ্চ্যুত হইয়া চতুঃখণ্ডে ভূতলে পতিত রহিয়াছে এবং চন্দ্র-মণ্ডল আকাশচ্যুত ও ভূমিপতিত হইয়া দশখণ্ড হই-য়াছে; আর বিকৃতাকার বজ্রহস্ত পুরুষগণ এবং নগ্না ছিন্ননাসা কোন বিধবা শূদ্রপত্নী তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই রমণী লোলজিহ্বা ও অট্টহাস্যকারিণী; তাহার ললাটে চূর্ণতিলক, হস্তে খড়্গ ও খর্পর এবং গলদেশে জবাপুষ্পের মালা, তাহার বস্ত্র ও কেশকলাপ শুক্লবর্ণ। পরে গর্দ্দভ, মহিষ, বৃষ, শূকর, ভল্লুক, কাক, গৃধ্র, কঙ্ক, বানর, বিরজ, কুক্কুর, কুম্ভীর, শৃগাল, ভস্মপুঞ্জ, অস্থিরাশি, তালফল, কেশকলাপ, উল্বণকার্পাস, নির্ব্বাণ-অঙ্গার, উল্কা, শব, চিতাশ্রিত মানব, কুম্ভকার-চক্র, তৈলকার-চক্র, বক্র-কপর্দ্দক, শ্মশানদগ্ধকাষ্ঠ, শুষ্ককাষ্ঠ, তৃণরাশি, ও কুশরাশি তাহার নেত্রপথে পতিত হইল এবং সদণ্ড-ধাবমান কবন্ধ, মৃতমস্তক, ভস্মযুক্ত দগ্ধস্থান, জলশূন্য তড়াগ, দগ্ধ মৎস্য, লৌহ, নির্ব্বাণ-দগ্ধ-কানন এবং গলৎকুষ্ঠী উলঙ্গ মুক্তকেশ কোন শূদ্রকে দেখিতে পাইল। আর দেখিল, যেন গুরু বিপ্র রুষ্ট হইয়া শাপপ্রদান করিতেছেন এবং কোন ভিক্ষুযোগী ও বৈষ্ণব পুরুষ তাহার প্রতি অতি-শয় রুষ্ট হইয়াছেন। কংস এইরূপ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও পত্নীর নিকটে ঐ স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে তাহার পত্নী অমঙ্গলাশঙ্কায় প্রেমবিহ্বলচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কংশ সভাস্থলে মল্ল সন্নিবেশিত ও প্রধান হস্তীকে দ্বারদেশে সংস্থাপিত করিয়া, যুদ্ধ-

বিশারদ মল্ল-সৈন্যগণকে মঙ্গলাচরণ করাইল এবং সভা সজ্জিতকরণের পর ব্রাহ্মণদ্বারা কুশলকর পুণ্য স্বস্ত্যয়ন করাইয়া যত্নসহকারে উপযুক্ত পুরোহিতগণকে যাগে নিযুক্ত করিল। ৭০—৮২। তৎপরে তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক রমণীয় মঞ্চে সমাসীন হইয়া, যুদ্ধকোবিদ যোদ্ধৃবর্গকে যুদ্ধকার্য্যে নিয়োগ করিল এবং রাজেন্দ্রগণ, ব্রাহ্মণগণ, মুনীন্দ্রগণ ও ধর্ম্মিষ্ঠ রণকোবিদ সুহৃদ্‌গণ তৎকর্ত্তৃক যথাস্থানে উপবেশিত হইলেন। নারদ! অনন্তর গোবিন্দ বলদেবের সহিত আগমন করিয়া, ধনুর্গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অনায়াসে মহেশ্বরের সেই ধনু ভগ্ন করিলেন। সেই সময়ে তাহার শব্দে মথুরাস্থিত যাবতীয় লোক বধির হইয়া পড়িল এবং কংসের বিষাদ ও বসুদেব-দেবকীর পরম আনন্দ উপস্থিত হইল। পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারস্থিত গজ ও প্রধান মল্লকে নিহত করিয়া, সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন যোগিপুরুষসকল সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর দেব শ্রীকৃষ্ণকে হৃৎপদ্মমধ্যে ও বাহিরে একরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং সভাসদ্ রাজগণ, দণ্ডধারী শাস্তা রাজেন্দ্রস্বরূপ ও বসুদেব-দেবকী দুগ্ধমুখ স্তনান্ধ বালকরূপ দর্শন করিলেন। আর কামিনীগণকর্ত্তৃক সেই কৃষ্ণ কোটিকন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধাররূপে, কংসকর্ত্তৃক কালপুরুষরূপে ও কংসের বান্ধবগণকর্ত্তৃক বৈরীরূপে দৃষ্ট হইলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ, মুনিগণ বিপ্রগণ পিতা-মাতা গুরুকে প্রণাম করিয়া হস্তে সুদর্শন ধারণপূর্ব্বক কংসাধিষ্ঠিত মঞ্চের নিকটে গমন করিলেন। ৮৩—৯১। তখন ভূপতি কংস সমুদয় বিশ্ব কৃষ্ণময় এবং সম্মুখে হীরাহার-বিভূষিত রত্নযান দর্শন করিতে লাগিল। মুনে! ভক্তজনের বন্ধু কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদর্শনে কৃপা করিয়া মঞ্চ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক অনায়াসে কংসকে বিনাশ করিলে, কংস দিব্যরূপ ধারণ করত আনন্দে স্ফীত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিল এবং তাহার শরীর হইতে পরম তেজ নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে লীন হইল। পরে কৃষ্ণ, কংসের সৎকার-নির্ব্বাহান্তে ব্রাহ্মণগণকে ধন দানপূর্ব্বক ধীমান্ উগ্রসেনকে রাজ্য ও রাজচ্ছত্র দান করিলেন। তখন চন্দ্রবংশ-সমুদ্ভব উগ্রসেন নৃপেন্দ্র হইলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইল; কংসের মাতা ও পত্নীবর্গ বিলাপ করিতে লাগিল এবং তাহার বান্ধবগণ, মাতৃবর্গ, ভগিনী ও ভ্রাতৃকামিনী বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল;—হে রাজেন্দ্র! একবার আমাদিগকে দর্শন দাও; তুমি নৃপাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্য, ধন, বান্ধব ও সৈন্যগণকে রক্ষা কর। হে মহাবলিষ্ঠ! তুমি অনাথ বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? যিনি ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্ত চরাচরাধার অসংখ্য বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন; ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্তদেব, ধর্ম্ম, সূর্য্য, গণপতি, মুনীন্দ্রগণ ও দেবেন্দ্র, দিবারাত্রি যাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন; দেবগণ সরস্বতী ও প্রকৃতি দেবী সভয়ে যে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া থাকেন; যিনি স্বেচ্ছাময় নিরীহ, নির্গুণ, নিরঞ্জন, পরাৎপরতর, পরমাত্মা, ঈশ্বর এবং যিনি নিত্য ও জ্যোতিঃস্বরূপ; ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতই যাঁহার শরীরধারণ; যিনি নিত্যানন্দ, নিত্য, নিত্যবিগ্রহ ও অক্ষয়; সেই মায়েশ্বর ভগবান্ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, পৃথিবীর ভারাবতারণার্থ মায়াবলে গোপবালকবেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৯২—১০৪। সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহাকে বিনষ্ট করেন, অপর কোন পুরুষই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নন এবং তিনি যাহাকে রক্ষা করেন, কেহই তাহার বিনাশে সমর্থ হয় না। হে মহামুনে! কংসের আত্মীয়বর্গ সকলে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন; পরে তাহার স্বর্গার্থে বহুতর ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন দান করিলেন। তৎকালে ভগবান্ সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণও পিতা-মাতার নিকটে গমনপূর্ব্বক লৌহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিলেন। তৎপরে সেই দেবগণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, পিতামাতাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিনতকন্ধরে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন,—হে পিতঃ! হে মাতঃ! যে ব্যক্তি পিতা, মাতা এবং বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতা গুরুকে পোষণ না করে, সেই মূঢ় যাবজ্জীবন অশুচি। সমুদয় পূজ্য ব্যক্তি অপেক্ষা পিতা পরম পূজ্য ও পরম গুরু এবং গর্ভধারণ ও পোষণ নিমিত্ত পিতা অপেক্ষাও মাতা শতগুণে অধিক গরীয়সী। মাতা পৃথিবীরূপা ও সর্ব্বাপেক্ষা হিতৈষিণী; এই ভূমণ্ডলে সকলেরই মাতা হইতে পরম বন্ধু আর কেহই নাই। কেবল বিদ্যা ও মন্ত্রদাতা, মাতা অপেক্ষাও পরমগুরু; তাঁহাদিগের তুল্য বন্দনীয় ও পূজনীয় কেহই নাই; তাঁহারা দেবতাস্বরূপ। হে মুনে! এই বলিয়া বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় প্রণাম করিলে, তাঁহার পিতা-মাতা সাদরে সেই রাম-কৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক মিষ্টান্ন ও পায়স ভোজন করাইয়া পরে নন্দ এবং গোপগণকেও পরমাদরে ভোজন করাইলেন। অনন্তর বসুদেব ব্রাহ্মণগণদ্বারা মঙ্গলানুষ্ঠান করাইয়া

ভূরি ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণদিগকে সানন্দে প্রভূত ধন বিতরণ করিলেন। ১০৫—১১৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন; অনন্তর কৃষ্ণ-বলরাম শোকার্ত্ত পিতা নন্দকে আধ্যাত্মিকাদি দিব্য যোগ বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে আধ্যাত্মিকাদি যোগ দানান্তে পুনরায় পুত্র-বিচ্ছেদে কাতর হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে দেখিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন, পিতঃ নন্দ! সানন্দে মদ্বাক্য শ্রবণ করত শোক ত্যাগ করিয়া আনন্দ লাভ কর। আমি পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মা, অনন্তদেব, গণেশ, কামদেব, সূর্য্য, মুনীন্দ্রগণ ও যোগীন্দ্রগণকে যে জ্ঞান দান করিয়াছি, এক্ষণে আমি তোমাকে সেই জ্ঞান দান করিতেছি, গ্রহণ কর। হে তাত! কে কাহার পুত্র? কে কাহার পিতা? বা কে কাহার মাতা? সকলে কেবল পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে সংসারক্ষেত্রে যাতায়াত করে। জীবগণ কর্ম্মানুসারে স্থানবিশেষে জন্ম লাভ করে এবং নিজ নিজ কর্ম্মবলেই কেহ বিধাতার পত্নীতে, কেহ ইন্দ্রপত্নীতে, কেহ নৃপ-স্ত্রীতে, কেহ দ্বিজপত্নীতে, কেহ ক্ষত্রিয়ার গর্ভে, কেহ বৈশ্যার গর্ভে, কেহ শূদ্রযোনিতে কেহ তির্য্যগ্‌যোনিতে ও কেহ বা পশ্বাদিযোনিতে সমুৎপন্ন হয়। পিতঃ! সকলে আমারই মায়াপ্রভাবে বিষয়ভোগে আনন্দিত এবং বান্ধব, প্রজা, ভূমি ও ধনাদিবিচ্ছেদে মরণাদি জ্ঞানে বিষণ্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু মূঢ় ব্যতীত মদ্‌যাজী বিজিতেন্দ্রিয় মন্মন্ত্রোপাসক মৎসেবানিরত সতত পবিত্র ভক্তিযুক্ত মদ্ভক্ত জ্ঞানী পুরুষ কখন শোকান্বিত হয় না। আমার ভয়ে বায়ু নিরন্তর বিচরণ, চন্দ্র-সূর্য্য সময়ে কিরণ দান, ইন্দ্র কালভেদে বর্ষণ, বহ্নি দাহ, মৃত্যু জন্তুগণে সঞ্চরণ ও বৃক্ষ সকল কালে পুষ্প-ফল ধারণ করিতেছে। ১—১২। ব্রজরাজ! আমারই শাসনে বায়ু নিরাধারে অবস্থান করিতেছে। সেই বায়ু কূর্ম্মাধার, কূর্ম্ম অনন্তদেবের আধার, অনন্তদেব পর্ব্বতনিচয়ের আধার ও পর্ব্বত সকল সপ্তপাতালের আধার। হে জ্ঞানিন্! তদুপরি নিশ্চল জল; বসুন্ধরা নিশ্চল জলেই অবস্থিতা। সেই বসুন্ধরা সপ্তস্বর্গের আধার ও জ্যোতিশ্চক্র গ্রহগণের আধার; আর ব্রহ্মাণ্ডাতীত বৈকুণ্ঠ নিরাধার। সেই বৈকুণ্ঠের পঞ্চাশৎকোটিযোজন ঊর্দ্ধে রত্নসারবিনির্ম্মিত নিরাশ্রয় গোলোকধাম বিরাজ করিতেছে। উহা সপ্তদ্বার, সপ্তসার ও সপ্তপরিখাসংযুক্ত, উহাতে লক্ষপ্রাকার ও বিরজা-নদী শোভিত হইতেছে। উহা শতশৃঙ্গনামক মনোহর রত্নশৈলে বেষ্টিত; ঐ শৈলের সমুজ্জ্বল এক এক শৃঙ্গ অযুতযোজনপরিমিত; সেই শতশৃঙ্গশৈলের পরিধি শতকোটিযোজন ও উচ্চতা তদপেক্ষা শতগুণ; উহা প্রস্থে লক্ষযোজন বিস্তৃত। ঐ পর্ব্বতে অমূল্য-রত্ননির্ম্মিত চন্দ্রবিম্ববৎ গোলাকার অযুতযোজন-বিস্তীর্ণ রাসমণ্ডল বিরাজমান রহিয়াছে। উহা সহস্র পুষ্পিত কল্পবৃক্ষ, মনোহর শত পুষ্পোদ্যান ও নানাবিধ পুষ্প-বৃক্ষসমূহে বেষ্টিত। ঐ রাসমণ্ডলে ত্রিকোটি রত্নভবন এবং অসংখ্য রত্নপ্রদীপ ও রত্নকুম্ভ সকল শোভমান হইতেছে; উহা লক্ষগোপীকর্ত্তৃক নিরন্তর পরি-রক্ষিত। ১৩—২২। উহাতে নানাপ্রকার ভোগ্য-বস্তু, শত শত মধুবাপী, শত শত পীযুষবাপী বিদ্যমান আছে; অসংখ্য কামোপভোগযোগ্য বহু বস্তু দ্বারা উহা পরিপূর্ণ। ব্রজেশ্বর! সেই গোলোকস্থিত গৃহসংখ্যা বর্ণনে কোন বিচক্ষণ বেদবিদ্বান্ ব্যক্তি বা স্বয়ং বেদও সমর্থ নন। ঐ গৃহসমূহের মধ্যে অতি রমণীয় রাধা-শিবির ত্রিকোটি অমূল্য রত্নাভরণে নিরন্তর শোভিত হইতেছে। সেই শিবির, অমূল্য রত্নকলসনিকরে সমুজ্জ্বল, রত্নদর্পণনিচয়ে পরিপূর্ণ ও অমূল্য রত্নস্তম্ভ-সমূহে বিরাজিত রহিয়াছে। মাণিক্যমুক্তাসংযুক্ত হীরাহারসমন্বিত সেই শিবির নানাপ্রকার চিত্র-বিচিত্র শ্বেতচামরনিকরে অনির্ব্বচনীয় শোভাসম্পন্ন। উহাতে রত্নপ্রদীপ সকল নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত হইতেছে; উহার সোপান সমুদয় রত্নময় এবং স্থানে স্থানে অমূল্য রত্নপাত্র ও অপূর্ব্ব শয্যাসমূহ বিরাজ করিতেছে। চিত্র-বিচিত্র অমূল্য রত্নপ্রাকারত্রয় ও পরিখাত্রয়ে উহা পরিবেষ্টিত; উহাতে দুর্গম দ্বারত্রয় বিদ্যমান আছে। সেই শিবিরের ষোড়শ কক্ষা; ঐ কক্ষা সকলের প্রতিদ্বারে নিযুক্ত ষোড়শলক্ষ গোপিকা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। শিবিকার অভ্যন্তরে তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভ শতচন্দ্রসমপ্রভ রাধিকার কিঙ্করীবর্গ অবস্থান করিতেছে; উহাদের পরিধান বহ্নিবিশুদ্ধবস্ত্র ও সর্ব্বাঙ্গ রত্নভূষণে ভূষিত। ২৩—৩২। রাধাভবনের অমূল্যরত্ননির্ম্মিত সুমনোহর প্রাঙ্গণ, অমূল্য রত্নস্তম্ভ-সমূহে সুশোভিত। ঐ প্রাঙ্গণে ফল-পল্লব-সংযুত রত্নময় মঙ্গল কুম্ভসমূহ ও মুক্তাশ্রেণী-বিরাজিত রত্ন-বেদীসকল শোভা পাইতেছে এবং কোন কোন স্থানে অমূল্য রত্নদর্পণ ও কোন কোন স্থানে অমূল্য রত্ন-নির্ম্মিত মনোহর আভরণসকল শোভমান হইতেছে; তন্মধ্যে কোটি পূর্ণশশধরের ন্যায় শোভান্বিতা শ্বেত-

চম্পকসন্নিভা রাধিকা রত্নসিংহাসনে সমাসীনা হইয়া লক্ষ গোপীকর্ত্তৃক সেবিতা হইতেছেন। তিনি অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ভূষণ ও রত্নময় বসনে বিভূষিতা; তাঁহার বামকরে রত্নদর্পণ ও দক্ষিণ হস্তে মনোহর রত্নপদ্ম বিরাজ করিতেছে। তিনি মৃগমদ ও চন্দনবিন্দুশোভিত দাড়িম্বকুসুমাকার মনোহর সিন্দূরবিন্দু এবং মালতীমালামণ্ডিত বামবঙ্কিম মুনীন্দ্রমনোহারী কবরীভার ধারণ করিতেছেন। সেই গোলোকধামে এবম্ভূতা রাধিকা, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার তুল্য অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ভূষণনিবহে বিভূষিতা গোপীগণকর্ত্তৃক শ্বেত-চামর দ্বারা পরিসেবিতা হইয়া থাকেন; দেবীপ্রবরা সেই রাধিকাই আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পিতঃ! সেই রাধিকা এক্ষণে শ্রীদামের শাপবশতঃ বৃষভানুর কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন; সেই শাপহেতুই আমার সহিত তাঁহার শতবর্ষ বিচ্ছেদ হইবে; আমি সেই সময়েই ভূভার হরণ করিয়া তাঁহার সহিত পুনরায় গেলোকে গমন করিব; এক্ষণে তুমি ব্রজধামে গমন কর। ৩৩—৪৩। আমি তোমার সহিত এবং যশোদা, গোপগোপিকাগণ, বৃষভানু, তৎপত্নী কলাবতী ও বান্ধবগণের সহিত সেই গোলোকধামে মিলিত হইব। হে মহাভাগ নন্দ! তুমি এই বৃত্তান্ত মাতা যশোদার নিকটে সানন্দে প্রকাশ করিও; এক্ষণে শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজবাসীদিগের সহিত ব্রজে গমন কর। পিতঃ! আমিই সমুদয় জীবগণের আত্মা; আমি তাহাদিগের অভ্যন্তরে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত আছি। জীবাত্মা আমার প্রতিবিম্ব; ইহা সর্ব্বসম্মত। প্রকৃতি মদ্বিকারা অথবা স্বয়ং আমিই সেই প্রকৃতি; ফলতঃ দুগ্ধ ও দুগ্ধের ধাবল্যের ন্যায় আমাদিগের কিছু মাত্র ভেদ নাই। রাজন্! যেমন জল ও শৈত্যে, বহ্নি ও দাহিকাশক্তিতে, আকাশ ও শব্দে, ভূমি ও গন্ধে, শোভা ও চন্দ্রে, প্রভা ও দিনকরে এবং আত্মা ও জীবে কোন ভেদ নাই; সেইরূপ রাধিকা ও আমি পৃথক্ নহি। পিতঃ! তুমি রাধিকায় গোপিকাবুদ্ধি ও আমাতে পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ কর; আমি সেই সকলের কারণ আদিপুরুষ এবং রাধিকাও সর্ব্বেশ্বরী প্রকৃতি। হে তাত নন্দ! পূর্ব্বে আমি অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার নিকটে যাহা বর্ণন করিয়াছি, তুমি এক্ষণে সানন্দে আমার সেই সুখকরী বিভূতি শ্রবণ কর। ৪৪—৫১। স্বয়ং আমিই গোলোকধামে দেবগণের মধ্যে দ্বিভুজ কৃষ্ণ এবং স্বয়ং আমি বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও শিবলোকে শিব। আমি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, তেজস্বীর মধ্যে সূর্য্য, পবিত্রের মধ্যে বহ্নি, দ্রবের মধ্যে জল। আমি ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে মন, শীঘ্রগামীর মধ্যে সমীরণ, দণ্ডকারীর মধ্যে যম ও সংহারকদিগের মধ্যে কালস্বরূপ। আমি অক্ষরের মধ্যে অকার, বেদের মধ্যে সামবেদ, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের মধ্যে শচীপতি, ধনীর মধ্যে কুবের এবং দিগীশ্বরের মধ্যে ঈশান। আমি ব্যাপকের মধ্যে আকাশ, জীবের মধ্যে সর্ব্বান্তরাত্মা, আশ্রমের মধ্যে ব্রাহ্মণ। আমি ধনের মধ্যে সর্ব্বদুর্লভ অমূল্য রত্ন, তৈজস পদার্থের মধ্যে সুবর্ণ ও মণির মধ্যে কৌস্তভ। আমি পূজাধারের মধ্যে শালগ্রাম, পত্রের মধ্যে তুলসী, পুষ্পের মধ্যে পারিজাত, তীর্থের মধ্যে পুষ্কর এবং বৈষ্ণবের মধ্যে সনৎকুমার, যোগীন্দ্রের মধ্যে গণেশ, সেনাপতির মধ্যে কার্ত্তিকেয় ও ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে লক্ষ্মণ। আমি রাজেন্দ্রগণের মধ্যে শ্রীরাম, নক্ষত্রের মধ্যে শশী, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত, বারের মধ্যে রবিবার, তিথির মধ্যে একাদশী, সহিষ্ণুর মধ্যে পৃথিবী ও বান্ধবের মধ্যে মাতা। ৫২—৬১। আমি ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যে অমৃত, গব্যের মধ্যে ঘৃত, বৃক্ষের মধ্যে কল্পবৃক্ষ, কামধেনুর মধ্যে সুরভি, নদীর মধ্যে পাপবিনাশিনী গঙ্গা, পণ্ডিতজনের মধ্যে বাণী ও মন্ত্রের মধ্যে প্রণব। আমি বিদ্যার মধ্যে বীজরূপ, শস্যের মধ্যে ধান্য, বনস্পতির মধ্যে অশ্বত্থ, গুরুর মধ্যে স্বয়ং মন্ত্রদাতা এবং প্রজাপতিদিগের মধ্যে কশ্যপ। আমি পক্ষীর মধ্যে গরুড়, সর্পের মধ্যে অনন্ত, মনুজের মধ্যে মনুজাধিপ ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, দেবর্ষির মধ্যে নারদ, রাজর্ষির মধ্যে জনক ও মহর্ষির মধ্যে স্বয়ং শুকদেব। আমি গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিলমুনি, বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে বৃহস্পতি, কবিগণের মধ্যে শুক্র, গ্রহের মধ্যে শনি, শিল্পর মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা, মৃগগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র ও বৃষের মধ্যে শিববাহন। আমি গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, অপ্সরার মধ্যে উর্ব্বশী, সমুদ্রের মধ্যে জলার্ণব, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু। আমি রত্নসম্পন্ন বস্তুর মধ্যে হিমালয়, প্রকৃতির মধ্যে দুর্গা, দেবীর মধ্যে কমলালয়া। আমি নারীর মধ্যে শতরূপা, আমার প্রিয়াগণের মধ্যে রাধিকা, সাধ্বীর মধ্যে বেদমাতা সাবিত্রী, দৈত্যের মধ্যে প্রহ্লাদ ও বলিষ্ঠের মধ্যে স্বয়ং বলি। ৬২—৭২। আমি জ্ঞানিগণের মধ্যে ভগবান্ নারায়ণ ঋষি, বানরের মধ্যে হনুমান্, পাণ্ডবের মধ্যে ধনঞ্জয়, নাগকন্যার মধ্যে মনসা, বসুর মধ্যে দ্রোণনামক বসু, জলধরের মধ্যে দ্রোণমেঘ, বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ, কামিগণের মধ্যে কামদেব,

কামুকীর মধ্যে রম্ভা ও সমুদয় লোকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোলোকস্বরূপ। আমি মাতৃগণের মধ্যে শান্তি, সুন্দরীদিগের মধ্যে রতি, সাক্ষীর মধ্যে ধর্ম্ম, বাসরের মধ্যে সন্ধ্যা, ক্ষণের মধ্যে মাহেন্দ্রক্ষণ, রাক্ষসের মধ্যে বিভীষণ একাদশ রুদ্রের মধ্যে কালাগ্নিরুদ্র ও ভৈরবের মধ্যে সংহার ভৈরব। হে নন্দ! আমি শৈবের মধ্যে নন্দী, বনের মধ্যে বৃন্দাবন, শঙ্খের মধ্যে পাঞ্চজন্য, অঙ্গের মধ্যে মস্তক, পুরাণশাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পরম পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত, ইতিহাসের মধ্যে মহাভারত ও পঞ্চরাত্রের মধ্যে কাপিল পঞ্চরাত্র। আমি মনুগণের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, মুনিগণের মধ্যে ব্যাসদেব, পিতৃগণের পত্নীর মধ্যে স্বধা ও বহ্নির প্রিয়ার মধ্যে স্বাহা, যজ্ঞের মধ্যে রাজসূয়, যজ্ঞপত্নীর মধ্যে দক্ষিণা এবং শস্ত্রাস্ত্রজ্ঞের মধ্যে জমদগ্নিপুত্র মহান্ পরশুরাম। আমি পৌরাণিকের মধ্যে সূত, নীতিজ্ঞের মধ্যে অঙ্গিরামুনি, ব্রতের মধ্যে বিষ্ণুব্রত, বলের মধ্যে দৈববল, ওষধির মধ্যে দূর্ব্বা, তৃণের মধ্যে কুশ, ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে সত্য ও স্নেহ-ভাজনের মধ্যে পুত্র। ৭৩—৮৩। আমি শত্রুর মধ্যে ব্যাধি, ব্যাধির মধ্যে জ্বর এবং বরের মধ্যে আমার ভক্তি ও আমার দাস্যরূপ প্রধান বরস্বরূপে কীর্ত্তিত হই। আমি আশ্রমীর মধ্যে গৃহস্থ, বিবেকীদিগের মধ্যে সন্ন্যাসী, শস্ত্রের মধ্যে সুদর্শন, শুভাশীর্ব্বচনের মধ্যে কুশলস্বরূপ, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মহাজ্ঞান, সুখের মধ্যে বৈরাগ্য। আমি প্রীতিকর বস্তুর মধ্যে মিষ্টবাক্য, দানের মধ্যে আত্মদান, সঞ্চয়ের মধ্যে ধর্ম্ম-কর্ম্মের সঞ্চয়, কর্ম্মের মধ্যে আমার পূজা, কঠোর কার্য্যের মধ্যে তপস্যা ও ফলের মধ্যে মোক্ষফল। আমি অষ্টবিধ সিদ্ধির মধ্যে প্রাকাম্য, পুরীর মধ্যে কাশীপুরী, নগরের মধ্যে কাঞ্চী ও দেশের মধ্যে বৈষ্ণবাধিষ্ঠিত দেশ। আমি সর্ব্বাধার স্থূল পদার্থের মধ্যে মহান্ বিরাট্ এবং বিশ্ব-সংসারে যাহা সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে অবিনশ্বর পরমাণুরূপে গণ্য। আমি বৈদ্যের মধ্যে অশ্বিনীকুমার, ঔষধের মধ্যে রসায়ন ও বিষাদিক্ষয়কারী মন্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে ধন্বন্তরি। আমি রাগের মধ্যে মেঘমল্লার, রাগিণীর মধ্যে কামোদরাগিণী। আমার পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীদাম ও আমার বন্ধুর মধ্যে আমি উদ্ধব। আমি পশু-জন্তুর মধ্যে গো, কাননের মধ্যে চন্দন-কানন, পবিত্রের মধ্যে তীর্থস্বরূপ ও নিঃশঙ্ক প্রাণীর মধ্যে আমি বৈষ্ণব। ফলতঃ মন্ত্রোপাসক বৈষ্ণব অপেক্ষা প্রাণী আর কিছুই নাই। ৮৪—৯২। পিতঃ! আমি বৃক্ষের অঙ্কুররূপ, আমি সর্ব্ববস্তুতেই সর্ব্ববস্তুর আকরস্বরূপে বিদ্যমান; ফলতঃ যেমন বৃক্ষে ফল ও ফলে বৃক্ষের অঙ্কুর, সেইরূপ আমিও নিরন্তর সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতও আমাতে অবস্থিত; কিন্তু আমিই অর্ব্বকারণের কারণ-স্বরূপ, আমার কারণ কিছুই নাই। আমিই সকলের ঈশ্বর, সর্ব্বপালক; আমার পালনকারী কেহই নাই; আমিই কার্য্য ও আমিই কারণ। এই নিমিত্ত মনীষিগণ আমাকে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ববীজ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পাপী সকল মদীয় মায়ায় বিমোহিত হইয়া আমাকে বিদিত হইতে পারে না; সুতরাং সেই বিধি-বঞ্চিত পাপগ্রস্ত জীব, দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সর্ব্বজন্তুর অন্তরাত্মাস্বরূপ আমাকে অনাদর করায়, স্বয়ং স্বীয় আত্মারই অনাদর করিয়া থাকে। তাত! যে স্থানে আমার অধিষ্ঠান, ক্ষুৎপিপাসাদি মৎশক্তিসমূহেরও সেই স্থানে প্রকাশ হইয়া থাকে; সুতরাং আমি মনুষ্যদেহে গমন করিবামাত্র, সেই শক্তিসমুদায়ও তথায় অনুগত ব্যক্তির ন্যায় গমন করিয়া থাকে। হে ব্রজেশ্বর তাত নন্দ! তুমি এই জ্ঞানোপদেশ পরিজ্ঞাত হইয়া, ব্রজে গমন কর এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, রাধিকা ও যশোদাকে এই জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিও। অনন্তর ব্রজরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণ হইতে এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া, অনুগত গোপবৃন্দের সহিত ব্রজধামে গমনপূর্ব্বক যোষিৎপ্রধানা রাধিকা ও যশোদার নিকটে সেই জ্ঞানোপদেশ বর্ণন করিলেন। হে নারদ! তখন তাঁহারা সকলে সেই মহাজ্ঞানবলে শ্রীকৃষ্ণকে নির্লিপ্ত মায়াযুক্ত মহেশ্বর পরমব্রহ্ম বিবেচনা করিয়া শোকশূন্য হইলেন। পরে ব্রজরাজ নন্দ যশোদাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া,পুনর্ব্বার পরমানন্দময় নন্দনন্দন মাধবের সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক পূর্ব্বে ব্রহ্মা যাহা দান করিয়াছিলেন, সেই সামবেদোক্ত স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব করিলেন এবং পুত্রের সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। ৯৩—১০৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন;—নারদ! যে পরমাত্মা পরম পুরুষ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণে তৎপর, যিনি ভূভারহরণার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি নির্গুণ প্রকৃতি হইতেও পরাৎপর, ব্রহ্মা মহেশ্বর ও অনন্তদেব যাঁহাকে নিরন্তর বন্দনা করেন, সেই পরমানন্দময় পরিপূর্ণতম জগৎপতি পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোকুল হইতে সমাগত বিরহজ্বর-কাতর নন্দের স্তব শ্রবণে তুষ্ট হইয়া

তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। পিতঃ নন্দ! তুমি এক্ষণে আমার নিকটে শোকগ্রন্থি-বিনাশক পরম সত্য-জ্ঞান শ্রবণ করিয়া ভ্রম-শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজধামে গমন কর। ব্রজেশ্বর! বায়ু, ক্ষিতি, আকাশ, জল ও তেজ; এই পঞ্চপদার্থই বেদে পঞ্চভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাত! সমুদয় জীবগণের দেহ সেই পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া পাঞ্চভৌতিক নামে বিখ্যাত ও কৃত্রিম; জীবগণ আমারই মায়াবলে মিথ্যা ভ্রান্ত হইয়া আত্ম-পর জ্ঞান করিয়া থাকে; সেই ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতই সতত সর্ব্বদেহীর মায়াসঙ্কেতরূপ ভ্রমাত্মক দেহসংজ্ঞা ধারণ করিতেছে। পিতঃ! কে কাহার পুত্র? কে কাহার পিতা? কে কাহার স্ত্রী? কে বা কাহার পতি? সকলেই কেবল নিজ নিজ কর্ম্মবলে বারংবার জন্ম লাভ করত নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। কর্ম্মানুসারেই প্রাণিগণ জন্ম গ্রহণ করে ও কর্ম্মানুসারেই বিলীন হয় এবং কর্ম্মপ্রভাবেই তাহাদিগের সুখ, দুঃখ, ভয় ও শোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১—৯। কর্ম্মানুসারে কেহ কেহ স্বর্গে, কেহ কেহ ব্রহ্ম-গৃহে, কেহ কেহ বিপ্র-গৃহে, কেহ কেহ ক্ষত্রিয়যোনিতে, কেহ কেহ বৈশ্যজাতিতে ও কেহ কেহ বা শূদ্রজাতিতে উৎপন্ন হয়। স্ব স্ব কর্ম্মনিবন্ধন কেহ কেহ অতি নীচযোনিতে, কেহ কেহ পশু বা পক্ষিযোনিতে জন্ম লাভ করে এবং কেহ কেহ ক্ষুদ্র জন্তু ও কেহ কেহ বা বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে। তাত! সকলেই স্বীয় কর্ম্মানুসারে পুনঃপুনঃ এইরূপে ভ্রমণ করে। কেবল মৎপ্রিয় মদ্ভক্ত ব্যক্তিই কর্ম্ম নির্ম্মূল করিতে পারে। ব্রজেশ্বর! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, ক্রমে এই যুগচতুষ্টয় নিরূপিত আছে। এইরূপ পঞ্চবিংশসহস্র যুগের অবসান হইলে এক মনুর পতন হয়; মনুর তুল্যই ইন্দ্রের পরমায়ু। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের জীবনকালই ব্রহ্মার একদিন বলিয়া অভিহিত আছে। কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহার রাত্রিও এইপরিমিত নির্ণয় করিয়াছেন। এইরূপ দিনানুসারেই তাঁহার মাস ও বর্ষ স্থিরীকৃত হইয়াছে; এইরূপ শতবর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু নিরূপিত আছে; কিন্তু আমার নিমেষমাত্রে সেই ব্রহ্মার পতন হইয়া থাকে। পিতঃ! ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমুদয় পদার্থই মিথ্যা, কেবল ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ পরমাত্মা আমিই সত্য! আমার মন্ত্রোপাসক ভক্ত ধরাধামে দেহ ত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বকর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া গোলোক ধামে গমন করিয়া থাকে, সেই মদ্ভক্ত পুরুষ—জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিবর্জ্জিত নিত্য দেহ লাভ করে; অসংখ্য ব্রহ্মার পতন হইলেও তাহার আর পতন হয় না। নন্দ! আমার ভক্তগণের কখনই অশুভ হয় না, কারণ আমার সুদর্শনচক্র নিত্যই তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকে। ১০—২০। আমার ভক্ত আমা অপেক্ষা বলবান্; যদিচ আমি কখন চিন্তিত হই; কিন্তু আমার ভক্তের কখনই চিন্তা উপস্থিত হয় না; কারণ আমিই তাহার স্বামী; কিন্তু আমার স্বামী বা পিতা মাতা কেহই নাই। এক্ষণে তুমি পুত্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপী আমাকে ভজনা কর; তাহা হইলেই কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। ব্রজেশ্বর! এক্ষণে তুমি সমাগত-সর্ব্বজনসমভিব্যাহারে ব্রজধামে গমনপূর্ব্বক যশোদা ও গোপগোপীগণের নিকটে এই জ্ঞানবিষয় বর্ণন কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সভাস্থলে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, ব্রজরাজ নন্দ আনন্দপূর্ণহৃদয়ে পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণ! তুমি পরমানন্দজনক বেদনিচয়ের স্থষ্টিকর্ত্তা; আমি অতি মূঢ়; অতএব আমি যে প্রকারে তোমার পরমপদলাভে সমর্থ হই, তদনুরূপ সাংসারিক জ্ঞান আমাকে প্রদান কর। তখন সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দের বাক্য শ্রবণে স্বয়ং বেদাতীত আহ্নিক-কৃত্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। ২১—২৬।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন, হে নন্দ! বেদপুরাণে দুর্লভ সু-গোপনীয় পরমাদ্ভুত জ্ঞানবিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রজেশ্বর! মুক্তিপথের অর্গলস্বরূপ ভ্রম-মায়াময়ী কুলটা রমণীকে কখনই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে; উহারা হরিভক্তিরসাদির বিরুদ্ধাচারিণী এবং হরিভক্তিবিনাশের বীজরূপা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মদ্ভক্ত গৃহী নিত্য প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃৎপদ্মমধ্যে অভীষ্টদেব ও ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুদেবকে চিন্তা করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নির্ম্মল জলে স্নান করিবে। সুবোধ ভক্ত কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিপ্রার্থী হইলে কোনরূপ সঙ্কল্প করিবে না। পরে স্নানান্তে হরি স্মরণ ও সন্ধ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক গৃহে গমন করিবে। পাদ প্রক্ষালন ও ধৌত বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিয়া গৃহে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর শালগ্রাম, মণি, যন্ত্র, প্রতিমা, জল, বিপ্র, গুরু, গোষ্ঠ বা চন্দননির্ম্মিত অষ্টদল পদ্মে মুক্তির কারণ পরমাত্মা আমাকে পূজা করিবে। ব্রতী ব্যক্তি শালগ্রাম ও

জল ভিন্ন সর্ব্বত্রই আবাহনপূর্ব্বক মন্ত্রানুরূপ ধ্যান করিয়া ভক্তিসহকারে মূল মন্ত্রদ্বারা ষোড়শোপচার-দানে আমার অর্চ্চনা করিবে। পরে সেই সাধক—শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, বীরভানু ও শূরভানু, এই পঞ্চ গোপ, সুনন্দ, নন্দ, কুমুদনামক পার্ষদ, সুদর্শন আর লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, রাধা, গঙ্গা, বসুন্ধরা, গুরু, তুলসী, শম্ভু, কার্ত্তিকেয় ও বিনায়কের পূজা করিবে। ১—১২। সুধী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে বিঘ্নবিনাশজন্য গণেশ, দিনেশ্বর, বহ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবার পূজা করিয়া, চতুর্দ্দিকে নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণকে পূজা করিবে; এই দেবগণ কর্ম্মপাশচ্ছেদক ও মোক্ষপ্রদ বলিয়া বেদে কথিত হইয়াছেন। বিঘ্নবিনাশার্থ গণেশের, ব্যাধিনাশের জন্য সূর্য্যের, অভীষ্টপ্রাপ্তির নিমিত্ত বহ্নির, মোক্ষের জন্য বিষ্ণুর, জ্ঞানলাভার্থ শঙ্করের ও বুদ্ধিমুক্তিনিমিত্ত সুধীব্যক্তি পার্ব্বতীর পূজা করিবে; ইঁহাদিগের পূজা করিলে নিশ্চয় অন্তঃশুদ্ধি হইয়া থাকে। পরে আমার ভক্ত আমাকে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দানপূর্ব্বক মদীয় স্তোত্রকবচ পাঠান্তে গুরুকে প্রণাম ও পূজা করিয়া, পরে অন্যান্য দেবগণকে প্রণাম করিবে। এইরূপে যথাভিলষিত আহ্নিক কৃত্য ও পূজা সমাপন করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য বেদবিহিত আত্মকর্ত্তব্য পালন করিবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, ব্যাধি-বীজ স্বরূপিণী বিষ্ঠা ও ঘোর নরককারণ ব্যাধিবীজস্বরূপ মূত্র এবং লিঙ্গ ও দুঃখব্যাধিদারিদ্রদায়িনী যোনি, আর রমণীগণের উরু, মুখ স্তন, কটাক্ষ ও হাস্য দর্শন করিবে না। রমণীর রূপও বিনাশের বীজ এবং বিপদের কারণ; এজন্য তদ্দর্শন এবং দিবাভাগে স্বীয় পত্নীর সহিতও আলাপ ও সম্ভোগ ত্যাগ করা বিধেয়। একতারকান্বিত গগন দর্শন করিলে, চক্ষু ও কর্ণের পীড়া হয়; এজন্য তদ্দর্শনেও পরাঙ্মুখ হইবে; যদি দৈবাৎ দৃষ্ট হয়, তবে হরিস্মরণপূর্ব্বক সপ্তবার নারদ-নাম জপ করিবে।১৩—২২। অস্তকালে চন্দ্র, সূর্য্য এবং মধ্যাহ্নেও ঘনাচ্ছন্ন সূর্য্য দর্শন করা নিষিদ্ধ; কেননা তাহা ব্যাধির কারণ। জলস্থ চন্দ্রসূর্য্য-দর্শনে শোক ও পরমৈথুনদর্শনে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়, সুতরাং তাহাতে দৃষ্টিপাত করিবে না। পাপিষ্ঠের সহিত একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একত্র স্নান ও একত্র বসতি কর্ত্তব্য নহে; কারণ ঐ কার্য্য সকল সর্ব্বনাশের হেতু। সলিলপতিত তৈলবিন্দুর ন্যায় পাপাত্মার সহিত আলাপ, শয়ন, ভোজন, অবস্থিতি ও পাপাত্মার গাত্রস্পর্শে নিশ্চয় পাপসকল সঞ্চরণ করিয়া থাকে। হিংস্রজন্তু-সমীপে গমন দুঃখের কারণ এবং খলের সহিত মিলন কেবল শোকের হেতু; এজন্য তাহা অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, গো ও বিশেষ বৈষ্ণবগণের হিংসাকর বা কোনরূপ হানিকর কার্য্য করিবে না; কারণ তাহাতে সর্ব্বনাশ হয়। দেবতা, দেবল ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের বৃত্তি বা ধনহরণে সর্ব্বনাশ হয়, সুতরাং তাহাও অকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি স্বদত্ত বা পরদত্ত ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে ষষ্টিসহস্র বর্ষ বিষ্ঠায় কৃমিরূপে অবস্থান করে; পরে কোটিসহস্রবর্ষ গৃধ্র, শতজন্ম শূকর, শতজন্ম শ্বাপদ, শতজন্ম গণ্ডক, শতজন্ম ঘোটক, সপ্তজন্ম কুম্ভীর ও শতজন্ম পুংশ্চলীদিগের যোনিকীট হয়, ইহার সংশয় নাই। অনন্তর সেই পাপাত্মা শত-জন্ম পুংশ্চলীদিগের ব্রণকীট, সপ্তজন্ম গোধিকা, ত্রিজন্ম নকুল, সপ্তজন্ম ক্রূর সর্প, সপ্তজন্ম শার্দ্দুল, সপ্তজন্ম মহিষ, সপ্তজন্ম ভেড়ক ও সপ্তজন্ম ছাগল-যোনি প্রাপ্ত হয়। ২৩—৩৫। পরে পুনরায় তাহাকে সেই ব্রহ্মস্ব হরণনিবন্ধন শতজন্ম ভল্লুক, লক্ষজন্ম শৃগাল, ও বহুকাল জলৌকাদেহ ধারণ করিতে হয়। অধিকন্তু এবম্বিধ পাপাত্মাসকল ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত কুম্ভীপাকনরকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। আর কেহ যদি ব্রাহ্মণ-দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহান্তে দক্ষিণা দান না করে, তাহা হইলে এক রাত্রির অবসানে দ্বিগুণ দান করিতে হয়; এবং একমাস অতীত হইলে শতগুণ, দ্বিমাস গত হইলে সহস্রগুণ ও সংবৎসর অতিক্রান্ত হইলে, দাতা নরকগামী হইয়া থাকে। আর মূর্খতা-নিবন্ধন দাতা যদ্যপি দান না করে ও গ্রহীতাও প্রার্থনায় বিরত থাকে তাহা হইলে উভয়েই নরকগামী হয় ও দাতা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ব্রজেশ্বর! যে বিপ্র-হিংসা করে, তাহার বংশহানি হয় এবং সে ঐশ্বর্য্যহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ভিক্ষুকরূপে কাল যাপন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দেবতা বা ব্রাহ্মণ দর্শনে প্রণাম না করে, সে শোক প্রাপ্ত হয়, আর যে গুরুভক্তি না করে, তাহাকে নিশ্চয় রৌরব নরকে গমন করিতে হয়। যে দুরাচারণা নারী নিজ পতিকে হরিরূপে দর্শন না করে এবং তাহার প্রতি তর্জ্জন করিয়া থাকে, নিশ্চয় সেই মূঢ়াকে কুম্ভীপাকনরকে গমন করিতে হয়। ৩৬—৪২। রমণী স্বীয় পতির প্রতি বাক্‌তর্জ্জনে কাক, হিংসাতে শূকর, কোপপ্রকাশে সর্প, দন্তপ্রকাশে গর্দ্দভ, কুবাক্য-প্রয়োগে কুক্কুরী, ও বিষদৃষ্টিতে অন্ধরূপে সঞ্জাতা হয়; আর পতিব্রতা কামিনী পতির সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করে। যে ব্যক্তি, শিব, দুর্গা, গণপতি, সূর্য্য, বিপ্র, বৈষ্ণব ও বিষ্ণুর নিন্দা করে, সেই মূঢ় মহা-রৌরব নরকে গমন করিয়া থাকে। পিতা, মাতা,

পুত্র, সাধ্বীভার্য্যা, গুরু ও অনাথা ভগিনী আর অনাথা কন্যাকে অন্ন দান না করিলে, নরকগামী হইতে হয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রযোনিজ মানবগণ যদি বিপ্রভক্তি ও হরিভক্তিবিহীন ও যুবতিগণ যদি পতিভক্তিশূন্য হয়, তাহা হইলে সেই অধম মনুষ্যগণ নিশ্চয় নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। যে সকল বিপ্র, নিত্য শালগ্রামশিলারূপী হরির চরণামৃত পান ও বিষ্ণুপ্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা তীর্থ ও বসুন্ধরা ও শত পূর্ব্বপুরুষকে পবিত্র করেন। ব্রাহ্মণ পিতৃদেবগণের নিবেদিত মাংস ভোজন করিলে, পবিত্রতার হানি হয় না; কিন্তু বৃথামাংস ভোজনে মহারৌরবনরকে তাহাকে গমন করিতে হয়। কামতঃ মৎস্যভোজনে ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্রি উপবাসান্তে চান্দ্রায়ণব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হে নন্দ! যে জ্ঞান-দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ, কামতঃ মৎস্য ভোজন করে, সে সতত অশুচি থাকে ও তাহার পুরাকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি, মৎস্যমাংসত্যাগী ও নিত্য বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, নিশ্চয় তাহার প্রতিপদে অশ্বমেধের ফল হইয়া থাকে। ৪৩—৫২। যাহারা একাদশী ও কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত পালন করে, তাহাদিগের শতজন্মকৃত পাপও বিনষ্ট হয়, এবিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অধিক কি, তাহাদিগের বাল্য, কৌমার, বার্দ্ধক্য ও যৌবনকালে যে সমুদয় পাপাচারণ হইয়াছে, সে সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া থাকে। একাদশী ও কৃষ্ণজন্মাষ্টমীদিনে ভোজন করা ত্রৈলোক্যজনিতপাপ ভোজন, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু পীড়িত, অতি বৃদ্ধ ও বালকের পক্ষে এই নিয়ম নহে। তাহারা ব্রাহ্মণকে নিজ ভোজনোপযুক্ত ভক্ষ্য বস্তুর দ্বিগুণ দান করিলে, ঐ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। আর যে ব্যক্তি, উপবাসে সমর্থ হইয়াও শিবরাত্রি ও শ্রীরামনবমীদিনে ভোজন করে, সে মহারৌরব নরকে গমন করিয়া থাকে। মনুষ্য অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে স্ত্রী-তৈল-মাংস-সেবনে চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়; সকলেরই রবিবারে মৎস্য, মাংস, মসূর, আর্দ্রক, রক্তশাক ও কাংস্যপাত্রে ভোজন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; তাহা না করিলে নিঃসংশয় কুম্ভীপাক নরকে গমন করিতে হয়। ব্রজেশ্বর! যে ব্রাহ্মণ দৈবাৎ রজস্বলান্ন, বেশ্যান্ন ও অবীরার অন্ন ভোজন করে, সে নিশ্চয় বিষ্ঠাভোজী হইয়া থাকে এবং সে নিত্যই অশুচি, তাহার অশৌচ যাবজ্জীবন; এজন্য সে প্রতিদিন যে সকল কার্য্য করে কিছুরই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। ৫৩—৬১ রমণী চতুঃপুরুষগামিনী হইলে, বেশ্যা বলিয়া গণনীয়া, দেবতা বা পিতৃকার্য্যের পাকে তাহার অধিকার থাকেনা। গ্রামযাজী ও শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজীর অন্ন ভোজন করিলে চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিতে হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ, শূদ্রের শ্রাদ্ধদিবসে সেই শ্রাদ্ধীয়ান্ন ভোজন করে, তাহাদিগকে ব্রহ্মার পরমায়ুপর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে যাতনা ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি শূদ্রের শ্রাদ্ধদিনে শূদ্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্থানান্তরেও ভোজন করে, সে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত সুরাপায়ী বলিয়া গণ্য। মসমীজীবী, অসিজীবী, দেবল, বৃষবাহক, শূদ্র-শবদাহী ও শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণকেও শূদ্রের ন্যায় সমুদয় ব্রাহ্মণের কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাবিহীন অশুচি ব্যক্তি নিত্য সর্ব্বকর্ম্মে অনর্হ, সে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার ফলভাগী হয় না। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপূজাবিহীন হইলে চণ্ডালতুল্য হইয়া থাকে ও বামঃ-মন্ত্রোপাসক হইলে নরকগামী হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি নদীর গর্ভে ও গর্ত্তে বৃক্ষমূলে, জলসমীপে, দেবান্তিকে ও শস্যক্ষেত্রে মল ত্যাগ করিবে না। ব্রজেশ্বর নন্দ! পুরীষ ত্যাগানন্তর বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, শৌচ সাধনার্থ বল্মীক মৃত্তিকা, মূষিকোৎখাত মৃত্তিকা জলমধ্যস্থ মৃত্তিকা, শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা, গৃহের লেপসম্ভব মৃত্তিকা, যাহার মধ্যে প্রণী মৃত হইয়াছে সেই মৃত্তিকা, হলোৎখাত মৃত্তিকা, আলবাল, শস্যক্ষেত্র, বৃক্ষমূল বা নদীগর্ভ হইতে যে মৃত্তিকা উত্থিত হইয়া থাকে, এই সকল মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিবে। ৬২—৭২। স্ত্রীলোক কুষ্মাণ্ড ছেদন ও পুরুষ দীপ-নির্ব্বাণ করিলে, সপ্ত জন্ম রোগী ও প্রতিজন্মে দরিদ্র হয়। যে ব্যক্তি, প্রদীপ, শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম, মণি, দেবপ্রতিমা, যজ্ঞসূত্র, সুবর্ণ, শঙ্খ, হীরক, মুক্তা, গোমূত্র, গোময়, ঘৃত ও শালগ্রামশিলাতোয় ভূমিতে ত্যাগ করে। সে অধোগামী হয় সেই পাপী ক্রমে দরিদ্র, কৃপণ, কুষ্ঠী, বংশহীন, ভার্য্যাবিহীন, ভূমিবিহীন, প্রজাবিহীন, বন্ধুহীন, কুৎসিত, অন্ধ, পঙ্গু, বঙ্কিক, খঞ্জ ও অঙ্গহীন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দিবাভাগে ও উভয় সন্ধ্যাকালে নিদ্রাগত হয়; বা স্ত্রী সম্ভোগ করে, সে সপ্ত জন্ম রোগী ও সপ্ত জন্ম দরিদ্র হয়। জগৎপতি সূর্য্য উদিত হইলে, যে ব্যক্তি দন্ত ধাবন করে, সেই পাপিষ্ঠ কিরূপে বলিবে যে আমি বিষ্ণুপূজা করিব? মৃত্তিকা, ভস্ম, গোময় ও বালুকাদ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক একবার মাত্র পূজা করিলেও শতকল্প স্বর্গবাস হইয়া থাকে এইরূপে যে ব্যক্তি সহস্র শিবলিঙ্গ পূজা করে, সে বাঞ্ছিত ফল ও লক্ষ পূজা করিলে, শিবত্ব লাভ করে।

যে ব্রাহ্মণ, নিত্য শিবলিঙ্গ পূজা করেন তিনি জীবন্মুক্ত হন; আর শিব-পূজাবিহীন হইলে নরকে গমন করিতে হয়। ৭৩—৮২। যে সকল জন, সৎপূজিত প্রিয়তর শিবের নিন্দা করে, তাহারা ব্রহ্মার আয়ুঃকাল পর্য্যন্ত নিয়মগামী হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। পূজিত শিবলিঙ্গে কঙ্কর থাকিলে জন্মান্তরে মহান্ধ ও কেশ বিদ্যমান থাকিলে যবনযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। শিবলিঙ্গ ক্ষুদ্র হইলে সাধক দরিদ্র ও কৃপণ হয়, কুৎসিত হইলে ব্যাধিগ্রস্থ এবং সর্ব্ব-নির্ম্মাণ-বিহীন হইলে নীচযোনিতে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। ব্রজরাজ! সমুদয় প্রিয়পাত্রমধ্যে ব্রাহ্মণ আমার অধিক প্রিয় ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিরন্তর বক্ষঃস্থল-বাসিনী লক্ষ্মীঅধিক প্রিয়া এবং লক্ষ্মী অপেক্ষা রাধিকা, রাধিকা অপেক্ষা ভক্ত এবং ভক্ত অপেক্ষাও শঙ্কর অধিক প্রিয়। শঙ্করের তুল্য আমার অধিক প্রিয় আর কেহই নাই। যাঁহারা নিরন্তর মহাদেব, মহাদেব এই নাম উচ্চারণ করেন, আমি ঐ নাম শ্রবণলোভে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হই। আমার মন ভক্তের নিকটে, প্রাণ রাধিকার নিকটে ও আত্মা নিরন্তর শঙ্কর-স্থানে অবস্থিত; সুতরাং শঙ্কর আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক। দেখ, যে আদ্যা নারায়ণী শক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী, যে শক্তি অবলম্বন করিয়া আমি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, যাহার দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, যে শক্তিবলে বিশ্ব নিরন্তর জয়যুক্ত হইতেছে, যাহা দ্বারা জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে শক্তি ভিন্ন জগৎ ক্ষণকালও স্থায়ী হয় না, আমি সেই শক্তি শিবকে প্রদান করিয়াছি। ৮৩—৯১। সেই আদ্যাশক্তিই দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, ও লজ্জার অধিদেবতা। তিনি বৈকুণ্ঠে মহাসাধ্বী লক্ষ্মীরূপে, গোলোকে সতী রাধিকারূপে ও ক্ষীরোদে মর্ত্ত্যলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই দৈন্য-দুর্গতি-নাশিনী মেনকা-কন্যা দুর্গা ও সেই দুর্গাই স্বর্গলক্ষ্মীরূপে ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। তিনিই বাণী, তিনিই বিপ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাবিত্রী, তিনিই বহ্নিতে দাহিকাশক্তি, ভাস্করে প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, জলে শীতলাশক্তি এবং ধরাতে শস্যপ্রসবিনা ও ধারণাশক্তিরূপে বিরাজমানা। তিনিই বিপ্রগণে ব্রহ্মণ্যশক্তি ও সুরগণে দেবশক্তি; তিনি তপস্বিগণের তপস্যা, গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্ত পুরুষগণের মুক্তিশক্তি, সাংসারিকগণের আশাস্বরূপা এবং মদ্ভক্তগণের নিরন্তর আমাতে ভক্তিদায়িনী ভজনশক্তিও তিনি। সেই দুর্গাই নৃপতিগণের রাজলক্ষ্মী, বাণিজ্যকারীদিগের লভ্যরূপিণী এবং সংসারসাগরপারবিষয়ে তত্ত্বাবতারিণী ত্রয়ীও তিনি। তিনি জ্ঞানিগণের সদ্বুদ্ধিরূপা ও মেধাশক্তিস্বরূপিণী এবং বেদশাস্ত্রে ব্যাখ্যাশক্তি ও দাতাগণের দাতৃতাশক্তি। তিনি ক্ষত্রিয়াদির বিপ্রভক্তি ও সতী রমণীদিগের পতিভক্তিস্বরূপা। যে আদ্যাশক্তি এবম্ভূতা, আমি সেই শক্তি শিবকে সমর্পণ করিয়াছি। নন্দ! এই আমি তোমার নিকটে সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? তুমি যে যে বিষয় প্রশ্ন করিবে, সকলের প্রত্যুত্তর দান করিব। ৯২—১০২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন; হে সর্ব্বেশ্বর! যাহাদিগের দর্শনে পুণ্য ও যাহাদিগের দর্শনে পাপসঞ্চার হয়, সেই সমুদয় আমার নিকটে প্রকাশ কর; তৎশ্রবণে আমার কৌতুহল হইতেছে। ভগবান্ বলিলেন, ব্রজরাজ! মানব সুব্রাহ্মণ, তীর্থ, বৈষ্ণব ও দেব-প্রতিমাদর্শনে তীর্থস্নানের ফল লাভ করিয়া থাকে। ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্য, সতী রমণী, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী, গো, বহ্নি, গুরু, গজেন্দ্র, সিংহ, শ্বেতাশ্ব, শুকপক্ষী, পিক, খঞ্জন, হংস, ময়ূর, চাস, শঙ্খপক্ষী, সবৎসা ধেনু, অশ্বত্থবৃক্ষ, পতিপুত্রবতী রমণী, তীর্থযাত্রী, প্রদীপ সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, হীরক, মাণিক্য, তুলসী, ও শুক্লপুষ্প দর্শন করিলে পাপনাশ হয় এবং মানব ফল, শুক্ল ধান্য, দধি, ঘৃত, মধু, পূর্ণকুম্ভ, লাজ, (খই) রাজেন্দ্র, দর্পণ, জল ও শুক্লপুষ্পের মাল্যদর্শনে পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। গোরোচনা, কর্পূর, রজত, সরোবর ও পুষ্পিত পুষ্পোদ্যান দর্শন করিলে পুণ্য-সঞ্চার হয়। নন্দ! শুক্লপক্ষীয় চন্দ্র, পীযুষ, চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুম দৃষ্ট হইলে মানবের পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। পতাকা, দেবার্পিত শুভ অক্ষয়বটবৃক্ষ, দেবালয় ও দেবখাত দর্শনে মনুষ্য পুণ্য প্রাপ্ত হয়। মানব, দেবাশ্রিত শুভ বট দর্শন, সুগন্ধি বায়ু সেবন ও শঙ্খ বা দুন্দুভিবাদ্য শ্রবণ করিলে সদ্য পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। ১—১৩। শুক্তি, প্রবাল, রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক, কুশমূল, গঙ্গামৃত্তিকা, কুশ, তাম্র, শুদ্ধ পুরাণ-পুস্তক, সবীজ বিষ্ণুমন্ত্র, স্নিগ্ধ দূর্ব্বা, অক্ষত ও রত্ন

দর্শনে পুণ্য হয়। তপস্বীদিগের স্নিগ্ধ মন্ত্র শ্রবণ এবং সমুদ্র, কৃষ্ণসার, যজ্ঞ, মহোৎসবদর্শনে মনুষ্যের পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া থাকে। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, গোধূলি, গোষ্ঠ, গোষ্পদ ও পক্বশস্যান্বিত ক্ষেত্র দৃষ্ট হইলে মানব পুণ্য লাভ করে। দিব্যাভরণভূষিতা সুবেশা সুবদনা শ্যামা * ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলা † সুন্দরী পদ্মিনী রমণী, ক্ষেমঙ্করী, বেশ্যা, গন্ধ, দূর্ব্বা, অক্ষত, তণ্ডুল, সিদ্ধান্ন ও পরমান্নঅবলোকনে মনুষ্য পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। আর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে শুভ রাধিকা-প্রতিমাকে পূজা, দর্শন ও প্রণাম করিলে, পুনরায় জন্ম হয় না। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে হিঙ্গুল-তীর্থে শ্রীদুর্গাপ্রতিমা দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্মের খণ্ডন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শিবরাত্রিতে উপবাস করিয়া কাশীধামে বিশ্বনাথকে দর্শন ও পূজা করে তাহার পুনর্ব্বার সংসারে আগমন করিতে হয় না; যে মানব জন্মাষ্টমীদিনে বিন্ধ্যমাধবরূপী আমাকে দর্শন, পূজা ও প্রণাম করে, তাহার পুনরায় জন্ম হয় না। ১৪—২৩। পৌষমাসের অমাবস্যারাত্রিতে যে কোন স্থানে কমলা-প্রতিমা দর্শন করিলে ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না এবং সেই দর্শকের পুত্রপৌত্র সপ্তজন্মকুবেরতুল্য ধনবান্ হয়। একাদশী-উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিনে প্রভাতে স্নানানন্তর কাশীধামে অন্নপূর্ণা দর্শন করিলে জন্ম খণ্ডন হইয়া থাকে। চৈত্র মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে পুণ্যপ্রদ কামরূপে ভদ্রকালীকে দর্শন ও প্রণাম করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। শ্রীরামনবমীদিনে অযোধ্যাতে রামরূপী আমাকে পূজা, প্রণাম ও দর্শন করিলে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, গয়াধামে বিষ্ণুপদে পিণ্ড দান ও বিষ্ণুর পূজা করে, সে পিতৃগণকে ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। মানব, যদি প্রয়াগে মুণ্ডন ও পুষ্করে উপবাস করিয়া দান করে, তাহার আর জন্ম হয় না। যে উপোষিত হইয়া পুষ্করে কিম্বা বদরিকাশ্রমে স্নানানন্তর আমাকে দর্শন ও পূজা করে, তাহার পুনর্জ্জন্মখণ্ডন হয়। যে ব্যক্তি বদর-কাননে মৎপ্রতিমা দর্শনপূর্ব্বক বদরীফল সিদ্ধ করিয়া ভোজন করে, সে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। যে মানব পুণ্য বৃন্দাবনে গোবিন্দরূপী আমাকে দোলায়মান দর্শনপূর্ব্বক পূজা ও প্রণাম করে, তাহার ভববন্ধনমোচন হয়। ২৪—৩২। যে ভক্ত ভাদ্রমাসে মধুসূদনরূপী আমাকে মঞ্চস্থ দর্শনপূর্ব্বক পূজা ও প্রণাম করে, তাহার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে ভক্ত মানব কলিতে রথস্থ জগন্নাথকে দর্শন এবং পূজা ও প্রণাম করে, সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। উত্তরায়ণসংক্রান্তিতে প্রয়াগতীর্থে স্নানাচরণপূর্ব্বক আমাকে পূজা ও প্রণাম করিলে পুনর্জ্জন্মের খণ্ডন হয়। উপোষিত হইয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন মদীয় মঙ্গলময়ী প্রতিমাকে দর্শন ও পূজা করে তাহার আর ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি মাঘী পূর্ণিমাতে চন্দ্রভাগা-নদীর সমীপে রাধামূর্ত্তির সহিত আমার প্রতিমূর্ত্তি মৃদুভাবে আনয়নপূর্ব্বক সেই যুগলমূর্ত্তি অবলোকন করে, তাহাকে আর সংসারে আগমন করিতে হয় না। উপোষিত হইয়া আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে সেতুবন্ধে রামেশ্বরমূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক পূজা করিলে, পুনর্জ্জন্মের ক্ষয় হয়। রাত্রিকালে স্বর্গবিদ্যাধরীগণ তথায় আগমন-পূর্ব্বক বারংবার নৃত্য করিয়া থাকে এবং সেই মহা-দেবকে দর্শনজন্য বিভীষণ সমাগত হন ও গন্ধর্ব্ব-কিন্নরগণ রজনীযোগে মনোহর সঙ্গীত করে। যে ব্যক্তি কোণার্ক্কে উত্তরায়ণে উপোষিত হইয়া দীননাথ দিনকরকে দর্শনপূর্ব্বক পূজা করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম বিনষ্ট হয়। কৃমিগোষ্ঠ, সুবলন, কলবিঙ্ক, যুগন্ধর, বিস্কন্দক, রাজকোষ্ঠ, নন্দক ও পুষ্পভদ্রক প্রদেশে পার্ব্বতী-প্রতিমা এবং কার্ত্তিকেয়, গণেশ, নন্দী ও শঙ্করমূর্ত্তি দর্শন করিলে পুনরায় জন্ম হয় না। ৩৩—৪২। যে ব্যক্তি উপবাস করত প্রাতঃকালে আমাকে পূজা, দর্শন ও প্রণাম করিয়া দধিপ্রাশনে পারণ করে, সে সংসার হইতে মুক্ত হয়. যে পশ্চিম সমুদ্রনিকটে মণিভদ্রে ও ত্রিকূটে উপোষিত হইয়া আমাকে দর্শনপূর্ব্বক দধিপ্রাশন করে, সে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। মদীয় প্রতিমা ও পার্ব্বতী-প্রতিমাতে জীবন্যাসপূর্ব্বক পূজা করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। শিবালয়, দুর্গালয়, মদীয় আলয় দান ও শিবস্থাপন করিলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, পুষ্পোদ্যান, যূপ, সেতু, খাত, সরোবর এবং বিপ্রস্থাপন করে, সে সংসার হইতে নিষ্কৃতি পায়। পিতঃ! বেদ, পুরাণ, সাধুগণ, মুনিগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণও—ব্রাহ্মণ-স্থাপনে যে কতদূর ফল হয়, তাহা বিদিত নন। ব্রহ্মা বরং পৃথিবীর পাংশুনিকর ও বৃষ্টিবিন্দু সকল গণনা করিতে পারেন; কিন্তু বিপ্রসংস্থাপন-ফল গণনায় অসমর্থ। যে মানব, ব্রাহ্মণের জীবনো-

---

* শ্যামা,—যাহার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় এবং শীতসময়ে সুখজনক উষ্ণ ও গ্রীষ্মে সুখ-শীতল যে।

† ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা,—যাহার স্তনদ্বয় সুকঠিন, নিতম্ব বিশাল ও মধ্যদেশ ক্ষীণ।

পায় বিধান করিয়া দেন। তিনি জীবন্মুক্ত হন এবং ইহকালে অচলা শ্রী ও অন্তে মুক্তিচতুষ্টয় প্রাপ্ত হইতে পারেন। সেই পুণ্যাত্মা আমার দাস্য ও ভক্তি লাভ করিয়া অনন্তকাল বৈকুণ্ঠধামে সানন্দে কালাতিপাত করে; পরমাত্মাস্বরূপী আমার যেমন পতন নাই, সেইরূপ তাহারও আর পতন হয় না। যে ব্যক্তি অষ্টমবর্ষীয়া কুমারীকে সর্ব্বাভরণে ভূষিতা করিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক সুব্রাহ্মণকে দান করে তাহার দুর্গাদানের ফল লাভ হয়। ৪৩—৫২। সেই পুণ্যবান্ মানব, সমুদয় স্বর্গ অবলোকনপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে আমার দাস্য লাভ করত চিরকাল আনন্দ ভোগ করে। ঐ বিবাহদর্শনেও মানব কোটিস্বর্ণদানের ফলভোগী হয় এবং ইহকালে অচলা লক্ষ্মী ও অন্তে স্বর্গ ভোগ করে। যে ব্যক্তি অনাথ দরিদ্র সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের বিবাহ দেয়, সে নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করে। পুণ্য দিনে উপোষিত হইয়া যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক শালগ্রামরূপী আমার প্রীত্যর্থ ছত্র বা পাদুকা দান করে, তাহার পৃথিবীদানের ফল হয়। বেদে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণকে গজ দান করিলে সেই গজের লোমপরিমিত বর্ষ এবং গজেন্দ্রদানে তাহার চতুর্গুণ কাল আমার আলয়ে সানন্দে কাল ক্ষেপ করে। পিতঃ! শ্বেতাশ্বদানে গজদানের অর্দ্ধ ফল, অন্যপ্রকার অশ্বদানে তাহার অর্দ্ধ ফল এবং কৃষ্ণবর্ণ গোদানে গজদানের তুল্য ফল হয়। ধেনুদানে তত্তুল্য ফল ও সামান্য গোদানে তদর্দ্ধ ফল এবং সবৎসা-গো-সমূহ দানে পৃথিবীদানের ফল হইয়া থাকে। পিতঃ! মনুষ্য ভূমি দান করিলে দত্তভূমির রেণুপরিমিত বর্ষ এবং জ্ঞানদানে মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়া চিরকাল বৈকুণ্ঠে অবস্থান করত আনন্দ ভোগ করে। স্বর্ণদানে সম্পদ্ ও রজতদানে রাজত্ব লাভ হয় অন্নদানের ফল কত, তাহা আমিও বিদিত নই এবং বেদে ও বর্ণিত হয় নাই। ব্রজরাজ! ব্রাহ্মণভোজন করাইলে সর্ব্বদানের ফল হয়; সুতরাং অন্নদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান কখন হয়ও নাই, হইবেও না। ৫৩—৬২। অন্নদানে পাত্রপরীক্ষা ও কালনিয়ম নাই। পাতকী ব্যক্তিও অন্নদানের পাত্র হইয়া থাকে এবং তাহাতেও দাতার শুভ পুণ্য লাভ হয়। ভূমণ্ডলে অন্নদানই ধন্য, উহার ফলে মানব অনায়াসে বৈকুণ্ঠে গমন করে। বস্ত্র দান করিলে, সেই বস্ত্রের সূত্রপরিমিত বহুবর্ষ সুরম্য চন্দ্রলোকে ও বরুণলোকে আনন্দ ভোগ করে। যে মানব, পরমাত্মা হরি-উদ্দেশে লৌহপ্রদীপাই স্বর্ণবর্ত্তিসমন্বিত ঘৃতপ্রদীপ দান করে, সেই দাতাকে অন্ধকারময় গৃহ, যমদূত ও যমকে দর্শন করিতে হয় না; সে মদালয়ে গমন করিয়া থাকে। আর ব্রাহ্মণকে উহা প্রদান করিলে যমযাতনা প্রাপ্ত হইতে হয় না; সেই দাতা দিব্য সহস্রবর্ষ ইন্দ্রালয়ে পরম সুখে কাল যাপন করে। ব্রজরাজ! আসনদানে বস্ত্র ও পাত্রানুরূপ স্বর্গভোগ হইয়া থাকে; উত্তম আসন দান করিলে লক্ষবর্ষ ও সামান্য আসন দান করিলে তদর্দ্ধকাল স্বর্গবাস হয়। তাম্বূলদানে শতবর্ষ স্বর্গভোগ হয় এবং মাল্যদানে বস্ত্র-পাত্রানুরূপ স্বর্গভোগ হইয়া থাকে, আর ফলদানফলেও ঐরূপ স্বর্গবাস করিতে পারে, সংশয় নাই। মনুষ্য, সামান্য শয্যাদান করিলে শতবর্ষ এবং উত্তম শয্যা দানে তদপেক্ষা দ্বিগুণ কাল ও অত্যুত্তম শয্যাদানে তদপেক্ষা লক্ষগুণ কাল স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকে। অনাথ সুব্রাহ্মণকে গৃহ দান করিলে সেই গৃহের রেণু-পরিমিত বর্ষ ইন্দ্রলোকে পরম সম্মানে অবস্থান করে। যে মানব, বুভুক্ষিতবিপ্রদর্শনে তাহাকে অন্ন দান করে, সে পুত্র-পৌত্রবিবর্দ্ধনী অচলা সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। ৬৩—৭৩। ব্রজনাথ! এক্ষণে তুমি ব্রজধামে গমন কর এবং তথায় গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাও, তাহা হইলে নিশ্চয় স্বর্গে গমন করিবে। পিতঃ! এক্ষণে, সবৎস নিরাকুল গোগণে পরিব্যাপ্ত গোকুলধামে গোকুলবাসিগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে; অতএব তোমার সেই ব্রজে গমন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। নন্দ! এই আমি তোমার নিকটে সানন্দে পুণ্যজনক বিষয় বর্ণন করিলাম, আর নীচব্যক্তির নিকটে যদি প্রকাশ না করা হয়, তবে সুস্বপ্নদর্শনও পুণ্যজনক হইয়া থাকে। কাশ্যপগোত্র, দরিদ্র, নীচ, শত্রু, অজ্ঞানী ও স্ত্রীলোকের নিকটে এবং রাত্রিকালে উহা প্রকাশ না করিয়া দিবাভাগে সুপণ্ডিতব্রাহ্মণসন্নিধানে কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। দেবালয়ে দেবপ্রতিমার নিকটে এবং অশ্বত্থ, তুলসী ও বটবৃক্ষসমীপে প্রকাশ করিলে, দ্বিগুণ পুণ্যজনক হয় আর কাহার নিকটে ব্যক্ত না করিলে চতুর্গুণ পুণ্য হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সুস্বপ্নদর্শনে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে এবং তাহার বিপুল অর্থ, পুত্র, ভার্য্যা, ভূমি, প্রজা, পরম ঐশ্বর্য্য ও সমুদয় বাঞ্ছিত বিষয় অধিক কি মোক্ষপর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। তাত! এই ত সমস্ত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? ৭৪—৮০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন, প্রভো! কোন্ স্বপ্নে কিরূপ পুণ্য, কোন্ স্বপ্নে প্রাধান্য ও কিরূপ স্বপ্নে সুখ লাভ হয়? আর কোন্ কোন্ স্বপ্নই বা সুস্বপ্ন? তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর। ভগবান্ বলিলেন, তাত! বেদের মধ্যে সামবেদ প্রশস্ত, সেই সামবেদের কাণ্বশাখায় মনোহর পুণ্যকাণ্ডে পুণ্যপ্রদ যে সকল সুস্বপ্ন অভিহিত হইয়াছে, তৎসমস্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ব্রজেশ্বর! মানব যে স্বপ্নাধ্যায় শ্রবণে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে, আমি সেই বহুপুণ্যপ্রদ স্বপ্নাধ্যায় কীর্ত্তন করিতেছি। রাত্রির প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দর্শন করিলে সংবৎসরে, দ্বিতীয় প্রহরে দৃষ্ট হইলে অষ্টমাসে, তৃতীয় প্রহরে দৃষ্ট হইলে ত্রিমাসে, চতুর্থ প্রহরে দৃষ্ট হইলে অর্দ্ধ মাসে ও অরুণোদয়কালে স্বপ্ন দর্শনে দশাহমধ্যে তাহার ফল প্রাপ্ত হয়। আর প্রাতঃকালে স্বপ্ন দর্শনমাত্রে জাগরিত হইলে সেই স্বপ্ন তৎক্ষণাৎ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। হে তাত! চিন্তা-ব্যাধিযুক্ত মানব, দিবাভাগে মনে মনে যে সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করে, স্বপ্নযোগে তৎসমুদয়ই দর্শন করিয়া থাকে; সুতরাং সেই সকল নিষ্ফল হয়; তাহাতে সংশয় নাই। মূত্র বা পুরীষে জড়ীভূত, পীড়িত, ভয়াকুল, উলঙ্গ, বা মুক্তকেশ পুরুষের স্বপ্নজ ফল লাভ হয় না। নিদ্রালু ব্যক্তি স্বপ্নদর্শনান্তে যদি নিদ্রিত হয় অথবা বিমূঢ়তাবশতঃ রাত্রিতে তাহা প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্বপ্নজ ফল লাভ করিতে পারে না। ১—১০। মনুষ্য কাশ্যপ গোত্রের নিকটে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনে নিশ্চয় বিপত্তি লাভ করে এবং দুর্গতনিকটে ব্যক্ত করিলে দুর্গতি, নীচনিকটে ব্যক্ত করিলে ব্যাধি ও শত্রুর নিকটে ব্যক্ত করিলে ভয় প্রাপ্ত হয়। আর মূর্খের নিকটে প্রকাশে কলহ,কামিনীর নিকটে প্রকাশে ধনহানি ও রাত্রিকালে প্রকাশে চৌরভয় হয়। ব্রজেশ্বর! স্বপ্নদর্শনান্তে নিদ্রাগত হইলে শোক এবং পণ্ডিতনিকটে ব্যক্ত করিলে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ পণ্ডিত কাশ্যপ গোত্র হইলে তাহার নিকটে সুস্বপ্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রজরাজ! মনুষ্য,গো, হস্তী, অশ্ব, অট্টালিকা, পর্ব্বত ও বৃক্ষে আরোহণ করা এবং ভোজন ও রোদন করা স্বপ্ন দেখিলে ধন লাভ করিয়া থাকি। আর স্বপ্নযোগে বীণা গ্রহণ করিলে শস্যপূর্ণা ভূমি লাভ করে। যদি স্বপ্নযোগে শস্ত্রাস্ত্রে বিদ্ধ ও ব্রণে ক্লিষ্ট হয় এবং গাত্রে কৃমি, বিষ্ঠা ও রুধির দর্শন করে, তাহা হইলে অর্থ লাভ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় অগম্যা গমন করে, তাহার ভার্য্যা লাভ হয়। আর যে নরকে প্রবেশ বা মূত্রসিক্ত শুক্র পান করে, যে মানব স্বপ্নযোগে নগরে প্রবেশ কিম্বা রক্ত, সমুদ্র বা সুধা পান করে, সে বিপুল অর্থ ও শুভ বার্ত্তা প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নে গজ, নৃপ, সুবর্ণ, বৃষভ, ধেনু, দ্বীপ, অন্ন, ফল, পুষ্প, কন্যা, পুত্র, রথ ও ধ্বজ দর্শন করিলে কুটুম্ব, কীর্ত্তি ও বিপুল সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। ১১—১৯। পূর্ণকুম্ভ, ব্রাহ্মণ, বহ্নি, পুষ্প, তাম্বূল দেবমন্দির, শুক্ল ধান্য, নট ও বেশ্যা দর্শন করিলে সম্পত্তি লাভ হয়। আর মানব, গোক্ষীর ও ঘৃত দর্শনে প্রার্থনীয় বস্তু, পুণ্য ও ধন লাভ করিয়া থাকে। মানব যদি স্বপ্নে পদ্মপাত্রে পায়স, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, মিষ্টান্ন ও স্বস্তিক ভোজন করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয় রাজা হয় এবং মনুষ্য যদি স্বপ্নে, পক্ষী ও মনুষ্যমাংস ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার বহু অর্থ, শুভ বার্ত্তা ও বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। মানব স্বপ্নে ছত্র ও পাদুকা লাভ করিলে পথ ভ্রমণ করে, আর নির্ম্মল তীক্ষ্ণ অসি লাভে সেই রূপই ঘটনা হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে ভেলাবলম্বনে সন্তরণ করে, সে সকলের প্রধান হয় এবং ফলবান্ বৃক্ষ দর্শনে নিশ্চয় ধন লাভ করে। স্বপ্নে সর্প দৃষ্ট হইলে অর্থলাভ ও চন্দ্র-সূর্য্যদর্শনে ব্যাধি-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যে মানব স্বপ্নে বড়বা, কুক্কুটী ও ক্রৌঞ্চী দর্শন করে, নিশ্চয় তাহার ভার্য্যা লাভ হয় এবং যে নিগড়ে বদ্ধ হয়, সে প্রতিষ্ঠা ও পুত্র লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে নদীতটে সরস বা বিশীর্ণ পদ্মপত্রে দধিযুক্তান্ন বা পায়স ভোজন করে, সে রাজা হয়। স্বপ্নে জলৌকা বৃশ্চিক বা সর্প দর্শন হইলে ধন, পুত্র, বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে। ২০—২৯। মানব যদি স্বপ্নে শৃঙ্গিগণ, দংষ্ট্রিগণ, শূকরগণ বা বানরগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় রাজা হয় এবং বিপুল ধন লাভ করে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৎস্য, মাংস, মৌক্তিক, শঙ্খ, চন্দন, বা হীরক দর্শন করে, সে বিপুল ধন লাভ করিয়া থাকে এবং সুরা, রুধির,স্বর্ণ বা বিষ্ঠা দর্শনে ধন ও দেবপ্রতিমা বা শিবলিঙ্গ দর্শনে ধন ও জয় লাভ হয়। স্বপ্নে ফলিত বিল্ববৃক্ষ বা পুষ্পিত আম্রবৃক্ষ দর্শনে ধন এবং প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শনে ধন, বুদ্ধি ও সম্পত্তি লাভ করে; আর আমলক, ধাত্রীফল ও উৎপল দর্শনেও ধনাগম হয়। স্বপ্নে দেবতা, দ্বিজ, গো, পিতৃগণ ও ব্রহ্মচারীর বেশধারী পুরুষ নির্জ্জনে যাহা দান করেন, তাহাই লব্ধ হয়। স্বপ্নযোগে শুক্লমাল্যানুলেপনা শুক্লাম্বরধরা রমণী যাহাকে আলিঙ্গন করে, তাহার সর্ব্বপ্রকারে সুখ ও সম্পত্তি লাভ হয়।

যে ব্যক্তি স্বপ্নে পীতমাল্যানুলেপনা পীতাম্বরধারিণী রমণীকে আলিঙ্গন করে, তাহার কল্যাণ লাভ হয়। ব্রজরাজ! স্বপ্নে ভস্ম, অস্থি ও কার্পাস ভিন্ন সমুদয় শুক্ল বস্তুই প্রশংসিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। রত্নভূষণ-ভূষিতা সস্মিতা দিব্যাঙ্গনা ব্রাহ্মণপত্নী গৃহে উপস্থিত হইতেছেন, এবম্বিধ স্বপ্ন দর্শন করিলে নিশ্চয় পরম সম্পত্তি লাভ হয়। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রাহ্মণী ও দেব-কন্যা যাহাকে কোন ফল দান করেন, তাহার পুত্র লাভ হইয়া থাকে। ৩০—৩৯। নন্দ! স্বপ্নে ব্রাহ্মণকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতে দেখিলে তাহার পদে পদে সুখ, সম্মান ও গৌরব লাভ হয়। কেহ যদি অকস্মাৎ স্বপ্নে উৎকৃষ্টা সুরভি লাভ করে, তাহা হইলে তাহার ভূমি ও পতিব্রতা ভার্য্যা লাভ হয়। হস্তী শুণ্ড দ্বারা উত্তোলন করিয়া মস্তকে স্থাপিত করিতেছে, যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার রাজ্য লাভ হয়, ইহা বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রজরাজ! কোন ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া আলিঙ্গন করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে নিশ্চয় তীর্থস্নানের ফলভাগী ও শ্রীযুক্ত হইয়া থাকে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ যে পুণ্যবান্‌কে পুষ্প দান করেন, সে জয়যুক্ত, যশস্বী, ধনী ও সুখী হয়। মানব স্বপ্নে তীর্থ ও ধৌত রত্ন-গৃহসমূহ দর্শন করিলে তীর্থ-স্নানের ফলভাগী, জয়যুক্ত ও ধনবান্ হইয়া থাকে। কেহ কাহাকে পূর্ণ কলস দান করিতেছে, এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে পুত্র-সম্পত্তি ও বাসস্থান লাভ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে কোন সুন্দরী রমণীকে হস্তে কুড়ব ও আঢ়ক ধারণ করিয়া গৃহে আগমন করিতে অবলোকন করে, তাহার নিশ্চয় লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। যে মানব কোন দিব্য স্ত্রীকে গৃহে আগমনপূর্ব্বক পুরীষ ত্যাগ করিতে দর্শন করে, তাহার অর্থলাভ ও দারিদ্র্য দুঃখ অপগত হয়। ৪০—৪৮। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মণীর সহিত কোন ব্রাহ্মণকে, কিম্বা পার্ব্বতীর সহিত শম্ভুকে, অথবা লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণকে নিজ গৃহে আগমন করিতে, কিম্বা কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণীকে ধান্য বা পুষ্পাঞ্জলি দান করিতে দর্শন করে, তাহা হইলে সে পরম সম্পত্তি লাভ করে ও সর্ব্বপ্রকারে সুখী হয়। ব্রজরাজ! স্বপ্নে বিপ্রদত্ত মুক্তাহার, পুষ্পমালা ও চন্দন লাভ করিলে তাহার অতুল সম্পত্তি ও সর্ব্বপ্রকারে সুখ লাভ হয়। যে মানব স্বপ্নে গোরোচনা, পতাকা, হরিদ্রা, বা ইক্ষুদণ্ড লাভ করে, সেও অতুলসম্পত্তিশালী ও সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়া থাকে। স্বীয় মস্তকে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী ছত্র বা শুক্ল মাল্য দান করিতেছেন, যে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, সে রাজা হয়। পুরুষ, স্বপ্নাবস্থায় শুক্লমাল্যযুক্ত ও শুক্লগন্ধে অনুলিপ্ত হইয়া রথে অবস্থান করত দধি বা পায়স ভোজন করিলে নৃপতি হইয়া থাকে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী সুধা, দধি, বা প্রশস্ত পাত্র যাহাকে দান করেন, সে নিশ্চয় রাজত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি স্বপ্ন-যোগে রত্নভূষণ-ভূষিতা অষ্টবর্ষীয়া কুমারীকে আপনার প্রতি প্রসন্না হইতে দেখে, তাহার প্রতি পার্ব্বতী পরিতুষ্টা হন; এজন্য সে যশস্বী, ধনবান্, ভূমিমান্, প্রজাবান্ ও পণ্ডিত হয়; কিম্বা মহা ধনাঢ্য অথবা রাজা হইয়া থাকে; ইহার সংশয় নাই। স্বপ্নযোগে শুক্ল বা পীতবসনধারিণী রত্নভূষণভূষিতা রমণী যাহার প্রতি সন্তোষভাবপ্রকাশ করেন, সেও পণ্ডিত হয়। ৪৯—৫৮। ঐ প্রকার নারী স্বপ্নে যে পুণ্যবান্ পুরুষকে পুস্তক দান করেন, সে বিশ্ববিখ্যাত কবীন্দ্র ও পণ্ডিতেশ্বর হইয়া থাকে। ঐরূপ রমণী পুত্রকে মাতার ন্যায় যাহাকে অধ্যয়ন করান, সেই ব্যক্তি সর-স্বতীর পুত্রতুল্য হয়, তাহার সমান পণ্ডিত আর কেহই থাকে না। পুত্রকে পিতার ন্যায় স্বপ্নে যাহাকে কোন ব্রাহ্মণ পাঠ করান এবং প্রীতমনে পুস্তক দান করেন, সেও পূর্ব্ববৎ অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে পথিমধ্যে বা যে কোন স্থানে পুস্তক প্রাপ্ত হয়, সে পৃথিবীতলে বিখ্যাত পণ্ডিত ও যশস্বী হয়। স্বপ্নযোগে যাহাকে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী মহামন্ত্র দান করেন, সেই পুরুষ প্রাজ্ঞ,ধনবান্,গুণবান্ ও সুখী হইয়াথাকে। স্বপ্নে যাহাকে কোনও ব্রাহ্মণ মন্ত্র বা শিলাময়ী প্রতিমা দান করেন, তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে ব্রাহ্মণীগণ বা ব্রাহ্মণসমূহকে দর্শনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে আশীর্ব্বাদ লাভ করে, সে রাজেন্দ্র কিংবা কবিত্বশালী পণ্ডিত হয়। স্বপ্নে কোন ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া যাহাকে শুক্লমাল্যযুক্তা ভূমি দান করেন, সে পৃথিবীপতি হইয়া থাকে। কোন ব্রাহ্মণ রথে লইয়া নানাপ্রকার স্বর্গ দর্শন করাইতেছেন, এইরূপ স্বপ্ন দৃষ্ট হইলে সে চিরজীবী হয়; প্রতিদিন তাহার আয়ু ও ধন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মানব যদি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে যে, কোন ব্রাহ্মণী বা ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কন্যা দান করিতেছে, তাহা হইলে সে নিত্য ধনাঢ্য ভূপতি হয়। ৫৯—৬৮। স্বপ্নে সরোবর, সমুদ্র, নদ, বা নদী এবং শুক্লসর্প বা শুক্লপর্ব্বত দর্শন করিলে অতুলসম্পত্তিশালী হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত মানবকে দর্শন করে, সে দীর্ঘজীবী হয় এবং রোগী ব্যক্তিকে দেখিলে অরোগী, সুখীকে দেখিলে দুঃখী ও দুঃখীকে দেখিলে সুখী হইয়া থাকে। স্বপ্নে কোন দিব্যাঙ্গনা

যাহাকে বলেন, তুমি আমার স্বামী হও, সেই ব্যক্তি এইরূপ স্বপ্নদর্শনান্তে জাগরিত হইলে, নিশ্চয় রাজা হইয়া থাকে। স্বপ্নে বলিকা, ইন্দ্রধনু ও শুক্লমেঘ দর্শন করিলে ও স্ফটিকমালা প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয় সুপ্রতিষ্ঠা লাভ হয়। স্বপ্নে কোন বিপ্র যাহাকে বলেন যে, তুমি আমার দাস হও, সেই ব্যক্তি হরিভক্তের নিকটে হরিভক্তি লাভ করিয়া বৈষ্ণব হইয়া থাকে। স্বপ্নবিদ্ পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট ব্রাহ্মণ, হরি, শম্ভু, ব্রাহ্মণী, কমলা, শিবা, শুক্লবেশধারিণী স্ত্রী, বেদমাতা, জাহ্নবী, সরস্বতী, গোপিকা-বেশধারিণী বালিকা, মৎপ্রিয়া রাধিকা, বালক ও বালগোপাল-মূর্ত্তি শুভজনক হয়, তাহাতে সংশয় নাই। নন্দ! এই আমি তোমার নিকটে পুণ্যকর সু-স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অপর যাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ করিলে, তাহা আমি কীর্ত্তন করি। ৬১—৭৬। নন্দ বলিলেন, হে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার নিকটে সুস্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম এবং বেদসার বৈদিক নিয়ম ও নীতিসার লৌকিক নিয়ম সকলও শ্রুত হইয়াছি। বৎস! যাহাদিগের দর্শনে বা যে সকল কার্য্যানুষ্ঠানে পাপসঞ্চার হইয়া থাকে, এক্ষণে তদ্বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি; অতএব তুমি তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। বেদানুযায়ী লোক সকল সংসারতাপে সন্তপ্ত হইয়া তোমার মুখে বেদশাস্ত্রোক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে। প্রভো! বেদমার্গানুসারী সাধুগণ, ব্রহ্মাদি, সুরগণ মুনিগণ ও নিখিল জগতের তুমিই জনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বৎস! আমি তোমার মুখকমল হইতে যে সপ্রমাণ বচনামৃত শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে আমার বিচ্ছেদ-দগ্ধ-দেহ অভিষিক্ত হইয়াছে। আমার কি অদ্ভুত অদৃষ্ট! ব্রহ্মাদি দেবগণ স্বপ্নেও সর্ব্বকামফল-প্রদ যে চরণ-কমল সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ, তাহাই আজ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। দেব! অতঃপর কবে তোমার চরণ-কমল দর্শন করিব? আমি পাতকী, নিজ-কর্ম্মানুসারে মলমূত্রাকর দেহ আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বৎস! আবার কবে ঈদৃশ শুভদিন উপস্থিত হইবে যে, ব্রহ্মাদিনাথ তোমার সহিত এই পাপাত্মার পুনরায় এইরূপ কথোপকথন হইতে থাকিবে। হে কৃপানাথ পরমেশ্বর! আমি পুত্র-বুদ্ধিতে যে সমস্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমার সেই সকল দোষ ক্ষমা কর। হায়! ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্ত ও মুনিগণ যাঁহার চরণারবিন্দ ধ্যান করেন এবং সরস্বতী ও বেদ সকল যাঁহাকে স্তব করিতে অসমর্থ, আমি তাঁহার প্রতিই পুত্রবুদ্ধি করিয়াছি। নন্দ এইরূপ বলিয়া পুত্র-বিচ্ছেদে কাতর ও নিরানন্দ হইয়া শোকাকুলচিত্তে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন জগৎপতি ভগবান্ কৃষ্ণ, সন্ত্রস্ত হইয়া সযত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদনপূর্ব্বক পরম আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান করিলেন। ৭৭—৮৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, হে পিতঃ নন্দ! হে সর্ব্বজনেশ্বর! তুমি সকলের প্রিয় ও সকলের শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে তুমি চেতনা লাভ করিয়া কল্যাণকর পরমজ্ঞান বিষয় শ্রবণ কর। যাহা জ্ঞানিগণের সুদুর্লভ ও বেদশাস্ত্রে গোপনীয়, সেই পরম আধ্যাত্মিক জ্ঞান তোমাকে প্রদান করিতেছি। নন্দ! যে জ্ঞানঅভ্যাসে মানবের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হয় না, এক্ষণে সমাহিতচিত্তে সানন্দে সেই জ্ঞান শ্রবণ কর। মহারাজ! স্থির হও; ব্রজনাথ! মদ্দত্ত জ্ঞানলাভে শোকমোহ-বিবর্জ্জিত সদানন্দ হইয়া ব্রজধামে গমন কর। পিতঃ! জলবুদ্বুদবৎ সচরাচর এই সমুদয় সংসার প্রভাতকালীনস্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা। জীবগণ মোহবশতই উহাতে আবদ্ধ। এই পঞ্চভূতাত্মক দেহও মিথ্যা কৃত্রিম; মানবগণ কেবল মায়াপ্রভাবেই সত্যজ্ঞানে ইহার গৌরব করিয়া থাকে। ১—৬। জ্ঞানহীন দুর্ব্বল মানবই নিরন্তর মায়ায় মোহিত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মে লোভ, মোহ, কাম ও ক্রোধে বেষ্টিত হয়। নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, ধৃতি, শান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি সমুদয় জীবগণে অধিষ্ঠিত। বায়সগণ যেরূপ বৃক্ষে অবস্থান করে; সেইরূপ মন, বুদ্ধি, চেতনা, প্রাণ ও জ্ঞানরূপ দেবগণ প্রাণিসমূহে অধিষ্ঠান করিতেছেন। সর্ব্বেশ্বর আমিই জীবগণের আত্মা, শম্ভু জ্ঞান, ব্রহ্মা মন ও সনাতনী প্রকৃতি বুদ্ধিরূপা; আর প্রাণ বিষ্ণুস্বরূপ ও পদ্মা চেতনারূপিণী অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা। কিন্তু আমি অবস্থিত থাকিলেই ইঁহারা অবস্থান করেন, আর আমি গমন করিলে সকলেই গমন করিয়া থাকেন। আমাদিগের অধিষ্ঠান ভিন্ন নিশ্চয় দেহ সদ্যঃপতিত হয়; আর তৎক্ষণাৎ পঞ্চভূত পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া থাকে। তাত! মানবগণের সঙ্কেতরূপ নাম নিষ্ফল; তাহা কেবল মোহেরই কারণ; এজন্য জ্ঞানি-

গণের কিছুতেই শোক হয় না; অজ্ঞানী পুরুষেরাই শোকাভিভূত হইয়া থাকে। নিদ্রাদি সমুদয় শক্তি প্রকৃতির অংশজাত এবং লোভাদি ও অহঙ্কার অধর্ম্মের অংশ। দেহস্থিত সত্ত্বাদি গুণত্রয় যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের অংশ। শিব জ্ঞানরূপে ও আমি নির্গুণ জ্যোতির্ম্ময় আত্মারূপে দেহমধ্যে অবস্থিত। আমি প্রকৃতির সহিত মিলিত হইলেই সগুণ হই; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি সকলেই সগুণবিষয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ১—১৬। ধর্ম্ম, অনন্ত, সূর্য্য ও চন্দ্র আমার অংশজাত এবং মুনি ও মন্বাদি সমুদয় দেবগণ আমার কলাংশজাত। সুতরাং সকলেই আমার বিষয়াত্মক; কিন্তু আমি সর্ব্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়াও সর্ব্বকর্ম্মে নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত। আমার ভক্ত পুরুষ, জন্ম, মৃত্যু, জরাশূন্য ও জীবন্মুক্ত এবং সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর, শ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্, পণ্ডিত ও কবি হইয়া থাকে। সর্ব্বকর্ম্মোপকারক চতুস্ত্রিংশদ্বিধ সিদ্ধিই আমার ভক্তকে স্বয়ং আশ্রয় করে; কিন্তু আমার ভক্ত সেই সিদ্ধিকে বাঞ্ছা করে না। নন্দ! এক্ষণে আমার মুখে সর্ব্বসাধনকারণ চতুস্ত্রিংশৎ প্রকার সিদ্ধি শ্রবণ ও সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ কর। অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, দূরশ্রবণ, দ্বারপ্রবেশ, কায়প্রবেশ, মনোযায়িত্ব, অভীপ্সিতলাভ, সর্ব্বজ্ঞত্ব, জলজ্ঞত্ব, জলস্তম্ভন, চিরজীবিত্ব, বায়ুস্তম্ভন, ক্ষুধাস্তম্ভন, পিপাসাস্তম্ভন, নিদ্রাস্তম্ভন, কায়ব্যূহ, বাক্‌সিদ্ধি, মৃতানয়ন, সৃষ্টিকরণ, প্রাণাকর্ষণ, প্রাণদান, লোভাদি ষট্‌কের স্তম্ভন, ইন্দ্রিয়স্তম্ভন ও বুদ্ধিস্তম্ভন এই চতুস্ত্রিংশদ্বিধ সিদ্ধি। ব্রজেশ্বর! ওঁ সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্ববিঘ্ননাশিনে মধুসূদনায় স্বাহা; এই মন্ত্র সকলেরই কল্পপাদপস্বরূপ অর্থাৎ সকলেই ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ফল লাভ করিতে পারে। এই মন্ত্র সামবেদে উক্ত আছে, ইহা সিদ্ধগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা; যোগিগণ, মুনীন্দ্রগণ ও দেবগণ ইহা দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১৭—২৮। তাত! সাধুগণ, যদি হবিষ্যান্নভোজী হইয়া নারায়ণক্ষেত্রে এই মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে শতলক্ষ জপেই মন্ত্র সিদ্ধ হয়; অতএব তুমি কাশীধামে গমন করিয়া মণিকর্ণিকাতে এই মন্ত্র জপ কর। ব্রজরাজ! এক্ষণে নারায়ণ-ক্ষেত্র শ্রবণ কর;—জল হইতে হস্তচতুষ্টয় নারায়ণ-ক্ষেত্র; তাহার কখনই অন্যে অধিকারী নহে। ব্রজেশ্বর! এই স্থানে সজ্ঞানে মৃত্যু হইলে জীবের মুক্তি লাভ হয় এবং মন্ত্র জপে মানব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ব্রজনাথ! এক্ষণে ব্রজধামে গমন করিয়া ব্রজধাম পবিত্র কর। হে তাত! আর যাহাদিগের দর্শনে পাপ হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৯—৩৩। দুঃস্বপ্নদর্শন, পাপের বীজ ও কেবল বিঘ্নের কারণ; আর গোঘ্ন, ব্রহ্মঘ্ন, কুটিল, দেবঘ্ন, পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যা-সাক্ষ্যপ্রদাতা, অতিথি-বঞ্চক, পাপিষ্ঠ, গ্রামযাজী, দেবদ্রব্যাপহারক, ব্রহ্মস্বহারী, অশ্বত্থঘাতী, শিবনিন্দক ও বিষ্ণুনিন্দক দুষ্টব্যক্তি; আর অদীক্ষিত, অনাচারী, ও সন্ধ্যাবিহীন দ্বিজ এবং দেবল, বৃষবাহক, শূদ্রের সূপকারক, শূদ্রের শবদাহী ও শূদ্রের শ্রাদ্ধান্নভোজী ব্রাহ্মণ, আর অবীরা ও ছিন্ননাসা নারী এবং দেবনিন্দক ও ব্রাহ্মণনিন্দক পুরুষ, পতিভক্তিবিহীনা রমণী, বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তি, শূদ্র, বিধবা, চণ্ডাল, ব্যভিচারিণী, নিরন্তর কোপযুত দুষ্ট ব্যক্তি, ঋণগ্রস্ত, জারজ, চৌর, মিথ্যাবাদী, শরণাগত-ত্যাগী, মাংসাপহারী, বৃষলীপতি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীগামী শূদ্র, বৃদ্ধিজীবী দ্বিজ, ও চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে নরাধম অগম্যাগামী দুষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন করিলে পাতক ও বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ৩৪—৪১। ব্রজরাজ! জননী, সপত্নী, মাতা, শ্বশ্রূ, ভগিনী, সুতা, গুরুপত্নী, পুত্রপত্নী, সহোদরপত্নী, সাধ্বী, মাতৃভগিনী, ভাগিনেয়পত্নী, মাতুলানী, নবোঢ়া, পিতৃব্যস্ত্রী, রজস্বলা, পিতৃপ্রসূ ও মাতৃপ্রসূ এই অষ্টাদশবিধ স্ত্রী সামবেদে অগম্যা ও সজ্জনগণের পরিপাল্যা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। পিতঃ! পূর্ব্বোক্ত পাপাত্মাদিগকে দর্শন বা স্পর্শ করিলে মানব ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হয়; এ কারণ দৈবাদ্দর্শনে সূর্য্যদর্শনানন্তর হরিস্মরণ করা কর্ত্তব্য; আর যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাদিগকে দর্শন করে, তাহারাও তাহাদিগের তুল্য হয়। ব্রজেশ্বর! এজন্য পাপভীত সাধুগণ তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। চন্দ্র সপ্তমস্থ, জন্মস্থ, দ্বাদশস্থ ও দশমস্থ থাকিলে রাহুগ্রস্ত চন্দ্র-সূর্য্যকে পণ্ডিতগণ দর্শন করিবেন না এবং চন্দ্র জন্ম নক্ষত্র বা নিধননক্ষত্রে অবস্থিত হইলে ও চতুর্থ রাশিস্থ থাকিলেও রাহুগ্রস্ত চন্দ্র-সূর্য্য সকলের অদৃশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভাদ্র মাসের উভয় পক্ষীয় চতুর্থীতেই চন্দ্রকে অশুদ্ধ বলিয়া মনীষিগণ তদ্দর্শন ত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য ঐ নষ্টচন্দ্র কখনই দর্শনীয় নহে। হে নন্দ! যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ নষ্টচন্দ্র দর্শন করে, চন্দ্র অতি দুষ্কর তারাপহরণকলঙ্ক তাহাকে প্রদান করেন। মানব, অনিচ্ছায় দৈববশতঃ ঐ চন্দ্র দর্শন করিলে মন্ত্রপূত জল পান করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই সে সদ্যঃপূত ও নিষ্কলঙ্কী হইয়া মহীতলে অবস্থান করিতে পারে। এই স্যমন্তকমণির নিমিত্ত

পূর্ব্বে সিংহ প্রসেনকে ও জাম্ববান্ সিংহকে বিনাশ করিয়াছে। হে সুকুমার! তুমি রোদন ত্যাগ কর, এই মণি এক্ষণে তোমার হইয়াছে; এই মন্ত্রপূত জল সাধু ব্যক্তির অবশ্য পান করা বিধেয়। ব্রজেশ্বর! এই তোমার নিকটে জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল কথিত হইল, এক্ষণে অপর জিজ্ঞাস্য থাকিলে ব্যক্ত কর, বলিতেছি। ৪২—৫৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন;—হে জগৎপ্রভো! কি কারণে চন্দ্র সূর্য্য রাহুগ্রস্থ ও কিজন্য ভাদ্রমাসের উভয় পক্ষীয় চতুর্থীতে চন্দ্র দুষ্ট হন? ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি বেদের জনক; তোমা ভিন্ন আর কাহাকে বেদ-পুরাণ-মধ্যে গোপনীয় এই অভিলষিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিব? ভগবান্ বলিলেন;—নন্দ! বেদবেত্তাগণ এই বাক্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এজন্য বক্তব্য নহে; অতএব আমাকে ক্ষমা করিয়া অন্য বিষয় প্রশ্ন কর; তোমার মঙ্গল হউক। তাত! দৈববশতঃ সংঘটিত সজ্জনের ছিদ্র আর কাহারই গূঢ়বাক্য মনীষি-গণের প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। নন্দ বলিলেন, হে জগন্নাথ! ভক্তকে বঞ্চনা করিও না; কিজন্য রাহুগ্রস্থ হইলে পুণ্যপ্রদ চন্দ্র-সূর্য্যের দর্শন নিষিদ্ধ, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর। ভগবান্ বলিলেন, নন্দ! যে পুরাতনী কথা শ্রবণে মানব নিষ্কলঙ্ক ও তীর্থে স্নানের ফলভাগী হয়, আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সেই বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। মানব সমুদয় পাতকী ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া যে পাপ লাভ করে, এই অখ্যান-শ্রবণে তাহা ভস্মীভূত হয়। একদা মহাত্মা যমদগ্নি কৌতূহলান্বিত হইয়া নিজ প্রিয়া রেণুকার সহিত সানন্দে নর্ম্মদাতটে গমন করেন; পরে সেই নবোঢ়া যুবতী সুন্দরী রেণুকার সহিত সেই নির্জ্জন নর্ম্মদাতীরে বিহারে প্রবৃত্ত হন। সেই রত্নভূষণ-ভূষিতা সস্মিতা সুবেশা রেণুকা স্তনভারে ঈষৎ নম্রা ও শ্রোণিভারে জড়তান্বিতা; তাঁহার বর্ণ শ্বেতচম্পক-তুল্য ও মুখ-মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর; তৎকালে সেই অনুপম সুন্দরী, বারংবার সেই যমদগ্নির প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১—১১। ব্রজরাজ! ক্রমে সেই অতি সূক্ষ্মাম্বরধারিণী কামবাণপীড়িতা রেণুকা সম্ভোগসুখে পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গী ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। তখন সেই সুগন্ধিবায়ুসংযুক্ত পুংস্কোকিল-রুতান্বিত মধুকর-ধ্বনিত রমণীয় প্রদেশে পুষ্পশয্যায় শয়ান চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গ মহারাসরস-সংপ্লুত বস্ত্র-মাল্য-ধারী মুনিবরকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া স্বয়ং ভাস্কর-দেব বলিলেন;—মুনে! তুমি জগৎপতি বেদপ্রণেতা ব্রহ্মার প্রপৌত্র এবং স্বয়ংও চতুর্ব্বেদবিহিত কর্ত্তব্যে বিশেষ নিপুণ ও সর্ব্বদা পবিত্র। তুমি বেদাঙ্গকর্ত্তা ধর্ম্মজ্ঞ, বেদবিদ্গণ-শ্রেষ্ঠ, মহা-তপস্বী, তেজস্বী এবং ব্রহ্মচারী ও সুব্রতী। মুনিবর! যুধিষ্ঠিরব্যক্তির প্রণীত শাস্ত্রপাঠে অন্যে পণ্ডিত হইয়া থাকে; অতএব তুমি ত বিদিত আছ যে, বেদবিহিত কার্য্য করিলেই ধর্ম্ম এবং তদ্বিপরীতাচরণেই অধর্ম্ম হইয়া থাকে। মুনে! তুমি স্বয়ং ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অধর্ম্মে রত হইয়াছ? দেখ, বেদে দিবামৈথুন বিশেষ দোষ বলিয়া উক্ত আছে; আমি কর্ম্মের সাক্ষী, এইজন্যই তোমাকে বলিতেছি। তখন দ্বিজবর, সম্মুখে বিপ্ররূপী তেজস্বী সূর্য্যদেবকে দর্শন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মৈথুন পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে সতী রেণুকাও লজ্জিতা হইয়া বসনযুগ্ম পরিধান করিলেন এবং মুনি-বর ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইয়া আরক্ত-বদনে সূর্য্যদেবকে বলিতে লাগিলেন। ১২—২০। পণ্ডিতাভিমানী কে? আপনি বিবেচনা করেন, আপনার তুল্য পণ্ডিত আর নাই; আমি ভগবান্ ভৃগুর শিষ্য; বুঝিলাম তুমিও কশ্যপশিষ্য সূর্য্য। ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিরূপণার্থ বেদ-চতুষ্টয় আমার পরিজ্ঞাত আছে এবং বেদনির্দ্ধারিত নিয়মই যে ধর্ম্ম, আর তদ্বিরুদ্ধাচরণ যে অধর্ম্ম, তাহাও আমি জানি। অজ্ঞানী ব্যক্তিই সর্ব্বদা স্বকর্ম্মে জড়িত থাকে; আর সর্ব্বভুক বহ্নির ন্যায় তেজীয়ান্ পুরুষের কোন কার্য্যই দোষাবহ হয় না। অন্যান্য দেবগণ, তুমি এবং ধর্ম্ম সকলেই কেবল কর্ম্মের সাক্ষীমাত্র; তোমার যখন লয় রহিয়াছে, তখন তুমি আমার ফল-দাতা বা শাস্তা হইতে পার না; ফলতঃ অস্মাদৃশ বৈষ্ণবগণের তোমরা শাস্তা নহ। নিশ্চয় জানিবে, বাসুদেবের ভক্তগণের কখনই অশুভ হয় না; কারণ হরির সুদর্শনচক্র নিরন্তর বৈষ্ণবদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। দিবাকর! ভগবান্ নারায়ণ, স্বয়ং ব্রহ্মা, শঙ্কর বা যমও আমাদিগের শাস্তা নহে; সুতরাং তোমরা কিরূপে মাদৃশ জনের শাসনকর্ত্তা হইবে? সূর্য্য! রাজপুত্র নির্দ্দিষ্টস্থানে বিচরণে সক্ষম, আর আমরা যথাইচ্ছা গমন করিতে পারি; অধিক কি আমি ক্ষণকালের মধ্যে অনায়াসে যম ও মহেন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণকেও ভস্মসাৎ করিতে পারি। ভাস্কর! তুমি আমায় কি ধর্ম্মোপদেশ করিবে? যাও, এক্ষণে

স্বস্থানে গমন কর, আমার শাস্তা সেই প্রকৃতি হইতে অতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তুমি যেহেতু অদ্য এই নির্জ্জনস্থানে আমার রসভঙ্গ করিয়াছ, সেই হেতু আমার শাপে রাহুগ্রস্ত ও পাপদৃশ্য হইবে এবং যেসকল মেঘ তোমাকে দর্শন করিয়া দূরীভূত হয়, তাহারা বায়ু-প্রেরিত হইয়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে। তুমি স্বীয় তেজে অতিশয় গর্ব্বিত, এজন্য আমার শাপে হততেজা এবং মেঘাচ্ছন্ন হইয়া স্বল্পপ্রভ ও রাহুগ্রস্ত হইবে। তখন স্বয়ং ভগবান্ ভাস্কর, ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণে ত্রস্ত ও পুটাঞ্জলি হইয়া সেই মুনিপুঙ্গবকে স্তব করিতে লাগিলেন। ২১—৩৩। ঋষে! ব্রাহ্মণগণ অবধ্য এবং ধন্য, মান্য ও সকলের পূজিত বলিয়া নির্দিষ্ট; স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ, শম্ভু, ব্রহ্মা, গণেশ, অনন্ত ও সনাতন ধর্ম্ম ইহারা সকলেও ব্রাহ্মণকে স্তব করিয়া থাকেন; কারণ জনার্দ্দনই বিপ্ররূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। ব্রহ্মন্! লোকে ব্রাহ্মণকে যে ভক্ষ্য বস্তু দান করে, আমরা তাহা সেই ব্রাহ্মণমুখে ভোজন করিয়া থাকি। কারণ ব্রাহ্মণ ও হুতাশন আমাদিগের মুখস্বরূপ; এই জন্যই সমুদয় দেবগণ দ্বিজমুখ নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু সেই উভয় মুখের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপ মুখই শ্রেষ্ঠ। আপনি সেই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, বিশেষ বৈষ্ণব; অতএব আমাকে ক্ষমা করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করুন। দেখুন, যাঁহাদিগের হৃদয়ে জনার্দ্দন বিরাজমান, সেই বৈষ্ণবগণের ক্রোধ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? হে দ্বিজ! বিপ্রগণ আমাদিগের পূজিত ও আমরাও বিপ্রগণের পূজিত, এইরূপ আচরণ আছে বলিয়া পরস্পরই পরস্পরের স্নেহভাজন; কিন্তু তুমি যখন আমাকে শাপ প্রদান করিলে তখন আমিও তোমাকে অভিসম্পাত করিব, অন্যথা সকলেই সূর্য্য নিস্তেজ বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। দ্বিজেশ্বর! তুমি ক্ষত্রিয়ের নিকটে পরাভূত হইবে ও ক্ষত্রিয়াস্ত্রে তোমার মৃত্যু হইবে। ৩৪—৪০। যমদগ্নি সূর্য্যদেবের বাক্যশ্রবণে পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্তবদনে তুমি শম্ভুকর্ত্তৃক পরাজিত হইবে, এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন। ব্রজেশ্বর! তখন জগতের বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা উভয়ের কলহ বিদিত হইয়া কশ্যপের সহিত স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মজ্ঞগণের গুরুর গুরু ব্রহ্মা আগত হইয়া সন্ত্রস্ত ভাস্কর এবং ধর্ম্মজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রবোধ দান করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভাস্কর! তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ; অতএব এই মুনিবরকে ক্ষমা কর; সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ তোমাদিগের পরিপাল্য ও অবধ্য। বিপ্র যে তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহার সঙ্কেত করিতেছি; এই নিমিত্তই আমি ভৃগু, মরীচি ও কশ্যপকর্ত্তৃক স্তুত ও প্রেরিত হইয়া ত্রস্তভাবে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী; অতএব শান্তি অবলম্বন কর। ব্রহ্মন্! তুমি কোন দিবস ক্ষণকালের জন্য মেঘাচ্ছান্ন হইয়া সদ্যঃ সেই মেঘ হইতে মুক্ত হইবে এবং কোন দিন মেঘাচ্ছন্ন না হওয়াতে সম্পূর্ণ নির্ম্মল থাকিবে। আর তুমি ন্যূনাতিরিক্ত বর্ষে রাহুগ্রস্ত হইয়া কোন কোন ব্যক্তির পাপদৃশ্য ও কোন কোন ব্যক্তির পুণ্যদৃশ্য হইবে এবং অন্য সমুদয় কালে তুমি এই ভূমণ্ডলে সকলেরই পুণ্যদৃশ্য হইবে। জনগণ তোমাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া পাপ ক্ষয় করিবে। চন্দ্র যাহাদিগের জন্ম, সপ্তম, অষ্টম, দ্বাদশ, নবম ও চতুর্থ রাশিতে কিম্বা জন্ম নক্ষত্র বা নিধন নক্ষত্রে অবস্থিত থাকিবে, তুমি তাহাদিগেরই রাহুগ্রস্ত হইয়া দৃশ্য হইবে না। ৪১—৫০। অস্তকালে, মেঘাচ্ছন্ন-সময়ে, মধ্যাহ্নে ও অর্দ্ধোদয়কালে আর জলস্থ থাকিলে পাপদৃশ্য হইবে। আর তোমার ভার্য্যা তোমার তেজ-সহনে অশক্তা হইলে তাহার দুঃখ নিবারণার্থ এবং শ্বশুর ও শ্যালকের প্রীতিনিমিত্ত হীনতেজা হইবে; তদ্ভিন্ন তোমার পত্নী সংজ্ঞা কিছুতেই ত্বদীয় তেজ সহন করিতে সক্ষম হইবে না এবং তুমি মালী ও সুমালীর যুদ্ধে শম্ভুকর্ত্তৃক পরাজিত হইবে। ব্রজরাজ! ব্রহ্মা সূর্য্যদেবকে এইরূপ কহিয়া শাপ-পরাজিত লজ্জা-ক্রোধ-সমন্বিত নম্র যমদগ্নিকে প্রবোধ দান করত বলিলেন, —হে বিপ্র! তুমি সানন্দে গৃহে গমন কর। বৎস! তোমার তেজে ক্ষণকালমধ্যে জগৎ ভস্মীভূত হইবে! মুনে! নিত্যই সূর্য্য তোমার পরিপাল্য ও পূজ্য এবং তুমিও সূর্য্যের পরিপাল্য ও পূজ্য; তোমাদের পরস্পর পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ। ঋষে! তোমার প্রাক্তন কর্ম্ম সকল কখনই খণ্ডন হইবার নহে, নিঃসন্দেহ তুমি হরির অংশজাত ক্ষত্রিয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাভূত ও মৃত হইবে; কিন্তু নারায়ণাংশে তোমার এক পুত্র হইবে, সে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবে। বিপ্র! মহীতলে তোমার মৃত্যুও যশের কারণ হইবে। ব্রজেশ্বর! ব্রহ্মা এই প্রকার বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে যমদগ্নি এবং ভাস্করও নিজালয়ে গমন করিলেন। তাত! এই আমি তোমার নিকটে যে কারণে রাহুগ্রস্ত-সূর্য্য অদৃশ্য হইয়াছেন, সেই পুণ্য-বীজ মনোহর আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভাদ্রমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থীতে উদিত চন্দ্র যেহেতু দর্শনাযোগ্য ও নষ্টরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন; তাহা শ্রবণ কর এবং চন্দ্র যে কারণে পূর্ব্বে অভিশপ্ত হইয়া

রাহুগ্রস্ত ও কলঙ্কী হন; সেই পুরাতনী কথা তোমায় বলিতেছি। ৫১—৬৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন;—পিতঃ! পূর্ব্বে বৃহস্পতির পত্নী নবযৌবনান্বিতা সতী তারা উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম-বসন ও রত্নভূষণসমূহে ভূষিতা হইয়াছিলেন। সেই পরম রূপলাবণ্যবতী সুন্দরীর শ্রোণিদেশ অতি সুন্দর ও বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত এবং মালতীমালা-বেষ্টিত কবরীভারে তাঁহার শোভার সীমা ছিল না; তাঁহার ললাটের মধ্যস্থলে চতুর্দ্দিকে মনোরম চন্দনবিন্দুও অধোদেশে কস্তুরীবিন্দুর সহিত সিন্দুরবিন্দু বিরাজ করিতেছিল এবং চরণযুগল উৎকৃষ্ট রত্নসারনির্ম্মিত মধুর শব্দে শব্দায়মান নূপুরভূষণে রঞ্জিত; সেই সুচারু কজ্জলোজ্জলা শ্যামা সুবক্রলোচনার দন্তপঙ্ক্তি উৎকৃষ্ট সুচারু মুক্তা-শ্রেণীর ন্যায় মনোহর এবং চারুগণ্ডস্থল রত্নময় কুণ্ডল-যুগ্মে সমুজ্জ্বল; সেই গজেন্দ্র-মন্দগামিনী কামাধারা কামুকী ললনা, সুকোমলাঙ্গী ও চন্দ্রমুখী; অধিক কি কামিনীগণে তাঁহার তুলনা ছিল না। ব্রজরাজ! সেই অবলা স্বর্গ-মন্দাকিনীতীরে স্নানান্তে আর্দ্রবসনে পতির চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে স্বগৃহে গমনোন্মুখী হইয়াছেন, এমত সময় চন্দ্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিয়া অনঙ্গবাণে পীড়িত হওয়ায় এককালে হতচেতন হইলেন। ভাদ্রমাসের চতুর্থীতেই এই ঘটনা হয়। ১—৮। পরে বলশালী রথারূঢ় সুরসিক সুধাকর, ক্ষণমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কর ধারণপূর্ব্বক তারকাকে স্বরথে উত্তোলন করিলেন। অনন্তর কামোন্মত্ত চন্দ্র, সেই কামুকীকে গাঢ়ালিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া শৃঙ্গারে উদ্যত হইলে, গুরুপ্রিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, রে সুরকুলপাংশুল চন্দ্র! আমি ব্রাহ্মণী, বিশেষ তোমার গুরুপত্নী, তাহাতে পতিপরায়ণা; অতএব আমাকে ত্যাগ কর, ত্যাগ কর। গুরুপত্নীসঙ্গমে শত ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। আর গুরুপত্নী বা বিপ্রপত্নী পতিব্রতা হইলে, তৎসঙ্গমে সহস্র ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সুরেশ্বর! তোমায় ধিক্, তুমি আমার পুত্র ও আমি তোমার মাতা; অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর; সুরগুরু তোমার এই কুৎসিত ব্যাপার শ্রবণ করিলে, তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন। পাপিষ্ঠ! তুমি আমার স্বামীর পুত্রাধিক প্রিয় শিষ্য; অতএব আমি তোমার মাতা, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা কর। আর যদি আমাকে বলপূর্ব্বক উপভোগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় স্ত্রী-হত্যার পাতকী হইবে। তখন শশধর তারার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া সম্ভোগে উদ্যত হইলে, সেই নিষ্কামা পতিব্রতা তাঁহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন;—চন্দ্র! তুমি রাহুগ্রস্ত ঘনাচ্ছন্ন পাপদৃশ্য, কলঙ্কী ও যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইবে, সংশয় নাই। পরে চন্দ্রের অপরাধ নিমিত্ত কামদেবকে তাহার মূলীভূতজ্ঞানে, তৎক্ষণাৎ তাহাকেও এই অভিসম্পাত করিলেন;—কাম! কোন তেজস্বী পুরুষ তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন। অনন্তর চন্দ্র শাপগ্রস্ত হইয়াও তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক রমণ করিলেন। পরে সেই শোকান্বিতা রোরুদ্যমানা গুরুপত্নীকে ক্রোড়ে ধারণ করত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ৯—১৯। তৎপরে শশধর, সুরম্য বিবিধ নির্জ্জন প্রদেশে; মনোহর নানা পর্ব্বতে এবং রমণীয় বহু সরোবর নদ ও নদীর তীরে, ভ্রমরকোকিল-গণের মধুর ধ্বনিতে পরিপূর্ণ সুপুষ্পিত পুষ্পোদ্যান-মধ্যে, রমণীয় পুষ্পশয্যায় সেই রামার সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সেই মধুপানমত্ত চন্দনোক্ষিত-সর্ব্বাঙ্গ চন্দ্র, সুখসম্ভোগে এরূপ আসক্ত হইলেন যে, তাঁহার দিবা রাত্রি জ্ঞান রহিল না। তিনি কখন মলয়ানিলসংযুত মলয়ারণ্যে, কখন পশ্চিম সাগরের নিকটবর্ত্তী বিস্যন্দন প্রদেশস্থ চন্দনবনে, কখন ত্রিকূট পর্ব্বতের বটমূলে, কখন চন্দ্র সরোবরের চন্দনচর্চ্চিত পদ্মপত্রের উপর, কখন চম্পকানিল-সেবিত মনোহর চম্পকোদ্যানে, কখন ক্ষীরোদ-সাগরের কাঞ্চনী ভূমিতে, কখন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে, কখন কাঞ্চন পর্ব্বতে, কখন মণিময় রত্নশৈলে, কখন উৎকৃষ্ট মুক্তামাণিক্য ও হীরাহার-শোভিত সুন্দর মণিমন্দিরে ও কখন বা শ্বেতচামর দর্পণ ও রত্নময় দীপমালায় মণ্ডিত এবং সুচারু বিচিত্র বসনে সুশোভিত দেবপ্রিয় ক্রীড়াস্থানে, এবং কখন বা যে স্থানে বরুণদেব বরুণানীর সহিত বারুণী মদিরা পান করিয়া রমণ করেন, তথায় সেই তারার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। পরে তিনি নির্ম্মল রত্নমালানদীর তীরে পারিজাত-সমীরণে সুরভীকৃত পবিত্র পবনোদ্যানে এবং অক্ষয়শৈলে ও কল্পবৃক্ষবনে বিহার করিয়া ক্ষীরোদসাগরকূলে উপনীত হইয়া কামধেনুগণের ক্ষীর পান করিলেন। ২০—৩০। তৎকালে সেই শশাঙ্ককে অগ্নিদেব প্রীতমনে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগ্ম, বরুণদেব রত্নমালা

ও সমীরণ রত্নছত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর অসুর-গুরু বলি গৃহ হইতে তথায় সমাগত হইলে চন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী নিরপেক্ষ মুনিবর শুক্রাচার্য্য নীতিযুক্তি অনুসারে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ;— বৎস! আমার বাক্য শ্রবণ কর, বৃহস্পতি ব্রহ্মার পৌত্র এবং শম্ভুর গুরুপুত্র ; অতএব তুমি তাঁহাকে তৎপত্নী তারা প্রদান কর। হে পুত্র! তিনি দেব-গণের পূজিত ও দেবগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ; অতএব তুমি শীঘ্র তাঁহাকে তৎপ্রিয়া অর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হও। চন্দ্র! আমার বাক্যে মাতৃতুল্যা গুরুপত্নীকে পরিত্যাগ কর ; এই গুরুতর পাপের বিনাশোপায় একমাত্র নিবৃত্তি ; নিবৃত্তিই মহা-ফলদায়িনী বলিয়া উক্ত আছে। বলপূর্ব্বক সতী গুরুপত্নীকে হরণ করিলে সহস্র ব্রহ্মহত্যার পাতক হয় এবং পরে সেই পাতকীকে ব্রহ্মার আয়ুঃকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয়। বৎস! নারায়ণের নিকট তৃণ ও পর্ব্বত উভয়ই সমান ; দেখ যে হরি ব্রহ্মারও কর্ম্মফলদাতা ; তুমি কিরূপে তাঁহার নিকটে কর্ম্মভোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে, ফলতঃ জগতে সমুদয় স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই ত্রিবিধ জীবই নারায়ণের শাসনাধীন। ৩১—৩৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ;—পিতঃ! এইরূপ বলিতেছেন এমন সময় সেই শুক্রাচার্য্য সংগ্রামোপযোগী শস্ত্রা-স্ত্রধারী দেবসৈন্যগণকে আকাশমার্গ হইতে আগমন করিতে দেখিলেন। ত্রিকোটি পতাকা, শতকোটি মহারথ, লক্ষকোটি গজেন্দ্র, তচ্চতুর্গুণ গজ ও গজের শতগুণ সুদারুণ অশ্ব এবং অশ্বের ষড়্গুণ পদাতিসমূহ, আর ত্রিলক্ষ পটহ, লক্ষ ডিণ্ডিম বাদ্য, ঐরাবতারূঢ় মহেন্দ্র, শ্বেতাশ্বারূঢ় ধর্ম্ম এবং রথস্থ কুবের, বহ্নি, বরুণ, পবন ও দিবাকর মহিষস্থ যম, গজেন্দ্রারূঢ় ঈশান, নাগবাহন অনন্ত আর আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ ও সূর্য্যের তুল্য তেজঃসম্পন্ন জীবন্মুক্ত মুনিসমূহ তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইলেন। ১—৭। ব্রজেশ্বর! শুক্রাচার্য্য এই সকল দেবসেনা দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া নিশাকরকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক সেই সুরসৈন্যের দ্বিগুণ সৈন্য আহ্বান করিলেন। সেই দৈত্যসৈন্য সকল রত্নমালা নদীর তীরে হুতাশনপ্রিয়াশ্রমে এবং ক্ষীরোদ সাগরের তটভূমিতে অবস্থান করিতে লাগিল। এমত সময়ে শুক্রাচার্য্য, সমীপবর্ত্তী পুণ্যাশ্রমের সরোবর-তটস্থ অক্ষয় বটবৃক্ষের মূলে সুরসৈন্য হইতে সমাগত সর্ব্বমঙ্গলকর বৃষভারূঢ় শঙ্করকে দেখিতে পাইলেন। সেই ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ মহাদেব পরম তেজঃস্বরূপ এবং ত্রিশূল পট্টিশ ও ব্যাঘ্র চর্ম্মাম্বরধারী ; তিনি সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকারণ। ৮—১২। সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বরূপ সনাতন শিব, নিরন্তর শরণাগত দীন ও আর্ত্তজনের পরিত্রাণার্থ ব্যগ্রচিত্ত ; তিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত এবং পরমানন্দময় ও সহাস্যবদন। শুক্রাচার্য্য এবম্ভূত শঙ্করকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার চরণকমলে প্রণাম করিলেন। তখন সেই পরাৎপর সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শুভা-শীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন, তিনি শঙ্করকে সাদরে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর শুক্রাচার্য্য, তথায় সুন্দর রত্ন-রথারূঢ়, শান্তমূর্ত্তি, স্বয়ং বিধাতাকে দর্শন করিলেন। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সস্মিত প্রসন্ন সিদ্ধ জগদীশ্বরের গলদেশ রত্নমালায় বিভূষিত এবং পরিধান বহ্নিবিশুদ্ধ বসনযুগল। তিনি কর্ম্মের ফলদাতা, তপস্বিগণের তপঃস্বরূপ, বেদনিচয়ের জনক ও সাবিত্রীর কান্ত ; তাঁহার মূর্ত্তি অতি মনোহর। শুক্রাচার্য্য, সেই সুরেশ্বর ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক রমণীয় রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন পরে ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্কর ব্রহ্মার চরণকমল পূজা করিলেন ; কিন্তু অনুচিত বিবেচনায় তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করণে মৌনী হইলেন। নন্দ! তখন জগত্ত্রয়ের বিধানকারী ব্রহ্মা, শম্ভুর সম্মতিক্রমে সম্মুখস্থ সেই মুনিবর শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন, বৎস শুক্র! আমি চন্দ্রের বেদবহিষ্কৃত ত্রিজগতের লজ্জাকর দুর্নীতি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৩—২২। পতিব্রতা গুরুপত্নী তারা, স্নানান্তে স্বগৃহে গমনোন্মুখী হইয়াছিলেন, এমত সময় পাপিষ্ঠ চন্দ্র তাহাকে গ্রহণ করিয়া এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে। বৎস! তুমি দেখ, দেবসৈন্য সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই জন্য আমি ও শম্ভু—তোমার নিকটে উপস্থিত। শম্ভু বলিলেন ;—বিপ্র! যদি তোমার আত্মমঙ্গলের ইচ্ছা থাকে, তবে শীঘ্র চন্দ্রকে আনয়ন কর, আমি এই ত্রিশূলদ্বারা সেই পাপিষ্ঠের

শিরশ্ছেদন করিব। হে দ্বিজ! আমার বাক্য শ্রবণ না করিলে, ক্ষণমধ্যেই সমুদয় দৈত্যগণকে সংহার করিব। আমি রুষ্ট হইলে কে তোমার দৈত্যগণের রক্ষাকর্ত্তা হইবে? আমি এখনই অব্যর্থ পাশুপতাস্ত্রে সুরগণের রিপুবর্গকে অবলীলাক্রমে বিনষ্ট করিব। মুনিবর অঙ্গিরা, মদংশজাত দুর্ব্বাসার গুরু; সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে বৃহস্পতি আমার গুরুপুত্র। তেজস্বী বৃহস্পতিও সেই পাপিষ্ঠ চন্দ্রকে ভস্ম করিতে সমর্থ; কেবল প্রিয় শিষ্য বলিয়া কৃপাবশতঃ তাহাতে বিরত আছেন। পূর্ব্বে সেই বৃহস্পতি, উতথ্যপত্নীর সৌন্দর্য্য-দর্শনে কামার্ত্ত হইয়া তাহার সহিত বিহার করায় উতথ্যের অভিশাপে তাঁহারও সাধ্বী প্রিয়া পরভোগ্যা হইয়াছে। বিপ্র! এক্ষণে আমার গুরুপুত্রকে তাঁহার মনোরমা তারাদেবীকে অর্পণ কর এবং গুরুপুত্র ভ্রাতৃ-তুল্য; সুতরাং সেই ভ্রাতৃভার্য্যাপহারী মদীয় বৈরী চন্দ্রকে আনয়ন কর। ২৩—৩১। যদি সমর্থ হইয়াও শরণাগত দীন ও আর্ত্তব্যক্তিকে কেহ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, তাহাকে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত নিরয়গামী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা সত্য বটে; কিন্তু এরূপ পাপিষ্ঠ শরণাপন্ন হইলে সেরূপ নিয়ম নহে। কারণ পাপী ব্যক্তি যাহার শরণ গ্রহণ করে, নিঃসংশয় সেও পাপভাগী হইয়া থাকে। অতএব বিপ্রবর! সেই মাতৃগামী পাপাত্মা চন্দ্রকে প্রদান করিতে আর বিলম্ব করিও না। সাধ্বী তারার সহিত তাহাকে বহির্দ্দেশে আনয়ন কর। শঙ্কর এই রূপ বলিলে পর, শুক্রাচার্য্য বলিলেন, ভগবন্! তুমি সুরাসুর প্রভৃতি সমুদয় জগদ্বাসী জীবগণেরই শাস্তা এবং তোমার কি সুর কি অসুর সকলের প্রতিই সমভাব। অতএব হে প্রভো। তুমি কি কারণে সুরগণের সাহায্য করিয়া দৈত্যগণকে সংহার করিবে? আর তুমি যখন সর্ব্বজগতের সংহারকারী তখন সামান্য দৈত্যবধে কি পৌরুষ হইবে? প্রভো। তুমি সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমব্রহ্ম এবং স্বয়ং সগুণ ও নির্গুণ; তোমার গুণভেদেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। হে শম্ভো! তুমিই গদাপাণি হইয়া বলির দ্বারে অবস্থিত আছ এবং তুমিই বামনরূপে অবলীলাক্রমে তাহার নিকট হইতে রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছ, অতএব হে ভগবন্ শম্ভো! ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক ক্ষমা কর; ব্রাহ্মণহিংসায় তোমার কি পৌরুষ হইবে? আমার জীবনসত্ত্বে পাপযুত হইলেও লজ্জিত শরণাগত দীনার্ত্ত নিশাকরকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ৩২—৪০। হে শঙ্কর! আমিও তোমার চরণ-কমলে শরণাপন্ন হইলাম; এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর; সমুদয় জগতই তোমার শাসনাধীন। তখন ভগবান্ শঙ্কর শুক্রাচার্য্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, নিশানাথকে আনয়ন কর, মঙ্গল হইবে। ব্রজরাজ! মহাদেব এইরূপ বাক্য বলিতেছেন এমত সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্যকে প্রবোধ দান-পূর্ব্বক তারার সহিত নিশানাথকে আনয়ন করিয়া শম্ভুর চরণকমলে সমর্পণ করিলেন। তখন কৃপালু শম্ভু প্রীতমনে চন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করত পাদরেণুদানে তাহার পাপক্ষয় করিয়া মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক অভয় দান করিলেন। অনন্তর শঙ্কর, ব্রহ্মার সহিত সমবেত হইয়া চন্দ্রকে ক্ষীরোদসাগরে স্নান ও প্রায়-শ্চিত্ত করাইয়া নিষ্পাপ ও পবিত্র করিলেন। পরে সেই যোগীন্দ্র মহাদেব যোগবলে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ড করিয়া এক খণ্ড ললাটে ধারণ করায়, চন্দ্র-শেখর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তৎকালে শরণাগত দীনার্ত্ত চন্দ্র আমাকর্ত্তৃক ব্রহ্মার নিকটে অর্পিত হওয়ায়, অপরার্দ্ধভাগে তৎসমীপে অবস্থিত রহিলেন। তখন কলঙ্কী মৃগাঙ্ক সেই দেবসভামধ্যে লজ্জিত হইয়া যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলেন। পরে চন্দ্রদেহ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ক্ষীরোদসাগরে সমর্পিত হইলে মহর্ষি অত্রি শোকাকুল হইয়া করুণার্দ্রচিত্তে সেই ক্ষীরসাগরতটে রোদন করিতে লাগিলেন। হে ব্রজ-রাজ! সেই সময় সেই অত্রির নেত্রসলিল ক্ষীরোদ-নীরে নিপতিত হইলে চন্দ্র বিশুদ্ধদেহ ধারণ করত দেবসভামধ্যে সলিল হইতে আবির্ভূত হইলেন। ৪১—৫০। তখন চন্দ্র, ভগবান্ ব্রহ্মা ও মহাদেব-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া নির্ভয়ে দেবসভায় অবস্থিত হইলে, মহাদেব তাহাকে বলিতে লাগিলেন;—বৎস! এক্ষণে তুমি সানন্দে স্বস্থানে গমনপূর্ব্বক নিজাধিকার গ্রহণ কর; পরে শ্বশুরের অভিশাপে যক্ষ্মাক্রান্ত হইবে; কারণ ভূমণ্ডলে পতিব্রতার অভিশাপ কেহই ব্যর্থ করিতে সমর্থ নয়; কিন্তু আমার আশী র্ব্বাদে যক্ষ্মার প্রতিকার হইবে। আর বৎস! তুমি যেহেতু ভাদ্র মাসের চতুর্থীতে গুরুপত্নীকে দূষিত করিয়াছ, সেই কারণ প্রতিযুগে সেইদিনে পাপদৃশ্য হইবে। কারণ শতকোটিকল্পেও ভোগব্যতীত কিছুতেই কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। এজন্য অবশ্যই বীর-গণের শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগ করিতে হয়। বৎস! প্রতিযুগেই চন্দ্রমণ্ডলে মৃগচিহ্নরূপে তারাপহরণ-কলঙ্ক বিলগ্ন থাকিবে। শঙ্কর চন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া

তারাকে বলিলেন ;—বৎসে! পতিব্রতে! তারে আমি যাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর ;—তুমি সত্য বল কাহার গর্ভ ধারণ করিতেছ ? যদি চন্দ্রকর্তৃক তোমার গর্ভ হইয়া থাকে, তবে তাহা ত্যাগ করিয়া প্রিয়সন্নিধানে শুদ্ধা হও। ৫১—৫৮। সাধ্বী রমণী নিজের অনিচ্ছায় যদি বলপূর্ব্বক অন্য পুরুষকর্ত্তৃক গৃহীতা হয়, তাহা হইলে, সে দোষভাগিনী হয় না ; কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে সেই নারীকে চন্দ্রসূর্য্যের বিদ্যমানকাল পর্য্যন্ত নরকগামিনী হইতে হয়। তখন তারা ব্রহ্মাকে "চন্দ্রের কৃত গর্ভ" সহাস্যবদনে এই কথা বলিলে সমুদয় দেবগণ মুনিসমূহ ও শঙ্কর হাস্য করিলেন। ব্রজেশ্বর! অনন্তর মহাদেব লজ্জিত বৃহস্পতিকে তারা প্রদান করিলে,বৃহস্পতি পতিব্রতা সেই তারাকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং চন্দ্র তারাপ্রসূত কনকপ্রভ পরম সুন্দর কুমারকে গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলে, দেবগণ, মুনিগণ, শঙ্কর, ব্রহ্মা এবং দৈত্যগণের সহিত শুক্রাচার্য্যও সানন্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে নন্দ! এই আমি তোমার নিকটে পুণ্যপ্রদ শুভ আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম ; ইহা শ্রবণ করিলে মানব নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হইয়াথাকে। ধন্য এই উপাখ্যান, যশস্কর আয়ুষ্কর সর্ব্বসম্পৎপ্রদ শোকনাশক হর্ষকর ও সর্ব্বত্র মঙ্গলদায়ী। হে ব্রজেশ্বর! এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমানন্দে গৃহে গমন করিয়া আমার মাতা যশোদা ও গোপিকাগণকে এই সমুদয় বিষয় পরিজ্ঞাত করিবে এবং শোকাকুল সমুদয় রমণীদিগকে মৎপ্রদত্ত জ্ঞানদ্বারা সান্ত্বনা করিয়া সর্ব্বদা সানন্দে কালযাপন করিও। ৫৯—৬৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন, মহাভাগ! সমস্তই শ্রবণ করিলাম, প্রভো! এক্ষণে দুঃস্বপ্ন বর্ণন কর। নন্দ এই কথা বলিলে ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রবণ কর, বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতে লাগিলেন। ব্রজরাজ! যে ব্যক্তি স্বপ্নে সানন্দে হাস্য করে কিংবা বিবাহ বা নৃত্য দর্শন অথবা গীত শ্রবণ করে, নিশ্চিত তাহার বিপত্তি হয়। স্বপ্নে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও কোন ব্যক্তিকে বিচরণ করিতে দেখিলে ধনহানি এবং শারীরিক পীড়া হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তৈলাভ্যক্ত হইয়া খর উষ্ট্র বা মহিষে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে গমন করে, তাহার নিঃসংশয় মৃত্যু হয়। যদি কেহ স্বপ্নযোগে চূর্ণ জবা পুষ্প, অশোক পুষ্প, করবীর পুষ্প, তৈল ও লবণ দর্শন করে, তাহার বিপত্তি হইয়া থাকে। আর নগ্না, কৃষ্ণবর্ণা, ছিন্ননাসা নারী, শূদ্র বিধবা রমণী, কপর্দ্দক ও তালফল দর্শনে শোকপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় রুষ্ট ব্রাহ্মণ ও কোপযুক্তা ব্রাহ্মণীকে দৃষ্টিগোচর করে, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি হয় ও গৃহ হইতে লক্ষ্মী গমন করেন। স্বপ্নে রক্তবর্ণ বনপুষ্প, সুপুষ্পিত পলাশ বৃক্ষ এবং কার্পাস ও শুক্ল বস্ত্র দর্শন করিলে দুঃখলাভ হয়। মানব যদি স্বপ্নযোগে কৃষ্ণাম্বরধারিণী কোন রমণীকে গীত ও নৃত্য করিতে অবলোকন করে, অথবা কৃষ্ণবর্ণা বিধবাকে দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হয়। ১—৯। যদি কেহ স্বপ্নে নিজাধিকৃত দেশে দেবগণকে নৃত্য গীত হাস্য ও আস্ফোটন করিতে দেখে, তাহা হইলে তাহার ঐদেশ উৎসন্ন হয়। যে ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ অথবা স্বপ্নে কোন ব্যক্তিকে মূত্র, পুরীষ, পিত্তল, রৌপ্য ও সুবর্ণ বমন করিতে দর্শন করে, সে দশ মাস মাত্র জীবিত থাকে। স্বপ্নে যে মানব, কৃষ্ণমাল্যানুলেপনা কৃষ্ণাম্বরধারিণী রমণীকে আলিঙ্গন করে, তাহার মৃত্যু হয় এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৃগ অথবা মনুষ্যের মৃত বৎস বা মুণ্ড প্রাপ্ত হয় ও যে অস্থিমালা লাভ করে, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি হইয়া থাকে। স্বপ্নযোগে ঘৃত, ক্ষীর, মধু, তক্র বা গুড়দ্বারা অভ্যক্ত হইলে, নিশ্চয় তাহার পীড়া হয়। যে ব্যক্তি খর উষ্ট্রসংযুক্ত রথে একাকী আরূঢ় হইয়া জাগরিত হয়, নিঃসংশয় তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। যে মানব স্বপ্নে রক্তমাল্যানুলেপনা রক্তাম্বরধারিণী নারীকে আলিঙ্গন করে, নিশ্চয় তাহার ব্যাধি হয়। স্বপ্নে পতিত নখ, কেশ, নির্ব্বাণ অঙ্গার ও ভস্মপূর্ণ চিতা দর্শন করিলে মৃত্যুলাভ হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় শ্মশানস্থ তৃণ, কাষ্ঠ, শুষ্ক তৃণরাশি, লৌহ কিংবা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণা মসী দর্শনে নিশ্চয় দুঃখ লাভ হয় এবং পাদুকা, ফলক, ভয়ানক রক্তপুষ্পের মাল্য, মাষ, মসুর বা মুদ্গ দর্শনে সদ্য ব্রণ হয়। স্বপ্নে কঙ্কপক্ষী, গৃধ্র, কাক, ভল্লুক, বানর, গর, পূয় ও গাত্রমল দর্শন কেবল ব্যাধির কারণ জানিবে। স্বপ্নে ভগ্নভাণ্ড, ক্ষতাক্ষ শূদ্র, গলৎ-কুষ্ঠ রোগী, রক্তাম্বরধারী জটিল পুরুষ, শূকর, মহিষ, খর, মহাঘোর অন্ধকার কিংবা ভয়ঙ্কর মৃতজীব অথবা যোনি ও লিঙ্গ দর্শন করিলে নিশ্চয়

বিপত্তি হইয়া থাকে। ১০—২২। মানব, স্বপ্নে কুরূপ কুবেশধারী ম্লেচ্ছ কিংবা পাশহস্ত ভয়ঙ্কর যমদূত দেখিলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, বালক, বালিকা কিম্বা পুত্র, কন্যা সক্রোধে কোন বস্তু বিদায় করিতেছে, এরূপ স্বপ্নদর্শন করিলে দুঃখ লাভ হয়। কৃষ্ণপুষ্প, কৃষ্ণপুষ্পের মাল্য, শস্ত্রাস্ত্রধারী সৈন্য বা বিকৃতাকারা ম্লেচ্ছরমণী দর্শন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নে নৃত্যগীত, বাদ্য, রক্তবস্ত্রধারী গায়ক, মৃদঙ্গবাদ্য ও আনন্দোৎসব দর্শন করিলে নিশ্চয় দুঃখলাভ হয়। মৃতদেহ দর্শন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু ও মৎস্যাদি ধারণ করিলে নিঃসংশয় ভ্রাতৃমরণ হইয়া থাকে, মানব ছিন্নপুরুষ বা কবন্ধ কিংবা মুক্তকেশবিকৃত পুরুষকে ক্ষিপ্র নৃত্য করিতে দর্শন করিলে মৃত্যু হয়; তাহার সংশয় নাই। স্বপ্নে মৃত পুরুষ বা মৃত নারী অথবা কৃষ্ণকায় ভয়ানক ম্লেচ্ছ যাহাকে আলিঙ্গন করে, নিশ্চিত তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নযোগে যাহার দন্তভগ্ন ও কেশ পতিত হয়, তাহার ধনহানি বা শারীরিক পীড়া হয়। স্বপ্নে শৃঙ্গিগণ দংষ্ট্রিগণ বা বাণশিক্ষার্থী বাণধারী মানবগণ যাহার প্রতি উপদ্রব করে, তাহার রাজকুল হইতে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে এবং পতিত ছিন্নবৃক্ষ, শিলাবৃষ্টি তুষ ক্ষুর, রক্তাঙ্গার ও ভস্মবৃষ্টি দর্শন হইলে দুঃখলাভ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে রথ, গৃহ, বৃক্ষ, শৈল, গো, হস্তী, তুরগ বা আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয়, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি উপস্থিত হয়। ২৩—৩৩। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে উচ্চস্থান হইতে ভস্মাঙ্গার ব্যাপ্ত গর্ত্তমধ্যে কিংবা ক্ষারকুণ্ডে বা চূর্ণরাশিতে পতিত হয়, তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নেও যাহার মস্তক হইতে কোন দুষ্টব্যক্তি বলপূর্ব্বক ছত্রগ্রহণ করে, তাহার পিতৃবিয়োগ গুরুবিয়োগ বা রাজবিয়োগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে যে তাহার গৃহ হইতে সবৎসা সুরভী ত্রস্তা হইয়া গমন করিতেছে, সেই পাপীর গৃহ হইতে বসুন্ধরা লক্ষ্মীও অপহৃতা হন। স্বপ্নে যমদূত বা ম্লেচ্ছগণ যাহাকে পাশদ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া গমন করে, নিশ্চিত তাহার মৃত্যু হয়। স্বপ্নযোগে কোন গণক বা ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী অথবা গুরু রুষ্ট হইয়া যাহাকে শাপ প্রদান করেন, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি হইয়াথাকে। স্বপ্নে বিরোধিপুরুষগণ, কাকগণ, কুক্কুরগণ বা ভল্লুকগণ, আগমনপূর্ব্বক যাহার গাত্রে পতিত হয়, নিঃসংশয় তাহার মৃত্যু হয়। স্বপ্নে মহিষগণ, উষ্ট্রগণ, ভল্লুকগণ শূকরসমূহ ও গর্দ্দভ-নিচয় রুষ্ট হইয়া যাহার প্রতি ধাবমান হয় নিশ্চয় সে ব্যক্তি রোগী হইয়া থাকে। ৩৪—৪০। ব্রজরাজ! এইরূপ দুঃস্বপ্ন দর্শনে যে ব্যক্তি ঘৃতাক্ত রক্তচন্দন কাষ্ঠের আহুতি দান ও সহস্র গায়ত্রী জপ করে, তাহার স্বপ্নসূচিত অশুভশান্তি হয়। অথবা যে মানব, ভক্তিসহকারে সহস্রবার মধুসূদন নাম জপকরে, সেও নিষ্পাপ হয় এবং দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হইয়া থাকে। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি,শুচি ও পূর্ব্বাস্য হইয়া অচ্যুত, কেশব, বিষ্ণু, হরি, সত্য, জনার্দ্দন, হংস, নারায়ণ এই শুভ নামাষ্টক দশবার পাঠ করে, সেও নিষ্পাপ এবং তাহার ও দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হয়। আর যে মানব শুচি, পূর্ব্বাস্য ও ভক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ, মাধব, মধুসূদন, হরি, নর, হরি, রাম, গোবিন্দ ও দধিবামন; এই দশ নাম জপ করে, সেও নিষ্পাপ ও তাহারও দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নরূপে পরিণত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে শতবার শুভজনক ঐ দশ নাম জপ করে, সমুদয় রোগ হইতে নিষ্কৃতি পায়। আর ঐ নাম লক্ষবার জপ করিলে মানব নিশ্চয় বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে এবং উহা দশ লক্ষ জপ করিলে মহাবন্ধ্যাও পুত্রপ্রসবিনী হয় ও দরিদ্রব্যক্তি হবিষ্যান্ন ভোজনপূর্ব্বক সংযত হইয়া শুদ্ধভাবে দশ লক্ষবার জপ করিতে পারিলে ধনবান্ হইয়া থাকে এবং শতলক্ষ জপ করিলে মানব জীবন্মুক্ত হয় ও নারায়ণ-ক্ষেত্রে শুদ্ধভাবে সেই কার্য্য করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে। আর যে মানব অবগাহনান্তে শিব, দুর্গা, গণপতি, কার্ত্তিকেয়, গণেশ্বর, ধর্ম্ম, গঙ্গা, তুলসী, রাধা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী; এই শুভকর নাম সমুদয় জপ করে; তাহারও সমুদয় বাঞ্ছিত সিদ্ধি ও সুস্বপ্ন হইয়া থাকে। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রুঁ দুর্গতিনাশিন্যৈ মহামায়ায়ৈ স্বাহা, এই সপ্ত দশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বলোকের কল্পবৃক্ষস্বরূপ। শুচি হইয়া এই মন্ত্রদশবার জপ করিলেও দুঃস্বপ্নের সুস্বপ্নে পর্য্যবসান হয় এবং উহা শত লক্ষ জপ করিলে মানবগণের মন্ত্রসিদ্ধি হয়; আর মন্ত্র সিদ্ধি হইলেই সমুদয় সিদ্ধি ও বাঞ্ছিত বিষয় লাভ হইয়া থাকে। ওঁ নমো মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা, এই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিলে মানব মৃত্যুসূচক স্বপ্নদর্শনেও শতায়ুঃ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোত্তরাস্য হইয়া প্রাজ্ঞের নিকট স্বপ্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; কাশ্যপ গোত্রজ, দুর্গতি, নীচ, দেব-ব্রাহ্মণনিন্দক, মূর্খ ও অনভিজ্ঞের নিকট কখনই প্রকাশ করিবে না। মানব দিবাতে অশ্বত্থবৃক্ষ, গণকব্রাহ্মণ, পিতৃদেবাসন, আর্য্য, বৈষ্ণব ও মিত্রের নিকট প্রকাশ করিতে পারে। পিতঃ! এই আমি তোমার নিকট পাপবিনাশন পুণ্য আখ্যান

কীর্ত্তন করিলাম; ইহা আয়ুঃ ও যশোবৃদ্ধিকর; এক্ষণে অপর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা কর। ৪১—৫৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন;—পুত্র! তুমি বেদসমুদয় ও ব্রহ্মাদি দেবগণের কারণ; অতএব তোমা ভিন্ন আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি আমার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল কীর্ত্তন কর। কৃষ্ণ! বিপ্রগণের যাহা ধর্ম্ম এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যাহা কর্ত্তব্য; আর সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী, বিপ্র, বিধবা স্ত্রী, বৈষ্ণবজনগণের ও পতিব্রতা রমণীদিগের যে প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য; তৎসমুদয় আমার নিকটে প্রকাশ কর এবং গৃহিগণ ও গৃহিণীদিগের কিরূপ কর্ত্তব্য? বিশেষ্ শিষ্যগণের কিরূপ আচরণ বিধেয়? আর পুত্র কন্যাদিগেরই বা পিতা মাতার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয় এবং হে প্রভো! স্ত্রীজাতি কতিবিধ? ভক্ত কতিবিধ? ব্রহ্মাণ্ড কতিবিধ? ও সেই ব্রহ্মাণ্ডসমূহেরই বা কি প্রকার আকার আর কি নিত্য ও কিবা কৃত্রিম ক্রমে এই সমুদয় বিষয় আমার নিকটে বর্ণন কর। ১—৫। ভগবান্ বলিলেন, পিতঃ! ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাপূত হইয়া নিরন্তর আমার সেবা ও নিত্য মৎপ্রসাদ ভোজন করিবে, অনিবেদিত বস্তু অভক্ষ্য বলিয়া গণ্য। বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাতুল্য ও জল মূত্রসম। যে ব্রাহ্মণ নিত্য বিষ্ণুপ্রসাদ ভোজন করে, সে জীবন্মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ নিত্য তপস্যা নিরত শুচি, শান্তস্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রততীর্থাশ্রিত, ধর্ম্ম-শীল ও নানাপ্রকার শাস্ত্রাধ্যয়নে আসক্ত হইবেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া গুরুশুশ্রূষাপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে পশ্চাৎ গৃহী হইবেন। নিত্য পূজার দক্ষিণা গুরুকে নিবেদন ও নিত্য গুরুর পোষণ করা বিধেয়; ইহাতে সংশয় নাই। সমুদয় বন্দনীয় গুরুর মধ্যে পিতাই মহাগুরু; পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে; মাতা অপেক্ষা দেবতা শতগুণে অধিক গুরু এবং মন্ত্রদাতা ও অন্নদাতা গুরুদেবগণের চতুর্গুণ পূজ্য; যেহেতু তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদে উক্ত আছে, বস্তুসকল দেবতার উদ্দেশে দান করিতে হয়; কিন্তু সাক্ষাৎ জনার্দনরূপী সেই গুরু স্বয়ং প্রত্যক্ষরূপে ভোজন করেন; সুতরাং তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু। স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপী সমুদয় দেবগণ নিরন্তর সানন্দে গুরুদেহে অধিষ্ঠান করিতেছেন। যে হরি তুষ্ট হইলে সমস্ত দেবগণ তুষ্ট হন, গুরুদেব তুষ্ট হইলেই সেই হরি তুষ্ট হইয়া থাকেন। গুরুর শিষ্যগণের প্রতি পুত্রতুল্য স্নেহ করা কর্ত্তব্য, যে গুরু শিষ্যগণকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া ভোজন করেন; তিনি ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন। ৬—১৫। স্বধর্ম্ম-নিরত ও বিষ্ণুসেবী ব্রাহ্মণই সদা শুচি; আর বিষ্ণু-সেবাবিহীন স্বধর্ম্মত্যাগী বিপ্র সর্ব্বদা অশুচি। বৃষ-বাহক, দেবল, সন্ধ্যাহীন, দিবাশায়ী, শূদ্র শ্রাদ্ধান্নভোজন ও শূদ্রের শবদাহী ব্রাহ্মণ শূদ্রতুল্য। ব্রাহ্মণ নিত্য যথাবিধি শালগ্রাম মহাযন্ত্রের পূজা করিয়া নৈবেদ্য-শেষ ভোজন ও পাদোদক পান করিবে। যে মানব হরিপাদোদক পান করে, সে তীর্থস্নানের ফল-ভাগী হয় এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলা-জলে অভিষিক্ত হয়, সে সর্ব্বতীর্থে স্নান ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রজেশ্বর! গঙ্গাজল হইতেও শালগ্রামজল দশগুণে শ্রেষ্ঠ; যে ব্রাহ্মণ নিত্য উহা পান করে সে জীবন্মুক্ত ও দেবতাগণের তুল্য হয়। বিষ্ণু-নৈবেদ্য-ভোজন, যত্নপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা ও তৎপাদোদক পান, ব্রাহ্মণগণের নিত্য কর্ত্তব্য। হে তাত! যে ব্রাহ্মণ নিত্য ত্রিসন্ধ্যা ও ভক্তিসহকারে আমার পূজা করেন এবং একাদশীতে, আমার জন্ম-দিনে, শিবরাত্রিতে ও শ্রীরামনবমীদিনে উপবাসী হন, তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। পৃথিবীতলে যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাঁহার চরণে তৎসমুদয়ই অধিষ্ঠিত; এজন্য বিপ্রপাদোদকপানে মানব তীর্থ-স্নানের ফল লাভ করে। মানব, বিপ্রপাদোদক পান করিয়া যাবৎকাল ভূমণ্ডলে অবস্থিতি করে তাবৎকাল তাহার পিতৃগণ পুষ্করপাত্রে জল পান করিয়া থাকেন। ১৬—২৭। বিষ্ণু-প্রসাদভোজী ব্রাহ্মণ জীবন্মুক্ত হন এবং সমুদয় তীর্থ, পৃথিবী ও মানবগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বতীর্থস্নানের ও সর্ব্ব প্রকার ব্রতাচরণের এবং পদেপদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন; তাহার সংশয় নাই। তিনি বহ্নি-বায়ুর তুল্য পবিত্র ও ভাস্করের সমান তেজস্বী হন; তাঁহাকে স্বপ্নেও যমলোক, যমদূত বা যমকে দর্শন করিতে হয় না। তিনি হরির পার্ষদ হইয়া হরির সহিত বৈকুণ্ঠধামে পরমানন্দে কালাতিপাত করেন। সেই হরিসেবী ব্রাহ্মণের কখনই পতন হয় না। যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক, তিনিই বৈষ্ণব, ঐ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই প্রাজ্ঞ, তদপেক্ষা পরম পুরুষ আর কেহই নাই।

বেদোক্ত, পুরাণোক্ত বা তন্ত্রোক্ত মন্ত্র পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; মানব যথাবিধি উহা গ্রহণ করিয়া শৈব, শাক্ত অথবা বৈষ্ণব হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার কর্ণে গুরুমুখ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে, মনীষিগণ তাহাকেই মহাপূত বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন। মানব বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণমাত্রে জীবন্মুক্ত হয়; এবং অন্তে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া হরিপদ লাভ করে। সেই বিষ্ণু-ভক্ত, আপনার পূর্ব্বাপর সপ্ত পুরুষ, মাতামহাদি সপ্ত পুরুষ, সহোদরগণ এবং জননী ও জননীর জননীকে উদ্ধার করিয়া থাকে। ব্রজেশ্বর! বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণমাত্রে উক্ত ফলপ্রাপ্তি হয়; আর ঐ মন্ত্রে পুরশ্চরণ হইলে শত শত পূর্ব্বাপর পুরুষের নিস্তার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, নারায়ণক্ষেত্রে পুরশ্চরণপূর্ব্বক ঐ বিষ্ণুমন্ত্র জপ করে, সে অবলীলাক্রমে আপনাকে ও আপনার পূর্ব্বা-পর সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করে। ২৮—৩৮। আর বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিতে করিতে যাহার সমুদয় কামনা বিদূরিত ও কার্য্য-কলাপ বিষ্ণুপদে লীন হয়, সেই ঐকান্তিক ভক্ত পুরুষ আপনার লক্ষ পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ ও দেবগণ আমার প্রাণতুল্য, কিন্তু ভক্ত আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়; ফলতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থিত যাবতীয় প্রিয়পাত্রের মধ্যে ভক্তাপেক্ষা অধিক প্রিয় কেহই নাই; সর্ব্বত্র রক্ষা করিতে সমর্থ তেজীয়ান্ গুরু দর্শনে বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার নিকটে হৃষ্টচিত্তে মন্ত্রগ্রহণ করিবে। বয়োহীন, জ্ঞানহীন, বিদ্যাহীন, বা জাতি- হীন, পুরুষের নিকটে কখনই মন্ত্র গ্রহণ করিবে না এবং মূর্খ, আশ্রমহীন, পিতা, সন্ন্যাসী, ব্যাধিযুক্ত, বংশহীন, ভার্য্যাহীন ও মন্ত্রক্ষিপ্ত ব্যক্তির নিকট কদাপি মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। মানব, বিষ্ণুভক্তি-বিহীন এবং শৈব ও শাক্তের নিকটে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে না, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-নিকটে তাহা গ্রহণ করা বিধেয়। বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিলে অপণ্ডিত, বিদ্যাহীনের নিকটে গ্রহণ করিলে মূঢ় ও জাতিহীনের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মূর্খ-নিকটে মন্ত্রগ্রহীতা সদ্য ঘোর মূর্খ ও অনাশ্রমীর নিকটে মন্ত্রগ্রহীতা দুঃখী হয়; পিতার নিকটে মন্ত্রগ্রহণে যশোহানি ও সন্ন্যাসীর মন্ত্রগ্রহণে মৃত্যু হইয়া থাকে। ব্যধিযুক্ত গুরুর মন্ত্র গ্রহণে ব্যাধিযুক্ত, বংশহীনের মন্ত্র-গ্রহণে বংশহীন এবং ভার্য্যাহীনের মন্ত্রগ্রহণে স্ত্রীহীন ও মন্ত্রহীন ও মন্ত্রক্ষিপ্তের নিকটে মন্ত্র গ্রহণে গুরুতুল্য হইতে হয়। মানব বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তির নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিলে ভক্তিহীন হয় এবং শৈব বা শাক্তের নিকটে বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণে হরিভক্তি বর্দ্ধিত হয় না। ৩৯—৪৮। শুদ্ধ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, হরিকে পক্কান্নদানে সমর্থ, অপর ব্যক্তি তাহা দান করিতে পারে না। বিপ্র ব্যতীত যদি অন্য কেহ ওঁকার উচ্চারণ, শালগ্রাম শিলার্চ্চন ও আমাকে পক্কান্ন দান করে, তাহা হইলে সে অধোগামী হয়। সুবোধ ব্যক্তি উদাসীন ও দুরাচার ব্যক্তির নিকট অন্ন গ্রহণ করিবে না। যদি দৈবাধীন গ্রহণ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় ধনহীন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের নিত্য নিরামিষ হবিষ্যান্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ আমিষত্যাগে সূর্য্যসম তেজস্বী হন। ব্রাহ্মণের নিত্য নূতন ভাণ্ডে পাক করাই কর্ত্তব্য, অথবা এক ভাণ্ডে একপক্ষ পাক করিতে পারেন; কিন্তু তৎপরেই তাহা মনীষিগণ পরিত্যাগ করিবেন। বিপ্র স্থান পরিষ্কৃত করিয়া শুদ্ধাচারে তথায় পাক সমাপনান্তে পরিষ্কৃত স্থানে ভক্তিপূর্ব্বক সেই অন্ন আমাকে নিবেদন করিবেন। পরে সাদরে তাহা বিপ্রকে দান করিয়া, অবশিষ্ট স্বয়ং ভোজন করিবেন। আমার অনিবেদিতান্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ সুরাপানের পাপভাগী হইয়া থাকেন। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণে, জনন-মরণাশৌচে ও অশুচি ব্যক্তির স্পর্শে তৎক্ষণাৎ পাক ভাণ্ড পরিত্যাগ করা বিধেয়। ব্রাহ্মণ পাদপ্রক্ষালনান্তে ধৌত বস্ত্রযুগ্ম পরিধানপূর্ব্বক পরিষ্কৃত স্থানে ভৃষ্ট দ্রব্য বা অন্নভোজন করিবেন। দ্বিজাতিদিগের সূর্য্যের স্থিতি-কাল মধ্যে দ্বিভোজন অবিহিত; যে দ্বিজ ইহার অন্যথা করেন, তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং অন্তে স্বয়ং নরকে গমন করে। শ্রাদ্ধ দিবসে যাত্রা, যুদ্ধ, নদীপার, পুনর্ভোজন, মৈথুন বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য এবং সংযমদিনে হবিষ্যাশী হইতে হয়। ৪৯—৫৯। বিষ্ণুভক্ত জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয়পাত্র প্রদান করিবে; বৃষলীপতি, শূদ্রযাজী, সন্ধ্যাবিহীন, দুষ্ট, শুক্র-বিক্রয়ী ও দেবল ব্রাহ্মণকে কদাচ তাহা দান করিবেন না। ব্রাহ্মণ, ঐ সকল ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয়পাত্র প্রদান করিলে এবং পাত্রীয়ান্ন ভোজন করিয়া তদ্দিনে মৈথুন করিলে নরকগামী হইয়া থাকে। তাত! যে ব্যক্তি মূল্য গ্রহণপূর্ব্বক কন্যা প্রদান করে, সেই কন্যাবিক্রয়কারী সর্ব্বপাতকী অপেক্ষা অধিক পাতকী; দেহান্তে তাহাকে মহারৌরব নরকে গমন করিতে হয় এবং সেই কন্যাবিক্রয়ী, পিতৃগণ, পুত্রগণ ও পুরোহিতগণের সহিত কন্যার লোমপরিমিত বর্ষ কুম্ভীপাক নরকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। এজন্য বিচক্ষণ ব্যক্তি, সুপাত্রকে কন্যা দান করিবে, শূদ্রবৎ ব্রাহ্মণ বা তদ্বংশজাতকে দান করা অকর্ত্তব্য।

ব্রজেশ্বর! সমুদয় পুরাণ ও বেদচতুষ্টয়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, আমি বিপ্র ও বৈষ্ণবের সেই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। দ্বিজার্চ্চন, নারায়ণপূজা, রাজ্য-পালন, রণে নির্ভয়তা, ব্রাহ্মণগণকে নিত্য দান, শরণাগতকে রক্ষা করা, প্রজা ও দুঃখী জনগণকে পুত্রতুল্য পরি-পালন, অস্ত্রশাস্ত্রে নিপুণতা, রণে দক্ষতা এবং তপস্যা ও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম; অতএব সানন্দে যত্নপূর্ব্বক উহারই অনুষ্ঠান করিবে। ক্ষত্রিয়, নিত্য পণ্ডিতগণের সহিত অবস্থিতি করিবে এবং তাহার নিত্য নীতি-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতজনকে পরিপালন ও সভা-মধ্যে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। ৬০—৭০। যশস্বী ও প্রতাপবান্ ক্ষত্রিয়, নিত্য অতি যত্নে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই সেনাঙ্গচতুষ্টয় পালন করিবে। ক্ষত্রিয় যুদ্ধার্থ নিমন্ত্রিত হইলে যুদ্ধগমনে বিমুখ হইবে না এবং যে ক্ষত্রিয় রণে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার স্বর্গলাভ ও যশোরাশি বিকীর্ণ হইয়া থাকে। আর বৈশ্যগণের বাণিজ্য, পশুপালন, বিপ্রদেবার্চ্চন, দান তপস্যা ও ব্রতসেবা স্বধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, শূদ্রগণের কেবল বিপ্রসেবাই ধর্ম্ম। শূদ্র বিপ্রদ্বেষী ও বিপ্রধান-গ্রাহী হইলে চণ্ডালত্ব লাভ করে। বিপ্রধনাপহারী শূদ্র, কোটি সহস্র জন্ম গৃধ্র, শত জন্ম শূকর ও শত জন্ম শ্বাপদ হয় এবং যে শূদ্র ব্রাহ্মণীগমন করে, সেই পাতকী মাতৃগামী হইয়া থাকে; সে অন্তে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করে। সেই পাপী কুম্ভীপাক নরকে তপ্ততৈল মধ্যে পতিত হইয়া দিবানিশি সর্পগণকর্ত্তৃক দষ্ট ও যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হওয়ায় নিরন্তর বিকৃত শব্দ করিতে থাকে। অনন্তর সেই পাতকী সপ্তজন্ম চাণ্ডাল, সপ্তজন্ম সর্প, সপ্তজন্ম জলৌকা, কোটি সহস্র জন্ম বিষ্ঠার কৃমি, সপ্তজন্ম পুংশ্চলীগণের যোনিকীট ও সপ্তজন্ম গোগণের ব্রণ-কৃমিরূপে উৎপন্ন হয়; এইরূপে তাহাকে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়; সে আর মানবদেহ প্রাপ্ত হয় না। পিতঃ! এক্ষণে সন্ন্যাসীদিগের যেরূপ ধর্ম্ম, তাহা আমার মুখে শ্রবণ কর;—মানব দণ্ডগ্রহণমাত্রে নারায়ণ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব শুভাশুভ কর্ম্ম দগ্ধ হয় এবং পরকর্ত্তব্য কিছুই থাকে না। সেই নিরন্তর আমাকে চিন্তা করিয়াই অন্তে আমার মন্দিরে গমন করিয়া থাকে। ৭১—৮২। ব্রজরাজ! বৈষ্ণবের ন্যায় সন্ন্যাসীরও পাদস্পর্শে বসুন্ধরা সদ্য পূতা হয় এবং তীর্থ-সমুদায়ও তৎসংসর্গে পবিত্র হইয়া থাকে। মানব সন্ন্যাসীর স্পর্শমাত্রে নিষ্পাপ হয় এবং সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাঁহাকে কামতঃ দর্শন ও প্রণাম করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফলভাগী হয়; আর সন্ন্যাসীর ন্যায় যতি এবং ব্রহ্মচারীর প্রতিও ঐরূপ আচরণে ঐরূপ ফল হইয়া থাকে। ক্ষুধিত সন্ন্যাসী সায়ংকালে গৃহী-দিগের গৃহে গমন করিবে এবং গৃহী যাহা দান করিবে, তাহা সদন্নই হউক আর কদন্নই হউক, কখন ত্যাগ করিবে না। সন্ন্যাসী গৃহীর নিকটে মিষ্টান্ন বা ধন প্রার্থনা ও গৃহীর প্রতি কোপ প্রকাশ করিবেন না; তিনি এক বস্ত্র পরিধান ও নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিতি করিবেন। সন্ন্যাসী, শীত গ্রীষ্মে সমভাবাপন্ন ও লোভ-মোহ-বিবর্জ্জিত হইবেন এবং গৃহস্থভবনে এক রাত্রি অবস্থানপূর্ব্বক প্রভাতে স্থানান্তরে গমন করা কর্ত্তব্য কার্য্য। যে সন্ন্যাসী যানারোহণ, গৃহীর নিকটে ধন গ্রহণ বা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গৃহীর ন্যায় অবস্থান করে; সে স্বধর্ম্ম হইতে পতিত হয় এবং যে সন্ন্যাসী, কৃষি বাণিজ্য করিয়া কুবৃত্তি আচরণ করে; সেই দুরাচারী স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া থাকে। অশুভ বা শুভই হউক, সন্ন্যাসী যদি অবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে স্বধর্ম্মবহির্ভূত ও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। পিতঃ! যে ব্রাহ্মণী বিধবা হয়, সে নিত্য দিনান্তে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে ও সর্ব্বদা নিষ্কামা হইবে; শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে। ৮৩—৯২। বিধবা ব্রাহ্মণী, উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিবে না এবং গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি, তৈল, মাল্য, চন্দন, শঙ্খ সিন্দূর ও ভূষণ ত্যাগ করিবে; নিত্য মলিনাম্বর ধারণ করিয়া নারায়ণ স্মরণ করাই তাহার কর্ত্তব্য। ব্রজরাজ! উক্ত বিধবা, ঐকান্তিক ভক্তিমতী হইয়া নিত্য নারায়ণ সেবা, নিরন্তর নারায়ণের নামোচ্চারণ ও পুরুষমাত্রকে ধর্ম্মত পুত্রতুল্য দর্শন করিবে। সে মিষ্টান্ন ভোজন ও বিভব করিবে না। পবিত্রা বিধবা ব্রাহ্মণী, একাদশী, কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীরাম-নবমী ও শিবরাত্রিতে কিছুমাত্র ভোজন করিবে না। আর অঘোরা ও প্রেতা চতুর্দ্দশীতে এবং চন্দ্রসূর্য্যোপরাগদিনে ভ্রষ্ট দ্রব্য বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ; সুতরাং তদ্ব্যতীত অন্য বস্তু ভোজন করিবে। বিধবা, যতি, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে তাম্বুল, গোমাংস ও সুরাতুল্য বলিয়া বেদে উক্ত আছে এবং উহাদের রক্ত শাক, মসুর, জম্বীর, পর্ণ ও বর্ত্তুলাকার অলাবু বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। বিধবা পর্য্যঙ্কশায়িনী হইলে পতিকে পাতিত করে এবং যানারোহণ করিলে স্বয়ং নরকগামিনী হয়। বিধবা, কেশ-সংস্কার ও গাত্র-সংস্কার পরিত্যাগ করিবে এবং কেশকলাপ জটাবদ্ধ

হইলে তীর্থাতিরিক্ত স্থানেও ক্ষৌরকার্য্য দ্বারা তাহা অপনীত করিবে। ৯৩—১০১। বিধবা, তৈলাভ্যঙ্গ, দর্পণে মুখ দর্শন, পরপুরুষের মুখ নিরীক্ষণ এবং যাত্রা, নৃত্য, মহোৎসব, নৃত্যকারী, গায়ক, সুবেশসম্পন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না; সর্ব্বদা সামবেদ-নিরূপিত ধর্ম্মকথা শ্রবণ করাই তাহার কর্ত্তব্য। ব্রজরাজ! এক্ষণে পরম পরমার্থ বলিতেছি শ্রবণ কর; —অধ্যাপন, অধ্যয়ন, শিষ্যগণের পরিপালন, নিত্য গুরুসেবা, দ্বিজ-দেবার্চ্চন, সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে নৈপুণ্য, আত্মসন্তোষকর পরমার্থ চিন্তা, নিরন্তর গ্রন্থসমূহের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও অভ্যাস, ব্যবস্থা পরিশুদ্ধি নিমিত্ত বেদসম্মত বিচার এবং স্বয়ং শাস্ত্রবিহিতাচরণ সাধুগণের কর্ত্তব্য। বেদাহ্নিকে নৈপুণ্য, ঈপ্সিত বেদাচরণ, বেদোক্ত ভক্ষণ ও সর্ব্বদা পবিত্রাচরণই সজ্জনগণের আবশ্যকীয়। ব্রজেশ্বর! এক্ষণে পতিব্রতা রমণীদিগের স্বধর্ম্ম শ্রবণ কর;—পতিব্রতা নারী, সতত স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী থাকিবে এবং নিত্য ভর্ত্তার অনুজ্ঞা লইয়া ভক্তিভাবে ভর্ত্তার পাদোদক পান করিবে। ব্রত, তপস্যা ও দেবার্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া যত্ন-সহকারে স্বামীর চরণ সেবা, স্বামীকে স্তব ও স্বামীর তুষ্টিসাধন করাই পতিব্রতার কর্ত্তব্য। সতী রমণী স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কখনই কোন কার্য্য করিবে না এবং নিরন্তর নিজ কান্তকে নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠজ্ঞান করা সতীর কর্ত্তব্য কার্য্য। ব্রজরাজ! সুব্রতা স্ত্রী, পরপুরুষের মুখাবলোকন, পরপুরুষের প্রতি নেত্রপাত এবং যাত্রা, মহোৎসব, নৃত্য, নৃত্যগীতকারী পুরুষ, পর-ক্রীড়া ও পরের সুরত দর্শন করিবে না। স্বামীর যাহা ভক্ষ্য যোষিদ্গণেরও তাহা ভোজন করা কর্ত্তব্য। সুব্রতা নারী ক্ষণকালও পতিসঙ্গ ত্যাগ করিবে না। পতিব্রতা স্বামীর উত্তরে উত্তর করিবে না এবং স্বামীর প্রতি কোপ প্রকাশ বা কোপভরে তাড়না করা শুদ্ধস্বভাবার কর্ত্তব্য নহে। স্বামী ক্ষুধিত হইলে তাঁহাকে ভোজন করাইবে; তাঁহার তোষণার্থ পানীয় প্রদান করিবে; এবং নিদ্রাগত স্বামীকে জাগরিত ও কোন কার্য্যে প্রেরিত করিবে না। সতী, পতিকে পুত্রগণের শতগুণ স্নেহ করিবে; কারণ কুলকামিনীদিগের পতিই বন্ধু, পতিই গতি ও পতিই ভরণকারী! সাধ্বী রমণী ভক্তিভাবে সহাস্যবদনে সযত্নে শুভদৃষ্টিতে কান্তকে সুধাতুল্য দর্শন করে। সতী স্ত্রী সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে; পতিব্রতা রমণীদিগের পতি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রজেশ্বর! সাধ্বী রমণীদিগের তেজস্বিতাগুণে তাহাদের স্বামীকে কর্ম্মভোগ করিতে হয় না; সে, নিকর্ম্মী হইয়া পত্নীর সহিত হরি-মন্দিরে সানন্দে কালক্ষেপ করে। পৃথিবীস্থিত যাবতীয় তীর্থই সতীপদে বিদ্যমান এবং সমুদয় দেবতা ও মুনিগণের তেজ সতী রমণীতে অবস্থিত আছে। ব্রজরাজ! তপস্বিগণ তপোনুষ্ঠান, ব্রতিগণ ব্রতাচরণ ও দাতাগণ দান কার্য্যে যে ফল লাভ করেন, সতী রমণীগণে তৎসমুদয়ই নিরন্তর বিদ্যমান আছে। অধিক কি, স্বয়ং নারায়ণ, শম্ভু, জগতের বিধানকারী ব্রহ্মা এবং সমুদয় দেবতা ও মুনিগণ নিরন্তর তাহাদিগকে ভয় করিয়া থাকেন। সতীগণের চরণরেণু-স্পর্শে বসুন্ধরা সদ্যঃপূতা হন; মানব পতিব্রতাকে নমস্কার করিলে সমুদয় পাতক হইতে মুক্ত হন। মহা পুণ্যবতী পতিব্রতা রমণী সদা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ক্ষণমধ্যেই ত্রিলোককে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থা। সতীস্ত্রীদিগের পতি পুত্র সর্ব্বদা নিঃশঙ্কে অবস্থিত থাকে; তাহাদের দেবতা ও যম হইতে কোন ভয় নাই। ১০২—১২৪। যাঁহারা শত জন্ম পুণ্যার্জ্জন করেন, তাঁহাদের গৃহেই সতী রমণীর জন্ম হইয়া থাকে। পতিব্রতার জননী পবিত্রা ও জনক জীবন্মুক্ত হন। সতী স্ত্রী, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানান্তর রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভর্ত্তাকে নমস্কার করিয়া সানন্দে স্তব করিবে। পরে গৃহকার্য্য-সমাপনান্তে স্নান করিয়া ধৌত বসনযুগল পরিধান ও শুক্লপুষ্প-গ্রহণ করিয়া পতিকে পূজা করিবে। অনন্তর নির্ম্মল পবিত্রজলে পতিকে স্নান করাইয়া ধৌতবস্ত্র প্রদান-পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে পতির পাদ প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে আসনে উপবেশন করাইয়া স্বামীর ভালে চন্দন প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়া গলদেশে মাল্য দান করিবে। পরে সামবেদোক্ত মন্ত্রে সুধোপম বিবিধ ভোগ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া প্রীতমনে ভক্তিপূর্ব্বক কান্তকে স্তব ও প্রণাম করিবে। সাধ্বী ওঁ নমঃ কান্তায় শাস্ত্রে সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় স্বাহা, এই মন্ত্রে পতিকে পুষ্প, চন্দন, পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, উত্তম বস্ত্র ও নৈবেদ্য, সুবাসিত জল, শুদ্ধ জল ও সুসংস্কৃত তাম্বূল দান করিয়া সরস্বত্যাদিকর্ত্তৃক পূর্ব্বকৃত স্তোত্র পাঠ করিবে, যথা, হে স্বামিন্! তুমি কান্ত, শান্ত ও শিবচন্দ্র স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি শান্ত, দান্ত সর্ব্ব-দেবাশ্রয় ব্রহ্মস্বরূপ ও সতীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়; তোমাকে নমস্কার। নাথ! তুমি নমস্য পূজ্য ও হৃদয়াধার; তোমাকে নমস্কার। তুমি পত্নীগণের পঞ্চপ্রাণের অধিদেব, চক্ষুর তারকা, জ্ঞানের আধার

এবং পরম আনন্দদাতা; অতএব তোমাকে নমস্কার প্রভো! রমণীগণের পতি ব্রহ্মা, পতি বিষ্ণু ও পতিই মহেশ্বর এবং পতিই নির্গুণাধার পরমব্রহ্মস্বরূপ; অতএব তোমাকে নমস্কার করি। ১২৫—১৩৬। হে ভগবন্! আমার জ্ঞানাজ্ঞানকৃত দোষ সকল ক্ষমা কর। হে পত্নীবন্ধো! হে দয়াসিন্ধো! দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা কর। ব্রজরাজ! সৃষ্টির প্রথমে লক্ষ্মী ও পূর্ব্বকালে সরস্বতী ধরা ও গঙ্গা এই মহাপুণ্যজনক স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সাবিত্রী নিত্য ব্রহ্মাকে ও কৈলাসে পার্ব্বতী শঙ্করকে ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তোত্রে স্তব করেন এবং পূর্ব্বে মুনিপত্নীগণ ও দেবপত্নীগণ এই স্তোত্রে স্ব স্ব পতির স্তব করিয়াছেন। ইহা সমুদয় পতিব্রতাদিগেরই সুখাবহ। যে পতিব্রতা রমণী এই মহাপুণ্য স্তোত্র শ্রবণ করেন, তিনি অথবা যে কোন নর বা নারী এতৎশ্রবণে সমুদয় বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারে। এই স্তোত্রশ্রবণে পুত্রহীন পুত্র ও ধনহীন ধন লাভ করিয়া থাকে এবং রোগী রোগ হইতে ও বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পতিব্রতা এই স্তোত্রে পতিকে স্তব করিলে, সমুদয় তীর্থ-স্নানের সমুদয় তপস্যা ও সর্ব্বপ্রকার ব্রতাচরণের ফল লাভ করিয়া থাকে। সতী-স্ত্রী, পতিকে ভক্তিসহকারে এইরূপ স্তব করিয়া পরে তাহার অনুজ্ঞাক্রমে ভোজন করিবে। ব্রজরাজ! এই আমি তোমার নিকটে পতিব্রতাদিগের ধর্ম্ম ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে গৃহিগণের ধর্ম্ম শ্রবণ কর। ১৩৭—১৪৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন;—পিতঃ! গৃহী ব্যক্তি সতত দ্বিজ ও দেবতার পূজা করিবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়েরই নিত্য ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। দেবতাদি সকলেই গৃহীদিগের প্রত্যাশা করেন; এজন্য যে গৃহস্থ অতিথিপূজা না করে, সে সদা অশুচি। পানভূমিতে গোগণের ন্যায় সর্ব্বকালে পিতৃগণ ও তিথিকালে দেবতা সকল গৃহস্থনিকটে উপস্থিত হন। ক্ষুধিত অতিথি, সায়াহ্নে ব্যগ্রচিত্তে গৃহীর নিকটে উপস্থিত হন; পরে পূজা লাভ করিয়া আশীর্ব্বাদ করত গৃহস্থের গৃহ হইতে প্রস্থান করেন। গৃহী, অতিথিপূজা না করিলে পাতকী হইয়া থাকে; অধিক কি ত্রৈলোক্য-জনিত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে; এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতিথি ভগ্নমনোরথ হইয়া যে গৃহীর গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, দেবগণ ও পিতৃগণ ত্রিবিধ অতিথির অপ্রতিগ্রহহেতু নিরাশ হইয়া তাহার গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন। যাহার গৃহে অতিথি অর্চ্চিত না হয়, সেই গৃহী স্ত্রীঘাতক, গোঘাতক, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মঘ্ন ও গুরুতল্পগামীর তুল্য দোষভাগী হইয়া থাকে এবং বিমুখ অতিথি তাহাকে আত্ম পাতক অর্পণ করিয়া তাহার পুণ্য-গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করে। সেই হেতু শুভাশয় ধর্ম্মবিৎ গৃহী, দেবাদি সকলের সেবা ও পোষ্যবর্গের সেবা করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিয়া থাকেন। যাহার গৃহে মাতা নাই ও ভার্য্যা পুংশ্চলী, তাহার অরণ্যে গমন করা কর্ত্তব্য; কারণ তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই তুল্য। পুংশ্চলী স্ত্রী, সর্ব্বদা পতিকে দ্বেষ ও বিষতুল্য দর্শন করিয়া থাকে এবং পতিকে আহার দান করে না; কেবল নিরন্তর ভর্ৎসনা করে। সে পাপীয়সী, পতি মুনিতুল্য পূজিত ও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহাকে নিরন্তর তৃণজ্ঞানে হুঙ্কার করিয়া থাকে। ১—১২। মানব দুষ্টবংশজা নারীকে পরিগ্রহ করিলে যাবজ্জীবন তাহার দুর্ব্বাক্যবহ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় মৃততুল্য হইয়া জীবিত থাকে। ব্রজরাজ! এক্ষণে বেদবিহিত গৃহিণীগণের সদাচার শ্রবণ কর। দেবব্রাহ্মণপূজিতা পতিভক্তা শুদ্ধা গৃহিণী, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর পতি ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া গোময় ও জলসেকে প্রাঙ্গণে মণ্ডল প্রদান করিবে। সতী গৃহকৃত্য নির্ব্বাহান্তে স্নান করিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক দেবতা, বিপ্র ও পতিকে প্রণাম এবং গৃহদেবতাকে পূজা করিবে। তৎপরে সেই সতী অন্যান্য গৃহকার্য্য সম্পাদনান্তে পতিকে ভোজন করাইয়া, অতিথিপূজাপূর্ব্বক সুখে স্বয়ং ভোজন করিবে। পুত্রগণকর্ত্তৃক পিতা ও শিষ্যগণকর্ত্তৃক গুরু পূজিত হইবেন এবং পুত্র পিতার ও শিষ্য গুরুর আজ্ঞাক্রমে ভৃত্যের ন্যায় সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিবে। পুত্র পিতাকে ও শিষ্য গুরুকে কোন কার্য্যে প্রেরণ করিবে না। পুত্রের পিতাকে ও শিষ্যের গুরুকে সর্ব্বস্বই সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। পুত্র পিতাকে ও শিষ্য গুরুকে কখনই মনুষ্য জ্ঞান করিবে না; তাহা করিলে নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইবে। মানব, পিতা অপেক্ষা মাতাকে ভক্তিপূর্ব্বক অধিক পূজা করিবে এবং মাতা অপেক্ষাও গুরুকে ভক্তিযোগে সমধিক পূজা করা কর্ত্তব্য। পিতা, মাতা, গুরু, ভার্য্যা, শিষ্য, অক্ষম পুত্র এবং অনাথা ভগিনী, কন্যা ও গুরু-ভার্য্যা মনুষ্যে ও

নিত্য পোষ্য। তাত! এই আমি তোমার নিকটে সকলেরই উত্তম ধর্ম্মপ্রণালী কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে স্ত্রীজাতির বিষয় শ্রবণ কর। সমুদয় স্ত্রীজাতিই বাস্তবিক শুদ্ধা ও পতিব্রতা ছিল। ১৩—২৩। পূর্ব্বে ব্রহ্মা, সমুদয় স্ত্রীজাতিকেই একরূপ সৃজন করেন। তাহারা সকলেই প্রকৃতির-অংশসম্ভূতা, পবিত্রা এবং সমধিকজ্ঞানশালিনী ছিল। পরে যখন কেদার-কন্যার অভিশাপে ধর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হন, তখন ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া কৃত্যাস্ত্রী নির্ম্মাণ করেন। ব্রজরাজ! ব্রহ্মা-নির্ম্মিত ঐ কৃত্যা স্ত্রী উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা—এই ত্রিবিধা জাতি; তাহার মধ্যে উত্তমা প্রথমা বলিয়াও প্রসিদ্ধা। ঐ উত্তমা স্ত্রী পতিভক্তা ও কিঞ্চিৎ-ধর্ম্মযুক্তা; উত্তমা প্রাণান্তেও অযশস্কর উপপতি-সংসর্গ করে না। সেই উত্তমা স্ত্রী নিজকান্তকে যেরূপ পূজা করে, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথিকেও সেইরূপ পূজা করিয়া থাকে এবং ব্রত, উপবাস ও সকলেরই সৎকার করে। যে স্ত্রী, গুরুজন কর্ত্তৃক যত্নে রক্ষিতা হইলে, ভয়ে জার-সংসর্গ করে না, সেই কৃত্রিমা মধ্যমা নারী, যথা-কথঞ্চিৎ পতিতে অনুরাগিণী হয়। হে নন্দ! রতির স্থান, রতির সময় ও প্রার্থয়িতা পুরুষের অভাবেই সেই মধ্যমা রমণীদিগের সতীত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে। আর অত্যন্ত অসদ্বংশজাতা, অধর্ম্মশীলা, দুশ্চরিত্রা, দুর্ম্মুখা, কলহান্বিতা, পরমা দুষ্টা নারীই অধমা বলিয়া প্রসিদ্ধা। ঐ অধমা স্ত্রী, নিত্য পতিভর্ৎসনা ও সর্ব্বদা উপপতির সেবা করিয়া থাকে; সে কান্তকে বিষতুল্য দর্শন এবং দুঃখ দান করে। অধিক কি, এই ভূমণ্ডলে অধমা রমণী—ধর্ম্মিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ ও মনোহর কান্তকেও কোন উপায়ে উপপতি দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেই পাপীয়সী নিরন্তর কামভাবে সানন্দে কটাক্ষ বিক্ষেপ করত শুভ দৃষ্টিতে উপপতিকে কামদেব তুল্য দর্শন করিয়া ২৪—৩৪। সুবেশ রতিশূর যুবাপুরুষ দর্শনে সেই কামুকীদিগের যোনি সর্ব্বদা ক্লিন্ন হইয়া থাকে। সেই দুষ্টা রমণী ভর্ত্তাকে আহার দান করে না এবং নিরন্তর তাহার প্রতি কটূক্তি করিয়া থাকে; আর সতত সানন্দে জার-সঙ্গমরূপ পরমঅধর্ম্ম চিন্তায় নিরতা হয়। সেই দুষ্টা গুরুজনসমূহ কর্ত্তৃক ভর্ৎসিতা ও শত ব্যক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলেও উপপতিসঙ্গ করিয়া থাকে; নৃপগণও তাহাকে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারেন না। সেই দুষ্টার প্রকৃত প্রিয় বস্তু কিছুই নাই; কেবল কার্য্যবশতই প্রিয় ও অপ্রিয় সমস্ত ঘটিয়া থাকে। অরণ্যে গোগণ যেমন নব নব তৃণ ইচ্ছা করে, উহারাও সেইরূপ নিরন্তর নূতন নূতন পুরুষের সঙ্গসুখে অভিলাষিণী হয়। সেই অধর্ম্মযুক্তা রমণী, নিশ্চয় সতত কপট বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে; তাহার প্রীতি বিদ্যুতের আলোক ও জলরেখার ন্যায় অস্থায়িনী। ব্রত, তপস্যা, ধর্ম্ম, গৃহকার্য্য, গুরু ও দেবতার প্রতিও সেই দুষ্টার মন থাকে না। তাহার চিত্ত কেবল উপপতিতেই অনুরক্ত ও তন্নিমিত্তই চঞ্চল হইয়া থাকে। তাত! এই আমি তোমার নিকট ত্রিবিধ স্ত্রীজাতির কথা বলিলাম; এক্ষণে ত্রিবিধ ভক্তের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর আমার ভক্ত, সংসার-সুখ-কারণ সমুদয় বস্তু ত্যাগ করিয়া তৃণশয্যায় শয়ন করত আমারই নাম গুণকীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিবে এবং ভক্তিভাবে আমারই চরণকমল ধ্যান ও পূজা করিবে; কামনাশূন্য মদ্ভক্তের সম্পত্তিপ্রদ অন্য দেবতার প্রীতিলাভের প্রয়োজন নাই। ভক্তগণ, অভীপ্সিত অণিমাদি সমুদয় সিদ্ধি, অথবা সুখকারণ ব্রহ্মত্ব, অমরত্ব বা সুরত্বও বাঞ্ছা করেন না; ফলতঃ আমার দাস্য ভিন্ন সালোক্যাদি চতুষ্টয়ও তাহাদিগের প্রার্থনীয় নহে। তাহারা নির্ব্বাণ মুক্তি বা অভীপ্সিত সুরাপানও ইচ্ছা করে না; কেবল নিরন্তর আমাতে অতুল অচল ভক্তির ইচ্ছুক। ৩৫—৪৫। ব্রজেশ্বর! সেই সিদ্ধেশ্বর-প্রবর ভক্তগণের স্ত্রীপুরুষে বিভেদ থাকে না; তাহারা সর্ব্ব জীবকেই অভিন্নরূপে দর্শন করে! শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি এবং নিদ্রা ও লোভ-মোহাদি রিপুবর্গকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগম্বর হইয়া দিবানিশি আমারই ধ্যানে নিমগ্ন থাকে। নন্দ! এইরূপ ভক্তই আমার উত্তম ভক্ত। এক্ষণে মধ্যমাদি ভক্তের বিষয় শ্রবণ কর। যে শুচি গৃহী, পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে কর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া সতত কর্ম্মপাশ-চ্ছেদনে প্রবৃত্ত থাকে ও সযত্নে কোনরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান না করে এবং সঙ্কল্পরহিত হইয়া কায় মনোবাক্যে নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করে যে, যাহা কিছু হইতেছে সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, আমি কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তা নহি, সেই ভক্তই মধ্যম ভক্ত। আর তদপেক্ষা অল্পভক্তিযুক্ত ব্যক্তিই ন্যূন ভক্ত, সে বেদে প্রাকৃতিক ভক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আমার পূর্ব্বভক্ত, স্বপ্নেও যম বা যমদূতকে দর্শন করে না এবং সহস্র পুরুষের উদ্ধার-সাধন করিয়া থাকে। আর মধ্যম ভক্ত শত পুরুষ ও প্রাকৃত ভক্ত পঞ্চবিংশতি পুরুষের উদ্ধার করে। হে তাত! এই আমি তোমার আজ্ঞায় ত্রিবিধ ভক্তের বিষয় বর্ণন করিলাম, এক্ষণে সাবধানে ব্রহ্মাণ্ডরচনাবিষয় শ্রবণ কর। পিতঃ! আমার ভক্তগণ যত্ন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডরচনা বিব-

রূপ জানিতে পারে এবং মুনিগণ সুরগণ ক্লেশে কিয়ৎ-পরিমাণে বিদিত হইতে পারেন। আমি সমস্ত বিশ্ব-রচনা বিবরণ পরিজ্ঞাত আছি। আর ব্রহ্মা অনন্ত, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, সনৎকুমার, নর-নারায়ণ—ঋষিদ্বয়, কপিলদেব, গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দেবগণ, বেদমাতা ও স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞা রাধিকা—ইহাঁরাও সকলে এই বিশ্ব-রচনার বিষয় বিদিত আছেন, অন্যে কেহই তাহা জানে না। অধিক কি, সমুদয় সুধী ব্যক্তিও ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে অক্ষম। ৪৬—৫৬। ব্রজরাজ। যেমন আকাশ ও আত্মা নিত্য; সেইরূপ দশদিক্ও নিত্য এবং প্রকৃতি যেমন নিত্যা, তদ্রূপ বিশ্বগোলোকও নিত্য বস্তু। আর গোলোকধাম যেমন নিত্য, বৈকুণ্ঠধামও সেইরূপ নিত্য। পিতঃ! একদা ঐ গোলোকধামে রাসমণ্ডলে আমি নৃত্য করিতেছি; এমত সময় আমার বামাঙ্গ হইতে শ্বেত চম্পকবর্ণাভা শরচ্চন্দ্র-সমপ্রভা এক ষোড়শবর্ষীয়া বালা আবির্ভূতা হইলেন। রমণীপ্রধানা সেই রামা, অতিশয় সুন্দরী। তখন সেই মনোহরা কোমলাঙ্গীর সুপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। জলদপঙ্ক্তি যেরূপ বলাকায় বিভূষিত হয়, সেইরূপ তিনি বহ্নিশুদ্ধ বসন ও রত্নাভরণ-নিচয়ে ভূষিতা। তাঁহার সীমন্তের অধঃস্থলে চন্দ্রবৎ মনোহর চন্দনবিন্দু ও কস্তূরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু এবং গণ্ডস্থলে রত্নকুণ্ডলযুগল বিরাজ করিতে লাগিল। কুঙ্কুমে আরক্ত কস্তূরী ও চারুচন্দনপত্রক বিচিত্ররূপে চিত্রিত হওয়ায়, তাঁহার কপোলস্থলের শোভা বিস্তার করিল। তাঁহার মনোহর নাসিকা খগেন্দ্রচঞ্চুর সৌন্দর্য্যকেও পরাজয় করিল; তাহাতে আবার গজেন্দ্রগণ্ড-নির্ম্মুক্ত মুক্তাভূষণ লম্বিত হওয়ায়, শোভার সীমা ছিল না। সেই ললিতা বনিতার দন্তপঙ্ক্তি শুক্তিসঞ্জাত মুক্তার ন্যায় মনোহর এবং অধর পক্ববিম্বফলতুল্য সুন্দর। তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রকেও লজ্জা দেয় এবং নয়নযুগল পদ্ম-বিনিন্দিত তাহাতে আবার কৃষ্ণসারনিভ উজ্জ্বল কজ্জলরেখা পরম সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিল। ৫৭—৬৬। তাঁহার করযুগলে উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর কঙ্কণ ও অসাধারণ মণিরাজি বিরাজিত শঙ্খযুগল শোভিত। তাঁহার অঙ্গুলিসকল রত্নাঙ্গুরীয়কে এবং চরণযুগল রত্নেন্দ্রসার-খচিত মধুর শব্দায়মান নূপুরযুগে রঞ্জিত। তাঁহার পাদাঙ্গুলিনিচয়ে রত্নময় পাবকসমূহ বিরাজ করিতেছে এবং চরণের অধোদেশ সুন্দর অলক্ত-রাগে সমুজ্জ্বল। তখন সেই গজেন্দ্রগামিনী রামলোচনা পরম লাবণ্যবতী রমণী; রমণোৎসুকা হইয়া আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সর্ব্বপূজিতা বামা, রাসমণ্ডলে সম্ভূত হইয়াই আমার অগ্রে ধাবমানা হন; এই জন্য পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে রাধা বলিয়া থাকেন। প্রকৃষ্টা প্রকৃতি বলিয়া পরমা প্রকৃতি ও তিনি সর্ব্বকার্য্যে শক্তা বলিয়া শক্তি নামে প্রসিদ্ধা। সেই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলার্হা সর্ব্বা-ধারা সর্ব্বরূপা রাধা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলবিধানে দক্ষা বলিয়া, সর্ব্বমঙ্গলা নাম ধারণ করিয়াছেন। তিনিই মুক্তিভেদে বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী ও সরস্বতীরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং তিনিই বেদসকল প্রসব করায় সর্ব্বদা বেদমাতা নামে প্রসিদ্ধা। ফলতঃ তিনিই সাবিত্রী, তিনিই গায়ত্রী ও তিনিই ত্রিলোকধারিণী শক্তি; আর পূর্ব্বে দুর্গনামক অসুরকে সংহার করায় তিনিই দুর্গা নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। সেই সতী পূর্ব্বে সমুদয় দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়া সমস্ত অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত আদ্যা প্রকৃতি বলিয়া বিখ্যাতা। তিনি সর্ব্বানন্দ-স্বরূপা ও সানন্দা; তিনি ভক্তগণের ভয়-হারিণী ও দুঃখ-দারিদ্রনাশিনী এবং শত্রুগণের ভয়দাত্রী। ৬৭—৭৭। সেই দেবীই দক্ষকন্যা সতী ও শৈলজাতা পার্ব্বতী এবং তিনিই নিজ অংশে সর্ব্বা-ধারস্বরূপা বসুন্ধরারূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারই অংশে তুলসী, গঙ্গা ও অন্যান্য যোষিদ্‌গণের উৎপত্তি হইয়াছে এবং আমিও সেই শক্তিসহায়ে বারংবার সৃষ্টি করিতেছি। তাত! সেই রাসমণ্ডলস্থা রাধিকাকে দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত আমার ক্রীড়া আরম্ভ হইল; পরে ব্রহ্মার পরমায়ুপরিমিত অতি দীর্ঘকাল সকৌতুকে ঈপ্সিত অত্যদ্ভুত মহাশৃঙ্গার হইতে লাগিল। তখন সেই রাসমণ্ডলে আমাদিগের উভয়ের গাত্র হইতে এরূপ ঘর্ম্মরাশি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহা হইতে এক গভীর মনোহর সরোবর উৎপন্ন হইল। ব্রজেশ্বর! ক্রমে সেই ঘর্ম্মধারা বেগে অধঃস্থিত বিশ্বলোকে পতিত হওয়ায়, সৃষ্টিশূন্য সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর শৃঙ্গা-রান্তে রাধিকার গর্ভে আমি বীর্য্যাধান করিলে, তিনি ব্রহ্মার পরমায়ুকাল পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। পরে দেবী রাধিকা অত্যদ্ভুত এক ডিম্ব প্রসব করিয়া তদ্দর্শনে বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে রোদন করিলেন এবং কোপভরে সেই ডিম্ব অধঃস্থ বিশ্বলোকে পাদদ্বারা পাতিত করিলে, তাহা জলে পতিত হইল; তৎপরে সেই ডিম্ব হইতে সর্ব্বাধার মহান্ বিরাট্ পুরুষ

প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন আমি সেই অপত্যকে জলস্থ দেখিয়া রাধিকাকে শাপ প্রদান করায়; তিনি আমার শাপপ্রভাবে অনপত্যা হইয়াছেন। এই হেতু দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও পরিপূর্ণা সেই রাধিকা, এই মূর্ত্তিচতুষ্টয় অপ্রসূতা অর্থাৎ ইহাঁদিগের সন্তান হয় নাই। ব্রজেশ্বর! এইরূপ তাঁহার কলা বা কলাংশে যে সকল দেবী বা অন্য রমণীগণের উৎপত্তি হইয়াছে তাঁহারা কেহই প্রসব করে নাই। ৭৮—৮৯। ব্রজেশ্বর! সেই ডিম্ব হইতে আমার অংশ সর্ব্বাশ্রয় মহান্ বিরাট্ উৎপন্ন হইলে, আমি তাঁহাকে অমৃতাঙ্গুষ্ঠের পীযূষ প্রদান করিয়াছিলাম। তিনিও পান করিয়াছিলেন। তিনি নিজ কর্ম্মানুসারে জলে স্থাবররূপে শয়ান রহিলেন; তাঁহার যোগবলে জলই উপাধান ও শয্যা হইল। তদীয় লোমকূপ সকল নিরন্তর জলপূর্ণ রহিল এবং প্রত্যেক লোমকূপে ক্রমে এক এক ক্ষুদ্র বিরাট্ পুরুষ সমুদ্ভূত হইয়া শয়ান রহিলেন। আবার সেই ক্ষুদ্র বিরাটের নাভিকমল হইতে সহস্র-পত্র কমলের উৎপত্তি হইল এবং সেই কমলমধ্যে স্বতো ব্রহ্মা উৎপন্ন হওয়ায় কমলোদ্ভব নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। সেই বিধি তথায় আবির্ভূত হইয়া "কিরূপে আমার দেহ হইল, আমার পিতা, মাতা ও বান্ধবই বা কোথায়, এইরূপ চিন্তাকুলচিত্তে সেই কমলমধ্যে দিব্য ত্রিলক্ষ বর্ষ ভ্রমণ করিলেন, পরে সেই কমলের দণ্ডে অবস্থিত হইয়া দিব্য পঞ্চলক্ষ বর্ষ তপস্যা অবলম্বন করত আমাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমি তাঁহাকে মন্মন্ত্র প্রদান করিলে তিনি সংযত ও শুচি হইয়া কমলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক দিব্য সপ্তলক্ষ বর্ষ নিয়ত সেই মন্ত্র জপ করেন। পরে সেই স্রষ্টা আমার নিকটে বরপ্রাপ্তে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মায়াবলে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উদ্ভব হইল। ৯০—৯৭। দিক্‌পালগণ, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, নবগ্রহ, অষ্টবসু, ত্রিকোটি দেবতা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ভূতাদি ও রাক্ষসসমন্বিত সমুদয় চরাচর সৃষ্ট হইল। আর সেই স্রষ্টা ক্রমে প্রতিবিশ্বেই এইরূপ সপ্ত স্বর্গের নির্ম্মাণ করিলেন। সপ্তসাগর ও কাঞ্চনীভূমিযুক্ত সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা আর তৎপরে অন্ধকারময় স্থান ও সপ্ত পাতাল সৃষ্ট হইল। ব্রজেশ্বর! এই সমুদয়ের সমষ্টির নামই ব্রহ্মাণ্ড। এইরূপ প্রতি বিশ্বেই চন্দ্র, সূর্য্য পুণ্যক্ষেত্র ভারত ও গঙ্গাদি তীর্থ সকল বিরাজ করিতেছে। পিতঃ! সেই মহাবিষ্ণুর যে পরিমাণে রোমকূপ, অসংখ্য বিশ্বও সেই পরিমিত, তাহাতে সংশয় নাই। ঐ সমুদয় বিশ্বের ঊর্দ্ধভাগে নিরাশ্রয় বৈকুণ্ঠধাম, আমার ইচ্ছায় নির্ম্মিত হইয়াছে; দেবগণও উহার বর্ণনবিষয়ে সমক্ষ নহেন। উহা কুযোগী ও অভক্তগণের অদৃশ্য, তাহার সংশয় নাই। আর সেই বৈকুণ্ঠধাম হইতে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ঊর্দ্ধে গোলোকধাম বিদ্যমান রহিয়াছে; ঐ বিচিত্র পরমাশ্রয় নিত্যরূপ গোলোকধাম, আমারই ইচ্ছায় অতীব রমণীয়রূপে নির্ম্মিত ও বায়ু-অবলম্বনে অবস্থিত। উহাতে শতশৃঙ্গ শৈল, পুণ্য বৃন্দাবন ও সুরম্য রাসমণ্ডল শোভা পাইতেছে। উহা বিরজা-নদীতে পরিবৃত। ব্রজরাজ! অতি প্রশংসনীয়া শুভদায়িনী ঐ বিরজা, প্রস্থে কোটিযোজন ও দৈর্ঘ্যে তাহার দশগুণ বিস্তীর্ণা। সেই গোলোকধামের যাবতীয় ভবনই অমূল্যরত্ননির্ম্মিত ও তাহার এরূপ মনোহর প্রাকার যে বিশ্বকর্ম্মা কখন তাহা দর্শনও করেন নাই। ৯৮—১০৮। আর তত্রত্য রাসমণ্ডল, কার্য্যব্যস্ত গোপনিকরে বেষ্টিত এবং অসংখ্য কামধেনু, কল্পবৃক্ষ, পারিজাত-পাদপ, সরোবর ও কোটি কোটি পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত। ঐ রাসমণ্ডলে গোপগণ-বেষ্টিত, রত্নপ্রদীপযুক্ত পুষ্পশয্যাসমন্বিত, শতকোটি মন্দির বিরাজমান রহিয়াছে। সেই মন্দিরসকল কস্তুরী-কুঙ্কুমান্বিত সুগন্ধি চন্দনে আমোদিত এবং তাহাতে কোন স্থানে তাম্বূল, কোন স্থানে সুবাসিত জল ও কোন স্থানে ক্রীড়োপযুক্ত ভোগ্যবস্তু-সমূহ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। বহ্নিশুদ্ধ বসন ও অমূল্য রত্নাভরণে ভূষিত ত্রিকোটি রাধিকা-দাসী নিরন্তর ঐ রাসমণ্ডল রক্ষা করিতেছে। নিরুপম রূপসম্পন্ন নবযৌবনান্বিত ঐ সকল রাক্ষস, যথাক্রমে স্থাপিত, লক্ষ মত্ত গজেন্দ্রবলে বেষ্টিত! ব্রজরাজ! অমূল্য রত্নখচিত সেই রাসমণ্ডলের বিস্তার দশ যোজন এবং উহা চন্দ্রবিম্ববৎ রমণীয় বর্ত্তুলাকার। উহা সুরম্য কস্তুরী, কুঙ্কুম ও চন্দনে চর্চ্চিত এবং ফল-পল্লবান্বিত মঙ্গল-ঘটনিকরে পরিবৃত। ঐ রাসমণ্ডল দধি, লাজ, স্নিগ্ধ দূর্ব্বাঙ্কুর, ফল ও অসংখ্য মনোহর রামকদলীস্তম্ভ, পট্টসূত্রনিবদ্ধ স্নিগ্ধ চন্দন-পল্লব, এবং চন্দনাক্তমাল্য ও ভূষণসমূহে বিভূষিত হইয়াছে। সেই গোলোকধামে অমূল্যরত্নরচিত মনোহর শত শৃঙ্গ-শৈলবিরাজমান; উহার পরিমাণ ঊর্দ্ধে কোটিযোজন, দৈর্ঘ্যে তাহার শতগুণ ও প্রস্থে পঞ্চাশৎকোটি যোজন; উহা অতি কমনীয়; বেদসমুদয়ও তদ্বর্ণনে অক্ষম। মনোহর হীরাহারসমন্বিত রম্য প্রাকারস্বরূপ ঐ পর্ব্বত,

গোলোকে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ১০৯—১২০। তন্মধ্যে রমণীয় চন্দনপাদপ, কল্পবৃক্ষ ও মন্দারতরুদ্বারা বিরাজিত সুরম্য বৃন্দাবন শোভমান, উহাতে কামধেনু সকল বিচরণ করিতেছে। ঐ শোভাসম্পন্ন বৃন্দাবন অসংখ্য মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুরম্য রতিমন্দিরনিচয় ও রমণীয় ক্রীড়া-সরোবরসমূহে সুশোভিত। সেই অতি রমণীয় বিজন বাসযোগ্য-স্থলান্বিত বৃন্দাবন, রম্য অসংখ্য রক্ষক গোপিকাগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর রক্ষিত, বর্ত্তুলাকার, দ্বিলক্ষযোজন বিস্তৃত। —ঐ বনে নিরন্তর ষট্‌পদ ও পুংস্কোকিলনিচয় সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। সেই বিজন প্রদেশে সহস্রযোজন সমুন্নত এবং তাহার চতুর্গুণ পরিধিযুক্ত সুরম্য অক্ষয়বট বিরাজ করিতেছে। তথায় সর্ব্ববাঞ্ছাফলপ্রদ গোপিকাগণের কল্পবৃক্ষসমূহ—ক্রীড়াসক্ত ত্রিলক্ষ রাধিকা-দাসীদ্বারা পরিবৃত রহিয়াছে। বিরজানদীর জলকণা-বহনে সুশীতল ও পুষ্পসহযোগে সুগন্ধি সমীরণ নিরন্তর মন্দ মন্দ প্রবাহিত হওয়ায় সেইস্থান অতি সুখকর হইয়াছে। আমার প্রাণাধিক দেবতা বৃন্দাবনবিনোদিনীরাধিকা, অসংখ্য দাসীগণে পরিবৃতা হইয়া তথায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ব্রজরাজ! ব্রহ্মাদি দেবগণ সিদ্ধেন্দ্রগণ ও মুনীন্দ্রগণের পূজিতা সেই রাধিকা এক্ষণে শ্রীদামশাপে বৃষভানুর কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তাত! সকলের বন্দনীয়া সেই প্রিয়া রাধিকা সিদ্ধি, গুণ, বল, বুদ্ধি, জ্ঞান, যোগ ও বিদ্যা,—সর্ব্বপ্রকারেই মৎসদৃশী। নন্দ! ব্রহ্মাণ্ড সমুদয় ও তাহার যথোচিত পরিমাণ, তোমার নিকটে এইরূপে বর্ণন করিলাম,এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ১২১—১৩১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন;—হে মহাভাগ! এক্ষণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ভক্ষ্যাভক্ষ্য এবং সমস্ত প্রাণিগণের কর্ম্মবিপাকবিষয় কীর্ত্তন কর। হে জগদীশ্বর! তুমি কারণের কারণ ও অদ্বিতীয় জ্ঞানী; অতএব তোমা ভিন্ন অন্য আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? ভগবান্ বলিলেন;—তাত! ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিষয় বেদে যেরূপ উক্ত আছে, তাহা বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। তাম্রপাত্রে দুগ্ধ ও নারিকেলোদক পান এবং গব্য, সিদ্ধান্ন, ভৃষ্টাদি বস্তু, মধু, গুড় ও যে কোন ফল-মূল ভোজন করা নিষিদ্ধ, ইহা মনু বলিয়াছেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, দগ্ধান্ন ও তপ্ত সৌবীর অভক্ষ্য, আর কাংস্যপাত্রস্থিত নারিকেলোদক, তাম্রপাত্রস্থিত মধু, ও ঘৃত ভিন্ন যাবদীয় গব্য বস্তু মদ্য-তুল্য হইয়া থাকে। তাম্রপাত্রস্থ দুগ্ধ পান, উচ্ছিষ্ট ঘৃত ভোজন, আর সলবণ দুগ্ধ পান, করিলে সদ্য গোমাংস ভক্ষণ করা হয়। বেদে উক্ত আছে, মধু-মিশ্রিত ঘৃত, তৈল ও গুড় এবং গুড়যুক্ত আর্দ্রক অভক্ষ্য। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, পীতাবশিষ্ট জল, মাঘমাসে মূলক ও হরি-শয়নে পূতিকা পরিত্যাগ করিবে। দিবসে দ্বিভোজন আর উভয় সন্ধ্যা ও রাত্রিশেষে ভোজন করা প্রাজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে। পানীয়, পায়স, চূর্ণ, ঘৃত, লবণ, স্বস্তিক, নবনীত, ক্ষীর, তক্র ও মধু হাতে হাতে লইয়া ভোজন করিলে সদ্য গোমাংস ভোজন করা হয়। রৌপ্য-পাত্রস্থ কর্পূরও অভক্ষ্য, ইহা শ্রুতিসম্মত। পরিবেষ্টা যদি ভোক্তাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহার হস্তস্থিত অন্ন অন্য সকলের অভক্ষ্য হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বসম্মত। ব্রজেশ্বর! নকুল, গণ্ডক, মহিষ, পক্ষী, শর্প, শূকর, গর্দ্দভ, মার্জ্জার, শৃগাল, কুক্কুর, ব্যাঘ্র ও সিংহের মাংস মানবগণের সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। জলৌকা, নক্র, গোধিকা, মণ্ডূক, কর্কটী, কঞ্চুক এবং গো ও চমরীর মাংস কলিকালে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রজেশ্বর! হস্তী, ঘোটক, মনুষ্য ও রাক্ষসের মাংস এবং দংশ-মশক, মক্ষিকা ও পিপীলিকা আর এইরূপ অন্যান্য অভক্ষ্য প্রাণী ভোজন করা বেদে ও লৌকিক নিয়মে নিষিদ্ধ। বানর, ভল্লুক, শরভ, কস্তুরীমৃগ এবং গর্দ্দভমাংসও ভোজন করিতে নিষেধ আছে। মহিষের দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, নবনীত ও তক্র বিপ্রগণের অভক্ষ্য। অশ্ব-মাংস ও অশ্ব-দুগ্ধাদি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণেরই অভক্ষ্য বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। রবিবারে আর্দ্রক সকলেরই অভক্ষ্য এবং পর্য্যুসিত জল, অন্ন ও দুগ্ধ বিপ্রগণের অভক্ষ্য। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়েরই অবীরার অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ তাহার অন্ন সুরাতুল্য ও গোমাংস অপেক্ষা অধিক দোষকর। মনু বলিয়াছেন, যে জ্ঞান-দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ অবীরার অন্ন ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা নিষ্ফল হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের মৎস্য অভক্ষ্য এবং অন্য সকলেরও পঞ্চ পর্ব্বদিনে উহা নিশ্চয় অভক্ষ্য হয়। পিতৃগণ ও দেবগণ-উদ্দেশে নিবেদিত ভক্ষ্যমাংস ভোজনে দোষ হয় না; কিন্তু পঞ্চ পর্ব্বদিনে উহা সকলেরই পরিত্যাজ্য; এই কথা মনু বলিয়াছেন। অসংস্কৃত লবণ ও তৈল অভক্ষ্য; কিন্তু উহা ব্যঞ্জনে বহ্নি-সংস্কৃত

হইলে পবিত্র হয়; সুতরাং সকলেরই ভক্ষ্য হইয়া থাকে। ১—২৫। পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইলেও এক-হস্তধৃত জল ও আবিল বা কীটযুক্ত জল অপেয়, ইহা সর্ব্বসম্মত। যতি, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ ও বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের, হরি-উদ্দেশে অনিবেদিত বস্তু, অভক্ষ্য-রূপে কীর্ত্তিত আছে। তাত! পিপীলিকাযুক্ত মধু, গব্য, গুড় অথবা যে কোন বস্তু, অভক্ষ্য বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। পক্ষী বা কীটভক্ষিত শুদ্ধ-পক্ব ফল ও কাকভক্ষিত সমুদয় দ্রব্যই সকলের অভক্ষ্য হয়। শূদ্রসংস্কৃত ঘৃতপক্ব, তৈলপক্ব মিষ্টান্ন এবং শূদ্রভৃষ্ট চিপীটক, ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য। সমুদয় অশৌচী-ব্যক্তির জল ও অন্ন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু অশৌচান্তদিনের পরদিনে উহা শুদ্ধ; ইহাতে সংশয় নাই। ব্রজেশ্বর! এই আমি তোমার নিকটে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিষয় যথাজ্ঞান বর্ণন করিলাম, এক্ষণে শ্রুতি-সম্মত দুষ্কর কর্ম্মবিপাক শ্রবণ কর। পিতঃ! এই বিষয় বেদচতুষ্টয়ের ক্রমে মতচতুষ্টয় উক্ত আছে, আমি সেই সকল মতের মধ্যে যাহা সারভূত তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৬—৩৩। ভোগ ব্যতীত শতকোটি কল্পেও আচরিত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না; অবশ্যই শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়। যত্নসহকারে তীর্থপর্য্যটন ও দেবসেবায় এবং একদা নানাদেহধারণে মানবগণের পাপক্ষয়ের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইয়া থাকে। হে তাত! সুরাকুম্ভকে নদী যেরূপ পবিত্র করিতে পারে না, সেইরূপ সৎসেবা-পরাঙ্মুখ পাপী, বিবিধ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানেও পবিত্র হয় না; ইহা নিশ্চয়। বৈশ্যেন্দ্র! মানবগণ প্রায়শ্চিত্ত, দান, যোগ বা পুণ্যজনক সমুদয় কার্য্যেও শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগ ভিন্ন কিছুতেই ক্ষয় হয় না; সুতরাং মানবগণ ভোগান্তে শুদ্ধি লাভ করিয়া কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হয়। মানবগণের সুকৃত কর্ম্ম-দ্বারা দুষ্কৃত কর্ম্ম ও দুষ্কৃত কর্ম্মদ্বারা সুকৃত কর্ম্ম বিনষ্ট হইবার নহে। যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত, অনশন, তীর্থস্নান, দান, জপ, নিয়ম, পৃথিবীপ্রদক্ষিণ, পুরাণশ্রবণ, পবিত্র উপদেশ গ্রহণ, গুরু-দেবতার পূজা, স্বধর্ম্মাচরণ ও অতিথিপূজা এই সকল কর্ম্মদ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না; তাহা কেবল মদীয় সেবায় হইয়া থাকে। ঐ সমুদয় সুকৃতকার্য্যে স্বর্গভোগ হয় ও দুষ্কৃতকর্ম্মে নরক, ব্যাধি এবং কুৎসিৎ যোনিতে জন্মলাভের পর মানব শুচি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছা-পূর্ব্বক গো-হত্যা করে, সে উপপাতকগ্রস্ত হইয়া গোলোম-পরিমিতবর্ষ দন্দশূক নরকে বাস করিয়া থাকে। তথায় সর্পকর্ত্তৃক ভক্ষিত, গরল-জ্বালায় জ্বলিত, তৃষিত, ব্যাধিত ও নিরাহারে কৃশোদর হইয়া বিষম যাতনা ভোগ করে। অনন্তর সেই নরককুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া গোলোমপরিমিত বর্ষ গোদেহ প্রাপ্তির পর লক্ষ বর্ষ-কুষ্ঠরোগাক্রান্ত চাণ্ডাল ও পরে কর্ম্মদোষে কুষ্ঠযুক্ত ব্রাহ্মণ হয়; তখন লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে নির্ব্ব্যাধি ও শুচি হইতে পারে। ৩৪—৪৭। ব্রাহ্মণ অনিচ্ছায় ও ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছায় উক্ত কার্য্য করিলে অর্দ্ধ পাপ হয়। আর ক্ষত্রিয় অনিচ্ছায় ও বৈশ্য স্বেচ্ছায় করিলে তাহারও অর্দ্ধ পাপ হইয়া থাকে ও গোহত্যাকারী শূদ্র বৈশ্যের অর্দ্ধপাপ-ভাগী। এইরূপ বৈশ্য ও শূদ্রের ইচ্ছাকৃত অপেক্ষা অনিচ্ছাকৃত গো-হত্যায় অর্দ্ধ পাপ; তাহার সংশয় নাই। গো-হত্যাকারী প্রায়শ্চিত্তাচরণে শুদ্ধ হইলেও পাপশেষ ভোগ করিয়া থাকে। আর গোহত্যার অনুকল্পে প্রকৃত গো-হত্যাপাপের চতুর্ভাগের এক ভাগ হয়। আর ব্রহ্মহত্যাকারী পাতকী ব্রাহ্মণ, গো-হত্যাকারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চতুর্গুণ পাপে পাপী হয়। ব্রহ্মহত্যাতেও গোহত্যানুরূপ কামত, অকামত ও বর্ণভেদে পাপের তারতম্য জানিবে; জন্ম, কর্ম্ম ও ব্যাধিভোগই নিঃসংশয় ইহার প্রায়শ্চিত্ত। গো-হত্যাকারী যত বর্ষ গোরূপে অবস্থান করে, ব্রহ্ম-হত্যা-কারী তাহার চতুর্গুণ বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হয়; তৎপরে তাহার চতুর্গুণ বর্ষ ম্লেচ্ছ হইয়া পরে তদপেক্ষাও চতুর্গুণ বর্ষ অন্ধবিপ্ররূপে সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে চতুর্লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে অতিপাতক হইতে মুক্ত হইয়া শুচি, চক্ষুষ্মান্ ও যশস্বী হইতে পারে। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে মানব স্ত্রী-হত্যা করে, বেদে সেও অতি-পাতকী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; সেই পাপী সেই স্ত্রীর লোমপরিমিত বর্ষ কাল-সূত্র নরকে অবস্থান করে। ৪৮—৫৫। সেই স্থানে কৃমিগণের দংশনে ব্যথিত হইয়া, নিরাহারে অবস্থান করিতে হয়; পরে সেই পাতকী তাবৎকাল শূকররূপে জন্ম লাভ করে। অনন্তর সেই পাপী স্বীয় কর্ম্মদোষে শতবর্ষ যক্ষ্মাগ্রস্ত শূদ্র হইয়া থাকে। তৎকালে তাহার লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করান কর্ত্তব্য কার্য্য। তৎপরে সে তপস্যা-নিরত, শুদ্ধাচারী, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ হইয়া, কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে, পরে স্বর্ণ দান করিলে সম্যক্ শুচি হইতে পারে। ভ্রূণ-হত্যাকারী মহাপাপী শতবর্ষ সূচীমুখ নরকে অবস্থানপূর্ব্বক সূক্ষ্মশস্ত্রে পীড়িত হইয়া থাকে। অনন্তর সেই পাপী শতবর্ষ ঘোটক হইয়া, পরে কর্ম্মদোষে পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত দদ্রুযুক্ত বৈশ্য

হয়। স্বর্ণ দান করিলে শুচি হইয়া, পরে সৎকুলজাত নির্ব্ব্যাধি পবিত্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ঘ্ন ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যঘাতক ক্ষত্রিয় সহস্র বর্ষ তপ্তশূল নরকে অবস্থানপূর্ব্বক লৌহদণ্ডে তাড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, পরে শতবর্ষ মত্তগজরূপে উৎপন্ন হয়। অনন্তর রক্ত-বিকার-রোগী শূদ্র হইয়া শতবর্ষ অবস্থান করে, তৎকালে গজ দান করিলে ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া পরে দ্বিজাতি হইয়া থাকে। আর বৈশ্যঘ্ন বৈশ্য, শূদ্রঘ্ন বৈশ্য ও বৈশ্যঘ্ন শূদ্র নিশ্চয় সমান পাপভাগী। উহারা শতবর্ষ কৃমিকুণ্ড নরকে কৃমিগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া অতি দুঃখে অবস্থানানন্তর শতবর্ষ কৃমিব্যাধিসমন্বিত কিরাত হয়। ব্রাহ্মণ, কামতঃ শূদ্র-হত্যা করিলে লক্ষ গায়ত্রীজপ ও অকামতঃ করিলে তদর্দ্ধ গায়ত্রীজপে শুচি হইয়া থাকে। ৫৬—৬৭। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে নর কুক্কুর হত্যা করে, সে শম্ভুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শতবর্ষ রৌরব নরকে অবস্থানপূর্ব্বক পরে ষোড়শবর্ষ কুক্কুর হয়; পরে বিপ্রকুলে উৎপন্ন হইয়া কুক্কুরকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে; তৎকালে গঙ্গাস্নান ও স্বর্ণ দান করিলে শুচি হয়। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে মার্জ্জারহত্যাকারী গঙ্গাস্নানে শুচি হয় ও ব্রাহ্মণকে ষট্‌পলপরিমিত লবণ দানেও পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার পাদচিহ্নিত সর্পকে বিনাশ করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপের চতুর্থ ভাগ পাপ প্রাপ্ত হয়; তাহার সংশয় নাই। সেই পাপী শতবর্ষ অসিপত্র নরকে তীক্ষ্ণধারে বিচ্ছিন্ন হইয়া অশেষ যাতনা পায়; পরে ডুণ্ডুভসর্পরূপে পঞ্চবর্ষ অবস্থান করত মনুষ্যের তাড়নায় পীড়িত হইয়া অতি ক্লেশে মৃত হয়; অনন্তর সেই পাপে জ্বরযুক্ত দুর্ব্বল মানবদেহ প্রাপ্তে পঞ্চবর্ষ মাত্র অবস্থিত থাকিয়া, কর্ম্মদোষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রজেশ্বর! চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অশ্ব বা গজ-হত্যাকারী পাতকী দশ বৎসর মূত্রকুণ্ডে বাস করিয়া পরে বিংশতিবর্ষ অশ্ব বা গজ হইয়া নিশ্চয় শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয়। ঐ শূদ্র অহস্কৃত ও ব্যাধিযুক্ত হইয়া থকে। তৎকালে শতসংখ্যক ব্রহ্মণকে ভোজন করাইয়া রৌপ্য দান করিলে পাপমুক্ত হইয়া শুচি হয়। মানব, ক্ষুদ্র জন্তু বধ করিলে দেহান্তে ক্ষুদ্র জন্তু হইয়া পরে শতবর্ষ ক্ষুদ্রব্যালী হয়। ব্রজেশ্বর! সদ্ব্যক্তিদিগের অহিংস্রক জন্তুকে সর্ব্বদা কৃপা করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু হিংস্রক জন্তুর হিংসায় কোন দোষ হয় না। তাত! বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে অশ্বত্থঘাতী ব্যক্তি, নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যা পাপের চতুর্থ ভাগ লাভ করে এবং অসিপত্র নরকে গমন করিয়া থাকে। ৬৮—৮০। সেই পাপী, তথায় শতবর্ষকাল দিবানিশি তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পরম যাতনা ভোগ করে। পরে লক্ষ বর্ষ শাল্মলী বৃক্ষ হইয়া অবস্থান করে; অনন্তর যাবজ্জীবন ব্যাধিযুক্ত ছিন্নাঙ্গ-শূদ্রদেহ ধারণান্তে নিশ্চয় ব্রণব্যাধি-সমাযুক্ত বিপ্র হইয়া থাকে, তৎকালে স্বর্ণ দান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রজরাজ! যে জ্ঞানহীন নীচাশয় নররক্ত পান করে, সে সপ্ত জন্ম জলে জলৌকা হইয়া পরে শতবর্ষ নীচ জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অনন্তর ব্যাধিগ্রস্ত বিপ্র হয়, তখন স্বর্ণদানে পাপ-মুক্ত হইতে পারে। মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা, কৃতঘ্ন, অতি-কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতী, মিত্রঘ্ন, ব্রহ্মস্বাপহারী, শূদ্র-শ্রাদ্ধান্নভোজী, শূদ্রের শবদাহী, শূদ্রের সূপকার, বৃষ-বাহক, ধাবককার্য্যকারী ও দেবল; এই সকল অতি-পাপীদিগকে সহস্রবর্ষ কুম্ভীপাক নরকে দিবানিশি তপ্ত তৈলে সন্তপ্ত সর্পাকার জন্তুগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত ও ব্যাধিত হইয়া অবস্থান করিতে হয়। অনন্তর কোটি সহস্র বর্ষ গৃধ্র, শত জন্ম শূকর ও শত জন্ম শ্বাপদ হইয়া পরে মন্দাগ্নি-জ্বররোগাক্রান্ত শূদ্রদেহ ধারণ করত অবস্থান করিতে হয়; ঐ সময় শতপলপরিমিত সুবর্ণ দানে নিশ্চয় শুদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যে মানব, বস্ত্র, গব্য, রৌপ্য, মুক্তা বা অন্য কোন শুভ্র বস্তু অপহরণ করে; সেই পাপী নিশ্চয় শতবর্ষ মূত্রকুণ্ড নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরে সহস্র বর্ষ বকজাতি হইয়া থাকে। ব্রজরাজ! অনন্তর সেই পাতকী গলৎকুষ্ঠরোগী শূদ্রজাতি হইয়া শতবর্ষ অবস্থান করে, পরে এক জন্ম অধিকাঙ্গ ব্রাহ্মণ হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্ম লাভ করত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পাপমুক্ত হয়। গন্ধদ্রব্যাপহারীর নিশ্চয় পশুযোনিতে জন্ম হয়। যে মৃগের অণ্ডকোষ গন্ধাক্ত ও যাহার নাম কস্তুরীমৃগ, গন্ধদ্রব্যাপহারী সপ্তজন্ম সেই মৃগ হইয়া পরে গন্ধকনামক পশু হইয়া থাকে। অনন্তর একজন্ম জন্মাবচ্ছিন্ন গলৎকুষ্ঠরোগাক্রান্ত শূদ্র হইয়া পরে সেই রোগের অবশিষ্টাংশযুক্ত কৃশ ব্রাহ্মণ হয়, তখন ষট্‌পলপরিমিত স্বর্ণ দান করিলে পাপমুক্ত হয়; তাহার সংশয় নাই। ধান্যাপহারী ব্যক্তি শতবর্ষ বিট্‌কুণ্ড নরক ভোগ করে এবং সপ্তজন্ম দুঃখী ও কৃপণ হইয়া সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পায়। স্বর্ণাপহারী মানব পতিত ও কুষ্ঠরোগী হয় আর স্বর্ণ-প্রতিগ্রাহী ব্যক্তি বিট্‌কুণ্ড নরকে গমনপূর্ব্বক সেই স্থানে শতবর্ষ দিবানিশি বিষ্ঠা ভোজন করিয়া পরে

রক্তদোষযুক্তব্যাধিগ্রস্ত শূদ্র হইয়া থাকে এবং সেই জন্মে পাপভোগ করিয়া পুনরায় ব্যাধিশেষযুক্ত ব্রাহ্মণ হইয়া স্বর্ণদানে মুক্তি লাভ করে। অগম্যাগামী ব্যক্তি, অসংখ্য বর্ষ পূর্ব্বোক্ত রৌরব ও মহাঘোর কুম্ভীপাক নরকে অবস্থান করিয়া থাকে। অনন্তর সেই পাপী সহস্রবর্ষ পুংশ্চলীগণের যোনিকীট ও লক্ষ বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পরে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়; অতঃপর ক্ষুদ্র জন্তু এবং ক্ষুদ্র জন্তু হইতে ম্লেচ্ছজাতি ও তাহার পর অধম শূদ্র হইয়া থাকে। ৮১—১০৪। অনন্তর ব্যাধিযুক্ত নপুংসক বিপ্ররূপে জন্মলাভান্তে নিজপাপে পুনরায় বংশহীন ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে; ইহজন্মে তীর্থ পর্য্যটনদ্বারা ক্রমে শুদ্ধি লাভ করে এবং লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সম্যক্ পবিত্রতা ও পুত্র লাভ করিতে সক্ষম হয়। ক্রোধযুক্ত মানব সপ্তজন্ম গর্দ্দভ ও কলহাবিষ্ট মনুষ্য সপ্তজন্ম বায়স হইয়া থাকে। শালগ্রামশিলা প্রতিগ্রহ করিলে মানব নিশ্চয় কালসূত্র নরকে শতবর্ষ অবস্থানপূর্ব্বক পরে খঞ্জন পক্ষী হয়। লৌহচৌর ব্যক্তি নির্ব্বংশ, মসীচৌর ব্যক্তি কোকিল, অঞ্জনচৌর ব্যক্তি শুকপক্ষী ও মিষ্টচৌর ব্যক্তি কৃমি এবং গুরুদ্বেষী বা বিপ্রদ্বেষী মানব মস্তকের কীট হয়। তাত! পুংশ্চলী কামিনী বহুকাল রৌরব নরক ভোগান্তে শতবর্ষ বৃথাকৃমি হইয়া পরে ক্রমে সপ্তজন্ম বিধবা, বন্ধ্যা, অস্পৃশ্য হীনজাতি স্ত্রী ও ছিন্ন-নাসা হইয়া থাকে। রক্তদ্রব্যাপহারী ব্যক্তি রক্তদোষযুক্ত, আচারহীন ব্যক্তি যবন, হিংসক ব্যক্তি হীনজাতি খঞ্জ, অদীক্ষিত ব্যক্তি বঞ্ঝুর, দুষ্টদর্শী ব্যক্তি কাণ, অহঙ্কারী অন্ত্যজ, দেবনিন্দক বধির, বাক্যহর্ত্তা মূক, হিংসক কেশহীন, মিথ্যাবাদী শ্মশ্রুবিহীন, দুর্ম্মুখ দন্তহীন, সত্যভঙ্গকারী জিহ্বাহীন, দুষ্টব্যক্তি অঙ্গুলিহীন এবং গ্রন্থাপহারী ব্যক্তি মূর্খ ও ব্যাধিযুক্ত হয় সন্দেহ নাই। যে মানব অশ্বপ্রতিগ্রহ বা অশ্বচৌর্য্য করে, সে শতবর্ষ লালামূত্র নরকে অবস্থান করিয়া পরে নিশ্চয় ঘোটক হইয়া থাকে।১০৫—১১৬। যে ব্যক্তি, গজচৌর্য্য বা গজ প্রতিগ্রহ করে, সে সহস্র বর্ষ বিট্‌কুণ্ড নরকে অবস্থানপূর্ব্বক পরে হস্তী ও তৎপরে শূদ্র হইয়া থাকে। যে মানব, যজ্ঞ ব্যতীত ছাগ বধ বা ছাগচৌর্য্য অথবা ছাগ প্রতিগ্রহ করে, সে শতবর্ষ পূযকুণ্ড নরকে অবস্থান করিয়া পরে ছাগলত্ব প্রাপ্ত হয় এবং একবর্ষ ছাগ থাকিয়া মানবদেহ ধারণ করত শত্রু কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া নিষ্পাপ দ্বিজ হয়। যে ব্যক্তি, দত্তবস্ত হরণ করে বা বাগ্‌দান করিয়া তাহা খণ্ডন করে, সেই পাপী বহুকাল নরক ভোগান্তে ম্লেচ্ছযোনিতে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। একাকী মিষ্টদ্রব্য ভোজন করিলে নিশ্চয় শতবর্ষ কালসূত্রনরকে অবস্থিত থাকিয়া পরে সহস্র বর্ষ প্রেতরূপে ভ্রমণ করে। অনন্তর এক জন্ম মক্ষিকা, এক জন্ম পিপীলিকা, এক জন্ম ভ্রমর, এক জন্ম মধুমক্ষিকা, এক জন্ম মৎকুণ, এক জন্ম দংশ, এক জন্ম মশক, এক জন্ম পুত্তিক ও এক জন্ম শয্যাকীট হইয়া পরে নিশ্চয় ব্যাধিযুক্ত অসদ্বুদ্ধি শূদ্রদেহ ধারণের পর পাপমুক্ত দ্বিজ হয়। যে ব্যক্তি তৈলচৌর্য্য করে, সে ত্রিজন্ম তৈলকীট ও ত্রিজন্ম মস্তককীট হইয়া পরে এক জন্ম দুষ্টাশয় স্বর্ণকার হয়। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে ব্যক্তি লিপিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে বা যে মানব অন্নদাতার ধন হরণ করে, সে শত বর্ষ তমঃকুণ্ডে অবস্থিতির পর এক জন্ম দুরাচার স্বর্ণবণিক্ ও এক জন্ম কায়স্থ হয়। ১১৭—১২৬। ঐ কায়স্থ জাতি কেবল দন্তাভাবপ্রযুক্ত গর্ভবাসকালে জননীর মাংস ভোজন করে না, নতুবা কিছুতে তাহার দয়া নাই। ব্রজেশ্বর! এই ভূমণ্ডলে যাবতীয় মনুষ্যের মধ্যে স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক্ ও কায়স্থ অতিশয় ধূর্ত্ত কৃপাহীন। তাহাদিগের হৃদয় ক্ষুরধারসদৃশ ও তাহারা কাহারই সমাদর করিতে পারে না, বরং শত কায়স্থের মধ্যে একজন সাধু হয়, কিন্তু অপর দুই জাতির মধ্যে কেহই সজ্জন হয় না। তাত! যে ব্যক্তি সুবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মিষ্ঠ ও কল্যাণান্বিত, সে যেন কখন আত্মকল্যাণ-নিমিত্ত উহাদিগকে বিশ্বাস না করে। সীমাপহারী দুষ্ট এবং ভূমিচৌর হিংসক ও ভূমিদানাপহারী ব্যক্তি নিশ্চয় কালসূত্রে গমন করিয়া থাকে এবং তথায় ষষ্টিসহস্র বর্ষ ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অবস্থান করে, পরে তাবৎ বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হয়। অনন্তর সেই ব্যক্তি এক জন্ম অসৎ শূদ্র হইয়া পরিণামে শুচি হয়, এই জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দান করিয়া যত্নসহকারে তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে। রক্তবস্ত্রাপহারী এক জন্ম রক্তকীট ও পীতবস্ত্রাপহারী এক জন্ম পীত বর্ণ কীট হইয়া, পরে এক জন্ম শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয়; তৎপরে পবিত্রতা লাভ করত বিপ্র হইয়া থাকে। যে বিপ্র, ত্রিসন্ধ্যাবিহীন, প্রাতঃশায়ী, সন্ধ্যাশায়ী, দিবাশায়ী, যজ্ঞসূত্রাপহারী, অশুদ্ধসন্ধ্যাকারী বা বেদবেদাঙ্গনিন্দক, তাহার স্বর্গপথ অবরুদ্ধ থাকে ও সেই দ্বিজ ত্রিজন্ম পতিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যে শূদ্র, ব্রাহ্মণী-গমন করে, নিশ্চয় তাহাকে কুম্ভীপাক নরকে গমনপূর্ব্বক ত্রিলক্ষ বর্ষ দিবানিশি দারুণ তপ্ত তৈলে দগ্ধ হইয়া, অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; পরে সেই পাতকী, ষষ্টিসহস্রবর্ষ পুংশ্চলীগণের যোনিকীট হইয়া যোনিমল

ভক্ষণ করে। ১২৭—১৩৮। অনন্তর ক্রমে ক্রমে লক্ষজন্ম চণ্ডাল হইয়া পরে এক জন্ম গলৎকুষ্ঠরোগী শূদ্রদেহ ধারণান্তে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ব্যাধিশেষ ভোগ করত তীর্থপর্য্যটন-দ্বারা শুচি হইয়া থাকে। অস্থানে দেব পূজা করিলে সেই পূজক অসৎশূদ্র হইয়া জন্ম লাভ করে, আর যে মানব দেবতাকে অপবিত্র নৈবেদ্য দান করে বা কেশযুক্ত পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করে, সে যবন হইয়া থাকে। পূজিত শিবলিঙ্গ কঙ্করযুক্ত হইলে জন্মান্তরে অন্ধ, কুৎসিত-গঠন হইলে কুৎসিত, অঙ্গহীন হইলে দরিদ্র ও অশ্রদ্ধায় নির্ম্মিত হইলে ব্যাধিযুক্ত হইয়া মানব অবজ্ঞায় নির্ম্মাণের উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মৃত্তিকা, ভস্ম, গোময় বা বালুকা-দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক একবার মাত্র পূজা করে, সে অযুতকল্পকাল স্বর্গবাসের পর, মহাপ্রাজ্ঞ ভূমিবান্ ব্রাহ্মণ হয় এবং ঐরূপ শত শিবলিঙ্গ পূজা করিলে, ঐরূপ স্বর্গবাসের পর ভারতে রাজা হইয়া থাকে এবং ঐরূপ সহস্র পূজা করিলে নিশ্চয় তাহার ফলে সুচিরকাল স্বর্গভোগান্তে ভারতে রাজেন্দ্র হয়। আর অযুতশিবলিঙ্গপূজনে রাজেন্দ্রগণের প্রভুত্ব ও লক্ষ পূজনে পৃথিবীশ্বরত্ব এবং অতিশয় ভক্তিযোগে ঐরূপ পূজা করিলে আরও অতিরিক্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। তীর্থ-স্নান, দান, ব্রাহ্ম-ভোজন ও নারায়ণের অর্চ্চনারূপ শুভকর্ম্মফলে মানব ব্রাহ্মণ-জাতি হয়। ১৩৯—১৪৮। অতিরিক্ত তপস্যায় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয় ও অনেক জন্মের পুণ্যে পণ্ডিত জিতেন্দ্রিয় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইয়া ভারতভূমিতে জন্ম লাভ করে। বৈষ্ণবগণ জীবন্মুক্ত, অধিক কি বৈষ্ণবের চরণস্পর্শে বসুন্ধরা সদ্যঃ পূতা হন ও তীর্থসকলও তৎসংসর্গে পবিত্র হইয়া থাকে, তদীয় সহস্র পুরুষ পবিত্র হয়, ইহা বেদসম্মত। পাপাচরণ-রত ব্রাহ্মণ একজন্ম কুচিকিৎসক বৈদ্য ও ত্রিজন্ম ব্যালগ্রাহী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অতি ক্রূর, দুরাচার ও দেব-ব্রাহ্মণের দ্বেষ্টা, সে সহস্র বর্ষ কুটিল সর্পরূপে জন্ম গ্রহণ করে। ব্রজরাজ! যে কামুকী রমণী পুংশ্চলী ও লম্পটগণের দূতী হয়, সে শত বর্ষ কালসূত্র নরকে অবস্থান করিয়া পরে গোধিকা হইয়া থাকে এবং এক জন্ম গোধিকা হইয়া তৎপরে ত্রিজন্ম হরিণ, একজন্ম মহিষ, একজন্ম ভল্লুক, একজন্ম গণ্ডক ও জন্মত্রয় শৃগাল হয়। যে মানব পরকীয় তড়াগ লোপ করিয়া সেই স্থানে শস্য রোপণ করে, সে ত্রিজন্ম নক্র ও ত্রিজন্ম কচ্ছপ হইয়া থাকে।

মৎস্যলুব্ধ যে ব্রাহ্মণ মীনমাংস বা অনিবেদিত মাংস ভোজন করে, সে মীন ও মৃগরূপে উৎপন্ন হয়। সেই পাপী সহস্র বর্ষ এইরূপে পাপ ভোগ করত কর্ম্ম-ভোগাবসানে পবিত্র হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ একাদশীবিহীন হইলে পতিত হয়, সে অন্য ব্রাহ্মণকে নিজ ভক্ষ্যের দ্বিগুণ দান করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১৪৯—১৫৮। যে নরাধম, আমার জন্মদিনে ভোজন করে, সে নিশ্চয় ত্রৈলোক্যহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া সমুদয় নরক-ভোগান্তে চণ্ডালত্ব লাভ করে এবং শিবরাত্রি ও শ্রীরাম নবমীদিনে ভোজন করিলেও ঐরূপ পাপ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি উপবাসে অসমর্থ, তাহার হবিষ্যান্ন ভোজন করা বৈধ। পিতঃ! যে দুর্ব্বল মানব তাহাতেও অসক্ত, সে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। মানব, পুণ্যজনক মদীয় মহোৎসব আচরণে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, এজন্য যত্নপূর্ব্বক আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। অমাবস্যারাত্রিতে ভোজন করিলে কোটিসহস্র জন্ম গৃধ্র, শতজন্ম শূকর ও শতজন্ম শ্বাপদ হইতে হয়। অদীক্ষিত ব্রাহ্মণ, শঙ্খ-চিল ও শুকপক্ষী হয় এবং অবিবাহিত ব্রাহ্মণ নিশ্চয় রাজহংস হইয়া থাকে। যে চিত্র বস্ত্র অপহরণ করে, সে জন্মত্রয় ময়ূর হইয়া ক্রমে দরিদ্র, ব্যাধিযুক্ত, বধির ও কুব্জরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চপর্ব্ব-দিনে স্ত্রী, তৈল, মৎস্য ও মাংস ত্যাগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে মহামূঢ় তাহার অন্যথা করে সে নিশ্চয় বজ্র-দংষ্ট্র নরকে গমন করিয়া থাকে। সেই পাতকী তথায় সহস্র বর্ষ অতিক্লেশে অবস্থানানন্তর সপ্তজন্ম ম্লেচ্ছ ও সপ্তজন্ম চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়; পরে ব্যাধিযুক্ত শূদ্র হইয়া পরিণামে শুদ্ধি লাভ করত ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। একারণ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি উক্ত দিনে ভারতে নিষিদ্ধাচরণ যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে। যে নরাধম, ব্রাহ্মণ বা দেবমূর্ত্তি দর্শনে প্রণাম না করে, সে যাব-জ্জীবন অশুচি হয় এবং পরে যবনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ১৫৯—১৬৯। যে মানব আগত ব্রাহ্মণ দর্শনে অভ্যুত্থান না করে, সে নিশ্চয় সপ্তজন্ম ঋক্ষ-জাতি হয়। যাচকদিগকে অবজ্ঞাকারী ধনাঢ্য ব্যক্তি সপ্ত জন্ম চাতক এবং শিবদ্বেষী মানব সপ্তজন্ম কুক্কুর ও সপ্তজন্ম দেবল হইয়া থাকে। যে জ্ঞানহীন মানব বেদোক্ত পিতৃদেবার্চ্চনের ব্যাঘাত করে, সেই পাপী সহস্র বর্ষ নরক ভোগ করে। ব্রজেশ্বর! সে রৌরব নরকভোগ করিয়া ত্রিজন্ম কাক ও ত্রিজন্ম শৃগালদেহ ধারণ করত শবভোজন করিয়া থাকে।

অনন্তর সেই পাতকী, কর্ম্মদোষে জন্মত্রয় তীর্থস্থানে শবরক্ষক হইয়া শবসমূহের কর গ্রহণ করে। যে জ্ঞান-দুর্ব্বল দাম্ভিক ব্যক্তি, নিত্য দেবপূজা করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক গুরুর অর্চ্চনা বা গুরুকে অন্ন দান না করে সেই সুদারুণ দেবদ্রোহী পাতকী, পূজার ফল প্রাপ্ত হয় না এবং দেবশাপে দুঃখী দেবলরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দীপনির্ব্বাণকারী পুরুষ, সপ্তজন্ম খদ্যোত ও কুষ্মাণ্ড-ছেদিকা নারী ত্রিজন্ম শঙ্খচিল্ল হয়। পরে তাহাকে নিশ্চয় সপ্তজন্ম রোগী, সপ্তজন্ম দরিদ্র ও সপ্তজন্ম কৃপণ এবং জন্মত্রয় কেশশ্মশ্রু-বিহীন ও অন্ধরূপে জন্ম লাভ করিতে হয়। সামবেদের কৌথুমশাখায় দীপনির্ব্বাপণে ও কুষ্মাণ্ডছেদনে এইরূপ দোষশ্রুতি আছে; সন্দেহ নাই। যে অতিশয় মৎস্যলুব্ধ হইয়া অনিবেদিত মৎস্য ভোজন করে, সে সপ্তজন্ম মৎস্যরঙ্ক পক্ষী ও সপ্তজন্ম মার্জ্জার হইয়া থাকে। গোণীহর্ত্তা পুরুষ সপ্তজন্ম কপোত, মালাহর্ত্তা সপ্তজন্ম বিহঙ্গম, ধান্যচোর সপ্তজন্ম চটক পক্ষী ও মাংসচোর ব্যক্তি সপ্তজন্ম কুঞ্জর হইয়া থাকে। ১৭০—১৮১। যে ব্যক্তি, পণ্ডিতগণের কবিত্ব হরণ করে, সে সপ্তজন্ম মণ্ডূক, সপ্তজন্ম অসৎকবি, সপ্তজন্ম গ্রামবিপ্র, সপ্তজন্ম নকুল, জন্মত্রয় জ্যোষ্ঠী ও ত্রিজন্ম কৃকলাস হয়। দুর্ম্মুখ পুরুষ সপ্তজন্ম বৃশ্চিক, সপ্তজন্ম কাক, একজন্ম ববল (বোল্‌তা) ও একজন্ম বৃদ্ধ পিপীলিকা হইয়া, পরে ক্রমে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও তৎপরে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি, কন্যা বিক্রয় করে, সে সদ্য তামিস্র নরকে গমন করিয়া, চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তথায় ক্লেশ পায়। অনন্তর সেই পাপী মাংস-বিক্রয়কারক ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে ব্যাধিযুক্ত মনুষ্য হয়, তৎপরে যে যেরূপ পূর্ব্বে থাকে, তদ্রূপ হয়। মহাচক্রী কুটিল ধর্ম্মহীন মানব, একজন্ম তৈল-কার ও একজন্ম কুম্ভকার হয়। মিথ্যা কলঙ্কবক্তা ও দেব-ব্রাহ্মণ-নিন্দক মনুষ্যকে সপ্তজন্ম চূর্ণকার ও সপ্ত-জন্ম রজক হইতে হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কুৎসিতাচারসম্পন্ন ও শৌচবর্জ্জিত, তাহাদি-গের সহস্রবর্ষ ম্লেচ্ছযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। অতি-শয় কামিনীলুব্ধ যে কামুক পুরুষ নিরন্তর স্ত্রীনিরত, সে সদ্য যক্ষারোগে আক্রান্ত ও পরজন্মে নপুংসক হয়। যে ব্যক্তি কামভাবে পরস্ত্রীগণের শ্রোণি, স্তন ও মুখ নিরী-ক্ষণ করে, তাহাকে পরজন্মে দৃষ্টিহীন ও নপুংসক হইতে হয়। হে ব্রজরাজ! জ্ঞান-দুর্ব্বল অভিচারকর্ত্তা হিংসক ব্রাহ্মণ, অযুতবর্ষ অন্ধতামিস্র-নরকে বাস করে। ১৮২—১৯৩। অনন্তর সেই দুর্ম্মতি, দৈবজ্ঞ ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হইয়া, পরে শূদ্রদেহ ধারণ করিয়া কর্ম্মভোগাবসানে বিপ্রকুলে জন্ম লাভ করে। শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন দৈবজ্ঞ, যদি লোভপ্রযুক্ত মিথ্যা বলে, তাহা হইলে, সে বহুকাল জ্যোষ্ঠী ও সপ্তজন্ম বানর হয়। ধর্ম্মহীন পাতকী ব্যক্তি, অনেক জন্ম তপস্যার ফলে ভারতে সুবুদ্ধি ও অতি ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ পবন হইতে পবিত্র ও হুতাশন হইতে তেজস্বী; অধিক কি দেবগণও তাঁহাকে সর্ব্বদা ভয় করেন। যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা, তীর্থের মধ্যে পুষ্কর, পুরীর মধ্যে কাশী, জ্ঞানীর মধ্যে শঙ্কর, শাস্ত্রের মধ্যে বেদ, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, তপস্যার মধ্যে আমার পূজা, ও ব্রতের মধ্যে অনশন; সেইরূপ সমুদয় জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের চরণে পুণ্যজনক নিখিল তীর্থ ও ব্রতের আবির্ভাব রহিয়াছে। বিপ্রগণের পবিত্র পাদরজ সমুদয় ব্যাধি ও পাপের বিনাশক এবং তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ সর্ব্বকল্যাণের কারণ। তাত! মানবগণের কর্ম্মবিপাক শাস্ত্রে যেরূপ উক্ত আছে, আমি তোমার নিকটে তাহা যথাজ্ঞান বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তৎশ্রবণের উদীচ্যকর্ত্তব্য শ্রবণ কর। কর্ম্মবিপাক-শ্রবণে যাচককে সুবর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র ও তাম্বুল দান করা বিধি আছে। আমার প্রীতিনিমিত্ত দেহিগণ, কর্ম্ম-বিপাক শ্রবণমাত্রে অন্যান্য ব্রাহ্মণকে শত সুবর্ণ, রৌপ্য, গোসমূহ এবং বস্ত্র ও তাম্বুল দান করিবে। ১৯৪—২০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন,—প্রভো! কেদারকন্যা-প্রস্তাবে প্রসঙ্গাধীন কৃত্যা-স্ত্রীগণের কর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছ; কিন্তু এক্ষণে কেদারকন্যা কে, কেদার ভূপতি কে ও তাঁহার জন্মই বা কোন্ বংশে, তাহা আমার নিকটে সবিস্তারে কীর্ত্তন কর। ভগবান্ বলিলেন, ব্রজরাজ! পূর্ব্বে সৃষ্টি-প্রারম্ভে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব নামে এক মনু আবি-র্ভূত হন। তাঁহার স্ত্রীর নাম শতরূপা। ঐ শতরূপা যোষিদ্গণের মধ্যে ধন্যা ও মান্যা। পরে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে তাঁহাদিগের দুই পুত্র হয়। ঐ উত্তানপাদের ঔরসে ধ্রুব মহাশয় জন্ম লাভ করেন। ধ্রুবের পুত্র বৎসরার্ণ ও বৎসরার্ণের পুত্র কেদার। শ্রীমান্ কেদার পরম বৈষ্ণব এবং স্বয়ং সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। ঐ কেদারের রক্ষার্থ সুদর্শন চক্র নিয়ত তৎসভায় বিদ্যমান থাকিত। বরুণদেব

তাঁহাকে স্বর্ণশৃঙ্গবিভূষিত সুলক্ষণাক্রান্ত নবলক্ষ গো, বহ্নি-বিশুদ্ধ বস্ত্রসমূহ, লক্ষসুবর্ণ, উর্ব্বরা বসুন্ধরা এবং উত্তম উত্তম মণি, রত্ন, মুক্তা, হীরক, মাণিক্য, লক্ষ উৎকৃষ্ট অশ্ব ও লক্ষ হস্তী দান করেন। ঐ ভূপতি, প্রত্যহ রৌপ্য, প্রবাল, মিষ্টান্ন, শত ধান্যাচল ও রত্ন-ভূষণ সকল ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন এবং নিত্য শত লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন ও তাঁহাদিগকে সুবর্ণ-নির্ম্মিত জলপাত্র সকল প্রদান করিতেন। তৎকর্তৃক নিত্য নিত্য সুবর্ণময় যজ্ঞসূত্র স্বর্ণের উত্তম অঙ্গুরীয়ক এবং সুবর্ণ ও রত্ননির্ম্মিত আসন সকল ব্রাহ্মণগণ উদ্দেশে পরমানন্দে প্রদত্ত হইত। ১—১১। তাহার লক্ষ পাচক ও দ্বিলক্ষ পরিবেশনকারী ব্রাহ্মণ ছিল এবং সাধারণের অভিলাষ পূরণার্থ নিত্যই মনোহর ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা, দধিকুল্যা, গুড়কুল্যা, ও দুগ্ধকুল্যা, সকল প্রস্তুত থাকিত। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণভোজন ও দুঃখী ভিক্ষুকদিগকে যথোচিত ধন দান করা হইত। সেই জিতেন্দ্রিয় বৈষ্ণব রাজা, ফল-মূল মাত্র আহার করিয়া আমাতে সমস্ত সমর্পণপূর্ব্বক দিবারজনী কেবল আমারই নাম জপ করিতেন। একদা এক সূপকার, সেই নৃপবরকে বলিয়াছিল; প্রভো! ব্রাহ্মণগণের ভোজন-সুখের জন্য একলক্ষ মাত্র গোধন উপস্থিত আছে, আর সমস্তই ব্যয়িত হইয়াছে। রাজন্! অদ্য ব্রাহ্মণগণ রুক্ষান্ন-ভোজন করিতেছেন। আপনার কি অনুমতি হয়, তাঁহারা কেবল তবে সূপ-শাকাদিদ্বারাই ভোজন নির্ব্বাহ করুন। চতুর্যোজন পর্য্যন্ত যাঁহার অধিকৃত, তিনি নৃপতি, ও যে রাজা তাহার দশগুণ ভূমির অধিকারী; তিনি মণ্ডলেশ্বর এবং তদপেক্ষাও যাহার দ্বাদশ গুণ অধিকার, সেই রাজাকে রাজেন্দ্র বলা যায়। এইরূপ পঞ্চলক্ষ রাজেন্দ্র নিত্য ঐ কেদাররাজের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। ঐ সকল রাজগণ, অমূল্য রত্ন, মাণিক্য, মুক্তা, হীরা, উৎকৃষ্ট মণি এবং গজরত্ন ও অশ্বরত্ন সকল কেদার-রাজকে কর প্রদান করিতেন। তাঁহার যজ্ঞকুণ্ড হইতে কমলাংশজাতা এক কন্যা সমুদ্ভূতা হন। উদ্ভবকালে ঐ কন্যার পরিধান বহ্নিবিশুদ্ধ বসন ও সর্ব্বাঙ্গ রত্নভূষণে ভূষিত ছিল। সেই কামিনীশ্রেষ্ঠা কমল-লোচনা কামুকী কন্যা উদ্ভূতা হইয়া কেদাররাজকে বলিলেন;—মহারাজ। আমি আপনার কন্যা। পরে রাজা তাঁহাকে ভক্তির সহিত পূজা করিয়া পত্নীর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই কন্যা পিতামাতাকে বিনয়পুরঃসর বিজ্ঞাপন করিয়া সানন্দে তপস্যার্থ যমুনার সমীপবর্ত্তী রমণীয় পুণ্যবনে গমন করিলেন। ঐ কেদারকন্যার নাম বৃন্দা; সুতরাং তাঁহার তপোবন বলিয়াই সেই বন বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বৃন্দা আমাকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য, তপোনিরতা হইয়া বরেণ্য ব্রহ্মার নিকটে আমাকে পতিরূপে পাইবার বর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বৃন্দে! তুমি কিঞ্চিৎকাল পরে কৃষ্ণকে লাভ করিবে। অনন্তর একদা সেই সতী বসন্তসময়ে রত্নাভরণে ভূষিতা হইয়া যমুনানদীতীরে হাস্যবদনে পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এমত সময়ে ব্রহ্মা সুমনোহরা সেই সাধ্বীকে পরীক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মকে মনোহর বেশে তথায় প্রেরণ করিলেন। তখন কেদারকন্যা, সেই বিজনস্থানে এক যুবক পুরুষকে দর্শন করিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনানুলিপ্ত ও রত্নাভরণে ভূষিত। সেই কনকপ্রভ সস্মিত যুবকের রমণীয় মূর্ত্তি কামিনীগণের বাঞ্ছনীয়। তাঁহাকে দেখিলে কামুক ষোড়শ বর্ষীয় কুমার বলিয়া বিবেচনা হয়। কোটি কন্দর্পের ন্যায় তাঁহার লাবণ্য, পরিধান পীতবসন এবং মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রতুল্য ও লোচনদ্বয় শরৎপঙ্কজের সদৃশ মনোহর। বৃন্দা তাঁহাকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিকটে উপবেশন করাইয়া পূজা করিয়া সানন্দে ফল, মূল, ও সুবাসিত জল দান করত ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তখন সেই ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বিপ্ররূপী ভগবান্ ধর্ম্ম পূজা গ্রহণ করত হৃষ্ট হইয়া সাদরে কামুকীদিগের মনোরম সতীগণের অসহনীয় বাক্য তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন; —অয়ি মনোহরে! তুমি কাহার কন্যা? তোমার নাম কি? এবং এই নির্জ্জন স্থানেই বা কি করিতেছ? তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর। সুন্দরি! তোমার তপস্যার কারণ কি? তুমি কোন্ বস্তুই বা বাঞ্ছা করিতেছ? তোমার মঙ্গল হউক, যাহা তোমার বাঞ্ছিত, তুমি সেই বর আমার নিকটে প্রার্থনা কর। বৃন্দা বলিলেন, বিপ্র! আমি কেদার রাজার কন্যা; আমার নাম বৃন্দা; আমি এই বিজন বৃন্দাবনে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছি; প্রার্থনা,—হরি আমার পতি হউন। বিপ্র! আপনি যদি সমর্থ হন তবে এই বাঞ্ছিত বর দান করুন, আর যদি অসমর্থ হন, তবে প্রশ্নের প্রয়োজন কি? স্বস্থানে যান। ১২—৩৬। ধর্ম্মবলিলেন, সুন্দরি! যিনি নিশ্চেষ্ট, অতর্কনীয়, নির্গুণ, নিরাকার, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থই যিনি শরীর ধারণ করেন, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ভিন্ন কোন্ রমণী সেই পরমাত্মা

পরমেশ্বরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে? চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠশায়ী হরির ঐ দুই ভার্য্যাই তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করেন। সেই পরিপূর্ণতম পরমাত্মা যখন দ্বিভুজ বংশীবদন কিশোর গোপবেশে গোলকধামে বিরাজ করেন, তখন তাঁহার ভার্য্যা মহালক্ষ্মী পরাৎপরা পরমা ব্রহ্মস্বরূপা রাধিকা স্বয়ং নিরন্তর সেই শান্ত সুরম্য শ্যাম-সুন্দর পরমাত্মা পরমেশ্বরকে ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহার মনোহর কলেবর কোটি-কন্দর্পের লাবণ্যকে ও নিন্দা করিয়া থাকে। তিনি সত্যস্বরূপ, নিত্যবিগ্রহ, পীতবসনারী ও সর্ব্বসম্পৎ-প্রদাতা; তদীয় অঙ্গ সকল রত্নাভরণে ভূষিত। সেই শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ এই উভয় মূর্ত্তি; চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠে ও দ্বিভুজ মূর্ত্তিতে স্বয়ং তিনি গোলোকে বিরাজ করেন। বৃন্দে! তাঁহার এক নিমেষ পতনে এক ব্রহ্মার পতন হইয়া থাকে, পঞ্চ-বিংশতিসহস্র যুগে এক ইন্দ্রের পাত হয়, এইরূপ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকালে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মার এক দিন এবং রাত্রিও সেই পরিমিত কাল। ঐ প্রকার ত্রিংশৎ-দিনে তাঁহার এক মাস ও দ্বাদশ মাসে এক বৎসর হয়। বুদ্ধিমতি! ঐরূপ বৎসরের শত বর্ষ ব্রহ্মার আয়ু জানিও। সনকাদি ঋষিগণ, যাবজ্জীবন সাধনা করিতেছেন; কোটি কোটি কল্প গত হইল, তথাপি সেই ভগবানের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। সহস্রবদন অনন্তদেব, শত শত কোটি কল্প দিবানিশি নিরন্তর ভক্তিভাবে সেই হিতকর দুরারাধ্য পরাৎপরের সেবা ও নাম জপ করিয়াও সিদ্ধ হন নাই। ৩৭—৪৮। ভদ্রে! যে ব্রহ্মা বেদ-চতুষ্টয়ের জনক, সকলের ফলদাতা, সকলের সর্ব্ব-সম্পৎপ্রদাতা এবং জগতের বিধানকারী, সেই ব্রহ্মা জন্ম জন্ম সতত চতুর্ম্মুখে সেই নিত্য সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে ভজনা করিতেছেন; তথাপি সেই দুরারাধ্য পরাৎপর বেদানির্ব্বচনীয় ভগবান্‌কে যথার্থরূপে অবগত নহেন এবং যে ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয় সকলের শিব-দাতা শিবাষায় ও পরমানন্দময়, যিনি যোগিগণের গুরুর গুরু, কালের কাল, অন্তকের অন্তক ও যিনি অংশে রুদ্ররূপী হইয়া সমুদয় জগৎ সংহার করেন, অন্যের আর কথা কি, স্বয়ং তিনিও পঞ্চমুখে নিরন্তর তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন। বৃন্দে! মৃত্যুঞ্জয় অপেক্ষা সেই ভগবানের কেহই অধিক প্রিয় নাই, ইহা জানিও। যে দুর্গা, সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা ও সকলের দুর্গতিনাশিনী; যিনি পরমা ব্রহ্মস্বরূপা মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী; যে বিষ্ণু-মায়া সনাতনী, নারায়ণী ও বৈষ্ণবী বলিয়া প্রসিদ্ধা;

যাঁহার মায়ায় ভ্রান্ত হইয়া অনিত্য এই জগৎ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, বৃন্দে! স্বয়ং সেই দেবীও দিবানিশি ভক্তিভাবে সেই দেবকে স্তব করিয়া থাকেন। শোভনে! ষড়ানন ছয়মুখে নিরন্তর তাঁহাকে ভক্তিভাবে যথাসাধ্য স্তব করেন। সর্ব্বদেবের অগ্রে যাঁহার পূজা হয়, যিনি সমুদয় দেবগণের ঈশ্বর ও জ্ঞানি-গণের গুরু; যিনি সিদ্ধেন্দ্রগণ, দেবেন্দ্রগণ ও যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; যাঁহা অপেক্ষা বিদ্বান্ আর কেহই নাই; অধিক কি, যিনি সুরগণের অধিপতি, সেই ভগবান্ গজানন গণেশ তাঁহার সতত স্তব ও ধ্যান করিতেছেন। ৪৯—৫৭। আর পরমেশ্বরী সরস্বতীও তাঁহার স্তবে অশক্ত এবং কমলাও ভক্তিভাবে দিবা-নিশি তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন। তাঁহার কটাক্ষ-মাত্রে সমুদয় জগৎ পরিপূর্ণতম মঙ্গলময় হইয়া থাকে। তাঁহার ভয়ে পবনদেব সঞ্চরণ ও সূর্য্য-দেব কিরণ বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার ভয়ে ইন্দ্র বর্ষণ, অগ্নি দহন ও মৃত্যু জন্তুগণে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার সেবায় পৃথিবী সর্ব্বাধারা ও বসুন্ধরা হইয়া-ছেন। সুন্দরি! তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্র ও শৈলসকল নিশ্চল ভাবে অবস্থিত আছে এবং তাঁহার পাদপদ্মসেবায় পবিত্রা গঙ্গাদেবী, মুক্তিদায়িনী ত্রিজগ-তের পবিত্রতাকারিণী ও তীর্থমধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়াছেন। তাঁহার সেবা ও স্মরণজন্য তুলসী দেবী ঈদৃশী পবিত্রা এবং নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণ তাঁহার প্রভাবে ভীত। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অনন্তাদি দেবগণ, মুনিগণ ও অন্যান্য যে সকল সুরেশ্বরগণ আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কলানুরূপ, ও কেহ কেহ অংশানু-রূপ ও কেহ কেহ কলাংশানুরূপ। কল্যাণি! তুমি সেই প্রকৃতি হইতে অতীত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পতি-ইচ্ছা করিতেছ। তিনি গোলোকধামে রাধিকা ভিন্ন কখনই অন্য কাহারও প্রেমবশ্য নহেন। মহাভাগে! আমি নৃপগণের শ্রেষ্ঠ। বরাননে! দেবতা ও দৈত্য-সমাজে আমা অপেক্ষা বলবান্ কেহই নাই; অতএব আমাকেই পতিরূপে ভজনা কর। ৫৮—৬৬। অয়ি কল্যাণি! ত্রিলোকমধ্যে যে কিছু সুখ আছে, আমার প্রসাদে তৎসমস্তই ভোগ করিবে; সন্দেহ নাই। অয়ি মধুরভাষিণি! সপ্তসাগরপারে দেবগণের ক্রীড়ার্থ, পূর্ব্বে বিধাতা এক কাঞ্চনময় স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তুমি আমার সহিত তথায় গমন করিয়া বিহার-সুখ লাভ কর; তোমার মঙ্গল হইবে। অথবা পুষ্পো-দ্যান-সমন্বিত মহেন্দ্রের অমরাবতীতে গমনপূর্ব্বক

উভয়ে সুখে কালযাপন করি। না হয়, নানারত্ন-বিভূষিতা স্বর্ণময়ী লঙ্কায় কিম্বা সুমেরু গহ্বরে অথবা মনোহর ক্ষীরোদসমুদ্রে, না হয় নিরন্তর নির্জ্জন রমণীয় সত্যলোকে বা ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক উভয়ে সুখে বিহারে প্রবৃত্ত হই। মলয়াচলে উৎকৃষ্ট রত্নসারনির্ম্মিত রমণীয় স্থান বিদ্যমান আছে; পবিত্র চন্দন-বায়ুতে উহা সতত সুগন্ধময়; মালতী, যূথিকা, কেতকী ও চারু চম্পকপুষ্পের সুগন্ধে উহার চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। তথায় পিকগণ ও ভ্রমরগণ নিরন্তর মধুর ধ্বনি করিতেছে, চল, তথায় উভয়ে সুখে বিহার করি। দেবি! ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, যম, ধনেশ্বর, বহ্নি, ধর্ম্ম ও চন্দ্র ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহার সুরম্য লোকে তোমার ইচ্ছা হয়, চল তথায় গিয়া বিহার করি, অথবা রত্নদ্বীপ মনিদ্বীপ বা রমণীয় চন্দ্রসরোবর, যে স্থানে তোমার অভিরুচি হয়, সেই স্থানে গিয়া আমার সহিত রমণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। ব্রজরাজ! ধর্ম্মদেব এইরূপ বলিয়া সম্ভোগার্থ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন; উহা বাস্তবিক নহে, সতীত্ব পরীক্ষার জন্য ছলনামাত্র-তদ্দর্শনে, সেই কেদাররাজকন্যার মুখমণ্ডল ও লোচন-দ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি বেদানুগত ধর্ম্মার্থযুক্ত যশস্কর সত্য হিতজনক বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৬৭—৮০। মহাভাগ! ধৈর্য্য ধারণ করুন, আপনি সর্ব্বজাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণগণের তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, সত্যনিষ্ঠা ব্রতা-চরণ ও ধৈর্য্যধারণ প্রকৃত ধর্ম্ম। বিপ্রবর! নীচ-স্বভাব অধর্ম্মচারীরাই পরস্ত্রী সম্ভোগ করিয়া থাকে; ঐরূপ অধর্ম্মচারণ আপনার কর্ত্তব্য নহে; ব্রাহ্মণের ধর্ম্মবলে সমস্ত শত্রুই পরাজিত হয়। দুষ্টব্যক্তি অশুভের আকর; অধিক কি তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! বলাৎকারপূর্ব্বক পতিব্রতা-গমন করিলে নিশ্চয় মাতৃগামী হইতে হয় এবং সদ্য শত ব্রহ্মহত্যাপাতক লাভ করিয়া থাকে। পরে সেই পাতকীকে চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে তপ্ততৈলে নিরতিশয় দগ্ধ হইতে হয়; কিন্তু সূক্ষ্মদেহের বিনাশ নাই বলিয়া মরণ হয় না এবং যম-দূতগণ লৌহদণ্ডদ্বারা নিরন্তর তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া থাকে; অতএব পরস্ত্রীসঙ্গ ক্ষণমাত্র সুখকর কিন্তু চিরদুঃখের হেতু, অধিক কি সর্ব্বনাশের কারণ। ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি, কখন অগম্যাগমনজনিত দুঃখের অভি লাষ করেন না। হে জ্ঞানদুর্ব্বল দ্বিজ! তুমি এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করিয়া স্বস্থানে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। যেমন দীপশিখা দর্শনে কীট তাহাতে আত্মসমর্পণ করে, যেমন বড়িশগ্রস্ত মিষ্টবস্তু দর্শনে লুব্ধ মীন মৃত হয়, যেমন বুভুক্ষিত ব্যক্তি ক্ষুধার যাতনায় বিষাক্ত ভক্ষ্য ভোজন করে ও যেমন দুষ্ট ব্যক্তি পয়োমুখ বিষকুম্ভ দর্শনে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে; সেইরূপ লম্পট পুরুষ, আত্মবিনাশবীজ আপাত-মনোহর পরস্ত্রীর মুখপদ্ম দর্শনে মোহাভিভূত হয়। ৮১—৮৯। রমণীগণের মনোহর মুখমণ্ডল, শ্রোণীযুগ্ম ও স্তনযুগল কামের আধার, বিনাশের কারণ এবং অধর্ম্মের আবাসভূমি এবং লালা-মলসমন্বিত যোনিদেশ নরককুণ্ডস্বরূপ; উহা দুর্গন্ধময় পাপজনক ও যমদণ্ডের কারণ। পুরুষ, যেমন যোষিদ্গণের যোনিমধ্যে লিঙ্গকে প্রবিষ্ট করে, অমনি যুগযুগান্তরের নিমিত্ত আত্মাকেও রৌরবনরকে পাতিত করিয়া থাকে। তুমি নির্জ্জন স্থান ও অনাহারাদিরূপ আপদ্ দেখিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? কিন্তু তাহা মনে করিও না। ব্রাহ্মণ! এস্থানে সমুদয় দেবগণ ও লোকপালগণ বিদ্যমান আছেন ও সকল কর্ম্মের সাক্ষী, সকলের নিয়ন্তা, অধিক কি যিনি যমেরও দণ্ডকর্ত্তা, সেই জাজ্বল্যমান ধর্ম্মকে স্বয়ং হরি স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। দ্বিজ! সর্ব্বপ্রাণিগণেই স্বয়ং কৃষ্ণ অন্তরাত্মারূপে, মহেশ্বর জ্ঞানরূপে, দুর্গা বুদ্ধিরূপে, ব্রহ্মা মনোরূপে ও দেবগণ ইন্দ্রিয়রূপে সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী হইয়া অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং গুপ্ত বা নির্জ্জন স্থান কুত্রাপি নাই। অতএব জ্ঞানদুর্ব্বল ব্রাহ্মণ! আমায় ক্ষমা কর, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি স্বস্থানে গমন কর। ব্রাহ্মণগণ সকলেরই অবধ্য; নতুবা আমি তোমাকে ভস্মসাৎ করিতাম। সে যাহাই হউক বৎস! এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর, তপোনুষ্ঠানে আমার অষ্টোত্তর শতযুগ গত হইয়াছে, আমার পিতা-মাতা বা পিতৃগোত্র কেহই নাই। হে দ্বিজ! কেবল সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিতেছেন। ৯০—৯৮। আর কৃষ্ণস্থাপিত ধর্ম্ম এবং আদিত্য, চন্দ্র, পবন, হুতাশন, ব্রহ্মা, শম্ভু ও ভগবতী দুর্গা নিরন্তর আমার রক্ষায় নিযুক্ত আছেন। ব্রাহ্মণ! যিনি হংসকে শুক্লবর্ণ, শুকপক্ষীকে হরিদ্বর্ণ ও ময়ূরকে বিচিত্র করিয়াছেন, তিনিই আমায় রক্ষা করিবেন। অনাথ, বালক ও বৃদ্ধগণের সমুদ দেবগণই রক্ষাকর্ত্তা; অতএব তুমি অবলাজ্ঞানে আমায় অবমাননা করিও না। নিশ্চয় জানিও সর্ব্বত্রই সমুদয় দেবগণ বিরাজমান আছেন। বৎস! আমি তোমার মাতৃস্বরূপা, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে গমন কর।

সেই বৃন্দাদেবী এইরূপ বলিয়া ধরার ন্যায় তথায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিপ্র-রূপী ধর্ম্ম, তাঁহার প্রবোধ বাক্যে গমন না করিয়া বরং সম্ভোগার্থ তন্নিকটে আগমন করিতে লাগিলেন। বৃন্দা ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে শাপপ্রদান করিলেন। বৃন্দা বলিলেন, "ব্রহ্মবন্ধো! তুমি ক্ষয়প্রাপ্ত হও" তিনি এইরূপ শাপদানের পর পুনরায় শাপ প্রদানে উদ্যতা হইলে, স্বয়ং সূর্য্যদেব সযত্নে নিবারণ করিলেন। ৯৯—১০৪। তাত! এমত সময়ে জগৎপ্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবগণ, অতি সন্ত্রস্ত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। ব্রজরাজ! তখন সেই ত্রিদশেশ্বরগণ, ধর্ম্মকে অমাভীত চন্দ্রের ন্যায় কলামাত্র অবস্থিত, সতী-কোপানল-দগ্ধ মলিন ও নিশ্চেষ্ট দর্শনে ক্রোড়ে লইয়া নিরতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, অয়ি জন্ম-মৃত্যু-জরাবর্জ্জিতে মস্তক্তে বৃন্দে! ধর্ম্মের অপরাধ ক্ষমা কর। অয়ি পতিব্রতে! মস্তক্ত ধর্ম্মকে জীবন দান করিয়া রক্ষা কর। ব্রহ্মা বলিলেন, বৃন্দে! ধর্ম্ম বিনা সমস্ত জগৎ গাঢ়ান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল এবং চন্দ্র, সূর্য্য, অনন্ত ও বসুন্ধরা কম্পিত হইতেছে। মহাদেব বলিলেন, সুন্দরি! ধর্ম্মাভাবে সমুদয় জগৎ প্রনষ্ট হয়, অতএব বরাননে। ধর্ম্মকে জীবন দান কর, তোমার মঙ্গল হউক। সূর্য্য বলিলেন, পতিব্রতে! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর; ধর্ম্মের জীবন রক্ষা করিয়া সৃষ্টি রক্ষা কর। অনন্ত বলিলেন বৃন্দে! তুমি তপস্যা দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেছ; তবে কিরূপে ধর্ম্মহিংসায় প্রবৃত্তা হইয়াছ? অতএব ধর্ম্মকে জীবিতকর, তাহা হইলেই তোমার সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা হইবে; তোমার মঙ্গল হউক। চন্দ্র বলিলেন, বৃন্দে! তোমার পরীক্ষার্থ ধর্ম্ম ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, দ্বিজরূপে আগমন করিয়াছিলেন; তুমি নির্দ্দোষীর হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। মহেন্দ্র বলিলেন, বৃন্দে! মানবগণ তপোনুষ্ঠানে ধর্ম্মকেই উপার্জ্জন করে; ধর্ম্ম-বলেই তাহাদিগের তপস্যার ফল লাভ হয়, অতএব ধর্ম্ম যদি ক্ষয় প্রাপ্ত হন, তবে কিরূপে তুমি তপঃফল লাভ করিবে? বরুণ বলিলেন, ধর্ম্মিষ্ঠে! জীবন দান করিয়া সনাতনধর্ম্মকে রক্ষা কর। ধার্ম্মিকে! ধর্ম্ম বিনা কর্ম্মীদিগের সমুদয় কর্ম্মই নিষ্ফল হয়। পবন বলিলেন, শুভে এক্ষণে ধর্ম্মের জীবনদান করিয়া জগৎ পবিত্র কর; দেখ, ধর্ম্ম লোপ হইলে তোমার তপঃফলও বিলুপ্ত হইবে; সন্দেহ নাই। ১০৫—১১৫। বহ্নি বলিলেন, সুন্দরি! তুমি স্বধর্ম্মোপার্জ্জনার্থ ভারতে সমাগত হইয়াছে এবং না জানিয়াই ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়াছ; অতএব এক্ষণে পুনর্জ্জীবিত কর। যম বলিলেন, বরাননে! আমি কর্ম্মিগণের সমুদয় কর্ম্ম বিদিত আছি এবং ধর্ম্মানুসারেই তাহার ফল দান করি; অতএব শীঘ্র ধর্ম্মকে জীবিত কর। সেই পতি-ব্রতা তপস্বিনী বৃন্দা, দেবগণের বাক্য শ্রবণে গাত্রো-ত্থানপূর্ব্বক সেই সুরেশ্বরগণকে প্রণাম করিয়া কহি-লেন, দেবগণ! ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মণরূপে আমার পরীক্ষার্থ আসিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না। আমায় আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, কোপভরে উহাঁকে ক্ষয় করিয়াছি। সে যাহাই হউক, এক্ষণে আপনা-দিগের প্রসাদে নিশ্চয় আমি ধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিব। ব্রজেশ্বর! সেই বৃন্দা, এই প্রকার বলিয়া পুনরায় বলিলেন, যদি আমার তপস্যা ও বিষ্ণুপূজা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে এই দ্বিজবর এই মুহূর্ত্তে বিজ্বর হউন। যদি আমি যথার্থই অকপটে উপবাসক্লেশ সহ্য করিয়া থাকি এবং যদি আমার ব্রতানুষ্ঠান, তপশ্চরণ ও পবিত্রতা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই সত্যপুণ্যবলে এই বিপ্র এখনই বিজ্বর হউন। যদি সর্ব্বাত্মা নিত্যবিগ্রহ নারায়ণ ও জ্ঞানাত্মক শিব সত্য হন, তাহা হইলে এই দ্বিজ বিজ্বর হউন। যদি ব্রহ্মা, দেবগণ, পরমা প্রকৃতি এবং যজ্ঞ ও তপস্যা সত্য হয়, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ বিজ্বর হউন। সেই সতী বৃন্দা, এইরূপ বলিয়া ধর্ম্মকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সেই কলাবশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে সকরুণ রোদন করিতে লাগিলেন। ১১৬—১২৫। ইত্যবসরে ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তিদেবী শোকাকুলচিত্তে তথায় আগমনপূর্ব্বক বিনত-মস্তকে বিষ্ণুচরণে নিপতিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে নাথ! করুণাসিন্ধো! হে দীনবন্ধো! আমার প্রতি দয়া করুন। হে কৃপাময় জগন্নাথ! শীঘ্র আমার কান্তের জীবন দান করুন। এই ভবসাগরে যে রমণী পতিহীনা হয়, সে যথার্থই পাপীয়সী; নেত্রহীন মুখ-মণ্ডল ও প্রাণশূন্য দেহের ন্যায় তাহার কিছুমাত্র সৌন্দর্য্যেরও প্রয়োজন থাকে না। কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পুত্র, কি বন্ধু ও কি মাতা সকলেই পরি-মিত দান করে; কিন্তু এক পতি অভিলাষানুরূপ সমুদয় দান করিয়া থাকেন। সেই মূর্ত্তিদেবী, এইরূপ বলিয়া সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলে, প্রকৃতি হইতে অতীত সর্ব্বাত্মা ভগবান্, বৃন্দাকে বলিলেন, সুন্দরি! তুমি যে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার ন্যায় আয়ু লাভ করিয়াছ, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মকে

অর্পণ করিয়া গোলোকধামে গমন কর। পশ্চাৎ তুমি এই তপস্যার ফলে আমাকে লাভ করিবে। বরাননে! পরে তুমি বরাহকল্পে গোলোক হইতে গোকুলে আগমনপূর্ব্বক রাধিকাচ্ছায়ারূপে বৃষভানুর কন্যা হইবে এবং মৎকলাংশজাত রায়াণ তোমার পাণিগ্রহণ করিবে; আর রাসমণ্ডলে গোপীগণ ও রাধিকার সহিত আমাকে প্রাপ্ত হইবে। শ্রীদামশাপে বাস্তবী রাধা যখন বৃষভানুর কন্যারূপে অবতীর্ণা হইবেন, তখন তুমি তাঁহার ছায়াস্বরূপিণী হইবে। বিবাহকালে রায়াণ ছায়ারূপিণী, তোমাকে গ্রহণ করিবে এবং সেই বাস্তবী রাধা তোমাকে রায়াণ-করে অর্পণ করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিতা হইবেন।১২৬—১৩৫। গোকুলবাসী মূঢ় গোপগণ, তোমাকেই রাধা জ্ঞান করিবে; ফলতঃ তাহারা স্বপ্নেও রাধার চরণকমল দর্শনে সমর্থ নয়। তৎকালে প্রকৃত রাধা আমার ক্রোড়ে অবস্থান করিবেন ও ছায়ারূপিণী তুমি রায়াণকামিনী হইয়া কালযাপন করিবে। তখন সেই সুন্দরী-বৃন্দা, বিষ্ণুবাক্য শ্রবণে ধর্ম্মকে আয়ু দান করিলে, ধর্ম্মদেব তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুনরায় পূর্ণকলেবরে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রূপ-লাবণ্য প্রকাশ পাইল। তৎকালে তিনি জগৎপ্রভু হরিহর, ব্রহ্মা ও পরাৎপরা প্রকৃতিদেবীকে প্রণাম করিলেন। পরে বৃন্দা, দেবগণকে বলিলেন, দেবগণ! আমি যে ধর্ম্মের প্রতি দুর্লজ্জনীয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন; আমার সেই বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে জানিবেন। আমি ভীতা ও ক্রুদ্ধ হইয়া "ক্ষয় প্রাপ্ত হও," এই বাক্য বারত্রয় বলিয়া পুনরায় বলিতে উপক্রম করিলে, ভাস্করদেব আমাকে নিবারণ করিয়াছেন। এজন্য এই ধর্ম্মদেব, পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন এবং এক্ষণেও যেরূপ পূর্ণকলেবর হইয়াছেন; প্রতিসত্যে এইরূপ পূর্ণভাবে থাকিয়া ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলির প্রথমে একপাদ এবং শেষে ষোড়শাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবেন, পরে পুনরায় সত্যযুগে পরিপূর্ণ হইবেন। ১৩৬—১৪৩। আমার মুখ হইতে যখন ক্রমে তিনবার ক্ষয় শব্দ নির্গত হইয়াছে, তখন সেই ক্রমে উঁহার পাদপাদরূপে তিনবার করিয়া ক্ষয় হইবে এবং চতুর্থবার বলিবার উপক্রমে যখন ভাস্কর নিবারণ করিয়াছেন, সেই হেতু কলিশেষে কলামাত্র অবস্থিত থাকিবে। ব্রজরাজ! ধর্ম্ম এইরূপ অভিশপ্ত থাকায় নিশ্চয় কলিশেষে ঐরূপেই অবস্থান করেন। নন্দ! বৃন্দা এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে দেবগণ দেখিলেন গোলোক হইতে অতি সুন্দর এক রথ বেগে আগত হইতেছে; উহা অমূল্য রত্নে নির্ম্মিত ও হীরাহারপরিষ্কৃত; নানাবিধ মণি, মুক্তা, মাণিক্য, বস্ত্র, শ্বেতচামর, রত্নদর্পণ এবং মনোহর ভূষণ সকল উহার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। অনন্তর বৃন্দা, হরিহর, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া গোলোকধামে গমন করিলে, দেবগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রজেশ্বর! পুনরায় কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর?। ১৪৪—১৪৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন, প্রভো! কি বেদচতুষ্টয়, কি বেদবেত্তা ব্যক্তিগণ, কি ব্রহ্মা, কি মহেশ্বর, কি অনন্তাদিদেবগণ, কি মুনিগণ, কি সিদ্ধাদিগণ, কেহই তোমাকে যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নন; কিন্তু তুমি কে—ইহা জানিবার জন্য আমার পরম কৌতূহল হইয়াছে; অতএব প্রভো! এই সময়ে এই নির্জ্জনে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্বরূপ বর্ণন কর। নারায়ণ ঋষি বলিলেন, বৎস নারদ! নন্দ এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শননিমিত্ত ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত মুনীশ্বরগণ সহসা তথায় সমাগত হইলেন। পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু, অঙ্গিরা, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা কণ্ব, কাত্যায়ন, পাণিনি, কণাদ, গৌতম, সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি, কশ্যপ, পরাশর, বিভাণ্ডক, মরীচি, শুক্র, অত্রি, বৃহস্পতি, গার্গ্য, বাৎস্য, ব্যাস, জৈমিনি, ঋষ্যশৃঙ্গ, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক, সৌভরি, শুদ্ধ-জটিল, ভরদ্বাজ, সুভদ্রক, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, বিকঙ্কন, অষ্টাবক্র, শতানন্দ, বামদেব, ভার্গব, সম্বর্ত্ত, উতথ্য, নর এবং আমি আর জাবালি, পরশুরাম, অগস্ত্য, পৈল, সুমন্যু, গৌরমুখ, উপমন্যু, শ্রুতশ্রবা, মৈত্রেয়, চ্যবন, করথ ও কর;—শ্রীকৃষ্ণ, এই সকল মুনিগণকে সমাগত দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া সাদরে রমণীয় সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ১—১২। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ, কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহাদিগের পূজা করিয়া পরস্পর সম্ভাষণানন্তর মধ্যস্থলে উপবেশন করিলেন। এমত সময়ে আকাশমণ্ডলে

এক সমুজ্জ্বল তেজোরাশি তাঁহার ও মুনিগণের নেত্র-পথে পতিত হইল; তাঁহারা সেই তেজোমণ্ডলের মধ্যে কনকপ্রভ এক কুমারকে দেখিতে পাইলেন। বৎস! সেই সনৎকুমার যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পঞ্চমবর্ষীয় নগ্ন এক বালক। এইরূপ দেখিতে দেখিতে সেই সনৎ-কুমার সহসা মুনিসভায় আবির্ভূত হইলেন। নারদ! তখন সেই মুনিপুঙ্গবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। পরে তিনি, সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভামধ্যে আসীন হইয়া সমুদয় মুনিগণ ও সস্মিত স্নিগ্ধনেত্র সনাতন ভগবান্ কৃষ্ণকে সদয়ভাবে সাদরে বলিতে লাগিলেন। সনৎকুমার বলিলেন, মুনিগণ! তোমাদিগের কুশল এবং বাঞ্ছিত তপঃফলের ত কোন বিঘ্ন নাই? কৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন, কারণ উনিই মঙ্গলের বীজ-স্বরূপ। অথবা সম্প্রতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনই তোমাদিগের কুশল; প্রকৃতি হইতে অতীত শ্রীকৃষ্ণের ভক্তানুরোধেই দেহধারণ করা। উনি নির্গুণ, নিরীহ, সর্ব্ববীজ ও তেজোময়, সম্প্রতি ভূভার-হরণার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বিপ্রবর! শরীরধারী মাত্রেরই কুশলপ্রশ্ন ঈপ্সিত হইয়া থাকে, তবে কিজন্য আমি কুশলপ্রশ্নের পাত্র না হইব? সনৎকুমার বলিলেন, প্রভো! প্রাকৃত শরীরেই নিরন্তর শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যে দেহ নিত্য ও যে দেহ কুশলের কারণ, তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা নিরর্থক। ভগবান্ বলিলেন, বিপ্রবর! শরীরধারী-মাত্রেই প্রাকৃতিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, কারণ সেই নিত্যা প্রকৃতি বিনা দেহ হয় না। সনৎকুমার বলিলেন, প্রভো! শোণিত-শুক্রোৎপন্ন দেহই প্রাকৃতিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; আপনি স্বয়ং সকলের আদি, সকলের কারণ ও প্রকৃতির নাথ; সুতরাং আপনার দেহ কিরূপে প্রাকৃতিক হইতে পারে। ১৩—২৫। প্রভো! আপনি বেদচতুষ্টয়ে সমুদয় অবতারের প্রধান, নিত্য, সনাতন, অব্যয়, বীজরূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন; আপনি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বর; আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ, মায়েশ্বর ও নির্গুণ, অথচ মায়াযুক্ত হইলে সগুণ হইয়া থাকেন। প্রভো! সমুদয় বেদ-বেদাঙ্গ ও দেববিদ্‌গণ আপনাকে এইরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বিপ্রবর! সম্প্রতি আমি বসুদেবাত্মজ, সুতরাং আমার দেহ শুক্রশোণিত হইতে উৎপন্ন, তবে আমি কি নিমিত্ত প্রাকৃতিক বা কুশল-প্রশ্নের পাত্র নহি? সনৎকুমার বলিলেন, ভগবন্! "বসু" অর্থাৎ যাঁহার লোমকূপনিকরে সমুদয় বিশ্ব অবস্থিত, সেই সর্ব্বনিবাস মহান্ বিরাট্ পুরুষ; তুমি তাঁহার দেব অর্থাৎ প্রভু পরমব্রহ্ম বলিয়া সমুদয় বেদ, পুরাণ ইতিহাস ও বার্ত্তায় বাসুদেব নামে কীর্ত্তিত হইয়াছ। আপনার দেহ যে শুক্রশোণিতসহযোগী তাহা কোন্ বেদে নিরূপিত আছে? এই ত মুনিগণ এস্থানে সাক্ষী আছেন, ইঁহারাই বলুন দেখি; ধর্ম্মও সর্ব্বত্র সাক্ষিরূপে বিরাজমান, এতদ্ভিন্ন বেদ-চতুষ্টয় এবং চন্দ্র-সূর্য্যও আমার সাক্ষী আছেন। ভৃগু বলিলেন, বিপ্রেন্দ্র! তুমি যথার্থই বলিতেছ, তুমিই প্রকৃত বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমার স্বাগত এবং কুশল ত? এস্থানে উপ-স্থিতির কারণ কি? সনৎকুমার বলিলেন, হে মুনি-গণ! হে কৃষ্ণ! আমি সম্প্রতি এস্থানে যে নিমিত্ত ত্বরায় আগমন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে ভগবন্! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! তুমিই জ্ঞানি-গণের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজ্ঞ, তোমার কি জন্য এস্থানে আগমন, আমি তাহা বিদিত আছি। সনৎকুমার বলিলেন, ভগবন্! তুমিই ধন্য ও তুমিই জগতের মান্য এবং তুমিই সমস্ত ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দ্বিজবর! আমি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ, ব্রত ও তপস্যার দক্ষিণার সহিত সতত ফল দান করিয়া থাকি। ২৬—৩৫। শ্রীকৃষ্ণের এইকথা শ্রবণে সনৎ-কুমার তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, মুনিগণ সেই বাক্যে চমৎকৃত হইয়া তাহার অর্থ বিদিত হইবার জন্য সনৎকুমারকে ধারণ করিয়া রাখিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, হে সিদ্ধেন্দ্র! হে মহাভাগ! হে ভগবন্ করুণাময় কুমার! তুমি কৃষ্ণ-সন্নিধানে কি সংশয়ান্বিত কথা বলিলে? তুমি কি কোন স্থানে কোন আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছ? তাহা আমাদিগের নিকটে অতি বিস্তাররূপে ব্যক্ত কর। ইত্যবসরে ব্রহ্মা, পার্ব্বতীর সহিত শঙ্কর, অনন্ত, ধর্ম্ম, সূর্য্য, চন্দ্র, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও দিক্‌-পালাদিদেবগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সম্ভাষণানন্তর ভক্তিভাবে পৃথক্ পৃথক্ মধুপর্কাদি দান করিয়া তাঁহা-দিগকে পূজা করিলেন এবং সমুদয় ঋষিগণ, অনন্ত, শম্ভু, বিধি ও পার্ব্বতীকে প্রণাম করিলেন। তখন সেই দ্বিজগণ ও দেবগণের পরস্পর সম্ভাষণ হইতে লাগিল। অনন্তর সনৎকুমার বলিলেন, আমি গোলোকে গমনপূর্ব্বক রাধিকাপতিকে না দেখিয়া পরে বৈকুণ্ঠে গমন করি; কিন্তু তথায়ও চতুর্ভুজের অদর্শনে

ক্ষীরোদে গমন করিলাম; কিন্তু দেখিলাম সেস্থানেও হরি নাই; তখন বিষণ্ণ হইলাম এবং পরিশ্রান্ত হওয়ায় সেই ক্ষীরোদসাগরে স্নান করিলাম, পরে বিস্তীর্ণবালুকামধ্যে শতযোজনকায় ভীত কম্পিত, দুঃখিত ও শুষ্কশরীর এক কচ্ছপ আমার দৃষ্ট হইল। মহাকায় রাঘবনামক মীন উহাকে জল হইতে নিঃসারিত করিয়াছিল। আমি সেই কচ্ছপকে তুমি ধন্য, এই কথা বলিলে, সে বলিল মহামুনে! আমি ধন্য নহি, ক্ষীরোদ সাগরই ধন্য; কারণ উহাতে আমার ন্যায় ও আমা অপেক্ষা বৃহৎকায় অসংখ্য প্রাণী অবস্থান করিতেছে। ৩৭—৪৭। তখন আমি ক্ষীরোদকে, ক্ষীরোদ! তুমি ধন্য, এই কথা বলায় সে বলিল আমি ধন্য নহি, যে বসুন্ধরাতে সপ্তসাগর বিদ্যমান, সেই বসুন্ধরা দেবীই ধন্যা। পরে বসুন্ধরাকে বলিলাম, বসুন্ধরে! তুমি ধন্যা; আমি এই কথা বলায় তিনি বলিলেন, আমি ধন্যা নহি; কৃষ্ণাংশসম্ভূত আমার আধার বিভু নাগরাজ অনন্তদেবই ধন্য, কারণ আমি তাঁহার সহস্রফণামণ্ডলের মধ্যে একমাত্র ফণার শূর্পে সর্ষপের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। অনন্তর অনন্তদেবা তুমি ধন্য, এই কথা বলায় তিনি বলিলেন; আমি ধন্য নহি, পবন দেবই ধন্য; কারণ তিনি আমায় সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। পরে পবনকে তুমি ধন্য, এই কথা বলিলে তিনি বলিলেন, আমি ধন্য নহি, ধন্য ভগবান্ ব্রহ্মা; কারণ তিনিই সমুদয় জগতের বিধাতা। তখন ব্রহ্ম-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বলিলাম, বিধাতঃ! তুমি ধন্য, তিনিও বলিলেন আমি ধন্য নহি, ধন্য দেব মহেশ্বর; কারণ তিনি যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু, সকলের আরাধ্য সকলের পূজ্য ও সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ; সেই প্রভু কালের কাল সকলের সংহর্ত্তা স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়। তখন আমি শম্ভুর নিকটে গিয়া শম্ভো! তুমি ধন্য, এই কথা কহিলে তিনি বলিলেন, আমি ধন্য নহি, যাঁহার সর্ব্বাগ্রে পূজা হইয়া থাকে ও যিনি জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু, সেই দেবপ্রবর দেব গণেশ্বরই ধন্য; সিদ্ধেন্দ্রগণ, সুরেন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, যোগীন্দ্রগণ ও যাবতীয় প্রাজ্ঞগণের মধ্যে গণেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ কেহই নাই, ইহা বেদে উক্ত আছে; যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা, তীর্থের মধ্যে পুষ্কর ও পুরীর মধ্যে কাশী, সেইরূপ দেবগণের মধ্যে গণেশই সর্ব্বপ্রধান। ৪৮—৫৭। পরে আমি গণপতিসন্নিধানে গিয়া বলিলাম, গণপতে! দেবগণের মধ্যে তুমিই ধন্য ও মান্য, তখন তিনি সহাস্যবদনে বলিলেন, মুনিবর আমি ধন্য নহি, বেদচতুষ্টয়ই ধন্য; যেহেতু বেদব্যবস্থানুসারেই সমুদয় কর্ম্মকাণ্ড হইতেছে; দেখুন যাহা বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম্ম ও বেদ-বিরুদ্ধাচরণেই অধর্ম্ম। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ, বেদব্যবস্থাতেই আমরা পূজ্য। বেদ হইতেই পুরাণাদি শাস্ত্র সকল সমুদ্ভূত হইয়াছে। অতএব বেদই যখন ধন্য, তখন মুনিবর! তুমি বেদচতুষ্টয়ের নিকটেই গমন কর। অনন্তর বেদনিকটে গিয়া বলিলাম বেদগণ! তোমরাই ধন্য ও মান্য। তখন বেদগণ কহিলেন আমরা ধন্য নহি, যজ্ঞসমূহই ধন্য; কারণ আমরা ব্যবস্থাকর্ত্তামাত্র, কিন্তু যজ্ঞনিচয় স্বয়ং ফল দান করিয়া থাকে। অতএব মহামুনে! যজ্ঞই ধন্য, তুমি তন্নিকটেই গমন কর। পরে আমি যজ্ঞনিকটে গমনপূর্ব্বক বলিলাম, যজ্ঞ সকল! তোমরাই ধন্য, তাহাতে তাঁহারা বলিলেন, মুনে! আমরা ধন্য নহি, শুভকর্ম্মই ধন্য। পরে আমি শুভকর্ম্মকে ধন্য বলায় তিনিও বলিলেন আমি ধন্য নহি, যিনি কর্ম্মসমূহের ফলদাতা, কর্ম্মের হেতু ও সকলের বিধানকর্ত্তা, অধিক কি যিনি বিধাতারও বিধাতা, সেই সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারক, পরমাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণই নিশ্চয় ধন্য ও মান্য। অনন্তর আমি ধর্ম্মালয়ে গমন করিলাম, কিন্তু সে স্থানে জগদীশ্বরকে না দেখিয়া সেই পরিপূর্ণতম প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য মথুরায় আগমন করিয়াছি; কিন্তু এস্থলে সমুদয় যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও শুভকর্ম্মের ফলদাতা যাবতীয় কারণের কারণ এবং ব্রহ্মাদিরও অগ্রগণ্য পরমাত্মা পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া কহিলাম, আপনি ধন্য; তাহাতে ভগবান্ উত্তর করিলেন, আমি দক্ষিণার সহিত যজ্ঞাদির ফলদাতা, সুতরাং ইহাই বলা হইল যে, আমি দক্ষিণা ভিন্ন ধন্য হইতে পারি না। কারণ যজ্ঞ অদক্ষিণ হইলে নিস্ফল হয়। মুনিগণ! এই ত সমুদয় কারণ কথিত হইল; এক্ষণে দক্ষিণার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। যথাসময়ে বিপ্রকে দক্ষিণা দান না করিলে, এক রাত্রি পরে তাহার দ্বিগুণ এক মাস গত হইলে শতগুণ ও দ্বিমাস অতীত হইলে, বিহিত দক্ষিণার সহস্র গুণ দান করিতে হয় এবং সংবৎসর অতীত হইলে দাতা নরকগামী হইয়া থাকে। সেই পাতকী সহস্র বর্ষ মূত্রকুণ্ড নরকে পতিত থাকিয়া পরে ব্যাধিযুক্ত চণ্ডাল হয়। যদি দাতা গ্রহীতাকে প্রাপ্য দান প্রদান বা গ্রহীতা দাতার নিকটে প্রাপ্য দান প্রার্থনা না করে, তাহা হইলে উভয়েই সহস্র বর্ষ নরকবাসী হইয়া থাকে। পরে সেই যজমান চাণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ চাণ্ডালের পুরোহিত হয় এবং সেই উভয় পাপীই নিজ কর্ম্মফলে ব্যাধিযুক্ত

হইয়া থাকে। সমুদয় দেবতা ও মুনিগণ সনৎকুমারের পূর্ব্বোক্ত বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া যুগপৎ হর্ষবিস্ময়ান্বিত হইলেন। নন্দও বিস্ময়যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রভাব ত্যাগ করিলেন। তখন তিনি শোকাকুলচিত্তে লজ্জাবিহীন হইয়া সেই সভামধ্যে রোদন করিতে লাগিলে পার্ব্বতী তাহাকে নন্দ! মোহ ত্যাগ কর, ইত্যাদি বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। নন্দ বলিলেন, দেবেশ! অমূল্যরত্ন বা মাণিক্য কু-বণিক্দিগের গৃহস্থিত হইলে, তাহারা যেমন তাহাতে বঞ্চিত হয়, প্রভো! সেইরূপ আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াও অজ্ঞানতানিবন্ধন বঞ্চিত হইয়াছি। ভগবন্! তুমি প্রকৃতি হইতে অতীত, আমি তোমার মহিমা কি জানিব? অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আর আমি গৃহে, গোকুলে ও যমুনাতটে গমন করিব না। গদাগ্রজ! তোমার ক্রীড়াভূমি, রাসমণ্ডল, বৃন্দাবন এবং যশোদা বা গোপিকাগণের নিকটে আর আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আর গিয়াই বা যশোদা, কল্যাণময়ী রাধিকা ও প্রেমাধার বালবৃন্দকে কি বলিব বল? নারদ! নন্দ এই বলিয়া সেই সভামধ্যে মূর্চ্ছাপন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ৫৮—৮২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে তাত! চৈতন্যাবলম্বন করুন। এই সচরাচর সমুদয় জগৎই জলবুদ্বুদবৎ বিনশ্বর। মহাভাগ! মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপা পরমা পরাৎপরা মায়াদেবীকে স্তব কর; সেই মহাভাগা সনাতনী বিষ্ণুমায়া মুক্তিদায়িনী ও সর্ব্বমোহবিনাশিনী। ত্রিপুরাসুরের সংহারসময়ে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে শঙ্কর ভীত হইয়া মহামায়ার যে স্তোত্রবলে, ত্রিপুরাসুরকে বিনষ্ট করেন, হে নন্দ! আমি এই সভামধ্যে তোমাকে সর্ব্বমোহ-নিকৃন্তন, সর্ব্ববাঞ্ছাপ্রদ সেই স্তোত্ররাজ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। নন্দ বলিলেন, হে জগৎপ্রভো! হে ভক্তবৎসল! তুমি গুণাতীত পরাৎপর ও বেদসমুদয়ের জনক; অতএব মানবগণের সমুদয় বিঘ্নের বিনাশ, দুঃখের শান্তি, অভিলষিতের সিদ্ধি এবং বিভূতি ও যশোলাভের নিমিত্ত দুর্গতিনাশিনী জগন্মাতা মহাদেবীর সুদুর্লভ গোপনীয় পরম এক স্তোত্র আমাকে প্রদান কর, আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত ও বিনীত। ভগবান্ বলিলেন, বৈশ্যেন্দ্র! আমি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থ মোহপাশচ্ছেদক পরমাদ্ভুত স্তোত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে শঙ্কর রণস্থলে শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নারায়ণের উপদেশানুসারে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ঐ স্তোত্র পাঠ করেন। ভগবান্ নারায়ণ শঙ্করকে শত্রুগ্রস্ত দেখিয়া ব্রহ্মাকে বলিলে, ব্রহ্মা আগমনপূর্ব্বক রণস্থলে রথোপরি পতিত শঙ্করকে বলিলেন, শঙ্কর! তুমি স্বীয় শান্তির নিমিত্ত দুর্গতিনাশিনী ব্রহ্মস্বরূপিণী সেই আদ্যা মূল প্রকৃতি দুর্গাকে স্মরণ কর। সুরেশ্বর! আমি হরিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমাকে ঐ কথা বলিতেছি, ফলতঃ শক্তিসহায় বিনা কেহ কাহাকে জয় করিতে সমর্থ হয় না। তখন শঙ্কর, ব্রহ্মার বাক্যশ্রবণে প্রাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া ভক্তিবিনতকন্ধরে দুর্গাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্নানান্তে পাদপ্রক্ষালন ও ধৌত বসনযুগল পরিধানপূর্ব্বক কুশহস্তে আচমন করিলেন; পরে পবিত্রভাবে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ১—১৪। মহাদেব বলিয়াছিলেন, হে দুর্গতিনাশিনি দুর্গে! হে কৃপাময়ি মহাদেবি! আমি তোমার ভক্ত ও অনুরক্ত, আমি শত্রুগ্রস্ত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর। হে বিষ্ণুমায়ে! হে মহাভাগে! হে নারায়ণি! হে সনাতনি। হে ব্রহ্মস্বরূপে! হে পরমে! হে নিত্যানন্দস্বরূপিণি! হে জগদম্বিকে! তুমি ব্রহ্মাদিদেবগণের অম্বিকা; তুমি সগুণ হইলে সাকারা ও নির্গুণ হইলে নিরাকারা। হে সনাতনি! স্বয়ং তুমিই নিজ মায়াবলে পুরুষ ও তুমিই মায়াবলে প্রকৃতি এবং তুমিই সেই প্রকৃতি-পুরুষ হইতে অতীত ব্রহ্মরূপ ধারণ করিতেছ। তুমিই বেদজননী পরাৎপরা সাবিত্রী, তুমি সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী মহালক্ষ্মীরূপে বৈকুণ্ঠে এবং অনন্তশয্যাশায়ী ভগবান্ নারায়ণের কামিনী মর্ত্ত্যলক্ষ্মীরূপে ক্ষীরোদে বিরাজ করিতেছ। তুমি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, ভূতলে রাজলক্ষ্মী, পাতালে নাগাদিলক্ষ্মী ও গৃহীদিগের গৃহে গৃহদেবতা। দেবি! তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্বরূপা ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিধায়িনী এবং তুমিই ব্রহ্মার বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। তুমি স্বয়ং গোলোকে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতেছ। তুমি গোলোকের অধিষ্ঠাত্রী, বৃন্দাবনের বৃন্দা ও রাসমণ্ডলে বৃন্দাবনবিনোদিনী। তুমি শতশৃঙ্গাচলের অধিদেবী; তোমারই নাম চন্দ্রা-বলী এবং তুমিই কোন কল্পে দক্ষকন্যা ও কোন কল্পে

শৈলসুতা ; তুমিই দেবমাতা অদিতি ; তুমিই সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ; তুমিই গঙ্গা ; তুমিই তুলসী ; তুমিই স্বাহা ও তুমিই স্বধা সতী ; আর তুমিই নিজ অংশের অংশকলায় সমুদয় দেবাদির যোষিৎরূপে বিরাজমানা। ফলতঃ দেবি ! তুমিই স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকস্বরূপ। তুমি বৃক্ষের বীজরূপা, সৃষ্টির অঙ্কুররূপিণী, বহ্নির দাহিকাশক্তি ও জলের শৈত্যস্বরূপিণী, তুমিই নিরন্তর তেজঃস্বরূপিণী প্রভারূপে সূর্য্যে, এবং শোভারূপে চন্দ্রে ও পদ্মসমূহে বিরাজ করিতেছ।১৫—২৯। তুমিই সৃষ্টিতে সৃষ্টিরূপা, পালনে পরিপালিকা এবং তুমিই সংহারে মহামারী ও জলে জলরূপিণী ; অধিক কি তুমিই সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ও সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী। বেদচতুষ্টয় যখন তোমার তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থ, তখন কেহই তোমাকে যথার্থরূপে অবগত নহে। সুরেশ্বরি ! সহস্রবদন অনন্তদেব ও বেদচতুষ্টয়ই যখন তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ নন, তখন আর কোন্ বিদ্বান্ তোমাকে স্তব করিবে? অধিক কি, স্বয়ং সরস্বতী, বিধাতা এবং সনাতন বিষ্ণুও তোমার স্তবে অশক্ত ; অতএব মহেশ্বরি ! রণগ্রস্ত আমি, তোমাকে কি প্রকারে স্তব করিব? মহামায়ে ! নিজগুণে কৃপা করিয়া আমার শত্রুক্ষয় কর। শঙ্কর করুণভাবে এইরূপ স্তব করিয়া সেই রণস্থলে রথোপরি পতিত হইলে, কোটিসূর্য্যতুল্য প্রভাশালিনী সেই দুর্গা, কৃপান্বিত পরমাত্মা নারায়ণকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া মঙ্গল ও জয়ের নিমিত্ত শীঘ্র শিবসম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। পরে সেই মহাদেবী "মহাশক্তিতে অসুরকে বিনাশ কর" এই কথা বলিয়া বলিলেন ;— শঙ্কর ! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি দেবগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমি জয় দান করিতেছি। মহাদেব বলিলেন, হে ঈশ্বরি ! এই দৈত্যবর বিনষ্ট হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা ; অতএব হে পরমাদ্যে সনাতনি দুর্গে ! এই বাঞ্ছিত বরই আমাকে প্রদান করুন। ভগবতী বলিলেন, হে মহাভাগ ! হে জগদ্‌গুরো ! তুমি হরিকে স্মরণ করিয়া ত্রিপুরাসুরকে জয় কর ; সেই জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ পরমেশ্বরই স্বয়ং জগতের বিধানকর্ত্তা। ভগবতী এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু বৃষরূপ ধারণপূর্ব্বক মস্তকদ্বারা শূলপাণির রথ ধারণ করিলেন। ৩০—৩৯। ঐ রথের চক্র ঊর্দ্ধভাগে ও অগ্রভাগ অধোমুখে অবস্থিত ছিল, তাহা যথোপযুক্তরূপে স্থাপন করিয়া, শঙ্করকে মন্ত্রপূত অস্ত্র দান করিলেন ; পরে সেই রথ উত্তোলন করিয়া রাখিলেন। তখন মহাদেব, শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক বিষ্ণু ও সুরেশ্বরীকে ধ্যান করিয়া ত্রিপুরাসুরদেহে শস্ত্র ক্ষেপ করিলে, সেই দৈত্য গতাসু হইয়া মহীতলে নিপতিত হইল। সেই সময়ে দেবগণ শঙ্করকে স্তব ও পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে দুর্গা তাঁহাকে শূল ও বিষ্ণু পিনাক দান করিলেন এবং ব্রহ্মা শুভাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ; আর মুনিগণ আনন্দিত হইলেন ; সমুদয় দেবগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন ও গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ গীতারম্ভ করিল। হে তাত ! এই আমি তোমার নিকট শত্রুসংহার কারণ বিঘ্নবিনাশক অত্যুত্তম স্তবরাজ কীর্ত্তন করিলাম। ঐ স্তবে পরম ঐশ্বর্য্য, সুখ, শুভ, অধিক কি হরিভক্তি ও নির্ব্বাণ মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হয় ; তাহাতে সন্দেহ নাই। উহার প্রভাবে গোলোকে বাস ও হরিদাস্য প্রাপ্ত হওয়া যায় ; আর লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কর্ম্মমূল সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। উহা মানবগণের বলবুদ্ধিকর, জন্মমৃত্যু বিনাশক এবং ধন, পুত্র, প্রিয়া, ভূমি ও সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা, শোকদুঃখাপহারক, সর্ব্বসিদ্ধি প্রদ। ঐ স্তোত্ররাজপাঠ করিলে মহাবন্ধ্যা ও পুত্রবতী হইয়া থাকে এবং বদ্ধ বন্ধন হইতে, ভীত ভয় হইতে ও রোগী রোগ হইতে নিশ্চয় মুক্ত হয়, আর দরিদ্র ব্যক্তিও ধনী হইতে পারে। ৪০—৪৯। হে বৈশ্যেন্দ্র ! মানব, দাবাগ্নিমধ্যে পতিত, পোতভঙ্গহেতু মহার্ণবে নিমগ্ন এবং দস্যুগ্রস্ত, রিপুগ্রস্ত ও হিংস্রজন্তু কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও এই স্তোত্রপ্রভাবে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে। ব্রজরাজ ! যেমন তৈজসের মধ্যে রত্ন, আশ্রমীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, নদীরমধ্যে গঙ্গা, মন্ত্রের মধ্যে প্রণব, সর্ব্বপত্রমধ্যে তুলসী, আধারের মধ্যে বসুন্ধরা, পুষ্পের মধ্যে পারিজাত, কাষ্ঠের মধ্যে চন্দন, তপস্যার মধ্যে বিষ্ণুপূজা, ব্রতের মধ্যে একাদশী ; জ্ঞানীর মধ্যে শম্ভু, সিদ্ধের মধ্যে গণেশ, দেবতার মধ্যে বিষ্ণু, শাস্ত্রের মধে বেদ, দেবীর মধ্যে দুর্গা, শান্তার মধ্যে কমলা, বিদ্বজ্জনের মধ্যে সরস্বতী ও সুন্দরীর মধ্যে রাধিকা, সেইরূপ জাবতীয় স্তোত্রের মধ্যে এই স্তোত্রই শ্রেষ্ঠতম, ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন স্তোত্রই নাই। পূর্ব্বে সূর্য্যপর্ব্বদিনে পুষ্করতীর্থে এই স্তোত্র আমি ব্রহ্মাকে দান করি। পরে আবার এই বিপদ্‌বিনাশন স্তোত্র দৈত্যগ্রস্ত ভীত শঙ্করকে মদাজ্ঞায় ব্রহ্মা প্রদান করেন ; অনন্তর শঙ্কর উহা সনকাদি ঋষিগণ ও দুর্ব্বাসাকে প্রদান করেন ; পরে ভগবান্ সনৎকুমার কৃপাবশতঃ গৌতমকে, গৌতম পুলহকে, পুলহ পুলস্ত্যকে, পুলস্ত্য অঙ্গিরাকে

এবং চন্দ্রসূর্য্যকে সানন্দে অর্পণ করেন; তৎপরে সূর্য্য যমকে ও যম চিত্রগুপ্তকে কৃপা করিয়া দান করিয়াছেন। পিতঃ! তুমি গোলোক-গমনার্থ প্রতিদিন এই স্তোত্র পাঠ করিও। বিভো! এক্ষণে একবার সাক্ষাৎ পার্ব্বতীকে এই স্তোত্রে স্তব কর। ইহা যে কোন ব্যক্তিকে দান করিও না ও পাপীর নিকটে গোপন করিবে। নারায়ণ-ভক্ত, শান্ত-স্বভাব, বিদ্বান্ এবং সর্ব্বজ্ঞবিপ্রকে ইহা সযত্নে প্রদান করা কর্ত্তব্য- কিন্তু বৃষবাহক, বৃষলীপতি, শূদ্রের সূপকার ও শূদ্রের শ্রাদ্ধান্নভোজী বিপ্র, বিশেষতঃ কন্যাবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে কখনই দান করিবে না। ৫০—৬৩। মানব, এই স্তোত্র শতলক্ষবার জপ করিলে, সিদ্ধস্তোত্র হইয়া থাকে এবং স্তোত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। সিদ্ধস্তোত্র ব্যক্তি অগ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, ভূস্তম্ভ ও মনঃস্তম্ভাদি সাধন করিয়া থাকে। সহস্র অশ্বমেধ, পৃথিবী প্রদক্ষিণ ও সর্ব্বতীর্থে স্নান অপেক্ষা এই স্তোত্র পাঠে অধিক পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। হে তাত! আমার প্রাণতুল্য এই স্তোত্র আমি প্রদান করিলাম, এক্ষণে একবার এই সভামধ্যে পার্ব্বতীর স্তব কর। বিপ্রবর! শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে, নন্দ সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী পার্ব্বতীকে এই স্তোত্রে স্তব করিলে, পার্ব্বতী তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলেন। মুনে! তিনি নন্দকে অভীপ্সিত গোলোকবাস, বেদদুর্লভ পরম জ্ঞান, গোকুলে রাজেন্দ্রত্ব এবং সুদুর্লভ হরিভক্তি, হরিদাস্য, মহত্ত্ব ও সর্ব্বসিদ্ধিরূপ বর দানপূর্ব্বক সম্ভাষণানন্তর শম্ভুর সহিত গমন করিলেন এবং দেবগণ ও মুনিগণ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থিত হইলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে কহিলেন, নন্দরাজ! দুর্লভ প্রবোধনে তোমার ত মোহ বিগত হইয়াছে, এক্ষণে প্রহৃষ্ট হইয়া সত্বর ব্রজধামে গমন কর। ৬৪—৭১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে নন্দ! হে ব্রজরাজ! এক্ষণে ব্রজধামে গৃহে গমন কর, তোমার কোন তত্ত্বই অজ্ঞাত রহিল না এবং মুনিগণ ও দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তুমি ধর্ম্মজনক উপাখ্যান সকল শ্রবণ করিয়াছ, এবং যাহাদ্বারা ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, তোমার নিকটে সেই সুদুর্লভ দুর্গার স্তোত্ররাজও কথিত হইল। পিতঃ! আমি তোমার গৃহে পরম হর্ষে ও সুখে অবস্থান করিয়াছি, তৎকালে বাল্যভাবপ্রযুক্ত যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিবে। তাত! রাজভবনে পিতা-মাতার নিকটে যে সুখলাভ না হইয়াছে, আপনার নিকটে অবস্থান করিয়া আমি সেই পরম সুখ লাভ করিয়াছি, অধিক কি স্বর্গেও তাহা সুদুর্লভ। আমার যথোচিত বিনয়পূর্ণ প্রিয় সম্ভাষণ এবং বহুতর পরিহার, জননী যশোদা, গোপিকাগণ ও যে সকল বন্ধুবর্গের সহিত সতত অবস্থান করিয়াছি, সেই সকল গোপবালকদিগের নিকটে, আর বিশেষ রাধিকার নিকটে বিজ্ঞাপন করিবেন। তাত! আপনি ঐহিক সুখ সম্ভোগ করিয়া পরিণামে যশোদা, রোহিণী, গোপগোপিকাগণ, গোপবালকগণ, বৃষভানু রাধিকার মাতা কলাবতী ও রাধিকার সহিত গোলোকে গমন করিবেন। পিতঃ! তোমাদিগের গমন-কালে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত হীরাহারপরিষ্কৃত শত লক্ষ রথ গোলোক হইতে উপস্থিত হইবে; ঐসকল রথ মণি, মাণিক্য ও মুক্তা-মালায় বিভূষিত এবং বহ্নিবিশুদ্ধ পীতবর্ণ সুরম্য বস্ত্রসমূহে সমাচ্ছাদিত। ১—১০। ঐ রথনিচয়ের চতুর্দ্দিকে শেতচামরধারী সুন্দরকায় আমার পার্ষদপ্রবরগণ দণ্ডায়মান এবং স্থানে স্থানে রমণীয় উৎকৃষ্ট রত্নদর্পণ সকল বিরাজমান; আপনি পার্থিব দেহ ত্যাগ ও দিব্য দেহ ধারণপূর্ব্বক গেপ-গোপিকাগণে পরিবেষ্টিত ঐ রথে আরোহণ করিয়া নিশ্চয় পরমানন্দে গোলোকধামে গমন করিবেন। অযোনিসম্ভবা রাধামাতা কলাবতী মেনা, নিত্য-দেহে নিশ্চয় সেই রথে গোলোকগামিনী হইবেন। পিতৃগণের মানসী কন্যা ঐ মেনা কলাবতী এবং সীতামাতা ও দুর্গামাতা মেনকা ধন্যা। দুর্গা, তারা ও সুন্দরী সীতা ইহাঁরা ও কলাবতী মেনা যথার্থই ধন্যবাদের পাত্রী। তাত! সুদুর্লভ গোপনীয় তত্ত্ব সকল কথিত হইল এবং আমি ও দুর্গা উভয়েই আপনাকে বর প্রদান করিয়াছি। কৃষ্ণ-ভক্ত ব্রজরাজ নন্দ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে, পুনরায় সেই ভক্তবৎসল জগন্নাথকে বলিলেন, প্রভো! চারিযুগের যে যে সনাতন ধর্ম্ম, তাহা আমার নিকটে বিস্তার করিয়া ক্রমে বর্ণন কর এবং কলিশেষে যে যে গুণ, দোষ, উপস্থিত হইবে, আর পৃথিবী, ধর্ম্ম ও প্রাণিগণেরই বা কি গতি হইবে। তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর। কমললোচন কৃষ্ণ, নন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমধুর বিচিত্র কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১১—২০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন, নন্দ! পুরাণসমূহে যে সুমধুর কথা পরিস্ফুত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমি সানন্দে বলিতেছি শ্রবণ কর। সত্যযুগে ধর্ম্ম পরিপূর্ণতম, মানব সকল ধার্ম্মিক এবং সত্য ও দয়া পূর্ণভাবে অবস্থিত থাকে। ঐ সময় সমুদয় বেদ-বেদাঙ্গ, বিবিধ ইতিহাস, সংহিতা, সুরম্য পুরাণ সকল, পঞ্চরাত্র গ্রন্থ এবং কল্যাণকর মনোহর ধর্ম্মতত্ত্বকথার অতিশয় প্রচার থাকে। সমুদয় বিপ্র সত্যযুগে বেদবিৎ পুণ্যবান্ ও তপস্বী, তাঁহারা নিরন্তর নারায়ণ-ধ্যান ও নারায়ণ-মন্ত্রজপে নিরত থাকেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ই বৈষ্ণব হয় এবং সত্যধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের দাসত্বে নিযুক্ত থাকে। তৎকালে সমুদয় ভূপতিগণ ধার্ম্মিক ও প্রজাপালন-তৎপর এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে ষোড়শাংশ কর গ্রহণ করিয়া থাকে। সত্যে ব্রাহ্মণগণ করশূন্য ও স্বচ্ছন্দগামী, আর বসুন্ধরা সতত শস্য ও রত্নসমূহে পরিপূর্ণা থাকেন। তৎকালে শিষ্যগণ গুরুভক্ত, পুত্রগণ পিতৃভক্ত এবং যোষিদ্‌গণ পতিভক্তা ও পাতিব্রত্যপরায়ণা হইয়া থাকে। ১—৯। সমুদয় ব্যক্তিই ঋতুকালে ভার্য্যা সম্ভোগ করে এবং কেহই স্ত্রীলুব্ধ বা লম্পট হয় না। তৎকালে দস্যু বা চৌর্য্য-ভয় থাকে না, আর কেহই পরদারে আসক্ত হয় না। সমুদয় বৃক্ষ ফলপূর্ণ, ধেনু সকল অতিশয় দুগ্ধবতী এবং লোক সমুদয় বলবান্, দীর্ঘকায় ও সৌন্দর্য্যযুক্ত হয়। অধিক কি, কোন কোন পুণ্যবান্ চিরদিন অরোগী হইয়া লক্ষবর্ষ জীবিত থাকেন। আর বিপ্রগণ যেমন বিষ্ণুভক্ত, অপর বর্ণত্রয়ও সেইরূপ বিষ্ণুভক্ত ও বিপ্রসেবী হয়। নদ, নদী ও কন্দরস কল নিরন্তর জলপূর্ণ থাকে এবং চতুর্ব্বর্ণ ই তীর্থপূত ও দ্বিজাতিগণ তপঃ-পূত হইয়া থাকেন। তৎকালে নিখিল ব্যক্তিরই মন পবিত্র এবং জগৎ খলবিহীন সৎকীর্ত্তিপূর্ণ, যশোযুক্ত ও মঙ্গলান্বিত ঐ সত্য যুগে প্রতি গৃহে পর্ব্বকালে পিতৃগণ, তিথিকালে দেবতাগণ ও সর্ব্বকালে অতিথিগণ পূজিত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ই বিপ্রভক্ত ও বিপ্রগণকে ভোজন করাইতে নিয়ত উৎসুক, কারণ ব্রাহ্মণগণের মুখ অকণ্টক উর্ব্বরা ক্ষেত্রস্বরূপ অর্থাৎ তাহা হইতেই সমুদয় বাঞ্ছিত ফল সমুৎপন্ন হয় এবং তৎকালে সমুদয় লোকেই হরি সংকীর্ত্তন ও হরিমহোৎসবে নিতান্ত আহ্লাদিত হয়। ১০—১৬। সেই সত্যযুগে, নারায়ণের নাম-কীর্ত্তনে ও তাঁহার উৎসবে সকলেই হর্ষযুক্ত হয়; দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের কেহই নিন্দাবাদ করে না; সকলেই আত্মশ্লাঘা পরিত্যাগ করত পরগুণানুবাদে রত হয়; কাহারও সহিত কাহারও বিরুদ্ধাচার থাকে না, সকলেই সকলের হিতসাধনে রত হয়; স্ত্রী কি পুরুষ কেহই মূর্খ থাকে না; সকলেই পণ্ডিত হইয়া থাকে। সেই সত্যকালে কেহই দুঃখী থাকে না; সকলেরই মন্দির রত্নময় হইয়া থাকে। সকলের গৃহই মণি মাণিক্য মুক্তা ও স্বর্ণসমূহে পরিপূর্ণ হয়; তখন ভিক্ষুক কি রোগার্ত্ত কেহই থাকে না। সকলেই শোকবিহীন হইয়া সর্ব্বদা আনন্দিত হয়; স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও বসনভূষণের অপ্রতুল হয় না। তখন কেহই ধূর্ত্ত, কি কোপশীল; কি ক্ষুধার্ত্ত ও কুৎসিত হয় না; সকল প্রাণীই জরাবিহীন হইয়া স্থির-যৌবনশালী হয়। সকলেই নির্ব্বিকার হয়; কাহারও মনঃপীড়া ও অন্যান্য পীড়াদি কিছুই থাকে না। সত্যযুগে সত্য, ধর্ম্ম; অধিক দয়া প্রভৃতির বিষয় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ত্রেতাতে একপাদহীন ও দ্বাপরে তাহার অর্দ্ধপাদবিহীন হইয়া থাকে; কলির প্রথমভাগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং অতি ক্ষীণবল হইতে থাকে। হে ব্রজরাজ! তখনি দুষ্ট, দস্যু, চৌর প্রভৃতির অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে থাকে। কেহ কেহ ভয়ে সংগুপ্তভাবে অধর্ম্মচারী হয়; পুংশ্চলীগণ ভয়ে গুপ্তভাবে অধর্ম্মচারিণী হয় ও পরদার পরায়ণ ব্যক্তিরাও ভয়ে ভয়ে সংগোপনে অধর্ম্মাচরণ করে; ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের ভয়ে অধার্ম্মিকগণ নিয়ত ভীত থাকে; ভূপতিগণ পরিমাণে অল্প ধর্ম্মপরায়ণ হয় ও অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ হয় এবং বহুসংখ্যকের মধ্যে কেহ কেহ ব্রত-ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ হয় আর প্রায়শই লোক স্বচ্ছন্দগামী হইয়া থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত তীর্থসকল, বিষ্ণু, গ্রাম্যদেবতা, শাস্ত্রসকল ও দেবপূজা বিদ্যমান থাকিবে, সেই কাল পর্য্যন্ত কিছু তপস্যা কিয়ৎ পরিমাণ সত্য, কিছু ধর্ম্ম ও কিয়ৎপরিমাণে স্বর্গপ্রাপ্তিও বিদ্যমান থাকে। ১৭—২৮। হে তাত! দোষের আকর কলিকালের কেবল মাত্র একটি মহৎ গুণ; তখন মানসিক দুষ্কৃত উৎপন্ন হয় না, কিন্তু সুকৃত ও পুণ্য মানসিক ব্যাপারেই উৎপন্ন হইবে। হে তাত! তীর্থ সমুদয় বিগত হইলে ধর্ম্মাংশও নষ্ট হইবে; অমাবস্যাতে চন্দ্রকলা যেরূপ ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ ধর্ম্মও কলারূপে সেই কলিশেষে অবস্থান করে। নন্দ বলিলেন, হে বৎস! এই সমস্ত তীর্থ কতদিন থাকে,

পিতঃ! গ্রাম্যদেবতা ও শাস্ত্রসমূহ কতদিন থাকে; তাহা বর্ণন কর। ভগবান্ বলিলেন, পিতঃ। কলির দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীহরি পৃথিবীতলে অবস্থান করেন। ততদিনই দেব-প্রতিমা-পূজা, শাস্ত্র ও পুরাণাদি বিদ্যমান থাকে, তাহার অর্দ্ধ সময় গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ পৃথিবীতে থাকেন, তাহার অর্দ্ধ সময় গ্রাম্যদেবতাও পণ্ডিতগণের বেদ অবস্থিতি করে। হে পিতঃ! তৎপরে কলির অন্তিম কালে অধর্ম্ম পরিপূর্ণ হয়; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিজাতি একজাতিরূপে পরিণত হয়; বিবাহ মন্ত্রপূত হয় না এবং সত্য ও ক্ষমা থাকে না, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞোপবীত ও তিলক ধারণ পরিত্যাগ করে; বিপ্রবংশীয় ব্যক্তিগণ সন্ধ্যাবিহীন ও বেদালোচনাবিহীন হয়; সকল বর্ণের সহিত সকল বর্ণই ভোজন করে; তাহাতে কোন নিয়ম থাকে না; চতুর্ব্বিধ বর্ণই লম্পট হইয়া অভক্ষ্য-ভক্ষণে চঞ্চল হয়; নারীগণের প্রায়ই সতীত্ব থাকে না; গৃহে গৃহে পুংশ্চলীপূর্ণ হয়; তাহাদের ভয়ে স্বামী ভৃত্যতুল্য কম্পিতকলেবর হইলেও তথাপি তাহাকে নিয়ত তর্জ্জন গর্জ্জন করে। ২৯—৩৭। হে পিতঃ! স্ত্রীগণ ক্ষুধায় প্রপীড়িত স্বামীকে উৎকৃষ্ট আহার প্রদান না করিয়া উপপতিকে মিষ্টান্ন, তাম্বূল চন্দন প্রভৃতি সানন্দে প্রদান করে। কলিতে পুত্র পিতাকে ও শিষ্য গুরুকে ভর্ৎসনা করে; প্রজাগণ ভূপালকে উৎপীড়ন করে; ভূপালগণও প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করে; শিষ্ট ব্যক্তিরা দস্যু, তস্কর, দুষ্ট মানবগণের যন্ত্রণায় নিতান্ত পীড়িত হন; প্রজাগণ করভারে পীড়িত হইয়া মনের খেদে বনবাস গ্রহণ করে এবং বসুন্ধরা শস্যহীনা গাভী সকল ক্ষীরহীনা হয়; দুগ্ধের অল্পতাবশতঃ ঘৃত ও নবনীত প্রভৃতি দুর্লভ হইয়া উঠে; লোক সকল সত্যকথাবিহীন হইয়া সর্ব্বদা মিথ্যা কথা ব্যবহার করে; ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাশৌচাদিবিহীন হইয়া বৃষবাহনে ইতস্ততঃ গমনাগমন করে এবং শূদ্রজাতির পাচকতাকার্য্যে নিযুক্ত হয়; শূদ্রশব-দাহে তাহাদের অভিরুচি ও শূদ্রস্ত্রী-গমনে নিয়ত প্রবৃত্তি হয়, শূদ্রগণও বিপ্রপত্নীতে নিয়ত রত হয়। শূদ্র-পরিচারকগণ যে ব্রাহ্মণের অন্নে প্রতিপালিত হইবে, তাঁহার স্ত্রী মাতা হইতে ও পূজনীয়া, তথাপি সেই লম্পট পরিচারকগণ সেই বিপ্রপত্নীকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কলি-প্রভাবে ভৃত্যগণ রাজাকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হয় এবং রমণীরা স্বীয় স্বামীকে বিনাশ করিয়া উপপতির সেবাপরায়ণা হয়। পুত্র পিতাকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং ভূপতি হয় এবং রাজগণ ধর্ম্মনির্ম্মিত ম্লেচ্ছ যবনাচারে প্রবৃত্ত হইয়া সাধুগণের সৎকীর্ত্তি বিলোপ করিতে যত্নবান্ হয়। সকল লোক স্বেচ্ছাচারী হইয়া লিঙ্গপরায়ণ ও উদরপরায়ণ হয় ও সকলেই ব্যাধির দ্বারা অভিভূত কুৎসিত ও সুন্দর পরিচ্ছদপ্রভৃতি বিহীন হয়। মনুষ্য অসম্পূর্ণ মন্ত্র-গ্রহণ করে; গুরুগণ হীনজাতি, বয়ঃকনিষ্ঠ বেদাদিনিন্দক এবং মিথ্যা মন্ত্রপ্রচারক হয়। সেই কলিকালে দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি, গুরু ও পিতামাতার পূজা বিলুপ্ত হইয়া কেবল সহধর্ম্মিণীই নিয়ত পূজিতা হয়; কেবল স্ত্রীর বন্ধুবান্ধব ও স্ত্রীরই গৌরব সর্ব্বদা থাকে। যুগধর্ম্মক্রমে সৎকুলজাত ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মস্ব ও দেবস্ব হরণ করে এবং লোভবশতঃ কৌতুকে নরহত্যা করে; তাহাতে অণুমাত্রও কুপিত হয় না। ৩৮—৫০। পিতঃ! দোষাকর কলিযুগপ্রভাবে সমস্ত জগৎ দেবগৃহবিহীন, অরাজকতা ও দুর্নীতিপূর্ণ হইয়া অত্যন্ত ভয়াকুল হয়; লোকসকল ক্ষুধাপীড়িত, কুৎসিতবেশধারী, দরিদ্র ও ব্যাধিযুক্ত হয়; রাজেন্দ্রগণ কেবল কপর্দ্দক ও ঘটাধ্যক্ষ হয়; লোক সকল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপরিমিত ও বৃক্ষ সকল শাকসম হয়; তখন তাল, নারীকেল ও পনস- বৃক্ষের ফলসকল সর্ষপের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র হয়; কিন্তু তাহার পরে আরও ক্ষুদ্রতর হয়, গৃহসকল, জলপাত্র, ভোজনপাত্র শস্য ও বস্ত্রবিহীন হইয়া অপরিষ্কারের একশেষ হয় এবং সমস্ত গৃহ দুর্গন্ধময় ও দীপশিখা-বিহীন হইয়া অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়; সমস্ত লোক পাপাক্রান্ত হইয়া হিংস্রজন্তুভয়ে আকুল হয়; ব্যাভিচারিণী-স্ত্রী ও পুরুষগণ সকলেই কলহপরায়ণ হইয়া উঠে, তখন কামিনীগণ রূপবিহীন ও পুরুষগণ বিরূপ হয়। কলিযুগে নদ, নদী, কন্দর, সরোবর, তড়াগ সকল জল-পদ্মবিহীন ও কুম্ভ বারিবিহীন হইয়া উঠে; নারীগণ গর্ভে অপত্য ধারণ করিতে পারে না। সর্ব্বদা কামবশে জারসংযোগে উন্মত্তা হয়। সকল লোক অশ্বত্থ বৃক্ষ ছেদন করে; বসুন্ধরা বৃক্ষশূন্যা হয় এবং বৃক্ষ ফলবিহীন ও শাখাস্কন্ধবিহীন হয়; ফল, অন্ন ও জল, ইহাতে স্বাদুতা থাকিবে না। মানবগণ সর্ব্বদা কটুভাষী নির্দ্দয় ও ধর্ম্মশূন্য হয়। হে ব্রজেশ্বর! তাহার পর বহুবৃষ্টিতে দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হইয়া আতপতাপে মানব ও সমস্ত জন্তু বিনাশ করিয়া থাকেন; তখন পৃথিবী কথামাত্রে পর্য্যবসিত হয়; এইরূপে কলির অবসান হইলে, ক্রমে পুনর্ব্বার সত্য প্রবিষ্ট হয়। হে তাত! আমি আপনার দুগ্ধপোষ্য বালক আমার যথাসাধ্য চারিযুগের বিষয় বর্ণন করিলাম, আর কি বলিব? এখন আপনি সুখে ব্রজধামে গমন করুন। নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, পরিষ্কৃত

দধি, তক্র, শুভকর্ম্মযোগ্য স্বস্তিক সুধাসদৃশ মিষ্টান্ন ও পিতৃলোক এবং দেবোদ্দেশে প্রস্তুত যাহা কিছু মিষ্টদ্রব্য-সমস্তই আমি রোদনবলের আশ্রয়ে ভোজন করিয়াছি; কারণ বালকদিগের রোদনই বল। অতএব তাত! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন; আমি বালক, আমার পদে পদে দোষ; আপনি আমার পিতা ও যশোদা আমার জননী; আমি আপনাদের স্নেহময় পুত্র; জননী যশোদা ও রোহিণীকে আমার দোষ মার্জ্জনা করিতে বলিবেন। আপনি এই বালকমুখে যাহা শ্রুত হইলেন এবং আমি যে, তৎসমস্ত গোকুলবাসীদের নিকটে বলিবেন। ৫১—৬৮। কাল বন্ধুগণের সহিত বন্ধুগণের মিলন করে, আবার কালই তাহার বিরোধী বিচ্ছেদ জন্মায় এবং কালানুসারেই সকলের প্রীতিও জন্মিয়া থাকে। কাল সৃষ্টি করে, কাল প্রতিপালন করে এবং কালক্রমে আনন্দ জন্মে ও কালবশে সমস্ত প্রজাক্ষয় হইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক জরা, মৃত্যু ও জন্ম প্রভৃতি সমস্তই কর্ম্মানুরোধে কালই বিধান করে। হে তাত! এ সমস্তই কালকৃত, অতএব ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইবেন না। এক্ষণে ব্রজধামে গমন করুন, দেখুন কালের কিরূপ গতি;—কোথায় আপনি গোকুলে বৈশ্যাধিপতি গোপেশ্বর নন্দ, আর কোথায় আমি মথুরাতে বসুদেবের তনয়; পিতা কংসভয়ে আমাকে আপনার গৃহে যশোদাসমীপে সমর্পণ করেন, সেই জন্য আপনি পিতা হইতেও অধিকতর মাননীয় পিতা। যশোদা আমার জননী হইতেও অধিকতর স্নেহময়ী জননী। হে ব্রজপতে! আপনাকে আমি যে জ্ঞান প্রদান করিলাম ও পার্ব্বতী যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, সেই জ্ঞানবলে মোহ পরিত্যাগ করুন। হে তাত! এক্ষণে সুখে গমন করুন। নন্দ বলিলেন, বৎস কৃষ্ণ! সেই বৃন্দাবন, রমণীয় মহোৎসব, সেই, গোকুল, সেই ধেনুসমূহ, সেই সুন্দর যমুনাতট একবার স্মরণ কর। হে বৎস! রমণীগণের সুরম্য ও তোমার প্রিয় রাসমণ্ডল, সেই গোপিনী ও গোপবালকগণ; তোমার জননী যশোদা ও রোহিণী এবং প্রাণাধিকা রাধিকাকে স্মরণ হয় কি? বৎস কৃষ্ণ! আমি বলিতেছি, তুমি অল্পকালের জন্য একবার গোকুলে গমন কর। নন্দ এই কথা বলিয়া কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিলেন। তখন অবিরত তাঁহার শোকবেগে নেত্রনীর বিগলিত হইয়া কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিল। নন্দরাজ মোহবশতঃ কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করত তাঁহার গণ্ডস্থলে অবিরত চুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণ পরম আনন্দে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৬৯—৭৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একনবতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন, হে তাত! কর্ম্মফলে সকলের সহিত সকলের মিলিতভাবে একত্রাবস্থান হয় ও সেই কর্ম্মফলেই আবার বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে; তাহাতেই আবার ক্ষণকাল দর্শন হয়। কে সেই কর্ম্মফল বারণ করিতে পারে? হে পিতঃ! বৃন্দাবনে যাওয়া আর না যাওয়ার বিষয় উদ্ধব সমস্ত বলিবেন। তাঁহাকে শীঘ্র বৃন্দাবনে প্রেরণ করিতেছি, তাঁহার নিকটে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন। সেই উদ্ধব যাইয়াই জননী যশোদা, রোহিণী গোপিকা, গোপবালক-গণ ও প্রাণাধিকা রাধিকাকে প্রবোধবাক্যে সন্ত্বনা করিবেন। কৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন, এই সময়ে তথায় বসুদেব, দৈবকী, বলদেব, উদ্ধব ও অক্রূর, ইঁহারা সহসা সমাগত হইলেন। বসুদেব বলিলেন হে নন্দরাজ! তোমাসদৃশ জ্ঞানী সদ্বন্ধু এই বালক হইতে সখারূপে লাভকরিয়াছি; তুমি মোহ পরিত্যাগ করত স্বগৃহে গমন কর। বৎস কৃষ্ণ যেরূপ আমার পুত্র, এইরূপ তোমার ও পুত্র; ইহাতে কোন বিশেষ নাই, হে বন্ধো! মথুরা গোলোক হইতে অতিদূরদেশ নহে, অতএব মহোৎসবে ও সর্ব্বদা আনন্দকার্য্যে এই পুত্রকে অবশ্য দেখিতে পাইবে। দৈবকী বলিলেন, হে নন্দরাজ! আপনি শোকে এত অলস হইতেছেন কেন? কৃষ্ণ যেরূপ আমাদের পুত্র, এইরূপ আপনারও পুত্র কৃষ্ণত বলদেবের সহিত একাদশ বৎসরই আপনার গৃহে সুখে বাস করিয়াছে, এত অল্পদিনেই কেন শোকাকুলিত হইলেন? তাহা হইলে এই মথু-রাতেই পুত্র-কৃষ্ণ সহ কিয়দ্দিন অবস্থান করত তাহার চন্দ্রানন দর্শনে জন্ম সফল করুন। ঐ সময়ে ভগবান্ বলিলেন, উদ্ধব তুমি অবিলম্বে গোকুলে গমন কর। তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি সানন্দে গমন করিয়া জননী যশোদা, রোহিণী এবং গোপাবালকসমূহ, রাধিকা ও গোপীগণ সকলেই আমার শোকে অধীর হইয়া অবস্থান করিতেছেন, অতএব তাঁহাদিগকে শোকবিনাশী আধ্যাত্মিক প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিবে এবং জননী যশোদাকে বলিও যে, মাতার আজ্ঞানুসারে নন্দরাজ আপাততঃ আমা-

দিগের গৃহেই সানন্দে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া স্বীয় পিতা, মাতা, বলদেব ও অক্রূরের সহিত শীঘ্র স্বগৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। হে নারদ! তৎপরে উদ্ধব সে রাত্রিতে সেই মথুরাতেই অবস্থান করিয়া প্রভাতে শীঘ্র সেই রমণীয় বৃন্দাবনে গমন করিলেন। ১—১৪ ।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ ! শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত উদ্ধব দূতরূপে গমন করিলেন। তিনি যাত্রাকালে প্রথমতঃ গণপতিকে প্রণাম করিলেন; তৎপরে নারায়ণ, শম্ভু, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, দিক্‌পাল ও মহেশ্বরকে স্মরণ করত মঙ্গলসূচক সমস্ত দর্শন করিয়া বৃন্দাবন-যাত্রা করিলেন। উদ্ধব পথিমধ্যে দুন্দুভিধ্বনি, ঘণ্টানাদ, শঙ্খধ্বনি, হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ও ব্রাহ্মণদিগের শুভাশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথিমধ্যে পতি-পুত্রবতী সাধ্বী রমণী, প্রদীপ, মাল্য, দর্পণ, জলপূর্ণ কুম্ভ, দধি, লাজ, ফল, দূর্ব্বাঙ্কুর, শুক্ল-ধান্য, রজত, কাঞ্চন, মধু, ব্রাহ্মণসমূহ কৃষ্ণসার, বৃষ, ঘৃত, সদ্যোমাংস, গজেন্দ্র, নৃপশ্রেষ্ঠ, শ্বেতঘোটক, পতাকা, নকুল, শুকপক্ষী, শুক্ল পুষ্প ও চন্দন প্রভৃতি কল্যাণসূচক দ্রব্যাদি দর্শন করিতে করিতে গমন করিয়া কিয়ৎকাল পরেই বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইলেন। তথায় প্রথমতঃ সম্মুখেই ভাণ্ডীর-বনমধ্যে অক্ষয়বট দেখিতে পাইলেন, তাহার পত্র সকল রক্তবর্ণ ও অতি মসৃণ; তৎপরে সুবেশধারী গোপবালকগণকে দেখিলেন; তাহারা রত্নময় ভূষণে বিভূষিত এবং শোকে অধীরভাবে হা কৃষ্ণ! হা বলরাম! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে; তাহাদিগকে আশ্বাস বাক্যে প্রবোধ প্রদান করিয়া, সুদূর নগরমধ্যে প্রবেশ করত দেখিলেন, বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত মনোহর নন্দশিবির, সম্মুখে বিরাজমান; ঐ শিবির মণিরত্নবিনির্ম্মিত এবং তাহার চারিদিক্‌ মুক্তা-মাণিক্য ও হীরকদ্বারা পরিশোভিত; তাহার মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ রত্ননির্ম্মিত মনোরম কলস সকল শোভা পাইতেছে। ১—১১। তাহার চিত্র বিচিত্র দ্বার দর্শন করিয়া সেই নগরে প্রবেশ করত রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন যশোদা ও রোহিণী শীঘ্র কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত আসন, জল ও গো প্রভৃতি মধুপর্ক প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উদ্ধব! নন্দ, বলরাম ও কৃষ্ণ ইঁহারা কোথায়, তাহা সত্য বল। তখন উদ্ধব ক্রমে সকলের মঙ্গলবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন, যশোদে! নন্দরাজ, কৃষ্ণ ও বলরামসহ আনন্দে অবস্থান করিতেছেন; কিছু বিলম্বে আগমন করিবেন। সম্প্রতি আমি আপনাদের কুশলবার্ত্তা সম্পূর্ণরূপে জানিয়া মথুরায় গমন করত তাঁহাদিগকে বলিব। যশোদা ও রোহিণী, মঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অভীপ্সিত রত্ন, সুবর্ণ ও বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। তৎপরে উদ্ধবকে সুধাতুল্য সুস্বাদু মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মণি, হীরা ও রত্ন প্রভৃতি প্রদান করিলেন। তখন তাঁহাদের অনুমতিক্রমে বাদ্যকরগণ নানাবিধ মঙ্গলজনক বাদ্য বাজাইতে লাগিল। তৎপরে তাঁহারা বহুবিধ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া নানারূপ মাঙ্গলিক কার্য্যানুষ্ঠান করিলেন এবং বিপ্রগণদ্বারা বেদ পাঠ করাইয়া পরম আনন্দের সহিত নৈবেদ্য, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চন্দন, বস্ত্র, তাম্বূল, মধুপর্ক, ঘৃত প্রভৃতি নানারূপ উপহারে প্রভু শঙ্করের অর্চ্চনা করাইলেন। এইরূপে ষোড়শোপচার দ্রব্য, নানাবিধ বলি, শতসংখ্যক মহিষ, শুদ্ধ সহস্র ছাগ, অযুত মেষ প্রভৃতি নানা উপহার প্রদানপূর্ব্বক বৃন্দারণ্য-দেবতা ভবানী দেবীর অর্চ্চনা করিলেন। ১২—২৩। তাঁহারা কৃষ্ণের কল্যাণের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগক শতসংখ্যক সুবর্ণ শত ধেনু দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন। তৎপরে বারংবার উদ্ধবকে সাদরে পূজা করিতে লাগিলেন। তৎপরে উদ্ধব গোপগণ ও যশোদা, রোহিণী, গোপবালকগণ, বৃদ্ধ গোপিকাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া রাসমণ্ডলে গমন করিলেন; তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাসমণ্ডল সুচারু চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার এবং পট্টসূত্রনিবদ্ধ স্নিগ্ধ রসাল ও চন্দন-পল্লবযুক্ত ও শোভাসম্পন্ন মনোহর মালাশ্রেণীবিলম্বিত শ্রীরামকদলীস্তম্ভে সুশোভিত; সেই রাসমণ্ডলস্থিত ভূমি সকল দধি, লাজ, ফল, পট্ট, পুষ্প, দূর্ব্বাঙ্কুর, চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, ও কুঙ্কুমদ্বারা সুসংস্কৃত; সেই রাসমণ্ডল তিন লক্ষ সুন্দর রমণীয় রতিমন্দিরযুক্ত; তাহার চারিদিকে তিন কোটি গোপিকা বেষ্টন করত যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ গোপগণ কৃষ্ণের আগমন ভাবিয়া তথায় তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তৎপরে উদ্ধব যমুনা প্রদক্ষিণ করিয়া, ক্রমে চন্দনবন, চম্পকবন, যূথিকাবন, কেতকীবন, মাধবীবন, বকুলবন, নাগলাবন, অশোকবন, মল্লিকা, পলাশ, শিরীষ, ধাত্রী-

কাঞ্চন ও কর্ণিকারবন প্রদক্ষিণ করিলেন। এইরূপে উদ্ধব মনের আনন্দে নাকেশ্বরবন, লবঙ্গবন, নাগবন, তালবন, হিন্তালবন, ভ্রমণ করিতে করিতে সকল পরিদর্শন করিলেন। ২৪—৩৪। এইরূপে রমণীয় পনস, রসাল, লাঙ্গলী ও মন্দারকানন সকল বামভাগে রাখিয়া অতিক্রম করত রমণীয় কুঞ্জবন দেখিলেন; তৎপরে তাহা অতিক্রম করত পুংস্কোকিলের শব্দে অতি মধুর রমণীয় মধুকানন প্রাপ্ত হইলেন। তথায় মধুব্রতসমূহ মধুর ঝঙ্কার করিতেছে এবং মাধবীকাধার সেই প্রদেশে অভীপ্সিত ও বন্য বৃক্ষ সকলে পরিবৃত রহিয়াছে। পুষ্পপরিমলবাহী সমীরণ মৃদু মন্দ সঞ্চারে প্রবাহিত হইয়া চারিদিক্ সৌরভে পরিপূর্ণ করিতেছে। উদ্ধব সেই বন সন্দর্শন করত যথোক্ত রাজমার্গে, রমণীয় বদরীবনে গমন করিলেন, তাহা দর্শন করিয়া ক্রমে শ্রীফল, নিম্ব, নারঙ্গ, পদ্ম, করবীর, তুলসী প্রভৃতি বনসকল দর্শন করিয়া গমন করত সম্মুখে দেখিলেন, রক্তবর্ণ সুপক্ব ফল শোভা পাই-তেছে। তাহা বামে রাখিয়া তিনি কদলীবনে প্রবেশ করিলেন; তথায় অতি নিভৃত স্থানে রাধিকার আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেই আশ্রম মণীন্দ্রনির্ম্মিত প্রাকার, পরিখা ও দুর্গদ্বারা বেষ্টিত। অতএব শত্রু-গণের অতি অগম্য ও মিত্রগণের সুগম্য; তাহার সঙ্কেতমার্গ রক্ষিগণ নিয়ত রক্ষা করিতেছে। সেই আশ্রম বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত এবং নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত; মণীন্দ্র মুক্তা, মাণিক্য ও হীরা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রত্নখচিত ও রত্নস্তম্ভে সুশোভিত; তাহাতে রত্নময় সোপানে পরিশোভিত মন্দিরসমূহ মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে; তাহাতে আবার সারি সারি রত্নময় কলসসমূহ নিবদ্ধ আছে। সেই আশ্রমের উপরিভাগে বহ্নিবিশুদ্ধ-বস্ত্রনির্ম্মিত পতাকা সকল ইতস্ততঃ বায়ুবিচলিত হইয়া অতি রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে এবং কোন কোনও স্থান রত্ন, দর্পণ ও শ্বেতচামরে সুশোভিত হইয়াছে; তৎপরে উদ্ধব আশ্রমের রত্নময় কবাটযুক্ত সিংহদ্বার দেখিতে পাইলেন; তৎপরে দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন; বিচিত্র রমণীয় বৃন্দাবন-কদম্বকানন; সেই বস্ত্রহরণাদি-ব্যাপারখচিত বিশ্বকর্ম্মবিরচিত সুরম্য রাসমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে; তাহার মধ্যে গোপগোপীযুক্ত নানা কুটীরকুঞ্জ সকল বিরাজ করিতেছে। ৩৫—৪৮। মনোহারিণী লক্ষ লক্ষ বলবতী গোপিকা বেত্র হস্তে ভয়শূন্যা হইয়া আনন্দের সহিত স্বচ্ছন্দাচরণে সেই দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। উদ্ধব সেই দ্বার সন্দর্শন করিয়া অতি মনোহর দ্বিতীয় দ্বার ও তৃতীয় দ্বার অতিক্রম করত চতুর্থ দ্বারে উপস্থিত হইলেন; সেই দ্বারের শোভা অনির্ব্বচনীয়। তিনি সকল দ্বার অপেক্ষা সেইটী উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিলেন; তৎপরে পঞ্চদ্বারে উপস্থিত হইয়া নানারূপ চিত্র দর্শন করত তৎপরে মনোহর ষষ্ঠদ্বারে গমন করিলেন; তথায় দেখিতে পাইলেন; ভিত্তিসকল রামরাবণের যুদ্ধ, বিষ্ণুর দশাবতারের চিত্রে চিত্রিত; তাহাতে বিশ্বকর্ম্মা কৃত্রিম রাসমণ্ডল ও যমুনাজলকেলি প্রভৃতি অতি মনোহর ভাবে রচনা করিয়াছেন। সহস্র গোপাঙ্গনা সেই ষষ্ঠদ্বার সযত্নে রক্ষা করিতেছে; সেই গোপিকাগণ রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত বিবিধ ভূষণে বিভূষিত; তাহাদের হস্তে উৎকৃষ্ট রত্নময় দণ্ড এবং বসনভূষণ সকল হীরক, মণি, মুক্তা ও মাণিক্যে খচিত। তাহাদের প্রধানা মাধবী প্রথমতঃ কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, উদ্ধব ক্রমে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন মাধবী উদ্ধবকে তথায় রাখিয়া পরম আহ্লাদের সহিত গমনপূর্ব্বক রাধিকার সখীগণকে, সমস্ত সংবাদ জানাইল। ৪৯—৫৭। তখন রাধিকার প্রিয়সখীগণ মঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দের সহিত শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ পণব প্রভৃতি বাদন করত ঈপ্সিত উদ্ধবের যথোচিত নির্ম্মঞ্ছনা করিল এবং মহানন্দে তাঁহাকে রাধাপুরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইল। উদ্ধব তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন; মন্দির অতি উৎকৃষ্ট ও অমূল্য-রত্ননির্ম্মিত; সম্মুখে সপঙ্ক পদ্মপত্রে অমাবস্যার চন্দ্রকলাসদৃশী শোকাকুলা রাধা মূর্চ্ছিতভাবে শয়ানা রহিয়াছেন। অবিশ্রান্ত রোদনে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তিমাপূর্ণ হইয়াছে; শরীর শীর্ণ এবং আভরণসকল উন্মুক্ত; তিনি নিরাহারে নিশ্চেষ্টভাবে পতিত আছেন। তাঁহার ওষ্ঠাধর শুষ্ক ও অল্প অল্প নিশ্বাস প্রবাহিত হই-তেছে এবং তাঁহার কেশপাশ সুবর্ণ-বর্ণ হইয়াছে। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র উদ্ধবের শরীর পুলকিত হইল। তিনি ভক্তিনতমস্তকে প্রণাম করত বলিলেন, ব্রহ্মাদিদেবগণ যাঁহাকে বন্দনা করেন, যাঁহার গুণকীর্ত্তনে ত্রিভুবন পবিত্রতা লাভ করে; আমি সেই রাধার পাদ-পদ্ম বন্দনা করি। আমি গোলোকবাসিনী দেবী রাধি-কাকে প্রণাম করি। দেবি! আপনি শতশৃঙ্গনিবাসিনী চন্দ্রাবলী; অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি রাসমণ্ডলবাসিনী রাসেশ্বরী; আপনাকে করযোড়ে আমি নমস্কার করি। দেবি! আপনি বিরজাতীর-বাসিনী বৃন্দা; অতএব আপনাকে আমি সাদরে নমস্কার করিতেছি। আপনি বৃন্দাবনবিলাসিনী কৃষ্ণা

অতএব এই দাস আপনাকে নমস্কার করিতেছে। দেবি! আপনি কৃষ্ণপ্রিয়া শান্তা; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি; আপনি কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিয়ত অবস্থান করেন এবং আপনি তাঁহার প্রিয়তমা; অতএব দেবি! আমি আপনাকে নমস্কার করি। মাতঃ! আপনি বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী, বিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেবী সরস্বতী এবং সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাতৃদেবী কমলা অতএব আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। দেবি! আপনি পদ্মনাভপ্রিয়তমা পদ্মা ও মহাবিষ্ণুর মাতা আদ্যাশক্তি; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। জননি! আপনি সিন্ধুসুতা মর্ত্ত্য-লক্ষ্মী, নারায়ণপ্রিয়া নারায়ণী; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করি। ৫৮—৭০। আপনি বিষ্ণুমায়া বৈষ্ণবী মহামায়া ও সম্পদ্রূপিণী; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করি। আপনি কল্যাণস্বরূপিণী, শুভপ্রদা ও চারিবেদের মাতা সাবিত্রীস্বরূপা; এই দাস আপনাকে করযোড়ে প্রণিপাত করিতেছে। দেবি! আপনি বুদ্ধিস্বরূপা ও জ্ঞানদায়িনী; আপনি সত্যযুগে দেবগণের তেজোরূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন; আপনি স্বয়ং প্রকৃতি; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। আপনি দুর্গ-নিবাসিনী দেবী দুর্গা; অপনাকে আমি নমস্কার করি। দেবি! আপনি ত্রিপুরহারিণী ত্রিপুরা; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সুন্দরীগণের মধ্যে অতি রমণীয়া সুন্দরী এবং আপনি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ও সগুণা; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করি; আপনি দক্ষকন্যা সতী শৈলসুতা পার্ব্বতী ও তপস্বিনী উমা; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। ভগবতি! আপনি নিরাহারস্বরূপা অপর্ণা ও গৌরীলোকনিবাসিনী গৌরী; আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। আপনি কৈলাসবাসিনী মাহেশ্বরী, নিদ্রা দয়া ও শ্রদ্ধাস্বরূপা; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। দেবি! আপনি তৃষ্ণা, ক্ষুধা, ভ্রান্তি, কান্তি, সৃষ্টিস্বরূপা ও স্থিতি-কর্ত্রী; অতএব অপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। দেবি! আপনি মঙ্গলময়ী অভয়া মুক্তিদায়িনী স্বধা স্বাহা শান্তি ও কান্তিস্বরূপা; অতএব আপনাকে নমস্কার করিতেছি। ভগবতি! আপনি তুষ্টি, পুষ্টি, দয়া, নিদ্রা ও শ্রদ্ধাস্বরূপা; অতএব আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনি ক্ষুধা, পিপাসা, লজ্জাস্বরূপা এবং ধৃতি, ক্ষমা ও চেতনাস্বরূপা আপনাকে প্রণাম করি। দেবি! আপনি সর্ব্বশক্তি ও সকলের মাতৃস্বরূপা, আপনি বহ্নিতে উৎকৃষ্ট-দাহিকা শক্তিস্বরূপা এবং পূর্ণচন্দ্র ও শারদীয় বিকশিত-কমলসমূহে শোভা-রূপিণী। ৭১—৮৪। হে দেবি! যেরূপ দুগ্ধ ও দুগ্ধের ধবলতায়, ভূমি ও গন্ধে, জল ও তাহার শৈত্যগুণে, আকাশ ও শব্দে, সূর্য্য ও তাহার জ্যোতিতে, কোনও প্রভেদ নাই; তদ্রূপ লোকব্যবহারে, বেদে ও পুরাণে রাধামাধবেরও কোন প্রভেদ নাই। হে কল্যাণি! আপনি চেতনা লাভ করিয়া আমার কথার উত্তর প্রদান করুন। উদ্ধব এইরূপ স্তব করিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি এই উদ্ধবকৃত স্তোত্র ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, সে ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তে হরিমন্দিরে গমন করে। তাহার রোগ শোক ও বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে না এবং প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রী এই স্তবপাঠে কান্তকে অবিলম্বে প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী-বিরহী ব্যক্তি অনায়াসে স্ত্রীলাভ করিতে পারে এবং এই স্তবপাঠে অপুত্র ব্যক্তি পুত্র; নির্দ্ধন ব্যক্তি ধন, ভূমিহীন ব্যক্তি ভূমি ও প্রজ্ঞাবিহীন ব্যক্তি প্রজ্ঞা লাভ করে। এবং রোগী রোগ হইতে, বন্ধনগত ব্যক্তি বন্ধন হইতে, ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে, আপদ্গ্রস্ত ব্যক্তি আপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করে। এই স্তবপাঠপ্রভাবে অযশস্বী ব্যক্তি যশ লাভ করে এবং মূর্খ পণ্ডিত হয়। ৮৫—৯১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, রাধিকা উদ্ধবের স্তবে চৈতন্য লাভ করত উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণসদৃশ দর্শন করিয়া শোকাকুলিত ভাবে তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! তোমার নাম কি? কে তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে? তুমি কি জন্য, কোথা হইতে আগমন করিয়াছ? তাহা আমাকে বল। তোমার আকৃতি কৃষ্ণসদৃশ, অতএব আমি বিবেচনা করি, তুমি কৃষ্ণের কোন পারিষদ, তাহা হইলে সম্প্রতি বলরাম ও কৃষ্ণের কুশল বল, এবং নন্দ মথুরায় কিজন্য রহিলেন; তাহাও বিশেষরূপে বর্ণন কর। আর কি গোবিন্দ বৃন্দাবনে আসিবেন? আর কি তাঁহার পূর্ণ-চন্দ্র-সদৃশ মুখমণ্ডল দেখিতে পাইব? আর কি তাঁহার সহিত আমি রাসমণ্ডলে ক্রীড়া করিতে পারিব? আবার কি সেই সখীগণসহ জলক্রীড়া করিয়া শ্রীনন্দ-নন্দনের মনোহর অঙ্গে চন্দন বিলেপন করিতে পারিব? রাধিকার এইরূপ শোকাকুলিত বাক্য শ্রবণে উদ্ধব বলিলেন, বরাননে! আমি ক্ষত্রিয়-

বংশোদ্ভব; আমার নাম উদ্ধব; আমি পরমাত্মা হরির পার্শ্বচর, তাহা সত্য বটে;—তিনিই শুভবার্ত্তা জানাইবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; তজ্জন্য আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি। সম্প্রতি কৃষ্ণ, বলরাম ও নন্দ ইঁহারা তথায় কুশলে অবস্থান করিতেছেন। রাধিকা বলিলেন, বৎস উদ্ধব! সেই যমুনাকূল, সেই সুগন্ধি পবন, সেই কেলি-কদম্বমূল, সেই রমণীয় পবিত্র বৃন্দাবন, সেই পুংস্কোকিলের যথেচ্ছা বিহার ও মনোহর মধুপান, সেই দুরন্ত পাপিষ্ঠ মন্মথ, সেই রাসমণ্ডলে প্রজ্জ্বলিত রত্নপ্রদীপ, সেই মণীন্দ্রসার-নির্ম্মিত রতিমন্দির, সেই গোপাঙ্গনাগণ ও সেই পূর্ণচন্দ্র এখনও বিদ্যমান আছে। সেই সুগন্ধি চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পশয্যা, সেই কর্পূরবাসিত রতি-ভোগার্হ তাম্বুল এবং সেই সুগন্ধি মালতী-মাল্য, সেই শ্বেত চামর, সেই দর্পণ, সেই মুক্তামাণিক্যসংযুক্ত মনোহর হীরাহার, কস্তুরী, কুঙ্কুম ও পাত্রপূর্ণ চন্দন, নানা উপকরণে রম্য সেই ক্রীড়া সরোবর, সেই সুগন্ধি পুষ্পোদ্যান সেই পদ্মশ্রেণী, অদ্য পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে; সমস্ত বিভবই আছে,—কিন্তু আমার সেই প্রাণনাথ কোথায়? হা কৃষ্ণ! হা রমানাথ! তুমি কোথায়? প্রাণবল্লভ! দাসীর কি কোন অপরাধ হইয়াছে? দাসীর ত পদে পদেই দোষ; দেবী এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইলেন। তখন উদ্ধব আবার তাঁহার চৈতন্যোৎপাদন করিলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ উদ্ধব তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বিবেচনা করিলেন। তখন দেবীকে সপ্তজন সখী শ্বেতচামরবীজনে সেবা করিতে লাগিল। তাঁহার চারিদিকে তাঁহার সেবার নিমিত্ত তিন লক্ষ গোপিকা নিযুক্তভাবে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। শতকোটি গোপিকা তাঁহাকে দিবারাত্রি বেষ্টন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কেহ কজ্জল হস্তে, কেহ মাল্য হস্তে, কেহ সিন্দূর হস্তে, কেহ গোরোচনা হস্তে ও কেহ চন্দনপাত্র হস্তে করিয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কেহ দর্পণ হস্তে, কেহ কুঙ্কুম হস্তে, কেহ অভিলষিত কস্তুরীপাত্র হস্তে এবং কেহ বা চম্পক পাত্র হস্তে করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছে। ১—২৩। কেহ শোকাকুলিত হইয়া মধুর মধুপূর্ণ পাত্র হস্তে, কেহ বা সুগন্ধি তৈল হস্তে তথায় অবস্থান করিতেছে। এইরূপে কেহ কর্পূরসুবাসিত তাম্বুল হস্তে, কেহ সুশীতল সুস্বাদু জল হস্তে, কেহ চিত্রযুক্ত ক্রীড়াপুত্তলিকা হস্তে, কেহ গেণ্ডুক হস্তে, কেহ রত্নময় ভূষণ হস্তে, কেহ অমূল্য বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র হস্তে, কেহ ভক্ষ্যবস্তু হস্তে অবস্থান করিতেছে। কেহ কেশবিন্যাসের নিমিত্ত অভিলষিত মালতীমাল্য রচনা করিতেছে; কেহ বা কাঙ্কতিকা হস্তে দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। কেহ যাবক হস্তে, কেহ পাত্রস্থিত ধাত্রীরস হস্তে করিয়া ভীতচিত্তে দূরে অবস্থান করিতেছে; কেহ ভীতা হইয়া স্তব করিতেছে। কেহ শোকে রোদন করিতেছে; কেহ বা সেই বিরহাতুরা রাধিকাকে প্রবোধ বাক্য বলিতেছে। উত্তপ্ত সুবর্ণবর্ণা কোন গোপিকা, দেবীর সন্তাপ দূরের নিমিত্ত তাঁহাকে পদ্মপত্রবিরচিত সুস্নিগ্ধ শয্যায় শয়ন করাইতেছে। রাধিকার এইরূপ ভাব ভাব দেখিয়া উদ্ধব পুনর্ব্বার তাঁহাকে, অকুতোভয়ে সুপ্রিয় শ্রুতিমধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন;—দেবি! আপনি যে দেব, দেবী ও সিদ্ধ গোপীগণের সুস্নিগ্ধা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ঈশ্বরী মুলপ্রকৃতি, তাহা আমি জানি; আপনি শ্রীদামশাপে গোলোককামিনীরূপে ধরণীতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। আপনি কৃষ্ণপ্রাণাধিশ্বরী দেবী, তাঁহার বক্ষঃস্থলেই আপনি নিয়ত অবস্থান করেন। ২৪—৩৪। দেবি! আমি আপনাদের অভীপ্সিত হৃদয়-স্নিগ্ধকারিণী শুভবার্ত্তা বলিতেছি; আপনি সখীগণসহ সুস্থচিত্তে শ্রবণ করুন। এই শুভবার্ত্তা দুঃখরূপদাবাগ্নিদগ্ধের প্রতি সুধাবর্ষণরূপা এবং বিরহরূপ ব্যাধিগ্রস্তের প্রতি রসায়নতুল্য। বসুদেব কৃষ্ণের উপনয়ন পর্য্যন্ত তথায় থাকিতে অনুরোধ করাতে, নন্দরাজ সেই মথুরায় সানন্দে অবস্থান করিতেছেন। সেই মঙ্গলকার্য্য সম্পন্ন হইলে নন্দরাজ, কৃষ্ণ ও বলরামসহ সানন্দে পুনর্ব্বার গোকুলে আগমন করিবেন। কৃষ্ণ আগমন করত প্রথমতঃ মাতা যশোদাকে প্রণাম করিয়া তৎপরে রজনীযোগে আনন্দের সহিত পবিত্র বৃন্দাবনে আগমন করিবেন। সতি! আপনি অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখকমল দর্শন করিয়া সকল বিরহদুঃখ দূর করিতে পারিবেন। অতএব মাতঃ! আপনি সুদারুণ শোক পরিত্যাগ করত হাস্যবদনে বহ্নিবিশুদ্ধ রমণীর বস্ত্র পরিধান করিয়া অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ভূষণ সকল গ্রহণ করুন। দেবি! কস্তুরীকুঙ্কুমযুক্ত সুরান্ধ চন্দন গাত্রে বিলেপন ও কেশপাশ সংস্কারপূর্ব্বক তাহাতে মালতী মাল্য বিন্যস্ত করুন এবং সুন্দর বেশভূষা করত গণ্ডে পত্রাবলী রচনা করুন। দেবি! সীমন্তে কস্তুরী চন্দনযুক্ত সিন্দুরবিন্দু ধারণ করুন এবং ভূষণযুক্ত চরণযুগলে অলক্তক প্রদান করুন। সতি! গাত্রোত্থান করুন; আবার বলিতেছি গাত্রোত্থান করুন। ঐ রত্নসিংহাসনে উপ-

বেশন করত সপক্ষ পক্ষজশয্যা ও শোক পরিত্যাগ করত কৃষ্ণেমন অর্পণ করি বিশুদ্ধ সুমধুর মধু ভক্ষণপূর্ব্বক সংস্কৃত ও সুবাসিত জল এবং সুবাসিত তাম্বূল ভক্ষণ করুন। ৩৫—৪৬। হে দেবেশ্বরি! আপনি বহ্নিবিশুদ্ধবস্ত্রে আচ্ছাদিত মালতীমাল্যযুক্ত কস্তূরী, জাতি, চম্পক ও চন্দনদ্বারা সুগন্ধি চারিদিকে মালতীমালা ও হীরাহারে বিভূষিত এবং মণীন্দ্র-মুক্তা-মাণিক্য প্রভৃতি দ্বারা পরিষ্কৃত ও পুষ্পময় মাল্যোপাধানযুক্ত রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত সুমনোহর মঙ্গলার্হ পর্য্যঙ্কে শয়ন করুন। তৎপরে আপনার সখীগণ ও অন্যান্য গোপীগণ শ্বেত-চামর ব্যাজন করত আপনার সেবায় নিযুক্ত হউন। হে মনোহরে! ভক্ত গোপীগণ আপনার পদারবিন্দসেবায় নিযুক্ত হউন। আপনিও বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত দর্পণে স্বীয় বদনকমল দর্শন করুন। হে মুনে! উদ্ধব এই কথা বলিয়া ব্রহ্মাদিদেববন্দিত পাদযুগলে প্রণাম করত দেবীর সম্মুখে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সতী রাধিকা, তখন উদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, হাস্যবদনে তাঁহাকে বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক উপঢৌকন প্রদান করিলেন। সেই অঙ্গুরীয়ক অমূল্য, বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত, অতি সুখ-দৃশ্য, পীতবর্ণ এবং প্রদীপের ন্যায় সুদীপ্ত; পূর্ব্বে রাসমণ্ডলে অগ্নি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে রাধিকা উদ্ধবকে অতি সন্তোষের সহিত অমূল্য রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডলযুগল ও অমূল্যরত্ননির্ম্মিত অভিপ্রেত ভূষণ প্রদান করিলেন। তৎপরে কুবের পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে যে বহ্নি-বিশুদ্ধ বস্ত্র, রত্ননির্ম্মিত যান ও হীরাসার-বিনির্ম্মিত মনোহর হার প্রদান করিয়াছিলেন, সে সমস্ত উদ্ধবকে প্রদান করিলেন, এবং বরুণ কৃষ্ণকে প্রীতিপূর্ব্বক যে রত্নেন্দ্র-সারনির্ম্মিত মনোহর ক্রীড়া-পদ্ম প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ক্রীড়া-কমল এবং সূর্য্যদেব শ্রীকৃষ্ণকে যে স্যমন্তক মণি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই স্যমন্তক মণি, শ্রীহরি পূর্ব্বে যে কৌস্তুভমণি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কৌস্তুভ ও দেবরাজ যে রত্ন-সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সিংহাসনও রাধিকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৪৭—৫৯। ব্রহ্মা প্রীতিপূর্ব্বক রাসমণ্ডলে যে শ্রেষ্ঠ মুক্তা, মাণিক্য ও হীরাহারদ্বারা সুশোভিত, মনোহর বিচিত্রচিত্রপদ্মদ্বারা চিত্রিত এবং চারিদিকে রত্ননির্ম্মিত দর্পণে সুশোভিত, মনীন্দ্রসারনির্ম্মিত মনোহর ছত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ছত্র এবং শঙ্করপ্রদত্ত সংস্কৃত জপমালা প্রভৃতি সমস্তই রাধা প্রীতিসহকারে উদ্ধবকে প্রদান করিলেন। দেবী রাধিকা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিহারক অতি মনোহর পুণ্যপ্রদ অমূল্য জপমালা প্রদান করিয়া চন্দ্রের ন্যায় সুদীপ্ত রমণীয় ও সুন্দররূপে পরিষ্কৃত চন্দ্রপ্রদত্ত মণিও তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে ধর্ম্ম যে অক্ষয় মধুপূর্ণ মধুপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মধুপাত্র এবং বিশুদ্ধস্বর্ণনির্ম্মিত জলপাত্রে উদ্ধবকে প্রদান করত, মিষ্টান্ন পরমান্ন ও সুস্বাদু পিষ্টক ভোজন করাইয়া কর্পূরাদিসুবাসিত তাম্বূল এবং সুস্নিগ্ধ মাল্য ও চন্দন তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তাহার পর আশীর্ব্বাদ করত বাঞ্ছিত বর দানপূর্ব্বক পূর্ব্বে গোলকধামে রাসমণ্ডলে কৃষ্ণ যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, রাধিকা সেই জ্ঞানও প্রদান করিলেন এবং তাহার শতপুরুষ পর্য্যন্ত নিশ্চলা লক্ষ্মী, যশস্করী বিদ্যা, সুনির্ম্মল যশ ও কীর্ত্তি, নিখিল সিদ্ধি, হরির দাস্য, হরিপদে নিশ্চলা ভক্তি এবং হরির শ্রেষ্ঠতমপারিষদ-পদপ্রাপ্তিরূপ সমস্ত বর উদ্ধবকে প্রদান, করিলেন। ৬০—৭০। রাধিকা এইরূপে বর ও পারিতোষিক প্রদান করত সানন্দে গাত্রোত্থান করিয়া বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র অমূল্য রত্নভূষণ, হীরাহার, মনোহর রত্নমালা, সিন্দুর, কজ্জল, পুষ্পমালা ও সুস্নিগ্ধ চন্দন ধারণপূর্ব্বক হাস্য-বদনে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন সখীগণ চারিদিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্বেতচামর বীজন করত তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সেই মঙ্গল-বার্ত্তা শ্রবণে অন্যান্য গোপীগণও উদ্ধবকে নানাপ্রকার আভরণ ও নানাবিধ রত্ন প্রদান করিলেন। রাধিকা রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিলে, শত চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা শতকোটি গোপী, হাস্যবদনে সেই রত্নসিংহাসনস্থিত ও বিবিধ উপহারে পূজিত উদ্ধবকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মানা হইল। তখন রাধিকা অতি রমণীয় মধুর বাক্যে বলিলেন;— উদ্ধব! হরি কি সত্যই শীঘ্র এখানে আগমন করিবেন? তুমি কপটতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যরূপে বল; এ সভায় তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই; তুমি তাহা সত্য করিয়া বল। বৎস! যেরূপ শতকূপ হইতে বাপী, শত বাপী হইতে যজ্ঞ, শত যজ্ঞ হইতে পুত্র শ্রেষ্ঠ; সেইরূপ শত পুত্র হইতে সত্য শ্রেষ্ঠ। যেরূপ সত্য অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই; এবং মাতা অপেক্ষা বন্ধু ও মন্ত্রদাতা গুরু অপেক্ষা অন্য গুরু নাই, সেইরূপ মিথ্যা অপেক্ষাও দ্বিতীয় অধর্ম্ম নাই। উদ্ধব বলিলেন, সুন্দরি! হরি সত্য সত্যই আগমন করিবেন; নিশ্চয় আপনি সেই শ্রীহরির মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া সন্তাপ দূরীভূত করিতে

পারিবেন। হে মহাভাগে! আমার দর্শনেই আপনার বিরহজ্বরের অনেক শান্তি হইয়াছে। আর অধিকতর চিন্তা করিবেন না। এক্ষণে সুখভোগে রত হউন; আমি মথুরাপুরে গমন করিয়াই শ্রীহরিকে প্রেরণ করিব; তিনি আপনাকে প্রবোধ প্রদান না করিয়া অন্য কোন কার্য্যই করিবেন না। ৭১—৮২। মাতঃ! আপনি আমাকে বিদায় প্রদান করুন; আমি হরিমন্দিরে গমন করত আপনার বৃত্তান্ত যথোচিতরূপে হরিকে বলিব। রাধিকা বলিলেন;— বৎস! তুমি যদি একান্তই মনোহর মথুরায় গমন কর, তাহা হইলে দেখ, যেন আমার কথা বিস্মরণ না হও; আমি বিরহ-যাতনায় অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছি। বৎস! তুমি আর কিছুকাল স্থির হও; আমি আর কয়েকটি দুঃখের কথা বলিব; এই কথাগুলি আমার কান্ত কৃষ্ণকে বলিয়া অবিলম্বে গোকুলে প্রেরণ করিবে। তাঁহাকে বলিবে যে, কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি নারীদিগের মনোগত বিষয় জানিতে পারে? কেবল শাস্ত্রানুসারে তাহার সামান্য নিরূপণ করিয়া থাকে; অথবা দেবচতুষ্টয় যে বার্ত্তা জানে না শাস্ত্রই তাহার কিরূপে নিরূপণ করিবে? উদ্ধব! তুমি আমার পুত্রতুল্য; তোমাকে সমস্তই বলিতেছি; কিন্তু তুমি যদি তাহাকে বল। বৎস! আমার দিবানিশি গৃহ কি বন, পশু কি মানব, জল কি স্থল, স্বপ্ন কি জ্ঞান, কিছুতেই প্রভেদ ছিল না; আমি আপনি আপনাকে জানিতাম না; চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তও জানিতে পারিতাম না; কেবল সম্প্রতি হরির শুভবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমার চৈতন্য হইয়াছে; কেবল সর্ব্বদা কৃষ্ণাকৃতি দর্শন করি; তাঁহার মুরলীধ্বনি শ্রবণ করি এবং কুললজ্জাভয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মই সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকি। ৮৩—৯০। আমি সেই প্রকৃতি হইতে পৃথগ্‌ভূত জগদীশ্বরকে লাভ করিয়াও তাঁহার মায়াবলে কিছুই জানিতে পারি নাই; কেবলমাত্র এই জানি যে, তিনি আমার গোপস্বামী; এক্ষণে আমার হৃদয়ে এইটীই সর্ব্বদা জাগরূক যে যাঁহার পাদপদ্ম বেদ ও ব্রহ্মাদি দেবগণ নিয়ত ধ্যান করেন, আমি কোপবশত তাঁহাকেই ভর্ৎসনা করিয়াছি। উদ্ধব! আমি তাঁহার পাদপদ্মেসেবা, গুণ-কীর্ত্তন, ভক্তি, পূজা ও ধ্যানে যে কাল অতিক্রম করিতাম, সেই সময়েই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল, হর্ষ ও আয়ুর্বৃদ্ধি সমস্তের নিয়ত ব্যবস্থা ছিল। সম্প্রতি তাঁহার বিচ্ছেদে হৃদয়স্থিত সন্তাপই সেই সমস্তের বিঘ্ন জন্মাইতেছে। আমার ক্রীড়াতে আর সেরূপ প্রীতি নাই; আর সে প্রেম সে সৌভাগ্য নাই। আর কি সে নির্জ্জনে নবসঙ্গম করিতে পারিব না? উদ্ধব! আর কি তাঁহার সঙ্গে পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে যাইতে পারিব না? আর কি সেই নন্দনন্দনের বক্ষে চন্দন প্রদান করিতে পারিব না? তাঁহার মুখকমল আর কি দর্শন করিতে পারিব না? আর কি তাঁহাকে মালা প্রদান করিতে পারিব না? আর কি সেই মালতী, কেতকী ও চম্পককাননে এবং পুনর্ব্বার সেই সুন্দর রাসমণ্ডলে যাইতে পারিব না? আর কি সেই হরিসঙ্গে রমণীয় চন্দনকানন, মাধবীকানন ও গোপনীয় মধুকাননে যাইতে পারিব না? পুনর্ব্বার কি সেই নির্জ্জন যমুনাজলে ও ক্রীড়া-সরোবরে কৃষ্ণ ও সখীগণসহ সুখে বিহার করিতে পারিব না? আর কি সেই মলয়পর্ব্বতে রত্নমন্দিরে রমণীয় শ্রীখণ্ডকাননে ও স্বচ্ছ-চন্দ্রসরোবরে যাইতে পারিব না এবং সেই বিস্যন্দন, সুরসন, নন্দক, পুষ্পভদ্রক ও ভদ্রকে আর কি হরিসহ গমন করিতে পারিব না? সেই মধুমাসে বিকশিতা মাধবী-লতা কোথায়? কোথায় সেই মাধবী রাত্রি? কোথায় সেই মধু? আর আমার সেই প্রাণকান্ত মাধবই বা কোথায়?—রাধা এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে শোকে রোদন করত পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইলেন। ৯১—১০৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! দেবীর মূর্চ্ছাদর্শনে উদ্ধবের মনে ভয় ও বিস্ময়ের একদা সঞ্চার হইল! তিনি তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইয়া, সেই মৃতকল্পা রাধিকাকে বলিতে লাগিলেন। রাধিকার ভক্তিভাব জানিতে পারিয়া ও সেই ভাগ্যবতী সতীকে দর্শন করিয়া আপনাকে ভক্তমধ্যে পরিগণিত এবং সমস্ত জগৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। (উদ্ধব বলিলেন) হে জগন্মাতঃ! আপনার চরণে নমস্কার করি, আপনি চৈতন্য লাভ করুন। প্রাক্তন সমস্তবিষয়ই আপনি ঘটিয়াথাকে; আপনি সম্প্রতিই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন। দেবি! এই বিশ্ব আপনা হইতে পবিত্র হইয়াছে; আপনার পদরজস্পর্শে বসুন্ধরাও পবিত্রা হইয়াছেন, আপনা হইতেই গোপিকাগণ উদার-প্রকৃতি ও পুণ্যবতী হইয়াছে; লোকসকল মঙ্গলময় সঙ্গীতে আপনার নাম গান করিয়া থাকে; বেদ ও সনক প্রভৃতি মুনিগণ আপনার বিস্তৃত কীর্ত্তি নিয়ত গান করেন; আপনার কীর্ত্তি পাপহারিণী তীর্থ সকলের পবিত্রতাকারিণী।

নির্ম্মল হরিভক্তি প্রদায়িনী, মঙ্গলদাত্রী ও সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী। দেবি! আপনি রাধা, আপনিই কৃষ্ণ; আপনি পুরুষ এবং আপনিই পরা প্রকৃতি; কি পুরাণ, কি শ্রুতি কিছুতেই রাধা ও মাধবের ভেদ নির্দ্দেশ হয় নাই। উদ্ধব এই কথা বলিলে, মাধবী নামে গোপী রাধিকাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া উদ্ধবকে পশ্চাৎ করত রাধার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাকে বলিলেন;—সখি! তুমি কি সেই কৃষ্ণের রূপ, সেই উত্তম বেশ, সেই সুখ, সেই বিভব, সেই অনুত্তম গৌরব, তাঁহার সেই বীর্য্য, সেই ঐশ্বর্য্য, সেই দুরতিক্রমণীয় শৌর্য্য, সেই সিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ গুণগ্রাম কি স্মরণ করিতেছ? তিনি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছিলেন, আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; তিনি রাজপুত্র নহেন; তিনি সামান্য গোপবেশধারী বালক। কল্যাণি! কেন সেই নন্দনন্দন গোপালকে স্মরণ করিতেছ? তুমি আত্মাকে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর, আত্মা হইতে অধিক প্রিয় কি হইতে পারে? ১—১২। মালতী বলিল, রাধে! তোমায় ধিক্, তুমি অতি নির্লজ্জা, নির্লজ্জার জীবনধারণ বৃথা। তুমি জগতে যুবতীকুলের যশবিলোপ করিলে। সখি! তুমি যত্নপূর্ব্বক নয়নজল সম্বরণ কর এবং অন্তর্গত পতিভাব গোপন করিয়া ভাবনা কর। সুরেশ্বরি! শত্রু ও মিত্র ইহা ভিন্নজাতি নহে, কেবল কার্য্যবশতঃ শত্রুতা ও কার্য্যবশেই মিত্রতা হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, কলেকৌশলে স্বকার্য্য উদ্ধার করেন, কারণ কার্য্যহানি হইলেই মূর্খতা প্রকাশ পায়। রাধে! এ জগতে কে কাহার প্রিয় এবং কেই বা কাহার বল্লভ? কেবল সাধু ব্যক্তিরা কার্য্য ও সময় জানিয়াই সমস্ত বিধান করেন। সখি! শত্রুর লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর;—শত্রু মনুষ্যদিগকে নির্দ্ধন করিয়া পরে কটুবাক্য ও দুঃখ প্রদান করত অবশেষে প্রাণ হরণ করে। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যে, সেই নিষ্ঠুর তোমাকে স্বীয় কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া শোক-সাগরে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার চেতনা ও প্রাণ গ্রহণ করত কোথায় গমন করিয়াছে। অতএব মূঢ়ে! তুমি তাঁহাকে কেন স্মরণ করিতেছ? তুমি সুদারুণ শোক পরিত্যাগ করত যত্নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা কর। স্বীয় আত্মা হইতে প্রিয় কি আছে? পদ্মাবতী বলিলেন;—সখি! তুমি সে দিবস যমুনা-জলে গমন করত স্বয়ং বলিলে যে, অরসিকের সহিত প্রেমে নারীগণের কোনও সুখ হয় না। সখি! খলের প্রীতি, জলরেখা ও বিদ্যুচ্ছটা সমান, কারণ কোনটাই অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে। খলের প্রতি বিশ্বাস করা নীতিশাস্ত্রে নিয়ম নাই, আশ্চর্য্যের বিষয় তুমি যখন যমুনাকূলে হরির সকটাক্ষ সস্মিত মুখকমল দর্শন কর, তখন স্বীয় মুখ একবার গোপন করিয়াছিলে, আবার পুনঃপুনঃ দর্শন করত চৈতন্যশূন্য হইয়া গুরুজনের ভয়া সখীগণের প্রবোধ বাক্য ও গৃহকার্য্য একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছ। এখনও তুমি অনাহারে প্রাণপণে সেই কৃষ্ণকেই নিয়ত ধ্যান করিতেছ। কোথায় কৃষ্ণ মথুরায়, কোথায় বা তুমি গোকুলে অবস্থান করিতেছ। সুন্দরি! যদি তুমি এখানে সদ্য প্রাণও পরিত্যাগ কর, তথাপি সে আবির্ভুত হইবে না, যদি আত্মা রক্ষা কর, তাহা হইলে কালক্রমে দেখিতে পাইবে। চন্দ্রমুখী বলিলেন, সুখ, দুঃখ, শুভাশুভ, শোক, বিভব, সম্পদ্, বিপদ্ সমস্তই প্রাক্তনকর্ম্মফলে ভোগ করিতে হয়; এই ভারতভূমি অতি পবিত্র ও সকলের বাঞ্ছিত, ইহাতে প্রিয়সখী রাধিকা—প্রকৃতি হইতে পৃথগ্‌ভূত সেই শ্রীহরিকে পতিলাভ করিয়াছেন। ১৩—২৭। তথাপি সম্প্রতি কামবাণে ইহাঁর শরীর দগ্ধ হইতেছে, ইহাঁর শত্রু চন্দ্র কি বসন্ত কিংবা মধুমাধব উভয়েই। কাম একবার হরকোপানলে দগ্ধ হইয়াছে। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া পুনর্ব্বার উদ্‌গিরণ করিয়াছে, মধুও মিত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যমসদনে গমন করিয়াছেন; তথাপি আমাদের পক্ষে সুধাসিন্ধু ইন্দুও বিষসিন্ধুরূপে পরিণত হইয়াছেন; মনোহর বেশভূষা, জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ হইয়াছে; তাহাতে সুগন্ধিচন্দনবিলেপ ঘৃতাহুতি বলিয়া বোধ হইতেছে। সুগন্ধিসমীরণপ্রবাহে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধপ্রায় হইল বলিয়া বোধ হয়। আমাদের প্রিয়সখী এইরূপ যাতনায় আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্বাস প্রশ্বাসে মাত্র জীবন ধারণ করিতেছেন। অতএব মূঢ়ে! এক্ষণে কৃষ্ণের নিয়ত প্রশংসা কর; কদাচও নিন্দা করিও না। তাঁহার নাম শ্রবণে এবং গুণ শ্রবণে ও তাঁহার শুভবার্ত্তা শ্রবণে সখীর সহসা চৈতন্য হইতে পারে। শশিকলা বলিলেন, মাধবি! তুমি কি জানিবে? কৃষ্ণ যে পরমাত্মা ঈশ্বর। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বেদচতুষ্টয় তাঁহাকে নিয়ত ধ্যান করেন। সাধুরাও তাঁহার নিরন্তর পাদপদ্ম ধ্যান করে এবং পদ্মা, সরস্বতী, দুর্গা, অনন্তদেব, মহেশ্বর ও সিদ্ধেন্দ্র মুনীন্দ্রগণ যাঁহাকে জানিতে পারেন না, তাঁহাকে তুমি কি জানিবে? তিনি সর্ব্বাত্মা ও নির্গুণ; সুতরাং তাঁহার রূপ গুণের সম্ভাবনা কি? তুমি যাহা পূর্ব্বে

বলিয়াছ, তাহা সত্য সত্যই বলিয়াছ; তিনি কেবল পৃথিবীর ভারাবতারণের নিমিত্তই সেই আহ্লাদকর ভক্তানুগ্রহপরায়ণ রমণীয় সর্ব্বজনমনোহর অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করিয়াছেন। সেইরূপ কোটি-কন্দর্পের লাবণ্য-লীলাধার। সর্ব্বেশ্বর শঙ্কর, যাঁহার পাদপদ্মের মধুস্বরূপ মন্দাকিনীজল ভক্তিপূর্ব্বক শিরে ধারণ করিয়াছেন, সেই সংসারবিরাগী শিব পঞ্চবদনে যাঁহার কীর্ত্তি গান করত নিয়ত নৃত্য করেন; এমন কি আহার, ভূষণ, বস্ত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করত সেই শুভ্র সুনির্ম্মল ব্রহ্মজ্যোতিস্বরূপ নিয়ত ধ্যান করেন, তাঁহাকে তুমি কি জানিবে? ব্রহ্মা তাঁহারই সেবাবলে জন্ম-দায় হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন এবং অনন্তদেব, সনৎকুমার ও সিদ্ধগণ তাঁহারই সেবায় যোগজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুশীলা বলিলেন, সখি! শত শত কাম সেই কৃষ্ণের নির্ম্মঞ্ছনার উপযুক্তও নহে; তাঁহার সহিত রূপের তুলনায় চন্দ্র কি অশ্বিনীকুমার কিছুতেই গণ্য হইতে পারেন না। এই অসংখ্য বিশ্বে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, মুনি, মনু, সিদ্ধ, ভক্ত ও সাধুগণ নিত্য সেই নির্গুণ পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাকেন। যে পরমাত্মা ঈশ্বরকে বেদ স্তুতি করিতে অসমর্থ, এমন কি সরস্বতীও স্তব করিতে ভীতা ও জড়ীভূতা হইয়া অসমর্থা হন, সহস্রবদন যাঁহার স্তব করিতে নিয়ত কম্পিত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মা স্বয়ং বেদকর্ত্তা হইয়াও যাঁহার স্তব করিতে অক্ষম, সেই সত্যস্বরূপ নিত্য সনাতনকে মাধবী নিন্দা করিতেছে; অদ্য সভা অপবিত্র হইল। ইহাতে আমাদের গোপীগণের জীবনও বৃথা; কিন্তু ইহার মধ্যে রাধিকাই পুণ্যবতী, কারণ তিনি দিবানিশি কেবল তাঁহাকে ধ্যান করিতেছেন। সখি! তাঁহার নাম স্মরণমাত্রে কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ, ভয়, শোক প্রভৃতি নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। রত্নমালা বলিলেন, হরি বামহস্তে গোবর্দ্ধন-গিরি ধারণ করিয়াছিলেন; সেই জগৎকর্ত্তার তাহা অপেক্ষা শৌর্য্য ও যশ আর কি হইতে পারে? যে দৈত্যরাজ সহস্র সহস্র শৈল চূর্ণ করিতে পারে; হরি অবলীলাক্রমে তাহাদের লক্ষ লক্ষ দৈত্য বিনাশ করিতে সক্ষম; তাঁহার অংশসঞ্জাত শূকররূপী বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া স্বীয় দশনাগ্রে অবলীলাক্রমে বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তখন সেই বসুধাতলে সহস্র সহস্র শৈল ও প্রভূত বিক্রমশালী অসংখ্য দৈত্যপতির বাস ছিল; সখি! সেই কার্য্যেও কি সেই পরমাত্মার শৌর্য্য, পৌরুষ, যশ কি প্রশংসা প্রকাশিত হইবে না। ২৮—৪৩। পারিজাতা বলিলেন, সখি! এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে অসংখ্য পর্ব্বত, সাগর, কাঞ্চনী ভূমি প্রভৃতি বিরাজিত আছে, এবং ইহা সর্ব্বাধাররূপা ও অতি মনোহারিণী; ইহাতে ব্রহ্মলোকাবধি সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল বিদ্যমান আছে এবং ইহাতে বিচিত্র সুন্দর নানাবিধ দ্রব্য আছে। এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; কিন্তু সেই এক একটী ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণুর লোমকূপে পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছে। তাঁহার যতগুলি লোম আছে, ততসংখ্যক বিশ্বও আছে; কিন্তু সেই মহাবিষ্ণু পরমাত্মা কৃষ্ণের ষোড়শাংশের এক অংশ; অতএব তাঁহার সেই যশ, শৌর্য্য ও অনুপম মহিমা উদরপরায়ণা গোপকন্যা মাধবী কি জানিবে? মাধবী বলিলেন;—আমি যাহা বলিয়াছি, মূঢ়া গোপিকাগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়াই নানারূপ জল্পনা করিতেছে। উদ্ধব! আমি যাহা বলি তাহা তুমি শ্রবণ কর;—বিষ্ণু স্বীয় ইচ্ছাবশতঃ সগুণ ও স্বেচ্ছাক্রমেই নির্গুণ।—তিনি কেবল ভূভার হরণের নিমিত্তই গোপবেশে শিশুরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বেদ, পুরাণ, সিদ্ধ ও সাধুগণ এবং ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ যে ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারেন না, আমি মূঢ়-প্রকৃতি, উদরপরায়ণা, সামান্য গোপকন্যা হইয়া তাঁহাকে কিরূপে জানিব? কিন্তু হে বৎস উদ্ধব! আমি সত্যরূপে যাহা বলিতেছি, তাহা ক্ষণকাল শ্রবণ কর; তাঁহার কি অনির্ব্বচনীয় বিষয়, সেই গুণাতীত দেহহীন পরমাত্মাস্বরূপ বিষ্ণুর উপাধি কি? আর তাঁহার রূপাদিই বা কি? এই মহামুগ্ধা গোপিকা আমার কথা বুঝিতে না পারিয়াই আমাকে নিন্দা করিতেছে; এই মুগ্ধা গোপিকা কি সেই পরাৎপর সত্যস্বরূপ কৃষ্ণকে জানিতে পারিবে? ৪৪—৬৪। তিনি পরম জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মা ঈশ্বর; তিনি অনির্ব্বচনীয় ও ভক্তানুগ্রহতৎপর; যাঁহার পাদপদ্ম সেই ত্রৈলোক্য-জননী পদ্মা ভয়ে কম্পিতা হইয়া দাসীর ন্যায় সতত সেবা করেন। সনাতনী ব্রহ্মস্বরূপা মূলপ্রকৃতি, যাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন, পরমেশ্বরী সরস্বতীও ভীতা এবং জড়ীভূতা হইয়া যাঁহার স্তব করিতে অক্ষমা, সেই পরমেশ্বরকে বেদচতুষ্টয় কিরূপে স্তব করিবে? উদ্ধব! তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত প্রেমবিহ্বল হইলেন। তখন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, তিনি একবার রোদন করেন, আবার ভূতলে মূর্চ্ছিত হন; এইরূপ করিয়া পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে

করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার চৈতন্য হইল; তখন গোপীগণের তাদৃশ ভক্তি দর্শনে আপনাকে তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে উদ্ধব তাঁহাদিগকে বলিলেন, দ্বীপসমূহের মধ্যে জম্বুদ্বীপ অতি মনোহর এবং প্রশংসনীয় ও ধন্য, কারণ তাহাতে শুভদায়ক ও পুণ্যপ্রদ ভারতবর্ষ বিদ্যমান আছে। পুণ্যবণিক্‌দিগের ইহা অতি ঈপ্সিত বাণিজ্যস্থল; এই স্থানে পুণ্য করিয়া পরলোকে তাহার শুভ ফল ভোগ করে। ভারতবর্ষ অতি ধন্য এবং পুণ্য ও শুভপ্রদ; ইহা গোপীগণের পাদপদ্মস্পর্শে পরম পবিত্র ও নির্ম্মল; এই ভারতে যত রমণী আছে, তাহার মধ্যে এই গোপিকাগণই ধন্যা ও মাননীয়া; কারণ ইঁহারা নিত্য শ্রীরাধার পুণ্যপ্রদ পাদপদ্ম দর্শন করেন, ব্রহ্মা ষষ্টিসহস্র বৎসর রাধিকা-পাদপদ্মের রেণুমাত্র লাভের নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। দেবী রাধিকা গোলোকবাসিনী কৃষ্ণের প্রাণাধিকা পরা প্রকৃতি; সম্প্রতি শ্রীদামশাপে বৃকভানুসুতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃষ্ণের যে যে ভক্ত আছেন, তাঁহারা রাধিকা ও গোপীগণের ষোড়শাংশের একাংশতুল্যও নহেন। ৬৫—৭৭। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তি, যোগীন্দ্র মহেশ্বর, রাধা ও গোপীগণ এবং বৃন্দাবনবাসী গোপগণই জানেন; ইহা ভিন্ন সনৎকুমার, বিষয়ী ব্রহ্মা, সিদ্ধ ও ভক্তগণ কিঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত আছেন। সম্প্রতি আমি ধন্য, আমিই কৃতার্থ; যেহেতু আমি গোলোকধামে আগমন করিয়া গুরুতুল্য গোপিকাগণের নিকটে অচলা হরিভক্তি লাভ করিলাম, আর মথুরায় গমন করিব না; আমি জন্মে জন্মে এই ব্রজাঙ্গনাদিগের দাস হইয়া সেই পবিত্র কৃষ্ণগুণগান নিয়ত শ্রবণ করিব; পরমাত্মা শ্রীহরির গোপীদিগের তুল্য আর ভক্ত নাই; গোপীগণ তাঁহার যেরূপ ভক্তি লাভ করিয়াছেন, অন্যে সেরূপ হরিভক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কলাবতী বলিলেন, ধন্যা, মেনকা ও আমি আমরা তিন জনে পিতৃগণের মানসীকন্যা; আমরা তিন ভগিনী পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছি। ধন্যা জনকপত্নী; তিনি সীতাদেবীর জননী। সীতা যেরূপ অযোনিসম্ভবা; সেইরূপ ধন্যাও অযোনিসম্ভবা। মেনকা হিমালয়পত্নী দুর্গাদেবীর মাতা, তিনি অতি ব্রত-পরায়ণা, দুর্গা যেরূপ অযোনিসম্ভবা, সেইরূপ মেনকাও অযোনিসম্ভবা। হে উদ্ধব! আমি বৃকভানুপত্নী ও এ রাধার জননী; রাধা অযোনিসম্ভবা; আমিও অযোনিজা। রাধা শ্রীদামশাপে পৃথিবীতলে বৃকভানুতনয়ারূপে অবতীর্ণা হইয়াছে, আমরা ও সনৎকুমারের শাপে মহীতলে অবতীর্ণা হইয়াছি। ৭৮—৮৮। ক্ষীরোদ সাগরের মধ্যে এক রমণীয় শ্বেত দ্বীপ আছে, তাহাতে বিষ্ণু সর্ব্বদা বাস করেন; আমরা ভগিনীত্রয়ে সেই বিষ্ণুর দর্শনের নিমিত্ত তথায় গমন করি। তৎপরে আমরা সেই স্থানে উপবিষ্টা রহিয়াছি, সেই সময়ে যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু ভগবান্ সনৎকুমার তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন আমরা তাঁহার দর্শনাদিমাত্র গাত্রোত্থান করিলাম না; সেই অপরাধে কোপপরবশ হইয়া তিনি আমাদিগকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন; হে মুগ্ধচিত্তরমণীগণ! তোমরা অত্যন্ত অহঙ্কারে মত্ত হইয়াছ, এজন্য তোমরা মানবীরূপে ধরণীতলে গমন কর; পুনর্ব্বার স্বর্গে আগমন করিতে পারিবে না। তৎপরে আমরা তাঁহাকে অত্যন্ত বিনয় করিলাম, তাহাতে সেই দ্বিজেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার আমাদের প্রত্যেককে এইরূপ বর প্রদান করিলেন,—(তিনি বলিলেন,) মেনকা! তুমি জ্যেষ্ঠা, অতএব ভূতলে অবতীর্ণা হইয়া বিষ্ণুর অংশসম্ভূত হিমালয়ের পত্নী হও; পার্ব্বতী তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হইবেন; ধন্যা তুমি যোগিশ্রেষ্ঠ জনকরাজের পত্নী হও, মহালক্ষ্মী সীতাদেবী তোমার কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তোমাদিগের মধ্যে কলাবতী। কনিষ্ঠা অতএব কলাবতি! তুমি যোগিপ্রবর দুর্ব্বাসার প্রিয়শিষ্য বৈষ্ণবর বৃকভানুর সাধ্বী প্রিয়তমা পত্নী হও; দ্বাপরের শেষভাগে গোকুলে শ্রীদামশাপবশতঃ গোলোকবাসিনী দেবী রাধা ধরণীতলে অবতীর্ণা হইয়া তোমার কন্যারূপে বিখ্যাতা হইবেন। মহেশ্বর ও অনন্ত দেবেরও ঈশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ, ভারাবতারণের নিমিত্ত পুণ্যক্ষেত্র ভারতে অবতীর্ণ হইবেন। সেই সময়ে তুমি কলাবতী ও বৃকভানু তোমরা উভয়ে কন্যাসহ জীবন্মুক্ত হইয়া সানন্দে পুনর্ব্বার গোলোকে আগমন করিবে। ধন্যাও স্বীয় তনয়া সীতার সহিত স্বর্গধামে গমন করিবে এবং সিদ্ধ যোগিনী মেনকাও আমার বরে পার্ব্বতীসহ বৈকুণ্ঠভবনে সশরীরে আগমন করিবেন। কল্পান্ত উপস্থিত হইলে লক্ষ্মী বিষ্ণুলোকেই অবস্থান করেন। বিপত্তি ব্যতীত কাহার কোথায় মহিমা বিস্তার হইয়া থাকে? কর্ম্মিগণের দুঃখাবসানে নিয়তই সুদুর্লভ সুখোদ্ভব হইয়া থাকে। আমরা পিতৃগণের মানসী কন্যা; পূর্ব্বে স্বর্গীয় ভোগবিলাসে রত ছিলাম, তৎপরে বিষ্ণুর দর্শনার্থ গমন করত প্রথমতঃ মুনিশাপ, তৎপরে তাঁহার বর প্রাপ্ত হইয়া অধুনা লক্ষ্মীর ন্যায় পৃথিবী-

তলে অবস্থান করিতেছি। বিষ্ণুদর্শনেই আমাদের কর্ম্মক্ষয় হইবে, সেই তীব্র পুণ্যফলেই আজ বৎসের দর্শন লাভ করিলাম; সনৎকুমারের মুখেই সমস্ত শ্রুত হইয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সিদ্ধগণের এমন কি জগতের দুর্লভ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা ঈশ্বর, তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক্, নির্গুণ, নিরীহ, স্বেচ্ছাময় ও সকলের শ্রেষ্ঠ। ৮৯—১০৪। তুলসী বলিলেন, সখি! বিষ্ণু আমাদের প্রাণ ও বিবয়ী বিষ্ণু আমাদের মন, ব্রহ্মা চেতনা, প্রকৃতি বুদ্ধিস্বরূপা ও সকল শক্তির অধিষ্ঠাতৃদেবতা শম্ভু জ্ঞানস্বরূপ ও স্বয়ং ধর্ম্ম সর্ব্বাবয়ববিশিষ্ট পুরুষ; কৃষ্ণ নির্গুণ পরমাত্মা, প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ; তিনি সমস্ত জীবের কর্ম্মসাক্ষী; তিনি সুখদুঃখ-ভোক্তা; জীব তাঁহার প্রতিবিম্বমাত্র, সেইরূপ চক্ষুদ্বয়ে চন্দ্র সূর্য্য, জিহ্বায় সরস্বতী, চর্ম্মে পৃথিবী ও বাহুতে লোকপালগণ বিরাজ করে; তাঁহারা সকলেই সেই পরমাত্মার পরিচারকস্বরূপ। যেরূপ দেবগণ সভাতে শিবের অনুগমন করেন, তদ্রূপ জীবগণ পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিয়ত সেই আত্মার অনুগমন করে। সাধুতম যোগিগণ পরম ভক্তির সহিত তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন। তিনি কর্ম্মিগণের সাক্ষিস্বরূপ সুতরাং তাহার নিকটে কর্ম্মের গোপন কি হইতে পারে? সেই অন্তর্যামী কৃষ্ণ, লোকের অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রচার করেন। কালিকা বলিলেন, বৃদ্ধ, বালক, যুবা প্রভৃতি নরগণ দেবগণ ও সিদ্ধগণ সকলেই সেই পরমব্রহ্ম কৃষ্ণকে জানেন। হে বিজ্ঞবর! সম্প্রতি রাধিকার চৈতন্যোৎপাদন করা কর্ত্তব্য; এই অবস্থায় সেইটাই প্রধান যুক্তি; অতএব উদ্ধব! ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন কর। উদ্ধব বলিলেন, কল্যাণি! একবার চৈতন্য লাভ করুন। হে জগন্মাতঃ! আমি কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ দাসানুদাস উদ্ধব; আমি মথুরায় গমন করিতে ইচ্ছা করি, আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া বিদায় প্রদান করুন। পরাধীন ব্যক্তি কাষ্ঠময়ীমূর্ত্তির ন্যায় নিয়ত পরাধীন, কদাচও স্বাধীন নহে। যেরূপ বৃষ সর্ব্বদা বৃষবাহকের বশীভূত, হে মাতঃ। তদ্রূপ সমস্ত জগৎ সেই জগন্নাথের বশীভূত। ১০৫—১১৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, রাধিকা উদ্ধববাক্য শ্রবণ করত চেতনা লাভ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন সপ্তগোপিকা ভক্তিপূর্ব্বক চামর ব্যজন করত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল; তৎপরে তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে মধুর ভাবে বলিতে লাগিলেন;—বৎস! এক্ষণে তুমি মথুরায় গমন কর, ভবাদৃশ জনসমূহ ভবসাগরে পতিত হইয়া আমাকে স্মরণ না করিলেও কোন অধর্ম্ম হয় না। উদ্ধব! আমার এই সমস্ত বাক্য কৃষ্ণকে বলিয়া সেই পরম আনন্দময় প্রভুকে আমার সমীপে শীঘ্র আনয়ন কর। এই নারীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাদৃশ পতি লাভ করিয়াছি, পরে তাঁহার এরূপ বিচ্ছেদ হইয়াছে, আর আমি ভিন্ন এজগতে দুঃখিনী কে আছে? উদ্ধব! আমাকে আর কি প্রবোধ দিতেছ? আমার প্রবোধের উপযুক্ত কিছুই নাই; দেহীর আত্মা ব্যতীত সর্ব্বদা দেহ নিষ্ফল। উদ্ধব! আমার মনে অন্য কোন বিষয়েরই উদ্ভব হয় না, কেবল সেই নিত্য নূতন প্রীতি, সৌভাগ্য, গৌরব, অতি দুর্লভ প্রেম ও গোপনীয় নব-সঙ্গম প্রভৃতি সমস্তই সর্ব্বদা আমার মনে জাগরূক। রাত্রিতে নিদ্রা পরিত্যাগ করত ঐ সমস্ত স্মরণ হওয়াতে শোকবেগ দ্বিগুণতর প্রবাহিত হয়। হে বৎস! আমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর; জীবের অভয়প্রদান করিলে নরগণের তীর্থস্নানতুল্য ফল লাভ হয়। আমার মন অতি দুর্নিবার্য্য হইয়া প্রবোধিত হইতেছে না। কেবল সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের চিন্তায় নিয়ত নিমগ্ন, তাঁহার গুণ-মহিমা, প্রীতি প্রেম ও সৌভাগ্য বারংবার স্মরণ করিয়া আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইতেছে; কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না। ১—১১। এই জগতের যুবতীগণের মধ্যে এরূপ দুঃখভাগিনী কে আছে? আমি ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদযাতনাই বা কে জানে? সীতা কিয়ৎপরিমাণে পতিবিরহ অবগত ছিলেন, তিনি ত আমিই; অতএব এই ত্রিভুবনে কামিনীদিগের মধ্যে আমার মত চিরদুঃখিনী কে আছে? আর আমার মনোবেদনা শ্রবণ করিয়াইবা কে বিশ্বাস করিবে? বৎস উদ্ধব! যুবতীদিগের মধ্যে আমার মত দুঃখভাগিনী কে আছে? স্ত্রীদিগের মধ্যে রাধিকার ন্যায় দুঃখিনী বিরহ-বিধুরা সৌভাগ্যবর্জ্জিতা রমণী কেহ কখন জন্মগ্রহণ করে নাই, করিবেও না। আমি অতি পাপিনী; কারণ আমি তাদৃশ কল্পবৃক্ষতুল্য

জগৎপতিকে পতি লাভ করিয়াও নির্দ্দয় বিধাতার ছলনায় বঞ্চিত হইলাম। বৎস! যাঁহার পাদপদ্ম, বদনমণ্ডল, রূপ, বেশ প্রভৃতি নয়নগোচর হইলে, মন সুস্নিগ্ধ এবং জীবন ও জন্ম সফল হয়, যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র পঞ্চপ্রাণ প্রহর্ষিত ও স্মৃতিমাত্রে প্রফুল্ল হয় এবং তাহাতে আত্মাও সুস্নিগ্ধ হয়, যাঁহার সুরত-অঙ্গস্পর্শ এবং যশ ত্রিভুবনে বিখ্যাত, আমি কোন্ সম্পত্তিবলে তাঁহাকে বিস্মৃত হইব? বৎস! যিনি ত্রৈলোক্যবিজয়ী রূপ ও গুণ ধারণ করেন এবং বিধাতা স্বয়ং যাঁহাকে সৃষ্টি করেন নাই, সেই বিধাতাকেই যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বিধির বিধাতা সমস্ত সম্পত্তির প্রদানকর্ত্তা কল্পবৃক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠভূত শান্ত-স্বভাব সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ববীজস্বরূপ লক্ষ্মীকান্ত ঈশ্বর পরমাত্মাস্বরূপ পতিকে কোন্ সম্পত্তিবলে বিস্মৃতা হইব? বৎস! চন্দ্র, মন্মথ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতিও যাঁহার নির্ম্মঞ্ছনার উপযুক্ত নহেন এবং এই জগতে যাঁহার তুল্য গুণবান্ দ্বিতীয় নাই; যাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মা, শিব ও অনন্ত নিয়ত ধ্যান করেন, সেই প্রভুকে কোন্ সম্পত্তিগর্ব্বে বিস্মৃতা হইব? পুত্র! যাহারা স্বপ্নেও একবার সেই কৃষ্ণের মনোহর অতুল রূপরাশি দর্শন করে, তাহারা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করত দিবানিশি তাঁহাকে ধ্যান করে, এমন কি তাঁহার গুণে পর্ব্বত জলরূপে পরিণত, শুষ্ককাষ্ঠ দ্রবীভূত, মৃত বৃক্ষ মুকুলিত ও অনিল স্তম্ভিত হইয়া থাকে এবং তাঁহার ভক্তিতে সূর্য্য ও ও জলধি নিশ্চল হয়, সেই প্রিয়তম পতিকে কোন্ সম্পত্তিগর্ব্বে বিস্মৃতা হইব? বৎস! যাঁহার ভয়ে বায়ু সকল স্থানে সঞ্চারিত হয়, সূর্য্য কিরণজাল বিস্তার করেন, ইন্দ্র বারিবর্ষণ ও অগ্নি সকল বস্তু দগ্ধ করেন, মৃত্যু সর্ব্বভূতে বিচরণ করেন, এবং যাঁহার ভয়ে বৃক্ষ সকল নিয়মিত সময়ে পুষ্পিত ও ফলবান্ হইতেছে, সমুদ্র গ্রহ মুনি ও সুরগণ, স্বীয় স্বীয় কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন; যিনি কালের কাল, সংহারকর্ত্তার সংহারকর্ত্তা, স্রষ্টার স্রষ্টা; যিনি স্বাধীন, সর্ব্ববস্তু হইতে পৃথক্ স্বয়ং পরমাত্মাস্বরূপ, তাঁহাকে কোন্ সম্পত্তিবলে বিস্মৃত হইব? বিজ্ঞবর! তাঁহার বিচ্ছেদে এরূপ কোন প্রবোধ নাই যে, আমাকে তদ্দ্বারা প্রবোধিত করিবে। ইহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, সাধুগণ, কি সুরগণ; এমন কি সাবিত্রী ও সরস্বতী পর্য্যন্তও আমাকে প্রবোধ প্রদানে সক্ষমা হইবেন না। সহস্র-বদন অনন্ত, বেদকর্ত্তা বিধাতা, যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু শম্ভু ও গণেশ্বরও আমার প্রবোধদানে সক্ষম নহেন। স্থিতির গতি চিন্তনীয় বটে, কিন্তু মার্গশূন্য স্থানে কিরূপে তাহা চিন্তা করা যায়। বৎস! সুখ, দুঃখ ও শুভাশুভ সমস্ত কাল-সাধ্য, কিন্তু সেই কাল অতি দুর্নিবার্য্য; এই জগৎও কালায়ত্ত। বৎস! এক্ষণে তুমি সুখে সেই মনোহর মথুরাধামে গমন কর; তোমাকেও ব্রজবাস পরিত্যাগ করিয়া গমনোন্মুখ দেখিতেছি। বহুকাল কৃষ্ণবিচ্ছেদ, সুখ ও দুঃখ উভয়ই উৎপাদন করে; অতএব সেই কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মমৃত্যুজরাহর চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া সুখী হও। এই বলিয়া রাধিকা বন্ধু-বিচ্ছেদে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ও তাঁহার সুমধুর বাক্য শ্রবণে উদ্ধবও রোদন করিতে লাগিলেন। ১২—৩৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! উদ্ধব রাধিকার পাদপদ্মে প্রণাম করত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া মথুরায় গমনোন্মুখ হইলেন। তখন মাধবীনাম্নী গোপিকা প্রেমবিহ্বলা হইয়া রোদন করিতে করিতে রাধা-বিচ্ছেদে উচ্চৈঃস্বরে রোদনপরায়ণ ভক্ত উদ্ধবকে বলিলেন;—উদ্ধব! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর; মনো-বাঞ্ছিত নিগূঢ় পরম জ্ঞানবিষয়ে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর; সেই আমার বক্তব্য বিষয় অতি সুদুর্লভ; বেদপুরাণেও অতি গোপনীয়; হে মহাভাগ! তুমি এই ত্রিজগজ্জননী রাধিকাকে তাহা জিজ্ঞাসা কর। মাধবী উদ্ধবকে এই কথা বলিয়া সেই সভামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন উদ্ধব সেই শান্তস্বভাবা রাধিকাকে বলিলেন, প্রাণিগণ কর্ম্মানু-রোধে বারংবার একাকী সংসারে আগমন করে ও একাকী গমন করে, এই জন্য পুরুষ স্বকর্ম্ম-ফলভোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। জন্তু সকল কর্ম্মফলে জন্মগ্রহণ করে ও কর্ম্মফলেই বিলীন হয় এবং সুখ, দুঃখ, ভয়, ও শোক প্রভৃতি কর্ম্মফলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জন্তুগণ এই সংসারে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অবশিষ্ট কালের ভোগের নিমিত্ত পুনর্ব্বার গতায়াত করে। সতি! আপনি আমাকে যে সকল রত্নাদি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি? কিছুতেই তাহা আমার সঙ্গে যাইবে না। দেবি! আপনি রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ও এই ভবসাগর পার করিতে একমাত্র তরণীস্বরূপা; তাহাতে স্বয়ং কৃষ্ণ কর্ণধার হইয়া সকলকে পার করিয়া থাকেন। সেই ভবাব্ধি-

পারের জন্য কিঞ্চিৎ জ্ঞান আমাকে প্রদান করুন, তা যাই কৃষ্ণপ্রাপ্তির মূলীভূত কারণ ; আপনার প্রসাদে লাভ করিয়া মথুরাতে গমন করিব ।১—১১। হে মাতঃ ! সুরগণের, মনুষ্যদিগের, পিতৃগণের, ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধ লোকের যে যে কালগতি, তাহা বর্ণন করুন ; যাহাতে সেই ঘোর দুস্তর কালগতি অতিক্রম করিয়া হরির পাদপদ্ম লাভ করিতে পারি ; হে কমলালয়ে ! এরূপ কোন উপায় আমাকে উপদেশ করুন। যাঁহার পাদ-পদ্ম দিবানিশি ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্তদেব প্রভৃতি নিয়ত ধ্যান করেন, আপনি আবার তাঁহারই বক্ষঃস্থলে অবস্থান করেন। কমলালয়া উদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক নেত্রনীর বস্ত্রাঞ্চলে মার্জ্জনা করত উদ্ধবকে বলিলেন, উদ্ধব ! তুমি মাধবীর বাক্যানুসারে এরূপ প্রশ্ন করিয়াছ ; কিন্তু বৎস ! আমি অবলা স্ত্রীজাতি অতিচঞ্চল-স্বভাবা, অতএব আমি তোমাকে কি জ্ঞান প্রদান করিব ? বৎস, ভগবান্ হরি এই বিশুদ্ধ কালগতি অবগত আছেন ; সাধুগণও বেদানু-সারে কিয়ৎপরিমাণে অবগত আছেন। গোলোক ধামে রাসমণ্ডলে কৃষ্ণমুখে যেরূপ আমি শুনিয়াছি এবং সম্প্রতি গোলোকে, বৈকুণ্ঠে, ব্রহ্মলোকে, যেরূপ কালের গতি দর্শন করিতেছি, তাহা তোমাকে বলি শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ,—মনুষ্য, দেবতা ও পিতৃগণের ব্রহ্মলোকাদির, ব্রহ্মাণ্ড হইতে পাতাল পর্য্যন্ত সকলের ও বহির্লোকের দুরত্যয় কালগতি হইতে যে উপায়ে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে উদ্ধব ! যাঁহারা কালের কাল-স্বরূপ জগদ্-গুরু নিরীহ পরমাত্মা ঈশ্বর জগন্নাথকে ভজনা করেন এবং সদাত্মা ব্যতীত যাঁহাদের বিনশ্বর দেহ সদ্য পতিত হয়, তাঁহারাই সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের সেবা করিয়াই কালগতি হইতে নিস্তার লাভ করেন। ১২—২২। সূর্য্য, সকল প্রাণীর আয়ু হরণ করেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যবান্ শুদ্ধ ভক্তগণের আয়ু হরণ করিতে পারেন না। পুত্র ! স্থির-বয়স্ক সনক সনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণকে ও রুদ্রাদি দেবগণকে স্মরণ কর ; তাঁহারা জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু, নিত্য-বয়ঃস্থ এবং তাঁহারা অনুপনীত পঞ্চবর্ষীয় বালকের ন্যায় ; কিন্তু তাঁহাদের অন্তর অতি-উচ্চ ভাবাপন্ন ; তাঁহারা সস্মিত ও দিগম্বর, শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে নিত্য-পবিত্র, তীর্থস্নানে বিশুদ্ধদেহসম্পন্ন ও বৈষ্ণব ; তাঁহারা কখন বেদ কি বেদাঙ্গ প্রভৃতির চিন্তা করেন না ; কেবল প্রফুল্ল হৃদয়ে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির ধ্যানে রত। তাঁহারা বাহ্যিক কোনরূপ পূজা করেন না ; কেবল মানসিক পূজায় সর্ব্বদা আসক্ত ; সেই মহা ভাগ্যশালী ব্যক্তিগণই মৃত্যুঞ্জয় হইয়া কালস্বরূপ হিংস্র জন্তুকে জয় করিয়া-ছেন। এক্ষণে সেই সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎ-কুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণকে যাঁহারা নিত্য স্মরণ করেন, তাঁহারা তীর্থ-স্নান-তুল্য ফল লাভ করত কৃত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া হরিভক্তি ও হরি-দাসত্ব লাভ করিতে পারেন। বৎস উদ্ধব ! তুমি একবার মৃকণ্ডুর শিশু সন্তানের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ ;—তিনি প্রথমতঃ দশবৎসর আয়ু প্রাপ্ত হইয়া তীব্র ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান হইলেন ; তৎপরে তিনি হরিসেবাবলে কল্পান্তজীবী হইয়া-ছেন। তুমি বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, লোমশ ও আসুরির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, তাঁহারা সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত হরিসেবায় রত থাকিতেন ; সেই হরির পাদপদ্মধ্যানে শতকল্পান্তজীবী হইয়া-ছেন। ২৩—৩৩। বৎস ! তুমি জমদগ্নিপুত্র পরশু-রাম, হনুমান, বলি, ব্যাস, অশ্বত্থামা, বিভীষণ, কৃপাচার্য্য, ভল্লুকশ্রেষ্ঠ, জাম্ববান্ প্রভৃতি চিরজীবিগণের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ ; ইঁহারা কেবল হরি-চিন্তাবলেই সিদ্ধ নর ও মুনীন্দ্রগণের মধ্যে চিরজীবী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। আর দেখ দুরন্ত হরিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুতনয় প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের মধ্যে হরিচিন্তা-পরায়ণ হইয়া মহানুভব হইয়াছিলেন। এইরূপ অন্যান্য মহাত্মগণও ভারতে জন্ম লাভ করত বহুজন্ম তপস্যা করিয়া চিরজীবিতা লাভ ও সুদুস্তর কালকে জয় করিয়াছেন। যাহারা সেই পরমাত্মা শ্রীহরির সেবা না করে, তাহারা মূঢ় ও পাপনিরত। যে ব্যক্তি শ্রীহরির সেবায় বিরত হইয়া বিষয়ান্তরে আসক্ত হয়, সেই মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছাক্রমে অমৃত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিষ পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই নশ্বর জগতে কে কাহার স্ত্রী ? কে কাহার পুত্র ? কে কাহার বন্ধু ? বিপদেই বা কে কাহার বান্ধব ? সকলি সেই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ ; সেই জন্য সাধুগণ দিবানিশি নিয়ত সেই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিহারক পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকেই ভজনা করিয়া থাকেন। অতএব বৎস ! সেই শ্রীনন্দনন্দন পরিপূর্ণতম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ভজনাই একমাত্র সুদুস্তর কালের তরণোপায়। বৎস উদ্ধব ! এক্ষণে মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, সুরবর্গ, নাগ ও রাক্ষসগণের এবং অন্যান্যের আমার জ্ঞান-গোচরীভূত কালগতি নিশ্চিতরূপে বলিতেছি সাব-ধান হইয়া শ্রবণ কর। বৎস ! যাঁহার লোমকূপে অসংখ্য বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, সেই সর্ব্বাধার মহা-

বিরাট্ সকল বস্তু হইতে স্থূলতম, পরমাণু এবং সমস্ত বস্তু হইতে অতি সূক্ষ্ম সেই পরমাণুই সকল কালের আরম্ভাত্মক ও অনূহ ; সেই পরমাণুদ্বয়ে দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুকত্রয়ে ত্রসরেণু ত্রসরেণুত্রয়ে এক ত্রুটি— ইহাই মনীষিগণ বলিয়াছেন। ৩৪—৪৭। শতত্রুটিতে একবেধ, তিনবেধে একলব, তিনলবে এক নিমেষ, তিন নিমেষে একক্ষণ, সেই পঞ্চক্ষণে এককাষ্ঠা, দশকাষ্ঠায় একলঘু, পঞ্চদশ লঘুতে একদণ্ড, সেই দণ্ডের প্রমাণ তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। চারি অঙ্গুলিপরিমিত চারিটী স্বর্ণমাসের সূক্ষ্ম বিবর দ্বারা বিনির্গত জলে ষট্‌পল পরিমিত জলপাত্র পূর্ণ হইলে দণ্ড হয় ; সেই দণ্ডদ্বয়ে এক মুহূর্ত্ত হয়। তিথি ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা অষ্টদণ্ডে একপ্রহর, তাহার প্রমাণ নিরূপিত হইয়াছে ; এইরূপ চারিপ্রহরে রাত্রি, চারিপ্রহরে দিন এবং পঞ্চদশ তিথিতে একপক্ষ। পক্ষ দুইপ্রকার ; শুক্ল ও কৃষ্ণ। সেই পক্ষদ্বয়ে একমাস, দুই মাসে এক ঋতু ও ছয় ঋতুতে এক বৎসর ; ঋতু ছয়প্রকার যথা—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত বসন্ত। কালবিৎ পণ্ডিতগণ বৎসর পাঁচপ্রকার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ;—যথা—সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর অনুবৎসর, উদাবৎসর। হে উদ্ধব। দ্বাদশ মাসে এক অব্দ, সেই মাসের নাম যথারীতি বলিতেছি, শ্রবণ কর, যথা—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ; এই চৈত্র মাসই বর্ষের শেষ মাস বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চৈত্র বৈশাখ এই মাসদ্বয়ে বসন্ত ঋতু, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় দুই মাসে গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাসে বর্ষা, আশ্বিন কার্ত্তিক দুই মাসে শরৎ, অগ্রহারণ পৌষ এই দুই মাসে হেমন্ত ও মাঘ ফাল্গুন দুই মাসে শীত ঋতু ; এইরূপে ক্রমে হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দুই অয়ন ; দুই অয়নে এক অব্দ হয়। মাঘ অবধি আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণাবধি পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস দক্ষিণায়ন। মাঘ অবধি আষাঢ় পর্য্যন্ত ক্রমে দিন বৃদ্ধি হয় এবং শ্রাবণাবধি পৌষ পর্য্যন্ত ক্রমে রাত্রি বৃদ্ধি পায়। এইরূপ প্রতিপৎ অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ হইতে অমাবস্যাশেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ ;—ইহা বেদবিদ্‌গণ নিরূপণ করিয়াছেন। পৌর্ণমাসীর শেষ প্রতিপদের পর দ্বিতীয়া তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা পর্য্যন্ত গণনা করিবে। এই রূপে শুক্লপক্ষও গণনা করিতে হয়।

হে উদ্ধব! অশ্বিনী ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া শ্রবণা, অভিজিৎ, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী এই অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র চন্দ্রের পত্নী। ইহাদের সহিত চন্দ্র ক্রমিক নিত্যই অবস্থান করেন। নক্ষত্র সপ্তবিংশতিটী, তাহাই চন্দ্রের পত্নী ; এইটি শ্রুতিতে উক্ত আছে, কিন্তু অভিজিৎ শ্রবণার ছায়ামাত্র, তাহা লইয়া অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র। একদা মধুমাসে চন্দ্র রমণী শ্রবণার সহিত দিবানিশি ক্রীড়ায় নিমগ্ন থাকেন। তদ্দর্শনে চিত্রা অত্যন্ত কুপিতা হইলে শ্রবণা ভয়ে চন্দ্রকে ছায়া প্রদান করিয়া পিতার সমীপে গমন করিলেন ; তৎপরে পিতাকে সেইস্থানে আনয়ন করিয়া বিভাগ করিলেন। সেইজন্য অভিজিৎ নামে নক্ষত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিষয় আমি শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে কৃষ্ণমুখে শুনিয়াছি। বৎস ! তিথি ও নক্ষত্রের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে যোগ ও করণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪৮—৭৫। যোগ যথা—বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুকর্ম্মা, ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্র, অসৃক্, ব্যতীপাত, বরীয়ান্, পরিঘ, শিব, সাধ্য, সিদ্ধ, শুভ; শুক্র, ব্রাহ্ম, ইন্দ্র, বৈধৃতি, এই যোগের কথা তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে করণের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। করণ যথা—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি, চতুষ্পাৎ কিন্তুঘ্ন। হে উদ্ধব! মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্রি হয়, তাহার মধ্যে শুক্লপক্ষ রাত্রি ;—এইরূপ মনুষ্যগণের একবৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্র হয়। তাহার মধ্যে উত্তরায়ণ দিবা ও দক্ষিণায়নে রাত্রি হইয়া থাকে। দিব্য একসপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর, ইন্দ্রের আয়ুঃসংখ্যা সেই মনুর আয়ুকালপরিমিত। এক মন্বন্তর মনুষ্যপরিমাণে পঁচিশ হাজার পাঁচশত ছয় যুগ, তাহাতে একটি ইন্দ্রপতন হয়। তখন সেই ইন্দ্রলোকে সূর্য্যের গতিরোধ হইয়া থাকে, এইকালমধ্যে ইন্দ্র ও মনুর পতন হয় ; এইরূপ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকৃত কাল ব্রহ্মার এক দিন। ইহা দ্বারা যুক্তি অনুসারে বিধাতার দিন-রাত্রি উক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের আয়ুঃ-কালে তাঁহার দিবা এবং তাদৃশকালে তাঁহার রাত্রি হয়, সেই সময়ে ইন্দ্রপাতানুসারে তথায় সূর্য্যের গতিরোধ হয়। এইরূপে ব্রহ্মলোকনিবাসিগণ

তাহাতেই দিবানিশি জানিয়া থাকেন। ৭৩—৮৬। এই পরিমাণে ত্রিশদিন বিধাতার একমাস, সেইরূপ দ্বাদশমাসে একবৎসর, তাহারই শত বৎসর তাঁহার আয়ুঃসংখ্যা। ব্রহ্মার পতনে শ্রীহরির একনিমেষকাল, বিধাতার পতনানুসারে বৈকুণ্ঠে এক দিনরাত্রি হয়, তখন বৈকুণ্ঠে ও গোলোকেও সূর্য্যের গতি থাকে না। তাহাতেই গোলোকবাসী ও বৈকুণ্ঠবাসিগণ দিবারাত্রি জানিয়া থাকেন। সেই সময়ে তথায় চন্দ্র এবং গ্রহগণেরও গতি থাকে না এবং হরির ইচ্ছাক্রমে আর রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে না। দিবাভাগে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তেজ প্রদীপ্ত হয়; তিনি স্বীয় মন্দিরে গমন করেন বলিয়া তাঁহার তেজোহীন হয়, এজন্য রাত্রি উপস্থিত হইয়া থাকে। হে উদ্ধব! বিষ্ণুলোকেও এইরূপে কালগতি বিদ্যমান আছে; সেই নিরাকার ভগবান্ পরমাত্মাই কালরূপ। এইরূপ সপ্তপাতালেও চন্দ্র-সূর্য্যের গতি নাই, কিন্তু তথায় পাতালবাসিগণ সঙ্কেতে দিবারাত্রি জানিতে পারে; নাগগণের মস্তকস্থিত মণি যখন জ্বলিতে থাকে, তখন তাহারা দিবা বলিয়া জানে এবং যখন তাহা দীপ্তিহীন হয়, তখন তমোরাশিতে আবৃত হইয়া রাত্রি উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই পাতালনিবাসিগণ তন্ত্রিপ্রমাণে কালকে জানে। পৃথিবীতে যেরূপ কালের পরিমাণ, পাতালেও তদ্রূপ কালপরিমাণ নিরূপিত আছে; যুগ চারিটী। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি। দিব্য দ্বাদশসহস্র বৎসরে সেই যুগচতুষ্টয় হইয়া থাকে; তাহার মধ্যে কালবিৎ পণ্ডিতগণ দেবপরিমাণে চারিসহস্র আটশত বৎসরে সত্যযুগ নিরূপণ করিয়াছেন; ঐকাল মনুষ্যপরিমাণে সপ্তদশলক্ষ অষ্টাবিংশতি বৎসর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দেবপরিমাণে তিনসহস্র ছয়শত বৎসর ত্রেতাযুগের পরিমাণ বলিয়া কালবিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; সেই পণ্ডিতগণই আবার মনুষ্যদিগের পরিমাণে দ্বাদশলক্ষ ষন্নবতি সহস্র বৎসর, ত্রেতাযুগের পরিমাণ বলিয়াছেন। এইরূপে কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বাপরযুগের পরিমাণ দিব্য দুইসহস্র চারিশত বৎসর বলিয়াছেন; এবং এই কালে নরপরিমাণে অষ্টলক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর তাঁহারাই বলিয়াছেন। এইরূপ কলিযুগেরও মান দিব্য এক সহস্র দুইশত বর্ষ ও মনুষ্যপরিমাণে চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার বর্ষ, কালবিৎ পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন। এই যুগচতুষ্টয়ের মনুষ্যপরিমাণ বিংশতিসহস্র ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ বর্ষ, ইহা কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়াদেন, বৎস! আপনার জ্ঞানানুসারে যাহা শুনিয়াছিলাম তদনুরূপ কালসংখ্যা তোমার নিকটে বলিলাম, এক্ষণে হরিসমীপে গমন কর। ৮৭—১০৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষন্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! তৎপরে শ্রীহরি-প্রিয়া রাধিকা উদ্ধবের গমনোদ্যোগ দেখিয়া দুঃখিতহৃদয়ে শীঘ্র আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। সতী রাধিকা উৎকণ্ঠিতা হইয়া গোপীগণ-সহ উদ্ধবের মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সুস্নিগ্ধ দূর্ব্বাক্ষত, শুক্লধান্য, ও মঙ্গলজনক পুষ্পও তাঁহার মস্তকে প্রদান করিলেন, তৎপরে ফল, লাজ ও দধি প্রভৃতি তাঁহার পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন এবং দর্পণ, পল্লব, ফল, গন্ধ, সিন্দুর, কস্তুরী ও চন্দন-যুক্ত পূর্ণ-কুম্ভ, পুষ্প, মাল্য, প্রদীপ, মণিরত্ন, উত্তম ব্রাহ্মণ, পতি-পুত্রবতী সাধ্বী স্ত্রী, কাঞ্চন, রজত প্রভৃতি দর্শন করাইয়া মহালক্ষ্মী রাধা তাঁহাকে হিতকর মঙ্গলময় বাক্য বলিতে লাগিলেন; তখন তাঁহার নেত্রনীর দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে পতিত হইলেও তাহা গোপন করিয়া বলিলেন, উদ্ধব! পথে তোমার মঙ্গল হউক, তোমার কল্যাণ হউক; তুমি হরি-সমীপে জ্ঞান লাভ করত তাঁহার প্রিয়তর হও। বরের মধ্যে কৃষ্ণদাস্য ও কৃষ্ণভক্তিই শ্রেষ্ঠতম বর এবং পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হরিভক্তিই গুরুতর মুক্তি; ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব, অমরত্ব, অমৃতলাভ কিংবা সিদ্ধিলাভ এ সকল হইতেও হরিদাস্য দুর্লভ। হে দ্বিজবর! যদি কেহ এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া বহু তপস্যা করত হরিভক্তি লাভ করে, তাহা হইলে তাহার জন্ম হয় না তাহাকে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; সেই ব্যক্তির জীবন সফল; আচরিত কর্ম্মের ক্ষয় হয় তাহার, তদীয় মাতৃপিতৃগণেরও অদৃষ্ট ক্ষয় হয়। ১—১১। তাহার মাতামহদিগের শত পুরুষ, শত শত সহোদর শত বান্ধবপত্নী, বান্ধব, শত শত গুরুপত্নী, শিষ্য ও ভৃত্যগণ সকলেই কর্ম্মমুক্ত হয়। বৎস! কৃষ্ণ-সমর্পিত কার্য্য ও কৃষ্ণের সন্তোষজনক যে কর্ম্ম, তাহা অতি উত্তম ও শুদ্ধ; প্রীতি ও বিধিপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা অতি ধন্য ও মঙ্গলজনক এবং পরিণামসুখদায়ক। শ্রীকৃষ্ণের ব্রতানুষ্ঠান, তাঁহার তপস্যা, তাঁহার ভক্তি ও তাহার পূজা এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-উদ্দেশে অনশন—এ সমস্ত কেবল তাঁহার দাস্যের কারণ। সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সকল

তীর্থে স্নান, সকল ব্রত, তপস্যা, বহুবিধ যজ্ঞ; সকল দানের ফল, সমস্ত বেদবেদাঙ্গ পাঠ বা অন্যের দ্বারা পাঠ করান, ভীত ব্যক্তির রক্ষা, সুদুর্লভ জ্ঞান দান, অতিথির সৎকার, শরণাগতের রক্ষা, সকল প্রকার দেবপূজা ও বন্দনা, মন্ত্রজপ, পুরশ্চরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-ভোজন, গুরুর শুশ্রূষা, পিতৃ-মাতৃভক্তি, তাঁহাদিগের সৎকার প্রভৃতি পুণ্যজনক কার্য্যসকল কৃষ্ণদাস্যের ষোড়শকলার উপযুক্ত নহে; অতএব উদ্ধব! তুমি যত্নপূর্ব্বক নির্গুণ, নিরীহ, পরমাত্মা, পরাৎপর, ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর। তিনি নিত্য, সত্য, পরম ব্রহ্ম, পরাৎপর, পরিপূর্ণতম, বিশুদ্ধ, ভক্তানুগ্রহপরায়ণ, কর্ম্মিগণের কর্ম্মসাক্ষী, নির্লিপ্ত, পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, কারণের কারণ সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বেশ ও সমস্ত সম্পদ্-প্রদায়ক; তিনি স্বীয় ভক্তি ও সাম্যপ্রদ নিজসম্পত্তি-স্বরূপ পাদপদ্ম প্রদান করেন। অতএব মাৎসর্য্যপ্রদ জ্ঞাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, সেই পরমানন্দময় নন্দ-নন্দনকে ভজনা কর। ১২—২৫। বেদে কৌথুম-শাখাতে তাঁহার যে সহস্রনাম, উল্লিখিত আছে। তাঁহার যে নন্দনন্দন নামটী উক্ত হইয়াছে, তাহা উচ্চারণে কর্ম্মের মহদ্বিঘ্নসকল বিদূরিত হয়; উদ্ধব, এই সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তিনি পূর্ণরূপে জ্ঞান লাভ করিয়া পরিপূর্ণ হইলেন। উদ্ধব স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল গলে বদ্ধ করিয়া দেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত শিরস্থিত কেশপাশে তাঁহার পাদপদ্ম বন্ধন করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, ভক্তিবশে নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল; তিনি তাঁহাদের বিচ্ছেদশোকে ও প্রেমবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রাধা ও গোপীগণ তাঁহার প্রেমে তাঁহার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক রোদন করত নয়ননীরে উদ্ধবকে সিক্ত করিলেন। রাধিকা উদ্ধবকে অচৈতন্যভাবে মূর্চ্ছিত দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহাকে অবিলম্বে উত্থাস করাইলেন এবং তৎপরে তাঁহার মুখকমলে জল প্রদান করিয়া চৈতন্যোৎপাদন করত তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই সভামধ্যে উদ্ধব, চেতনা লাভ করিয়া গোপীগণ-সম্মুখে রোদনপরায়ণা পরমার্থদায়িনী রাধিকাকে বলিলেন, দ্বীপগণের মধ্যে এই জম্বুদ্বীপ অতি সুদুর্লভ, ধন্য ও যশঃপূর্ণ। এই জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষ বিরাজিত, সেই পবিত্র ভারতবর্ষে বৃন্দাবন আবার অতি রমণীয় এবং রাধার পাদপদ্মের রেণু-স্পর্শে সর্ব্বদা পবিত্র; ত্রিভুবনে পৃথিবী ধন্যা, মাননীয়া ও পূজিতা, যেহেতু তীর্থপূতা, রাধিকার পাদপদ্ম-রজ স্পর্শে পবিত্রা। পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মা রাধাকৃষ্ণের দর্শনাভিলাষে ষষ্টিসহস্র বৎসর ভক্তিপূর্ব্বক যোগোক্ত তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু গোলোকে রাধাকৃষ্ণের দর্শন দূরে থাকুক, স্বপ্নেও দর্শন পাইলেন না। তখন এক নিত্যরূপা অশরীরিণী আকাশবাণী তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তাহা এই, "ব্রহ্মন্! বরাহকল্পে ভারতবর্ষে বৃন্দাবনে রাসোৎসবসময়ে রাসমণ্ডলস্থিত দেবগণ-পরিবৃত সেই যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। তুমি সুস্থ হও"; তৎশ্রবণে ব্রহ্মা তপস্যা হইতে বিরত হইয়া স্বগৃহে গমন করি-লেন, তৎপরে কালক্রমে বিধাতা কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন; তখন তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিল না। আহা! গোপ ও গোপীগণের জীবন সফল, কারণ তাহারা নিত্য সেই ব্রহ্মাদির দুর্লভ পাদপদ্ম দর্শন করে। ২৬—৪২। যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, সিদ্ধ, সাধুগণ ও বৈষ্ণবগণ তীর্থপূতা পুণ্যবতী সতী মানিনী রাধিকাকে নিত্য পূজা করিয়া থাকেন; যাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ, যাঁহার পাদপদ্মের নখর সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যাবকরসে রঞ্জিত করত সুদুর্লভ স্তোত্র পাঠ ও পূজা করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ শতশৃঙ্গে ও গোলোকে রাসমণ্ডলে যাঁহার পাদ-যুগলে পারিজাতকুসুমের অঞ্জলি, গন্ধ ও সুগন্ধি দূর্ব্বাক্ষত প্রদান করিয়াছেন; যিনি ত্রিংশৎকোটি গোপিনীর অধীশ্বরী এবং স্বীয় ষট্‌ত্রিংশৎ প্রিয়সখীর ঈশ্বরী রাধিকা নামে প্রসিদ্ধা, সেই কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা রাধিকাকে যে মহাপাপিগণ নিন্দা, দ্বেষ ও উপহাস করে, তাহারা শত ব্রহ্মহত্যাপাপে কলুষিত হয়। তাহাদিগকে কুম্ভীপাক ও রৌরব নরক ভোগ করিতে হয়, তাহারা সেই কীটপূর্ণনরকমধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন তপ্ততৈলে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকৃতকাল পর্য্যন্ত সপ্ত পিতৃগণের সহিত বাস করিয়া থাকে; তৎপরে একবার শূকর-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করত পুনর্ব্বার দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ঠা-কীটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অবস্থান করে; তৎপরে বেশ্যাযোনি কীট হইয়া তাহাদের রক্ত ও মল ভক্ষণ করে; পরে তাহার মলকীট হইয়া তৎপরিমিত বৎসর পর্য্যন্ত ক্লেদাদি ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। বেদে কাণ্ব-শাখায় কমলযোনি এই কথা বলিয়াছেন। ৪৩—৫৩। এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে রাধিকা বলিতে লাগিলেন, বৎস উদ্ধব! তুমি সুখে মধুপুরী গমন করিয়া সমস্ত বিষয় মাধবকে বলিও এবং যাহাতে আমরা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারি, সে বিষয়ে

যত্ন করিও। বৎস! তুমি শীঘ্র গমন কর; আমাদের জন্ম কেবল মিথ্যা দুরাশায় নিষ্ফল হইল। আশা পরম দুঃখের আকর? নিরাশাই পরম সুখের কারণ; বারাঙ্গনা পিঙ্গলা প্রথমতঃ দুরাশায় জন্ম নিষ্ফলপ্রায় করে, তৎপরে গোবিন্দের চিন্তাবলে জীবন্মুক্ত হইয়াছে; রাধিকা এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। তখন উদ্ধব, রোদনপরায়ণা রাধিকার চরণযুগলে প্রণিপাত করিয়া যশোদাভবনে গমন করিলেন। হে নারদ! উদ্ধব গমন করিলে রাধিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া অচৈতন্যভাবে ধ্যানস্থা হইলেন। গোপীগণ তাঁহাকে সপঙ্ক সজল-পদ্মপত্র-বিরচিত শয্যায় স্থাপন করিলেন; তখন তাঁহার নয়ন হইতে অজস্র অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; রাধিকার স্পর্শমাত্র শয্যা ভস্মীভূত হইল; তৎপরে পুনর্ব্বার স্নিগ্ধস্থলে চন্দনাঙ্কিত বস্ত্রে বিরহ-জ্বর-কাতরা সেই রাধিকাকে স্থাপন করিলেন; কিন্তু সেই সুগন্ধি চন্দনোদকও সহসা শুষ্ক হইল। উদ্ধববিরহে তাঁহার নিমেষমাত্র কালও শতযুগের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; তখন তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন;—হা উদ্ধব! হা উদ্ধব! তুমি শীঘ্র গমন করত আমার এই যাতনা আমার প্রাণেশ্বর হরিকে জানাইয়া তাঁহাকে শীঘ্র এখানে প্রেরণ কর; এই কথা বলিয়া রাধিকা চৈতন্যশূন্যা হইলে, গোপিকাগণ তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, ক্ষণকাল পরে তাঁহার চৈতন্যোৎপাদন করত অভিলষিত প্রবোধবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ৫৪—৬৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! অনন্তর উদ্ধব যশোদাকে প্রণামপূর্ব্বক খর্জ্জুরকানন বামে রাখিয়া যমুনায় গমন করিলেন; তথায় স্নানআহার সম্পন্ন করত পুনর্ব্বার মথুরায় গমন করিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ অতি নির্জ্জন বটমূলে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই শোকাকুল সাশ্রুনেত্র রোদনপরায়ণ উদ্ধবকে দেখিয়া বলিলেন, এস—উদ্ধব! এস; তোমার মঙ্গল ত? আমার রাধিকা ত জীবিতা আছেন? আমার বিরহ-জ্বরে গোপীগণ জীবিত আছে ত? গোপবালক ও গোপবৎসগণের মঙ্গল ত? আমার মাতা যশোদা, পুত্রবিরহে কিরূপ আছেন? বন্ধো! বল তিনি কিরূপে অবস্থান করিতেছেন? তোমাকে দর্শন করিয়াই বা কি বলিলেন? তৎপরে তুমি তাঁহাকে কি বলিলে? তাহার পর আবার তোমাকেই বা তিনি কি বলিলেন? সখে! যমুনাকূল, পবিত্র বৃন্দাবন, নির্জ্জন উপবনসমূহে রম্যতর রাসমণ্ডল, রমণীয় কুঞ্জকুটীরসমূহে সুরম্য ক্রীড়া-সরোবর, মধুব্রত-সঙ্কুল-বিকসিত পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি, তুমি দেখিয়াছ ত? ভাণ্ডীরবনে বালকসমূহ-যুক্ত সুস্নিগ্ধ বটবৃক্ষ, গোষ্ঠ, গো-সমূহ, গোকুল ও গোকুলব্রত দর্শন করিয়াছ ত? রাধা যদি জীবিতা আছেন, তাহা হইলে তোমাকে দেখিয়া তিনি কি বলিলেন? হে বন্ধো! এই সমস্ত বিষয় জানিবার নিমিত্ত আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে। ১—১০। গোপিকাগণ তোমাকে কি বলিলেন? গোপবালকগণই বা তোমাকে কি বলিল? পিতা নন্দের বন্ধু বৃদ্ধ গোপগণ কি বলিলেন? বলদেব-জননী রোহিণী তোমাকে বা কি বলিয়াছেন? হে প্রিয়বন্ধো! অপরাপর বন্ধু-বান্ধব, গোপগণ কি বলিয়াছেন? তুমি তথায় কি ভোজন করিলে? মাতা ও রাধিকা তোমাকে কি কি অপূর্ব্ব বস্তু প্রদান করিয়াছেন? ও তাঁহারা কিরূপ সুমধুর বাক্য প্রয়োগ ও কিরূপ সম্ভাষণ করিলেন? গোপগণ, গোপিকাগণ, বালকসমূহ জননী ও রাধার আমার প্রতি কিরূপ প্রেমানুরাগ দেখিলে? মাতা কি আমাকে স্মরণ করেন? রোহিণীও কি আমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন? আমার প্রেমবিরহ-বিহ্বলা রাধিকা ত আমাকে স্মরণ করেন? গোপ, গোপী, গোপবালকগণ আমাকে স্মরণ করেন ত? ভাণ্ডীরবনে বটমূলে গোপবালকগণ আমা ব্যতীতও কি ক্রীড়া করিয়া থাকে? যে স্থানে প্রমদা ও বালকগণের সহিত ব্রাহ্মণী-গণপ্রদত্ত সুধাতুল্য অন্ন ভোজন করিয়াছিলাম, সেই ঈপ্সিত স্থান ত দর্শন করিয়াছ? ইন্দ্রের যজ্ঞভূমি গোবর্দ্ধন এবং যেস্থানে ব্রহ্মা গো হরণ করিয়াছিলেন, সে সমস্তই ত দেখিয়াছ? উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া শোকপূর্ণ এই মধুরবাক্য ভগবান্‌কে বলিলেন? হে নাথ! যাহা যাহা আপনি বলিয়াছেন, সমস্তই দর্শন করিয়াছি, তাহাতে আমার ভারতোৎপন্ন জীবন ও জন্ম সফল হইয়াছে; আমি ভারতের সারভূত পবিত্র বৃন্দাবন এবং তাহার সারভূত ব্রজভূমিতে সুরম্য রাসমণ্ডল দর্শন করিয়াছি; আবার তাহার সারভূতা, গোলোকবাসিনী গোপকন্যাগণ এবং তাহাদের সারভূতা রাসেশ্বরী রাধা; ইঁহারা আমার দৃষ্টি-গোচর হইয়াছেন। ১১—২২। দেবী-রাধিকা

সুনির্জ্জন কদলীবনমধ্যে চন্দনাক্ত সজল পঙ্কযুক্ত শয্যায় রত্নময় ভূষণ সকল পরিত্যাগ করত অতি মলিন ও ক্ষীণভাবে শুক্লবস্ত্রে আবৃতা হইয়া শয়ানা রহিয়াছেন। সখীগণ অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া শ্বেত-চামর ব্যজন করত তাঁহার বিবিধ পরিচর্য্যা করিতেছে; আহারঅভাবে উদর অতিশয় কৃশ; তাঁহার কখন শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, কখনও বা কিছুই বহিতেছে না। তিনি ক্ষণকাল পুনরুজ্জীবিত হইতেছেন, আবার ক্ষণকাল বিরহজ্বরে অত্যন্ত কাতরা হইতেছেন। হে হরে! তাঁহার জল স্থল জ্ঞান নাই, দিবা রাত্রি বোধ নাই, পশু কি মনুষ্য তাহাতে বিশেষ গ্রাহ্য নাই; তিনি আত্ম-পর-জ্ঞান-শূন্যা হইয়াছেন; বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া কেবল আপনার পাদপদ্ম নিয়ত ধ্যান করিতেছেন। যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আপনার অত্যন্ত অযশ জগতীতলে প্রচারিত হইবে। প্রভো! অধিক কি জ্ঞানহীন দস্যুগণেরও স্ত্রীহত্যা বর্জ্জনীয় নহে। হে জগন্নাথ! শীঘ্র সেই বাঞ্ছিত কদলীবনে গমন করুন; সমস্ত জগৎ আপনার দর্শন করা কর্ত্তব্য; আপনার একান্তানুরক্তা রাধিকা ত জগৎ হইতে বহির্ভূতা নহেন, বরং তিনি আপনার অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণা; অতএব তাঁহাকে ত্যাগ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। জগতে প্রভুতা কেবল রক্ষার নিমিত্তই, রাধা অপেক্ষা আপনার ভক্তিনিরতা কেহ জন্মে নাই, জন্মিবেও না। মন্মথ শঙ্করের নিকটে ভীত, আপনি তাঁহারও পূজিত; কিন্তু রাধিকা আপনাকেও পতি পাইয়া তিনি কামযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; অতএব জানিতে পারিলাম যে, কর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ, তাহা কেহই নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন। দেখুন স্বয়ং মধু ও চন্দ্র কিরণজালদ্বারা তাঁহার দেহ সর্ব্বদা দগ্ধ করিতেছে এবং সুগন্ধি সুশীতল সমীরণ সেই অনাথা অনন্যশরণা দেবীর সর্ব্বদা পীড়া উৎপাদন করিতেছে। তিনি তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণাভা, কিন্তু অধুনা কালিমায় আচ্ছন্না হইয়াছেন; পূর্ব্বে তাঁহার সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ ও সুন্দর কেশ ছিল, এক্ষণে তাহা বিকৃত হইয়াছে। তিনি সমস্ত বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করিয়াছেন; সুরগণের প্রভব স্বয়ং বিধাতা আপনার এবং যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু শঙ্কর আপনার ভক্ত; সনৎকুমার এবং জ্ঞানিগুরু গণেশ ও কত মুনীন্দ্র এই ধরণীতলে সকলেই আপনার ভক্ত; যেরূপ রাধা আপনার ভক্তিপরায়ণা, তদ্রূপ আর কেহই নহেন। এমন কি রাধা যেরূপ আপনাকে ধ্যান করেন, সেরূপ লক্ষ্মীও ধ্যান করেন না। ২৩—৩৬। আমি রাধার সমক্ষে বলিয়াছি যে, হরি শীঘ্রই আগমন করিতেছেন; অতএব হে মহাভাগ! শীঘ্র আপনি তথায় গমন করিয়া আমার সেই স্বীকৃত বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করুন। মাধব, উদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে হিতার্থযুক্ত বেদ-বিহিত বাক্য বলিলেন;—উদ্ধব! রমণীজনসমীপে, ক্রীড়াস্থলে, প্রাণ-সঙ্কট ব্যাপারে, গোর নিমিত্ত, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত, মিথ্যাবাক্য নিন্দনীয় নহে; অতএব তোমার স্বীকারোক্তির সার্থকতা না হইলেও তাহাতে তোমার নরকের ভয় নাই। আমার ভক্তগণ নিয়ত গোলোকেই গমন করিয়া থাকে। নরক তাহাদের দৃষ্টিগোচরও হয় না; তথাপি তোমার অঙ্গীকার আমি সফল করিব। যশস্বী উদ্ধব হরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। হরিও স্বপ্নাবস্থায় গোকুলে গমন করত রাধার সেই স্বপ্নাবস্থাতেই আশ্বাস প্রদান করিয়া সুদুর্লভ দিব্য জ্ঞান প্রদান করিলেন। তৎপরে তাঁহার সহিত সেই স্বপ্নেই সুখ সম্ভোগ করিয়া গোপিকাগণসহ সময়োচিত বিহার করিলেন; তাহার পর নিদ্রিতা যশোদার চৈতন্য করিয়া, তাঁহার স্তন্য পান করিলেন এবং স্বপ্নাবস্থায় গোপ-বালকগণ ও গোপগণকে আশ্বাসিত করিয়া পুনর্ব্বার মথুরায় গমন করিলেন। ৩৭—৪৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবনবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! এই সময়ে শুক্ল যজ্ঞোপবীতধারী সদা সংযতচিত্ত তপস্বী ভগবান্ গর্গ, সেই বসুদেবাশ্রমে আগমন করিলেন। তাঁহার হস্তে দণ্ড ও ছত্র, মস্তকে জটাভার বিলম্বিত; তিনি ব্রহ্ম-তেজে অত্যন্ত প্রদীপ্ত; তাঁহার দন্তপঙ্‌ক্তি শুক্লবর্ণ, পরিধান শুক্ল বস্ত্র; তিনিই যদুকুলের পুরোহিত। দৈবকী তাঁহাকে দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থান করত প্রণাম করিলেন; বসুদেবও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করিতে রত্ননির্ম্মিতসিংহাসন প্রদান করিলেন এবং মধুপর্ক, কামধেনু, বহ্নি-বিশুদ্ধ বস্ত্র, গন্ধ, পুষ্প-মালা প্রভৃতি প্রদান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন; তৎপরে মিষ্টান্ন পরমান্ন মধুর পিষ্টক ও মধু তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া, সুবাসিত তাম্বুল প্রদান করিলেন। গর্গ, শরণভূত কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মনে মনে প্রণাম করত পতিব্রতা দৈবকী ও বসুদেবকে

বলিলেন; বসুদেব! দেখ বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের উপনয়নকাল উপস্থিত, কৃষ্ণে বয়স অধিক হইয়াছে। বসুদেব বলিলেন, হে গুরো! আপনি যদুকুলের পূজা দেব, অতএব আপনি সাধুগণের প্রশংসিত উপনয়নোপযুক্ত শুভক্ষণ স্থির করুন। গর্গাচার্য্য বলিলেন, বসুদেব! তুমি সম্পদে কুবেরতুল্য; অতএব যত্নপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবদিগের নিকটে আমন্ত্রণ পত্রিকা প্রেরণ করত উদ্যোগ কর। আগামী তৃতীয় দিবসে চন্দ্রতারা শুদ্ধ আছে, ঐ দিনই সাধুগণের অভিমত উপনয়নের দিন; উহা অতি শুদ্ধ। তখন বসুতুল্য বসুদেব গর্গবাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত বন্ধুগণ-সমীপে কৃষ্ণবলরামের উপনয়নরূপ মঙ্গলসূচক পত্রিকা প্রেরণ করিলেন; তৎপরে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মধু ও গুড় প্রভৃতির কৃত্রিম নদী এবং মণি, রত্ন, স্বর্ণ, মুক্তা, মাণিক্য, হীরক স্তূপাকার নানাদ্রব্য, অলঙ্কার ও বস্ত্র প্রভৃতি রাশীকৃত সঞ্চয় করিলেন। তখন ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ দেববর্গ, মুনীন্দ্র, সিদ্ধশ্রেষ্ঠ এবং ভক্তগণকে যত্নের সহিত স্মরণ করিলেন। ১—১৪। তাহার পর সেই শুভদিন উপস্থিত হইলে, বসুদেব-ভবনে মুনীন্দ্রগণ, বান্ধববর্গ, দেবতাসমূহ ও অনেক অনেক রাজার সমাগম হইল এবং দেবকন্যা, নাগকন্যা, রাজকন্যা, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব ও বাদ্যভাণ্ডক প্রভৃতি বহু সংখ্যক তথায় উপস্থিত হইল; ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, ভট্ট, যতি, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, অবধূত ও যোগিগণ তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। বসুদেবের-স্ত্রী-বান্ধব, স্ববন্ধু, মাতামহবন্ধু, বন্ধুর বান্ধব, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য ও পুত্র এবং ভার্য্যাসহ ধৃতরাষ্ট্র বসুদেবভবনে সেই উপনয়নোপলক্ষে আগমন করিলেন। এইরূপে হর্ষশোকাকুলা পতিবিরহিণী কুন্তী পুত্রগণের সহিত এবং নানাদেশস্থ যোগ্য যোগ্য রাজা ও রাজপুত্র সকল তথায় সমাগত হইলেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন,মহাতপা ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, ভীম, গর্গ, গার্গ্য, বৎসপুত্র, ধর্ম্ম, জৈগীষব্য, দেবল, পুলহ, পুলস্ত্য, পিপ্পলাদ, সৌভরি, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, ভগবান্ বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, দুর্ব্বাসা, অঙ্গিরব্যাস, ব্যাসপুত্র শুক, কুশিক, কৌশিক, রাম, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, শৃঙ্গী, বামদেব, গুণাধার গৌতম, ক্রতু, যতি, অরুণি, শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি, অষ্টাবক্র, বামন, পারিভদ্র, বাল্মীকি, পৈল, বৈশম্পায়ন, প্রচেতা, পুরুজিত, ভৃগু, মরীচি, মধুজিৎ, প্রজাপতি, কশ্যপ, দেবমাতা অদিতি, দৈত্যমাতা দিতি, সুমন্ত, সুভানু, কণ্ব, কাত্যায়ন, পাণিনি, পারিজাত, পুরুষশ্রেষ্ঠ পারিপাত্র, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, কপিল, পরাশর, সম্বর্ত্ত, উতথ্য, বিশ্বামিত্র শতানন্দ, জাজলি, তৈত্তিরি ও ব্রহ্মার অংশসম্ভূত যোগী ও জ্ঞানিগণের গুরু সান্দীপন প্রভৃতি সকলেই বসুদেবভবনে আগমন করিতে লাগিলেন, নর এবং আমি আমরাও গমন করিলাম। ১৫—৩০। ক্রমে উপমন্যু, গৌরমুখ, মৈত্রেয়, সুতশ্রবা, কচ, কচপুত্র করত, ধর্ম্মজ্ঞ ভরদ্বাজ এবং অন্যান্য মুনিগণ স্বীয় স্বীয় শিষ্যসহ সকলেই বসুদেবাশ্রমে আগমন করিলেন। বসুদেব তাঁহাদের দর্শনমাত্র ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহাদিগের বন্দনা করিলেন। এই সময়ে হংসবাহনে ব্রহ্মা, রত্নময় যানে পার্ব্বতীসহ শঙ্কর এবং নন্দী, মহাকাল, বীরভদ্র, সুভদ্র, মণিভদ্র, কার্ত্তিকেয়, গণপতি, গজেন্দ্রারোহণে মহেন্দ্র, ধর্ম্ম, চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, বরুণ, পবন, অগ্নি, সংযমনীনাথ যম, জয়ন্ত, নলকূবর, গ্রহগণ, বসুগণ ও গণের সহিত রুদ্রসমূহ, অনন্ত, সকল দেবকুল ক্রমে বসুদেবভবনে সমাগত হইলেন। বসুদেব ভক্তিপূর্ব্বক ভূলুণ্ঠিতমস্তকে তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন এবং পুলকিতগাত্রে ভক্তিনতমস্তক হইয়া দেবেন্দ্রগণ ও সুরগণকে স্তব করিতে লাগিলেন! পরাৎপর পরমেশ্বর তেজস্বী পরমব্রহ্মস্বরূপ এই জগতের পালনকর্ত্তা (বিষ্ণু) স্বয়ং অদ্য আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। জগৎস্রষ্টা সর্ব্বকালবর্ত্তী সৃষ্টির কারণস্বরূপ বেদকর্ত্তা (ব্রহ্মা) এবং দেব, মুনিবর ও সিদ্ধপ্রধানগণের পরম গুরু (শিব) স্বয়ং আমার গৃহে সমাগত হইয়াছেন। মাদৃশ বিশেষ ব্যক্তির, স্বপ্নেও যাঁহাদের পাদপদ্ম সন্দর্শন দুর্লভ, সেই যোগিবরগণের পরম গুরু মহাদেব এবং পার্ব্বতী আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। অধিক কি শিবনাম স্মরণ করিবামাত্র অমঙ্গলসমূহ অতি দূরে পলায়ন করে এবং মনুষ্যগণ ও সকল সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখরাশি লাভ করে। যাঁহার সকল দেবের অগ্রে পূজা বিহিত হয়,ঘটে ভক্তিসহকারে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যাঁহার আবাহনে সকল মঙ্গল লাভ হয়, সেই দেবগণের অগ্রগণ্য বিঘ্নবিনাশী স্বয়ং গণপতি এবং দেবগণের পূজনীয় কার্ত্তিকেয় সাক্ষাৎ আমার গৃহে উপনীত হইয়াছেন। ত্রিলোকপূজ্যা পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী আমার মন্দিরে আবির্ভূতা হইয়াছেন।৩১—৪৪। পরাৎপরা পরমেশ্বরী পরমব্রহ্মস্বরূপিণী সর্ব্বশক্তি মূলপ্রকৃতি পরমেশ্বরী জগদ্ধাত্রী পার্ব্বতীদেবী অদ্য আমার ভবনে উপস্থিতা। মনুষ্যগণ শরৎকালে ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার

পূজা করিয়া অভিলষিত বস্তু লাভ করে, অদ্য তিনিই প্রত্যক্ষ আমার মন্দিরে দৃশ্যমানা হইতেছেন। ভক্তবৎসলা কৃপাবতী ভগবতী, দেবী এবং প্রমথগণের সহিত কৃপাপূর্ব্বক ভারতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। অদ্য আমি ধন্য হইলাম; আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অদ্য শেষ হইল; অদ্য আমার জীবন সফল। হে দুর্গে! যেহেতু পরমপ্রধানা তুমি অদ্য আমার গৃহে সমাগতা হইয়াছ। বসুদেব এইরূপে আগত দেব, মুনি এবং মানব প্রভৃতি সকলকে পৃথক্ পৃথক্রূপে গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে ক্রমশঃ স্তব করিলেন এবং প্রত্যেককে মহামূল্য রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া পৃথক্ পৃথক্রূপে যথাবিধি ক্রমশঃ পূজা করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনি ও ব্রাহ্মণগণকে এবং পুরোহিত গর্গ প্রভৃতি প্রত্যেককে রত্ন, প্রবাল, মণিমাণিক্য হীরক, ভূষণ, বসন, মাল্য এবং সুগন্ধ চন্দনাদিদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক বরণ করিলেন; সকলের মধ্যস্থিত রম্য রত্নসিংহাসনে শুভকর পূজাবাসনায় গণেশকে সংস্থাপন করিলেন; পুষ্পচন্দনাদিদ্বারা সুবাসিত এবং সুশীতল সুবর্ণকলসপূর্ণ সপ্ততীর্থজল, স্বর্গগঙ্গাজল, পবিত্র পুষ্করপানীয়, শুদ্ধ পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য এবং সমুদ্রজলদ্বারা ভক্তিসহকারে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক গণপতির পূজা করিতে লাগিলেন। হে নারদ! পারিজাতমাল্য, বহুমূল্য রত্নভূষণ, বাহন, শুভ্র বস্ত্র, সুগন্ধ চন্দন, পুষ্প, রত্নমাল্য এবং অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতিদ্বারা গণেশকে বরণ করিলেন; পরে সর্ব্বদেব প্রধান শুভকর শান্ত বিঘ্নবিনাশন ভগবান্ সনাতন পার্ব্বতী পুত্রকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৫—৫৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

শততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর অদিতি, দিতি, দেবকী, রোহিণী, রতি, সরস্বতী, সাবিত্রী, পতিব্রতা যশোদা, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী, অহল্যা এবং তারা প্রভৃতি পার্ব্বতীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গৃহ হইতে সত্বর গমন করিলেন এবং তথায় উপনীতা হইয়া পরস্পর সম্ভাষা, প্রণাম এবং আলিঙ্গনাদি যথোচিত ব্যবহারান্তে রত্ননির্ম্মিত মন্দিরে উপবেশন করিলেন; রমণীয় রত্নসিংহাসনে ঈশ্বরীকে উপবেশন করাইয়া মাল্য, বস্ত্র, ও রত্ন-ভূষণদ্বারা বরণ করিলেন। দেবকী ইন্দ্রকর্ত্তৃক আনীত অতিশয় মনোহর পারিজাত পুষ্প ভক্তিপূর্ব্বক পার্ব্বতীর পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। দেবকী পার্ব্বতীর সীমন্তদেশে সিন্দুরবিন্দু এবং কপালে চন্দনবিন্দু অর্পণ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কস্তূরী এবং কুঙ্কুমদ্বারা চন্দ্র লেখন করিলেন এবং নানাপ্রকার মিষ্টান্ন শীতল ও সুবাসিত জলের সহিত ভোজন করাইয়া মুখশুদ্ধির নিমিত্ত কর্পূরাদিদ্বারা সুরভিত এবং রমণীয় তাম্বূল অর্পণ করিলেন। চরণযুগলের নখরশ্রেণীতে অলক্ত এবং কুঙ্কুমরাগ প্রদান করিয়া শ্বেতচামরব্যজনদ্বারা সেবা করিতে লাগিলেন। পতিপুত্রবতী পতিব্রতা দৈবকী এইরূপে পার্ব্বতীরপূজা করিয়া ক্রমে মুনিপত্নীগণের প্রত্যেককে পূজা করিলেন। সুব্রতা দৈবকী, গৃহে সমাগতা মনোহরা রাজকন্যা, দেবকন্যা, নাগকন্যা, মুনিকন্যা, এবং অন্যান্য বন্ধুগণের কন্যা সকলকে পূজাদ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। ১—১০। তিনি আনন্দিতচিত্তে মনোহর নানাপ্রকার বাদ্য করিতে আদেশ করিলেন এবং মঙ্গলকর কর্ম্ম সকল আরম্ভ করাইলে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে আদেশ করিলেন। মথুরানগরের গ্রামদেবতা ভৈরবীদেবী এবং ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বালাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের দিব্য ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। বসুদেবপত্নী মঙ্গল ও পুণ্যজনক বিশুদ্ধ স্বস্ত্যয়ন করাইলেন এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে বেদপাঠে নিযুক্ত করিলেন। পুত্রবৎসলা দৈবকী সুবর্ণকলসপূর্ণ স্বর্গগঙ্গাজলদ্বারা বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইলেন পরে বস্ত্র, চন্দন, মাল্য, মহামূল্য রত্ননির্ম্মিত মনোহর ভূষণদ্বারা শ্রীরাম এবং কৃষ্ণের বেশ-রচনা করিয়া দিলেন। হে নারদ! বলরাম এবং কৃষ্ণ নানাপ্রকার ভূষায় জননীকর্ত্তৃক বিভূষিত হইয়া দেব ও মুনিবরগণকর্ত্তৃক সুশোভিত সভায় উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে আগত দর্শন করিয়া ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, ধর্ম্ম এবং সূর্য্য প্রভৃতি সভাসদ্গণ বেগে গাত্রোত্থান করিলেন। মুনিগণ, কার্ত্তিক, গণেশ এবং অন্যান্য দেবগণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ পৃথক্রূপে ক্রমশঃ স্তব করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মা বলিলেন;—হে নাথ! আপনার নির্ব্বাচন করা যায় না; আপনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশের নিমিত্ত অনির্ব্বচনীরূপ ধারণ করেন; বিশেষতঃ বেদও আপনার গুণকীর্ত্তনে অক্ষম, অতএব আপনাকে স্তবদ্বারা সন্তুষ্ট করে, তাদৃশ লোক দুর্লভ। শ্রীমহাদেব বলিলেন;—হে পরমেশ্বর! আপনি নিরাকার; মনুষ্যগণের ন্যায় আপনার কোন বস্তুতে স্পৃহা নাই। আপনি দেহিগণের শরীরে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতে-

ছেন এবং আপনি কর্ম্মিগণের কর্ম্মসমূহের শুদ্ধ সাক্ষিস্বরূপ সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর। হে নির্গুণপুরুষ! আপনি রূপ এবং গুণবিহীন, অতএব আপনার আর কি স্তব করিব। ১১—২১। অনন্ত বলিলেন, হে সর্ব্বেশ্বর! দুঃখবারিন্! অনন্তপুরুষ! নাথ! অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ডের কারণস্বরূপী আপনাকে কি প্রকারে জানিব। জলশায়ী শ্রীমহাবিষ্ণুর লোমবিবরে বিচিত্র অসংখ্য কৃত্রিম ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান আছে। সেই প্রত্যেক বিশ্বে আপনার পবিত্র অংশস্বরূপী সাধুগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ, পবিত্র তীর্থ ও উত্তম ভারতবর্ষ অধিষ্ঠান করিতেছেন। এক ব্রহ্মাণ্ড-স্থিত ক্ষীণনাগরূপী আমাকে গজেন্দ্রের উপর মশকের ন্যায় স্থাপন করিয়াছেন। এই বিশ্বমণ্ডলে পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং মহাবিষ্ণু অপেক্ষা বৃহৎ কিংবা সমান কোন পদার্থ নাই; কিন্তু আপনি মহাবিষ্ণু অপেক্ষা বৃহৎ এবং আপনি পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম। আপনি স্বয়ং জলরূপে মহাবিষ্ণুর আধার, স্থাবর গোলোকরূপে আপনি সেই জলের আধার; হে বিভো! ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ নিত্যপুরুষরূপী আপনার শ্বাস এবং নিশ্বাসস্বরূপী মহাবায়ু, সকলের আধার হইয়া-ছেন। হে নাথ! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে অনেক মুখ প্রদান করিয়াছেন অতএব আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান আমাকে দান করেন নাই। দেবগণ বলিলেন হে অনন্তস্বরূপিন্! অনন্তদেব স্বয়ং ব্রহ্মা এবং জ্ঞানাত্মক শিবও আপনার স্তব করিতে অক্ষম হইলেন। অধিক কি বাণীদেবী যাঁহার স্তববর্ণনে জড়বৎ হন, তাঁহাকে আর আমরা কোন্ স্তবে তুষ্ট করিব? মুনিগণ বলিলেন; হে বেদবেদ্য পরমেশ্বর! বেদসকল আপনার স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না। আমরা সেই বেদের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া কি প্রকারে আপনার স্তব করিব? যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্ত হইয়া দেব এবং মুনিবরগণকর্তৃক নির্ম্মিত পুণ্যকর এই স্তব পূজাকালে ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, সেই মহাত্মা ইহলোকে পরম সুখভোগ করত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া অন্তে রত্নযানে আরূঢ় হইয়া গোলোকধামে গমন করে। ২২—৩৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একশত অধ্যায় সমাপ্ত।

একাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! দেবগণ এবং মুনিগণ সকলে সমবেত হইয়া চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন না; কিন্তু নন্দের প্রাঙ্গণে পীত-বস্ত্র-সুশোভিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। হে মুনে! নূতন মেঘ যে প্রকার বিদ্যুৎ এবং বকপঙ্ক্তিদ্বারা সুশোভিত হয়, শ্রীকৃষ্ণও সেই প্রকার পীত বসন এবং মালতীমালায় মণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কপালস্থিত কস্তূরীযুক্ত মণ্ডলাকার চন্দন, মেঘ-মধ্যস্থিত সকলঙ্ক সুধাংশুর ন্যায় শোভিত হইয়াছিল। দ্বিভুজ শান্ত-মূর্ত্তি মনোহর শ্যামল শ্রীরাধাকান্তের মুখ মন্দহাস্য-দ্বারা প্রসন্ন এবং তিনি কেবলমাত্র ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিধানের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করেন। মহামূল্য রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর, বলয় এবং মঞ্জীর-প্রভৃতিদ্বারা বিভূষিত হইয়া বলদেবের সহিত পিতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলেন। অনন্তর শান্তগ্রহগণকর্তৃক দৃষ্ট, লগ্নাধিপ-কর্তৃক অধিষ্ঠিত, অসৎ গ্রহগণকর্তৃক অদৃষ্ট, সুন্দর-গ্রহমণ্ডলবিশিষ্ট, মনোরম, শুভলগ্নযুক্ত মঙ্গলকালে বসুদেব এবং ব্রাহ্মণগণের আদেশে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক শুভকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন; আদরপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে শত সুবর্ণ দান করিয়া দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র এবং পুরোহিত প্রভৃতিকে প্রণাম করিলেন; গণপতি, সূর্য্য, বহ্নি, পুত্ররূপী বিষ্ণু, শিব এবং পার্ব্বতী এই ছয় দেবের দেবসভার সাক্ষাতে অর্চ্চনা করিলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক ষোড়শোপচার প্রত্যেককে অর্পণ করিলেন। সভামধ্যে বেদমন্ত্রদ্বারা পুত্রদ্বয়ের অধিবাস করিলেন। ১—১০। নানাপ্রকার দেব, দিক্‌পাল, নবগ্রহ এবং ষোড়শ-মাতৃকাগণকে ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চোপচারদ্বারা পূজা করত ঘৃতদ্বারা শতবার বসুধারা প্রদান করিলেন; চেদিরাজ বসুকে পূজান্তে নমস্কার করত পুনর্ব্বার গমন করিয়া আভ্যুদায়িক নান্দীমুখ বৈদিক শ্রাদ্ধ করিলেন। বেদোক্ত যজ্ঞ করিয়া বলদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র প্রদান করিলেন। সান্দিপনি মুনি পরমাত্মার সম্বন্ধে গায়ত্রী উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রথমে পার্ব্বতী-দেবী পরমাদরে অমূল্য রত্নপূর্ণ রত্নপাত্র, মুক্তা, মহামূল্য হীরকনির্ম্মিত পিতৃদত্ত হার শ্রীকৃষ্ণকে ভিক্ষা দান করত শুক্লপুষ্প এবং দূর্ব্বাদ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদনন্তর অদিতি, দিতি, মুনিপত্নী, দেবকী, যশোদা, রোহিণী, কৃষ্ণা, সাবিত্রী এবং সরস্বতী সকলে মণিকাঞ্চনাদি ভিক্ষা প্রদান করিলেন। ইন্দ্রাণী, বরুণানী, পবনানী, রোহিণী

কুবেরপত্নী স্বাহা, কন্দর্পপত্নী রতি, স্বাহা, স্বধা, বসুধা এবং সূর্য্যপত্নী, সকলে রত্নভূষণাদি ভিক্ষা প্রদান করিলেন। ঈষৎ হাস্যকারিণী স্নিগ্ধলোচনা এবং পতিব্রতা দেবকন্যা, নাগকন্যা, রাজকন্যা, এবং বন্ধুর রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভিক্ষা অর্পণ করিলেন। ১১—২০। ভগবান্ বলদেবের সহিত পূজ্যাগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত ভিক্ষা ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করত কিয়দংশ গর্গমুনিকে এবং কিয়দংশ নিজগুরু সান্দিপনি মুনিকে প্রদান করিলেন। বসুদেব বৈদিক কর্ম্মসমূহ নির্ব্বাহান্তে গর্গকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। এবং সমাগত দেব ও ব্রাহ্মণগণকে সাদরে ভোজন করাইলেন। যাঁহারা যজ্ঞদর্শন-মানসে বসুদেবগৃহে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীরাম এবং কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করত আনন্দিতচিত্তে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। নন্দ এবং যশোদা পুত্রের শুভকর্ম্ম সম্পাদন করত পুত্রদ্বয়কে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া মুখচন্দ্র চুম্বনাদিদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া গমন করিবার উদ্‌যোগ করিলেন। নন্দ এবং পতিব্রতা যশোদা কৃষ্ণবিরহকষ্টে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে মাতঃ যশোদে! হে তাত! আপনারা আনন্দিতচিত্তে গমন করুন। আপনিই আমার প্রতিপালনকারিণী মাতা। যথার্থ ইনিই পিতা। হে পিতঃ! অদ্যই বলরামের সহিত অভীপ্সিত বেদ-অধ্যয়নের নিমিত্ত অবন্তীনগরে সান্দিপনি মুনির গৃহে গমন করিব। সে স্থান হইতে কিয়দ্দিন পরে আগমন করত আপনাদের চরণ দর্শন করিব; যেহেতু কালই পরস্পর মিলন এবং বিচ্ছেদের কারণ। হে মাতঃ! বিচ্ছেদ, মিলন, সুখ, দুঃখ, হর্ষ, শোক এবং প্রচুর আনন্দ প্রভৃতি মনুষ্যগণের যাবতীয় অবস্থা কালদ্বারা সম্পাদিত হয়। যোগিগণেরও সুদুর্লভ তত্ত্ব আমি সম্প্রদান করিয়াছি। পিতা নন্দ সেই সকল বিষয় আনন্দিতচিত্তে আপনার নিকটে কীর্ত্তন করিবেন। ২১—৩০। জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে নন্দ ও যশোদাকে সম্ভাষণ করত বসুদেব-সমীপে গমন করিলেন; এবং তাঁহার আজ্ঞায় সুসময় উপস্থিত দর্শন করিয়া সান্দীপনি মুনির গৃহে গমন করিলেন। নন্দ, বসুদেব এবং দেবকীকে সম্ভাষণ করত ভার্য্যার সহিত দুঃখিতচিত্তে প্রস্থান করিলেন। দেবকী—মণি, মুক্তা, সুবর্ণ, মাণিক্য, হীরক এবং বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য নন্দকে, অর্পণ করিলেন। বসুদেব এবং কৃষ্ণ, শ্বেতবর্ণ অশ্ব, উৎকৃষ্ট হস্তী এবং সুবর্ণনির্ম্মিত উত্তম রথ আদরপূর্ব্বক নন্দকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ, দেবকী প্রভৃতি স্ত্রীগণ, বসুদেব, অক্রুর এবং উদ্ধব প্রভৃতি বন্ধুগণ, নন্দ এবং যশোদার সহিত বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তাঁহারা সকলে কালিন্দীর নিকটপর্য্যন্ত গমন করত বন্ধুবিচ্ছেদ-শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর সম্ভাষণ করত নিজ গৃহে আগমন করিলেন। হে নারদ! পতিহীনা কুন্তীদেবী নানাপ্রকার রত্ন, মণি প্রভৃতি লাভ করত পুত্রগণের সহিত আনন্দিতচিত্তে গৃহে গমন করিলেন। বসুদেব এবং দেবী, পুত্রদ্বয়ের কল্যাণবাঞ্ছায় নানা প্রকার রত্ন, মণি, বস্ত্র, সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, মাণিক্য এবং অমৃতসদৃশ উপাদেয় নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ভট্ট এবং ব্রাহ্মণগণকে আনন্দিতচিত্তে সাদরে অর্পণ করিলেন এবং স্থানে স্থানে মহোৎসব, বেদপাঠ, কল্যাণের একমাত্র কারণ হরিনাম এবং ব্রাহ্মণগণের ভোজন যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতি ও বান্ধবগণকে মণি,মাণিক্য, মুক্তা এবং মনোহর বস্ত্রাদি যথোচিত পুরস্কারে সন্তোষিত করিলেন। ৩১—৪১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, কৃষ্ণ বলদেবের সহিত সান্দী-পনি মুনির গৃহে গমন করত পতিব্রতা গুরুপত্নী এবং গুরুদেবকে আনন্দিতচিত্তে নমস্কার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গুরুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত গৃহ হইতে আনীত রত্ন এবং মণি প্রভৃতি গুরু এবং গুরুপত্নীকে অর্পণ করিয়া গুরুকে বলিলেন, আমার ইচ্ছা আমি আপনার নিকট হইতে অভিলষিত বিদ্যা অধ্যয়ন করি। হে বিপ্র! আপনি শুভক্ষণ নির্ণয় করত আমাকে যথোচিত অধ্যয়নে নিযুক্ত করুন। মুনিবর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্বীকার করত আনন্দিতচিত্তে তাঁহার পূজা করিলেন; মধুপর্ক ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া চন্দন বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। এবং মুখশুদ্ধির নিমিত্ত সুবাসিত তাম্বূল সমর্পণ করিলেন; সুপ্রিয় বাক্যদ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন;—হে পরমাত্মন্ পরাৎপর ঈশ্বর! আপনি পরাপরের মধ্যে প্রধান পরমব্রহ্ম এবং পরমতেজঃস্বরূপ; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে পুরুষোত্তম! আপনি সাধু-গণের প্রিয়তম, সকলের জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ এবং পুরাতন পুরুষ। যিনি অনুকূল হইলে মনুষ্যগণের পুনর্জ্জন্ম হয় না, সেই আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে নির্গুণ! নির্ব্বিকার; স্বেচ্ছাময়; আপনি চেষ্টাশূন্য

এবং প্রকৃতির অতীত। হে জ্যোতির্ম্ময়! আপনি কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন এবং এক আপনার কেহ শাসক নাই; হে ভক্তেশ্বর! হে ভক্তৈকনাথ! আপনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিধানের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। হে ভক্তগণ-প্রাণবল্লভ! আপনি কল্পবৃক্ষসদৃশ ভক্তগণের বাঞ্ছাপূর্ণকারী। সান্দীপনিপত্নী বলিতে লাগিলেন; হে ব্রহ্ম-শেষ-বন্দিত! আপনি মায়ায় বালকরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন এবং আপনি মায়ায় ভূমির ভার হরণ করিবার নিমিত্ত ভূপালরূপে প্রতীত হইতেছেন। হে বেদ-চতুষ্টয়ের মূলকারণ! যোগিগণ যাঁহাকে এইরূপ সনাতন ব্রহ্মজ্যোতি বলেন এবং ভক্তসমূহ জ্যোতির্ম্ময় যে পুরুষকে দ্বিভুজ মুরলীহস্ত শ্যামসুন্দর চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ ঈষৎ হাস্যযুক্ত ভক্তবৎসল পীতাম্বর দেব বনমালা-বিভূষিত কৃষ্ণবর্ণ অপাঙ্গদেশের তরঙ্গে অনঙ্গেরও মোহজনক, অলক্তরক্ত-পাদপঙ্কজ সুশোভিত কৌস্তুভ-মণি-বিভূষিত মনোহর দিব্যমূর্ত্তি সস্মিত প্রসন্ন সুবেশ দেবগণকর্তৃক বন্দিত দেবদেব জগন্নাথ ত্রৈলোক্য-মোহনবর কোটিকন্দর্পসমুজ্জ্বল কমনীয় সর্ব্বেশ্বর বহুমূল্য রত্নভূষণে বিভূষিত সর্ব্বোত্তম মান্যবরদগণের অভিলষিত বরদাতারূপে আনন্দিতচিত্তে নিরন্তর চিন্তা করেন। আপনি তাদৃশ পুরুষ হইয়াও আমার স্বামীর নিকটে মায়াতে অধ্যয়ন মানসে আগমন করিয়াছেন। ১—১৬। পরিপূর্ণতম বিভো! আত্মারাম! আপনার অধ্যয়ন কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত; বনে গমন ক্রীড়ামাত্র। অদ্য আমার জন্ম, জীবন পাতিব্রত্য তপস্যারূপ ব্রত, তীর্থস্নান এবং উপবাসাদি সকলই সফল হইল। অদ্য পাকবিষয়ে নিপুণ আমার হস্ত সফল হইল; যে হস্তদ্বারা অদ্য অভিলষিত অন্ন প্রদত্ত হইবে। তীর্থদেবস্বরূপ আপনার পাদপদ্মদ্বারা অঙ্কিত আমার আশ্রম অদ্য তীর্থ হইতেও উত্তম। আপনার পদরজে পবিত্র আমার গৃহপ্রাঙ্গণ উত্তম; আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া অদ্য আমাদেরও পুনর্জ্জন্ম খণ্ডন হইল। মনুষ্যগণের সেই পর্য্যন্ত দুঃখ, সেই পর্য্যন্ত শোক, সেই পর্য্যন্ত রোগবশতঃ কষ্টভোগ, সেই পর্য্যন্ত বারংবার কর্ম্মবশে জন্ম এবং ক্ষুধাপিপাসাদি দেহধর্ম্ম বলবান্ হয়, যে কালপর্য্যন্ত অজ্ঞানান্ধ জীবগণ আপনার দর্শন এবং পাদপদ্ম সেবা না করে। গুরুপত্নী এই প্রকার বলিতে বলিতে সজলনয়নে হরিকে, হে সৃষ্টিকর্ত্তার সংহারক! মায়া এবং মোহের বিনাশক! কালের কাল! ভগবন্! আমাদিগকে কৃপা করুন। বলিয়া, ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া দেবকীর ন্যায় পুত্রপ্রেমে স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে মাতঃ! আপনার দুগ্ধপোষ্যপুত্র বালক আমাকে কি নিমিত্ত স্তব করিতেছেন? স্বামীর সহিত সম্প্রতি অভিলষিত গোলোকধামে গমন করুন। মায়া-নির্ম্মিত মিথ্যাভূত নশ্বর এই কলেবরকে ত্যাগ করত জন্মমৃত্যুজরারহিত নির্ম্মল দেহ লাভ করুন; এই প্রকার বাক্য বলিয়া এক মাসের মধ্যে মুনিবরের নিকট হইতে ভক্তিপূর্ব্বক চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলেন। অধ্যয়নান্তে পূর্ব্বে মৃত গুরুপুত্র, তিনলক্ষ রত্ন, পাঁচলক্ষ মণি, চারি লক্ষ হীরক, পাঁচলক্ষ মুক্তা, দুইলক্ষ মাণিক্য, ত্রৈলোক্যদুর্লভ বস্ত্র, দুর্গাদত্ত হার, হস্তস্থিত রত্নাঙ্গুরীয় এবং দশকোটী সুবর্ণ গুরুকে দক্ষিণা দান করিলেন। বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত নারীগণের সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ এবং বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র গুরুপত্নীকে প্রদান করিলেন। মুনি সেই সকল দ্রব্য পুত্রকে প্রদান করিয়া ভার্য্যার সহিত বিচিত্র বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত রথে আরোহণ করত গোলোকে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শন করত আনন্দিতচিত্তে নিজগৃহে গমন করিলেন। হে নারদ! ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র এইরূপে শ্রবণ কর। মহাপুণ্যকর এই স্তোত্র যে ব্যক্তি ভক্তি-পূর্ব্বক পাঠ করে, নিশ্চয় তাহার পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চলা ভক্তি লাভ হয়। যাহার কীর্ত্তি সর্ব্বত্র বিস্তৃত না থাকে, সে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করত অতি যশস্বী হয়। মূর্খ এই স্তবপাঠে পণ্ডিত হইয়া পরম-সুখে ইহলোকে বাস করত অন্তে শ্রীহরির চরণ-সমীপে গমন করে; এবং তথায় প্রতিদিন হরির-দাস্য নিশ্চয় লাভ করে। ১৭—৩৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন;—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত মধুপুরে আগমন করত জনক-জননীর চরণ বন্দন করিলেন এবং বটবৃক্ষমূলে উপনীত হইয়া গরুড়কে স্মরণ করিলেন এবং আদরপূর্ব্বক লবণ-সমুদ্র, বিশ্বকর্ম্মা, অভিলষিত সুদর্শনচক্র, কৌমোদকী গদা, পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং অভীপ্সিত বৈকুণ্ঠ, ধামকেও স্মরণ করিলেন; গোপবেশ ত্যাগ করত নৃপবেশ ধারণ করিলেন। ইতিমধ্যে কোটিসূর্য্য-সমকান্তি হরিসদৃশ তেজস্বী শত্রুবিমর্দ্দন অব্যর্থ অস্ত্ররাজ পরাৎপর সুদর্শননামক চক্র শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে উপস্থিত হইল। গরুড় রত্নরথ অগ্রে করিয়া

হরির সমীপে উপনীত হইলেন। শিষ্যগণের সহিত বিশ্বকর্ম্মা এবং কম্পমান জলধি আগমন করত নতমস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। বিভু শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া আদরপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ বলিতে লাগিলেন। হে মহাত্মন্ সমুদ্র! শতযোজনপরিমিত স্থান আমাকে প্রদান কর, আমি সম্প্রতি তাহার দ্বারা নগরনির্ম্মাণ করত পশ্চাৎ তোমাকেই সেই স্থান প্রত্যর্পণ করিব। হে শিল্পিবর বিশ্বকর্ম্মন্! তিনলোকে দুর্লভ যাবতীয় লোকের মনোহর এবং স্ত্রীগণের কমনীয়, সমুদ্রদত্ত স্থানে এক মন্দির নির্ম্মাণ কর। সেই নগর বৈকুণ্ঠসদৃশ ভক্তগণের নিরন্তর বাঞ্ছনীয় সপ্তস্বর্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং পরম মনোরম হইবে। হে মহাত্মন্ খগশ্রেষ্ঠ! তুমি সেইকালপর্য্যন্ত বিশ্বকর্ম্মার সমীপে নিরন্তর অবস্থান কর, যে পর্য্যন্ত দ্বারকাপুরী নির্ম্মিত না হয়। হে চক্রশ্রেষ্ঠ সুদর্শন! তুমিও নিরন্তর আমার সমীপে অবস্থান কর। হে নারদ! সমুদ্রাদি সকলেই কৃষ্ণের আজ্ঞা অঙ্গীকারপূর্ব্বক গমন করিলেন। কিন্তু চক্র শ্রীকৃষ্ণের সমীপে অবস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা মহাবল কংসপিতা উগ্রসেনকে পুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সদাশয় ক্ষত্রিয়গণ উগ্রসেনকে রাজব্যবহারে সম্মান করিতে লাগিলেন। মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণ যাদবেন্দ্রগণকর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া জরাসন্ধকে জয় করত উপায়দ্বারা ভীষণ জরাসন্ধপ্রেরিত কালযবনগণকে নিধন করিলেন। ভক্তিদ্বারা পুলকিতগাত্র শান্ত বিশ্বকর্ম্মা সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক জগতের পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন। হে জগন্নাথ! আপনার আদিষ্ট দ্বারকা কিপ্রকারে নির্ম্মাণ করিব। হে মহাভাগ ঈশ্বর! নির্ম্মাণক্রম আমাকে আদেশ করুন। ১—১৫। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, পদ্মরাগ, মরকত, অত্যুৎকৃষ্ট ইন্দ্রনীল, রুচক, পারিভদ্র, কলঙ্ক, স্যমন্তক, গন্ধক, নীলিম, শুদ্ধ এবং স্ফটিকাঙ্কিত চন্দ্রকান্ত-সূর্য্যকান্তাদি হরিদ্বর্ণ শ্যামগৌর প্রভৃতি নানাবর্ণ মণি গোরোচনাসদৃশ পীত দাড়িম্ববীজসদৃশ ও পদ্মবীজসদৃশ নীল, কমলবর্ণ কজ্জলবর্ণ, শ্বেতচম্পকবর্ণ, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, স্বর্ণ অপেক্ষা শতগুণ মূল্যবান্ ঈষৎ রক্তবর্ণ সুশোভিত গুরুতর উৎকৃষ্ট পূজ্য উজ্জ্বল এবং পরিষ্কৃত মণি দ্বারা যথাবিধি যথাযোগ্য বিবেচনাপূর্ব্বক শতযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মনোহর নগর নির্ম্মাণ কর। দ্বারকাপুরীর যে পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ শেষ না হয়, তদবধি যক্ষসমূহ হিমালয় পর্ব্বত হইতে নিরন্তর রাশি রাশি মণি আহরণ করিবে। কুবেরপ্রেরিত সাতলক্ষ যক্ষ, মহাদেবকর্ত্তৃক আদিষ্ট একলক্ষ বেতাল এবং কুষ্মাণ্ড শৈলতনয়া শঙ্করী-নিয়োজিত দানব এবং ব্রহ্মরাক্ষসগণের সাহায্যে ষোড়শ সহস্র পত্নীর দিব্যভবন নির্ম্মাণ কর এবং অষ্টাধিক শততম পট্ট-রমণীগণের পরিখা এবং প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত সিংহদ্বার এবং দ্বাদশসংখ্যক উপদ্বারযুক্ত চিত্রবিচিত্র নানাপ্রকার শিল্পনির্ম্মিত কপাটযুক্ত কুৎসিত বৃক্ষশূন্য এবং উৎকৃষ্ট বৃক্ষবিশিষ্ট শিবির নির্ম্মাণ কর। প্রত্যেক ভবনে সুলক্ষণ-সম্পন্ন চন্দ্রবেদীবিশিষ্ট প্রাঙ্গণ বিধান কর। বন্ধুগণের প্রত্যেকের নিবাসস্থান উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করত কিঙ্করগণের বাসস্থান রচনা কর। রাজাধিরাজ উগ্রসেন রাজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিলয় নির্ম্মাণ করত সকলপ্রকারে সুখকর পূজ্যপাদ পিতৃদেব বসুদেবের গৃহ নির্ম্মাণ কর। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, হে জগদ্‌গুরো! কোন্ বৃক্ষ নিষিদ্ধ; এবং কোন্ বৃক্ষ প্রসিদ্ধ; কোন্ বৃক্ষ মঙ্গলকর এবং কোন্ বৃক্ষ অমঙ্গলকর আপনি আদেশ করিলে আমি তদুচিত মত গৃহ নির্ম্মাণ করিব। কোন্ বৃক্ষ শিবিরে রোপণ করিলে শুভ হয় এবং কোন্ বৃক্ষ রোপণ করিলে অশুভ হয়। শিবিরের কোন দিকে জল থাকিলে শুভ হয় এবং কোন্ দিকে জল না থাকিলে অশুভ হয়; কোন্ বৃক্ষ কোন্ দিকে রোপন করিলে মাঙ্গল হয়, কি পরিমাণে গৃহ এবং কি পরিমাণে প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিব? কোন্ দিকে পুষ্পোদ্যান মঙ্গলকর হইবে? হে দেবদেব! বৃক্ষনির্ম্মিত প্রাকার কি পরিমাণে নির্ম্মাণ করিব এবং পরিখাদ্বার গৃহ প্রাকার সকল কি পরিমাণে নির্ম্মিত হইবে? হে বিভো! কোন্ কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ শিবির নির্ম্মাণে প্রশস্ত এবং কোন্ কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ অপ্রশস্ত এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আমাকে আদেশ করুন। ১৬—৩২। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে সুরশিল্পিন্। গৃহিগণের আশ্রমের ঈশানকোণস্থিত নারিকেলবৃক্ষ ধনপ্রদ হয় এবং শিবিরের পূর্ব্বদিকে প্ররূঢ় হইলে পুত্রপ্রদ হয়। মনোহর তরুবর গৃহে যে কোন দেশেই অবস্থান করুক মঙ্গলজনকই হয়। বিশ্বকর্ম্মন্! আম্রবৃক্ষ পূর্ব্বদিকে উৎপন্ন হইলে গৃহিগণের সম্পত্তিদায়ক হয় এবং অন্যান্য দিকে সঞ্জাত হইলেও শুভদায়ক হয়। নিম্ব, পনস, জম্বীর এবং বদরী বৃক্ষ গৃহের পূর্ব্ব দিকে উৎপন্ন হইলে পুত্র এবং দক্ষিণ দিকে উৎপন্ন হইলে ধন দান করে এবং অন্যান্য দিকে উৎপন্ন হইলেও সম্পদ্‌জনক হয়; তাহার দ্বারা গৃহী

বৃদ্ধি লাভ করে। জম্বু দাড়িম্ব কদলী এবং আম্রাতক বৃক্ষ গৃহের পূর্ব্ব দিকে উৎপন্ন হইলে বন্ধুবর্দ্ধন করে, দক্ষিণ দিকে ধনবর্দ্ধন করে এবং অন্যান্য দিকে উৎপন্ন হইলেও শুভধন এবং পুত্র প্রদান করে। গুবাক বৃক্ষ দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে উৎপন্ন হইলে হর্ষবর্দ্ধন করে এবং ঈশানকোণে ও অন্যান্য দিকে উৎপন্ন হইলে সুখবর্দ্ধণ করে। শুদ্ধ চম্পকবৃক্ষ ভূমির যে কোন দিকে উৎপন্ন হইলে মঙ্গলদায়ক হয় এবং অলাবু কুষ্মাণ্ড চন্দন শুক (তৃণবিশেষ) খর্জ্জূর কর্কটী এবং কুষ্মাণ্ডবিশেষ বৃক্ষ শিবিরে উৎপন্ন হইলে সুখ প্রদান করে। বাস্তুক, করবিল্ব, বার্ত্তাকু গৃহে উৎপন্ন হইলে, শুভদায়ক হয় এবং সকল প্রকার লতা ফল গৃহের যে কোন দেশে উৎপন্ন হউক সুখদায়ক হয়। হে শিল্পিন্! প্রশস্ত বৃক্ষসমূহের নাম কীর্ত্তন করিলাম। সম্প্রতি নিষিদ্ধ বৃক্ষসমূহের নাম শ্রবণ কর। শিবির নগরে বন্যবৃক্ষ রোপণ নিষিদ্ধ। শিবিরে বটবৃক্ষরক্ষা নিষেধ, যেহেতু চৌরভয়-সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু নগরে বটবৃক্ষ প্রশস্ত এবং তাঁহার দর্শনে পুণ্য জন্মে। শিবির নগর এবং সর্ব্বত্রই শাল্মলি বৃক্ষ অপ্রশস্ত, যেহেতু ঐ সকল স্থানে উক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে মহাত্মা রাজগণও দুঃখ লাভ করেন। গ্রাম কিংবা নগরে উক্ত বৃক্ষ বিশেষরূপে নিষিদ্ধও নহে প্রশস্তও নহে। কিন্তু বাটীতে উক্ত বৃক্ষ অতিশয় নিষিদ্ধ যেহেতু নিরন্তর দুঃখ জন্মায়। ৩৩—৪৪। হে শিল্পিন্! তিন্তিড়ীনামক বৃক্ষ অতিশয় নিষিদ্ধ, তাহাকে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে; শাল বৃক্ষ হইতে ধনহানি এবং প্রজাহানি হয়। বিশেষতঃ নগরে উক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে যদ্যপি তাদৃশ ক্ষতি না হউক কিন্তু শিবিরে অতিশয় দোষকর! গ্রামে কিম্বা নগরে কার্পাস মসূর এবং সর্ষপ প্রভৃতি বৃক্ষ নিষিদ্ধ কিম্বা প্রশস্ত নহে। নগর কিম্বা শিবিরে উৎপন্ন যব গোধূম চনকাদি এবং ধান্যবৃক্ষ মঙ্গলদায়ক হয়। গ্রাম নগর কিংবা শিবিরাদিস্থানে যদ্যপি ইক্ষুবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে মঙ্গল এবং সুখ প্রদান করে। অশোক শিরীষ কদম্ব কটটী হরিদ্রা এবং আর্দ্রক বৃক্ষ পূর্ব্বোক্ত স্থানে উৎপন্ন হইলে সুখ এবং মঙ্গল দান করে। হরীতকী বৃক্ষ গ্রাম কিংবা নগরে শুভপ্রদ হয়। কিন্তু গৃহে হরীতকী এবং আমলকী উৎপন্ন হইলে অশুভ হয়। উৎকৃষ্ট অশ্বের অস্থি এবং হস্তীর অস্থি বাস্তু-ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিলে, সেই বাস্তুস্থিত প্রোথনকর্ত্তার বংশ-পরম্পরার ক্রমে শুভ হয়। কিন্তু অপরে তাহাতে বাস করিলে তাহার অমঙ্গল হয়, এবং সমূলে উচ্ছেদ হয়। বানর, নর, গর্দ্দভ, গো, কুক্কুর, শৃগাল, মার্জ্জার মেষ এবং শূকর প্রভৃতি অন্যজীবগণের অস্থি অমঙ্গলকর। শিবিরের ঈশান, পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং উত্তর দিকে জল থাকা মঙ্গল কর। এতদ্ভিন্ন অন্য দিকে জল অমঙ্গলকর হে শিল্পিন্! গৃহ দীর্ঘ এবং প্রস্থে সমান করিবে। বর্ত্তুলাকার গৃহ গৃহিগণের ধননাশক হয়। ৪৫—৫৫ দীর্ঘ প্রস্থ প্রমাণানুসারে করিবে। শূন্যরহিতই মঙ্গলপ্রদ হয়, যেহেতু শূন্যপরিমাণে নির্ম্মিত হইলে ফলশূন্য হয়। প্রস্থে দুই হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক এবং দীর্ঘনেত্রযুক্ত দ্বিতীয় অর্থাৎ পাঁচ হস্ত পরিমিত দ্বারই গৃহিগণের গৃহ, এবং প্রকারে শুভপ্রদ হয়। মধ্যদেশে কদাচ দ্বার করিবে না। কিঞ্চিৎ ন্যূনে হউক কিম্বা কিঞ্চিৎ অধিক দেশেই হউক দ্বার নির্ম্মাণ করিবে। বর্ত্তুলাকার চন্দ্রবেধকালে নির্ম্মিত শিবির মঙ্গলপ্রদ হয় এবং সূর্য্যবেধকালে নির্ম্মিত প্রাঙ্গণ অমঙ্গলদায়ক হয়। শিবিরের অভ্যন্তরে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিলে মনুষ্যগণের মঙ্গল হয় এবং তুলসীবনন, পুত্র এবং পুণ্য, অধিক কি হরিভক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করেন। প্রাতঃকালে তুলসী দর্শন করিলে সুবর্ণদানের ফললাভ হয়। মালতী, যূথিকা, কুন্দ, মাধবী, কেতকী, নাগেশ্বর, মল্লিকা, কাঞ্চন, বকুল এবং অপরাজিতা বৃক্ষ শুভকর। মনোরম এই সকল বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, গৃহের পূর্ব্ব কিংবা দক্ষিণ দিকে থাকিলে নিশ্চয়ই মঙ্গল হয়। প্রাকার গৃহস্থ ব্যক্তি ষোড়শহস্তের ঊর্দ্ধ গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না এবং প্রাকার বিংশতি হস্ত অপেক্ষা উচ্চতর করিলে অমঙ্গল হয়; এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি বাটীসমীপে কিংবা গ্রামমধ্যে সূত্রধার, তৈলকার, স্বর্ণকার এবং হীরাব্যবসায়িদিগকে স্থাপন করিবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, সৎশূদ্র, শুভ গণক, ভট্ট, বৈদ্য এবং মালাকারদিগকে শিবিরের সমীপে অবস্থাপন করিবে। শিবিরের চতুর্দ্দিকে শতহস্ত গভীর এবং প্রস্থে শত হস্ত পরিমিত পরিখাই প্রশস্ত। পরিখাদ্বার ইচ্ছামত অতিশয় সঙ্কেতে নির্ম্মাণ করিবে; যাহাতে মিত্রগণ অনায়াসে গমন করিতে পারে এবং শত্রুগণ কোন প্রকারেই প্রবেশ করিতে পারে না। শিবিরে শাল্মলী, তিন্তিড়ী, হিন্তাল, নিম্ব, সিন্ধুবার, ডুম্বুর, ধুস্তূর, বট এবং এরণ্ড প্রভৃতি বৃক্ষ সংস্থাপন নিষিদ্ধ এবং অমঙ্গলকর। ইহা ভিন্ন সকল বৃক্ষ মঙ্গলকর। পণ্ডিতগণ বজ্রাহত বৃক্ষকে যত্নপূর্ব্বক নিষেধ করিবেন। পদ্মযোনি বলিতেছেন, উক্ত বৃক্ষ

পুত্র দারা ধন প্রভৃতিকে বিনাশ করে। ৫৬—৬৮। লোকসকলকে হিতাহিত জ্ঞাপনের নিমিত্ত কাষ্ঠের বিষয় বর্ণন করিলাম, কিন্তু দ্বারাবতীতে কাষ্ঠের সম্পর্কও থাকিবে না রত্নাদিদ্বারা উক্ত পুর-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হও; সম্প্রতি শুভক্ষণ উপস্থিত আছে। বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত গরুড়ের সহিত সমুদ্রের সমীপস্থ মনোহর বটমূলে গমন করিলেন। পক্ষিবর এবং বিশ্বকর্ম্মা রাত্রিকালে সেই স্থানে নিদ্রাগত হইলেন। গরুড় স্বপ্নাবস্থায় রমণীয় দ্বারাবতী দর্শন করিলেন। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ সুরশিল্পি-বিশ্বকর্ম্মাকে পুরের বিষয় যে কিছু আদেশ করিয়াছিলেন, পক্ষিবর সেই সকল লক্ষণ নগরে দর্শন করিলেন। সেই পুরনির্ম্মাতা শিল্পিগণ বিশ্বকর্ম্মাকে উপহাস করিতে লাগিল এবং অন্যতর গরুড় ও অন্যান্য বলবান্ পক্ষিগণ গরুড়কে উপহাস করিতে লাগিল। অনন্তর গরুড় জাগরিত হইয়া শতযোজনবিস্তৃত অতীব রমণীয় দ্বারকাপুরী দর্শন করিলেন এবং বিশ্বকর্ম্মাও তদ্দর্শনে লজ্জিত হইলেন। সেই নগরী ব্রহ্মলোককেও কান্তিপুঞ্জদ্বারা অভিভূত করিয়াছে এবং তেজোরাশিদ্বারা সূর্য্য এবং রত্নরাশিকে আচ্ছাদন করত পরিষ্কৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। ৬৯—৭৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, ইতিমধ্যে ব্রহ্মা, হরপার্ব্বতী, অনন্ত, ধর্ম্ম, সূর্য্য, অগ্নি, কুবের, বরুণ, পবন, যম, মহেন্দ্র, চন্দ্র, একাদশ রুদ্র, অন্যান্য দেবগণ, বসুসমূহ দ্বাদশ আদিত্য, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব এবং কিন্নর প্রভৃতি সকলে দ্বারকাপুরীদর্শনেচ্ছায় বটমূলে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা তথায় বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া শীঘ্র পুরুষোত্তমকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আকাশবাসিগণ নভোমণ্ডল হইতে বিমানারূঢ় হইয়া অতিশয় মনোহারিণী রমণীয় দ্বারকাপুরী দর্শন করিতে লাগিল। দেখিলেন, দ্বারকা মুক্তা, মাণিক্য, হীরক এবং নানাপ্রকার রত্নরাশিদ্বারা বিরাজিতা এবং চতুর্দ্দিকে বর্ত্তুলাকারে শতযোজনবিস্তৃতা। অগাধ সাতটী পরিখা সেই নগরীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়াছে। নয়টি প্রাকার এবং একলক্ষ ক্রীড়াসরোবর সেই পুরে শোভা পাইতেছে। মধুকরকুলচুম্বিত,পদ্মযুক্ত মনোহর তিন তিন লক্ষ পুষ্পোদ্যান সেই নগরের সাতিশয় শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। দ্বারকা স কলদিকে প্রফুল্ল মনোহর পুষ্পনিকরের গন্ধে আমোদিত হইয়া শীতল সুগন্ধ চন্দনবিশিষ্ট বায়ুদ্বারা আমোদিত হইয়াছে। শত কোটি নারিকেল বৃক্ষ এবং চারিশত কোটি গুবাকদ্বারা সেই নগর বেষ্টিত হইয়াছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে আম্র এবং তৎসদৃশ গুণশালী পনসবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। আম্রসদৃশ গুণশালী তালবৃক্ষ, অশ্বত্থ, বদরী, বিল্ব, আম্রাতক, বটবৃক্ষদ্বারা সেই নগরী বিভূষিতা হইয়াছে। শাল্মলী, জম্বু, কদম্ব, বংশ, তিন্তিড়ী, চম্পক এবং চন্দনবৃক্ষদ্বারা সাতিশয় শোভাশালিনী সেই নগরী নাগেশ্বর, নাগরাঙ্গ, জম্বীর, দাড়িম, হরীতকী এবং আমলকীবৃক্ষদ্বারা বিভূষিতা হইয়াছে। ১—১৪। শাল, পিয়াল, হিন্তাল শিরীষ, সপ্তপর্ণ এবং অন্যান্য মঙ্গলকর বৃক্ষদ্বারা বিরাজিতা এবং পরিষ্কৃতা সেই নগরী ইষ্টকরী হইয়াছিল। মহামূল্য রত্ননির্ম্মিত, মুক্তা এবং মণিদ্বারা বিভূষিত, মাণিক্য, হীরক প্রভৃতি সুন্দর রত্ননির্ম্মিত, কলসবিশিষ্ট, মনোহর মণিনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট সোপানসমূহযুক্ত, দৃঢ়তর অর্গল এবং কীলযুক্ত কঠিন কপাট বিরাজিত, মরকতমণিনির্ম্মিত স্তম্ভসমূহদ্বারা শোভিত, রত্নচিত্রিত বিচিত্র পরিষ্কৃত চিত্রযুক্ত শ্বেতচামর, সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং দর্পণদ্বারা বিভূষিত অতিশয় উচ্চতর অসংখ্য মন্দিরদ্বারা বিভূষিত, সেই নগরী ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা চিত্রিত, পদ্মরাগ-মণিরচিত প্রাঙ্গণদ্বারা শোভিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে রাজপথ এবং অন্যান্য পথসমূহও শোভা পাইতেছে। গ্রীষ্ম কালের মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালিনী রত্নপ্রভায় জাজ্বল্যমানা লক্ষ লক্ষ গবাক্ষযুক্ত বাজিশালাবিশিষ্ট দিব্য সেই দ্বারকাপুরীকে দর্শন করত আগত দেবগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব প্রসন্নবদনে উগ্রসেন, বসুদেব, দেবকী প্রভৃতি যদুবংশসমূহ কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ, নন্দ, যশোদা, গোপাল, রাখাল, রাজর্ষিগণ, মুনিশ্রেষ্ঠ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরাসমূহ, বিদ্যাধরী, কিন্নরী, বাদ্যভাণ্ডক, গায়ক, নর্ত্তকী এবং ভাণ্ড প্রভৃতিকে স্মরণ করিলেন। হে নারদ! ইতিমধ্যে সেই স্থানে বসুদেব,দেবকী, মহারাজ উগ্রসেন, যদুগণ, নন্দ, যশোদা, গোপগণ, কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধরী, কিন্নরী, নর্ত্তকী, গায়ক, বাদ্যভাণ্ডক, ভিক্ষুক, ভণ্ডরত ভট্টগণ নানা দেশীয় নৃপতিগণ, বৈশ্যগণ, অন্যান্য মনুষ্য, সন্ন্যাসী, যতি, অবধূত এবং ব্রহ্মচারী সকলে উপস্থিত হইলেন। ১৫—২৯। জ্ঞানিগণের পরম

গুরু ভগবান্ পঞ্চবর্ষীয় দিগম্বর সিদ্ধশ্রেষ্ঠ সনক, সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার তিনকোটি শিষ্যের সহিত, অজ ভগবান্ দুর্ব্বাসা তিনলক্ষ শিষ্যের সহিত, কশ্যপ একলক্ষ শিষ্যের সহিত, বাল্মীকি তিনলক্ষ শিষ্যের সহিত, গৌতম লক্ষ শিষ্যের সহিত, বৃহস্পতি কোটি শিষ্যের সহিত ও শুক্র তিন কোটি শিষ্যের সহিত, ভরদ্বাজ তিনলক্ষ শিষ্যের সহিত, অজ ভগবান্ অঙ্গিরা তিনকোটি, ভগবান্ প্রচেতা এক কোটি, পুলস্ত্য তিন লক্ষ, অগস্ত্য এককোটি, পুলহ একলক্ষ, ক্রতু একলক্ষ, অত্রি তিনকোটি; ভৃগু পাঁচকোটি, মরীচি তিনকোটি, শতানন্দ একসহস্র, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং বিভাণ্ডক তিনকোটি, পাণিনি এক কোটি, কাত্যায়ন একলক্ষ, যাজ্ঞবল্ক্য একসহস্র, ব্যাস তিনকোটি, শুক তিনকোটি, পরাশর চারিকোটি, কণাদ তিনকোটি, চ্যবন তিনকোটি, কুলপুরোহিত গর্গ একলক্ষ, গালব এক সহস্র, সৌভরি এক সহস্র, লোমশ তিনকোটি, মার্কণ্ডেয় তিনকোটি, বামদেব এককোটি, জৈগীষব্য তিনকোটি, সান্দীপনি এবং দেবল তিনকোটি, বোঢ়ু এককোটি, পঞ্চশিখ একলক্ষ, আমি নারায়ণ ঋষি এবং আমার সহোদর নর আমরা তিনকোটি, বিশ্বামিত্র এককোটি, জরৎকারু তিনকোটি, আস্তীক তিনকোটি, পরশুরাম তিনকোটি, বাৎস্য একলক্ষ, দক্ষ তিনলক্ষ, কপিল পাঁচকোটি, সম্বর্ত্ত তিনলক্ষ, উতথ্য তিনলক্ষ, জৈমিনি এক সহস্র, পৈল একলক্ষ, সুমন্ত এক সহস্র, ব্যাস-শিষ্যপ্রধান বৈশম্পায়ন একলক্ষ, শৃঙ্গী এক-লক্ষ, উপমন্যু একলক্ষ, গৌরমুখ এক সহস্র, বৃহস্পতিপুত্র কচ একলক্ষ, শিষ্যের সহিত এবং অশ্বত্থামা দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য নিজ নিজ শিষ্যের সহিত সুসমৃদ্ধ দ্বারকাদর্শন মানসে আগমন করিলেন এবং ভীষ্ম, কর্ণ, শকুনি, ভ্রাতৃগণের সহিত মহারাজ দুর্য্যোধন এবং অন্যান্য নৃপতিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। মুনিবরগণ ও নৃপবরগণ পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত আশীর্ব্বাদ করিলেন। ৩০—৪৮। জগদ্গুরু শান্তমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নৃপতিকুলতিলক সভায় উপবিষ্ট উগ্রসেন ঈষৎ হাস্যবিশিষ্ট বদনে ভক্তিভাবে বলিতে লাগিলেন। সমাগত শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ এবং মুনিগণ শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে গমন করিলেন। ভগবান্! মহেন্দ্রগণ উপস্থিত হইয়াছে অতএব আপনি এইক্ষণে পিতা এবং মাতাগণের সহিত দ্বারকাপুরে প্রবেশ করুন; অন্যান্য যদুগণ মধুপুরে গমন করিবেন। মহারাজ উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করত ভয়াকুল হইয়া বিরসবদনে বলিতে লাগিলেন, হে বাসুদেব! সর্ব্বতীর্থময়ী এবং দৈব ও পিতৃকর্ম্মে পবিত্ররূপা পৈতৃকী মধুপুরী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিব না। যে ব্যক্তি অতি পবিত্র স্থলেও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণাদি প্রদান করে; সেই ভূমিস্বামী পিতৃগণকর্ত্তৃক শ্রাদ্ধকর্ম্মে নিহত হয়। অন্য স্থানে পিতৃ-উদ্দেশে শ্রাদ্ধ এবং দেবাদির পূজা ফলশূন্য কিম্বা কিয়দংশ ফল হইতে পারে; কিন্তু পৈতৃকস্থানে উক্ত শ্রাদ্ধাদি করিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়, পিতা এবং মাতা অপেক্ষা গুরুতর পৈতৃকী ভূমি, পুত্র, পৌত্র এবং কলত্র অধিক কি প্রাণ অপেক্ষা নিরন্তর প্রীতি উৎপাদন করে। দৈব কিম্বা পৈতৃককর্ম্মে পৈতৃক স্থানসদৃশ পবিত্র স্থান নাই; তদ্ভিন্ন স্থানে দানাদি ক্রীড়ার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হয়, দান করিলেও অশুদ্ধ হয়। পৈতৃক ভূমিতে মরণ হইলে, তীর্থে মরণসদৃশ ফললাভ হয়। হরে! পিতৃনির্ম্মিত গর্ত্তের জলও গঙ্গাজলসদৃশ পবিত্র হয় এবং পবিত্র সেই জলে স্নান করিলেই গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়। সেই জলে পিতৃতর্পণ এবং দেবপূজন পবিত্রকর হয় এবং সেই স্থান যদি পিতারও জন্মভূমি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ফললাভ হয়। সাধুগণ যেস্থানে দান করেন, সে স্থানও পৈতৃকভূমিসদৃশ পবিত্র নহে। ৪৯—৫৯। ভগবান্ বলিলেন, যাহার যত দিন যেস্থানে স্থান-অবস্থানের নিয়তি আছে, সেই নিয়ত দিন অস্ত হইলে তাহা হইতে তাহাকে উত্থান করিতে হইবে এবং কে দৈবায়ত্ত কর্ম্মকে নিঃশেষ করিবে? বিশেষতঃ দ্বারকাপুরী পৈতৃক তীর্থতুল্য, তাহা অপেক্ষা প্রধান কোন্ তীর্থ আছে? পুণ্যপ্রদ দ্বারকাতীর্থ সকলপ্রকার তীর্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যাহাতে প্রবেশমাত্র মনুষ্যগণের পুনর্জন্মের আশঙ্কা থাকে না। হে পৃথিবীপতে! সেই দ্বারকাতে দান, শ্রাদ্ধ এবং দেবপূজা প্রভৃতি পুণ্যজনক গঙ্গাদিতীর্থতীর অপেক্ষা চতুর্গুণ ফল উৎপাদন করে। ব্রহ্মাদি দেবগণ, যাদবগণ এবং মুনিগণের সহিত সেই স্থানে গমন করুন। সেইখানে রাজেন্দ্রভোগ্য উত্তম উত্তম ভবন আছে, আপনি আদরপূর্ব্বক অঙ্গীকার করুন। অতি রমণীয় দ্বারকানগরী মহেন্দ্রের অমরাবতীকে স্বকীয় সমৃদ্ধিতে নিরন্তর হুঙ্কার করিতেছে। হে নৃপমণে! আপনি উপস্থিত মাহেন্দ্রযোগে দেবগণবেষ্টিত সেই সুধর্ম্মা সভায় প্রবেশ করুন। দেবগণ যে প্রকার দেবেন্দ্রের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে করপ্রদান করেন, সেই এই জম্বুদ্বীপস্থিত মণ্ডলেশ্বর নৃপতিগণ আপনাকে

কর প্রদান করিবে। মহারাজ উগ্রসেনের ধন এবং সম্পত্তিদ্বারা কুবের পরাজিত হউন; প্রভাদ্বারা প্রভাকর দিনকর দেব জিত হউন; সমৃদ্ধিদ্বারা মহেন্দ্র জিত হউন; দেবগণ রণকৌশলে পরাজিত হউন। মুনিগণ পুণ্যপ্রতাপে পরাভূত হউন এবং তপস্বিগণ তপস্যাদ্বারা ও ব্রতসমূহ পালনদ্বারা নির্জ্জিত হউন। উগ্রসেনসমান রাজা কোনকালেও হয় নাই এবং হইবেও না। সভামধ্যে মহাবল বলদেব ইঁহার সহায়। হে নরপতে! বলদেবের বল আর অধিক কি বলিব, যাঁহার সহস্রশিরের একতমশিরে, সর্ষপসদৃশ এই বিশ্বমণ্ডল অবস্থান করিতেছে। মানে অনন্তসদৃশ কোন্ দেব আছেন এবং তাঁহার তুল্য কোন্ ব্যক্তি বলবান্ আছে? ইঁহার গুণগ্রামের অন্ত নাই বলিয়া পণ্ডিতগণ ইঁহাকে অনন্ত নামে কীর্ত্তন করেন। মহাত্মা অষ্টবসু, শিবভিন্ন একাদশরুদ্র, বলবান্ দ্বাদশাদিত্য এবং সুরগণের সহিত সুরপতি নিশ্চয়ই উগ্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিতে অসমর্থ। ৬০—৭১। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করত মহারাজ উগ্রসেন প্রসন্নচিত্তে যদুগণের সহিত দ্বারকার মধ্যস্থিত মহামূল্য মণিসমূহের তেজে জাজ্জ্বল্যমান, মহেন্দ্রভবন অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট নিজভবনে যাত্রা করিলেন। শূলধারী দণ্ডপাণিনিযুক্ত সহস্র সহস্র দ্বারপালগণ সেই গৃহের দ্বার রক্ষা করিতেছে। এই প্রকার ছয় দ্বারের মধ্য স্থিত রত্ন-নির্ম্মিত শত শত মন্দির পরিভূষিত নিজ শিবির দর্শন করিলেন। মনুজেন্দ্র হস্তিশালায় মদমত্ত এককোটী গজরাজ এবং চারিকোটী সমান্য হস্তী দর্শন করিলেন। মহাবল হস্তী অপেক্ষা ছয়গুণ অশ্ব অশ্বশালায় অধিষ্ঠান করিতেছে; যাহারা তেজস্বিতায় সূর্য্যদেবের অশ্বকেও উপহাস করে। হে নারদ! সকল বাহনের অধীশ্বর গজপতিশ্রেষ্ঠকে উগ্রসেন রাজা দর্শন করিলেন। সেই হস্তী মহেন্দ্রের ঐরাবতকেও নিজগুণে নিরন্তর উপাহাস করে। নৃপতি অতিশয় এককোটী উচ্চতর উচ্চৈঃশ্রবাজাতীয় অশ্ব, দশ সহস্র গর্দ্দভ ও ষষ্টি সহস্র পদাতিক দর্শন করিলেন। মহারাজ উগ্রসেন মহামূল্যরত্ননির্ম্মিত পাঁচলক্ষ সারথি, তদপেক্ষা ছয়গুণ রথীয় অশ্ব, তদুপযুক্ত অশ্বারোহী এবং মধ্যদেশে দেব ও মুনিগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত রমণীয় বহ্নি-শুদ্ধবস্ত্র ও রক্তকম্বল পরিবৃত কোটিসংখ্যক—রমণীয় রত্ন সিংহাসনদ্বারা বিভূষিত মহামূল্য রত্ননির্ম্মিত বীথিসমূহের প্রভাদ্বারা জাজ্জ্বল্যমান ও মহাভীত শতকোটি কিঙ্করকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত সুধর্ম্মা সভা দর্শন করত মঙ্গলকর শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিবাদ্য ও মুনিগণের বেদমন্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে রমণীয় সভায় প্রবেশ করিলেন। ৭২—৮২। নরবরকে সমাগত দর্শন করত শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, দেবশ্রেষ্ঠ অনন্ত, অন্যান্য দেবগণ, মহাতপা মুনিগণ, সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ এবং বসুদেব প্রভৃতি নৃপগণ গাত্রোত্থান করিলেন। মহাবল মহারাজ উগ্রসেন মুনিগণ ও শ্রীকৃষ্ণের আদেশে মাহেন্দ্রক্ষণে রমণীয় রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন; এবং গর্গ প্রভৃতি মুনিগণ ও দেবগণ তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। হে নারদ! স্বর্ণকুম্ভপরিপূর্ণ সপ্ততীর্থসঞ্চিত জলদ্বারা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করত মহারাজার অভিষেক নির্ব্বাহ হইল। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ উগ্রসেনকে বহ্নিশুদ্ধ মনোহর বরুণকর্ত্তৃক প্রদত্ত পূর্ব্ব বস্ত্রযুগল অর্পণ করিলেন। মহাবল বলদেব উগ্রসেনকে পারিজাতমাল্য রত্নভূষণ এবং রত্নচ্ছত্র প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা, মহারাজ উগ্রসেনকে কমণ্ডলু, মহাদেব শূলাস্ত্র পার্ব্বতী রত্নমালা এবং লক্ষ্মীদেবী হার প্রদান করিলেন। অন্যান্য দেবগণ, মুনিগণ, সিদ্ধাশ্রেষ্ঠগণ এবং রাজেন্দ্রগণ পৃথক্ পৃথক্রূপে ক্রমশঃ উগ্রসেনকে যৌতুক প্রদান করিতে লাগিলেন। পবনদেব পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে চামর প্রদান করিয়াছিলেন, বাসুদেব সেই শ্বেতচামর মহারাজকে উপহার দিলেন। হে মুনে! গোপরাজ নন্দ মহারাজকে পূজ্য সুরভী কামধেনু প্রদান করিলেন। যশোদা এবং দেবকী উৎকৃষ্ট রত্ন তাঁহাকে প্রদান করিলেন। সাতজন ভৃত্যকর্ত্তৃক শ্বেতচামরদ্বারা সেব্যমান অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের আদেশে এবং স্বীয় স্বামিভক্তিপ্রকটনের নিমিত্ত মহারাজের মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন।৮৩—৯৩। মহারাজ উগ্রসেন জগদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে রমণীয় রত্নসিংহাসনে উপবেশন করত রত্নদর্পণ এবং অতিশয় পুণ্যরাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন। ভট্ট এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণ মনোহর স্তবে উগ্রসেনকে সন্তোষিত করিলেন। দেবগণ এবং ব্রাহ্মণগণ শুভাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজাও ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক কোটিসংখ্যক রত্ন প্রদান করিলেন। ভট্টগণকে এবং ভিক্ষুকগণকেও শত শত রত্ন প্রদান করিলেন। যাদবগণ নৃপবর উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করত এবং সমাগত দেব, মুনি, ব্রাহ্মণ, ভট্ট, ভিক্ষুক, দ্বিজ ও গুরুগণের পূজা করিয়া আনন্দিতচিত্তে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। অন্যান্য হরিপার্ষদগণ নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে

সকলে ক্ষেমঙ্করী হরিসভা—সুধর্ম্মায় আগমন করত মহারাজকে প্রণামপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন।৯৪—৯৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারায়ণের অংশস্বরূপী সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা ধার্ম্মিক নৃপতিগণের অগ্রগণ্য গুরুতর বিদর্ভদেশাধিপতি নৃপতিমণ্ডলের ঈশ্বর মহাবলশালী সত্যশীল এবং পুণ্যাত্মা ভীষ্মকনামে নরপতি বিদর্ভদেশের অধিপতি ছিলেন। সেই রাজার যোষিদ্‌গণের মধ্যে প্রধানা মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী অতিশয় সুন্দরী রম্যা রামাগণের পূজনীয়া রুক্মিণীনাম্নী এক কন্যা ছিলেন। তপ্তকাঞ্চনসদৃশ-বর্ণশালিনী এবং নবযৌবনসম্পন্না সতী সেই কন্যা রত্নভূষণে বিভূষিতা হওয়ায় বোধ হইতেছিল, তেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমানা হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী সত্যশীলা পতিব্রতা শম এবং দম প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট সেই কন্যার সদৃশ গুণশালিনী অন্য কেহ ছিল না। ইন্দ্রপত্নী, বরুণভার্য্যা, চন্দ্রকান্তা রোহিণী, কুবের-সিমন্তিনী, সূর্য্যপত্নী, স্বাহা, শান্তি, রতি, কলা এবং অন্য শ্রেষ্ঠা মনোরমা নারীগণ সৌন্দর্য্যে ভীষ্মক কন্যা রুক্মিণীর ষোড়শকলার এককলারও যোগ্যা নহেন। রাজাধিরাজ ভীষ্মক শোভাশালিনী বালা এবং বাল্যক্রীড়ায় আসক্তা কন্যাকে মেঘমধ্যগত চন্দ্রকলার ন্যায় দর্শন করিলেন। শরৎকালীন পূর্ণশশধর সদৃশ শোভাশালিনী শরৎকালীন কমল অপেক্ষা উৎকৃষ্টনয়না, লজ্জাহেতু নতবদনা, যৌবনারূঢ়া মনোহারিণী কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত বিবেচনায় ধর্ম্মশীল ধার্ম্মিক সুব্রত রাজা সহসা চিন্তান্বিত হইয়া কন্যা, পুত্র, পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১।১০। বরণের যোগ্য প্রবর, মুনিপুত্র অথবা দেবপুত্র কিংবা অভীপ্সিত নরপতিবরতনয় কাহাকে কন্যার বররূপে বরণ করি? মনোহারিণী আমার কন্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি লাভ করিতেছেন; অতএব ইহার বিবাহ দেওয়া উচিত। শীঘ্র নবযৌবনসম্পন্ন উপযুক্ত বর অন্বেষণ কর। সেই বরের ধর্ম্মশীল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, নারায়ণ-পরায়ণ, বেদ-বেদাঙ্গবিৎ, পণ্ডিত, সুন্দর কল্যাণী, শমদমক্ষমা প্রভৃতি গুণশালী, দীর্ঘজীবী, সৎকুলপ্রসূত সর্ব্বত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। এই সকল গুণবিশিষ্ট বর যদি রাজপুত্র হন, তাহা হইলে তাঁহার রণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মহারথ, প্রতাপবান্ রণ মস্তকে সুস্থির হওয়া আবশ্যক, তিনিই আমার জামাতৃরূপে বৃত হইবেন। আর তিনি যদি দেবপুত্র হন, তাহা হইলে তাঁহারও উক্ত গুণবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং উক্ত বর যদি মুনিকুমার হন, তাহা হইলে তাঁহার বাবদূক সিদ্ধান্ত-বিচারজ্ঞ এবং চতুর্ব্বেদে দক্ষ হওয়া উচিত। তাঁহাকেই আমি জামাতৃরূপে বরণ করিব। নৃপতির বাক্য শ্রবণ করত আত্মীয়, তপস্বী, বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক গৌতম মুনির পুত্র বেদ এবং বেদাঙ্গে বিচক্ষণ পৃথিবীর সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ সকল কর্ম্মে নিপুণ কুলপুরোহিত শতানন্দ বলিতে আরম্ভ করিলেন; নৃপতিবর! তুমি ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তথাপি বেদোক্ত পুরাবৃত্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। ১১—১৯। বিধাতারও বিধাতা ব্রহ্মা, শিব এবং অনন্তকর্তৃক বন্দিত জ্যোতির্ম্ময় সকল জীবগণের পরম পরমাত্মা প্রকৃতি হইতে পৃথক্ নির্লিপ্ত নিরীহ সকল কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপী শ্রীমান্ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত বিগ্রহধারী পরিপূর্ণতম প্রভু স্বয়ং নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত বসুদেবের পুত্রতা স্বীকার করিয়াছেন। নৃপবর! সেই পরিপূর্ণতম পরমাত্মা গোলোকনাথকে কন্যা সম্প্রদান করত শত পিতৃগণের সহিত গোলোকধামে গমন করিবে। কন্যা সম্প্রদান করত পরলোকে মুক্তি এবং সারূপ্য লাভ কর এবং ইহলোকে সকলের পূজ্য ও বিশ্বগুরুর গুরু হও। হে নরপতে! মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণী লক্ষ্মীনাথকে সমর্পণ করত সেই কন্যাদানের দক্ষিণা সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া পুনর্জ্জন্ম জয় কর। রাজন্! বিবাহাদির সম্বন্ধ বিধাতা লিখিয়াছেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। সেই শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নের নিমিত্ত দ্বারকানগরে ব্রাহ্মণ প্রেরণ কর। সকলের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক শুভক্ষণ নির্দ্ধারণ করত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকটনের নিমিত্ত বিগ্রহধারী সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন কর। নরপতে! ভক্তগণের ধ্যানানুরোধে প্রকটিত অত্যুৎকৃষ্ট তাঁহার সেই নিত্যদেহ দর্শনমাত্রে স্বকীয় জন্ম এবং কর্ম্মের খণ্ডন কর। মহারাজ! বেদচতুষ্টয়, সাধুগণ, দেববৃন্দ এবং সিদ্ধপ্রবর মুনিশ্রেষ্ঠগণ, অধিক কি ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহাকে জ্ঞাত নহেন; ধ্যানদ্বারা পবিত্রচিত্ত যোগিগণ যাঁহাকে জানেন না; যাঁহার স্তববিষয়ে বাগ্দেবতাও জড়ীভূতা এবং যাবতীয় শাস্ত্র, বেদসমূহ, সহস্রবদন অনন্ত, পঞ্চমুখ স্বয়ং মহাদেব, চতুর্মুখ জগৎস্রষ্টা, সনৎকুমার, কার্ত্তিক, ঋষিগণ ও বৈষ্ণবপ্রধান ভক্তগণ যাঁহার স্তব করিতে অক্ষম, যিনি যোগিগণেরও ধ্যানদ্বারা দুর্লভ, আমি বালক এবং অজ্ঞ হইয়া সেই পুরুষের গুণ কি

বর্ণন করিব। ২০—৩২। নৃপতিবর শতানন্দের বাক্য শ্রবণ করত সানন্দচিত্তে আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক বেগে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রসন্নবদন রাজা নানাপ্রকার রত্ন, সুবর্ণ, রত্নভূষিত বস্ত্র, উত্তম উত্তম হস্তী, অশ্ব, মণিনির্ম্মিত রথ, বিপুল ধন, নিরন্তর বৃত্তিকরী শুভা পরিশ্রম ব্যতিরেকে শস্য পাওয়া যায় এমন পূজ্যভূমি এবং প্রশংসিত গ্রাম তাঁহাকে প্রদান করিলেন। এই ঘটনা দর্শন করত নৃপনন্দন রুক্মী ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে কম্পমান ও তাঁহার শরীর হইতে স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল। তদনন্তর আরক্তনয়ন হইয়া ক্রোধহেতু রক্তমুখে সভাসদ্গণের অগ্রে উত্থানপূর্ব্বক চঞ্চলভাবে পিতা এবং বিপ্রকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! প্রশংসিত হিতকর এবং সত্য বাক্য শ্রবণ করুন। কি আশ্চর্য্য! ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণ কি লোভী, ইহাদের বাক্যে কখন বিশ্বাস করিবেন না। নর্ত্তক, বেশ্যা, ভট্ট, যাচক, কায়স্থ এবং ভিক্ষুক, ইহারা নিরন্তরই মিথ্যা বাক্য বলিয়া মনুষ্যগণকে প্রতারণা করে। দরিদ্র, ঘটক, নট, অভিনেতা, লম্পট, কামুক, দরিদ্র এবং মূর্খ ব্যক্তি নিরন্তর মিথ্যাভূত স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করে। মহারাজ! কৃষ্ণ নিকৃষ্টবুদ্ধিবলে অন্যদ্বারা নৃপবর কালযবনকে হনন করত উপায়দ্বারা তাহার ধন লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণ যবনের ধনে দ্বারকায় ধনী হইয়াছে। ভাল, সে যদি এতাদৃশ বীরপুরুষ, তাহা হইলে মহারাজ জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রের মধ্যে কি নিমিত্ত সে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমি একাকী শত জরাসন্ধকে একক্ষণে নিধন করিতে সক্ষম। অন্য রাজা কি আমার যুদ্ধে স্থির হইতে পারে? রণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমি দুর্ব্বাসার শিষ্য। নিশ্চয় আমি পাশুপত অস্ত্রদ্বারাই এই বিশ্ব সংহার করিতে সমর্থ। আমার তুল্য বিক্রমী এক পরশুরাম এবং শিশুপাল। আমার প্রিয়সখা বলবান্ শূর শিশুপাল স্বর্গ জয় করিতে সক্ষম এবং আমিও ক্ষণকালে সানুচর মহেন্দ্রকে জয় করিতে সমর্থ। ৩৩—৪৬। মহারাজ! আপনিও কি বিদিত নহেন? যে ব্যক্তি জিতপ্রায় দুর্ব্বল জরাসন্ধকে জয় করিয়া মনে আপনাকে বীরাভিমান করত অহঙ্কারে মত্ত হয়; নিশ্চয় বলিতেছি, সেই মূঢ় যদি অভিলষিত বিবাহমানসে আমার গ্রামে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই ক্ষণেই যমভবনে প্রেরণ করিব। অহো কি খেদের বিষয়! আপনি কিনা নন্দগোপের গো-রক্ষক, গোপনারীগণের সাক্ষাৎ উপপতি, গোপালকসমূহের উচ্ছিষ্টভোজী, সেই মূঢ়কে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বাক্যে দেবপ্রার্থনীয় রুক্মিণী সম্প্রদানের ইচ্ছা করিতেছেন। নৃপবর! ব্রাহ্মণ ধনলুব্ধ এবং বহুকষ্টে ধন উপার্জ্জন করে, এতাদৃশ ভ্রান্ত ব্যক্তির বাক্যে আপনারও বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে। কোন্ গুণে কৃষ্ণকে আপনি রুক্মিণীর পাত্র স্থির করিলেন? কৃষ্ণ কি রাজপুত্র, না বীর, না কুলীন, না শুচি, না দাতা, না ধনাঢ্য, না রুক্মিণীর সদৃশ অথবা জিতেন্দ্রিয়। কোন সদ্গুণ ত কৃষ্ণে নাই। নরবর! বলে রুদ্রসদৃশ রাজপুত্র সুপাত্র শিশুপালকে কন্যা সম্প্রদান করুন। মহারাজ! নানা দেশীয় নরপতিমণ্ডল, বান্ধবগণ এবং মুনিবরগণকে শীঘ্র পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করুন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, সৌরাষ্ট্র, বস্থল, গুরু, রাঢ়, বরারেন্দ্র, বঙ্গ, গুর্জ্জরাটি, পেটর, মহারাষ্ট্র, বিরাট, মুদ্গল, সুবঙ্গ, ভল্লুক, ভল্লক, খর্ব্ব এবং দুর্গ প্রভৃতি দেশে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করুন। সহস্র ঘৃতকুল্যা, সহস্র মধুকুল্যা, সহস্র দধিকুল্যা, সহস্র দুগ্ধকুল্যা, পঞ্চশত তৈলকুল্যা, দুইলক্ষ গুড়কুল্যা, শত শত রাশি শর্করা, তদপেক্ষা চতুর্গুণ মিষ্টান্ন, যব গোধূমচূর্ণ, শত শত রাশি পিষ্ট, লক্ষরাশি পৃথুক, তদপেক্ষা চতুর্গুণ অন্ন প্রস্তুত করান; এবং লক্ষ গো, দুইলক্ষ হরিণ, চারিলক্ষ শশক এবং কূর্ম্মচ্ছেদন করান। দশলক্ষ ছাগল, তদপেক্ষা চতুর্গুণ মেষ পূর্ণিমাদিনে গ্রাম্যদেবীর নিকটে ভক্তিপূর্ব্বক বলিদান করুন। এই সকলের মাংস ভোজনার্থে পাক করান। ভূমিপতে! ব্যঞ্জনাদি সামগ্রী পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত করান। নৃপতিবর ভীষ্মকে পুত্রের বাক্য শ্রবণকরত পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া নির্জ্জনস্থানে মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিলেন এবং মন্ত্রণান্তে উপযুক্ত প্রিয় এক ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। সকলের অভিপ্রায়ানুসারে শুভলগ্ন নিরূপণ করত রাজা আনন্দিতচিত্তে অবিলম্বে সকল দ্রব্য সঞ্চয় করিলেন। পুত্রের আদেশে দেশবিদেশে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভীষ্মকপ্রেরিত দ্বিজ, নৃপ এবং দেববেষ্টিত সুধর্ম্মাসভায় উপস্থিত হইয়া কল্যাণকরী পত্রিকা মহারাজ উগ্রসেনকে প্রদান করিলেন। নরপতি শুভ পত্র শ্রবণ করত প্রসন্নবদনে আনন্দিতচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে শত শত সুবর্ণ সম্প্রদান করিলেন। ৪৭—৬৭। দ্বারকার সর্ব্বত্র দুন্দুভিবাদ্য করিতে আদেশ করিলেন। দেবগণ, অন্যান্য রাজমণ্ডল, জ্ঞাতিবর্গ, বান্ধববৃন্দ, ভট্ট এবং ভিক্ষুকসমূহকে আদরপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। নরপতি অতিশয় রমণীয় অনুপম তিন লোকে সুদুর্লভবেশে শ্রীকৃষ্ণকে ভূষিত করাইলেন এবং জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বররূপে ভূষিত করাইয়া রমণীয় মাহেন্দ্র-

যোগে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বিবাহযাত্রায় প্রেরণ করিলেন। প্রথমতঃ লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা সাবিত্রীর সহিত রথে আরূঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাত্রা করিলেন। ভবানীর সহিত ভব রথারূঢ় হইয়া গমন করিলেন। অনন্ত, দিনপতি, গণপতি, কার্ত্তিক, মহেন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, পবন, কুবের, যম, অগ্নি এবং ঈশান সকলেই আনন্দিতচিত্তে গমন করিলেন। অন্যান্য তিনকোটি দেব, ছয়কোটিমুনি এবং শ্বেতচ্ছত্রবিশিষ্ট তিনলক্ষ রাজগণের মধ্যস্থিত উগ্রসেন নক্ষত্রমণ্ডলীপরিবৃত নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং বলবান্ মহারাজা কুণ্ডিননগরাভিমুখে গমন করিলেন। মহাবল বলদেব, বসুদেব, উদ্ধব, নন্দ, অক্রূর, সাত্যকি, গোপালগণ এবং চন্দ্রবংশীয় যাদবেন্দ্রগণ রত্ন-নির্ম্মিত যানে আরোহণ করত গমন করিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেব প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব রথে আরোহণ করিলেন। মহাবল ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শকুনি এবং শল্য প্রভৃতি কুরুগণ যানারূঢ় হইয়া আনন্দিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ৬৮—৭৮। তিনকোটি ভট্ট, শতকোটি ব্রাহ্মণ, এক সহস্র সন্ন্যাসী এবং একসহস্র যতি ও ব্রহ্মচারী এবং ক্রোধাদিশত্রুজেতা অবধূত দুই সহস্র গমন করিলেন। সহস্র সহস্র পুষ্পকারগণ উৎপলাদি পুষ্পসমূহ লইয়া সজ্জীভূত হইল। চিত্র বিচিত্র নানা প্রকার শিল্পকর, লক্ষ বাদ্য-ভাণ্ড এবং লক্ষ লক্ষ নর্ত্তক প্রস্থান করিল। হে নারদ! গন্ধর্ব্বগণ সুস্বরে গান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যাত্রা করিল। নারদ! সেই কল্পে তুমিই উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব ছিলে এবং সেই কালে পঞ্চাশৎ কামিনীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গমন করিয়াছিলে। একলক্ষ বিদ্যাধরী, একলক্ষ অপ্সরা, তিনলক্ষ কিন্নরী এবং একলক্ষ গন্ধর্ব্ব স্বকীয় বিদ্যায় পারদর্শিতা দর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত আগমন করিল। ৭৯—৮৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

মহর্ষি নারায়ণ বলিলেন, এই সময়ের মধ্যে মহাবল ককুদ্মান্ নৃপতি স্বকীয় কন্যার উপযুক্ত পাত্র নির্ণয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মলোক হইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। নিরন্তর স্থির-যৌবনা, বহুমূল্য-রত্নরাশি-নির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিতা ত্রিলোকরমণীয়া রেবতীনাম্নী কন্যা উপযুক্ত বর বলদেবকে আনন্দিতচিত্তে নানা যৌতুকের সহিত সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতিসংখ্যক সত্যযুগ অতিক্রম করিয়াছে, তথাপি নবযৌবনা সেই কন্যা মুনীন্দ্র এবং দেবেন্দ্রসভায় সম্প্রদান করত রাজা, জামাতাকে তিন লক্ষ গজরাজ, দশ লক্ষ অশ্ব, একলক্ষ রথ, রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত এক লক্ষ দাসী, লক্ষ মণি, লক্ষ রত্ন, কোটী স্বর্ণ, রমণীয় বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র এবং নানাবিধ মুক্তামাণিক্য হীরক প্রভৃতি আদর-পূর্ব্বক উপহার প্রদান করিলেন। ককুদ্মী রাজা বলবান্ বলদেবকে কন্যাদান করত তাঁহাদের সহিত বহুমূল্য রত্নরথে আরোহণপূর্ব্বক কুণ্ডিনপুরে প্রস্থান করিলেন। দৈবনির্ব্বন্ধবশতঃ মঙ্গলকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে, রমণীয়া দেবকী, রোহিণী, নন্দগেহিনী যশোদা, অদিতি, দিতি এবং শান্তি প্রভৃতি নারীগণ যোষিদ্গণের মধ্যে কমলাদেবীর কলাস্বরূপিণী রেবতীকে জয়সূচক কর্ম্মসকল করত গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। বসুদেবপত্নী ব্রাহ্মণগণকে নানাপ্রকারে ভোজন করাইয়া আনন্দিতচিত্তে তাঁহাদিগকে ধন দান করিতে লাগিলেন এবং মঙ্গলসূচক কর্ম্ম করাইলেন। অনন্তর দেবগণ, মুনিগণ এবং নৃপতিসমূহ অবলীলাক্রমে আনন্দিতচিত্তে কুণ্ডিননগরে উপস্থিত হইলেন। ১—১০। তাঁহারা সকলে গভীর সাত পরিখা এবং সাতটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত একশত দ্বারে শোভিত বিশ্বকর্ম্মকর্তৃক নানাপ্রকার রত্নদ্বারা নির্ম্মিত অতিশয় রমণীয় নগর দর্শন করিলেন। বরযাত্রিগণ রক্ষকগণের সহিত চারিজন মহারথকর্তৃক নগরের বহির্দ্বার দর্শন করিলেন। রথারূঢ় নৃপতনয় রুক্মী, শিশুপাল, মহাবল, দন্তবক্র এবং যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ মায়াবিশ্রেষ্ঠ শাল্ব, শ্রীকৃষ্ণসৈন্য দর্শন করত ক্রুদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রণোন্মুখ হইল এবং রুক্মী মুনিবরগণ, দেবপ্রধান এবং নৃপেন্দ্রগণকে উপহাস করত নিষ্ঠুর শ্রুতিকটু দুষ্কর বাক্য বলিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! কালের কি মাহাত্ম্য! অথবা দৈব কে বিষেধ করিতে পারে? আর এই সকল দেবরাজগণের মধ্যে আমি কি বলিব! অহো! নন্দগোপের গোপালক দেবদুর্লভ রমণীয়া রুক্মিণী কন্যাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় দেব এবং মুনিগণের সহিত আগমন করিতেছে। গোপীগণের সাক্ষাৎ উপপতি, গোপালগণের উচ্ছিষ্ট অন্নভোজী এবং যাহার জাতির নিশ্চয় নাই ও লক্ষ্য এবং মৈথুনবিষয়ে সদসৎ বিবেচনা নাই, সেই মূঢ় কি না নরপতিতনয় অথবা মুনিগণের মধ্যে একজন প্রধান মুনি! অধিকন্তু বসুদেবের পুত্র

ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যের অন্ন চিরকাল ভোজন করিল। অহো! কি দুর্ম্মতি! যাহার বধে পঞ্চবিধ মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হয়, পাপাত্মা বাল্যকালে সেই স্ত্রীকে হনন করিল! কি নিষ্ঠুর! সম্ভোগদ্বারা কুব্জার প্রাণ সংহার করিয়া বস্ত্রের নিমিত্ত রজকের শিরশ্ছেদন করিল। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, যে দুষ্ট নৃপবরের হত্যা করে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইতে হয়। এ সদ্য ধার্ম্মিক মহারাজ কংসকে মথুরায় বিনাশ করিল। শাল্ব বলিল, হে দেবগণ! রুক্মী যে বাক্য বলিলেন, তাহার কোন্ অংশ অসত্য? নন্দের পশুপালক হইয়াও ইহার রুক্মিণীর পাণিপীড়নেচ্ছা হইয়াছে! শিশুপাল বলিল, অহো! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! ব্রহ্মাদি দেবপ্রধানগণ এবং ব্রহ্মপুত্র ঋষিবরগণ মনুষ্যের আদেশে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন! দন্তবক্র বলিল, আচ্ছা ব্রাহ্মণজাতি লোভপরতন্ত্র হইয়া সকল কর্ম্মই করেন এবং দেবগণ ভক্তবৎসল হন; ইঁহারা আসুন, কিন্তু লোভহীন ব্রহ্মতনয়গণ নন্দ-নন্দনের বাক্যে এ স্থানে কি নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন? তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করত দেবগণ, মুনি ও রাজেন্দ্রগণ এবং বলদেবের সহিত যাদবগণ ক্রুদ্ধ হইলেন। ১১—২৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

হে মুনিবর নারদ! অনন্তর মহাবল বলদেব অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া হলদ্বারা রুক্মীর রথ ভগ্ন করিলেন। জগদীশ্বর বলদেব ঘোটক এবং সারথিকে হনন করত বিরথ পাপিষ্ঠ রুক্মীকে হননেচ্ছায় ধাবমান হইলেন। রুক্মী শরজাল নিঃক্ষেপ করত অবলীলাক্রমে বলদেবকে নিবারণ করিয়া পরমেশ্বর হলধরকে বন্ধন করিবার মানসে নাগাস্ত্র নিয়োগ করিল। বলদেব গরুড় অস্ত্রদ্বারা নাগাস্ত্র সংহার করিলেন। রুক্মীও অব্যর্থ শত্রুবিমর্দ্দনকারী শতসূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী পরম পাশুপত অস্ত্র ক্রোধপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। বলদেব সেই অস্ত্রক্ষেপের পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকে জৃম্ভণাস্ত্রদ্বারা রুক্মীকে মোহিত করিয়া নিদ্রাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন; তাহা দ্বারা রুক্মী শুষ্কবৃক্ষের ন্যায় পৃথিবীতলে পতিত হইয়া নিদ্রাগত হইল। শাল্ব রুক্মীকে নিদ্রাগত দেখিয়া এক শত বাণ মোচন করিলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে শৈলবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি জলবৃষ্টি, জলদঙ্গারবৃষ্টি ও বাণবৃষ্টি হইতে লাগিল। লাঙ্গলী বাহুবল এবং অস্ত্রদ্বারা শাল্বনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ নিবারণ করত হলাস্ত্রদ্বারা তাহার রথ চূর্ণ করিলেন; অবলীলাক্রমে ঘোটক ও রথ বিনাশ করিলেন, কোপাকুল বলদেবের প্রতি শাল্বকে বধ করিবার জন্য আকাশবাণী হইল। কৃষ্ণবধ্য শাল্বকে পরিত্যাগ করুন, অসদৃশ ক্ষুদ্রতরের সহিত সংগ্রামে আপনার কি পৌরুষ? আপনার মস্তকে স্ফূর্পে সর্ষপসদৃশ এই বিশ্বমণ্ডল বিরাজ করিতেছে; সেই কথা শ্রবণ করত বলদেব লাঙ্গলদ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন, সেও ব্যথিত হইয়া রণমধ্যে নিপতিত হইল। ১—১০। পৃথিবীতলে যে প্রকার মেঘবৃন্দ বারি বর্ষণ করে, সেই প্রকার মহাবল শিশুপাল শাল্বকে নিপতিত দর্শন করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। হলধর স্বকীয় হলদ্বারা শিশুপালের রথ চূর্ণ করত তাহার বাণ বর্ষণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা অবলীলাক্রমে নিবারণ করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব বলদেবকে শিশুপালবধে উদ্যত দেখিয়া নিবারণ করিলেন। হে বলদেব! কৃষ্ণবধ্য পারিষদশ্রেষ্ঠ শিশুপালকে ত্যাগ কর। বলদেব লাঙ্গল দ্বারা দন্তবক্রের দন্তপঙক্তিকে ভগ্ন করিলেন। দন্তভগ্ন দন্তবক্রকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন। বলদেবের বিক্রম দর্শন করত অন্যান্য দ্বারপালগণ পলায়ন করিল। বরযাত্রিগণ নিঃশঙ্কচিত্তে কুণ্ডিনপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে মহামুনি শতানন্দ কোটি মুনির সহিত হরির সম্মুখে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। শত্রুগণের অগম্য এবং বন্ধুগণের সুখপ্রদ শতদ্বারে বররূপী শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করাইলেন। দেবকন্যা নাগকন্যা, মুনিকন্যা এবং রাজকন্যা সকলে মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে বরদর্শনেচ্ছায় সেই স্থানে সমাগত হইলেন। নারীগণ নির্নিমেষনয়নে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর মহাদেব ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন করাইলেন। নারীগণ দেখিলেন, বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত রথে আরূঢ় পরমেশ্বর, সকলের পরমাত্মা হইলেও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিধানের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার নবীন নীরদসদৃশ শ্যাম অঙ্গে পীতবস্ত্র মনোহর শোভা পাইতেছে। চন্দনদ্বারা বিলিপ্ত অঙ্গে বনমালা দোদুল্যমান হইতেছে। রত্ননির্ম্মিত কেয়ূরবলয়দ্বারা শোভমান বাহুযুগল বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশ রত্নমালায় উজ্জ্বল হইয়াছিল; এবং দোদুল্যমান রত্নকুণ্ডল-যুগলে গণ্ডদেশ বিরাজমান হইতেছে!

১১—২২। তাঁহার চরণযুগলে বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত নূপুর সুমধুর শব্দ করিতেছে। মুরলীধর ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক রত্ন-দর্পণ অবলোকন করিতেছেন। পার্ষদ সাতজন গোপ শ্বেত চামরবায়ুদ্বারা তাঁহার পরিশ্রম দূর করিতেছেন। তাঁহার নূতন যৌবন উপস্থিত হওয়ায় নয়নদ্বয় শরৎকালীন কমলসদৃশ কমনীয় হইয়াছে। কোটি কন্দর্পসদৃশ সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বদনারবিন্দ শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রেরও সৌন্দর্য্যের নিন্দা করিতেছে। সত্য নিত্য সনাতনস্বরূপী এবং ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্তবন্দিত তাঁহার কীর্ত্তি সকল তীর্থসমূহকে পবিত্র করিয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তি অতিশয় পবিত্র এবং যাঁহার রূপ কোটিচন্দ্রসদৃশ কান্তিশালী ও অতিশয় আনন্দজনক। তিনি ধ্যানের অসাধ্য দুরারাধ্য পরমাত্মা প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইয়াও দূর্ব্বাযুক্ত পট্টসূত্র, বহুমূল্যরত্ননির্ম্মিত দর্পণ, কদলীর অবিকসিত মঞ্জরী এবং একখানি ক্ষুদ্র অসি ধারণ করিয়াছেন, মালতী মাল্যমণ্ডিত ত্রিবক্র চূড়ায় নারীগণপ্রদত্ত পুষ্প এবং উজ্জ্বল মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। এই বরেণ্য পরমেশ্বরকে নারী-গণ দর্শন করত মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন এবং রুক্মিণীর জীবনই ধন্য এবং শ্লাঘনীয়, এই কথা অভিলাষানুরূপ বলিতে লাগিলেন। মহারাজ ভীষ্মক-পত্নী মহারাজ্ঞী-গণ, নির্নিমেষ নয়নে জামাতাকে দর্শন করত প্রসন্ন-বদনা হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। ভীষ্মক রাজা পাত্র এবং পুরোহিতের সহিত আনন্দিতচিত্তে আগমন করত দেবগণ, মুনিগণ এবং রাজেন্দ্র-গণকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সুধা-সদৃশ ভক্ষ্য সামগ্রীপরিপূর্ণ উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিলেন। দিবারাত্রি “অভিলষিত বস্তুর অর্পণ কর” এই শব্দ হইতে লাগিল। ২৩—৩২। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাত্রি তথায় দেব এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত সুখে যাপন করত পরদিন প্রাতঃকৃত্য সকল সম্পাদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্নানান্তে সন্ধ্যাদি প্রতিদিনকৃত্য-কর্ম্ম সকল করিয়া ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধানপূর্ব্বক শুভ অধিবাসে দীক্ষিত হইলেন। ভীষ্মক নরপতি সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপিণী ষোড়শমাতৃকার আরাধনা করিয়া বসুধারা প্রদানপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে বেদমন্ত্রদ্বারা হরির অধিবাস করত নান্দীমুখাদি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন; ব্রাহ্মণ, দেব এবং বান্ধবগণকে নানাপ্রকার উপাদেয় সামগ্রীদ্বারা ভোজন করাইলেন; বাদ্য-করকে বাদ্য করিতে আদেশ করিলেন; মঙ্গলাধার ভগবানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় মঙ্গলকর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভীষ্মক, বররূপী বরেণ্য ভগবানের অতি-শয় প্রশংসিত সুবেশ রচনা করিয়া দিলেন; সুশো-ভিত বরযান সুন্দররূপে সজ্জিত করিলেন। এই প্রকারে ভীষ্মক নরপতি বিবাহযোগ্য মঙ্গলকর্ম্ম সকল সম্পাদন করত পুরোহিতগণদ্বারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক অন্যান্য কর্ম্ম করাইতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ ভট্ট, ব্রাহ্মণ এবং ভিক্ষুকগণকে মণি, রত্ন, মাণিক্য, হীরক, ভক্ষ্যদ্রব্য এবং উত্তম উত্তম উপহার সকল আনন্দিতচিত্তে দান করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার আদেশে বাদ্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল আবৃত হইল। মঙ্গলকর্ম্ম স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভীষ্মকমহিষী মুনিপত্নীগণদ্বারা যথোচিত বিহিত স্থানে রুক্মিণীর মনোহর বেশ রচনা করাইলেন। তদনন্তর পরমবৃদ্ধিসাধক মাহেন্দ্রযোগে বিবাহোচিত লগ্নবিশিষ্ট শুভক্ষণ উপস্থিত হইল। লগ্নপতিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত শুভগ্রহগণের দর্শনজন্য শুদ্ধ অসৎগ্রহ-কর্ত্তৃক অনবলোকিত বিশুদ্ধ চন্দ্রতারাবিশিষ্ট শুভকর শুভ নক্ষত্রযুক্ত বেধদোষশূন্য শলাকাদিরহিত এবং দম্পতীর মঙ্গলকর ও পরিণামে সুখদায়ক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দেব, মুনি, বিপ্র এবং পুরোহিতগণের সহিত ভীষ্মকনৃপতির প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। ৩৩—৪৫। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জ্ঞাতিগণ, বন্ধুসমূহ, পিতা-মাতা নৃপতিমণ্ডল, পার্ষদ, বয়স্য, মনোহর গোপালগণ, ভট্ট, জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ গণক, নানাবিধ বাদ্য, নর্ত্তক, গায়ক, নানাপ্রকার শিল্পকার, মালাকার, উৎপল, বিদ্যাধরী, অপ্সরা এবং কিন্নরী প্রভৃতি গমন করি-লেন। দেব, মুনি, নৃপেন্দ্রগণ এবং বিবাহদর্শনের নিমিত্ত সমাগত অন্যান্য ব্যক্তিগণ সেই সজ্জিত স্থান দর্শন করিলেন। সেই স্থানে পট্টসূত্র-পরিষ্কৃত সহস্র রত্নস্তম্ভ এবং চম্পক, চন্দন, রসালপল্লব-দ্বারা শোভিত হইয়াছে। পীত রক্ত কৃষ্ণ প্রভৃতি নানাবর্ণ পুষ্পপ্রচিত মালাবেষ্টিত, ফল-পল্লব-সংযুক্ত, কস্তুরী ও চন্দনযুক্ত, কুঙ্কুমশোভিত, মঙ্গলঘট-সমূহ, পর্ণ, লাজ, ফল, পুষ্প এবং দূর্ব্বা প্রভৃতি মঙ্গল দ্রব্যবিশিষ্ট হইয়া সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত মনোহর বেদিবিশিষ্ট সেই স্থানে মুনি, ব্রাহ্মণ এবং রাজেন্দ্রগণ উপবেশন করিয়াছেন। চন্দনচর্চ্চিত, স্নিগ্ধ কস্তুরী-কুঙ্কুম-যুক্ত, সুগন্ধ শীতল এবং মন্দ মন্দ পবন সেই স্থানকে আমো-দিত করিয়াছে। তথায় রত্ননির্ম্মিত জাজ্বল্যমান প্রদীপ-সহস্র প্রজ্বলিত হইয়া নানাপ্রকার সুগন্ধ ধূপধূমে সুবাসিত হইয়াছে। সেই সভা শিল্পী এবং পুষ্পকার-

গণের সুশোভিত চতুর্দ্দিকে অবস্থিত নানাপ্রকার চিত্রিত চিত্রপঙক্তিতে উপশোভিতা। তথায় মনোহর গন্ধর্ব্বগণ নানাপ্রকার সুমধুর গান করিতেছে; এবং বিদ্যাধরী, নর্ত্তক ও শিল্পিবৃন্দের বিদ্যাপারদর্শিতা দর্শনে মনুষ্যগণ নিশ্চলচিত্তে অবস্থিত হইয়াছে। যুবতীগণ সেই সভার শোভা, গূঢ় দ্বার ও গবাক্ষমার্গ হইতে অবলোকন করিতেছে। মঙ্গলঘট, বিপ্রবর পুরোহিত, দানবস্তু এবং কুশহস্ত ভীষ্মকরাজা সেই স্থানের শোভা অধিকরূপে উজ্জ্বল করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং নৃপগণ সেই স্থান দর্শন করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রাঙ্গণে অবস্থিত হইলেন। নৃপবরগণ, যদুপতিসমূহ, সনকাদি মুনিবৃন্দ এবং পার্ষদগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণও সেইস্থানে অবস্থিত হইলেন। ৪৬—৬১। ভীষ্মকনৃপতি তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্রে বেগে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেব, মুনি এবং রাজেন্দ্রগণকে নতমস্তকে বন্দনা করিলেন এবং প্রত্যেকের যথাযোগ্য পূজা করিয়া প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্রূপে আদরপূর্ব্বক মনোরম রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ভীষ্মক নৃপতি ভক্তিসহকারে তাঁহাদিগকে স্তব করিয়া সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিপূর্ব্বক বসুদেবতনয় বাসুদেবকে বলিতে লাগিলেন;—অদ্য আমার জীবন সুন্দর হইল এবং জন্মগ্রহণ সফল হইল; পূর্ব্ব কোটিজন্মকৃত কর্ম্ম সমূলে ছিন্ন হইল। হে প্রভো! যিনি স্বয়ং জগতের স্রষ্টা এবং সম্পৎপ্রদাতা; স্বপ্নেও যাঁহার পাদপদ্ম দর্শন মাদৃশ ব্যক্তির দুর্লভ, তপস্যার ফলদায়ক সেই পরমাত্মা আজ আমার প্রাঙ্গণে। আত্মারাম এবং পূর্ণ সেই পুরুষে সাধারণ লোকের ন্যায় স্বাগত-প্রশ্ন অযোগ্য। যোগেন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র, সুরেন্দ্র এবং মুনীন্দ্রগণ ধ্যানেও যাঁহার দর্শন পান না, সেই শিবধাম শিব আজ আমার প্রাঙ্গণে। যিনি কালের কাল এবং মৃত্যুর মৃত্যু, সেই মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্বেশ্বর প্রভু আজ মনুষ্যের ন্যায় নয়নগোচর হইয়াছেন। যাঁহার সহস্র মস্তকের একতর মস্তকে এই চরাচর বিশ্ব অবস্থিত হইয়াছে এবং যাঁহার অন্ত নাই, সেই অনন্তদেব দেবগণের সহিত আজ আমার প্রাঙ্গণে উপস্থিত। যিনি সকল অভিলাষ পূর্ণ করেন, সেই অনন্ত স্বয়ং আজ আমার প্রাঙ্গণে উপনীত। ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান ব্রহ্মার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বংশজাতগণ সকলেই আজ আমার গৃহে সমাগত হইয়াছেন। যিনি সকল সিদ্ধিসাধক, যাঁহার সর্ব্বাগ্রে পূজা বিহিত হয়, যিনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, সেই গণপতি আমার প্রাঙ্গণে। বৈষ্ণব, মুনিগণের প্রধান, জ্ঞানিগণের গুরু, ভগবান্ সনৎকুমার আজ প্রত্যক্ষ হইয়া আমার প্রাঙ্গণে উপস্থিত। ৬২—৭৪। অহো! মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত আমার নিকেতন তীর্থসদৃশ পবিত্র থাকিবে। যাঁহাদের পাদোদকে তীর্থ হয়, বিশুদ্ধ সেই পাদোদক আজ আমার গৃহে। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, সেই পৃথিবীস্থ তীর্থসমূহ এক সমুদ্রে অধিষ্ঠান করিতেছে। সমুদ্রে যে সকল তীর্থ আছে, সেই সমস্ত তীর্থ বিপ্রপাদোদকে অধিষ্ঠান করেন। মনুষ্য বিপ্রপাদোদক পান করত যে কালপর্য্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করে, তদবধি তাহার পিতৃগণ পুষ্করতীর্থের জল পান করেন। মনুষ্যগণ বিপ্রপাদোদক পানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিলে, নিশ্চয় যাবতীয় তীর্থসমূহে স্নানজন্য ফল লাভ করে। কমলযোনি বলিয়াছেন,—মনুষ্যগণ ভক্তিপূর্ব্বক শুভপ্রদ সার বিপ্রপাদোদক পান করিলে, বিপদ্ হইতে উদ্ধার এবং রোগ হইতে মুক্তিলাভ করত পরমসুখ অনুভব করে। গঙ্গাসদৃশ তীর্থ নাই, মাধব অপেক্ষা প্রধান দেব নাই, সনৎকুমার অপেক্ষা ভক্ত নাই, কল্পতরু অপেক্ষা উত্তম বৃক্ষ নাই, পারিজাত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুষ্প নাই, একাদশী অপেক্ষা পুণ্যব্রত নাই, তুলসীপত্র অপেক্ষা পবিত্র পত্র নাই, প্রকৃতি হইতে প্রধানা দেবী নাই, আধারে পবন অপেক্ষা বিস্তৃত কেহ নাই, মহাবিষ্ণু অপেক্ষা স্থূল ও পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মান্তর নাই এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পবিত্র আশ্রম ও তীর্থ নাই, কেশব হইতে মান্য দেব নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং প্রকৃতিরও প্রধান যে পুরুষ, যোগিগণেরও নিশ্চয়ই ধ্যানের দ্বারা অসাধ্য ও দুরারাধ্য এবং যিনি নির্গুণ, নিরাকার হইয়াও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিধানের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, সেই দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণ আজ আমার গৃহে সাধারণ মনুষ্যগণের নয়নবর্ত্তী হইয়াছেন। ব্রহ্মা, মহাদেব, অনন্ত, ধনেশ, দিনেশ এবং গণেশ প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার চরণপদ্ম চিন্তা করেন, তিনিই আজ আমার গৃহে উপস্থিত। ৭৫—৮৬। ভীষ্মক নরপতি এই প্রকার বাক্য বলিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে আনয়ন করত সামবেদোক্ত স্তোত্রদ্বারা পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। হে সর্ব্বান্তরাত্মন্! আপনি কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন অথচ সকলের সাক্ষী এবং আপনি কর্ম্মিগণের কর্ম্মসমূহের ঈশ্বর ও কারণকূটের আদি কারণ। কাহারাও আপনাকে জ্যোতির্ম্ময় সনাতন এবং একমাত্র বলেন। কতকগুলি শাস্ত্রকার আপনাকে জীবদেহে প্রতিবিম্বিত পরমাত্মা বলেন। ভ্রান্তমতি কত

ব্যক্তি আপনাকে সগুণ প্রকৃতিজন্য জীব বলে, অহো! কি লোকের ভ্রম সাকার পরমাত্মা ভিন্ন কাহার দেহ হইতে আভ্যন্তরিক জ্যোতির্ম্ময় নিত্য দেহস্বরূপ সনাতন তেজ নির্গত হয়? হে নারদ! নরপতিপ্রবর ভীষ্মক এইরূপ বাক্যে ভগবানের স্তব করত কমলা-দেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে পাদ্য প্রদান করিলেন এবং সেই চরণকমলে পুষ্পদূর্ব্বা-অক্ষতযুক্ত অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক সুগন্ধ মধুপর্ক ও সর্ব্বাঙ্গে, সুগন্ধ চন্দন অর্পণ করিলেন। ভীষ্মকনৃপতি শুভকর্ম্ম-উপলক্ষে ইন্দ্রকর্ত্তৃক যৌতুক-স্বরূপ প্রদত্ত পারিজাত-পুষ্পের মালা জামাতার কণ্ঠে অর্পণ করিলেন; এবং শুভবিবাহ-উপলক্ষে কুবেরকর্ত্তৃক যৌতুক-প্রদত্ত অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ভূষণ, ভীষ্মক রাজা ভক্তিপূর্ব্বক জামাতাকে প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে বহ্নিদেব বহ্নি-শুদ্ধ যে বস্ত্রদ্বয় রাজাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, ভীষ্মক সেই বস্ত্রদ্বয় পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণকে সম্প্রদান করিলেন। তেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমান যে রত্নমুকুট বিশ্বকর্ম্মা রাজাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, মহারাজ সেই মুকুট, শ্রীকৃষ্ণকে দান করিলেন। ধূপ, রত্নপ্রদীপ, মনোহর নৈবেদ্য, নানা প্রকার পুষ্প এবং রত্নসিংহাসন, সপ্ত তীর্থ হইতে আহৃত আচমনীয়, কর্পূরাদি সুবাসিত অম্বুল, সন্তোষ-জনক শয্যা, পানীয় সুবাসিত জল প্রভৃতিদ্বারা ভীষ্মক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত বিনয় বাক্য পরীহার করিলেন। রাজা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ৮৭—৯১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, সেই সময়ে মহালক্ষ্মী রুক্মিণী-দেবী মুনি এবং দেববৃন্দবিরাজিত সেই সভায় আগমন করিলেন। রত্নসিংহাসনারূঢ়া রুক্মিণীদেবী বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বহুমূল্য রত্ন-অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কবরীভার শোভা পাইতেছিল। সুশীতল চন্দনচর্চ্চিতা রুক্মিণীদেবীর গাত্রে কস্তুরীবিন্দু অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার ললাট মধ্যে উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু শোভিত হইয়াছিল এবং পতিব্রতা রুক্মিণীদেবী সহাস্যবদনে অমূল্য রত্ন-দর্পণ অবলোকন করিতেছিলেন। তপ্তকাঞ্চন এবং শত-চন্দ্রসদৃশ প্রভাশালী উজ্জ্বল অঙ্গ চন্দনদ্বারা সিক্ত এবং মালতীমালায় বিভূষিত হইয়াছিল। সাতজন নৃপবালক তাঁহাকে সভামধ্যে আনয়ন করিলেন। দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র এবং নৃপবরগণ পতিব্রতা মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীকে দর্শন করিলেন। পতিব্রতা রুক্মিণী নিজ পতিকে সাতবার প্রদক্ষিণান্তে প্রণাম করতঃ স্নিগ্ধ চন্দন পল্লবদ্বারা শীতল জল সেচন করিতে লাগিলেন। জগৎকান্ত শ্রীকান্ত, শান্তা মধুরহাসিনী নিজ কান্তাকে সেচন করিতে লাগিলেন। কান্তা লক্ষ্মীদেবী, শুভক্ষণে নিজকান্তকে দর্শন করি-লেন; লক্ষ্মীকান্তও নিজ কান্তাকে শুভক্ষণে অব-লোকন করিলেন। অনন্তর রুক্মিণী স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমানা সুমুখী লজ্জায় নম্রবদনা হইয়া পিতার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। নারদ! ভীষ্মক রাজা পরিপূর্ণতম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দেবেশ্বরী নিজ কন্যাকে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যৌতুকের সহিত সম্প্রদান করিলেন। বসুদেবের আজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণ "স্বস্তি" এই বাক্য বলিয়া আনন্দিতচিত্তে অবস্থিত হইলেন এবং মহাদেব যে প্রকার পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার রুক্মিণীদেবীকে গ্রহণ করিলেন; ভীষ্মক রাজা পরিপূর্ণতম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে পঞ্চলক্ষ সুবর্ণস্বরূপা কন্যাদানের দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ভীষ্মক রাজা শুভকর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে, মুনি এবং দেবেন্দ্রগণের সভায় কন্যাকে বক্ষে গ্রহণ করত অজ্ঞান হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এবং বিনয়পূর্ব্বক পরীহার-বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কন্যার ভার সমর্পণ করত লোকধন্য নিজ কন্যাকে নয়নযুগলের জলে সেচন করিলেন। ১—১৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, উক্তকালে কল্যাণবতী রাজপত্নী রুক্মিণীজননী পতিপুত্রবতী পতিব্রতা নারীগণের সহিত আনন্দিতচিত্তে আগমন করত নির্ম্মঞ্ছনাদি মঙ্গলকর্ম্ম সেই স্থানে সম্পাদন করিয়া নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র হীরাহার-বিভূষিত মুক্তামাণিক্য এবং দর্পণাদিদ্বারা দীপ্তিশালী গৃহে বর-কন্যাকে উপবেশন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে রত্নসিংহাসনস্থা রত্নভূষণে ভূষিতা দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, সরস্বতী, সাবিত্রী, রতি এবং পতিব্রতা রোহিণীকে দর্শন করিলেন। তাঁহারাও জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আনন্দিতচিত্তে তাঁহাকে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন, এবং দেবপত্নী মনিপত্নীগণ কৃতাঞ্জলিপুটে

প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্রূপে ক্রমশঃ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজমহিষী বর এবং কন্যাকে ভোজন করাইয়া কর্পূরযুক্ত তাম্বুল এবং সুবাসিত জল প্রদান করিলেন। দুর্গা শ্রীকৃষ্ণকে মঙ্গলপত্রিকা প্রদান করত সকলের আজ্ঞানুরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আদেশ করিলেন, পত্রিকা পাঠ কর। শ্রীকৃষ্ণ দেবীগণের অভিপ্রায়ানুসারে পত্রিকা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী, পতিব্রতা রাধিকা, তুলসী, পৃথিবী, গঙ্গা, অরুন্ধতী, যমুনা, দিতি, শতরূপা, দেবহূতি, সীতা এবং মেনকা প্রভৃতি দেবীগণ বর-কন্যার মঙ্গল করুন। শ্রীকৃষ্ণ পত্রিকা পাঠ করিলে, সকলে শ্রবণ করত হাস্য করিতে লাগিলেন। ১—১২। পার্ব্বতী বলিলেন, হে রুক্মিণীকান্ত! রুক্মিণী মন্দ-হাস্য পূর্ব্বক তোমাকে দর্শন করিতেছেন; তুমিও নবযৌবনসম্পন্না রূপবতী প্রৌঢ়া নিজ সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। শচী বলিলেন, নবযৌবনসম্পন্না রত্নভূষণে বিভূষিতা তোমার সুসদৃশা রুক্মিণী বহুকাল হইতে অন্যের অবমাননা করত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছেন। সাবিত্রী বলিলেন, বর যে প্রকার গুণবান্, সেই প্রকার গুণবতী কন্যাও বিধাতা যোগ করিয়াছেন। নিপুণের সহিত নিপুণার সঙ্গম সর্ব্বত্র মঙ্গলকর হয়। রতি বলিলেন, হে জগদীশ্বর! ঈশ্বরের সহিত পরিহাস করা কোন্ নারীর সাধ্য? বিশেষতঃ ধ্যানেও যাঁহার দর্শন দুর্লভ, যিনি অতি দুরারাধ্য এবং অন্যান্য দেবতা হইতে প্রধান; হে জগন্নাথ! একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই রমণীমণ্ডলের মধ্যে যথার্থ উত্তর প্রদান করিতে হইবে। রাধিকাই বা কি প্রকার রমণীয়া ও রুক্মিণীই বা কীদৃশী মনোহারিণী? সরস্বতী বলিলেন, রাধিকায় যে প্রকার প্রীতি; রুক্মিণীতে সে প্রকার প্রীতি নহে। যেহেতু ক্রীড়া-রস-কুশলা সেই রাধিকা পূর্ব্বকালের সঙ্গিনী এবং পঞ্চপ্রাণ, প্রাণাপেক্ষা গুরুতরা শ্রীরাধা প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী রুক্মিণী সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাক্ষাৎ কমলা। পরমেশ্বরী নারায়ণী দুর্গাদেবী, বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং বেদমাতা সাবিত্রী ও বেদ সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমিও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী কলা, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সকলেও কলা। জগদীশ্বরের শ্রীরাধায় যে প্রকার স্নেহ, ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, গণেশ, দিনেশ, ভক্ত, লক্ষ্মী, শঙ্করী কিংবা আমাতে তাদৃশ অনুগ্রহ নাই। ১৩—২২। ত্রিলোকের মধ্যে পৃথিবী ধন্যা, যাহাতে পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ অধিষ্ঠান করিয়াছেন। সেই পৃথিবীমধ্যে বৃন্দাবন ধন্য, যাহাতে শ্রীরাধিকা চরণ নিক্ষেপপূর্ব্বক বিচরণ করিয়াছেন। সকল দেবীর মধ্যে শ্রীরাধিকা মান্যা এবং পুণ্যবতী, যাঁহার চরণকমলে দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ অলক্তক প্রদান করিয়াছেন। সরস্বতীর বাক্য শ্রবণে দেবীগণ হাস্য করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নারীগণ দূর হইতে যাঁহাকে ধ্যান করেন, শ্রীরাধিকা সেই শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বাস করিতেছেন; অতএব রুক্মিণী রাধিকাকে নমস্কার করিলে, কথঞ্চিৎ তাঁহার সাদৃশ্যলাভ করিবেন। সাবিত্রী, পার্ব্বতী, রতিপ্রভৃতি অন্যান্য নারীগণ সরস্বতীর চাতুরীযুক্ত বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। লোপামুদ্রা, অনসূয়া, অহল্যা, অরুন্ধতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধা মুনিপত্নীগণ সানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৌতুক করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীষ্মক নৃপতি দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও রাজেন্দ্রগণের যথা বিধি পূজা করত সকলকে নানা উপহারে ভোজন করাইলেন। অভিলাষানুরূপ বস্তু প্রদান কর, ইচ্ছানুরূপ ভোজন কর, এই প্রকারে পরস্পরের বাক্যাড়ম্বর বাদ্য এবং সঙ্গীত শব্দের সহিত সংঘটিত হইয়া নগরে তুমুলতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ ও নৃপগণ পরদিন প্রাতঃকালে ব্যস্তসমস্ত হইয়া নিজ নিজ যানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ উগ্রসেন এবং বসুদেব তৎপর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও পতিব্রতা রুক্মিণীর শুভযাত্রার উদ্‌যোগ করিতে আদেশ করিলেন। রুক্মিণীর জননী সুভদ্রা কন্যাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করত তাঁহার সখীগণের সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—বৎসে! অথবা হে ঈশ্বরি! জননীকে পরিত্যাগ করত কোথায় গমন করিতেছ? তোমার অদর্শনে কি প্রকারে জীবনধারণ করিব এবং তুমিই বা কি প্রকারে জীবিতা থাকিবে? মায়ায় কন্যারূপিণী মহালক্ষ্মী পতিব্রতা বাসুদেবপ্রিয়া আমার গৃহ হইতে বসুদেবালয়ে গমন করিতেছ। এই কথা বলিতে বলিতে শোকবশতঃ উদ্গত নয়নজলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সেচন করিতে লাগিলেন। ২৩—৩৪। ভীষ্মরাজা সজলনয়নে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কন্যার ভার সমর্পণপূর্ব্বক বিনয় বাক্যে পরীহার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী দেবীও রোদন করিতে লাগিলেন। মায়ামনুষ্য শ্রীকৃষ্ণও কিঞ্চিৎ রোদন করিলেন। বসুদেব বর-কন্যাকে রথে আরোহণ করাইলেন। এই অবকাশে রাজা জামাতাকে এক সহস্র হস্তী, ষট্‌সহস্র অশ্ব, একসহস্র দাসী, শত

শত কিঙ্কর, সহস্র রত্ন, অমূল্য রত্নভূষণ, বহ্নিশুদ্ধ পাঁচলক্ষ সুবর্ণ এবং বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত রমণীয় সুবর্ণরচিত জলভাজন আদরপূর্ব্বক প্রদান করিলেন এবং এক সুরভী ও সবৎসা দুগ্ধবতী সহস্র ধেনু ও অমূল্য রমণীয় বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র আনন্দিতচিত্তে জামাতাকে যৌতুক প্রদান করিলেন। বসুদেব ও উগ্রসেন, দেব এবং মুনিগণের সহিত প্রফুল্লবদনে শীঘ্র দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। রমণীয় নিজ নগরে প্রবেশ করত মঙ্গলকর কর্ম্মসকল করাইতে লাগিলেন ও সুমধুর মনোহর বাদ্য করিতে আদেশ করিলেন। দেবকী, রোহিণী, রমণীপ্রবরা নন্দগেহিনী, যশোদা, অদিতি, দিতি এবং উদ্ধবকামিনী নারীগণ, মনোহারিণী রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার দর্শন করত গৃহে প্রবেশ করাইয়া মঙ্গলকর্ম্ম সকল করিতে আদেশ করিলেন। বসুদেব চর্ব্ব্য-চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ মধুর ভোজ্যদ্বারা দেব, মুনি, নৃপ ব্রাহ্মণগণের ভোজন সম্পাদন করত বিনয়বাক্যে তাঁহাদের নিকটে পরিহার করিলেন এবং প্রশংসিত ভট্ট ও ব্রাহ্মণগণকে রত্নাদি সম্প্রদানদ্বারা পরিতুষ্ট করত আনন্দিতচিত্তে ভোজন করাইলেন। এইরূপে সকলে উদর পূরণপূর্ব্বক ভোজন করিয়া ইচ্ছামত ধন লাভ করত নিজগৃহে গমন করিলেন। বসুদেব-পত্নী মঙ্গলকর্ম্ম সকল করাইতে লাগিলেন। ৩৫—৪৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, আগত দেবাদিগণ মঙ্গলকর্ম্ম সমাপনান্তে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলে; নন্দ, যশোদার সহিত পুত্রদ্বয়ের সমীপে উপস্থিত হইলেন। যশোদা বলিলেন, মাধব! তুমি পিতা নন্দকে অনুগ্রহপূর্ব্বক নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করিয়াছ। বৎস! আমিও তোমার মাতা, অতএব হে কৃপাময়! আমার প্রতিও সদয় হও। তুমি কমঠরূপে ধরার উদ্ধারকারী মহাত্মা, ভীম ভবাব্ধিতরণে ভীতা এবং সেই ভবার্ণবে নিপতিতা আমাকে উদ্ধার কর। ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে মায়াময়ী সেই মূলপ্রকৃতিই তরীস্বরূপা। কৃপাময়! ভক্তগণকে ভবসমুদ্র পার করিতে তুমি সেই তরণীর কর্ণধার। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, যশোদার বচন শ্রবণ করত হাস্য করিলেন। তখন সেই জ্ঞানিগণের পরম গুরু ভক্তিপূর্ব্বক মাতাকে বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! যোগাত্মক, বিষয়াত্মক, সিদ্ধাত্মক, এবং আমার দাস্যাত্মক এই চতুষ্টয় এবং ভক্ত্যাত্মক সর্ব্ববেদসম্মত এই পঞ্চবিধ জ্ঞানের মধ্যে ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ক্রমশঃ প্রত্যেকের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষুধাপিপাসাদি দৈহিক ধর্ম্মের বিনাশন, চিত্তশোধন, ঈড়াদি নাড়ীর বিশুদ্ধীকরণ এবং ষট্‌চক্র ভেদদ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া তদনন্তর কুণ্ডলিনী শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরকে চিন্তা করিবে; ইন্দ্রিয়দমন এবং যত্নপূর্ব্বক লোভাদির শান্তি আচরণ করিবে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা এই ছয়টি ষট্‌চক্র বলিয়া বিখ্যাত আছে। সাধ্বি! নারীগণের দুর্ব্বোধ বিশেষ মূর্খ ব্যক্তির অতিশয় দুর্জ্ঞেয় যোগাত্মক জ্ঞান সিদ্ধগণেরই সাধ্য এবং অভীপ্সিত। আমার ইচ্ছাক্রমে মনুষ্যসকলে যে জ্ঞানদ্বারা জন্তুগণের আত্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, তাহাকেই বিষয়াত্মক জ্ঞান বলে। সিদ্ধগণের সকল কর্ম্মে নিযুক্ত এবং সুসিদ্ধগণের সাধনের উদ্বোধক চতুস্ত্রিংশৎ প্রকার জ্ঞানকেই সিদ্ধাত্মক জ্ঞান বলে। পরম কৈবল্য কারণ মোক্ষাত্মক জ্ঞান বিশুদ্ধ। ভক্ত ব্যক্তি নিবৃত্তিমার্গের পোষক সেই জ্ঞানকে বাঞ্ছা করেন না। ১—১৪। ভক্ত্যাত্মক ভক্তলভ্য জ্ঞান তোমাকে রাধিকা প্রদান করিবেন। আপনি তাঁহাকে মনুষ্যভাব ত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বর জ্ঞান করিবেন। পিতা নন্দকে যে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, শ্রীরাধিকা সেই জ্ঞান আপনাকে প্রদান করিবেন। জননি! নন্দের সহিত সাদরে ব্রজে গমন করুন। শ্রীহরি বিনয়পূর্ব্বক এই প্রকার বাক্যদ্বারা জননীকে সান্ত্বনা করত অন্তঃপুরে গমন করিলেন। নন্দ, যশোদার সহিত কদলীবনে গমন করিলেন এবং সেই স্থানে ভ্রমণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিদ্রাগতা শুক্লবস্ত্রধারিণী আহাররহিতা এবং কৃশোদরী শ্রীরাধাকে দর্শন করিলেন। শ্রীরাধিকা সজল-চন্দন-চর্চ্চিত পঙ্কস্থিত পঙ্কজদলে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার ওষ্ঠ শুষ্ক হইতেছে; নয়নদ্বয় হইতে জলধারা পতিত হইতেছে এবং তিনি ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাপন্না হইতেছেন। বাহ্যজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাতে একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল চিন্তা করিতেছেন! শ্রীরাধা স্বপ্নাবস্থায় ঈষৎ হাস্যযুক্ত কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পাইয়া নির্নিমেষনয়নে তাঁহার মুখকমল অবলোকন করিতেছেন, কখনও তাঁহার সমীপে রোদন করিতেছেন, কখন হাস্য করিতেছেন। সখীগণ চতুর্দ্দিকে চামরদ্বারা সেবা করিতেছেন। শতকোটি গোপবালা সাবধান হইয়া বেত্রহস্তে তাঁহার

রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। সপ্তদ্বারে এবং প্রাঙ্গণে তাঁহারা অধিষ্ঠান করিয়া শ্রীরাধার পরিচর্য্যা করিতেছেন। নন্দ শ্রীরাধার সেই অবস্থা দর্শনে ভার্য্যার সহিত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পরম ভক্তিপূর্ব্বক নত-মস্তক হইয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। শ্রীরাধা ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে সহসা নিদ্রা ত্যাগপূর্ব্বক জাগরিতা হইলেন; ক্ষণকালমধ্যে বিষয়-জ্ঞানশূন্য চৈতন্য লাভ করিলেন। পতিপরায়ণা শ্রীরাধিকা সম্মুখে নন্দ এবং যশোদাকে দর্শন করত আদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সখীসমীপে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন, তুমি কে? এ স্থানে কি নিমিত্ত আগমন করিলে, শীঘ্র বল এবং আমার অবস্থা শ্রবণ কর। নর কিম্বা পশু, জল কিম্বা স্থল, দিন কিম্বা রাত্রি এবং স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক ইহাদের ভেদ আমার জ্ঞানবিষয় হইতেছে না। নন্দ শ্রীরাধার বাক্য শ্রবণ করত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। সেই বাক্য শ্রবণে ভীতা যশোদা গোপীগণের সদালাপে সম্ভাষিতা হইয়া, রাধার নিকটে গমন করিলেন। ১৫—২৬। যশোদা শ্রীরাধার নিকটে উপবেশনপূর্ব্বক প্রিয় বাক্যদ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। নন্দরাজও আনন্দিতচিত্তে গোপীগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিলেন। যশোদা বলিলেন, রাধে! চৈতন্য লাভ কর, যত্নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা কর, শুভদিন উপস্থিত হইলেই প্রাণনাথের দর্শন পাইবে। দেবদেবি! মঙ্গলনিলয় এই বিশ্ব তোমা হেতুই পবিত্র এবং গোপীগণ নিরন্তর তোমার চরণকমল সেবা করিয়া পুণ্যবতী হইয়াছেন। তীর্থপবিত্রকারিণী মঙ্গলজননী পুরাতনী তোমার কীর্ত্তি লোকগণ গান করিবেন এবং সাধুগণ বেদচতুষ্টয় ও পুরাণ সকল তোমার কীর্ত্তি গান করিয়াছেন। বুদ্ধিরূপিণি! তোমার কি নিমিত্ত বুদ্ধিভ্রম হইতেছে? আমি যশোদা ইনি নন্দ মহারাজ। সুব্রতে! তুমি বৃষভানুসুতা আত্ম-স্মৃতি কর, হে ভদ্রে সাধ্বি! আমি হরিকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া দ্বারকানগর হইতে তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলবার্ত্তান্বিত মঙ্গল শ্রবণ কর, অচিরে সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবে, চেতনা লাভ কর, তোমার পতি জগৎপতির আদেশে তোমার সমীপে আগত হইয়াছি, আমাদিগকে ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান উপদেশ কর। বরাননে! পশ্চাৎ মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্ত তোমার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিবেন; এবং শীঘ্রই শ্রীদামের শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। যশোদার বাক্যে শ্রীরাধা গদাধরের মঙ্গল-সংবাদ পাইলেন; এবং তাঁহার নাম স্মরণ করিবামাত্র অমঙ্গল দূরীভূত হইল। শ্রীরাধিকা যশোদার বাক্য শ্রবণ করত চৈতন্য লাভ করিলেন। এবং সুমধুর বাক্যে অলৌকিক ভক্তি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ২৭—৪০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীরাধিকা বলিলেন, ব্রহ্মা, মহাদেব এবং অনন্ত প্রভৃতি দেবগণের বন্দনীয় জ্ঞানাত্মক পরমেশ্বর, আপনাকে জ্ঞান প্রদান করেন নাই; অধিকন্তু আপনি তাঁহার নিকটপর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেম। সেই জ্ঞানের অর্থ লইয়া তাহার ভাবার্থ আমি কি প্রকারে বুঝাইব? বেদচতুষ্টয় এবং সদাশয় সাধুগণ সেই জ্ঞানের ভাবার্থ অবগত নহেন। আমি অবলা মূঢ়া এবং বাস্তবিক অজ্ঞানাবৃতা স্ত্রীজাতি; বিশেষতঃ তাঁহার বিরহে নিরন্তর চেতনাশূন্যা। আমি সর্ব্বদা কৃষ্ণের বিরহজ্বরে কাতরা; মতিস্থৈর্য্য নাই, কি বলিব? কৃষ্ণজননী পতিব্রতা আপনিই বা আমার নিকটে কি বিজ্ঞাত হইবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে যে উৎকৃষ্ট জ্ঞান অর্পণ করিয়াছেন; ব্রহ্মময় হরিকর্ত্তৃক উক্ত সেই পরমজ্ঞান সম্প্রতি শ্রবণ করুন। পঞ্চবিধ জ্ঞানের মধ্যে কোন্ জ্ঞান বর্ণন করিব? তবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে সাধো! শ্রীকৃষ্ণের বর পাইয়া একবারে নির্ভয় হইবেন না। কুযোগী ব্যক্তি কষ্টে গোলোকধাম পাইলেও সে স্থান হইতে নিপতিত হয়; অতএব সকল পরিত্যাগ করত পরমেশ্বরের উপাসনা করুন; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মরূপে চিন্তা করুন। যশোদে! আপনি নশ্বর ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করত পুণ্যক্ষেত্র ভারতের মধ্যবর্ত্তী পুণ্য বৃন্দাবনে গমন করুন এবং তথায় নির্ম্মল যমুনাজলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করত স্নিগ্ধ চন্দনদ্বারা অষ্টদলপদ্ম নির্ম্মাণ করুন। সেই পদ্মে গর্গদত্ত শুদ্ধ মহামন্ত্র ধ্যান-দ্বারা পরমানন্দময় পুরুষের পূজা করত তাঁহার স্থানে গমন করুন। হে সাধ্বি! কর্ম্মসমূহ সমূলে ছিন্ন হইলে শতজন্মের পিতৃগণকেও সেই ধাম লাভ করাইবেন। নিরন্তর বৈষ্ণবগণের সহিত আলাপ করুন। ১—১১। ভগবদ্ভক্তগণ অগ্নিজ্বালাও সহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং পঞ্জর কিম্বা কণ্টকাকীর্ণ কষ্টকর স্থানে অবস্থান করিতে ভীত হন না, বরং

বিষভক্ষণে সাহসী হন; কিন্তু নাশকারণ হরিভক্তি-বিহীন ব্যক্তির সঙ্গ করিতে অল্পমাত্রও ইচ্ছা করেন না। কারণ স্বয়ং নষ্ট ভক্তিহীন ব্যক্তি ভক্তগণের বুদ্ধি ভেদ করিতে সক্ষম হয়। ভক্তিরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর সাধুসঙ্গক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে এবং সেই ভক্তিবৃক্ষে হরিকথারূপ অমৃতসেচন হইলে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। অভক্তগণের সহিত কলামাত্র আলাপ, সেই ভক্তি-বৃক্ষের অঙ্কুরদাহনে দেদীপ্যমান হুতাশন হয়। পুনর্ব্বার হরিকথামৃতসেচন হইলে বৃদ্ধি লাভ করে। মনুষ্য যে প্রকার কালসর্প দর্শন করিলে ভয়ে পলায়ন করে, আপনারাও সেইরূপ অভক্তের সহিত সঙ্গ সাবধানে পরিত্যাগ করুন। যশোদে! আত্মপুত্রকে পরমাত্মা পরমেশ্বর, জগদীশ্বর-রূপে একাগ্রচিত্তে পরম ভক্তিসহকারে আরাধনা করুন। যে ব্যক্তি রাম, নারায়ণ, অনন্ত, মুকুন্দ, মধুসূদন, কৃষ্ণ, কেশব, কংসারে, হরে, বৈকুণ্ঠ, বামন, —এই একাদশ নামের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর হরিকে উদ্দেশ করত স্বয়ং পাঠ করে, কিংবা কাহারও দ্বারা পাঠ করায়, সে সহস্রকোটি জন্মের পাপ হইতে নিস্তার লাভ করে। 'রা' শব্দ বিশ্ববাচী এবং 'ম' এই শব্দ ঈশ্বরার্থবোধক; অতএব যিনি এই বিশ্ব-মণ্ডলের ঈশ্বর, তাঁহাকেই অভিরাম রাম নামে উল্লেখ করা যায়। যিনি রমা লক্ষ্মীদেবীর সহিত রমণ করেন, বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকেও রাম শব্দের অভিধেয় বলেন এবং রমাসংবৎসরস্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর যিনি রমণ স্থান, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেও রাম নামে নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে রা শব্দ লক্ষ্মীর নাম এবং 'ম' শব্দ ঈশ্বরবাচী; অতএব তাঁহার পতি লক্ষ্মীপতিকে রাম নামে সম্বোধন করেন। সহস্র দেবগণের নাম স্মরণ করিলে যে ফল লাভ হয়, একবার রাম এই নাম উচ্চারণ করিবামাত্র নিশ্চয় সহস্রনাম স্মরণের ফলপ্রাপ্তি হয়। পণ্ডিতগণ "নারা" এই শব্দটীকে তৎসারূপ্য এবং মুক্তি অর্থে অভিহিত করেন; অতএব যিনি মুক্তি এবং সারূপ্যের অয়ন, তিনিই নারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এবং "নারা" এই শব্দ পাপাত্মা ব্যক্তিগণকে বোধ করায় ও অয়ন শব্দ গমনার্থবাচক, অতএব যাঁহার নাম উচ্চারণ-মাত্রে পাপিষ্ঠগণও সেই ধামে গমন করে, তিনিই নারায়ণ শব্দের অভিধেয়। মনুষ্যগণ একবার মাত্র "নারায়ণ" এই নাম উচ্চারণ করিলে শতত্রয় কল্প কালপর্য্যন্ত গঙ্গাদিতীর্থসমূহে স্নানজন্য ফল নিশ্চয় লভ করে। কিংবা নার শব্দে মোক্ষ এবং অয়ন শব্দে অভিলষিত পুণ্য জ্ঞান; যাঁহা হইতে এই উভয়ের জ্ঞান হয়, সেই প্রভু নারায়ণ নামে অভিহিত হন। বেদচতুষ্টয় পুরাণসমূহ এবং অন্যান্য প্রকার যোগাদি শাস্ত্রে যাঁহার অন্ত নাই, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই অনন্ত বলেন। "মুকুম্" এই শব্দটী মকারান্ত অব্যয় এবং নির্ব্বাণ ও মোক্ষ-অর্থে অভিহিত। তাঁহাকে যিনি দান করেন, তিনিই মুকুন্দ-শব্দের অভিধেয়। "মুকুম্" শব্দ বেদে ভক্তি এবং প্রেমরসে নির্দ্দিষ্ট; অতএব যিনি ভক্তগণকে ভক্তি এবং প্রেমরস প্রদান করেন, তিনিও মুকুন্দ-শব্দের বাচ্য। যিনি মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, তিনিই মধুসূদন, সাধুগণ বেদভিন্ন এই অর্থদ্বারাও মধুসূদন নাম সমর্থন করেন। ক্লীবলিঙ্গ মধু শব্দ পুষ্পরস এবং কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের নাম, যিনি ভক্তগণের শুভাশুভ কর্ম্মসমূহ বিনাশ করেন, তিনি মধুসূদন নামে নির্দ্দিষ্ট হন। পরিণামে পরিতাপদায়ক ভ্রান্তগণের পক্ষে আপাততঃ সুখকর কর্ম্মও মধু শব্দে অভিহিত, যিনি সেই কর্ম্মের নাশ করেন, তিনিও মধুসূদন নামে আখ্যাত হন। কৃষি-শব্দ উৎকৃষ্ট বোধক, ণ-কার সদ্ভক্তিবাচী এবং অকার দাতৃপর; অতএব যিনি উৎকৃষ্ট সদ্ভক্তি সম্প্রদান করেন, তিনিই কৃষ্ণনামে উল্লিখিত হন। এবং কৃষি-শব্দ পরমানন্দবোধক, ণ-শব্দ তাঁহার দাস্যবাচক, অকার দানার্থক; অতএব যিনি ভক্তগণকে পরমানন্দ ও দাস্য দান করেন, তিনিও কৃষ্ণনামে অভিহিত হন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ এবং ক্লেশ এই উভয় অর্থ কৃষিশব্দদ্বারা সমর্থিত হয়। ণ-শব্দ নির্ব্বাণ-বাচী; অতএব যাহা হইতে ভক্তগণের ঐ উভয়ের নির্ব্বাণ হয়, তিনিও কৃষ্ণশব্দের অভিধেয়। দেবগণের তিন সহস্র নাম উচ্চারণ করিলে যে ফল-লাভ হয়, মনুষ্যগণ একবার মাত্র কৃষ্ণ এই নাম উচ্চারণ করিয়া সেই ফল লাভ করে। ১২—৩৭।

বেদজ্ঞ বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, কৃষ্ণ নাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য নাম হয় নাই, কখন হইবে না, সকল নাম অপেক্ষা এই নামই অধিক মহিমশালী। হে গোপি! কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম উচ্চারণপূর্ব্বক যে ব্যক্তি নামের প্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে স্মরণ করে, জল-রাশিকে ভেদ করত পদ্ম যে প্রকার উত্থিত হয়, আমিও তদ্রূপ সেই মনুষ্যকে নরক হইতে উদ্ধার করি। যাহার বাক্যে সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল কৃষ্ণ এই নাম উচ্চারিত হয়, তৎক্ষণেই সেই ব্যক্তির দেহস্থিত কোটি কোটি মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায়। কৃষ্ণ-নামজপে সহস্র অশ্বমেধসদৃশ ফললাভ হয়, বরং

সহস্র অশ্বমেধ করিলেও পুনর্জ্জন্মের আশঙ্কা থাকে; কিন্তু ভক্ত এই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া পুনঃপুনঃ জন্ম-গ্রহণকষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করেন। লক্ষ লক্ষ যজ্ঞ, ব্রত, সকল তীর্থে স্নান অনশনাদি কষ্ট করত তপস্যা, সহস্রবার বেদপাঠ এবং শত শতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মসমূহ কৃষ্ণনাম-জপজন্য পুণ্যের ষোড়-শাংশের একাংশেরও সদৃশ নহে। মনুষ্যগণ সেই সকল পুণ্যের ফলে যদিও চিরকাল স্বর্গ লাভ করে, তথাপি স্বর্গ হইতে অবশ্য তাহাকে ধ্বস্ত হইতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি হরিনাম জপ করে, তাহার আর ধ্বংস নাই, সে অন্তে সেই হরিপদ প্রাপ্ত হয়। যে পরমাত্মা, কে অর্থাৎ জলে এবং দেহসমূহে শয়ন করেন বেদবিৎগণ তাঁহাকেই কেশব বলেন। পতিত, বিঘ্ন, রোগ, শোক এবং দানববিশেষ অর্থে কংস-শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের যিনি অরি এবং সংহর্ত্তা তিনিই কংসারিনামে পরিগণিত হন। যিনি রুদ্ররূপে বিশ্বমণ্ডল সংহার করেন, এবং প্রতিদিন ভক্তগণের পাতকরাশিকে হরণ করেন, তিনিই হরিনামে উচ্চারিত হন। কুণ্ঠশব্দে জড় বিশ্বসমূহ, তাহাকে যিনি বিশিষ্ট করেন, বেদচতুষ্টয় তাঁহাকেই বিকুণ্ঠা প্রকৃতি বলেন। ভগবান্ নির্গুণ হইলেও গুণ আশ্রয়-পূর্ব্বক নিজ সৃষ্টি সংস্থাপনার্থে তাঁহাতে উৎপন্ন হন বলিয়া পণ্ডিতগণ পরিপূর্ণতম ঈশ্বরকে বৈকুণ্ঠনামে উল্লেখ করেন। ৩৮—৪৯। সাক্ষাৎ বেদ বলিতেছেন, বাম শব্দে বিপত্তি এবং ন শব্দে ছেদন; অতএব যে দেবাদিদেব দেবগণের বিপদ্ ছেদন করেন, তিনিই বামন নামে কীর্ত্তিত হন। নামসমূহের ব্যুৎপত্তি এইরূপে বেদ হইতে শ্রবণ করিয়াছি এবং আগমানু-সারে বলিলাম, এ সকল বিষয় মাধব বিদিত আছেন। যশোদা বলিলেন, হে রাধে! আপনার মুখে অতিশয় অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম; তুমি বেদচতুষ্টয়ের সনাতনী জননী। ইনি রাধা নহেন, আমার স্বরূপা এই বিবেচনা করিয়া শ্রীহরি আপনাকে এই সকল বিষয় উপদেশ করিয়াছেন। সেই ভাগ্যক্রমে আপনি সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্টা এবং স্বয়ং ভগবানেরও মান্য; আপনিই এই জগতে ধন্যা। বাসুদেব গোবিন্দ, মুরারি এবং মাধব এই নামচতুষ্টয়ের ব্যুৎপত্তি যথা-ক্রমে বর্ণন করুন, অন্য নামের অর্থ এক্ষণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি না। ৫০—৫৪। রাধিকা বলি-লেন,—যাঁহার প্রতিলোমকূপে বিশ্ব সকল বিরাজমান, সেই বিশ্বনিবাসের নাম 'বাসু' পরমব্রহ্মের নাম 'দেব' এই জন্য তাঁহার নাম বাসুদেব হইয়াছে। যিনি, অবলীলাক্রমে গো অর্থাৎ পৃথিবী ও বিশ্বসকল ধারণ করিতেছেন, যিনি অনন্তজ্ঞানসমুদ্র, তিনিই গোবিন্দ। ক্লেশ, সন্তাপ, কর্ম্মভোগ ও দৈত্যবিশেষের নাম মুর, তিনি সমুদায়ের অরি, এইজন্য মুরারি বলিয়া কীর্ত্তিত হন। 'মা' শব্দে নারায়ণী নামে বিখ্যাতা; ব্রহ্মস্বরূপা মূলপ্রকৃতি, ঈশ্বরী সনাতনী বিষ্ণুমায়া, মহালক্ষ্মী বেদমাতা সরস্বতী, রাধা, বসুন্ধরা ও গঙ্গা,—এই সকলের স্বামী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম মাধব হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অনন্তদেব যাঁহাকে বন্দনা করেন, সনকাদি ঋষিগণ যাঁহাকে ধ্যান করিয়াও অন্ত লাভ করিতে পারেন নাই, বেদ পুরাণ সকল যাঁহার যাথার্থ্য তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ, ভক্তিপূর্ব্বক সেই নবনীত-চোরকে ভজনা কর। কোথায় দুগ্ধ, কোথায় দধি, ঘৃত, কোথায় ঈপ্সিত সদ্যোজাত তক্র, কোথায় সেই সমস্ত দ্রব্যের অপহর্ত্তা, কোথায় বা আপনি, আর কোথায় বা তরুমূলমধ্যে তোমার কৃত বন্ধন। কারণ যোগিগণ সিদ্ধগণ, মুনীন্দ্র-গণ, ভক্তবৃন্দ, মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও অনন্তদেব মানস-মন্দিরে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া যোগ-দ্বারাও যাঁহাকে অবলম্বন করিতে পারেন নাই, আপনি কিরূপে তাঁহাকে তরুমূলে বদ্ধ করিয়া রাখিবেন, হে সতি! প্রেম, স্বভক্তি, স্তবন, পূজা, তপস্যা ও ধ্যানদ্বারা যত্নসহকারে হৃৎপদ্মমধ্যস্থিত পরমপবিত্র পরমেশ্বরকে তুমি নিরন্তর ভজনা কর। ভদ্রে! আপনার মঙ্গল হউক, মনে যাহা আপনি বাঞ্ছা করিয়া-ছেন, সেই বর প্রার্থনা করুন, আমি আপনাকে জ্ঞানি-গণেরও দুর্লভ সকল বস্তু দান করিব। ৫৫—৬৪। যশোদা কহিলেন, মাতঃ! হরিতে নিশ্চলা ভক্তি ও হরিদাস্য আমার বাঞ্ছিত, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার নামের ব্যুৎপত্তি কি? তুমিই বা কে? তাহা ব্যক্ত কর। সাধ্বি! মদ্বরদ্বারা তোমার নিশ্চলা হরিভক্তি ও দুর্লভ হরিদাস্য হউক। সম্প্রতি আমার স্বরূপ কহিতেছি, পূর্ব্বে একদিন আমি ভাণ্ডীরবটমূলে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে জ্ঞানবান্ ব্রজরাজ নন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি উহাঁকে কহিলাম, আমি স্বয়ং রাধা রায়াণকামিনী ছায়ামাত্র। রায়াণ শ্রীহরির অংশ এবং প্রধান পারিষদশ্রেষ্ঠ। যাঁহার প্রতিলোমকূপে সমুদয় বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, তিনিই মহদ্বিষ্ণু, সেই মহৎ বিষ্ণু, বিশ্বপ্রাণী ও বিশ্ব সকল 'রা' শব্দ জানিবে। ধা শব্দে ধাত্রীও মাতা বোধ হয়। আমিই মহাবিষ্ণু, বিশ্বপ্রাণী ও বিশ্বসকলের ধাত্রী মাতা। আমিই ঈশ্বরী ও মূলপ্রকৃতি। এই জন্য পূর্ব্বকালে

পণ্ডিতগণ ও শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রাধা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অধুনা আমি শ্রীদামশাপে বৃষভানুসুতা হইয়াছি। সম্প্রতি হরির সহিত আমার শতবর্ষ বিচ্ছেদ হইবে। আর বৃষভানুও শ্রীকৃষ্ণের প্রধান পারিষদশ্রেষ্ঠ। আমার মাতা কলাবতী পিতৃগণের মানসী কন্যা। আমি ও আমার মাতা আমরা উভয়েই ভারতে অযোনিসম্ভবা, পুনরায় তোমাদিগের সহিত শ্রীহরির চরণে বিলীন হইব। হে ব্রজেশ্বরি! আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম। হে সতি! এক্ষণে আপনার স্বামী জ্ঞানবান্ ব্রজেশ্বরের সহিত ব্রজে গমন করুন। এক্ষণে আপনি আমার ধ্যানের ব্যাঘাত করিলেন। হে সুন্দরি! মনুষ্যগণের ধ্যানভঙ্গ করিলেও মহান্ দোষ হইয়া থাকে। ৬৫—৭৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, মুনে! বাসুদেব, বসুদেবের আজ্ঞাক্রমে দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া রত্ননির্ম্মিত উৎকৃষ্ট রুক্মিণীমন্দিরে গমন করিলেন। অমূল্য-রত্ন-নির্ম্মিত সেই গৃহের আভা যেন বিশুদ্ধ স্ফটিক মণির ন্যায় দীপ্যমান। অগ্রভাগে অতি রমণীয় ও চতুর্দ্দিক নানা চিত্রে বিচিত্রিত। উহার স্থানে স্থানে অমূল্য রত্নকলস। চারিদিকে শ্বেত-চামর, দর্পণ এবং বহ্নি-বিশুদ্ধ অংশুকদ্বারা সেই গৃহ পরিশোভিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নবযৌবন-সম্পন্না পরমানন্দে রত্নময় পর্য্যঙ্কের উপর শয়ানা এবং সস্মিতা রুক্মিণীদেবীকে দর্শন করিলেন। তিনি প্রৌঢ়া নয়; কিন্তু নবোঢ়ার শেষভাগে অবস্থিতা; সুতরাং নবসঙ্গমে লজ্জিতা। তাঁহার শরীর অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিত। হস্তে রত্নময় দর্পণ, কপাল সিন্দুরবিন্দুদ্বারা শোভিত, মস্তকের সুচারু কবরীভার মালতীমাল্যে অলঙ্কৃত। ভীষ্মক-কন্যা রুক্মিণী, দর্শন করিবামাত্র কৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, শুভক্ষণে তাঁহার সহিত রমণ করিলেন। রুক্মিণীদেবী সুখসম্ভোগমাত্রে হর্ষিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। শম্ভুকর্ত্তৃক ভস্মীভূত কামদেব, পুনরায় সেই সুরতযজ্ঞে আবির্ভূত হইলেন। সেই কামদেব, শম্বরকে হনন করিয়াই পতিপ্রাণা রতিকে প্রাপ্ত হইলেন। দেবগণের সঙ্কেতে রতি মায়াবতী নাম ধারণপূর্ব্বক শম্বরালয়ে গৃহিণী হইয়া কেবল শয়ন-বিষয়ে ছায়া মাত্র দান করিতেন। নারদ কহিলেন, কামদেব কি প্রকারে শম্বর দৈত্যকে নিহত করিলেন? হে মহাভাগ! সেই পবিত্র কথা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন। ১—১০। নারায়ণ কহিলেন, মীনকেতন ভূমিষ্ঠ হইবার সপ্তাহ পরে শম্বরদৈত্য, রুক্মিণীর সূতিকাগৃহ হইতে নবজাত বালককে গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। দৈত্যরাজ অপুত্রক, সুতরাং পুত্রলাভে প্রহর্ষিত হইয়া সেই পুত্রকে স্বীয় পত্নীর ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন; সেই সতী মায়াবতী প্রহৃষ্টা হইয়া অতিশয় পালনদ্বারা সেই বালককে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। একদা সরস্বতী দেবী নির্জ্জনে ও গোপনভাবে তাঁহাকে কহিলেন, পূর্ব্বে তোমার পতি, হরকোপানলে ভস্মীভূত হন; এই রুক্মিণীপুত্র তিনিই দৈত্যকর্ত্তৃক সমাহৃত হইয়াছেন। মায়াবী শম্বর, মায়া অবলম্বন করত রুক্মিণীর সূতিকা-গৃহ হইতে কুমারকে আনয়ন করিয়া তোমাকে দান করিয়াছে, ঐ কুমার তোমার পতি, উনি তোমার পুত্র নহেন। মায়াবতীকে এই রূপ কহিয়া পুনরায় সেই জগন্মাতা সতী সরস্বতী, কামদেবকে কহিলেন, কন্দর্প! ইনি তোমার পত্নী রতি, তুমি ইঁহার সহিত ক্রীড়া কর। মন্মথ! তুমি রুক্মিণীর পুত্র এই দৈত্যের পুত্র নহ। এই সতী প্রতি-দিন কুররীর ন্যায় তোমাবিহনে রোদন করিয়াছেন। ব্রহ্মাণী বাণী এই কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলে পর, সেই পরমসুন্দর কামদেব, প্রতিদিন নির্জ্জনে নিজপত্নী মায়াবতীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ১১—১৮। একদিন দৈত্যরাজ, কৌতুকসহকারে নিজপত্নী মায়াবতীর সহিত সুরতব্যাপারে প্রবৃত্ত এবং নির্জ্জনে স্থিত সস্মিতা মায়াবতীর মধ্যবক্ষঃস্থলে আরূঢ় সস্মিত কামদেবকে দর্শন করিলেন এবং কাম-কর্ত্তৃক মূর্চ্ছিতা সুরতোৎসুকা রতিকেও দর্শন করিলেন। শম্বরাসুর এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া কুপিত হইলেন ও উত্তম খড়্গ গ্রহণ করিলেন; খড়্গহস্ত হইয়া পতিপ্রাণা রতি ও কামদেবকে কহিতে লাগি-লেন, রে মূর্খ! কামুকাধম! তোরে ধিক্, তুই আবার পাণ্ডিত্যের অভিলাষ করিস্! তোর অপেক্ষা মহা-পাতকী আর জগতে দ্বিতীয় নাই। তুই এত উন্মত্ত যে, মাতৃগামী হইলি! রে পুংশ্চলি! তোকেও ধিক্! তুই কামুকী হইয়া এত উন্মত্তা! এত জ্ঞানশূন্যা যে, পুত্রকে লইয়া নির্জ্জনে সুরতব্যাপারে অনুরাগ করিতেছিস্? এই বলিয়া দৈত্যরাজ, তৎক্ষণাৎ মদনের উপর সেই শাণিত খড়্গ নিক্ষেপ করিল; কিন্তু খড়্গ, কামশরীর স্পর্শমাত্র তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া গেল। শম্বর, কোপাকুললোচন হইয়া রতির কেশ গ্রহণ

করিয়া সেই রতিকে হনন করিতে উদ্যত হইল। হে ব্রহ্মন্! কুসুমায়ুধ, রতির হননেচ্ছু দৈত্যকে এমন এক আঘাত করিলেন যে, তাহাতেই দৈত্য মূর্চ্ছিত ও পীড়িত হইয়া দূরে পতিত হইল। পুনরায় চেতনার সঞ্চার হইলে দৈত্যবর কোপে প্রজ্বলিত হইয়া রোষভরে শিবদত্ত শূল গ্রহণ করিল। মুনে! সে শূলের কথা কি কহিব! প্রলয়কালীন অগ্নিসদৃশ ও শতসূর্য্য-প্রভাযুক্ত শূল দর্শন করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অনন্তদেব ও অন্যান্য দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। তাহার মধ্যে পবনদেব, যত্নপূর্ব্বক মন্মথের কর্ণে কহিলেন, স্মর! তুমি দুর্গতিনাশিনী মহামায়া দুর্গার স্মরণ কর। মন্মথ, পবনদেবের বচন শুনিয়া দুর্গাকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র শিবশূল রমণীয় ও মনোহর মাল্যসদৃশ হইল। রতিপতি ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা মনের আনন্দে সেই শম্বরাসুরকে নিহত করিলেন এবং রতিকে গ্রহণ করিয়া রথারোহণে দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন। দেবগণও শিব-পার্ব্বতীর স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। এদিকে রুক্মিণীদেবী, মঙ্গলাচরণ করিয়া রতি ও পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, আনন্দোৎসব পরম স্বস্ত্যয়ন এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন, পার্ব্বতীকেও পূজা করিলেন। ১৯—৩৩। হে নারদ! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, যথাক্রমে বেদবিহিত মঙ্গলদিনে কালিন্দী, সত্যভামা, সত্যা, নাগ্নজিতী, সতী, জাম্ববতী ও লক্ষ্মণা এই সাত রমণীর সহিত পৃথক্ পৃথক্ রমণ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ রমণীর প্রত্যেকের গর্ভে দশ দশ পুত্র এক এক কন্যা সমুৎপন্ন হইল। অনন্তর একদা রুক্মিণীপতি, সপুত্র, অধীশ্বর নরক দৈত্যকে নিহত করিয়া রণাগ্রে বলবান্ মুর দৈত্যকেও হনন করিলেন। তথায় যোলহাজার কন্যা এবং চিরকাল স্থিরযৌবনা শতাধিক বয়স্থাগণকেও দেখিলেন। সকল রমণীগণকে রত্নময় ভূষণে ভূষিতা ও প্রফুল্লবদনা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শুভক্ষণে তাহাদিগের পাণি-গ্রহণ করিলেন, এবং শুভক্ষণে তাহাদিগের সহিত যথাক্রমে রমণ করিলে ঐ সকল যুবতীর প্রত্যেকের গর্ভে যথাক্রমে এক এক কন্যা ও দশ দশ পুত্র উৎপন্ন হইল। হরির ঐ সকল অপত্য পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ছিল। একদা মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা, ত্রিকোটী শিষ্যের সহিত অবলীলাক্রমে রমণীয়া দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন। সামাত্য ও সপুরোহিত রাজা উগ্রসেন, বসুদেব, বাসুদেব, অক্রুর এবং উদ্ধব, ইহাঁরা সকলে ষোড়শ উপচার গ্রহণ করিয়া মুনিপুঙ্গব দুর্ব্বাসাকে প্রণাম করিলেন। হে ব্রহ্মন্! তিনিও তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। বাসুদেব শুভক্ষণে একানংশানাম্নী কন্যাকে দুর্ব্বাসার হস্তে প্রদান করি-লেন। মুক্তা, মাণিক্য, হীরক ও ভিন্ন ভিন্ন রত্নসমূহ তাঁহাকে যৌতুকস্বরূপ দান করিলেন। মহেন্দ্র-নিলয়সদৃশ রত্ন মন্দিরে সেই কন্যার সহিত দুর্ব্বাসা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তম রত্নসার-নির্ম্মিত একটি শুভাশ্রম তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৩৪—৪৬। একদা মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা, মনে মনে আলোচনা করিয়া ভগবৎপত্নী সেই সকল রমণীর প্রত্যেকের মন্দিরে গমন করিলেন। দেখিলেন, পূর্ণতম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্র বিরাজমান। ভগবান্ হরি, কোন গৃহে বা ক্রীড়া করিয়াছেন। কোন গৃহে রমণীয় রত্ন-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন। কোন গৃহে শ্রদ্ধাসহকারে পুরাণ সকল শ্রবণ করিতেছেন। কোন গৃহে শুভ প্রাঙ্গণে মহোৎসবে নিযুক্ত। কোন গৃহে বা ভক্তিপূর্ব্বক সত্যানাম্নী পত্নীকর্ত্তৃক দত্ত তাম্বুল ভোজন করিতেছেন। কোন গৃহে রুক্মিণী দেবী শ্বেত চামরদ্বারা শয্যায় শয়ান শ্রীকৃষ্ণের পদ সেবা করিতে-ছেন। কোন গৃহে কালিন্দী দেবী, আনন্দসহকারে শ্রীকৃষ্ণের পদ সেবা করিতেছেন। মুনিপুঙ্গব, যে গৃহেই গমন করেন, ভগবান্ শ্রীহরি সেই খানেই সমভাবে তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন। সেই পরমাদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া দুর্ব্বাসা বিস্ময় লাভ করিলেন। দুর্ব্বাসা মুনি, রুক্মিণী-মন্দিরে এবং সুধর্ম্মানাম্নী সাধুসভাতে আসীন পরমসুন্দর জগতী-নাথ কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন।—হে জগন্নাথ! হে জনার্দ্দন! তোমারি জয় তোমারি জয়, কারণ তুমি সমস্তই জয় করিয়াছ। হে সর্ব্বেশ! তুমি একমাত্র সকলের প্রয়োজনীয় ও সকলের কারণ। হে পুরাতন তুমি নির্গুণ, নিরীহ, নির্লিপ্ত, নিরঞ্জন, নিরাকার, ভক্ত-গণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করত শরীর ধারণ করিয়া থাক, তুমি সত্যরূপ। হে সনাতন! তুমি নিত্য ও নিত্য নূতন। ব্রহ্মা, মহেশ, অনন্তদেব তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া থাকেন। তুমি ব্রহ্মজ্যোতি, অনির্ব্বচনীয় বেদাতীত; হে পরমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। বিপ্রশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসামুনি, এইরূপ স্তব করিয়া প্রণামপূর্ব্বক হরির অনুমতিক্রমে তাঁহার সম্মুখে সেই খানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন জগৎপতি হরি, হিতকর, সত্য পুরাতন ও জ্ঞানময়, বেদবিহিত এবং সকল সাধুজনের অভিমত বাক্য সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বা-সাকে কহিলেন, হে বিপ্র! তোমার ভয় নাই, তুমি

শিবের অংশ। তুমি কি জ্ঞানদ্বারা জানিতে পারিতেছ না যে, আমি সকলের উৎপত্তিকারণ; আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আমি সকলের আত্মাস্বরূপ। আমা ভিন্ন সকলে শবাকার। প্রাণিগণের দেহ হইতে আত্মার বহির্গম হইলে; সকল শক্তি যায়। জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব গোত্র ইত্যাদি বিষয়ে আত্মারূপে আমিই অদ্বিতীয়; কিন্তু ব্যক্তিগত হইলেই পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকি। কেননা, যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহারই তৃপ্তি হয়, অন্য কাহারও কখনই তৃপ্তি হয় না। আমি যখন জীবাদি সকল ও প্রতিমাস্থ প্রাণিসকলে অবস্থান করি, তখন পৃথক হই; কিন্তু যখন গোলোকে রাসমণ্ডলে অবস্থান করি, তখন আমিই পূর্ণতম। শ্রীদামের শাপহেতু প্রেমময়ী রাধা, এখন আমাকে দেখিতে অসমর্থা হইতেছেন। সকল স্থানে আমি অংশরূপে বিরাজমান। কোন গৃহে অংশাংশরূপে ও অংশাংশের কলারূপে অবস্থিত। অন্যান্য বনিতার মন্দিরে কলারূপে আমি বিরাজমান, কেবল রুক্মিণীমন্দিরে আমি অংশরূপে স্থিত। এইরূপে কোন স্থানে আমার অংশ, কোন স্থানে আমার অংশের অংশ এবং কোন কোন প্রতিমা ও প্রাণীতে আমার অংশাংশের অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। জগৎস্বামী এই কথা বলিয়া গৃহের অভ্যন্তরে গমন করিলেন। দুর্ব্বাসাও নিজপত্নীকে ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির আরাধনায় প্রস্থান করিলেন। ৪৭—৬২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

ত্রিকোটি শিষ্যপরিবৃত দুর্ব্বাসা, দ্বারকাপুরী ত্যাগ করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক পরমেশ্বর শঙ্করকে দেখিতে কৈলাসে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া, সেই দুর্ব্বাসা মুনি শিবও দুর্গাকে প্রণাম করিলেন,পরমভক্তিসহকারে ও প্রণতভাবে সশিষ্য শুচি হইয়া স্তব করিলেন। শ্রীহরির সেই সকল বৃত্তান্ত ও আপনার তপঃপ্রবৃত্তির কারণ নিবেদন করিলেন। পতিব্রতা পার্ব্বতী, মুনির বচন শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক শঙ্করের নিকটে সাক্ষাৎ সত্য ও হিতজনক বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, মুনে! তুমি ধর্ম্মের স্বরূপ জাননা অথচ আপনাকে ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া মানিতেছ; অনপত্যা নিজ পত্নীকে ত্যাগ করিয়া, তপস্যার নিমিত্ত কোথায় যাইতেছ? যে ব্যক্তি সৎকুলসম্ভবা, পতিব্রতা এবং যুবতী পত্নীকে পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যতি হইয়া তপস্যায় গমন করে, বা যে ব্যক্তি বাণিজ্যার্থ বা অন্য কোন কারণে প্রবাসে বা দূরদেশে চিরকালের জন্য গমন করে, সেই ব্যক্তির মোক্ষ হয় না; বরং নিশ্চয়ই ধর্ম্মের স্খলন হইয়া থাকে; গমন করিলেও তাঁহাদিগের অভিশাপে পরলোকে নরক ও ইহকালে যশ পর্য্যন্তও থাকে না। ভগবান্ কমলযোনি এই কথা বলিয়া থাকেন। অতএব হে বিপ্র! তুমি সম্প্রতি স্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সত্বর দ্বারকায় গমন কর। তথায় গিয়া ধর্ম্মানুসারে আমার অংশরূপা একানংশাকে প্রতিপালন কর। ব্রহ্মা এবং পদ্মা, নিরন্তর যে পাদপদ্ম অর্চ্চনা করেন, যে পাদপদ্ম সকলের সুদুর্লভ এবং সনকাদি মুনীন্দ্রগণ ও শম্ভু ধ্যান করেন, পরমাত্মস্বরূপী সুরগুরুর সেই পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত কোথায় যাইতেছ? বৎস! সুধা ত্যাগ করিয়া গরলে মনোনিবেশ করিতেছ? হে মুনে! যে ব্যক্তি, স্বপ্নাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন করে, সে শতজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে; এই বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই! জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত হউক, বাল্যাবস্থায়, কৌমারাবস্থায়, যৌবনাবস্থায় বা বার্দ্ধক্যাবস্থায় যে পাপ হয়, সে পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ পূত ও নিশ্চয় জীবমুক্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যাহা হইতে সকল তীর্থ পবিত্র হইতেছে, সেই পাদপদ্মদর্শনই ব্রত, সেই পাদপদ্মদর্শনই তপস্যা, সেই পাদপদ্মদর্শনই সত্য ও পুণ্য, সেই পাদপদ্মদর্শনই পূজা জানিবে। যাঁহা হইতে জন্মের খণ্ডন হইয়া থাকে, সেই কৃষ্ণ গুণানুবাদই সকল কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল হইতেও অধম। কারণ তাহার সংসর্গে ও তাহার সহিত কথোপকথনে ভক্তগণের ভক্তিনাশ হইয়া যায়: যে ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী ও কৃষ্ণভক্ত; তিনি জল, বহ্নি, বায়ু হইতেও পূত হইয়া জগৎকে পবিত্র করিতে সক্ষম হন। হে দ্বিজ! শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত কোথায় যাইতেছ? মানবগণ, শ্রীকৃষ্ণস্মরণে তপস্যার ফল লাভ করে। যে গুরু হইতে পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হয় না, সে গুরু, শিষ্যের পরমবৈরী হইয়া জন্ম নিষ্ফল করিয়া দেয়। ১—১৯। পার্ব্বতীর এই বাক্য শুনিয়া শঙ্করের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি প্রেমে বিহ্বল

হইয়া পরমেশ্বরীকে স্তব করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা মুনি, শিব-দুর্গার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে পুনরায় দ্বারকা-পুরীতে গমন করিলেন। দ্বারকায় গমন করিয়া হরিকে দর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিলেন, তৎপরে একানংশানাম্নী নিজ পত্নীর গৃহে গমন করিয়া দুর্ব্বাসা তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এদিকে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আহ্বান করাতে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া পরমানন্দে অগ্রে কুন্তী, তৎপরে ভ্রাতৃগণ, তৎপরে অন্যান্য নৃপগণকে সম্ভাষণ করিয়া উপায়দ্বারা জরাসন্ধ ও শাল্বকে নিহত করিয়া বিধিবোধিত দক্ষিণাদানে মুনীন্দ্র ও শ্রেষ্ঠ নৃপগণকর্ত্তৃক অভীপ্সিত রাজসূয়যজ্ঞ করাইলেন। সেই যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ, দেবগণ ও রাজগণ —সভায় অতিশয় নিন্দাকারী শিশুপাল ও দন্ত বক্রকে যে হনন করিলেন, তাহাতে উভয়ের শরীর পতিত রহিল বটে; কিন্তু জীবাত্মা গমনপূর্ব্বক হরির চরণ দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বর মাধবকে স্তব করিতে লাগিলেন। মাধব! তুমি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ ও বেদাঙ্গ সকলের জনক। সুরাসুর ও প্রাকৃত দেহিগণেরও জনক; তুমি কল্পভেদে সৃষ্টি সৃষ্টি করিয়া থাক এবং মায়া অবলম্বন করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্তরূপে সৃষ্টি করিতেছ। ২০—২৮। চতুর্দ্দশ মনু, সপ্তর্ষি, চতুর্বেদ, সৃষ্টিপালগণ, দিক্‌পালগণ, গ্রহগণ, সকলেই কেহ বা তোমার অংশ, কেহবা তোমার অংশের অংশ। তুমি স্বয়ং পুরুষ, স্বয়ং স্ত্রী, আবার স্বয়ং নপুংসক। স্বয়ং তুমিই কারণ ও কার্য্য আবার তুমিই স্বয়ং জন্য ও জনক। বেদেতে যন্ত্রীর অর্থাৎ আপনার ও যন্ত্রের অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চের যে গুণদোষ শুনিয়াছি, তাহাই বর্ণনা করিতেছি। মাধব আপনি স্বয়ং যন্ত্রী, আর এই জগৎপ্রপঞ্চ আপনার যন্ত্র। সমস্ত জগৎ আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত। মাধব! আমি মূঢ়, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। শিশুপালের স্তবে সকলে বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণকে পূর্ণতম ঈশ্বর বলিয়া জানিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, রাজসূয় যজ্ঞ করাইয়া ব্রাহ্মণ ভোজনও নীতি আশ্রয় করত কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ করাইলেন। কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে পৃথিবীর ভারাবতারণ করিলেন ও বহুকাল সেইখানে থাকিয়া যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে পুনরায় দ্বারকাতে গমন করিলেন। ঐ সময় মৃতবৎসা কোন ব্রাহ্মণীর পুত্রগণকে মৃতস্থান হইতে আনয়নপূর্ব্বক জীবিত করিয়া তাহাদিগের জননীকে সেই সকল পুত্র প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে দেবকী পরিতুষ্টা হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, "বৎস! তবে আমার মৃত পুত্রদিগকে পুনরুজ্জীবিত কর।" তখন কৃষ্ণ মৃত সহোদরগণকে মৃতস্থান হইতে আনয়ন করিয়া জননীকে দান করিলেন। স্বগৃহ হইতে দ্বারকায় সমাগত এবং তাঁহার শরণাপন্ন সুদামা ব্রাহ্মণের তৎক্ষণাৎ দারিদ্র্য হরণ করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্, ভক্ত সুদাম ব্রাহ্মণের তণ্ডুলকণা ভোজন করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে অধস্তন-সপ্তপুরুষ-ভোগ্যা ও নিশ্চলা রাজলক্ষ্মী দান করিলেন। ২৯—৩৮। ইন্দ্রের অমরাবতীর তুল্য তাহার রাজ্য হইল; সে ব্রাহ্মণ কুবেরের ন্যায় ধনাঢ্যও হইল। ভক্তবৎসল হরি, তাঁহাকে অচলা হরিভক্তি, দুর্লভ হরিদাস্য এবং অবিনশ্বর গোলোকধামে যথেষ্ট উত্তম স্থান দান করিলেন। তিনি স্বর্গ হইতে পারিজাত হরণ করিয়া ইন্দ্রের গর্ব্বজনিত অহঙ্কার হরণ করিলেন। সত্যাকে অভিলষিত পুণ্যক ব্রত করাইলেন। মুনে! তাঁহা হইতে নিত্য ও নৈমিত্তিক ব্রতসকল সকল স্থানে বর্দ্ধিত হইল। সেই পুণ্যকব্রতে সনৎকুমারকে দক্ষিণারূপে আত্মদান করিলেন। তিনি ঐ ব্রতোপলক্ষে হর্ষসহকারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন দান করিলেন। এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে সত্যভামার অভিমান বাড়াইয়া রুক্মিণী ও অন্যান্য পত্নীগণেরও নূতন নূতন সৌভাগ্য বাড়াইলেন। মুনে! সকল স্থানে বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও দেবগণেরও নিত্য নৈমিত্তিক পূজার বৃদ্ধি হইল; প্রভু কেবল উদ্ধবকে উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অর্জ্জুনকে কোটিহোমযুক্ত মঙ্গলজনক কার্য্য উপদেশ দিলেন। পার্ব্বতীর প্রীতির জন্য নানাপ্রকার মনোহর নৈবেদ্য, ধূপ, দীপাদি সহযোগে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন; রমণীয় রৈবত পর্ব্বতে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মন্দিরে দেবগণের পরম ঈশ্বর গণেশকে অর্চ্চনা করিয়া পরমানন্দে তাঁহাকে সুস্বাদু, সুমনোহর, পরিপুষ্ট পাঁচলক্ষ তিললড্ডুক ও নৈবেদ্য দান করিলেন। বহুতর শর্করানির্ম্মিত সুধাসদৃশ সাতলক্ষ স্বস্তিকলড্ডুক, দশলক্ষ অপূর্ব্ব সুপক্ক কদলীফল, সুস্বাদু স্বস্তিক পিষ্টক, রমণীয় পায়স, মিষ্টান্ন, ঘৃত, নবনীত, দধি, দুগ্ধ, সুধা, মধু, ধূপ, দীপ, পারিজাত কুসুম, অভিমত মাল্য, সুগন্ধি চন্দন, গন্ধ, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র তাঁহাকে দান করিলেন। প্রভু, মঙ্গলময় কোটিহোমযুক্ত যজ্ঞ করাইয়া অসংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন এবং গণপতির স্তব করিলেন। সেই

স্থানে দশবিধ বাদ্যও বাদিত হইল। ভগবান্ হরি, শাম্বের কুষ্ঠের ক্ষয়জন্য অতি উত্তম উপহারদ্বারা পূর্ণসম্বৎসর ব্যাপিয়া সূর্য্যের পূজা ও সমাতৃক শাম্বকে হবিষ্য করাইলেন। ভাস্কর স্বয়ং প্রীত হইয়া শাম্বকে স্তোত্র ও বর দান করিলেন। ৩৯—৫৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, কৃষ্ণের পুত্র মহাবলপরাক্রম প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ বিধাতার অংশ। নবযৌবনসম্পন্ন সেই অনিরুদ্ধ একদা নির্জ্জনে পুষ্প এবং চন্দনচর্চ্চিত পর্য্যঙ্কে সুপ্ত হইয়া, স্বপ্নাবস্থায় বিকসিত কুসুমপূর্ণ উদ্যানে স্নিগ্ধচন্দনলিপ্ত সুগন্ধি কুসুমশয্যায় শয়ানা, ঈষৎ হাস্যযুক্তা নবযৌবন-সম্পন্না রমণীয়া এক যুবতীকে দর্শন করিলেন। তাঁহার সকল অঙ্গ অমূল্য রত্নময় ভূষণে অলঙ্কৃত। হস্তে মনোহর কেয়ূর, বলয়, শঙ্খ, কঙ্কণ, কর্ণে মণিময় কুণ্ডলযুগল গণ্ডস্থল পর্য্যন্ত বিরাজিত; পরিধান অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র, চরণে শব্দায়মান নূপুর, ওষ্ঠদ্বয় পরিপক্ক বিম্বফলসদৃশ রক্তবর্ণ, লোচনযুগল শরৎকালীন কমলসদৃশ, ভালে সিন্দুরবিন্দু, দাড়িম্ব কুসুমাকার ধারণ করিয়া শোভিত হইতেছে। উরুদ্বয় যেন রামরম্ভাকেও নিন্দা করিতেছে। স্তনদ্বয় অতিশয় উচ্চ ও অতি কঠিন, কামবাণে তাঁহার শরীর পীড়িত। গুরু নিতম্বভাবে মধ্যভাগ বিনম্র, তাঁহার শরীর অতি কোমল বক্রদৃষ্টিতে অবলোকন করত নিজের সকামতার পরিচয় দিতেছে। পাদপদ্ম কুঙ্কুম ও অলক্তক রক্তধারা শোভিত। পরিধেয় বসন বায়ুসঞ্চারে চঞ্চল হওয়াতে গুপ্তস্থান ব্যক্ত হইতেছে। ১—৯। কামপুত্র অনিরুদ্ধ কামব্যথিত-চিত্ত ও মত্ত হইয়া কোমলাঙ্গী চারুচম্পকবর্ণা কাম-পুলকিতা কামমত্তা নবোঢ়া হইলেও অতি প্রৌঢ়া, শৃঙ্গারলোলুপা, কামিনীকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে কহিলেন;—সুন্দরি! তুমি কি দেবকন্যা, না গন্ধর্ব্বকন্যা? হে কামিনি! তুমি কে? কাহার পত্নী বা কাহার কন্যা? এই উদ্যানে কাহাকে অভিলাষ কর। ত্রিভুবনে সৌন্দর্য্যহেতুক তুমি মুনিগণেরও মানস মোহিত করিয়াছ। তুমি একাকিনী হইয়াও কেন ভীতা হইতেছ না? তাহা বল। আমি ত্রিলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, কন্দর্পের পুত্র, আমার নাম অনিরুদ্ধ। কান্তে! এখন আমি নবীনযৌবন-হেতুয় উন্মত্ত হইয়াছি। দেখিতেও কুৎসিত নহি। আমিও কামী ও কামবিশারদ। বিশেষতঃ কামুক জনের কামনা পূর্ণ করিতে স্বয়ং সক্ষম। সুশীলে! আমি সুবেশ, সুশীল, রতিবীর, রতিরসপ্রাজ্ঞ, রতিরস-প্রিয়, রতিপুত্র ও রতিতে একান্ত উন্মত্ত ও রসিক। প্রিয়ে! অতএব আমাকে ভজনা কর। কামুকী বনিতা, রোগশূন্য কামুক যুবাপুরুষকেই কামনা করিয়া থাকে এবং বিদগ্ধা রতিপণ্ডিতাও কামিনীর কামনাপূরক কান্তকেই লাভ করিয়া থাকে; কেননা রসিকের সহিত রতিপণ্ডিতা কামিনীর মিলন সুখকর। নবসঙ্গমলজ্জিতা সেই কামিনী বস্ত্রাঞ্চলে লোচন ও মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া কুটিল চক্ষুর ঈষৎ প্রকাশদ্বারা বিলোকন করিতে করিতে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন; যদি আপনি কামপুত্র ও কামকর্ত্তৃক ব্যাকুল হইয়া এখন কামুক হন, আর যদি কামুকীরও যোগ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কেন আপনি কামকে চিন্তা না করিতেছেন? আর যদি আপনি ত্রিলোকনাথ শ্রীহরির পৌত্র, সম্মানিত প্রদ্যুম্নের পুত্রই হন,—আর যদি আপনি পিতার উপযুক্ত পুত্র হন, তাহা হইলে নিজের যোগ্যাকে বিবাহ না করিতেছেন কেন?। ১০—২০। যিনি যথাবিধি বিবাহিতা যজ্ঞপত্নী অর্থাৎ যাঁহাকে অগ্নি সাক্ষী করিয়া যথাবিধি বিবাহ করা হয়, তিনিই সতী, পুণ্যবতী, নিরন্তর নিশ্চলা অনুরাগবতী সর্ব্বদা সঙ্গিনী লোকের সাধ্যা হইয়া থাকেন। গুপ্তপত্নী অর্থাৎ গান্ধ-র্ব্বাদি বিবাহবিবাহিতা পত্নী নিশ্চলা হইয়া ভয় ও প্রীতিদানে সমর্থা হইয়া থাকেন; কিন্তু নৈমিত্তিক পত্নী, অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে পত্নী, সে কখন নিত্যা অর্থাৎ আজন্ম সঙ্গিনী হইতে পারে না। বিশেষতঃ সে পত্নী বেদবিগর্হিতা বলিয়াই প্রসিদ্ধা। তাদৃশ পত্নী কেবল নরকের সোপানস্বরূপা হইয়া ইহকালে ও পরকালে অযশ প্রদান করে। সাধু ব্যক্তি, যদি সদ্বংশজাত ও বিষ্ণুপরায়ণ হন তাহা হইলে বেদবিগর্হিতা নৈমিত্তিক পত্নীতে আসক্ত হইবেন না। পূর্ব্বে যদি কেহ ভ্রান্ত হইয়া সাধুসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হয়, প্রাণিগণের এরূপ প্রবৃত্তিই স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু অসৎ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তিই মহৎ ফলদায়িকা। যদি কোন ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করাতে নিবৃত্তপাতক হইয়া পুনরায় পাপে লিপ্ত হয়; তাহা হইলে সে উপহাস্য হয়। তাহার সকলই কুঞ্জর-শৌচের ন্যায়। অর্থাৎ হস্তী স্নান করিলেও যেমন তাহার পূর্ব্ব অপরিষ্কৃতভাব যায় না, তদ্রূপ।

সৎস্বভাবা সুন্দরী শান্তস্বভাবা ধর্ম্মপত্নীই প্রশংসিতা হন, কেননা, তিনি পতিব্রতা, সাধ্যা ও প্রিয়বাদিনী হইয়া থাকেন। আর কোমলাঙ্গী রতিপণ্ডিতা শ্যামা স্ত্রীও রতিসুখ প্রদান করিয়া থাকেন। যদি বনিতা পরিণতবয়স্কা, সাধ্বী, নিরন্তর শান্তস্বভাবা ও পুত্রবতী হন, তবেই বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি তাহাকে ত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য গমন করিতে পারেন। ইহার অন্যথা হইলে সমস্তই বৃথা ও তপস্যার স্খলন হয়। অতিশয় ক্রূর অসাধু পুরুষও পর-স্ত্রী গমন করিলে ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষের সহিত ঘোরতর নরকগামী হয়। আমি বাণরাজার কন্যা উষা, নরপতি বাণ শঙ্করের কিঙ্কর। শঙ্কর জগতের পতি; আমার পিতা বাণও ত্রিলোকের ত্রিজেতা। ত্রিলোকের মধ্যে কামিনীগণের স্বাধীনতা নাই, বরং তাহারা পরাধীন। আর যাহারা অসদ্বংশপ্রভাবা, তাহারাই পুংশ্চলী ও স্বতন্ত্রা। ২১—৩০। নারীগণ, কুমারাবস্থায় পিতাকর্ত্তৃক, যৌবনকালে ভর্ত্তাকর্ত্তৃক, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকেন; পতিব্রতা নারী কোনকালে স্বাধীন নয়। পিতা, যোগ্যপাত্রেই কন্যা দান করেন; কন্যা, বর প্রার্থনা করিবে না, এইটিই সনাতন ধর্ম্ম। তুমি উপযুক্ত পাত্র, আমিও বিবাহযোগ্যা; প্রভো! যদি তুমি আমাকে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে মৎপিতা বাণ অথবা শম্ভু, কিংবা পতিপরায়ণা সতীর নিকটে প্রার্থনা কর। মুনে! সেই সাধ্বী সুন্দরী এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন এবং উষার প্রতি একান্ত স্পৃহাবান্ কামনন্দনের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। শান্তস্বভাব অনিরুদ্ধ জাগরিত হইয়া পূর্ব্ব ঘটনা স্বপ্ন জ্ঞান করিলেও প্রাণবল্লভাকে দেখিতে না পাইয়া কামকর্ত্তৃক ব্যথাযুক্ত, পীড়িত ও ব্যাকুল হইলেন। আহার ত্যাগ করিয়া অনিদ্র প্রমত্ত অর্থাৎ সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক ও কৃশোদর হইয়া ক্ষণকাল উপবেশন, ক্ষণকাল শয়ন, ক্ষণকাল নির্জ্জনে রোদন করিতে লাগিলেন। দেবকী, রুক্মিণী, রতি ও অন্যান্য কৃষ্ণপত্নীরা, পুত্রকে তাদৃশ দর্শন করিয়া রোদন করিতে করিতে আপনাদিগের স্বামী কৃষ্ণকে কহিলেন। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মধুসূদন ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাদিগের বচন শুনিয়া, পূর্ণমনোরথ হইয়া, হাস্যপূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন;—বাণকন্যা উষা, শিবপার্ব্বতীর অনুরাগদর্শনে কামপীড়িতা হইয়া দুর্গার নিকটে বরলাভে মদনবাণে ব্যাকুল হইয়াছে। সেই পার্ব্বতীই তোমার পৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্ন দর্শন করাইয়াছেন এবং কৌতুক দেখিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক করিয়াছেন। এখন আমিও স্বপ্নে সেই বাণপুত্রীকে প্রমত্তা করিব। অনিরুদ্ধের জন্য চিন্তা বা মনোব্যথা নাই; অনিরুদ্ধ স্বচ্ছন্দে থাকুক। ৩১—৪১। সর্ব্বময় ও সকলের অভিলাষজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া কামুকী সেই বাণপুত্রীকে স্বপ্ন দর্শন করাইলেন। নবযৌবনসম্পন্না রত্নময় ভূষণে ভূষিতা বালা সেই বাণপুত্রী রত্নময় পর্য্যঙ্কের উপর পুষ্প ও চন্দনচর্চ্চিত উত্তম শয়নে শয়ানা ও সুপ্তা হইয়া অভিলষিত স্বপ্ন দর্শন করিলেন। অতি নির্জ্জনদেশে রত্ননির্ম্মিত মন্দিরে নবজলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ অতিশয় নবযৌবনসম্পন্ন, ঈষৎ হাস্যযুক্ত, কোটি কন্দর্পের ন্যায় শরীরকান্তি, সকলের হৃদয়গ্রাহী, রত্নময় কেয়ূর, রত্নময় বলয়, রত্নময় নূপুরধারী, রত্নময় কুণ্ডলযুগলদ্বারা বিরাজিত গণ্ডস্থল, চন্দনলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গ, পীতাম্বর, সুচারু মালতীকুসুমের মাল্যদ্বারা সমুজ্জ্বল বক্ষঃস্থল, পুষ্পচন্দনচর্চ্চিত রত্নময় পর্য্যঙ্কে শয়ান পুরুষকে দর্শন করিয়া সাধ্বী উষা, সহসা পরমানন্দে তাঁহার নিকটে যেন গমন করিলেন। কামপুত্রের ভাবী প্রিয়তমা কমনীয়-গাত্রী কামবাণে প্রপীড়িতা হইয়া পরিতাপিতহৃদয়ে তাঁহাকে মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—কামুক! তুমি কে? তোমার মঙ্গল হউক, আমি কামাতুরা; অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর। আমি অতি প্রৌঢ়া ও নবোঢ়া, নবসঙ্গমে একান্ত স্পৃহাবতী এবং তোমার অনুরক্তা ও ভক্তিমতী। আমাকে গান্ধর্ব্ববিবাহদ্বারা বিবাহ কর। আট প্রকার বিবাহমধ্যে গন্ধর্ব্ব বিবাহ মনুষ্যদিগের সুলভ। যে কপটী পুরুষ অনুরাগিণী প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ করে, মহালক্ষ্মী নিদারুণ শাপ দান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গমন করেন। পুরুষ কহিলেন;—আমি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, স্বয়ং কামদেবের আত্মজ। কান্তে! আমি সেই দুই জনের অনুমতি ভিন্ন তোমাকে কেমন করিয়া গ্রহণ করিব? সেই পুরুষ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই পুরুষের ভাবী কান্তা ঈপ্সিত কান্তকে দেখিতে না পাইয়া কামব্যাকুলা হইলেন। ৪১—৫৩। উষা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মনোহর শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অতিশয় রোদন করিতে করিতে সখীগণের মধ্যে অন্যমনস্কা হইয়া বিষণ্ণা হইয়া রহিলেন। সখীগণের মধ্যে যোগ্যতমা চিত্রলেখা, তাঁহাকে বুঝাইলেন ও মনের ভাব জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ঘটিয়াছে? বলিয়া কহিতে লাগিলেন;—কল্যাণি! জ্ঞান লাভ কর; কাহা হইতে তোমার এই প্রকার

ভয় হইয়াছে? হে সতি! এই দুর্লঙ্ঘ্য নগরে সাক্ষাৎ শিবা ও স্বয়ং শম্ভু বিরাজমান। যে স্থলে শিব ও শিবালয় বর্ত্তমান, সেই স্থলে সর্ব্বত্র মঙ্গল হইয়া থাকে। দুর্গতিনাশিনীর ধ্যান করিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়; মঙ্গলময়ী ও সকলের মঙ্গলজনিকা দুর্গা তাহাকে মঙ্গল দান করেন। সুন্দরী উষা চিত্রলেখার বচন শুনিয়া কিছুমাত্র বলিলেন না; আহার ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর পুরুষকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সখী চিত্রলেখা, দৈত্যরাজ বাণ ও তাঁহার পত্নীর নিকটে গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন এবং দুর্গা, শঙ্কর, কার্ত্তিকেয়, যোগিগুরু গণেশ; ইহাদের নিকটেও গমন করিয়া উষার বৃত্তান্ত কহিলেন। মহিষী চিত্রলেখার বাক্য শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। শঙ্করসেবক বাণও শঙ্করের নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়া বিষণ্ণ হইলেন। শঙ্কর, দুর্গা, কার্ত্তিকেয় ও গণেশ হাস্য করিতে লাগিলেন। গণনায়ক কহিলেন, যে ব্যক্তি দম্ভমোহিত হইয়া অন্য ব্যক্তিকে নিশ্চয় দুঃখ দান করে, সে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচারে চতুর্গুণ দুঃখ লাভ করিয়াথাকে; তোমার কন্যা উষা, শিব ও শিবার ক্রীড়া দর্শন করিয়া কামে বিমোহিতা হওয়াতে দুর্গা তাহাকে অমরেন্দ্রগণের সুদুর্লভ বর দান করিয়াছেন। ৫৫—৬৩। স্বয়ং দেবী স্বপ্নাবস্থায় কামাত্মজকে মত্ত করিয়া এক্ষণে শম্ভুর বামপার্শ্বে মূকবৎ অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ হরি, সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া স্বপ্নাবস্থায় তোমার কন্যাকেও সুবেশ পুরুষ দর্শন করাইয়াছেন। কোন পতিপ্রাণা যুবতী সুবেশ যুবা পুরুষকে দর্শন করিলে, তাহার প্রতি তাহার একান্ত স্পৃহা হয় বটে; কিন্তু সেই সতী, ধর্ম্মভীতা হইয়া তাহা হইতে নিবর্ত্তিতা হয়। পাপবংশসম্ভূতা পুংশ্চলী, সুবেশ পুরুষকে দর্শন করিয়া আহার, নিদ্রা, পতি, পুত্র, ধন ও গৃহ ত্যাগ করে এবং জ্ঞান, গৃহকার্য্য, কুললজ্জা ও উভয়কুল পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়া থাকে; কিন্তু সে, বীর যুবা পুরুষ অতি নীচ হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। অধিক কি জাতি, ধর্ম্ম এবং পরিণামে প্রাণ পর্য্যন্তও ত্যাগ করে। এই জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, যুবতী ভার্য্যাকে স্বীয় প্রাণ হইতেও সর্ব্বদা যত্নসহকারে রক্ষা করেন। সেই মায়াবতীকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। নারীগণের হৃদয়, ক্ষুরধার-সদৃশ, কিন্তু বাক্য মধুর; সাধুগণ, দেবগণ, বেদপারগ ব্যক্তিগণ; ইঁহারা কেহই তাহাদিগের মন জানিতে পারেন না। অতি নিপুণা চিত্রলেখা, সদ্যই দ্বারকায় গমন করুক। গমন করিয়া অবলীলাক্রমে সেই উন্মত্ত অনিরুদ্ধকে সম্যক্ প্রকারে আকর্ষণ করিয়া এই স্থলে আনয়ন করুক। ৬৪—৭১। বাণপ্রিয় মহাদেব, এই বাক্য শুনিয়া গণেশকে বলিলেন, শুভকর্ম্ম যাহাতে নরপতি বাণ শুনিতে না পায়, তুমি সেই প্রকারে কর। চিত্রলেখা, সত্বর ভগবানের দ্বারকাভবনে যাত্রা করিলেন এবং অবলীলাক্রমে সাধারণের অলক্ষ্যে সেই দ্বারকাভবনে চিত্রলেখা প্রবেশ করিলেন। পরে নিদ্রিত বালক অনিরুদ্ধকে যোগবলে হরণ করিয়া অপ্সরা চিত্রলেখা পরমানন্দে রথে আরোহণ করাইলেন; মুনে! মনোবেগ-গমনা মঙ্গলময়ী চিত্রলেখা, সেই বালককে গ্রহণ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে মুহূর্ত্তমধ্যে শোণিতপুরে গমন করিলেন। অনন্তর, দ্বারকাভবনে, "হায় বালক অনিরুদ্ধ! হায় বৎস! হায় আমাদিগের জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি কোথায় গেলে"; এই বলিয়া সকল রমণী রোদন করিল। তখন সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, কৃষ্ণ, রমণীগণকে আশ্বাসিত করিয়া শাম্ব, কাম, বল ও সাত্যকি, বীরচূড়ামণি গরুড়; ইহাদিগের সহিত সুদর্শনচক্র, ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, কৌমোদকী গদা গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর রথারোহণ করিয়া সগণ শঙ্কর ও পার্ব্বতীকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত সেই শোণিতনগরে স্বয়ং পশ্চাৎ গমন করিলেন। চিত্রলেখা উপস্থিতা হইয়া নিরাহারা, কৃশোদরী, নিদ্রিতা এবং সখীগণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা, সেই উষাকে দর্শন করিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করাইলেন। রমণীয় মাল্য, চন্দন, ও শুভকরসিন্দুরপত্রকশোভিতা ও রত্নময় ভূষণে ভূষিতা উষাকে সুস্নাতা করিয়া শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে সখীগণের সম্মতিক্রমে গোপনে সেই স্থলে অনিরুদ্ধ ও উষা উভয়ের কথোপকথন করাইলেন। পতিব্রতা বিরহ-বিধুরা সেই উষা পতি দর্শন করিয়া রমণ করিলেন। কামপুত্র অনিরুদ্ধ, গান্ধর্ব্ববিবাহে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত, উভয়ের সুখজনক রতি হইল। কামপুত্র, কামাতুর হইয়া দিবারাত্র জানিতে পারেন নাই। নবোঢ়া এবং কামাতুরা উষা, নূতন সঙ্গমহেতু কামুকী হইয়া পুরুষের স্পর্শমাত্রে মূর্চ্ছিতা হইলেন। হে বিপ্র! নির্জ্জনে প্রতিদিন এই প্রকার উভয়ের তৃপ্তিকর সঙ্গম হইয়াছিল। পরে বাণরাজ রক্ষকের নিকটে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। ৭২—৮৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন;—অনন্তর রক্ষকগণ ভীত হইয়া কার্ত্তিকেয়, গণেশ এবং দুর্গাকে দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রভু বাণের নিকটে সমস্তই নিবেদন করিল। অহো কি কষ্ট! এই সময় অতিশয় দুরতিক্রমণীয়। আপনার প্রগল্‌ভা বালিকা উষা, এক্ষণে স্বতন্ত্রা হইয়া পতি কামনা করিয়াছেন। হে নাথ! অনুচিত সংসর্গ সাধুগণের পক্ষে দুঃখের কারণ হয়; কেননা, মনুষ্যদিগের সংসর্গজনিত গুণ ও দোষ সততই হইয়া থাকে। চিত্রলেখা, স্বয়ং দূতী হইয়া রণবীর বীরেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, উৎকৃষ্ট মহারথ, আনয়ন করিয়া সম্ভোগ করাইতেছে; ঐ বর কন্দর্প অপেক্ষা অতি সুন্দর, ব্যাধিহীন ও যুবাপুরুষ। দিবারাত্র কিরূপে যাইতেছে, তাহার চৈতন্য নাই। বোধ হয় সম্প্রতি তোমার কন্যা উষা গর্ভবতী হইয়াছেন। যদিও তিনি সৎকুলপ্রসূতা, তথাপি এখন উভয়কুলের তপ্তাঙ্গারস্বরূপিণী; এক্ষণে অচিরাৎ আপনি দৌহিত্র বা দৌহিত্রীর মুখাবলোকন করিবেন। অতি প্রগল্‌ভা আপনার সেই নাগরী কন্যা নাগরমিলিতা কি না, আপনি তাহাকে দেখুন; আর তাহার সর্ব্বশরীর নখবিক্ষত হইয়াছে। তিনি এখন সেই বরের অধীনা; তাঁহার আর চাঞ্চল্যের সীমা নাই; নিরন্তর পুরুষের সঙ্গিনী; রহস্যে রতি-রসপ্রবৃত্তা। মুখে সর্ব্বদা ঈষৎ হাস্য রহিয়াছে; লোচনযুগল কেবল কটাক্ষের বশীভূত। তিনি চঞ্চল নয়নে সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন। ১—৮। রক্ষকের এইরূপ কথা শুনিয়া দৈত্যশিরোমণি বাণ লজ্জিত ও কুপিত হইলেন। শম্ভুকর্ত্তৃক অতিশয় বারিত হইলেও যুদ্ধে মত প্রদান করিলেন। মাতা যেমন হিতের নিমিত্ত অসৎ কার্য্য হইতে পুত্রকে নিবৃত্ত করেন, সেইরূপ গণেশ, কার্ত্তিক, শিবপত্নী, ভৈরবী, ভদ্রকালী, যোগিনীগণ, অষ্টভৈরব, একাদশরুদ্র, ভূতগণ, প্রেতগণ, কুষ্মাণ্ডগণ, বেতালগণ, ব্রহ্মরাক্ষসগণ, যোগীন্দ্রগণ, শ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণ, এবং উগ্রচণ্ডা প্রভৃতির সহিত কোটরী, গ্রামদেবী ইহারা সকলে হিতার্থ বাণকে নিবারণ করিলেও তিনি যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। শঙ্কর, পণ্ডিতমানী মূঢ় বাণকে পরিণামসুখকর, হিত, সত্য ও নীতিযুক্ত বাক্য কহিলেন;—হে বাণ! এক পুরাতনী কথা তোমাকে বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবীর ভারাবতারণ-জন্য ভারতে, ঈশ্বর স্বয়ং উপস্থিত; তিনি বাসুদেব নামে খ্যাত; সেইজন্য পণ্ডিতগণ, তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন। সেই চক্রপাণি ভগবান্‌ স্বয়ং বিভু ও বিধাতার বিধাতা। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবগণেরও ঈশ্বর ও প্রকৃতি হইতে পর। তিনি নির্গুণ ও নিশ্চেষ্ট। তাঁহার শরীরধারণ কেবল ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশমাত্র। তিনি পরম ব্রহ্ম, তিনি পরমধাম, তিনি জীবগণের পরমাত্মা, তিনি গমন করিলে জীব গমন করেন। তাঁহার সহিত তোমার যুদ্ধ করা সম্ভবপর নহে। হে মূঢ়! যেমন মহাকাশ ও দিক্‌সকল শস্ত্রবিদ্ধ হয় না, তিনিও তদ্রূপ, তিনি নিরাকার, কেবল জীবগণের ধ্যানজন্য দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। মহাবলপরাক্রম অনিরুদ্ধ তাঁহার পৌত্র। তিনি ক্ষণকালমধ্যে ত্রিভুবনকেও সংহার করিতে সক্ষম হন। দেবগণ, দৈত্যগণ, মহাবল মহারথগণ, ইহাঁরা সেই অনিরুদ্ধের ষোড়শাংশেরও একাংশ নহেন। যদি উভয়ের তুল্য ধন থাকে কিংবা উভয়ের তুল্য বল থাকে, তাহা হইলে উভয়ের বিবাদে বা মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু সবলে বা দুর্ব্বলে বিবাদ বা বন্ধুতা করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি দৈত্যগণের শিরোমণি ও মহারথ, সেই তোমার পিতা বলি যে বামনদেবকর্ত্তৃক ক্ষণকালমধ্যে সুতলে নীত হইয়াছিলেন, সেই বামনদেব শ্রীহরির অংশ মাত্র। ৯—২২। সকলেই সেই বৃন্দাবননৃপতি পরিপূর্ণতম পুরুষ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ। পার্ব্বতী বলিলেন;—ব্রহ্মা মহেশ্বর এবং অনন্ত, ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া সেই সনাতন ভগবানকে দিবারাত্র হৃৎপদ্মমধ্যে ধ্যান করেন। দিননাথ এবং যোগীন্দ্রদিগের গুরু গণপতি সেই পরমাত্মা সনাতন ভগবান্‌কে ধ্যান করেন। সনৎকুমার, কপিল, নর-ঋষি এবং নারায়ণ ঋষি সেই সনাতন ভগবান্‌কে হৃদয়কমলে ধ্যান করেন। মনুগণ মুনীন্দ্রগণ সিদ্ধ-শ্রেষ্ঠগণ এবং যোগিবরগণ সেই ধ্যানাতীত সনাতন ভগবান্‌কে ধ্যান করেন। সকল জ্ঞানিবৃন্দই সেই সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণ, সর্ব্ব-পরাৎপর সনাতন ভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া থাকেন। গণেশ বলিলেন;—মহাত্মা বৈষ্ণব বলির অভাগ্য আর কি; যেহেতু তাঁহার পুত্র এতাদৃশ মূঢ়; শুধু বলির নহে, বলি-পিতা পরম-জ্ঞানী প্রহ্লাদেরও অভাগ্য। কার্ত্তিকেয় বলিলেন; অহে ভাই! তুমি কি মহাবলপরাক্রান্ত হিরণ্য-কশিপু, হিরণ্যাক্ষ এবং মধুকৈটভের কথা শ্রবণ কর নাই? বিষ্ণু, তোমার পূর্ব্বপুরুষ সেই সকল মহাবল-পরাক্রান্ত দৈত্যগণকে অবলীলাক্রমে ক্ষণকালমধ্যে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছেন। ভ্রাতঃ! স্বয়ং ভগ-

বান্ প্রভু নারায়ণ, যাহাকে সংহার করেন, কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? অতএব অবলম্বিত কুপথ হইতে নিজ মঙ্গল-উদ্দেশে নিবৃত্ত হও। অসুরেশ্বর বাণ, তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক রোষা-বেশে আরক্তনেত্র ও আরক্তবদন হইয়া শরাসন হস্তে কৃতান্তের ন্যায় তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন; মা দুর্গে! পিতঃ মহেশ্বর! ভাই গণেশ! ভাই কার্ত্তিক! আমি যাহা যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৩—৩৪। কর্ম্মানুগত প্রাণিগণের মঙ্গলামঙ্গল প্রাক্তন কর্ম্মানু-সারেই হইয়া থাকে; কৃতকর্ম্মের অতিরিক্ত ফল কাহারও হয় না। কালপ্রাপ্ত না হইলে শত শরে বিদ্ধ হইলেও মৃত্যু হয় না, কিন্তু কাল প্রাপ্ত হইলে তৃণাগ্র-সংস্পর্শেও মৃত্যু ঘটে। বিধাতা যাহার হস্তে যাহার মৃত্যু লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা সত্য এবং অবশ্যম্ভাবী; নিয়তি লঙ্ঘন করিতে কে সমর্থ হয়? যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে ভয় পায়, তাহার জীবন নিষ্ফল; দেখ, যুদ্ধে জয় হইলে যশোলাভ, মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। শিব, দুর্গা, গণপতি এবং মহাবল কার্ত্তিকেয়-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত নগরে প্রবিষ্ট হইয়া কি না আমার কন্যা হরণ করিল! অতএব আমাকে ধিক্, আমার ঐশ্বর্য্যে ধিক্, আমার বীর্য্যে ধিক্, আমার জীবনে ধিক্। কে—বল, এরূপ রক্ষিত কাহার নগরে প্রবেশ করিয়া কাহার কন্যা হরণ করিয়াছে? "আপনার কন্যা গর্ভবতী," সভাস্থলে রক্ষক এই কথা বলিয়াছিল; সেই কটূত্তর বাক্য আমার কর্ণে এখনও বজ্রতুল্য লাগিয়া আছে। যুদ্ধস্থলে অনিরুদ্ধকে বধ করিয়া, কন্যাকে বধ করিব; নতুবা জ্বলন্ত অনলে দেহ ত্যাগ করিব। কোটরী বলিলেন;—বৎস! ধর্ম্মতঃ আমিও তোমার মাতা; যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুত্রের পরিণাম মন্দ হইলে, পিতা-মাতার পদে পদে দুঃখ। একজনে কন্যা গ্রহণ করিলে, অপরকে তাহা দেওয়া যায় না; সুতরাং গ্রহীতা অযোগ্য পাত্র হইলে, আক্ষেপ ও ক্রোধের কথা বটে; কিন্তু, তোমার কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র; শ্লাঘ্যপাত্র স্বয়ং অনিরুদ্ধ। স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকেই কন্যাদান কর। ভারতবর্ষে এই কার্য্য করিলে সপ্ত-পিতৃপুরুষের সহিত পবিত্র হইবে। ভূমণ্ডলব্যাপী যশ এবং প্রতাপের উদ্দেশে ইঁহাকে সর্ব্বস্ব যৌতুক প্রদান কর; নতুবা মাধব যুদ্ধস্থলে সুদর্শন চক্রদ্বারা তোমাকে বধ করিবেন; তখন কেহই তোমাকে রাখিতে পারিবে না। নারায়ণ বলিলেন, হে মুনিবর দৈত্যরাজ বাণ কোটরীর কথা শুনিয়া সরোষে রথা-রোহণপূর্ব্বকশ্রীকৃষ্ণপৌত্রসমীপে গমন করিলেন। তখন শিবের আদেশে কার্ত্তিকেয় সেনাপতি হইয়া গমন করিলেন। স্বয়ং শিব এবং গণেশ বাণের জন্য স্বস্ত্যয়ন করিলেন। ৩৫—৪৮। পার্ব্বতী, কোটরী, অষ্ট-ভৈরব এবং একাদশ রুদ্র সকলেই বাণকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহারা সকলেই শস্ত্রপাণি হইয়া সত্বর যুদ্ধাভিমুখীন হইলেন। ইত্য-বসরে পার্ব্বতী এবং বাণপত্নীর প্রেরিত একজন দূত সত্বর গিয়া অনিরুদ্ধকে বলিল,—অনিরুদ্ধ! উঠ তোমার মঙ্গল হউক; পার্ব্বতীর কথা শ্রবণ কর। বৎস! যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বহির্গত হও; যুদ্ধ করিতে হইবে। ঊষা ভয় পাইয়া রোদন করত সতী পার্ব্বতীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। "হে মহামায়ে! আমার অভিলষিত প্রাণেশ্বরকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। হে অভয়ে! ঘোর দারুণ সংগ্রামে আমার প্রাণেশ্বরকে অভয় প্রদান কর। তুমি জগতের মাতা, তোমার স্নেহ সর্ব্বত্রই সমান।" অনন্তর অনিরুদ্ধ বর্ম্মাবৃত ও সশস্ত্র হইয়া সহর্ষে ঊষাদত্ত রথে আরোহণ করিলেন। অনিরুদ্ধ শিবির হইতে বহির্গত হইয়াই বর্ম্মাবৃত শস্ত্রপাণি আরক্তবদন, আরক্তলোচন বীরবর বাণরাজকে দেখিতে পাইলেন। বাণও অনিরুদ্ধকে দেখিবামাত্র সক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়া, সেই ঘোর রণস্থলেই কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন,—অরে মহাদুষ্ট! নীতিশাস্ত্রবিবর্জ্জিত! তুই আবার বীর তুই চন্দ্রবংশের কুলাঙ্গার এবং পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের অকীর্ত্তিকর। ৪৯—৫৭। তোর পিতা শম্বরকে বধ করিয়া তদীয় রমণীকে হরণ করে; তুই সেই রমণীর গর্ভেই উৎপন্ন; নিজের কুলাচারক্রম শুনিলি ত? তোর পিতামহ বাসুদেব মথুরাতে ক্ষত্রিয় আর গোকুলে বৈশ্য, তথায় তাহার নাম নন্দনন্দন। নন্দের পশু-রক্ষক পরম লম্পট দুষ্ট গোপাল তোর পিতামহ বৃন্দা-বনে গোপীগণের উপপতি। সেই অধার্ম্মিক পূতনাকে সদ্য বধ করিয়া স্ত্রীহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছে; আবার মথুরায় আসিয়া মৈথুনযোগে কুব্জাকে বিনাশ করি-য়াছে। অতি নিষ্ঠুর যোনিলোলুপ কৃষ্ণ দুর্ব্বল নরকা-সুরকে পুত্রসমেত বধ করিয়া তদীয় মনোহর স্ত্রীসমূহ হরণ করিয়াছে। মানব ভীষ্মককে এবং তদীয় দুর্ব্বল পুত্রকে জয় করিয়া ভীষ্মকদুহিতা দেবযোগ্যা রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছে। সূর্য্যভৃত্য সত্রাজিত সূর্য্যের নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ মণি লাভ করে; তোর পিতামহ ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে বধ করায় এবং তাহার মণি ও কন্যা গ্রহণ করে; কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর

দারুণ যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া ভূমণ্ডলস্থিত বহুতর রাজমণ্ডলীর বিনাশ সাধন করিয়াছে। দারুণপ্রকৃতি কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে শিশুপালকে হত্যা করিয়াছে; দন্তবক্র এবং শাল্বকে সেই বধ করিয়াছে। জরাসন্ধও তাহারই কৌশলে, নিহত হইয়াছে। কৃষ্ণ কৌশলে, কালযবনের বধ সাধন করিয়া তদীয় সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে; বলিব কি! সেই দুর্ব্বলটা রাজা জরাসন্ধের ভয়ে কিনা সমুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সে কিনা স্ত্রীর কথায় ভ্রাতা ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া স্বর্গদুর্লভ পারিজাত পুষ্প হরণ করিয়া আনিয়াছে। ৫৮—৬৮। অধর্ম্মিষ্ঠ বেটা, মাতুল কংসকে বধ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছে। তোরে আর অধিক বলিব কি? ভল্লুককে যুদ্ধে জয় করিয়া তাহার কন্যা গ্রহণ করিয়াছে। তোর পিতামহের পিতৃষসা কুন্তী চারিজনের প্রণয়িনী, ইহা ভূমণ্ডলে বিখ্যাত। তোর পিতামহের পৈতৃস্বসেয়-পত্নী দ্রৌপদী আবার পাঁচজনের প্রণয়িনী। তোদের গোষ্ঠীই এইরূপ পরম লম্পট এবং যোনিলুব্ধ। তোর পিতামহের জ্যেষ্ঠ বলরাম সর্ব্বদা বারুণীপান করে; সে ভ্রাতৃপত্নী যমুনাকে ইচ্ছাক্রমে আহ্বান করিয়াছিল। ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন, আবার সেই বলরাম-সহোদরা মাতুলপুত্রী সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়াছে; কুলের আচারব্যবহার শুনিলি ত? নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! বাণের কথা শ্রবণে কামপুত্র অনিরুদ্ধ কুপিত হইয়া উচিতমত যথার্থ প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন; শুন,—আমার পিতা পূর্ব্বজন্মে পরম-পবিত্র ব্রহ্মনন্দন কামদেব ছিলেন। এই ত্রৈলোক্য নিরন্তর তাঁহার অস্ত্রের বশীভূত ছিল। নিজ কর্ম্মফলে শিবকোপানলে তিনি ভস্মীভূত হইয়া এখন সর্ব্বপরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হইয়াছেন। পতিব্রতা জননী রতি, শম্বরাসুরকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃতা হইয়া কামদেব ভস্মীভূত হইলে, পতিশোকবিধুরা হইয়া তদীয় গৃহে অবস্থিতি করেন। জননী রতি, নিজছায়াকে মায়াবলে মায়াবতীনাম্নী রমণীরূপিণী করিয়া শম্বরের শয়নসঙ্গিনী করিয়াছিলেন; তিনি এইরূপে ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করত শম্বরগৃহে ছিলেন। আমার পিতা শত্রু শম্বরকে বধ করিয়া নিজ দয়িতাকে গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকাতে সমাগত হন; চন্দ্র-সূর্য্য ইহার সাক্ষী। চতুর্ব্বেদ এবং বেদবেত্তা সাধুগণ যাঁহাকে অবগত হইতে অসমর্থ, আমার পিতামহ সেই বাসুদেবকে তুমি জানিবে কিরূপে? তুমি ত মূঢ়। বাসুশব্দের অর্থ অখিলব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়—যাঁহার লোমকূপে কতশত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান, সেই বিরাট্ পুরুষ; যিনি বিরাট্পুরুষেরও দেব—প্রভু; সেই পরব্রহ্মই বাসুদেব নামে বিখ্যাত। ৬৯—৮১। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তুমি এখন যাঁহার ভৃত্য, সেই মহাদেবকেই সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসা কর। হায়! তুমি কৃষ্ণসেবক বলির পুত্র এরূপ দুরাত্মা হইলে কেন? তোমার জ্ঞান অত্যন্ত অল্প, তাই তাঁহাকে "বৃন্দাবনে বৈশ্যপুত্র" বলিতেছ। বৈশ্যান্নভোজনে কোন দোষ নাই, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পরস্পর ভোজন বেদশাস্ত্রানুমোদিত। দ্রোণ একজন প্রধান প্রজাপতি, সতী ধরা তাঁহার সহধর্ম্মিণী; তাঁহারা উভয়ে তপস্যাপ্রভাবে পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৈশ্যরাজ নন্দ সেই দ্রোণ; যশোদা সেই সাধ্বী ধরা; বৃষভানুনন্দিনী রাধিকা;—তিনি ত শ্রীদামের দারুণ অভিশাপে স্বামীর আদেশক্রমে ত্রিংশৎকোটি গোপীকে সমভিব্যাহারে লইয়া গোলোক হইতে এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে অবতীর্ণা হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে সেই সমস্ত গোলোকবাসিনী নিজপত্নীগণেরই সহিত সানন্দে বিহার করিয়াছেন; আর রাধিকার ত বৃন্দাবনেও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; এ বিবাহে পুরোহিত ছিলেন ব্রহ্মা। কোটিসংখ্যক গোপ সানন্দে গোলোক হইতে বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীহরির প্রধান প্রধান পার্ষদ এবং তাঁহার সমান তেজঃসম্পন্ন। পরমাত্মাস্বরূপ হরি যে গোপবেশে গোধন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সেই মায়াপতির মায়াবিজৃম্ভিত গোপ-শিশু-শিক্ষার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে অসুর! তোমার ভগিনী বলিকন্যা পূতনা শ্রীকৃষ্ণের বামন মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ন্যায় পুত্র কামনা করিয়াছিলেন,—যদি আমার এইরূপ একটী পুত্র হয়, তাহা হইলে এখন আমি সেই সুন্দর পুত্রটীকে বক্ষঃস্থলে করিয়া স্তন পান করাই। প্রভু ভগবান্ কৃষ্ণ তাহার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন;—পূতনা ভগবান্কে স্তন পান করাইয়া রত্নযানে আরোহণপূর্ব্বক গোলোকে গমন করিয়াছে। ৮২—৯২। কুব্জা পূর্ব্বজন্মে দুরাত্মা রাবণের ভগিনী ছিল; তাহার নাম সূর্পণখা। সে কামবশে শ্রীরামের প্রতি অভিলাষবতী হয়। ধার্ম্মিক-প্রধান লক্ষ্মণ, তাহার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন। পরে সূর্পণখা সেই পরমেশ্বর তাহার স্বামী হইবেন, তপস্যা-প্রভাবে ব্রহ্মার নিকটে এই বর লাভ করে। কুব্জারূপে উৎপন্না সূর্পণখা সেই পুণ্যবলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া গোলোকে গমন করিয়াছে; কৃষ্ণের আলিঙ্গনবলে গোলোকে গিয়া একজন গোপী

হইয়াছে। নরকাসুর নিজের প্রাক্তনকর্ম্মফলে শ্রীকৃষ্ণের বধ্যই ছিল। আর শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের অন্তঃপুরস্থিত কন্যাগণের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন ;—এ বিষয়ের সাক্ষী চন্দ্র-সূর্য্য। ভীষ্মক-দুহিতা সতী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণমহিষী মহালক্ষ্মী; সেই সাধ্বী ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণা হন। সাক্ষাৎ বসুন্ধরা দেবীই সত্রাজিতনন্দিনী সত্যভামা। রাজা সত্রাজিত, শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি যৌতুক প্রদান করেন। ভূভারহরণের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে আগমন। তিনি কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধপ্রসঙ্গে সেই ভূভার হরণ করিয়াছেন। শিশুপাল এবং দন্তবক্র বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের দ্বয়দ্বারের দ্বারপাল জয় বিজয়। সনৎকুমারের শাপে উহারা পদচ্যুত হইয়া তিনজন্ম মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, ইহা স্থির ; তোমারই পূর্ব্ব পুরুষ হিরণ্যকশিপু এবং তদীয় ভ্রাতা বরুণজেতা হিরণ্যাক্ষ জয়-বিজয়ের প্রথম জন্ম এই দুইরূপে। শ্রীহরি নৃসিংহ-রূপে হিরণ্যকশিপুকে এবং বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করেন। তাহাদিগের প্রথম জন্মের কথা শুনিলে ত? ৯৩—১০২। দ্বিতীয় জন্ম তাহাদিগের রাবণ-কুম্ভকর্ণরূপে। রাবণ-কুম্ভকর্ণ শ্রীরামের হস্তে নিহত হয়। এই কলিকালে তাহাদিগের শেষ জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ উপলক্ষে তাহাদিগকে বধ করেন। জরাসন্ধ, শাল্ব এবং দুরাত্মা কংস পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে ভূভারহরণেচ্ছু শ্রীহরির বধ্য হইয়াছিল। কালযবনও প্রাক্তন কর্ম্মফলে মান্ধাতৃনন্দন মুচকুন্দের বধ্য ছিল। স্বয়ং লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণের আর ধনে প্রয়োজন নাই যে, লোভপ্রযুক্ত বধ করিবেন; সত্যভামার নিকটে প্রতিজ্ঞা করাতেই পুণ্যকব্রতের জন্য পারিজাত আনয়ন করিয়া আত্ম-ব্রত সমাধা করিয়াছেন। ভল্লুকনন্দিনী জাম্ববতী স্বয়ং দুর্গার অংশ। শ্রীহরি তাঁহার তপোবলেই এই ভারতবর্ষে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। স্বামীর অনুমতিক্রমেই কুন্তীর ক্ষেত্রজপুত্র উৎপন্ন হয়। ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন, সত্য প্রভৃতি তিন-যুগেই প্রসিদ্ধ ছিল, কেবল কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাই যুধিষ্ঠির ধর্ম্মনন্দন, ভীম পবনতনয়, এবং পৃথিবী-বিজয়ী ধর্ম্মিষ্ঠ অর্জ্জুন ইন্দ্রের পুত্র; স্বয়ং শিব, তাঁহাকে সহর্ষে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। অশ্বমেধ, বৈধ গোবধ, সন্ন্যাস ক্ষেত্রজাদি পুত্রের করণ এবং দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন কলিকালে এই পাঁচটী কার্য্য নিষিদ্ধ। শিবের বরেই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী। বলদেব, নিত্যই পবিত্র পুষ্পমধু পান করিয়া থাকেন। পবিত্র ধার্ম্মিক বলরাম, স্নানের জন্য যমুনাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। স্বয়ং কৃষ্ণই মহাত্মা অর্জ্জুনকে সুভদ্রা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। দক্ষিণ দেশীয় লোক মাতুলকন্যা বিবাহ করিতে পারে। একার্য্য অন্য দেশে দোষাবহ ;—ব্রহ্মা ইহা বলেন। ১০৩—১১৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

বাণ কহিলেন, অনিরুদ্ধ! তুমি পণ্ডিত বট; তোমার কথাও সত্য। শিবও এই সকল কথা বলিয়াছেন ; আমিও মনে মনে সব বুঝিয়াছি। তুমি যে বলিলে, মহাভাগা দ্রৌপদী শিবের বর-প্রভাবে পঞ্চস্বামীর প্রণয়িনী হইয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। তোমার মাতা রতিকে শম্বরাসুর কিরূপে হরণ করিয়াছিল? দেবতারা রতিকে ছাড়িয়া দিলেন কেমন করিয়া? তবে বোধ হয় তাঁহারা শম্বরাসুরের নিকটে সকলেই পরাজিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সকলের পরাজয় কিরূপে হইল? অনিরুদ্ধ বলিলেন ;—একদা রঘুনাথ সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রম্য পঞ্চবটীবনে সরোবরে স্নান করিয়া তথায় অবস্থান করত সীতাকে বলিলেন ;—"হেমন্তকালে জল নির্ম্মল ও সুস্বাদু হয়; অন্নব্যঞ্জন রমণীয় এবং সকল বস্তুই সুশীতল হইয়া থাকে।" প্রভু এই বলিয়া ফলভোগ করিয়া, অগ্রে সীতাকে অনন্তর লক্ষ্মণকে প্রদান-পূর্ব্বক সর্ব্বশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন। লক্ষ্মণ, সেই ফল জল গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু সীতার উদ্ধার করিবার জন্য মেঘনাদকে বধ করিতে হইবে বলিয়া কিছুই ভোজন করিতেন না। যে যোগিপুরুষ, চতুর্দ্দশ বৎসর অনিদ্রা ও অনাহার থাকিবেন, তিনিই রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিতে সমর্থ। ইত্য-বসরে অগ্নি, কমললোচন রামকে দেখিবার জন্য আসিয়া শ্রীরামের শ্রবণদুঃসহ ভাবি-ঘটনা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; মহাভাগ-রাম! শুন ;—সীতাকে গোপন কর; দুষ্ট রাক্ষস রাবণ সপ্তাহের মধ্যে জানকীকে অপহরণ করিবে। প্রাক্তনকর্ম্মফলে তাহার নিবারণ হইবে না। বিধি-লিখিত প্রাক্তন ফল নিবারণে কে সক্ষম হইতে পারে? চতুর্ব্বেদেই উক্ত আছে, "নচ দৈবাৎ পরং বলম্"। ১—১১। শ্রীরাম

বলিলেন ;—তুমি সীতাকে গ্রহণ করিয়া গমন কর। সীতার ছায়া আমার এখানে থাকৃ। পত্নীপরিত্যাগ-কার্য্য সকলের পক্ষেই জুগুপ্সিত। অগ্নি রোরুদ্য-মানা সীতাকে লইয়া গমন করিলেন। সীতাসদৃশী তদীয়া ছায়া শ্রীরামসমীপে রহিলেন। তৎকালে ছায়াসীতা বলিয়াই রাবণ অবলীলাক্রমে তাঁহাকে হরণ করিতে পারিয়াছিল। শ্রীরাম সেই রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া ছায়াসীতা উদ্ধার করেন। সীতার অগ্নি পরীক্ষাকালে সেই ছায়াসীতা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করেন; তখন অগ্নি, ছায়া রাখিয়া রামকে জানকী প্রদান করেন। রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সহর্ষে নিজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হন। আর ছায়াসীতা দুঃখিতচিত্তে বহ্নি-সন্নিধানে থাকিলেন। অনন্তর ছায়াসীতা নারায়ণ-সরোবরে দিব্য একশত বৎসর শিবের উদ্দেশে তপস্যা করেন। পরে শিব আসিয়া বলেন, তোমার মঙ্গল হউক, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ভর্তৃবিরহদুঃখিতা ছায়াসীতা ব্যগ্রতা সহকারে ত্রিলোচন শিবের নিকটে পাঁচবার পতি ভিক্ষা করেন। তখন সকল সম্পত্তি-দাতা শঙ্কর, তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। মহাদেব বলিলেন,—সাধ্বি! তুমি ব্যাকুলা হইয়া "পতি প্রদান করুন" এই কথা পাঁচবার বলিয়াছ; অতএব বিষ্ণুর অংশ পঞ্চ ইন্দ্র তোমার স্বামী হইবেন। সেই পঞ্চ ইন্দ্রই বর্ত্তমানকালের পঞ্চ-পাণ্ডব। আর ছায়াসীতাই এখনকার যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভূতা দ্রৌপদী। তিনি সত্যযুগে বেদবতী, ত্রেতাযুগে ছায়া-সীতা আর দ্বাপরযুগে দ্রৌপদী, এইজন্য কৃষ্ণার নাম ত্রিহায়ণী অর্থাৎ ত্রৈকালিকা। বৈষ্ণবী এবং কৃষ্ণভক্তা বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণা। এই কৃষ্ণা ভবিষ্যতে মহেন্দ্রদিগের স্বর্গলক্ষ্মী হইবেন। ১২—২৩। দ্রুপদ-রাজা স্বয়ম্বরকালে তাঁহাকে অর্জ্জুনের হস্তে সম্প্রদান করেন। অনন্তর বীর অর্জ্জুন উপনিবেশে আসিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি যে বস্তু অদ্য লাভ করিয়াছি; তাহা কি করিব? মাতা তাঁহাকে বলি-লেন, যাহা পাইয়াছ ভ্রাতৃগণের সহিত তাহা তুমি স্বয়ং গ্রহণ কর। প্রথমে শিবের বর, শেষে জননীর আজ্ঞা, এই দুই কারণে দ্রৌপদীর স্বামী পঞ্চ পাণ্ডব। পঞ্চ পাণ্ডবও অন্য কেহ নহেন, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের মধ্যে পাঁচ-জন ইন্দ্র। আমার পিতা রুদ্র-কোপানলে ভস্মীভূত হইলে, আমার মাতা মহাদেবকে ভর্ৎসনা করেন, তাহাতে মহাদেব, তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন; রতি! তুমি আমার শাপে অচিরেই অসুরকবলে পতিত হইবে; শম্বরাসুর ইন্দ্রাদি দেবগণকে জয় করিয়া তোমাকে হরণ করিবে। অনন্তর জননীর অনুনয়ে মহাদেব শাপান্ত করেন যে, পুনরায় নিজপতি লাভ করিবে; কিন্তু যতদিন তোমার পতি পুনর্জ্জী-বিত না হন, ততদিন ছায়ারূপে অসুরগৃহে অবস্থিতি করিবে। দৈত্যরাজ! এই আমি তোমার নিকটে দেবগণের গুপ্তচরিত্রবিষয়ক সমস্ত পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম, শুনিলেন ত? ২৪—৩০। ইত্য-বসরে বাণরাজার প্রধান সেনাপতি কুম্ভাণ্ডভ্রাতা মহা-বলপরাক্রান্ত মহারথ সুভদ্র সশস্ত্র সমরে আগমন-পূর্ব্বক তথা হইতে বাণকে সরাইয়া প্রলয়ানলের ন্যায় উগ্রভাবে অনিরুদ্ধের প্রতি শূল ক্ষেপ করিল। অনি-রুদ্ধ অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা সেই শূল ছেদন করিলেন। তখন সুভদ্র, শত সূর্য্যসম প্রভাশালিনী শক্তি তদুপরি নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্ননন্দন, বৈষ্ণবাস্ত্রদ্বারা সেই শক্তি ছেদন করিলেন। অনন্তর সুভদ্র সেই রণ-ক্ষেত্রে নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিল; মহাবল অনিরুদ্ধ, নির্ভীকচিত্তে সেই অস্ত্রকে গ্রাস করিয়া শয়ান হই-লেন। তখন সেই শতসূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী, বিশ্ব-সংহারে সক্ষম অস্ত্র উর্দ্ধে ভ্রমণ করত আকাশে লীন হইল। নারায়ণাস্ত্র নিবারিত হইলে, অনিরুদ্ধ সেই রণক্ষেত্রে মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক, তদ্বারা সুভদ্রের রথ, অশ্ব এবং সারথি বিনাশ করিয়া অবলীলাক্রমে সুভদ্রকেও বধ করিলেন। সুভদ্র নিহত হইলে, মহা-বলপরাক্রান্ত বাণরাজা, সমরাঙ্গণে একশত শর অনি-রুদ্ধের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন প্রদ্যুম্ননন্দন, অগ্নিবাণদ্বারা সেই শরনিকর দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বাণ, বিশ্বসংহারকারী ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপ করিলেন, তদ্দর্শনে, অনিরুদ্ধ; শীঘ্র বীজমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তদ্বারা অবলীলাক্রমে বাণ-প্রেরিত ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন শিব, গণেশ এবং কার্ত্তিক নিষেধ করিলেও বাণ, ক্রোধে সত্বর পাশুপতাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন; অনিরুদ্ধ, তাহা দেখিয়া লঘুহস্ত মহারথ সশর-শরাসন বাণরাজের প্রতি জৃম্ভণাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। বাণ তাহাতে রণক্ষেত্রে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। অনিরুদ্ধ পুনরায় নিদ্রাস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাণরাজাকে নিদ্রিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল মহাভাগ্য ধনুর্দ্ধর অনিরুদ্ধ, বাণকে নিদ্রিত দেখিয়া উৎকৃষ্ট খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক বধ করিতে উদ্যত হইলে, কার্ত্তিক শতবাণ নিক্ষেপ করত অবলীলাক্রমে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তখন অনিরুদ্ধ, দুর্নিবার প্রসিদ্ধ শক্তি প্রহারে সহসা কার্ত্তিকের উত্তম রত্নসারময় রথ

ভগ্ন করিলেন। তখন কার্ত্তিক সেই রণক্ষেত্রে সরোষে গদাঘাতে অবলীলাক্রমে তৎক্ষণাৎ অনিরুদ্ধরথ ভগ্ন করত আনন্দিত হইলেন। অনিরুদ্ধ ক্ষুরধার অর্দ্ধাস্ত্র বাণদ্বারা কার্ত্তিকের ধনু অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ভল্লাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; তখন কার্ত্তিকের, দুর্নিবার এক গদাঘাতে তাহা বিনষ্ট হইলে, মদননন্দন, কার্ত্তিকের হস্ত হইতে সেই গদা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কার্ত্তিক, শূল গ্রহণপূর্ব্বক সহসা অনিরুদ্ধকে বধ করিতে আসিলে, প্রদ্যুম্ননন্দন তাঁহাকে সরোষে দূরে ঠেলিয়া দিলেন। কার্ত্তিক পুনরায় আসিয়া হস্তদ্বারা অনিরুদ্ধকে বারংবার আকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। মহাবল অনিরুদ্ধ তাঁহাকে সবলে গ্রহণ করিয়া ভূতল হইতে উত্থিত হইলেন। তখন গণেশ আসিয়া তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ মিটাইয়া দিলে, কার্ত্তিক নিজগৃহেও অনিরুদ্ধ উষাভবনে গমন করিলেন। গণেশও শিবের নিকটে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে গেলেন। ৩১—৫২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন;—গণেশ শিবের নিকটে গমন করিয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করত সুভদ্র-নিধন, বাণ-অনিরুদ্ধ-যুদ্ধ, কার্ত্তিকঅনিরুদ্ধ-যুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধ-বিক্রম সমস্তই ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া তাঁহার নিকটে নিবেদন করিলেন। ভগবান্ মহাদেব গণেশের কথা শ্রবণে হাস্য করিয়া, কোমলবচনে বেদসম্মত গুপ্তবিষয় বলিতে লাগিলেন;—মহাভাগ গণেশ! হিতকর পরিণামসুখাবহ, নীতিসার, আমার সত্যবচন শ্রবণ কর। পুত্র! অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই কৃষ্ণময়; শ্রীকৃষ্ণকে কার্য্যরূপী এবং নিখিল কারণেরও কারণরূপী বলিয়া জানিবে। গণেশ! ব্রহ্মা হইতে তৃণ-পর্য্যন্ত সমস্তই মিথ্যা জানিবে, কেবল ভগবান্ কৃষ্ণকেই সনাতন ও সত্যস্বরূপ নিশ্চয় করিবে। এই সনাতন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে রাধাকান্ত, মনোহর দ্বিভুজ, গোপবালকবেশধারী পরিপূর্ণতম। এই অনন্ত-ব্রহ্মমহেশ্বরবন্দিত কৃষ্ণ রম্য বৃন্দাবন, সুন্দর রাসমণ্ডল, শতশৃঙ্গ শৈল, নির্জ্জন বটমূল, গোষ্ঠ, ভাণ্ডীরবন এবং নির্ম্মল বিরজা-নদীতীর এই সকল স্থানে গোপগোপীমণ্ডলী এবং কামধেনুগণসমভিব্যাহারে মুরলীহস্তে বিচরণ করেন। আহা! কিবা তাঁহার নবীননীরদ শ্যামল কান্তি! তাহাতে আবার পরিধানে পীতবস্ত্র, ঠিক যেন সৌদামিনীজড়িত নবীন মেঘমালা। ১—১০। গোলোকে রাসমণ্ডলে তাঁহার যত প্রাদুর্ভাব, রম্য গোকুলে পবিত্র বৃন্দাবনবনেও তদ্রূপ। সকল অবতারই ঈশ্বরের হয় অংশ, না হয় অংশাংশ; কেবল ভগবান্ কৃষ্ণই স্বয়ং পূর্ণতম। শ্রীরামও পরিপূর্ণতমবটেন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মশাপে আত্মবিস্মৃত। অনিরুদ্ধ সেই শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র মহাবল পরাক্রান্ত; আমিই সেই নিদারুণ মহাসমরে কার্ত্তিককে প্রেরণ করি, যুদ্ধে বাণ মরিয়াছিল আর কি, কার্ত্তিক কেবল তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। কার্ত্তিক ও অনিরুদ্ধের যুদ্ধ—গণেশ! তুমিই মিটাইয়া দিয়াছ। অষ্টভৈরব একাদশরুদ্র, অষ্টবসু, ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ, দ্বাদশ আদিত্য, সকল দৈত্যগণ দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, সানুচর বাণ, এমন কি সমুদয় প্রাণী একত্র হইয়াও অনিরুদ্ধকে জয় করিতে সক্ষম হয় না। অনিরুদ্ধ সাক্ষাৎ ব্রহ্মা; প্রদ্যুম্ন, কামদেব, বলদেব, অনন্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত পূর্ণব্রহ্ম। গণেশ! এই তোমাকে সমস্ত বলিলাম; এখন বাণকে রক্ষা কর। তুমি মঙ্গল-স্বরূপ এবং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক। কোটি সূর্য্যসমপ্রভ অব্যর্থ অস্ত্রশ্রেষ্ঠ সুদর্শন গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই আগমন করিবেন। ১১—১৯

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

শিব, গণেশকে প্রবোধ দিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলে, তথায় দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, ভৈরবী ভদ্রকালী, উগ্রচণ্ডা, কোটরী; ইহাঁরা রম্যরত্নসিংহাসন হইতে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই জগদীশ্বরকে প্রণাম করিলেন। তখন গণেশ, মহাবল কার্ত্তিকেয়, বাণ, বীরভদ্র, স্বয়ং নন্দী, নন্দক, মহামন্ত্রী মহাকাল এবং অষ্টভৈরব তথায় সমাগত হইলেন। ইত্যবসরে সিংহ-দ্বারের দ্বারী মণিভদ্র তথায় আসিয়া মহেশ্বরকে বলিল, মহেশ্বর! যাদবগণের অসংখ্য সৈন্য এবং তাহার অধ্যক্ষ বলদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি, রাজা উগ্রসেন ভীম, স্বয়ং অর্জ্জুন, অক্রূর, উদ্ধব ও ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত আগমন করিয়াছেন। সাত জন গোপপারিষদকর্ত্তৃক শ্বেত চামরদ্বারা সেব্যমান, বিধাতার বিধাতা, কোটি কন্দর্প-লাবণ্যলীলাসম্পন্ন, বনমালা-বিভূষিত, পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কোটিসূর্য্যসমপ্রভ নিরুপম চক্র, কৌমোদকী গদা, অব্যর্থ শূল এবং বিশ্বসংহারসমর্থ

মহাখড়্গ লইয়া উত্তম রত্নসারনির্ম্মিত মনোহর শ্রেষ্ঠ-রথে আরোহণপূর্ব্বক লক্ষ মহারথ, ত্রিকোটি রথ, ত্রিকোটি গজেন্দ্র, ত্রিকোটি মল্ল, শতকোটি অশ্ব, চতুঃশতকোটি বর্ম্মধারী, অষ্টবিংশতিকোটি খড়্গধারী এবং ষট্‌পঞ্চাশৎকোটি ধনুর্দ্ধর-সমভিব্যাহারে সত্বর সমাগত হইয়াছেন। দাশরথি রাম যেমন লঙ্কার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও শোণিত পুরের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছেন। সহস্র তালবৃক্ষ-প্রমাণ উচ্চ, সুরাসুরগণের দুর্লঙ্ঘ্য, জ্বলন্ত অগ্নিশিখা-ময়ী উজ্জ্বল পরিখা, পক্ষিরাজ গরুড় মন্দাকিনীসলিল-রাশি বর্ষণে নির্ব্বাণ করিয়াছে। বলদেব লাঙ্গল এবং লক্ষমল্ল দ্বারা উত্তম মণিসারনির্ম্মিত প্রাকারসমূহ ভগ্ন করিয়াছেন। ১—১৫। প্রভু বলদেব, ত্রিলক্ষ উদ্যান বিনষ্ট ও দ্বারপালগণকে নিহত করিয়া মহাদ্বারে প্রবেশ করিয়াছেন। মহাদেব এই কথা শুনিয়া সেই দেবসভামধ্যে পার্ব্বতী ও ভদ্রকালীকে বলিলেন;—কার্ত্তিক, গণেশ, অষ্টভৈরব, একাদশরুদ্র, বীরভদ্র, মহাকাল এবং নন্দী এই সমস্ত সেনাপতি দিগকে তোমরা রক্ষা কর। ভগবান্ চক্রপাণি কৃষ্ণ গোলোকনাথ; তিনি সমাগত হইয়াছেন। তিনি ক্ষণকালমধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসমূহ বিনষ্ট করিতে সমর্থ; সামান্য নগর ত কোন্ ছার। অতএব ইহারা সকলেই বিবিধ উপায় অবলম্বনে বাণের রক্ষা বিধান করুক। বাণ পরাৎপর লম্বোদরের স্মরণপূর্ব্বক রণ-ক্ষেত্রে গমন করুক। বাণের দক্ষিণভাগে কার্ত্তিক, সম্মুখে গণেশ, বামভাগে ভৈরবগণ, রুদ্রগণ এবং মহারথ নন্দী, পশ্চাৎ ভাগে মহাকাল বীরভদ্র ও অন্যান্য সৈন্যগণ, এবং ঊর্দ্ধে দুর্গা, ভদ্রকালী, উগ্র-চণ্ডা এবং কোট্টরী বর্ত্তমান থাকিবেন। হে মহা-ভাগে! দুর্গতিনাশিনি দুর্গে! তুমি বাণকে রক্ষা কর। তুমি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, এই জন্য তুমি নারায়ণী নামে অভিহিতা। হে জগজ্জননি। সর্ব্ব-মঙ্গলমঙ্গলে! বিষ্ণুমায়ে! চক্রশ্রেষ্ঠ অমোঘ সুদর্শন চক্র হইতে বাণকে রক্ষা করিবে। বাণ আমার সর্ব্বাপেক্ষা এমন কি কার্ত্তিক-গণেশ অপেক্ষাও প্রিয়। দুর্গে! বাণের মস্তকে পদকমল-ধূলি ও হস্ত প্রদান কর। ১৬—২৫। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা শিবের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কালোপযুক্ত যথার্থ মধুর বাক্য-বলিতে লাগিলেন;—বাণ! জামাতা অনিরুদ্ধকে রত্নভূষণে ভূষিত করিয়া তাঁহাকে অগ্রে করিয়া মুক্তা-মাণিক্য, হীরক এবং মণিরত্নাদি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত এবং রত্ন-ভূষণভূষিতা কন্যা উষাকে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের করে অর্পণ কর। নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিবে। আত্মার সহিত আবার যুদ্ধ কি? প্রাণ যাহার সহিত একেবারে যায়; ইন্দ্রিয়গণ সহ জীবাত্মা অবস্থান করেন না; শক্তিরূপা আমি থাকতে পারি না, ব্রহ্মস্বরূপ মন এবং স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ শিব চলিয়া যান; সুতরাং শিবরূপ জ্ঞান বিনা দেহ সদ্য পতিত ও শবাত্মক হয়; সেই পরমাত্মার সহিত আবার যুদ্ধ কি? হে শিব! সুদর্শনচক্রের তেজে যুদ্ধক্ষেত্রে কে অবস্থান করিতে পারিবে? আত্মা বা আকাশ বাণবিদ্ধ হয় না; তবে আত্মার সহিত যুদ্ধ হইবে কিরূপে? ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ শরীরধারী পরিপূর্ণতম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ নিত্য সত্য এবং সকলের পরমাত্মা। গণেশ এবং কার্ত্তিকেয় আমার প্রিয় বটে, কিন্তু আপনি তাহাদিগের অপেক্ষাও প্রিয়। বাণ কিঙ্করগণের মধ্যে প্রিয়তম; কিন্তু কৃষ্ণ অপেক্ষা পরম প্রিয় আর কেহ নাই। আমি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, গোলোকে স্বয়ং রাধিকা, আমিই শিবলোকে শিবা এবং ব্রহ্মলোকে সরস্বতী। আমিই পূর্ব্বকালে দৈত্য-কুল বিনাশ করিয়া দক্ষনন্দিনী সতীরূপে আবির্ভূতা হই। আবার সেই আমিই তোমার নিন্দাশ্রবণে সতীদেহ ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতনন্দিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। রক্তবীজযুদ্ধে আমিই যে অপর মূর্ত্তি ধারণ করি তাহাই কালী; আমিই বেদমাতা সাবিত্রী, জনকনন্দিনী সীতা এবং ভারতবর্ষে দ্বারকানগরবাসিনী ভীষ্মকদুহিতা রুক্মিণী। আমিই আবার এখন দৈব-লব্ধ শ্রীদামশাপে পবিত্র বৃন্দাবনকাননে বৃষভানুতনয়া কৃষ্ণ-ধর্ম্মপত্নী রাধা। আপনি ভগবান্ সনাতন সর্ব্বজ্ঞ শিব; আপনাকে আর আমি কি বলিব? এখন সময়োচিত যাহা হয়, তাহা করুন। ২৬—৩৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন;—পার্ব্বতীর কথা শুনিয়া কার্ত্তিকেয়, গণেশ, কালী এবং স্বয়ং শিব তাঁহার প্রশংসা করিলেন জগজ্জননী পরাৎপরা জ্যোতির্ম্ময়ী পরমা মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরীকে ভগবান্ শিব বলিলেন; দেবেশি! তুমি যাহা বলিলে তাহা যথার্থ হিতকর এবং বেদসম্মত। পরমাত্মার সহিত যুদ্ধ করা নিতান্ত অযুক্ত এবং উপহাসাস্পাদ। বাণ নিজ কন্যা উষাকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া প্রদান করুক; তাহা হইলে সকল কার্য্য সামঞ্জস্য, কীর্ত্তিরক্ষা এবং মঙ্গল

হইবে। যদি বাণ কন্যাদান না করে, তাহা হইলে সেই হিরণ্যকশিপুবংশোদ্ভব নিশ্চয়ই ভয়ে যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া অযশস্কর হইবে। তথাপি যদি যুদ্ধে যাইতে ইচ্ছা হয়, তবে সেই সমরশাস্ত্র-বিশারদ বাণ কবচাবৃত হইয়া প্রথমে যুদ্ধে গমন করুক, পশ্চাৎ আমরা সজ্জিত হইয়া যাইব। তখন কন্যাদান করিতে বাণকে শিব বলিলেন; বাণ কিন্তু তাহা স্বীকার করিল না। দুর্গা তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, সে কিন্তু বুঝিল না। ইত্যবসরে সপ্তলক্ষ দৈত্যপুঙ্গবে পরিবৃত মহাস্ত্রবেত্তা পরম ধার্ম্মিক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহাবল বলি,—প্রতাপান্বিত সাতজন দৈত্যকর্ত্তৃক পরিচালিত-শ্বেতচামরসমীরণ সেবন করত উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত রথারোহণে সেই মনোরম সভামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি সত্বর রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গণেশ শিব দুর্গা ও কার্ত্তিকেয়কে প্রণাম করিয়া সভামণ্ডপে অবস্থিত হইলেন। ১—১০। তাঁহাকে সমীপস্থ দেখিয়া শিব ব্যতীত সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা ভগবান্ মহাদেব, প্রিয়-সম্ভাষণপূর্ব্বক মনোহর মঙ্গলময় কথা তাঁহাকে বলিলেন, বৈষ্ণবসমাগমই পরম লাভ; বৈষ্ণবের স্পর্শ-মাত্রেই তীর্থ সকলও পবিত্র হয়। পবিত্র ব্রাহ্মণ সকল আশ্রমবাসীদিগেরই পূজনীয়; আবার বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ তদপেক্ষা অধিক পূজ্য। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পবিত্র দেখিতে পাই না। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বায়ু হইতেও পবিত্র অগ্নি হইতেও পবিত্র এবং সমস্ত তীর্থ হইতেও পবিত্র। দেবতারাও তাঁহাকে ভয় করেন। অনলনিক্ষিপ্ত শুষ্ক তৃণরাশির ন্যায় তদীয় দেহসম্বন্ধে পাপ সকল দগ্ধ হইয়া যায়। বলি বলিলেন;—হে জগন্নাথ! আমি স্তবের অযোগ্য একজন আপনার ভৃত্যমাত্র; হে ঈশ্বর! আমাকে স্তব করিতেছেন কেন? নাথ! আপনিই আমাকে অত্যন্ত দুর্লভ পরমৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। এখন আমাকে দৈববশতঃ সর্ব্বনিম্নভূতলে স্থাপন করাইয়াছেন। হে সুরেশ্বর! আপনি বামনরূপে এই দাসের নিকটে ঐশ্বর্য্য লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছেন। আপনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্বরূপ। আমার প্রাণাধিক পুত্র বাণকে এখন আপনি হিতকথা বুঝান; কেন না আত্মার সহিত যুদ্ধ বেদবিরুদ্ধ। বলি এই কথা বলিয়া শিবকে প্রণাম ও পুত্রকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবার পর যথায় মনুষ্যাকার ভগবান্ পরমাত্মা অবস্থিত ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। কোটিসূর্য্যপ্রভাশালী চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিবামাত্র বলি ভক্তিসহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। ১১—২০। অনন্তর তিনি পুলকিত-কলেবর সাশ্রুনেত্র ও ভক্তিবিহ্বল হইয়া শুক্র-প্রদত্ত একাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া হৃদয়কমলমধ্যে নিরন্তর ধ্যেয় সুমনোহর পরমেশ্বরকে সামবেদোক্ত স্তোত্রদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন;—প্রভু হে! পূর্ব্বে আপনি মাতা অদিতিদেবীর প্রার্থনা ও ব্রত-পালনপ্রযুক্ত বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। আপনি এই ভক্তদাস অপেক্ষা অধিক ভক্ত পুণ্যবান্ ভ্রাতা ইন্দ্রকে অনুরাগসহকারে আমার সম্পত্তিরূপ মহালক্ষ্মী প্রদান করিয়াছেন। এই বাণ আমার পুত্র; শিবের কিঙ্কর। সেই ভক্ত-বৎসলই সমীপে থাকিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। মাতা যেমন পুত্রকে প্রতিপালন করে, পার্ব্বতীও তদ্রূপ ইহাকে পালন করিতেছেন। সম্প্রতি আপনার পৌত্র, ইহার যুবতী সতী কন্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, আবার ইহাকে বধ করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, কার্ত্তিক নিবারণ করিয়াছেন। সেই অপরাধী পৌত্রকে দমন করিতে না পারিয়া আমার পুত্রকেই কিনা আপনি বধ করিতে আসিয়াছেন! পরমাত্মা সর্ব্বত্রই সমভাবাপন্ন; বেদে ইহাই শুনিতে পাই। হে জগন্নাথ! তবে এরূপ ব্যতিক্রম করিতে-ছেন কেন? আপনি যাহাকে বধ করিবেন, জগতে কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? এক আপনার সুদর্শনই কোটি সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর। কোন দেবতারই অস্ত্রে তাহা নিবারিত হয় না। যেমন সুদর্শন চক্র সকল অস্ত্রের শ্রেষ্ঠ; তেমনই আপনিও দেবগণের পরমেশ্বর। আপনি যেমন বিধাতারও বিধাতা, আপনার অস্ত্রও আবার তদুপযুক্ত। ২১—৩০। বিষ্ণু ও শিব, সত্ত্বগুণাবলম্বী; স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ ব্রহ্মা রজোগুণাবলম্বী, আর বিশ্বসংহারকারী ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্র তমোগুণাবলম্বী; তিনি সকল রুদ্রগণের মধ্যে প্রধান, তিনিই শিবের অংশ। অন্য সকল রুদ্রই অংশাংশমাত্র। আপনি নির্গুণ, তাঁহাদিগের এবং প্রকৃতির নিয়ন্তা। আপনি, সকলেরই পরমাত্মা। বিষ্ণু—প্রাণ, স্বয়ং ব্রহ্মা—মন, স্বয়ং শিব—জ্ঞান, সর্ব্বশক্তিপ্রধান ঈশ্বরী প্রকৃতিই—বুদ্ধি। সর্ব্বদেহ-স্থিত জীব—পরমাত্মস্বরূপী আপনার প্রতিবিম্ব। কর্ম্মী জীব, স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগী, আপনি সাক্ষী মাত্র। রাজা গমন করিলে, অনুচরগণ যেমন তাঁহার অনুগমন করে, তদ্রূপ আপনি দেহ ছাড়িয়া গমন করিলে পূর্ব্বোক্ত সকলেই আপনার অনুগমন করেন। আপনার

নির্গমে কেহ সদ্য পতিত হয়; এবং অস্পৃশ্য শবরূপে পরিণত হয়। অনেক পণ্ডিত আপনার মায়ায় বঞ্চিত হইয়া বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না। যে সকল সাধু আপনাকে ভজনা করেন, তাঁহারই এই মায়া পার হইতে পারেন। ত্রিগুণা প্রকৃতি পরমাবৈষ্ণবী ঈশানী, নারায়ণী, দুর্গা, আপনার মায়ারূপা; তাঁহাকে অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য। প্রতিব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আপনার অংশ। সকল বিশ্বের আশ্রয় যে মহাবিরাট্ যোগনিদ্রাবলম্বনে ব্রহ্মাণ্ডগোলমধ্যে-জলশায়ী; সেই ভগবান্ই বাসু-পদবাচ্য। আপনি তাঁহারও পরম দেবতা; তাই পুরাবেত্তাগণ আপনাকে বাসুদেব বলেন। ৩১—৪০। আপনি কলায় অর্থাৎ অংশাংশে সূর্য্য, অংশাংশে চন্দ্র, অংশাংশে অগ্নি এবং অংশাংশে স্বয়ং পবন। আপনি অংশাংশে বরুণ, কুবের, যম, ইন্দ্র, ধর্ম্ম। আপনিই অংশাংশে অনন্ত, ঈশান, নির্ঋতি, মুনিগণ, মনুগণ এবং ফলদায়ক নবগ্রহ। আপনিই কলাকলাংশে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় জীব আপনি জ্যোতিঃস্বরূপ পরম ব্রহ্ম; যোগিগণ সতত আপনাকে ধ্যান করেন। আপনার ভক্তগণ, আদরপূর্ব্বক সেই জ্যোতির মধ্যে আপনার এই নবজলধর-শ্যামল, পীত-কৌষেয়-বস্ত্র-পরিধান, স্মিতপ্রসন্নবদন, ভক্তবৎসল দ্বিভুজ বংশীধর রাধাবক্ষঃস্থলস্থিত ভক্তেশ্বর কৃষ্ণমূর্ত্তি চিন্তা করেন; আপনার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত, চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, গলদেশে মালতীমাল্য, হস্তে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত বলয়, বাহুতে কেয়ূর, কর্ণবিলম্বী মণিকুণ্ডলযুগল গণ্ডস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে; আপনার অঙ্গুলীতে উৎকৃষ্ট রত্নময় অঙ্গুরীয়, চরণে মুখর মঞ্জীর, লাবণ্য কোটিকন্দর্পের সদৃশ, নয়নযুগল শারদকমলসন্নিভ; কোটি কোটি গোপী সস্মিতমুখে আপনার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। বয়স্য পারিষদ গোপগণ আপনাকে শ্বেতচামর ব্যজন করিতেছে। বেশ গোপবালকের ন্যায়। আপনি ধ্যানের অসাধ্য, দুরারাধ্য, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং অনন্তের বন্দিত। সিদ্ধেন্দ্র, মুনীন্দ্র, যোগীন্দ্রগণ প্রণত হইয়া আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন। আপনি বেদের অনির্ব্বচনীয়, স্বেচ্ছাময় পরম প্রভু। আপনার রূপ স্থূল হইতে স্থূলতম সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম। আপনি সত্যস্বরূপ। আপনার ধ্বংস নাই, উৎপত্তি নাই, সকল অপেক্ষা আপনি শ্রেষ্ঠ; আপনি প্রকৃতির পর; আপনি পরমেশ্বর, আপনি কোন বস্তুতে লিপ্ত নহেন, আপনি চেষ্টারহিত, আপনি অনন্তকালস্থায়ী ভগবান্। ভক্তগণ, আপনাকে এইরূপে ধ্যান করত পবিত্র হইয়া ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মীসেবিত ভবদীয় চরণ-কমলে, স্নিগ্ধ দূর্ব্বাঅক্ষতজল প্রদান করিতে চেষ্টা করে। যখন, চারিবেদ, সরস্বতী, অনন্ত, ব্রহ্মা, মহাদেব, গণেশ, সূর্য্য, ইন্দ্র, এবং চন্দ্র; ইঁহারা কেহ আপনার স্তব করিতে সক্ষম নহে, তখন হীনবুদ্ধি ব্যক্তিরা কিরূপে তোমার স্তব করিবে? ৪১—৫৬। আপনি সত্ত্ব, রজ, তম, গুণত্রয়ের অতীত; আপনাকে তর্ক করিয়া কেহই স্থির করিতে পারে না। আপনি নির্গুণ, আপনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, আপনার কি স্তব করিব? আমি পণ্ডিত নহি, দেবতা নহি, সামান্য অসুর; অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। তখন পূর্ণব্রহ্ম, ভক্তবৎসল, জগতের ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, বলির স্তব শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন;—হে বৎস! তোমার ভয় নাই, গৃহে গমন কর; আমি তোমার সুতল রক্ষা করিতেছি, আমার বরে ও অনুগ্রহে তোমার পুত্র, অজর-অমর হইবে। আমি সেই মূর্খ অহঙ্কারীর দর্প নষ্ট করিব; পরমভক্ত, তপস্বী প্রহ্লাদকে বর প্রদান করিয়াছি,—আমি তোমার বংশাবলীকে বধ করিব না; প্রসন্নচিত্তে তোমার পুত্রকে, পরম মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান প্রদান করিব। তুমি যে আমার বাঞ্ছিত, সামবেদোক্ত, স্তব করিলে তাহা ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে সনৎকুমারকে প্রদান করিয়াছিলেন। দয়ালু শঙ্কর, সূর্য্যগ্রহণসময়ে, সিদ্ধাশ্রমে প্রশস্ত পুণ্যতীর্থে, স্বর্গগঙ্গাতীরে, পরমভক্ত শিষ্য গৌতমকে ঐ স্তব দান করিয়াছিলেন। আমি বিরজানদীর তীরে ব্রহ্মা ও শিবকে ইহা প্রদান করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে ধীমান্ সনৎকুমার, ভৃগুকে ঐ স্তব প্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেই স্তব বাণ-রাজাকে প্রদান করিব; বাণরাজ ঐ স্তবদ্বারা আমাকে স্তব করিবেন। যে ব্যক্তি স্নান করত বস্ত্র, অলঙ্কার, চন্দনদ্বারা ব্রতশীল গুরুকে পূজা করিয়া গুরুমুখ হইতে এই স্তব শ্রবণপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া পাঠ করে সে কোটি কোটি জন্মের পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৫৭—৬৭। এই স্তব পাঠ করিলে বিপদ্ নষ্ট হয়, ইহার পাঠ, সমস্ত সম্পদের কারণ। ইহাতে দুঃখ, শোক নষ্ট হয়; দুস্তর সংসার সাগর পার হওয়া যায়; আর গর্ভবাসের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; জরা এবং মৃত্যু, কিছুই থাকে না; বন্ধন ও রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ইহাই ভক্তের ভূষণ। যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করেন, তিনি সমস্ত তীর্থস্নানের, সমস্ত যজ্ঞের, সমস্ত ব্রতের, সমুদয় তপস্যার, সত্যবাক্যের সমস্ত বস্তুদানের নিশ্চয় ফল লাভ

করেন। এই স্তোত্র লক্ষবার পাঠ করিলে, মনুষ্যের সিদ্ধিলাভ হয়। যে ব্যক্তি এই স্তবে সিদ্ধ হন, তিনি সমস্ত সিদ্ধি লাভ করেন এবং ইহলোকে দেবতার তুল্য হইয়া পরলোকে শ্রীহরির পদ লাভ করেন। জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। বলিরাজা প্রফুল্লচিত্তে ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া আপনার গৃহে গমন করিলেন।৬৮-৭৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন ;—অনন্তর ভগবান্, কৃষ্ণ উদ্ধব এবং বলদেবের সহিত মঙ্গলজনক মন্ত্রণা করিয়া, যে স্থানে শিব গণপতি, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, কার্ত্তিকেয়, ভদ্রকালী, উগ্রচণ্ডা এবং কোটরী অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত আগমন করত গণেশ, শিব, শিবা, এবং পূজ্যদিগকে প্রণাম করিয়া মনুষ্য হইয়াও যথোচিত বাক্য বলিতে কুণ্ঠিত হইল না। দূত কহিল, হে মহেশ্বর! শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের নিমিত্ত বাণরাজাকে আহ্বান করিতেছেন ; অতএব দৈত্যরাজ, অনিরুদ্ধ এবং ঊষাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার শরণাগত হউক। যে ব্যক্তি যুদ্ধে আহূত হইয়া ভয়ে কাতরতাপূর্ব্বক রণস্থলে গমন না করে, সে ব্যক্তি ঊর্দ্ধ সপ্তপুরুষের সহিত নরকে গমন করে। দেবী পার্ব্বতী স্বয়ং সভামধ্যে দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাদেবের নিকটে যথোচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ বাণ! উত্তম কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করত তাঁহাকে কন্যা এবং আপনার যথাসর্ব্বস্ব যৌতুক প্রদান করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। সেই কৃষ্ণ সকলের ঈশ্বর, সমস্ত বস্তুর কারণ, সকল সম্পদের প্রদানকর্ত্তা, সকলের প্রধান এবং তিনি রক্ষাকর্ত্তা, কৃপাবান্ ও ভক্তবৎসল। দেবতাগণ পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সভামধ্যে তুমিই ধন্যা, এইরূপে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন অসুররাজ বাণ সক্রোধে বর্ম্ম ধারণ ও হস্তে ধনু গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্করকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন! তৎকালে সকলেই তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন ; তাহাতে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল ; লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহাবলপরাক্রান্ত বর্ম্মধারী তিন কোটী দৈত্য, কুষ্মাণ্ড, কূপকর্ণ, নিকুম্ভ, কুম্ভ, এই চারিজন প্রধান সেনাপতি, বর্ম্মধারণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। উন্মত্তভৈরব, সংহারভৈরব, অসিতাঙ্গভৈরব, রুরুভৈরব, মহাভৈরব, কালভৈরব, প্রচণ্ডভৈরব, এবং ক্রোধভৈরব, ইহাঁরা সকলে নিজ নিজ শক্তির সহিত গমন করিলেন। ভগবান্, কালাগ্নি রুদ্র অন্যান্য রুদ্রগণের সহিত বর্ম্মধারণ করিয়া গমন করিলেন। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডিকা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডেশ্বরী, চামুণ্ডা, চণ্ডী; চণ্ডপালিকা এই আটজন নায়িকা খর্পর ধারণ করিয়া গমন করিলেন। শোণিতপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কোটরী, প্রফুল্লবদনে খড়্গ এবং খর্পর ধারণ করত রত্নময় যানে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। ইন্দ্রাণী, শান্তপ্রকৃতি বৈষ্ণবী, ব্রহ্মবাদিনী ব্রহ্মাণী, কৌমারী, বিকটাকৃতি নারসিংহী, বারাহী, মহামায়া মাহেশ্বরী এবং ভীমরূপা ভৈরবী, এই আটজন শক্তি, সকলেই সহর্ষে রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। যাঁহার শরীর রক্তবর্ণ, জিহ্বা লোল ও ভয়ানক ; যিনি শূল, শক্তি, গদা, হস্তে ধারণ করিয়াছেন ; যিনি খড়্গ এবং খর্পর ধারণ করিতেছেন ; সেই ত্রিনয়না ভদ্রকালী উৎকৃষ্ট রত্নময় যানে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। মহেশ্বর, শূলহস্তে এবং বৃষবাহনে ; কার্ত্তিকেয় শস্ত্রহস্তে শরাসন ধারণ করত গমন করিলেন। গণেশ এবং পার্ব্বতী ব্যতিরেকে সকলেই গমন করিলেন। চক্রপাণি, মহাদেব ও ভদ্রকালীকে এই সকল সেনা পরিবেষ্টিত দেখিয়া যথোচিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তখন দৈত্যরাজ বাণ, পার্ব্বতীশ্বরকে প্রণাম ও শঙ্খধ্বনি করত সগুণ শরাসনে দিব্যাস্ত্র যোজনা করিয়া ধারণ করিলেন। সাত্যকি বাণকে সমরে উদ্‌যোগী দেখিয়া যদিও সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিল ; তথাপি সহর্ষে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ১—২৫।

হে নারদ! মহারাজ বাণ, গ্রীষ্মসময়ের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভাশালী, সুতীক্ষ্ণ, অব্যর্থ, মন্থন্ নামে দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি সম্মুখে সেই দিব্যাস্ত্র দর্শন করিয়া মস্তক কিঞ্চিৎ অবনত করিলে, সেই ভয়ানক অস্ত্র তাঁহার কেশ দগ্ধ করিয়া আকাশমধ্যে গমন করিল। তখন বাণ আগ্নেয় অস্ত্র ক্ষেপ করিলেন, সাত্যকি সেই উজ্জ্বল তালপ্রমাণ আগ্নেয় অস্ত্রকে বারুণাস্ত্রদ্বারা নির্ব্বাণ করিলেন। উগ্রমূর্ত্তি বাণ ভয়ানক উজ্জ্বল বরুণাস্ত্রক্ষেপ করিলে সাত্যকি, তাহাকে অবলীলাক্রমে পার্জ্জন্যাস্ত্রদ্বারা ছেদন করিলেন। তখন দৈত্যরাজ বাণ নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, সাত্যকি অর্জ্জুনের শিক্ষাবলে সমরাঙ্গণে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত

হইলেন; তখন শস্ত্রবিদগ্রগণ্য বাণ, মাহেশ্বরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, সাত্যকি বৈষ্ণবাস্ত্রদ্বারা অবলীলাক্রমে তাহা ছেদন করিলেন। বাণরাজ সমরাঙ্গণে ব্রহ্মাস্ত্রক্ষেপ করিলেন, সাত্যকি ক্ষণকালমধ্যে ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করিলেন। বাণবিশারদ বাণ, নাগাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে সাত্যকি ক্ষণকালমধ্যে গারুড়াস্ত্রদ্বারা তাহা সংহার করিলেন। তখন, বাণদৈত্য, সুদারুণ অব্যর্থ মহাদেবের শূল গ্রহণ করিলেন; সাত্যকি দুর্গার স্তব করিলে অমনি তাহা গলদেশে মালার ন্যায় হইল। তখন বাণ ধনুকে পাশুপত বাণ যোজনা করিলেন; সাত্যকি জৃম্ভণাস্ত্র প্রয়োগ করত বাণহস্ত বাণকে মোহযুক্ত করিলেন। মহাবল কার্ত্তিকেয় বাণকে মুগ্ধ দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্রবাণ ক্ষেপ করিলে, কামদেব অবলীলাক্রমে তাহা ছেদ করিলেন। কার্ত্তিক শত শত সূর্য্যের প্রভাশালিনী গদা নিক্ষেপ করিলেন, পরে কামদেব, বৈষ্ণবাস্ত্রদ্বারা ঐ গদাকে সাতখণ্ড করিলেন। ২৬—৩৭। স্কন্দ প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল শক্তি ক্ষেপ করিলে, কামদেব নারায়ণাস্ত্রদ্বারা ঐ শক্তিকে নির্ব্বাণ করিলেন; তখন কার্ত্তিকেয় সমরাঙ্গণে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; অমনি কামদেব ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করত কার্ত্তিকের প্রক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নির্ব্বাণ করিলেন। স্কন্দ সবেগে নারায়ণাস্ত্র ত্যাগ করিলে প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের শিক্ষায় দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ কার্ত্তিক সকোপে এবং সহর্ষে দিব্য পাশুপতাস্ত্র প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন, মদন নিদ্রাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাকে নিদ্রিত করিলেন। তখন ভদ্রকালী কার্ত্তিককে নিদ্রিত ও বাণকে স্তম্ভিত দেখিয়া সকোপে রথের সহিত কামকে গ্রাস করিলেন, এবং বাণ ও স্কন্দকে ক্রোড়ে করিয়া যে স্থানে জগন্মাতা সতী পার্ব্বতী অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে রণস্থল হইতে গমন করিলেন। ভদ্রকালী তথায় উপস্থিত হইয়া কার্ত্তিকের চৈতন্য সম্পাদন ও বাণকে সুস্থ করিলে কামদেব রথের সহিত তাঁহার নাসিকারন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়া তখনি রণস্থলে গমন করিলেন। তৎকালে যাদবগণ, রথের সহিত কামদেবকে অবলোকন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। এদিকে শৈবেরা শুষ্ককণ্ঠে অতিশয় ভীত হইলেন। অনন্তর বাণ এবং ভগবান্ কার্ত্তিকেয়, রথারোহণপূর্ব্বক সক্রোধে যুদ্ধনিমিত্ত পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। বাণ রণস্থলে আগমন করিয়া পাঁচবাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল বলদেব অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। তাহার পরে লাঙ্গলধারী বলদেব লাঙ্গলদ্বারা বাণের রথ ভগ্ন করিলেন এবং অবলীলাক্রমে মুষলাঘাতে তাহার সারথি ও অশ্বের প্রাণ নাশ করিলেন। ৩৮—৪৮। তখন ভগবান্ কালাগ্নিনামক রুদ্র মহাবল লাঙ্গলধারী বলদেবকে মহারাজ বাণের ছেদনে উদ্যত দেখিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। লাঙ্গলধারী বলদেব ক্রোধে কালাগ্নিরুদ্রের রথ ভগ্ন করত রণস্থলে মুষলাঘাতে তাঁহার অশ্ব ও সারথির প্রাণনাশ করিলেন। তখন কালাগ্নিরুদ্র ক্রোধে ভয়ানক জ্বরকে তাঁহাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীহরি ব্যতীত সমস্ত যাদবেরা সেই জ্বরে আক্রান্ত হইল। ভগবান্ কৃষ্ণ সেই সমস্ত দর্শন করত বৈষ্ণবজ্বর সৃজন করিয়া মহাদেবের নিমিত্ত রণস্থলমধ্যে সেই জ্বরকে নিক্ষেপ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল শিবজ্বর ও বৈষ্ণবজ্বর উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। বৈষ্ণবজ্বর শিবজ্বরকে আক্রমণ করিলে সেই শিবজ্বর রণস্থলে পতিত হইল। পরে চেষ্টারহিত হইয়া পুনর্ব্বার মাধবকে স্তব করিতে লাগিল;—হে জগন্নাথ! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর। তুমি কেবল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই শরীর ধারণ কর। তুমি পরমাত্মারূপে সকলের দেহরূপ পুরীতে শয়ন করিতেছ। তুমি পূর্ণব্রহ্ম। তোমার সকল বস্তুতে সমানভাব। তখন শ্রীহরি, শিবজ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার জরকে নিবারণ করিলে মহেশ্বরজ্বর ভীত হইয়া রণস্থল হইতে গমন করিল। তখন বাণরাজা পুনর্ব্বার আগমন করিয়া প্রলয়কালের অগ্নি-শিখার ন্যায় সহস্র বাণ মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ফাল্গুন অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে শরজাল বর্ষণ করিয়া তাহা নির্ব্বাণ করিলে, মহারাজ বাণ, সুতীক্ষ্ণ সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল সব্যসাচী অর্জ্জুন, অবলীলাক্রমে সেই শক্তি ছেদ করিলে বাণদৈত্য শতসূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পাশুপতাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন চক্রপাণি কৃষ্ণ, অব্যর্থ, অতি ভয়ানক জগৎসংসার-নাশের কারণ সেই পাশুপত অস্ত্র অবলোকন করিয়া ভীষণ চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ৪৯—৬০। সেই চক্র, পাশুপত অস্ত্রের সহিত বাণরাজের সমুজ্জ্বল সহস্র হস্ত ছেদন করিলে, সেই সকল হস্ত পর্ব্বতসমূহের ন্যায় রথমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। যে অমোঘ, জগতে প্রলয়কালের অগ্নি-শিখার ন্যায় ভয়ানক পাশুপত অস্ত্র বাণরাজের হস্তে ছিল, তাহা পুনর্ব্বার পশুপতির হস্তে গমন করিল। দৈত্যরাজ বাণের হস্তছেদনে অতিরিক্ত রক্ত নির্গত হওয়াতে তাহাদ্বারা অতি বৃহৎ এক হ্রদ

হইল। বাণরাজও সেই বেদনায় অচেতন ও স্পন্দন-রহিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ভগবান্ জগদ্‌গুরু মহাদেব, সেই স্থানে আগমন করত স্বীয় বক্ষঃস্থলে বাণরাজাকে স্থাপন করিয়া মোহবশে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেবের চক্ষের জলে বৃহৎ সরোবর হইল। করুণাসাগর প্রভু মহেশ্বর, বাণকে সচেতন করিয়া যে স্থানে দেব জনার্দ্দন, অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে বাণকে গ্রহণ করিয়া গমন করিলেন। চন্দ্রশেখর মহেশ্বর, বাণকে ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মীকর্ত্তৃক সেবিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া ভক্তের ঈশ্বর জগৎপতি কৃষ্ণকে বলিরাজা যে স্তবদ্বারা স্তব করিয়াছিলেন, সেই স্তবদ্বারা স্তব করিলেন। তখন, হরি, ধীমান্ বাণকে মৃত্যুঞ্জয়জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহার গাত্রে করপদ্ম প্রদান করত তাহাকে অজর-অমর করিলেন। দৈত্যরাজ বাণ, ভক্তিপূর্ব্বক বলিকৃত স্তোত্রদ্বারা স্তব করিয়া, বর এবং রত্নালঙ্কারভূষিত কন্যা আনয়নপূর্ব্বক দেবসভামধ্যে ভক্তির সহিত হরিকে প্রদান করিলেন। বাণ রাজা, শঙ্করের আজ্ঞানুসারে ভক্তিভরে আপনার স্কন্ধদেশ নত করিয়া সেই জগৎপ্রভু হরিকে পাঁচ লক্ষ হস্তী, তাহার চতুর্গুণ অশ্ব, রত্নালঙ্কারভূষিতা সহস্র দাসী, সকল বস্তু দান করিতে সক্ষম বৎসযুক্ত সহস্র কামধেনু, শতলক্ষ মাণিক্য, মুক্তা, এবং রত্ন, মনোহর শতলক্ষ মণীন্দ্র, হীরক, সহস্র সহস্র সুবর্ণ-নির্ম্মিত জলপাত্র এবং ভোজনপাত্র প্রদান করিলেন। ৬১—৭২। হে নারদ! বাণরাজা উত্তম সূক্ষ্মবস্ত্র, অগ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র, তাম্বুলপূর্ণ পাত্র, মধুপরিপূর্ণ পাত্র, নানাপ্রকার সহস্র সহস্র পাত্র এবং কন্যা শ্রীহরির পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত ভক্তিপূর্ব্বক হরির নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, বাণকে বেদবিধি অনুসারে বর দানপূর্ব্বক মঙ্গলজনক আশীর্ব্বাদ করিয়া শঙ্করের অনুমতিক্রমে দ্বারকা পুরীতে গমন করিলেন। শ্রীহরি স্বয়ং গমন করিয়া মহাত্মা বাণের সেই নবোঢ়া কন্যাকে রুক্মিণী এবং দৈবকীর নিকটে অর্পণ করিলেন। তখন শ্রীহরির যত্নে মহোৎসব মঙ্গলকার্য্য ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান, ও বহুতর ব্রাহ্মণ-ভোজন হইতে লাগিল। ৭৩—৭৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—অনন্তর কৃষ্ণ বন্ধুবান্ধবের সহিত, সুধর্ম্মা নামে সভাতে আসীন হইলে, সেই স্থানে ব্রহ্মতেজে উজ্জ্বল এক ব্রাহ্মণ আগমনপূর্ব্বক পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্তব করত বিনয়পূর্ব্বক শান্ত এবং ভীতভাবে মিষ্ট বচনে কহিতে লাগিলেন, রাজাধিরাজ মণ্ডলেশ্বর শৃগাল ও বাসুদেব, আপনাকে যে যে বাক্য কহিয়াছেন, তাহা কহিতেছি সাবধানে শ্রবণ করুন। শৃগাল বলিয়াছেন, আমি বৈকুণ্ঠধামে বাসুদেব, আমি দেবতার প্রধান, আমি চতুর্ভুজ লক্ষ্মীপতি, আমি জগতের পালনকর্ত্তা এবং বিধাতারও পালনকর্ত্তা। পৃথিবীর ভারাবতারণ নিমিত্ত ব্রহ্মা আমার নিকটে প্রার্থনা করিলে তন্নিমিত্ত আমি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছি। কৃষ্ণ, বসুদেবের পুত্র, সামান্য ক্ষত্রিয়, অতিশয় অহঙ্কৃত, মায়াবী এবং প্রতারক; আপনাকে বিষ্ণু বলিয়া ব্যক্ত করে। মহাধূর্ত্ত কৃষ্ণ, বলবানের সহিত দুর্ব্বলদিগকে যুদ্ধ করাইয়া দুর্ব্বল রাজাদিগকে পরাজিত এবং নষ্ট করে। সেই কৃষ্ণ, দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ এবং অন্যান্য দুর্ব্বল রাজাকে বলশালী ভীমসেনদ্বারা বধ করাইয়াছে। দ্রোণ, ভীষ্ম কর্ণ এবং পৃথিবীতে যে সকল অন্যান্য রাজা ছিল, তাহাদিগকে বলবান্ অর্জ্জুনদ্বারা মায়া করিয়া বধ করাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দুর্ব্বল, সুপ্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে কপটতা করিয়া প্রসিদ্ধ বলবান্‌দ্বারা নষ্ট করিয়াছে। সে কৃষ্ণ স্বয়ং শিশুপাল, দন্তবক্র, চিররোগী কংস, আমার পুত্র নরক, দুর্ব্বল নরকাসুর ও মুরনামে অসুরকে হঠাৎ সঙ্কেতপূর্ব্বক ছল করিয়া নাশ করিয়াছে। সেই কপটী কৃষ্ণ, কখন ধর্ম্মযুদ্ধ করে নাই সে বাল্যাবধি অধার্ম্মিক। ১—১২। সেই দুষ্ট প্রতারক কৃষ্ণ, পূতনা ও কুব্জাকে বিনাশ করিয়াছে অতএব সে স্ত্রীহত্যাকারী, সে সামান্য বস্ত্রের নিমিত্ত সংস্বভাবান্বিত রজককে বিনাশ করিয়াছে। আমি মহাবল পরাক্রান্ত হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে ও মধুকৈটভকে বিনাশ করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিতেছি। আমিই স্বয়ং ব্রহ্মা, আমিই স্বয়ং শিব, আমি জগতের রক্ষাকর্ত্তা এবং দুষ্টের দমনকারী। সকল মুনিগণ ও মনুগণ আমার অংশ বা অংশাংশ। আমি স্বয়ং নারায়ণ, নির্গুণ, এবং প্রকৃতির পর। লজ্জাবশতঃ ও দয়া করিয়া মিত্রবুদ্ধিতে এতদিন ক্ষমা করিয়াছি। যা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করুক। আমি দূতমুখে কৃষ্ণকে অতিশয় অহঙ্কৃত বলিয়া শ্রবণ

করিয়াছি। সেই কৃষ্ণের দমন করা আমার উচিত, উদ্ধত ব্যক্তিকে দমন করা রাজাদিগের প্রধান ধর্ম্ম, এক্ষণে আমি তাহার শাসন করিব। আমি চতুর্ভুজ হইয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করত স্বয়ং সগণে যুদ্ধের নিমিত্ত সেই দ্বারকাতে গমন করিব। যদি ইচ্ছা থাকে, যুদ্ধ করুক; আমার শরণাগত হইয়া কাজ নাই। যদি শরণাগত হইয়া আমার গৃহে গমন না করে, তাহা হইলে ক্ষণকালমধ্যে দ্বারকা পুরীকে ভস্মসাৎ করিব। আমি অন্য ব্যক্তিকে সহায় না করিয়া একাকী ক্ষণকালমধ্যে অবলীলাক্রমে বলদেবের সহিত, পুত্রের সহিত বান্ধবের সহিত এবং স্বগণের সহিত কৃষ্ণকে বিনাশ করিব। কৃষ্ণ তপস্বী বৃদ্ধ শঙ্করকে এবং স্ত্রীর অধীন হইয়া বৃথা প্রয়োজনে পারিজাতের নিমিত্ত ব্রহ্মশাপে চিররোগী ভগাঙ্গ ইন্দ্রকে জয় করত মত্ত হইয়া আপনাকে বীর ও ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। ২৩—৩২। কৃষ্ণ লম্পট, যোনিলুব্ধ, গোকুলে রাধার অধীন, এক্ষণে সত্যভামা প্রভৃতি স্ত্রীসমূহের কিঙ্করের ন্যায় হইয়াছে। হে মুনে! ব্রাহ্মণ, এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণ, সগণে তাহা শ্রবণ করিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন; তৎপরে ব্রাহ্মণকে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, এই চতুর্ব্বিধ ভোজন করাইয়া দুঃখে এবং হৃদয়বিদারক বাক্য-বাণে জর্জ্জরিত হইয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতসময়ে কৃষ্ণ, সগণে হর্ষপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে যে স্থানে শৃগাল নৃপতি অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। শৃগাল রাজা কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃত্রিম চারিটি হস্ত ধারণ করত স্বয়ং সসৈন্যে যুদ্ধের নিমিত্ত শ্রীহরির নিকটে আগমন করিলেন। তখন কৃষ্ণ, হাস্যবদনে স্নিগ্ধনয়নে বন্ধুর ন্যায় লৌকিক বাক্যে মধুর সম্ভাষণ করত শৃগালকে আলিঙ্গন করিলেন। শৃগাল রাজা কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ, তাহা স্বীকার করিলেন না। তখন শৃগাল কৃষ্ণের দর্শনে ত্যক্তগর্ব্ব ও ভীত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন; হে অখিল-ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর! তুমি চক্রদ্বারা আমার মস্তক ছেদন করিয়া শীঘ্র দ্বারকায় গমন কর; আমার এই পাপদেহ পতন হউক। যেরূপ তোমার জয় ও বিজয় আমিও সেই সুভদ্রনামে তোমার দ্বারপাল ছিলাম। হে সর্ব্বজ্ঞ! হে প্রভো! তুমি সকলই জানিতেছ, আর বিলম্ব করিও না। ২৪—৩৩। আমি লক্ষ্মীর শাপে এরূপ দৈত্য হইয়াছি, আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, শত বৎসর পূর্ণ হইলে আমার শাপান্ত হইবে; তোমার ভবনে গমন করিব। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মিত্র! তুমি আমাকে অগ্রে প্রহার কর, আমি পশ্চাৎ যুদ্ধ করিব। হে বৎস! সকলি জানিতেছি, তুমি সুখে বৈকুণ্ঠধামে গমন কর। কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, রাজা শৃগাল মাধবের প্রতি দশটি বাণক্ষেপ করিলেন। কালরূপী সেই সকল বাণ মাধবকে প্রণাম করিয়া, সত্বরে আকাশে গমন করিল। তৎক্ষণাৎ রাজা প্রলয়কালের অগ্নিশিখার ন্যায় গদাক্ষেপ করিলে, সেই গদা কৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শ-মাত্রে ভগ্ন হইয়া গেল। তখন রাজা শৃগাল শূল, মুষল, শক্তি, পরশু ক্ষেপ করিলেন। কৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শমাত্রে ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত ভগ্ন হইল। তখন ধনু এবং সুদারুণ কালরূপী খড়্গ নিক্ষেপ করিলে, তাহাও কৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শমাত্রে ক্ষণকালমধ্যে ভগ্ন হইল। তখন কৃপানিধি কৃষ্ণ, রাজাকে অস্ত্রশূন্য দেখিয়া এই কথা বলিলেন, হে মিত্র! গৃহে গমন করিয়া, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র আনয়ন কর। শৃগাল কহিল, পরমাত্মা কি অস্ত্রে বিদ্ধ হন? অতএব পরমাত্মার সহিত কিরূপে যুদ্ধ হইবে? আপনি আমাকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করুন। আপনিই একমাত্র উদ্ধারের কারণ। হে নাথ! এই সংসারসমুদ্র, বিষ হইতে অধিক বিষম পদার্থ। আমার মায়াস্বরূপ বন্ধনস্তম্ভ এবং স্বকর্ম্মজন্য মোহসমূহকে ছেদন করুন। আপনি সকল কার্য্যের ঈশ্বর, বিধাতারও বিধাতা, শুভফলের দাতা, সমস্ত সম্পদের প্রদানকর্ত্তা। আপনি পূর্ব্ব-জন্মের অদৃষ্টের কারণ এবং সেই অদৃষ্টের খণ্ডনে সক্ষম। আমি এই নশ্বর প্রকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া আপনার বৈকুণ্ঠধামে সপ্তমদ্বারে গমন করি। তখন কৃপানিধি কৃষ্ণ সমরমধ্যে মিত্রের স্তুতি এবং অমৃতোপম বচন শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সমরভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের অশ্রুবিন্দুদ্বারা বিন্দুসরোবরনামে দিব্য তীর্থের মধ্যে প্রধান উৎকৃষ্ট সরোবর হইল। সেই সরোবরের জলস্পর্শমাত্রে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয় এবং সপ্তজন্মা-র্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩৪—৪৭। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মিত্র! যদি তোমার মন এরূপ নির্ম্মল, তবে কি জন্য এরূপ যুদ্ধ-বুদ্ধি উপস্থিত হইল? কি জন্যই বা দূতদ্বারা এরূপ নিদারুণ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিলে? শৃগাল কহিল, হে নাথ! আমি তোমাকে এরূপ কহিয়াছি, এইজন্য তুমি সক্রোধে এ স্থানে আসিয়াছ, তাহা না

হইলে স্বপ্নেও তোমার দর্শন দুর্লভ। এই কথা বলিতে বলিতে সে যোগাবলম্বন করত প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যানে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে দেখিতে সানন্দে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল। তৎকালে শৃগালের শরীর হইতে সপ্ততালপ্রমাণ ঘোরতর এক জ্যোতি উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মীপূজিত শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে প্রণাম করত গমন করিল। শ্রীমান্ কৃষ্ণ, স্বগণের সহিত এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া প্রফুল্লবদনে দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিয়া অগ্রে পিতামাতাকে প্রণাম করিলেন; পরে রুক্মিণীর পুষ্পচন্দনবাসিত গৃহে গমন করিয়া তাঁহার সহিত পুষ্পশয্যায় শয়ন করত রাত্রিযাপন করিলেন। ভীষ্মকরাজদুহিতা রুক্মিণী, আপনার বক্ষঃস্থলে কৃষ্ণকে আরোপিত করিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। ৪৮—৫৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—মহাভাগ! পরমাত্মা কৃষ্ণের সহিত যে সকল রমণীর বিবাহ হইয়াছে, তৎসমুদয় আপনি সহর্ষে কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু স্যমন্তক মণির উপাখ্যান শ্রবণে আমার অভিলাষ থাকিলেও আমার তাহা শ্রবণ করা হয় নাই; অতএব সেই স্যমন্তক-উপাখ্যান আমার নিকটে ব্যক্ত করুন। শ্রীভগবান্ কহিলেন, পূর্ব্বকালে চন্দ্রমা ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে তারাকে হরণ করত কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে ত্যাগ করিলে, গুরু তাহাকে গ্রহণ করেন। পরে গুরু সগর্ভা তারাকে ভর্ৎসনা করাতে তারা লজ্জিতা হইয়া লজ্জাবশতঃ সকোপে কামাতুর চন্দ্রকে শাপ প্রদান করেন, তুমি আমার শাপে কলঙ্কী হও; যে দেহী তোমাকে দর্শন করিবে সে পাপী ও কলঙ্কী হইবে। চন্দ্র, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণসরোবরে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করত আত্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। কৃপানিধি ভগবান্ পুরুষোত্তম, চন্দ্রমাকে অতিশয় ভীত ও তপস্যায় ক্লিষ্ট দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে কলানিধে! তুমি সকল সময়ে কলঙ্কী হইতেছ, অতএব মুক্ত হও। যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসে শুক্ল এবং কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থীতে সমুদিত চন্দ্রকে দর্শন করিবে, সেই কলঙ্ক প্রাপ্ত হইবে, তাহার শাপের এই স্থান নির্দ্দেশ হইল। শ্রীহরি, ভাদ্রমাসের শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে কখনই সমুদিত চন্দ্রকে দর্শন করিবে না, এই কথা বলিয়া হস্তে তালী প্রদান করিয়াছিলেন; অতএব তিনি স্বয়ং ভাদ্রমাসের চতুর্থীতে চন্দ্র দর্শন করত কলঙ্কী হইয়া আপনার বাক্য প্রতিপালন করিলেন। ১—২১। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যে প্রকারে কলঙ্কী হইলেন এবং যে প্রকারে কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইলেন, তৎসমুদয় লোকের শিক্ষানিমিত্ত কহিতেছি শ্রবণ কর। সত্রাজিতনামে এক সূর্য্যভক্ত পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়া ভাস্করের নিকট হইতে স্যমন্তক নামে উৎকৃষ্ট মণি প্রাপ্ত হন। সেই মণি প্রতিদিন আট ভার সুবর্ণ প্রসব করে; এবং অতি পবিত্র পুণ্যপ্রদ সেই মণিতে ভগবান্ বিষ্ণু অধিষ্ঠান করেন। ধার্ম্মিকবর সত্রাজিত, কৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক সত্যভামা দান করিয়া যৌতুকস্বরূপ সেই মণি প্রদান করিতে উদ্যত হইলে কালপীড়িত দুর্ম্মতি প্রসেন, তাঁহাকে নিষেধ করিয়া সেই মণি গ্রহণপূর্ব্বক পবিত্র বারাণসীপুরীগমনে যাত্রা করে। বনে পথিমধ্যে সিংহ, বলপূর্ব্বক প্রসেনকে বিনাশ করিয়া সেই মনোহর মণি গ্রহণ করত সূত্রবদ্ধ করিয়া আপনার গলদেশে ধারণ করিল। পূর্ব্বে ঐ সিংহ, কলিঙ্গপুত্র ছিল; সমাগত ব্রাহ্মণ দর্শনে প্রত্যুত্থান না করাতে সুদারুণ ব্রহ্মশাপে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। বলবান্ ভল্লুকরাজ জাম্ববান, অকালে ঐ সিংহকে বিনাশ করিয়া মণি গ্রহণপূর্ব্বক আপনার রত্ননির্ম্মিত পুরে গমন করিলেন! দ্বারকাতে সকলেই "কেশব মণি হরণ করিয়াছেন" এই কথা বলিতে লাগিল। তাঁহার কিরূপ বুদ্ধি, এবং কোন্ উপায়ে বা হরণ করিয়াছেন" তাহা আমরা জানিতে পারিতেছিনা। ভগবান্ কৃষ্ণ, এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার কলঙ্কখণ্ডনের নিমিত্ত যে পথ দিয়া মণিচোর গমন করিয়াছে, সেই পথে চোরের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া বনে গমন করিলেন। ১২—২১। দুঃখী মাধব, বনমধ্যে প্রসেন ও সিংহকে মৃত দেখিলেন। কিন্তু উভয়কে মণিশূন্য দেখিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তখন সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ, সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ভল্লুকভবনে গমন করত সেই স্থানে এক বালককে ধাত্রীর ক্রোড়ে রোদন করিতে দেখিলেন। তৎকালে ঐ ধাত্রী, বালক তুমি মণি গ্রহণ কর, তোমারই এই স্যমন্তকমণি, এই কথা বলিয়া শান্ত করিতেছিলেন। সিংহ প্রসেনকে বিনাশ করিয়াছে, সেই সিংহকে জাম্ববান্ বিনাশ করিয়াছেন, হে কুমার! তুমি রোদন করিও না; তোমারই এই স্যমন্তক মণি। যে ব্যক্তি, এই ধাত্রীকথিত শ্লোক স্মরণ করিয়া জল পান করে, সে

দৈবযোগে নষ্টচন্দ্র দর্শনজন্য দোষ হইতে মুক্ত হয়। যে দাম্ভিক বেদনিন্দক ব্যক্তিরা ইচ্ছাপূর্ব্বক দর্শন করে, তাহারা নিশ্চয় কলঙ্কী হয়; কমলোদ্ভব ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন। তখন কৃষ্ণ, ধাত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বালকের নিকট হইতে মণি গ্রহণ করিলে, ধাত্রী ক্রোধে গমন করত ভল্লুককে কহিয়া দিল। তৎকালে জাম্ব-মান্, কৃষ্ণের নিকটে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া স্তব করিতে লাগিল এবং-জাম্ববতী নামে আপ-নার কন্যা কৃষ্ণকে প্রদান কর ত যৌতুকস্বরূপ স্যমন্তক মণি প্রদান করিল। তখন কৃষ্ণ স্যমন্তক মণি দ্বার-কাতে আনয়ন করিয়া, যাদবদিগকে দর্শন করাইলে, সকলের নিকটে শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক হইলেন। হে বৎস! তোমার নিকটে এই স্যমন্তকমণির উত্তম উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। যে মনুষ্য এই অধ্যায় শ্রবণ করে, তাহার কোন কলঙ্ক থাকে না। আমি ধর্ম্মের মুখে বেদোক্ত সুদুর্লভ স্যমন্তক মণির উপাখ্যান যেরূপ শুনিয়াছি সেইরূপ কহিলাম, পুনর্ব্বার কি শুনিতে ইচ্ছা হয় বল। ২২—৩২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

দেব-ঋষি নারদ কহিলেন,—পুরাণশাস্ত্রে গণেশ-পূজার উপাখ্যান অতি দুর্লভ, সেই উপাখ্যান ব্রহ্মার মুখে সংক্ষেপে সামান্যরূপে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সকলের পূজ্য, সকলের ঈশ্বর, যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু গণপতির মহিমা সবিস্তারে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। পূর্ব্বে যে সিদ্ধাশ্রমে রাধা-কৃষ্ণের পূর্ণ মিলন হইয়াছিল, ত্রিলোকবাসী ব্যক্তিরা সেই সিদ্ধা-শ্রমে গণপতির মহাপূজা করিয়াছিলেন। হে মুনে! শতবর্ষ পরে শ্রীদামের শাপবিমোচন হইলে দেবতার মধ্যে প্রধান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সিদ্ধেন্দ্রকুমারাদি যোগি-গণ, নাগশ্রেষ্ঠ অনন্ত, প্রধান প্রধান নাগগণ, প্রধান প্রধান রাজা, বলবান্ অসুর সকল, গন্ধর্ব্বগণ, অন্যান্য বলবান্ রাক্ষসগণ পৃথিবীতে থাকিতে কি কারণে রাধা অগ্রে গণেশের পূজা করিলেন, তাহা আমার নিকটে বিস্তারপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বলুন। ১—৭। নারায়ণ কহিলেন, ত্রিলোকমধ্যে পৃথিবীই ধন্যা, সকল ব্যক্তির মান্যা এবং অতি পবিত্রা। ঐ পৃথিবীমধ্যে ভারতবর্ষ কর্ম্মসমূহের ফল দান করেন, অতএব ধন্য, যশোবৃদ্ধিকর, মঙ্গলজনক, সকল ব্যক্তির পূজ্য। সেই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষমধ্যে সিদ্ধাশ্রম মহাপবিত্র স্থান, মঙ্গলজনক; এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রদান করেন। সেই সিদ্ধাশ্রমে ভগবান্ সনৎকুমার, যোগীন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, কপিলাদি সিদ্ধেন্দ্রগণ এবং স্বয়ং বিধাতা তপস্যা করত সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দেবরাজ মহেন্দ্রও ঐ স্থানে শতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করত সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এজন্য ঐ স্থানের নাম সিদ্ধাশ্রম হইয়াছে। ঐ সিদ্ধাশ্রম সকলেরই দুর্লভ। হে মুনে! গণপতি ঐ সিদ্ধাশ্রমে নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন। দেবতারা বৈশাখী পূর্ণিমাতিথিতে অমূল্য-রত্ননির্ম্মিত এবং অতি সুন্দর গণেশপ্রতিমাকে পূজা করেন। একদা নাগ-গণ, মানবগণ, দৈত্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, রাক্ষসগণ, সিদ্ধে-ন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, সনকাদি যোগীন্দ্রগণ এবং পার্ব্বতীর সহিত মঙ্গলকারী শম্ভু সেই স্থানে আগমন করেন। গণেশের সহিত কার্ত্তিকেয়, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা, নাগেন্দ্রগণের সহিত অনন্তদেব, সেই সিদ্ধাশ্রমে, সত্বর, আগমন করেন। সমস্ত দেবগণ, মনুগণ, মুনিগণ এবং সমস্ত নৃপতিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে ঐ গণেশপ্রতিমার পূজা করিতে সেই স্থানে আগমন করেন। দ্বারকাবাসিগণের সহিত ভগবান্ কৃষ্ণ, গোকুলবাসিগণের সহিত নন্দ, সেই সিদ্ধাশ্রমে আগমন করেন। বিংশতিকোটি গোপীর সহিত, বিংশতিকোটি গোলোকবাসীর সহিত, গজেন্দ্রতুল্য বসবতী কোটিসখীর সহিত কৃষ্ণ-প্রাণাধিদেবতা, সুন্দরী রাধা শত বর্ষ পরে ঐ সিদ্ধাশ্রমে গণেশপূজার্থ আগমন করিলেন। রাসেশ্বরী সুরসিকা সুদতী রাধা স্নান করত শুদ্ধভাবে ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধানপূর্ব্বক সংযতভাবে অনাহারে মণি-মণ্ডপে গমন করিলেন। ৮—২০। ত্রিভুবন-পবিত্র-কারিণী সুন্দরী রাধা পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিকামনায় সঙ্কল্প করত ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাজলদ্বারা হেরম্বকে স্নান করাইলেন। পরে বেদচতুষ্টয়ের, অষ্টবসুর এবং ত্রিজগতের মাতা, বুদ্ধিস্বরূপা ভগবতী, জ্ঞানসমূহের জননী ধ্যান-অনুসারে পরাৎপরা সেই রাধিকা শুক্ল পুষ্প হস্তে যাঁহাকে ধ্যান করা যায় না, সেই শ্রেষ্ঠ স্বীয় পুত্রকে সামবেদোক্ত ধ্যান করিতে লাগিলেন। যাঁহার দেহ খর্ব্ব, উদর প্রশস্ত, শরীর স্থূল, যিনি ব্রহ্মতেজদ্বারা উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ করিতে-ছেন; যাঁহার মুখমণ্ডল হস্তীর ন্যায়; যাঁহার অগ্নির ন্যায় বর্ণ; যিনি একদন্ত, যাঁহার অন্ত নাই; যিনি সিদ্ধগণ, যোগিগণ ও জ্ঞানিগণের গুরু; মুনীন্দ্রগণ, দেবেন্দ্রগণ, ব্রহ্মা, মহাদেব, অনন্তদেব, সিদ্ধেন্দ্রগণ, মুনিগণ, নিত্যস্বরূপ, যে ভগবান্ গণপতিকে ধ্যান করিয়া থাকেন; যিনি ব্রহ্মস্বরূপ; যিনি সকল হইতে

উৎকৃষ্ট; যিনি মঙ্গলস্বরূপ; যিনি সকল মঙ্গলের আধার; যিনি সমস্ত বিঘ্ন হরণ করেন; যিনি অতি-শান্ত; যিনি সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন; যিনি কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের সংসার-সমুদ্রে মায়ানৌকায় কর্ণধারস্বরূপ; যিনি শরণাগত দীন এবং পীড়িতদিগের পরিত্রাণে সর্ব্বদা রত; সেই ভক্তবৎসল ভক্তের ঈশ্বর এবং ধ্যানের অসাধ্য গণেশকে ধ্যান করিবে। সেই সতী রাধিকা, এইরূপে ধ্যান করত আপনার মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া সর্ব্বাঙ্গশোধন বেদোক্ত ন্যাস করিলেন। পরে সেই পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলজনক ধ্যানদ্বারা পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া লম্বোদরের পাদপদ্মে পুষ্প প্রদান করিলেন।২১—৩১। পরে গোলোকবাসিনী স্বয়ং রাধিকা, সুগন্ধ শীতল সপ্ততীর্থোদকদ্বারা পদ্মাপ্রভৃতি দেবীগণ যে পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন, তাহাতে পদ্ম প্রদান করিয়া দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, শুক্লপুষ্প, সুগন্ধি-চন্দন এবং জলদ্বারা তাঁহার পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। স্বয়ং রাসেশ্বরী রাধিকা, গণেশের গল-দেশে সচন্দন স্নিগ্ধ এবং সুন্দর পারিজাতপুষ্পের মালা প্রদান করিলেন। বৃন্দাবন-বিনোদিনী রাধিকা, গণপতির সর্ব্বাঙ্গে কস্তূরী ও কুঙ্কুমযুক্ত সুগন্ধি শীতল চন্দন অর্পণ করিলেন। মহাপদ্মালয়া সতী রাধিকা গণপতির পাদপদ্মে সুগন্ধিচন্দনযুক্ত সুগন্ধি শুক্ল পুষ্প প্রদান করিলেন। কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকা ত্রিজগতের ঈশ্বর সেই গণপতির উদ্দেশে সমস্ত পবিত্র বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত উত্তম গন্ধযুক্ত ধূপ প্রদান করিলেন। আদ্যা প্রকৃতি সনাতনী রাধিকা সেই সুরেশ্বরের উদ্দেশে গাঢ় অন্ধকারনাশক প্রদীপ্ত ঘৃতপ্রদীপ প্রদান করিলেন। হে নারদ! পরে কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবতা রাধিকা, সেই সুরেশ্বর গণপতির উদ্দেশে অতি মনোহর সুস্বাদু এবং রমণীয় নানাপ্রকার নৈবেদ্য, চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় এই অমৃততুল্য চতুর্ব্বিধ অন্ন, ত্রিজগতের দুর্লভ সুমধুর বৃহদাকার গ্রামজাত ও অরণ্যজাত সুপক্ক ফল, অসংখ্য তিললড্ডুক, সুস্বাদু সুপক্ক অসংখ্য অনাদ্য লড্ডুক, ঘৃত এবং শর্করাযুক্ত অতি রমণীয় গোধূম চূর্ণের পিষ্টক, সুন্দর এবং বৃহদাকার স্বস্তিক লড্ডুক, শর্করাযুক্ত নানাপ্রকার ভর্জ্জিত দ্রব্য, ঘৃত, দুগ্ধ, মধু, গুড়, পায়স এই সকলের কৃত্রিম নদী, রাশীকৃত পিষ্টক, রাশীকৃত স্বস্তিক, রাশীকৃত রম্ভা, অতি সুন্দর মিষ্ট ব্যঞ্জনযুক্ত শাল্যন্ন, প্রদান করিলেন।৩২—৪৫। পরে বিরজা-তটবাসিনী রাধিকা, বিঘ্ননাশক গণপতিকে অমূল্যরত্ন-নির্ম্মিত অতি রমণীয় উৎকৃষ্ট সিংহাসন প্রদান করিলেন। শতশৃঙ্গনিবাসিনী, শিবাত্মজ গণপতিকে অগ্নি-পরিশুদ্ধ অমূল্য রমণীয় সূক্ষ্ম বস্ত্রযুগল প্রদান করিলেন। বৃন্দাবননিবাসিনী রাধিকা, গণপতির উদ্দেশে বিশুদ্ধ ঘৃতযুক্ত নির্ম্মল সুমধুর মধুযুক্ত মধুপর্ক প্রদান করিলেন। বৃষভানুনন্দিনী সর্ব্বসম্পৎপ্রদ লক্ষ্ম গণ-পতিকে কর্পূরাদিসুবাসিত অতি রমণীয় উত্তম তাম্বুল প্রদান করিলেন। গোপীশ্বরী রাধিকা, সহর্ষে অতি পবিত্র সুশীতল এবং সুবাসিত সপ্ততীর্থোদক পানার্থ জল তদুদ্দেশে প্রদান করিলেন। মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী রাধিকা, সেই পরমেশ্বর গণপতির উদ্দেশে অমূল্য অতি দুর্লভ এবং বিশুদ্ধ শ্বেতচামর প্রদান করিলেন। কৃষ্ণবক্ষঃস্থলনিবাসিনী, অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মুক্তা, মাণিক্য ও হীরকদ্বারা সুসজ্জিত পুষ্প ও চন্দনযুক্ত এবং যাহার চতুর্দ্দিক্ শুক্লবর্ণ অতি সূক্ষ্মবস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত এইরূপ শয্যা শিবাত্মজকে প্রদান করিলেন; পরে বৃন্দা, বাঞ্ছিতফলদায়িনী সবৎসা কামধেনু প্রদান-পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ৪৬—৫৩। তৎপরে কালিন্দীকূলবাসিনী রাধিকা, দিব্য উজ্জ্বল বীজযুক্ত মূলমন্ত্রদ্বারা ষোড়-শোপচার প্রদান করিলেন। তাহার পর ওঁ গঁ গৌং গণপতয়ে বিঘ্নবিনাশিনে স্বাহা, এই ষোড়শাক্ষর কল্প-তরুস্বরূপ উৎকৃষ্ট মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলেন। পরে রাধিকা ভক্তিভাবে স্কন্ধদেশ অবনত করিয়া সজলনয়নে লোমাঞ্চিতশরীরে ভক্তিপূর্ব্বক কৌথুমশাখোক্ত স্তবদ্বারা গণপতির স্তব করিতে লাগিলেন;—তুমি পরমব্রহ্ম, তুমি পরমজ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি পরেশ অর্থাৎ প্রকৃতি-নিয়ন্তা, তুমি সমস্ত বিঘ্ন নষ্ট করিয়া থাক, তুমি শান্ত-প্রকৃতি, তুমি গজানন; তোমাকে নমস্কার করি। দেবতাগণ, অসুরগণ, সিদ্ধেন্দ্রগণ তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন, তোমা হইতে আর কেহই উৎকৃষ্ট নাই, তুমি দেবরূপ পদ্মসমূহের প্রকাশক ভাস্করস্বরূপ, তুমি গণেশ, তুমি মঙ্গলের আধার; অতএব তোমাকে স্তব করি। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া এই মহাপুণ্যজনক বিঘ্ন এবং শোকনাশক উৎকৃষ্ট স্তোত্র পাঠ করে, সে সমস্ত বিঘ্ন হইতে মুক্ত হয়। ৫৪—৫৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, পতিব্রতা রাধিকা, লম্বোদরকে এইরূপে যথাবিধি স্তব করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত অলঙ্কার প্রদান করিলেন। তখন শান্তপ্রকৃতি গণপতি, রাধার স্তব শ্রবণ, রাধার পূজা এবং রাধিকা যে সমস্ত বস্তু প্রদান করিয়াছেন, তৎসমুদয় দর্শন করিয়া ত্রিলোক-জননী শান্তপ্রকৃতি রাধিকাকে মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে জগন্মাতঃ! হে শুভে! আপনি ব্রহ্মস্বরূপা; আপনি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে সর্ব্বদা অবস্থান করেন; আপনি যে আমার পূজা করিলেন; তাহা কেবল লোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত। দেবতাগণ ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্তদেব, সনকাদি মুনীন্দ্রগণ, জীবন্মুক্তগণ, ভক্তগণ এবং কপিলাদি সিদ্ধেন্দ্রগণ যে কৃষ্ণের সুদুর্ল্লভ অতুলনীয় পাদপদ্ম চিন্তা করেন, তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও প্রাণ অপেক্ষা অতিশয় প্রিয়া। রাধিকা বামাঙ্গ, মাধব দক্ষিণাঙ্গ, জগন্মাতা মহালক্ষ্মী তোমার বামাঙ্গ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। তুমি সমস্ত জগতের আশ্রয় বিরাট্‌পুরুষের জননী, তুমি পরমেশ্বরী, তুমি বেদ-চতুষ্টয়ের এবং ত্রিজগতের মাতা; তুমি মূলপ্রকৃতিরূপা ঈশ্বরী। হে মাতঃ! সৃষ্টির আদিভূত, সমস্ত প্রকৃতি তোমারই অংশ। সমস্ত জগৎ কার্য্য, তুমি কারণ-রূপিণী। প্রলয়কালে ব্রহ্মার পতন হইলে তোমার নিমেষপতন হয় এবং হরিরও নিমেষপতন হয়। যে ব্যক্তি অগ্রে রাধানাম, পশ্চাতে পরাৎপর কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত এবং যোগী ও পরে ক্রীড়া করিতে করিতে গোলোকধামে গমন করে। যে ব্যক্তি ইহার ব্যতিক্রম করে, সে মহাপাপী এবং নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাজন্য পাপ লাভ করে। আপনি ত্রিজগতের মাতা, পরমাত্মা হরি পিতা, মাতা-পিতা হইতে গুরু, পূজনীয়া, বন্দনীয়া এবং পরাৎ-পরা। যদি কোন মহামূঢ় ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্রে অন্য দেবতাকে কি সর্ব্বকারণ কৃষ্ণকে ভজনা করে, কিন্তু রাধিকাকে নিন্দা করে, তাহা হইলে তাহার বংশ নষ্ট হয় এবং দুঃখ ও শোক হয়। যে কাল পর্য্যন্ত চন্দ্র-সূর্য্য অবস্থান করেন, সেই কাল পর্য্যন্ত সে ঘোর নরকে বাস করে। ১—১৩। গুরু—শিষ্যদিগের জ্ঞান জন্মাইয়া দেন; এজন্যই গুরু; মন্ত্র এবং তন্ত্র এই উভয়ে যে জ্ঞান, সে-ই জ্ঞান; যে মন্ত্রতন্ত্র হইতে রাধা-কৃষ্ণে ভক্তি জন্মে, তাহাই মন্ত্রতন্ত্র। যে দেহধারী জীব জন্মে জন্মে অন্য দেবতাগণের মন্ত্র উপাসনা করে, তাহার দুর্গার সুদুর্ল্লভ চরণকমলে ভক্তি জন্মিয়া থাকে। যে ব্যক্তি জন্মে জন্মে ভক্তিপূর্ব্বক দুর্গামন্ত্র সেবা করে সে মহাদেবের সনাতন জ্ঞানানন্দ-মন্ত্র লাভ করে। যে ব্যক্তি জগৎকারণ শম্ভুর মন্ত্র সেবা করে, সে তোমা-দিগের উভয়ের সুদুর্ল্লভ পাদপদ্ম লাভ করে। পুণ্য-বান্ ব্যক্তি তোমাদিগের উভয়ের সুদুর্ল্লভ পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া দৈববশতঃ ক্ষণার্দ্ধের যোড়শ ভাগের এক ভাগের একভাগ কালও বৃথা পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তের নিকট হইতে তোমাদিগের উভয়ের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তোমার স্তব কিংবা কবচ পাঠ করে, তাহার কর্ম্মজন্য ফল ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষমধ্যে পরম ভক্তিপূর্ব্বক রাধাকৃষ্ণমন্ত্র জপ করে, সে নিজের সহিত সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করে। যে ব্যক্তি বস্ত্র অলঙ্কার এবং চন্দনদ্বারা যথাবিধি গুরুকে পূজা করিয়া কবচ ধারণ করে, সে নিশ্চয় বিষ্ণুতুল্য হয়। হে মাতঃ! তুমি, যে কিছু বস্তু আমাকে প্রদান করিলে, তাহা সমস্ত সার্থক কর। তুমি আমার প্রীতি নিমিত্ত সমস্ত বস্তু ব্রাহ্মণকে প্রদান কর, আমি তাহা হইলে এক্ষণে সমস্ত ভোগ করিব। দেবতা-উদ্দেশে দ্রব্য প্রদান করিবে এবং দেবতাকেই দক্ষিণা দিবে। পরে সেই সমস্ত বস্তু ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এইরূপ করিলে অনন্ত ফল হইবে। হে রাধে! ব্রাহ্মণগণের মুখই দেবতাদিগের প্রধান মুখ, ব্রাহ্মণ যে কিছু দ্রব্য ভোজন করেন, দেবতারা তাহা সমস্তই পাইয়া থাকেন। ১৪—২৫। হে নারদ! সতী রাধিকা তখন সেই সকল বস্তু ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন। সেই ক্ষণে গণেশও অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা শিব অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ গণপতির পূজার্থ সেই বটমূলে আগমন করিলেন। পরে তথায় শিবানুচর রক্ষক গমন করিয়া ভীত ও শুষ্ককণ্ঠ হইয়া দেব দেবীগণ ও শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিল। রক্ষক কহিল, ত্রিশকোটীগোপীপরিবৃতা বলবতী বৃষভানু-নন্দিনী রাধিকা সর্ব্বাগ্রে শুভ সময়ে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক গণেশকে পূজা করিয়াছেন; আমি সেই বলবতী গোপীগণে নিবারিত হইয়াছি; তাহা আপনাদিগকে কহিতেছি। যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে গণেশের পূজা করে, সে অশেষ ফল প্রাপ্ত হয়; মধ্যে পূজা করিলে মধ্য ফল ও শেষে পূজা করিলে অল্প ফল পায়; ইহা কথিত আছে। দেবেন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ ও দেবীগণ উপস্থিত থাকিলেও গোপীগণমিলিতা রাধিকা-

কর্তৃক গণপতি অগ্রে পূজিত হইয়াছেন। এই দূতবাক্য শ্রবণে সকল দেবতা মুনি, মনু, রাজা ও দেবপত্নীগণ হাস্য করিলেন ও রুক্মিণী প্রভৃতি যদুকুলকামিনীগণ বিস্মিত হইলেন এবং সরস্বতী সাবিত্রী, পরমেশ্বরী পার্ব্বতী, রোহিণী ও স্বধা সংজ্ঞা স্বাহা প্রভৃতি নারীগণ ও পতিব্রতা মুনিপত্নীগণ আনন্দিতা হইয়া গমন করিলেন। ২৬—৩২। সকল মুনি, মনু, দেব ও নৃপতিগণ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ও অন্যান্য সকলেই নিজগণের সহিত সানন্দে গমন করিলেন। তাহারা সকলেই বলিষ্ঠ ও দুর্ব্বল যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ নানাবিধ দ্রব্যে শুভক্ষণে গণপতিকে পূজা করিলেন। তথায় শতকোটি লড্ডুকরাশি, তাহার অর্দ্ধেক শর্করা ও স্বস্তিকরাশি হইল, অন্ন ও ভৃষ্টবস্তুর রাশি হইল ও অসংখ্য স্বাদু মধুর ফল হইল। সেই ত্রিলোকপূজনে শতসংখ্যক মধুকুল্যা, দুগ্ধকুল্যা ও ঘৃতনদী হইল। তাঁহারা সকলে পূজা করিয়া সুখে আসনে উপবেশন করিলেন ও পার্ব্বতী পরমানন্দে রাধাসমীপে গমন করিলেন। সেই রাধা পার্ব্বতীকে অবলোকন করিয়া উত্থান করত সাদরে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন; ও পরস্পরের চুম্বন ও আলিঙ্গন হইল; এবং দুর্গা রাধাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক মধুর বচনে কহিলেন;—রাধে! তুমি সকল মঙ্গলের আলয়; তোমাকে আর কি প্রশ্ন করিব? শ্রীদামের শাপবিমোচনে তোমার বিরহবেদনা যাইয়াছে। আমার মনপ্রাণ নিয়ত তোমাতে রহিয়াছে। আমাতে তোমারও তদ্রূপ আছে; প্রকৃতি ও পুরুষের মত আমাদের পরস্পর কিছুমাত্র ভেদ নাই। যে আমার ভক্তগণ তোমাকে নিন্দা করে ও তোমার যে ভক্তগণ আমাকে নিন্দা করে; তাহারা চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পতিত থাকে। ৩৩—৪৩। যে নরাধমেরা রাধা ও মাধবের ভেদ জ্ঞান করে, তাহাদের বংশহানি হয়; বহুকাল নরকে বাস হয় ও শত পিতৃপুরুষের সহিত শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়; পরে ষষ্টিসহস্র বর্ষ বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া থাকে। তুমিই আমার পুত্র গণপতিকে পূজা করিয়াছ, আমি করি নাই; না হইক, তথাপি ইনি সর্ব্বাগ্রে সকলের পূজ্য হইবেন; কেননা, গণপতি আমার পক্ষেও যেরূপ, তোমার পক্ষেও তদ্রূপ। দেবি! দুগ্ধে ধবলতার ন্যায় রাধা ও মাধবে যাবজ্জীবনকাল বিচ্ছেদ হইবে না; তুমি পুণ্যক্ষেত্র ভারতে সিদ্ধাশ্রমে ও তীর্থে বিঘ্নরাজকে পূজা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গোবিন্দকে লাভ কর। তুমি রসিকা রাসেশ্বরী; শ্রীকৃষ্ণ রসিকরাজ; রসিকা চতুরার চতুরের সহিত সঙ্গম প্রশংসনীয় হয়। শতবর্ষান্তে শ্রীদামশাপের মোচন হইয়াছে, আজি আমার বরে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হও। হে সুন্দরি! আমার আদেশে শীঘ্র রমণীয় বেশ কর, যেহেতু স্ত্রীজনের সৎপুরুষের সহিত সঙ্গম অতি দুর্লভ। শিবার আদেশে রাধার প্রিয় সখীগণ উত্তম বেশ রচনা করিল ও ঈশ্বরী রাধাকে রমণীয় রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করাইল। তৎসখী রত্নমালা অগ্রে রাধার গলে রত্নমালা দিল ও পদ্মা মুখকমল দেখিবার জন্য উত্তম রত্ন-দর্পণ প্রদান করিল। পদ্মমুখী রাধার দক্ষিণ হস্তে মনোহর ক্রীড়াপদ্ম ও পাদপদ্মদ্বয়ে অলক্তক দিল। সুন্দরীনাম্নী গোপিকা সীমন্তের অধোভাগে চন্দনচর্চ্চিত উৎকৃষ্ট মনোহর সিন্দুর প্রদান করিল। ৪৪—৫৫। মালতী তাঁহার মুনিমনোহারী, সুচারু কেশপাশ মালতীমাল্যে ভূষিত করিল ও সতী চন্দনী, উহাঁর সুকঠিন স্তনদ্বয়ে কস্তুরী ও কুঙ্কুমাক্ত চারু চন্দনপত্র রচনা করিল। মালাবতী সুগন্ধি চারুচম্পককুসুমের মালা ও প্রফুল্ল নবমল্লিকা প্রদান করিল। সুরসিকা গোপিকা রতি সেই শৃঙ্গারকৌতুকিনী সুরসিকা রাধাকে রত্নভূষণে ভূষিতা করিল। সতী ললিতা শরৎপঙ্কজের মত বিশাল তাঁহার নয়নযুগল কজ্জলসংযোগে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে সুন্দর বসন দিল। পারিজাতনাম্নী সখী তাঁহার হস্তে ইন্দ্রদত্ত সুগন্ধি পারিজাতপুষ্প দিল। গোপিকা সুশীলা তাঁহাকে স্বামি-সমীপে উপযুক্ত সৎস্বভাব মধুর বচন ও নীতি শিক্ষা করাইল। রাধিকা বিপৎকালে যে সকল বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সেই স্ত্রীজনের ষোড়শকলা মাতা কলাবতী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। ভগিনী সুধামুখী তাঁহাকে অমৃতোপম শৃঙ্গারবিষয়ক বচন স্মরণ করাইয়া দিল। সখী কমলা পদ্ম ও চম্পকের চন্দনচর্চ্চিত দলে সুকোমল রতিশয্যা রচনা করিল। সতী চম্পাবতী স্বয়ং কৃষ্ণের জন্য চারু চম্পকপুষ্প চন্দনচর্চ্চিত করিয়া পুটকে স্থাপন করিল; ও মনোহর কেলিকদম্বপুষ্পের স্তবক ও কদম্বমালা কৃষ্ণের জন্য স্থাপিত করিল; ও কৃষ্ণপ্রিয়া কর্পূরাদিসুবাসিত উত্তম তাম্বুল ও জল কৃষ্ণনিমিত্ত সুবাসিত করিল। ৫৬—৬৮। এই সময়ে সকল দেবগণ ও মুনিগণ, সজলস্থল সেই আশ্রম সমুদায়ই গোরোচনা বর্ণ দেখিতে লাগিলেন ও তাঁহারা সকলে বিস্মিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরও তাঁহাদিগকে উহার কারণ কহিতে লাগ-

লেন ;—রাধিকা শ্রীদামকর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া শ্রীভ্রষ্টা ও আমার বিচ্ছেদজ্বরে কাতরা হইয়া সকল জ্ঞান বিস্মৃতা হইয়াছিলেন। সেই সাধ্বীর শতবর্ষান্তে শাপমোচন হইলে সেই জ্ঞান স্মৃতিপথে আসিয়াছে ও সেই রাসেশ্বরীর তেজে সিদ্ধাশ্রম পীতবর্ণ হইয়াছে। ঐ তেজ কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালী ও পরমাহ্লাদজনক সুখদৃশ্য ও জীবগণের চক্ষুর সুখদায়ক। মুনিগণ, মনুগণ, দেবীগণ, ব্রহ্মা, ঈশান প্রভৃতি সকল দেবগণ ও ত্রিলোকস্থিত সকল জন সেই অতি আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিয়া বেগে সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক ভক্ত্যবনতকন্ধর হইয়া রাধিকাকে অবলোকন করিলেন। ঐ রাধিকার বর্ণ শ্বেতচম্পকের মত। তিনি অতি সুন্দরী, অনুপমা ও উদ্ধরেতা মুনিগণেরও মানসমোহিনী। তিনি সুকেশী, সুন্দরী, শ্যামা ও ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা। তিনি নিতম্ব, কঠিন শ্রোণি ও উন্নত স্তনদ্বয়ে অবনতা হইয়াছেন। উহাঁর কোটিচন্দ্রবিনিন্দিত বদন ও নয়ন শরৎপঙ্কজের ন্যায় কজ্জলে উজ্জ্বল। তিনি স্বয়ং সুদতী ও সস্মিতা। ৬৯—৭৮। তিনি মহালক্ষ্মী, বীজরূপা, পরমাদ্যা, সনাতনী এবং পরমাত্মার ও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও পরমাত্মাকর্ত্তৃক স্তুতা, পূজিতা, পরা, ব্রহ্মস্বরূপা, নির্লিপ্তা, নিত্যরূপা, গুণাতীতা ও বিশ্বব্যাপ্তা প্রকৃতি, ভক্তজনের প্রতি দয়া প্রকাশে শরীরধারিণী, সত্যস্বরূপা শুদ্ধা, পূতা, পতিতপাবনী এবং তীর্থপূতা। তিনি বিধাতৃগণের সৎকীর্ত্তি-বিধায়িনী, মহৎপ্রিয়া, মহতী এবং মহাবিষ্ণুরও জননী; রাসেশ্বরেরও ঈশ্বরী; রম্যা, রসিকা ও রসিকাদিগের প্রধানা। তিনি স্বেচ্ছারূপা, শুভালয়া। তাঁহার পরিধান অগ্নির ন্যায় শুদ্ধ বসন।- সপ্তগোপীজনে নিরন্তর শ্বেতচামরে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে ও পাদপদ্ম চারিজন প্রিয় সখী সেবা করিতেছে। তিনি অমূল্যরত্ননির্ম্মিত-ভূষণে বিভূষিতা; তাঁহার কর্ণ গণ্ডস্থল সুন্দর কুণ্ডলযুগে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। তাঁহার ওষ্ঠ পক্কবিম্বের মত। তিনি স্বয়ং বনমালায় বিভূষিতা ও রমণীয় মালতীমাল্যভূষিত কবরীভার ধারণ করিতেছেন। তাঁহার সীমন্তের অধঃস্থল সিন্দূরবিন্দুসংযুক্ত স্নিগ্ধ বিন্দু এবং কস্তুরী ও কজ্জলচিহ্নে সমুজ্জ্বল। খগরাজ-চঞ্চুবিনিন্দিত তাঁহার নাসিকা গজমুক্তাসমন্বিত। সেই মুকামুকী কোমলাঙ্গী কুঙ্কুমে আরক্ত কস্তুরীস্নিগ্ধ ও চন্দনচর্চ্চিত কপোলদেশ ধারণ করিতেছেন; তিনি গজেন্দ্রগামিনী, অতি-কমনীয়া রামা, সুকামিনী ও কামের জয়াস্বরূপা। সেই কাম-কল্লালয়া প্রফুল্ল ক্রীড়াকমল, পারিজাত কুসুম, অমূল্য রত্ননির্ম্মিত উজ্জ্বল দর্পণ ধারণ করিতেছেন এবং কল্যাণময় নানা চিত্র বিচিত্র রত্নসিংহাসনস্থিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় কর্ম্ম, মন, বাক্যে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করিতেছেন ও কৃষ্ণের প্রীতি এবং নিত্য নূতন প্রেম ও সৌভাগ্য চিন্তা করিতেছেন। তিনি তাঁহার ভাবে একান্ত অনুরক্তা, শুদ্ধভক্তা ও পতিব্রতা। তিনি ধন্যা, মান্যা, গৌরবার্হা ও নিয়ত কৃষ্ণবক্ষে অবস্থিতা ও এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে বৃষভানুনন্দিনী বলিয়া খ্যাতা। তিনি গুপ্তরূপা, সিদ্ধিদা, সিদ্ধরূপিণী ও দুরারাধ্যা; ধ্যানেও অপ্রাপ্যা; সাধু ভক্তগণের বন্দিতা; সেই গোপীপ্রধানা রাধাকে বন্দনা করি। যাহারা ধ্যানতৎপর হইয়া এই ধ্যানে রাধাকে ধ্যান করে, তাহারা ইহলোকে জীবন্মুক্ত হইয়া পরলোকে কৃষ্ণের পার্শ্বচর হইয়া থাকেন। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা বিধাতৃজননী এতাদৃশী পরমেশ্বরীকে অবলোকন করিয়া সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং স্তব করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে পরমেশ্বরি! দেবমানে ষষ্টিসহস্রবর্ষ পুণ্যক্ষেত্র ভারতে পুষ্করতীর্থে আমি তপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে সতি! আমার মনরূপ মধুকর ভবদীয় পাদপদ্মের সুমধুর মধুর লোভে চঞ্চল হইয়াছে; তথাপি অভিলষিত তোমার পাদপদ্ম লাভ করিতে পারি নাই। ৭৯—১০০। স্বপ্নেও আমি উহা দেখি নাই; কিন্তু আমার প্রতি আকাশবাণী হইয়াছিল;—হে মহাভাগ! নিরস্ত হও তুমি বিষয়াসক্ত; রাধামাধবের দাস্য তোমার সম্ভব নহে; তুমি বারাহকল্পে ভারতবর্ষে পবিত্র কানন বৃন্দাবনে স্থিত গণেশের সিদ্ধাশ্রমে রাধামাধবের পাদপদ্ম দেখিতে পাইবে। এই সুদুর্লভ বর শ্রবণে ভগ্নমনোরথ হইয়া তপস্যা হইতে আমি নিবৃত্ত হইয়াছি; আজি আমার সেই বাঞ্ছিত তপঃফল পূর্ণ হইল। শ্রীমহাদেব কহিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ তৎপর হইয়া যাঁহার সুদুর্লভ পাদপদ্ম নিরন্তর ধ্যান করেন ও মুনি, মনু, সিদ্ধ, সাধু ও যোগিগণ স্বপ্নেও যাঁহার পাদপদ্ম দেখিতে সমর্থ হয় না, তাঁহার বক্ষঃস্থলে আপনি রহিয়াছেন। অনন্ত কহিলেন;—হে সুব্রতে! বেদ সকল, বেদমাতা, পুরাণচয়, আমি সরস্বতী ও সাধুগণ নিয়ত যাঁহাকে স্তব করিতে অসমর্থ; ও আমাদিগের স্তবে যাঁহার ভ্রূভঙ্গ অতিদুর্লভ; সেই হরি তোমারই ভর্ৎসনায় ভীত হইয়া আমাদিগের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছেন। এইরূপে দেবগণ অন্যান্য সকল সমাগত ব্যক্তিগণ ও মুনি মর্য্যাদিগণ সকলেই প্রণত হইয়া রাধাকে স্তব করিতে

লাগিল। রুক্মিণী প্রভৃতি নারীগণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া নিশ্বাসে রত্ন-দর্পণ মলিন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! কৃশোদরী, আহারশূন্যা, অতএব মৃতপ্রায়া সত্যভামা নিজ মনের সকল অভিমান পরিত্যাগ করিলেন। ১০১—১১০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীনারদ কহিলেন, হে প্রভো! ঐ গণেশপূজা ও রাধাস্তবের পর অপর কি রহস্য বিষয় হইয়াছিল, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। শ্রীনারায়ণ কহিলেন, ঐ তীর্থে গণেশের পূজোপলক্ষে যে সকল দেব, মুনি ও যোগীন্দ্রগণ সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বটমূলে উপবিষ্ট হইলে ঐ সময়ে বসুদেব ও দৈবকী, ব্রহ্মা, শম্ভু ও মুনিবর অনন্তদেবকে সমাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবেশ! হে সিদ্ধগণ। হে মুনিসত্তমগণ! এই আমাদিগের উভয় দীনজনের কি উপায়ে সংসারসাগর সমুত্তরণে উত্তমা গতি হইবে? হে দীনজনবান্ধব! মহাভাগগণ! আপনারা শীঘ্র বলুন আপনারাই সেই ভবাব্ধিপারাবারের তরণিতে নাবিক। জলময় হইলেই তীর্থ হয় না ও মৃন্ময় কি শিলাময় হইলেই দেবতা হয় না। যজ্ঞাদি পুণ্যকার্য্যের ও অনশনাদি ব্রতের অনুষ্ঠান, তপশ্চরণ, নানাবিধ দান, বিপ্র ও দেবসেবা, এই সকল পুণ্য কার্য্য বহুকাল অনুষ্ঠানে কর্ত্তাকে পবিত্র করেন; কিন্তু বৈষ্ণবগণ দর্শনমাত্রেই পূত করেন। সাধু বৈষ্ণবদিগের পবিত্র পাদপদ্মের রেণুস্পর্শমাত্র বসুন্ধরা সদ্য পূতা হন এবং তীর্থ সমুদ্র ও পর্ব্বত সকলও পবিত্র হইয়া থাকেন। দেবগণও পাপরূপ কাষ্ঠদহনে অগ্নিস্বরূপ ঐ বৈষ্ণবদিগের দর্শন কামনা করেন। যেরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তি, জ্ঞানিজনের সহবাসেও জ্ঞানকে দধি ও দুগ্ধের রসের মত জানিতে পারে না; সেইরূপ আমি কৃষ্ণের পিতা ও দেবকী মাতা উভয়ে বহুকাল উহার সঙ্গী হইয়াও জ্ঞানিগণের গুরুরও গুরু কৃষ্ণকে জানিতে পারিলাম না। যিনি সামাদি চতুর্ব্বেদের জনক সেই প্রভু শঙ্কর বসুদেব-বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ১—১২। জ্ঞানিগণেরও সন্নিকর্ষ জ্ঞানে অনাদরের কারণ, যেমন লোক গঙ্গাজলে পবিত্র হইয়াও শুদ্ধির নিমিত্ত অন্যান্য তীর্থে গমন করে। পরমাত্মা বাসুর পিতা জ্ঞানী কশ্যপের অংশভূত ও বাসুদেব কৃষ্ণের জনক এই পণ্ডিত বসুদেব, পুত্র-বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইয়া কৃষ্ণকে না জানিতে পারিয়া আমাদিগকে জ্ঞান-বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আহা! মোহবতী জ্ঞানিদিগেরও মোহিনী শক্তি দুরারাধ্যা; ভগবতী বিষ্ণুমায়া জগতের অসাধ্য। দেবজনক আমরাও ঐ বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। পরিজ্ঞাতা ব্রহ্মাও তাঁহার মায়ায়মুগ্ধ হইয়া আজীবন তপশ্চরণদ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন। অষ্টশতাধিক দশলক্ষ ইন্দ্রের ও এক ব্রহ্মার পতনে মাধবের একনিমেষ-কাল হয়, তাঁহার সহিত পারিজাতকারণে ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়; আমি পারিজাততরু হইয়া ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছি। তাঁহার তাত্ত্বিক বা বৈষয়িক জ্ঞান জ্ঞানি-দিগেরই হইয়া থাকে, তাঁহাতে অজ্ঞদিগের উহা কিছুই হয় না। কিন্তু সাধুব্যক্তিগণের ঐ জ্ঞান সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। আমরা আত্মবিষয়ে অজ্ঞ হইলেও আমাদের জ্ঞান আছে কিন্তু উহা কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক বা সমান নহে; অতএব শুভাশুভ সকলই কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করুন। ১৩—২০। কালবিৎ পণ্ডিতগণ ব্রহ্মার চারি প্রহরকে এক কল্প কহেন। মহামুনি মার্কণ্ডেয় ঐরূপ সপ্তকল্প জীবিত থাকেন; অষ্টনবতি ইন্দ্রের পতন হইলে পর, ঐ মুনির পতন হয়; পরে ঐ মুনি নিজ তপঃফলে শ্রীহরির দাসত্ব প্রাপ্ত হন। প্রলয় কালে ব্রহ্মার পতন হইলে লোমশ মুনির পতন হয় ও সেই কাল পর্য্যন্ত দিক্‌পালগণ গ্রহগণ ও চিরজীবিগণের আয়ুর পরিমাণ। মৃত্যুঞ্জয়—আমি ভিন্ন অপর সকল দেবগণ, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ ও সিদ্ধগণের ঐ কালপর্য্যন্তই আয়ুর পরিমাণ। প্রলয়কালে বিধাতারও পাত হইলে, আমি শিব শিবলোকে অবস্থান করি। আমি ব্রহ্মার ললাট হইতে সম্ভূত ও সকল আদিসৃষ্টির প্রকাশক শম্ভু। যেমন রাধা শ্রীকৃষ্ণের বামাংশ হইতে উৎপন্না, তদ্রূপ দেবগণ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, সরস্বতী ও কায়ব্যূহে দ্বাদশ সংখ্যক অদিতি-তনয় আদিত্য ও সেইরূপ কায়ব্যূহে চতুর্দ্দশ মহেন্দ্র অষ্টবসু ও একাদশরুদ্র কৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন। এক মনুর পতন হইলে ইন্দ্রের পতন হয়। অধিকারচ্যুতিই এই পতন-শব্দের তাৎপর্য্য; নতুবা ঐ সকলেরই সমান আয়ু;—বিনাশ, প্রলয়-কালে হয়। প্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড জলপ্লাবিত হইলে যিনি ব্রহ্মাকে ও আমাকে গোলোকধাম ও শক্তিসমুদায়ের সহিত স্বীয় পরমাত্মাকে দেখাইয়া থাকেন। ২১—২৯। সেই শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর, সকলের মূল;

অতএব রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া ঐ যজ্ঞেশ্বর ও যজ্ঞবীজ নিজপুত্রকে ভজনা কর। হে যাদব! যজ্ঞান্তে যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া ভব-সাগর সমুত্তীর্ণ হও। তুমি কশ্যপ; বিষয়াসক্ত তোমার নির্ব্বাণমুক্তি নাই; কারণ ভক্তের ধন কৃষ্ণের দাসত্ব তোমার নাই। দেবকী এবং অদিতি ও সেইরূপ সুতরাং তাহাদেরও নির্ব্বাণমুক্তি বা কৃষ্ণদাস্য হইবে না। তুমি ভোগমূলক স্বর্গে, কি কশ্যপ-স্থানে বা আমার আলয়ে গমন কর। যশোদা ও নন্দের সালোক্যমুক্তি এবং দাসত্ব নিশ্চিত রহিয়াছে। এই তোমাকে সমস্ত কহিলাম; তুমি যথাসুখে যজ্ঞ কর; আমরা তোমার কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিব; তখন ঐ বসুদেব শিবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বস্তুজাত সংগ্রহ করত সংযত হইয়া তথায় শুভক্ষণে রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন। দেবগণ সাক্ষাতে থাকিয়া বাসুদেবপ্রদত্ত হব্য গ্রহণ করিলেন; যে স্থানে সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর এবং দক্ষিণাসহ যজ্ঞ বর্ত্তমান, তথায় এরূপ হইবার বিচিত্র কি? হে নারদ! অনন্তর সেই ভগবান্ সনৎকুমার পূর্ণাহুতিপ্রদাতা বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কহিতে লাগিলেন,—হে লক্ষ্মীপতিজনক! আপনি শীঘ্র সর্ব্বস্বদক্ষিণা প্রদান করিয়া এই কার্য্য সফল করুন; বেদোক্ত বাক্য কহিতেছি শ্রবণ করুন। যদি কর্ম্ম সমাপনকালেই বিষ্ণুউদ্দেশে দক্ষিণা দেওয়া না হয়, তবে ঐ দক্ষিণা মুহূর্ত্ত কাল অতীত হইলে দ্বিগুণ দিতে হইবে ও এক দিন অতিক্রম হইলে, উহা চতুর্গুণ হইবে এবং ত্রিরাত্র অতীত হইলে, তাহা নিশ্চয় ষড়্গুণ হইবে! ২০—৩৯। একপক্ষ গত হইলে তাহারও চারিগুণ ও ছয়মসের অধিক বা কিছু ন্যূন অতীত হইলে, সহস্রগুণ দিতে হইবে। হে যাদব! ব্রাহ্মণগণে ঐ দক্ষিণা সংবৎসরান্তে লক্ষগুণ দিতে হয় নচেৎ কর্ম্মকর্ত্তা ও পুরোহিত উভয়েই নরকে গমন করে! ঐ বসুদেব সনৎকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের আদেশে সহসা অকাতরে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেন; কৃষ্ণের পিতা বসুদেব সর্ব্বাগ্রে গর্গমুনিকে অনুত্তম অমূল্য দশকোটি রত্ন ও শতকোটি উৎকৃষ্ট মণি, তাহার চারিগুণ সুবর্ণ, মাণিক্য, মুক্তা, হীরক, রৌপ্য, প্রবাল, স্বর্ণপাত্র সকল, নিজস্ত্রী ও বধূবর্গের অমূল্য রত্নভূষণ, লক্ষ শ্বেত চামর, লক্ষ রত্নদর্পণ, সকল কামধেনু, শতকোটি গাভী, উত্তম গজ, তাহার চারিগুণ অশ্ব ও দানব রাজগণের নিকট হইতে সংগৃহীত সমস্ত ধন, সকলই রাজার অনুমোদনে প্রদান করিলেন। তিনি শতলক্ষ সশস্য গ্রাম, ফলিত বৃক্ষ, বহুলক্ষ শালিধান্য, পায়স, পিষ্টক, অমৃততুল্য মিষ্টদ্রব্য, স্বস্তিক, তিল, রম্য সড়্ডুক, শর্করা ও মিশ্রের লক্ষরাশি, দুগ্ধ, মধু, দধি, গুড় ও ঘৃতের শতশতকুল্যা দান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি প্রফুল্লবদনে কর্পূরযুক্ত তাম্বুল, সুবাসিত শীতল জল, সুগন্ধি চন্দন, পারিজাত-পুষ্পের মালা, রমণীয় আসন, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র, রত্নময় শয্যা, পুষ্প ও ফল, দ্বিজগণকে প্রদান করিলেন। তিনি দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণকে সুখে উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইলেন; দেব ও মুনিগণ তথায় সস্ত্রীক হইয়া রাত্রিতে ক্রীড়া করিলেন। প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সকলে গমন করিলেন ও সকল যাদবগণ রুক্মিণীর দর্শনে অমূল্যরত্নপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণপালিতা দ্বারকায় গমন করিলেন।

শ্রীকৃজন্মখণ্ডে পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! দেব মাধব, গণেশের পূজা করিয়া যাদবগণ, দেবগণ, মুনিগণ, দেবীগণ ও রুক্মিণী প্রভৃতি নিজ দেবীগণের সহিত রমণীয় দ্বারকায় অংশরূপে গমন করিলেন ও স্বয়ং সেই সিদ্ধাশ্রমে অবস্থান করিলেন। তখন তিনি গোকুলনিবাসী সুহৃদ্ গোপগণ, অন্যান্য গোপীগণ ও জননী গোপিকা যশোদার সহিত প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া মাতা, পিতা ও গোকুলবাসিবন্ধুবর্গ গোপগণকে নীতিগর্ভ যথোচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন,—হে পিতঃ! প্রাণবল্লভ নন্দ! আপনি নন্দব্রজে গমন করুন। হে পরমার্য্যে যশস্বিনি মাতর্যশোদে! তুমিও গমন কর। তথায় অবশিষ্ট কাল ভোগ করিয়া উত্তম গোলোকধামে গমন করিবে; তোমাদিগকে গোকুলবাসিগণের সহিত সাযুজ্য-মুক্তি প্রদান করিব। ভগবান্ কৃষ্ণ ইহা কহিয়া মাতা-পিতার আদেশক্রমে রাধিকা-সমীপে এবং নন্দ-গোকুলে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন মুক্তাভূষিতা হাস্যবদনা সুন্দরী রাধাকে দেখিলেন। তিনি দ্বাদশ-বর্ষীয়া, নিরন্তর স্থির-যৌবনা এবং উচ্চরত্নাসনে উপবিষ্টা ও বেত্রহস্তা সহাস্যবদনা ত্রিশতকোটি গোপিকায় পরিবৃতা রহিয়াছেন। ১—৯। রাধিকা পরম সুন্দর, শিশুবেশধারী, হাস্যবদন, প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দূর হইতেই অবলোকন করিলেন। উঁহার বর্ণ নবীনজলদের ন্যায় শ্যাম, পরিধান পীত কৌশেয়

বস্ত্র ও সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ও রত্নভূষণে ভূষিত; উঁহার ময়ূরপুচ্ছশোভিত চূড়া মালতীমালায় ভূষিত। তিনি ঈষৎহাস্যে প্রসন্নবদন ও ভক্তজনের প্রতি দয়া করিয়া শরীরধারী। তিনি সুন্দর অম্লান ক্রীড়াকমল, মুরলী ও হস্তবিন্যস্ত সুপ্রশস্ত দর্পণ ধারণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া রাধা বেগে সাদরে সমুত্থানপূর্ব্বক গোপীগণের সহিত প্রণাম করত পরম ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। রাধিকা কহিলেন,—আজি আমার জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হইল। হে সুপ্রিয়! তোমার মুখচন্দ্রদর্শনে আমার নয়ন, পঞ্চপ্রাণ ও পরমাত্মা শীতল হইল। উভয়ের আনন্দনিদান বন্ধু সাক্ষাৎকার, অতি দুর্লভ। আমি শোকসাগরে নিমগ্না হইয়া বিরহানলে দগ্ধ হইতেছি, আজি আপনাকে দেখিয়া, অমৃতদর্শনে সিক্ত হইয়া, আমার দেহ শীতল হইল। হে মঙ্গলনিদান! আপনার সঙ্গেই আমি শিবা ও মঙ্গলদায়িনী এবং আপনার সঙ্গরহিত হইলেই আমি নিশ্চেষ্টা শবস্বরূপিণী ও অস্পৃশ্যা হই। আপনি দেহে বিদ্যমান থাকিলে দেহী শ্রীমান্ ও পবিত্র হয় ও সর্ব্বশক্তিমান্ আপনি দেহ হইতে গমন করিলে দেহী শবরূপ হয়। হে নাথ! স্ত্রী কি পুরুষের বিরহ সমান ও দারুণ। পরমাত্মার সহিত বিচ্ছেদ হইলে সকল শক্তির সহিত প্রাণ অপগত হয়। দেবী রাধিকা পরমাত্মরূপী পরমেশ্বর কৃষ্ণকে এইরূপ স্তব করিয়া সানন্দে তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া স্বকীয় আসনে উপবেশন করাইলেন। ১০—২১। শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত, রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সাতজন গোপী শ্বেতচামর হস্তে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল, তখন রাধিকা হরির অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন বিলেপন করিতে লাগিলেন; রত্নমালানাম্নী গোপী হাস্যবদনে তাঁহার গলদেশে রত্নমালা অর্পণ করিল এবং পদ্মাবতী কমলাসেবিত তাঁহার পাদপদ্মে দূর্ব্বা, পুষ্প ও চন্দনে মিশ্রিত অর্ঘ্য প্রদান করিল। মালতী তাঁহার চূড়ায় মালতী-পুষ্পের মাল্য এবং চম্পাবতী চম্পক পুষ্পপুটক সমর্পণ করিল। পারিজাতা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া সানন্দে পারিজাত পুষ্প, কর্পূরযুক্ত তাম্বুল এবং সুবাসিত শীতল জল প্রদান করিল। কদম্বমালিকা তাহার গলে রম্য কদম্বমালা এবং হস্তে অম্লান ক্রীড়াকমল ও অমূল্য রত্নময় দর্পণ প্রদান করিল। সুকোমলাঙ্গী কমলা রূপদেবকর্তৃক পূর্ব্বপ্রদত্ত সুন্দর বস্ত্রযুগল হরির হস্তে প্রদান করিল। সুন্দরী মধু গোরোচনানিভ অতি মধুর মধুপূর্ণ মধুপাত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। সুধামুখানাম্নী কোন সখী সুধাপাত্র সুধাপূর্ণ করিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। অন্যান্য গোপীরা অম্লান মালতী-পুষ্পের মাল্যসমূহে বিভূষিত ও চন্দনরসে অভিষিক্তা করিয়া হরির পুষ্পশয্যা রচনা করিল। হরির শয়নমন্দির অতি মনোহর রত্নদ্বারা নির্ম্মিত। উহার কোন কোন স্থান শ্রেষ্ঠ মণিমাণিক্য ও হীরাহারবিভূষিত। উহা কস্তুরী ও কুঙ্কুমাদির সংসর্গে সুগন্ধি বায়ুকর্ত্তৃক সুরভিত ও প্রজ্জ্বলিত শত শত রত্ন-প্রদীপে সমুদ্ভাসিত। ধূপশিখায় উহার চতুর্দ্দিক্ সুবাসিত ও নানাবিধ বস্তুতে পরিবৃত। ঐ ভবন বসন্তসময়ে উন্মত্ত কোকিলগণের মধুর শব্দে শব্দিত ও বিকশিত কুসুমস্থিত ভ্রমরগণের মধুর ধ্বনিতে মনোহর, নানাবিধ কামোদ্দীপক বস্তুসমূহে ও নানাবিধ চিত্র বিচিত্রে সুশোভিত। গোপীগণ ঐ গৃহমধ্যে হরির রতিশয্যা প্রস্তুত করিয়া সহাস্যবদনে বহির্গত হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা নির্জ্জনে অতি রমণীয় মনোহর পুষ্পশয্যা অবলোকন করিয়া উভয়ে কামাতুর হইয়া নানাবিধ কামোদ্দীপক হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। ২২—৩৫। রাধিকা শ্যামের বক্ষে মাল্য, কস্তুরী, কুঙ্কুমাক্ত চন্দন ও তাঁহাকে সুবাসিত পানীয় ও তাঁহার চূড়ায় চারু চম্পক কুসুম দিলেন এবং হস্তে সহস্রদল পদ্ম প্রদান করিলেন; হস্ত হইতে মুরলী ফেলিয়া রত্নদর্পণ দিলেন ও তাঁহার সম্মুখে অম্লান পারিজাতপুষ্প রাখিলেন। সহাস্যবদনা প্রেয়সী রাধিকা মধুর ও শান্তপ্রকৃতি হাস্যমুখে সুন্দর কান্তকে সুমধুর সহাস্যবচনে কহিতে লাগিলেন; আপনি মঙ্গলালয়, সর্ব্বমঙ্গলের বীজ, মাঙ্গল্য, মঙ্গলপ্রদ ও মঙ্গলময়; আপনাতে মঙ্গলজিজ্ঞাসা নিষ্ফল। তথাপি সময়োচিত কুশলপ্রশ্ন করা যুক্ত হইতেছে; লৌকিক ব্যবহার বৈদিক ব্যবহার হইতেও বলবান্ হে রুক্মিণীকান্ত! হে সত্যভামেশ! এক্ষণে আপনার কুশল ত? সত্যভামার আদেশে আপনি অনায়াসে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বর্গে অমরাবতীতে দেবগণকে জয় করিয়া পারিজাততরু উৎপাটনপূর্ব্বক তাহাকে দিয়াছেন, ইহা শুনিয়াছি। তিনি ঐ পারিজাতদ্বারা ব্রতাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া, আরাধ্য পতি—তোমাকে ঐ সকল পুণ্য-কার্য্যের সম্পূর্ণ দক্ষিণা স্থানীয় করিয়া প্রদান করিয়াছে। আপনি ব্রহ্মা শিব এবং অনন্তদেবেরও অসাধ্য; আপনি কিরূপে সত্যভামার সাধ্য হইয়াছেন ও আপনি সকল কামিনী অপেক্ষা সত্যভামাকে ভয় করিয়া থাকেন।

রুক্মিণীতে আপনার অতিরিক্ত প্রেমসৌভাগ্য ও গৌরব আছে; কিন্তু সেই ধন্যা সত্যভামাতেই মান আছে এবং তাহার নিকট হইতেই আপনার ভয়, ইহা শুনিয়াছি। ৩৬—৪৭। হে জাম্ববতীকান্ত! আপনি নিশ্চয় করিয়া সত্য বলুন, সেই সকল প্রেয়সী-মধ্যে কাহাতে আপনার অধিক প্রেম এবং সর্ব্বভাব-সমন্বিত শৃঙ্গারকালে উহাদের মধ্যে কোন্‌টী উত্তমা রসিকা? উহাদিগের মধ্যে যে চতুরা আপনার প্রতি স্নিগ্ধা, সেই ধন্যা ও সুব্রতা। যে, স্বামীর প্রতি ভাবানুরক্তা সেই স্ত্রী; ও যে, স্ত্রীর প্রতি ভাবানুরক্ত সেই স্বামী; স্ত্রী পুরুষ উভয়ের অতিরিক্ত প্রেম ত্রিভুবনে দুর্লভ। সাধ্বী গুণবতী রসিকা কামিনী গুণজ্ঞ শূর, সুশীল, রসিক পতিকে রতিকালে সর্ব্বদা জানিতে পারে। মধুকর মধুলোভে পদ্মের প্রতি দূর হইতে ধাবিত হয়; কিন্তু ভেক তাহাকে জানিতে পারে না ও পদ্মের শিরোদেশে পাদবিন্যাস করিয়া থাকে। যন্ত্রবাদক পুরুষই সঙ্গীত-রস বুঝিতে পারে; কিন্তু যন্ত্র তাহা পারে না ও চতুর ব্যক্তিরাই দুগ্ধের স্বাদ পায়, দর্ব্বী ও পাত্র জানিতে পারে না। সুপক্ব ফলভোক্তারাই সুখে তাহার স্বাদ জানিতে পারে; কিন্তু ঐ ফলবান্ বৃক্ষসকল নিয়ত একত্র অবস্থিত হইয়াও কিছুই জানিতে পারে না; কৃষক সুশীতল জলের আস্বাদ জানিতে পারে কিন্তু বাপী ও ঘট একত্র অবস্থিত হইলেও উহা জানিতে পারে না। ভোক্তারাই শালির স্বাদুরস জানিতে পারে; কিন্তু যদিও একত্র অবস্থিত, তথাপি ক্ষেত্র উহার আস্বাদনের ভাজন হয় না। চন্দনের আঘ্রাণকারী ব্যক্তিই চন্দনের আঘ্রাণ বুঝিতে পারে; কিন্তু ঐ চন্দনের ভারবাহী বা পাত্র, তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। ব্রহ্মা, দেবগণ, বেদচয়, যোগী ও মুনিগণ যাঁহাকে জানিতে পারে না, তাঁহাকে স্ত্রী কি জানিবে। ৪৮—৫৮। যোষিদ্‌গণের সৌভাগ্য, গৌরব ও নিত্য নূতন দুর্লভ প্রেম আমার অধীন ছিল, সে সকলই আপনি ক্ষণকালমধ্যে চূর্ণ করিয়াছেন; হে প্রভো! অতিশয় উন্নত হইলে নিশ্চয় নিপতিত হইতে হয়। ফলতঃ বৈষ্ণবদ্বিগের ব্রত-হিংসা, সন্নিকট বিপদের কারণ হয়। হে ভক্তবৎসল! ভবদীয় ভক্ত শ্রীদাম আমাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে; সেই তনয় শ্রীদামের শাপে আমার এতাদৃশী বিপত্তি ঘটিয়াছে। ঈশ্বর কাহার বাধ্য, অপ্রিয় বা প্রিয়তম? তিনি সর্ব্বদা ভক্তিসাধ্য ও যে তাঁহার ভক্ত তাহারই তিনি ঈশ্বর। চারিবেদ, বৈদিক সাধুগণ ও পুরাণচয় বলেন বটে যে, ভগবান্ মাধব রাধার বশ্য; কিন্তু ইহা নিস্ফল আপনি সগণ মহাদেবকে জয় করিয়া বাণাসুরের ভুজ চ্ছেদনপূর্ব্বক সস্ত্রীক রুক্মিণীপৌত্র অনিরুদ্ধকে দ্বারকায় আনয়ন করিলে, রুক্মিণী কি বলিয়াছিলেন। সেই রুক্মিণীর উপর তোমার প্রেম সমান রহিয়াছে বা গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে? পরমাত্মাস্বরূপ আপনাকর্ত্তৃক কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে কুরুগণ নিহত হইয়াছে ও পাণ্ডব-পক্ষীয় রাজগণ রক্ষিত হইয়াছে। সাক্ষাৎ রাজমণ্ডলী-মধ্যে আপনি মহেন্দ্রতনয় কৌন্তেয় অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছেন ও সেই মহতী সভামধ্যে বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মা ভীষ্ম লজ্জিত হইয়া আপনাকে কি বলিয়াছিলেন। আপনার প্রসিদ্ধ ভক্ত ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ, ইহা কিরূপে দেখিলেন ও কি কহিলেন। যিনি চতুর্ব্বেদ ও পুরাণ ইতিহাসসমূহে অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতি হইতে পৃথক্ পরমেশ্বর।৫৯—৭০। নির্গুণ, নিরীহ, সর্ব্বকর্ম্মে নির্লিপ্ত, সুকর্ম্মিগণের কর্ম্মের সাক্ষী এবং ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহার্থ শরীরী, পরব্রহ্ম, পরজ্যোতিঃস্বরূপ, পরমেশ পরাৎপর ও সকলের পরমাত্মা; তিনি কি না সারথির ন্যায় রথে অবস্থান করিয়াছিলেন! আপনি বৃদ্ধা, অধিকাঙ্গী, অপুত্রী যুবাদিগের অস্পৃশ্যা। ক্ষত্রিয়কামিনী কুব্জাকে তাঁহার প্রাক্তন পুণ্যবলে ভোগ করিয়াছেন। কি কারণেই বা মাতুল কংস আপনাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে ও কিহেতুই বা আসিতেছি বলিয়া গমন করিলেন; কিন্তু পুনরায় আসিলেন না। সেই দেবী রাধিকা ইহা কহিয়া উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় রোদন করিলেন ও মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং সহসা নিশ্বাস-রহিতা হইয়া পড়িলেন। তখন যে গোপিকাগণ গবাক্ষবিবরে অবস্থান করিয়া ঐ সকল শুনিতেছিল ও দেখিতেছিল, তাহারা রাধাকে ঐ অবস্থা-পন্না দেখিয়াও আগমন করিয়া "রাধা মৃতা" এইরূপ কহিতে লাগিল। তাহারা সকলে রাধিকাকে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল ও সকলেই কহিতে লাগিল; "হে প্রভো! হরে! নরহরে! আপনি রক্ষা করুন, আপনি রক্ষা করুন"। ৭১—৭৭। গোপীগণ কহিলেন হে কৃষ্ণ! কি করিলে, কি করিলে! তুমি আমাদের রাধাকে বিনাশ করিলে! রাধাকে জীবন দাও, তোমার মঙ্গল হউক, আমরা বনে গমন করিব। এরূপ না করিলে, আমরা সকল স্ত্রীজন তোমাতে স্ত্রীবধের পাপ দিব। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ও গোপীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া

অমৃত-দৃষ্টি-বিক্ষেপে তাঁহাকে উজ্জীবিত করিলেন এবং সতীদেবী রাধিকা উঠিলেন ও গোপীগণ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বারংবার প্রবোধ দিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাধে! আমি আধ্যাত্মিক উৎকৃষ্ট জ্ঞানের কথা কহিতেছি ;—শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণে মূর্খ কৃষকও সদ্য পণ্ডিত হয়। আমি স্বরূপতঃ জগতের স্বামী ; রুক্মিণী প্রভৃতি নারীগণের কথা কি কহিব ; হে রাধে! আমি কার্য্য-কারণরূপ ও পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্ত ; আমি বিশ্বের এক আত্মা ও স্বরূপতঃ স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় ; এবং ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত সকল জীবেতেই আমি পৃথক্ পৃথক্ যুক্ত আছি। এক ব্যক্তি ভোজন করিলে, ইতর ব্যক্তি তুষ্ট হয় না ; আত্মা নির্গত হইলে, এক ব্যক্তি মৃত হয় ও অন্য ব্যক্তি জীবিত হয়। আমি কৃষ্ণরূপ পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ঈশ্বর, গোলোকে এবং গোকুলে, পুণ্যক্ষেত্র বৃন্দাবনবনে অবস্থান করি। আমি বৃন্দাবনে গোপবেশ বালক, দ্বিভুজ ও রাধানাথ হইয়া গোপাল এবং গোপিকাগণ ও কামধেনুগণে মিলিত হইয়া তোমার সহিত অবস্থান করি। আমি বৈকুণ্ঠে নিয়ত শান্তমূর্ত্তি সনাতন চতুর্ভুজ হইয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পতি। আমার এই দুইমূর্ত্তি। যিনি সিন্ধুর মানসী কন্যা, আমি ক্ষীরোদে ও শ্বেতদ্বীপে চতুর্ভুজরূপে সেই মর্ত্ত্যলক্ষ্মীর বল্লভ হইয়া অবস্থান করি। ৭৮—৮৮। আমি ধর্ম্মের পুত্র, ধর্ম্মবক্তা, ধর্ম্মিষ্ঠ ও ধর্ম্মপথ-প্রবর্ত্তক সনাতন নারায়ণ ঋষি। আমি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে সেই ধর্ম্মিষ্ঠা পতিপরায়ণা লক্ষ্মীরূপিণী শান্তির স্বামী। হে সুন্দরি! আমি সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর সতীপতি সাক্ষাৎ কপিল ও ব্যক্তিভেদে নানারূপধারী। আমি দ্বারকায় চতুর্ভুজের অংশভূত রুক্মিণীবল্লভ ও শুভ সত্যভামা-গৃহে ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্। আমি কায়ব্যূহে অধিষ্ঠান করিয়া অন্য নারীগণের গৃহে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করি ও আমিই নারায়ণ ঋষি ও অর্জ্জুনের সারথি সেই ধর্ম্ম তনয় নরর্ষি অর্জ্জুন আমার অংশভূত হইয়া পৃথিবীতে বলবান্। আমি পুষ্করতীর্থে তাঁহার তপশ্চরণে সারথ্য কর্ম্মে আরাধিত হইয়াছি। যেমন তুমি গোলোকে ও গোকুলে দেবী রাধিকা, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠে তুমিই মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী। তুমিই ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ীর প্রেয়সী মর্ত্ত্যলক্ষ্মী, তুমি ধর্ম্মপুত্রের রমণী লক্ষ্মীরূপিণী শান্তি। কান্তে! তুমিই ভারতে কপিলের প্রিয়া সতী ও দ্বারকাতে মহালক্ষ্মী। সাধ্বী রুক্মিণী ; তুমি মিথিলায় সীতা। পঞ্চপাণ্ডবের প্রেয়সী দ্রৌপদী তোমারই ছায়া ও তুমিই স্বয়ং কমলা; তুমি রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলে। তুমিই নারায়ণের কামিনী। এই প্রকারে তুমি নিজ অংশে ও কলায় নানারূপা। পরিপূর্ণতম পরাৎপর পরমাত্মাস্বরূপী আমি দিবারাত্র এই পবিত্র বৃন্দাবনে তোমার পার্শ্বে রহিয়াছি। হে রাধে! শ্রীদামের শাপনিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাও নাই ; কিন্তু প্রাণবল্লভা তুমি আমাকর্ত্তৃক সর্ব্বদা দৃষ্টা হইয়াছ। আমি রুক্মিণীসমীপে অংশরূপে ও অন্য সকলের সমীপে কলাক্রমে থাকি। অন্য নারীগণ তোমারই অংশভূতা ; তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়া ; পুরুষমণ্ডলীমধ্যে শম্ভু আমার প্রিয় ; তাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয় নাই ও যোষিদ্গণের মধ্যে পরাৎপরা তুমিই প্রিয়া, তোমা অপেক্ষা প্রিয়া আর কেহই নাই। হে সাধ্বি রাধে! এই সমস্ত আধ্যাত্মিক বৃত্তান্ত তোমাকে কহিলাম। হে পরমেশ্বরি! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা ও গোপীগণ পরিতুষ্টা হইলেন ও সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ৮৯—১০৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন ;—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণবচন শ্রবণ করিয়া আনন্দিতা হইল ও সকলেই রাধিকানাথকে প্রণাম করিয়া গৃহে গমন করিল। তখন সাধ্বী রাধিকা হাস্যবদনে বক্রচঞ্চল-লোচনে ষোড়শকলাপূর্ণ শৃঙ্গারভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় স্বামীকে চন্দন ও মাল্য দিয়া রহস্যপূর্ব্বক পরিহার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক স্বীয় বক্ষঃস্থলে আনয়ন করিয়া ওষ্ঠ, অধর, কপোল, গণ্ডদ্বয়, চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাধিকাও কৃষ্ণের সুন্দর মুখশশী চুম্বন ও প্রাণনাথ কৃষ্ণকে বাহুযুগলদ্বারা নিজ বক্ষে স্থাপন করিলেন। প্রভু ভগবান্ কৃষ্ণ কামশাস্ত্রোক্ত স্ত্রীপুরুষের প্রীতি-জনক ষোড়শবিধ অভিলষিত শৃঙ্গার করিলেন। রাধিকার সর্ব্বাঙ্গ নখক্ষত, অধর দন্তক্ষত, দেহ রোমাঞ্চিত ও স্বয়ং অলসা হইলেন। তিনি সুখসম্ভোগে মূর্চ্ছিতা বিবস্ত্রা, ও চৈতন্যরহিতা হইলেন ; নিদ্রায় নয়নদ্বয় মুদ্রিত ও নিঃশ্বাসমাত্র অবশিষ্ট রহিল। রতিশূরা, কোমলাঙ্গী, কান্তের বক্ষোপরি-অবস্থিতা, শীতকালে সুখোষ্ণ-সর্ব্বাঙ্গী, গ্রীষ্মকালে সুখশীতলা ও নিবিড়নিতম্ব-পয়োধরা ; সেই প্রত্যঙ্গ-সুখদায়িনী, শৃঙ্গারকালে

সুখদ-নিতম্ব-ভারাবনতা পরমা রাধিকা পরাৎপর পর-মেশ্বরকে পুনঃপুনর্ব্বার বাহুযুগল ও নিতম্বদ্বারা আবদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন; হে মহাভাগ! পবিত্র বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে গমন করুন; তথায় জলে স্থলে ক্রীড়া করিয়া পুনরায় মলয়পর্ব্বতে, সুন্দর মণিমন্দিরে গমন করিব, আমি জন্মে যাহা শুনি নাই, সেই সেই অন্যান্য রহস্যস্থানে তোমার সহিত যাইব; এই আমার একান্ত অভিলাষ। এইরূপে পরস্পর কথোপকথনে শুভ রজনী অতীতা হইল, অরুণোদয়সময়েও রাধিকা মাধবকে ত্যাগ করিলেন না। মাধব প্রীতি-বচনের পর অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন। তখন শারদ-কমলনেত্র হরি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীরাধাও গোপীগণের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ একযোজন বিস্তীর্ণ ও ইন্দ্রসারমণিনির্ম্মিত দীপ্যমান ত্রিশতকোটি গৃহে উপশোভিত। উহা গোলোক হইতে সমাগত, মনের ন্যায় বেগগামী, সহস্রচক্র-সংযুক্ত, সহস্র অশ্বে চালিত, মনোহর ত্রিকোটি মণিময় স্তম্ভ ও রত্নরাজিবিরাজিত ও মুক্তা-মাণিক্যময় হীরার হারে শোভিত। নানা চিত্র-বিচিত্র, শ্বেতচামর দর্পণ ও অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র ও প্রদীপমালানিকরে সুশোভিত। ঐ রথপুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত রত্ননির্ম্মিত শয্যায় ও সমানরূপ ও সদৃশ লক্ষ গোপে পরিবৃত। ভগবান্ সেই রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে গমন করিলেন; তথায় উপস্থিত হইয়া রজনীযোগে জলে স্থলে বিহার করিতে লাগিলেন। ১২—২১। তিনি এই প্রকারে বনে ও উপবনে রতিকার্য্য সমাধা করত রাধিকাকে সমুদয় অভিনব কৌতুক দেখাইলেন। কখন বিস্যন্দক, সুরসন পার্ব্বত্য প্রদেশে; কখন বা সুরপতির নন্দনবনে, কি সুমেরু ও গন্ধমাদন পর্ব্বতে, কখন সুভদ্রে, পুষ্পভদ্রে ও নারায়ণ সরোবরে; কখন বা পবনবাস মলয়শিখরে, অমরাবতীতে; ত্রিকূট, ভদ্রকূট, পঞ্চকূট, সুকুকূট ও মনোরম কাঞ্চনীভূমিতে, কখন সমুদ্রে সমুদ্রে, দ্বীপে দ্বীপে, ও কমনীয়প্রবর খর্ব্বরে; কখন পবিত্র চন্দ্র-সরোবরে, সুপার্শ্ব, মণিপার্শ্ব প্রভৃতি নানাস্থানে শ্রীরাধার সহিত রমণ করিলেন। এবং শীঘ্র তথা হইতে পবিত্র জম্বুদ্বীপে প্রত্যাগত হইয়া দ্বারকা ও রৈবতক পর্ব্বত দেখাইলেন; অনন্তর গো-গোপসমাকুল গোকুলে আসিয়া ভাণ্ডীরারণ্য অবলোকনপূর্ব্বক পুণ্য বৃন্দাবনে গমন করিলেন। নন্দ, যশোদা এবং বৃদ্ধগোপ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সাশ্রুনেত্রে ব্যস্ততাসহকারে করিরাজ, বেশ্যা, নটনর্ত্তক, পতিপুত্রবতী সাধ্বী ব্রাহ্মণী এবং ব্রাহ্মণকে সম্মুখে লইয়া গমন করিলেন। তখন কৃষ্ণও নন্দ এবং জননী যশোদাকে দেখিবার জন্য শিশুরূপী হইয়া রাধার সহিত অনলে আবাহিত দেবগণের ন্যায় তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২২—৩১। কৃষ্ণ হাস্য করিয়া জননীর ক্রোড়ে আরোহণ করিলেন। নন্দ ও যশোদা উভয়ে তাঁহার মুখকমল চুম্বন করিতে লাগিলেন; ও অতিশয় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে নয়ন জলে সিক্ত করিলেন। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণও যশোদার স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ যে অবস্থায় মথুরায় গিয়াছিলেন, সকল লোক তাঁহাকে তাদৃশ রত্নভূষণ-ভূষিত মুরলীধারী পীতবসন-সুশোভিত, মালতীমালামণ্ডিত ও একাদশবর্ষীয়ের মত দেখিলেন। যশোদা রাধিকার সহিত কৃষ্ণকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন ও মঙ্গলকার্য্য করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। তিনি গোপীগণ ও মুনিগণের পূজা করিলেন ও মণি, রত্ন, প্রবাল, সুবর্ণ ও পরশমণি মুক্তা, মাণিক্য, হীরা—ব্রাহ্মণগণকে সানন্দে প্রদান করিলেন এবং গজরত্ন ও সুন্দর অশ্বরত্ন, আসন, পাত্র, ভূষণসমূহ, শস্য, ধান্য ও বস্ত্র প্রদান করিলেন। হে নারদ! নন্দ রাধার সহিত মাধবকে সকল অপূর্ব্ব দেখাইতে লাগিলেন ও সাদরে গোপীগণকে মিষ্টান্ন দিলেন। দুন্দুভিধ্বনি ও মঙ্গলকর্ম্ম করিতে লাগিলেন ও ঐ মহোৎসবে দেবগণকে পরমানন্দে পূজা করিলেন। ৩২—৪১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন,—তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে আহ্বান করিয়া ভাণ্ডীরবনে সেই বটবৃক্ষমূলে স্বয়ং উপবেশন করিলেন। ঐস্থানে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণীগণ তাঁহাকে অন্ন দিয়াছিলেন। তাঁহার বামপার্শ্বে দেবী রাধিকা, দক্ষিণে যশোদা ও নন্দ; তাঁহার দক্ষিণে বৃষভানু ও তাঁহার বামে কলাবতী ও অন্যান্য গোপগোপী সুহৃদ্ বন্ধু সকলেই আসীন হইলেন। তখন গোবিন্দ তাঁহাদিগকে সময়োচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে নন্দ! সম্প্রতি পরলোক-সুখকর সত্যপরমার্থ সময়োচিত কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। বিদ্যুতের প্রকাশ, জলের রেখা ও জলবুদ্বুদ যেমন ক্ষণস্থায়ী, সেই-

রূপ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলই ভ্রম জানিবে। মথুরায় আপনাকে সকলই কহিয়াছি, কিছুই অবশিষ্ট নাই। রাধিকাও কদলীবনে যশোদাকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন, তাহাই পরম সত্য ও ভ্রমান্ধকারের প্রদীপস্বরূপ; অতএব বৃথা মায়া ত্যাগ করিয়া সেই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোক-সন্তাপ-সংহারক কর্ম্মমূলচ্ছেদক পরম আনন্দজনক পরমপদ স্মরণ কর। আপনি আমার প্রতি পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে পরমব্রহ্ম ভগবান্ সনাতন-বিবেচনায় বারংবার ধ্যান করত পরম-পদ লাভ কর। গোলোকবাসিগণের সহিত শীঘ্র গোলোকে গমন কর। ১—১০। শুভকর্ম্ম-বীজ-বিনাশক কলির আগমন অদূরবর্ত্তী ঐ কালে স্ত্রী, পুরুষ ও জাতির ভিন্নতা থাকিবে না। ব্রাহ্মণদিগের সন্ধ্যা-বন্দনাদি থাকিবে না। কেবল চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞসূত্র থাকিবে; কলিশেষে ঐ যজ্ঞসূত্র ও তিলক নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইবে। লোক দিবসে রতিকার্য্যে আসক্ত ও ধর্ম্মকর্ম্মে বিরত হইবে। যজ্ঞ, ব্রত, ও তপস্যা-কার্য্য বিলুপ্ত হইবে। কেদারকন্যার শাপে ধর্ম্ম একপাদমাত্র থাকিবে; স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারী ও পতি সর্ব্বদা পরস্ত্রীরসে আসক্ত হইবে। হে গোপ! স্ত্রীগণ দিবারাত্রি পতিকে তাড়না ও ভর্ৎসনা করিবে; স্ত্রীজন ও স্ত্রীকুটুম্ব শ্যালক প্রভৃতিরই সর্ব্বদা প্রাধান্য হইবে। পতি ভার্য্যার নিকটে সর্ব্বদা পরাভূত হইয়া তাহাদিগের ভক্ত হইবে। কলিকালে যোষিদ্‌গণ সকলেই উপপতিসেবায় তৎপর থাকিবে। ঐকালে নারীগণের উপপতিতে শতপুত্রের সমান স্নেহ হইবে। ও তাহাকে হাস্যমুখে সকটাক্ষে স্বেচ্ছায় অমৃত-দর্শনে ও পতির প্রতি সর্ব্বদা বিষদর্শনে দেখিবে। উপপতির বন্ধুর প্রতি তাহাদিগের সর্ব্বদা গৌরব ও স্নেহ হইবে। স্ত্রী প্রতিদিনই পতির প্রতি করতাড়না ও তাঁহাকে ভৃত্যের ন্যায় ক্রোধভরে ভক্ষ্য প্রদান করিবে; এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে উপপতিকে মিষ্টান্ন দিবে; সর্ব্বদাই বেশ-বিন্যাস ও উপপতিসেবায় তৎপর থাকিবে। কলিতে নারীগণের উপপতিই জীবন, বন্ধু, গতি ও আত্মস্বরূপ হইবে, অতিথিসেবা ও বিষ্ণু-সেবা, পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা একেবারে বিলুপ্ত হইবে। মনুষ্য সর্ব্বদাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের দ্বেষ্টা হইয়া উঠিবে। ১১—২২। চতুর্ব্বর্ণই রামমন্ত্রের উপা-সক হইবে ও শালগ্রাম, তুলসী, কুশ ও গঙ্গোদককে ধূর্ত্ত মানব ম্লেচ্ছাচারী হইয়া স্পর্শ করিবে না। কারণেরও কারণ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ববীজ, সুখদ, মোক্ষদ, সর্ব্বসম্পদ্দাতা, ঈদৃশ আমাকে মায়ামুগ্ধ ব্রাহ্মণগণ ত্যাগ করিয়া সামান্য সম্পদ্দাতা বেদমন্ত্র ও রামমন্ত্র জপ করিবে। জগতের অনভিভবনীয়া সনাতনী ভগবতী বিষ্ণুমায়া আমার আদেশে জগৎকে বঞ্চিত করিবেন। কলির দশসহস্র বৎসরপর্য্যন্ত পৃথিবীতে আমার পূজা থাকিবে; ও তাহার অর্দ্ধেক বৎসর জগৎপাবনী গঙ্গা থাকিবেন। যেকাল পর্য্যন্ত তুলসী ও বৈষ্ণব থাকিবে ও গঙ্গাদির মহাত্ম্যকীর্ত্তন হইবে, সেইকালপর্য্যন্তই মহীতলে অত্যল্প পুরাণ থাকিবে। হে নন্দ! কলিতে এই সময়ের পর আমার পূজা ও কীর্ত্তন হইবে না! ও চতুর্ব্বর্ণই একজাতি হইয়া যাইবে। নর ও নারী-গণ বৃদ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত ও ষোড়শবর্ষীয়েরা বৃদ্ধ, পলিত ও জরাগ্রস্ত হইবে। সকল লোকেই দুর্ভিক্ষ ও রাজস্বে নিপীড়িত হইয়া বনে গমন করিবে। সেই স্থানেও বলবান্ ধূর্ত্ত কিরাতগণ তাহাদিগকে দুঃখ দিবে; সকল মানব পিতৃসেবা, গুরুসেবা, দেবসেবা, ব্রাহ্মণ-সেবা ও অতিথিসেবায় বিমুখ হইবে। পৃথিবীও সর্ব্বদা অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্যশূন্যা, বৃক্ষ, ফল-হীন ও নদ-নদী জলশূন্য, ব্রাহ্মণ বেদহীন, রাজা দুর্ব্বল, লোক সকল জাতিচ্যুত ও ম্লেচ্ছই রাজা হইবে। ২৩—৩৪। পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে, ভার্য্যা স্বামীকে ভৃত্যের ন্যায় তাড়না করিবে; একারণে গৃহস্থ ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের ন্যায় হইবে। কলির শেষে সমুদায় লোক পাপাচারী হইয়া কেহ কেহ সূর্য্যের উত্তাপে, কেহ কেহ বা জলপ্লাবনে বিনাশ পাইবে। হে বৈশ্যেন্দ্র! প্রত্যেক কলিতেই পৃথিবী বিনষ্টা হইবে ও পুনরায় সৃজনকার্য্যে সকলই সৃষ্ট হইবে, নিয়ত সত্যই একমাত্র বীজ। হে নারদ! এই অবকাশে ব্রজবাসিগণ গোলোক হইতে সমাগত, কোটি-গোপী-পরিবৃত সূক্ষ্ম বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত, চতু-র্যোজন বিস্তৃত ও উর্দ্ধে পঞ্চযোজন এক সুন্দর রথ শীঘ্র অবলোকন করিল। ঐ রথ ইন্দ্রসাররত্নে নির্ম্মিত ও অম্লান পারিজাতমালায় বিভূষিত, কৌস্তুভমণির ভূষণে ভূষিত ও উহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্ফটিকের মত। উহাতে অমূল্য রত্ন-কলস ও হীরাহার লম্বমান রহি-য়াছে ও সহস্র কোটি সুন্দর মন্দিরে বিরাজিত। তাহার চক্র দুইসহস্র ও অশ্ব দুইসহস্র। হে নারদ! তখন কলাবতী, অযোনিসম্ভবা ধন্যা রাধিকা ও অন্যান্য গোলোক হইতে সমাগতা অযোনিসম্ভবা গোপীগণ ও সেই সকল গোপপত্নীগণ সকলেই কৃষ্ণের আজ্ঞায় সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক সশরীরে সুন্দর গোলোক-ধামে গমন করিল। তাহারা সকলেই নশ্বরজীবন পরিত্যাগ করিয়া সুনিশ্চিত গোলোকে গমন করিল।

রাধাও সকল গোলোকবাসীর সহিত গোলোকে যাইলেন। তথায় নানারত্নে ভূষিত বিরজানদীর তীর দর্শন করিলেন। ৩৫—৪৫। হে বিপ্র! তাঁহারা সেই বিরজাতীর অতিক্রম করিয়া নানাবিধ মণিসমাকীর্ণ ও রাসমণ্ডলে মণ্ডিত শতশৃঙ্গপর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া পবিত্র বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন ও তথায় অক্ষয়বট দেখিলেন। উহার দৈর্ঘ্য ত্রিশতযোজন এবং বিস্তার শতযোজন, উহা অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় পরিবৃত ও স্থূলতর রক্তবর্ণ ফলসমূহে সুশোভিত। মনোহরাকৃতি বৃন্দা কোটি সহস্র গোপিকার সহিত হাস্যবদনে সমাদরের সহিত ব্রজসমীপে উপস্থিত হইয়া রাধাকে শীঘ্র রথ হইতে অবতীর্ণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং সেই রাসেশ্বরী রাধার সহিত কথোপকথন করত তাঁহার সহিত নিজ আলয়ে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহে হীরাহারবিভূষিত রত্নময় সিংহাসনে বৃন্দা তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। তখন সাত জন সখী শ্বেতচামর বীজন করিতে লাগিল। সমস্ত গোপীরা সেই পরমেশ্বরীকে দর্শন করিতে আগমন করিল। বৃন্দা ব্রজরাজ নন্দাদির এবং রাধার নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান প্রস্তুত করাইলেন। তখন সেই পরমানন্দময়ী রাধা পরমানন্দে গোপীগণের সহিত অতি রমণীয় নিজ ভবনে প্রস্থান কলেন। ৪৬—৫৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন;—তখন সেই পূর্ণতম বিভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকবাসিগণের সদ্যোমুক্তি ও সালোক্যলাভ সন্দর্শন করণানন্তর পাঁচজন গোপের সহিত ভাণ্ডীরবনের বটমূলে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সমস্ত গোকুল গোপসমূহসমাকুল এবং বৃন্দাবন বিনষ্টপ্রায় ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। তখন সেই কৃপানিধি কৃষ্ণ যোগপ্রভাবে অমৃতময় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনকে গোপ ও গোপিকাগণে পরিপূর্ণ করিলেন এবং মধুর হিতজনক ও নীতিপূর্ণ দুর্লভ বাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন, হে বন্ধো গোপগণ! তোমরা এই বৃন্দাবনবনমধ্যে স্থিরভাবে সুখে কালযাপন কর; তোমরা সকলে স্থিরযৌবনে শতায়ু হইয়া প্রিয়ার সহিত সুখে ক্রীড়া কর ও পরম্পরাগত কুললক্ষ্মীকে পুত্রপৌত্রাদির হস্তে সমর্পণ কর। তখন তাহারা সকলে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া পবিত্র বৃন্দাবনে যুবতী নারীগণের সহিত রমণীয় রাসমণ্ডলে গমন করিলেন। সেই অবধি পবিত্র বৃন্দাবনবনে চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান হইল। তখন জগদ্বিধাতা, স্বয়ং অনন্ত, ধর্ম্ম ও ভবানীর সহিত স্বয়ং মহাদেব ঐ ভাণ্ডীরবনে গমন করিলেন। যথায় ঐ ভগবান্ প্রভু কৃষ্ণ রহিয়াছেন; সূর্য্য, মহেন্দ্র, চন্দ্র, হুতাশন, কুবের, বরুণ, পবন, যম, ঈশান, দেবগণ, অষ্টবসু, গ্রহ, রুদ্রগণ, মুনি ও মনুগণ সকলেই ত্বরমাণ হইয়া তথায় গমন করিলেন। বিধাতা স্বয়ং দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে পূর্ণব্রহ্ম! অবিনাশিশরীর! জ্যোতির্ম্ময়! প্রকৃতেঃ পর! পরমপদার্থ! আপনাকে নমস্কার। হে নির্লিপ্ত! নিরাকার! ভক্তজনের ধ্যানের নিমিত্ত সাকার! স্বেচ্ছাময়! পরধাম! পরমাত্মন্! আপনাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মেশ! বিষ্ণুও মহাদেবের ঈশ! দিনেশেশ! আপনি সকল কার্য্যস্বরূপ ও সকল কারণেরও কারণ, আপনাকে নমস্কার। হে সরস্বতীশ! লক্ষ্মীশ! পার্ব্বতীশ! পরাৎপর! হে সাবিত্রীশ! রাধেশ! রাসেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। ১—১৩। আপনি সকলের আদিরূপ, সর্ব্ব-সর্ব্বেশ্বর ও সকলের রক্ষক ও সংহারক; হে সৃষ্টিরূপ! আপনাকে নমস্কার। পৃথিবী আপনার পাদপদ্মের রেণুস্পর্শে পবিত্রা ও ধন্যা হন, হে নাথ! আপনি স্বস্থানে গমন করিলে, পৃথিবী শূন্যরূপা হন। পঞ্চবিংশত্যধিকশতবর্ষ গত হইল; আপনি রোরুদ্যমানা বিরহাতুরা এই পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। শ্রীমহাদেব কহিলেন; হে বিভো! আপনি ব্রহ্মাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক ভূভার হরণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিতেছেন। ত্রিলোকমধ্যে পৃথিবীই আপনার চরণে অঙ্কিতা হইয়া সদ্যঃপূতা ও ধন্যা হইয়াছেন; আমরা ও মুনিগণ, সাক্ষাতে আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছি। যে ঈশ্বর ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের ধ্যানাতীত ও দুরারাধ্য আজি পৃথিবীতে তিনি আমাদিগেরও চক্ষুগোচর হইলেন। যিনি বাসু ও সকলের নিবাসস্থান যাঁহার লোমে বিশ্বনিচয় অবস্থান করিতেছে, সেই মহাবিষ্ণুর দেবতা বাসুদেব আপনি ভূতলে রহিয়াছেন। যাঁহার অনুপম পাদপদ্ম বহুকাল তপশ্চরণে লব্ধ হয় ও সিদ্ধশ্রেষ্ঠদিগের দুর্লভ, তাহা আজি সকল জীবের প্রত্যক্ষ হইল। অনন্ত

কহিলেন, আপনি ভগবান্ অনন্ত; আমি আপনার অংশেরও অংশ নহি। বিশ্বের একদেশস্থিত ক্ষুদ্র কূর্ম্মে আমি গজের উপর মশকের মত রহিয়াছি। ১৪—২৫। অনন্ত, কূর্ম্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অসংখ্য বিশ্বসংসার; অসংখ্য আপনি স্বয়ং ঐ সকলের ঈশ্বর। হে নাথ! আমাদিগের এরূপ শুভদিন কবে হইবে যে, স্বপ্নে অগোচর ঈশ্বর, সকল প্রাণীর গোচর হইবেন? হে নাথ! আপনি পবিত্রা করিয়াও সেই শোকসাগরনিমগ্না রোরুদ্যমানা বসুন্ধরাকে অনাথা করিয়া গোলোকে গমন করিতেছেন। দেবগণ কহিলেন, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরাদি দেবতা ও চারিবেদ যাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হন না, আমরা তাঁহার কিরূপে স্তব করিব? আপনাকে নমস্কার। সেই দেবগণ এইরূপ কহিয়া সানন্দে দ্বারকাপুরীস্থিত ভগবান্‌কে দেখিবার নিমিত্ত ঐ দ্বারকায় সত্বর গমন করিলেন। অনন্তর এ দিকে পঞ্চগোপাল সর্ব্বোত্তম গোলোকধামে গমন করিল। পৃথিবী কম্পিতা ও ভীতা এবং সপ্তসাগর সংক্ষুব্ধ হইলেন এবং রাধাবল্লভও ব্রহ্মশাপে শ্রীভ্রষ্টা দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া কদম্বতরুর মূলস্থিত প্রতিমায় প্রবেশ করিলেন। পরে সেই সকল যাদবও যুদ্ধে নিপাতিত হইল। দেবীগণও চিতায় আরোহণ করিয়া স্ব স্ব পতির সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। অর্জ্জুনও নিজ গৃহে গমন করত রাজা যুধিষ্ঠিরকে সেই সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতৃগণ ও ভার্য্যার সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। এ দিকে সেই ব্রহ্মাদি দেবগণ কদম্বমূলে উপস্থিত পরমেশ্বরকে অবলোকন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন। ২৬—৩৫। সেই রত্নভূষণভূষিত বনমালা-শোভিত, বহ্নিবিশুদ্ধবসন-পরিধান, কিশোরবয়স্ক, অতি সুন্দর, লক্ষ্মীকান্ত, মনোহর, শান্ত, শ্যাম, ব্যাধবাণে বিদ্ধপাদপদ্ম, পদ্মাদিসেবিত, দেবপ্রভু, পরমাত্মা নারায়ণকে স্তব করিলেন। তিনিও সেই ব্রহ্মাদি দেবগণকে অবলোকন করিয়া সহাস্যবদনে অভয় দান করিলেন এবং সেই প্রেমবিহ্বলা রোরুদ্যমানা পৃথিবীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া ব্যাধকে শ্রেষ্ঠতম উত্তম নিজ স্থানে প্রেরণ করিলেন। অত্যদ্ভুত বলদেবের তেজ অনন্ত-দেবে, প্রদ্যুম্নের তেজ কামদেবে ও অনিরুদ্ধের তেজ ব্রহ্মাতে প্রবিষ্ট হইল। হে নারদ! অযোনিসম্ভবা মহালক্ষ্মীরূপা দেবী রুক্মিণী সর্ব্বসমক্ষে সশরীরে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ও লক্ষ্মীর অংশভূতা সত্যভামা ভূগর্ভে ও দেবী জাম্ববতী স্বয়ং বিশ্বজননী পার্ব্বতীর শরীরে প্রবিষ্টা হইলেন। যে

যে দেবীরা যে যে দেবীর অংশরূপে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই সেই দেবীর শরীরে পৃথক্ পৃথক্ প্রবেশ করিলেন। অত্যাশ্চর্য্য শাম্বের তেজ কার্ত্তিকে, বসুদেবের কশ্যপে, দৈবকীতেজ অদিতিদেহে প্রবিষ্ট হইল। তখন সেই সমুদ্র প্রফুল্লবদন হইয়া রুক্মিণীর মন্দির ত্যাগ করিয়া সমুদয় দ্বারকাপুরী গ্রহণ করিলেন। লবণসমুদ্র মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক আসিয়া পুরুষোত্তমকে স্তব করিলেন ও তাঁহার বিচ্ছেদে একান্ত কাতর ও সবাষ্পনয়ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ৩৬—৪৬। হে নারদ! পরে গঙ্গা, সরস্বতী, পদ্মাবতী, যমুনা, গোদাবরী, স্বর্ণরেখা কাবেরী, নর্ম্মদা, শরাবতী, বাহুদা ও পুণ্যদায়িনী কৃতমালা এই সকল নদী সমাগত হইলেন ও পরমেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। তখন সেই অতিদীনা বিচ্ছেদদুঃখিতা দেবী গঙ্গা সজলনয়নে রোরুদ্যমানা হইয়া পরমেশ্বরকে কহিলেন, হে নাথ! হে রমণশ্রেষ্ঠ। আপনি শ্রেষ্ঠ গোলোকধামে চলিলেন! হে নাথ! কলিযুগে আমাদিগের কি গতি হইবে? শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে জাহ্নবি! তুমি কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভূতলে অবস্থান কর। পাপিগণ তোমাতে স্নান করিয়া যে সকল পাপ দিবে, ঐ সকল পাপ আমার মন্ত্রোপাসকদিগের স্পর্শে, স্নানে ও দর্শনে সদ্যই ভস্মীভূত হইবে। যথায় হরিনাম, পুরাণপাঠ হইবে, সেই স্থানে এই নদীগণের সহিত গমন করিয়া সাবধানে শ্রবণ করিবে। পুরাণশ্রবণ ও হরিনামসংকীর্ত্তনে পাপসমুদায় ক্ষণকালমধ্যে ভস্মীভূত হইবে। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে কোন পাপ সকলই বিষ্ণুভক্তের আলিঙ্গনে ভস্মীভূত হয়। যেমন অগ্নিতে তৃণ ও শুষ্ক কাষ্ঠনিচয় দগ্ধ হয়, সেইরূপ হরিভক্ত ব্যক্তির সহিত আলাপে পাপিগণের পাপ দগ্ধ হয়। হে জাহ্নবি! পৃথিবীতে যে সকল পবিত্র তীর্থ আছে, আমার ভক্তগণের দেহে সর্ব্বদাই তাহারা রহিয়াছে। ৪৭—৫৭। আমার ভক্তের পাদধূলিস্পর্শে পৃথিবী সদ্য পূতা হন এবং তীর্থসকল ও জগৎ সদ্য পবিত্র হয়। যে ব্রাহ্মণগণ আমার মন্ত্র উপাসনা করে বা আমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া আমাকেই নিয়ত ধ্যান করে, তাহারা আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়; তাহাদিগের স্পর্শমাত্রে বায়ু ও অগ্নি পবিত্র হয়; কলির দশ সহস্র বৎসরপর্য্যন্ত ভূতলে আমার ভক্তগণ অবস্থান করিবে। উহারা পৃথিবী হইতে গমন করিলে, সমস্ত এক বর্ণ হইবে ও সেই আমার ভক্তশূন্য পৃথিবী কলিগ্রস্তা হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে সেই স্থানে

শ্রীকৃষ্ণের দেহ হইতে শত চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবৎসলাঞ্ছন চতুর্ভুজ পুরুষ নির্গত হইলেন ও তিনি সুন্দর রথে আরোহণ করিয়া ক্ষীরোদ-সাগরে গমন করিলেন। সেই কৃষ্ণের মন হইতে উৎপন্না সিন্ধুকন্যা মনোহরা মর্ত্ত্যলক্ষ্মীও মূর্ত্তিময়ী হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপী জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, শ্বেতদ্বীপে গমন করিলে, তিনি দ্বিধারূপ হইলেন। তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ, দ্বিভুজ গোপবালকরূপ, নবীন মেঘের মত শ্যাম, পীতবসন সুশোভিত, শ্রীমান্, সহাস্যবদন,পদ্মনেত্র, ভগবান্ পূর্ণতম, প্রভু, প্রকৃতি-পৃথক্ পরম পুরুষ হইলেন। তিনি শতকোটি চন্দ্রের সৌন্দর্য্য ও শতকোটি কামপ্রভা ধারণ করিতেছেন; তিনি পরব্রহ্ম ও পরধামস্বরূপ ও স্বয়ং গুণাতীত-সকলের পরমাত্মা, ভক্তজনের অনুগ্রহপ্রকাশার্থ শরীরী, অবিনশ্বর দেহী ও পরমানন্দময়। যোগিগণ তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় সনাতন কহিয়া থাকেন; ভক্তগণ তাঁহাকে জ্যোতির অভ্যন্তরস্থিত নিত্যরূপ বলিয়া থাকেন। চতুর্ব্বেদ যাঁহাকে সত্যস্বরূপ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা আদিভূত নিত্য পদার্থ, সকল দেবগণ তাঁহাকে স্বেচ্ছাময় পরম প্রভু বলিয়া থাকেন। সিদ্ধশ্রেষ্ঠ সকল মুনিগণ যাঁহাকে সর্ব্বরূপ কহেন ও যোগিবর শঙ্কর যাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া থাকেন। বিধাতা স্বয়ং তাঁহাকে কারণেরও কারণ বলিয়া থাকেন, অনন্তদেব সেই নবধা রূপধারী ঈশ্বরকে অনন্ত বলিয়া থাকেন। ষড়্বিধ দর্শনে ছয় প্রকার, বৈষ্ণবদিগের অভীষ্ট এক প্রকার, বেদে একরূপ, পুরাণে এক প্রকার; সেই কারণে তাঁহার রূপ নয় প্রকার। ন্যায় ও শঙ্কর যাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় কহেন, বৈশেষিকেরা নিত্য ও বিচক্ষণেরা তাঁহাকে আদিভূত কহিয়া থাকেন। সাংখ্য তাঁহাকে জ্যোতীরূপ সনাতন দেব বলিয়া থাকেন; মীমাংসা সর্ব্বরূপ ও বেদান্ত সকলের কারণ কহিয়া থাকেন। পাতঞ্জল তাঁহাকে অনন্ত; চতুর্ব্বেদ সত্যস্বরূপ; পুরাণ স্বেচ্ছাময়; ভক্তগণ নিত্যবিগ্রহ কহেন ও তিনি স্বয়ং গোলোকনাথ রাধাপতি নন্দ-নন্দন ও গোকুলে এবং পুণ্য বৃন্দাবনে গোপবেশধারী। তাঁহার বামাংশ চতুর্ভুজ মহালক্ষ্মীপতি ভগবান্ নারায়ণ। হে নারদ! পুরুষ, মুক্তি-কারণ নারায়ণ, এই নাম একবার উচ্চারণ করিলে তিনশত কল্প গঙ্গাদি সকল তীর্থস্নানের ফল লাভ করে। সেই কৌস্তুভমণি ও বনমালায় ভূষিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবৎসলাঞ্ছন সুনন্দ নন্দ কুমুদ প্রভৃতি পার্ষদগণে পরিবৃত ও দেবগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া স্বস্থান বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ গমন করিলে, প্রভু রাধানাথ স্বয়ং ত্রৈলোক্যমুগ্ধকর পরম বংশীশব্দ করিলেন। হে নারদ! সেই শব্দে দেবগণ ও মুনিগণ মূর্চ্ছিত হইলেন; পার্ব্বতী ভিন্ন ঐ মায়ায় সকলেই অচেতন হইলেন। তখন ঐ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী সনাতনী বিষ্ণুমায়া পরব্রহ্ম-রূপিণী পরমাত্মরূপা সগুণা গুণাতীতা স্বেচ্ছাময়ী সতী পার্ব্বতী ভগবান্ সনাতন কৃষ্ণকে কহিলেন; হে প্রভো! গোলোকধাম রাসমণ্ডলে একা আমি রাধিকা-রূপিণী; এক্ষণে রাসশূন্য গোলোকধাম আপনি পরিপূর্ণ করুন। ৫৮—৮৭। আপনি মুক্তামালায় বিভূষিত স্বীয়রথে আরোহণ করিয়া গমন করুন; আমি তোমার বক্ষঃস্থলে থাকিয়া পরিপূর্ণা হইয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞায় বৈকুণ্ঠবাসিনী মহালক্ষ্মী ও সেই স্থানেই হরির বামপার্শ্বে সরস্বতী ও আমি তোমার মনেতে উৎপন্না সিন্ধুকন্যা ও আমি তোমারই আদেশে বেদজননী সাবিত্রী হইয়া অংশরূপে বিধাতার সন্নিধানে অবস্থান করি। পূর্ব্বে সত্যকালে আমি তোমার আদেশে সমস্ত দেবগণের একত্র সমবেত তেজোমধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া তথায় দিব্য শরীর ধারণ করিয়াছিলাম এবং অবলীলাক্রমে শুম্ভাদি দৈত্যগণ আমাকর্ত্তৃক নিহত হয়। আমি দুর্গকে বিনাশ করিয়া দুর্গা ও ত্রিপুরাসুরের বধ করিয়া ত্রিপুরা নাম ধারণ করিয়াছি। আমি তোমারই আজ্ঞায় রক্তবীজকে নিধন করিয়া রক্তবীজবিনাশিনী ও সত্যরূপিণী দক্ষকন্যা সতী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞায় যোগবলে দেহ ত্যাগ করিয়া শৈলকন্যা হইয়াছি ও তুমিই গোলোকে রাসমণ্ডলে আমাকে শঙ্করকে সম্প্রদান করিয়াছিলে। আমি বিষ্ণুভক্তা বলিয়া, বিষ্ণুমায়া বৈষ্ণবী ও আমি নারায়ণের মায়া, সে কারণে নারায়ণী বলিয়া কথিতা। আমি কৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা এবং মহদ্বিষ্ণু ও বায়ুর জননী স্বয়ং রাধিকা। আমি তোমার আদেশে পঞ্চ-প্রকৃতিরূপে পঞ্চপ্রকারে বিভক্তা হইয়াছি ও আমি অংশে ও অংশের অংশক্রমে দেবগণের গৃহে গৃহে দেবপত্নীরূপে রহিয়াছি। ৮৮—৯৭। হে মহাভাগ! সেই গোলোকে আমি বিরহকাতরা হইয়া গোপী-গণের সহিত নিয়ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছি, আপনি শীঘ্র গমন করুন। রসিকবর কৃষ্ণ পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নযানে আরোহণ-পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম গোলোকধামে গমন করিলেন। তখন ঐ সনাতনী বিষ্ণুমায়া পার্ব্বতী, মায়া-

বংশীর শব্দে আচ্ছন্ন দেবগণকে চৈতন্যযুক্ত করিলেন। তাঁহারাও হরিধ্বনি করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। সেই দুর্গাও আনন্দিতা হইয়া মহাদেবের সহিত স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর সর্ব্বজ্ঞা রাধিকা প্রাণপতি কৃষ্ণ আসিতেছেন জানিতে পারিয়া গোপীগণের সহিত সানন্দে ব্রজসমীপে যাইলেন। সতী রাধিকা জগন্নাথকে রথ হইতে অবরোহণ করিয়া সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সকল শক্তির সহিত অবনতমস্তকে নমস্কার করিলেন। তখন গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণের আগমনে আহ্লাদিত ও প্রফুল্লবদন হইয়া দুন্দুভি বাদ্য করিল। জগদীশ্বর বিরজানদী উত্তরণ করিয়া রাধিকাকে দেখিলেন, ও রথ হইতে শীঘ্র অবরোহণপূর্ব্বক রাধিকার হস্ত ধারণ করিয়া, শতশৃঙ্গপর্ব্বত ও রমণীয় রাসমণ্ডলে ভ্রমণ করিলেন এবং পবিত্র অক্ষয়বট অবলোকন করিয়া রম্য বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এবং কৃষ্ণ তুলসীকানন দর্শন করিয়া মালতীবনে যাইলেন। তিনি বামভাগে কুন্দবন ও মাধবীকানন, দক্ষিণভাগে অভিমত চম্পকবন রাখিয়া চলিলেন। তিনি শীঘ্রই সুন্দর চন্দন কানন পশ্চাৎ করিলেন। অগ্রে সুন্দর রাধিকার ভবন দেখিলেন। ও রাধার সহিত উৎকৃষ্ট রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সকর্পূর তাম্বূল ও সুবাসিত জল সেবন করিলেন ও সুগন্ধি চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পশয্যায় শয়ন করত রসসাগরে নিমগ্ন হইয়া রাধার সহিত ক্রীড়া করিলেন। ধর্ম্মের বদন হইতে যেরূপ শুনিয়াছি, এই আমি তদনুসারে রমণীয় গোলোকারোহণ সকলই কহিলাম, পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ। ৯৮—১১১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডেঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ! আমার অভিলষিত সকলই শুনিয়াছি, কিছুই অবশিষ্ট নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কি অপূর্ব্ব অভীষ্টপ্রদ। হে জগদ্গুরো! এক্ষণে কি করিব, তাহা আমাকে বলুন; আপনি আজ্ঞা করুন, আমি তপস্যা করিতে হিমালয়ে গমন করি। নারায়ণ কহিলেন, তুমি পূর্ব্বজন্মে পঞ্চাশৎ কামিনীর পতি উপবর্হণ নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিলে, এক্ষণে ব্রহ্মার পুত্র হইয়া জন্মিয়াছ। তোমার সেই সকল নারীর মধ্যে রম্যা এক সাধ্বীনারী তপশ্চরণে শঙ্করকে আরাধনা করিয়া তোমার প্রতি বাঞ্ছিত বর লাভ করিয়াছেন। সেই স্বর্ণগ্রীবা মহোদয়া সৃঞ্জয়রাজার কন্যা হইয়াছেন; তাহাকে বিবাহ কর; শিবের আজ্ঞা কখন বৃথা হয় না। ঐ নারী যাবতীয় সুন্দরীমধ্যে প্রধানা সুন্দরী, কোমলা ও লক্ষ্মীর অংশভূতা, পতিব্রতা, মহাভাগা, রম্যা, প্রিয়বাদিনী, কামুকী, কমনীয়া ও নিরন্তর স্থিরযৌবনা। বিধাতৃলিখিত পূর্ব্বকর্ম্মফল কেহ নিবারণ করিতে পারে না। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মভোগ না হইয়া শতকোটিকল্পেও ক্ষয় হয় না। অবশ্যই অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল-ভোগ করিতে হইবে। সূত কহিলেন, দেবর্ষি নারদ নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতহৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, সত্বর সৃঞ্জয়ভবনে গমন করিলেন। শৌনক কহিলেন, হে মহাভাগ সূত! অহো, কি অপূর্ব্ব, সরস, অত্যাশ্চর্য্য, পুরাতন রহস্য শুনিলাম। এক্ষণে অতীন্দ্রিয়, ব্রহ্মপুত্র, মুনিবর নারদের বিবাহবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ১—১১। সূত কহিলেন, নারদ অলক্ষিতশরীরে বিষ্ণুপরায়ণা তপস্বিনী মহাভাগা সৃঞ্জয়কন্যাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বদেব-সমাবৃত রমণীয় ব্রহ্মার সভায় যাইলেন ও শান্তভাবে পিতা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। তখন সত্যবাক্ জগদীশ্বর ব্রহ্মা স্বয়ং তনয়কে পাইয়া হাস্যবদনে ঐ শুভাবহ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সকল দেবগণের সহিত শুভক্ষণে রত্ননির্ম্মিত রথে আরোহণপূর্ব্বক পুত্র নারদকে অগ্রে করিয়া সৃঞ্জয়ভবনে গমন করিলেন। রাজা সৃঞ্জয় তাহা শ্রবণ করিয়া রত্নালঙ্কারভূষিতা সুন্দরী কন্যাকে লইয়া পরমানন্দে নারদকে সম্প্রদান করিলেন ও তিনি মণিমুক্তা প্রভৃতি সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া অঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যোগিবর রাজা ব্রহ্মাকে কন্যা সমর্পণ করিয়া বৎসে! বৎসে! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, হে কমললোচনে! আমার শূন্য ভবন পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? আমি ঘোরবনে গমন করিব, তোমায় ত্যাগ করিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছি। তখন কন্যাও রোদন করিতে করিতে রোরুদ্যমান পিতা ও মাতাকে প্রণাম করিয়া বিধাতার রথে আরোহণ করিলেন। বিধাতা আনন্দিত হইয়া সস্ত্রীক সেই পুত্রকে লইয়া দেবেন্দ্রগণ ও মুনিগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ও মঙ্গলকর্ম্ম সমাধা হইলে দ্বিজ, দেব ও সিদ্ধগণকে ভোজন করাইলেন ও দুন্দুভিধ্বনি করিলেন। হে শৌনক! মুনিবর নারদও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মে বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন। যাহার যে পূর্ব্বতন কর্ম্ম, তাহার ফল কেহ নিবারণ করিতে পারে না। সেই নারদ সুগন্ধি

চন্দনচর্চ্চিত সুরম্য পুষ্পশয্যায় পত্নীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, তখন দিবা ও রাত্রি কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই। ১২—২৪। মুনিবর নারদ এইরূপে বিহার করিয়া ব্রহ্মলোকে মনোহর বটবৃক্ষের মূলে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান সাক্ষাৎ একটী বালকের ন্যায় উলঙ্গবেশ ভগবান্ সনৎকুমার আগমন করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ পঞ্চবর্ষবয়স্ক, চূড়া ও উপনয়নরহিত ও বৈদিক সন্ধ্যা-বিবর্জ্জিত। তিনি "কৃষ্ণ" এই মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। যাঁহার গুরু নারায়ণ, তিনি অনন্ত কল্পকাল তিন ভ্রাতার সহিত অবস্থিত। তিনি বৈষ্ণবদিগের অগ্রগণ্য ও জ্ঞানাদিগের গুরুরও গুরু। নারদ সেই সাধুশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে সমীপে দর্শন করিয়া সহসা তাঁহাকে ভূমিতে মস্তকদ্বারা দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বালক সনৎকুমার হাস্য করিয়া নারদ-পরমার্থ কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ। কি করিতেছ? হে যুবতীপতে! তোমার কুশলত? স্ত্রী-পুরুষের প্রেম ও নিত্য বর্দ্ধিত ও নিত্য নূতন হয়। উহা পরমাত্মজ্ঞান লোপ করে ও ভক্তিদ্বারের কপাট, মোক্ষবিরোধী ও চিরবন্ধনের কারণ। গর্ভে অবস্থানের একমাত্র বীজ ও নরকের পরম কারণ। পাপিষ্ঠ নরাধম অমৃতবোধে বিষ পান করিয়া থাকে। নারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়োপভোগে যাহার মন থাকে, সে মায়ায় বঞ্চিত হওয়ায় অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ সেবা করে। ঈশ্বর ভিন্ন সকল কর্ম্মীরই স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভোগ হইয়া থাকে; আমরা ব্রহ্মার পুত্র, দেহী আমাদিগেরও ভোগ আছে; যদি তোমার ভোগ নাই, তবে কেন তোমার গন্ধর্ব্বজন্ম হইল? কেনইবা দাসীপুত্র হইলে? ও মুক্তজনের সহবাসে কেনইবা মুক্ত হইলে? হে ভ্রাতঃ! মায়াময়ী প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ গমন কর; পবিত্র ভারতবর্ষে তপস্যাদ্বারা মাধবকে ভজনা কর। মুক্তিদাতা পরম নারায়ণ নিজ অংশে থাকিতে বিষয়ী ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হইয়া মায়ায় বঞ্চিত হয়। আমার এই সকল মন্ত্রের সার পরাৎপর 'কৃষ্ণ' এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র গ্রহণ কর। সকল পুরাণ, চারিবেদ ও অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃষ্ণ মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর কিছুই নাই। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে পুষ্করতীর্থে, নারায়ণ আমাকে ঐ মন্ত্র দিয়াছেন; আমি অসংখ্য কল্প উহা জপ করিয়া সর্ব্বপূজিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। সনৎকুমার এই সকল কথা বলিয়া স্নান করাইয়া নারদকে ঐ পরম মন্ত্র দিলেন। তদবধি তিনি পবিত্র মণিমালায় রাত্রদিন উহা জপ করিতেছেন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য সনৎকুমার তাঁহাকে শুভ আশীর্ব্বাদ ও মন্ত্র প্রদান করিয়া ভগবান্ সনাতন পুরুষকে দেখিবার জন্য গোলোকধামে গমন করিলেন। নারদও সর্ব্বসিদ্ধিকর কর্ম্মনিকৃন্তন ও কৃষ্ণে অচল ভক্তিপ্রদ পরম মন্ত্র পাইয়া মায়াময়ী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করত তপস্যার্থ ভারতে প্রস্থান করিলেন। ২৫—৪৪। নারদ মুনি, কৃতমালানদীর তীরে শঙ্করকে দেখিলেন ও দর্শনমাত্রেই অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভক্তবৎসল জগদীশ্বরও সেই ভক্তকে কহিলেন;—অয়ে নারদ! আজি তোমায় দেখিয়া আমার চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল; ভক্তদিগের দর্শন দেহিগণের প্রার্থনীয়; এই ভক্ত-সমাগম দেহিগণের পরম লাভ। যে বিষ্ণুভক্তকে দর্শন করে, সে সকল তীর্থে স্নাত হয়। সমুদায় তন্ত্রে দুর্লভ মহামন্ত্র তুমি পাইয়াছ। আমি ঐ মন্ত্র স্বপুত্র গণেশ ও কার্ত্তিককে প্রদান করিয়াছি। কৃষ্ণ গোলোকধামে রাসমণ্ডলে আমাকে, ধর্ম্মকে ও ব্রহ্মাকে ঐ মন্ত্র দিয়াছিলেন; ধর্ম্ম নারায়ণ ঋষিকে, ব্রহ্মা সনৎকুমারকে ও তিনি তোমাকে দিয়াছেন। ঐ মন্ত্র গ্রহণমাত্রেই লোক নারায়ণতুল্য হয়। ঐ মন্ত্রগ্রহণে কালাকাল ও শুভাশুভ-বিচার নাই। পঞ্চলক্ষবার জপে উহার পুরশ্চরণ হয়, উহার ধ্যান সামবেদে উক্ত আছে। উহা পাপনাশক ও কর্ম্মমূলচ্ছেদক; বৈষ্ণব ব্যক্তি উহার দ্বারা ধ্যান করিবে। নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও পীতবাসা কিশোরবয়স্ক অনুপম শতকোটি চন্দ্রের সৌন্দর্য্যধারী ও কোটি-কন্দর্পলাবণ্যের মনোহর ক্রীড়াস্থান, অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ভূষণসমূহে ভূষিত ও কৌস্তুভবিরাজিত, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত, চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, মালতী-মালায় ভূষিত, ঈষৎ হাস্যে প্রসন্নবদন, শিবাদি দেবগণের নিত্যোপাস্য, সকলের পরমাত্মা, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশে শরীরধারী, বেদের অনির্ব্বচনীয় সেই সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণকে ভজনা করিবে। তুমি এই ধ্যানে সেই ভগবান্ সনাতনকে ধ্যান করিয়া সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম-পরাৎপরকে ভজনাকর। পর-মেশ্বর শম্ভু এই কথা বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। নারদও সেই জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া তপস্যায় গমন করিলেন। পরে নারদ শ্রীহরির স্মরণ করিয়া যোগে দেহ ত্যাগ করত কমলাসেবিত শ্রীহরিপাদ-পদ্মে বিলীন হইলেন। ৪৫—৬০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, কি অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য অতি-গোপনীয় নূতন নূতন রম্য এবং কি অনির্ব্বচনীয় কমনীয় উপাখ্যান শুনিলাম; যাহা পুরাণেও পুরাতন, সেই অতি দুর্লভ কথা কহিয়াছেন। কবে আবার আমাদের এবম্ভূত সুদিন হইবে? তাহার জন্ম সফল ও ধন্য যাহার বৈষ্ণবসমাগমলাভ হয়। যাহাতে গর্ভবাসের ও কর্ম্মবীজের উচ্ছেদ হয় ও যাহা বিশুদ্ধ হরির দাস্যপ্রদ ভক্তগণ ভক্তির উদ্দীপক ও অসাধুসঙ্গ-সঞ্জাত দুর্ব্বুদ্ধি ও পাপের উন্মূলনের কারণ, ঈদৃশ কি অপূর্ব্বই গণেশজন্ম-উপাখ্যান শুনিলাম! কি অপূর্ব্বই তুলসী ও রাধিকার উপাখ্যান শুনিলাম! অন্যান্য অভি-লষিত ব্যক্ত অব্যক্ত রহস্যবিষয় সকলই শুনিলাম। হে মহাভাগ! আমার মন পূর্ণ হইয়াছে। হে মহাভাগ! এক্ষণে অভিলষিত বহ্নির ও সুবর্ণের উৎপত্তিকথা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন; যেরূপ নিত্যা প্রকৃতি ও মহ-ত্তত্ত্ব সৃষ্টির প্রধান উপযোগী; জল ও অগ্নি তদ্রূপ। যেমন দিক্, মহাকাশ ও এই সৃষ্টি, গোলোক, প্রকৃতি-তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র, অগ্নিও তদ্রূপ; তথাপি তাহার উৎপত্তি কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মা, অনন্ত ও মহেশ্বর ইঁহারা সকলে শ্বেতদ্বীপে জগৎপতি বিষ্ণুকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। তথায় পরস্পর সম্ভাষণ করিয়া সুন্দর সভামধ্যে বিষ্ণুর সম্মুখে রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ১—১১। তখন সেইস্থানে বিষ্ণুর গাত্রোদ্ভূত ও লক্ষ্মীর অংশভূত কামিনীগণ নৃত্য ও সুন্দরভাবে বিষ্ণুগাথা গান করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের কঠিন শ্রোণি, পীন স্তন-মণ্ডল ও সহাস্য বদনকমল দর্শন করিয়া কামুক হইলেন; চিত্তনিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না; তাহার বীর্য্য পতিত হইল; লজ্জাবশতঃ ভূতলে বস্ত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিলেন। হে শৌনক! সঙ্গীত নিবৃত্ত হইলে, তিনি সেই কামতাপে প্রতপ্ত বস্ত্রসহিত বীর্য্য ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান এক পুরুষ জল হইতে উত্থিত হইয়া সভাস্থলে লজ্জিত ব্রহ্মার ক্রোড়ে উপবেশন করিল। এই সময়ে বরুণদেব কুপিত ও ত্বরান্বিত হইয়া জল হইতে উঠিয়া দেবগণকে প্রণাম করত ঐ বালককে লইতে উদ্যত হইলেন। হে দ্বিজ! বালক ভয়ে রোদন করিতে করিতে বাহুদ্বারা ব্রহ্মাকে ধারণ করিলেন; জগদ্বিধাতা কিছুই কহিলেন না। বরুণও বালকের হস্ত ধারণ করিয়া ক্রোধে আকর্ষণ করিলেন। প্রজাপতি বরুণকে সভামধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দুর্ব্বল বরুণদেব দূরে পতিত হইলেন; পরে ব্রহ্মার কোপদৃষ্টিতে মৃতবৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। মহাদেব অমৃতদৃষ্টি বিক্ষেপে তাঁহাকে সচেতন করিলেন। তখন জলপতি চেতনা পাইয়া তাঁহাকে কহিলেন; এই বালক জলে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, ইনি আমার পুত্র; এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছি, আমি লইয়া যাইব; ইহাতে ব্রহ্মা আমাকে কেন তাড়না করিলেন। ১২—২২। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিষ্ণো! হে মহেশ্বর! এই বালক আমার শরণাগত হইয়াছে। ভীত, শরণাগত, রোরুদ্য-মান ব্যক্তিকে কিরূপে ত্যাগ করি। যে অপণ্ডিত ব্যক্তি বিপন্ন আর্ত্ত শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা না করে, যাবৎ চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবেন, তাবৎ তাহার নরকভোগ হয়। তখন সর্ব্বজ্ঞ মধুসূদন উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত যথোচিত বাক্যে কহিলেন। কামিনীগণের নিতম্বদর্শনে ব্রহ্মার যে রেতঃপাত হইয়াছিল, তাহা তিনি লজ্জাবশতঃ নির্ম্মল ক্ষীরোদ-সাগরের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ঐ বালক তাহা হইতেই উৎপন্ন; সুতরাং ধর্ম্মানুসারে বিধাতার পুত্র এবং শাস্ত্রানুসারে বরুণেরও ক্ষেত্রজ পুত্র হইয়াছে। অনন্তর মহাদেব কহিলেন;—বেদে যে বিদ্যা ও যোনি-সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে পুত্র ও শিষ্য উভয়ই সমান; ইহা বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন অতএব বরুণদেব এই বালককে মন্ত্র ও বিদ্যা প্রদান করুন; সুতরাং এই বালক বিধাতার পুত্র বহ্নি নামে ও বরুণের শিষ্য রূপে বিখ্যাত হইবে। বিষ্ণু তাঁহাকে উৎকৃষ্ট দাহিকা শক্তি প্রদান করুন; সেই দাহিকা শক্তিতেই তিনি সর্ব্বদহন হুতাশন নামে খ্যাত হইবেন; কিন্তু বরুণ-দেব ঐ শক্তি নিবারণ করিতে পারিবেন। ভগবান্ বিষ্ণু শিবের এইরূপ আজ্ঞানুসারে তাহাকে দাহিকা-শক্তি এবং বরুণদেব মন্ত্র, বিদ্যা ও উৎকৃষ্ট রত্নমালা প্রদান করিলেন। তখন বরুণদেব মায়াপ্রভাবে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করত বিষ্ণু ও মহা-দেবের সমক্ষে সেই বালককে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলেন। পরে ব্রহ্মা ও শম্ভু বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে মহর্ষে! আমি অগ্নির উৎপত্তি-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে স্বর্ণোৎপত্তি বিষয় কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ২৩—৩৩।

একদা সমুদয় দেবগণ, সুরসভাতে সমবেত হইলে, অপ্সরোগণ নৃত্য-গীত করে। তখন অগ্নি, সুশ্রোণী রম্ভাকে অবলোকন করিয়া কামার্ত্ত হওয়াতে তাঁহার বীর্য্যস্খলন হয়, তিনি লজ্জাবশতঃ বস্ত্রদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা আচ্ছাদন করেন। অনন্তর, তদুৎপন্ন অতিভাস্বর সুবর্ণরাশি, বস্ত্রাবরণ অতিক্রম-পূর্ব্বক ক্ষণমধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া সুমেরুপর্ব্বতরূপে পরিণত হইল। এইজন্য পণ্ডিতগণ, অগ্নিকে "হিরণ্যরেতা" বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত তোমার নিকটে বলিলাম, এক্ষণে পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৩৪—৩৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ সূত! সকল বিষয়ই যথার্থরূপে তোমার নিকটে শ্রবণ করিলাম, অবশিষ্ট কিছুই নাই। হে মহাভাগ! এই পুরাণ বৃত্তান্ত পুনরায় আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। আমি এরূপ পুরাণ জন্মাবচ্ছেদে শ্রবণ করি নাই; এবং তোমার ন্যায় পুরাণবক্তাও কখন দেখি নাই; শুনি নাই। সূত বলিলেন, হে মহাভাগ! সাবধান ও সংযতভাবে শ্রবণ কর। অধ্যায়শ্রবণ মাত্রেই সমস্ত পুরাণ-শ্রবণফল-লাভ হয়। ব্রহ্মখণ্ডে সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্মের নিরূপণ-প্রস্তাব, তত্তৎ-প্রতিপাদক শ্রুতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদিগের ধ্যান এবং গোলোকাদির বিষয়ও যথাশক্তি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। হে দ্বিজ! প্রকৃতার্থের উপযোগী অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান, সঙ্করজাতিনির্ণয়, প্রশ্নমত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আবশ্যকীয় উপাখ্যান রাধামাধবের ক্রীড়া, মহাবিষ্ণুর উৎপত্তি, সংক্ষেপে ব্রহ্মাণ্ড-বর্ণন, ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ মুনীন্দ্র নারদের পরমার্থজ্ঞান, ব্রহ্মার আজ্ঞাক্রমে নারদের নারায়ণাশ্রমে গমন, তাঁহাদিগের নারদের সহিত সাক্ষাৎকার এবং নারদের নিজ অভিপ্রায়-নিবেদন—হে দ্বিজোত্তম! এই সকল বিষয়যুক্ত ব্রহ্মখণ্ড, যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। মুনে! সুধাখণ্ডসদৃশ প্রকৃতি-খণ্ড শ্রবণ কর। প্রকৃতি-লক্ষণ, প্রকৃতিদিগের বর্ণনা, তাঁহাদিগের উপাখ্যান, পূজাদি-প্রবন্ধ ও লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী, রাধিকা এবং আরও অনেকের চরিতাবলী পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইয়াছে। মহালক্ষ্মী, সরস্বতী এবং দুর্গার পরমাশ্চর্য্য উপাখ্যান, শিব-শঙ্খচূড়ের মহাযুদ্ধ, তুলসী-কৃষ্ণসংবাদ, তাঁহাদিগের সম্ভোগবৃত্তান্ত, শঙ্খচূড়-নিধন, শ্রীদামের শাপমোচন, দেবগণের স্বাধিকারপ্রাপ্তি, বিপত্তি-নাশ, জীবগণের মোক্ষবীজ, অভিলষিত গঙ্গোপাখ্যান, আনন্দজনক মনসা-উপাখ্যান, স্বাহা, স্বধা এবং অন্যান্য কতিপয়ের উপাখ্যান, এবং প্রশ্নানুসারী বহুতর প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান এই সকল ঘটনাযুক্ত প্রকৃতি খণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে গণপতিখণ্ড শ্রবণ কর। ১—১৮। গণপতিখণ্ড সকল পুরাণে গোপনীয় অত্যন্ত রমণীয় এবং সম্পূর্ণ নূতন। এই উপাখ্যান, অতীব দুর্লভ ও শ্রোতৃবৃন্দের পরমপ্রীতিকর। পার্ব্বতী পরমেশ্বরের মহাক্রীড়া, তাঁহাদিগের ক্রীড়াভঙ্গ, কার্ত্তিকেয়োৎপত্তি; পার্ব্বতী-পরিতোষণ, পার্ব্বতীর মানভঞ্জন, পুণ্যকব্রত, দেবী দুর্গার অভিলষিত চরিত্রকীর্ত্তন, সুব্রতা পার্ব্বতীর প্রতি বিষ্ণুর বরদান, হর-পার্ব্বতীর অতিথি-ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণদর্শন, কৃপা করিয়া শিবালয়ে গণেশের আবির্ভাব, পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের পুত্রমুখা-বলোকন, শিবগৃহে পরমানন্দময় মহোৎসব, নিত্য অনাদি সত্যস্বরূপ, সর্ব্ববিঘ্নহর, শান্ত, সর্ব্বসম্পৎ-প্রদাতা, জপ-যজ্ঞ-তপস্যা-ব্রতাদির ফলদাতা, অতি কমনীয়, রমণীমোহন পার্ব্বতী পরমেশ্বরের প্রাণাধিক প্রিয়তম, পরমব্রহ্মস্বরূপী, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকারণ, পরমাত্মা, সনাতন ভগবান্ স্বয়ং নারায়ণকে বালকরূপে দেবগণের দর্শনদানবৃত্তান্ত, গণেশখণ্ডে বর্ণিত আছে। এই গণেশের, দর্শন, স্তবন, প্রণাম, পূজা এবং ধ্যানে, ধ্যান-পরায়ণদিগের কোটিজন্মার্জ্জিতপাপ নাশ হয়। হে দ্বিজ! কার্ত্তিকানয়ন, কার্ত্তিকাভিষেক, সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন গণেশপূজা, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত জমদগ্নির যুদ্ধ, সুরভিহরণ, জমদগ্নিনিধন, পতিব্রতা রেণুকার চিতারোহণ, পরশুরামের একবিংশতিবার ভূমণ্ডল-নিঃক্ষত্রিয়-করণ, সুদারুণ দুষ্কর প্রতিজ্ঞা, গণেশ-পরশুরাম-সংবাদ তাঁহাদিগের পরস্পর যুদ্ধ, গণেশের দন্তভঙ্গ, দুর্গার বিলাপ, পরশুরামের প্রতি অভিশাপ-প্রদান, পরশুরামের স্মরণমাত্রে নারায়ণের আবির্ভাব স্বয়ং প্রভু নারায়ণের পার্ব্বতীকে প্রবোধ-দান, পরমাশ্চর্য্য ঈপ্সিত শিবলোকবর্ণন, পরশুরামকে সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা শঙ্করকর্ত্তৃক মহাস্ত্রপ্রদান, পরমাত্মা কৃষ্ণের মন্ত্র কবচ এবং অভয়দান, পরশুরাম-কর্ত্তৃক একবিংশতিবার ক্ষত্রিরবিনাশ, তৎকৃত পৃথিবীর ভারহরণ এবং প্রশ্নানুসারে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব উপাখ্যান; এই সকল ঘটনাবলীপূর্ণ গণেশখণ্ড সংক্ষেপে

কথিত হইয়াছে। জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধিহর, পরম-মুক্তিকর, হরিদাস্যপ্রদ, শুদ্ধ, অমৃতসদৃশ, সুশ্রাব্য শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড এক্ষণে সাবধানে শ্রবণ কর। এই খণ্ড অপূর্ব্ব উপাখ্যানপূর্ণ, অত্যন্ত রম্য, সম্পূর্ণ নূতন, পদে পদে সুস্বাদু। জন্মাবচ্ছেদে এ সকল বিষয় শ্রুত হয় নাই। এই খণ্ড সর্ব্বতত্ত্বের প্রদীপ, সংসার-সমুদ্রের উৎকৃষ্ট তরণোপায়, কর্ম্মভোগ-রোগাদি বিনাশক রসায়ন-স্বরূপ। এই কৃষ্ণ-জন্মখণ্ড; শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলপ্রাপ্তির সোপান, বৈষ্ণবগণের জীবনস্বরূপ জগতের পরম পবিত্রতাকারণ। প্রথমে মহর্ষি নারায়ণের নিকটে নারদ মুনির প্রশ্ন, নারদের প্রতি মহর্ষি নারায়ণের প্রত্যুত্তরপ্রদান, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের অতি-প্রশংসা, শ্রীদাম ও রাধিকার দারুণ কলহ, তাঁহাদিগের গোলোক-পরিত্যাগ-নিদান -পরস্পর শাপপ্রদান, বিরজার অদ্ভুতরূপে দেহত্যাগ, নদীরূপে বিরজার উৎপত্তি, গোপীগণপরিত্যাগ, বিরজা নদী ও শ্রীকৃষ্ণের মৈথুন এবং সপ্তসমুদ্রের জন্ম। হে দ্বিজ! এই সকল বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ১৯—৪৫। ব্রহ্মপ্রার্থিত শ্রীকৃষ্ণের ধরাতলে অলৌকিক জন্ম বিবরণ এবং বসুদেবগৃহে তাঁহার আবির্ভাব-বিষয় জন্মখণ্ডে কথিত হইয়াছে। কংসাসুরভয়ে শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে প্রস্থান, শ্রীদামের অভিশাপে রাধিকার বৃষভানু-তনয়া-রূপে আবির্ভাব; পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে বাল্যলীলা, দৈত্যাদি-বধ, গর্গমুনির আগমন, শ্রীহরির অন্নপ্রাশন, পুতনাবধ, ক্ষণমধ্যে শকটভঙ্গ, বন্ধনমোচন, যমলার্জ্জুনবৃক্ষভঙ্গ, মুখমধ্যে ত্রিভুবন-দর্শন, গাভী ও বৎসগণের হরণ ও সৃজন, ব্রহ্মকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তব, ইত্যাদি বৃত্তান্তও কথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সহসা গোকুল পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র বৃন্দাবনে গমন করিলে, তাঁহার পিতা নন্দ-ভয়ে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তদনন্তর অত্যদ্ভুত বৃন্দাবন-নির্ম্মাণ, তথায় বালকগণের সহিত ক্রীড়া, শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণীদত্ত অন্ন-ভোজন, প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে বর-প্রদান, স্বর্গবর্ণন, ও বস্ত্রহরণ-বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। অনন্তর, হে দ্বিজ! শ্রীকৃষ্ণকৃত গোপীগণের বরদান, কাত্যায়নী-ব্রত, দুর্গাপূজা, যমুনাতীরে গোপীগণকে পার্ব্বতীর বরদান, কৃষ্ণের তালফলভক্ষণ, ইন্দ্রযাগ-ধ্বংস, রাধিকার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ ও মিলন, গোপীদিগের ক্রীড়া, কৃষ্ণের ক্রোড়ে রাধিকা, মায়াবলে গৃহমধ্যে ছায়াসৃষ্টি, রাসমণ্ডলে ষোড়শ প্রকারে শৃঙ্গার করিয়া রাধিকার সহিত কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ও মলয়পর্ব্বতে আগমন, রাধাকৃষ্ণের নিশ্চিত সংবাদ, গোপীদিগের নানাবিধ মুক্তিবৃত্তান্তবর্ণন করিয়াছি। ৪৬—৬১। পবিত্র বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করিয়া গোপীদিগের আনন্দবৃদ্ধি, জল ও স্থলে নানাবিধ ক্রীড়া, গোপীদিগের বিশেষতঃ শ্রীরাধার সৌভাগ্যবর্ণন প্রভৃতি নানাবিধ নূতন নূতন অভিনব বৃত্তান্ত বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন। অনন্তর আকাশস্থ অমরগণের দর্শন, রাসমণ্ডপে রাসক্রীড়াদর্শনে দেবনারীদিগের হৃদয়চাঞ্চল্য, শ্রীহরির মথুরা-প্রবেশ, রজকনিধন, কুব্জাসম্ভোগ ও তাহাকে মুক্তিদান, কুবিন্দনামক মালাকারের প্রতি প্রসন্নতা ও তাহাকে মোক্ষ-দান, হরধনুভঞ্জন, মাতঙ্গবধ, কংসের সভায় প্রবেশ, কংসবধ, তাহার বন্ধুগণের বিলাপ, যথাবিধি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া-সম্পাদন ও তাহার পিতাকে রাজ্যদান, নন্দের বিলাপ ও আশ্চর্য্য স্তুতি, নির্জ্জনে পিতা-পুত্রের বৃত্তান্ত, জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের নন্দকে পরম আধ্যাত্মিক যোগ-প্রদান, মুনিগণের গমন এবং সুকুমারকথিত অত্যুত্তম সুদুর্লভ ধন্যোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। নির্জ্জন রাধিকালয়ে উদ্ধবের আগমন, তাঁহাদিগের কথোপ-কথনে শুভময় জ্ঞানোপদেশ, শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞোপবীত, গুরুগৃহে বিদ্যালাভ, গুরুদেবকে মৃতপুত্র-প্রদান, জরাসন্ধ-দমন, কালযবনের নিধন, দ্বারকানির্ম্মাণ, বিশ্ব-কর্ম্মার অহঙ্কারদমন, দ্বারকাপ্রবেশ, উগ্রসেনের বিলাপ, রুক্মিণী-হরণ, স্বর্গ হইতে পারিজাত-আনয়ন, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে পৃথিবীর ভারমোচন, উষাহরণ, বাণ-রাজার ভুজচ্ছেদ, বলির স্তব, অনিরুদ্ধের পরাক্রম, রাধাযশোদা-বৃত্তান্ত, শৃগালের অতি আশ্চর্য্য মুক্তি, তীর্থ-যাত্রা-প্রসঙ্গে গণেশের পূজা, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ, রাধা দেবীর সহিত দর্শন, রাধা-ভাবের-প্রকাশন এবং রাধার সহিত রাধানাথের রমণ ও তীর্থে ভ্রমণ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। হে শৌনক! ব্রহ্মশাপে যদুবংশ-ধ্বংস, পাণ্ডবগণের মোক্ষ, হরির স্বস্থানে গমন, নারদের বিবাহ এবং বহ্নি ও সুবর্ণের উৎপত্তি-প্রকরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। চারি খণ্ডে বিভক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তনামক পুরাণে ঐ সকল বিষয় বর্ণিত হইল। হে মুনিবর! অনন্তর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন, আজ আমার জন্ম সফল, দুর্লভ জীবনও সুন্দর ; যেহেতু মোক্ষসাধক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ফলরূপে নির্ব্বিঘ্নে সেবা করিলাম। হে বৎস! হে তাত! আমাকে অভয় প্রদান কর। তাহা হইলে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় নিবেদন করি। সূত বলিলেন, হে মহাত্মন্! ভয় ত্যাগ করুন। যদি কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা হইলে প্রশ্ন করুন। যে যে বিষয় গোপনীয় এবং মনোহর, তাহা সকলই আমি বর্ণন করিব। শৌনক বলিলেন, হে পুত্র! সম্প্রতি পুরাণসমূহের লক্ষণ, সংখ্যা এবং ফল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সূত বলিলেন, হে মহাত্মন্! বিস্তৃত পুরাণসমূহ, ইতিহাস সংহিতা এবং পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে বর্ণন করিতেছি। সৃষ্টি, প্রলয়, চন্দ্র এবং সূর্য্যাদি বংশক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দশ মনুর অধিকারকীর্ত্তন এবং চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের বংশবর্ণন, এই লক্ষণ পাঁচটী অবশ্যই পুরাণে থাকিবে। পণ্ডিতগণ উপপুরাণ ও উক্ত পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত বলেন। সম্প্রতি মহাপুরাণের বিশেষ লক্ষণ বর্ণন করিতেছি। মহাপুরাণে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, পালন, কর্ম্ম, বাসনা, বর্ণন, চতুর্দ্দশ মনুর প্রত্যেকের নামান্বয়াদি, কীর্ত্তন, প্রলয়-বর্ণন, মোক্ষনিরূপণ, হরির গুণকীর্ত্তন এবং পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দেবগণের গুণ কীর্ত্তন এই দশ প্রকার লক্ষণ থাকিবে। পুরাণ-সমূহের সংখ্যা বলিতেছি. শ্রবণ কর। ব্রহ্মপুরাণে দশহাজার, পদ্মপুরাণে পঞ্চান্ন হাজার, পণ্ডিতগণ বিষ্ণুপুরাণে তের হাজার শ্লোক পরিগণিত করেন, শিবপুরাণে চব্বিশ হাজার শ্রীমদ্ভাগবতে আঠার হাজার, নারদপুরাণে পঁচিশ হাজার, মার্কণ্ডেয়পুরাণে নয় হাজার, অগ্নিপুরাণে পনর হাজার চারিশত, ভবিষ্যপুরাণে চৌদ্দহাজার পাঁচশত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আঠারহাজার লিঙ্গপুরাণে একাদশ হাজার এবং বরাহপুরাণে চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে। ১—১৭। শতাধিক একাশীতি সহস্র-শ্লোকে শ্রেষ্ঠ স্কন্দ-পুরাণাপুরাণজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। অযুত শ্লোকে বামনপুরাণ-সপ্তদশ সহস্র শ্লোকে কূর্ম্ম-পুরাণ, চতুর্দ্দশ সহস্র শ্লোকে মৎস্য-পুরাণ ; পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত। গরুড়-পুরাণ ঊনবিংশতি সহস্র শ্লোকে কথিত ; ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ দ্বাদশ-সহস্র শ্লোকে কীর্ত্তিত। এইরূপ সমস্ত পুরাণের শ্লোকসংখ্যা চতুর্লক্ষ উক্ত হইয়াছে। এবং পূর্ব্বোক্ত ক্রমে অষ্টাদশপুরাণের নাম পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। পুরাণের ন্যায় অষ্টাদশ উপপুরাণ, ইতিহাস, ভারত, বাল্মীকি-প্রণীত কাব্য প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্যপূর্ণ পাঁচটী পঞ্চরাত্র ; বসিষ্ঠ, নারদ, কপিল, গৌতম, সনৎকুমারকর্ত্তৃক বিরচিত। ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ, গৌতম এবং সনৎকুমারকর্ত্তৃক কৃষ্ণভক্তি-সমন্বিত পাঁচটী সংহিতা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ সকলই তোমার নিকটে কহিলাম। এইরূপ প্রভূত ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তাহার মধ্যে আমার যথাজ্ঞান,সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে রাসমণ্ডলে আপনার ভক্ত ব্রহ্মাকে এই পুরাণবক্তা বলিয়াছেন। ব্রহ্মা ধর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্মকে, ধর্ম্ম নারায়ণ ঋষিকে, নারায়ণ নারদকে এবং নারদ নিজ ভক্ত বলিয়া আমাকে করিয়াছিলেন। তুমি মুনিপ্রধান এজন্য তোমাকে আমি এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ কহিলাম। এই ঈপ্সিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অতি দুর্লভ। এই পুরাণে সমস্ত বিশ্ব উক্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রাণিগণের পরমাত্মস্বরূপ, কর্ম্মনিরত নরগণের কর্ম্ম ; সাক্ষিস্বরূপ পরব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন। এই পুরাণে পরব্রহ্ম ও তাঁহার উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য নিরূপিত হইয়াছে, এইজন্য পণ্ডিতগণ ইহাকে “ব্রহ্মবৈবর্ত্ত” নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই পুরাণ অতি-পুণ্যদায়ক মঙ্গলস্বরূপ ও মঙ্গলপ্রদ। ১৮—৩১। ইহাতে অতি গোপনীয় সুরম্য, হরিভক্তি ও হরিদাস্য-প্রদ, সুখ ও মোক্ষদায়ক, শোকসন্তাপনাশন, নূতন নূতন সার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নদীনিকরমধ্যে গঙ্গা যেমন সদ্য মুক্তি দান করেন, তীর্থমধ্যে পুষ্কর যেমন পবিত্র, পুরীমধ্যে কাশী যেমন শ্রেষ্ঠ, বর্ষসমূহমধ্যে ভারত যেমন মঙ্গলময় ও সদ্যোমুক্তিপ্রদ, মহীধরমধ্যে যেমন সুমেরু, পুষ্পমধ্যে যেমন পারিজাত, পত্রমধ্যে যেমন তুলসীপত্র, ব্রতমধ্যে একাদশীব্রত, বৃক্ষমধ্যে কল্পবৃক্ষ, সুরগণমধ্যে সুরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, জ্ঞানীন্দ্রমধ্যে মহাযোগী শঙ্কর, যোগীন্দ্রমধ্যে গণপতি, সিদ্ধগণমধ্যে কপিল, তেজস্বী মধ্যে সূর্য্য যেমন শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুপরায়ণ মধ্যে ভগবান্ সনৎকুমার যেমন অগ্রণী, রাজগণ মধ্যে যেমন রামচন্দ্র, ধনুর্দ্ধরগণমধ্যে যেমন লক্ষ্মণ, দেবীগণ-মধ্যে দুর্গা যেমন পুণ্যবতী ও সাধ্বী, শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীসমূহমধ্যে রাধিকা যেমন প্রাণাধিকা, ঈশ্বরী সমূহমধ্যে যেমন লক্ষ্মী, পণ্ডিতমধ্যে যেমন সরস্বতী, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেইরূপ সমস্ত পুরাণমধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব এই উৎকৃষ্ট, সুখদ, মধুর, পুণ্যপ্রদ, পুরাণ সন্দেহভঞ্জন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পুরাণ সুখ ও সর্ব্ব-সম্পৎপ্রদ

শুভ ও পুণ্যদায়ক, বিঘ্নবিনাশকর, শ্রেষ্ঠ ও হরিদাস্যপ্রদ অতএব পরলোকে হর্ষপ্রদ। যজ্ঞানুষ্ঠান, তীর্থসেবা, ব্রতপালন, তপশ্চর্য্যা এবং গুরু-প্রদক্ষিণের ফলও ইহার তুল্য নহে। ৩২—৪৩। চারি বেদপাঠ হইতেও উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। যদি অপুত্র ব্যক্তি সংযতভাবে, এই পুরাণ পাঠ করে, তবে সে গুণবান্ বিদ্বান্ বৈষ্ণব পুত্র লাভ করিয়া থাকে। দুর্ভাগা রমণী যদি এই পুরাণ শ্রবণ করে, তাহা হইলে, সে স্বামিসৌভাগ্যলাভে অধিকারিণী হয়। মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা এবং পাপিষ্ঠা মহাবন্ধ্যাও এই পুরাণশ্রবণ-ফলে, চিরজীবী পুত্র লাভ করে। এই পুরাণশ্রবণ-ফলে, যশোহীন ব্যক্তি যশস্বী, মূর্খ—পণ্ডিত, রোগার্ত্ত —রোগমুক্ত এবং বদ্ধব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হয়। ইহা শ্রবণ করিলে ভীত ব্যক্তি ভয়শূন্য, বিপন্ন ব্যক্তি বিপদুত্তীর্ণ, অরণ্য, প্রান্তর এবং দাবাগ্নিরূপ সঙ্কটে পতিত ব্যক্তিও ঐ সকল সঙ্কট হইতেও নিশ্চয় মুক্ত হয়। এই পুরাণশ্রবণমাত্রেই সঞ্চিতপুণ্যবান্ ব্যক্তি অন্ধতা, কুষ্ঠ, দারিদ্র্য ও দারুণ রোগ-শোকের বিষয় জানিতেও পারে না। যে ব্যক্তি সুসংযতভাবে এই পুরাণের অর্দ্ধশ্লোক বা শ্লোকপাদ শ্রবণ করে, সে লক্ষ গোদানফল প্রাপ্ত হয়। ৪৪—৫০। ইন্দ্রিয়সংযম-পূর্ব্বক যে ব্যক্তি, শুদ্ধকালে সংকল্প করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদানসহকারে এই চতুর্থ খণ্ড পুরাণ সম্পূর্ণ শ্রবণ করেন, তিনি বাল্য কৌমার বার্দ্ধক্য ও যৌবনের কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন সন্দেহ নাই; এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণপূর্ব্বক রত্নযানে আরোহণ করিয়া নিত্য গোলোকধামে গমন করিয়া কৃষ্ণদাস্য লাভ করেন। অসংখ্য ব্রহ্মপতনেও তাঁহার পতন হয় না। তিনি সামীপ্য-মুক্তিবলে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর হইয়া চিরকাল তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন। মানব সুস্নাত, সংযত ও শুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মখণ্ডশ্রবণের পর পাঠককে পায়স পিষ্টক ফল তাম্বূল ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবে এবং চন্দন, শুভ্র মাল্য, মনোহর সূক্ষ্ম বস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদনপূর্ব্বক পাঠককে দান করিবে। সুশ্রাব্য সুধোপম প্রকৃতি শ্রবণ করিয়া মানব, পাঠককে, দধিযুক্ত অন্ন ভোজন করাইয়া তাঁহাকে সবৎসা রম্যা সুরভি গাভী, সংযত-ভাবে গণপতিখণ্ড শ্রবণ করিয়া শ্রোতা পাঠককে সুবর্ণ, যজ্ঞোপবীত, শ্বেতাশ্ব, শ্বেতচ্ছত্র, শ্বেতমাল্য, স্বস্তিক, তিললড্ডুক এবং কালদেশোদ্ভব পক্ক ফল প্রদান করিবে। ভক্ত ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড শ্রবণ করিয়া পাঠককে উৎকৃষ্ট রত্নাঙ্গুরীয়, সূক্ষ্মবস্ত্র, মাল্য, উত্তম স্বর্ণকুণ্ডল এবং সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিয়া স্তব করিবে এবং পরমাদরপূর্ব্বক একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি-সম্পন্ন হইয়া এই পুরাণ শ্রবণ করে, সে কৃষ্ণভক্তি-লাভ করে এবং পুরাকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৫১—৬৪। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমস্তই এই আমি তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বিদায় দেও; নারায়ণা-শ্রমে গমন করি। এখানে বিপ্রমণ্ডলী দর্শন করিয়া নমস্কার করিতে আগমন করি, তৎপরে আপনাদিগের আজ্ঞাক্রমে এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কথিত হইল। শরীর বাক্য ও মনদ্বারা দিবানিশি ত্রিগুণাতীত সত্য পরমব্রহ্ম রাধাবল্লভকে ভজনা কর। ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার এবং পরমাত্মা কৃষ্ণ, শিব, ব্রহ্মা ও গণেশকে নিত্য বারংবার নমস্কার, সরস্বতী দেবীকে নমস্কার, পুরাণ-গুরু বেদব্যাসকে নমস্কার, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী দেবী দুর্গাকে বারংবার নমস্কার। শৌনক! আপনা-দিগের পবিত্র পাদপদ্ম দর্শন করিয়া, এক্ষণে গণেশাধি-ষ্ঠিত সিদ্ধাশ্রমে গমন করি। ৬৫—৬৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সমাপ্ত।

মূল্য : পঁয়তাল্লিশ টাকা।

মূল্য—৮০·০০ টাকা